উপনিষদ - ১

স্বামী গম্ভীরানন্দ

নিবেদন

শ্রীভগবানের কৃপায় উপনিষৎ গ্রন্থাবলীর প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে প্রসিদ্ধ উপনিষৎসমূহের মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ও শ্বেতাশ্বতর এই নয় খানি উপনিষৎ স্থান পাইয়াছে। ভবিষ্যতে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

এই পুস্তকে প্রথমে মূল সংস্কৃত, প্রয়োজন মত মূলের আশয়, অন্বয়-মুখে বাঙ্গলা শব্দার্থ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা, এবং অনুরূপ স্থল সকলের উল্লেখ করা হইয়াছে; সর্বশেষে মূলানুগত প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুরূহ বাক্যসমূহের বিশদ টীকা এবং পুস্তকের শেষভাগে শ্লোকাদির অনুক্রমণিকা এবং নির্ঘণ্টও সংযোজিত হইয়াছে। এই সকলের সাহায্যে উপনিষৎগুলি সংস্কৃতে অল্পাভিজ্ঞ পাঠকগণের নিকট সহজবোধ্য হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। উপনিষদের বক্তব্য বিষয় বুঝিবার পক্ষে ভূমিকাটিও যথেষ্ট সহায়তা করিবে। শব্দার্থ ও টীকাদিতে আচার্য শঙ্কর ও অনুবর্তী গ্রন্থকারগণের মতের অনুসরণ করা হইয়াছে।

শ্রীমৎ স্বামী জগদানন্দ মহারাজ গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত সংশোধন এবং স্থানে স্থানে টীকাদি সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

গুরুপূর্ণিমা
২৫শে আষাঢ়, ১৩৪৮ সাল

প্রকাশক

দ্বিতীয় সংস্করণের

নিবেদন

বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থখানি ভাষ্যাদির সহিত মিলাইয়া আদ্যোপান্ত দেখিয়া দেওয়া হইল এবং স্থলবিশেষে সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হইল। ইহাতে উচ্চারণ সম্বন্ধে একটি নূতন মন্তব্যও সংযোজিত হইল। শেষোক্ত কার্যে আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সীতারাম শাস্ত্রী এবং বেদবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

আষাঢ়, ১৩৪৯ সাল

সম্পাদক

সংক্ষিপ্তশব্দের সূচী

ঈ:—ঈশোপনিষৎ
ঐ:—ঐতরেয়োপনিষৎ
ক:—কঠোপনিষৎ
কে:—কেনোপনিষৎ
ছা:—ছান্দোগ্যোপনিষৎ
তৈ:—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
প্র:—প্রশ্নোপনিষৎ
বৃ:—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ
ব্র: সূ:—ব্রহ্মসূত্র
মা:—মাণ্ডূক্যোপনিষৎ
মু:—মুণ্ডকোপনিষৎ
যো: সূ:—পাতঞ্জল যোগসূত্র
শ্বে:—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
দ্র:—দ্রষ্টব্য

গ্রন্থমধ্যে যেখানে উপনিষদের উল্লেখ নাই, মাত্র সংখ্যা দেওয়া আছে, সেখানে যে উপনিষৎ চলিতেছে, তাহারই কথা হইতেছে বুঝিতে হইবে।

সূচীপত্র

উচ্চারণ

বৈদিক উচ্চারণ গুরুমুখে শিক্ষণীয়। তথাপি পাঠকের কথঞ্চিৎ সাহায্য হইবে ভাবিয়া কয়েকজন পণ্ডিতের সাহায্যে কয়েকটি ইঙ্গিত প্রদত্ত হইল।

বর্ণ		উচ্চারণ স্থান
ই, ঈ, চবর্গ, য, এবং শ	...	তালু (ঊর্ধ্ব দন্তমূলের কাছে অথচ উপরে)।
ঋ, ৠ, টবর্গ, র, এবং ষ	...	মূর্ধা (তালুর উপরে, আলজিবের নীচে)।
লৃ (ঌ), তবর্গ, ল, এবং স	...	দন্ত (ঊর্ধ্ব দন্তের গোড়া)।
ঙ, ঞ, ণ, ন, ম (পঞ্চম বর্ণ)	...	নাসিকা এবং পূর্বোক্ত সেই সেই স্থান।

অন্যান্য উচ্চারণ স্থান ব্যাকরণ হইতে শিক্ষণীয়।

ঃ আশ্রয়স্থানভাগী ; যে স্বরের পরে থাকিবে সেই স্বরের স্থান হইতে, অথচ (হলন্ত) অর্ধ হকারের (হ্) ন্যায়, উচ্চার্য। যথা ততঃ = ততহ্ ; দুঃখ = দুহ্খ।

যজুর্বেদে শ, ষ, স, হ, কিংবা র পরে থাকিলে ঃ স্থানে গুং (ঁ) আদেশ হয়। ঃ এর পূর্বে হ্রস্ব স্বর থাকিলে গুং এর উচ্চারণ দীর্ঘ ও দীর্ঘস্বর থাকিলে হ্রস্ব হয়।

য এর উচ্চারণ—ই + অ ; যথা যমঃ = ইঅমঃ। ব এর উচ্চারণ—ও + অ (ইংরাজি w) ; যথা বাক্ = ওআক্। ই + অ এবং ও + অ দ্রুত উচ্চার্য। ষ এর উচ্চারণ খুকি শব্দের খ এর মত। শ এর উচ্চারণ শরৎ শব্দের শ এর মত। ষ ও ণ উচ্চারণকালে জিহ্বাকে উল্টাইয়া মূর্ধা প্রায় স্পর্শ করিতে হয় (ণ = প্রায় ড়ঁ)। স এর উচ্চারণ বস্ত্র-শব্দের স এর মত। সংযুক্ত বর্ণ পৃথক্ উচ্চার্য—বিদ্বান্ = বিদ্ওআন্ ; আত্মা = আৎমা ; যজ্ঞ = ইঅজ্ঞ। ঋ—মূর্ধার পার্শ্বদেশকে জিহ্বার পার্শ্বদ্বয় দ্বারা প্রায় স্পর্শ করিয়া উচ্চার্য (কতকটা রি ও রু এর মাঝামাঝি)। হ্রস্ব স্বর হ্রস্ব করিয়া ও দীর্ঘস্বর দীর্ঘ করিয়া উচ্চার্য।

ভূমিকা

বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয়

বেদ-শব্দটি জ্ঞানার্থক বিদ্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ" নামক প্রবন্ধে আচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন, "শাস্ত্র-শব্দে অনাদি অনন্ত 'বেদ' বুঝা যায়। ধর্ম-শাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম। পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতি-শব্দবাচ্য; এবং তাহাদের প্রামাণ্য— যে পর্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্যন্ত। 'সত্য' দুই প্রকার—(১) যাহা মানবসাধারণ পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গৃহীত; (২) যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য। প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারে সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বেদ' বলা যায়। 'বেদ'-নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান; সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং উহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন। ঐ অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন, তাঁহার নাম ঋষি ও সেই শক্তিদ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন তাহার নাম 'বেদ'[2]।"

১। "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।" মুঃ ১।১।৯

২। ঋষিগণ বেদ রচনা করেন নাই, তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা মাত্র—

ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারো ন তু বেদস্য কর্তারঃ।
ন কশ্চিদ্বেদকর্তা চ বেদস্মর্তা চতুর্মুখঃ॥
যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা॥

অতএব বেদ-শব্দের মুখ্যার্থ জ্ঞানরাশি এবং গৌণার্থ শব্দরাশি। কিন্তু শব্দরাশিরূপ বেদও আমাদের অশেষ শ্রদ্ধার বস্তু, কারণ উহা অনন্তপুরুষেরই বাঙ্‌ময়ী মূর্তি ;—ইহার অপর নাম শব্দব্রহ্ম। সৃষ্টির পূর্বেও এই অনাদি বেদ ছিল, কারণ শব্দপূর্বকই সৃষ্টি হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই ভাব আত্মপ্রকাশ করে। বৈদিক শব্দরাশি অবলম্বনে বৈদিক ভাবরাশি প্রকটিত হইয়া আজও জগতে বর্তমান। প্রতিকল্পের আদিতে ভগবান্ অনাদি বেদ উচ্চারণ করেন, তিনিই শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ স্থাপন করেন ; অর্থাৎ কোন্ শব্দে কোন্ অর্থ বুঝাইবে, তাহা প্রথমে ভগবান্ই স্থির করেন। বিশেষ বিশেষ শব্দে মানব যে বিশেষ বিশেষ বস্তুকে বুঝিয়া থাকে তাহা শিক্ষা ব্যতীত হইতে পারে না। ভগবান্ই প্রথমে বেদরূপী ভাষা শিক্ষা দিয়াছেন এবং তদবলম্বনে মানবীয় ভাষার বিস্তার সাধিত হইয়াছে। তিনিই আদিগুরু—তৎকর্তৃক উচ্চারিত ও প্রকাশিত বেদই অপরে লাভ করিয়াছেন। বেদের অপর নাম শ্রুতি, কারণ উহা পূর্বে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ না হইয়া গুরুশিষ্য-পরম্পরায় শ্রুত হইয়া সমাজে প্রচলিত হইত ও যজ্ঞাদি সম্পাদনে নিযুক্ত হইত। এই গুরুশিষ্য-পরম্পরা অনাদি বলিয়া বেদও অনাদি। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভগবান্ কল্পারম্ভে যেমন যেমন শব্দ উচ্চারণ করেন, সেই সেই বস্তুই সৃষ্ট হয়। সৃষ্টির আদি নাই ; সুতরাং সৃষ্টির পূর্ববর্তী বেদরাশিও অনাদি। কিন্তু বেদান্ত-মতে বেদ নিত্য হইলেও প্রতিকল্পে উহা মুখনিঃশ্বাসের ন্যায় অনায়াসে ঈশ্বরের বাণীরূপে প্রকটিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে প্রতিকল্পে বহু বেদকর্তা হইলেও বাক্যোচ্চারণে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহেন। বেদে আছে যে, বিধাতা পূর্বকল্পের সৃষ্টি

অনুসারেই পরকল্পের সৃষ্টি রচনা করেন। নূতন কল্পের পূর্বে তিনি অনাদি বেদকেই পুনর্বার উচ্চারণ করেন এবং তদনুযায়ী সৃষ্টি হইতে থাকে। ইহা অবশ্য সত্য যে, পূর্বোচ্চারণ বা পূর্বসৃষ্টি পরবর্তী উচ্চারণ বা সৃষ্টির সহিত অভিন্ন হইতে পারে না; পরবর্তীটি পূর্বের অনুরূপ মাত্রই হইয়া থাকে। এইরূপে উচ্চারণ বিষয়ে স্বয়ম্ভুর কথঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও বেদ বস্তুতঃ অপৌরুষেয়—উহা কোনও পুরুষের দ্বারা রচিত নহে (ব্রঃ সূঃ ১।১।৩ ও ১।৩।২৮-৩০ দ্রষ্টব্য)।

কল্পারম্ভে ভগবান্ প্রজাপতিরূপে বেদের প্রচার করিয়া থাকেন (মুণ্ডকোপনিষৎ ১।১।১)। এই বিষয়ে পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, একদা আদি-পুরুষ ব্রহ্মা যোগাসনে সমাসীন হইয়া আত্মচিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময়ে তাঁহার হৃদয়ে অস্ফুট নাদধ্বনি হইল, পরে প্রণব এবং তদনন্তর উক্ত প্রণব হইতে স্বর ও ব্যঞ্জনময় বর্ণরাশি প্রকটিত হইল। সেই বর্ণরাশি সহায়ে তিনি যে শব্দসমূহ উচ্চারণ করিলেন, তাহাই বেদবিদ্যা।

বেদ চতুর্ধা বিভক্ত—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, ও অথর্ববেদ।

বেদের বিভাগ

প্রতি বেদে আবার দুইটি বিভাগ আছে—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ —"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্।" মন্ত্রভাগের অপর নাম 'সংহিতা', অর্থাৎ যাহাতে মন্ত্রসমূহ সম্-হিত বা একত্র স্থাপিত বা সমষ্টীকৃত হইয়াছে। আর শ্রুতি নিজেই যে অংশে নিজের অপ্রকাশিত

১। যাস্কের মতে "যাহা দ্বারা মনন করা যায় তাহার নাম মন্ত্র—মন্ত্রাঃ মননাৎ (৭।৩।৬)। মন্ত্রসমূহ হইতেই মননকারিগণ অধ্যাত্ম ও অধিদৈবাদি বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন—তেভ্যো হি অধ্যাত্মাধিদৈবিকাদি মন্তারো মন্যন্তে, তদেবং মন্ত্রত্বম্" (৭।১।১)। জৈমিনির মতে "অভিযুক্তেরা যাহাকে মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহাই মন্ত্র—[illegible]যুক্তোপদিষ্টো মন্ত্রঃ"।

অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন ও সংহিতার প্রয়োগাদি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই বেদাংশকে ব্রাহ্মণ[1] বলে। ব্রাহ্মণ ভাগে প্রধানতঃ বিধি, নিষেধ, যাগ-যজ্ঞ, ইতিবৃত্ত, অর্থবাদ (অর্থাৎ প্রশংসাপর বা নিন্দাপর বাক্য), উপাসনা[2], ও ব্রহ্মবিদ্যা নিবদ্ধ হইয়াছে। এই অংশ গদ্যে রচিত। ব্রাহ্মণেরই অংশবিশেষকে আরণ্যক বলে, কারণ উহা অরণ্যে পঠিত হইয়া থাকে এবং অরণ্যবাসীদেরই অবলম্বনীয় (দ্রঃ ভাষ্য-ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। আরণ্যকসমূহেও প্রচুর উপাসনাদি বিহিত হইয়াছে।

১। আপস্তম্ব-মতে "কর্মচোদনা ব্রাহ্মণানি—কর্মচোদনা অর্থাৎ বিধিই ব্রাহ্মণ"। বিধি দুই প্রকার—অপ্রবৃত্তপ্রবর্তক ও অজ্ঞাতজ্ঞাপক (সায়ন)। কর্মকাণ্ডে যে সকল বিধি আছে তাহা অপ্রবৃত্তকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। জ্ঞানকাণ্ডে যে সমস্ত বাক্য আছে তাহা অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞাপক হয়। বস্তুতঃ কর্মকাণ্ডোক্ত বাক্যগুলিও অজ্ঞাতজ্ঞাপক বলিয়াই প্রমাণরূপে গৃহীত হয়, শুধু অপ্রবৃত্ত-প্রবর্তক বলিয়া নহে। ব্রাহ্মণ-শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতভেদ আছে। একটি মতে বলা হয়—যে ত্রিবেদজ্ঞ ঋত্বিক্ যজ্ঞ পরিচালনা করিতেন, তাঁহাকে ব্রহ্মা বলা হইত; তিনি যে বেদভাগের সাহায্যে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিতেন, তাহারই নাম ব্রাহ্মণ। এই অর্থ গৃহীত হইলে উপনিষৎসমূহের প্রামাণ্য নষ্ট হয়; কারণ উহারা কর্মে [illegible] হয় না। অপর মতে ব্রহ্মন্, অর্থাৎ স্তোত্রাংশ, সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই ব্রাহ্মণ। Cf. History of Indian Philosophy—Das Gupta.

২। "শাস্ত্রবিহিত কোনও বিষয়কে ধ্যানের আলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে এইরূপ একটি সমানাকার চিত্তবৃত্তি প্রবাহিত করা যে, তাহার মধ্যে ভিন্ন প্রকারের বৃত্তি উদিত হইয়া বাধা জন্মাইতে না পারে।" (ছাঃ ভাষ্যভূমিকা)। "শব্দাদি বিষয় হইতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়কে পৃথক্ করিয়া মনোমধ্যে উপসংহার পূর্বক এবং উক্ত মনকেও প্রত্যক্-চেতনাতে উপসংহার করিয়া একাগ্ররূপে যে চিন্তা করা, তাহাই ধ্যান। তৈলধারার ন্যায় প্রবাহিত অবিচ্ছিন্ন প্রত্যয়ধারাই ধ্যান।" (গীতাভাষ্য ১৩।২৪)।

অরণ্যবাসিদিগের পক্ষে যাগযজ্ঞ সম্পাদন আয়াসসাধ্য হওয়ায় এবং উচ্চতর তত্ত্বের জন্য তাঁহাদের মনের ব্যাকুল হওয়ায় তাঁহারা ধ্যান বা উপাসনা করিতেন। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এই দ্বিবিধ অংশের উপনিষৎ সমূহ বিস্তৃত রহিয়াছে এবং তদনুযায়ী তাহারা সংহিতোপনিষৎ ও ব্রাহ্মণোপনিষৎ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা—ঈশোপনিষৎকে সংহিতোপনিষৎ এবং ঐতরেয় আরণ্যোপনিষৎ। তবে সাধারণতঃ এই বিভাগগুলির মধ্যে একটা পারম্পর্য আছে। যথা—প্রথমে তৈত্তিরীয় সংহিতা, তৎপরে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, অতঃপর তৈত্তিরীয় আরণ্যক, এবং সর্বশেষে তৈত্তিরীয় উপনিষৎ[১]।

মন্ত্রসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—ঋক্, যজুঃ ও সাম[২]। বেদব্যাস যজ্ঞে ব্যবহার্য এক এক শ্রেণীর মন্ত্রসমূহকে এক এক স্থানে সংহত করিয়া তাহাদিগকে তিনটি বেদগ্রন্থাকারে বিভক্ত করিলেন এবং অবশিষ্ট মন্ত্রসমূহ অথর্ববেদে সন্নিবিষ্ট হইল। বস্তুতঃ বেদব্যাস বেদ রচনা করেন নাই, তিনি বেদের বিভাগমাত্র করিয়াছেন। মন্ত্রকাণ্ডের প্রাধান্যবশতঃ মন্ত্রনামানুযায়ী বিভিন্ন ভাগের নামকরণ হইয়া থাকিলেও প্রত্যেক বেদেরই তাহার বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, ও

১। এইরূপে বেদের অন্তে বা শেষে নিবদ্ধ হওয়ায় উপনিষৎ-প্রতিপাদিত বিদ্যা বেদান্ত নামে পরিচিত। কাহারও কাহারও মতে বেদের সারভাগ বলিয়াই উহা বেদান্ত নামে অভিহিত। "তিলেষু তৈলবদ্ বেদে বেদান্তঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ"—মুক্তিক-উঃ।

২। নিয়মিত পাদাক্ষর ও অবসানযুক্ত মন্ত্রকে ঋক্ বলে। যজ্ঞকালে হোতা ও তাঁহার সহকারীরা ঋক্ মন্ত্রে দেবতার স্তব করিয়া তাঁহাদিগকে যজ্ঞে আহ্বান করেন। গীতিরূপ মন্ত্র সাম। সামবেদে যে সকল মন্ত্র আছে, তাহার প্রায় সমস্তই ঋক্ মন্ত্রের উপর নির্ভর করে (ছাঃ ১।৩।১)। উদ্গাতা ও তাঁহার সহকারিগণ সাম গান করেন। গদ্যময় মন্ত্র যজুঃ। অধ্বর্যু ও তাঁহার সহকারিগণ যজুর্মন্ত্রে আহুতি প্রদান করেন।

উপনিষৎসমূহ আছে। সুতরাং ঋগ্বেদাদি শব্দে শুধু ঋগাদি সমষ্টিকে না বুঝিয়া ঋগাদিমন্ত্র-প্রধান ও ব্রাহ্মণাদি-সংযুক্ত বেদভাগকেই বুঝিতে হইবে। অথর্ববেদে একদিকে যেরূপ উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব রহিয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ যাজ্ঞোচিত বিভিন্ন কর্ম এবং মারণ, উচাটন প্রভৃতিও রহিয়াছে[১]। এই চতুর্বেদেই ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, ও উপনিষৎ আছে।

বেদব্যাস বেদকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া স্বীয় শিষ্য পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ, এবং সুমন্তুকে অথর্ববেদ শিক্ষা দিলেন[২]। বৈশম্পায়ন-শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য আবার অত্যধিক বিদ্যা-ভিমানের ফলে গুরুকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া লব্ধ বেদবিদ্যা উদ্গীরণ করেন এবং উপাসনা দ্বারা সূর্যকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পুনরায় বেদ গ্রহণ করেন। ইহাই শুক্লযজুর্বেদ। যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বারা পরিত্যক্ত বেদ কৃষ্ণযজুর্বেদ নামে পরিচিত। বৈশম্পায়নের অপর শিষ্যগণ তিত্তিরি পক্ষী রূপে উক্ত পরিত্যক্ত বেদকে পুনর্গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহা তৈত্তিরীয় নামেও প্রসিদ্ধ।

শাস্ত্রে বেদকে ত্রয়ী নামেও উল্লেখ করা হয়। ত্রয়ীর অর্থ তিনের সমষ্টি। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা এই যে, ত্রয়ী শব্দে ঋক্, যজুঃ, ও সাম এই বেদত্রয়কে বুঝায়; সুতরাং অথর্ববেদ বেদবহির্ভূত। বস্তুতঃ অথর্ববেদের যজ্ঞে ব্যবহার নাই বলিয়াই উহা ত্রয়ীর মধ্যে

১। ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।
যজূংষি চ যজুর্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ॥
রাজন্নথর্ববেদেন সর্বকর্মাণি স প্রভুঃ।
কারয়ামাস মৈত্রেয় ব্রহ্মত্বঞ্চ যথাস্থিতি॥ বিষ্ণু পুঃ ৩।৪।১৩-১৪

২। ব্রহ্মণা চোদিতো ব্যাসো বেদান্ ব্যস্তুং প্রচক্রমে।
অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুরো বেদপারগান্॥ বিষ্ণু পুঃ ৩।৪।৭

পরিগণিত হয় নাই। ইহাতে অথর্ববেদের অবেদত্ব প্রমাণিত হয় না[১]।

অথবা এইরূপও হইতে পারে যে, ত্রয়ী শব্দে বেদবিভাগ লক্ষিত না হইয়া মন্ত্রবিভাগই লক্ষিত হইয়াছে, এবং মন্ত্রসমূহ তিন শ্রেণীতে (ঋক্, যজুঃ, সাম—পদ্য, গদ্য, ও গীতি) বিভক্ত বলিয়া বেদসমূহ ত্রয়ী নামে অভিহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ অথর্ববেদ যে বেদেরই অন্তর্ভুক্ত তাহার প্রমাণ বেদ মধ্যেই রহিয়াছে[২]।

সমগ্র বেদকে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই দুই ভাগেও বিভক্ত করা হয়। আরণ্যক ও উপনিষদতিরিক্ত সংহিতা ও ব্রাহ্মণসমূহ মুখ্যতঃ কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, কেন না তাহারা প্রধানতঃ যজ্ঞাদি কার্যেই প্রযুক্ত হয়। আরণ্যক ও উপনিষৎসমূহের বিশেষ উদ্দেশ্য উপাসনা বা ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপাদন। কর্মকাণ্ড জীবকে অভ্যুদয়, অর্থাৎ স্বর্গাদি অলৌকিক ফল ও ধনরত্নাদি লৌকিক ফলের, অধিকারী করে; কিন্তু জ্ঞানকাণ্ড তাহাকে চিত্তশুদ্ধিক্রমে মুক্তির ভাগী করে। কর্মসমূহ কর্মাঙ্গভূত বস্তু ও ক্রিয়ার সাধ্য; কিন্তু জ্ঞান প্রমাণসাপেক্ষ।

বেদের শাখা প্রশাখা

চতুর্ধা বিভক্ত বেদ শিষ্য-প্রশিষ্য-ক্রমে আবার বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল। ঐ সকল শাখা প্রশাখার অধিকাংশই অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদের যে অংশ এখন সাধারণ্যে প্রচলিত আছে তাহা শৈশিরীয় শাখার অন্তর্গত। বাস্কল শাখার সংহিতাও খণ্ডিতাকারে পাওয়া যায়।

১। "উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব"—পৃঃ ২; হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

২। ঋঃ ১।১২—[illegible] যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদশ্চতুর্থঃ। ছাঃ ৭।১।১-২; মুঃ ২।৪।১০, ৪।১।২, ৩।৫।১১; মুঃ ১।১।৫ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

শুক্লযজুর্বেদের পঞ্চদশ শাখার মধ্যে বর্তমানে কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখাদ্বয় প্রচলিত আছে। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র উল্লেখ করিয়াছেন যে, সামবেদের কৌথুমশাখা গুজরাটে, জৈমিনীয় শাখা কর্ণাটে, এবং রাণায়নীয় শাখা মহারাষ্ট্রে প্রচলিত আছে। অথর্ববেদের শৌনক শাখা নানাস্থলে প্রচলিত আছে। উয়েবার সাহেব বলেন যে, উহার পিপ্পলাদ শাখা কাশ্মীরে রক্ষিত আছে[১]।

ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক

বেদের প্রতিশাখায়ই বহু ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, ও উপনিষৎ ছিল; তন্মধ্যে অধিকাংশই অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে। ঐতরেয় ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণদ্বয় ঋগ্বেদের অন্তর্গত। ঐতরেয় আরণ্যক ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এবং কৌষিতকী আরণ্যক কৌষিতকী ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত। তাণ্ড্য, পঞ্চবিংশ বা প্রৌঢ়, তলবকার বা জৈমিনীয়, এবং ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ সামবেদের অন্তর্গত। তলবকার ব্রাহ্মণের চতুর্থ কণ্ডিকার নাম উপনিষদ্-ব্রাহ্মণ; কেনোপনিষৎখানি উহারই অন্তর্গত। আর্ষেয় ব্রাহ্মণও তলবকার ব্রাহ্মণেরই অংশবিশেষ। ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ পঞ্চবিংশের পরিশিষ্ট স্থানীয়। ষড়বিংশের শেষ অধ্যায়ের নাম অদ্ভুত ব্রাহ্মণ। সামবিধান ব্রাহ্মণ, দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ, বংশ ব্রাহ্মণ, ও সংহিতোপনিষৎ ব্রাহ্মণ নামক আরও কয়েকখানি সামবেদীয় ব্রাহ্মণও দৃষ্ট হয়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যক কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত। শুক্লযজুর্বেদীয় শতপথ-ব্রাহ্মণখানি ঐতিহাসিক ও বৈদিক সাহিত্যিকের পক্ষে অতি

১। ঋগ্বেদের মোট ২১টি শাখা, যজুর্বেদের ১০০টি শাখা, সামবেদের সহস্র শাখা, এবং অথর্ববেদের ৯টি শাখা (কূর্মপুরাণ ৪৯ অঃ)। শুক্লযজুর্বেদের ১৫ বা মতান্তরে ১৭ শাখা। এই সব বিষয়ে প্রচুর মতভেদ আছে। (বিষ্ণুপুরাণ ৩।৪-৬ দ্রষ্টব্য)।

ব্রহ্মের বিষয়ে এই বিদ্যা উপলব্ধি হয় এবং [illegible] উপদেশ [illegible] [illegible]। ইহার অপরার্থ—বিশেষ বিনীতভাবে শিষ্য-কর্তৃক গুরু-সমীপে অবস্থান[1]। উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত।

উপনিষদের সংখ্যা নির্দেশ করা দুরূহ ব্যাপার; কেন না দেখা যায় যে, বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রবল হইয়া স্বমতকে শ্রুতিসম্মত বলিয়া প্রমাণ করিবার উদ্দেশে এবং উহাকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে বিভিন্ন কালে গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহা উপনিষৎ-নামে সমাজে প্রচলিত করিয়াছেন। এইরূপেই সম্রাট্ আকবরের কালে অল্লোপনিষৎ বিরচিত হয়। যাহা হউক যজুর্বেদান্তর্গত মুক্তিকোপনিষদে ঈশাদি ১০৮ খানি উপনিষদের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ঋগ্বেদীয় কৌষিতকী উপনিষৎ কৌষিতকী শাখার অন্তর্ভুক্ত এবং ঐতরেয়ো-পনিষৎ ঐতরেয় আরণ্যকের শেষ বা ষষ্ঠ অধ্যায়। কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় কঠোপনিষৎ কাঠক শাখার অন্তর্নিবিষ্ট; মহানারায়ণ ও তৈত্তিরীয় উপনিষদ্দ্বয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকের শেষ ভাগ; মৈত্রায়ণীয়োপনিষৎ মৈত্রায়ণী-সংহিতার অংশবিশেষ; শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ শ্বেতাশ্বতর শাখারই অন্তর্গত—আচার্য শঙ্কর উহাকে মন্ত্রোপনিষৎ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শুক্ল-যজুর্বেদীয় ঈশোপনিষৎ বাজসনেয়-সংহিতার শেষ অধ্যায় এবং বৃহদারণ্যকোপনিষৎ শতপথ ব্রাহ্মণের শেষাংশ। সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষৎ তাণ্ড্যশাখার ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের অন্তর্গত ও কেনোপনিষৎ তলবকার শাখার অন্তর্ভুক্ত।

উপনিষদের সংখ্যা ও শাখা-পরিচয়

১। "Upanishad" means "a confidential secret sitting;" Paul Deussen. "Upanishad means a forest gathering—disciples sitting near their teachers engaged in religious discussion;" Hoonitz.

অথর্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষৎ সম্ভবতঃ শৌনকশাখার এবং প্রশ্নোপনিষৎ পিপ্পলাদশাখার অন্তর্গত; কারণ উক্ত ঋষিদ্বয়ই যথাক্রমে উহাদের বক্তা। অথর্ববেদীয় অধিকাংশ উপনিষদেরই শাখা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

প্রস্থানত্রয়

উপনিষদুক্ত বিষয় সহজে বোধগম্য হয় না এবং তজ্জন্য অর্থবিষয়ে লোকে বিভ্রান্ত হইতে পারে মনে করিয়া সুপ্রাচীন কাল হইতেই উহার মর্মকথা উদ্‌ঘাটনের জন্য এবং বহিরাক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বেদান্তসূত্র ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক। উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র, ও গীতা এই ত্রয়ীকে সংক্ষেপে প্রস্থানত্রয় বলা হয়। ইহারাই বেদান্ত-দর্শনের ভিত্তি। ব্রহ্মসূত্রে একদিকে যেমন উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি পরমত খণ্ডনপূর্বক যুক্তি সহকারে স্বমত প্রতিপাদিত হইয়াছে; এই জন্য ইহা ন্যায়প্রস্থান নামে পরিচিত। গীতাকে স্মৃতিপ্রস্থান এবং উপনিষৎসমূহকে শ্রুতিপ্রস্থান বলে। ঋষিগণ-বিরচিত ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রগুলিও স্মৃতিপ্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতির প্রামাণ্য দুর্বল এবং বিরোধস্থলে শ্রুতিই গ্রাহ্য[1]।

১। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদকে অনাদি অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করেন না; তাঁহারা গ্রন্থরাশি বেদকে পুরুষরচিত বলিয়া মনে করেন এবং বলেন যে, প্রায় খৃঃ পূঃ ১২০০ অব্দে সংহিতা রচিত হয় (ম্যাক্স মুলার), খৃঃ পূঃ ৮০০ হইতে ৫০০ পর্যন্ত ব্রাহ্মণভাগ রচিত হয়, এবং সর্বপ্রাচীন উপনিষৎ অন্ততঃ ৬০০ খৃঃ পূঃ অব্দে রচিত হয় (ম্যাক্‌ডোনাল)। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের মতে খৃঃ পূঃ ১০০০ হইতে খৃঃ পূঃ ৪০০-৩০০ অব্দের মধ্যে উপনিষৎসমূহ বিরচিত হয়। উইন্টারনিজের মতে রচনা-কালানুসারে উপনিষদের শ্রেণীবিভাগ এইরূপ; প্রথম—বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, কৌষিতকী, ও কেন; দ্বিতীয়—কঠ, ঈশ, শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক,

উপনিষৎ অবলম্বনে প্রধানতঃ চারিটি মতবাদ উত্থিত হইয়াছে—অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, ও দ্বৈত। প্রায় প্রত্যেক মতেই উপনিষদের ভাষ্য আছে এবং প্রত্যেক মতেই বিভিন্ন উপনিষদের একবাক্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্র ও গীতাদি শাস্ত্রেও ইহা স্বীকৃত ও প্রমাণিত হইয়াছে। আধুনিক পণ্ডিতগণ কিন্তু বলেন যে, বিভিন্ন উপনিষদে, এমন কি একই উপনিষদে, বিভিন্ন মতবাদ আছে। বস্তুতঃ তাঁহারা সমন্বয়সূত্র আবিষ্কার করিতে না পারিয়াই এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। উপযুক্ত বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করিলে দেখা যাইবে যে, উপনিষৎসমূহে প্রকরণভেদ থাকিলেও প্রতিপাদ্য বস্তু বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। সমগ্ররূপে গ্রহণ না করিয়া প্রকরণ বিশেষের প্রতি অধিক দৃষ্টি প্রদান করায় প্রায় সকল মতই পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট হইয়াছে এবং সমগ্র-দৃষ্টি অবলম্বনপূর্বক উপনিষদুক্ত বিষয়সমূহের যথাযোগ্য স্থান নির্দেশ করায় অদ্বৈতমত সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে। উপনিষদে সগুণ-ব্রহ্ম ও নির্গুণ-ব্রহ্মের কথা আছে এবং জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম, ও যোগের উপদেশও আছে। যে মতে এই আপাতবিরুদ্ধ সর্বপ্রকার দৃষ্টির সমন্বয় হইতে পারে তাহাই আদরণীয়। আনন্দগিরি উল্লেখ করিয়াছেন যে, উপনিষদের তাৎপর্য নির্ণয়ার্থ ছয়টি লিঙ্গ আছে—উপক্রমোপসংহার, ঐকরূপ্যাভাস, অপূর্বতা, ফলবত্তা, অর্থবাদ, ও যুক্তি। এই উপায় অবলম্বনে সহজেই

একবাক্যতা

ও মহানারায়ণ ; তৃতীয়—প্রশ্ন, মৈত্রায়ণীয়, ও মাণ্ডূক্য ; এবং চতুর্থ—অবশিষ্ট সমস্ত। তিলক মহাশয় বহু গবেষণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ৪০০০ খৃঃ পূঃ অব্দে বেদ সঙ্কলিত (রচিত নহে) হয়। হিন্দুসাধারণের বিশ্বাস যে, প্রায় ৫০৪০ বৎসর পূর্বে মহাভারতের যুদ্ধকালে বেদ সঙ্কলিত হয়।

দেখান যাইতে পারে যে, আত্মার একত্বই উপনিষৎসমূহের মুখ্য বক্তব্য; অপর যাহা কিছু তাহা উক্ত একত্ব প্রতিপাদনেরই সহায়ক মাত্র। বিশেষতঃ শাস্ত্রে অধিকারি-ভেদ স্বীকৃত হয়, এবং বিভিন্ন অধিকারীর বোধসামর্থ্যানুযায়ী উপদেশ বিভিন্ন হয়; কিন্তু তাহা হইলেও মূলগত বস্তু পৃথক্ হইতে পারে না।

এই উদার অদ্বৈতমত অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়াই আচার্য শ্রীমৎ শঙ্করের রচিত উপনিষদ্-ভাষ্য শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। আচার্যের ব্যাখ্যাই যে উপনিষদের সর্বোৎকৃষ্ট এবং সুসঙ্গত ব্যাখ্যা এই বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও প্রায় সকলেই একমত।

অদ্বৈতবাদ উপনিষৎ-সম্মত

আচার্য দেখাইয়াছেন যে, সকল উপনিষৎই একবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব ও নামরূপাত্মক জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন[1]। মনোবাক্যাতীত ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য লৌকিক ভাষা ও লোকবুদ্ধির অনুসরণ করিতে হয়; সুতরাং সেই ভাষাগত ও বুদ্ধিগত বিরোধপরম্পরা বেদান্তদর্শনের বক্তব্য-বিষয় মধ্যেও আছে বলিয়া লোকে ভ্রম করিতে পারে। বস্তুতঃ উপনিষদের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। এই বিদ্যা গুরুপরম্পরায় আগত—ইহা কাহারও মস্তিষ্ক-প্রসূত বা বুদ্ধি-লভ্য নহে; সুতরাং গুরুর আশ্রয়েই এই আপাতবিরোধের সমাধান সম্ভবপর।

প্রতি শাস্ত্রেরই অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ, ও প্রয়োজন নির্দেশ

১। ঈঃ ৪, কেঃ ৭; কঃ ২।২।৯; প্রঃ ১।৮, মুঃ ২।২।১১; মাঃ ২; তৈঃ ২।১; ঐঃ ১।১, কৌঃ ৩।১; শ্বেঃ ২।৪; ছাঃ ৬।২।১; বৃঃ ১।৪।১০; বেঃ ৩।১—ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

করিতে হয়; ইহাদের পারিভাষিক নাম অনুবন্ধ-চতুষ্টয়। যিনি

অনুবন্ধ-চতুষ্টয়

যথাবিধি বেদবেদাঙ্গাদি অধ্যয়নপূর্বক সামান্যতঃ বেদার্থ অবগত হইয়া এই জন্মে বা পূর্ব জন্মে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম, জাতেষ্টি ও যজ্ঞাদি নৈমিত্তিক কর্ম, চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত, ও সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ক উপাসনার দ্বারা পাপবিমুক্ত হইয়া নির্মলচিত্ত হইয়াছেন, এবং যিনি নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক[১], ইহামুত্রফলভোগবিরাগ,[২] এবং শমাদি সাধন-সম্পত্তি[৩] যুক্ত, ও মোক্ষাভিলাষী তিনিই বেদান্ত শ্রবণের অধিকারী। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। এই বিষয়ের সহিত উপনিষৎসমূহের বোধ্যবোধক-ভাব রূপ সম্বন্ধ আছে, এবং ইহার প্রয়োজন অজ্ঞানের নিবৃত্তি ও তজ্জনিত ব্রহ্মানন্দ-প্রাপ্তি। নিত্যাদি কর্মের আচরণে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং উপাসনার ফলে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদিত হয়। ইহাদের অবান্তর ফল যথাক্রমে চন্দ্রলোক ও সত্যলোক প্রাপ্তি।

গুরুমুখে এই বিদ্যা লাভ করিতে হয়। এই বিদ্যা উপদেশের জন্য তিনি যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন, তাহার নাম অধ্যারোপ ও অপবাদ।

অধ্যারোপ ও অপবাদ

অসর্পভূত রজ্জুতে সর্পারোপের ন্যায় বস্তুতে অবস্তুর আরোপকে অধ্যারোপ বলে। বর্তমান স্থলে বস্তু [illegible] ব্রহ্ম এবং অবস্তু অজ্ঞানাদি জড়সমূহ। জ্ঞান সহায়ে ভ্রম দূর হইলে রজ্জুর বিবর্ত সর্প যেরূপ রজ্জুমাত্ররূপে অবস্থান করে, সেইরূপ যে বিচারের ফলে জগদ্জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া ব্রহ্মের বিবর্ত

১। ব্রহ্মই নিত্য, তদ্ভিন্ন সমস্ত অনিত্য—এই প্রকার বিবেচনা।

২। ইহলোকের ভোগসমূহ কর্মফল-জনিত, অতএব অনিত্য; সেইরূপ পরলোকে কাম্যবিষয়ে ভোগ্য বিষয়সমূহও অনিত্য;—এইরূপ বিচারপ্রসূত বৈরাগ্য।

৩। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, ও শ্রদ্ধা।

জগৎ ব্রহ্মরূপে অবাধিত হইয়া অবস্থিত থাকে, তাহার নাম অপবাদ।

যাহা সৎ ও অসৎ রূপে অনির্বচনীয়, ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানবিরোধী, ভাবরূপ, ও যৎকিঞ্চিৎরূপে উক্ত হয় তাহাই অজ্ঞান (শ্বেঃ ১।৩ ও গীতা ৭।১৪)। বৃক্ষসমূহকে যেরূপ সমষ্টি অভিপ্রায়ে বন ও ব্যষ্টি অভিপ্রায়ে বৃক্ষসমূহ বলিয়া নির্দেশ করা হয়, সেইরূপ ব্রহ্মাশ্রিত ও জীবগত অজ্ঞানও সমষ্টি অভিপ্রায়ে এক ও ব্যষ্টি অভিপ্রায়ে বহু বলিয়া ব্যবহৃত হয়। সমষ্টি অজ্ঞানের নাম মায়া বা মূলাবিদ্যা। উহা সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসৎও নহে। ব্রহ্ম ও মায়ার ইতরেতরাধ্যাস বশতঃ ব্রহ্মের সত্তা ও স্ফূর্তি মায়াতে এবং মায়ার সৃষ্টি-কর্তৃত্বাদি ব্রহ্মে আরোপিত হয়। এইরূপে ব্রহ্মই মায়ার আশ্রয়। তিনি আবার মায়ার বিষয়ও হন, অর্থাৎ মায়া দ্বারা আবৃত হইয়া ব্রহ্ম অজ্ঞাত হন। আকাশের তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলে যেরূপ উহাতে আরোপিত নীলত্ব বাধিত হয় এবং উহা ভ্রম বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেইরূপ বেদান্ত-বাক্যরূপ প্রমাণ সহায়ে ব্রহ্মাত্মৈকত্ব নিশ্চিত হইলে মায়াও বাধিত হইয়া থাকে। জীবগত অজ্ঞান জীবভেদে নানা, সুতরাং একের অজ্ঞান অপগত হইলেও সকলের বন্ধন নষ্ট হয় না। ব্যষ্টি অজ্ঞানের অপর নাম তুলাবিদ্যা।

অজ্ঞান

মায়াতে উপহিত[1] ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলে। তাঁহা হইতে সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চক ও সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চক হইতে সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়। এই সূক্ষ্ম-শরীর-সমষ্টিরূপ উপাধিতে উপহিত চৈতন্যকে সূত্রাত্মা, হিরণ্যগর্ভ, বা প্রাণ বলা হয়। ইনি জ্ঞান, ইচ্ছা, ও

সৃষ্টি

১। উপাধি—যাহা বিশেষ্যের সহিত সম্বদ্ধ অর্থাৎ নিত্যসম্বদ্ধ না হইলেও বিশেষ্যের পরিচয়প্রদান কালে উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে অপর পদার্থ হইতে

ক্রিয়াশক্তি বিশিষ্ট ও সূক্ষ্ম-পঞ্চমহাভূতাভিমানী। সূক্ষ্ম পঞ্চভূত হইতে স্থূল পঞ্চভূত ও সপ্তলোকাদি উৎপন্ন হয়। স্থূল বিশ্বে অভিমানী চৈতন্যকে বৈশ্বানর বা বিরাট্ বলে। এই সমস্তই সংসারের অন্তর্গত।

উত্তর মার্গ ও দক্ষিণ মার্গ

যাঁহারা সংসারভোগ হইতে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই মাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী; যাঁহারা প্রবৃত্তি (অর্থাৎ বাসনা) অনুসারে শাস্ত্রীয় কর্মে ও উপাসনায় রত, তাঁহারা বহু জন্ম উত্তর ও দক্ষিণ মার্গে বিচরণ করিতে করিতে পরিশেষে বাসনা-মুক্ত হইয়া নিবৃত্তি-পথে আরূঢ় হন। আর যাঁহারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি[1] উভয় পথ হইতে ভ্রষ্ট তাঁহারা স্বৈরাচার বশতঃ নিম্নযোনিতে বা নরকাদিতে যন্ত্রণা ভোগ করেন। অশ্বমেধযাজী, পঞ্চাগ্নিবিদ্যোপাসক, সগুণ ব্রহ্মোপাসক, প্রতীকোপাসক, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, ও সন্ন্যাসাশ্রমী উত্তর মার্গে, এবং জ্ঞানরহিত কর্মানুষ্ঠানে নিরত গৃহস্থগণ দক্ষিণ মার্গে গমন করেন।

মুক্তি

যাঁহারা সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন, গুরু-মুখে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য[2] শ্রবণ করিয়াছেন ও তদর্থের বিচারপূর্বক সমাহিত হইয়াছেন, অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই নিবৃত্তিপথে বিচরণশীল সন্ন্যাসিগণের উত্তর বা দক্ষিণ মার্গে গমন হয় না। তাঁহারা এই দেহেই মুক্তিলাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হন

পৃথক্ করে। "দণ্ডী পুরুষ" স্থলে দণ্ডটি পুরুষের উপাধি। এইরূপে মায়াও ব্রহ্মের উপাধি। "বিশেষণ" কিন্তু বিশেষ্যের সহিত নিত্যসম্বন্ধ থাকে। যথা—"নীল পদ্ম"।

১। দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ যত্র ধর্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
প্রবৃত্তিলক্ষণধর্মো নিবৃত্তশ্চ বিভাবিতঃ॥

এই মার্গদ্বয়ের বিস্তৃত বিবরণ বৃহদারণ্যকের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ২য় ব্রাহ্মণে আছে।

২। "তত্ত্বম্ অসি"—তুমিই সেই (ব্রহ্ম); "অহম্ ব্রহ্ম অস্মি"—আমি ব্রহ্ম, "অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম"—এই আত্মা ব্রহ্ম; "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"—প্রজ্ঞান ব্রহ্ম।

এবং বর্তমান দেহের মৃত্যুর পরে বিদেহমুক্ত হন। তাঁহাদের আর জন্ম হয় না। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার ফলে মন নির্মল হইলে ক্রমে নিগুর্ণ ব্রহ্ম লাভ হয়। সগুণ ব্রহ্মের উপাসক অর্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করেন এবং কল্পান্তে ব্রহ্মার (হিরণ্যগর্ভের) সহিত মোক্ষলাভ করেন—ইহাই ক্রমমুক্তি[১]।

শাস্ত্রে শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসনকে জ্ঞানোৎপত্তির কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়। গুরুমুখে বেদান্তশ্রবণ না হইলে জ্ঞান সুদূরপরাহত। "অদ্বিতীয় ব্রহ্মেই সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্য"—এবম্প্রকার স্থির নিশ্চয়ের প্রতি অনুকূল মানসক্রিয়া-বিশেষকেই শ্রবণ বলা হয়। "গুরুমুখে শ্রুত বেদান্তবাক্যের সহিত মানান্তরের বিরোধ আছে," এইরূপ শঙ্কা উদিত হইলে, শ্রবণানুকূল যে তর্কাত্মক মানস ব্যাপারের দ্বারা ঐ শঙ্কা নিবারিত হয়, তাহাকে মনন বলে। সাধকের চিত্ত স্বভাবতঃই অনাদি দুর্বাসনা কর্তৃক বিষয়সমূহে আকৃষ্ট হয়। যে মানস ব্যাপার ঐ চিত্তকে ভোগ্যবিষয় হইতে নিবারিত করিয়া আত্মবিষয়ে একাগ্র করিয়া থাকে, তাহাকে নিদিধ্যাসন বলা হয়।

ভারতীয় জীবনে বেদ ও উপনিষদের প্রভাব প্রায় সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত যত ধর্ম-কর্মাদি করা হয় এবং যে ভাবধারা অবলম্বনে হিন্দুর জীবন পরিচালিত হয়, তাহার মূলে আছে বেদ ও উপনিষৎ। বস্তুতঃ যিনি বেদের প্রামাণ্য স্বীকার না করেন তিনি সনাতন ধর্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না। আচার্য স্বামী

উপনিষদের প্রামাণ্য ও প্রভাব

১। জেনোসিগের লেক্চার, ৫ম খণ্ড ১৯৮-২০৫ পৃঃ; মুঃ ৩।২।১৪-১৫; গীতা ৮।২৩-২৮; ব্রঃ সূঃ ৪।১।১-৩ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন, "সমস্ত দেশ-কাল-পাত্র ব্যাপিয়া বেদের শাসন; অর্থাৎ বেদের প্রভাব দেশবিশেষে, কালবিশেষে, বা পাত্রবিশেষে আবদ্ধ নহে। সার্বজনীন ধর্মের ব্যাখ্যাতা একমাত্র বেদ। অলৌকিক জ্ঞানবেত্তৃত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস পুরাণাদি পুস্তকে ও ম্লেচ্ছাদিদেশীয় ধর্মপুস্তকসমূহে যদিও বর্তমান, তথাপি অলৌকিক জ্ঞানরাশির সর্বপ্রথম, সম্পূর্ণ, ও অবিকৃত সংগ্রহ বলিয়া আর্য জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ বেদ-নামধেয়, চতুর্বিভক্ত অক্ষর-রাশি সর্বতোভাবে সর্বোচ্চস্থানের অধিকারী, সমগ্র জগতের পূজার্হ, এবং আর্য বা ম্লেচ্ছ সমস্ত ধর্মপুস্তকের প্রমাণ-ভূমি।"

অবাধিত ও অনধিগত বিষয়ক জ্ঞানকেই প্রমা বলে; এই প্রমার যাহা করণ বা উপায় তাহার নাম প্রমাণ। ব্রহ্মবিষয়ে উপনিষৎই একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণ স্ব স্ব বিষয়ে অকাট্য হইলেও ব্রহ্মবিষয়ে তাহাদের স্থান নাই। এই জন্যই ব্রহ্মকে "ঔপনিষদ পুরুষ" বলা হইয়াছে। অবশ্য বেদবাক্যকেও তদনুকূল যুক্তি সহায়ে বুঝিয়া লইতে হইবে; এই জন্যই শ্রবণের পর মননের বিধান আছে। তথাপি অলৌকিক বিষয়ে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ; অপর কোনও প্রমাণ বা স্মৃত্যাদি উহার অনুকূল হইলে গ্রাহ্য এবং প্রতিকূল হইলে ত্যাজ্য (২১৪ পৃঃ)। শ্রুতি স্বতঃপ্রমাণ; শ্রুতিপ্রমাণলভ্য ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে সংশয়াদি বিনষ্ট হয় এবং আত্মার পূর্ণব্রহ্মরূপে অবাধিত অবস্থিতি ঘটিয়া থাকে। এই জন্যই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হইয়া থাকেন।

শুক্লযজুর্বেদীয়

বাজসনেয়-সংহিতোপনিষৎ

বা

ঈশোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অদঃ (উহা, পরোক্ষরূপে বা কারণরূপে অবস্থিত ব্রহ্ম) পূর্ণম্ (পূর্ণ, সর্বব্যাপী), ইদম্ (ইহা, নাম ও রূপে অবস্থিত সোপাধিক ব্রহ্ম) পূর্ণম্ (পূর্ণ, স্বরূপতঃ সর্বব্যাপী); পূর্ণাৎ (পূর্ণস্বরূপ কারণাত্মক ব্রহ্ম হইতে) পূর্ণম্ (পূর্ণস্বরূপ কার্যাত্মক ব্রহ্ম) উদচ্যতে (উদ্‌গত হন); পূর্ণস্য (কার্যাত্মক ব্রহ্মের) পূর্ণম্ (পূর্ণত্ব) আদায় ([বিদ্যাসহায়ে] গ্রহণ করিলে, আত্মস্বরূপে একরসত্ব সম্পাদন করিলে, অর্থাৎ অবিদ্যা দূর করিলে) পূর্ণম্ এব (কেবল ব্রহ্মই) অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকেন)। [বৃঃ ৫।১।১]। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, ও আধিভৌতিক বিঘ্নের উপশম হউক)।

ওঁ উহা অর্থাৎ পরব্রহ্ম পূর্ণ, ইহাও অর্থাৎ নামরূপস্থ ব্রহ্মও পূর্ণ; পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদ্‌গত হন; পূর্ণের অর্থাৎ কার্য-ব্রহ্মের পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলে, পূর্ণই মাত্র অর্থাৎ পরব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। ওঁ ত্রিবিধ বিঘ্নের[১] শান্তি হউক।

১। আধ্যাত্মিক বিঘ্ন—শারীরিক ও মানসিক বিপদ—রোগাদি। আধিদৈবিক বিঘ্ন—দৈব বিপদ—আকস্মিক প্রাকৃতিক ঘটনাদি। আধিভৌতিক বিঘ্ন—হিংস্র প্রাণিগণ কর্তৃক হিংসাদি।

ঈশোপনিষৎ

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥ ১

জগত্যাম্ (পৃথিবীতে, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে) যৎ কিঞ্চ (=যৎকিঞ্চিৎ, যাহা কিছু) জগৎ (অনিত্য, চরাচর বিকারী বস্তুসমূহ) [আছে] ইদম্ (এই) সর্বম্ (সমস্তই) ঈশা (নিয়ন্তা পরমেশ্বরের দ্বারা, আত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মার দ্বারা) বাস্যম্ (আচ্ছাদনীয়)। তেন (সেই) ত্যক্তেন (ত্যাগের দ্বারা, অর্থাৎ জগদ্বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া ঈশ্বর-ভাবনা অবলম্বন-পূর্বক) ভুঞ্জীথাঃ ([আত্মাকে] পালন কর [বৈদিক আত্মনেপদী প্রয়োগ]); কস্য স্বিৎ (নিজের বা পরের, কাহারও) ধনম্ (ধন) মা গৃধঃ (আকাঙ্ক্ষা করিও না)। অথবা—মা গৃধঃ (আকাঙ্ক্ষা করিও না), [কারণ] কস্য স্বিৎ ধনম্ (ধন আবার কাহার? অর্থাৎ কাহারও নহে)। ১

ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু অনিত্য বস্তু আছে, এই সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আবরণীয়[1]। উক্তরূপ ত্যাগের[2] দ্বারা (আত্মাকে) পালন কর[3]। কাহারও ধনে লোভ করিও না। অথবা—(ধনের) আকাঙ্ক্ষা করিও না[4], (কারণ) ধন আবার কাহার? ১

১। সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মই এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদনীয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের (৬।৮।৭) 'তুমি ব্রহ্ম' বাক্যের ন্যায় এই বাক্যটি ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশক।

২। ইহা সন্ন্যাসের (মু ৩।২।৪ টীকা দ্রঃ) বিধি। মূলের ত্যক্তেন শব্দটি বিশেষণার্থে, অর্থাৎ পরিত্যক্ত বস্তু অর্থে, গৃহীত হইতে পারে না। কারণ পরিত্যক্ত পুত্রাদি বা ধনাদি কাহারও পরিপালক নহে। ত্যাগ কিন্তু আত্মানুভূতির পরিপালক।

৩। অবিদ্যাপ্রসূত শোক-মোহাদি সংসার-ধর্ম হইতে মুক্ত কর। ইহাই আত্মার পালন। আত্ম-হনন ইহার বিপরীত (ঈঃ ৩ টীকা দ্রঃ)।

৪। ইহা সন্ন্যাসীর পালনীয় নিয়মবিধি।

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে ॥ ২

[যে ব্যক্তি] ইহ (এই জগতে) শতম্ (শত) সমাঃ (বর্ষ) জিজীবিষেৎ (বাঁচিয়া থাকিতে অভিলাষী হইবেন) [তিনি] কর্মাণি কুর্বন্ এব ([অগ্নিহোত্রাদি শাস্ত্রবিহিত] কর্মে ব্যাপৃত থাকিয়াই) [জিজীবিষেৎ—বাঁচিতে ইচ্ছুক হইবেন]। এবম্ (এই প্রকার জীবনেচ্ছা যুক্ত) নরে (নরাভিমানী) ত্বয়ি (তোমার পক্ষে) ইতঃ (এইরূপে ব্যাপৃত থাকা ভিন্ন) অন্যথা (অন্য কোনও উপায়) ন অস্তি (নাই) [যাহাতে] কর্ম ([অশুভ] কর্ম) [তোমাতে] ন লিপ্যতে (লিপ্ত না হইতে পারে)। ২

যে ব্যক্তি এই জগতে শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে উৎসুক[১], তিনি (শাস্ত্র-বিহিত) কর্ম করিয়াই বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেন। এই প্রকার (আয়ুষ্কামী ও) নরাভিমানী তোমার পক্ষে এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই যাহাতে তোমাতে (অশুভ) কর্ম লিপ্ত না হইতে পারে[২]। ২

১। পূর্ব শ্লোকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ ও সন্ন্যাসের বিধান এবং বর্তমান শ্লোকে গৃহস্থের কর্তব্যের বিধান করা হইল। শাস্ত্রে এই দুইটী পথকে নিবৃত্তি মার্গ ও প্রবৃত্তি মার্গ বলে। গীতা ৩।৩ ও ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২। মানুষের আয়ুষ্কাল শত বৎসর। যিনি ইচ্ছা করেন যে, তিনি শত বৎসর বাঁচিবেন অথচ সৎকর্ম করেন না, তিনি অবশ্যই অশুভ কর্মেই লিপ্ত হন।

অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ৩

[অবিদ্বানের নিন্দার্থ এই মন্ত্র]—অসুর্যাঃ নাম (অসুরদিগের আবাসভূত) তে লোকাঃ (সেই সকল লোক) অন্ধেন (অদর্শনাত্মক) তমসা (অজ্ঞানান্ধকারে) আবৃতাঃ (আচ্ছাদিত) ; যে কে চ (যাঁহারা যাঁহারাই) আত্মহনঃ (আত্মঘাতী, অবিদ্বান্) জনাঃ (মানুষ), তে (তাঁহারা) প্রেত্য (দেহত্যাগ করিয়া) তান্ (সেই সকল লোকে) অভিগচ্ছন্তি (গমন করেন) । ৩

অসুরদিগের[১] আবাসভূত সেই সকল লোক[২] দৃষ্টি-প্রতিরোধক অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছাদিত। যে সকল মানব আত্মঘাতী[৩] তাঁহারা সকলেই দেহত্যাগ করিয়া সেই সকল লোকে গমন করেন। ৩

১। অদ্বিতীয় পরমাত্মভাবে যাঁহারা ভাবিত নহেন তাঁহাদের, অর্থাৎ দেবাদি সকলেরই। পাঠান্তর—অসূর্যাঃ—সূর্যরহিত, জ্যোতির্বিহীন।

২। কর্মফলসমূহ যেখানে অবলোকিত বা ভুক্ত হয় ; অর্থাৎ বিভিন্ন জন্ম।

৩। আত্মা বিদ্যমান থাকিলেও অবিদ্যাদোষে যাহাদের তদ্বিষয়ক জ্ঞান নাই। আত্মার বিদ্যমানত্বের ফলে, যে অজরামরত্বাদি অনুভূত হওয়া উচিত, তাহা তাহাদের নিকট আবৃত থাকে ; সুতরাং তাহাদের নিকট আত্মা যেন নিহত রূপে অবস্থান করেন। কেঃ ২।৫ এবং গীতা ১৩।২৮ দ্রষ্টব্য।

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥ ৪

[চতুর্থ হইতে অষ্টম পর্যন্ত মন্ত্রে আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে]—[সেই আত্মা [illegible]] অনেজৎ (অচল, সর্বদা একরূপ), একম্ ([সর্বভূতে] এক],

[এবং স্বোপাধিকরূপে] মনসঃ (মন হইতে) জবীয়ঃ (অধিকতর বেগবান্)। পূর্বম্ (পূর্বেই) অর্ষৎ (গত) এনৎ (এই আত্মস্বরূপকে) দেবাঃ (বস্তু প্রকাশক ইন্দ্রিয়-সমূহ) ন আপ্নুবন্ (প্রাপ্ত হয় না); তৎ (সেই আত্মতত্ত্ব) তিষ্ঠৎ (স্থির থাকিয়া, অবিক্রিয় থাকিয়া) ধাবতঃ (দ্রুতগামী) অন্যান্ (মন প্রভৃতি অপর সকলকে) অত্যেতি (অতিক্রম করিয়া যান), তস্মিন্ [সতি] (সেই আত্মতত্ত্ব [আছেন বলিয়াই]) মাতরিশ্বা (বায়ু, জগৎ-বিধারক সূত্রাত্মা) অপঃ (কর্মসমূহ) দধাতি (ধারণ করেন বা বিভাগ করিয়া দেন)। ৪

(সেই আত্মতত্ত্ব) অচল, এক, এবং মন হইতেও অধিকতর বেগবান্[১]। পূর্বগামী ইঁহাকে ইন্দ্রিয়েরা প্রাপ্ত হয় না[২]। ইনি স্থির থাকিয়াও দ্রুতগামী অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া যান। ইনি আছেন বলিয়াই বায়ু, অর্থাৎ সূত্রাত্মা, সর্বপ্রকার কর্ম[৩] আপনাতে ধারণ করেন[৪]। অথবা—সূত্রাত্মা সর্বপ্রকার কর্ম[৫] যথাযথ বিভাগ করিয়া দেন। ৪

১। সঙ্কল্প মাত্রেই মন ব্রহ্মলোকাদি অতি দূর দেশে গমন করে। এইরূপ দ্রুতগামী মনও সেই সেই স্থানে গিয়া দেখে যে, সেখানেও চৈতন্যজ্যোতি পূর্ব হইতেই রহিয়াছেন; কেননা বস্তুতঃ ঐ জ্যোতি সহায়েই মন বিভিন্ন বস্তু জানে। আত্মা সর্বব্যাপী বলিয়াই মন হইতেও দ্রুতগামী।

২। মন আত্মা হইতে যত দূরে, ইন্দ্রিয়গণ তাহা অপেক্ষাও অধিকতর দূরবর্তী; কেননা তাহারা আরও জড় বা চৈতন্যপ্রতিবিম্ব গ্রহণে অধিক অক্ষম। মন যাহাকে বিষয় করিতে পারে না, ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে আর কিরূপে জানিবে?

৩। শ্রৌত কর্মসমূহ সোম, ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি তরল পদার্থের দ্বারা সম্পাদিত হয় বলিয়া তাহাদিগকেই অপ্, অর্থাৎ জল, শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে। মহাপ্রাণ ও সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ অভিন্ন।

৪। হিরণ্যগর্ভের যে প্রভুত্ব আছে, তাহা আত্মার অস্তিত্ব না থাকিলে সম্ভবপর হইত না। চৈতন্যসত্তা ভিন্ন জড় সূত্রাত্মাকে ক্রিয়া অসম্ভব। এইরূপে প্রকারান্তরে

আবার বহিরিন্দ্রিয়ের একটি অনুভবের উদিত করা হইল। অতএব অনুভবের দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন না।

৫। অগ্নির প্রজ্বলন, বায়ুর প্রবাহ, পর্জন্যের অভিবর্ষণ প্রভৃতি। ঈঃ ৮

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ ৫

তৎ (সেই আত্মতত্ত্ব) এজতি (চলেন), তৎ (সেই আত্মতত্ত্ব) ন এজতি (চলেন না) ; তৎ দূরে ([অবিদ্বান্‌দিগের পক্ষে] দূরে), তৎ উ (আবার) অন্তিকে ([জ্ঞানীদিগের পক্ষে] সমীপবর্তী) ; তৎ (তিনি) অস্য (এই) সর্বস্য (সমস্ত জগতের) অন্তঃ (অন্তরে), উ (এবং) তৎ অস্য সর্বস্য বাহ্যতঃ (বাহিরে)। ৫

ইনি চলেন, ইনি চলেন না[১] ; ইনি দূরে[২], আবার ইনি নিকটে[৩] ; ইনি এই সমস্ত জগতের ভিতরে[৪], আবার এই সমস্ত জগতের বাহিরে[৫]। ৫

১। স্বতঃ অচল হইয়াও যেন চলেন। ২। অবিদ্বান্ কর্তৃক অপ্রাপ্য।
৩। জ্ঞানীর আত্মস্বরূপ। ৪। আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম বলিয়া সর্বানুস্যূত।
৫। সর্বব্যাপী বলিয়া সকলের বাহিরে অবস্থিত। গীতা ১৩।১৫ দ্রষ্টব্য।

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ৬

তু যঃ (কিন্তু যিনি) সর্বাণি (সকল) ভূতানি (ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্যন্ত বস্তুবর্গ) আত্মনি এব (আত্মাতেই, আত্মা হইতে অনতিরিক্তরূপে) [অনুপশ্যতি (দেখেন)], চ (এবং) সর্বভূতেষু (সমুদয় বস্তুতে) আত্মানম্ (আপনাকেই, নিজ আত্মাকে তাহাদের আত্মা রূপে) অনুপশ্যতি (দেখেন), [তিনি] ততঃ (উক্ত দর্শন হেতু) ন বিজুগুপ্সতে ([কাহাকেও] ঘৃণা করেন না)। ৬

কিন্তু যিনি সমুদয় বস্তুই আত্মাতে[1] এবং সমুদয় বস্তুতেই আত্মাকে[2] দেখেন, তিনি সেই দর্শনের বলেই কাহাকেও ঘৃণা[3] করেন না। ৬

১। অর্থাৎ অব্যাকৃতাদি স্থাবরান্ত কোন ভূতকে যিনি আত্মা হইতে অতিরিক্ত রূপে দর্শন করেন না। গীতা ৬।২৯-৩০ দ্রষ্টব্য।

২। এই কার্যকরণ-সঙ্ঘাতের আত্মরূপে আমি যেমন সর্বপ্রত্যয়ের সাক্ষী, চেতয়িতা, কেবল, ও নির্গুণ, তেমনি উক্ত স্বরূপেই আমি অব্যক্তাদি স্থাবরান্ত সর্বভূতেরও আত্মা—এই প্রকারে যিনি আপনাকে সর্বভূতে নির্বিশেষরূপে দর্শন করেন। ঐঃ ৩।১।৩ টীকা দ্রষ্টব্য।

৩। আপনা হইতে পৃথগ্‌ভূত দুষ্টবস্তু দর্শন করিলে তৎপ্রতি ঘৃণা হইয়া থাকে। আপনাকে অদ্বৈত ও বিশুদ্ধরূপে দর্শন করিলে ঘৃণার কারণ দূরীভূত হয়।

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥ ৭

সর্বাণি ভূতানি (সমুদয় বস্তু) যস্মিন্ (যে কালে) বিজানতঃ (জ্ঞানীর) আত্মা এব (আত্মাই) অভূৎ (হইয়া গেল), তত্র (তখন) [সেই] একত্বম্ (একত্ব) অনুপশ্যতঃ (দর্শনকারীর) কঃ মোহঃ (মোহই বা কি), কঃ শোকঃ (শোকই বা কি)? অথবা—যস্মিন্ (যে আত্মায়) তত্র (সেই আত্মায়)। ৭

সমুদয় বস্তু যে কালে জ্ঞানীর আত্মাই হইয়া গেল, তখন সেই একত্বদর্শীর মোহই বা কি আর শোকই বা কি? অথবা—জ্ঞানীর যে আত্মায় সমুদয় বস্তু আত্মা রূপে এক হইয়া গেল, সেই একত্বদর্শীর আত্মায় মোহই বা কি আর শোকই বা কি[1]? ৭

১। অবিদ্যাকার্য শোক ও মোহের সম্ভাবনা থাকে না বলিয়া সকারণ সংসারের উচ্ছেদ কথিত হইল। এই জ্ঞান-সমকালীন মুক্তিই জ্ঞানের ফল।

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-

মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ-

র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮

সঃ (সেই আত্মা) পর্যগাৎ (সর্বব্যাপী), শুক্রম্ (=শুভ্রম্, জ্যোতির্ময়), অকায়ম্ (অশরীরী), অব্রণম্ (ক্ষতবিহীন), অস্নাবিরম্ (শিরারহিত), শুদ্ধম্ (নির্মল), অপাপবিদ্ধম্ (ধর্মাধর্মাদিরহিত), কবিঃ (সর্বদর্শী), মনীষী (মনের নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর), পরিভূঃ (সর্বোত্তম), স্বয়ম্ভূঃ (নিজেই নিজের কারণ); শাশ্বতীভ্যঃ (নিত্যকাল-স্থায়ী) সমাভ্যঃ (সংবৎসরাখ্য প্রজাপতিদিগের জন্য) অর্থান্ (কর্তব্য পদার্থসমূহ) যাথা-তথ্যতঃ (যথাযথ কর্মফল ও সাধনা অনুযায়ী, যথানুরূপে) ব্যদধাৎ (বিধান করিয়াছেন, ভাগ করিয়া দিয়াছেন)। ৮

তিনি সর্বব্যাপী, জ্যোতির্ময়, অশরীরী, অক্ষত, শিরাহীন, নির্মল[১], অপাপবিদ্ধ, সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সর্বোত্তম, ও স্বয়ম্ভূ। তিনি নিত্যকাল-স্থায়ী[২] সংবৎসরাখ্য প্রজাপতিদিগের জন্য যথাযথরূপে কর্তব্য বিধান করিয়াছেন। ৮

১। অশরীরী শব্দে আত্মার লিঙ্গশরীরের নিষেধ, অক্ষত ও শিরাহীন শব্দে স্থূলশরীরের প্রতিষেধ, এবং নির্মলত্বে কারণশরীরের প্রতিষেধ করা হইল।

২। যতকাল সংসার, ততকাল স্থায়ী। যতকাল অবিদ্যা আছে, ততকাল সংসারের বিনাশ নাই। এইরূপে অবিদ্যাবানের দৃষ্টিতে সংসার নিত্য; সুতরাং সংসার পরিচালনার নিমিত্ত প্রজাপতিগণও নিত্য।

যাঁহারা প্রকৃতির উপাসনা করেন, তাঁহারা দর্শনবিঘাতক অন্ধকারে প্রবেশ করেন; আর যাঁহারা হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করেন, তাঁহারা অপেক্ষাও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। ১২

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩

যে নঃ তৎ (প্রকৃতি ও হিরণ্যগর্ভের উপাসনার ফল) বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যা করিয়াছেন) [সেই] ধীরাণাম্ (ধীরদিগের নিকট হইতে)—"সম্ভবাৎ (হিরণ্যগর্ভের উপাসনা হইতে) অন্যৎ এব (পৃথক্ ফল, অর্থাৎ অণিমাদি ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি) আহুঃ (বলেন) অসম্ভবাৎ (প্রকৃতির উপাসনা হইতে) অন্যৎ (পৃথক্ ফল, অর্থাৎ পুরাণাদি শাস্ত্রে কথিত প্রকৃতিলয়রূপ ফলপ্রাপ্তি) আহুঃ (বলেন)"—ইতি (এইরূপ বাণী) [আমরা] শুশ্রুম (শুনিয়াছি)। ১৩

যাঁহারা আমাদিগের নিকট উক্ত প্রকৃতি ও হিরণ্যগর্ভের উপাসনার ফল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের এই বাণী শুনিয়াছি—"প্রকৃতির উপাসনার ফল পৃথক্ উল্লিখিত হইয়াছে এবং হিরণ্যগর্ভের উপাসনার ফল পৃথক্ বলা হইয়াছে।" ১৩

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাহমৃতমশ্নুতে ॥ ১৪

যঃ (যিনি) সম্ভূতিম্ (=অসম্ভূতিম্, প্রকৃতিকে) চ চ (এবং) বিনাশম্ (বিনাশী হিরণ্যগর্ভকে)—তৎ উভয়ম্ (এই উভয়কে) সহ (একত্র, একই ব্যক্তির উপাস্যরূপে) বেদ (জানেন) [তিনি] বিনাশেন (হিরণ্যগর্ভের উপাসনা সহায়ে) মৃত্যুম্ (মৃত্যুকে; অধর্ম, কাম, ও কামাদি দোষকে) তীর্ত্বা (অতিক্রম করিয়া) অসম্ভূত্যা (প্রকৃতির উপাসনা সহায়ে) অমৃতম্ (অমরত্ব) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন)। ১৪

যিনি প্রকৃতি[1] ও হিরণ্যগর্ভ এই উভয়কে একত্র[2], অর্থাৎ একই ব্যক্তির, উপাস্যরূপে জানেন, তিনি হিরণ্যগর্ভের উপাসনাসহায়ে মৃত্যু অতিক্রম করিয়া প্রকৃতির উপাসনাসহায়ে অমরত্ব[3] লাভ করেন। ১৪

১। মূলের সম্ভূতি—অসম্ভূতি; কারণ পরের পঙ্‌ক্তিতে বিনাশের বিপরীতরূপে অসম্ভূতি ও তাহার উপাসনার ফল প্রকৃতি-লয়ের উল্লেখ আছে। অব্যাকৃতা প্রকৃতিই অসম্ভূতিপদবাচ্যা এবং ব্যাকৃত কার্যব্রহ্মই সম্ভূতি-পদবাচ্য হইতে পারেন।

২। ত্রয়োদশ মন্ত্রে অব্যাকৃত ও হিরণ্যগর্ভের উপাসনার পৃথক্ পৃথক্ ফল নির্দিষ্ট হইলেও চতুর্দশ মন্ত্রে উভয়ের সমুচ্চয় বিধানের জন্য দ্বাদশ মন্ত্রে পৃথক্ উপাসনার নিন্দা করা হইয়াছে। ঈঃ ১১ টীকা দ্রষ্টব্য।

৩। প্রকৃতিলয় হওয়া রূপ অমৃতত্ব। মানুষ-বিত্ত ও দৈব-বিত্তের দ্বারা সাধ্য ফল এই পর্যন্তই, এবং সংসারগতিও এই পর্যন্তই। সকল প্রকার কামনা ত্যাগপূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠ হইলে যে সর্বাত্মভাব লাভ হয়, তাহা ৭ম শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তিলক্ষণ বেদার্থদ্বয় প্রকাশিত হইল। অতঃপর ১১শ শ্লোকোক্ত অমৃতত্ব লাভের মার্গ পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫

হিরণ্ময়েন (সুবর্ণময় অর্থাৎ জ্যোতির্ময়) পাত্রেণ (পাত্রের, অর্থাৎ সূর্যমণ্ডলের, দ্বারা) সত্যস্য (সত্য-স্বরূপ আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষের) মুখম্ (উপলব্ধির দ্বার, বা মুখ্যস্বরূপ) অপিহিতম্ (আচ্ছাদিত আছে); [হে] পূষন্ (জগৎ-পরিপোষক সূর্যদেব), ত্বম্ (তুমি) সত্য-ধর্মায় ([সত্যস্বরূপ তোমার উপাসনার ফলে] সত্যস্বরূপ আমার) দৃষ্টয়ে (উপলব্ধির জন্য) তৎ (উক্ত আবরণ) অপাবৃণু (অপনীত কর)। ১৫

জ্যোতির্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের[1] মুখ (অর্থাৎ মুখ্য স্বরূপটি)

আবৃত আছে[২]; হে জগৎপরিপোষক সূর্য, সত্যধর্মা (অর্থাৎ সত্যস্বরূপ) আমার উপলব্ধির জন্ত আপনি উহা অপসারিত করুন[৩]। ১৫

১। আদিত্যমণ্ডলস্থ ব্যাহৃতি-অবয়ব পুরুষের। দ্রঃ বৃঃ ৫।৫।১-৪ "তদ্যৎ সত্যমসৌ স আদিত্যঃ।" ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ ইত্যাদিকে ব্যাহৃতি বলে। আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষের ভূঃ মস্তক, ভুবঃ হস্তদ্বয়, এবং স্বঃ তাঁহার পাদদ্বয়।

২। অসমাহিতচিত্ত ব্যক্তির নিকট অদৃশ্য।

৩। ১৫-১৮ মন্ত্রের স্পষ্টতর ব্যাখ্যার জন্ত দ্রঃ ভাঃ ৫।১৫।১ দ্রষ্টব্য।

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্।
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥ ১৬

পূষন্ (হে জগৎ-পরিপোষক), এক-ঋষে (হে একাকী বিচরণকারী, বা একমাত্র দ্রষ্টা), যম (হে নিয়ন্তা), প্রাজাপত্য (হে প্রজাপতি-তনয়), [হে] সূর্য (রস, রশ্মি, ও প্রাণসমূহকে আত্মসাৎকারী), রশ্মীন্ (কিরণসমূহ) ব্যূহ (দূর কর), তেজঃ (জ্যোতি) সমূহ (সংবরণ কর); তে (তোমার) যৎ রূপম্ (যে রূপ) কল্যাণতমম্ (অতি সুশোভন) তৎ (তাহা) তে (তোমার কৃপায়) পশ্যামি (দর্শন করিব)। যঃ [যিনি] অসৌ (আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত) পুরুষঃ (ব্যাহৃতি-অবয়ব পুরুষ), সঃ অহম্ অস্মি (সেই পুরুষ যিনি, আমিও তাহাই)। ১৬

হে পূষন্, হে একাকী বিচরণকারী, হে নিয়ন্তা, হে প্রজাপতিতনয়, হে সূর্য, আপনি কিরণসমূহ সংবরণ করুন, তেজ উপসংহার করুন; আপনার যাহা অতি সুশোভন রূপ তাহাই আমি আপনার কৃপায় দর্শন করিব। যিনি আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত পুরুষ[১] আমি তাঁহা হইতে অভিন্ন। ১৬

১। যিনি সকলের হৃদয়ে শয়ন করেন, বা প্রাণ ও বুদ্ধিরূপে সমস্ত জগৎকে পূর্ণ করেন, অথবা যিনি পুরুষাকার—তিনিই পুরুষ।

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্ ।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥ ১৭

অথ (ইদানীং) [মরণোন্মুখ আমার] বায়ু (প্রাণবায়ু) অনিলম্ (মহাবায়ু স্বরূপ) অমৃতম্ (সূত্রাত্মাতে) [বিলীন হউক]; ইদম্ (এই) শরীরম্ (দেহ) ভস্মান্তম্ (ভস্মীভূত হউক); [হে] ওম্ (ওম্-শব্দ-প্রতীক [ওম্ যাঁহার প্রতীক সেই অগ্নি]) ক্রতো (আমার মনে অবস্থিত মননাত্মক অগ্নি), স্মর (আমার যাহা কিছু স্মরণীয় তাহা স্মরণ কর), কৃতম্ স্মর (আমি যাহা কিছু করিয়াছি তাহা স্মরণ কর), ক্রতো স্মর, কৃতম্ স্মর [আদরার্থে পুনর্বচন] । ১৭

ইদানীং (আমার) প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে বিলীন হউক[1], এই শরীর ভস্মীভূত হউক ; হে ওম্-শব্দ-প্রতীক মনোময় অগ্নি[2], আপনি আমার স্মরণীয় সমস্ত স্মরণ[3] করুন, আর আমি যাহা কিছু করিয়াছি তাহাও স্মরণ করুন ; হে অগ্নি, স্মরণীয় সব স্মরণ করুন এবং কৃত কর্ম সব স্মরণ করুন । ১৭

১। এবং জ্ঞান ও কর্মের সংস্কারযুক্ত এই লিঙ্গদেহ উৎক্রান্ত হউক ।

২। সত্যস্বরূপ (= ব্যাহৃতি-অবয়ব পুরুষ) ও অগ্নিনামক ব্রহ্ম ওঙ্কাররূপ প্রতীকাত্মক বলিয়া তাঁহাকে ওঙ্কারের সহিত অভেদে নির্দেশ করা হইল। কঃ ১।২।১৫-১৭

৩। অন্তকালে তোমা কর্তৃক যে স্মরণ, তৎসহায়েই ইষ্টগতি লাভ হয় ।

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্ ।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম ॥ ১৮

অগ্নে (হে অগ্নি), অস্মান্ (আমাদিগকে) রায়ে (ধন, অর্থাৎ কর্মফল, লাভার্থ)

সুপথা (উত্তর মার্গে) নয় (লইয়া যাও); দেব (হে দেব), বিশ্বানি (সমুদয়) বয়ুনানি (কর্ম বা প্রজ্ঞানসমূহের) বিদ্বান্ (জ্ঞানশালী তুমি) অস্মৎ (আমাদিগ হইতে) জুহুরাণম্ (কুটিল) এনঃ (পাপ) যুযোধি (দূর কর); তে (তোমার প্রতি) [আমরা] ভূয়িষ্ঠাম্ (বহুতর) নমঃ-উক্তিম্ (নমস্কার বচন) বিধেম (বিধান করিতেছি)। ১৮

হে অগ্নি, মহার্ঘ বস্তু লাভের[১] জন্য আপনি আমাদিগকে সুপথে[২] লইয়া যান; হে দেব, সর্বপ্রাণীর কর্ম ও চিত্তবৃত্তি আপনার জ্ঞাত আছে—আপনি আমাদের নিকট হইতে কুটিল পাপ বিদূরিত করুন; আপনার প্রতি বহু নমস্কার-বচন উচ্চারণ[৩] করিতেছি। ১৮

১। উপাসনার বা কর্মযুক্ত উপাসনার ফললাভের জন্য।

২। শোভন পথ, উত্তরমার্গ, ক্রমমুক্তির পথ। যিনি দক্ষিণমার্গে যাতায়াত করিয়া নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারই এই উক্তি।

৩। মরণকালে হস্তপদাদি বিকল হওয়ায় সাষ্টাঙ্গাদি প্রণাম অসম্ভব; সুতরাং বাচনিক প্রণাম করা হইল।

[শিষ্য বা আচার্যের প্রমাদবশতঃ বিদ্যাগ্রহণে বা বিদ্যাপ্রতিপাদনে কোনও দোষ হইয়া থাকিলে তাহার প্রশমনের জন্য উপনিষদের শেষে পুনর্বার এই শান্তি পঠিত হইতেছে। অন্যান্য উপনিষদেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।]—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

সামবেদীয়

তলবকারোপনিষৎ

বা

কেনোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

[ব্রহ্ম] নৌ (আমাদের [গুরু-শিষ্য] উভয়কে) সহ (তুল্যরূপে) অবতু (রক্ষা করুন), নৌ (উভয়কে) সহ (তুল্যরূপে) ভুনক্তু ([বিদ্যাফল] ভোগ করান); সহ (তুল্যভাবে) [আমরা যেন] বীর্যম্ ([বিদ্যার নিমিত্ত] সামর্থ্য) করবাবহৈ (লাভ করিতে পারি); নৌ (আমাদের উভয়ের) অধীতম্ (লব্ধবিদ্যা) তেজস্বি (বীর্যশালী তাৎপর্যের প্রকাশক) অস্তু (হউক); [আমরা যেন] মা বিদ্বিষাবহৈ ([পরস্পরের অন্যায় বা প্রমাদ হেতু] পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত না হই)। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ বিঘ্নের; অর্থাৎ শারীরিক, দৈব বজ্রাঘাতাদি সম্ভূত, ও হিংস্র প্রাণী প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন বিঘ্নসমূহের বিনাশ হউক)।

(ব্রহ্ম) আমাদের উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন ও উভয়কে তুল্যভাবে বিদ্যাফল দান করুন; আমরা যেন সমভাবে (বিদ্যালাভের) সামর্থ্য অর্জন করিতে পারি; আমাদের উভয়ের বিদ্যা সফল হউক; আমরা যেন পরস্পরের বিদ্বেষ না করি। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্। মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্তু,

অনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

মম (আমার) অঙ্গানি (অঙ্গসমূহ), বাক্ (বাগিন্দ্রিয়), প্রাণঃ (প্রাণ), চক্ষুঃ (চক্ষু) শ্রোত্রম্ (কর্ণ) অথো (এবং) বলম্ (বল) চ (ও) সর্বাণি (সকল) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়) আপ্যায়ন্তু (পুষ্টিলাভ করুক)। সর্বং (সর্ববস্তু) ঔপনিষদং (উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপই)। অহম্ (আমি) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) মা নিরাকুর্যাম্ (যেন অস্বীকার না করি), ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) মা (=মাং, আমাকে) মা নিরাকরোৎ (যেন প্রত্যাখ্যান না করেন); অনিরাকরণম্ ([তাঁহার নিকট আমার] অপ্রত্যাখ্যান) অস্তু (হউক), মে (আমার নিকট [তাঁহার]) অনিরাকরণম্ (অপ্রত্যাখ্যান) অস্তু (হউক) [অর্থাৎ আমাদের নিত্যসম্বন্ধ হউক]। উপনিষৎসু (উপনিষৎ-সমূহে) যে (যে সকল) ধর্মাঃ (ধর্ম আছে), তে (তাহারা) তৎ-আত্মনি (সেই আত্মাতে) নিরতে (নিষ্ঠ) ময়ি (আমাতে) সন্তু (হউক), তে ময়ি সন্তু (তাহারা আমাতে হউক)। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (ত্রিবিধ বিঘ্নের বিনাশ হউক) [ঈঃ শান্তিপাঠ দ্রষ্টব্য]।

আমার অঙ্গসমূহ, বাক্, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, বল, ও সকল ইন্দ্রিয় পুষ্টিলাভ করুক। সর্ববস্তু স্বরূপতঃ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই। আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি, ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন; তাঁহার সহিত আমার এবং আমার সহিত তাঁহার নিত্য অবিচ্ছেদ হউক। সেই পরমাত্মায় সতত নিষ্ঠ আমাতে উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ধর্মসমূহ (প্রতিভাত) হউক; আমাতে উহা প্রতিভাত হউক। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

প্রথম খণ্ড

ওঁ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥ ১

[শিষ্য]—কেন ইষিতম্ [সৎ] (কোন্ কর্তাবিশেষের অভিপ্রায়ানুসারে) প্রেষিতম্ (প্রেরিত হইয়া) মনঃ (মন) পততি ([স্ববিষয়ে] গমন করে)? কেন (কাঁহার দ্বারা) যুক্তঃ (নিয়োজিত হইয়া) প্রথমঃ (নেতৃস্থানীয়, সর্বপ্রধান) প্রাণঃ (প্রাণ) প্রৈতি ([স্বকার্যে] গমন করে)? কেন ইষিতাম্ (কাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী) ইমাম্ (এই শব্দময়ী) বাচম্ (বাণী) বদন্তি ([লোকে] বলে)? কঃ (কোন্) দেবঃ উ (জ্যোতির্ময় পুরুষই বা) চক্ষুঃ (চক্ষুকে), শ্রোত্রম্ (কর্ণকে) যুনক্তি ([স্ব স্ব বিষয়ে] প্রেরণ করেন, নিযুক্ত করেন)? ১

(শিষ্য)—কাঁহার[১] অভিপ্রায়ানুসারে[২] নিয়োজিত হইয়া মন[৩] স্ববিষয়ে ধাবিত হয়? কাঁহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া সর্বপ্রধান[৪] প্রাণ স্বকার্যে গমন করে? কাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী (লোক) এই বাক্য উচ্চারণ করে? কোন্ জ্যোতিষ্মান্ই বা চক্ষু ও শ্রোত্রকে স্ব স্ব বিষয়ে নিযুক্ত করেন[৫]? ।১।

১। জড় কার্য-কারণ-সম্বন্ধ হইতে স্বতন্ত্র কাহার ইচ্ছায়?

২। কিন্তু বাক্য বা অর্থ দ্বারা নহে; কেন না উক্ত স্থলে তাহারা অসম্ভব।

৩। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে মন স্বাধীন নহে। কারণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহা অকর্তব্য বলিয়া মনে হয়, তাহাতেও মন প্রবৃত্ত হয় বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় না। এই অবস্থায় মনের অবশ্যই নিয়ন্তা আছেন। তিনি কে?

৩। প্রাণের চেষ্টা ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কার্য হয় না, অতএব প্রাণ প্রধান।

৪। তর্কের দ্বারা বস্তু সিদ্ধ হয় না; এই জন্য শ্রুতি গুরুশিষ্য-সংবাদরূপে উপদেশ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। উক্ত শিষ্য বুঝিয়াছেন যে, পরমাত্মা ভিন্ন অন্য সকলেই পরতন্ত্র; অতএব তিনি পরমাত্মার স্বরূপ বিষয়েই প্রশ্ন করিয়াছেন।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ২

[অন্বয়]—যৎ (যেহেতু) সঃ উ (তুমি যাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তিনি) শ্রোত্রস্য (শব্দপ্রকাশক ইন্দ্রিয়ের) শ্রোত্রম্ (শব্দ-ব্যঞ্জনার সামর্থ্য সম্পাদক) মনসঃ (অন্তঃকরণের) মনঃ (উপলব্ধির প্রযোজক), হ (প্রসিদ্ধ) বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়ের) বাচম্ (= বাক্, শব্দোচ্চারণ-সামর্থ্য), প্রাণস্য (প্রাণবৃত্তির) প্রাণঃ (প্রাণক্রিয়ার শক্তি সম্পাদক), চক্ষুষঃ (রূপপ্রকাশক চক্ষুরিন্দ্রিয়ের) চক্ষুঃ (রূপাভিব্যঞ্জনার সামর্থ্য সম্পাদক) [সুতরাং তাঁহাকে জানিয়া] ধীরাঃ (বিবেকিগণ) অতিমুচ্য (ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করতঃ) অস্মাৎ (এই) লোকাৎ (লোক হইতে "আমি আমার" ইত্যাদি ব্যবহার রূপ জগৎ হইতে) প্রেত্য (নিবৃত্ত হইয়া) অমৃতাঃ ভবন্তি (অমরত্ব লাভ করেন) [অথবা—অস্মাৎ লোকাৎ প্রেত্য—এই শরীর ত্যাগ করিয়া, অমৃতাঃ ভবন্তি—আর শরীর ধারণ করেন না]। ১।২

(অর্থ)—যেহেতু তিনিই কর্ণেরও কর্ণ, মনেরও মন, বাক্যেরও বাক্য, প্রাণেরও প্রাণ, চক্ষুরও চক্ষু[১], সুতরাং বিবেকিগণ ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করতঃ এই সংসার হইতে নিবৃত্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। অথবা—দেহত্যাগান্তে পুনর্বার দেহ ধারণ করেন না। ১।২

৩। দ্রঃ ২।৩৬ ও ভাষ্য। জ্ঞানাদের এইরূপ অনুভূতি হয়—"যে আমি দর্শন করিয়াছি সেই আমিই বলিতেছি, শুনিতেছি ইত্যাদি।" অতএব দ্রষ্টা শ্রোতা ইত্যাদি রূপে একই চৈতন্য অভিব্যক্ত হইতেছেন। বহুরূপে প্রতিভাত হইলেও কিন্তু তিনি স্বরূপতঃ এক ও অকর্তা—তিনি সাক্ষী মাত্র।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ ॥৩

তত্র (সেই ব্রহ্মে) চক্ষুঃ (নয়ন) ন গচ্ছতি (যায় না, অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রকাশ করে না), বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) ন গচ্ছতি, নো মনঃ (অন্তঃকরণ যায় না, অর্থাৎ তাঁহাকে চিন্তার বিষয় করিতে পারে না); ন বিদ্মঃ ([উক্ত ব্রহ্ম কি প্রকার] জানি না) [সুতরাং] যথা (যে প্রকারে) এতৎ (এই ব্রহ্মজ্ঞান) অনুশিষ্যাৎ (উপদেশ দিতে হয়) [তাহাও] ন বিজানীমঃ (আমরা জানি না)। ১।৩

সেখানে নয়ন গমন করে না, বাক্য গমন করে না, মনও গমন করে না[১]; (উক্ত ব্রহ্ম কিরূপ তাহা) জানি না, সুতরাং ইঁহাকে কিরূপে অপরের জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে হয়—তাহাও জ্ঞাত নহি[২]। ১।৩

১। ব্রহ্ম মনের মন, ইন্দ্রিয়েরও ইন্দ্রিয়। রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম হয় তখন রজ্জু যেরূপ সর্পের আত্মা, অর্থাৎ রজ্জুকে ছাড়িয়া সর্পের কোনও পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, ব্রহ্মও সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদির আত্মা। সুতরাং নিজের আত্মায় নিজের গমনাগমন অসম্ভব।

২। যাহার জাতি, গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদি আছে, তাহাকে ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা জানা চলে এবং অপরের নিকট ভাষাদ্বারা বলা চলে। ব্রহ্মে তাহা নাই, অতএব তিনি বাক্য-মনের অগোচর। তবে [illegible] প্রণালীর দ্বারা তিনি [illegible] [illegible] অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে আভাস করা চলে। ইহাই পরবর্তী মন্ত্রে বলা হইতেছে।

অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে ॥ ৪

"তৎ (উক্ত ব্রহ্ম) বিদিতাৎ (জ্ঞানের বিষয় ব্যাকৃত বস্তু মাত্র হইতে) অন্যৎ এব (অবশ্যই ভিন্ন), অথো (অপিচ) অবিদিতাৎ (অজ্ঞাত, অব্যাকৃত অবিদ্যা হইতে) অধি (উপরে, ভিন্ন)"—যে (যাঁহারা) নঃ (আমাদের সকাশে) তৎ (উক্ত ব্রহ্ম) ব্যাচচক্ষিরে (ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন) [সেই] পূর্বেষাম্ (পূর্বাচার্যগণের) ইতি (এই বচন) শুশ্রুম (আমরা শুনিয়াছি)। ১।৪

"উক্ত ব্রহ্ম জ্ঞাত বস্তু হইতে অবশ্যই পৃথক্, আবার অজ্ঞাত বস্তু হইতেও পৃথক্[১]"—যে সকল পূর্বাচার্য আমাদের নিকট ঐ ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের এই বাণীই শুনিয়াছি[২]। ১।৪

১। জ্ঞাতা হইতে যাহা পৃথক্, কেবল তাহাই জ্ঞাত ও অজ্ঞাত এই দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। বর্তমান স্থলে ব্রহ্মকে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত হইতে পৃথক্ বলায় তিনি ফলতঃ জ্ঞাতার সহিত অভিন্ন হইয়া পড়িলেন।

২। গুরুপরম্পরায়ই ব্রহ্মজ্ঞান আসিয়াছে, গুরূপদেশশূন্য মেধা বা পাণ্ডিত্য প্রভৃতি দ্বারা নহে। কঃ ১।২।২৩, ১।২।৭-৯

যদ্বাচাঽনভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫

যৎ (যে চিন্মাত্র সত্তা) বাচা (বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা) অনভ্যুদিতম্ (অনুচ্চারিত, অপ্রকাশিত), যেন (যদ্দ্বারা) বাক্ (বাগিন্দ্রিয় এবং শব্দ) অভ্যুদ্যতে (প্রকাশিত হয়, প্রযুক্ত হয়), ত্বম্ (তুমি) তৎ এব (তাঁহাকেই) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম বলিয়া) বিদ্ধি (জান)—যৎ (যাঁহাকে) ইদম্ (ইদংরূপে, আপনা হইতে ভিন্ন বলিয়া জানিয়া) উপাসতে (লোকে উপাসনা বা ধ্যান করে), ইদম্ ন (ইঁহাকে নহে)। ১।৫

বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা যিনি উদ্ভাসিত হন না, যদ্দ্বারা বাগিন্দ্রিয় এবং শব্দ প্রকাশিত হয়, তুমি তাঁহাকেই[১] ব্রহ্ম[২] বলিয়া জান—কিন্তু এই

যাঁহাকে[৩] লোকে অনাত্মরূপে, অর্থাৎ আপনা হইতে ভিন্ন বলিয়া, উপাসনা করিয়া থাকে, তাঁহাকে নহে[৪]। ১৫

১। শ্রোত্রাদি সকল উপাধি মুক্ত, আত্মা রূপ চৈতন্যজ্যোতিকে।

২। ব্রহ্ম—নিরতিশয় বৃহৎ; কারণ তিনি অদ্বিতীয়।

৩। উপাধিভেদ বিশিষ্ট ঈশ্বরাদিকে।

৪। অর্থাৎ আত্মা হইতে যাহা ভিন্ন, তাহা ব্রহ্ম নহে।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্ ।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৬

মনসা (অন্তঃকরণের দ্বারা) যৎ (যাঁহাকে) ন মনুতে (কেহ সঙ্কল্প বা নিশ্চয়াদির বিষয় করিতে পারে না), যেন (যাঁহার দ্বারা) মনঃ (অন্তঃকরণ) মতম্ (বিষয়ীকৃত, ব্যাপ্ত, বা প্রকাশিত হয়) [বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞেরা] আহুঃ (বলিয়া থাকেন), ত্বম্ তৎ এব ব্রহ্ম বিদ্ধি, যৎ ইদম্ উপাসতে, ইদম্ ন। [পূর্ব মন্ত্র দ্রষ্টব্য]। ১৬

অন্তঃকরণ সহায়ে যাঁহাকে লোকে চিন্তা করিতে পারে না, কিন্তু অন্তঃকরণ যদ্দ্বারা উদ্ভাসিত হয় বলিয়া ব্রহ্মবিদ্গণ কহিয়া থাকেন, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান; কিন্তু এই যাঁহাকে লোকে অনাত্মরূপে উপাসনা করিয়া থাকে, তাঁহাকে নহে। ১৭

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি ।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৭

চক্ষুষা (চক্ষুর দ্বারা) যৎ (যাঁহাকে) ন পশ্যতি (কেহ দেখে না), যেন (যৎসহায়ে, যে চৈতন্য জ্যোতির দ্বারা) চক্ষূংষি (অন্তর্নিবিষ্ট চক্ষুকে) পশ্যতি (লোকে দেখে, উদ্ভাসিত করে), ত্বম্ ইত্যাদি পূর্ববৎ। ১৮

নয়নের দ্বারা যাঁহাকে কেহ দেখে না, যদ্দ্বারা লোকে নয়নবৃত্তি সমূহকে উদ্ভাসিত করে, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান; কিন্তু এই যাঁহাকে অনাত্মরূপে উপাসনা করা হয়, তাঁহাকে নহে। ১৷৭

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৮

শ্রোত্রেণ (শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা) যৎ (যাঁহাকে) ন শৃণোতি (কেহ শ্রবণ করে না), যেন (যদ্দ্বারা) ইদম্ (এই) শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়) শ্রুতম্ (বিষয়ীকৃত হয়, স্ববিষয় প্রকাশে সমর্থ হয়), তম্ ইত্যাদি পূর্ববৎ। ১৷৮

শ্রবণের দ্বারা যাঁহাকে কেহ শুনে না, যদ্দ্বারা শ্রবণ বিষয়ীকৃত হয়, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান; কিন্তু এই যাঁহাকে অনাত্মরূপে লোকে উপাসনা করে, তাঁহাকে নহে। ১৷৮

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৯
ইতি কেনোপনিষদি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥

প্রাণেন (ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা) যৎ (যাঁহাকে) ন প্রাণিতি (কেহ আঘ্রাণ করিতে পারে না), যেন (যদ্দ্বারা) প্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) প্রণীয়তে (স্ববিষয়ে প্রেরিত হয়) তম্ ইত্যাদি পূর্ববৎ। ১৷৯

ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা কেহ যাঁহাকে আঘ্রাণ করিতে পারে না, যদ্দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্ববিষয়ে প্রেরিত হয়, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান; কিন্তু এই যাঁহাকে অনাত্মরূপে উপাসনা করা হয়, তাঁহাকে নহে। ১৷৯

দ্বিতীয় খণ্ড

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি*

নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।

যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু

মীমাংস্যমেব তে; মন্যে বিদিতম্॥ ১

যদি (যদি কখনও) ত্বম্ (তুমি) মন্যসে (মনে কর) সুবেদ ইতি (যে আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি) [তবে] নূনম্ (নিশ্চয়ই) ত্বম্ (তুমি) অস্য ব্রহ্মণঃ (এই ব্রহ্মের) যৎ (যে আধ্যাত্মিক) [এবং] দেবেষু (দেবগণের মধ্যে) অস্য (উহার) যৎ (যে আধিদৈবিক) দভ্রম্ এব অপি (ক্ষুদ্র বা অল্প মাত্র) রূপম্ (রূপ) [আছে, তাহাই মাত্র] বেত্থ (জানিয়াছ); অথ নু (সুতরাং অদ্যাপি) তে (তোমার নিকট) মীমাংস্যম্ এব (ব্রহ্ম বিচার্যই বটেন)। [আচার্যের এই বাক্য শুনিয়া শিষ্য একান্তে সমাহিতচিত্তে বিচার করিয়া বলিলেন] মন্যে (আমার মনে হয়) বিদিতম্ (ব্রহ্ম আমার নিকট জ্ঞাত হইয়াছেন)। ২।১

যদি তুমি মনে কর "আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি,[১]" তবে উক্ত ব্রহ্মের যে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক[২] ক্ষুদ্র রূপ আছে, তাহাই মাত্র তুমি জানিয়াছ; সুতরাং অদ্যাপি ব্রহ্ম তোমার নিকট বিচার্য। (ইহা শুনিয়া শিষ্য যথোচিত বিচার করিয়া বলিলেন)—"আমার মনে হয় ব্রহ্ম আমার নিকট জ্ঞাত হইয়াছেন।" ২।১

* পাঠান্তর—দহরমেবাপি—অল্পমাত্রই

১। যাহা জ্ঞানের বিষয় হয় তাহা আত্মা নহে, যথা ঘটাদি। (কেন ১।৪)

২। গীতা ৮।৩-৪ ; দেহকে অধিকার করিয়া যিনি ভোক্তা রূপে বর্তমান, তিনিই অধ্যাত্ম-পদ-বাচ্য। সূর্যমণ্ডলস্থ যে বিরাট পুরুষ যাঁর অংশভূত সর্বদেবতার অধিপতি, তাঁহাকে অধিদৈবত বলে। এই উভয়ের বিভিন্ন রূপও ব্রহ্মের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র, কেন না ঐগুলি ব্রহ্মেরই উপাধি-পরিচ্ছিন্ন রূপ।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥ ২

[শিষ্য নিজ ব্রহ্ম-জ্ঞানের পরিচয় দিতেছেন]—সুবেদ ইতি (উত্তমরূপে জানিয়াছি ইহা) অহম্ (আমি) ন মন্যে (মনে করি না) ; [অর্থাৎ] ন বেদ ইতি (জানি না ইহাও) নো (মনে করি না), বেদ চ (আমি যে জানি তাহাও) [ন—মনে করি না]। নঃ (আমাদিগের মধ্যে) যঃ (যে কেহ ["নো ন বেদ, বেদ চ" ইতি—("জানি না যে তাহা নহে এবং জানি যে তাহাও নহে")] তৎ (সেই বাণী) বেদ (জানেন) [তিনি] তৎ [ব্রহ্মকে] বেদ (জানেন) ॥২।২

(শিষ্য)—আমি এইরূপ মনে করি না যে, আমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছি ; অর্থাৎ 'জানি না' ইহাও মনে করি না এবং 'জানি' ইহাও মনে করি না। 'জানি না যে তাহাও নহে এবং জানি যে তাহাও নহে'—আমাদের মধ্যে যিনি এই বচনটির[১] মর্ম জানেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন। ২।২

১। কেনঃ ১।৪

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥ ৩

[শ্রুতি স্বয়ং বলিতেছেন]—যস্য (যাঁহার নিকট) অমতম্ (অবিদিত বলিয়া নিশ্চিত) তস্য (তাঁহারই নিকট) মতম্ (বিদিত), যস্য (যাঁহার নিকট

কেবল আত্মার শরণ লইলেই অমৃতত্ব লাভের যোগ্যতা হয় (অন্যরূপে হয় না), এই জন্যই আত্মবিদ্যার ফলে মুক্তিলাভ[২] ঘটে। ২।৪

১। অর্থাৎ সকল প্রত্যয়ের সাক্ষী (কেঃ ১।২ ও কঃ ২।২।১ এর টীকা দ্রঃ)। ঘট ও গিরিগুহাদিতে স্থিত আকাশ যেরূপ এক, বিশুদ্ধ, ও নির্বিশেষ, সাক্ষীও সেইরূপ এক, শুদ্ধ, নির্বিশেষ, নিত্য, ও হ্রাসবৃদ্ধিহীন। গীতা ৬।২৯-৩০; ঐঃ ৩।১।২-৩

২। ধন, মন্ত্র, ঔষধি, তপস্যা, যোগ প্রভৃতি অনিত্য সাধন-বিশেষ অবলম্বনে যে বীর্য লাভ হয় তাহা অনিত্য। আত্মবিদ্যাজনিত যে বীর্য তাহা কিন্তু আত্মা হইতে ভিন্ন নহে; সুতরাং তৎসহায়ে স্বাভাবিক অমৃতস্বরূপ আত্মার বিষয়ে অবিদ্যা-জনিত মর্ত্যত্ব ভ্রম দূর হইয়া যে অজ্ঞাননির্বাণ রূপ মুক্তিলাভ হয়, তাহা নিত্য হইতে পারিল।

স্বভাবস্বরূপং ব্রহ্ম স্বভাবাদেব গম্যতে।
যথাম্বুধিমায়াতং চিত্তং বিষয়বিচ্যুতম্ ॥ সূতসংহিতা।

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ৫

ইতি কেনোপনিষদি দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥

ইহ (এই জীবনে) [কেহ] চেৎ (যদি) অবেদীৎ (জানিয়া থাকে) অথ (তাহা হইলে) সত্যম্ (কৃতকৃত্যতা পরমার্থতা) অস্তি (হইয়াছে); ইহ (এই জন্মে) চেৎ (যদি) ন অবেদীৎ (না জানিয়া থাকে) [তবে] মহতী (অপার, দীর্ঘ) বিনষ্টিঃ (অনিষ্ট, জন্ম-জরা-মৃত্যু-লাভ রূপ সংসারগতি) [হয়]; [সুতরাং] ধীরাঃ (বিবেকীরা) ভূতেষু ভূতেষু (স্থাবর জঙ্গম সকলের মধ্যে) বিচিত্য ([ব্রহ্ম] সাক্ষাৎকারপূর্বক) অস্মাৎ (এই) লোকাৎ ('আমি' ও 'আমার' রূপ অবিদ্যা-লক্ষণ সংসার হইতে) প্রেত্য (ব্যাবৃত্ত হইয়া) অমৃতাঃ (অমর, ব্রহ্মস্বরূপ) ভবন্তি (হইয়া থাকেন)। ২।৫

এই জীবনেই যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তবেই কৃতকৃতার্থ হয়; কিন্তু এই জন্মে যদি জ্ঞান লাভ না হয়, তবে মহান্ বিনাশ, অর্থাৎ দীর্ঘকালব্যাপী সংসারগতি, লাভ হয়। (সুতরাং) বিবেকিগণ চরাচর সকলেরই মধ্যে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-পূর্বক এই সংসার হইতে বিরত হইয়া অমৃত, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, হইয়া থাকেন[১] । ২।৫

১। মুঃ ৩।২।৯; শ্বঃ ৩, ৬,; কেঃ ১।২, ৪।৯; ইহাই সকল উপনিষদে প্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞানের ফল।

তৃতীয় খণ্ড

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে ; তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত। ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥ ১

ব্রহ্ম হ (ব্রহ্মই) দেবেভ্যঃ (দেবতাদিগের জন্য) বিজিগ্যে ([দেবাসুর-সংগ্রামে অসুরদিগকে] পরাজিত করিলেন)। তস্য (সেই) ব্রহ্মণঃ হ (ব্রহ্মেরই) বিজয়ে (বিজয়ে) দেবাঃ (দেবগণ) অমহীয়ন্ত (মহিমান্বিত হইলেন)। [কিন্তু] তে (তাঁহারা) ঐক্ষন্ত (মনে করিলেন)—অয়ম্ (এই) বিজয়ঃ (বিজয়) অস্মাকম্ এব (আমাদেরই), অয়ম্ (এই) মহিমা (মহিমা) অস্মাকম্ এব (আমাদেরই)—ইতি। ৩।১

(দেবাসুর সংগ্রামে) ব্রহ্মই দেবতাদিগের জন্য বিজয় করিলেন[১]; সেই ব্রহ্মেরই বিজয় বশতঃ দেবতারা মহিমান্বিত হইলেন। (কিন্তু) তাঁহারা মনে করিলেন "এই বিজয় আমাদেরই, এই মহিমা আমাদেরই।" ৩।১

১। জগতের শত্রু অসুরদিগকে পরাজিত করিয়া, জগৎ-পালনের জন্য উক্ত জয় ও তাহার ফল দেবতাদিগকে অর্পণ করিলেন। ব্রহ্ম দেবতাদেরও দেবতা; তিনিই দেবগণের জয়ের হেতু, তিনিই আবার অসুরগণের পরাজয়েরও হেতু।

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ; তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব; তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥ ২

তৎ (ব্রহ্ম) হ (অবশ্যই) এষাম্ (ইহাদের [দেবতাদের]) বিজজ্ঞৌ (অভিপ্রায় জানিলেন); তেভ্যঃ হ (তাঁহাদেরই অনুগ্রহার্থ) প্রাদুর্বভূব (তাঁহাদের

সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন)। [তাঁহারা] তৎ (উক্ত যক্ষকে) ন ব্যজানত (জানিতে পারিলেন না)—ইদম্ (সম্মুখে অবস্থিত ইহা) কিম্ (কি) [কং ইদম্ —যাহা এই] যক্ষম্ (পূজ্য বস্তু)—ইতি (এই প্রকারে)। ৩।২

ব্রহ্ম ইঁহাদের মিথ্যাভিমান অবশ্যই জ্ঞাত হইলেন। তাঁহাদেরই মঙ্গলার্থ তিনি নিজেকে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গোচর করিলেন। কিন্তু তাঁহারা জানিতে পারিলেন না যে, এই পূজ্যস্বরূপে যিনি সম্মুখে অবস্থিত তিনি কে। ৩।২

তেঽগ্নিমব্রুবন্—জাতবেদ এতদ্বিজানীহি, কিমেতদ্ যক্ষমিতি; তথেতি ॥ ৩

তে (তাঁহারা) অগ্নিম্ (অগ্নিকে) অব্রুবন্ (বলিলেন)—জাতবেদঃ (হে অগ্নি) কিম্ এতৎ যক্ষম্ (এই পূজ্যস্বরূপ কে) ইতি (এইরূপে) এতৎ (এই সম্মুখস্থ [যক্ষকে]) বিজানীহি (বিশেষরূপে অবগত হও)। [অগ্নি বলিলেন] তথা ইতি (তাহাই হউক)। ৩।৩

তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন—"হে জাতবেদা, তুমি এই সম্মুখে অবস্থিত যক্ষকে জানিয়া আস যে, ইনি কে।" অগ্নি বলিলেন—"তাহাই হউক।" ৩।৩

তদভ্যদ্রবত্তমভ্যবদৎ কোঽসীতি; অগ্নির্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি ॥ ৪

[অগ্নি] তৎ অভ্যদ্রবৎ (সেই যক্ষসমীপে গমন করিলেন); তম্ অভ্যবদৎ ([যক্ষ] তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন) কঃ অসি ইতি (তুমি কে)? অব্রবীৎ ([অগ্নি] বলিলেন) অহম্ (আমি) অগ্নিঃ বৈ অস্মি (অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ) ইতি জাতবেদাঃ বৈ অহম্ অস্মি (আমি জাতবেদা বলিয়াও প্রসিদ্ধ) ইতি। ৩।৪

অগ্নি সেই যক্ষসমীপে গমন করিলেন। যক্ষ তাঁহাকে এইরূপ অভিভাষণ করিলেন, "তুমি কে?" অগ্নি বলিলেন—"আমি অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ, আমি জাতবেদা বলিয়াও খ্যাত[১]।" ৩।৪

১। হব্যাদি গ্রহণের জন্ত যিনি দেবগণের অগ্রে গমন করেন, তিনিই অগ্নি। জাত হইয়াছে বেদ অর্থাৎ ধন বা কর্মফল যাঁহা হইতে, তিনিই জাতবেদা।

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্যমিতি; অপীদং সর্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ৫

[ব্রহ্ম বলিলেন]—তস্মিন্ ত্বয়ি (তাদৃশ প্রসিদ্ধ নাম-গুণযুক্ত তোমাতে) কিম্ (কি) বীর্যম্ (সামর্থ্য)? ইতি। [অগ্নি বলিলেন] যৎ ইদম্ (এই যাহা কিছু) পৃথিব্যাম্ (পৃথিবীতে, অর্থাৎ জগতে) [আছে] ইদম্ (এই) সর্বম্ অপি (সমস্তই) দহেয়ম্ (ভস্মসাৎ করিতে পারি) ইতি। ৩।৫

ব্রহ্ম বলিলেন—"তাদৃশ তোমার কি সামর্থ্য?" অগ্নি এই উত্তর দিলেন—"এই যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে, তৎ-সমস্তই আমি দগ্ধ করিতে পারি।" ৩।৫

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি; তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন, তন্ন শশাক দগ্ধুম্; স তত এব নিববৃতে—নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ৬

[ব্রহ্ম] তস্মৈ (এতাদৃশ অভিমানী অগ্নির সম্মুখে) তৃণম্ (একটি তৃণ) নিদধৌ (স্থাপন করিলেন)—এতৎ (ইহা) দহ (দগ্ধ কর) ইতি (এই বলিয়া)। [অগ্নি] সর্বজবেন (সর্বোৎসাহযুক্ত বেগে, পূর্ণভাবে) তৎ উপপ্রেয়ায় (সেই তৃণ-সমীপে গমন করিলেন), [কিন্তু] তৎ (উহা) দগ্ধুম্ (দগ্ধ করিতে) ন শশাক (পারিলেন না); সঃ (তিনি) ততঃ (সেই যক্ষের নিকট হইতে)

নিববৃতে এব (প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আসিলেন) [এবং বলিলেন]—এতৎ (ইহাকে) ন বিজ্ঞাতুম্ অশকম্ (আমি জানিতে পারিলাম না) যৎ এতৎ যক্ষম্ (যাহা এই পূজনীয়স্বরূপ)—ইতি। ৩।৬

"ইহা দগ্ধ কর" বলিয়া ব্রহ্ম তাঁহার সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিলেন। অগ্নি পূর্ণোৎসাহজনিত বেগে সেই তৃণ-সমীপে গমন করিলেন; কিন্তু উহা দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি উক্ত যক্ষের নিকট হইতে দেবতাদের সমীপে ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন—"এই পূজনীয়স্বরূপ কে, তাহা জানিতে পারিলাম না।" ৩।৬

অথ বায়ুমব্রুবন্—বায়বেতদ্বিজানীহি, কিমেতদ্ যক্ষমিতি; তথেতি ॥ ৭

অথ (অনন্তর) বায়ুম্ (বায়ুকে) অব্রুবন্—বায়ো (হে বায়ু) এতৎ বিজানীহি—কিম্ এতৎ যক্ষম্ ইতি। তথা ইতি। ৩।৭

অনন্তর তাঁহারা বায়ুকে বলিলেন—"হে বায়ু, তুমি এই সম্মুখস্থ যক্ষকে জানিয়া আস যে, ইনি কে।" বায়ু বলিলেন—"তাহাই হউক।" ৩।৭

তদভ্যদ্রবৎ, তমভ্যবদৎ—কোঽসীতি; বায়ুর্বা অহমস্মীত্যব্রবীন্ মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি ॥ ৮

তৎ অভ্যদ্রবৎ, তম্ অভ্যবদৎ—কঃ অসি ইতি। বায়ুঃ (গতিশীল, গন্ধবাহক, বা প্রবাহশীল) বৈ অহম্ অস্মি ইতি অব্রবীৎ, মাতরিশ্বা (অন্তরিক্ষচারী বায়ু) বৈ অহম্ অস্মি ইতি। ৩।৮

বায়ু তাঁহার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্ম তাঁহাকে বলিলেন

"তুমি কে?" তিনি বলিলেন—"আমি বায়ু নামে প্রসিদ্ধ, মাতরিশ্বা বলিয়াও খ্যাত।" ৩।৮

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্যমিতি ; অপীদং সর্বমাদদীয় যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ৯

তস্মিন্ ত্বয়ি কিম্ বীর্যম্?—ইতি। যৎ ইদম্ পৃথিব্যাম্, ইদং সর্বম্ অপি আদদীয় (গ্রহণ করিতে পারি)। ৩।৯

ব্রহ্ম বলিলেন—"তাদৃশ তোমাতে কি সামর্থ্য আছে?" বায়ু বলিলেন—"পৃথিবীতে এই যাহা কিছু আছে, এই সমস্তই আমি গ্রহণ করিতে পারি।" ৩।৯

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি ; তদুপপ্রেয়ায় সর্বজবেন, তন্ন শশাকাদাতুম্ ; স তত এব নিববৃতে—নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ১০

তস্মৈ তৃণং নিদধৌ—এতৎ আদৎস্ব ইতি। সর্বজবেন তৎ উপপ্রেয়ায়, তৎ আদাতুম্ (গ্রহণ করিতে) ন শশাক। সঃ ততঃ এব নিববৃতে—এতৎ ন বিজ্ঞাতুম্ অশকম্, যৎ এতৎ যক্ষম্ ইতি। ৩।১০

"ইহা গ্রহণ কর" বলিয়া ব্রহ্ম তাঁহার সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিলেন। বায়ু পূর্ণোৎসাহজনিত বেগে সেই তৃণ-সমীপে গমন করিলেন; কিন্তু উহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি যক্ষের নিকট হইতে দেবতা-সমীপে ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন—"এই পূজনীয়জন যে কে, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না।" ৩।১০

অথেন্দ্রমব্রুবন্—মঘবন্নেতদ্ বিজানীহি, কিমেতদ্ যক্ষমিতি ; তথেতি। তদভ্যদ্রবৎ, তস্মাৎ তিরোদধে ॥ ১১

অথ ইন্দ্রম্ (ইন্দ্রকে) অব্রুবন্—মঘবন্ (হে ইন্দ্র), এতৎ বিজানীহি, কিম্ এতৎ যক্ষম্ ইতি। তথা ইতি। তৎ অভ্যদ্রবৎ, তস্মাৎ (সেই ইন্দ্রের নিকট হইতে) তিরোদধে (যক্ষ তিরোহিত হইলেন) ৩।১১

অনন্তর ইন্দ্রকে বলিলেন—"হে মঘবন্, তুমি এই সম্মুখস্থ যক্ষ সম্বন্ধে জানিয়া আস যে, ইনি কে।" "তথাস্তু" বলিয়া ইন্দ্র তৎসমীপে গমন করিলেন। যক্ষ তাঁহার নিকট হইতে তিরোহিত হইলেন। ৩।১১

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্। তাং হোবাচ—কিমেতদ্ যক্ষমিতি ॥ ১২

ইতি কেনোপনিষদি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥

তস্মিন্ এব আকাশে (যে আকাশে যক্ষের সন্দর্শন হইয়াছিল, সেই আকাশেই) সঃ (সেই ইন্দ্র) হৈমবতীম্ (স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃতা নারীর ন্যায়) বহু-শোভমানাম্ (অতি সুশোভনা) স্ত্রিয়ম্ (স্ত্রীরূপা) উমাম্ (ব্রহ্মবিদ্যার সকাশে) আজগাম (সমুপস্থিত হইলেন) [অথবা—হৈমবতীম্ (হিমালয়-দুহিতা) উমাম্ (উমার সমীপে) আজগাম (আগমন করিলেন)]। তাম্ হ [এবং] (তাঁহাকে) উবাচ (তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন)—এতৎ (এই) যক্ষম্ (পূজনীয়স্বরূপটি) কিম্ (কি) ? —ইতি। ৩।১২

ইন্দ্র সেই আকাশেই সুবর্ণ-ভূষিতা নারীর ন্যায় অতি সুশোভনা স্ত্রীরূপিণী উমা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার সকাশে উপস্থিত হইলেন[১]। তাঁহাকে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই পূজনীয়স্বরূপ কে ?" ৩।১২

১। ইন্দ্র অন্যের ন্যায় না ফিরিয়া সেখানেই ধ্যানস্থ হইলেন ; এবং যক্ষের প্রতি তাঁহার ভক্তি দর্শন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাকে উমারূপে দর্শন দিলেন।

চতুর্থ খণ্ড

সা ব্রহ্মেতি হোবাচ, ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি। ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি। ১

সা (সেই উমা) উবাচ হ (বলিলেন)—ব্রহ্ম ইতি (ইনি ব্রহ্ম, ঈশ্বর), ব্রহ্মণঃ বৈ (ঈশ্বরেরই) বিজয়ে (বিজয়ে) এতৎ মহীয়ধ্বম্ (তোমরা এইরূপে মিথ্যাভিমান করিতেছ) ইতি। ততঃ হ এব (সেই উমাবাক্য হইতেই) [ইন্দ্র] বিদাঞ্চকার (জানিলেন) ব্রহ্ম ইতি (যে ইনি ব্রহ্ম)। ৪।১

উমা বলিলেন—"ইনি ব্রহ্ম; ব্রহ্মেরই এই বিজয়ে তোমরা আপনাদিগকে মহিমান্বিত মনে করিতেছ।" সেই উমাবাক্য হইতেই[১] ইন্দ্র জানিলেন যে, ইনি ব্রহ্ম। ৪।১

১। বেদ-বাক্য ও গুরু-বাক্য হইতেই ব্রহ্ম-জ্ঞান হয়, স্বতন্ত্রভাবে নহে।

তস্মাদ্ বা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্ দেবান্—যদগ্নির্বায়ুরিন্দ্রস্তে হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পৃশুস্তে হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২

তে (তাঁহারা)—যৎ অগ্নিঃ, বায়ুঃ, ইন্দ্রঃ (অগ্নিঃ, বায়ু, ও ইন্দ্র ইঁহারা)—হি (যেহেতু) এনৎ (এই ব্রহ্মকে) নেদিষ্ঠং (নিকটতমরূপে) পস্পৃশুঃ (স্পর্শ করিয়াছিলেন), হি (যেহেতু) তে (তাঁহারা) এনৎ (ইঁহাকে) প্রথমঃ (=প্রথমাঃ, অগ্রগামী হইয়া) ব্রহ্ম ইতি (ব্রহ্ম বলিয়া) বিদাঞ্চকার (=বিদাঞ্চক্রুঃ, জানিয়াছিলেন), তস্মাৎ বৈ (সেই জন্যই) এতে দেবাঃ (এই দেবতারা) অন্যান্ দেবান্ অতিতরাম্ ইব (অপর দেবতা অপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন)। ৪।২

যেহেতু তাঁহারা, অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু, ও ইন্দ্র, ইঁহাকে নিকটতমরূপে স্পর্শ[১] করিয়াছিলেন, এবং যেহেতু তাঁহারা অগ্রণী হইয়া ইঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন, সেইজন্যই এই দেবতারা অপর দেবগণ অপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। ৪।২

১। ব্রহ্মের সহিত আলাপাদি দ্বারা।

তস্মাদ্বা ইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্, স হ্যেনন্নেদিষ্ঠং পস্পর্শ, স হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ৩

হি (যেহেতু) সঃ (ইন্দ্র) এনৎ নেদিষ্ঠং পস্পর্শ (স্পর্শ করিয়াছিলেন), হি সঃ এনৎ প্রথমঃ বিদাঞ্চকার ব্রহ্ম ইতি, তস্মাৎ বৈ ইন্দ্রঃ অন্যান্ দেবান্ অতিতরাম্ ইব। ৪।৩

যেহেতু ইন্দ্র ইঁহাকে নিকটতমরূপে স্পর্শ করিয়াছিলেন এবং যেহেতু তিনি সর্বাগ্রণী হইয়া ইঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন, সেই জন্যই তিনি অন্য দেবগণ অপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। ৪।৩

তস্যৈষ আদেশো—যদেতদ্বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা ইতীন্ন্যমী-মিষদা—ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ৪

তস্য (সেই ব্রহ্ম বিষয়ে) এষঃ (এই) আদেশঃ (উপদেশ)—যৎ এতৎ (এই যে) বিদ্যুতঃ (বিদ্যুতের [আলো]) ব্যদ্যুতৎ (চমকিত হইল) আ (ইহারই সদৃশ), ইতি (ইহাই একটি উপমা); ইৎ (আর) ন্যমীমিষৎ (চক্ষুর যে নিমেষ হইল) আ (ইহারই সদৃশ)—ইতি অধিদৈবতম্ (দেবতাসম্বন্ধে ইহাই ব্রহ্মের উপদেশ [কেঃ ৪।১ টীকা দ্রষ্টব্য])। ৪।৪

সেই ব্রহ্ম বিষয়ে এই উপদেশ—এই যে বিদ্যুৎপ্রভা চমকিত হইল, ইহারই সদৃশ[1]; আর এই যে চক্ষুর নিমেষ হইল, ইহারই সদৃশ[2]—এইরূপে ব্রহ্মের অধিদৈবত উপদেশ কথিত হইল। ৪।৪

১। বিদ্যুতের প্রকাশ যেমন যুগপৎ বিশ্বব্যাপী হয়, সেইরূপ ব্রহ্মও তেমনি বিশ্বজগৎ জ্যোতির্ময়রূপ।

২। চক্ষুর নিমেষ যেমন দ্রুত হইয়া থাকে, উক্ত ব্রহ্মও স্বীয় ঐশ্বর্য সহায়ে তেমনি ক্ষিপ্রভাবে সৃষ্ট্যাদি করিয়া থাকেন।

অথাধ্যাত্মং—যদেতদ্ গচ্ছতীব চ মনোঽনেন চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সঙ্কল্পঃ ॥ ৫

অথ (অনন্তর) [ব্রহ্মের] অধ্যাত্মম্ (প্রত্যগাত্ম-বিষয়ক) [উপদেশ দেওয়া হইতেছে]—যৎ (এই যে) মনঃ (মন) এতৎ (এই ব্রহ্মে) গচ্ছতি ইব (যেন প্রবেশ করে অর্থাৎ প্রবেশ করে বলিয়া বোধ হয়) চ (এবং) [সাধক] অনেন (এই মনের দ্বারা) এতৎ (ইঁহাকে) অভীক্ষ্ণম্ (বার বার) উপস্মরতি (নিকটবর্তী হইয়া যেন স্মরণ করেন), চ সঙ্কল্পঃ (এবং মনের যে ব্রহ্মবিষয়ক সঙ্কল্প)। ৪।৫

অতঃপর ব্রহ্মের অধ্যাত্মবিষয়ক উপদেশ (দেওয়া হইতেছে)—এই যে বোধ হয় যে, মন যেন ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হয়, (অর্থাৎ সাধক যেন) মনের দ্বারা ইঁহাকে বারম্বার ঘনিষ্ঠরূপে স্মরণ করেন[1], এবং মনের যে ব্রহ্মবিষয়ক সঙ্কল্প[2], ইহাই ব্রহ্মবিষয়ে অধ্যাত্ম উপদেশ। ৪।৫

১। অর্থাৎ এখানে এই উপদেশ দেওয়া হইতেছে—"আমার মন উক্ত জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম গমন করিয়া তাঁহাতে বর্তমান আছে", এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে।

২। অর্থাৎ "আমার মনের সকল সঙ্কল্প ব্রহ্মবিষয়ক হইতেছে", এইরূপ ধ্যান করিতে হইবে। [illegible]

তদ্ধ তদ্বনং নাম, তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্। স য এতদেবং বেদাভি হৈনং সর্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি ॥ ৬

তৎ (সেই ব্রহ্ম) হ (অবশ্যই) তৎ-বনম্ নাম (প্রাণিবর্গের ভজনীয় এই নামধারী), [অতএব] তৎ-বনম্ ইতি (প্রাণিবর্গের ভজনীয় রূপে) উপাসিতব্যম্ (তিনি উপাসনীয়) ; সঃ যঃ (যে কেহ) এতৎ (এই ব্রহ্মকে) এবম্ (এইরূপে) বেদ (উপাসনা করেন) এনম্ (তাঁহাকে) সর্বাণি (সকল) ভূতানি (ভূতবর্গ) হ (অবশ্যই) অভিসংবাঞ্ছন্তি (প্রার্থনা করিয়া থাকে)। ৪।৬

সেই ব্রহ্ম প্রাণিবর্গের ভজনীয় বলিয়াই প্রখ্যাত ও প্রাণিগণ কর্তৃক ভজনীয়রূপেই উপাস্য। যে কেহ এই ব্রহ্মকে এইরূপে উপাসনা করেন, তাঁহাকে ভূত-মাত্রই প্রার্থনা করিয়া থাকে। ৪।৬

উপনিষদং ভো ব্রূহীতি ; উক্তা ত উপনিষদ্ ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেতি ॥ ৭

[শিষ্য বলিলেন]—ভোঃ (হে ভগবন্), উপনিষদম্ (রহস্যবিদ্যা) ব্রূহি ইতি (বলুন) ; [আচার্য বলিলেন]—তে (তোমার) উপনিষৎ (রহস্যবিদ্যা) উক্তা (বলা হইয়াছে), ব্রাহ্মীম্ বাব (ব্রহ্ম-বিষয়েই) উপনিষদম্ (পরমার্থবিদ্যা) তে (তোমায়) অব্রূম (বলিয়াছি) ইতি। ৪।৭

(শিষ্য)—হে ভগবন্, আমায় রহস্য-বিদ্যা[1] উপদেশ করুন[2]। (আচার্য)—তোমায় রহস্য-বিদ্যা বলা হইয়াছে, ব্রহ্মবিষয়ক পরা বিদ্যাই তোমায় বলিয়াছি[3]। ৪।৭

১। অর্থাৎ যাহা গুরূপদেশ-ভিন্ন লভ্য নহে।

২। শিষ্যের পুনরায় প্রার্থনার কারণ এই—তিনি জানিতে চাহেন যে, এই বিদ্যা আর কোনও সহকারী কারণের অপেক্ষা করে কি না।

৩। আচার্য বলিলেন যে, এই বিদ্যা সহকারীর অপেক্ষা করে না। [illegible]

যো বা এতামেবং বেদ, অপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি, প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৯

ইতি কেনোপনিষদি চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥

এতাম্ (যথোক্ত ব্রহ্মবিদ্যাকে) যঃ বৈ (যে কেহই) এবম্ (এবম্প্রকারে) বেদ (অবগত হন, অনুবর্তন করেন) [তিনি] পাপ্মানম্ (অবিদ্যা, কাম, ও কর্ম রূপ সংসার-বীজকে) অপহত্য (ক্ষয় করিয়া) অনন্তে (অপার) জ্যেয়ে (সর্বমহত্তম, মুখ্য) স্বর্গে লোকে (স্বর্ধামে, অর্থাৎ সুখস্বরূপ ব্রহ্মে) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠিত হন, অর্থাৎ আর প্রত্যাবৃত্ত হন না), প্রতিতিষ্ঠতি [দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক]। ৪।৯

যথোক্ত ব্রহ্মবিদ্যাকে যে কেহ এবম্প্রকারে অবগত হন, তিনি পাপ অর্থাৎ সংসার-বীজ ক্ষয় করিয়া অনন্ত এবং সর্বমহত্তম স্বর্গলোকে[1] অর্থাৎ পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন, প্রতিষ্ঠিত হন[2]। ৪।৯

১। স্বর্গ শব্দটি সাধারণ অর্থে অর্থাৎ দেবলোক অর্থে গৃহীত হইতে পারে না; কারণ দেবলোক সর্বমহত্তম বা অনন্ত নহে। স্বর্গ বিনাশী (মুঃ ১।২।১০ দ্রঃ)। ব্রহ্মই অপর সকল অপেক্ষা মহৎ (কঃ ১।২।২০, মুঃ ৩।১।৭, শ্বেঃ ৩।৯ দ্রঃ)।

২। কেঃ ২।৫ মন্ত্রে উল্লিখিত ব্রহ্মবিদ্যার ফল পুনরায় শাস্ত্রের শেষে উল্লেখ করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়টি দৃঢ় করা হইল, অর্থাৎ উহার নিগমন করা হইল।

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্। মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ; অনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়

কঠোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।

তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

[ব্রহ্ম] নৌ (আমাদের [গুরু ও শিষ্য] উভয়কে) সহ (তুল্যরূপে) অবতু (রক্ষা করুন), নৌ (উভয়কে) সহ (তুল্যরূপে) ভুনক্তু ([বিদ্যাফল] ভোগ করান), সহ (তুল্যভাবে) [আমরা যেন] বীর্যম্ ([বিদ্যার জন্য] সামর্থ্য) করবাবহৈ (লাভ করিতে পারি), নৌ (আমাদের উভয়ের) অধীতম্ (লব্ধ বিদ্যা) তেজস্বি (বীর্যশালী, তাৎপর্যের প্রকাশক) অস্তু (হউক), [আমরা যেন] মা বিদ্বিষাবহৈ ([পরস্পরের অজ্ঞান বা প্রমাদ হেতু] পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত না হই)। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (ত্রিবিধ বিঘ্নের বিনাশ হউক)।

(পরমাত্মা) আমাদের উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন, উভয়কে তুল্যভাবে বিদ্যাফল দান করুন, আমরা যেন সমভাবে সামর্থ্য অর্জন করিতে পারি, আমাদের উভয়েরই লব্ধ বিদ্যা সফল হউক, আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি[১]।

১। ত্রিবিধ বিঘ্নের অর্থাৎ আধ্যাত্মিক (শারীরিক ও মানসিক রোগাদি), আধিদৈবিক (দৈব, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা), আধিভৌতিক (হিংস্রপ্রাণী প্রভৃতি কৃত হিংসাদি) বিঘ্নের বিনাশ হউক।

প্রথম অধ্যায়

প্রথমবল্লী

ওঁ উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ববেদসং দদৌ।

তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস ॥ ১

বাজশ্রবসঃ (বাজ—অন্ন, তদ্দান-জন্য শ্রবঃ—যশঃ, যাঁহার—সেই বাজশ্রবার পুত্র উদ্দালক) উশন্ (যজ্ঞফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া) হ বৈ [অতীত বিষয়ের স্মারক শব্দদ্বয়] সর্ব-বেদসম্ (সর্বস্ব) দদৌ (দান করিলেন)—[অর্থাৎ যাহাতে সর্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয় সেই বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ করিলেন]। তস্য (সেই বাজশ্রবসের) হ [প্রসিদ্ধ বিষয়ান্তরের সূচক শব্দ] নচিকেতাঃ নাম (নচিকেতা-নামক) পুত্রঃ (পুত্র) আস (ছিল)। ১।১।১

বাজশ্রবার পুত্র[1] (বিশ্বজিৎ-যজ্ঞ করিয়া) উহার ফল (স্বর্গ) কামনায় সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন। তাঁহার নচিকেতা নামে একটি পুত্র ছিল। ১।১।১

১। ১।১।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু

শ্রদ্ধাবিবেশ, সোঽমন্যত ॥ ২

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।

অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ ॥ ৩

[যখন] দক্ষিণাসু (গবাদি দক্ষিণা) নীয়মানাসু ([ঋত্বিক্ ও সদস্যদিগের নিমিত্ত] আনীত হইতেছিল) [তখন] কুমারম্ সন্তম্ ([illegible]

অল্পবয়স্ক) তম্ হ (সেই নচিকেতার মধ্যে) শ্রদ্ধা ([পিতার মঙ্গল লাভার্থ] আস্তিক্যবুদ্ধি) আবিবেশ (প্রবেশ করিল) ; সঃ (সে) অমন্যত (চিন্তা করিল)—

পীত-উদকাঃ (যাহারা [অন্যের মত] জল পান করিয়াছে), জগ্ধ-তৃণাঃ (তৃণ ভক্ষণ করিয়াছে), দুগ্ধ-দোহাঃ (দুগ্ধ দান করিয়াছে), নিঃ-ইন্দ্রিয়াঃ (ইন্দ্রিয়বিহীন, সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ) তাঃ (সেই সকল গাভী) দদৎ (যে যজমান দান করেন) সঃ (তিনি) অনন্দাঃ (অসুখকর) নাম (নামক) তে (সেই যে প্রসিদ্ধ) লোকাঃ (লোকসমূহ) তান্ (সেই সকল লোকে) গচ্ছতি (গমন করেন) । ১।১।২-৩

(বিভিন্ন ব্রাহ্মণগণের নিকট), যখন দক্ষিণাসমূহ আনয়ন করা হইতেছিল, তখন সেই অল্পবয়স্ক বালক নচিকেতার মনে শ্রদ্ধার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, "যে সকল গাভী অন্যের মত জল পান করিয়াছে, তৃণ ভক্ষণ করিয়াছে, দুগ্ধ দিয়াছে, কিংবা যাহারা সন্তান প্রসবে অসমর্থ, সেই গাভীসমূহকে যে যজমান দান করেন তিনি, যে সকল লোক দুঃখময় বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই সকল লোকেই গমন করেন। ১।১।২-৩

স হোবাচ পিতরং, তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং, তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি ॥ ৪

সঃ হ (সেই জাতশ্রদ্ধ নচিকেতা) পিতরম্ (পিতাকে) উবাচ (বলিলেন)—তত (—তাত, হে পিতা) মাম্ (আমায়) কস্মৈ (কাহাকে) দাস্যসি (দিবেন) ইতি ; [উত্তর না পাইয়া] দ্বিতীয়ম্ (দ্বিতীয়বার) তৃতীয়ম্ (তৃতীয়বার) [পিতাকে এই প্রশ্ন করিলেন] । [তাহার পিতা] তম্ হ (সেই পুত্রকে) উবাচ (বলিলেন)—ত্বা (—ত্বাম্, তোমায়) মৃত্যবে (যমকে) দদামি (দিব)—ইতি । ১।১।৪

তিনি পিতাকে বলিলেন, "বাবা, আমাকে কাহার নিকট অর্পণ করিবেন ?" দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও তিনি এই প্রশ্ন করিলেন। তখন পিতা বলিলেন, "তোমায় যমকে অর্পণ করিব।" ১।১।৪

বহূনামেমি প্রথমো বহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিং স্বিদ্ যমস্য কর্তব্যং যন্ময়াঽদ্য করিষ্যতি॥ ৫

[নচিকেতা পিতার উত্তর শুনিয়া নির্জনে চিন্তা করিতে লাগিলেন]—বহূনাম্ (বহু পুত্র বা শিষ্যের মধ্যে) [আমি] প্রথমঃ ([সদাচারাদিতে] প্রথম, সর্বাগ্রণী) [হইয়া] এমি (চলিয়া থাকি), [অপর] বহূনাম্ (অনেকের মধ্যে) মধ্যমঃ এমি (মধ্যস্থানীয় হইয়া থাকি); [কিন্তু কোনও স্থলেই অধম হই না। সুতরাং এইরূপ উপযুক্ত পুত্রকে বিনা প্রয়োজনে বাবা যমের বাড়ী পাঠাইতে পারেন না]। যমস্য (যমের) কিম্ স্বিৎ (এমন কি প্রয়োজন) কর্তব্যম্ ([পিতার পক্ষে] সম্পাদনীয়) [হইয়া পড়িল] যৎ (যাহা) অদ্য (আজ) ময়া (আমার দ্বারা, আমার মত উপযুক্ত পুত্রকে দান করিয়া) করিষ্যতি (সাধন করিবেন)? [যাহা হউক, কোন প্রয়োজন না থাকিলেও আমার পিতৃসত্য পালন করিতেই হইবে]। ১।১।৫

(নচিকেতা চিন্তা করিলেন)—“অনেকের মধ্যে আমি অগ্রণী হইয়া থাকি এবং অপর অনেকের মধ্যে মধ্যম হইয়া থাকি। (কিন্তু অধম কখনও নই; সুতরাং) যমের এমন কি প্রয়োজন আছে যাহা আজ আমার দ্বারা পিতা সাধন করিতে চাহেন?” ১।১।৫

অনুপশ্য যথা পূর্বে প্রতিপশ্য তথাঽপরে।
সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ॥ ৬

[নচিকেতার সঙ্কল্প লক্ষ্য করিয়া পিতার অনুশোচনা হইল। পিতা পাছে সত্যভ্রষ্ট হন, এইজন্য নচিকেতা বলিলেন]—[হে পিতঃ] পূর্বে ([আপনার] পিতৃপিতামহগণ) যথা (যে প্রকার সত্যনিষ্ঠ ছিলেন তাহা) অনুপশ্য (যথাক্রমে আলোচনা করুন), তথা (তদ্রূপ) অপরে (বর্তমান সাধুগণ [যেরূপ সত্যনিষ্ঠ]) প্রতিপশ্য ([তাহাও] আলোচনা করুন); [কারণ] মর্ত্যঃ (মানুষ) সস্যম্ ইব (ধান্যাদি শস্যের ন্যায়) পচ্যতে ([জীর্ণ হইয়া মরে], পুনঃ (পুনরায়) সস্যম্ ইব

(শস্যের ন্যায়) আজায়তে (উৎপন্ন হয়)। [সুতরাং অনিত্য সংসারে মিথ্যাচরণ বৃথা]। ১।১।৬

(সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার জন্য নচিকেতা পিতাকে বলিলেন)— "বাবা, পূর্ববর্তী পিতৃপিতামহগণের এবং বর্তমান সাধুগণের সত্যনিষ্ঠার বিষয় আলোচনা করুন। মানুষ শস্যের ন্যায় জীর্ণ হইয়া মরে এবং শস্যেরই ন্যায় পুনরায় জন্মে। (সুতরাং সত্য রক্ষা করিয়া আমায় যমালয়ে প্রেরণ করুন)।" ১।১।৬

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণো গৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্বন্তি, হর বৈবস্বতোদকম্॥ ৭

[পুত্রের কথা শুনিয়া পিতা তাঁহাকে যমালয়ে পাঠাইলেন। যম অনুপস্থিত ছিলেন। তিন দিন পরে প্রবাস হইতে যখন তিনি ফিরিলেন, তখন আত্মীয়গণ তাঁহাকে বলিলেন]—ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণ) অতিথিঃ (অতিথি [হইয়া]) বৈশ্বানরঃ (অগ্নিরূপে) গৃহান্ (গৃহস্থ-গৃহে) প্রবিশতি (প্রবেশ করেন)—[অর্থাৎ অতিথির সমুচিত সমাদর না হইলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়]। [প্রবীণেরা] তস্য (উক্ত অতিথির) এতাম্ (এইরূপ, পাদ্যাদি-দান-রূপ) শান্তিম্ (শান্তি, [illegible] প্রভৃতি) কুর্বন্তি (করিয়া থাকেন)। [সুতরাং] বৈবস্বত (হে সূর্যপুত্র যম), উদকম্ (পাদ-প্রক্ষালনের জন্য জল) হর (আনয়ন করুন)। ১।১।৭

(নচিকেতা যমালয়ে উপস্থিত হইবার তিন দিন পরে যম প্রবাস হইতে ফিরিলে তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে বলিলেন)— "ব্রাহ্মণ অতিথি যেন অগ্নিরূপে গৃহে প্রবেশ করেন। (প্রবীণেরা তাঁহার) পাদপ্রক্ষালনাদির দ্বারা শান্তি বিধান করেন। সুতরাং হে যমরাজ, তাঁহার পাদপ্রক্ষালনের জন্য জল আনয়ন করুন। ১।১।৭

উৎকণ্ঠাশূন্য এবং আমার প্রতি প্রসন্নমনা ও ক্রোধশূন্য হন; এবং আপনা কর্তৃক বিনির্মুক্ত আমাকে চিনিতে পারিয়া[১] যেন আমার প্রতি সাদর-সম্ভাষণ করেন।" ১।১।১০

১। যমালয়ে গত ব্যক্তির, অর্থাৎ প্রেতের, সহিত মর্ত্যলোকের কাহারও পরিচয় থাকে না। পিতার সহিত যেন আমার ঐরূপ সম্বন্ধ না হয়।

যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীত
ঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ।
সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যু-
স্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্॥ ১১

[যম বলিলেন]—ঔদ্দালকিঃ (উদ্দালক বা উদ্দালক-পুত্র) আরুণিঃ (অরুণের পুত্র) পুরস্তাৎ (পূর্বে) যথা (যেরূপ [স্নেহবান্] ছিলেন) প্রতীতঃ (তোমায় চিনিতে পারিয়া) ভবিতা ([সেইরূপই স্নেহবান্] হইবেন); মৃত্যুমুখাৎ (মৃত্যুমুখ হইতে) প্রমুক্তম্ (বিমুক্ত) ত্বাং (তোমাকে) দদৃশিবান্ (দর্শন করিয়া) মৎ-প্রসৃষ্টঃ (আমার অভিপ্রায়ানুসারে) বীতমন্যুঃ (বিগত-ক্রোধ হইবেন) [এবং] রাত্রীঃ (আগামী রাত্রি সকলেও) সুখম্ (প্রসন্ন মনে) শয়িতা (শয়ন করিবেন)। ১।১।১১

(যম বলিলেন) "আরুণি, অর্থাৎ অরুণের পুত্র, ঔদ্দালক[১] পূর্বে তোমার প্রতি যেরূপ স্নেহ-পরায়ণ ছিলেন, তোমায় চিনিতে পারিয়া ভবিষ্যতে সেইরূপ স্নেহশীলই হইবেন। মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত তোমার দর্শন করিয়া তিনি আমার আদেশে ক্রোধ ত্যাগ করিবেন এবং অতঃপর বহুরাত্রি সুখে নিদ্রা যাইবেন।" ১।১।১১

১। উদ্দালক শব্দের উত্তর স্বার্থে [illegible] অপত্যার্থে [illegible] করিয়া ঔদ্দালকি শব্দ হয়। উক্ত-পুত্র অপত্যার্থে প্রত্যয় করিলে ঔদ্দালক, উদ্দালক ও আরুণ এই

উহা অবগত হইয়া যথাযথরূপে তাহার পুনরুক্তি করিলেন। অনন্তর যম নচিকেতার উক্তিতে তুষ্ট হইয়া পুনরায় বলিলেন। ১।১।১৫

১। পুরাণে আছে যে, বিরাট্‌স্বরূপ অগ্নি জীবসৃষ্টির আদিতে প্রথম শরীরধারী রূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন :—

স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদিকর্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্তত॥

ব্রঃ ১।৭-৮, বেঃ ৬।১৫, শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৭।১৪ দ্রঃ।

তমব্রবীৎ প্রীয়মাণো মহাত্মা
বরং তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ।
তবৈব নাম্না ভবিতাঽয়মগ্নিঃ
সৃঙ্কাং চেমামনেকরূপাং গৃহাণ॥ ১৬

প্রীয়মাণঃ (প্রীতিযুক্ত হইয়া) মহা-আত্মা (মহাশয় যমরাজ) তম্ (তাঁহাকে) অব্রবীৎ (বলিলেন)—ইহ (এই প্রীতি হেতু) অদ্য (ইদানীং) তব (তোমায়) ভূয়ঃ (পুনরায়, চতুর্থ) বরম্ (বর) দদামি (দান করিতেছি)—অয়ম্ (এই মৎকথিত) অগ্নিঃ (অগ্নি) তব এব (তোমারই) নাম্না (নামে) ভবিতা (প্রসিদ্ধ হইবে), চ (এবং) ইমাম্ (এই) অনেক-রূপাম্ (শব্দবিশিষ্ট অর্থাৎ ঝঙ্কারময়ী ও রত্নময়ী) সৃঙ্কাম্ (মালা) গৃহাণ (গ্রহণ কর)। [অথবা—সৃঙ্কা=অনিন্দিত-কর্মময়ী গতি, অর্থাৎ অনেক উৎকৃষ্ট ফল লাভের উপায় স্বরূপ শাস্ত্রবিহিত কর্মবিজ্ঞান, গ্রহণ কর]। ১।১।১৬

(নচিকেতাকে শিষ্যত্বের উপযুক্ত দেখিয়া) মহাত্মা যমরাজ প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "এই প্রীতি-হেতু আমি তোমাকে সম্প্রতি আর একটি (চতুর্থ) বর দান করিতেছি। এই অগ্নি তোমারই নামে প্রসিদ্ধ হইবে। তুমি শব্দময় এবং বহুরূপবিশিষ্ট এই মালাও গ্রহণ

কর। (অথবা—বহু উৎকৃষ্ট ফল লাভের উপায়স্বরূপ কর্মবিজ্ঞানও গ্রহণ কর)। ১।১।১৬

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং
ত্রিকর্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যূ।
ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥ ১৭

ত্রিভিঃ (মাতা, পিতা, ও আচার্যের সহিত) সন্ধিম্ (সম্বন্ধ) এত্য (প্রাপ্ত হইয়া)—[অর্থাৎ মাতা, পিতা, ও আচার্য হইতে উপদেশ লাভ করিয়া] ত্রিণাচিকেতঃ (যিনি তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেন) [এবং] ত্রি-কর্ম-কৃৎ (যিনি যজ্ঞ, দান, ও বেদাধ্যয়ন করেন, তিনি) জন্ম-মৃত্যূ (জন্ম ও মৃত্যু) তরতি (অতিক্রম করেন); ব্রহ্ম-জ-জ্ঞম্ (হিরণ্যগর্ভসম্ভূত সর্বজ্ঞ) ঈড্যম্ (স্তবনীয়) দেবম্ (প্রকাশশীল, জ্ঞানাদিগুণ-সম্পন্ন বিরাট্‌কে) বিদিত্বা (শাস্ত্রোপদেশে জ্ঞাত হইয়া), নিচায্য (আত্মরূপে উপলব্ধি করিয়া) ইমাম্ (এই, স্বসংবেদ্য, সাক্ষাৎকার-জনিত) শান্তিম্ (শান্তি) অত্যন্তম্ (নির্বিশেষ রূপে) এতি (প্রাপ্ত হন)। [অর্থাৎ উপাসনা ও কর্মের সমুচ্চয়ের ফলে বিরাট্-পদ প্রাপ্ত হন] ১।১।১৭

"মাতা, পিতা, ও আচার্য এই তিনের" দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া যিনি তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেন এবং ত্রিকর্ম অর্থাৎ যজ্ঞ, দান, ও বেদাধ্যয়ন করেন, তিনি জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করেন; তিনি শাস্ত্রাদি সহায়ে হিরণ্যগর্ভ-সম্ভূত সর্বজ্ঞ, পূজনীয়, ও জ্ঞানাদি গুণসম্পন্ন বিরাট্‌স্বরূপকে অবগত হইয়া এবং তাঁহাকে আত্মস্বরূপে অনুভব করিয়া" এই স্বসংবেদ্য (অর্থাৎ স্বহৃদয়ে উপলব্ধব্য) শান্তি [illegible] প্রাপ্ত হন। ১।১।১৭

১। উপনয়নের পূর্বে মাতার নিকট, গোদানন-কালে পিতার নিকট, ও পরে আচার্যের নিকট; বৃঃ ৪।১।২। অথবা ত্রিভিঃ—বেদ, স্মৃতি, ও শিষ্টাচারের; অথবা প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও আগমের সহিত।

২। ত্রি শব্দে তিন বার; কিংবা বিজ্ঞান, অধ্যয়ন, ও অনুষ্ঠান এই তিনটি বুঝাইতে পারে।

৩। ইষ্টকের সংখ্যা ৭২০; সংবৎসরের অহোরাত্রিও সংখ্যায় (৩৬০ × ২ =) ৭২০। অতএব আত্মস্বরূপে অনুভব করিয়া—সংখ্যা-সাদৃশ্য বশতঃ "ইষ্টক স্থানীয় অহোরাত্রি দ্বারা যে সংবৎসরাত্মক (অর্থাৎ কালাত্মক) বিরাটরূপ অগ্নির চয়ন করা হইয়াছে, তাহা আমি"—এইরূপ ধ্যান করিয়া।

ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্ বিদিত্বা
　য এবং বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতম্।
স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য
　শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১৮

ত্রিণাচিকেতঃ (বারত্রয় নাচিকেত অগ্নির সেবক) যঃ (যিনি) এতৎ (পূর্বোক্ত) ত্রয়ম্ (ইষ্টকের স্বরূপ ও সংখ্যা এবং অগ্নিচয়নবিধি [১৫শ শ্লোক]) বিদিত্বা (জ্ঞাত হইয়া) এবম্ (এইরূপে, আত্মস্বরূপে) বিদ্বান্ (জানিয়া) নাচিকেতম্ (নাচিকেত) [অগ্নিম্] চিনুতে (অগ্নির আধান করেন এবং অগ্নির ধ্যান করেন) সঃ (তিনি) মৃত্যু-পাশান্ (অধর্ম, অজ্ঞান, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি বন্ধন) পুরতঃ (শরীর-ত্যাগের পূর্বেই) প্রণোদ্য (দূর করিয়া) শোক-অতি-গঃ (মানস দুঃখের অতীত হইয়া) স্বর্গলোকে (বৈরাজপদে, বিরাটের সহিত আত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া) মোদতে (আনন্দ ভোগ করেন)। ১।১।১৮

"বারত্রয় নাচিকেত অগ্নির সেবাকারী যে ব্যক্তি পূর্বোক্তরূপে ইষ্টকের স্বরূপ, সংখ্যা, ও অগ্নিচয়নবিধি জ্ঞাত হইয়া এবং নাচিকেত অগ্নিকে আত্মস্বরূপে জানিয়া তাঁহার ধ্যান করেন, তিনি শরীর

তাঁহাদের পূর্বেই মৃত্যুর আবন্ধ-রজ্জু দূর অপসারিত ছিন্ন করিয়া এবং শোক-দুঃখ-বর্জিত হইয়া বৈরাজধামে আনন্দ ভোগ করেন'। ১।১।১৮

১। এই স্থলে অগ্নি-বিজ্ঞান ও অগ্নি-চয়নের ফল উপসংহৃত হইয়াছে।

এষ তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো
যমবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ।
এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাস-
স্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব ॥ ১৯

[হে] নচিকেতঃ, যম্ (যে অগ্নিকে) দ্বিতীয়েন বরেণ (দ্বিতীয় বরে) অবৃণীথাঃ (তুমি প্রার্থনা করিয়াছিলে) তে (তোমার) এষঃ স্বর্গ্যঃ অগ্নিঃ (সেই এই স্বর্গসাধন অগ্নিবরই) [প্রদত্ত হইল]। জনাসঃ (= জনাঃ, লোকেরা) এতম্ অগ্নিম্ (এই অগ্নিকে) তব এব (তোমারই [নামে]) প্রবক্ষ্যন্তি (বলিবে)। নচিকেতঃ, তৃতীয়ম্ (তৃতীয়) বরম্ (বর) বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর)। ১।১।১৯

"হে নচিকেতা, তুমি দ্বিতীয় বরে যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে, স্বর্গলাভের উপায়স্বরূপ সেই অগ্নিবিষয়ক বরই তোমায় প্রদান করিলাম। লোকে তোমারই নামে এই অগ্নিকে অভিহিত করিবে। এখন তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।" ১।১।১৯

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥ ২০

(প্রথম ও দ্বিতীয় বরে [illegible] স্বর্গলোক [illegible]
[illegible]

এই সংশয়ের নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং নচিকেতা বলিলেন]—প্রেতে মনুষ্যে (মানুষ অর্থাৎ প্রাণিমাত্রই মৃত হইলে) ইয়ম্‌ যা (এই যে [অত্যন্তনিগূঢ়, সর্বসাধারণ-প্রচলিত]) বিচিকিৎসা (সংশয়) [হয়]—একে (কেহ কেহ [বলেন]) অস্তি ইতি ([শরীরেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত দেহান্তর-সম্বন্ধী আত্মা] আছেন, এই কথা) চ একে (এবং কেহ কেহ) অয়ম্‌ (এবম্বিধ আত্মা) ন অস্তি (নাই) ইতি (এই কথা) [বলেন]—[অধিকন্তু প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারাও এই আত্মার অস্তিত্ব নির্ণীত হয় না। সুতরাং] ত্বয়া (তোমাকর্তৃক) অনুশিষ্টঃ (উপদিষ্ট হইয়া) অহম্‌ (আমি) এতৎ (এই বিষয়ে, অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব বিষয়ে) বিদ্যাম্‌ (জানিতে চাই)। বরাণাম্‌ (তোমার প্রদত্ত তিনটি বরের মধ্যে) এষঃ (এইটি) তৃতীয় বরঃ (তৃতীয় বর)। ১।১।২০

(নচিকেতা বলিলেন) "মানুষের মরণ হইলে এই যে সংশয় উপস্থিত হয়—কেহ বলেন, 'পরলোকগামী আত্মা আছেন', কেহ বলেন, 'তিনি নাই'—আপনার উপদেশ হইতে আমি এই আত্মার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব জানিতে চাই। বরসমূহের মধ্যে ইহাই তৃতীয় বর।" ১।১।২০

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা
ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব
মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্‌॥ ২১

[নচিকেতা আত্মজ্ঞানলাভের উপযুক্ত কিনা ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য যম বলিলেন] অত্র (এই তত্ত্ববিষয়ে) পুরা (পূর্বে, প্রাচীনকালে) দেবৈঃ অপি (দেবতা-কর্তৃকও) বিচিকিৎসিতম্‌ (সংশয় করা হইয়াছিল); হি (যে হেতু) এষঃ (এই) ধর্মঃ (আত্মাখ্য ধর্ম) [অতএব ইহা সাধারণলোককর্তৃক] সুবিজ্ঞেয়ম্‌ (অনায়াসে উপলব্ধ) ন (নহে), [কেন না] অণুঃ (সূক্ষ্ম)। [সুতরাং] নচিকেতঃ (হে নচিকেতা) অন্যম্‌

(আমার) বরম্ (বর) বৃণীষ (প্রার্থনা কর); মা (=মাং, আমাকে) মা উপরোৎসীঃ (উপরোধ করিও না), মা (আমার প্রতি) এনম্ (এই বর) —[অর্থাৎ আমার নিকট এই বরপ্রার্থনা] অতি-সৃজ (ছাড়িয়া দাও)। ১।১।২১

(নচিকেতাকে পরীক্ষার জন্য যম বলিলেন) "এই বস্তু বিষয়ে পূর্বে দেবগণও সংশয়যুক্ত হইয়াছিলেন। কারণ এই আত্মতত্ত্ব সূক্ষ্ম বলিয়া সুবিজ্ঞেয় নহে। অতএব হে নচিকেতা, তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর। এই বিষয়ে আমায় উপরোধ করিও না; আমার সকাশে তোমার এই প্রার্থনা ত্যাগ কর।" ১।১।২১

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল
ত্বং চ মৃত্যো যন্ন সুজ্ঞেয়মাত্থ।
বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো
নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ ॥ ২২

[নচিকেতা বলিলেন]—দেবৈঃ অপি (দেবগণ-কর্তৃকও) অত্র (এই বস্তু-বিষয়ে) কিল (নিশ্চয়ই) বিচিকিৎসিতম্ (সন্দেহ করা হইয়াছিল); মৃত্যো (হে যমরাজ), ত্বম্ চ (এবং তুমিও) যৎ (যে হেতু) [উক্ত আত্মতত্ত্ব] ন সুজ্ঞেয়ম্ (সুজ্ঞেয় নহে) আত্থ (বলিতেছ) [অতএব] অস্য (এই ধর্মের) বক্তা চ (উপদেষ্টা) ত্বাদৃক্ (তোমার সদৃশ) অন্যঃ (অপর কেহ) ন লভ্যঃ (প্রাপ্তব্য নহে); এতস্য (ইহার) তুল্যঃ (সমান) অন্যঃ (অপর) কঃ চিৎ (কোনও) বরঃ (বর) ন (নাই)। ১।১।২২

(নচিকেতা বলিলেন) "দেবগণেরও যখন এই বিষয়ে সত্যই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং হে যমরাজ, আপনিও যখন বলিতেছেন যে ইহা সুবিজ্ঞেয় নহে, তখন এই আত্মতত্ত্বের বক্তা আপনার সদৃশ আর কাহাকেও পাওয়া তো সম্ভবপর নহে এবং এই বরের সদৃশ অন্য বরও তো থাকিতে পারে না।" ১।১।২২

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব, বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব, স্বয়ং চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥ ২৩

[নচিকেতার বৈরাগ্য পরীক্ষার্থ যম তাঁহাকে পুনরায় প্রলোভিত করিতেছেন]—
শত-আয়ুষঃ (শত বৎসর যাহাদের আয়ু এইরূপ) পুত্র-পৌত্রান্ (পুত্র ও পৌত্র সমূহ) বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর) ; বহূন্ (অনেক) পশূন্ (গবাদি পশু সমূহ), হস্তি-হিরণ্যম্ (হস্তী ও স্বর্ণাদি বিত্ত), অশ্বান্ (অশ্বসমূহ), ভূমেঃ (পৃথিবীর) মহৎ (বিস্তীর্ণ) আয়তনম্ (ভূভাগ, সাম্রাজ্য) বৃণীষ্ব ; চ (এবং) স্বয়ং (তুমি নিজে) [তত] শরদঃ (বৎসর) জীব (জীবনধারণ কর) যাবৎ (যত বৎসর) ইচ্ছসি (ইচ্ছা কর) । ১।১।২৩

(যম বলিলেন) "তুমি শতায়ু অর্থাৎ দীর্ঘায়ু পুত্র ও পৌত্র সমূহ প্রার্থনা কর এবং বহু গবাদি পশু, হস্তী, স্বর্ণ, অশ্ব, ও এই পৃথিবীতে বিশাল রাজ্য প্রার্থনা কর ; অধিকন্তু তুমি নিজে যত বৎসর জীবনধারণ করিতে চাও ততকাল জীবিত থাক । ২৩

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীষ্ব, বিত্তং চিরজীবিকাং চ ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি, কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি ॥ ২৪

যদি (যদি) [অপর কোনও] এতৎ-তুল্যম্ (ইহার সদৃশ) বরম্ (বর) মন্যসে (মনে কর) [তবে তাহাও] বৃণীষ্ব (প্রার্থনা কর) ; [অধিকন্তু] বিত্তম্ (স্বর্ণ ও রত্নাদি) চির-জীবিকাম্ চ (এবং চিরজীবন) [প্রার্থনা কর] । নচিকেতঃ (হে নচিকেতা), ত্বম্ (তুমি) মহাভূমৌ (বিশাল ভূখণ্ডে) এধি ([রাজা] হও) ; ত্বা (তোমাকে) কামানাম্ (কাম্য বস্তুসমূহের) কাম-ভাজম্ (কাম-ভোগে সমর্থ, ভোগভাগী) করোমি (করিতেছি) । ১।১।২৪

"যদি ইহার তুল্য অপর কোনও বর পাইতে ইচ্ছা কর, তাহাও প্রার্থনা কর ; অধিকন্তু চিরজীবন এবং স্বর্ণ ও রত্নাদি প্রার্থনা

কর। হে নচিকেতা, তুমি বিশাল ভূভাগের অধিপতি হও; আমি তোমায় (দিব্য ও লৌকিক) কাম্যবস্তু সমূহকে যথেচ্ছ ভোগের ক্ষমতা প্রদান করিতেছি। ১।১।২৪

যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলোকে
সর্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্যা
ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব
নচিকেতো মরণং মাঽনুপ্রাক্ষীঃ ॥ ২৫

মর্ত্যলোকে (পৃথিবীতে) যে যে (যে সকল বস্তু) কামাঃ (কামনীয়) [এবং] দুর্লভাঃ (দুষ্প্রাপ্য), [সেই] সর্বান্ (সকল) কামান্ (কাম্যবস্তু) ছন্দতঃ (ইচ্ছানুসারে) প্রার্থয়স্ব (প্রার্থনা কর)। ইমাঃ (এই [তোমার সম্মুখেই]) রামাঃ (পুরুষের আনন্দপ্রদায়িনী দিব্য অপ্সরাগণ) সরথাঃ (রথারূঢ়া) [এবং] সতূর্যাঃ (বাদ্যযন্ত্র ধারণ করিয়া) [অবস্থিত আছে]; ঈদৃশাঃ (এইরূপ রমণীবৃন্দ) মনুষ্যৈঃ (মানুষের দ্বারা) লম্ভনীয়াঃ (প্রাপ্য) ন হি (অবশ্যই নহে); মৎ-প্রত্তাভিঃ (আমা-কর্তৃক প্রদত্ত) আভিঃ (ইহাদের দ্বারা) পরিচারয়স্ব ([নিজের] পরিচর্যা করাও)। নচিকেতঃ (হে নচিকেতা), মরণম্ (মৃত্যুবিষয়ে) মা অনুপ্রাক্ষীঃ (এতদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিও না)। ১।১।২৫

"পৃথিবীতে যাহা যাহা কাম্য এবং দুর্লভ, তৎসমস্ত কাম্যবস্তুই যথেচ্ছ প্রার্থনা কর। এই যে সুখদায়িনী অপ্সরাগণ রথে আরোহণ করিয়া এবং বাদ্যযন্ত্র লইয়া (তোমার সম্মুখেই) অবস্থিত আছে, ঈদৃশ রমণী মনুষ্যের লভ্য নহে। মৎপ্রদত্ত ইহাদিগের দ্বারা

তুমি নিজের সেবা করাও। হে নচিকেতা, মরণ বিষয়ে এইরূপ প্রশ্ন করিও না।" ১।১।২৫

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ, সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব, তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ॥ ২৬

[নচিকেতা বলিলেন]—অন্তক (হে যমরাজ), [আপনার বর্ণিত ভোগ্য বস্তুসমূহ] শ্বঃ-ভাবাঃ (কল্য থাকিবে কিনা তাহা অনিশ্চিত), মর্ত্যস্য (মানুষের) সর্বেন্দ্রিয়াণাম্ (সকল ইন্দ্রিয়ের) যৎ এতৎ তেজঃ (এই যে শক্তি) [তাহা] জরয়ন্তি (জীর্ণ করে)। অপি (অধিকন্তু) সর্বম্ ([হিরণ্যগর্ভাদির] সকল) জীবিতম্ এব (জীবনই) অল্পম্ (অল্প, পরিমিত) ; [সুতরাং] বাহাঃ (রথাদি) তব এব (আপনারই থাকুক), নৃত্য-গীতে (নৃত্য ও সঙ্গীত) তব (আপনারই থাকুক)। ১।১।২৬

(নচিকেতা বলিলেন) "হে যমরাজ, আপনার বর্ণিত ভোগ্যবস্তুসমূহ কল্য পর্যন্ত থাকিবে কি না, তাহা অনিশ্চিত ; উহারা মানুষের ইন্দ্রিয় সকলের শক্তি ক্ষয় করে। অধিকন্তু (হিরণ্যগর্ভাদি) সকলেরই জীবন স্বল্প। অতএব রথাদি আপনারই থাকুক, নৃত্যগীতও আপনারই থাকুক। ১।১।২৬

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো, লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেৎ ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং, বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব ॥ ২৭

মনুষ্যঃ (মানুষ) বিত্তেন (ধনাদি দ্বারা) তর্পণীয়ঃ (সন্তোষণীয়) ন (নহে)। ত্বা (আপনাকে) চেৎ (যদি) অদ্রাক্ষ্ম (দর্শন করিলাম) [তখন বিত্তের আকাঙ্ক্ষা [illegible] হইলে] বিত্তম্ (বিত্ত) লপ্স্যামহে (পাইব)। ত্বম্ (আপনি) যাবৎ (যত কাল) ঈশিষ্যসি (প্রভু থাকিবেন, [illegible]

তাঁহাদিগের কৃপায় উৎকৃষ্ট প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে, ইহা জানিয়াও, এবং অপ্সরাদিগের গীতি, ক্রীড়া, ও তজ্জন্য সুখ অনিত্য ইহা সুবিদিত হইয়াও, দীর্ঘকাল বাঁচিবার জন্য সমুৎসুক হইতে পারে ? ১।১।২৮

* পাঠান্তর— ক তদাস্থঃ — (দুর্লভ-পুরুষার্থ-লাভার্থী) কে কোথায় পুত্রাদি-বস্তুতে আস্থাবান্ হয় ?

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে ॥ ২৯

ইতি কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমা বল্লী ॥

মৃত্যো (হে যম), সাম্পরায়ে (পরলোক সম্বন্ধে) যস্মিন্ (যে আত্মবিষয়ে) ইদম্ ([আছে কি না] ইহা) বিচিকিৎসন্তি ([লোকে] সংশয় করিয়া থাকে), যৎ (যে আত্মতত্ত্ব নির্ণয়) মহতি (মহৎ প্রয়োজনের সাধক), তৎ (তাহা) নঃ (আমাদিগকে) ব্রূহি (বল)। [শ্রুতি বলিলেন] অয়ম্ (এই) যঃ (যে) বরঃ (বর) গূঢ়ম্ (দুর্জ্ঞেয় আত্মতত্ত্বের মধ্যে) অনুপ্রবিষ্টঃ (প্রবেশ করিয়াছে, গহন আত্মাকে অবলম্বন করিয়া আছে), নচিকেতাঃ (নচিকেতা) তস্মাৎ (তাহা হইতে) অন্যম্ (ভিন্ন কিছু) ন বৃণীতে (প্রার্থনা করে না)। ১।১।২৯

"হে যমরাজ, যে আত্মার সম্বন্ধে লোকের মনে 'ইহা আছে কি না' এইরূপ পরলোক-বিষয়ক সংশয় উপস্থিত হয়, যে তত্ত্বের নির্ণয়ে মহৎ প্রয়োজন (অর্থাৎ মুক্তি) সুসাধিত হয়, তাহাই আমাদিগকে বলুন।" (অতঃপর উপনিষৎ স্বয়ং বলিতেছেন)—নচি

দুর্বিজ্ঞেয় বস্তু অবলম্বনে এই যে বর উপস্থাপিত হইয়াছে, নচিকেতা তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই প্রার্থনা করে না[1]। ১।১।২৯

১। এখানে কেবল নচিকেতার উল্লেখ থাকিলেও উপনিষদের প্রকৃত বক্তব্য এই যে, আত্মজ্ঞানের অধিকারী কেহই অনিত্য বস্তু কামনা করেন না। এই বাক্যটি আপাততঃ নচিকেতার নিজেরই উক্তি বলিয়া প্রতিভাত হইলেও আচার্য শঙ্করের মতে উহা প্রকৃত পক্ষে শ্রুতিরই স্বতন্ত্র বচন।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয়বল্লী

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয়ঃ আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥ ১

[পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইয়া যম বলিলেন]—শ্রেয়ঃ (নিঃশ্রেয়স, এস্থলে মোক্ষের সাধন বিদ্যা) অন্যৎ ([অবিদ্যা হইতে] পৃথক্), উত (আর) প্রেয়ঃ (প্রিয় স্বর্গাদি ও পশুপুত্রাদি, এস্থলে তৎসাধন অবিদ্যা) অন্যৎ এব (ভিন্নই)। নানা-অর্থে (বিভিন্ন প্রয়োজন বিশিষ্ট) তে উভে (বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ে) পুরুষম্ (মানুষকে) সিনীতঃ (বন্ধন করে, অর্থাৎ অধিকারানুযায়ী মুক্তি ও স্বর্গের প্রতি প্রবৃত্ত করে)। তয়োঃ (শ্রেয় ও প্রেয় এই দুইটির মধ্যে) শ্রেয়ঃ আদদানস্য (যিনি শ্রেয়োমার্গ অবলম্বন করেন তাঁহার) সাধু (মঙ্গল) ভবতি (হয়), য (যিনি) প্রেয়ঃ উ (প্রেয়োমার্গই) বৃণীতে (বরণ করেন) অর্থাৎ হীয়তে ([তিনি] পুরুষার্থ হইতে বিচ্যুত হন)। ১।২।১

(যম বলিলেন) "শ্রেয়োমার্গ (প্রেয়োমার্গ হইতে) ভিন্ন, তেমনি প্রেয়োমার্গও (শ্রেয়োমার্গ হইতে) ভিন্ন। (মুক্তি ও স্বর্গাদি এই) বিভিন্ন প্রয়োজন সম্পাদক উহারা উভয়েই পুরুষকে 'আবদ্ধ' করে। এই উভয়ের মধ্যে যিনি শ্রেয়োমার্গ অবলম্বন করেন, তাঁহার মঙ্গল হয়; আর যিনি প্রেয়োমার্গকেই গ্রহণ করেন, তিনি পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন। ১।২।১

১। যিনি মুক্তি ও স্বর্গ প্রার্থনা করেন, তিনি তাহাদের সাধন বিদ্যা ও অবিদ্যায় প্রবৃত্ত হন। এই জন্যই ইহাদিগকে পুরুষের বন্ধনের কারণ বলা হইয়াছে।

২। কারণ একই পুরুষ কর্তৃক উভয়টি যুগপৎ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥ ২

শ্রেয়ঃ চ প্রেয়ঃ চ (শ্রেয় এবং প্রেয়; অর্থাৎ মুক্তি ও স্বর্গ, পশু ও পুত্র প্রভৃতি পারলৌকিক ও ইহলৌকিক প্রিয় বস্তু এবং তাহা প্রাপ্তির উপায় বিদ্যা ও অবিদ্যা) মনুষ্যম্ (মানুষকে) এতঃ ([পরস্পর মিশ্রিত হইয়া] প্রাপ্ত হয়, আশ্রয় করে)। ধীরঃ (ধীমান্ ব্যক্তি) তৌ (উভয়কে) সম্পরীত্য (সম্যক্ আলোচনা করিয়া) বিবিনক্তি (পৃথক্ করেন), ধীরঃ (যিনি ধৈর্যশালী তিনি) প্রেয়সঃ (প্রিয় হইতে) শ্রেয়ঃ হি অভি-বৃণীতে (শ্রেয় উত্তম বলিয়া তাহাকেই বরণ করেন), মন্দঃ (যিনি অল্পবুদ্ধি তিনি) যোগ-ক্ষেমাৎ (অপ্রাপ্তের প্রাপ্তিরূপ যোগ এবং প্রাপ্তের সংরক্ষণরূপ ক্ষেমের জন্য, অর্থাৎ শরীরাদির বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ জন্য) প্রেয়ঃ (প্রিয় পশুপুত্রাদি) বৃণীতে (বরণ করেন)। ১।২।২

"শ্রেয় এবং প্রেয় (সম্মিলিত[১] ভাবে) মানুষকে আশ্রয় করে। ধীমান্ উভয়কে সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া পৃথক্ করেন। যিনি ধীর তিনি প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কে উত্তম বলিয়া জানিয়া তাহাকেই গ্রহণ করেন, কিন্তু যিনি অল্পবুদ্ধি তিনি শরীরাদির বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য প্রেয় পশুপুত্রাদিই বরণ করেন। ১।২।২

১। মন্দবুদ্ধিদিগের নিকট মিশ্রিত বলিয়া মনে হয়; এই জন্য বলা হইয়াছে যে, তাহারা যেন সম্মিলিত ভাবে মানুষকে আশ্রয় করে।

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামা-
নভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ ॥ ৩

নচিকেতঃ (হে নচিকেতা) সঃ ত্বম্ (সেই তুমি, মৎকর্তৃক বারম্বার প্রলোভিত হইয়াও তুমি) প্রিয়ান্ (প্রিয় পুত্রাদি) প্রিয়রূপান্ চ (এবং প্রীতিসম্পাদক অপ্সরা প্রভৃতি) কামান্ (ভোগ্যবস্তু) অভিধ্যায়ন্ (চিন্তা করিয়া, তাহাদের অনিত্যত্ব ও অসারত্ব বিবেচনা করিয়া) অত্যস্রাক্ষীঃ (পরিত্যাগ করিয়াছ); এতাম্ (এই) বিত্তময়ীম্ (ধনবহুল) সৃঙ্কাম্ (গতি, মার্গ), যস্যাম্ (যাহাতে) বহবঃ (অনেক) মনুষ্যাঃ (মানুষ) মজ্জন্তি (মগ্ন হয়, অবসন্ন হয়), [তাহা] ন অবাপ্তঃ (অবলম্বন কর নাই)। ১।২।৩.

"হে নচিকেতা, আমি তোমাকে বারম্বার প্রলোভন দেখাইলেও তুমি প্রিয় বস্তু ও সুখোৎপাদক ভোগ্যবিষয়সমূহকে পরীক্ষা করিয়া ত্যাগ করিয়াছ। যে ধনবহুল মার্গে অনেক মনুষ্য নিমগ্ন হয় তাহা তুমি গ্রহণ কর নাই। ৩

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে
ন ত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্ত ॥ ৪

[যাহা] অবিদ্যা (অবিদ্যা, কর্মকাণ্ডে বিহিত শ্রেয়োবিবর্জিনী) যা চ (এবং যাহা) বিদ্যা (বিদ্যা, মোক্ষ-সাধিকা) ইতি (এইরূপে) জ্ঞাতা ([বিদ্বৎ-সমাজে] পরিচিত)—[শ্রু ১।২৪-৭] এতে (এই দুইটি) দূরম্ (অতিশয়) বিপরীতে (পরস্পর ভিন্ন), বিষূচী (ভিন্নগতি, ভিন্নফলপ্রদ)। নচিকেতসম্ (নচিকেতা তোমাকে) বিদ্যা-অভীপ্সিনম্

(বিদ্যাভিলাষী, শ্রেয়োভাজন) মন্যে (মনে করি), [যে হেতু] ত্বা (তোমাকে) বহবঃ (বহু) কামাঃ (কাম্য বিষয়) ন অলোলুপন্ত (প্রলুব্ধ করে নাই, শ্রেয়োমার্গ হইতে ভ্রষ্ট করে নাই) । ১।২।৪

"যাহা অবিদ্যা এবং যাহা বিদ্যা বলিয়া খ্যাত, তাহারা উভয়ে অত্যন্ত বিভিন্ন এবং বিরুদ্ধ-পথগামী। নচিকেতা, তোমাকে আমি বিদ্যাভিলাষী মনে করি, কেন না বহু কাম্যবস্তু তোমায় প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। ১।২।৪

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং-মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাঽন্ধাঃ ॥ ৫

[যাহারা] অবিদ্যায়াম্ অন্তরে (অবিদ্যার মধ্যে) [কাম্যবস্তুর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া] বর্তমানাঃ (অবস্থিত), স্বয়ম্ (আমরা নিজেরাই) ধীরাঃ (প্রজ্ঞাবান্, বুদ্ধিমান্) পণ্ডিতং-মন্যমানাঃ (আপনাদিগকে শাস্ত্রকুশল বলিয়া মনে করে) [সেই সকল] মূঢ়াঃ (অবিবেকী) দন্দ্রম্যমাণাঃ (অতিশয় কুটিল, বিবিধ গতি প্রাপ্ত হইয়া) পরিযন্তি (পরিভ্রমণ করে)—যথা (যেরূপ) অন্ধেন এব (অন্ধেরই দ্বারা) নীয়মানাঃ (পরিচালিত) অন্ধাঃ (অন্ধগণ) [ভ্রমণ করে]। [অর্থাৎ জন্মমরণ-জরাব্যাধি দুঃখে পতিত হয়, কিন্তু মুক্তি পায় না]। [মু ১।২।৮] । ১।২।৫

"যাহারা অবিদ্যা-পরিবেষ্টিত হইয়া আপনাদিগকে প্রজ্ঞাবান্ ও শাস্ত্রকুশল বলিয়া অভিমান করে, সেই সকল মূঢ়, অন্ধেরই দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায়, অতিশয় কুটিলগতি সহকারে ([illegible] মার্গে) পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ১।২।৫

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্ ।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে ॥ ৬

প্রমাদ্যন্তম্ (প্রমাদকারী, পুত্রাদিতে আসক্তচিত্ত) বিত্তমোহেন (ধনমোহে) মূঢ়ম্ (অজ্ঞান-সমাচ্ছন্ন) বালম্ (অবিবেকীর) প্রতি (প্রতি) সাম্পরায়ঃ (পরলোক প্রাপ্তির শাস্ত্রীয় সাধন) ন ভাতি (প্রকটিত হয় না) ; [সে] অয়ম্ লোকঃ (এই দৃশ্যমান ভোগায়তন লোকই [আছে]), পরঃ ([অদৃষ্ট] পরলোক) ন অস্তি (নাই) ইতি (এই প্রকার) মানী (বুদ্ধিযুক্ত হইয়া) পুনঃ পুনঃ (বারংবার [জন্মলাভ করিয়া]) মে (আমার) বশম্ (অধীনতা) আপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়) । ১।২।৬

"সংসারে আসক্তচিত্ত এবং ধনাদিমোহে সমাচ্ছন্ন অবিবেকীর নিকট পরলোকসম্বন্ধীয় সাধন প্রতিভাত হয় না। 'কেবল এই দৃশ্যমান লোকই আছে, পরলোক নাই' এইরূপ মনে করিয়া মানুষ পুনঃ পুনঃ আমার (অর্থাৎ মৃত্যুর) অধীনতা প্রাপ্ত হয়। ১।২।৬

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
শ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥ ৭

[যেহেতু] যঃ (আত্মা) বহুভিঃ (অনেকের পক্ষে) শ্রবণায় অপি (শ্রবণমাত্রের জন্যও) ন লভ্যঃ (সুলভ নহেন), [যেহেতু] যম্ (তাঁহাকে) শৃণ্বন্তঃ অপি (শ্রবণ করিয়াও) বহবঃ (অনেকে) ন বিদ্যুঃ (জানিতে পারে না), [অতএব] অস্য (এই আত্মার) বক্তা (উপদেষ্টা আচার্য) আশ্চর্যঃ (অদ্ভুতভাবে বিরল), [এবং] কুশলঃ (নিপুণ ব্যক্তি) লব্ধা (আত্মজ্ঞানলাভ করে) ; [কেন না] কুশলানুশিষ্টঃ (নিপুণ

আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট) আশ্চর্যঃ (বিরল কেহ, কোনও বিশেষ অধিকারীই) জ্ঞাতা (জ্ঞানবান্ হন) । [গীতা ২।২৯] । ১।২।৭

যেহেতু আত্মা সম্বন্ধে অনেকে শ্রবণ পর্যন্ত করিতে পায় না, এবং শ্রবণ করিয়াও অনেকে তৎসম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে না, অতএব সেই আত্মার উপদেষ্টা অতি বিরল এবং অনুভবকারীও সুনিপুণ ; কেন না নিপুণ আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া বিরল কেহ কেহই মাত্র তাঁহাকে জ্ঞাত হন। ১।২।৭

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো, বহুধা চিন্ত্যমানঃ ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥ ৮

অবরেণ (হীন, প্রাকৃতবুদ্ধি) নরেণ (মানুষকর্তৃক) প্রোক্তঃ (উপদিষ্ট) এষঃ (এই আত্মা) সুবিজ্ঞেয়ঃ (উত্তমরূপে জ্ঞানগোচর) ন (হন না), [যেহেতু ইনি], বহুধা ([অস্তি-নাস্তি, কর্তা-অকর্তা, শুদ্ধ-অশুদ্ধ ইত্যাদি] বহুবিধরূপে) চিন্ত্যমানঃ (চিন্তার বিষয় হন) । অনন্য-প্রোক্তে (প্রতিপাদ্য আত্মার সহিত নিজের অভেদ-দর্শনকারী আচার্য কর্তৃক আত্মা উপদিষ্ট হইলে) অত্র (এই আত্মবিষয়ে) গতিঃ (অস্তি-নাস্তি প্রভৃতি সংশয়ের গতি) ন অস্তি (থাকে না) [অথবা অনন্যপ্রোক্তে—অভিন্ন আত্মা উপদিষ্ট হইলে, অত্র—আত্মাতে, গতিঃ নাস্তি—'আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও অবগতি অবশিষ্ট থাকে না, কিংবা অত্র—এই জগতে, গতিঃ—সংসারগতি, নাস্তি—হয় না] [অন্যথা] অণু-প্রমাণাৎ ([যুক্তিসহায়ে তাঁহাকে], অতি সূক্ষ্মরূপে প্রমাণ করিলেও [তিনি অপরের দ্বারা] অণুপেক্ষা) অণীয়ান্ (সূক্ষ্মতর [বলিয়া প্রমাণিত হন]), হি (কেন না) [আত্মা] অতর্ক্যম্ (= অতর্ক্যঃ, তর্কের অতীত) । ১।২।৮

প্রাকৃতবুদ্ধি সম্পন্ন কেহ আত্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিলেও, উক্ত আত্মা সম্যক্ প্রকারে জ্ঞাত হন না, কেন না তিনি (তাহাদের

নিকট) নানারূপ বিকল্পের বিষয় হইয়া থাকেন। অভেদদর্শী জ্ঞানবৃদ্ধ আচার্য উপদেশ প্রদান করিলে আত্মা সম্বন্ধে সকল সংশয়ের অবসান হয়। (তর্কের দ্বারা) আত্মাকে সূক্ষ্ম বলিয়া প্রমাণ করিলে তিনি তদপেক্ষাও অণুতর বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারেন, কেন না বস্তুতঃ তিনি তর্কাতীত[1]। ১।২।৮

১। ব্রঃ সূঃ ২।১।১১ দ্রষ্টব্য।

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া
প্রোক্তাঽন্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি
ত্বাদৃঙ্ নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥ ৯

প্রেষ্ঠ (হে প্রিয়তম), যাম্ (যে আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি) ত্বম্ (তুমি) আপঃ (প্রাপ্ত হইয়াছ) এষা (এই) মতিঃ (জ্ঞান) তর্কেণ (তর্কের দ্বারা) ন আপনেয়া (পাওয়া যায় না)। অন্যেন এব (তার্কিক হইতে ভিন্ন শাস্ত্রার্থ-দর্শীর দ্বারাই) প্রোক্তা (প্রকৃষ্টরূপে উপদিষ্ট হইলে) সুজ্ঞানায় (সাক্ষাৎকার-যোগ্য হন)। নচিকেতঃ (হে নচিকেতা), সত্য-ধৃতিঃ বত অসি (তুমি বস্তুতঃই পরমার্থ বিষয়ে ধারণাবান্ হইয়াছ)—নঃ (আমাদের নিকট) প্রষ্টা (প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসু) ত্বাদৃক্ (তোমার ন্যায়) ভূয়াৎ (হউক)। ১।২।৯

"হে প্রিয়তম, তোমার যে সদ্‌বুদ্ধি হইয়াছে, তাহা তর্কের দ্বারা লভ্য নহে। তার্কিক হইতে ভিন্ন কোনও জ্ঞানী আচার্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইলে ইনি সাক্ষাৎকার-যোগ্য হন। হে নচিকেতা, তোমার বস্তুতঃই পরমার্থ বিষয়ে ধারণা হইয়াছে। তোমারই সদৃশ জিজ্ঞাসু যেন আমাদের নিকট আসে। ১।২।৯

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং
ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নি-
রনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যম্ ॥ ১০

শেবধিঃ (নিধি, কর্মফল) অনিত্যম্ (=অনিত্যঃ, অনিত্য) হি (কেননা) অধ্রুবৈঃ (অনিত্য দ্রব্যসমূহ দ্বারা) তৎ (সেই) ধ্রুবম্ (পরাখ্যা নিত্য ধন) ন প্রাপ্যতে (লব্ধ হয় না)—ইতি (ইহা) হি (যেহেতু) অহম্ (আমি) জানামি (অবগত আছি) ততঃ (সুতরাং, জানিয়া শুনিয়াও) ময়া (মৎকর্তৃক) অনিত্যৈঃ (অনিত্য) দ্রব্যৈঃ (পশু প্রভৃতি দ্বারা) নাচিকেতঃ (নাচিকেত নামক) অগ্নিঃ ([স্বর্গসুখপ্রদ] অগ্নি) চিতঃ (চয়ন করা হইয়াছে), [তদ্দ্বারা] নিত্যম্ ([আপেক্ষিক] নিত্য [যমপদ]) প্রাপ্তবান্ অস্মি (প্রাপ্ত হইয়াছি)। [তুমি আমাপেক্ষাও বুদ্ধিমান্, কেননা প্রলোভিত হইয়াও উক্ত চেষ্টা ত্যাগ করিয়াছ]। ১।২।১০

"আমি ইহা অবগত আছি যে, কর্মফলরূপ সম্পদ্ অনিত্য; কেন না (কর্মের জন্য ব্যবহৃত) অনিত্য দ্রব্যের দ্বারা সেই ধ্রুব বস্তুকে প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। অতএব আমি জানিয়া শুনিয়াও অনিত্য দ্রব্য সাহায্যে নাচিকেত নামক অগ্নি চয়ন করিয়াছি, এবং তদ্দ্বারা (আপেক্ষিক অর্থাৎ যতক্ষণ সংসার আছে ততক্ষণ স্থায়ী) নিত্যকে (অর্থাৎ যমপদকে) পাইয়াছি। ১।২।১০

কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং
ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং
দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ ॥ ১১

নচিকেতঃ (হে নচিকেতা), [যাহাকে] কামস্য (কামনার) আপ্তিং ([illegible]

তাহাকে), অভয়স্য (অভয়ের, নির্ভয়, ও অধিষ্ঠান সমস্ত বস্তুর) প্রতিষ্ঠাম্ (আশ্রয়কে ক্রতোঃ (যজ্ঞ-কর্মের) অনন্ত্যম্ (=অনন্ত্যম্, হিরণ্যগর্ভপদকে), অভয়স্য ([আপেক্ষিক] অভয়ের) পারম্ (পরাকাষ্ঠাকে), স্তোম-মহৎ (প্রশংসার্হ ও অণিমাদি ঐশ্বর্যে মহীয়ান্) উরুগায়ম্ (বিস্তীর্ণ, অনেককাল স্থায়ী) প্রতিষ্ঠাম্ (অবস্থিতিকে) ধৃত্যা (ধৈর্য সহকারে) দৃষ্ট্বা (বুদ্ধিপূর্বক বিচার করিয়া) ধীরঃ (ধীমান্ হইয়া) অত্যস্রাক্ষীঃ (বর্জন করিয়াছ) । ১।২।১১

“হে নচিকেতা, তুমি কাম্য বিষয়ের চরম উৎকর্ষ, জগতের আশ্রয়, যজ্ঞের অনন্তফলস্বরূপ, স্তবনীয়, মহৎ, ও বিশাল হিরণ্যগর্ভপদ সম্বন্ধে ধৈর্যসহকারে বিচার করিয়া বুদ্ধিমত্তা লাভ করিয়াছ এবং উহা পরিত্যাগ করিয়াছ । ১।২।১১

তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
　গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্ ।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
　মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥ ১২

[তুমি যাঁহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছ] তম্ (সেই) গূঢ়ম্ অনুপ্রবিষ্টম্ (দুর্জ্ঞেয় রূপে অবস্থিত, প্রাকৃত বিষয়বুদ্ধি দ্বারা অচ্ছন্ন), গুহা-হিতম্ (হৃদয়গুহায় প্রতিষ্ঠিত ও উপলভ্য), [অতএব] গহ্বরেষ্ঠম্ (বাসনাদি অনর্থবহুল শরীরে স্থিত), [সুতরাং] দুর্দর্শম্ (দুঃখে উপলব্ধব্য) পুরাণম্ (পুরাতন, সনাতন) দেবম্ (স্বপ্রকাশ আত্মাকে) ধীরঃ (ধীমান্ ব্যক্তি) অধ্যাত্ম-যোগ-অধিগমেন (পরমাত্মায় মন সমাধানপূর্বক) মত্বা (সাক্ষাৎ করিয়া), হর্ষ-শোকৌ (সুখদুঃখ) জহাতি (পরিত্যাগ করেন) । ১।২।১২

“দুর্জ্ঞেয় স্বরূপে অবস্থিত, হৃদয়গুহায় প্রতিষ্ঠিত, ও অনর্থবহুল শরীরে অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া যে আত্মাকে অতি কষ্টে অনুভব করিতে পারা যায়,

ধীর ব্যক্তি¹ সেই সনাতন ও স্বপ্রকাশ আত্মাকে অধ্যাত্মযোগসহায়ে² সাক্ষাৎ করিয়া সুখদুঃখ হইতে মুক্ত হন। ১।২।১২

১। অর্থাৎ শ্রবণ-মননকারী। ২। অর্থাৎ নিদিধ্যাসন সহায়ে।

এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্যঃ
প্রবৃহ্য ধর্ম্যমণুমেতমাপ্য।
স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা
বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে॥ ১৩

মর্ত্যঃ (মানুষ) এতৎ (এই আত্মতত্ত্ব) শ্রুত্বা (আচার্য সকাশে শ্রবণ করিয়া) সম্পরিগৃহ্য (সম্যক্প্রকারে [আত্মভাবে] গ্রহণ করিয়া) ধর্ম্যম্ (ধর্মানুমোদিত বস্তুকে) প্রবৃহ্য (শরীরাদি হইতে পৃথক্ করিয়া) অণুম্ (সূক্ষ্ম, দুরধিগম্য) এতম্ (এই আত্মাকে) আপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) সঃ (সেই মানুষ) মোদনীয়ম্ হি (হর্ষের কারণ-স্বরূপকেই) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) মোদতে (আনন্দ উপভোগ করে)। নচিকেতসম্ (নচিকেতার প্রতি) সদ্ম ([ব্রহ্মরূপ] ভবন) বিবৃতম্ (উন্মুক্ত-দ্বার বলিয়া) মন্যে (মনে করি)। ১।২।১৩

"মানুষ এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া এবং ('আমিই আত্মা' এই ভাবে) তাঁহাকে সম্যক্ গ্রহণ করিয়া, তৎপরে ধর্মসহায়ে¹ সত্তা ইহাকে (দেহাদি হইতে) পৃথক্ করিয়া² থাকে এবং তাহার ফলে সূক্ষ্ম এই আত্মাকেই লাভ করে³। এই আনন্দের আকরকে লাভ করিয়া সে আনন্দই উপভোগ করে। আমি মনে করি যে, নচিকেতার প্রতি ব্রহ্মরূপ গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে।" ১।২।১৩

১। "তত্ত্বজ্ঞানই উত্তম ধর্ম"। (গীতা ৭।২ দ্রষ্টব্য)।
২। অর্থাৎ নিদিধ্যাসন অবলম্বন করিয়া।
৩। অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভব করে।

অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্বদ ॥ ১৪

[নচিকেতা বলিলেন—আপনি আমায় যখন উপযুক্ত মনে করেন এবং আপনি যখন তুষ্ট হইয়াছেন সুতরাং] ধর্মাৎ (শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদি হইতে) অন্যত্র (পৃথক্-ভূত), অধর্মাৎ (অধর্ম হইতে) অন্যত্র (ভিন্ন), অস্মাৎ (এই) কৃত-অকৃতাৎ (কার্য ও কারণ হইতে) অন্যত্র (পৃথক্), ভূতাৎ চ ভব্যাৎ চ (অতীত ও ভবিষ্যৎ [এবং বর্তমান] হইতে) অন্যত্র (পৃথক্) যৎ তৎ (সেই যে বস্তু) পশ্যসি (প্রত্যক্ষ করিতেছেন), তৎ (তাহা) বদ ([আমায়] বলুন) ১।২।১৪

(নচিকেতা বলিলেন) "ধর্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম হইতে ভিন্ন, এই কার্য ও কারণ হইতেও পৃথক্, এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান হইতেও ভিন্ন বলিয়া যে বস্তুকে[1] আপনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাহাই আমায় বলুন।" ১।২।১৪

১। ১।১।২০ দ্রষ্টব্য। এখানেও তাহাই প্রার্থনীয়।

সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি—ওমিত্যেতৎ ॥ ১৫

[যম বলিলেন]—সর্বে (সকল) বেদাঃ (বেদ-সমূহ, অর্থাৎ উপনিষৎ-সমূহ) যৎ (যে) পদম্ (পদাবস্তু) আমনন্তি (অবিরুদ্ধ ভাবে ও মুখ্যরূপে প্রতিপাদন করেন), চ (এবং) সর্বাণি (সকল) তপাংসি (তপস্যা, কর্মাদি) যৎ বদন্তি (যাহা বলে, অর্থাৎ যাহার প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ হয়), যৎ (যাহা) ইচ্ছন্তঃ (অভিলাষ করিয়া) ব্রহ্মচর্যম্ (গুরুগৃহে বাস বা ব্রহ্মচর্য) চরন্তি (আচরণ করেন), তে (তোমায়)

তৎ (সেই) পদম্ (প্রাপ্তব্য বস্তু) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে) ব্রবীমি (বলিতেছি)— এতৎ (ইহা) ওম্ ইতি (ওম্ এই শব্দের বাচ্য এবং ওঙ্কার তাঁহার প্রতীক)। ১৷২৷১৫

(যম বলিলেন) "বেদসমূহ একবাক্যে যে ঈপ্সিত বস্তুর প্রতিপাদন করেন, অখিল তপস্যাদি কর্মরাশি যাঁহার প্রাপ্তির সহায় এবং যাঁহার কামনায় লোকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে, আমি তোমায় সেই প্রাপ্যবস্তুর সম্বন্ধেই উপদেশ করিতেছি—ইঁহা ওম্ (শব্দের বাচ্য এবং ওঙ্কার ইঁহার প্রতীক)। ১৷২৷১৫

১। মুঃ ২৷২৷৩ দ্রষ্টব্য। ওঁ এই শব্দটি ব্রহ্মের নাম বা বাচক অর্থাৎ ওম্ শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায়। আবার উহা তাঁহার প্রতীক, অর্থাৎ শালগ্রাম অবলম্বনে যেরূপ বিষ্ণুর পূজা হইয়া থাকে, সেইরূপ ওঙ্কারাবলম্বনে ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়। উত্তমাধিকারী অবলম্বন ব্যতিরেকেও ব্রহ্ম বিষয়ে শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন করিতে পারেন। মধ্যমাধিকারী ওঙ্কারবাচ্য ব্রহ্মকে "ওঙ্কারোপাধিক ব্রহ্মই আমি" এইরূপে উপাসনা করিতে পারেন, এবং মন্দাধিকারী ওঙ্কারকেই প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়া উপাসনা করিতে পারেন। গীতা ৮৷১১,১৩ দ্রষ্টব্য। তৈঃ ১।৮, মুঃ ভাষ্য ৫৷১৷১ দ্রষ্টব্য।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥ ১৬

হি ([যেহেতু ওঙ্কার ব্রহ্মের বাচক ও প্রতীক] অতএব) এতৎ (এই) অক্ষরম্ (অক্ষর, শব্দ) ব্রহ্ম এব ([কার্য বা অপর] ব্রহ্মই), হি (অতএব) এতৎ (এই) অক্ষরম্ (ওঁকার) পরম্ এব (পরব্রহ্মই)। এতৎ অক্ষরম্ জ্ঞাত্বা (ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিয়া) যঃ (যিনি) যৎ (যাহা—পরব্রহ্ম বা অপরব্রহ্ম) ইচ্ছতি (ইচ্ছা করেন) তস্য (তাঁহার) তৎ হি (তাহাই) [প্রাপ্য হইয়া থাকে]। ১৷২৷১৬

"অতএব এই ওঙ্কার অপরব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম উভয়ই[1]। এই ওঙ্কারকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাঁহার তাহাই (অর্থাৎ অপরব্রহ্ম-প্রাপ্তি বা পরব্রহ্ম-জ্ঞান) হইয়া থাকে[2]। ১।২।১৬

১। পরব্রহ্ম অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্ম। অপরব্রহ্ম, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ; ইঁহার নামান্তর কার্যব্রহ্ম। প্রঃ ৫।২

২। ওঁ শব্দটি পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম উভয়েরই বাচক এবং প্রতীক। ওঙ্কারা-বলম্বনে পরব্রহ্মের ধ্যান করিলে ক্রমে পরব্রহ্ম জ্ঞাত হন এবং ঐরূপে অপরব্রহ্মের ধ্যান করিলে অপরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। পরব্রহ্ম প্রাপ্তব্য নহেন, কেননা তিনি সাধকেরই আত্মস্বরূপ। উপাধিবিনাশে পরব্রহ্মের সহিত ঐক্যপ্রাপ্তিকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলা হয়।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৭

এতৎ (এই ওঙ্কাররূপ) আলম্বনম্ ([ব্রহ্মপ্রাপ্তির] আশ্রয়) শ্রেষ্ঠম্ (সর্ব-প্রধান), এতৎ আলম্বনম্ পরম্ (পরব্রহ্ম বিষয়ক এবং [অপরব্রহ্ম বিষয়ক]) ; এতৎ আলম্বনম্ জ্ঞাত্বা (জানিয়া বা উপাসনা করিয়া) ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মলোকে) মহীয়তে (মহীয়ান্ হন) [অর্থাৎ পরব্রহ্ম বা অপরব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া পূজ্য হন]। ১।২।১৭

"ইহাই শ্রেষ্ঠ আলম্বন, ইহাই পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম এই উভয় বিষয়ক। এই আলম্বনকে জানিয়া সাধক ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হন। ১।২।১৭

তৎ (সেই) পদম্ (ঈপ্সিত বস্তু) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে) ব্রবীমি (বলিতেছি)—এতৎ (ইহা) ওম্ ইতি (ওম্ এই শব্দের বাচ্য এবং ওঙ্কার তাঁহার প্রতীক) । ১।২।১৫

(যম বলিলেন) "বেদসমূহ একবাক্যে যে ঈপ্সিত বস্তুর প্রতিপাদন করেন, অখিল তপস্যাদি কর্মরাশি যাঁহার প্রাপ্তির সহায় এবং যাঁহার কামনায় লোকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে, আমি তোমার সেই প্রাপ্যবস্তুর সম্বন্ধেই উপদেশ করিতেছি—ইঁহা ওম্ (শব্দের বাচ্য এবং ওঙ্কার ইঁহার প্রতীক[1]) । ১।২।১৫

১। মুঃ ২।২।৩ দ্রষ্টব্য। ওঁ এই শব্দটি ব্রহ্মের নাম বা বাচক অর্থাৎ ওম্ শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝায়। আবার উহা তাঁহার প্রতীক, অর্থাৎ শালগ্রাম অবলম্বনে যেরূপ বিষ্ণুর পূজা হইয়া থাকে, সেইরূপ ওঙ্কারাবলম্বনে ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়। উত্তমাধিকারী অবলম্বন ব্যতিরেকেও ব্রহ্ম বিষয়ে শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন করিতে পারেন। মধ্যমাধিকারী ওঙ্কারবাচ্য ব্রহ্মকে "ওঙ্কারোপাধিক ব্রহ্মই আমি" এইরূপে উপাসনা করিতে পারেন, এবং মন্দাধিকারী ওঙ্কারকেই প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়া উপাসনা করিতে পারেন। গীতা ৮।১১,১৩ দ্রষ্টব্য। তৈঃ ১।৮, বৃঃ আঃ ৫।১।১ দ্রষ্টব্য।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ ১৬

হি ([যেহেতু ওঙ্কার ব্রহ্মের বাচক ও প্রতীক] অতএব) এতৎ (এই) অক্ষরম্ (অক্ষর, শব্দ) ব্রহ্ম এব ([কার্য বা অপর] ব্রহ্মই), হি (অতএব) এতৎ (এই) অক্ষরম্ (ওঁকার) পরম্ এব (পরব্রহ্মই)। এতৎ অক্ষরম্ জ্ঞাত্বা (ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিয়া) যঃ (যিনি) যৎ (যাহা—পরব্রহ্ম বা অপরব্রহ্ম) ইচ্ছতি (ইচ্ছা করেন) তস্য (তাঁহার) তৎ হি (তাহাই) [হইয়া থাকে]। ১।২।১৬

"অতএব এই ওঙ্কার অপরব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম উভয়াত্মক[1]। এই ওঙ্কারকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাঁহার তাহাই (অর্থাৎ অপরব্রহ্ম-প্রাপ্তি বা পরব্রহ্ম-জ্ঞান) হইয়া থাকে[2]। ১।২।১৬

১। পরব্রহ্ম অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্ম। অপরব্রহ্ম, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ; ইঁহার নামান্তর কার্যব্রহ্ম। প্রঃ ৫।২

২। ওঁ শব্দটী পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম উভয়েরই বাচক এবং প্রতীক। ওঙ্কারা-বলম্বনে পরব্রহ্মের ধ্যান করিলে ক্রমে পরব্রহ্ম জ্ঞাত হন এবং ঐরূপে অপরব্রহ্মের ধ্যান করিলে অপরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। পরব্রহ্ম প্রাপ্তব্য নহেন, কেননা তিনি সাধকেরই আত্মস্বরূপ। উপাধিবিনাশে পরব্রহ্মের সহিত ঐক্যপ্রাপ্তিকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলা হয়।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৭

এতৎ (এই ওঙ্কাররূপ) আলম্বনম্ ([ব্রহ্মপ্রাপ্তির] আশ্রয়) শ্রেষ্ঠম্ (সর্ব-প্রধান), এতৎ আলম্বনম্ পরম্ (পরব্রহ্ম বিষয়ক এবং [অপরব্রহ্ম বিষয়ক]) ; এতৎ আলম্বনম্ জ্ঞাত্বা (জানিয়া বা উপাসনা করিয়া) ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মলোকে) মহীয়তে (মহীয়ান্ হন) [অর্থাৎ পরব্রহ্ম বা অপরব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া পূজ্য হন] । ১।২।১৭

"ইহাই শ্রেষ্ঠ আলম্বন, ইহাই পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম এই উভয় বিষয়ক। এই আলম্বনকে জানিয়া সাধক ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হন। ১।২।১৭

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ১৮

[মন্দ ও মধ্যম অধিকারীর উপাসনার জন্য ব্রহ্মের প্রতীক ও বাচক রূপে ওঙ্কারের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ; এখন ব্রহ্মের স্বরূপ বলা হইতেছে]—বিপশ্চিৎ (অবিলুপ্ত-চৈতন্য, সর্বজ্ঞ) ন জায়তে (জাত হন না) বা (কিংবা) ন ম্রিয়তে (বিনষ্ট হন না) ; অয়ম্ (এই আত্মা) কুতঃ চিৎ (কোনও কারণান্তর হইতে) ন [বভূব] (হন নাই), ন কঃ চিৎ বভূব ([আত্মা হইতেও] কোনও বস্তু উৎপন্ন হয় নাই) ; অয়ম্ (এই আত্মা) অজঃ (জন্ম-রহিত), নিত্যঃ শাশ্বতঃ (ক্ষয়রহিত), পুরাণঃ (পুরাতন হইয়াও নূতন, বৃদ্ধিবর্জিত) ; শরীরে (দেহ) হন্যমানে ([শস্ত্রাদি দ্বারা] নিহত হইলেও) ন হন্যতে (নিহত বা হিংসিত হন না)। ১।২।১৮

"ব্রহ্মের জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। এই আত্মা কারণান্তর হইতে উদ্ভূত হন নাই, ইঁহা হইতেও কিছু উৎপন্ন হয় নাই। এই আত্মা জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত, ও পুরাণ। শরীর নিহত হইলেও তাঁহার নাশ হয় না"[১]। ১।২।১৮

১। গীতা ২।১৯-২০, শ্বেতাশ্বতর ৩।২১ দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মের জন্ম-মৃত্যু নিষেধের দ্বারা তিনিই যে নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা ইহাই বলা হইল। কঠ ১।১।২০ মন্ত্রে মরণ-নিমিত্ত নাস্তিত্বাশঙ্কা হইয়াছিল। এখানে মরণ নাই বলাতে ঐ মন্ত্রোক্ত অস্তিত্ব-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর হইল।

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯

চেৎ (যদি) হন্তা (হননকারী) হন্তুম্ (হনন করিতে) মন্যতে (অভিপ্রায় করে), হতঃ ([আর] হত ব্যক্তি) চেৎ (যদি) হতম্ ([আত্মাকে] হত) মন্যতে (মনে

করে) [তাহা হইলে] তৌ উভৌ (তাহারা উভয়ে) ন বিজানীতঃ (আত্মজ্ঞান-হীন), [কেন না] অয়ম্ (এই আত্মা) ন হন্তি (কাহাকেও হত্যা করেন না) ন হন্যতে (এবং নিহত হন না) [অর্থাৎ উহা ধর্মাধর্মের অতীত এবং অবিকারী] । ১।২।১৯

"হননকারী যদি মনে করে যে, (আত্মাকে) হত্যা করিব, বা হতব্যক্তি যদি মনে করে যে, আমি হত হইয়াছি, তবে তাহারা উভয়েই অজ্ঞ। কেন না উক্ত আত্মা কাহাকেও হত্যা করেন না, কিংবা নিজেও হত হন না। ১।২।১৯

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥ ২০

অণোঃ (অতি সূক্ষ্মবস্তু হইতে) অণীয়ান্ (সূক্ষ্মতর), মহতঃ (বিশাল পৃথিব্যাদি হইতে) মহীয়ান্ (বিশালতর) আত্মা (আত্মা) অস্য (এই) জন্তোঃ (জীবের) গুহায়াম্ (হৃদয়গুহায়) নিহিতঃ (জীবাত্মা রূপে অবস্থিত)। ধাতু-প্রসাদাৎ, (ধাতুসমূহ, অর্থাৎ মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ, বিশুদ্ধ হইলে) অক্রতুঃ (নিষ্কাম ব্যক্তি) আত্মনঃ (আত্মার) তম্ (সেই) মহিমানম্ (মহিমা, ক্ষয়-বৃদ্ধি-রাহিত্য) পশ্যতি (দর্শন করেন, "আমিই সেই আত্মা" এইরূপ অনুভব করেন) [এবং তজ্জন্য] বীতশোকঃ (শোকাতীত হন) । ১।২।২০

"সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং বিশাল হইতে বিশালতর[1] এই আত্মা প্রত্যেক জীবের হৃদয়গুহায় অবস্থিত। অন্তঃকরণাদি বিশুদ্ধ হইলে নিষ্কাম ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিয়া শোকাতীত হন। ১।২।২০

১। উপাধি-ভেদে বস্তুতঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, বিশাল, বিশালতর ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার হয়। বেদান্তসূত্র ৩।২।২০ দ্রষ্টব্য।

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি ॥ ২১

[আত্মা] আসীনঃ (উপবিষ্ট [কূটস্থ সাক্ষী রূপে অচল থাকিয়াও]) দূরম্ ব্রজতি (দূরে গমন করেন [চিত্তবৃত্তি প্রভৃতিতে প্রতিবিম্বিতরূপে সচল হন]); শয়ানঃ (সুষুপ্তিকালে উপরতক্রিয় হইয়াও) [সামান্য-জ্ঞানরূপে যেন] সর্বতঃ (সর্বত্র) যাতি (গমন করেন); তম্ (সেই) মদ-অমদম্ (হর্ষযুক্ত ও হর্ষবিযুক্ত) দেবম্ (প্রকাশবান্ আত্মাকে) মৎ-অন্যঃ (আমাদের ন্যায় সূক্ষ্মবুদ্ধি জ্ঞানী ব্যতীত অপর) কঃ (কে) জ্ঞাতুম্ (জানিতে) অর্হতি (সমর্থ হয়) ? ১।২।২১

"(আত্মা) উপবিষ্ট থাকিয়াও দূরে গমন করেন, শয়ান থাকিয়াও সর্বত্র বিচরণ করেন; সেই সুখদুঃখান্বিত[১] স্বপ্রকাশ আত্মাকে আমাদের ন্যায় বিবেকী ব্যতীত অপর কে জানিতে পারে ? ১।২।২১

১। বিরুদ্ধ উপাধিধর্ম বিশিষ্ট বলিয়া অজ্ঞানীর নিকট নানা বিরুদ্ধ-ধর্মবান্ বলিয়া প্রতীত হন। ঈঃ ৫ দ্রষ্টব্য।

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ২২

[আত্মজ্ঞানের ফল বলিতেছেন]—শরীরেষু (বিভিন্ন দেহে) অশরীরম্ (দেহ-বিহীন) অনবস্থেষু (অনিত্য বস্তুসমূহ মধ্যে) অবস্থিতম্ (নিত্য, অবিকৃত), মহান্তম্ (সুবিপুল), বিভুম্ (সর্বব্যাপী) আত্মানম্ (আত্মাকে) মত্বা ("আমিই সেই" এইরূপ সাক্ষাৎ করিয়া) ধীরঃ (ধীমান্, আত্মবিদ্) ন শোচতি (শোক করেন না, শোকাতীত হন)। ১।২।২২

"বিভিন্ন দেহে অশরীররূপে বর্তমান এবং অনিত্যবস্তুর মধ্যে নিত্যরূপে বিরাজমান সেই সুবিশাল ও সর্বব্যাপী আত্মাকে সাক্ষাৎ করিয়া ব্যক্তি শোকহীন হন। ১।২।২২

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥ ২৩

[আত্মজ্ঞানের উপায় কথিত হইতেছে]—অয়ম্ (এই) আত্মা (আত্মা) প্রবচনেন (বহু বেদ আয়ত্ত করার দ্বারা) ন লভ্যঃ (প্রাপ্তব্য, জ্ঞেয় নহেন) ন মেধয়া (গ্রন্থার্থ অবধারণের শক্তি দ্বারা নহেন), বহুনা (অনেক) শ্রুতেন (শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারা) ন (নহেন)। [কিরূপে তবে লভ্য হন ?—অন্তর্যামী রূপে বা আচার্য রূপে অবস্থিত] এষঃ (এই আত্মা) যম্ এব (যাহাকেই, যে সাধককেই) বৃণুতে (অনুগ্রহ করেন) তেন (সেই অনুগৃহীত ও অভেদানুসন্ধানকারী সাধকের দ্বারা) লভ্যঃ (জ্ঞেয় হন)। তস্য সেই আত্মকামীর সকাশে) এষঃ আত্মা (এই আত্মা) স্বাম্ (স্বীয়) তনূম্ (পারমার্থিক স্বরূপ) বিবৃণুতে (প্রকাশ করেন)। [মুঃ ৩।২।৩]। ১।২।২৩

"এই আত্মাকে বহু স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠ সহায়ে, অথবা ধারণাশক্তি সহায়ে, কিংবা বহু শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও জানা যায় না[১]। যাঁহার প্রতি ইনি অনুগ্রহ করেন, তিনিই ইঁহাকে লাভ করেন, তাঁহারই সকাশে এই আত্মা স্বীয় রূপ প্রকটিত করেন। ১।২।২৩

১। অর্থাৎ প্রবচনাদির অতিরিক্ত অপর একটি জিনিস প্রয়োজন—উহা ভগবানের অনুগ্রহ।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪

দুঃ চরিতাৎ (পাপাচরণ হইতে) অবিরতঃ (অনিবৃত্ত), অশান্তঃ (ইন্দ্রিয়ের বিষয়-প্রবণতা হইতে অনুপরত), অসমাহিতঃ (চিত্ত-সমাধান-শূন্য) বা অপি

অশান্ত-মানসঃ (অথবা [সমাধির ফল অণিমাদি লাভার্থে] অস্থির) [ব্যক্তি] এনম্ (এই আত্মাকে) প্রজ্ঞানেন (জ্ঞানের দ্বারা) ন আপ্নুয়াৎ (লাভ করিতে পারে না)। ১৷২৷২৪

"যে পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হয় নাই, ইন্দ্রিয়-লোলুপতা হইতে বিরত হয় নাই, একাগ্রচিত্ত হয় নাই, কিংবা সমাধির ফললাভ বিষয়ে অস্থিরতা বর্জন করে নাই, সে এই আত্মাকে প্রজ্ঞান সহায়ে লাভ করিতে পারে না[১]। ১৷২৷২৪

১। অর্থাৎ সর্বশাস্ত্রের ইহাই সুনিশ্চিত অর্থ যে, পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে ; নতুবা প্রজ্ঞান হইবে না এবং আত্মলাভও হইবে না।

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥ ২৫

ইতি কঠোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী ॥

যস্য (যে-পরমাত্মার) ব্রহ্ম চ ক্ষত্রম্ চ (সর্বধর্মবিধারক ব্রাহ্মণ ও সর্বধর্মরক্ষক ক্ষত্রিয়) উভে (উভয়েই) ওদনঃ (অন্ন) ভবতঃ (হন), মৃত্যুঃ (সর্বসংহারক যম) যস্য (যাঁহার) উপসেচনম্ ([অন্নের] উপকরণ [শাকাদি]) সঃ (সেই আত্মা) যত্র ([স্বমহিমায় সর্বভোক্তা রূপে] যেখানে অবস্থিত তাহা কঃ (কে কোন্ সাধারণ-বুদ্ধি মানব) ইত্থা (এইরূপে [যথোক্ত জ্ঞানীর ন্যায়]) বেদ (জানে) ? ১৷২৷২৫

"ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই যাঁহার অন্নস্থানীয় এবং মৃত্যু যাঁহার শাকাদি-স্থানীয়,[১] সেই পরমাত্মা যেখানে অবস্থিত, তাহা কে এবম্প্রকারে, অর্থাৎ যথোক্ত জ্ঞানীর ন্যায়, জানিতে পারে ?" ১৷২৷২৫

১। প্রলয়কালে যিনি আপনাতে নিখিল বিকারী জগৎকে উপসংহৃত করেন।

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয়বল্লী

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥ ১

[১।২।৪ মন্ত্রে বিদ্যা ও অবিদ্যার ফল উপন্যস্ত হইয়াছে; তাহাই রথরূপক সহায়ে ১।৩।৩-৯ মন্ত্রে নিরূপিত করার জন্য ভূমিকা করা হইতেছে]— সুকৃতস্য (স্বকৃত কর্মের) ঋতম্ (সত্য, অবশ্যম্ভাবী ফল) পিবন্তৌ (পানকারী, ভোগকারী যে দুইজন অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা) লোকে (ভোগায়তন শরীর মধ্যে) পরমে (উত্তম) পর-অর্ধে (পরব্রহ্মের উপলব্ধি-স্থান) গুহাম্ (=গুহায়াম্, বুদ্ধিতে) প্রবিষ্টৌ (প্রবিষ্ট আছেন) [তাঁহাদিগকে] ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মজ্ঞগণ) যে চ (এবং যাঁহারা) পঞ্চ-অগ্নয়ঃ (গৃহস্থ) [ও] ত্রি-ণাচিকেতাঃ (যাঁহারা তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেন) [তাঁহারা] ছায়া-আতপৌ (অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় পরস্পর বিলক্ষণ) বদন্তি (বলিয়া থাকেন)। ১।৩।১

নিজ কর্মের অবশ্যম্ভাবী ফলভোগকারী যে দুইজন পুরুষ[১] ভোগায়তন এই শরীরের মধ্যে পরব্রহ্মের উত্তম উপলব্ধিস্থান বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট আছেন, তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্গণ, এবং অপর যাঁহারা পঞ্চাগ্নিক[২] কিংবা ত্রিণাচিকেত তাঁহারাও, আলোক ও ছায়ার ন্যায় পরস্পর-বিলক্ষণ বলিয়া থাকেন। ১।৩।১

১। অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর। এখানে ফলভোগকারী মাত্র জীব, কিন্তু ঈশ্বরকেও ছত্রিন্যায়ে কর্মফল-ভোক্তা বলা হইল। দলের অনেকের ছত্র থাকিলে যেরূপ বলিতে

[illegible]

৫। পঞ্চাগ্নি—গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণাগ্নি, সভ্য ও আবসথ্য। এই সকল অগ্নিকে পূর্বগণ যজ্ঞ করিতেন। অথবা পঞ্চাগ্নি—দ্যুলোক, পর্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ, ও স্ত্রী। অগ্নিস্বামী এই সকলে ক্রমান্বয়ে হুত হইয়া জীব সংসারে আগত হয়। পূর্বে এই অগ্নিসমূহের উপাসনা করিতেন। বৃঃ ৬।২।৯-১৩

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্।
অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি ॥ ২

যঃ (যে বিরাট্‌রূপ অগ্নি) ঈজানানাম্ (যজ্ঞকারিগণের) সেতুঃ (সেতুস্বরূপ, দুঃখ অতিক্রমের উপায়) নাচিকেতম্ (সেই নাচিকেত অগ্নিকে) শকেমহি ([জানিতে এবং চয়ন করিতে] সমর্থ হইয়াছি), [এবং] অভয়ম্ পারম্ (সংসার-সাগরের অভয় পারে) তিতীর্ষতাম্ (উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের নিকট) যৎ (যাহা) অক্ষরম্ (বিকারবিহীন) পরম্ ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) [তাহাও জানিতে সমর্থ হইয়াছি]। ১।৩।২

যে বিরাট্‌-রূপ অগ্নি যজ্ঞকারিগণের (দুঃখ অতিক্রমে) সেতুস্বরূপ সেই নাচিকেত অগ্নিকে, এবং সংসারসাগরের ভয়শূন্য পারে গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণের নিকট যিনি অক্ষর পরব্রহ্ম তাঁহাকেও, আমরা জানিতে সমর্থ হইয়াছি। ১।৩।২

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ৩

আত্মানম্ (কর্মফল-ভোক্তা আত্মাকে) রথিনম্ (রথস্বামী) বিদ্ধি (জানিবে), তু (কিন্তু) শরীরম্ (দেহকে) রথম্ এব (রথ বলিয়াই [জানিবে]), তু বুদ্ধিম্ (বুদ্ধিকে) সারথিম্ (রথচালক) বিদ্ধি (জানিবে) চ (এবং) মনঃ (মনকে) প্রগ্রহম্ এব (বল্গা, লাগাম বলিয়া [জানিবে])। ১।৩।৩

জীবাত্মাকে রথস্বামী ও শরীরকেই রথ বলিয়া জানিবে; বুদ্ধিকে রথচালক ও মনকেই লাগাম বলিয়া জানিবে। ১।৩।৩

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৪

ইন্দ্রিয়াণি (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে) হয়ান্ (অশ্বসমূহ) আহুঃ (বলিয়া থাকেন), তেষু (সেই সকল ইন্দ্রিয়াদিতে গৃহীত) বিষয়ান্ (ভোগ্যবিষয়সমূহকে) গোচরান্ (ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের গমনের পথ) [বলিয়া থাকেন], আত্মা-ইন্দ্রিয়-মনঃ-যুক্তম্ (শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন সংযুক্ত আত্মাকে) মনীষিণঃ (বিবেকিগণ) ভোক্তা ইতি (ভোগকর্তা রূপে) আহুঃ (বলেন)। ১।৩।৪

জ্ঞানিগণ ইন্দ্রিয়সমূহকে অশ্ব এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহকে অশ্বগণের গমনের পথ বলিয়া থাকেন; (তাঁহারা) শরীর, ইন্দ্রিয়, ও মন সংযুক্ত জীবাত্মাকেই ভোগকর্তা বলিয়া থাকেন। ১।৩।৪

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৫

তু (কিন্তু) যঃ (যে বুদ্ধিরূপ সারথি) অযুক্তেন (অসমাহিত) মনসা সদা ([লাগাম স্থানীয়] মনের সহিত সর্বদা যুক্ত হইয়া) অবিজ্ঞানবান্ (অনিপুণ, [প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে] অবিবেকী) ভবতি (হয়) তস্য (তাহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) সারথেঃ (রথ-চালকের) দুষ্ট-অশ্বাঃ ইব (অসংযত অশ্বের ন্যায়) অবশ্যানি (দুর্দমনীয় হইয়া থাকে)। ১।৩।৫

কিন্তু যে বুদ্ধি অসমাহিত মনের সহিত সর্বদা যুক্ত থাকায় বিবেকহীন হয়, তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ সারথির দুষ্ট অশ্বেরই ন্যায় দুর্দমনীয় হয়। ১।৩।৫

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৬

তু (পরন্তু) যঃ (যে বুদ্ধি-সারথি) সদা (সর্বদা) যুক্তেন মনসা (সমাহিত মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া) বিজ্ঞানবান্ ([প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে] বিবেকবান্) ভবতি (হয়), তস্য (তাহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) সারথেঃ (রথ চালকের) সদশ্বাঃ ইব (সুসংযত অশ্বের ন্যায়) বশ্যানি (আজ্ঞাধীন থাকে)। ১।৩।৬

পরন্তু যে বুদ্ধি সর্বদা সমাহিত মনের সহিত যুক্ত থাকায় বিবেকবান্ হয়, তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ সারথির সুসংযত অশ্বসমূহের ন্যায় আজ্ঞাধীন হইয়া থাকে। ১।৩।৬

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি ॥ ৭

তু (পরন্তু) যঃ (যে বুদ্ধি-সারথি) সদা (সর্বদা) অমনস্কঃ (অসংযতমনা) অবিজ্ঞানবান্ (অবিবেকী) অশুচিঃ (অপবিত্র, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র) ভবতি, [সেই বুদ্ধি সাহায্যে] সঃ (সেই রথী) তৎ পদম্ (সেই কৈবল্যাখ্য পরম পদ) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয় না), চ (অধিকন্তু) সংসারম্ (জন্মমরণরূপ সংসারগতি) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়)। ১।৩।৭

কিন্তু যে বুদ্ধি সর্বদা অসমাহিত মনের সহিত সংযুক্ত, অবিবেকী, ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র[১], সেই বুদ্ধির সাহায্যে[২] উক্ত রথী মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয় না; পরন্তু জন্মমরণরূপ সংসারগতি প্রাপ্ত হয়। ১।৩।৭

১। অসংযত মনের সহিত যুক্ত থাকিলে তৎসংসৃষ্ট বুদ্ধিও কর্তব্যাকর্তব্য-জ্ঞানশূন্য হয় এবং ইহার ফলে সে ইন্দ্রিয়গুলিরই অধীন হইয়া পড়ে। ইহাতে পাপের উদয় হয়। এই অবস্থাকেই মূলে 'অশুচি' বলা হইয়াছে। পূর্ববর্তী শ্লোকদ্বয় দ্রষ্টব্য।

২। মূলস্থ 'সঃ' শব্দের অর্থ 'সেই বুদ্ধি' বলিলে আপত্তি এই যে—বুদ্ধি জড়, সে পরমাত্মাকে কিরূপে লাভ করিবে ? সুতরাং 'বুদ্ধির সাহায্যে সেই রথী' এইরূপ অর্থ করিতে হইল। পরবর্তী শ্লোকেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥ ৮

তু (কিন্তু) যঃ (যে রথী) বিজ্ঞানবান্ (কর্তব্যাকর্তব্য-বিবেক-বিশিষ্ট বুদ্ধি-সারথির সহিত সংযুক্ত), সমনস্কঃ (সংযতমনা), সদা (সর্বদা) (শুচিঃ পবিত্র, স্বচ্ছান্তঃকরণ) ভবতি (হন), সঃ (তিনি) তু (কিন্তু) তৎ পদম্ (সেই পরম পদ) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) যস্মাৎ (যে পদ হইতে [বিচ্যুত হইয়া]) ভূয়ঃ (পুনরায়) ন জায়তে ([কেহ] জন্মগ্রহণ করে না)। ১।৩।৮

কিন্তু যিনি বিবেকবুদ্ধিরূপ সারথির সহিত যুক্ত এবং সংযতমনা ও সর্বদা পবিত্র, তিনি সেই পদই প্রাপ্ত হন যাহা হইতে পুনর্জন্ম হয় না।

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৯

যঃ তু (এবং যে) নরঃ (মানুষ) বিজ্ঞান-সারথিঃ (বিবেকবুদ্ধিরূপ সারথির সহিত যুক্ত) মনঃ-প্রগ্রহবান্ ([ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা] বল্‌গাস্থানীয় মন যাঁহার অধীন) সঃ (তিনি) অধ্বনঃ (সংসারমার্গের) পারম্ (পরপার) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন), তৎ (উক্ত প্রাপ্তব্য বস্তু) বিষ্ণোঃ (বিষ্ণুর) পরমম্ (সর্বোত্তম) পদম্ (অধিষ্ঠান) [অথবা "রাহোঃ শিরঃ ইতিবৎ ষষ্ঠী ঔপচারিকী।" বিষ্ণোঃ পরমম্ পদম্—ব্যাপক সর্বোত্তম বিষ্ণু-পদ]। ১।৩।৯

অধিকন্তু যে মানুষের বিবেকবুদ্ধিরূপ সারথি আছে এবং বল্গা-স্থানীয় মন যাঁহার অধীন, তিনি সংসারমার্গের অতীত বস্তু প্রাপ্ত হন—উহাই সর্বোত্তম ও সুবিশাল অধিষ্ঠান[১]। ১।৩।৯

১। রাহুর শির বলিলে যেমন রাহুকেই বুঝায়, কারণ রাহু ও শির অভিন্ন, সেইরূপ বিষ্ণুর ধাম—(জগতের) বিষ্ণুরূপ অধিষ্ঠান।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ ১০

[ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্মতার তারতম্যক্রমে প্রত্যগাত্মার অধিগমের জন্য ১০ম, ১১শ মন্ত্র বলা হইতেছে] হি (নিশ্চয়ই) ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে) অর্থাঃ (বিষয়সমূহ) পরাঃ (শ্রেষ্ঠ ; সূক্ষ্মতর ব্যাপক, ও আত্মভূত), অর্থেভ্যঃ চ (এবং ভোগ্য-বিষয়-সমূহ হইতে) মনঃ (মনের আরম্ভক ভূতসূক্ষ্ম) পরম্ (শ্রেষ্ঠ), মনসঃ তু (মন হইতে) বুদ্ধিঃ (অধ্যবসায়াদির আরম্ভক ভূতসূক্ষ্ম) পরা (শ্রেষ্ঠ), বুদ্ধেঃ (বুদ্ধি হইতে) মহান্ আত্মা (প্রাণিমাত্রের অন্তর্নিহিত ব্যাপক হিরণ্যগর্ভতত্ত্ব) পরঃ (শ্রেষ্ঠ)। ১।৩।১০

ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়সমূহ অবশ্যই শ্রেষ্ঠ[১], এবং অর্থসমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মন হইতেও বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে হিরণ্যগর্ভ শ্রেষ্ঠ। ১।৩।১০

১। এখানে পরত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব শব্দ সূক্ষ্মতর, অধিক ব্যাপক, ও স্বীয় আত্মভূত অর্থাৎ কারণাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ; কেননা কার্য অপেক্ষা কারণ সূক্ষ্মতর ও ব্যাপক, এবং উহা কার্যের আত্মস্বরূপই হইয়া থাকে। বিষয়সমূহ নিজ নিজ উপলব্ধির জন্য উপযুক্ত ইন্দ্রিয় নির্মাণ করিয়াছে ; সুতরাং তাহারা ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গীঃ ৩।৪২ এবং কঃ ২।৩।৭ এর টীকা দ্রঃ

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ ১১

মহতঃ (হিরণ্যগর্ভ হইতে) অব্যক্তম্ (অব্যাকৃত, মায়াতত্ত্ব [শ্বেঃ ৪।১০]) পরম্ (শ্রেষ্ঠ), অব্যক্তাৎ (সকল কার্য ও কারণের শক্তিসমষ্টিরূপ মায়াতত্ত্ব হইতে) পুরুষঃ (পরমাত্মা) পরঃ (শ্রেষ্ঠ), পুরুষাৎ (পরমাত্মা হইতে) পরম্ (শ্রেষ্ঠ) ন কিঞ্চিৎ (কিছুই নাই)। সা কাষ্ঠা (ঐ পরমাত্মাতেই সকল কার্যকারণজাতের পর্যাপ্তি বা অবসান হয়), সা (উহাই) পরা গতিঃ (চরম গম্যপদ)। ১।৩।১১

হিরণ্যগর্ভ হইতে অব্যক্ত[১] শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। পুরুষই সকলের পরাকাষ্ঠা, তিনিই পরমগতি। ১।৩।১১

১। প্রলয়কালেও সূক্ষ্মাকারে নিখিল কার্য ও কারণের অবস্থিতি স্বীকার করিতে হয়। ইহারা যে মায়াতত্ত্বে একীভূত হয়—উহাই অব্যক্ত। ছাঃ ৩।১৯।১এ অসৎ শব্দে এবং বৃঃ ৩।৮।১১এ আকাশ শব্দে এই অব্যক্তকে বলা হইয়াছে।

এষঃ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ় আত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যায়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥ ১২

এষঃ (এই পুরুষ) সর্বেষু (সকল) ভূতেষু (জীবে) গূঢ়ঃ (অবিদ্যামায়াচ্ছন্ন), (সুতরাং) আত্মা ন প্রকাশতে ([কাহারও নিকট দ্রষ্টার নিজ] আত্মা রূপে প্রকাশিত হন না)। তু (কিন্তু) অগ্র্যায়া (একাগ্রতাযুক্ত) সূক্ষ্ময়া (সূক্ষ্মবস্তুপর) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধিসহায়ে) সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ([অব্যবহিত পূর্ব মন্ত্রদ্বয়োক্ত প্রকারে] সূক্ষ্মতার তারতম্য ক্রমে সূক্ষ্মতম বস্তু দর্শনে পারগ ব্যক্তিগণ কর্তৃক) দৃশ্যতে (দৃষ্ট হন)। [গীতা ৭।২৫ এবং কঃ ২।৩।৯-১২ দ্রষ্টব্য]। ১।৩।১২

এই পুরুষ জীবমাত্রেই আবৃত থাকায় আত্মা রূপে প্রকাশিত হন না। কিন্তু একাগ্র ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি সহায়ে মেধাবিগণ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন। ১।৩।১২

যচ্ছেদ্ বাঙ্ মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥ ১৩

[ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন বলা হইতেছে]—প্রাজ্ঞঃ (বিবেকী পুরুষ) [illegible]—বাচম্, বাগিন্দ্রিয়কে অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়কে) মনসি (সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক [illegible]) যচ্ছেৎ (অর্পণ করিবেন, লয় করিবেন) ; তৎ (উক্ত মনকে) জ্ঞানে ([illegible]) আত্মনি (বুদ্ধিতে) যচ্ছেৎ (লয় করিবেন) ; জ্ঞানম্ (বুদ্ধিকে) [illegible] মহতি (প্রথমজ হিরণ্যগর্ভে) নিযচ্ছেৎ (লয় করিবেন, অর্থাৎ স্বীয় বুদ্ধিকে হিরণ্যগর্ভের উপাধিভূত স্বচ্ছ বুদ্ধির ন্যায় স্বচ্ছ করিবেন) ; তৎ (উক্ত মহান্ আত্মাকে) শান্তে (সর্ববিষয় ও সর্ববিক্রিয়া রহিত) আত্মনি (মুখ্য আত্মাতে) যচ্ছেৎ (লয় করিবেন)। [গীঃ ৪।২৬-২৭]। ১।৩।১৩

বিবেকী পুরুষ ইন্দ্রিয়বর্গকে মনে অর্পণ করিবেন, মনকে প্রকাশাত্মক বুদ্ধিতে অর্পণ করিবেন, বুদ্ধিকে প্রথমজ মহত্তত্ত্বে অর্পণ করিবেন, এবং উক্ত মহান্ আত্মাকে সর্ববিক্রিয়া-রহিত মুখ্য আত্মাতে লয় করিবেন। ১।৩।১৩

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥ ১৪

[হে জীবগণ] উত্তিষ্ঠত (উঠ, আত্মজ্ঞানাভিমুখী হও), জাগ্রত (অজ্ঞাননিদ্রা ত্যাগ কর), বরান্ (শ্রেষ্ঠ আচার্যগণকে) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া; [তাঁহাদের] সমীপে গমন করিয়া) নিবোধত ([আত্মাকে] অবগত হও) ; ক্ষুরস্য (ক্ষুরের) নিশিতা (তীক্ষীকৃত) ধারা (অগ্রভাগ) [যদ্রূপ] দুরত্যয়া (দুর্গম হয়)

[তদ্রূপ] তৎ (উক্ত) পথঃ (=পন্থানম্, তত্ত্বমার্গকে) কবয়ঃ (মেধাবিগণ) দুর্গম্ (দুর্গমনীয়) বদন্তি (বলেন)। ১।৩।১৪

উঠ, জাগ ; শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের সমীপে যাইয়া তত্ত্ব অবগত হও। মেধাবিগণ বলেন যে, ক্ষুরের তীক্ষ্ণীকৃত অগ্রভাগ যেমন দুর্গম হয়, উক্ত পথও সেইরূপ দুর্গম। ১।৩।১৪

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫

যৎ (যিনি) অশব্দম্ (শব্দবিহীন), অস্পর্শম্ (স্পর্শবিহীন), অরূপম্ (রূপবিহীন), অরসম্ (রসবিহীন), তথা অগন্ধবৎ চ (এবং গন্ধশূন্য), অব্যয়ম্ (ক্ষয়রহিত), নিত্যম্ (শাশ্বত), অনাদি (উৎপত্তি-রহিত), অনন্তম্ ([কারণান্তর না থাকায় যিনি কোনও কারণে লয় হন না, সুতরাং] অন্তবিহীন), মহতঃ (হিরণ্যগর্ভের উপাধি বুদ্ধ্যাখ্য মহত্তত্ত্ব হইতে) পরম্ (বিলক্ষণ), ধ্রুবম্ (কূটস্থ নিত্য), তৎ (সেই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে) নিচায্য (অবগত হইয়া) মৃত্যুমুখাৎ (মৃত্যুমুখ হইতে) প্রমুচ্যতে (বিমুক্ত হন)। ১।৩।১৫

যিনি শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ বিহীন, যিনি অক্ষয় শাশ্বত অনাদি ও অনন্ত, যিনি মহত্তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ ও কূটস্থ নিত্য, তাঁহাকে অবগত হইলেই সাধক মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হন। ১।৩।১৫

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনম্।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৬

নাচিকেতম্ (নচিকেতা কর্তৃক প্রাপ্ত) মৃত্যুপ্রোক্তম্ (যম কর্তৃক কথিত) সনাতনম্ (শাশ্বত) উপাখ্যানম্ ([বল্লীত্রয়রূপ] উপাখ্যান) উক্ত্বা (বলিয়া) শ্রুত্বা চ

করেন না। যে সকল লোক বহির্মুখ তাহারা বস্তুতঃ আত্মাকে চাহে না, সুতরাং তাঁহার দর্শনও পায় না।

২। যচ্চায়েতি যদাদত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ানিহ।
যচ্চাস্য সন্ততো ভাবস্তস্মাদাত্মেতি কীর্ত্যতে॥

পরাচঃ কামান্ অনুযন্তি বালা-
স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥ ২

বালাঃ (অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ) পরাচঃ (বহিঃস্থ) কামান্ (কাম্য বিষয়সমূহের) অনুযন্তি (অনুগমন করে)। তে (তাহারা) বিততস্য (সর্বত্র ব্যাপ্ত) মৃত্যোঃ (অবিদ্যা-কাম-কর্ম সমুদয়ের) পাশম্ (বন্ধন, জন্মমৃত্যু) যন্তি (প্রাপ্ত হয়)। অথ (সুতরাং) ধীরাঃ (বিবেকিগণ) অধ্রুবেষু (অনিত্যবস্তু সমূহের মধ্যে) ধ্রুবম্ (কূটস্থ, অবিচাল্য) অমৃতত্বং (নিত্য-স্বরূপকে) বিদিত্বা (জ্ঞাত হইয়া, নির্ধারণ করিয়া) ইহ (এই সংসারে) ন প্রার্থয়ন্তে (কিছুই কামনা করেন না)। ২।১।২

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা বাহ্য ভোগ্যবিষয়গুলির অনুগমন করে। তাহার ফলে তাহারা সর্বতোব্যাপ্ত অবিদ্যা-কাম-কর্মাদিতে আবদ্ধ হয়। এই কারণে বিবেকিগণ অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে কূটস্থ নিত্য-স্বরূপকে অবগত হইয়া এই জগতে কিছুই কামনা করেন না। ২।১।২

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈ তৎ॥ ৩

যেন (যে) এতেন এব (এই বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মার দ্বারাই) [লোক] রূপম্, রসম্, গন্ধম্, শব্দান্, স্পর্শান্ (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, ও স্পর্শসমূহ) মৈথুনান্ চ (এবং

মিলনজনিত সুখানুভূতি) বিজানাতি (বিশিষ্টরূপে জানে), [সেই আত্মার] অত্র (এই জগতে) কিম্ ([অজ্ঞাত] কোন্ বস্তু) পরিশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে) ? এতদ্ বৈ (এই আত্মাই) তৎ (নচিকেতার দ্বারা জিজ্ঞাসিত বিষয়) । ২।১।৩

এই যে জ্ঞানস্বরূপ আত্মার দ্বারা[১] লোক রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ও মিলনসুখ অবগত হয়, সেই আত্মার নিকট এই জগতে কোন্ বস্তু অবিজ্ঞেয় রূপে অবশিষ্ট থাকিতে পারে[২] ? ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই[৩] আত্মা । ২।১।৩

১। "যৎ-সাহায্যে লৌহপিণ্ড তৃণাদি দগ্ধ করে তাহাই অগ্নি" এই কথায় যেরূপ বুঝা যায় যে, অগ্নিরই দাহিকা-শক্তি, লৌহপিণ্ডের নহে, সেইরূপ "যৎ-সহায়ে অন্তঃকরণ রূপ-রসাদি জানে"—ইহা বলিলে অন্তঃকরণ হইতে ভিন্ন আত্মাকেই ঐ সকল জ্ঞানের কারণরূপে পাই ; কারণ রূপরসাদি নিজে নিজেকে বা পরস্পরকে জানিতে পারে না । অতএব তাহাদের অতিরিক্ত আত্মা দ্বারাই তাহারা জ্ঞাত হয় বা প্রকাশিত হয় । বৃঃ ৪।৩।৬ এবং কেঃ ১।৪-৮ দ্রষ্টব্য ।

২। অর্থাৎ নিরবশেষ সমস্ত বস্তু আত্মা দ্বারাই বিজ্ঞেয় ।

৩। ১।১।২০, ১।১।২২, ১।২।১৪, ও ১।৩।১১ দ্রষ্টব্য । ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা এবং ইনিই—২।১।৩ হইতে ২।২।১৩ পর্যন্ত মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন ।

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি ।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৪

যেন (যে আত্মা দ্বারা) [লোক] স্বপ্ন-অন্তম্ (স্বপ্নমধ্যস্থ [বিজ্ঞেয়] বস্তু), জাগরিত-অন্তম্ চ (এবং জাগ্রতাবস্থার মধ্যস্থ [বিজ্ঞেয়] বস্তু) উভৌ (উভয় বস্তুই) অনুপশ্যতি (দর্শন করে) [সেই] মহান্তম্ (ব্যাপক) বিভুম্ (বিবিধ বস্তুর অধিষ্ঠান) আত্মানম্ (আত্মাকে) মত্বা (সাক্ষাৎ করিয়া) ধীরঃ (ধীমান্) ন শোচতি (শোক করেন না, দুঃখাতীত হন) । ২।১।৪

যে আত্মার দ্বারা লোক স্বপ্ন ও জাগরণ এই উভয় অবস্থার অন্তর্ভুক্ত দৃশ্যবস্তু সমূহ দর্শন করে, সেই মহান্ ও বিভু আত্মাকে সাক্ষাৎ করিয়া ধীর ব্যক্তি শোকাতীত হন। ২।১।৪

য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৫

যঃ (যিনি) ইমম্ (এই) মধু-অদম্ (কর্মফলভোগী) জীবম্ (প্রাণাদির ধারয়িতা জীবরূপী) আত্মানম্ (আত্মাকে) ভূত-ভব্যস্য (অতীত ও ভবিষ্যৎ, অর্থাৎ কালত্রয়ের) ঈশানম্ (নিয়ন্তা স্বরূপে) অন্তিকাৎ (সমীপস্থরূপে, অভিন্নরূপে) বেদ (জানেন) [তিনি] ততঃ (সেই জ্ঞানের পরে) ন বিজুগুপ্সতে (আপনাকে রক্ষার জন্য ব্যাকুল হন না); এতদ্বৈ তৎ। ২।১।৫

এই কর্মফলভোক্তা ও প্রাণাদির বিধারক জীবরূপী আত্মাকে যিনি আপনা হইতে অভিন্ন কালত্রয়ের ঈশ্বররূপে জানেন, তিনি সেই জ্ঞানের ফলে আর আপনাকে রক্ষার জন্য ব্যাকুল হন না[১]। ইনিই সেই ব্রহ্ম। ২।১।৫

১। অর্থাৎ অভয় প্রাপ্ত হন। "দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি" বৃঃ ১।৪।২; তৈঃ ২।৭

যঃ পূর্বং তপসো জাতমদ্ভ্যঃ পূর্বমজায়ত।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যো ভূতেভির্ব্যপশ্যত। এতদ্বৈ তৎ ॥৬

[যে প্রত্যগাত্মা ঈশ্বর-স্বরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন, তিনিই সর্বাত্মা—ইহাই দেখান হইতেছে]—যঃ (যিনি) অদ্ভ্যঃ (জলসহ পঞ্চভূতের) পূর্বম্ (অগ্রে) তপসঃ (জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে) অজায়ত (জাত হইয়াছিলেন) [এবং] গুহাম্ (প্রাণিবর্গের হৃদয়াকাশে) প্রবিশ্য (প্রবেশ করিয়া) ভূতেভিঃ (=ভূতৈঃ, দেহেন্দ্রিয় সমষ্টির সহিত) তিষ্ঠন্তম্ (বর্তমান) [সেই] পূর্বম্ জাতম্ (প্রথমোৎপন্নকে, হিরণ্যগর্ভকে) যঃ (যে মুমুক্ষু) ব্যপশ্যত (দর্শন করেন) [তিনি] তৎ (পূর্বোক্ত) এতৎ বৈ (এই ব্রহ্মকেই) [দর্শন করেন]। ২।১।৬

জলাদি পঞ্চভূতের পূর্বে যিনি জ্ঞানঘন ব্রহ্ম হইতে প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং যিনি হৃদয়াকাশে প্রবেশ করিয়া দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির সহিত অবস্থিত আছেন, সেই হিরণ্যগর্ভকে যিনি দর্শন করেন, তিনি এই পূর্বোক্ত ব্রহ্মকেই[১] দর্শন করেন। ২।১।৬

১। যেরূপ স্বর্ণ হইতে উৎপন্ন কুণ্ডল দর্শন করিলে স্বর্ণকেই দর্শন করা হয়, সেইরূপ হিরণ্যগর্ভাদির দর্শনে ব্রহ্মেরই দর্শন হয়। শঙ্কর ২।১৬

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৭

যা (যে) দেবতাময়ী (সর্বদেবতাত্মিকা) অদিতিঃ (অদিতি, শব্দাদিকে ভক্ষণ বা গ্রহণকারিণী) প্রাণেন (হিরণ্যগর্ভরূপে) সম্ভবতি (জাত হন), যা (যিনি) ভূতেভিঃ (ভূতসমূহ-সমন্বিতা হইয়া) ব্যজায়ত (উৎপন্ন হইয়াছেন) [সেই] গুহাম্ প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীম্ (হৃদয়াকাশে প্রবেশপূর্বক অবস্থিতা অদিতিকে) [যিনি দর্শন করেন তিনি] এতদ্বৈ তৎ (এই ব্রহ্মকেই দর্শন করেন)। ২।১।৭

সর্বদেবতারূপিণী যে অদিতি[১] ভূতবর্গের সহিত উৎপন্ন হন ও যিনি হিরণ্যগর্ভরূপে অভিব্যক্ত হন, তাঁহাকে যিনি হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট-রূপে দর্শন করেন, তিনি এই পূর্বোক্ত ব্রহ্মকেই দর্শন করেন। ২।১।৭

১। ঋগ্বেদ ১।৮৯ দ্রষ্টব্য। ইনিই হিরণ্যগর্ভ।

অরণ্যোর্নিহিতো জাতবেদা
গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণীভিঃ।
দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবদ্ভি-
র্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮

গর্ভিণীভিঃ (অন্তর্বত্নীগণকর্তৃক) গর্ভঃ ইব (গর্ভ যেরূপ) [সুরক্ষিত হয়] [সেইরূপ] অরণ্যোঃ (উত্তরারণী ও অধরারণীর মধ্যে) নিহিতঃ (অবস্থিত) জাতবেদাঃ (জাতবেদা নামক) অগ্নিঃ (যে যজ্ঞীয় অগ্নি এবং হৃদয়স্থ বিরাট্‌রূপ অগ্নি) সুভৃতঃ ([ঋত্বিক্‌গণ কর্তৃক এবং যোগিগণ কর্তৃক] উত্তমরূপে রক্ষিত হন) [এবং যিনি] জাগৃবদ্ভিঃ (জাগরূক, অপ্রমত্ত) হবিষ্মদ্ভিঃ (আজ্যাদিযুক্ত ও ধ্যানাদিযুক্ত) মনুষ্যেভিঃ (=মনুষ্যৈঃ, মানুষের দ্বারা, যোগী ও কর্মীর দ্বারা) দিবে দিবে ঈড্যঃ (প্রত্যহ সেবিত হন) এতৎ বৈ তৎ (এই যজ্ঞীয় অগ্নি এবং বিরাট্‌রূপ অগ্নিও সেই ব্রহ্ম) । ২।১।৮

গর্ভিণীগণ-কর্তৃক স্বীয় গর্ভ যেরূপ সুরক্ষিত হয় সেইরূপ[1] উত্তরারণী ও অধরারণী, অর্থাৎ ঊর্ধ্ব ও অধঃ কাষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত জাতবেদা নামক (যজ্ঞসম্বন্ধী) যে অগ্নি ঋত্বিক্‌গণ-কর্তৃক সুরক্ষিত হন এবং (হৃদয়স্থ) বিরাট্‌রূপী যে অগ্নি যোগিগণ-কর্তৃক সুরক্ষিত হন, অধিকন্তু যিনি আজ্যাদিযুক্ত ঋত্বিক্‌গণ-কর্তৃক ও অপ্রমত্ত (ধ্যানাদিযুক্ত) যোগিগণ-কর্তৃক প্রতিনিয়ত সেবিত হন, সেই যজ্ঞীয় অগ্নি এবং বিরাট্‌রূপ অগ্নিও[2] সেই ব্রহ্ম। ২।১।৮

১। উপযুক্ত অন্নপানাদি দ্বারা গর্ভিণীরা গর্ভকে রক্ষা করেন; ঋত্বিক্‌গণ সেইরূপ আজ্যাদি দ্বারা এবং যোগিগণ ধ্যানাদি দ্বারা আত্মাকে রক্ষা করেন।

২। অগ্নি শব্দে যজ্ঞীয় অগ্নি ও বিরাট্ পুরুষ উভয়কেই বুঝিতে হইবে। কর্মিগণ যজ্ঞীয় অগ্নিতে আজ্যাদি দান করিয়া যজ্ঞ করেন, আর যোগিগণ হৃদয়ে অভিব্যক্ত (১।১।১৭) বিরাট্ পুরুষের ধ্যান করিয়া থাকেন।

যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্বে অর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৯

যতঃ (যে প্রাণাত্মক হিরণ্যগর্ভ হইতে) সূর্যঃ (সূর্য) উদেতি (উদিত হন) যত্র চ (এবং যাঁহাতে) অস্তম্ গচ্ছতি (অস্তমিত হন), তম্ (তাঁহাতেই) সর্বে (সকল) দেবাঃ (দেববৃন্দ) অর্পিতাঃ (সম্প্রবেশিত); তৎ (তাঁহাকে) কঃ চন (কেহই) ন উ অত্যেতি (কখনই অতিক্রম করিতে পারে না); এতৎ বৈ তৎ (ইনি সেই সর্বাত্মক ব্রহ্ম)। ২।১।৯

যাঁহা হইতে সূর্য উদিত হন এবং যাঁহাতে অস্তগমন করেন, তাঁহাতেই সকল দেবতা প্রবিষ্ট আছেন; তাঁহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই সর্বাত্মক ব্রহ্ম। ২।১।৯

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ ১০

যৎ এব (যাঁহাই) ইহ (এখানে [অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি উপাধিসম্বলিত এবং সংসার-ধর্ম বিশিষ্ট বলিয়া প্রতিভাত]) তৎ (তাঁহাই) অমুত্র (সেখানে [অর্থাৎ স্বাত্মস্থ সংসারধর্ম-বর্জিত বিজ্ঞানঘন ব্রহ্ম]), যৎ অমুত্র (যাঁহা সেখানে) ইহ তৎ অনু (এখানেও তাঁহাই উপাধি অনুযায়ী বিবিধরূপে বিভাসিত হন); যঃ (যে) ইহ (এই ব্রহ্মে) নানা ইব (নানাত্বের ন্যায়) পশ্যতি (অনুভব করে) সঃ (সে) মৃত্যোঃ (মৃত্যুর পর) মৃত্যুম্ (মৃত্যুকে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়)। [অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ তাহার জন্ম মরণ হয়]। ২।১।১০

যাঁহাই এখানে তাঁহাই সেখানে; যাঁহা সেখানে তাঁহাই এখানেও উপাধি অনুযায়ী বিভাসিত হন। যে এই ব্রহ্মে নানার ন্যায়, অর্থাৎ দ্বৈতের ন্যায়, দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়[১]। ২।১।১০

১। "ব্রহ্মাদি-স্তম্ব পর্যন্ত সর্বভূতে ব্রহ্মব্যতিরিক্ত জন্মমরণাধীন জীবও আছেন" এইরূপ অজ্ঞানপ্রসূত ভ্রম দূরীকরণার্থ এই মন্ত্র। বৃঃ ৪।৪।১৯ দ্রষ্টব্য।

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ ১১

[সর্বপ্রকার জ্ঞাতৃজ্ঞেয়রূপ বিভাগের মিথ্যাত্ব প্রদর্শনের জন্য পরবর্তী মন্ত্র উক্ত হইতেছে]—মনসা এব ([সংস্কৃত] মনেরই দ্বারা) ইদম্ (এই ব্রহ্ম) আপ্তব্যম্ (উপলভ্য), ইহ (এই ব্রহ্মে) কিঞ্চন (অণুমাত্রও) নানা (ভেদ) ন অস্তি (নাই); যঃ (যে) ইহ (এই ব্রহ্মে) নানা ইব (ভেদ-সদৃশ বস্তু) পশ্যতি (দর্শন করে) সঃ (সে) মৃত্যোঃ মৃত্যুম্ গচ্ছতি। ২।১।১১

মনের[১] দ্বারাই এই ব্রহ্ম উপলভ্য; এই ব্রহ্মে অণুমাত্রও ভেদ নাই। যে ইঁহাতে ভেদ-সদৃশ বস্তু দর্শন করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ২।১।১১

১। ২।৩।৯, ২।৩।১২ মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও টীকা দ্রষ্টব্য।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো[১] ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈ তৎ ॥ ১২

[যে] অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ) পুরুষঃ (পুরুষ) মধ্যে আত্মনি (শরীর মধ্যে) তিষ্ঠতি (অবস্থান করেন) [তিনিই] ভূত-ভব্যস্য (অতীত ও ভবিষ্যতের) ঈশানঃ (নিয়ন্তা); ততঃ (এই জ্ঞান হইলে) ন বিজুগুপ্সতে (আপনাকে রক্ষার জন্য আকুল হয় না)। এতৎ বৈ তৎ। ২।১।১২

যিনি অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পুরুষ[২] রূপে শরীরমধ্যে অবস্থিত, তিনিই আবার ত্রিকালের নিয়ন্তা। এইরূপ দর্শন হইলে লোক আপনাকে রক্ষার জন্য আকুল হয় না। ইনিই সেই আত্মা। ২।১।১২

১। পাঠান্তর—ঈশানং; এক্ষেত্রে "তাঁহাকে ঈশ্বররূপে দেখিয়া" এই অর্থ হইবে।
২। হৃদয়পুণ্ডরীক অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ; তাহাতে উপলব্ধ হন বলিয়া আত্মাকেও অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ বলা হইল। যদ্দ্বারা সমস্ত পরিপূর্ণ, তিনিই পুরুষ।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ। এতদ্বৈ তৎ ॥ ১৩

[যিনি] ভূতভব্যস্য (ত্রিকালের) ঈশানঃ (নিয়ন্তা) [তিনিই] অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমিত) পুরুষঃ (অন্তরাত্মা), অধূমকঃ (= অধূমকম্, নির্ধূম) জ্যোতিঃ ইব (প্রভার ন্যায়) [যোগীদের দ্বারা লক্ষিত হন] ; সঃ এব (তিনিই) অদ্য (ইদানীং সর্বপ্রাণীতে বর্তমান), সঃ উ (তিনিই আবার) শ্বঃ (কল্যও [ভবিষ্যতেও] বর্তমান থাকিবেন) ; এতৎ বৈ তৎ। ২।১।১৩

যিনি ত্রিকালের নিয়ন্তা তিনিই নির্ধূম জ্যোতিঃসদৃশ অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ অন্তরাত্মা। তিনিই ইদানীং বর্তমান আছেন এবং তিনিই কল্যও বর্তমান থাকিবেন। ২।১।১৩

যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি।
এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি ॥ ১৪

দুর্গে (দুর্গম উচ্চভূমিতে) বৃষ্টম্ (বর্ষিত) উদকম্ (জল, বৃষ্টিধারা) যথা (যদ্রূপ) পর্বতেষু (পার্বত্য নিম্নপ্রদেশসমূহে) বিধাবতি (বিকীর্ণভাবে প্রবাহিত হয় [এবং বিনষ্ট হয়]), এবম্ (এইরূপ) ধর্মান্ (প্রাণি-সমূহকে) পৃথক্ (প্রতি শরীরে আত্মা হইতে ভিন্ন রূপে) পশ্যন্ (দর্শন করিয়া) তান্ এব (তাহাদিগকেই) অনুবিধাবতি (অনুগমন করিয়া থাকে, অর্থাৎ বিভিন্ন দেহে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে)। ২।১।১৪

দুর্গম পর্বতশিখরে বর্ষিত বৃষ্টিধারা যেরূপ নিম্নতর পার্বত্যপ্রদেশ সমূহে বিকীর্ণ হয়, তদ্রূপ যে ব্যক্তি প্রাণী সকলকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া দর্শন করে, সে ঐ সকল ভেদেরই অনুসরণ করিয়া থাকে। ২।১।১৪

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥ ১৫

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমা বল্লী॥

যথা (যদ্রূপ) শুদ্ধম্ (নির্মল) উদকম্ (জল) শুদ্ধে (নির্মল জলে) আসিক্তম্ (প্রক্ষিপ্ত হইলে) তাদৃক্ এব (তৎস্বরূপই) ভবতি (হয়), গৌতম (হে নচিকেতা), বিজানতঃ (একত্বদর্শী) মুনেঃ (মননশীল ব্যক্তির) আত্মা (আত্মা) এবম্ (এইরূপ একত্বপ্রাপ্ত) ভবতি (হন)। ২।১।১৫

হে গৌতম, নির্মল জল যদ্রূপ নির্মল জলে প্রক্ষিপ্ত হইয়া একরসত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মননশীল ও একত্বদর্শী ব্যক্তির আত্মাও একত্ব প্রাপ্ত হন[১]। ২।১।১৫

১। একই শুদ্ধ জল উপাধিভেদে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উপাধি বিনাশে উহা পুনরায় একই শুদ্ধ জল হয়। আত্মাও তদ্রূপ পরমাত্মায় একীভূত হন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয়বল্লী

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ১

[দুর্বিজ্ঞেয় বলিয়া পুনর্বার প্রকারান্তরে ব্রহ্মতত্ত্বের নির্দেশ করা হইতেছে]— অজস্য (জন্মাদি-বিক্রিয়া-রহিত) অবক্র-চেতসঃ (অকুটিল, অর্থাৎ যাঁহার চৈতন্য নিত্য একরূপ, সেই ব্রহ্মের) একাদশ-দ্বারম্ (একাদশ দ্বার যুক্ত) পুরম্ (নগর) [আছে]; [সেই পুরস্বামীকে] অনুষ্ঠায় ([সর্বত্র সমরূপে সম্যক্ বিজ্ঞান-পূর্বক] ধ্যান করিয়া) ন শোচতি ([সাধক] শোকাতীত হন), বিমুক্তঃ চ (এবং [দেহে অবস্থান কালেই অবিদ্যাকৃত কামকর্মবন্ধন হইতে] মুক্ত হইয়া) [দেহাবসানে] বিমুচ্যতে (পুনর্জন্মরহিত হইয়া থাকেন)। এতৎ বৈ তৎ (ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত সেই আত্মা), [১।১।২০ দ্রঃ]। ২।২।১

জন্মরহিত নিত্যচৈতন্য-স্বরূপের একাদশ দ্বার[১] যুক্ত একটি নগর[২] আছে। (সেই পুরস্বামীর) ধ্যান করিয়া লোক শোকাতীত হয় এবং এই দেহে মুক্ত হইয়া (দেহপাতান্তে) পুনর্বার শরীর গ্রহণ করে না। ইনিই সেই আত্মা। ২।২।১

১। ব্রহ্মরন্ধ্র, দুই চক্ষু, দুই নাসিকা, দুই কর্ণ, মুখ, নাভি, এবং মল-মূত্রের দ্বারদ্বয়।

২। শরীরকে নগররূপে কল্পনা করিয়া ইহাই বলা হইল যে, নগরে যেমন তাহার অধিষ্ঠাতা স্বাধীন রাজা থাকেন, সেইরূপ দেহ হইতে ভিন্ন অধিষ্ঠাতা একজন আত্মাও আছেন।

হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা
বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্ বরসদৃতসদ্ ব্যোমসদব্জা গোজা
ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥ ২ ॥

[উক্ত আত্মা] হংসঃ (সর্বত্রগামী), শুচি-সৎ (শুচি, অর্থাৎ দ্যুলোকে, সূর্যরূপে অবস্থিত), বসুঃ (সকলের স্থিতিসাধক), অন্তরিক্ষ-সৎ (বায়ুরূপে অন্তরিক্ষে অবস্থিত), হোতা (অগ্নি), বেদি-সৎ (পৃথিবীতে অবস্থিত), অতিথিঃ দুরোণ-সৎ (সোমরূপে কলসীতে অবস্থিত, বা অতিথি ব্রাহ্মণরূপে গৃহে অবস্থিত), নৃ-সৎ (মনুষ্য মধ্যে স্থিত), বর-সৎ (দেববৃন্দ মধ্যে স্থিত), ঋত-সৎ (সত্যে বা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত), ব্যোম-সৎ (আকাশে অবস্থিত), অব্জাঃ (শঙ্খাদিরূপে জলে জাত), গোজাঃ (পৃথিবীতে ব্রীহিযবাদিরূপে উৎপন্ন), ঋতজাঃ (যজ্ঞাঙ্গরূপে উদ্ভূত), অদ্রিজাঃ (পর্বত হইতে নদ্যাদিরূপে উৎপন্ন) [হইয়া প্রপঞ্চাকারে বর্তমান আছেন, অথচ তিনি] ঋতম্ (পারমার্থিকস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত), [কেননা তিনি] বৃহৎ (সর্বকারণরূপে মহান, সর্বব্যাপী)। ২।২।২

ঐ আত্মা সর্বত্র গমন করেন ; তিনি দ্যুলোকে সূর্যরূপে অধিষ্ঠিত ; তিনি সকলের স্থিতি বিধান করেন ও বায়ুরূপে অন্তরিক্ষে বিচরণ করেন ; তিনিই অগ্নি[১] ; তিনি পৃথিবীতে[২] প্রতিষ্ঠিত ও সোমরূপে কলসীতে অবস্থিত ; তিনি মনুষ্যমধ্যে সংস্থিত, দেবগণমধ্যে অবস্থিত, সত্যে প্রতিষ্ঠিত, আকাশে অবস্থিত, জলে শঙ্খাদিরূপে উদ্ভূত, পৃথিবীতে ব্রীহিযবাদিরূপে জাত, যজ্ঞাঙ্গরূপে সমুৎপন্ন, এবং পর্বত হইতে নদ্যাদিরূপে প্রবাহিত হন। এইরূপে সর্বস্বরূপ হইলেও তিনি কিন্তু স্বীয় পারমার্থিকরূপেই[৩] বর্তমান আছেন, কেন না তিনি মহান্। ২।২।২

১। "অগ্নির্বৈ হোতা"—এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, হোতা শব্দে অগ্নিকেই বুঝিতে হইবে ; কেন না অগ্নিই অগ্রণী হইয়া দেবগণকে যজ্ঞে আহ্বান করেন।

২। মূলের বেদি শব্দের অর্থ পৃথিবী, কারণ—'ইয়ং বেদিঃ পরোঽন্তঃ পৃথিব্যাঃ' ইত্যাদি মন্ত্র হইতে এরূপ অর্থই নির্ণীত হয়।

৩। অদ্বৈত মত নিত্য হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহার অভিপ্রায় সত্য এবং অন্যান্যের দ্বারা অভিপ্রায় বিরুদ্ধ হয় না। সুতরাং সকলের কারণস্বরূপ যে এক একক অদ্বৈত হইয়াছে তিনিই অন্যের বিরুদ্ধ হন নাই। মন্ত্রটির সম্পূর্ণভাবার্থ এই যে, আত্মা জীবভাবে ভিন্ন হইলেও, সর্ব কালের আত্মা এক, অবিনাশী, এবং সর্বব্যাপী।

ঊর্ধ্বং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে ॥ ৩

[যে আত্মা] প্রাণম্ (প্রাণবায়ুকে) ঊর্ধ্বম্ (ঊর্ধ্ব দিকে) উন্নয়তি (সঞ্চালিত করেন) অপানম্ (অপানবায়ুকে) প্রত্যক্ অস্যতি (অধোদিকে নিক্ষেপ করেন) [সেই] মধ্যে (হৃদয়পদ্মে) আসীনম্ (অবস্থিত) বামনম্ (সম্ভজনীয়, প্রার্থনা-যোগ্য আত্মাকে) বিশ্বে (সকল) দেবাঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ) উপাসতে ([রূপাদি-বিজ্ঞান রূপ] উপঢৌকন প্রদান করে)। ২।২।৩

যিনি প্রাণবায়ুকে ঊর্ধ্বে সঞ্চালিত করেন এবং অপানবায়ুকে অধোদিকে নিক্ষেপ করেন, হৃদয়মধ্যে অধিষ্ঠিত সেই সম্ভজনীয় আত্মাকে ইন্দ্রিয়সমূহ উপঢৌকন প্রদান করে[1]। ২।২।৩

১। প্রজারা যেরূপ রাজাকে ভেট দেয়, ইন্দ্রিয়বর্গও সেইরূপ আত্মার আনন্দ বিধানে সর্বদা তৎপর। ভৃত্যাদির ন্যায় তাহারা পরার্থেই ব্যাপৃত আছে; সুতরাং যাঁহার জন্য তাহারা নিযুক্ত আছে, তিনি নিশ্চয়ই তাহাদিগ হইতে ভিন্ন।

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈ তৎ ॥ ৪

অস্য (এই) শরীরস্থস্য (শরীরে অবস্থিত) দেহিনঃ (দেহস্বামী আত্মা) বিস্রংসমানস্য (সম্পর্ক-শূন্য হইলে)—দেহাৎ বিমুচ্যমানস্য (অর্থাৎ দেহ হইতে বিমুক্ত

হইলে) অত্র (এই দেহে) কিম্ (কি) পরিশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে) ? [অর্থাৎ কিছুই থাকে না] । এতৎ বৈ তৎ (ইনিই সেই আত্মা) । ২।২।৪

এই দেহে যিনি দেহস্বামী রূপে অবস্থিত, তিনি ইহার সহিত অসংযুক্ত হইলে, অর্থাৎ দেহ হইতে বিযুক্ত হইলে, দেহে আর কি অবশিষ্ট থাকে ? ইনিই সেই আত্মা[১] । ২।২।৪

১ । অর্থাৎ যিনি ত্যাগ করিলে কার্যকরণ-সংঘাত চেতনাশূন্য ও বিধ্বস্ত হয়, সেই আত্মা নিশ্চয়ই দেহাদি হইতে পৃথক্ ।

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্যো জীবতি কশ্চন ।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥ ৫

ন প্রাণেন (না প্রাণের দ্বারা), ন অপানেন (না অপানের দ্বারা) কঃ চন (কোনও) মর্ত্যঃ (প্রাণী) জীবতি (জীবন ধারণ করে) ; তু (কিন্তু) যস্মিন্ (যাঁহাতে) এতৌ (এই প্রাণ ও অপান) উপাশ্রিতৌ (আশ্রিত আছে) [সেই] ইতরেণ (প্রাণাদিবিলক্ষণ অপরের দ্বারা অর্থাৎ আত্মার দ্বারা) জীবন্তি (ইহারা জীবিত থাকে) । ২।২।৫

কোনও প্রাণীই প্রাণের দ্বারা বা অপানের দ্বারা জীবন ধারণ করে না ; কিন্তু প্রাণাদি হইতে বিলক্ষণ এমন কোনও বস্তুর দ্বারা জীবিত থাকে[১] যাঁহাতে এই প্রাণ ও অপান আশ্রিত রহিয়াছে[২] । ২।২।৫

১ । আত্মা না থাকিলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ পরার্থে পরস্পর সংহত হইয়া কার্য করিতে পারে না । গৃহস্বামী আছেন বলিয়াই ভৃত্যবর্গ পরস্পর মিলিতভাবে কার্য করে । সুতরাং আত্মা ঐ সকল হইতে ভিন্ন ।

২ । আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন, এই শ্রুতিসম্মত সিদ্ধান্তটি সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এখানে (৩য় হইতে ৫ম মন্ত্র পর্যন্ত) কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শিত হইল ।

হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্‌ ।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ৬

গৌতম (হে নচিকেতা), হন্ত [মনোযোগ আকর্ষণার্থক অব্যয়] তে (তোমাকে) ইদম্‌ (এই) গুহ্যম্‌ (গোপনীয়) সনাতনম্‌ (চিরন্তন) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) [বলিব] চ (এবং) [তাঁহাকে না জানিলে] মরণম্‌ (মৃত্যু) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) আত্মা (আত্মা) যথা (যে প্রকার) ভবতি (হইয়া থাকেন, সংসারগতি প্রাপ্ত হন) [তাহাও] প্রবক্ষ্যামি (বলিব) । ২।২।৬

হে নচিকেতা, আমি এখন তোমায় এই গুহ্য শাশ্বত ব্রহ্ম উপদেশ দিব ; এবং ব্রহ্মকে না জানিলে মরণান্তে আত্মা যে অবস্থা প্রাপ্ত হন, তাহাও বলিব[১] । ২।২।৬

১ । ২।৩।৪-১৩ দ্রষ্টব্য । ১।১।২০ মন্ত্রোক্ত নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী দুইটি মন্ত্রে বিশেষ ভাবে বলা হইবে ।

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্‌ ॥ ৭

যথাকর্ম ([ইহজন্মে] কৃত কর্ম অনুযায়ী) যথাশ্রুতম্‌ ([এবং] অর্জিত বিজ্ঞান বা চিন্তা অনুযায়ী) অন্যে (অবিদ্যাবান্‌ কোন কোন) দেহিনঃ (দেহধারী জীব) শরীরত্বায় (দেহধারণের জন্য) যোনিম্‌ (মাতৃগর্ভ) প্রপদ্যন্তে (প্রাপ্ত হয়), অন্যে (অপর কেহ কেহ) স্থাণুম্‌ (বৃক্ষাদিস্থাবরভাবকে) অনুসংযন্তি (অনুগমন করে) । ২।২।৭

অর্জিত কর্মফলানুযায়ী এবং অর্জিত বিজ্ঞান ও চিন্তানুযায়ী কোন কোন জীব শরীর গ্রহণের জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে এবং অপর কেহ কেহ স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়[১] । ২।২।৭

১ । ভূমিকা ১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য ; প্রঃ ৩।৯

য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮

[পূর্ববর্তী ৬ষ্ঠ মন্ত্রে প্রতিজ্ঞাত ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া হইতেছে]—সুপ্তেষু ([অন্তঃকরণ ব্যতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াদি] নিদ্রিত হইলেও) যঃ এষঃ পুরুষঃ (এই যে পুরুষ) কামং কামং (অভিপ্রেত ভোগ্য বিষয় সমূহ) নির্মিমাণঃ ([নিদ্রাবস্থায় অন্তঃকরণরূপে অভিব্যক্ত অবিদ্যা সহায়ে] নির্মাণ করিয়া) জাগর্তি (জাগ্রত থাকেন) তৎ এব (তিনিই) শুক্রম্ (শুদ্ধ) তৎ ব্রহ্ম (তিনিই ব্রহ্ম) তৎ এব (তিনিই) অমৃতম্ উচ্যতে ([সর্বশাস্ত্রে] অমৃতরূপে কথিত হন)। সর্বে (সকল) লোকাঃ (পৃথিব্যাদি লোকসমূহ) তস্মিন্ (সেই ব্রহ্মে) শ্রিতাঃ (আশ্রিত), তৎ উ (এই সর্বাত্মক ব্রহ্মকেই) কঃ চন (কেহ) ন অত্যেতি (অতিক্রম করিতে পারে না)। এতদ্বৈ তৎ (ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা)। ২।২।৮

ইন্দ্রিয়াদি নিদ্রিত হইলে এই যে পুরুষ জাগরিত থাকিয়া অভিপ্রেত বিষয় নির্মাণ করিতে থাকেন, তিনি শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃতরূপে বর্ণিত হন। পৃথিব্যাদি সমস্ত লোক তাঁহাতেই আশ্রিত কেবল তাঁহাকেই কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা। ২।২।৮

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ৯

[মন্ত্রদ্বয়ে আত্মবহুত্ব-বিষয়ক ভ্রম দূর করিতেছেন]—যথা (যদ্রূপ) একঃ (এক) অগ্নিঃ (বহ্নি) ভুবনম্ প্রবিষ্টঃ (পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া) রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপম্

([illegible]) [illegible], এবম্ (অদ্বিতীয়) [illegible] ([illegible]) [illegible] (তদ্রূপ) রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপঃ (বিভিন্ন জীবদেহের আকৃতিস্বরূপ [হইয়াছেন]) [শ্বেঃ ২।৩]; বহিঃ চ (অথচ [তাহাদের দ্বারা অস্পৃষ্ট স্বীয় অবিকৃত স্বরূপে] অতিরিক্তরূপে [রহিয়াছেন])। ২।২।৯

যেরূপ একই অগ্নি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া প্রতিবস্তুর আকার অনুযায়ী সেই সেই আকারবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ অদ্বিতীয় সর্বান্তর্যামীও জীবদেহসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের সদৃশ হইয়াছেন; অথচ তাহাদের দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া তদতিরিক্তরূপে বর্তমান রহিয়াছেন। ২।২।৯

বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ১০

যথা একঃ বায়ুঃ ভুবনং প্রবিষ্টঃ (প্রাণাদি রূপে দেহে প্রবেশ করিয়া) রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপঃ বভূব, তথা একঃ সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বহিঃ চ। ২।২।১০

যেরূপ একই বায়ু পৃথিবীতে (প্রাণরূপে) প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন দেহ অনুযায়ী সেই সেই আকার বিশিষ্ট হয়, সেইরূপ অদ্বিতীয় সর্বান্তরবর্তী আত্মাও জীবদেহসমূহের সদৃশ হইয়াছেন; অথচ তদতিরিক্ত স্বীয় অবিকৃত স্বরূপে বর্তমান রহিয়াছেন[১]। ২।২।১০

১। কারণ অবিদ্যাবশতঃ যে সকল কামকর্মোদ্ভূত সুখদুঃখাদি আত্মাতে অধ্যস্ত হইয়াছে, তাহা সত্য সত্যই আত্মাতে আছে—প্রাণিগণ এইরূপ ভ্রম করিয়া থাকে। কিন্তু রজ্জুতে যে সর্প অধ্যস্ত হয়, তাহা বস্তুতঃ রজ্জুতে নাই। সেইরূপ সুখদুঃখাদিও আত্মাতে নাই।

সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষু-

র্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।

একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা

ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥ ১১

সূর্যঃ (সূর্য) যথা (যদ্রূপ) সর্বলোকস্য (জীবমাত্রের) চক্ষুঃ (চক্ষু [আলোক প্রদানপূর্বক চক্ষুর উপকারক এবং বহির্বস্তু প্রকাশপূর্বক চক্ষুস্থানীয়] হইয়াও চাক্ষুষৈঃ (চক্ষু সম্বন্ধীয়) বাহ্যদোষৈঃ (বহির্বস্তু দর্শন জন্য অশুচিতা কিংবা পাপের দ্বারা) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) তথা (তদ্রূপ) সর্বভূত-অন্তরাত্মা (সর্বভূতের অন্তরাত্মা) একঃ (অদ্বিতীয় হইয়াও) লোকদুঃখেন (জাগতিক দুঃখে) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) ; [কেন না] বাহ্যঃ (তিনি বাহিরে স্থিত, তদ্দ্বারা সংস্পৃষ্ট নহেন) । ২।২।১১

সূর্য যেরূপ জীবমাত্রের দর্শনের হেতু হইয়াও চাক্ষুষ পাপ ও অশুচি-দর্শনাদি রূপ বাহ্যদোষের দ্বারা লিপ্ত হন না, সেইরূপ নিখিল জীবের আত্মা এক হইয়াও জাগতিক দুঃখে লিপ্ত হন না ; কেন না তিনি তদতীত[১] । ২।২।১১

১। অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব এবং এই প্রতিবিম্বিত চৈতন্য সম্বন্ধেই "আমি সুখী দুঃখী" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। রজ্জু কখনও স্বরূপতঃ সর্প হয় না ; কিন্তু ভ্রমবশতঃ আমরা রজ্জুকেই সর্পের ন্যায় ভাবি। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, নিরুপাধিক ব্রহ্ম এই সমস্ত অধ্যস্ত সুখদুঃখাদির অতীত। ২।২।৫ দ্রঃ।

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা

একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।

তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-

স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ১২

সর্ব-ভূত-অন্তরাত্মা (সর্বভূতের অন্তরাত্মা) [বলিয়াই] বশী (সকলের নিয়ন্তা) একঃ (অদ্বিতীয়) যঃ (যিনি) একম্ রূপম্ (স্বকীয় অদ্বিতীয় সত্তা-মাত্রকেই) বহুধা

করোতি (উপাধি-ভেদে বহু প্রকার করিয়া থাকেন) তম্ (তাঁহাকে) যে (যে সকল) ধীরাঃ (বিবেকিগণ) আত্মস্থম (বুদ্ধিতে অভিব্যক্তরূপে) অনু-পশ্যন্তি (আচার্যের উপদেশ অনুসারে উপলব্ধি করেন) তেষাম্ (তাঁহাদের) শাশ্বতম্ (নিত্য) সুখম্ (আত্মানন্দ) [হয়] ন ইতরেষাম্ (অপরদের নহে) । ২।২।১২

সর্বভূতের অন্তরাত্মা স্বরূপে সকলের নিয়ন্তা হইয়া যে অদ্বিতীয় (আত্মা) এক রূপকে বহুধা বিভক্ত করেন; তাঁহাকে যে বিবেকী ব্যক্তিগণ আচার্যোপদেশানুযায়ী নিজ বুদ্ধিতে (অভিব্যক্তরূপে) দর্শন করেন তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ হয়, অন্য কাহারও নহে[১] । ২।২।১২

১। পরাধীনতা এবং অপরের অপেক্ষা অল্প গুণবত্তা প্রভৃতিই দুঃখের কারণ হয়। ব্রহ্ম সর্বেশ্বর এবং দ্বিতীয়শূন্য বলিয়া তাঁহাতে দুঃখের অবকাশ নাই। অতএব তাঁহার প্রাপ্তিই আনন্দরূপ পরম পুরুষার্থ।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥ ১৩

[পরমাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে]—অনিত্যানাম্ (অনিত্যবস্তু-সমূহের) নিত্যঃ (শাশ্বত কারণ-শক্তি), চেতনানাম্ (সচেতন ব্রহ্মাদির) চেতনঃ (চৈতন্যের আকর) যঃ (যে) একঃ (অদ্বিতীয়, সর্বেশ্বর) বহূনাম্ (বহু জীবের) কামান্ (কাম্যফল) বিদধাতি (বিধান করেন) তম্ যে ধীরাঃ আত্মস্থম্ অনুপশ্যন্তি, তেষাম্ শাশ্বতী শান্তিঃ, ন ইতরেষাম্ [২।২।১১-১২ দ্রঃ] । ২।২।১৩

সকল অনিত্য বস্তুর যিনি শাশ্বত কারণশক্তি[১], সচেতনদিগেরও যিনি চৈতন্যস্বরূপ, যিনি অদ্বিতীয় হইয়াও বহু জীবের কর্মফল

বিধান করেন, তাঁহাকে যে সকল ধীমান্ অন্তরাত্মস্থরূপী নিজ বুদ্ধিতে (অভিব্যক্তরূপে) দর্শন করেন তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ হয়, অন্য কাহারও নহে। ২।২।১৩

১। বেদে কথিত আছে যে, প্রলয়ান্তে পরমেশ্বর পূর্বকল্পের ন্যায় সৃষ্টি করেন। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রলয়কালেও কিছু বস্তুর সূক্ষ্মশক্তি থাকে। এই সূক্ষ্মশক্তি যাঁহার আশ্রয়ে থাকে, সেই অবিনাশী আত্মাই এখানে নিত্য-পদ-বাচ্য এবং তিনি অবশ্যই আছেন।

২। অতএব তিনি আছেন (২।২।৩-৫ ও ঈঃ ৪, ৪র্থ টীকা দ্রঃ)।

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দেশ্যং পরমং সুখম্।
কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥ ১৪

তৎ (সেই) [যে] অনির্দেশ্যম্ (অবাঙ্‌মনসোগোচর) পরমম্ (সর্বোত্তম) সুখম্ (আত্মবিজ্ঞানরূপ সুখকে) [নিষ্কাম ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা] এতৎ ইতি (প্রত্যক্ষ বলিয়া) মন্যন্তে (অনুভব করেন) [আমি] তৎ (সেই আত্মতত্ত্ব] কথম্ নু (কি প্রকারে) বিজানীয়াম্ (জানিতে পারিব)! [তিনি] কিম্ উ (কি) ভাতি (প্রকাশস্বরূপে বিদ্যমান) [এবং] বিভাতি (বিস্পষ্ট উপলব্ধ হন) বা (অথবা [হন না]) ? ২।২।১৪

সেই যে অনির্দেশ্য পরমানন্দকে (নিষ্কাম ব্যক্তিগণ) অপরোক্ষরূপে অনুভব করেন[১], হায়, আমি সেই আত্মতত্ত্বকে কিরূপে জানিব! তিনি কি প্রকাশস্বরূপ, তিনি কি বিস্পষ্ট উপলব্ধ হন, অথবা হন না[২] ? ২।২।১৪

১। বিদ্বান্‌দিগের অনুভবও পরমাত্মবিষয়ে প্রমাণ। অতএব অসম্ভব মনে করিয়া আত্মদর্শনের চেষ্টা পরিত্যাগ করা উচিত নয়, কিন্তু শ্রদ্ধাপূর্বক বিচার করা কর্তব্য।

২। তিনি বাক্য ও মনের অতীত বলিয়া এইরূপ সন্দেহ হয়।

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥ ১৫

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়া বল্লী॥

[পূর্বপ্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে, তিনি প্রকাশস্বরূপ এবং বিস্পষ্ট উপলব্ধ হন]— তত্র (সেই পরমাত্মা ব্রহ্মে) সূর্যঃ (সূর্য) ন ভাতি ([স্বতন্ত্ররূপে] প্রকাশ পান না, অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রকাশ করেন না) ন চন্দ্র-তারকম্ (চন্দ্র এবং তারাও তাঁহাকে প্রকাশ করে না), ইমাঃ (এই সকল) বিদ্যুতঃ (বিদ্যুৎসমূহ) ন ভান্তি (তাঁহাকে প্রকাশ করে না), অয়ম্ (এই [জাগতিক]) অগ্নিঃ কুতঃ (অগ্নি আর কিরূপে তাঁহাকে প্রকাশ করিবে) ? তম্ এব ভান্তম্ (তিনি প্রকাশমান বলিয়াই) সর্বম্ (সমস্ত বস্তু) অনু-ভাতি (তদনুযায়ী প্রকাশ পায়), তস্য (তাঁহার) ভাসা (জ্যোতির দ্বারা) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত) বিভাতি (বিবিধরূপে প্রকাশ পায়) । ২।২।১৫

সেই ব্রহ্মকে সূর্য প্রকাশ করেন না, চন্দ্র-তারকাও প্রকাশ করে না, এই বিদ্যুৎসকলও প্রকাশ করে না ;—এই অগ্নি আবার কিরূপে করিবে ? তিনি প্রকাশমান বলিয়াই সমস্ত বস্তু তদনুযায়ী দীপ্তিমান্ হয় ; তাঁহারই দীপ্তিতে এই সমুদয় বিবিধরূপে প্রকাশ পায়[১] । ২।২।১৫

১ । অতএব তিনি প্রকাশস্বরূপ এবং বিস্পষ্ট প্রকাশিত হন । ঘটাদি অপ্রকাশ বস্তু অন্যের প্রকাশক হইতে পারে না । শ্বে: ৬।১৪ ; মু: ২।২।১০

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয়বল্লী

ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ১

[সংসাররূপ বৃক্ষের অবধারণপূর্বক তাহার মূল ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ধারণের জন্য এই বল্লী আরম্ভ হইতেছে]—এষঃ (এই) [সংসাররূপ] সনাতনঃ (অনাদি) অশ্বত্থঃ (অশ্বত্থবৃক্ষ) ঊর্ধ্বমূলঃ (ঊর্ধ্বমূল, বিষ্ণুপদ হইতে উদ্ভূত) অবাক্‌-শাখঃ (নিম্নপ্রসারী শাখা বিশিষ্ট)। তৎ এব (সেই মূলই) শুক্রম্ (শুদ্ধ, জ্যোতির্ময়), তৎ ব্রহ্ম (উহাই ব্রহ্ম), তৎ এব (উহাই) অমৃতম্ (অবিনাশী) [বলিয়া] উচ্যতে (উক্ত হয়); তস্মিন্ (তাঁহাতে) সর্বে (সকল) লোকাঃ (লোকসমূহ) শ্রিতাঃ (আশ্রিত); তৎ উ (তাঁহাকেই) কঃ চন (কেহই) ন অত্যেতি (অতিক্রম করে না); এতৎ বৈ তৎ (ইহাই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা) [১।১।২০ দ্রঃ]। ২।৩।১

এই সংসাররূপ অনাদি অশ্বত্থের মূল[1] ঊর্ধ্বে এবং শাখাগুলি নিম্নদিকে অবস্থিত। সেই মূলই শুভ্রজ্যোতি, উহাই ব্রহ্ম, এবং উহাই অবিনাশী বলিয়া উক্ত হয়। তাঁহাতে সমস্ত লোক আশ্রিত রহিয়াছে; তাঁহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না[2]। ইনিই নচিকেতার জিজ্ঞাসিত আত্মা। ২।৩।১

১। বিষ্ণুপদ, ১।৩।৮-৯ ; গীতা ১৫।১-৪ দ্রষ্টব্য।

২। কার্য কখনও কারণকে অতিক্রম করিতে পারে না। কার্য নষ্ট হইয়া কারণেই পর্যবসিত হয়। এইরূপে যিনি সকলের কারণ তিনি নাশের অতীত।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ২

[যাঁহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয়, জগতের মূল সেই ব্রহ্ম নাই, এইরূপ আশঙ্কা দূরীকরণার্থ বলা হইতেছে]—ইদম্ (এই) যৎ কিম্ চ (যাহা কিছু) জগৎ (সচল বস্তু), সর্বম্ (সেই সমস্তই) প্রাণে [সতি] (পরব্রহ্মের সত্তাহেতুই) নিঃসৃতম্ ([তাঁহা হইতে] নির্গত হইয়া) এজতি (কম্পিত হয়; অর্থাৎ প্রাণবান্ হয়) [সেই জগৎ-কারণ ব্রহ্ম] উদ্যতম্ বজ্রম্ (উদ্যত বজ্রসদৃশ) মহৎ ভয়ম্ (অতি ভয়ানক)। যে (যাঁহারা) এতৎ (এই ব্রহ্মকে) বিদুঃ (প্রত্যক্ষ করেন) তে (তাঁহারা) অমৃতাঃ (অমর) ভবন্তি (হন)। ২।৩।২

এই যাহা কিছু চরাচর বস্তু দৃষ্ট হয়, পরব্রহ্ম আছেন বলিয়াই সেই সমস্ত তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইয়া স্পন্দিত হইতেছে[১]। সেই ব্রহ্ম উদ্যত বজ্রসদৃশ অতি ভয়ানক। যাঁহারা এই ব্রহ্মকে জানেন, তাঁহারা অমর হন। ২।৩।২

১। অতএব জগতের উৎপত্তির কারণ ব্রহ্ম আছেন। ঈঃ ৪, ৪র্থ টীকা দ্রঃ।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ৩

অস্য (এই পরমেশ্বরের) ভয়াৎ (ভয়ে) অগ্নিঃ (আগুন) তপতি (তাপ দেয়) ভয়াৎ সূর্যঃ তপতি, ভয়াৎ ইন্দ্রঃ চ বায়ুঃ চ (ইন্দ্র এবং বায়ু) পঞ্চমঃ (পঞ্চম-স্থানীয়) মৃত্যুঃ (যম) ধাবতি (ধাবমান হন, স্বকার্যে ব্যাপৃত থাকেন)। ২।৩।৩

এই পরমেশ্বরের ভয়ে অগ্নি তাপ দেন, ভয়ে সূর্য কিরণ বিকীরণ করেন, ভয়ে ইন্দ্র ও বায়ু এবং পঞ্চমস্থানীয় মৃত্যুও স্বকর্মে প্রবৃত্ত থাকেন[১]। ২।৩।৩

১। নিয়ন্তা কেহ না থাকিলে সূর্যাদির সুশৃঙ্খল এবং নিয়মিত গতি [illegible] সম্ভব হইত না—এই যুক্তিবলে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্ভাবিত হয়। [illegible] তৈঃ ২।৮।১

ইহ চেদশকদ্ বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে ॥ ৪

ইহ (জীবিতাবস্থায়ই) শরীরস্য (দেহের) বিস্রসঃ (পতনের) প্রাক্ (পূর্বে) চেৎ (যদি) বোদ্ধুং ([উক্ত ব্রহ্মকে] জানিতে) অশকৎ (সমর্থ হয়) [তাহা হইলেই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, আর যদি জানিতে না পারে তবে] ততঃ (সেই অজ্ঞান-হেতু) সর্গেষু ([স্রষ্টব্য প্রাণিবর্গের] সৃজনভূমি পৃথিব্যাদি) লোকেষু (লোকসমূহে) শরীরত্বায় (দেহভাব প্রাপ্তির জন্য) কল্পতে (সমর্থ হয়) [অর্থাৎ জন্মলাভ করে]। ২।৩।৪

জীবৎকালে দেহত্যাগের পূর্বেই যদি কেহ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন (তবেই মুক্ত হন), নতুবা অজ্ঞান-হেতু (পৃথিব্যাদি) লোকসমূহে দেহ গ্রহণ করেন[১]। ২।৩।৪

১। কেঃ ২।৫ এবং গতি সম্বন্ধে ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে
ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥ ৫

আদর্শে ([সুনির্মল] দর্পণে) যথা (যদ্রূপ [স্বীয় মুখ সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়]) আত্মনি ([শুদ্ধ] বুদ্ধিতে) তথা (তদ্রূপ [আত্মদর্শন হয়]); স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়) যথা (যদ্রূপ [অস্পষ্ট]) পিতৃলোকে (পিতৃলোকে) তথা (তদ্রূপ [অস্পষ্ট আত্মদর্শন হয়]); অপ্সু (জলে) যথা (যদ্রূপ) [বিচ্ছিন্ন অবয়বাদি অস্পষ্ট হয়

না]) গন্ধর্বলোকে (গন্ধর্বলোকে) তথা (তদ্রূপ [অস্পষ্টভাবে]) পরিদদৃশে ইব (দর্শন করে), ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মলোকে) ছায়া-আতপয়োঃ ইব (আলোক ও ছায়ার স্থায় অত্যন্ত বিবিক্তরূপে অর্থাৎ "ব্রহ্ম সত্য এবং তদ্ভিন্ন সমস্ত মিথ্যা" এইরূপ বিবেক সহকারে আত্মদর্শন হয়) । ২।৩।৫

দর্পণে (নিজের মুখ) যেরূপ সুস্পষ্ট দেখা যায়, বুদ্ধিতেও (আত্মার) দর্শন সেইরূপ সুস্পষ্টই হইয়া থাকে ; স্বপ্নে (বাহ্যিক বস্তুর) যেরূপ (অস্পষ্ট দর্শন) হয়, পিতৃলোকে (আত্মদর্শন) ঐরূপ (অস্পষ্টই) হইয়া থাকে ; জলে যেরূপ (অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব দর্শন) হয়, গন্ধর্ব-লোকে[১] সেইরূপই (আত্মদর্শন) হয় । ব্রহ্মলোকে ছায়া ও আলোকের স্থায় বিবিক্তরূপে (আত্ম) দর্শন হয়[২] । ২।৩।৫

১ । গন্ধর্বলোক শব্দে ব্রহ্মলোক ভিন্ন অপর সকল দেবলোককেও বুঝিতে হইবে ; অর্থাৎ উহা অপর দেবলোকের উপলক্ষণ ।

২ । এই জীবনেই সুস্পষ্ট ব্রহ্মোপলব্ধি সম্ভবপর, অন্তলোকে নহে । সুতরাং এই জীবনেই ব্রহ্মজ্ঞানের জন্ত যত্ন করা আবশ্যক । অবশ্য ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভলোকে, অতি স্পষ্ট দর্শন হইতে পারে ; কিন্তু উহা অশ্বমেধাদি বিশেষ বিশেষ কর্ম ও উপাসনার ফলেই মাত্র প্রাপ্য ; সুতরাং সাধারণের পক্ষে উহা দুষ্প্রাপ্য । প্রঃ ১।৪ টীকা, মুঃ ১।২।১১

ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্‌ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ৬

[অতঃপর আত্মজ্ঞান লাভের উপায় বর্ণিত হইতেছে]—পৃথক্ ([স্বীয় কারণ আকাশাদি হইতে] ভিন্নরূপে) উৎপদ্যমানানাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ (উৎপদ্যমান ইন্দ্রিয় [ও ভোগ্য বস্তু] সমূহের) যৎ পৃথক্-ভাবম্ ([আত্মা হইতে] যে অত্যন্ত বিলক্ষণতা) উদয়-অস্তময়ৌ চ (এবং তাহাদের উৎপত্তি ও লয়) [তাহা] মত্বা (জানিয়া) [অর্থাৎ জাগরূক

ও সুষুপ্তি অবস্থার অধীন-রূপেই তাহাদের বৃত্তিলাভ ও বৃত্তিহীনতা হয়, আত্মা হইতে নহে—ইহা জানিয়া] ধীরঃ (ধীমান্) ন শোচতি (শোক করেন না, অর্থাৎ শোক অতিক্রম করেন)। ২।৩।৬

(আকাশাদি হইতে) যে ইন্দ্রিয়সমূহ বিভিন্নরূপে উৎপন্ন হয়[১], তাহারা (আত্মা হইতে) বিলক্ষণ-স্বভাব-বিশিষ্ট ইহা জানিয়া এবং তাহাদের উৎপত্তি ও লয়[২] জানিয়া ধীমান্ শোকাতীত হন[৩]। ২।৩।৬

১। শব্দাদি বিষয় উপলব্ধির জন্য শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে। যথা :—আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী—এই পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশ হইতে যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা, ও নাসিকা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; রাজস অংশ হইতে যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, ও উপস্থ—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়; পঞ্চভূতের সম্মিলিত সত্ত্বাংশ হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হইয়াছে। বেদান্তসার ৬৬-৭৩

২। জাগরণকালে ইন্দ্রিয়গণ বৃত্তিলাভ করে, ও সুষুপ্তিতে বৃত্তিহীন হয়—তাহাদের এই অবস্থাদ্বয় জাগরণ ও সুষুপ্তিরই অধীন; ঐ পরিবর্তনের কারণ আত্মা নহেন।

৩। আত্মা অব্যভিচারী রূপে সর্বদা একস্বভাব; সুতরাং তাহাতে শোকের কারণ থাকিতে পারে না।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্॥ ৭

[ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে যে আত্মার বিলক্ষণতা বলা হইল, তিনি বাহিরে অধিগন্তব্য নহেন; কারণ তিনি সকলের প্রত্যগাত্মা। ইহাই মন্ত্রদ্বয়ে বলা হইতেছে]—ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে) মনঃ (মন) পরম্ (শ্রেষ্ঠ), মনসঃ (মন হইতে) সত্ত্বম্ (বুদ্ধি) উত্তমম্ (উত্তম), সত্ত্বাৎ (বুদ্ধি হইতে) মহান্ আত্মা (অন্তর্নিহিত হিরণ্যগর্ভ তত্ত্ব) অধি (অধিক), মহতঃ (হিরণ্যগর্ভ হইতে) অব্যক্তম্ (অব্যাকৃত মায়াতত্ত্ব) উত্তমম্ (উত্তম)। ২।৩।৭

ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি উত্তম, বুদ্ধি হইতে মহত্তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ, মহত্তত্ত্ব হইতে অব্যাকৃত মায়া শ্রেষ্ঠ[১]। ২।৩।৭

১। ১।৩।১০ প্রভৃতি শ্লোক ও গীতা ৩।৪২ দ্রষ্টব্য।

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বং চ গচ্ছতি ॥ ৮

ব্যাপকঃ (ব্যাপক) চ (এবং) অলিঙ্গঃ এব (অবশ্যই [বুদ্ধ্যাদি] অনুমানোপায় রহিত) পুরুষঃ (পরমাত্মা), যম্ (যাঁহাকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) জন্তু (প্রাণী) [জীবিতাবস্থায়ই] মুচ্যতে (মুক্ত হয়) চ (এবং) অমৃতত্বম্ ([দেহান্তে] অমরত্ব) গচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়), [সেই পুরুষ] তু (কিন্তু) অব্যক্তাৎ (মায়া হইতে) পরঃ (শ্রেষ্ঠ)। ২।৩।৮

সর্বব্যাপী এবং অনুমানের হেতু বিবর্জিত[১] যে পরমাত্মাকে জানিয়া জীব (এই দেহেই) মুক্ত হয় এবং (দেহান্তে) পুনর্বার দেহ প্রাপ্ত হয় না, সেই পরমাত্মা কিন্তু মায়া হইতেও শ্রেষ্ঠ। ২।৩।৮

১। বুদ্ধ্যাদিশূন্য। বৈশেষিকের অনুমানটি এইরূপ—"আত্মা আছেন, কারণ তিনি বুদ্ধিরূপ গুণের আশ্রয়।" তাঁহারা বুদ্ধিকে গুণসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং বলেন যে, গুণ স্বীয় আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না; সুতরাং বুদ্ধিরূপ গুণ থাকিতে হইলে আত্মার সত্তা স্বীকার্য। এইরূপে বুদ্ধিকে অনুমিতির প্রতি "হেতু" রূপে গ্রহণ করিয়া আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। কিন্তু আত্মা নির্গুণ, তাঁহাতে গুণ থাকে না। আবার বুদ্ধি ও মনকে গুণ বলা যাইতে পারে না; কেননা উহারা নিশ্চয় ও কামাদি গুণের আশ্রয়। মন গুণ হইলে কামাদি গুণ আবার তাহাতে থাকিবে ইহা অযৌক্তিক; কারণ গুণের গুণ হয় না। এইরূপে দেখান যাইতে পারে যে, আত্মার অস্তিত্ব-প্রমাণের জন্য কোনও পদার্থই "হেতু" রূপে গৃহীত হইতে পারে না।

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৯

[তিনি যখন অলিঙ্গ, তখন তাঁহার দর্শন কি প্রকারে হইবে ? উত্তরে বলা হইতেছে]—অস্য (ইঁহার) রূপম্ (রূপ) সন্দৃশে (দর্শনের বিষয়রূপে) ন তিষ্ঠতি (বর্তমান থাকে না) ; এনম্ (ইঁহাকে) কঃ চন (কেহই) চক্ষুষা (চক্ষু দ্বারা) ন পশ্যতি (দর্শন করে না)। মনসা (মননরূপ সম্যগ্‌দর্শন সহায়ে) অভিক্লৃপ্তঃ (অভিপ্রকাশিত আত্মা) হৃদা (হৃদয়ে অবস্থিত) মনীষা (মনের নিয়ন্তা বিকল্পবিহীন বুদ্ধি দ্বারা) [জ্ঞাত হইয়া থাকেন]। যে (যাঁহারা) এতৎ (উক্ত আত্মাকে প্রত্যক্ ব্রহ্মরূপে, অবিষয়রূপে) বিদুঃ (জ্ঞাত হন) তে (তাঁহারা) অমৃতাঃ (অমর) ভবন্তি (হন)। ২।৩।৯

ইঁহার রূপ দৃষ্টির গোচরীভূত হয় না। ইঁহাকে কেহই চক্ষু দ্বারা অনুভব করিতে পারে না। এই আত্মা যখন মননরূপ সম্যগ্‌দর্শন সহায়ে অভিপ্রকাশিত[১] হন, তখন তিনি হৃদয়ে অবস্থিত বিষয়-কল্পনা-শূন্য বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা উপলব্ধ হন[২]। যাঁহারা উক্ত আত্মাকে ব্রহ্মরূপে জানেন, তাঁহারা অমর হন। ২।৩।৯

১। ঘটাদি যত বাহ্যবস্তু আছে—যাহা আমার দৃশ্য—তাহারা সকলেই যেরূপ দ্রষ্টা আমা হইতে ভিন্ন, সেইরূপ এই কার্যকরণ-সংঘাত মধ্যে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি যাহা কিছু দৃশ্য বা অনুমেয় বস্তু আছে, তাহা দ্রষ্টা আত্মা হইতে ভিন্ন। দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিতে যে চৈতন্যাংশ আছে, তাহাই আমি। বিভিন্ন শরীরস্থ আত্মার লক্ষণ বিভিন্ন নহে, অর্থাৎ সকলেই একরূপ ও শুদ্ধচৈতন্য ; সুতরাং সকল আত্মাই এক। এই প্রকার বিচারের দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব এইরূপেই সম্ভাবিত হয়, কিন্তু প্রমাণিত হয় না। ইহাই মূলে অভিক্লৃপ্ত (অভিপ্রকাশিত) শব্দে বলা হইয়াছে।

২। বুদ্ধিকে মূলে মনীট্ বলা হইয়াছে। কারণ বুদ্ধি মনের ঈশ্বর বা নিয়ন্তা। বাহ্য করণসমূহ উপরত হইলেও মুমুক্ষুর মন যখন বিষয়-চিন্তা করিতে থাকে, তখন

বুদ্ধিই উক্ত মনকে সংযত করে। উক্ত নিয়ন্ত্রণ এইরূপ—"হে মন, তুমি জড়; ভোগ্য বিষয়ে তোমার প্রয়োজন নাই। আত্মা চেতন ও আনন্দস্বরূপ—সুতরাং তাঁহারও বিষয়ে প্রয়োজন নাই। অতএব বিষয়-চিন্তা হইতে বিরত হও।" ইহার ফলে ক্রমে "আমি ব্রহ্ম" ইত্যাকার বিষয়বিকল্পশূন্য বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা ব্রহ্ম অবিষয়রূপে জ্ঞাত হন; বিষয়রূপে কিন্তু তিনি কখনও জ্ঞাত হন না। ২।৩।১২; শ্বেঃ ৪।২০ দ্রষ্টব্য।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥ ১০

[এই হৃৎধমনীটি প্রাপ্তির উপায়ভূত যোগ বলা হইতেছে]—যদা (যখন) মনসা সহ (মনের সহিত) পঞ্চ (পাঁচটি) জ্ঞানানি (জ্ঞানেন্দ্রিয়) অবতিষ্ঠন্তে (ব্যাপার-শূন্যরূপে অবস্থান করে) বুদ্ধিঃ চ (এবং বুদ্ধিও) ন বিচেষ্টতি (নিজ কার্যে ব্যাপৃত হয় না), তাম্ (সেই অবস্থাকেই) পরমাম্ (উত্তম) গতিম্ (অবস্থা) আহুঃ ([যোগিগণ] বলিয়া থাকেন)। [পাঠান্তর—বিচেষ্টতে]। ২।৩।১০

যে অবস্থায় মনের সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যাপারশূন্য হয় এবং বুদ্ধিও স্বকার্যে ব্যাপৃত হয় না, সেই অবস্থাকেই জ্ঞানিগণ উত্তম গতি বলিয়া থাকেন। ২।৩।১০

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ॥ ১১

স্থিরাম্ (অচলভাবে) ইন্দ্রিয়-ধারণাম্ (বাহ্যান্তঃকরণের ধারণরূপ) তাম্ (উক্ত অবস্থাকেই) যোগম্ ইতি (যোগ-শব্দের বাচ্য) মন্যন্তে (মনে করিয়া থাকেন); তদা (সেই যোগারম্ভাবস্থায়ই) অপ্রমত্তঃ (প্রমাদশূন্য, সমাধিপ্রবণ) ভবতি (হয়, হওয়া উচিত)—হি (কেন না) যোগঃ (যোগ) প্রভব-অপ্যয়ৌ (উৎপত্তিবান্ ও বিনাশধর্মী)—[অতএব বিনাশ পরিহারার্থ যত্নবান্ হওয়া উচিত]। ২।৩।১১

বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ সমুদয়কে অচলভাবে ধারণ করা রূপ যে অবস্থা, তাহাকেই যোগিগণ যোগ-শব্দে[১] অভিহিত করেন। সেই যোগারম্ভেই প্রমাদ পরিত্যাগ করা উচিত; কারণ যোগের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। (সুতরাং উহার বিনাশ পরিহারের জন্য যত্ন করা কর্তব্য)। ২।৩।১১

১। বাহ্য বিষয়ের ভোগ ত্যাগ করা রূপ যে "বিয়োগ", তাহাকেই যোগিগণ "যোগ" বলিয়া থাকেন (গীতা ৬।২৩ দ্রঃ); কেন না তখন আত্মা স্বরূপের সহিত যুক্ত হইয়া স্ব-মহিমায় অবস্থান করেন।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥ ১২

[পরমাত্মা] বাচা (বাক্যের দ্বারা) প্রাপ্তুম্ (অবগম্য হইবার) ন এব শক্যঃ (অবশ্যই যোগ্য নহেন) মনসা ন (মনের দ্বারাও নহেন), চক্ষুষা ন (চক্ষুর দ্বারাও নহেন); অস্তি ইতি ("পরমাত্মা আছেন" এইরূপ) ব্রুবতঃ (যিনি বলেন তাঁহা হইতে) অন্যত্র (অপরের নিকট অর্থাৎ নাস্তিকগণমধ্যে) কথম্ (কি প্রকারে) তৎ (ঐ ব্রহ্ম) উপলভ্যতে (অনুভূত হইতে পারেন)? ২।৩।১২

পরমাত্মা বাক্যের দ্বারা অবগত হন না, মনের দ্বারা নহেন, চক্ষুর দ্বারাও নহেন। "অস্তি" অর্থাৎ আছেন—এইরূপে যাঁহারা আত্মা সম্বন্ধে উল্লেখ করেন, সেই আস্তিকগণ হইতে ভিন্ন নাস্তিকগণের নিকট ব্রহ্ম কিরূপে উপলব্ধ হইবেন[১]? ২।৩।১২

১। নাস্তিক মনে করে যে, যোগাবলম্বনে বুদ্ধ্যাদির বিলয় হইলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু আস্তিক বলেন যে, সৎ-বস্তুতে পর্যবসিত না হইয়া কার্যের বিনাশ হইতে পারে না। ঘট স্বীয় কারণরূপে বিদ্যমান মৃত্তিকাতেই লীন হয়, ইহাই ঘটের বিনাশ। বিশেষতঃ জগতের মূল কারণ অসৎ হইলে কার্যরূপ জগৎও

অসৎ বলিয়াই প্রতিভাত হইত ; কেন না কারণের গুণই কার্যে অনুস্যূত হয়। অতএব স্থির হইল যে, ব্রহ্মের সত্তায়ই জগৎ সত্তাবান্। শং ১।১৩

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥ ১৩

[অতএব বুদ্ধ্যাদি উপাধিবিশিষ্ট আত্মাকে] অস্তি ইতি এব ("অস্তি" এইরূপেই) উপলব্ধব্যঃ (অনুভব করিতে হইবে), তত্ত্বভাবেন চ (এবং সদসৎ-প্রত্যয়-বর্জিত নিরুপাধিকরূপেও) [অনুভব করিতে হইবে] ; উভয়োঃ (উক্ত সোপাধিক এবং নিরুপাধিক আত্মার মধ্যে) অস্তি ইতি এব উপলব্ধস্য ("অস্তি" বলিয়া যে সোপাধিক আত্মা অনুভূত হইয়াছেন তাঁহারই) তত্ত্বভাবঃ (নিরুপাধিক স্বরূপ) প্রসীদতি ([সোপাধিক জ্ঞানবানের সকাশে] আত্মপ্রকাশনার্থ সম্মুখীন হয়)। ২।৩।১৩

(প্রথমতঃ সোপাধিক আত্মাকেই) অস্তিরূপে অনুভব করিতে হইবে এবং (তদনন্তর) নিরুপাধিকরূপেও অনুভব করিতে হইবে। সোপাধিক ও নিরুপাধিক এই উভয়ের মধ্যে অস্তিরূপে অনুভূত সোপাধিক আত্মারই নিরুপাধিক ভাবটি আত্মপ্রকাশার্থ তত্ত্বান্বেষীর সম্মুখে উপস্থিত হয়। ২।৩।১৩

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ ১৪

যে (যে সকল) কামাঃ (কামনা) অস্য (ইহার, মানুষের) হৃদি (হৃদয়ে) শ্রিতাঃ (আশ্রিত থাকে) সর্বে (সেই সকল) যদা (যখন) [পরমার্থ আত্মদর্শন বশতঃ] প্রমুচ্যন্তে (দূর হয়, বিশীর্ণ হয়) অথ (তৎকালে) মর্ত্যঃ (মর [জ্ঞানোৎপত্তির প্রাক্কালে যে মরণের অধীন ছিল, সে]) অমৃতঃ (অমর) ভবতি (হয়), অত্র (এই দেহেই) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) সমশ্নুতে (ভোগ করে, অর্থাৎ ব্রহ্ম হয়)। ২।৩।১৪

মানবহৃদয়ে যে সকল কামনা আশ্রিত আছে তাহারা যখন বিশীর্ণ হয়[১] তখন মরণধর্মা মানুষই অমর হয় এবং এই দেহেই ব্রহ্মকে সম্ভোগ করে। ২।৩।১৪

১। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির মনে বর্তমান দেহ রক্ষার উপযোগী অন্নপানাদির কামনা ব্যতীত অন্য কোনও কামনা থাকে না। বস্তুতঃ উহা কামনা-পদ-বাচ্যই নহে; কেননা উহা প্রারব্ধবশে হইয়া থাকে। মানবীয় কামনার সহিত উহার কোনও প্রকৃত সাদৃশ্য নাই।

যদা সর্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্ ॥ ১৫

ইহ (জীবিতাবস্থায়ই) যদা (যখন) হৃদয়স্য (বুদ্ধির) সর্বে (সকল) গ্রন্থয়ঃ (গ্রন্থির ন্যায় দৃঢ় বন্ধনরূপ অবিদ্যাপ্রত্যয় সমূহ) প্রভিদ্যন্তে (বিনষ্ট হয়) অথ মর্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি [পূর্ববৎ]; এতাবৎ হি ([সমস্ত বেদান্তের] এইটুকু মাত্রই) অনুশাসনম্ (উপদেশ) [এতদতিরিক্ত নহে]। ২।৩।১৫

জীবিতাবস্থায়ই যখন বুদ্ধির বন্ধনসমূহ বিনষ্ট[১] হয় তখন মর্ত্য মানুষ অমর হয়। এইটুকু[২] মাত্রই সর্ববেদান্তের উপদেশ। ২।৩।১৫

১। মুঃ ২।২।৮ ২। প্রঃ ৬।৭, কেঃ ৪।৭

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥ ১৬

শতম্ চ (এক শত) একা চ (এবং [সুষুম্না নামক] একটি) নাড্যঃ (শিরাসমূহ) হৃদয়স্য (হৃদয় হইতে [বিনিঃসৃত হইয়াছে]); তাসাম্ (তাহাদের মধ্যে) একা (একটি সুষুম্নাখ্যা নাড়ী) মূর্ধানম্ অভিনিঃসৃতা (ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে); [মরণকালে] তয়া (উক্ত নাড়ী অবলম্বনে) ঊর্ধ্বম্ (ঊর্ধ্ব দিকে) আয়ন্ ([সূর্যমার্গে] গমন করিয়া) অমৃতত্বম্ ([আপেক্ষিক] অমরত্ব) এতি

(লাভ হয়), বিষ্বঙ্ (বিভিন্ন দিকে প্রসারিত) অন্যাঃ (অন্য নাড়ীসমূহ) উৎক্রমণে ভবন্তি (সংসারপ্রাপ্তির কারণ হয়)। ২।৩।১৬

হৃদয় হইতে নিষ্ক্রান্ত একশত একটি নাড়ীর মধ্যে একটি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে। উৎক্রমণকালে এই নাড়ীকে অবলম্বন করিয়া ঊর্ধ্বে গমনপূর্বক (সাধক) অমৃতত্ব[১] লাভ করেন। অন্যান্য নাড়ীমার্গে উৎক্রমণ সংসারগতির কারণ হয়। ২।৩।১৬

১। ইহা আপেক্ষিক অমৃতত্ব। ইহা শুদ্ধব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানের ফল নহে (২।৩।১৪ দ্রঃ)। তবে নচিকেতা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত অগ্নিবিদ্যার ফল-স্বরূপ এখানে ইহা উক্ত হইল। কারণ এই ফল পূর্বে উক্ত হয় নাই।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥ ১৭

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ [হৃদয়দেশে অবস্থিত]) অন্তরাত্মা (অন্তরাত্মা) পুরুষঃ (পরমাত্মা) সদা (সর্বদা) জনানাম্ (মনুষ্যদিগের) হৃদয়ে (হৃদয়ে) সং-নিবিষ্টঃ (প্রবিষ্ট হইয়া আছেন); মুঞ্জাৎ (মুঞ্জ ঘাস হইতে) ইষীকাম্ ইব (শীষের ন্যায়) তম্ (তাঁহাকে) স্বাৎ (স্বকীয়) শরীরাৎ (শরীরত্রয় হইতে) ধর্যেণ (ধৈর্যের সহিত, অপ্রমত্ত হইয়া) প্রবৃহেৎ (বিবিক্ত করিবে, পৃথক্ করিবে)। তম্ ([শরীর হইতে পৃথক্‌কৃত] তাঁহাকে) শুক্রম্ (শুদ্ধ) অমৃতম্ (অমৃত ব্রহ্ম) [বলিয়া] বিদ্যাৎ (জানিবে), তম্ বিদ্যাৎ শুক্রমমৃতম্ ইতি [অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি-সূচক]। ২।৩।১৭

অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অন্তরাত্মা পুরুষ সর্বজনের হৃদয়ে সর্বদা অবস্থিত আছেন। মুঞ্জ ঘাস হইতে শীষের ন্যায় তাঁহাকে স্বীয় শরীর হইতে ধৈর্যের সহিত পৃথক্ করিবে। এইরূপে বিবিক্ত তাঁহাকেই শুদ্ধ অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। ২।৩।১৭

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা
বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ কৃৎস্নম্।
ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যু-
রন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব ॥ ১৮

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী ॥

[বিদ্যার স্তুতিজ্ঞাপক আখ্যায়িকার উপসংহার হইতেছে]—অথ (অনন্তর) মৃত্যুপ্রোক্তাম্ (যম-কর্তৃক উক্ত) এতাম্ (এই) বিদ্যাম্ (ব্রহ্মবিদ্যা) চ (এবং) কৃৎস্নম্ (সম্পূর্ণ) যোগবিধিম্ (যোগবিধি) লব্ধ্বা (প্রাপ্ত হইয়া) নচিকেতঃ (নচিকেতা) বিরজঃ (ধর্ম ও অধর্ম হইতে মুক্ত) [এবং] বিমৃত্যুঃ (কাম ও অবিদ্যা শূন্য [হইয়া]) ব্রহ্ম-প্রাপ্তঃ অভূৎ (মুক্ত হইয়াছিলেন) ; অন্যঃ অপি যঃ (অন্যও যিনি) অধ্যাত্মম্ এব (নিরুপচরিত প্রত্যক্-স্বরূপকেই) এবং-বিৎ (এই প্রকারে জানেন) [তিনিও উক্ত ফল প্রাপ্ত হন] । ২।৩।১৮

মৃত্যুপ্রোক্ত এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং সম্পূর্ণ যোগবিধি লাভপূর্বক নচিকেতা বিরজ ও বিমৃত্যু হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। অন্য যিনি (নিরুপচরিত) প্রত্যক্-স্বরূপকে এইরূপে জানেন তিনিও উক্ত ফল প্রাপ্ত হন। ২।৩।১৮

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অথর্ববেদীয়

প্রশ্নোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি-
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

[হে] দেবাঃ (দেবগণ), কর্ণেভিঃ (= কর্ণৈঃ, শ্রোত্রসমূহের দ্বারা) ভদ্রম্ (কল্যাণ বচন) শৃণুয়াম (শুনিতে যেন সমর্থ হই); [হে] যজত্রাঃ (যজনীয় দেবগণ) অক্ষভিঃ (= অক্ষিভিঃ, চক্ষুর দ্বারা) ভদ্রম্ (সুশোভন দ্রব্য, পুষ্পাদি) পশ্যেম (দর্শন করিতে যেন সমর্থ হই); স্থিরৈঃ (দৃঢ়, অচঞ্চল) অঙ্গৈঃ (হস্তপদাদি অবয়ব) [এবং] তনূভিঃ (শরীরের সহিত [যুক্ত হইয়া আমরা]) তুষ্টুবাংসঃ (আপনাদিগের স্তব করিয়া) দেবহিতম্ (প্রজাপতি দ্বারা বিহিত, অথবা দেবকর্মে রত) যৎ (যে) আয়ুঃ (জীবনকাল) [তাহা] ব্যশেম (যেন প্রাপ্ত হই)। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক)।

হে দেবগণ, আমরা কর্ণসমূহের দ্বারা যেন কল্যাণ বচন শ্রবণ করি ; হে যজনীয় দেবগণ, আমরা চক্ষুসমূহের দ্বারা যেন শোভন বস্তু দর্শন করি ; দৃঢ় অবয়ব এবং শরীর বিশিষ্ট হইয়া আমরা যেন আপনাদিগের স্তব করিয়া দেবকর্মে নিরত আয়ু প্রাপ্ত হই। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

প্রথম প্রশ্ন

ওঁ সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ, শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ, সৌর্যায়ণী চ গার্গ্যঃ, কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নো, ভার্গবো বৈদর্ভিঃ, কবন্ধী কাত্যায়নঃ—তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণা "এষ হ বৈ তৎ সর্বং বক্ষ্যতি" ইতি তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ ॥ ১

ভারদ্বাজঃ (ভরদ্বাজপুত্র) সুকেশা চ, শৈব্যঃ চ (ও শিবির পুত্র) সত্যকামঃ, চ গার্গ্যঃ (গর্গগোত্রোদ্ভব) সৌর্যায়ণী (=সৌর্যায়ণিঃ, সূর্যের পৌত্র), চ আশ্বলায়নঃ (অশ্বলপুত্র) কৌসল্যঃ, ভার্গবঃ (ভৃগুবংশীয়) বৈদর্ভিঃ (বিদর্ভ দেশে জাত), কাত্যায়নঃ (কত্যতনয়) কবন্ধী—তে হ (এবংবিধ নামগোত্রবান্ তাঁহারা) ব্রহ্মপরাঃ (অপরব্রহ্মপরায়ণ), ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ (অপরব্রহ্মারাধনপর) এতে (ইঁহারা) পরম্ ব্রহ্ম (পরব্রহ্মকে) অন্বেষমাণাঃ (জানিতে ইচ্ছুক হইয়া)—এষঃ (ইনি) হ বৈ (নিশ্চয়ই) তৎ সর্বম্ (সেই সমুদয়) বক্ষ্যতি (বলিবেন) ইতি (এই মনে করিয়া) তে হ (তাঁহারা) সমিৎ-পাণয়ঃ (হস্তে সমিধ্ভার অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠ গ্রহণপূর্বক) ভগবন্তম্ (ভগবান্) পিপ্পলাদের সমীপে গমন করিলেন)। ১।১

ভরদ্বাজতনয় সুকেশা, শিবিপুত্র সত্যকাম, গর্গগোত্রীয় সৌর্যায়ণি, অশ্বলতনয় কৌসল্য, ভৃগুবংশীয় বৈদর্ভি, ও কত্যতনয় কবন্ধী—এইরূপ প্রসিদ্ধবংশীয় ব্রহ্মপর ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ইঁহারা পরব্রহ্ম কিংস্বরূপ তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া—"ইনি নিশ্চয়ই সেই সমুদয় বলিবেন" এইরূপ মনে করিয়া সমিৎহস্তে ভগবান্ পিপ্পলাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন[১]। ১।১

১। অথর্বোপনিষদে (মুণ্ডকে) যে সকল বিষয় কথিত হইয়াছে তাহা [illegible] বলিয়া তাহার বিস্তারের জন্য প্রশ্নোপনিষৎ নামক এই ব্রাহ্মণোপনিষৎ আরম্ভ হইতেছে। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ঐ বিষয়গুলি আলোচিত হইবে। আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য বিদ্যার স্তুতি।

তান্ হ স ঋষিরুবাচ—ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ ; যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছত ; যদি বিজ্ঞাস্যামঃ সর্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি ॥ ২

তান্ (এইরূপে আগত তাঁহাদিগকে) সঃ ঋষিঃ (সেই ঋষি) উবাচ হ (বলিলেন) [যদিও পূর্বে তোমরা তপস্বী ছিলে তথাপি] ভূয়ঃ এব (পুনরপি) তপসা (ইন্দ্রিয়-সংযম সহকারে) ব্রহ্মচর্যেণ (ব্রহ্মচারী ভাবে) শ্রদ্ধয়া (আস্তিক্য বুদ্ধি সহকারে) সংবৎসরম্ (এক বৎসর) সংবৎস্যথ (সম্যক্‌রূপে অর্থাৎ গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ হইয়া বাস কর) ; [অতঃপর] যথাকামম্ (ইচ্ছানুরূপ) প্রশ্নান্ (প্রশ্নসমূহ) পৃচ্ছত (জিজ্ঞাসা করিও) ; যদি (যদি) বিজ্ঞাস্যামঃ (আমি জানি) [তবে] বঃ (তোমাদের জিজ্ঞাসিত) সর্বম্ হ (সমস্তই) বক্ষ্যামঃ (বলিব) ইতি। ১।২

এইরূপে আগত তাঁহাদিগকে ঋষি বলিলেন—পুনরায় ইন্দ্রিয়সংযম, ব্রহ্মচর্য, ও আস্তিক্যবুদ্ধি সহকারে এক বৎসরকাল যথাবিধি বাস কর ; অতঃপর নিজ নিজ অনুসন্ধিৎসা অনুসারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও ; যদি আমার জানা থাকে, তবে তোমাদের জিজ্ঞাসিত সমস্তই বলিব[১]। ১।২

১। ইহা সর্বজ্ঞ ঋষির বিনয়। ইহাতে এইরূপও ইঙ্গিত করা হইল যে, গুরু ও শিষ্য উভয়েই সত্যবাদী হইবেন। এই আখ্যায়িকার আরম্ভে ইহাই দেখান হইল যে, সর্বজ্ঞকল্প ও বিনয়সম্পন্ন ব্যক্তিই গুরু হইবেন এবং শিষ্যও শ্রদ্ধাবান্‌, ব্রহ্মচারী ও তপস্বী হইবেন। মুঃ ৩।১।৫, ১।২।১২-১৩

অথ কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্য পপ্রচ্ছ—ভগবন্, কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি। ৩

অথ (অনন্তর, এক বৎসর পরে) কবন্ধী কাত্যায়নঃ উপেত্য (ঋষির সমীপে যাইয়া) পপ্রচ্ছ (প্রশ্ন করিলেন)—ভগবন্ (হে ভগবন্), কুতঃ হ বৈ (কোন্ কারণ বিশেষ হইতে) ইমাঃ প্রজাঃ (এই সকল উৎপত্তিশীল প্রাণী) প্রজায়ন্তে (উদ্ভূত হয়)? ইতি (এই কথা)। ১।৩

বৎসরান্তে কবন্ধী কাত্যায়ন[১] পিপ্পলাদসকাশে উপস্থিত হইয়া এই প্রশ্ন করিলেন—হে ভগবন্, কোন্ কারণবিশেষ হইতে এই সকল প্রাণী উদ্ভূত হয়[২]? ১।৩

১। এখানে যুবার্থে আয়নন্ প্রত্যয় হইয়াছে, অর্থাৎ কত্যের যুবা পুত্র। এতদ্দ্বারা ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তৎকালে তাঁহার প্রপিতামহ জীবিত ছিলেন।

২। যদিও পরব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাবসরে এইরূপ প্রশ্ন অসঙ্গত, তথাপি উপাসনাবিহীন কর্মের ফল ও উপাসনাযুক্ত কর্মের ফল সম্বন্ধে বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য এইরূপ প্রশ্নোত্তর হইতেছে। ঐরূপ বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিরাই পরা বিদ্যার অধিকারী।

তস্মৈ স হোবাচ—প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত; স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে—রয়িং চ প্রাণং চেতি—এতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি। ৪

সঃ (পিপ্পলাদ) তস্মৈ (তাঁহাকে) উবাচ হ (বলিলেন)—প্রজাপতিঃ [সন্] (সর্বাত্মা হইয়া, সৃজ্যমান প্রাণীদিগের পতি, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ, হইয়া) প্রজাকামঃ (প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক) সঃ বৈ (তিনিই, সাধক-বিশেষই) তপঃ (শ্রুতিপ্রকাশিত বস্তুর বিষয়ে জন্মান্তরীণ সংস্কার হইতে লব্ধ জ্ঞান) অতপ্যত (আলোচনা করিয়াছিলেন); সঃ (তিনি) তপঃ তপ্ত্বা (তপস্যা করিয়া, জ্ঞানালোচনা করিয়া) রয়িম্ চ প্রাণম্ চ (ধন, অর্থাৎ অন্নস্থানীয় সোম,

চ প্রাণং অর্থাৎ ভোক্তৃস্থানীয় অগ্নি) ইতি (এই) মিথুনম্ (যুগল) সঃ (তিনি উৎপাদয়তে (উৎপন্ন করিলেন)—এতৌ (এই অগ্নীষোম) মে (আমার প্রজাঃ (সন্তানসমূহ) বহুধা (অনেক প্রকারে) করিষ্যতঃ (বৃদ্ধি বা উৎপাদন করিবে) ইতি (এই মনে করিয়া) । ১৪

তিনি তাঁহাকে বলিলেন—প্রজাপতি হইয়া তিনিই[১] প্রজাসৃষ্টি-কামনায় বেদপ্রকাশিত জ্ঞানের আলোচনারূপ তপস্যা করিলেন ; তিনি জ্ঞানালোচনা করিয়া "এই উভয়েই আমার প্রজাবর্গকে বহুরূপে বর্ধিত করিবে" এইরূপ চিন্তাপূর্বক অগ্নি ও সোম[২] এই মিথুনকে উৎপাদন করিলেন[৩] । ১৪

১। প্রজাপতিত্ব লাভের উদ্দেশ্যে পূর্বকল্পে যিনি তদুপযুক্ত কর্ম এবং 'আমি সর্বাত্মা প্রজাপতি' এইরূপ উপাসনা করিয়াছিলেন, তিনিই পরকল্পের প্রথমে হিরণ্যগর্ভ হইলেন, এবং বেদপ্রকাশিত জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশ পাইল। বৃঃ ১।২।৪, ১।৫।২৩ ব্রঃ সূঃ ১।৩।২৮ ; মুঃ ১।২।১১

২ গীতা ১৫।১২-১৪

৩। এখানে ও পরবর্তী কণ্ডিকা গুলিতে ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে যে, প্রজাপতিই সকলের স্রষ্টা। অগ্নি ও সোম ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। অতএ[illegible] বুঝিতে হইবে যে, তিনি ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির পরে কালের অধিষ্ঠাতা অগ্নি ও সোম, অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্রকে, সৃষ্টি করিলেন।

আদিত্যো হ বৈ প্রাণো, রয়িরেব চন্দ্রমাঃ ; রয়ির্বা এতৎ সর্বং যন্মূর্তং চামূর্তং চ ; তস্মান্মূর্তিরেব রয়িঃ ॥ ৫

আদিত্যঃ হ বৈ (সূর্যই) প্রাণঃ (প্রাণ), রয়িঃ এব (অন্নই) চন্দ্রমাঃ (চন্দ্র, সোম) ; এতৎ (এই) যৎ (যাহা) মূর্তম্ চ অমূর্তম্ চ (স্থূল ও সূক্ষ্ম)—সর্বম্ বৈ (সমস্তই) রয়িঃ (অন্ন) ; তস্মাৎ (অমূর্ত হইতে পৃথককৃত) মূর্তিঃ এব (স্থূলই) রয়িঃ (অন্ন) । ১৫

সূর্যই প্রাণ¹, আর চন্দ্রই রয়ি²; স্থূল ও সূক্ষ্ম এই যাহা কিছু, সমস্তই অন্ন³; অমূর্ত, অর্থাৎ সূক্ষ্ম, হইতে পৃথক্‌কৃত স্থূল পদার্থই অন্ন⁴। ১।৫

১। একই আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণ তেজের তিন অবস্থা—তিনি আধিদৈবিকরূপে সূর্য, আধিভৌতিকরূপে অগ্নি, এবং আধ্যাত্মিকরূপে প্রাণ।

২। অন্ন চন্দ্রকিরণসঞ্চিত ও চন্দ্রকিরণে পুষ্ট হয়; অতএব চন্দ্র ভোক্তাভোগ্যরূপ।

৩। সকলেই প্রাণের ভক্ষ্য। অন্ন সর্বাত্মক, অতএব উহা প্রজাপতির সহিত অভিন্ন। প্রজাপতির দুইটি রূপ—অন্ন ও অত্তা, খাদ্য ও খাদক।

৪। মূর্ত ও অমূর্তের মধ্যে আবার খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ আছে; কেন না স্থূল বস্তু তাহার সূক্ষ্ম কারণে লীন হয়। রয়ি ও প্রাণ হইতেই সম্বৎসর সৃষ্ট হয়।

অথাদিত্য উদয়ন্ যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি, তেন প্রাচ্যান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে। যদ্দক্ষিণাং, যৎ প্রতীচীং, যদুদীচীং যদধো, যদূর্ধ্বং যদন্তরা দিশো, যৎ সর্বং প্রকাশয়তি, তেন সর্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে ॥ ৬

[যাহা অন্ন তাহাও প্রাণ, অতএব অত্তা প্রাণও সর্বস্বরূপ প্রজাপতি; ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে]—অথ (আর) আদিত্যঃ (সূর্য) উদয়ন্ (উদিত হইয়া) যৎ (যে) প্রাচীম্ (পূর্ব) দিশম্ প্রবিশতি (দিকে প্রবেশ অর্থাৎ দিক্‌কে ব্যাপ্ত করেন) তেন (সেই ব্যাপ্তিদ্বারা) প্রাচ্যান্ (পূর্বস্থ) প্রাণান্ (প্রাণীদিগের প্রাণসমূহকে) রশ্মিষু (কিরণ মধ্যে) সন্নিধত্তে (সন্নিবিষ্ট, আত্মভূত করেন)। দক্ষিণাম্ (দক্ষিণ দিকে যৎ (যে প্রবেশ করেন), প্রতীচীম্ (পশ্চিম দিকে) যৎ, উদীচীম্ (উত্তর দিকে) যৎ, অধঃ (নিম্ন দিকে) যৎ ঊর্ধ্বম্ (ঊর্ধ্ব দিকে) যৎ, অন্তরাঃ দিশঃ (দিক্-কোণ সমূহে) যৎ, সর্বম্ (অপর সকলকে) যৎ প্রকাশয়তি (প্রকাশ করেন, স্বজ্যোতি দ্বারা ব্যাপ্ত করেন) তেন (সেই ব্যাপ্তিদ্বারা) সর্বান্ প্রাণান্ (সর্বদিক্‌স্থিত প্রাণীদিগের প্রাণ-সমূহকে) রশ্মিষু (নিজ কিরণমধ্যে) সন্নিধত্তে (সন্নিবিষ্ট করেন)। ১।৬

আর সূর্য উদিত হইয়া যে আপন জ্যোতিতে পূর্বদিক্ পরিব্যাপ্ত করেন, তদ্দ্বারা পূর্বদিকে অবস্থিত প্রাণসমূহকে তিনি স্বীয় কিরণ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন। দক্ষিণে, পশ্চিমে, উত্তরে, নিম্নে, ঊর্ধ্বে, দিক্-কোণসমূহে যে তিনি প্রবেশ করেন এবং অপর সকলকে যে প্রকাশিত করেন, তদ্দ্বারা তিনি সর্বদিকে অবস্থিত প্রাণসমূহকে নিজ কিরণমধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন। ১।৬

স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোঽগ্নিরুদয়তে। তদেতদ্ ঋচাঽভ্যুক্তম্—॥ ৭

এষঃ (এই অত্তা প্রাণ) বৈশ্বানরঃ (সর্বজীবাত্মক) বিশ্বরূপঃ (সর্বপ্রপঞ্চাত্মক) প্রাণঃ (প্রাণ) [এবং] অগ্নিঃ (অগ্নি)। সঃ (সেই অত্তাই) [বৃঃ ১।২।৫ (অদিতি)] উদয়তে (উদিত হন)। তৎ এতৎ (উক্তরূপে বর্ণিত এই বস্তুই) [পরবর্তী] ঋচা (ঋক্ মন্ত্রে) অভ্যুক্তম্ (কথিত হইয়াছে)। ১।৭

ইনিই, অর্থাৎ এই অত্তাই, সর্বজীবাত্মক ও সর্ব-জগদ্রূপী প্রাণ এবং অগ্নি। এই সেই অত্তাই (সূর্যরূপে) উদিত হন। উক্তরূপে বর্ণিত এই বস্তুই ঋক্মন্ত্রে কথিত হইয়াছেন—। ১।৭

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং
পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ
প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্যঃ॥ ৮

বিশ্বরূপম্ (সর্বরূপ) হরিণম্ (রশ্মিমান্) জাতবেদসম্ (জাতপ্রজ্ঞ, সর্ববিষয়ে যিনি জ্ঞানবান্) পরায়ণম্ (সর্বপ্রাণাশ্রয়); জ্যোতিঃ (সর্বপ্রাণীর চক্ষুঃস্বরূপ) একম্

(অদ্বিতীয়) তপন্তম্ (তাপক্রিয়াকারী সূর্যকে) [জ্ঞানীগণ জানেন]; সহস্ররশ্মিঃ (অনন্ত কিরণশালী), শতধা [(প্রাণিভেদে] অনেক প্রকারে) বর্তমানঃ (বর্তমান), প্রাণানাম্ (প্রাণিবর্গের) প্রাণঃ (প্রাণস্বরূপ) এষঃ (এই) সূর্যঃ (সূর্য) উদয়তি (উদিত হইতেছেন)। ১।৮

বিশ্বরূপ, রশ্মিমান্, জাতপ্রজ্ঞ, অখিলপ্রাণাশ্রয়, নিখিলের চক্ষুস্বরূপ, অদ্বিতীয়, তাপক্রিয়াকারী সূর্যকে (জ্ঞানীরা জানেন)। অনন্ত কিরণশালী, (প্রাণিভেদে) শতধা বিদ্যমান, প্রাণিবর্গের প্রাণস্বরূপ এই সূর্য উদিত হইতেছেন। ১।৮

সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ। তস্যায়নে দক্ষিণং চোত্তরং চ। তদ্যে হ বৈ তদিষ্টাপূর্তে কৃতমিত্যুপাসতে, তে চান্দ্রমসমেব লোকমভিজয়ন্তে; ত এব পুনরাবর্তন্তে। তস্মাদেত ঋষয়ঃ প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে। এষ হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযাণঃ ॥ ৯

সংবৎসরঃ বৈ (সংবৎসরই) প্রজাপতিঃ (প্রজাপতি); তস্য (সেই সংবৎসরাখ্য প্রজাপতির) অয়নে (ষণ্মাসাত্মক দুইটি অয়ন বা পথ)—দক্ষিণম্ চ উত্তরম্ চ (দক্ষিণ ও উত্তর)। তৎ (তন্মধ্যে) যে হ বৈ (যাঁহারাই) ইষ্টাপূর্তে (ইষ্ট ও পূর্ত) ইতি ([দত্ত] ইত্যাদিকে) কৃতম্ তৎ ([শ্রৌত ও স্মার্ত] কর্তব্য কর্ম এইরূপ ভাবিয়া [নিত্যকর্মরূপে নহে]) [ইতি (যেহেতু)] উপাসতে (তৎপরতা সহকারে অনুষ্ঠান করেন) [অতএব] তে (তাঁহারা) চান্দ্রমসম্ এব (কেবল চন্দ্র সম্বন্ধীয়) লোকম্ (লোক) অভিজয়ন্তে (জয় করেন, অর্থাৎ লাভ করেন)। তে (তাঁহারা) পুনঃ (পুনর্বার) আবর্তন্তে এব (অবশ্যই আবর্তন করেন)। তস্মাৎ (সেই জন্যই) এতে ঋষয়ঃ (এই সকল স্বর্গদ্রষ্টা) প্রজাকামাঃ (সন্তানার্থী গৃহস্থগণ) দক্ষি[illegible] মার্গ অর্থাৎ তদুপলক্ষিত চন্দ্রলোক) প্রতিপদ্যন্তে (প্রাপ্ত হন); যঃ [illegible] পিতৃযাণঃ (= পিতৃযানঃ, অর্থাৎ তদুপলক্ষিত চন্দ্র) এষঃ হ বৈ (ইহাই) রয়িঃ ([illegible])।৯

সংবৎসরই প্রজাপতি[১], তাঁহার দুইটি অয়ন বা পথ—উত্তর ও দক্ষিণ। তন্মধ্যে যাঁহারাই ইষ্ট, পূর্ত ইত্যাদি[২] কর্মকে স্বীয় কর্তব্যরূপে গ্রহণ করিয়া যত্নসহকারে অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা তাহার ফলে[৩] কেবল চন্দ্রলোকই[৪] জয় করেন এবং সেইজন্য তাঁহারা পুনরাবর্তন করেন[৫]। সুতরাং স্বর্গভ্রষ্টা সন্তানার্থী গৃহস্থগণ দক্ষিণমার্গ প্রাপ্ত হন। যাহা পিতৃমার্গ, উহাই অন্ন। ১।৯

১। চন্দ্র ও আদিত্য দ্বারা সম্পাদ্য তিথি অহোরাত্র প্রভৃতির সমষ্টিই সম্বৎসর বা কাল (মুঃ ২।১।৬-৯)। চন্দ্র-সূর্যের মিথুনাত্মক প্রজাপতি ও সম্বৎসর অভিন্ন। উপাসনারহিত ও উপাসনাযুক্ত কর্মের ফল প্রদানার্থ সূর্য দক্ষিণ মার্গে ও উত্তর মার্গে গমন করেন, তদ্দ্বারা সম্বৎসরাত্মক প্রজাপতিরই গমন হইয়া থাকে।

২। ইষ্ট—অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং ভূতানাং চানুকম্পনম্।
আতিথ্যং বৈশ্বদেবশ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে॥
পূর্ত—বাপীকূপতড়াগাদি দেবতায়তনানি চ।
অন্নপ্রদানমারামং পূর্তমিত্যভিধীয়তে॥
দত্ত—শরণাগতসন্ত্রাণং ভূতানাং বাপ্যহিংসনম্।
বহির্বেদি চ যদ্দানং দত্তমিত্যভিধীয়তে॥

৩। যেহেতু যজ্ঞাদিকেই কর্তব্যরূপে গ্রহণ করেন, এই জন্য। মুঃ ১।২।৭

৪। মিথুনাত্মক প্রজাপতির অন্নভূত অংশ। ৫। গীতা ৮।২৫

অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজয়ন্তে। এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনম্, এতদমৃতমভয়ম্, এতৎ পরায়ণম্, এতস্মান্ন পুনরাবর্তন্ত ইতি; এষ নিরোধঃ। তদেষ শ্লোকঃ॥ ১০

[illegible] তপসা (ইন্দ্রিয়জয় দ্বারা), ব্রহ্মচর্যেণ (ব্রহ্মচর্য দ্বারা) শ্রদ্ধয়া (আ[illegible]য়া) বিদ্যয়া (প্রজাপতিতে আত্মভাবনারূপ বিদ্যা অর্থাৎ উপাসনা

দ্বারা) আত্মানম্ (প্রাণ বা সূর্যরূপ জগদাত্মাকে) অন্বিষ্য (অন্বেষণ করিয়া, আমিই জগদাত্মা এইরূপ জানিয়া) উত্তরেণ (উত্তরমার্গে) আদিত্যম্ (আদিত্যকে) অভিজয়ন্তে (প্রাপ্ত হন)। এতৎ বৈ (ইনিই) প্রাণানাম্ (সর্ব প্রাণের) আয়তনম্ (আশ্রয়), এতৎ অমৃতম্ (অবিনাশী) অভয়ম্ (ভয়বর্জিত, চন্দ্রের ন্যায় ক্ষয়বৃদ্ধি-প্রাপ্তি রূপ ভয়রহিত), এতৎ পরায়ণম্ (পরাগতি), ইতি (যেহেতু) এতস্মাৎ (ইহা হইতে) ন পুনরাবর্তন্তে (পুনরাবৃত্ত হন না); এষঃ (ইনি) নিরোধঃ (অবিদ্বান্‌দিগের নিকট অবরুদ্ধ)। তৎ (ঐ বিষয়ে) এষঃ (এই [পরবর্তী]) শ্লোকঃ (মন্ত্র) [আছে]। ১।১০

আর তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা, ও উপাসনা সহায়ে (সূর্যরূপ) আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া উত্তরমার্গে আদিত্যকে[১] প্রাপ্ত হন। ইনিই সকল প্রাণের আশ্রয়; ইনি অবিনাশী ও ভয়হীন; ইনিই সর্বোত্তম গম্যস্থান—কারণ ইঁহা হইতে কেহ পুনরাবর্তন করে না[২]। অবিদ্বানের পক্ষে ইনি অবরুদ্ধ। এই বিষয়ে এই মন্ত্র আছে—। ১।১০

১। প্রজাপতির প্রাণ-অংশ সূর্যরূপী আত্মাকে।

২। গীতা ৮।২৪; বৃঃ ৬।২।১৫; মুঃ ৩।২।২-৭

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং
দিব আহুঃ পরে অর্ধে পুরীষিণম্।
অথেমে অন্য উ পরে বিচক্ষণং
সপ্তচক্রে ষড়র আহুরর্পিতম্, ইতি ॥ ১১

[কালবিদেরা এই আদিত্যকে] পঞ্চপাদম্ (পঞ্চ চরণবিশিষ্ট, [হেমন্ত ও শীতকে এক ধরিয়া পাঁচ ঋতুই সূর্যের পাঁচ চরণ]) পিতরম্ (জগৎপ্রসবিতা), দ্বাদশ-আকৃতিম্ (দ্বাদশ অবয়ববিশিষ্ট, [দ্বাদশ মাসই তাঁহার অবয়ব]) দিবঃ (দ্যুলোকের, [এখানে আনন্দগিরির মতে] আকাশরূপ অন্তরিক্ষলোকের) পরে অর্ধে (ঊর্ধ্ব স্থানে)

পুরীষিণম্ (উদকবর্ষী আহুঃ (বলিয়া থাকেন)। অথ (আবার); ইমে অন্যে উ (এই সকল অপর কালবিদেরা) [তাঁহাকে] বিচক্ষণম্ (নিপুণ, সর্বজ্ঞ) বলিয়া থাকেন], [এবং] পরে (অপরেরা) সপ্তচক্রে ([সপ্তাশ্বরূপ] চক্রে গতিমান্) ষড়রে (ষড়্‌ঋতুবিশিষ্ট কালাত্মাতে) [সমগ্র জগৎ] অর্পিতম্ (সমর্পিত) আহুঃ (বলিয়া থাকেন) ইতি। ১।১১

(এই আদিত্যকে কেহ কেহ) পঞ্চপাদ[1], পিতা, দ্বাদশাবয়ব, এবং অন্তরিক্ষের ঊর্ধ্বদেশে উদকবর্ষী[2] রূপে বর্ণনা করেন। অপর কেহ কেহ আবার ইঁহাকে সর্বজ্ঞ বলেন এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন যে, "সপ্তচক্র সহায়ে গমনকারী ও ষড়্‌ঋতু[3] বিশিষ্ট এই কালাত্মাতেই সমগ্র জগৎ অর্পিত[4]। ১।১১

১। পদসহায়ে চলার ন্যায় পঞ্চঋতুসহায়ে কালাত্মা অগ্রসর হন।

২। প্রঃ ১।১২ এর ১ম টিকা দ্রঃ। আদিত্য হইতে বৃষ্টি হয়, যথা :—

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যক্ আদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥ মনু

৩। হেমন্ত ও শীতকে পৃথক্ ধরিয়া।

৪। অর্থাৎ যেরূপেই বর্ণনা করা হউক না কেন, সর্বপ্রকারেই চন্দ্রাদিত্যরূপ সম্বৎসরাখ্য প্রজাপতিই জগতের কারণ। ঋগ্বেদ ১।১৬৪।১২

মাসো বৈ প্রজাপতিঃ। তস্য কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ, শুক্লঃ প্রাণঃ। তস্মাদেত ঋষয় শুক্ল ইষ্টং কুর্বন্তীতর ইতরস্মিন্ ॥ ১২

মাসঃ বৈ (মাসই) প্রজাপতিঃ (প্রাণ ও অন্ন রূপ মিথুনাত্মক প্রজাপতি)। তস্য (তাঁহার) কৃষ্ণ-পক্ষঃ (কৃষ্ণ পক্ষ) এব (ই) রয়িঃ (অন্ন, চন্দ্রমা), শুক্লঃ (শুক্লপক্ষ) প্রাণঃ (প্রাণ, অত্তা, অগ্নি)। তস্মাৎ (সেই জন্যই) এতে ঋষয়ঃ (এই প্রাণদর্শী ঋষিগণ) শুক্লে (শুক্লপক্ষে) ইষ্টম্ (যাগ) কুর্বন্তি (করেন), ইতরে (অপরেরা কিন্তু) ইতরস্মিন্ (কৃষ্ণপক্ষে) [করেন]। ১।১২

মাসই প্রজাপতি[১]। কৃষ্ণপক্ষই তাঁহার এক অংশ—অন্ন; শুক্লপক্ষই অপর অংশ—প্রাণ। সেই জন্যই প্রাণদর্শী ঋষিগণ শুক্লপক্ষে যাগ করেন, অপরেরা কৃষ্ণপক্ষে করেন[২]। ১।১২

১। সম্বৎসরাখ্য প্রজাপতিই মাসরূপে বিবর্তিত হন; সুতরাং মাসও প্রজাপতি। উহাতেও প্রজাপতির স্থায় অত্তা ও অন্ন রূপ ভাগদ্বয় আছে। পরবর্তী কণ্ডিকায় অহোরাত্র সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। শতপথ ব্রাঃ ১।৩।২।১০, ১।৪।২।৩৬

২। যাঁহারা শুক্লপক্ষরূপী প্রাণকে সর্বস্বরূপে দেখেন, তাঁহাদের নিকট উক্ত জ্ঞানের আবরক কৃষ্ণপক্ষের অস্তিত্বই নাই; সুতরাং যে পক্ষেই তাঁহারা যাগ করুন না কেন, উহা তাঁহাদের পক্ষে শুক্লপক্ষে, অর্থাৎ প্রাণজ্ঞান সহকারেই, করা হয়। অপরদের উক্ত জ্ঞান না থাকায় সকল কর্ম কৃষ্ণপক্ষে, অর্থাৎ অজ্ঞান সহকারেই, করা হয়।

অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিঃ। তস্যাহরেব প্রাণো রাত্রিরেব রয়িঃ। প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দন্তি যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে; ব্রহ্মচর্যমেব তদ্ যদ্রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে ॥ ১৩

অহঃ-রাত্রঃ (দিবারাত্র রূপ মিথুন) বৈ (ই) প্রজাপতিঃ। তস্য (সেই অহোরাত্রাত্মক প্রজাপতির) অহঃ এব (দিনই) প্রাণঃ (প্রাণ, অত্তা, অগ্নি), রাত্রিঃ এব (রাত্রিই) রয়িঃ (অন্ন, চন্দ্রমা)। যে (যাহারা) দিবা (দিবাভাগে) রত্যা সংযুজ্যন্তে (রতি-কারণভূতা স্ত্রীর সহিত সংযুক্ত হয়) এতে বৈ (ইহারা অবশ্যই) প্রাণম্ (দিবসাত্মক প্রাণকে) প্রস্কন্দন্তি (নিঃসারিত করে, শোষিত করে); [ঋতুকালে] রাত্রৌ (রাত্রিকালে) যৎ (যে) রত্যা সংযুজ্যন্তে (রতি-কারণভূতা স্ত্রীর সহিত সংযুক্ত হয়) তৎ (তাহা) [পুত্রার্থী গৃহস্থের পক্ষে] ব্রহ্মচর্যম্ এব (ব্রহ্মচর্য-স্বরূপই বটে)। ১।১৩

অহোরাত্রই[১] প্রজাপতি। দিবাভাগই তাঁহার এক অংশ—প্রাণ; রাত্রিই তাঁহার অন্য অংশ—অন্ন। যাহারা দিবাভাগে রতিক্রিয়ায়

আসক্ত হয়, তাহারা প্রাণকে নিঃসারিত করে; (ঋতুকালে) রাত্রিতে লোক যে রতিক্রিয়ায় আসক্ত হয়—তাহা ব্রহ্মচর্যস্বরূপই বটে। ১।১৩

১। ১।১২, ১ম টীকা দ্রষ্টব্য।

অন্নং বৈ প্রজাপতিঃ; ততো হ বৈ তদ্রেতঃ; তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ॥ ১৪

অন্নম্ বৈ (অন্নই) প্রজাপতিঃ; ততঃ হ বৈ (ঐ অন্ন হইতেই) তৎ রেতঃ (প্রসিদ্ধ শুক্র) [উৎপন্ন হয়]; তস্মাৎ (উহা হইতে) ইমাঃ ([মনুষ্যাদি] এই সকল) প্রজাঃ (জীববর্গ) প্রজায়ন্তে (জন্মে)। ১।১৪

অন্নই[১] প্রজাপতি; ভক্ষিত অন্ন হইতেই প্রসিদ্ধ শুক্র উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে এই সকল জীববর্গ জন্মে[২]। ১।১৪

১। রয়ি ও প্রাণ, সম্বৎসরাদিক্রমে পরিণত হইয়া ব্রীহি প্রভৃতি অন্নরূপে স্থিত হয়।

২। এখানে প্রথম প্রশ্নের (১।৩) উত্তর দেওয়া হইল। মুঃ ২।১।৫

তদ্ যে হ বৈ তৎ প্রজাপতিব্রতং চরন্তি তে মিথুনমুৎপাদয়ন্তে। তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫

তৎ (অতএব) যে হ বৈ (যাঁহারাই, যে সকল গৃহস্থই) তৎ প্রজাপতি-ব্রতম্ (উক্ত প্রজাপতি-ব্রত, ঋতুকালে ভার্যাগমন) চরন্তি (অনুষ্ঠান করেন), তে (তাঁহারা) মিথুনম্ (পুত্র ও কন্যা) উৎপাদয়ন্তে (উৎপন্ন করেন)। [ইঁহাদের মধ্যে] যেষাম্ (যাঁহাদের) তপঃ (স্নাতকব্রতাদি), ব্রহ্মচর্যম্ (ঋতু ব্যতীত অন্য

সময়ে মৈথুনবিরতি) [আছে] যেষু (যাঁহাদিগের মধ্যে) সত্যম্ (মিথ্যাবর্জন) প্রতিষ্ঠিতম্ (সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে), তেষাম্ এব (তাঁহাদেরই পক্ষে) এষঃ (এই) ব্রহ্মলোকঃ (পিতৃযানরূপ চন্দ্রলোক) । ১।১৫

অতএব যাঁহারাই প্রজাপতিব্রত অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পুত্র ও কন্যা উৎপাদন করেন। (তন্মধ্যে) যাঁহাদের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য আছে, যাঁহাদের মধ্যে সত্য অব্যভিচারী রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদেরই পক্ষে এই ব্রহ্মলোক, অর্থাৎ পিতৃযানরূপ চন্দ্রলোক[১] । ১।১৫

১। প্রথমে প্রজাপতিব্রতকারী সদ্‌গৃহস্থের পক্ষে বলা হইল যে, তিনি পুত্রকন্যা-যুক্ত হন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য সহকারে ইষ্টাপূর্ত ও দত্ত ক্রিয়াদি করেন সেই কর্মী গৃহস্থগণ চন্দ্রলোক লাভ করেন। মুঃ ১।২।১০ ; প্রঃ ১।৯

তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ।
ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চ, ইতি ॥ ১৬

ইতি প্রশ্নোপনিষদি প্রথমঃ প্রশ্নঃ ॥

যেষু (যাঁহাদের মধ্যে) জিহ্মম্ (কুটিলতা, অসারল্য) অনৃতম্ (মিথ্যা, অসত্য) মায়া চ (এবং মিথ্যাচার, ছলনা) ন (নাই) তেষাম্ (তাঁহাদের পক্ষে) অসৌ (সেই) বিরজঃ (শুদ্ধ) ব্রহ্মলোকঃ (আদিত্যলোক, প্রাণাত্মভাব)—ইতি (প্রথম প্রশ্নের সমাপ্তিসূচক) । ১।১৬

যাঁহাদের মধ্যে কুটিলতা, অসত্য, ও মিথ্যাচার নাই, তাঁহাদেরই পক্ষে সেই বিশুদ্ধ ব্রহ্মলোক, অর্থাৎ দেবযানরূপ সূর্যলোক[১] । ১।১৬

১। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, ও কুটীচকাদি ভিক্ষুরা এই ফল পান ; কারণ তাঁহারা স্বভাবতঃই সত্যবাদী, সরল, ও মিথ্যাচারশূন্য। উপাসনাযুক্ত কর্ম করিলে গৃহস্থগণও এই ফল প্রাপ্ত হন। মুঃ ১।২।১১ ; প্রঃ ১।১০ দ্রঃ।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

অথ হৈনং ভার্গবো বৈদর্ভিঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্ কত্যেব দেবাঃ প্রজাং বিধারয়ন্তে ? কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে ? কঃ পুনরেষাং বরিষ্ঠঃ ? ইতি ॥ ১

[সংসারগতি শ্রবণে যাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, তাঁহার চিত্তকে একাগ্র করিবার জন্য এবং যিনি ফলকামনা করেন তাঁহার ফললাভের জন্য ২য় ও ৩য় প্রশ্নে প্রাণোপাসনা বিহিত হইয়াছে]—অথ হ (অনন্তর) এনম্ (ইঁহাকে, পিপ্পলাদকে) ভার্গবঃ (ভৃগু-গোত্রীয়) বৈদর্ভিঃ পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন)—ভগবন্, কতি এব (কত সংখ্যক) দেবাঃ (দেবতাগণ) প্রজাম্ (জীবশরীরকে) বিধারয়ন্তে (বিশেষরূপে ধারণ করেন) ? কতরে ([জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় ভেদে বিভক্ত দেবগণের মধ্যে] কাঁহারা) এতৎ (এই স্বমাহাত্ম্য খ্যাপন) প্রকাশয়ন্তে (প্রকটিত করেন) ? এষাম্ (ইঁহাদের মধ্যে) কঃ পুনঃ (কেই বা) বরিষ্ঠঃ (প্রধান) ? —ইতি (এই কথা) । ২।১

অনন্তর ভৃগুগোত্রীয় বৈদর্ভি ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্, কতগুলি দেবতা প্রজাশরীর বিধারণ করেন ? কাঁহারা এই (বস্তু-প্রকাশনাদি-রূপ) স্বমাহাত্ম্য প্রকটিত করেন ? ইঁহাদের মধ্যে কেই বা প্রধান[১] ? ২।১

১। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে নির্ধারিত হইয়াছে যে, সমগ্র বিশ্বে প্রাণই অত্তা ও প্রজাপতি। বর্তমান প্রশ্নোত্তরে স্থির হইবে যে, এই শরীরেও প্রাণই অত্তা ও প্রজাপতি (ছাঃ ১।১১।৫) । প্রঃ ২।৫-৭

তস্মৈ স হোবাচ—আকাশো হ বা এষ দেবো বায়ু-রগ্নিরাপঃ পৃথিবী বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং চ। তে প্রকাশ্যাভি-বদন্তি "বয়মেতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামঃ" ॥ ২

তস্মৈ (তাঁহাকে) সঃ উবাচ হ (তিনি বলিলেন)—আকাশঃ হ বৈ (আকাশই) এষঃ (এই) দেবঃ (দেবতা) চ (এবং) বায়ুঃ, অগ্নিঃ, আপঃ (জল), পৃথিবী বাক্ (বাগিন্দ্রিয়), মনঃ (মন), চক্ষুঃ (চক্ষু), শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়) [ইত্যাদি দেবতাগণ]। তে (তাঁহারা) প্রকাশ্য (নিজ মাহাত্ম্য প্রকটিত করিয়া, স্পর্ধা করিয়া) অভিবদন্তি (স্ব স্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশার্থ বলিলেন)—বয়ম্ (আমরা) এতৎ (এই) বাণম্ (কার্যকরণ-সঙ্ঘাতকে) অবষ্টভ্য (উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া) বিধারয়ামঃ (বিস্পষ্টরূপে ধারণ করি)। ২।২

তাঁহাকে তিনি বলিলেন—আকাশই এই দেবতা; এবং বায়ু, অগ্নি, জল, ও পৃথিবী[1], এবং বাক্, মন, চক্ষু, কর্ণ[2] ইত্যাদিও দেবতা। তাঁহারা নিজ শ্রেষ্ঠতা প্রকাশার্থ স্পর্ধাসহকারে বলিলেন, "আমরা এই বাণ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিকে সুদৃঢ় করিয়া বিস্পষ্টরূপে ধারণ করি।" ২।২

১। পঞ্চ মহাভূত, যাহাদিগ হইতে কার্য, অর্থাৎ শরীর, উৎপন্ন হইয়াছে।

২। কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়; ইহারা করণ-পদ-বাচ্য। ছাঃ ৪।৩।১-৩

তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ—মা মোহমাপদ্যথ, অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি। তেঽশ্রদ্দধানা বভূবুঃ ॥ ৩

বরিষ্ঠঃ (মুখ্য) প্রাণঃ (প্রাণ) তান্ (এইরূপ অভিমানী তাঁহাদিগকে) উবাচ (বলিলেন)—"মোহম্ (অবিবেক-হেতু অভিমান) মা আপদ্যথ (প্রাপ্ত হইও

মা), অহম্ এব (আমিই) আত্মানম্ (নিজকে) এতৎ (এইরূপে) পঞ্চধা (পাঁচভাগে) প্রবিভজ্য (বিভাগ করিয়া) এতৎ (এই) বাণম্ (কার্যকরণ-সমষ্টিকে) অবষ্টভ্য (দৃঢ় করিয়া) বিধারয়ামি (বিশেষরূপে ধারণ করি)" ইতি; তে (সেই দেবতারা) অশ্রদ্দধানাঃ (প্রত্যয়হীন) বভূবুঃ (হইলেন)। ২।৩

মুখ্যপ্রাণ[1] তাঁহাদিগকে বলিলেন—"মোহ প্রাপ্ত হইও না; আমিই নিজকে এইরূপে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া এই কার্যকরণ-সমষ্টিকে সুদৃঢ় করিয়া বিশিষ্টরূপে ধারণ করি।" তাঁহারা উহাতে প্রত্যয়যুক্ত হইলেন না। ২।৩

১। প্রাণ শব্দে পঞ্চপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমষ্টিকেও বুঝায়। পঞ্চপ্রাণ যথা—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান। তন্মধ্যে প্রাণই প্রধান।

সোঽভিমানাদূর্ধ্বমুৎক্রামত ইব। তস্মিন্নুৎক্রামত্যথেতরে সর্ব এবোৎক্রামন্তে, তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব এব প্রাতিষ্ঠন্তে। তদ্ যথা মক্ষিকা মধুকররাজানমুৎক্রামন্তং সর্বা এব উৎক্রামন্তে, তস্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্বা এব প্রাতিষ্ঠন্ত এবং বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রং চ। তে প্রীতাঃ প্রাণং স্তুন্বন্তি ॥ ৪

সঃ (মুখ্যপ্রাণ) অভিমানাৎ (অভিমান-হেতু) ঊর্ধ্বম্ (শরীর ত্যাগ করিয়া ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ বাহিরে) উৎক্রামতে ইব (যেন উৎক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন)। তস্মিন্ উৎক্রামতি (তিনি উৎক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে) অথ (পরক্ষণেই) ইতরে সর্বে এব (অপর সকলেই) উৎক্রামন্তে (উৎক্রান্ত হইলেন), চ (এবং) তস্মিন্ প্রতিষ্ঠমানে (তিনি সুস্থির থাকিলে) সর্বে এব (সকলেই) প্রাতিষ্ঠন্তে (সুস্থির হইলেন)। তৎ (উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত)—যথা (যেমন) উৎক্রামন্তম্ (উৎক্রমণকারী, উড্ডীন) মধুকর-রাজানম্ (মক্ষিকারাজকে) [অনুসরণ করিয়া] সর্বাঃ এব মক্ষিকাঃ

(সকল প্রাণই) উৎক্রামন্তে (উৎক্রান্ত হয়), চ (এবং) তস্মিন্ প্রতিষ্ঠমানে (সে স্থির হইলে) সর্বাঃ এব (সকলেই) প্রাতিষ্ঠন্তে (স্থির হয়), এবম্ (এইরূপ) বাক্, মনঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্রম্ চ (বাক্, মন, চক্ষু, ও শ্রোত্র) ; তে (তাঁহারা) প্রীতাঃ (প্রাণ-মাহাত্ম্যজ্ঞানে প্রীত হইয়া) প্রাণম্ (প্রাণকে) [নিম্নোক্ত রূপে] স্তুন্বন্তি (স্তব করিতে লাগিলেন)—। ২।৪

তিনি অভিমানবশে শরীর ত্যাগ করিয়া যেন ঊর্ধ্বে উৎক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি উৎক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে তৎক্ষণেই অপর সকলেও উৎক্রান্ত হইলেন এবং তিনি সুস্থির হইলে সকলেই সুস্থির হইলেন। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন মধুকররাজ উৎক্রমণ করিলে তদভিমুখে সকল মক্ষিকাই উৎক্রমণ করে এবং সে স্থির হইলে সকলেই স্থির হয়, বাক্ মন চক্ষু এবং কর্ণও সেইরূপ। তাঁহারা প্রীত হইয়া প্রাণকে স্তব করিতে লাগিলেন—। ২।৪

এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য এষ পর্জন্যো মঘবানেষ বায়ুঃ।
এষ পৃথিবী রয়ির্দেবঃ সদসচ্চামৃতং চ যৎ ॥ ৫

এষঃ (ইনি, এই প্রাণ) অগ্নিঃ (অগ্নিরূপে) তপতি (প্রজ্বলিত হন), এষঃ সূর্যঃ (সূর্যরূপে [প্রকাশিত হন]), এষঃ পর্জন্যঃ (মেঘরূপে [বর্ষণ করেন]), [এষঃ] মঘবান্ (ইন্দ্ররূপে [প্রজাপালন করেন এবং অসুর ও রাক্ষসকে সংহার করেন]), এষঃ বায়ুঃ (আবহ প্রবহ প্রভৃতি বায়ু) এষঃ দেবঃ (এই দেবতা) পৃথিবী (পৃথিবীরূপে [সকলের ধারয়িতা]), রয়িঃ (চন্দ্রমারূপে [সকলের পোষণকারী]), সৎ (মূর্ত, স্থূল) অসৎ চ (এবং অমূর্ত, সূক্ষ্ম), অমৃতম্ চ যৎ (এবং যাহা [দেবগণের স্থিতির কারণ] অমৃত) [তাহাও ইনি]। ২।৫

ইনি অগ্নিরূপে প্রজ্বলিত হন, ইনি সূর্য (রূপে প্রকাশ করেন), পর্জন্য (রূপে বর্ষণ করেন), ইন্দ্র (রূপে প্রজাপালন ও অসুরাদিকে

সংহার করেন, বায়ু (রূপে মেঘ ও জ্যোতির্মণ্ডলসমূহকে বহন করেন), পৃথিবী (রূপে সকলকে ধারণ করেন), চন্দ্রমা (রূপে পোষণ করেন) ; ইনিই মূর্ত ও অমূর্ত ; যাহা কিছু অমৃত, তাহাও ইনি। ২।৫

অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ঋচো যজূংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ ॥ ৬

রথনাভৌ (রথচক্রের নাভিতে) অরাঃ ইব (শলাকাসমূহের ন্যায়) সর্বম্ (সমস্তই [ষষ্ঠ প্রশ্নোত্তরে (৬।৪ এ) উক্ত শ্রদ্ধা হইতে নাম পর্যন্ত সমস্ত]) প্রাণে (প্রাণে) প্রতিষ্ঠিতম্ (অবস্থিত আছে) [মু: ২।২।৬] ; [সেইরূপ] ঋচঃ, যজূংষি, সামানি (ঋক্, যজুঃ, ও সাম এই ত্রিবিধ বেদমন্ত্র), যজ্ঞঃ ([উক্ত মন্ত্রসাধ্য] যজ্ঞ), ক্ষত্রম্ ([সকলের পালয়িতা] ক্ষত্রিয়) চ (এবং) ব্রহ্ম ([যজ্ঞাদির অধিকারী] ব্রাহ্মণ) [এই সমস্তই প্রাণ]। [বৃঃ ৫।১৩।১-৪]। ২।৬

রথচক্রের নাভিতে শলাকাসমূহের ন্যায় (শ্রদ্ধাদি নাম পর্যন্ত) সমস্তই প্রাণে অবস্থিত আছে ; তদ্রূপ ঋক্, যজুঃ, ও সামসমূহ এবং যজ্ঞ, ক্ষত্রিয়, এবং ব্রাহ্মণও এই প্রাণ। ২।৬

প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে।
তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি ॥৭

ত্বম্ এব (তুমিই) প্রজাপতিঃ (প্রজাপতিরূপে) গর্ভে (পিতৃগর্ভে রেতোরূপে ও মাতৃগর্ভে সন্তানরূপে) চরসি (বিচরণ কর) [এবং] প্রতিজায়সে (মাতা ও পিতার প্রতিরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ কর)। প্রাণ (হে প্রাণ), যঃ (যে তুমি) প্রাণৈঃ (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত) প্রতিতিষ্ঠসি (প্রতিশরীরে বাস কর) তুভ্যম্ তু (সেই তোমারই জন্য) ইমাঃ প্রজাঃ (এই প্রাণিসমূহ) বলিম্ (তোমার ভক্ষ্য) হরন্তি ([চক্ষুরাদি দ্বারে] আহরণ করে)। ২।৭

তুমিই প্রজাপতিরূপে গর্ভে বিচরণ কর এবং মাতা ও পিতার অনুরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ কর[১]। হে প্রাণ, যে তুমি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রতিশরীরে[২] বাস কর, সেই তোমারই জন্য এই প্রাণিবর্গ (চক্ষুরাদি দ্বারে) ভোগ্যবিষয় আহরণ করে। ২।৭

১। প্রাণ সর্বস্বরূপ, অতএব মাতাপিতাও প্রাণ; তিনিই আবার পুত্ররূপেও জাত হন। অর্থাৎ বিভিন্ন জীবদেহরূপে একই প্রাণ বিদ্যমান; ইনিই বিরাট্।

২। শরীরে অধিষ্ঠিত প্রাণ রাজস্থানীয় এবং ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার প্রজা। তাহারা রাজার জন্য ভোগ্য আহরণ করে।

দেবানামসি বহ্নিতমঃ পিতৃণাং প্রথমা স্বধা।
ঋষীণাং চরিতং সত্যমথর্বাঙ্গিরসামসি ॥ ৮

দেবানাম্ ([ইন্দ্রাদি] দেবগণের সম্বন্ধে) বহ্নিতমঃ অসি (তুমি যজ্ঞীয় দ্রব্যের শ্রেষ্ঠ বাহক); পিতৃণাম্ (পিতৃদিগের সম্বন্ধে) প্রথমা স্বধা (প্রথম স্বধা [স্বধার প্রাপক]); অথর্ব-অঙ্গিরসাম্ (অঙ্গিরস্বরূপ অথর্বা নামক) ঋষীণাম্ (চক্ষুরাদি প্রাণসমূহের) সত্যম্ চরিতম্ (দেহধারণরূপ যথোচিত চেষ্টা) অসি (হও)। ২।৮

দেবগণের পক্ষে তুমি যজ্ঞীয় দ্রব্যের শ্রেষ্ঠ বাহক[১]; পিতৃদিগের পক্ষে তুমি প্রথম স্বধার প্রাপক[২]; তুমি অঙ্গিরসভূত অথর্বানামক প্রাণসমূহের[৩] দেহধারণাদি (উপকার) রূপ যথোচিত চেষ্টা। ২।৮

১। অগ্নিতে আহুতি দিলে অগ্নি উহা দেবগণের নিকট লইয়া যান, সুতরাং তিনি বাহক। এখানে বহ্নি শব্দটি যৌগিক অর্থে গ্রহণীয়।

২। দেবতার উদ্দেশ্যে কর্তব্য যজ্ঞাদির পূর্বে নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে 'স্বধা' মন্ত্রে অন্নদান করিতে হয়। এইজন্য স্বধা প্রথম। প্রাণই ঐ অন্ন পিতৃগণের নিকট লইয়া যান। যান্ যজমানস্ত পিতৄন্ হবির্দানেন ধাবতি গচ্ছতীতি স্বধা।

৩। অঙ্গিরস—অঙ্গের রস বা সার, বৃঃ ১।৩।১৯। শ্রুতিতে আছে "প্রাণো বা অথর্বা" প্রাণই অথর্বা। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কেও প্রাণ বলে।

ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোঽসি পরিরক্ষিতা।
ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্যস্ত্বং জ্যোতিষাং পতিঃ ॥ ৯

প্রাণ (হে প্রাণ), ত্বম্ (তুমি) ইন্দ্রঃ (পরমেশ্বর), তেজসা (বীর্যে, সংহার-সামর্থ্যে) রুদ্রঃ অসি (তুমি রুদ্র) [এবং সৌম্যরূপে, বিষ্ণু আদি রূপে] পরিরক্ষিতা (পালনকারী) ; ত্বম্ (তুমি) অন্তরিক্ষে (অন্তরিক্ষে) [উদয় ও অস্তগমনের দ্বারা] চরসি (বিচরণ কর), ত্বম্ (তুমি) জ্যোতিষাম্ (জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর, নক্ষত্রাদির) পতিঃ (প্রভু) সূর্যঃ (সূর্য)। ২।৯

হে প্রাণ, তুমি পরমেশ্বর ; তুমি বীর্যে রুদ্র এবং (সৌম্যরূপে) পালয়িতা ; তুমি উদয় ও অস্তগমনের দ্বারা অন্তরিক্ষে বিচরণ কর এবং তুমি জ্যোতিষ্কগুলীর পতি সূর্য। ২।৯

যদা ত্বমভিবর্ষস্যথেমাঃ প্রাণ তে প্রজাঃ।
আনন্দরূপাস্তিষ্ঠন্তি কামায়ান্নং ভবিষ্যতীতি ॥ ১০

যদা (যখন) ত্বম্ (তুমি) অভিবর্ষসি (পর্জন্যরূপে বর্ষণ কর) অথ (তখন) প্রাণ (হে প্রাণ), তে (তোমার) ইমাঃ (এই সকল) প্রজাঃ (সন্তান, জীবগণ) "কামায় (ইচ্ছানুরূপ) অন্নম্ (অন্ন) ভবিষ্যতি (হইবে)" ইতি (এই মনে করিয়া) আনন্দরূপাঃ (যেন সৌভাগ্যশালী হইয়া) তিষ্ঠন্তি (অবস্থান করে)। ['প্রাণতে' এই পাঠান্তরস্থলে অর্থ—প্রাণধারণ করে]। ২।১০

যখন তুমি (পর্জন্যরূপে) বর্ষণ কর, তখন হে প্রাণ, তোমার এই সকল প্রজা "ইচ্ছানুরূপ অন্ন হইবে" মনে করিয়া যেন আহ্লাদিতরূপে অবস্থান করে। ২।১০

ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈক ঋষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ।
বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্ব নঃ ॥ ১১

প্রাণ (হে প্রাণ), ত্বম্ (তুমি) ব্রাত্যঃ (উপনয়নাদি-সংস্কারহীন, অর্থাৎ তুমি প্রথমজ, সুতরাং তোমার সংস্কারক কেহ নাই, তুমি স্বভাবতঃ শুদ্ধ) ; একঃ ঋষিঃ ([তুমি আথর্বণদিগের] একর্ষি নামক অগ্নিস্বরূপে) অত্তা (হবির্ভোক্তা) ; [তুমি] বিশ্বস্য সৎ-পতিঃ (সকল বিদ্যমান বস্তুর পতি, অথবা সকলের উত্তম পতি)। বয়ম্ (আমরা) আদ্যস্য (তোমার ভক্ষণীয় হবির) দাতারঃ (দানকারী)। মাতরিশ্ব (হে মাতরিশ্বন্, অন্তরিক্ষচারিন্) ত্বম্ (তুমি) নঃ (আমাদের) পিতা (পিতা)। ['পিতা ত্বং মাতরিশ্বনঃ' এই পাঠান্তর স্থলে অর্থ—তুমি বায়ুরও পিতা, অতএব সর্ব[illegible]তের পিতা]। ২।১১

হে প্রাণ, তুমি ব্রাত্য[1], অর্থাৎ সংস্কারাদিহীন ; তুমি একর্ষি-নামক অগ্নিরূপে হবির্ভক্ষক, তুমি সকল বস্তুরই পতি। আমরা তোমার ভক্ষণীয় হবিঃ দান করি। হে মাতরিশ্বন্, তুমি আমাদের পিতা। ২।১১

১। ব্রাত্য—অত ঊর্ধ্বং পতন্ত্যেতে সর্বধর্মবহিষ্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যাঃ ব্রাত্যস্তোমাদৃতে ক্রতোঃ ॥

ত্রৈবর্ণিকেরা যদি যথাসময়ে উপনয়-সংস্কারবান্ না হন, তাহা হইলে তাঁহারা ব্রাত্য-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তাঁহারা সর্বধর্মহীন পাতকী। ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞদ্বারা তাঁহারা নিষ্কৃতি লাভ করেন।

যা তে তনূর্বাচি প্রতিষ্ঠিতা যা শ্রোত্রে যা চ চক্ষুষি।
যা চ মনসি সন্ততা শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ ॥ ১২

তে (তোমার) যা (যে) তনুঃ (অবয়ব, রূপ) বাচি (বাগিন্দ্রিয়ে) প্রতিষ্ঠিতা (অবস্থিত, অর্থাৎ বক্তারূপে বাক্য বলে), যা শ্রোত্রে (যাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ে অবস্থিত) যা চ চক্ষুষি (এবং যাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়ে অবস্থিত), যা চ মনসি (এবং যাহা মনস্যাদি-

যা চ মনসি (মনে) সন্ততা (সমনুগতা) তাম্ (সেই তনুকে) শিবাম্ (প্রশান্ত) কুরু (কর),—মা উৎক্রমীঃ (উৎক্রান্ত হইও না) । ২।১২

তোমার যে তনু বাক্যে প্রতিষ্ঠিত এবং যাহা শ্রোত্রে ও চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত, আর যাহা মনে অনুস্যূত[১], তাহাকে প্রশান্ত কর ;—তুমি উৎক্রান্ত হইও না[২] । ২।১২

১। প্রাণের অপানরূপ তনুসমূহ বাক্যে, বাগিন্দ্রিয়ে, পৃথিবীতে, ও অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত, ব্যানরূপ তনু শ্রোত্রে, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ে, চন্দ্রে, ও আকাশে ; প্রাণরূপ তনুসমূহ চক্ষে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ে, তেজে, অন্নে, ও আদিত্যে ; সমানরূপ তনুসমূহ মনে, মন-ইন্দ্রিয়ে, তৎসহচরিত ভূত ও ভৌতিক সমস্ত পদার্থে ব্যাপ্ত রহিয়াছে ।

২। প্রাণ উৎক্রমণ করিলে অপানাদি সকলে অসমর্থ ও অপবিত্র হইয়া পড়িবে ।

প্রাণস্যেদং বশে সর্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্ ।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাং চ বিধেহি ন ইতি ॥ ১৩

ইতি প্রশ্নোপনিষদি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥

ইদম্ (এই, এই লোকস্থ) সর্বম্ (সমুদয় উপভোগ্য বস্তু) প্রাণস্য (প্রাণের) বশে (অধীনে), ত্রিদিবে (স্বর্গে) যৎ (যাহা কিছু উপভোগ্য) প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রতিষ্ঠিত আছে) [তাহাও প্রাণের অধীন] । মাতা পুত্রান্ ইব (মাতা যেরূপ পুত্রদিগকে রক্ষা করেন সেইরূপ) রক্ষস্ব ([আমাদিগকে] রক্ষা কর) । শ্রীঃ চ (—শ্রিয়ঃ চ, সম্পৎসমূহ) প্রজ্ঞাম্ চ (এবং প্রজ্ঞা) নঃ (আমাদের সম্বন্ধে) বিধেহি (বিধান কর) । [উৎক্রমণ করিও না] । ইতি । ২।১৩

এই (লোকস্থ) সমুদয় (উপভোগ্য) এবং স্বর্গে যাহা কিছু (উপভোগ্য) প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা প্রাণেরই অধীন । (হে প্রাণ), মাতা যেরূপ পুত্রদিগকে রক্ষা করেন, তুমি আমাদিগকে সেইরূপ রক্ষা কর । তুমি আমাদের জন্য সম্পদ্ ও প্রজ্ঞা বিধান কর । ২।১৩

তৃতীয় প্রশ্ন

অথ হৈনং কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্ কুত এষ প্রাণো জায়তে, কথমায়াত্যস্মিঞ্শরীর আত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে, কেনোৎক্রমতে, কথং বাহ্যমভিধত্তে, কথমধ্যাত্মম্ ? ইতি ॥ ১

[বর্তমানে প্রাণের জন্মাদি নির্ধারিত হইয়া পরে (৩।১১) প্রাণোপাসনা বিহিত হইবে। কৌসল্য দেখিলেন যে, প্রাণকে চরম তত্ত্ব বলা যাইতে পারে না ; কারণ উহা সংহত, অতএব বিনাশী। সুতরাং]—অথ হ (অনন্তর) কৌসল্যঃ চ আশ্বলায়নঃ (অশ্বলপুত্র কৌসল্য) এনম্ (পিপ্পলাদকে) পপ্রচ্ছ (প্রশ্ন করিলেন)—ভগবন্, কুতঃ (কোন্ কারণ হইতে) এষঃ (পূর্ববিনিশ্চিত) প্রাণঃ (প্রাণ) জায়তে (উৎপন্ন হন) ; অস্মিন্ (এই) শরীরে (দেহে) কথম্ (কোন্ ব্যাপারাবলম্বনে, অর্থাৎ কি নিমিত্ত) আয়াতি (আগমন করেন), আত্মানম্ (আপনাকে) প্রবিভজ্য (প্রবিভক্ত করিয়া) কথম্ বা (কিরূপেই বা) প্রাতিষ্ঠতে ([এই শরীরে] বর্তমান থাকেন), কেন (কোন্ বৃত্তি অবলম্বনে) উৎক্রমতে ([এই শরীর হইতে] উৎক্রমণ করেন), কথম্ (কি প্রকারে) বাহ্যম্ (অধিভূত ও অধিদৈব বিষয়কে) অভিধত্তে (ধারণ করেন), কথম্ অধ্যাত্মম্ (অধ্যাত্ম শরীরেন্দ্রিয় প্রভৃতিকে কিরূপে ধারণ করেন)—ইতি (এই কথা)। ৩।১

অনন্তর অশ্বলপুত্র কৌসল্য ইঁহাকে প্রশ্ন করিলেন—হে ভগবন্, কোথা হইতে এই প্রাণ জন্মলাভ করেন ? কি নিমিত্ত এই শরীরে আগমন করেন ? আপনাকে বিভক্ত করিয়া কিরূপেই বা শরীরে অবস্থান করেন ? কিরূপে উৎক্রমণ করেন ? কি প্রকারে বাহ্যবিষয়কে ধারণ করেন এবং কিরূপে শরীরেন্দ্রিয়াদিকে ধারণ করেন ? ৩।১

তস্মৈ স হোবাচ—অতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি ব্রহ্মিষ্ঠোঽসীতি, তস্মাত্তেঽহং ব্রবীমীতি ॥ ২

সঃ (তিনি, পিপ্পলাদ) তস্মৈ (তাঁহাকে) উবাচ হ (বলিলেন)—ব্রহ্মিষ্ঠঃ অসি (তুমি অতিশয় ব্রহ্মবিদ্) ইতি (এই জন্যই) অতিপ্রশ্নান্ (দুর্বিজ্ঞেয় বস্তুবিষয়ক প্রশ্নসমূহ [প্রাণই দুর্বিজ্ঞেয়, তাঁহারও আবার জন্মাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন]) পৃচ্ছসি (তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ); তস্মাৎ (সুতরাং) তে (তোমাকে) অহম্ (আমি) ব্রবীমি (বলিব) ইতি। ৩।২

তিনি তাঁহাকে বলিলেন—তুমি সাতিশয়[১] ব্রহ্মবিদ্ বলিয়াই এই বিষম প্রশ্নসমূহ করিতেছ ; সুতরাং তোমায় আমি ইহা বলিব। ৩।২

১। অপরব্রহ্ম অপেক্ষা অতিশয় ; অর্থাৎ তুমি মুখ্যব্রহ্মবিদ্। শিষ্যকে উৎসাহিত করিবার জন্য ইহা বলা হইয়াছে। মুঃ ৩।১।৪ প্রথম টীকা দ্রঃ।

আত্মনঃ এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে ছায়া, এতস্মিন্নেতদাততং মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ শরীরে ॥ ৩

আত্মনঃ (পরম পুরুষ হইতে, অক্ষর হইতে) এষঃ (উক্ত) প্রাণঃ (প্রাণ) জায়তে (জন্মান)। পুরুষে (মানবদেহে, মানবদেহাবলম্বনে) যথা (যেরূপ) এষা (এই) ছায়া (ছায়া, প্রতিবিম্বাদি) [বর্তমান, সেইরূপ] এতস্মিন্ (এই পরমেশ্বরে) এতৎ (প্রাণাখ্য বস্তু) আততম্ (সমর্পিত রহিয়াছেন) [এবং ছায়ারই ন্যায়] মনোকৃতেন (=মনঃকৃতেন, মানস সঙ্কল্প ও ইচ্ছাদিকৃত কর্মানুসারে) অস্মিন্ শরীরে (এই শরীরে) আয়াতি (আগমন করেন)। ৩।৩

পরমেশ্বর হইতে এই প্রাণ জন্মগ্রহণ করেন[১]। মানবদেহ অবলম্বনে যেরূপ এই (মিথ্যা) ছায়া বর্তমান, সেইরূপ এই পরমেশ্বরে এই (মিথ্যা) প্রাণাখ্য তত্ত্বটি সমর্পিত রহিয়াছেন এবং ছায়ারই ন্যায় মানসিক সঙ্কল্প ও ইচ্ছাদিকৃত কর্মানুসারে[২] এই শরীরে আগমন করেন। ৩।৩

১। বৃঃ ২।১।৮-৩; ইহাতে প্রশ্নের শেষাংশের উত্তর দেওয়া হইল।

২। প্রঃ ৩।৭; বৃঃ ৪।৪।৩; ছাঃ ৬।১৪।১; এখানে তৃতীয় প্রশ্নের "কথম্ আয়াতি" এই অংশের উত্তর দেওয়া হইতেছে।

যথা সম্রাড়েবাধিকৃতান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে—এতান্ গ্রামান্, এতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেতি—এবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধত্তে ॥ ৪

সম্রাট্ এব (সম্রাটই) যথা (যেরূপ)—এতান্ গ্রামান্ (এই সকল গ্রামে) এতান্ গ্রামান্ অধিতিষ্ঠস্ব (এই সকল গ্রামে অধিষ্ঠিত হও, অর্থাৎ শাসন কর) ইতি (এইরূপে) অধিকৃতান্ (অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে) বিনিযুঙ্‌ক্তে (নিযুক্ত করেন) এবম্ এব (ঠিক এইরূপেই) এষঃ (এই) প্রাণঃ (মুখ্যপ্রাণ] ইতরান্ (অপর) প্রাণান্ (চক্ষুরাদি স্বীয় বিভিন্ন রূপসমূহকে) পৃথক্ পৃথক্ এব (যথোচিত স্থানে পৃথক্ ভাবে) সন্নিধত্তে (স্থাপন করেন, নিযুক্ত করেন)। ৩।৪

সম্রাট্ যেরূপ—"এই এই গ্রাম সকলে অধিষ্ঠিত হও" এইরূপ বলিয়া যথাধিকৃত ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করেন, ঠিক সেইরূপই এই (মুখ্য) প্রাণ অপর প্রাণদিগকে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে নিযুক্ত করেন[১]। ৩।৪

১। ৩।৪-৬ পর্যন্ত কণ্ডিকা-সমূহে তৃতীয় প্রশ্নের "আত্মানং বা বিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে" এই অংশের উত্তর দেওয়া হইতেছে।

পায়ূপস্থেঽপানম্। চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে। মধ্যে তু সমানঃ। এষ হ্যেতদ্ধুতমন্নং সমং নয়তি। তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চিষো ভবন্তি ॥ ৫

পায়ু-উপস্থে (গুহ্য ও জননেন্দ্রিয়ে) [মূত্র-পুরীষাদি নির্গমার্থ] অপানম্ (অপান বায়ুকে) [নিযুক্ত করেন]। মুখ-নাসিকাভ্যাম্ (মুখ ও নাসিকা পথে নির্গমনকারী)

[সম্রাট্‌স্থানীয়] স্বয়ং প্রাণঃ (স্বয়ং প্রাণ) চক্ষুঃ-শ্রোত্রে (চক্ষু ও কর্ণে) প্রাতিষ্ঠতে (প্রতিষ্ঠিত আছেন)। মধ্যে তু (প্রাণ ও অপানের মধ্যে নাভিদেশে) সমানঃ (সমানবায়ু [অবস্থান করে]), এষঃ হি (কারণ এই সমানবায়ুই) এতৎ (এই) হুতম্ অন্নম্ (দেহস্থ জাঠরাগ্নিতে হুত, অর্থাৎ ভুক্ত ও পীত, অন্নকে) সমম্ নয়তি (সমতা প্রাপ্ত করায়)। তস্মাৎ ([সেই পীত ও ভুক্ত দ্রব্যরূপ ইন্ধনশালী অগ্নি যখন জঠর হইতে হৃদয়দেশে উপস্থিত হয়, তখন] তাহা হইতে) এতাঃ (এই সকল) সপ্ত-অর্চিষঃ (সাতটি শিখা, অর্থাৎ দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা, ও রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পাদিত জ্ঞান) ভবন্তি (হয়)। [মুঃ ২|১|১৮]। ৩|৫

(মুখ্যপ্রাণ) গুহ্য ও জননেন্দ্রিয়ে অপানবায়ুকে (নিযুক্ত করেন); মুখ ও নাসিকামার্গে গমনকারী স্বয়ং প্রাণ চক্ষু ও কর্ণে অবস্থান করেন। (অপান ও প্রাণের) মধ্যে সমান; (তাহার নাম) সমান, কারণ এই সমানবায়ুই (জঠরাগ্নিতে) হুত খাদ্য ও পানীয় বস্তুকে সমতা প্রাপ্ত করায়। সেই অগ্নি হইতে এই সাতটি শিখা নির্গত হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কর্তৃক বিষয়প্রকাশ হয়। ৩|৫

হৃদি হ্যেষ আত্মা। অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাম্‌। তাসাং শতং শতমেকৈকস্যাং, দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ী-সহস্রাণি ভবন্তি ; আসু ব্যানশ্চরতি ॥ ৬

হৃদি হি (হৃদয়াকাশেই) এষঃ আত্মা (এই লিঙ্গাত্মা) [বাস করেন] অত্র (এই হৃদয়ে) নাড়ীনাম্‌ (প্রধান শিরাসমূহের) এতৎ (এই) একশতম্‌ (একশত এক সংখ্যা আছে)। তাসাম্‌ (তাহাদের মধ্যে) এক-একস্যাঃ (প্রত্যেকটির) শতম্‌ শতম্‌ (একশত একশত করিয়া শাখারূপ ভাগ আছে); প্রতিশাখা-নাড়ী-সহস্রাণি দ্বাসপ্ততিঃ দ্বাসপ্ততিঃ (শাখা-নাড়ীতে আবার বাহাত্তর হাজার প্রশাখারূপ ভাগ) ভবন্তি (হয়); আসু (এই নাড়ীসমূহে) ব্যানঃ (ব্যানবায়ু) চরতি (বিচরণ করে)। ৩|৬

হৃদয়াকাশেই এই লিঙ্গাত্মা[1] বাস করেন। এই হৃদয়ে একশত এক প্রধান শিরা আছে। তাহাদের প্রত্যেকটির একশত শাখারূপ ভাগ আছে। প্রত্যেক শাখানাড়ী আবার বাহাত্তর হাজার প্রশাখা-রূপ ভাগে বিভক্ত। এই নাড়ীসমূহে[2] ব্যানবায়ু[3] বিচরণ করে। ৩।৬

১। লিঙ্গশরীর আত্মার উপাধি বলিয়া উহাকেও আত্মা বলা হইয়াছে।

২। মূলনাড়ী ১০১; শাখা নাড়ী = ১০১ × ১০০ = ১০১০০; প্রশাখা নাড়ী = ১০১০০ × ৭২০০০ = ৭২৭২০০০০০০; অতএব মোট ৭২৭২১০২০১ নাড়ী।

৩। নাড়ীসমূহ সর্বদেহব্যাপী বলিয়া ব্যানও সর্বদেহব্যাপী। সন্ধিদেশ, স্কন্ধ, ও মর্মস্থান সমূহে, এবং বিশেষতঃ প্রাণ ও অপান বৃত্তির মধ্যস্থলে এই ব্যানবৃত্তির প্রকাশ। বীর্যসাধ্য কর্মে লোকে ব্যানের সাহায্য গ্রহণ করে।

অথৈকয়োর্ধ্ব উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, পাপেন পাপম্, উভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্ ॥ ৭

অথ (আর) একয়া (একশত একটি নাড়ীর মধ্যে যেটি ঊর্ধ্বমুখী সুষুম্নাখ্যা নাড়ী, সেই নাড়ী অবলম্বনে) ঊর্ধ্বঃ (ঊর্ধ্বগামী হইয়া) উদানঃ (উদানবায়ু) পুণ্যেন (শাস্ত্রবিহিত পুণ্যকর্মের ফলে) পুণ্যম্ লোকম্ (স্বর্গাদি পুণ্যলোক) নয়তি (প্রাপ্ত করায়), পাপেন (এবং পাপকর্মের ফলে) পাপম্ (নরক ও হীনযোনি প্রভৃতি) উভাভ্যাম্ এব (পাপ পুণ্য উভয়ে সমান হইলে তদ্দ্বারা) মনুষ্যলোকম্ (মনুষ্যলোক) [প্রাপ্ত করায়]।—[ইহা "কেন উৎক্রমতে" প্রশ্নের উত্তর]। ৩।৭

আর সুষুম্নাখ্যা একটি নাড়ী অবলম্বনে ঊর্ধ্বগামী হইয়া উদান-বায়ু[1] পুণ্যকর্মের দ্বারা পুণ্যলোক, পাপের দ্বারা পাপলোক, এবং পাপপুণ্যের সাম্যের দ্বারা মনুষ্যলোক প্রাপ্ত করায়। ৩।৭

১। পদতল হইতে মস্তক পর্যন্ত ইহার বৃত্তি। ইহা দ্বারা উৎক্রমণ হয়।

আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণঃ, উদয়ত্যেষ হ্যেনং চাক্ষুষং প্রাণমনুগৃহ্নানঃ। পৃথিব্যাং যা দেবতা সৈষা পুরুষস্যাপানমবষ্টভ্য। অন্তরা যদাকাশঃ স সমানঃ। বায়ুর্ব্যানঃ ॥ ৮

[৩৮-৯এ "কথং বাহ্যমভিধত্তে কথমধ্যাত্মম্" প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে]—আদিত্যঃ হ বৈ (প্রসিদ্ধ সূর্যই) বাহ্যঃ প্রাণঃ (বাহ্য প্রাণ, অর্থাৎ দেবতাত্মক প্রাণ), হি (কারণ) এষঃ (এই সূর্য) এনম্ (এই আধ্যাত্মিক) চাক্ষুষম্ (চক্ষুতে অধিষ্ঠিত) প্রাণম্ (প্রাণকে) অনুগৃহ্নানঃ (অনুগৃহীত করিয়া, অর্থাৎ রূপপ্রকাশার্থ চক্ষুকে আলোক প্রদান করিয়া) উদয়তি (উদিত হন)। পৃথিব্যাম্ (পৃথিবীতে অভিমানিনী) যা (যে) দেবতা ([অগ্নি] দেবতা) সা এষা (সেই এই দেবতা) পুরুষস্য (পুরুষের) অপানম্ (অপানবৃত্তিকে) অবষ্টভ্য (বশীকৃত করিয়া, অর্থাৎ অধোদিকে আকর্ষণরূপ অনুগ্রহ করিয়া) [বর্তমান আছেন, অর্থাৎ ঐ আকর্ষণ না থাকিলে শরীর গুরুত্ব-হেতু পতিত হইত কিংবা ঊর্ধ্বে উঠিয়া পড়িত]। অন্তরা (দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যে) যৎ (= যঃ, যে) আকাশঃ (আকাশস্থ বায়ু) সঃ (তিনিই) সমানঃ ([দেহমধ্যস্থ] সমান, অর্থাৎ সমানবায়ুকে অনুগৃহীত করিয়া বর্তমান)। বায়ুঃ (সাধারণ বাহ্যবায়ুই) ব্যানঃ (ব্যান, অর্থাৎ ব্যানবায়ুকে অনুগৃহীত করিয়া বর্তমান ; কারণ উভয়েই ব্যাপক)। ৩৮

লোকপ্রসিদ্ধ সূর্যই বাহ্যপ্রাণ, কারণ এই সূর্যই চক্ষুতে অধিষ্ঠিত প্রাণকে অনুগৃহীত করিয়া উদিত হন। যিনি পৃথিবীতে অভিমানিনী দেবতা, তিনিই পুরুষের অপানবৃত্তিকে স্ববশে রাখিয়া বর্তমান। দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যে যে বায়ু উহাই সমান[১]। সাধারণ বাহ্য বায়ুই ব্যান[২]। ৩৮

১। বাহ্য সমানবায়ু দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যে এবং দেহস্থ সমানবায়ু শরীরাভ্যন্তরে বর্তমান—এই মধ্যে থাকা রূপ সাদৃশ্যই সমানের অনুগ্রহ।

২। দেহে ও বাহিরে ব্যাপ্তিরূপ সাদৃশ্যই ব্যানের অনুগ্রহ।

তেজো হ বা উদানস্তস্মাদুপশান্ততেজাঃ পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈর্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ ॥ ৯

তেজঃ হ বৈ (যাহা প্রসিদ্ধ সামান্যাকার বাহ্য তেজ উহাই) উদানঃ (উদান, অর্থাৎ উদানবায়ুকে অনুগৃহীত করিয়া বর্তমান), তস্মাৎ ([যেহেতু উৎক্রমণের কর্তা উদানবায়ু স্বভাবতঃই তেজঃস্বরূপ এবং বাহ্যতেজের দ্বারা অনুগৃহীত অর্থাৎ বাহ্যতেজের অনুগ্রহের অভাব ঘটিলে জীব উৎক্রমণ করে], সুতরাং উপশান্ততেজাঃ (স্বাভাবিক তেজ যাহার উপশান্ত বা ক্ষীণ হইয়াছে সেই মুমূর্ষু ব্যক্তি) [শরীর ত্যাগ করিয়া] মনসি (মনে) সম্পদ্যমানৈঃ (প্রবিষ্ট) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়গণের সহিত) পুনঃ-ভবম্ (শরীরান্তর) [প্রাপ্ত হয়]। ৩।৯

লোকপ্রসিদ্ধ সামান্যাকার তেজই[১] উদান। সেই জন্যই যাহার স্বাভাবিক তেজ শান্ত হইয়াছে, সে (শরীর ত্যাগ করিয়া) মনোমধ্যে প্রবিষ্ট ইন্দ্রিয়গণের সহিত শরীরান্তর প্রাপ্ত হয়[২]। ৩।৯

১। চক্ষুতে অধিষ্ঠিত সূর্য একটি বিশেষ তেজ, ইহা কিন্তু সর্বসাধারণ তেজ।

২। এখানে ইহাই বলা হইল যে, মুখ্য প্রাণ—আদিত্য, অগ্নি, আকাশ সামান্যবায়ু, ও তেজোরূপী হইয়া—অধিদৈব আদিত্য ও পৃথিবী প্রভৃতিকে ধারণ করেন, অর্থাৎ তদ্রূপে অবস্থান করেন, এবং প্রাণাপানাদিকে অনুগৃহীত করেন। প্রাণাপানাদিকে অনুগৃহীত করিয়া চক্ষুরাদিকেও অনুগৃহীত করেন। সুতরাং অধিভূত রূপাদি-রূপেও মুখ্যপ্রাণই বর্তমান। এইরূপে প্রাণই সর্বাত্মক। প্রঃ ২।৫-১৩

যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি ; প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ সহাত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি ॥ ১০

[কর্মজ্ঞানাদি সাধনকালে] এষঃ (এই জীব) যৎ-চিত্তঃ (যেরূপ শরীর উত্তম বলিয়া চিন্তা করিয়াছে), [মরণকালে] তেন (সেই সঙ্কল্প ও সঙ্কল্পের সাধন ইন্দ্রিয়-

মনের সহিত) প্রাণম্ (মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিকে) আয়াতি (প্রাপ্ত হয়) [অপর ইন্দ্রিয়বৃত্তি ক্ষীণ হওয়ায় মুখ্যপ্রাণবৃত্তি অবলম্বনে অবস্থান করে]। প্রাণঃ (সেই প্রাণ) তেজসা যুক্তঃ উদানবায়ু-বৃত্তির [উষ্মার] সহিত) [এবং] আত্মনা সহ (জীবাত্মার সহিত মিলিত হইয়া) [জীবকে] যথাসঙ্কল্পিতম্ (যথাভিপ্রেত) লোকম্ (লোক) নয়তি (প্রাপ্ত করায়)। ৩।১০

এই জীব যেরূপ বাসনাযুক্ত ছিল, মরণকালে সেইরূপ সঙ্কল্পবিশিষ্ট হইয়া প্রাণবৃত্তিকে অবলম্বন করে। প্রাণ উদানবায়ু ও জীবাত্মার সহিত মিলিত হইয়া ভোক্তা জীবকে যথাসঙ্কল্পিত লোকে লইয়া যায়[১]। ৩।১০

১। ছাঃ ৬।৮।৬ ; মৃত্যুকালে বাগিন্দ্রিয় মনে, মন প্রাণে, প্রাণ দৈহিক তেজে, তেজ পরম দেবতায় লীন হয়। এখানে শরীরান্তর প্রাপ্তির ক্রম প্রদর্শিত হইল।

য এবং বিদ্বান্ প্রাণং বেদ, ন হাস্য প্রজা হীয়তেঽমৃতো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১১

[প্রাণের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া অধুনা তাঁহার উপাসনা বিহিত হইতেছে]—যঃ (যে কোনও) বিদ্বান্ (বিদ্বান্) এবম্ (উক্ত প্রকারে)—প্রাণম্ (প্রাণকে) বেদ (উপাসনা করেন), অস্য (ঐ বিদ্বানের) প্রজাঃ (পুত্র-পৌত্রাদি) ন হ হীয়তে (অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হয় না) ; অমৃতঃ ভবতি (তিনি অমর অর্থাৎ প্রাণের সহিত সাযুজ্যপ্রাপ্ত হন)। তৎ (উক্ত বিষয়ে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ (মন্ত্র আছে)। ৩।১১

যে কোনও বিদ্বান্ প্রাণকে এইরূপে উপাসনা করেন, তাঁহার কখনও পুত্র-পৌত্রাদির বিচ্ছেদ ঘটে না ; তিনি (প্রাণের সহিত সাযুজ্যলাভ রূপ) অমরত্ব প্রাপ্ত হন[১]। এই বিষয়ে এই শ্লোক আছে—। ৩।১১

১। সকাম উপাসকের পক্ষে পুত্রপৌত্রাদি লৌকিক ফল ও প্রাণসাযুজ্য রূপ অলৌকিক ফল লাভ হয়। নিষ্কাম উপাসক কিন্তু চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিয়া শুদ্ধচিত্ত হন এবং ক্রমে মুখ্য অমরত্ব লাভ করেন।

উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বঞ্চৈব পঞ্চধা।
অধ্যাত্মং চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে।
বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুত ইতি ॥ ১২

ইতি প্রশ্নোপনিষদি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥

প্রাণস্য (প্রাণের) উৎপত্তিম্ (পরমাত্মা হইতে উৎপত্তি), আয়তিম্ (=আয়াতিম্, ধর্মাধর্মানুসারে শরীরে আগমন) স্থানম্ (পায়ু উপস্থ প্রভৃতি স্থানে অবস্থান), পঞ্চধা বিভুত্বম্ চ এব (প্রাণবৃত্তি-সমূহকে প্রভুর ন্যায় পঞ্চপ্রকারে স্থাপন), অধ্যাত্মম্ (শরীরে চক্ষুরাদিরূপে অবস্থান) চ এব (এবং বাহিরে সূর্যাদি রূপে অবস্থান) বিজ্ঞায় (জানিয়া) অমৃতম্ (অমরত্ব) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন)। [প্রশ্নের সমাপ্তি বুঝাইবার জন্য দ্বিরুক্তি হইয়াছে]। ৩।১২

প্রাণের উৎপত্তি, আগমন, অবস্থিতি, পঞ্চপ্রকারে প্রভুত্ব, এবং আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক রূপ জানিয়া, অর্থাৎ উক্তরূপে[১] প্রাণের উপাসনা করিয়া, অমরত্ব প্রাপ্ত হন। ৩।১২

১। "আত্মা হইতে প্রাণ জাত হন; ধর্মাধর্ম-ফলে শরীর গ্রহণ করেন; আপনাকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া স্বকীয় স্বরূপভূত অপানকে পায়ু ও উপস্থে, প্রাণকে চক্ষু ও কর্ণে, সমানকে নাভিতে, ব্যানকে নাড়ী-সমূহে ও উদানকে সুষুম্নামধ্যে স্থাপন করেন; উদান অবলম্বনে উৎক্রমণ করেন; প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, ও উদানের অনুগ্রাহক অধিদৈবত আদিত্য, পৃথিবী, আকাশ, বায়ু, ও তেজ—এই বাহ্য রূপাবলম্বনে প্রাণ পঞ্চপ্রাণকে ধারণ করেন; চক্ষু প্রভৃতি প্রাণাদিস্বরূপ বলিয়া তাহাদের দ্বারা গ্রাহ্য অধিভূত বিষয় সকলকেও প্রাণই ধারণ করেন।"—ভাষ্যকার।

চতুর্থ প্রশ্ন

অথ হৈনং সৌর্যায়ণী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্, এতস্মিন্ পুরুষে কানি স্বপন্তি, কান্যস্মিঞ্জাগ্রতি, কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি, কস্যৈতৎ সুখং ভবতি, কস্মিন্নু সর্বে সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি ?—ইতি ॥ ১

প্রশ্নত্রয়ে অপরা বিদ্যার গোচরীভূত বিষয়সমূহ, অর্থাৎ সাধ্য ও সাধনের সহিত সংশ্লিষ্ট অনিত্য সংসার, আলোচিত হইয়াছে ; অনন্তর পরা বিদ্যার বিষয়ীভূত ও সাধনাদিবিরহিত অক্ষর পুরুষের উপদেশার্থ পরবর্তী প্রশ্নত্রয়ের অবতারণা করা হইতেছে। বর্তমান প্রশ্নে (২।১।১) মুণ্ডকোক্ত বিষয়টির বিস্তার করা হইতেছে]—অথ হ (অতঃপর) গার্গ্যঃ (গর্গবংশীয়) সৌর্যায়ণী (সূর্যপৌত্র) এনম্ (ইঁহাকে, পিপ্পলাদকে) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন)—ভগবন্ এতস্মিন্ (এই) পুরুষে (হস্তপাদাদিযুক্ত পুরুষদেহে) কানি (কাঁহারা, অর্থাৎ কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয়) স্বপন্তি (নিদ্রা যান, স্বব্যাপার হইতে বিরত হন)? অস্মিন্ (ইহাতে) কানি (কাঁহারা) জাগ্রতি (জাগ্রত থাকেন, নিজ নিজ ব্যাপার করিতে থাকেন)? কতরঃ (কার্য-করণের মধ্যে কোন্) এষঃ দেবঃ (এই দেবতা) স্বপ্নান্ (স্বপ্নসমূহ) পশ্যতি (দর্শন করেন)? কস্য (কাঁহার) এতৎ সুখম্ (নিরায়াসরূপ, অর্থাৎ সুষুপ্তিতে প্রকাশমান, এই অব্যাহত সুখানুভূতি) ভবতি (হয়)? কস্মিন্ নু (কাঁহাতেই বা) সর্বে (সকলে) সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ (একীভূত, তদাত্মভূত) ভবন্তি (হয়) ইতি। ৪।১

অনন্তর সৌর্যায়ণী গার্গ্য পিপ্পলাদকে প্রশ্ন করিলেন—হে ভগবন্, এই পুরুষশরীরে কাঁহারা নিদ্রা যান[১] ? কাঁহারাই বা ইহাতে জাগ্রত থাকেন[২] ? (দেহ ও ইন্দ্রিয় এই) উভয়ের মধ্যে কোন্ এই দেবতা স্বপ্নসমূহ দর্শন করেন[৩] ? এই সুখানুভূতি কাঁহার[৪] ? কাঁহাতেই বা সকলে একীভূত হন[৫] ? ৪।১

১। জাগরিতাবস্থারূপ ধর্মের ধর্মী কাহারা? ইহার উত্তর ৪।২ এ দ্রষ্টব্য। স্বপ্নাবস্থায় শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার শান্ত হইলে জাগরিতাবস্থার অভাব হয়, অতএব জাগরিতাবস্থাটি শরীরাদিরই ধর্ম হওয়া যুক্তিসঙ্গত—উহা পরমাত্মার নহে। জাগরিতাবস্থাদির ধর্মী আত্মা নহেন, ইহা না বুঝাইলে লোকের ভ্রম বিদূরিত হইবে না বলিয়া আত্মাকে ঐ ধর্মী হইতে পৃথক্ করা হইতেছে।

২। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে শরীররক্ষারূপ ধর্মটি কাহার? ইহার উত্তর—৪।৩-৪ এ দ্রঃ। ইহা প্রাণের ধর্ম, আত্মার নহে।

৩। স্বপ্নরূপ ধর্মের ধর্মী কে? উত্তর—৪।৫

৪। সুষুপ্তিরূপ ধর্মের ধর্মী কে? উত্তর—৪।৬, ঐ টীকা। সুনিদ্রা হইতে জাগিয়া স্মরণ হয়, "আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম"; সুতরাং সুষুপ্তির সহিত আনন্দের সম্বন্ধ আছে।

৫। যিনি অবস্থাত্রয় হইতে বিনির্মুক্ত এবং অবস্থাত্রয়ের পর্যবসানস্বরূপ তিনি কে? উত্তর—৪।৭-৯

তস্মৈ স হোবাচ—যথা গার্গ্য, মরীচয়োঽর্কস্যাস্তং গচ্ছতঃ সর্বা এতস্মিংস্তেজোমণ্ডল একীভবন্তি, তাঃ পুনঃ পুনরুদয়তঃ প্রচরন্তি, এবং হ বৈ তৎ সর্বং পরে দেবে মনস্যেকীভবতি। তেন তর্হ্যেষ পুরুষো ন শৃণোতি, ন পশ্যতি, ন জিঘ্রতি, ন রসয়তে, ন স্পৃশতে, নাভিবদতে, নাদত্তে, নানন্দয়তে, ন বিসৃজতে, নেয়ায়তে। স্বপিতীত্যাচক্ষতে ॥ ২

সঃ (তিনি, পিপ্পলাদ) তস্মৈ (তাঁহাকে, সৌর্যায়ণীকে) উবাচ হ (বলিলেন)—গার্গ্য (হে গার্গ্য), যথা (যদ্রূপ) অর্কস্য অস্তম্ গচ্ছতঃ (সূর্য অস্তগমনোন্মুখ হইলে) সর্বাঃ (নিখিল) মরীচয়ঃ (রশ্মিসমূহ) এতস্মিন্ (এই প্রত্যক্ষ সূর্যের) তেজঃ-মণ্ডলে (জ্যোতির্মণ্ডলে) একী-ভবন্তি (একতা, অবিশেষভাব, প্রাপ্ত হয়), পুনঃ

(পুনর্বার) [সূর্য] উদয়তঃ (উদয়োন্মুখ হইলে) তাঃ (সেই কিরণসমূহ) পুনঃ (পুনরায়) প্রচরন্তি (দশদিকে বিকীর্ণ হয়) এবম্ হ বৈ (এইরূপেই) [স্বপ্নকালে] তৎ সর্বম্ (সেই সমস্ত [বিষয় ও ইন্দ্রিয় সকল]) পরে দেবে ([ইন্দ্রিয়াদি দেবতার তুলনায়] শ্রেষ্ঠ এবং প্রকাশধর্মী) মনসি (মনে) একী-ভবতি (অবিশেষতা প্রাপ্ত হয় ; স্ব স্ব ব্যাপার ত্যাগ করিয়া মনের অধীনরূপে অবস্থান করে) ; তেন (সেই জন্য) তর্হি (সেই স্বপ্নকালে) এষঃ (এই) পুরুষঃ (স্থূল দেহ) ন শৃণোতি (শুনে না), ন পশ্যতি (দেখে না), ন জিঘ্রতি (আঘ্রাণ করে না), ন রসয়তে (আস্বাদন করে না), ন স্পৃশতে (স্পর্শ করে না), ন অভিবদতে (কথা বলে না), ন আদত্তে (গ্রহণ করে না), ন আনন্দয়তে (রমণ করে না), ন বিসৃজতে (পুরীষাদি ত্যাগ করে না), ন ইয়ায়তে (চলে না)—স্বপিতি (সে ঘুমাইতেছে) ইতি (এইরূপ) আচক্ষতে (লোকেরা বলে) । ৪।২

তিনি তাহাকে বলিলেন—হে গার্গ্য, অস্তগামী সূর্যের কিরণরাশি যেরূপ এই সূর্যমণ্ডলে একীভূত হয় ও পুনরায় সূর্য উদয়োন্মুখ হইলে সেই কিরণসমূহ দিকে দিকে বিকীর্ণ হয়, সেইরূপই (স্বপ্নকালে) বিষয়েন্দ্রিয়সমূহও পরমদেব মনে একীভূত হয়। সেইজন্য স্বপ্নকালে এই পুরুষ শুনে না, দেখে না, স্পর্শ করে না, কথা বলে না, গ্রহণ করে না, আনন্দ করে না, ত্যাগ করে না, ও চলে না। লোকে বলে, "তিনি ঘুমাইতেছেন"। ৪।২

প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি। গার্হপত্যো হ বা এষোঽপানো—ব্যানোঽন্বাহার্যপচনো—যদ্‌গার্হপত্যাৎ প্রণীয়তে, প্রণয়নাদাহবনীয়ঃ প্রাণঃ ॥ ৩

এতস্মিন্ (এই) পুরে (নবদ্বার দেহে) প্রাণাগ্নয়ঃ এব (অদ্বিতীয় পঞ্চবৃত্তি প্রাণই) জাগ্রতি ([নিদ্রাকালে] জাগরিত থাকে)। এষঃ (এই) অপানঃ

হ বৈ (অপানবায়ুই) গার্হপত্যঃ (গার্হপত্য নামক অগ্নি স্থানীয়), যৎ (কারণ) গার্হপত্যাৎ (গার্হপত্যাগ্নি হইতে) [অগ্নিহোত্রকালে] আহবনীয়ঃ (আহবনীয় নামক অগ্নি) প্রণীয়তে (পৃথক্ রূপে গৃহীত হয়)—প্রণয়নাৎ ([গার্হপত্যাগ্নি হইতে] প্রণীত [= প্রকৃষ্টরূপে নীত] হয় বলিয়া [উহা]) প্রাণঃ (প্রাণ)। ব্যানঃ অন্বাহার্যপচনঃ (দক্ষিণাগ্নি)। ৪।৩

এই দেহপুরে অগ্নিস্থানীয় প্রাণবৃত্তিসমূহই জাগরিত থাকে। এই অপানবায়ুই গার্হপত্যাগ্নি, কারণ গার্হপত্যাগ্নি হইতেই আহবনীয়াগ্নি পৃথগ্রূপে গৃহীত হয়—প্রণীত হয় বলিয়া আহবনীয়ই প্রাণ। ব্যানবায়ুই দক্ষিণাগ্নি[1]। ৪।৩

১। মুঃ ১।২।২-৩; 'যজ্ঞকথা'—ত্রিবেদী। গৃহস্থের পক্ষে যাবজ্জীবন কর্তব্য অগ্নিহোত্র যজ্ঞে তিনটি অগ্নির প্রয়োজন হয়—গার্হপত্য, আহবনীয়, ও দক্ষিণাগ্নি। গার্হপত্য অগ্নি কখনও নির্বাপিত হয় না। যজ্ঞের সময় এই গার্হপত্য হইতেই অগ্নি গ্রহণ করিয়া আহবনীয় অগ্নি প্রজ্বালিত হয় এবং ঐ আহবনীয়ে প্রধান প্রধান হোম করা হয়। দক্ষিণাগ্নিও গার্হপত্য হইতে প্রজ্বালিত হয় এবং উহা যজ্ঞবেদির দক্ষিণভাগে থাকে। আহবনীয়ের স্থান বেদির পূর্বে ও গার্হপত্যের স্থান পশ্চিমে। গার্হপত্য—গৃহপতির অগ্নি, আহবনীয়—দেবগণের অগ্নি, ও দক্ষিণাগ্নি—পিতৃগণের প্রতিনিধি অগ্নি। আহবনীয় অগ্নিতে প্রতি প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক একটি আহুতি দেওয়া হয়। এই আহুতিদ্বয়ই ৪।৪এ উল্লিখিত হইয়াছে। গার্হপত্য এবং দক্ষিণাগ্নিতেও দেবগণ ও পিতৃগণের উদ্দেশে প্রতিদিন আহুতি দিতে হয়।

বর্তমান স্থলে—ব্যানবায়ু হৃদয় হইতে দক্ষিণস্থ নাড়ীমধ্যে সঞ্চারণ করে, অতএব উহা দক্ষিণাগ্নিস্থানীয়। সুপ্ত ব্যক্তির অপানবায়ু হইতেই যেন তাহার মুখ-নাসিকা-পথে প্রাণবায়ু প্রণীত হয়, অন্তর্গামী অপান হইতেই যেন বহির্গামী প্রাণ বহির্গত হয়, অতএব অপান গার্হপত্যস্থানীয় ও প্রাণ আহবনীয়স্থানীয়। অপরাপর ইন্দ্রিয় নিদ্রাকালে স্বকর্মে বিরত হইলেও প্রাণাদি জাগ্রত থাকে। অতএব তাহারা অগ্নিস্বরূপ।

যদুচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসাবেতাবাহুতী সমং নয়তীতি স সমানঃ। মনো হ বাব যজমানঃ। ইষ্টফলমেবোদানঃ—স এনং যজমানমহরহর্ব্রহ্ম গময়তি ॥ ৪

[হোতা যেমন আহুতিদ্বয়কে আহবনীয়সমীপে আনয়ন করেন, তেমনি হোতৃস্থানীয় সমানবায়ুও অগ্নিহোত্রের ঋত্বিকের ন্যায় আহুতিদ্বয় বিধান করেন]—উচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসৌ (শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ) এতৌ (এই দুইটি) আহুতী (আহুতিকে) যৎ (যে হেতু) [শরীর-রক্ষার্থ] সমম্ নয়তি (সমতা প্রাপ্ত করায়) ইতি (অতএব) সঃ (সেই) সমানঃ (সমান-বায়ুই) [হোতা]। মনঃ হ বাব (মনই) যজমানঃ ([দেহস্থ অগ্নিহোত্রের] যজমান, অর্থাৎ যজ্ঞফল-লাভকারী)। উদানঃ এব (উদানবায়ুই) ইষ্টফলম্ (যজ্ঞফল) ; [কারণ] সঃ (ঐ উদানবায়ু) এনম্ (এই মনোরূপ) যজমানম্ (যজমানকে) অহঃ অহঃ (প্রতিদিন) [স্বপ্নদর্শনের বিরতি হইলে সুষুপ্তিকালে) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) গময়তি (প্রাপ্ত করায়)। ৪।৪

যেহেতু সমানবায়ু শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ এই দুইটি আহুতিকে (শরীর-রক্ষার্থ) সমতা প্রাপ্ত করায়, সেইজন্য উক্ত সমানবায়ুই হোতা ; মনই যজমান ;[1] উদানবায়ুই অভীষ্ট ফল[2]—কারণ ঐ উদানবায়ুই মনোরূপ যজমানকে প্রতিদিন (সুষুপ্তিকালে) ব্রহ্ম প্রাপ্ত করায়। ৪।৪

১। মন যজমান, কারণ অগ্নিহোত্রের যজমানের ন্যায় মনও ইন্দ্রিয়াদি সকলের অপেক্ষা প্রধান বলিয়া প্রতীত হয়, এবং যজমান যেরূপ স্বর্গ কামনা করেন সেইরূপ মনও সুষুপ্তিতে ব্রহ্মরূপ নির্বিষয় আনন্দ লাভের জন্য উৎসুক হয়।

২। কারণ উদানবায়ুই উৎক্রমণের কারণ এবং উদানবায়ু অবলম্বনেই ঊর্ধ্বে গমন করিয়া যজমান যজ্ঞফল প্রাপ্ত হন ; উদানবায়ু যজমানকে যেরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত করায় সেইরূপ মনকেও স্বপ্নবৃত্তি হইতে প্রচ্যুত করিয়া সুষুপ্তিকালে ব্রহ্ম প্রাপ্ত করায়। যাঁহারা তত্ত্বমসি মহাবাক্যের ত্বম্ (তুমি) পদার্থের শোধন করিয়াছেন

তাঁহাদের নিদ্রা সাধারণ নিদ্রার ন্যায় নহে। উহাতে তাঁহারা নিত্য ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করেন—ইহাই যথার্থ; ইহা উপাসনাবিশেষ নহে।

অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি—যদ্দৃষ্টং দৃষ্টমনুপশ্যতি, শ্রুতম্ শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি, দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃ পুনঃ প্রত্যনুভবতি; দৃষ্টং চাদৃষ্টং চ, শ্রুতং চাশ্রুতং চ, অনুভূতং চাননুভূতং চ, সচ্চাসচ্চ, সর্বং পশ্যতি, সর্বঃ পশ্যতি ॥ ৫

অত্র (এই) স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায়) এষঃ (এই) দেবঃ (যে মনে ইন্দ্রিয়াদি একীভূত হয় সেই মন) মহিমানম্ (বিভূতি, বিষয়-বিষয়ী রূপে অনেকত্ব প্রাপ্তিরূপ মহিমা) অনুভবতি (অনুভব করে)—যৎ দৃষ্টম্ দৃষ্টম্ (যাহা যাহা জাগরণে দৃষ্ট হইয়াছে] [তাহাই] অনুপশ্যতি (পরে স্বপ্নে [অবিদ্যাবশতঃ] দর্শন করে [বলিয়া মনে করে]) ; শ্রুতম্ শ্রুতম্ এব অর্থম্ (যাহা শ্রুত হইয়াছে) অনুশৃণোতি ([যেন] তদনুরূপই স্বপ্নে শ্রবণ করে), দেশ-দিক্-অন্তরৈঃ চ (গৃহাদি দেশান্তরে এবং উত্তরাদি দিগন্তরে) প্রত্যনুভূতম্ (যাহা প্রকৃষ্টরূপে অনুভূত হইয়াছে তাহা) পুনঃ পুনঃ (বারংবার স্বপ্নে) [যেন] প্রত্যনুভবতি (অনেকবার দর্শন করে) ; দৃষ্টম্ চ (এই জন্মে দৃষ্ট) অদৃষ্টম্ চ (এবং জন্মান্তরে দৃষ্ট), শ্রুতম্ চ অশ্রুতম্ চ (এই জন্মে ও পূর্বজন্মে শ্রুত), অনুভূতম্ চ অননুভূতম্ চ (এই জন্মে ও পূর্বজন্মে কেবল মনের দ্বারা অনুভূত), সৎ চ অসৎ চ (সত্য জলাদি ও অসত্য মরীচিকাদি)—[অর্থাৎ] সর্বম্ (যাহা বলা হইল বা বলা হইল না তৎসমস্তই) পশ্যতি ([যেন] দর্শন করে) সর্বঃ [সন্] (সর্বপ্রকার মনোবাসনায় উপহিত হইয়া) পশ্যতি (দর্শন করে) । ৪।৫

এই স্বপ্নাবস্থায় এই মনোরূপ[১] দেবতা বিভূতি অনুভব করেন—যাহা যাহা (পূর্বে) দৃষ্ট হইয়াছে স্বপ্নে তাহাই যেন দর্শন করেন, যাহা যাহা শ্রুত হইয়াছে স্বপ্নে তাহাই যেন শ্রবণ করেন, দেশান্তরে ও দিগন্তরে যাহা অনুভূত হইয়াছে বারবার তাহাই স্বপ্নে অনুভব

করেন ; এই জন্মে ও পূর্ব জন্মে যাহা যাহা দৃষ্ট হইয়াছে, শ্রুত হইয়াছে, মনের দ্বারা অনুভূত হইয়াছে, এবং যাহা কিছু সত্য ও যাহা কিছু ভ্রম —অর্থাৎ যাহা কিছু বলা হইল বা হইল না—সেই সমস্তই তিনি মনের সর্বপ্রকার বাসনায় উপহিত হইয়া দর্শন করেন। ৪।৫

১। মনঃ-দেবতাই স্বপ্ন দর্শন করেন—স্বপ্ন মনেরই ধর্ম, আত্মার নহে।

স যদা তেজসাঽভিভূতো ভবতি অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ন পশ্যতি, অথ যদেতস্মিঞ্ শরীর এতৎ সুখং ভবতি ॥ ৬

সঃ (সেই মনোরূপ দেবতা) যদা (যখন) তেজসা (পিত্তাখ্য সৌরতেজের দ্বারা, অথবা চিদ্রূপ ব্রহ্মের দ্বারা) অভিভূত ভবতি (অভিভূত হন, অর্থাৎ বাসনার দ্বার বা স্বপ্নভোগপ্রদ কর্ম যখন নিরুদ্ধ হয়) [তখন সুষুপ্ত হন]। অত্র (এই সুষুপ্তিকালে) এষঃ (এই) দেবঃ (মনোনামক দেবতা) স্বপ্নান্ (স্বপ্নসমূহ) ন পশ্যতি (দেখেন না) অথ (সেই সময়ে) এতস্মিন্ (এই) শরীরে (দেহে) যৎ (যাহা ব্রহ্মানন্দ) এতৎ সুখম্ (সেই এই বিজ্ঞানরূপ স্বরূপসুখ) ভবতি (হয়, প্রকাশিত হয়)। ৪।৬

সেই মন (অর্থাৎ মনোদেবতার সংস্কারসমূহ উদ্বোধিত হইবার দ্বার) যখন তেজঃকর্তৃক নিরুদ্ধ হয়, তখন এই দেবতা স্বপ্ন দর্শন করেন না[১]—সেই সময়ে এই শরীরে[২] আত্মার এই স্বরূপসুখই (প্রকাশিত) হয়[৩]। ৪।৬

১। সংস্কার সহায়েই মন স্বপ্ন দর্শন করে ; কিন্তু সুষুপ্তিতে নাড়ী-সঞ্চারী ব্রহ্মতেজ ও পিত্তাখ্য সৌরতেজের দ্বারা যখন সংস্কারসমূহের উদ্বোধক ভোগপ্রদ কর্মের পথ রুদ্ধ হয়, তখন মন আর বাসনার সাহায্য পায় না। তখন ইন্দ্রিয়ের সহিত মনোবৃত্তিসমূহ হৃদয়েই উপসংহৃত হয়। ঐ সময়ে মনে কোনও বিশেষ বিজ্ঞানের উদয় হয় না ; মন তখন অবিশেষরূপে সর্ব-শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে—তখন কেবল আত্মার স্বরূপানন্দই অনুভূত হইতে থাকে—উহাই সুষুপ্তি। বৃঃ ২।১।১৯

২। সুষুপ্তিকালে শরীরের সহিত আত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে না (বৃঃ ৪।৩।২২); আত্মা তখন স্বাভাবিক স্বরূপাবস্থায় অবস্থিত থাকেন। তথাপি ব্যবহারানুগত বুদ্ধির অনুবৃত্তিবশতঃ 'শরীরে' এই শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে।

৩। স্বরূপ-সুখ নিত্য প্রকাশমান; সুতরাং 'প্রকাশিত হয়' এইরূপ বলা অযৌক্তিক মনে হইলেও, উপাধিবশতঃ স্বপ্ন ও জাগরণে অনাত্মরূপে বিভাবিত আত্মা সুষুপ্তিতে তাঁহার অদ্বয়, শিব, ও শান্ত স্বরূপে অবস্থান করেন—ইহা বুঝাইবার জন্য 'প্রকাশিত' শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। 'আনন্দময় কোশ' নামে যাহাকে অভিহিত করা হয় এবং যাহা মন প্রভৃতির সংস্কার বিশিষ্ট, সেই অনভিব্যক্ত অজ্ঞানই সুষুপ্তি-অবস্থার ধর্ম।

স যথা সোম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে এবং হ বৈ তৎ সর্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৭

সোম্য (হে প্রিয়দর্শন), সঃ (এই বিষয়ে, অর্থাৎ সমস্ত জীবজগৎ অক্ষরে সম্প্রতিষ্ঠিত হয়—ইহার, দৃষ্টান্ত এই)—যথা (যদ্রূপ) বয়াংসি (পক্ষিগণ) বাসো-বৃক্ষম্ [প্রতি] (বাসবৃক্ষের দিকে) সম্প্রতিষ্ঠন্তে (সম্যক্ প্রকারে গমন করে) এবম্ হ বৈ (ঠিক এইরূপেই) তৎ সর্বম্ (বক্ষ্যমাণ সকলে) পরে আত্মনি (অক্ষর পুরুষে) সম্প্রতিষ্ঠতে (প্রতিষ্ঠিত হয়)। ৪।৭

হে প্রিয়দর্শন, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—পক্ষিগণ যেরূপ আবাস-বৃক্ষের প্রতি ধাবিত হয়, ঠিক সেই রূপই বক্ষ্যমাণ সকল পদার্থ অক্ষর পুরুষে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪।৭

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ, আপশ্চাপোমাত্রা চ, তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ, বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশশ্চাকাশমাত্রা চ, চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যং চ, শ্রোত্রং চ শ্রোতব্যং চ, ঘ্রাণং চ

—ঘ্রাতব্যং চ, রসশ্চ রসয়িতব্যং চ, ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যং চ, বাক্ চ বক্তব্যং চ, হস্তৌ চাদাতব্যং চ, উপস্থশ্চানন্দয়িতব্যং চ, পায়ুশ্চ বিসর্জয়িতব্যং চ, পাদৌ চ গন্তব্যং চ, মনশ্চ মন্তব্যং চ, বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্যং চ, অহঙ্কারশ্চাহংকর্তব্যং চ, চিত্তং চ চেতয়িতব্যং চ, তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যং চ, প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যং চ ॥ ৮

[অপরের উদ্দেশ্যে সমষ্টীভূত কার্যকরণ ও ব্যষ্টি-সমষ্টি প্রভৃতি কাহারা অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা বলা হইতেছে]—পৃথিবী চ (স্থূল পৃথিবী) পৃথিবী-মাত্রা চ (এবং গন্ধতন্মাত্রা বা সূক্ষ্ম পৃথিবী), আপঃ চ (স্থূল জল) আপঃ-মাত্রা চ (এবং রসতন্মাত্রা), তেজঃ চ তেজঃ-মাত্রা চ, বায়ুঃ চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশঃ চ আকাশ-মাত্রা চ ; চক্ষুঃ চ (চক্ষু) দ্রষ্টব্যম্ চ (এবং দ্রষ্টব্য রূপ), শ্রোত্রম্ চ (কর্ণ) শ্রোতব্যম্ চ (ও শব্দ), ঘ্রাণম্ চ (নাসিকা) ঘ্রাতব্যম্ চ (ও গন্ধ), রসঃ চ (রসনা) রসয়িতব্যম্ চ (ও রস), ত্বক্ চ (স্পর্শেন্দ্রিয়) স্পর্শয়িতব্যম্ চ (ও স্পর্শের বিষয়), বাক্ চ (বাগিন্দ্রিয়) বক্তব্যম্ চ (বক্তব্য), হস্তৌ চ (দুই হস্ত) আদাতব্যম্ চ (এবং গ্রহণীয় বস্তু), উপস্থঃ চ (জননেন্দ্রিয়) আনন্দয়িতব্যম্ চ (এবং তদ্বিষয়), পায়ুঃ চ (গুহ্য) বিসর্জয়িতব্যম্ চ (ও বিসর্জনীয় মলমূত্রাদি), পাদৌ চ (দুই চরণ) গন্তব্যম্ চ (এবং গন্তব্য স্থান), মনঃ চ মন্তব্যম্ চ (সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মন ও মননীয় বিষয়), বুদ্ধিঃ চ বোদ্ধব্যম্ চ (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও তদ্বিষয়), অহঙ্কারঃ চ অহঙ্কর্তব্যম্ চ (অভিমানলক্ষণ অন্তঃকরণ ও তদ্বিষয়), চিত্তম্ চ চেতয়িতব্যম্ চ (চেতনাযুক্ত বা সংস্কারবিশিষ্ট অন্তঃকরণ ও তদ্বিষয়), তেজঃ চ (অন্তঃকরণচতুষ্টয়ে অনুগত সামান্যাকার জ্ঞানশক্তি, [অথবা ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান প্রকাশবিশিষ্ট ত্বক্ বা চর্ম—আচার্য]) বিদ্যোতয়িতব্যম্ চ (ও অন্তঃকরণচতুষ্টয়ের সর্বসাধারণ বিষয়, [অথবা উজ্জ্বল চর্মের প্রকাশ্য অঙ্গ চর্ম—আচার্য]), প্রাণঃ চ (সূত্রাত্মা বা ক্রিয়াশক্তি) বিধারয়িতব্যম্ চ (সূত্রাত্মার ওতপ্রোত নিখিল বিশ্ব) । ৪।৮

পৃথিবী ও গন্ধতন্মাত্রা, জল ও রসতন্মাত্রা, তেজ ও রূপতন্মাত্রা,

বায়ু ও স্পর্শতন্মাত্রা, আকাশ ও শব্দতন্মাত্রা; চক্ষু ও রূপ, কর্ণ ও শব্দ, নাসিকা ও গন্ধ, রসনা ও রস, স্পর্শেন্দ্রিয় ও তদ্বিষয়; বাগিন্দ্রিয় ও বাক্য, দুই হস্ত ও গ্রহণীয় বস্তু, উপস্থ ও তদ্বিষয়, পায়ু ও তদ্বিষয়, দুই চরণ ও গন্তব্যস্থান; মন ও মন্তব্য বিষয়, বুদ্ধি ও বোদ্ধব্য বিষয়, অহঙ্কার ও তদ্বিষয়, চিত্ত ও তদ্বিষয়[১]; জ্ঞানশক্তি ও তদ্বিষয়[২], সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ ও তাঁহাতে ওতপ্রোত নিখিল বিশ্ব (এই সমস্তই অক্ষর পুরুষে প্রতিষ্ঠিত হয়)। ৪।৮

১। সুখদুঃখাদি উপলব্ধির সাধন অন্তঃকরণ এক হইলেও উহা বৃত্তিভেদে চার প্রকার। "মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্। সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে॥" মনের কার্য সংশয়, বুদ্ধির নিশ্চয়, অহঙ্কারের গর্ব, ও চিত্তের স্মৃতি। এই স্থলসমূহে ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকেও তাহাদের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহারাও অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত হন।

২। এখানে শঙ্করানন্দের ব্যাখ্যা গৃহীত হইল। আচার্যের মত অন্বয়ে দ্রঃ।

এষ হি দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। স পরেঽক্ষর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে॥ ৯

হি (অধিকন্তু) এষঃ ([ভোক্তৃত্ব ও কর্তৃত্বাদি উপাধি অবলম্বনে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া সর্বাধার] এই আত্মাই) দ্রষ্টা (দর্শনকর্তা), স্প্রষ্টা (স্পর্শনকর্তা), শ্রোতা (শ্রবণকর্তা), ঘ্রাতা (ঘ্রাণকর্তা), রসয়িতা (আস্বাদনকর্তা), মন্তা (মননকারী), বোদ্ধা (নিশ্চয়কর্তা), কর্তা (কর্তা), বিজ্ঞানাত্মা (বিজ্ঞাতৃস্বভাব), পুরুষঃ (কার্যকরণকে পূর্ণ করিয়া অবস্থিত)। সঃ (সেই পুরুষ) পরে (সর্বোত্তম) (অক্ষরে) আত্মনি (আত্মাতে) সম্প্রতিষ্ঠতে (উপাধিবিলয়ে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হন)। ৯

অধিকন্তু এই সর্বাধার আত্মাই (জীবদেহে) দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা,

আঘ্রাতা, আস্বাদনকর্তা, মননকারী, নিশ্চয়কারী, কর্তা, ও বিজ্ঞানস্বরূপ পুরুষ। সেই পুরুষ অক্ষর পরমাত্মায় প্রবেশ করেন[১]। ৪।৯

১। উপাধি-বিলয়ে উপাহিত রূপের অভাব হয়; অর্থাৎ জীবের পরমাত্মরূপে স্থিতি হয়।

পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরম-লোহিতং শুভ্রমক্ষরম্ ; বেদয়তে যস্তু সোম্য স সর্বজ্ঞঃ সর্বো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১০

[উক্ত একত্ববিদের ফল বলা হইতেছে]—যঃ [তু] হ বৈ (বিরল যে কেহ কিন্তু) তৎ (উক্ত) অচ্ছায়ম্ (ছায়াহীন, তমোবর্জিত), অশরীরম্ (শরীরহীন, নামরূপাত্মক সর্বোপাধি শূন্য) অলোহিতম্ (লোহিতাদি সর্বগুণ বর্জিত) শুভ্রম্ (বিশুদ্ধ) অক্ষরম্ (অক্ষরকে) [বেদয়তে (জানেন)], সঃ (তিনি) পরম্ (সর্বশ্রেষ্ঠ) অক্ষরম্ এব (অক্ষরকেই) প্রতিপদ্যতে (লাভ করেন) ; সোম্য (হে সোম্য), যঃ তু ([অবিজ্ঞানের বিপরীত] যে কেহ কিন্তু) বেদয়তে (আত্মাকে জানেন) সঃ (তিনি) সর্বজ্ঞঃ (সর্বজ্ঞ) সর্বঃ (সর্বস্বরূপ) ভবতি (হন)। তৎ (ঐ বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ (এই একটি মন্ত্র আছে)। ৪।১০

যে কেহ কিন্তু উক্ত তমোহীন, উপাধিরহিত, গুণবিবর্জিত[১], বিশুদ্ধ অক্ষরকে জানেন[২], তিনি সর্বোত্তম অক্ষরকেই লাভ করেন। হে সোম্য, যিনি ইঁহাকে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ[৩] ও সর্বস্বরূপ হন। এই বিষয়ে এই শ্লোক আছে—। ৪।১০

১। এই তিনটি শব্দে অক্ষর যে কারণ, লিঙ্গ, ও স্থূল এই শরীরত্রয়-বর্জিত—ইহাই বুঝাইতেছে। শরীরত্রয়-বর্জিত হওয়ায় তিনি অবস্থাত্রয় অর্থাৎ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি বর্জিত শুদ্ধ তুরীয়। ৪।১ এর ১ম টীকা দ্রঃ।

২। অর্থাৎ তুরীয় আত্মা ও অক্ষরের ঐক্য উপলব্ধি করেন। মুঃ ২।২।১

৩। মুঃ ১।১।৩—এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান।

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্বৈঃ
প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য
স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশ, ইতি ॥ ১১

ইতি প্রশ্নোপনিষদি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ ॥

সোম্য (হে সোম্য), সর্বৈঃ (সকল) দেবৈঃ সহ (দেবগণের সহিত) বিজ্ঞানাত্মা (বিজ্ঞাতৃস্বরূপ আত্মা) চ (এবং) প্রাণাঃ (চক্ষুরাদি প্রাণসমূহ) [ও] ভূতানি (পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ) যত্র (যে অক্ষরে) সম্প্রতিষ্ঠন্তি (প্রবেশ করে), তৎ (সেই) অক্ষরম্ (অক্ষরকে) যঃ তু (যে কেহ) বেদয়তে (জানেন) সঃ (তিনি) সর্বজ্ঞঃ (সর্বজ্ঞ হন), সর্বম্ এব (নিখিল বস্তুতেই) আবিবেশ (প্রবেশ করেন)। ইতি [প্রশ্নের সমাপ্তিসূচক]। ৪।১১

হে সোম্য, নিখিল দেবগণের সহিত বিজ্ঞানাত্মা এবং চক্ষুরাদি প্রাণসমূহ ও ভূতবর্গ যে অক্ষরে প্রবেশ করে, সেই অক্ষরকে কিন্তু যিনি জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ হন এবং নিখিল বস্তুতে (তাহাদের আত্মা রূপে) প্রবেশ করেন। ৪।১১

পঞ্চম প্রশ্ন

অথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ—স যো হ বৈ তদ্ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত, কতমং বাব স তেন লোকং জয়তি ?—ইতি। তস্মৈ স হোবাচ। ১

[ওঙ্কারোপাসনা অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হইলেও তদ্দ্বারা ক্রমমুক্তিলাভ হয় বলিয়া পরা বিদ্যার প্রকরণেই উহা বিবৃত হইতেছে—৪।১ এর আশয় দ্রষ্টব্য]—অথ (অনন্তর) এনম্ হ (এই পিপ্পলাদকে) শৈব্যঃ (শিবিপুত্র) সত্যকামঃ (সত্যকাম) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন)—ভগবন্, মনুষ্যেষু (মনুষ্যগণের মধ্যে) সঃ যঃ হ বৈ (যিনিই হউন না কেন) প্রায়ণ-অন্তম্ (মরণ পর্যন্ত, যাবজ্জীবন) তৎ (অসাধারণরূপে, আশ্চর্যভাবে, দুষ্কর হইলেও) ওঙ্কারম্ (প্রণবকে) অভিধ্যায়ীত (অভিধ্যান করেন, অর্থাৎ ভিন্নজাতীয় প্রত্যয়ের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন ও নির্বাতদীপশিখার ন্যায় নিস্পন্দ প্রণববিষয়ক জ্ঞানপ্রবাহ অবলম্বন করেন), সঃ (সেই ব্যক্তি) তেন (ওঙ্কারাভিধ্যানের দ্বারা) কতমম্ বাব লোকম্ ([জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা জেতব্য লোকসমূহের মধ্যে] কোন্ লোকটিকে) জয়তি (জয় করেন) ?—ইতি। তস্মৈ (তাঁহাকে) সঃ (তিনি পিপ্পলাদ) উবাচ হ (বলিলেন)—। ৫।১

অনন্তর ইঁহাকে শিবিপুত্র সত্যকাম প্রশ্ন করিলেন—হে ভগবন্, মনুষ্যগণের মধ্যে যে কেহ যাবজ্জীবন অনন্যসাধারণরূপে[১] প্রণবের অভিধ্যান করেন, তিনি সেই ধ্যানসহায়ে কোন্ লোকটি জয় করেন[২] ? পিপ্পলাদ তাঁহাকে বলিলেন—। ৫।১

১। সত্য, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, অপরিগ্রহ; সন্ন্যাস, শৌচ, সন্তোষ, অকপটতা প্রভৃতি যম ও নিয়ম অবলম্বন করিয়া। "অহিংসা-সত্য-অস্তেয়-ব্রহ্মচর্য-অপরিগ্রহা যমাঃ। শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়-ঈশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ॥ যোগসূত্র ২।৩০, ২।৩২

২। মু ২।২।৩-৪ এর বিস্তারের জন্য এই পঞ্চম প্রশ্ন।

এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ।
তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি ॥ ২

সত্যকাম (হে সত্যকাম), যৎ এতৎ বৈ (এই যে প্রসিদ্ধ) পরম্ চ (পর, অর্থাৎ সত্য, অক্ষর পুরুষ) অপরম্ চ (এবং অপর, অর্থাৎ প্রাণাখ্য প্রথমজ) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) [আছেন, তদুভয়ই] ওঙ্কারঃ (ওঙ্কারস্বরূপ [যেহেতু ওঙ্কার তাঁহাদের প্রতীক]), তস্মাৎ (এই হেতুই) বিদ্বান্ (এইরূপ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি) এতেন এব আয়তনেন (এই প্রতীক অবলম্বনেই) একতরম্ (উভয়ের একটিকে, পরব্রহ্ম, বা অপর ব্রহ্মকে) অন্বেতি ([উপাসনানুসারে] অনুগমন করেন)। ৫।২

হে সত্যকাম, এই যে প্রসিদ্ধ পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম আছেন, তদুভয়ই ওঙ্কারস্বরূপ ; এই হেতুই এইরূপ (অর্থাৎ ওঙ্কার ব্রহ্মপ্রতীক এই) জ্ঞানবান্ ব্যক্তি এই (ওঙ্কাররূপ) প্রতীক অবলম্বনে পরব্রহ্ম বা অপর ব্রহ্মের অনুগমন করেন[১]। ৫।২

১। কঃ ১।২।১৫-১৭ এবং টীকা দ্রষ্টব্য। মন প্রভৃতি প্রতীক অপেক্ষাও ওঙ্কার ব্রহ্মোপাসনার প্রকৃষ্টতম আলম্বন।

স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত, স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যামভিসম্পদ্যতে। তমৃচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে, স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি ॥ ৩

সঃ (সেই উপাসক) যদি (যদ্যপি) একমাত্রম্ ([ওঙ্কারের শুধু একটি মাত্রাকে জানিয়া [একমাত্রাত্মক, অর্থাৎ অকারমাত্রাত্মক, প্রণবকে) অভিধ্যায়ীত (সদা ধ্যান করেন) [তথাপি] সঃ (তিনি) তেন এব (সেই ধ্যান সহায়েই) সংবেদিতঃ (সংবোধিত হইয়া সেই মাত্রার ধ্যানসহায়ে সেই মাত্রার সাক্ষাৎ করিয়া) তূর্ণম্ এব (শীঘ্রই) জগত্যাম্ (পৃথিবীতে) [মনুষ্য-জন্ম] অভিসম্পদ্যতে (প্রাপ্ত হন), [কারণ]—তম্ (তাঁহাকে) ঋচঃ (ঋক্ মন্ত্রসমূহ, ঋগ্বেদাত্মক প্রথম মাত্রা অকার) মনুষ্যলোকম্

(মনুষ্যলোক অর্থাৎ মানুষদেহ) উপনয়ন্তে (প্রাপ্ত করায়) ; সঃ (তিনি) তত্র (সেই মনুষ্যলোকে) তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া চ (তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, ও শ্রদ্ধা) সম্পন্নঃ (যুক্ত হইয়া) মহিমানম্ (মহিমা, বিভূতি) অনুভবতি (অনুভব করেন)। ৫।৩

সেই উপাসক যদ্যপি অকারমাত্রাত্মক প্রণবেরই অভিধ্যান করেন, তথাপি তিনি উক্ত ধ্যানসহায়ে অকারমাত্রাকে সাক্ষাৎ করিয়া শীঘ্রই পৃথিবীতে জাত হন[১], (কারণ) তাঁহাকে ঋগ্বেদাত্মক প্রথম মাত্রা মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত করায়[২] ; তিনি তথায় তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, ও শ্রদ্ধা সমন্বিত হইয়া মহিমা অনুভব করেন। ৫।৩

১। ওঙ্কার যে শ্রেষ্ঠ প্রতীক তাহাই প্রমাণ করার জন্য বলা হইল যে, অ, উ, ম, এই ত্রিমাত্রাত্মক প্রণবের একটি মাত্র মাত্রা 'অ'কারের জ্ঞানেই এবম্বিধ ফল হয়। অপর মাত্রাদ্বয়ের অজ্ঞানরূপ অপরিপূর্ণতা থাকিলেও সাধক বিড়ম্বনা প্রাপ্ত হন না (গীতা ৬।৪০)। শঙ্করানন্দের মতে একমাত্রম্—'অ'কারকে, বা একমাত্রা কাল ব্যাপিয়া। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা কেবল প্রণবের স্তুতি নহে, কিন্তু বিশ্ব হইতে অভিন্ন বিরাটের উপাসনাই এখানে বিহিত হইতেছে। মাঃ ৩ ও ৯

২। শ্রুতিতে আছে "পৃথিবী অকারঃ, সঃ ঋগ্বেদঃ"। অভিধ্যানকারী ঋগ্বেদাত্মক অকাররূপ প্রাপ্ত হন, এবং ঋক্‌সমূহ তাঁহাকে অকারাত্মক পৃথিবীলোক প্রাপ্ত করায়।

অথ যদি দ্বিমাত্রেণ, মনসি সম্পদ্যতে। সোঽন্তরিক্ষং যজুর্ভিরুন্নীয়তে সোমলোকম্। স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ততে॥ ৪

অথ (আর) যদি (যদি) দ্বিমাত্রেণ (=দ্বিমাত্রম্, দ্বিতীয় মাত্রাকে, অর্থাৎ উকার-মাত্রাত্মক প্রণবকে) [তাদাত্ম্যলাভ পর্যন্ত ধ্যান করেন, তবে সেই উপাসক] মনসি ([সোমদেবতা কর্তৃক অধিষ্ঠিত মনাত্মক ও যজুর্বেদাত্মক] মনে) সম্পদ্যতে (আত্মভাব প্রাপ্ত হন)। সঃ (তিনি) [দেহান্তে] যজুর্ভিঃ ([দ্বিতীয়-

মাত্রারূপ] যজুর্মন্ত্রসমূহের দ্বারা) অন্তরিক্ষম্ (অন্তরিক্ষস্থ দ্বিতীয় মাত্রারূপ) সোম-লোকম্ (চন্দ্রলোক অর্থাৎ চন্দ্রলোকের জন্য) উন্নীয়তে (প্রাপিত হন, অর্থাৎ সেখানে নীত হন)। সঃ (তিনি) সোমলোকে (চন্দ্রলোকে) বিভূতিম্ (ঐশ্বর্য) অনুভূয় (অনুভব করিয়া) পুনরাবর্ততে (পুনরায় মনুষ্যলোকে প্রত্যাবৃত্ত হন)। ৫।৪

আর যদি তিনি দ্বিতীয় অর্থাৎ উকার-মাত্রাত্মক প্রণবকে নিরন্তর ধ্যান করেন, তবে তিনি যজুর্বেদাত্মক অন্তঃকরণে আত্মভাব প্রাপ্ত হন[১]। তিনি (দেহান্তে) যজুঃসমূহের দ্বারা চন্দ্রলোকে নীত হন এবং চন্দ্রলোকে ঐশ্বর্য ভোগ করিয়া[২] পুনরায় মনুষ্যলোকে প্রত্যাগমন করেন। ৫।৪

১। শঙ্করানন্দের দীপিকানুসারে এই অংশের অর্থ এই—যদি (দৈবাৎ) [কেহ] দ্বিমাত্রেণ (দুইমাত্রা কাল ব্যাপিয়া, অথবা অকার ও উকার এই উভয় মাত্রা সহায়ে) মনসি সম্পদ্যতে (অন্তঃকরণে সম্পন্ন হন, অর্থাৎ অভিধ্যান করেন) [তবে] সঃ (তিনি) ইত্যাদি।

২। কাহারও কাহারও মতে ইহা উক্ত জ্ঞানের প্রশংসামাত্র নহে; কিন্তু এখানে তৈজস হইতে অভিন্ন হিরণ্যগর্ভের উপাসনাই বিহিত হইতেছে। তাঁহাদের মতে 'মন' শব্দে স্বপ্নসদৃশ ব্রহ্মাণ্ডে (প্রঃ ৬।৪ টীকা) আত্মাভিমানকারী হিরণ্যগর্ভকেই বুঝাইতেছে। মাঃ ৪ ও ১০

যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণ, ওমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ, পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত, স তেজসি সূর্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্মুচ্যত এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ, স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং, স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎ পরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে। তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ ॥ ৫

যঃ পুনঃ (যে ব্যক্তি কিন্তু) ত্রিমাত্রেণ (—ত্রিমাত্রম্, ত্রিমাত্রাত্মক) ওম্ ইতি এতেন এব অক্ষরেণ (ওম্ এই অক্ষররূপ প্রতীকে, এই অক্ষররূপে [ইত্থম্ভাবে তৃতীয়া]) এতম্

(এই) [সূর্যমণ্ডলান্তর্গত] পরম্ (সর্বোত্তম) পুরুষম্ (পুরুষকে) অভিধ্যায়ীত (আত্মা রূপে ধ্যান করেন), সঃ (তিনি) [তৃতীয়মাত্রার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া] তেজসি (জ্যোতির্ময়) সূর্যে (সূর্যে) সম্পন্নঃ [ভবতি] (সম্মিলিত হন)। যথা (যেরূপ) পাদোদরঃ (সর্প) ত্বচা বিনির্মুচ্যতে (জীর্ণ ত্বক্ হইতে মুক্ত হয়) এবম্ হ বৈ (ঠিক এই-রূপই) সঃ (তিনি) পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ (পাপ [ও পুণ্য] হইতে বিনির্মুক্ত হন), সঃ (তিনি) সামভিঃ (তৃতীয় মাত্রারূপ সামসমূহের দ্বারা) ব্রহ্মলোকম্ উন্নীয়তে (ঊর্ধ্বে হিরণ্যগর্ভলোকে, ব্রহ্মলোকে, নীত হন) ; সঃ (সেই ত্রিমাত্র-ওঙ্কারাভিজ্ঞ ব্যক্তি) এতস্মাৎ (এই) পরাৎ (স্থাবর ও জঙ্গম হইতে শ্রেষ্ঠ) জীবঘনাৎ (জীব-সমষ্টিভূত, অর্থাৎ লিঙ্গশরীরসমষ্টিতে অভিমানকারী, হিরণ্যগর্ভ হইতে) পরম্ (উত্তম) পুরিশয়ম্ (সর্ব শরীরে অনুপ্রবিষ্ট) পুরুষম্ (পুরুষকে, পরমাত্মাকে) ঈক্ষতে (সাক্ষাৎভাবে দর্শন করেন)। তৎ (ঐ বিষয়ে) এতৌ (এই দুইটি) শ্লোকৌ (শ্লোক) ভবতঃ (আছে)। ৫।৫

যে ব্যক্তি কিন্তু অ, উ, এবং ম এই ত্রিমাত্রাত্মক ওঁ এই অক্ষররূপ প্রতীকে (সূর্যমণ্ডলস্থ) পরম পুরুষকে[১] নিরন্তর ধ্যান করেন[২] তিনি তৃতীয় মাত্রার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া[৩] জ্যোতির্ময় সূর্যে সম্মিলিত হন। সর্প যেরূপ জীর্ণ ত্বক্ হইতে মুক্ত হয়, ঠিক সেইরূপই সেই ব্যক্তি পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া সামসমূহের দ্বারা ঊর্ধ্বে হিরণ্যগর্ভ-লোকে নীত হন। তিনি এই জীবসমষ্টিভূত[৪] উত্তম হিরণ্যগর্ভ হইতেও উত্তম পরম পুরুষকে দর্শন করেন। উক্ত বিষয়ে এই দুইটি শ্লোক আছে—। ৫।৫

১। "তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য" ইত্যাদি গায়ত্রী-মন্ত্রে উল্লিখিত পুরুষ।

২। মুঃ ২।২।৫-৬।

৩। মাত্রাত্রয়ের ধ্যানে সাধক অবশ্য মাত্রাত্রয়রূপীই হন ; তথাপি তৃতীয়মাত্রার প্রাধান্য নির্দেশের জন্যই এইরূপ বলা হইল।

৪। অর্থাৎ গোত্ব-জাতি যে অর্থে গো-ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি সেইরূপ সমষ্টি।

তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা

অন্যোন্যসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ।

ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু

সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ ॥ ৬

[ওঙ্কারের] তিস্রঃ (তিনটি) মাত্রাঃ (অ-কার, উ-কার, ম-কার নামক মাত্রা) মৃত্যুমত্যঃ (মৃত্যুর বিষয়ীভূত, ব্রহ্মদৃষ্টিবিহীনরূপে পৃথক্ পৃথক্ গ্রহণ করিলে তাঁহাদের ধ্যানফল বিনাশী হইয়া থাকে); [কিন্তু] অনবিপ্রযুক্তাঃ (একই ব্রহ্ম-বিষয়ে নিবিষ্ট ভাবে) অন্যোন্য-সক্তাঃ (পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া) সম্যক্ প্রযুক্তাসু (প্রকৃষ্টরূপে আচরিত) বাহ্য-আভ্যন্তর-মধ্যমাসু (জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি যে আত্মার স্থান, অকারাদিরূপে তাঁহার ধ্যান-রূপ) ক্রিয়াসু (যোগক্রিয়া সমূহে) প্রযুক্তাঃ (বিনিযুক্ত হইলে) জ্ঞঃ (ওঙ্কার-বিভাগজ্ঞ যোগী) ন কম্পতে (বিচলিত হন না)। ৫।৬

ওঙ্কারের তিনটি মাত্রা মৃত্যুর অধীন। কিন্তু উহারা যদি একই ব্রহ্মে নিবিষ্টভাবে পরস্পর সম্বদ্ধ হয় এবং বাহ্য, আভ্যন্তর, ও মধ্যম স্থানের অধীশ্বরের প্রকৃষ্ট ধ্যানরূপ যোগক্রিয়া সমূহে[1] বিনিযুক্ত হয়, তবে এবম্বিধ বিভাগজ্ঞ যোগী বিচলিত হন না[2]। ৫।৬

১। জাগরণাদিতে বিশ্ব, তৈজস, ও প্রাজ্ঞরূপী বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ, ও ঈশ্বরের অকারাদিরূপে পৃথক্ ধ্যান না হইয়া ওঙ্কার-ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে ধ্যানে। শঙ্করানন্দ ইহার এই অর্থও করেন—যাগাদি বাহ্যক্রিয়া, প্রাণায়ামাদি আভ্যন্তরক্রিয়া, ও মানসজপাদি মধ্যমক্রিয়াতে। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সম্বন্ধে মাঃ ৩-৭ দ্রষ্টব্য।

২। ইহার তাৎপর্য এই যে, যদিও মাত্রাত্রয়ের পৃথক্ ভাবে উপাসনার ফল বিনাশী, তথাপি পরস্পর-সম্বদ্ধরূপে উপাসিত হইলে উহারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ হয়। এই গ্রন্থের শেষে ওঙ্কারের সহিত পরব্রহ্ম ঈশ্বরের অভেদে ধ্যান উল্লিখিত হইয়াছে। "ওঙ্কার-ব্রহ্ম আমি, এবং বিরাট্ প্রভৃতিও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন"—এই ধ্যানের ফলে ধ্যাতা সর্বস্বরূপ হন; সুতরাং তাঁহার চাঞ্চল্যের কোনও কারণ থাকে না।

ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং
সামভির্যত্তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্
যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চ, ইতি ॥ ৭

ইতি প্রশ্নোপনিষদি পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ ॥

[এই মন্ত্রে পূর্বোক্ত সর্ব বিষয় সংগৃহীত হইতেছে]—ঋগ্‌ভিঃ (ঋক্‌সমূহ দ্বারা প্রাপ্য) এতম্ (এই মনুষ্যলোককে), যজুর্ভিঃ (যজুঃসমূহের দ্বারা প্রাপ্য) অন্তরিক্ষম্ (চন্দ্রলোককে), সামভিঃ (সামসমূহের দ্বারা প্রাপ্য) যৎ (যে ব্রহ্মলোক) তৎ (তাহা) কবয়ঃ (মেধাবীরাই মাত্র) বেদয়ন্তে (অবগত আছেন)—তম্ (অপর-ব্রহ্মাত্মক উক্ত ত্রিবিধ লোককে) ওঙ্কারেণ (ওঙ্কাররূপ প্রতীকাবলম্বনেই) বিদ্বান্ (জ্ঞানী ব্যক্তি) অন্বেতি (প্রাপ্ত হন); যৎ (যাহা) শান্তম্ (শান্ত, সর্ব-প্রপঞ্চ-বিবর্জিত) অজরম্ (জরাহীন, বিক্রিয়াশূন্য), অমৃতম্ (মৃত্যুহীন, অমর), অভয়ম্ (ভয়হীন) পরম্ (সর্বোত্তম্) তৎ চ (তাহাও) আয়তনেন এব (ওঙ্কাররূপ প্রতীকাবলম্বনেই) [প্রাপ্ত হন] ইতি। ৫।৭

ঋক্‌সমূহের দ্বারা প্রাপ্য মনুষ্যলোক, যজুঃসমূহের দ্বারা প্রাপ্য চন্দ্রলোক, এবং সামসমূহের দ্বারা মেধাবীদেরই অবগম্য ব্রহ্মলোক—এই (অপরব্রহ্মাত্মক ত্রিবিধ) লোককেই উপাসক ওঙ্কারালম্বনে প্রাপ্ত হন। এবং যাহা শান্ত, অজর, অমৃত, অভয়, ও সর্বোত্তম তাহাও এই ওঙ্কাররূপ প্রতীকাবলম্বনেই প্রাপ্ত হন[১]। ৫।৭

১। যদ্দ্বারা অপরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, সেই ওঙ্কারাবলম্বনেই পরব্রহ্মও প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মলোকে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় ওঙ্কার-উপাসনাই ব্রহ্মমুক্তির কারণ হইয়া থাকে। প্রঃ ৫।২

ষষ্ঠ প্রশ্ন

অথ হৈনং সুকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্, হিরণ্যনাভঃ কৌসল্যো রাজপুত্রো মামুপেত্যৈতং প্রশ্নমপৃচ্ছত "ষোড়শকলং ভারদ্বাজ পুরুষং বেত্থ ?" তমহং কুমারমব্রুবং "নাহমিমং বেদ, যদ্যহমিমমবেদিষং কথং তে নাবক্ষ্যম্ ?" ইতি। "সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতি, তস্মান্নার্হাম্যনৃতং বক্তুম্।" স তূষ্ণীং রথমারুহ্য প্রবব্রাজ। তং ত্বা পৃচ্ছামি "ক্বাসৌ পুরুষঃ ?" ইতি ॥ ১

অথ হ (অনন্তর) এনম্ (পিপ্পলাদকে) ভারদ্বাজঃ (ভরদ্বাজপুত্র) সুকেশা (সুকেশা) পপ্রচ্ছ (প্রশ্ন করিলেন)—[হে] ভগবন্, হিরণ্যনাভঃ (হিরণ্যনাভ-নামক) কৌসল্যঃ (কোসলদেশীয়) রাজপুত্রঃ (রাজকুমার) মাম্ উপেত্য (আমার সকাশে আগমন করিয়া) এতম্ (এই) প্রশ্নম্ (প্রশ্ন) অপৃচ্ছত (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন)—ভারদ্বাজ (হে ভরদ্বাজতনয়), ষোড়শ-কলম্ (ষোড়শ অবয়ব বিশিষ্ট) পুরুষম্ (পুরুষকে) বেত্থ (আপনি জানেন কি) ? অহম্ (আমি) তম্ (সেই) কুমারম্ (রাজপুত্রকে) অব্রুবম্ (বলিয়াছিলাম)—অহম্ (আমি), ইমম্ (এই পুরুষকে) ন বেদ (জানি না); যদি (যদি) অহম্ ইমম্ (ইঁহাকে) অবেদিষম্ (জানিতাম) [তবে] কথম্ (কেন) তে ন অবক্ষ্যম্ (আপনাকে না বলিব) ? ইতি। যঃ বৈ (যে) অনৃতম্ (মিথ্যা) অভিবদতি (বলে) এষঃ (এইরূপ ব্যক্তি) সমূলঃ (সমূলে) পরিশুষ্যতি (শুকাইয়া যায়, ইহলোক ও পরলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়), তস্মাৎ (সুতরাং) অনৃতম্ বক্তুম্ (বলিতে) ন অর্হামি (পারি না)। সঃ (সেই রাজপুত্র) তূষ্ণীম্ (চুপ করিয়া) রথম্ (রথ) আরুহ্য (আরোহণ-পূর্বক) প্রবব্রাজ (চলিয়া গেলেন)। তম্ (তাঁহাকে [জানিবার জন্য]) ত্বা (আপনাকে) পৃচ্ছামি (জিজ্ঞাসা করি) অসৌ (উক্ত) পুরুষঃ (পুরুষ) ক্ব (কোথায়) [বিদ্যমান] ? ইতি। ৬।১

অনন্তর[১] ইঁহাকে ভরদ্বাজপুত্র সুকেশা প্রশ্ন করিলেন—হে ভগবন্, হিরণ্যনাভ নামক কোসলদেশীয় রাজপুত্র আমার সকাশে আসিয়া এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "হে ভরদ্বাজতনয়, আপনি ষোড়শ অবয়ব বিশিষ্ট পুরুষকে জানেন কি ?" আমি সেই কুমারকে বলিয়াছিলাম, "আমি এই পুরুষকে জানি না। যদি জানিবই তবে আপনাকে কেন না বলিব ? যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে সে সমূলে বিনষ্ট হয়[২], সুতরাং আমি মিথ্যা বলিতে পারি না।" সেই রাজকুমার চুপ করিয়া (লজ্জিতভাবে) রথ আরোহণ পূর্বক চলিয়া গেলেন। সেই পুরুষকে জানিবার জন্য আপনাকে এই প্রশ্ন করিতেছি—"সেই পুরুষ কোথায় অবস্থিত ?" ৬।১

১। মুঃ ৩।২।৭-৮ মন্ত্রের বিস্তারার্থ ৬ষ্ঠ প্রশ্ন। ২। প্রঃ ১।২ টীকা।

তস্মৈ স হোবাচ—ইহৈবান্তঃশরীরে সোম্য স পুরুষো যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শ কলাঃ প্রভবন্তীতি ॥ ২

সঃ (পিপ্পলাদ) তস্মৈ (তাঁহাকে) উবাচ হ (বলিলেন)—সোম্য (হে প্রিয়-দর্শন), ইহ এব (এখানেই) অন্তঃ-শরীরে (হৃদয়পদ্মাকাশে) সঃ (সেই) পুরুষঃ (পুরুষ), যস্মিন্ (যাঁহাতে) এতাঃ (এই সকল) ষোড়শ কলাঃ (প্রাণাদি ষোড়শ কলা) প্রভবন্তি (উৎপন্ন হয়)। ইতি। ৬।২

পিপ্পলাদ তাঁহাকে বলিলেন—হে সোম্য, যাঁহাতে, অর্থাৎ যে পুরুষকে আশ্রয় করিয়া, এই ষোড়শকলা উৎপন্ন হয়[১], সেই পুরুষ এই হৃদয়পদ্মাকাশে এখানেই অবস্থিত[২]। ৬।২

১। প্রঃ ৬।৪; পুরুষ স্বরূপতঃ নিষ্কল হইলেও অবিদ্যাবশতঃ তাঁহাকে কলা বিশিষ্ট রূপে লক্ষ্য করা হয়। এই কলাসমূহ তাঁহাতে আরোপিত উপাধি মাত্র। আরোপের অধিষ্ঠান পুরুষ আছেন বলিয়া তাঁহাতে আরোপ সম্ভবপর, নতুবা আরোপিত বস্তুর অনুভূতিই হইত না। এই জন্যই বলা হইল যে, তাঁহাতে কলাসমূহ

উৎপন্ন হয় অর্থাৎ মিথ্যা উপাধিরূপে অবস্থান করে। পুরুষে আরোপিত উপাধিসমূহকে বিদ্যা দ্বারা দূর করিয়া তাঁহার নিষ্কল স্বরূপ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এখানে অধ্যারোপিত কলাসমূহের উৎপত্তির উল্লেখ করা হইল।

২। অর্থাৎ সেই পুরুষই জীবের প্রত্যগাত্মা।

স ঈক্ষাং চক্রে—কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি ॥ ৩

সঃ (সেই পুরুষ) ঈক্ষাম্ চক্রে (দর্শন, অর্থাৎ চিন্তা, করিলেন)—কস্মিন্ উৎক্রান্তে (দেহ হইতে কে উৎক্রমণ করিলে) অহম্ (আমি) উৎক্রান্তঃ (উৎক্রান্ত) ভবিষ্যামি (হইব), কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে (আর কেই বা শরীরে অবস্থিত থাকিলে) প্রতিষ্ঠাস্যামি (আমি প্রতিষ্ঠিত থাকিব) ইতি। ৬।৩

সেই পুরুষ এই চিন্তা করিলেন—কে উৎক্রমণ করিলে আমি উৎক্রান্ত হইব? আর কেই বা প্রতিষ্ঠিত হইলে আমিও (দেহে) অবস্থিত থাকিব? ৬।৩

স প্রাণমসৃজত; প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং, খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ, পৃথিবীন্দ্রিয়ং, মনঃ, অন্নম্, অন্নাদ্বীর্যং, তপোমন্ত্রাঃ, কর্ম, লোকাঃ, লোকেষু চ নাম চ ॥ ৪

সঃ (সেই পুরুষ) প্রাণম্ (প্রাণকে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভকে) অসৃজত (সৃষ্টি করিলেন), প্রাণাৎ (প্রাণ হইতে) শ্রদ্ধাম্ (প্রাণিবর্গের শুভকর্মের হেতুভূত শ্রদ্ধাকে) [সৃষ্টি করিলেন]। [তাহা হইতে ক্রমে কর্মফল উপভোগের সাধন ভূতবর্গের সৃষ্টি হইল, যথা] খম্ (আকাশ) বায়ুঃ (বায়ু) জ্যোতিঃ (অগ্নি) আপঃ (জল) পৃথিবী (পৃথিবী)। [সেইরূপ সেই ভূতবর্গ হইতে] ইন্দ্রিয়ম্ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়) মনঃ (ইন্দ্রিয়ের নেতা সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন) অন্নম্ (অন্ন), অন্নাৎ (অন্ন হইতে) বীর্যম্

(সামর্থ্য), তপঃ (বিশুদ্ধির সাধন) মন্ত্রাঃ (ঋক্, যজুঃ, সাম, ও অথর্বাঙ্গিরস নামক মন্ত্রসমূহ), কর্ম (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম), লোকাঃ (কর্মফলভূত লোকসমূহ), লোকেষু চ (এবং সেই লোকসমূহে) নাম চ ([দেবদত্তাদি] নামও) [সৃষ্ট হইল]। ৬।৪

তিনি (হিরণ্যগর্ভাখ্য) প্রাণকে[১] সৃষ্টি করিলেন এবং প্রাণ হইতে শ্রদ্ধাকে সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, অন্নসম্ভূত বীর্য, তপস্যা, মন্ত্রসমূহ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম, লোকসমূহ, এবং লোকসমূহে অবস্থিত নামও সৃষ্টি[২] করিলেন। ৬।৪

১। ইঁহার অপর সংজ্ঞা সূত্রাত্মা, ভূতহংস, ব্রহ্মা, প্রথমজ ইত্যাদি। ইনি সর্বপ্রাণীর করণগ্রামের আধার, সর্ব স্থূলদেহের অন্তরাত্মা, বুদ্ধি হইতে অভিন্ন, ও সর্ব প্রাণ স্বরূপ। "হিরণ্যগর্ভাখ্য প্রাণ" বলায় ইহাই বুঝাইতেছে যে, প্রাণরূপ উপাধিবশতঃই আত্মার হিরণ্যগর্ভাদি সংসারী ভাব হইয়া থাকে এবং প্রাণের উৎক্রমণে দেহত্যাগ হয়।

২। এই সব সৃষ্টি স্বপ্নদ্রষ্টার স্বাপ্নিক সৃষ্টির তুল্য, অর্থাৎ মিথ্যা। প্রাণীদিগের অবিদ্যাদি দোষবীজের অনুযায়ী এই সকল সৃষ্ট হয় এবং বিদ্যোদয়ে পুনরায় পুরুষেই লীন হয়। ইহারা বিকারী, অতএব মিথ্যা। ছাঃ ৬।১।৪

স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ, সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি—ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে, সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে—এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে, পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে। স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ ॥ ৫

[ব্রহ্মাত্মবিদ্যার ফলে ষোড়শকলা পুরুষেই লীন হয়, এই বিষয়ে] সঃ (দৃষ্টান্ত এই)—যথা (যদ্রূপ) ইমাঃ (এই) সমুদ্রায়ণাঃ (সমুদ্রাভিমুখী সমুদ্রৈকগতি) স্যন্দমানাঃ (প্রবহমাণ) নদ্যঃ (নদীসমূহ) সমুদ্রম্ (সমুদ্রকে) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) অস্তম্ গচ্ছন্তি (অদৃশ্য হইয়া যায়, নামরূপ বিলীন হয়)—তাসাম্ (সেই নদীসমূহের) নাম-রূপে ([গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি] নাম ও রূপ) ভিদ্যেতে (বিনষ্ট হয়), [তাহারা] সমুদ্রঃ ইতি এবম্ (সমুদ্র নামেই) প্রোচ্যতে (নির্দিষ্ট হয়)—এবম্ এব (ঠিক এইরূপেই) অস্য (পূর্বোক্ত) পরিদ্রষ্টুঃ (সর্বত্র সর্ববস্তুকে যিনি আত্মস্বরূপে দর্শন করেন—যেরূপ দর্শন বা বিজ্ঞান আপনা হইতে অতিরিক্ত নহে, সেইরূপ স্বরূপভূত দর্শনই যাঁহার সর্বত্র সর্বপ্রকারে হইয়া থাকে—সেই পুরুষের) ইমাঃ (এই সকল) পুরুষায়ণাঃ (পুরুষৈক-গতি) ষোড়শ কলাঃ (ষোড়শ কলা) পুরুষম্ (পুরুষকে) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া, অর্থাৎ তাঁহার সহিত আত্মভূত হইয়া) অস্তম্ গচ্ছন্তি (বিলীন হয়) চ (এবং) আসাম্ (ইহাদের) নাম-রূপে ([প্রাণাদি] নাম ও রূপ) ভিদ্যেতে (বিনষ্ট হয়) [তখন] পুরুষঃ ইতি এবম্ (পুরুষ এই নামে) [সেই অবিনষ্ট তত্ত্ব) প্রোচ্যতে (প্রোক্ত হন)। সঃ এষঃ (যিনি এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তিনি) অকলঃ (কলাশূন্য, কলাতে অভিমান রহিত) অমৃতঃ (অমর) ভবতি (হন)। তৎ (উক্ত বিষয়ে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ (মন্ত্র আছে)। ৬।৫

এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যদ্রূপ এই প্রবহমাণ সমুদ্রৈকগতি[1] নদীসমূহ সমুদ্রে উপস্থিত হইলে অদৃশ্য হইয়া যায়—তাহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয় এবং তাহারা সমুদ্র নামেই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ পূর্বোক্ত পরিদ্রষ্টা[2] পুরুষের এই পুরুষৈকগতি ষোড়শ কলাও পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া বিলীন হয় এবং উহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয়। তখন (তাহাদের অধিষ্ঠান অবশিষ্ট তত্ত্বটি) পুরুষ এই নামেই (ব্রহ্মজ্ঞদের দ্বারা) অভিহিত হন। এইরূপ বিদ্বান্ কলাতীত ও অমর হন[3]। এই বিষয়ে এই একটি শ্লোক আছে—। ৬।৫

১। মূলের সমুদ্রায়ণ—সমুদ্র অয়ন, গতি বা আশ্রয় যাহাদের তাহারা। পুরুষায়ণ শব্দেরও অর্থ—পুরুষ অয়ন বা আশ্রয়স্বরূপ যাহাদের। মু ৩।২।৮

২। সর্বজ্ঞ সর্বসাক্ষী পুরুষের। অকর্তা হইয়াও সূর্য যেরূপ নিজের স্বরূপভূত প্রকাশের কর্তা বলিয়া প্রতীত হন, সেইরূপ অকর্তা হইয়াও জ্ঞানস্বরূপ আত্মা নিজের স্বরূপভূত বিজ্ঞানের কর্তা বলিয়া অভিহিত হন।

৩। কারণ অবিদ্যাকৃত কলাসমূহই মর্ত্যত্বের কারণ।

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি ॥ ৬

রথনাভৌ (রথচক্রের নাভিতে) অরাঃ ইব (চক্রশলাকা সমূহের ন্যায়) যস্মিন্ (যাঁহাতে, যে পুরুষে) কলাঃ (কলাসমূহ) প্রতিষ্ঠিতাঃ ([উৎপত্তি, স্থিতি, ও লয়-কালে] অবস্থিত আছে), তম্ (সেই) বেদ্যম্ (সাক্ষাৎকরণীয়) পুরুষম্ (পুরুষকে, পূর্ণস্বরূপকে) বেদ (জানা উচিত)—যথা (যাহার ফলে) বঃ (তোমাদিগকে) মৃত্যুঃ (মৃত্যু) মা পরিব্যথা (যেন ব্যথিত না করিতে পারে)। ইতি। ৬।৬

রথচক্রের নাভিতে চক্রশলাকার ন্যায় যাঁহাতে কলাসমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই জ্ঞেয় পুরুষকে জানিবে—যাহাতে মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যথিত করিতে না পারে। ৬।৬

তান্ হোবাচ—এতাবদেবাহমেতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ।
নাতঃ পরমস্তীতি ॥ ৭

[পিপ্পলাদ] তান্ (সেই শিষ্যদিগকে) উবাচ হ (বলিলেন)—অহম্ (আমি) এতাবৎ এব (এই পর্যন্তই) এতৎ (এই [বেদ্য]) পরম্ ব্রহ্ম (পরব্রহ্মকে) বেদ (জানি)। অতঃ পরম্ (ইহার পর) ন অস্তি (আর [বেদিতব্য] নাই)। ইতি। ৬।৭

(তিনি) সেই শিষ্যগণকে বলিলেন—আমি এই পর্যন্তই এই পরব্রহ্মকে জানি। অতঃপর আর বেদিতব্য নাই[১]। ৬।৭

১। 'হয়তো আরও জ্ঞাতব্য আছে', শিষ্যের এইরূপ বুদ্ধি দূর করিবার জন্য এবং 'আমরা কৃতার্থ হইয়াছি' এইরূপ বুদ্ধি উৎপন্ন করার জন্য ইহা বলা হইল। শং ২।৩।২৫

তে তমর্চয়ন্তঃ—ত্বং হি নঃ পিতা যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি। নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥ ৮

ইতি প্রশ্নোপনিষদি ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ ॥

[অনন্তর] তে (সেই শিষ্যগণ) তম্ (তাঁহাকে) অর্চয়ন্তঃ (পূজা করিতে করিতে) [বলিলেন]—ত্বম্ হি (আপনিই) নঃ (আমাদের) পিতা (ব্রহ্মজ্ঞানের জনক), যঃ (যে আপনি) অস্মাকম্ (আমাদের) অবিদ্যায়াঃ (অবিদ্যার) পরম্ (অপর) পারম্ তারয়সি (তীরে ত্রাণ করিলেন) ইতি। পরম-ঋষিভ্যঃ (ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়-কর্তা পরম ঋষিদিগকে) নমঃ (নমস্কার)। নমঃ পরমঋষিভ্যঃ [নমস্কারে আগ্রহ বুঝাইবার জন্য পুনরুল্লেখ হইয়াছে]। ৬।৮

(অনন্তর) শিষ্যগণ তাঁহাকে পূজা করিতে করিতে বলিলেন, "আপনিই আমাদের পিতা, কারণ আপনি আমাদিগকে অবিদ্যার পরপারে লইয়া গেলেন। পরম ঋষিদিগকে নমস্কার, পরম ঋষিদিগকে নমস্কার"। ৬।৮

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি-
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অথর্ববেদীয়

মুণ্ডকোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা

ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।

স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি-

র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

[অন্বয়াদির জন্য প্রশ্নোপনিষৎ দ্রষ্টব্য]

প্রথম মুণ্ডক

প্রথম খণ্ড

ওঁ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব

বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা।

স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্

অথর্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥ ১

বিশ্বস্য (নিখিল জগতের) কর্তা (স্রষ্টা) ভুবনস্য (উৎপন্ন বিশ্বের) গোপ্তা (পালয়িতা) ব্রহ্মা (পিতামহ ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ) দেবানাম্ (জ্যোতির্ময় ইন্দ্রাদি দেবগণের) প্রথমঃ (প্রধান হইয়া, কিংবা সর্বাগ্রে) সংবভূব (সম্যক্‌প্রকারে অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে, অভিব্যক্ত হইলেন)। সঃ (তিনি) সর্ব-বিদ্যা-প্রতিষ্ঠাম্ (সকল বিদ্যার আশ্রয়) ব্রহ্ম-বিদ্যাম্ (পরমাত্মবিষয়িণী বিদ্যা বা ব্রহ্মার দ্বারা প্রোক্ত বিদ্যা) জ্যেষ্ঠপুত্রায় (জ্যেষ্ঠ-পুত্র) অথর্বায় (অথর্বাকে) প্রাহ (বলিয়াছিলেন)। ১।১।১

নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও ভুবনের পালয়িতা পিতামহ[১] ব্রহ্মা দেবগণের অগ্রণী ও স্বয়ম্ভু[২] রূপে অভিব্যক্ত হইলেন। তিনি অথর্বা নামক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সর্ববিদ্যার আশ্রয়[৩] ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন। ১।১।১

১। জ্ঞানমপ্রতিমং যস্য বৈরাগ্যং চ জগৎপতেঃ।

ঐশ্বর্যঞ্চৈব ধর্মশ্চ সহসিদ্ধং চতুষ্টয়ম্ ॥

অর্থাৎ যে জগৎপতির অতুলনীয় জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, ও ধর্ম স্বভাবসিদ্ধ।

২। যো ঽসাবতীন্দ্রিয়োঽগ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।

সর্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ ॥

—যিনি অতীন্দ্রিয়, অগ্রাহ্য, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, সনাতন, সর্বভূতময়, ও অচিন্ত্য, তিনি স্বয়ংই উদ্ভূত হইয়াছিলেন।

৩। সর্ববিদ্যার অভিব্যক্তির কারণ (ছাঃ ৬।১।৩)। অথবা স্বর্ণের বিজ্ঞানে যেরূপ স্বর্ণনির্মিত সকল বস্তুর জ্ঞান হয়, সেইরূপ যে বিদ্যার উদয়ে জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট না থাকায় সর্ববিদ্যার অবসান হয়, তাহাই "সর্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা"। মুঃ ১।১।৩; গীতা ২।৪৬

অথর্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাঽ-
থর্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবহায় প্রাহ
ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্॥ ২

ব্রহ্মা (ব্রহ্মা) যাম্ (যে ব্রহ্ম-বিদ্যা) অথর্বণে (অথর্বাকে) প্রবদেত (—প্রাবদৎ, বলিলেন) অথর্বা (অথর্বা) তাম্ (সেই) ব্রহ্মবিদ্যাম্ (ব্রহ্মবিদ্যা) পুরা (পূর্বে) অঙ্গিরে (অঙ্গির্ নামক ঋষিকে) উবাচ (বলিলেন)। সঃ (অঙ্গির্) ভারদ্বাজায় (ভরদ্বাজ-গোত্রীয়) সত্যবহায় (সত্যবহকে) প্রাহ (বলিলেন)। ভারদ্বাজঃ (ভরদ্বাজগোত্রীয় সত্যবহ) পর-অবরাম্ (পর, অর্থাৎ উত্তম গুরু, হইতে ক্রমে অবর বা অনুত্তম শিষ্য কর্তৃক প্রাপ্ত বিদ্যাটি; অথবা পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যার বিষয়সমূহ [১।১।৪-৫] যে বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়, সেই বিদ্যা) অঙ্গিরসে (অঙ্গিরাকে) [বলিলেন]। ১।১।২

ব্রহ্মা যে ব্রহ্মবিদ্যা অথর্বার প্রতি উপদেশ দিলেন, অথর্বা তাহাই পূর্বে অঙ্গির্নামক ঋষিকে বলিলেন। তিনি ভরদ্বাজগোত্রীয় সত্যবহকে বলিলেন। গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত উক্ত বিদ্যা ভারদ্বাজ অঙ্গিরাকে বলিলেন। ১।১।২

শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ—কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥ ৩

মহাশালঃ (গৃহস্থশ্রেষ্ঠ) শৌনকঃ (শুনক-পুত্র) হ বৈ [প্রসিদ্ধার্থে] বিধিবৎ (যথাশাস্ত্র) অঙ্গিরসম্ উপসন্নঃ (অঙ্গিরার সকাশে উপস্থিত হইয়া) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন)—ভগবঃ (হে ভগবন্), কস্মিন্ নু (কোন্ বস্তুটি, অথবা এমন কোন্ উপাদান-কারণ আছে যাহা) বিজ্ঞাতে (বিশেষভাবে অবগত হইলে) ইদম্ (এই) [কার্যস্থানীয়] সর্বম্ (অখিল বস্তু) বিজ্ঞাতম্ (সুবিদিত) ভবতি (হয়)—ইতি। ১।১।৩

গৃহস্থাগ্রণী শৌনক যথাশাস্ত্র অঙ্গিরার সমীপে উপস্থিত হইয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্, কোন্ বস্তুটি সুবিদিত হইলে এই সমস্তই বিজ্ঞাত হয়? ১।১।৩

তস্মৈ স হোবাচ—দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ ॥ ৪

তস্মৈ (শৌনককে) সঃ (অঙ্গিরা) উবাচ হ (বলিলেন)—দ্বে (দুইটি) বিদ্যে (বিদ্যা) বেদিতব্যে (জানিবার আছে) ইতি হ স্ম যৎ (এই যে কথাটি, [তাহাই]) ব্রহ্মবিদঃ (বেদার্থাভিজ্ঞ, অর্থাৎ পরমার্থদর্শিগণ) বদন্তি (বলিয়া থাকেন)—[উক্ত বিদ্যাদ্বয়] পরা চ এব অপরা চ (পরা ও অপরা নামে প্রসিদ্ধ)। ১।১।৪

অঙ্গিরা শৌনককে বলিলেন—"দুইটি বিদ্যা জানিবার আছে" এই কথাটিই বেদার্থাভিজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন। উক্ত বিদ্যাদ্বয় পরা ও অপরা নামে প্রসিদ্ধ। ১।১।৪

তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ৫

তত্র (উক্ত বিদ্যাদ্বয়ের মধ্যে)—ঋক্-বেদঃ (ঋগ্বেদ), যজুঃ-বেদঃ (যজুর্বেদ) সাম-বেদঃ (সামবেদ), অথর্ব-বেদঃ (অথর্ববেদ), শিক্ষা, কল্পঃ, ব্যাকরণম্, নিরুক্তম্, ছন্দঃ, জ্যোতিষম্—ইতি (এই সকল) অপরা (অপরা বিদ্যা)। অথ (আর) পরা (পরা বিদ্যা) [এই]—যয়া (যে বিদ্যাদ্বারা) তৎ (অনন্তর বক্ষ্যমাণ) অক্ষরম্ (অক্ষর, ব্রহ্ম) অধিগম্যতে (অধিগত বা প্রাপ্ত হন)। ১।১।৫

তন্মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ[১]—এই সকলই অপরা বিদ্যা[২]। আর পরা বিদ্যা এই—যে বিদ্যা দ্বারা সেই অক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত বা জ্ঞাত হওয়া যায়। ১।১।৬

১। ইহারা ছয় বেদাঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শিক্ষা—বর্ণোচ্চারণাদি বিষয়ক গ্রন্থ; কল্প—শ্রৌত কর্মানুষ্ঠানের জ্ঞাপক সূত্রগ্রন্থ; নিরুক্ত—বৈদিক শব্দসমূহের অর্থপ্রকাশক গ্রন্থ; ছন্দঃ—গায়ত্র্যাদি ছন্দের প্রকাশক গ্রন্থ।

২। স্মৃতিতে আছে—"যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥"

—বেদবাহ্য স্মৃতিসমূহের কোনও প্রামাণ্য নাই। অতএব এখানে বেদসমূহকে অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করায় সন্দেহ হইতে পারে যে, উপনিষৎসমূহ বেদবাহ্য ও অগ্রাহ্য; অথবা বেদের অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাহারা পরা বিদ্যার বহির্ভূত। বস্তুতঃ বেদ শব্দে এখানে শব্দরাশিকে বুঝাইতেছে, জ্ঞানকে নহে; সুতরাং বেদের অংশবিশেষ উপনিষৎ হইতে উৎপন্ন জ্ঞানকে পরা বিদ্যা বলাতে কোনও অসামঞ্জস্য নাই।

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম্
অচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।
নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং
তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥ ৬

তৎ যৎ (সেই যে) অদ্রেশ্যম্ (—অদৃশ্যম্, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্য), অগ্রাহ্যম্ (অগ্রহণীয়, কর্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়), অগোত্রম্ (মূলরহিত, অনন্বিত), অবর্ণম্ (রূপহীন, আকারহীন), অচক্ষুঃ-শ্রোত্রম্ (চক্ষুকর্ণহীনকে, জ্ঞানেন্দ্রিয়-বর্জিতকে); তৎ (সেই) অপাণি-পাদম্ (হস্তপদবিহীন, কর্মেন্দ্রিয়শূন্য), নিত্যম্ (অবিনাশী), বিভুম্ (প্রাণিভেদে বিবিধাকার), সর্বগতম্ (সর্বব্যাপী), সুসূক্ষ্মম্ (সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মকে, স্থূলত্বের কারণ শব্দাদিগুণ-রহিতকে); তৎ (সেই) অব্যয়ম্ (ক্ষয়-শূন্যকে)—যৎ (এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত) ভূতযোনিম্ (ভূত-সমষ্টির কারণকে) [যে বিদ্যা সহায়ে] ধীরাঃ (বিবেকীরা) পরিপশ্যন্তি (সর্বতোভাবে, অর্থাৎ সকলের আত্মস্বরূপে দর্শন করেন) [তাহাই পরা বিদ্যা]। ১।১।৬

সেই অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, নিষ্কারণ, অরূপ, ও চক্ষুকর্ণাদি-শূন্যকে—সেই হস্তপাদহীন, অবিনাশী, বিবিধাকার, সর্বব্যাপী, ও সুসূক্ষ্মকে—সেই অব্যয়কে—অর্থাৎ ভূতবর্গের কারণ ব্রহ্মকে (যে বিদ্যা সহায়ে) বিবেকীরা সর্বতোভাবে দর্শন করেন (তাহাই পরা বিদ্যা)। ১।১।৬

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥ ৭

[ব্রহ্ম কিরূপে ভূতযোনি তাহাই বলা হইতেছে।]—ঊর্ণনাভিঃ (মাকড়সা) যথা (যেরূপ) [কারণান্তর নিরপেক্ষ হইয়া] সৃজতে ([শরীরানতিরিক্ত সূত্র] উৎপাদন

করে) গৃহ্ণতে চ (—গৃহ্ণাতি চ, এবং আত্মসাৎ করে) পৃথিব্যাম্ (পৃথিবীতে) যথা (যদ্রূপ) [তদনতিরিক্ত] ওষধয়ঃ (ব্রীহিযবাদি) সম্ভবন্তি (উৎপন্ন হয়), সতঃ (সজীব) পুরুষাৎ (পুরুষদেহ হইতে) যথা (যদ্রূপ) [বিজাতীয় অর্থাৎ জড়] কেশ-লোমানি (কেশ ও লোমসমূহ) [নির্গত হয়]—তথা (তদ্রূপ) অক্ষরাৎ (ব্রহ্ম হইতে) ইহ (এই সংসারমণ্ডলে) বিশ্বম্ (সমস্ত জগৎ) সম্ভবতি (উৎপন্ন হয়)। ১।১।৭

মাকড়সা যেরূপ সূতা উৎপাদন করে ও আত্মসাৎ করে, পৃথিবীতে যদ্রূপ (তদনতিরিক্ত) ওষধিসমূহ জাত হয়, সজীব পুরুষশরীর হইতে যদ্রূপ (বিজাতীয়) কেশ ও লোমসমূহ নির্গত হয়, তদ্রূপ অক্ষর হইতে এই সংসারমণ্ডলে নিখিল বস্তু উৎপন্ন হয়। ১।১।৭

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চামৃতম্ ॥ ৮

[সৃষ্টির ক্রম বলা হইতেছে]—ব্রহ্ম (অক্ষর) তপসা (উৎপাদনোপযোগী জ্ঞানের দ্বারা) চীয়তে ([অঙ্কুরোৎপাদক বীজের ন্যায়] স্ফীত হন ; 'বহু হইব' এইরূপ ঈক্ষণবিশিষ্ট হন [ছাঃ ৬।২।৩]), ততঃ (তাঁহা হইতে) অন্নম্ (সর্বজীবের ভোগ্যস্বরূপ অব্যাকৃত প্রকৃতি) অভিজায়তে (অভিব্যজ্যমানরূপে উৎপন্ন হয়)। অন্নাৎ (মায়াতত্ত্ব হইতে) প্রাণঃ (হিরণ্যগর্ভ, ব্যষ্টিজগতের সমষ্টিরূপ জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি বিশিষ্ট জগদাত্মা) [জাত হন ; তাঁহা হইতে] মনঃ (সমষ্টি অন্তঃকরণ), [মন হইতে] সত্যম্ (আকাশাদি পঞ্চভূত), [তাহা হইতে অণ্ডোৎপত্তি-ক্রমে] লোকাঃ (ভূরাদি লোকসমূহ), [তাহাতে মনুষ্যাদি সৃষ্টিক্রমে কর্ম], কর্মসু (কর্ম মধ্যে) অমৃতম্ চ (কর্মফলও) [উৎপন্ন হয়]। ১।১।৮

সৃষ্টি-বিষয়ক জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া ব্রহ্ম স্ফীত হন, তাঁহা হইতে অব্যাকৃত প্রকৃতি জাত হয়, প্রকৃতি হইতে হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যগর্ভ

হইতে মন, মন হইতে পঞ্চভূত, তাহা হইতে ক্রমে লোকসমূহ, (তাহাতে কর্ম) ও কর্মসকল হইতে কর্মফল[2] উৎপন্ন হয়। ১।১।৮

১। ব্যাকৃত অবস্থা গ্রহণের জন্য উন্মুখ হয়। জাত শব্দের মুখ্য অর্থ গৃহীত হইতে পারে না, কারণ প্রকৃতি অনাদি। মূলে মায়াকে অন্ন শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে, কারণ সর্বজীব উহাকে ভোগ্যরূপে দর্শন করে।

২। মূলে 'অমৃত' আছে; কারণ জ্ঞানোদয় না হওয়া পর্যন্ত নষ্ট হয় না।

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে ॥ ৯

ইতি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥

যঃ (যিনি) সর্বজ্ঞঃ (মায়োপাধি সহায়ে সমষ্টিরূপে সর্ববিষয়ে জ্ঞানবান্), সর্ববিৎ (অবিদ্যোপাধি সহায়ে ব্যষ্টিরূপে সর্ববিষয়ে জ্ঞানবান্), যস্য (যাঁহার) জ্ঞানময়ম্ তপঃ ([সত্ত্বপ্রধানা মায়ার জ্ঞানাখ্য বিকারে উপস্থিত হওয়া রূপ] সর্বজ্ঞত্বই তপস্যা), তস্মাৎ (তাঁহা হইতে) এতৎ ব্রহ্ম (এই হিরণ্যগর্ভ) নাম (নাম), রূপম্ (রূপ), অন্নম্ চ (ও ব্রীহিযবাদি অন্ন) জায়তে (জাত হয়)। ১।১।৯

যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ্[1] এবং সর্বজ্ঞত্বই যাঁহার তপস্যা, সেই ব্রহ্ম হইতে এই হিরণ্যগর্ভ, নাম, রূপ, ও অন্ন জাত হয়। ১।১।৯

১। মুঃ ২।২।৭; সমষ্টির উপাধি মায়া ও ব্যষ্টির উপাধি অবিদ্যা সম্বন্ধে ভূমিকা ১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

প্রথম মুণ্ডক

দ্বিতীয় খণ্ড

তদেতৎ সত্যম্—মন্ত্রেষু কর্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যং-
স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি।
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা
এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে ॥ ১

কবয়ঃ (বসিষ্ঠ প্রভৃতি মেধাবীরা) মন্ত্রেষু (ঋগ্বেদাদিতে প্রকটিত) যানি (যে সকল) কর্মাণি (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম) অপশ্যন্ (দেখিয়াছেন) তৎ এতৎ ([অপরা বিদ্যার বিষয়ীভূত] সেই ইহাই) সত্যম্ (নিশ্চিতরূপে পুরুষার্থের হেতু) ; তানি (সেই কর্মসমূহ) ত্রেতায়াম্ (ঋক্, যজুঃ ও সামসমূহে ; কিম্বা ত্রেতাযুগে) বহুধা সন্ততানি (বহু প্রকারে প্রবৃত্ত আছে, প্রায়শঃ আচরিত হয়) ; [তোমরা] সত্যকামাঃ (যথাভূত কর্মফল কামনা করিয়া) তানি (সেই কর্মসমূহ) নিয়তম্ (নিত্য) আচরথ (আচরণ কর) ; বঃ (তোমাদের) সুকৃতস্য (স্বয়ংকৃত কর্মের) লোকে (ফল লাভার্থ) এষঃ (ইহাই) পন্থাঃ (উপায়)। ১।২।১

বসিষ্ঠাদি মেধাবিগণ ঋগ্বেদাদিতে যে সকল কর্ম (বিহিত) দেখিয়াছেন—অপরা বিদ্যার বিষয়ীভূত সেই এই কর্মই সত্য অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে পুরুষার্থের সাধন। সেই কর্মসমূহ ত্রয়ী অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, ও সামবেদে বহুপ্রকারে বিহিত আছে। তোমরা যথাভূত কর্মফলকামী হইয়া নিত্য ঐ সমুদয়ের আচরণ কর। তোমাদের স্বকৃত কর্মের ফললাভার্থ ইহাই উপায়[১]। ১।২।১

১। এই খণ্ডে বলা হইবে যে, সংসার অনাদি ও দুঃখময়; কর্তা, কর্ম প্রভৃতি সাধন ও ক্রিয়াফল রূপে ইহা বিভক্ত এবং ইহা অপরা বিদ্যার বিষয়। উদ্দেশ্য এই যে,

এইরূপে সংসারের স্বরূপ বর্ণনা করিলে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবে। এই বিদ্যা হইতে কিন্তু মুক্তিলাভ হয় না।

যদা লেলায়তে হ্যর্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে।
তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ ॥ ২

[অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান (প্রঃ ৪।৩)]—সমিদ্ধে হব্যবাহনে (সম্যক্ প্রজ্বলিত অগ্নিতে) যদা হি (যখনই) অর্চিঃ (অগ্নিশিখা) লেলায়তে (লেলিহান হয়) তদা (তখন) আজ্যভাগৌ (=আজ্যভাগয়োঃ, আজ্যভাগদ্বয়ের) অন্তরেণ (মধ্যে, আবাপস্থানে) আহুতীঃ (আহুতিসমূহ) প্রতিপাদয়েৎ (দেবতার উদ্দেশে প্রক্ষেপ করিবে) [পরশ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য]। ১।২।২

সম্যক্ প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে যখনই শিখাসমূহ লেলিহান হয়, তখন আজ্যভাগদ্বয়ের মধ্যে আহুতিসমূহ অর্পণ করিবে। ১।২।২

যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসম্
অচাতুর্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জিতং চ।
অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুতম্
আসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি ॥ ৩

[উক্ত অগ্নিহোত্রের সম্যক্ সম্পাদন দুষ্কর; তাহা প্রদর্শিত হইতেছে]—যস্য (যে অগ্নিহোত্রীর) অগ্নিহোত্রম্ (অগ্নিহোত্রযাগ) অদর্শম্ (দর্শযাগ-রহিত), অপৌর্ণমাসম্ (পূর্ণমাসযাগ-রহিত), অচাতুর্মাস্যম্ (চাতুর্মাস্য-কর্ম-বর্জিত), অনাগ্রয়ণম্ (শরদাদিতে নবান্নদ্বারা করণীয় ক্রিয়া-রহিত) অতিথিবর্জিতম্ চ (এবং প্রত্যহ অতিথি-পূজা-শূন্য), অহুতম্ (যথাসময়ে আহুতি-প্রদান-রহিত) অবৈশ্বদেবম্ (বৈশ্বদেব-কর্ম-শূন্য) অবিধিনা হুতম্ (অশাস্ত্রীয়রূপে আহুত) [হয়], [সেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম] তস্য (সেই

যজমানের) আসপ্তমান্ লোকান্ (ভূরাদি সত্যান্ত সপ্তলোক, অথবা পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, যজমান, পুত্র, পৌত্র, ও প্রপৌত্র) হিনস্তি (বিনষ্ট করে)। ১।২।৩

যাঁহার অগ্নিহোত্র দর্শ ও পূর্ণমাস যাগ[১] বিরহিত, চাতুর্মাস্য কর্ম[২] শূন্য, আগ্রয়ণ কর্ম[৩] বর্জিত, অতিথিসেবা শূন্য, যথাকালে আহুতি বর্জিত, বৈশ্বদেব কর্ম[৪] শূন্য, অবিধিপূর্বক হুত—সেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম সেই যজমানের সপ্তলোক বিনষ্ট করিয়া থাকে। ১।২।৩

১। অমাবস্যায় কৃত ইষ্টিযাগের নাম দর্শ, আর পূর্ণিমার ইষ্টিযাগের নাম পূর্ণমাস। উভয় যাগ যাবজ্জীবন করাই বিধেয়—ন্যূনপক্ষে ত্রিশ বৎসর করিতে হয়। দর্শপূর্ণমাস যাগে, আহবনীয়াগ্নির দক্ষিণ ও উত্তর পার্শ্বে "অগ্নয়ে স্বাহা" ও "সোমায় স্বাহা" এই মন্ত্রদ্বয় সহকারে দুইটি আহুতি দিয়া মধ্যস্থলে অন্যান্য যাগ অনুষ্ঠিত হয়। ইহাই আবাপস্থল। পূর্বমন্ত্রে আহুতীঃ পদে বহুবচন আছে। অগ্নিহোত্রে প্রত্যহ দুইটি আহুতিই প্রসিদ্ধ, যথা প্রাতঃকালে "সূর্যায় স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা" এবং সায়ংকালে "অগ্নয়ে স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা"—তথাপি প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া আহুতিসংখ্যাও বহু। দর্শপূর্ণমাসাদি অগ্নিহোত্রের অঙ্গ [illegible], [illegible] অগ্নিহোত্রীর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। শতপথ ব্রাঃ প্রথম কাণ্ড।

২। বৎসরকে তিনটি চতুর্মাসে বিভক্ত করিয়া প্রতিবিভাগের আরম্ভে পূর্ণিমায় (ফাল্গুন বা চৈত্রে, আষাঢ়ে বা শ্রাবণে, ও কার্তিক বা অগ্রহায়ণে যথাক্রমে) কৃত যাগ; যথা—বৈশ্বদেবম্; বরুণপ্রঘাসাঃ, সাকমেধাঃ। সাকমেধের অব্যবহিত পরে যে দিন ইচ্ছা শুনাসীরীয় যাগ করা হয়। শঃ ব্রাঃ ২।৩।৫

৩। বর্ষায় শ্যামাকাগ্রয়ণ, শরতে ব্রীহ্যাগ্রয়ণ, বসন্তে যবাগ্রয়ণ (শঃ ২।৩।৪)।

৪। দক্ষকন্যা বিশ্বার সন্তান—বসু, সত্য, ক্রতু, দক্ষ, কাল, কাম, ধৃতি, কুরু, পুরূরবা, ও আদ্রবাকে 'বিশ্বদেবাঃ' বলা হয়। ইঁহাদের উদ্দেশে কৃত শ্রাদ্ধাদি কর্ম—বৈশ্বদেব কর্ম।

কালী করালী চ মনোজবা চ
　　সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী
　　লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ॥ ৪

কালী, করালী চ, মনোজবা চ, সুলোহিতা, যা চ (এবং যিনি) সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, দেবী (জ্যোতির্ময়ী) বিশ্বরুচী চ—[অগ্নির] (এই) সপ্ত (সাতটি) লেলায়মানাঃ জিহ্বাঃ। ১।২।৪

অগ্নির এই সাতটি লেলায়মান জিহ্বা—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, ও দেবী বিশ্বরুচী। ১।২।৪

এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু
　　যথাকালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্।
তং নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্যস্য রশ্ময়ো
　　যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ ॥ ৫

ভ্রাজমানেষু (দেদীপ্যমান) এতেষু (এই অগ্নিজিহ্বাসমূহে) যঃ (যে অগ্নিহোত্রী) চরতে (কর্মানুষ্ঠান করেন), এতাঃ (এই) আহুতয়ঃ চ (আহুতিসমূহও) সূর্যস্য রশ্ময়ঃ (সূর্যরশ্মি হইয়া এবং সূর্যকিরণ অবলম্বনে), যথাকালম্ হি (যথাকালেই) তম্ (সেই যজমানকে) আদদায়ন্ (=আদদানাঃ, গ্রহণপূর্বক) [সেথানে] নয়ন্তি (লইয়া যায়) যত্র (যে স্বর্গে) দেবানাম্ (দেবগণের) একঃ পতিঃ (সর্বাগ্রণী অধিপতি ইন্দ্র কিংবা প্রজাপতি) অধিবাসঃ (অধিষ্ঠিত আছেন [অধিবসতীতি অধিবাসঃ])। ১।২।৫

দেদীপ্যমান উক্ত অগ্নিজিহ্বাসমূহে যে অগ্নিহোত্রী কর্মানুষ্ঠান করেন, এই আহুতিসমূহ তাঁহাকে যথাকালে গ্রহণ করিয়া সূর্যরশ্মিদ্বারে

অবশ্যই সেখানে বহিয়া যায় যেখানে দেবগণের সর্বাগ্রণী অধিপতি বাস করেন। ১।২।৫

এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চসঃ
সূর্যস্য রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চয়ন্ত্য
এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥ ৬

এহি এহি ইতি (এস এস এইরূপে আহ্বান করিতে করিতে) [এবং] এষঃ (ইহাই) বঃ (তোমাদের) পুণ্যঃ (শুভ অদৃষ্ট), সুকৃতঃ (স্বরচিত মার্গ), [ও] ব্রহ্মলোকঃ (কর্মফল-স্বরূপ মার্গ বা হিরণ্যগর্ভ লোক) [এইরূপ] প্রিয়াম্ (অভীষ্ট) বাচম্ (স্তুতিবাক্য) অভিবদন্ত্যঃ (উচ্চারণ করিতে করিতে) [এবং] অর্চয়ন্ত্যঃ (পূজা করিতে করিতে) সুবর্চসঃ (দীপ্তিমান্) আহুতয়ঃ (আহুতি সকল) তম্ যজমানম্ (সেই যজমানকে) সূর্যস্য (সূর্যের) রশ্মিভিঃ (কিরণ-পথে) বহন্তি (লইয়া যায়)। ১।২।৬

"এস এস" এইরূপ আহ্বান করিতে করিতে এবং "ইহাই তোমাদের শুভ অদৃষ্ট, ইহাই স্বকর্মরচিত মার্গ, ও ইহাই কর্মের ফল-স্বরূপ স্বর্গ" এইরূপ স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে ও পূজা করিতে করিতে (উক্ত) দীপ্তিমান্ আহুতি সকল সূর্যরশ্মি অবলম্বনে সেই যজমানকে বহন করিয়া থাকে। ১।২।৬

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥ ৭

[অবিদ্যা, কাম, ও কর্ম অসার এবং দুঃখের মূল বলিয়া ৭ম হইতে ১০ম মন্ত্রে ইহাদের নিন্দা হইতেছে]—যেষু (যে অষ্টাদশ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া) অবরম্ (নিকৃষ্ট, অর্থাৎ জ্ঞানরহিত) কর্ম (কর্ম) উক্তম্ (শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে) [সেই] যজ্ঞরূপাঃ (যজ্ঞসম্পাদক) অষ্টাদশ (ষোড়শ ঋত্বিক্, যজমান, ও পত্নী) প্লবাঃ (বিনাশী) হি (কারণ) এতে (ইহারা) অদৃঢ়াঃ (অস্থির, অনিত্য)। [অতএব] এতৎ (এই কর্মকে) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়োলাভের উপায়) [মনে করিয়া] যে (যে সকল) মূঢ়াঃ (অবিবেকীরা) অভিনন্দন্তি (সমাদর করে) তে (তাহারা) পুনঃ এব অপি (কিছুকাল স্বর্গভোগের পর পুনর্বার) জরা-মৃত্যুম্ (জরামৃত্যুরূপ সংসার-দশা) যন্তি (প্রাপ্ত হয়)। ১।২।৭

যে অষ্টাদশ ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানরহিত কর্ম বিহিত হইয়াছে, যজ্ঞ-নির্বাহক সেই ষোড়শ ঋত্বিক্, যজমান, ও যজমানপত্নী এই অষ্টাদশ জনই বিনাশী, কারণ তাঁহারা অনিত্য। অতএব এই কর্মকে যে মূর্খগণ শ্রেয়োলাভের উপায় বলিয়া সমাদর করে তাহারা (কিছুকাল স্বর্গভোগের পর) পুনর্বার জরামৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ১।২।৭

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতংমন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ ৮

অবিদ্যায়াম্ (অজ্ঞানের) অন্তরে (মধ্যে) বর্তমানাঃ (অবস্থিত) মূঢ়াঃ (মূঢ়ব্যক্তিগণ)—স্বয়ম্ (আমরা নিজেরাই) ধীরাঃ (ধীমান্), [এবং] পণ্ডিতং-মন্যমানাঃ (সর্ব বিষয় জানিয়াছি—এইরূপে আপনাদিগকে বড় মনে করিয়া) [ও] জঙ্ঘন্যমানাঃ ([বহু অনর্থে] বারবার পীড়িত হইতে হইতে) অন্ধেন এব

(অন্ধেরই দ্বারা) নীয়মানাঃ (পরিচালিত) অন্ধাঃ যথা (অন্ধদের ন্যায়) পরিযন্তি (পরিভ্রমণ করিয়া থাকে)। ১।২।৮

অজ্ঞানের মধ্যে অবস্থিত মুগ্ধ ব্যক্তিরা "আমরাই ধীমান্ ও আমরা সর্ববিষয় জানিয়াছি" এইরূপে আপনাদিগকে সম্মানার্হ মনে করিয়া অনর্থপরম্পরায় পীড়িত হইতে হইতে অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে থাকে। ১।২।৮

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানা

বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।

যৎ কর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ

তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥ ৯

অবিদ্যায়াম্ (অজ্ঞানে) বহুধা (বহু প্রকারে) বর্তমানাঃ (অবস্থিত) বালাঃ (বালকসদৃশ অজ্ঞানীরা) বয়ম্ (আমরা) কৃতার্থাঃ (কৃতার্থ) ইতি (এইরূপ) অভিমন্যন্তি (=অভিমন্যন্তে, অভিমান করে)। যৎ (যেহেতু) রাগাৎ (কর্মফলে আসক্তি বশতঃ) কর্মিণঃ (কর্মিগণ) ন প্রবেদয়ন্তি (প্রকৃত তত্ত্ব জানে না) তেন (সেই হেতু) ক্ষীণলোকাঃ (কর্মফল-ভোগাবসানে) আতুরাঃ (দুঃখার্ত হইয়া) চ্যবন্তে (স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হয়)। ১।২।৯

অজ্ঞানমধ্যে বহুপ্রকারে অবস্থিত বালকসদৃশ অজ্ঞানীরা "আমরাই কৃতার্থ" এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে। যেহেতু কর্মিগণ আসক্তি বশতঃ প্রকৃত তত্ত্ব জানে না, সেই জন্যই তাহারা কর্মফলভোগ শেষ হইলে দুঃখার্ত হইয়া স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হয়। ১।২।৯

ইষ্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বে-
মং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥ ১০

প্রমূঢ়াঃ (সংসারে প্রমত্ততা-হেতু মূর্খ ব্যক্তিরা) ইষ্টা-পূর্তম্ (ইষ্ট অর্থাৎ শ্রৌত যাগাদি, ও পূর্ত অর্থাৎ বাপীকূপাদি প্রতিষ্ঠা রূপ স্মার্ত কর্মকে [প্রঃ ১।৯]) বরিষ্ঠম্ (প্রধান) মন্যমানাঃ (মনে করিয়া) অন্যৎ (অপর, আত্মজ্ঞানাখ্য) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়ঃ-সাধন) ন বেদয়ন্তে (জানে না)। তে (তাহারা) নাকস্য (স্বর্গের) সুকৃতে (ভোগায়তন) পৃষ্ঠে (উপরিভাগে) অনুভূত্বা (=অনুভূয়, [কর্মফল] অনুভব করিয়া) ইমম্ লোকম্ (এই মনুষ্যলোকে) বা (অথবা) হীনতরম্ (তির্যঙ্নরকাদি লোকে) বিশন্তি (প্রবেশ করে)। ১।২।১০

সংসারপ্রমত্ত মূর্খগণ ইষ্টাপূর্তকে প্রধান মনে করিয়া অপর কোনও শ্রেয়োমার্গ জানিতে পারে না। তাহারা ভোগায়তন স্বর্গপৃষ্ঠে কর্মফল ভোগ করিয়া এই মনুষ্যলোক বা হীনতরলোকে প্রবেশ করে। ১।২।১০

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে
শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্যাং চরন্তঃ।
সূর্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি
যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা ॥ ১১

শান্তাঃ (সংযতেন্দ্রিয়) বিদ্বাংসঃ (জ্ঞানী গৃহস্থগণ) [এবং] যে (যাঁহারা, যে সকল বানপ্রস্থ ও কুটীচরাদি সন্ন্যাসী) ভৈক্ষচর্যাম্ (ভিক্ষাবৃত্তি) চরন্তঃ (অবলম্বনপূর্বক) অরণ্যে হি (অরণ্যেই [অবস্থান করিয়া]) তপঃ-শ্রদ্ধে (তপঃ অর্থাৎ স্বাশ্রমবিহিত

কর্ম এবং শ্রদ্ধা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনা) উপবসন্তি (সেবা [illegible] অনুষ্ঠান করেন) তে (তাঁহারা) বিরজাঃ (রজঃশূন্য অর্থাৎ ক্ষীণ-পাপপুণ্য হইয়া) যত্র (যে সত্যলোকাদিতে) সঃ হি (সেই প্রসিদ্ধ) অমৃতঃ (অমর) অব্যয়-আত্মা (যাবৎ-সংসারস্থায়ী অব্যয়স্বভাব) পুরুষঃ (হিরণ্যগর্ভ) [অবস্থিত আছেন, সেখানে] সূর্যদ্বারেণ (উত্তরায়ণ মার্গে) প্রয়ান্তি (প্রকৃষ্টরূপে গমন করেন)। ১।২।১১

সংযতেন্দ্রিয় (সগুণব্রহ্ম-বিষয়ক) জ্ঞানবান্ গৃহিগণ এবং যে সকল বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী[1] ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিয়া অরণ্যেই অবস্থান পূর্বক স্বাশ্রমবিহিত কর্ম ও হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ক্ষীণপাপপুণ্য হইয়া উত্তরায়ণ মার্গে সেই লোকেই গমন করেন, যে স্থানে উক্ত অমর অব্যয়স্বভাব হিরণ্যগর্ভ অবস্থিত আছেন। ১।২।১১

১। ইঁহারা কুটীচকাদি সন্ন্যাসী ; বিবিদিষু বা বিদ্বৎসন্ন্যাসী নহেন। দ্রঃ ৫।১০।১

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ ১২

[বৈরাগ্যবানেরই পরা বিদ্যায় অধিকার, ইহা দেখাইবার জন্য বলা হইতেছে] —অকৃতঃ (নিত্য বস্তু) কৃতেন (কর্মদ্বারা) ন অস্তি (হয় না) [এইরূপে] কর্মচিতান্ (কর্মদ্বারা নিষ্পাদিত) লোকান্ (কর্মফলসমূহকে) পরীক্ষ্য (পরীক্ষা করিয়া, অর্থাৎ অনিত্যরূপে নিশ্চয় করিয়া) ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণ) নির্বেদম্ (বৈরাগ্য) আয়াৎ (প্রাপ্ত করিবেন)। তৎ (সেই নিত্যপদ) বিজ্ঞানার্থম্ (জানিবার জন্য) সঃ (সেই নির্বেদপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ) সমিৎ-পাণিঃ (সমিদ্ভার হস্তে লইয়া) শ্রোত্রিয়ম্ (বেদজ্ঞান-সম্পন্ন) ব্রহ্মনিষ্ঠম্ (ব্রহ্মৈকপরায়ণ) গুরুম্ এব (গুরুর সকাশেই) অভিগচ্ছেৎ (যাইবেন)। ১।২।১২

"নিত্যবস্তু (মোক্ষ) কর্মদ্বারা উৎপন্ন হয় না"—এইরূপে কর্মলব্ধ ফলসমূহকে পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন[1]। সেই নিত্যপদ জানিবার জন্য তিনি যজ্ঞকাষ্ঠ হস্তে লইয়া বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সকাশেই[2] গমন করিবেন। ১।২।১২

১। এই অর্থ নারায়ণের দীপিকানুযায়ী। আচার্যের মতে অর্থ এই—কর্মলব্ধ ফলসমূহকে পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ—"এই সংসারে অকৃত অর্থাৎ নিত্যপদার্থ নাই, সুতরাং কর্মে কোন্ প্রয়োজন ?"—এই প্রকার বৈরাগ্য করিবেন।

২। মূলের 'এব' (=ই) শব্দে বুঝাইতেছে যে, গুরুসমীপে অবশ্যই যাইতে হইবে। পরেই বলা হইবে যে, গুরুও সুশিষ্যকে অবশ্যই উপদেশ দিবেন।

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥ ১৩

ইতি প্রথমমুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥

সঃ (সেই) বিদ্বান্ (ব্রহ্মজ্ঞ গুরু) সম্যক্ (যথাশাস্ত্র) উপসন্নায় (সমীপাগত) প্রশান্ত-চিত্তায় (সংযতান্তঃকরণ) শমান্বিতায় (সংযতেন্দ্রিয়) তস্মৈ (সেই শিষ্যকে) তাম্ (সেই) ব্রহ্মবিদ্যাম্ (ব্রহ্মবিদ্যা) তত্ত্বতঃ (যথাযথরূপে) প্রোবাচ (=প্রব্রূয়াৎ, [অবশ্যই] বলিবেন) যেন (=যয়া বিদ্যয়া, যে বিদ্যার দ্বারা) সত্যম্ (পরমার্থ বস্তু, স্বরূপ) অক্ষরম্ (ক্ষরণ, ক্ষয়, ও ক্ষত হীন) পুরুষম্ (পুরুষকে, সর্বব্যাপীকে অন্তর্যামীকে) বেদ (জানা যায়)। ১।২।১৩

যথাবিধি সমীপাগত, প্রশান্তমনা, ও সংযতেন্দ্রিয় সেই শিষ্যকে উক্ত ব্রহ্মজ্ঞ সেই ব্রহ্মবিদ্যাটি যথাযথরূপে উপদেশ করিবেন, যে বিদ্যাসহায়ে পরমার্থস্বরূপ অক্ষর পুরুষকে জানা যায়। ১।২।১৩

দ্বিতীয় মুণ্ডক

প্রথম খণ্ড

তদেতৎ সত্যম্।—যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাঽক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ॥ ১

[অধুনা পরা বিত্তার বিষয়ের বিস্তার আরম্ভ হইতেছে]—তৎ এতৎ (পরা বিত্তার বিষয়ীভূত সেই এই অক্ষরই) সত্যম্ (পারমার্থিক সত্য [আপেক্ষিক বা ব্যাবহারিক নহে])। যথা (যদ্রূপ) সুদীপ্তাৎ (সম্যক্ প্রজ্বলিত) পাবকাৎ (অনল হইতে) সরূপাঃ (অগ্নির সজাতীয়) বিস্ফুলিঙ্গাঃ (অগ্নিকণাসমূহ) সহস্রশঃ (হাজারে হাজারে) প্রভবন্তে (নির্গত হয়) তথা (তদ্রূপ) সোম্য (হে সোম্য), অক্ষরাৎ (অক্ষর হইতে) বিবিধাঃ (নানাপ্রকার) ভাবাঃ (জীবসমূহ) প্রজায়ন্তে [ঘটাকাশবৎ] উদ্ভূত হয়) চ (ও) তত্র এব (তাঁহাতেই) অপিযন্তি (বিলীন হয়)। ২।১।১

(পরা বিত্তার বিষয়ীভূত) সেই এই অক্ষরই পারমার্থিক সত্য। যদ্রূপ সম্যক্ প্রজ্বলিত অনল হইতে অগ্নির সজাতীয় সহস্র সহস্র অগ্নিকণা নির্গত হয়, তদ্রূপ, হে সোম্য, অক্ষর হইতে নানাবিধ জীব উদ্ভূত হয় এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়। ২।১।১

দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥ ২

হি (যেহেতু) অমূর্তঃ (সর্বপ্রকার মূর্তি শূন্য) [এবং] দিব্যঃ (জ্যোতির্ময়, স্বয়ংজ্যোতিঃ, চৈতন্য) পুরুষঃ (পরিপূর্ণস্বরূপ পুরুষ) স-বাহ্য-অভ্যন্তরঃ (অন্তরে ও

বাহিরে, দেহের ও তদতিরিক্ত সমস্তের [গীতা ১৩।১৫] অধিষ্ঠানরূপে, বর্তমান) হি (সেই জন্যই) অজঃ (জন্মরহিত); অপ্রাণঃ (প্রাণশূন্য, ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্ট সচল বায়ু বিহীন) [এবং] অমনাঃ (মনশূন্য, জ্ঞানশক্তি-বিশিষ্ট মন বিহীন) হি (বলিয়াই) শুভ্রঃ (শুদ্ধ), হি (অতএব) পরতঃ অক্ষরাৎ ([স্বীয় বিকার প্রপঞ্চ অপেক্ষা যে অক্ষর] শ্রেষ্ঠ, কারণস্বরূপ, সূক্ষ্ম বা ব্যাপী, নামরূপের বীজস্বরূপ সেই অব্যাকৃতাখ্য অক্ষর হইতে) পরঃ ([নিরুপাধিক রূপে] শ্রেষ্ঠ)। ২।১।২

যেহেতু সর্ব-মূর্তি-বিবর্জিত জ্যোতির্ময় পুরুষ অন্তর ও বাহিরে বর্তমান, সেই জন্যই তিনি জন্মরহিত; প্রাণশূন্য ও মনোহীন বলিয়া তিনি শুদ্ধ এবং সেই জন্যই তিনি (স্বীয় নিরুপাধিক স্বরূপে) শ্রেষ্ঠ অব্যাকৃতাখ্য অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ[১]। ২।১।২

১। গীতা ১৫।১৬-১৮; কঃ ১।৩।১০-১১। প্রাণ ও মন নিষিদ্ধ হওয়ার সকল কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং তাহাদের বিষয়সমূহও নিষিদ্ধ হইল বুঝিতে হইবে।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ৩

এতস্মাৎ (এই পুরুষ হইতে) [মায়ারূপ উপাধি বশতঃ] প্রাণঃ (প্রাণ) জায়তে (উদ্ভূত হয়) চ (এবং) মনঃ (মন), সর্বেন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়বর্গ), খম্ (আকাশ), বায়ুঃ (বায়ু), জ্যোতিঃ (অগ্নি), আপঃ (জল), বিশ্বস্য (সকলের) ধারিণী (আধারভূতা) পৃথিবী (পৃথিবী) [জাত হয়]। ২।১।৩

এই পুরুষ হইতে প্রাণ জাত হয় এবং মন, সর্বেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ও সকলের আধারভূতা ক্ষিতি সম্ভূত হয়[১]। ২।১।৩

১। ২।১।২ মন্ত্রে বলা হইয়াছিল যে, সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম প্রাণাদিমান্ ছিলেন না; সৃষ্টির পরেও তিনি প্রাণাদিমান্ নহেন, তাহাই এই মন্ত্রে বলা হইল। স্বপ্নদৃষ্ট সন্তানাদির দ্বারা যেরূপ কেহ পুত্রাদিমান্ হয় না সেইরূপ মিথ্যা প্রাণাদিও ব্রহ্মে নাই। প্রাণাদি মিথ্যা, কারণ উহারা বিকারী। ছাঃ ৬।১।৪

অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্বভূতান্তরাত্মা ॥ ৪

অস্য (—যস্য, যাঁহার, [হিরণ্যগর্ভ হইতে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্বর্তিরূপে জাত] যে বিরাট্ পুরুষের) মূর্ধা (মস্তক) অগ্নিঃ (দ্যুলোক), চক্ষুষী (চক্ষুদ্বয়) চন্দ্রসূর্যৌ (চন্দ্র ও সূর্য), শ্রোত্রে (কর্ণদ্বয়) দিশঃ (দিক্‌সমূহ), চ (এবং) বাক্ (বাক্য) বিবৃতাঃ (প্রকটিত) বেদাঃ (বেদসমূহ), প্রাণঃ (প্রাণ) বায়ুঃ (বায়ু), হৃদয়ম্ (অন্তঃকরণ) বিশ্বম্ (নিখিল জগৎ), [যাঁহার] পদ্ভ্যাম্ (পাদদ্বয় হইতে) পৃথিবী (পৃথিবী [জাত হয়]) এষঃ হি (এই) সর্বভূত-অন্তঃ-আত্মা (স্থূল পঞ্চ মহাভূতের আত্মা) [উক্ত অক্ষর পুরুষ হইতেই জাত হন]। ২।১।৪

যাঁহার মস্তক দ্যুলোক, চক্ষু চন্দ্র ও সূর্য, কর্ণ দিক্‌সমূহ, বাক্য প্রকটিত বেদসমূহ, প্রাণ বায়ু, অন্তঃকরণ নিখিল জগৎ[১], এবং যাঁহার পদদ্বয় হইতে পৃথিবী জাত হয়, তিনিই সমুদয় স্থূল মহাভূতের অন্তরাত্মা। ২।১।৪

১। সমস্ত জগৎ তাঁহার অন্তঃকরণেরই বিকার, কারণ তাঁহার সুষুপ্তিতে উহা তাঁহার মনে লীন হয় এবং জাগরণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় মন হইতে নির্গত হয়।

তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্যঃ
সোমাৎ পর্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্।
পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং
বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ ॥ ৫

তস্মাৎ (সেই পরম পুরুষ হইতে) [সেই] অগ্নিঃ (দ্যুলোক) [জাত হয়] সূর্যঃ (সূর্য) যস্য (যাহার) সমিধঃ (সমিৎস্থানীয়), সোমাৎ (দ্যুলোকসম্ভূত চন্দ্র

হইতে) পর্জন্যঃ (মেঘ) [তাহা হইতে] পৃথিব্যাম্ (পৃথিবীতে) ওষধয়ঃ (ওষধি-সমূহ) [জাত হয়], পুমান্ (পুরুষ) যোষিতায়াম্ (স্ত্রীতে) রেতঃ ([ভুক্ত ওষধি হইতে জাত] শুক্র) সিঞ্চতি (সিঞ্চন করে), [এইরূপে] পুরুষাৎ (পরম পুরুষ হইতে) বহ্বীঃ (=বহ্ব্যঃ, অনেক) প্রজাঃ (জীবসমূহ) সম্প্রসূতাঃ (সমুৎপন্ন হয়) । ২।১।৫

পরম পুরুষ হইতে সেই দ্যুলোক জাত হয় যাহার ইন্ধন সূর্য, (দ্যুলোকসম্ভূত) চন্দ্র হইতে মেঘ, (মেঘ হইতে) পৃথিবীতে (ব্রীহিযবাদি) ওষধিসমূহ জাত হয়। পুরুষ স্ত্রীতে রেতঃসেক করে। এইরূপে পরম পুরুষ হইতে বহু প্রাণী সমুৎপন্ন হয়[1] । ২।১।৫

১। ছা: ৫।৪-৮ এ আছে যে, দ্যুলোক, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ, ও স্ত্রীতে অগ্নি-দৃষ্টি করিতে হয়। পর পর এই অগ্নিগুলিতে হুত হইয়া জীব সংসারে জন্ম লাভ করে। এই পঞ্চাগ্নি-ক্রমে যাহারা জাত হয়, তাহারাও বস্তুতঃ পরম পুরুষ হইতেই জাত হয়—ইহাই মর্মার্থ। বৃ: ৬।২।৯-১৪

তস্মাদৃচঃ সাম যজূংষি দীক্ষা
যজ্ঞাশ্চ সর্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ।
সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ
সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্যঃ ॥ ৬

তস্মাৎ (সেই পুরুষ হইতে) ঋচঃ (নিয়তাক্ষরপাদ ছন্দোবদ্ধ ঋক্-মন্ত্রসমূহ) সাম (গীতিবিশিষ্ট সামমন্ত্রসমূহ) যজূংষি (অনিয়তাক্ষরপাদ বাক্যাত্মক যজুর্মন্ত্রসমূহ) দীক্ষা (মৌঞ্জীধারণ প্রভৃতি নিয়ম) সর্বে (সকল) যজ্ঞাঃ (অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ) চ (এবং) ক্রতবঃ (সযূপ [অতএব পশুবধবিশিষ্ট] ক্রতুসমূহ) চ (এবং) দক্ষিণাঃ ([একটি গো হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বস্ব অর্পণ পর্যন্ত] দক্ষিণাসমূহ) সংবৎসরঃ চ ([যজ্ঞের কাল] সম্বৎসর), যজমানঃ চ (যজমান), লোকাঃ (কর্মফলভূত

লোক সমূহ) যত্র (যেখানে) সোমঃ (চন্দ্র) পবতে (পবিত্র করেন), যত্র সূর্যঃ (সূর্য [তাপ দেন])। ২।১।৬

সেই পরম পুরুষ হইতে ঋক্‌মন্ত্র সামমন্ত্র ও যজুর্মন্ত্র সমূহ, দীক্ষা, যজ্ঞসমূহ ও ক্রতুসমূহ, এবং দক্ষিণা সকল, সম্বৎসর, ও যজমান জাত হয়; এবং সেই সকল লোক, যাহাতে চন্দ্র পবিত্রতা সম্পাদন করেন এবং যাহাতে সূর্য কিরণ বিতরণ করেন[১]—তাহারাও জাত হয়। ২।১।৬

১। অর্থাৎ দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ মার্গে যথাক্রমে অবিদ্বান্‌ ও বিদ্বানের কর্মফলরূপে লভ্য চন্দ্রলোক ও সূর্যলোক।

তস্মাচ্চ বহুধা সম্প্রসূতাঃ
সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি।
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ
শ্রদ্ধা সত্যং ব্রহ্মচর্যং বিধিশ্চ ॥ ৭

চ (আরও) তস্মাৎ (সেই পুরুষ হইতে) দেবাঃ (দেবগণ) বহুধা (বসু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গণভেদে) সম্প্রসূতাঃ (সমুৎপন্ন হন), সাধ্যাঃ (সাধ্যনামক দেবগণ) মনুষ্যাঃ (মনুষ্যগণ) পশবঃ (পশুসমূহ) বয়াংসি (পক্ষিসমূহ) প্রাণ-অপানৌ (প্রাণ ও অপান, অর্থাৎ জীবন) ব্রীহি-যবৌ ([হোমার্থ] ব্রীহি ও যব) তপঃ চ (এবং তপস্যা) শ্রদ্ধা (আস্তিক্য-বুদ্ধি) সত্যম্‌ (সত্য) ব্রহ্মচর্যম্‌ (ব্রহ্মচর্য) বিধিঃ চ (এবং ইতিকর্তব্যতা-বুদ্ধি) [সমুৎপন্ন হয়]। ২।১।৭

অধিকন্তু তাঁহা হইতে দেবগণ বিভিন্ন গণভেদে সমুৎপন্ন হন; সাধ্যসমূহ, মনুষ্যবৃন্দ, পশুবর্গ, পক্ষিগণ, জীবন, ব্রীহিযব, তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, এবং ইতিকর্তব্যতাও উদ্ভূত হয়। ২।১।৭

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ
সপ্তার্চিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ।
সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা
গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥ ৮

তস্মাৎ (তাঁহা, অর্থাৎ ব্রহ্ম, হইতে) সপ্ত প্রাণাঃ (মস্তকস্থ সাতটি ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, ও জিহ্বা) প্রভবন্তি (উদ্ভূত হয়), [তাহাদের আবার যে সব] সপ্ত অর্চিষঃ (স্ববিষয় প্রকাশক সাতটি কিরণ) [সপ্ত] সমিধঃ (সাতটি সমিধ্, অর্থাৎ সাতটি বিষয়), সপ্ত হোমাঃ (সাতটি হোম, অর্থাৎ বিষয়সম্বন্ধে বিজ্ঞান), ইমে (এই সকল) সপ্ত (সাতটি) লোকাঃ (ইন্দ্রিয়ের অবস্থান-ক্ষেত্র)—যেষু (যে ক্ষেত্র সকলে) সপ্ত সপ্ত নিহিতাঃ ([বিধাতা কর্তৃক] প্রতিপ্রাণীতে সাতটি সাতটি করিয়া সংস্থাপিত) গুহাশয়াঃ (শরীরাবস্থায়ী বা নিদ্রাকালে হৃদয়শায়ী) প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ) চরন্তি (সঞ্চরণ করে) [তাহারাও উৎপন্ন হয়]। ২।১।৮

তাঁহা হইতে (মস্তকস্থ) সাতটি ইন্দ্রিয় উদ্ভূত হয়। (তাহাদের) সাতটি দীপ্তি, সাতটি সমিধ্ অর্থাৎ বিষয়, সাতটি হোম অর্থাৎ বিষয়-বিজ্ঞান[1], ও এই যে সাতটি ইন্দ্রিয়গোলক—যাহাতে প্রতি প্রাণী ভেদে এই সাত সাতটি শরীরাশ্রিত ইন্দ্রিয় (বিধাতা কর্তৃক) সংস্থাপিত হইয়া বিচরণ করে—তাহারাও উদ্ভূত হয়[2]। ২।১।৮

১। গীতা ৪।২৪-৩২ ; জীবনের সমস্ত কর্মই হোমরূপে, অর্থাৎ যাহা কিছু করা হয় সবই দেবতার উদ্দেশ্যে—এইরূপে, কল্পিত হইতে পারে। বিষয়ের জ্ঞানও একটি হোম ; উহাতে বিষয়সমূহকে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। আত্মবাদী মনে করেন—"এই সব এবং আমি ব্রহ্ম" ; তিনি পরমাত্মার আরাধনা-বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম করেন।

২। বর্তমান প্রকরণের মর্মার্থ এই :—আত্মজ্ঞানী বিদ্বান্‌দিগের (পূর্বটীকা দ্রঃ) সর্বপ্রকার কর্ম ও কর্মফল, এবং অবিদ্বান্‌দিগের সর্বপ্রকার কর্ম, কর্মের সাধন, ও কর্মফল—এই সমস্তই এই সর্বজ্ঞ পরম পুরুষ হইতে প্রসূত হয়। সুতরাং কারণরূপী তিনিই সত্য, কার্যভূত সমস্তই মিথ্যা।

অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্বে
অস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ সর্বরূপাঃ।
অতশ্চ সর্বা ওষধয়ো রসশ্চ
যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা ॥ ৯

অতঃ (এই পুরুষ হইতে) সর্বে (সকল) সমুদ্রাঃ (সমুদ্রসমূহ) চ (ও) গিরয়ঃ (পর্বতসমূহ); অস্মাৎ (এই পুরুষ হইতে) সর্বরূপাঃ (বহুরূপ) সিন্ধবঃ (নদী-সমূহ) স্যন্দন্তে (প্রবাহিত হয়); চ (এবং) অতঃ (এই পুরুষ হইতে) সর্বাঃ (সকল) ওষধয়ঃ (ওষধিসমূহ), রসঃ চ (এবং [সেই] মধুরাদি রস) [উদ্ভূত হয়] যেন (যাহার বলে) ভূতৈঃ (পঞ্চভূতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া) এষঃ অন্তরাত্মা (এই লিঙ্গদেহ, অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীর) তিষ্ঠতে হি (=তিষ্ঠতি, অবশ্যই অবস্থান করে)। ২।১।৯

এই পুরুষ হইতে সমুদয় সমুদ্র ও পর্বত সম্ভূত হয়, ইঁহা হইতে বহুরূপ নদীসমূহ প্রবাহিত হয়, ইঁহা হইতে সমুদয় ওষধি জাত হয়, এবং ইঁহা হইতেই সেই মধুরাদি রস উদ্ভূত হয়, যাহার বলে[1] সূক্ষ্ম শরীর[2] স্থূল পঞ্চভূতের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করে। ২।১।৯

১। অন্ন ত্যাগ করিলে লিঙ্গশরীর স্থূলশরীরে থাকিতে পারে না।

২। সূক্ষ্মশরীরকে অন্তরাত্মা বলা হইয়াছে, কারণ উহা স্থূলদেহ ও আত্মার মধ্যে এবং স্থূলদেহের অভ্যন্তরে বিদ্যমান।

পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম
তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্ ।
এতদ্যো বেদ নিহিতং গুহায়াং
সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য ॥ ১০

ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥

[পূর্বোক্ত সমস্তই পুরুষ হইতে নির্গত, সুতরাং বিকারী বলিয়া মিথ্যা। পুরুষই একমাত্র সত্য। ইহাই বলা হইতেছে]—পুরুষঃ এব (উক্ত পুরুষই) কর্ম (যজ্ঞাদি), তপঃ (জ্ঞান) [এবং কর্ম ও উপাসনার ফলস্বরূপ] ইদম্ (এই) বিশ্বম্ (জগৎ), পর-অমৃতম্ (পরম ও অমৃত) এতৎ (এই সর্বাত্মক) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) যঃ (যিনি) গুহায়াম্ (সকল প্রাণীর হৃদয়ে) নিহিতম্ (স্থিত) বেদ (জানেন) [হে] সোম্য (প্রিয়দর্শন), সঃ (তিনি) ইহ (জীবিতাবস্থায়ই) অবিদ্যাগ্রন্থিম্ (অবিদ্যাবাসনাকে) বিকিরতি (বিনাশ করেন)। ২।১।১০

উক্ত পুরুষই এই কর্মাত্মক ও জ্ঞানাত্মক[১] বিশ্ব[২]। হে সোম্য, এই পরম, অমৃত, ও সর্বস্বরূপ ব্রহ্মকে যিনি সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত বলিয়া জানেন তিনি জীবিতাবস্থায়ই অবিদ্যাগ্রন্থি ছেদন[৩] করেন। ২।১।১০

১। অর্থাৎ 'জড় ও অজড়'—নারায়ণকৃত টীকা।

২। অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জগৎ নামক কিছুই নাই। একবিজ্ঞানে কিরূপে সর্ববিজ্ঞান হয় (১।১।৩) তাহা এখানে দেখান হইল। ব্রহ্ম জ্ঞাত হইলেই সমস্ত জ্ঞাত হইল, কারণ বস্তুতঃ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ।

৩। মুঃ ২।২।৮

দ্বিতীয় মুণ্ডক

দ্বিতীয় খণ্ড

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম
মহৎ পদমত্রৈতৎ সমর্পিতম্ ।
এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং
পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্ ॥ ১

[অরূপ ব্রহ্ম কি প্রকারে জ্ঞাত হন, তাহা বলা হইতেছে]—[যে ব্রহ্ম] আবিঃ (প্রকাশস্বভাব), সন্নিহিতম্ (সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে সম্যক্ নিবিষ্ট) [তিনি] গুহা-চরম্ নাম (হৃদয়সঞ্চারী নামে প্রখ্যাত) [তিনিই] মহৎ পদম্ (মহান্ আশ্রয়, সর্বাস্পদ) [কারণ] অত্র (এই ব্রহ্মে) এজৎ (সচল পক্ষী প্রভৃতি) প্রাণৎ (প্রাণাপানাদিমান্ পশু ও মনুষ্যাদি) নিমিষৎ চ (নিমেষবান্ ও [নিমেষরহিত]) যৎ এতৎ (এই যাহা কিছু সমস্তই) সমর্পিতম্ (প্রবেশিত হইয়া আছে); [হে শিষ্যগণ], এতৎ (এই ব্রহ্ম)—যৎ (যিনি) বরিষ্ঠম্ (বরতম, শ্রেষ্ঠতম), সৎ-অসৎ (স্থূল, সূক্ষ্ম উভয়েরই স্বরূপ) বরেণ্যম্ (বরণীয় [কেঃ ৪।৬]) [এবং] প্রজানাম্ (প্রাণিবর্গের) বিজ্ঞানাৎ পরম্ (লৌকিক জ্ঞানের অগোচর) [তৎ (সেই ব্রহ্মকে)] জানথ (তোমরা আত্মা রূপে জানিও)। ২।২।১

প্রকাশমানরূপে সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট[১] ব্রহ্ম হৃদয়সঞ্চারী নামে প্রখ্যাত; তিনি সর্বাস্পদ—কারণ, সচল বিহঙ্গমাদি, প্রাণাপানাদিযুক্ত মনুষ্যাদি, নিমেষবান্ ও নিমেষরহিত এই যাহা কিছু, সমস্তই ইঁহাতে সমর্পিত রহিয়াছে; হে শিষ্যগণ, এই যিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপে বর্তমান,

যিনি সকলের প্রার্থনীয়, সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সর্বলোকপূজ্য, এবং প্রাণি-বর্গের জ্ঞানের অতীত, তাঁহাকে (তোমাদের আত্মস্বরূপ বলিয়া) জানিবে[১]। ২।২।১

১। উপাধির ধর্ম (দর্শন, শ্রবণ, মনন, বিজ্ঞান প্রভৃতি) রূপে ব্রহ্মই আবির্ভূত হইয়া জীবরূপে হৃদয়ে উপলব্ধ হইতেছেন। অর্থাৎ নিখিল উপাধিরূপে ব্রহ্মই বিভাসিত হইতেছেন—এইরূপ ভাবনা করিবে; ইহা ব্রহ্মোপলব্ধির সহায়ক। বেঃ ধাঃ

২। ব্রহ্ম সম্বন্ধে এইরূপ মনন করিবে—"এই যাহা কিছু, সমস্তই উৎপন্ন ও পরিচ্ছিন্ন; অতএব উৎপন্ন ও পরিচ্ছিন্ন ঘটাদির ন্যায় উহারা অপরে আশ্রিত। যিনি সকলের আশ্রয়, তিনিই যাহারও আধার এবং তিনিই সকলের আত্মা।"

যদর্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ
যস্মিঁল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্‌মনঃ।
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি ॥ ২

যৎ (যাঁহা) অর্চিমৎ (দীপ্তিমান্), যৎ (যাঁহা) অণুভ্যঃ (সূক্ষ্ম বস্তুসমূহ হইতে) অণু (সূক্ষ্ম) চ (এবং [যাঁহা স্থূল হইতেও স্থূল]), যস্মিন্ (যাঁহাতে) লোকাঃ (ভূরাদি লোকসমূহ) লোকিনঃ চ (এবং লোকনিবাসিগণ) নিহিতাঃ (অবস্থিত) তৎ (তিনিই) এতৎ (সর্বাস্পদ) অক্ষরম্ ব্রহ্ম (অক্ষর ব্রহ্ম); সঃ (তিনি) প্রাণঃ (প্রাণ) তৎ উ (তিনিই আবার) বাক্-মনঃ (বাগিন্দ্রিয় ও মন, অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয়)—তৎ এতৎ (সেই ব্রহ্মই) সত্যম্ (সত্য), তৎ (তিনি) অমৃতম্ (অবিনাশী); সৌম্য (হে সৌম্য), তৎ (তিনিই) বেদ্ধব্যম্ (বিদ্ধ করার যোগ্য, অর্থাৎ মনের দ্বারা ভাবনীয়), বিদ্ধি (ভেদ কর, তাঁহাতে মন সমাহিত কর)। ২

যিনি দীপ্তিমান্, যিনি সূক্ষ্ম বস্তুসমূহ হইতেও সূক্ষ্ম, এবং যিনি স্থূল হইতেও স্থূল, যাঁহাতে লোকসমূহ এবং লোকবাসিগণ অবস্থিত,

তিনিই সর্বাশ্রয়[1] অক্ষর ব্রহ্ম। তিনি প্রাণ, তিনিই আবার বাক্ ও মন[2]। সেই ব্রহ্মই সত্য, সেই ব্রহ্মই অমৃত। হে সোম্য, তাঁহাকেই ভেদ করিতে হইবে, তাঁহাকেই ভেদ কর। ২।২।২

১। "চেতন অধিষ্ঠাতা থাকিলেই রথাদির ন্যায় প্রাণাদির প্রবৃত্তি হয়। উক্ত চৈতন্যের বিচ্ছিন্নতা বিষয়ে প্রমাণ নাই; অতএব চৈতন্যস্বরূপ আমিই সকলের আত্মা?" —এইরূপ বিচার করিবে।

২। প্রাণাদির অধিষ্ঠান বলিয়া প্রাণাদিদ্বারা আত্মা লক্ষিত হন, ইহাই বুঝিতে হইবে। কেন ১।২

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি॥ ৩

[প্রণব অবলম্বনে ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য বিষয়ে চিত্ত সমাহিত করিতে হয়; এই চিন্তার ফলে ব্রহ্মমুক্তি হয়]—[হে] সোম্য, ঔপনিষদম্ (উপনিষদে প্রসিদ্ধ) মহা-অস্ত্রম্ (মহাস্ত্র) ধনুঃ (ধনুঃ, অর্থাৎ প্রণব) গৃহীত্বা (গ্রহণ করিয়া) উপাসা-নিশিতম্ (উপাসনা, অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান, দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত) শরম্ (বাণ [অর্থাৎ জীবাত্মাকে]) হি সন্ধয়ীত (সন্ধান করিবে); আয়ম্য (ধনুর গুণ আকর্ষণ করিয়া [মন ও ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া]) তৎ-ভাব-গতেন (লক্ষ্যনিবিষ্ট, [ব্রহ্মগত]) চেতসা (চিত্তে) [বেদ্ধব্য, জ্ঞাতব্য]) তৎ (সেই) অক্ষরম্ লক্ষ্যম্ এব (অক্ষর রূপ লক্ষ্যকেই) বিদ্ধি (বিদ্ধ কর [অর্থাৎ তাঁহাতে মন সমাহিত কর])। ২।২।৩

হে সোম্য, উপনিষদে প্রসিদ্ধ মহাস্ত্র ধনু গ্রহণ করিয়া উহাতে সতত চিন্তা দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত বাণ সন্ধান[1] করিবে; ধনু আকর্ষণপূর্বক ব্রহ্মে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া লক্ষ্য সেই অক্ষরকেই ভেদ কর। ২।২।৩

১। প্রণব সহায়ে যে উত্তম-প্রতিবিম্ব সৃজিত হয়, তিনিই আত্মা—এইরূপ চিন্তার নাম প্রণবে শরসন্ধান। এই চিৎপ্রতিবিম্বের সহিত বিশুদ্ধ ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানই লক্ষ্যভেদ। এইরূপ চিন্তায় অসমর্থ হইলে ওঁ-ধ্বনিকেই লক্ষ্যবস্তু করিবে।

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৪

প্রণবঃ (ওঙ্কার) ধনুঃ (ধনুঃ), আত্মা হি (জীবাত্মাই) শরঃ (বাণ), ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) তৎ-লক্ষ্যম্ (উক্ত শরের লক্ষ্য) উচ্যতে (কথিত হন); অপ্রমত্তেন (প্রমাদহীন হইয়া) বেদ্ধব্যম্ (ভেদ করিতে হইবে), [অতঃপর] শরবৎ (বাণের ন্যায়) তন্ময়ঃ (লক্ষ্যের সহিত অভিন্ন) ভবেৎ (হইবে)। ২।২।৪

ওঙ্কারই ধনু, জীবাত্মাই বাণ, ব্রহ্ম উক্ত বাণের লক্ষ্য বলিয়া কথিত হন। প্রমাদহীন হইয়া ভেদ করিতে হইবে। অতঃপর বাণের ন্যায় তন্ময়, অর্থাৎ লক্ষ্যের সহিত অভিন্ন, হইবে। ২।২।৪

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম্
ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানম্
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥ ৫

যস্মিন্ (যে অক্ষর পুরুষে) দ্যৌঃ (দ্যুলোক) পৃথিবী (পৃথিবী) অন্তরিক্ষম্ ও (ও অন্তরিক্ষ) চ (এবং) সর্বৈঃ (সকল) প্রাণৈঃ (ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত) মনঃ (অন্তঃকরণ) ওতম্ (সমর্পিত) তম্ (সেই) একম্ (অদ্বিতীয়) আত্মানম্ এব (আত্মাকেই) জানথ (অবগত হও) [এবং জানিয়া] অন্যাঃ (অপর [অপরা বিদ্যার বিষয় সম্বন্ধে]) বাচঃ (বাক্যসমূহ) বিমুঞ্চথ (পরিত্যাগ কর)—এষঃ (এই আত্মজ্ঞান) অমৃতস্য (মোক্ষপ্রাপ্তির) সেতুঃ (উপায়) [শ্বে. ৬।১১-১৫]। ২।২।৫

যাহাতে দ্যুলোক, পৃথিবী, ও অন্তরিক্ষ, এবং ইন্দ্রিয়বর্গ সহ অন্তঃকরণ সমর্পিত আছে (তোমাদের ও সর্বপ্রাণীর) সেই অদ্বিতীয় আত্মাকেই অবগত হও; এবং অনন্তর অপর সকল বাক্য ত্যাগ কর। এই আত্মজ্ঞানই মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়। ২।২।৫

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ
স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।
ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং
স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৬

অরাঃ (চক্রশলাকা) রথনাভৌ (রথচক্রের নাভিতে) ইব (যদ্রূপ সমর্পিত তদ্রূপ) নাড্যঃ (নাড়ীসমূহ) যত্র (যে হৃদয়ে) সংহতাঃ (সম্প্রবিষ্ট) [সেখানে] সঃ এষঃ (উক্ত ইনি) বহুধা (নানারূপে) জায়মানঃ (ক্রোধহর্ষাদিরূপে প্রতীত হইয়া) অন্তঃ (অন্তর্ভাগে) চরতে (=চরতি, সঞ্চরণ করেন, বর্তমান আছেন); আত্মানম্ (উক্ত আত্মাকে) ওম্ ইতি এবম্ (['ওঙ্কার আমি'] এইরূপ ওঙ্কার অবলম্বনপূর্বক যথোক্ত কল্পনা সহায়ে) ধ্যায়থ (চিন্তা কর); তমসঃ (অজ্ঞান অন্ধকারের) পরস্তাৎ (অতীত) পারায় (পরপারে গমনের জন্য [পাঠান্তর —পরায়]) বঃ (তোমাদের) স্বস্তি (মঙ্গল হউক) ২।২।৬

চক্রশলাকা যেরূপ রথচক্রের নাভিতে অবস্থিত থাকে সেইরূপ নাড়ীসমূহ যে হৃদয়ে সম্প্রবিষ্ট আছে, সেই হৃদয়মধ্যে উক্ত পুরুষ নানারূপে[1] প্রতীত হইয়া বর্তমান আছেন। উক্ত আত্মাকে ওঙ্কার অবলম্বনপূর্বক ধ্যান কর। অজ্ঞানান্ধকারের অতীত পরপারে গমনের জন্য তোমাদের স্বস্তি হউক। ২।২।২৬

১। ইহা লোকবুদ্ধি অনুসারে বলা হইল। লোকে বলে "আমি দেখি, শুনি, ক্রুদ্ধ হই, সুখী হই" ইত্যাদি—যেন একই চৈতন্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন। বস্তুতঃ উপাধি বশতঃ এইরূপ হয়; কিন্তু আত্মা অবিকারী এবং অদ্বিতীয়।

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥
মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা
প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥ ৭

যঃ (যিনি, যে অক্ষর পুরুষ) সর্বজ্ঞঃ (সাধারণরূপে সকল বিষয় জানেন) সর্ববিৎ (বিশেষরূপে সকল বিষয় জানেন) [মুঃ ১।১।৯], ভুবি (জগতে) যস্য (যাঁহার) এষঃ (এই প্রসিদ্ধ) মহিমা (বিভূতি), এষঃ (এই) আত্মা হি (আত্মাই) দিব্যে (জ্যোতির্ময়), ব্রহ্মপুরে (ব্রহ্মের অভিব্যক্তিস্থল হৃদয়পদ্মস্থ) ব্যোম্নি (আকাশে) [বুদ্ধিদ্বারা উপলব্ধ হইয়া] প্রতিষ্ঠিতঃ (অবস্থিত আছেন)।

মনোময়ঃ (মন-উপাধিক বলিয়া—মনোবৃত্তি দ্বারা প্রকাশিত) প্রাণ-শরীর-নেতা (প্রাণ ও সূক্ষ্ম শরীরকে স্থূল শরীরান্তরে লইয়া যাইবার কর্তা) হৃদয়ম্ (বুদ্ধিকে) সন্নিধায় ([হৃদয়পদ্মাকাশে] স্থাপন পূর্বক) অন্নে (অন্নপুষ্ট শরীরে) প্রতিষ্ঠিতঃ (অবস্থিত আছেন)। আনন্দরূপম্ (সর্বদুঃখাতীত) অমৃতম্ (অমৃতস্বরূপ) যৎ (যে আত্মতত্ত্ব) বিভাতি (বিশেষরূপে [আপনাতেই] প্রকাশ পান) তৎ (সেই আত্মতত্ত্বকে) ধীরাঃ (বিবেকীরা) বিজ্ঞানেন (শাস্ত্রাচার্যের উপদেশজনিত বিশিষ্ট জ্ঞানের দ্বারা) পরিপশ্যন্তি (পরিপূর্ণভাবে দর্শন করেন)। ২।২।৭

যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ্, যাঁহার এই জগদ্ব্যাপী মহিমা[১], সেই আত্মাই জ্যোতির্ময় হৃদয়পদ্ম-মধ্যস্থ আকাশে অবস্থিত আছেন[২]।

(হৃদয়াকাশে সংস্থাপিত আছেন বলিয়াই) মন-উপাধিক, এবং প্রাণ ও সূক্ষ্মশরীরের নেতা, ও বুদ্ধিকে হৃদয়পদ্মে স্থাপনকারী আত্মা শরীরে অবস্থিত বলিয়া প্রতিভাত হন। আনন্দস্বরূপ ও অমৃতস্বরূপ

যে আত্মতত্ত্ব নিজ আত্মাতেই বিশেষতঃ স্ফুরিত হন, তাঁহাকে বিবেকীরা বিশিষ্ট জ্ঞান সহায়ে সর্বতোভাবে দর্শন করেন। ২।২।৭

১। বৃঃ ৩।৮।৯ দ্রঃ।

২। অর্থাৎ ব্রহ্মকে সর্বেশ্বর ও মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপে হৃদয়-পদ্মে ধ্যান করিবে। ইহার ফলে ক্রমমুক্তি হয়।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ৮

পর-অবরে (কারণরূপে শ্রেষ্ঠ ও কার্যরূপে নিকৃষ্ট) তস্মিন্ (সেই ব্রহ্ম) দৃষ্টে ([আত্মরূপে] দৃষ্ট হইলে) অস্য (ঐ দ্রষ্টার) হৃদয়গ্রন্থিঃ (হৃদয়ের গ্রন্থি, বুদ্ধিতে আশ্রিত কামনা) ভিদ্যতে (বিনাশ প্রাপ্ত হয়) সর্ব-সংশয়াঃ (সকল সংশয়) ছিদ্যন্তে (ছিন্ন হয়) কর্মাণি চ (এবং কর্মফলসমূহ) ক্ষীয়ন্তে (ক্ষয়প্রাপ্ত হয়)। ২।২।৮

কার্য ও কারণরূপী সেই পরমাত্মা দৃষ্ট হইলে উক্ত সাক্ষাৎকারীর হৃদয়ের গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়, এব কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ২।২।৮

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥ ৯

হিরণ্ময়ে (জ্যোতির্ময় অর্থাৎ বুদ্ধিবিজ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত) পরে (শ্রেষ্ঠ) কোশে (কোশে, কোশতুল্য হৃদয়পদ্ম-মধ্যে) বিরজম্ (অবিদ্যাদি-দোষ-শূন্য) নিষ্কলম্ (নিরবয়ব) যৎ ব্রহ্ম (যে ব্রহ্ম) [অবস্থিত], তৎ (উক্ত ব্রহ্ম) শুভ্রম্ (শুদ্ধ) জ্যোতিষাম্ (তেজোময় অগ্নি প্রভৃতির) জ্যোতিঃ (অবভাসক); আত্মবিদঃ (আত্মজ্ঞানীরা) তৎ (সেই ব্রহ্মকে) বিদুঃ (জানেন)। ২।২।৯

জ্যোতির্ময় শ্রেষ্ঠ কোশমধ্যে[১] অবিদ্যাদোষশূন্য নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্ম অবস্থিত ; তিনি শুদ্ধ এবং তেজোময় পদার্থসমূহেরও অবভাসক। যাঁহারা আত্মজ্ঞানী[২] তাঁহারাই মাত্র তাঁহাকে জানেন। ২।২।৯

১। কোশের বা খাপের মধ্যে যেরূপ অসি থাকে, সেইরূপ হৃদয়মধ্যে ব্রহ্ম উপলব্ধ হন। ব্রহ্মোপলব্ধির স্থান বলিয়াই উহা শ্রেষ্ঠ।

২। শব্দাদিবিষয়ক বুদ্ধিপ্রত্যয়ের সাক্ষী বলিয়া যাঁহারা আপনাদিগকে জানেন।

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ ॥
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ ১০

[জ্যোতির জ্যোতি কি প্রকার তাহা বলা হইতেছে]—সূর্যঃ (সূর্য) তত্র (সেই ব্রহ্মে) ন ভাতি (প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রকাশ করে না), চন্দ্রতারকম্ (চন্দ্র ও তারকা) ন ([ব্রহ্মকে প্রকাশ করে] না), ইমাঃ (এই সকল) বিদ্যুতঃ (বিদ্যুদ্বর্গও) ন ভান্তি (প্রকাশ করে না) ; অয়ম্ (এই) অগ্নিঃ (অগ্নি) কুতঃ (কিরূপে [প্রকাশ করিবে]) ? সর্বম্ (সমস্ত জগৎ) তম্ এব ভান্তম্ অনুভাতি (তিনি দেদীপ্যমান বলিয়াই তদনুযায়ী দীপ্তিমান্ হয়), ইদম্ (এই) সর্বম্ (সমুদয়) তস্য (তাঁহার) ভাসা (দীপ্তিদ্বারা) বিভাতি (বিবিধরূপে প্রকাশশীল হয়)। ২।২।১০

সূর্য সেই ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র ও তারকাগণও পারে না, এই সকল বিদ্যুৎও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না— এই অগ্নি আর কিরূপে করিবে ? তিনি দেদীপ্যমান বলিয়াই তদনুযায়ী নিখিল জগৎ দীপ্তিমান্ হয় ; তাঁহারই দীপ্তিতে এই সমুদয় বিবিধরূপে প্রকাশ পায়[১]। ২।২।১০

১। প্রকৃত পক্ষে আগুনই পোড়ায়, কাঠ বা মশাল প্রভৃতি পোড়ায় না। অথচ উহারা আগুনের সহিত যুক্ত হইলে আমরা বলি কাঠ বা মশাল পোড়াইতেছে। সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্যেই সকলে জ্যোতিষ্মান্ হয়।—বৃঃ ৪।৪।১৬

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥ ১১

ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥

পুরস্তাৎ (পুরোভাগে স্থিত) ইদম্ (ইহা ; এই যাহা কিছু প্রতিভাত হইতেছে, তাহা) অমৃতম্ ব্রহ্ম এব (অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই), পশ্চাৎ (পশ্চাদ্ভাগে), দক্ষিণতঃ (দক্ষিণ দিকে), উত্তরেণ চ (এবং উত্তর দিকেও) ব্রহ্ম, অধঃ (নিম্নদিকে) ঊর্ধ্বম্ চ (এবং ঊর্ধ্ব দিকেও) ব্রহ্ম প্রসৃতম্ (ব্যাপ্ত আছেন) ; ইদম্ (এই) বিশ্বম্ (জগৎ) ইদম্ বরিষ্ঠম্ (এই প্রত্যক্ষ বরতম) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই)। ২।২।১১

পুরোভাগে অবস্থিত এই সমস্ত অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই, পশ্চাদ্ভাগে ব্রহ্ম, দক্ষিণে এবং উত্তরেও ব্রহ্ম, অধঃ ও ঊর্ধ্ব দিকেও ব্রহ্মই ব্যাপ্ত[1] ; এই জগৎ এই প্রত্যক্ষ শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মই[2]। ২।২।১১

১। নামরূপ বিশিষ্ট হইয়া নানাবিধ কার্যাকারে অব্রহ্মরূপে অবভাসমান।

২। কঃ ২।৩।১ ; গীতা ১৫।১

তৃতীয় মুণ্ডক

প্রথম খণ্ড

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥ ১

সযুজা (=সযুজৌ, সর্বদা সম্মিলিত) সখায়া (=সখায়ৌ, 'আত্মা' এই সমান নামধারী) দ্বা (=দ্বৌ, দুইটি) সুপর্ণা (=সুপর্ণৌ, পক্ষী, [অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা]) সমানম্ (একই) বৃক্ষম্ (বৃক্ষকে, শরীরকে) পরিষস্বজাতে (আলিঙ্গন করিয়া আছে); তয়োঃ (উহাদের মধ্যে) অন্যঃ (একটি, জীব) স্বাদু ([বিচিত্র] আস্বাদযুক্ত) পিপ্পলং (ফল, কর্মফল) অত্তি (ভোগ করে), অন্যঃ (অপরটি, ঈশ্বর) অনশ্নন্ (ভোগ না করিয়া) অভিচাকশীতি (দর্শন করে)—[কঃ ১।৩।১ ; শ্বেঃ ৪।৬-৭]। ৩।১।১

সর্বদা সম্মিলিত ও সমান নামধারী দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে একটি স্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অপরটি ভক্ষণ না করিয়া দর্শন করে। ৩।১।১

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽ-
নীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্
অস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ২

পুরুষঃ (ভোক্তা জীব) সমানে (একই) বৃক্ষে (বৃক্ষে, অর্থাৎ দেহে) নিমগ্নঃ (আসক্ত হইয়া) অনীশয়া (দীনভাব প্রাপ্ত হওয়ায়) মুহ্যমানঃ (দুশ্চিন্তাসহকারে) শোচতি (সন্তাপ করিয়া থাকে) ; যদা (যখন) জুষ্টম্ ([ধার্মিকগণের] সেবিত) অন্যম্ ([শরীর হইতে] বিলক্ষণ) ঈশম্ (ঈশ্বরকে) [এবং] অস্য (ইঁহার) ইতি (এই বিশ্বব্যাপী) মহিমানম্ (বিভূতিকে) পশ্যতি (দর্শন করে) [তখন] বীতশোকঃ (শোকমুক্ত হয়) । ৩।১।২

জীব সেই একই বৃক্ষে আসক্ত হইয়া দীনভাব প্রাপ্ত হয় এবং তজ্জন্য দুশ্চিন্তাসহকারে সন্তাপ করিয়া থাকে[১]। যখন সে বহুজন-সেবিত ঈশ্বরকে এবং তাঁহার এইরূপ মহিমাকে (আপনা হইতে অভিন্ন রূপে) দর্শন করে, তখন বীতশোক হয়। ৩।১।২

১। অবিদ্যার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি যথাক্রমে দৈন্য ও দুঃখের কারণ।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩

যদা (যখন) পশ্যঃ (দ্রষ্টা, অর্থাৎ সাক্ষাৎকামী বিদ্বান্ সাধক) রুক্মবর্ণম্ (স্বর্ণের ন্যায় স্বয়ং-জ্যোতিঃ), কর্তারম্ ([সর্ব জগতের অবিনাশী] কর্তা), ঈশম্ (পরমেশ্বর), পুরুষম্ (পরিপূর্ণস্বরূপ), ব্রহ্মযোনিম্ (জগৎকারণ ব্রহ্মকে) পশ্যতে (=পশ্যতি, দর্শন করে) তদা (তৎকালে) বিদ্বান্ (সেই সাক্ষাৎকারী) পুণ্য-পাপে (পুণ্য ও পাপ) বিধূয় (সমূলে নিরাস করিয়া) নিরঞ্জনঃ (নির্লেপ, বিগতক্লেশ হইয়া) পরমম্ (নিরতিশয়, অদ্বৈতরূপ) সাম্যম্ (সমতা, অভেদ) উপৈতি (প্রাপ্ত হয়) । ৩।১।৩

সাক্ষাৎকারী সাধক যখন হিরণ্যবর্ণ, জগৎকর্তা, পরমেশ্বর, পরিপূর্ণস্বরূপ, ও জগৎকারণ ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ সমূলে নাশ করিয়া বিগতক্লেশ হন এবং পরম সাম্য প্রাপ্ত হন। ৩।১।৩

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্
এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৪

যঃ হি (যিনিই) প্রাণঃ (প্রাণের প্রাণ [মুঃ ২।২।২]), এষঃ (সেই ইনিই) সর্বভূতৈঃ (ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত সর্বভূতরূপে [ইত্থম্ভূতলক্ষণে তৃতীয়া]) বিভাতি (বিবিধ প্রকারে প্রকাশিত হন); বিজানন্ (ইঁহাকে বাক্যার্থমাত্র হইতে জানিয়া) বিদ্বান্ (বিদ্বান্) অতিবাদী (অতিবাদী) ন ভবতে (= ন ভবতি, হন না); [এই বিদ্বান্] আত্মক্রীড়ঃ (আপনাতেই ক্রীড়াশীল) আত্মরতিঃ (আপনাতেই প্রীতিযুক্ত) ক্রিয়াবান্ (ধ্যান বৈরাগ্যাদি ক্রিয়াশীল)—এষঃ (এইরূপ ব্যক্তিই) ব্রহ্মবিদাম্ (ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের মধ্যে) বরিষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠতম)। ৩।১।৪

যিনি প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বর, তিনিই সর্বভূতরূপে বহুভাবে প্রকাশিত হন। ইঁহাকে যে বিদ্বান্ জানেন, তিনি অতিবাদী[১] হন না। তিনি আত্মক্রীড়, আত্মরতি[২] ও ক্রিয়াবান্ হন—ইনিই ব্রহ্মবিদ্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। ৩।১।৪

১। যাঁহার নিকট স্ব-ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু আছে, তিনি উক্ত স্ব-ভিন্ন নামাদিকে অতিক্রম করিয়া বলিতে পারেন। কিন্তু যিনি দর্শন করেন যে, সর্ব বস্তুই আত্মা, অন্য কিছুই নাই—তিনি কাহাকে অতিক্রম করিয়া বলিবেন? অতএব তিনি অতিবাদী হন না। ছাঃ ৭।১৬।১এ এই অর্থেই অতিবাদী বলা হইয়াছে।

২। ক্রীড়া বাহ্যবিষয়-সাপেক্ষ; রতি বাহ্য-সাধন-নিরপেক্ষ।

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্‌।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥ ৫

[সন্ন্যাসীর সম্যক্‌ জ্ঞানের সহায়ক সত্যাদি সাধন বিহিত হইতেছে]—যম্‌ (যাঁহাকে) ক্ষীণদোষাঃ (চিত্তমলশূন্য) যতয়ঃ (যত্নশীল সন্ন্যাসিগণ) পশ্যন্তি (উপলব্ধি করেন) এবং (সেই এই) জ্যোতির্ময়ঃ (হিরণ্ময়) শুভ্রঃ (শুদ্ধ) আত্মা হি (আত্মাই) অন্তঃশরীরে (হৃদয়াকাশে) নিত্যম্‌ (অবিরাম) সত্যেন (অসত্য ত্যাগ দ্বারা), তপসা (ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতা দ্বারা), সম্যক্‌ জ্ঞানেন (যথাযথ আত্মদর্শনের দ্বারা) [এবং] ব্রহ্মচর্যেণ হি (ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই) লভ্যঃ (প্রাপ্তব্য) । ৩।১।৫

যাঁহাকে চিত্তমলশূন্য যতিগণ উপলব্ধি করেন, সেই জ্যোতির্ময় শুদ্ধ আত্মাকে অবিচল[1] সত্য, অবিরাম একাগ্রতা[2], নিত্য সম্যক্‌ আত্মদর্শন, ও অটুট ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই হৃদয়াকাশে উপলব্ধি করিতে হয়[3] । ৩।১।৫

১। মূলের 'নিত্যম্‌' শব্দটি সত্য, তপস্যা, ও জ্ঞান প্রত্যেকের সহিতই অন্বিত হইবে।

২। "মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ"—মন ও ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতাই পরম তপস্যা। এই তপস্যাই আত্মজ্ঞানের পরম সহায়, চান্দ্রায়ণাদি নামক দৈহিক তপস্যার ঐ বিষয়ে সাক্ষাৎ উপযোগিতা নাই।

৩। যাঁহার জ্ঞান পরিপক্ব হয় নাই, তাঁহার পক্ষে সত্যাদি সাধনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু পূর্ণজ্ঞানের সহিত কোনও সাধনের সমুচ্চয় হইতে পারে না—পূর্ণজ্ঞানী সমস্ত সাধনের অতীত। কেঃ ৪।৭-৮ টীকা।

সত্যমেব জয়তি নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥ ৬

সত্যম্ এব (সত্যই, অর্থাৎ সত্যবাদীই) জয়তি (জয়যুক্ত হয়) ন অনৃতম্ (মিথ্যা, অর্থাৎ মিথ্যাবাদী, নহে); যত্র (যেখানে) সত্যস্য (উত্তম সাধন সত্যের সম্বন্ধী) তৎ (সেই) পরমম্ (সর্বোত্তম) নিধানম্ ([পুরুষার্থরূপ] নিধি) [আছে, সেখানে] আপ্তকামাঃ (বিগতস্পৃহ) ঋষয়ঃ (তত্ত্বদর্শিগণ) যেন হি (যে পথেই) আক্রমন্তি (=আক্রমন্তে, গমন করেন) [সেই] দেবযানঃ (উত্তরমার্গ নামক) পন্থাঃ (পথ) সত্যেন (সত্যের দ্বারা) বিততঃ (বিস্তৃত, আস্তীর্ণ)। ৩।১।৬

সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার নহে; সত্যরূপ সাধনের দ্বারা লভ্য সেই সর্বোত্তম পুরুষার্থ যেখানে নিহিত আছে, সেখানে আপ্তকাম ঋষিগণ যে পথে গমন করেন, সেই দেবযান[1] মার্গও সত্যের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে আস্তীর্ণ, অর্থাৎ সতত সত্যাবলম্বনে প্রবৃত্ত। ৩।১।৬

১। এই মার্গে মুখ্যতঃ ব্রহ্মলোকে গতি হইলেও ইহা ক্রমমুক্তিরও মার্গ; অর্থাৎ এই মার্গে উপাসক ব্রহ্মলোকে গিয়া অবশেষে ব্রহ্মরূপেই অবস্থান করেন।

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং
সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ
পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্ ॥ ৭

[উক্ত সত্যের নিধান কিরূপ, তাহা বলা হইতেছে]—বৃহৎ (মহান্) চ (এবং) দিব্যম্ (স্বয়ংপ্রকাশ) অচিন্ত্য-রূপম্ (অচিন্ত্য স্বরূপ) চ (এবং) সূক্ষ্মাৎ (সূক্ষ্ম

হইতেও) সূক্ষ্মতরম্ (অতিশয় সূক্ষ্ম) তৎ (উক্ত ব্রহ্ম) বিভাতি (বিবিধরূপে প্রকাশ পান), তৎ (উহা) [অজ্ঞানীর নিকট] দূরাৎ (দূর হইতে) সুদূরে (অতি দূরে) চ (অথচ) [জ্ঞানীর নিকট] অন্তিকে (সমীপে) ইহ (এই দেহেই প্রকাশিত), ইহ (এই জগতে) পশ্যৎসু (চেতন জীবগণের মধ্যে) তৎ (উহা) গুহায়াম্ এব (বুদ্ধিতেই) নিহিতম্ (স্থিত)—[ঈঃ ৫]। ৩।১।৭

বৃহৎ এবং দিব্য, অচিন্ত্যস্বরূপ এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর উক্ত ব্রহ্ম বহুরূপে প্রকাশ পান। তিনি দূর হইতেও সুদূরে অথচ এই দেহেই অতি নিকটে—এই জগতে চেতন জীবগণের হৃদয়গুহাতেই—তিনি অবস্থিত। ৩।১।৭

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥ ৮

[পুনর্বার ব্রহ্মোপলব্ধির অসাধারণ সাধন বলা হইতেছে]—[ব্রহ্ম] চক্ষুষা (চক্ষু দ্বারা) ন গৃহ্যতে (গৃহীত হন না), বাচা অপি (বাক্যের দ্বারাও) ন (না), অন্যৈঃ (অপর) দেবৈঃ (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা), তপসা (তপস্যা দ্বারা) বা ([illegible]) কর্মণা (অগ্নিহোত্রাদি কর্মের দ্বারা) ন (না); [যেহেতু লোক] জ্ঞান-প্রসাদেন (বুদ্ধির স্থিরতা বা নির্মলতা দ্বারা) বিশুদ্ধ-সত্ত্বঃ (শুদ্ধচিত্ত, ব্রহ্মজ্ঞানযোগ্য হয়), ততঃ তু (সেই জন্যই) ধ্যায়মানঃ (সতত ব্রহ্মচিন্তাপরায়ণ ব্যক্তি) তম্ (সেই) নিষ্কলম্ (নিরবয়ব ব্রহ্মকে) পশ্যতে (= পশ্যতি, দর্শন করেন)। ৩।১।৮

ব্রহ্ম চক্ষুদ্বারা, গৃহীত হন না, বাক্যের দ্বারাও নহেন। অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, তপস্যাদ্বারা অথবা অগ্নিহোত্রাদি কর্মের দ্বারাও গৃহীত হন না। বুদ্ধি নির্মল হইলেই লোক ব্রহ্মজ্ঞানের যোগ্য হয়, অতএব ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিই সেই নিরবয়ব ব্রহ্মকে দর্শন করেন। ৩।১।৮

১। যদ্দ্বারা জানা যায় তাহাই জ্ঞান—এই ব্যুৎপত্তিক্রমে জ্ঞান—বুদ্ধি। জ্ঞান-প্রসাদ—চিত্তের নির্মলতা। প্রথমে ধ্যান, তৎপরে চিত্তশুদ্ধি, অবশেষে ব্রহ্মজ্ঞান। ধ্যানক্রিয়া সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞানের কারণ নহে।

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো
যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তং সর্বমোতং প্রজানাং
যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ॥ ৯

যস্মিন্ (যে চিত্ত) বিশুদ্ধে (নির্মল হইলে) এষঃ (এই) আত্মা (আত্মা) বিভবতি (বিশেষরূপে আপনাকে প্রকাশ করেন) [সেই] চেতসা (চিত্তের দ্বারা)—যস্মিন্ (যে দেহে) প্রাণঃ (প্রাণ) পঞ্চধা (পঞ্চ প্রকারে) সংবিবেশ (প্রবেশ করিয়াছে) [সেই দেহের মধ্যেই]—এষঃ (এই) অণুঃ (সূক্ষ্ম) আত্মা (আত্মা) বেদিতব্যঃ (জ্ঞেয়)—[যে আত্মা দ্বারা] প্রজানাম্ (প্রাণিগণের) প্রাণৈঃ (ইন্দ্রিয়বর্গসহ) সর্বম্ চিত্তম্ (সমুদয় চিত্ত) ওতম্ (ওতপ্রোত)। ৩।১।৯

আত্মার দ্বারা জীবগণের ইন্দ্রিয়সহ সমস্ত চিত্ত ওতপ্রোত রহিয়াছে। চিত্ত প্রসন্ন হইলেই এই আত্মা আপনাকে বিশেষরূপে প্রকটিত করেন। সুতরাং এই যে দেহে প্রাণ পঞ্চ প্রকারে সম্প্রবিষ্ট হইয়া আছে, সেই দেহের মধ্যেই বিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা এই সূক্ষ্ম আত্মাকে জানিতে হইবে[১]। ৩।১।৯

১। দুগ্ধে ঘৃতের ন্যায় বা কাষ্ঠে অগ্নির ন্যায় ব্রহ্ম দেহেন্দ্রিয়াদিতে সর্বত্র অনুস্যূত আছেন; তথাপি চিত্তেই তাঁহার বিশেষ প্রকাশ এবং চিত্তবৃত্তি দ্বারাই ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া অভিব্যক্তি হয়। এই জন্যই লোকে চিত্তকে চেতন বলিয়া ভ্রম করে। এই চিত্ত নির্মল হইলে যোগিগণ উহাতে ব্রহ্মের পূর্ণ উপলব্ধি প্রাপ্ত হন।

যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং-
স্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েদ্ ভূতিকামঃ ॥ ১০

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥

বিশুদ্ধসত্ত্বঃ (নির্মলান্তঃকরণ ব্যক্তি) যম্ যম্ (যে যে) লোকম্ (লোক) মনসা (মনের দ্বারা) সংবিভাতি (সঙ্কল্প করেন) যান্ চ কামান্ (এবং যে সকল ভোগ) কাময়তে (প্রার্থনা করেন) তম্ তম্ (সেই সেই) লোকম্ (লোক) চ (এবং) তান্ (সেই সকল) কামান্ (ভোগ) জয়তে (প্রাপ্ত হন); তস্মাৎ (সুতরাং) ভূতিকামঃ (বিভূতিকামী ব্যক্তি) আত্মজ্ঞম্ হি (আত্মজ্ঞানীকেই) অর্চয়েৎ (পূজা করিবেন)। ৩।১।১০

নির্মলান্তঃকরণ আত্মবিদ্ পুরুষ যে যে লোক-বিষয়ে মনের দ্বারা সঙ্কল্প করেন এবং তিনি যে সকল ভোগ প্রার্থনা করেন, সেই সকল লোক এবং সেই সকল ভোগই প্রাপ্ত হন[১]। সুতরাং যিনি বিভূতি কামনা করেন তিনি আত্মজ্ঞানীর পূজা করিবেন[২]। ৩।১।১০

১। তৈঃ ৩।৪-৬, ছাঃ ৮।১২।৩

২। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হইয়া থাকেন। সুতরাং ব্রহ্মের নিকট প্রার্থনা ও ব্রহ্মজ্ঞের নিকট প্রার্থনা সমান। মুঃ ৩।২।৯

তৃতীয় মুণ্ডক

দ্বিতীয় খণ্ড

স বেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা-
স্তে শুক্রমেতদতিবর্তন্তি ধীরাঃ ॥ ১

[সেই আত্মজ্ঞ পুরুষ পূজার্হ, কারণ] সঃ (তিনি) পরমম্ (উৎকৃষ্ট) ধাম (সর্বকামনার আশ্রয়) এতৎ (এই) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) বেদ (জানেন)—যত্র (যে ব্রহ্মে) বিশ্বম্ (সমস্ত জগৎ) নিহিতম্ (সমর্পিত রহিয়াছে) [এবং যে ব্রহ্ম] শুভ্রম্ ভাতি ([স্বজ্যোতিতে] বিমলরূপে প্রকাশিত হন)। [সেইজন্য] অকামাঃ (নিষ্কাম, বিভূতিতৃষ্ণা-বর্জিত) যে ধীরাঃ হি (যে সকল ধীমান্) পুরুষম্ (আত্মজ্ঞ পুরুষকে) উপাসতে (সেবা করেন) তে (তাঁহারা) এতৎ (এই) শুক্রম্ (জন্মকারণকে) অতিবর্তন্তি (=অতিবর্তন্তে, অতিক্রম করেন)। ৩।২।১

যে ব্রহ্মে সমস্ত জগৎ সমর্পিত রহিয়াছে এবং যিনি নির্মল জ্যোতিতে প্রকাশ পান, আত্মজ্ঞ পুরুষ পরম আশ্রয় সেই ব্রহ্মকে জানেন। বিভূতি-তৃষ্ণা-বর্জিত যে সকল ধীমান্ ব্যক্তি আত্মজ্ঞ পুরুষের সেবা করেন, তাঁহারা আর শরীর গ্রহণ করেন না। ৩।২।১

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু
ইহৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ ॥ ২

[কামত্যাগ যে মুমুক্ষুর পক্ষে প্রধান সাধন, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে]—যঃ (যে ব্যক্তি) কামান্ (ভোগ্য বিষয়সমূহকে) মন্যমানঃ (তদ্‌গুণের চিন্তা সহকারে) কাময়তে (কামনা করেন) সঃ (তিনি) কামভিঃ (=কামৈঃ, বিষয়বাসনা সহ) তত্র তত্র (কাম্য সেই সেই বিষয়ের মধ্যে) জায়তে (জন্মলাভ করেন); তু (কিন্তু) পর্যাপ্ত-কামস্য (পূর্ণকাম) কৃতাত্মনঃ (লব্ধাত্ম ব্যক্তির) সর্বে (সকল) কামাঃ ([প্রবৃত্তির হেতু] কামসমূহ) ইহ এব (জীবিতাবস্থায়ই) প্রবিলীয়ন্তি (বিলয় প্রাপ্ত হয়)—[বৃঃ ৪।৪।৬-১৪]। ৩।২।২

যিনি বিষয়ের গুণাবলী অনুধ্যানপূর্বক ভোগ্য বিষয়সমূহ কামনা করেন, তিনি কামনা-পরিবেষ্টিত হইয়া সেই সেই কাম্য বিষয়ের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু যিনি পূর্ণকাম এবং যাঁহার আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার জীবিতাবস্থায়ই সকল কামনা বিলীন হয়। ৩।২।২

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥ ৩

[আত্মলাভ-প্রার্থনাই আত্মলাভের সর্বোত্তম উপায়, ইহা প্রদর্শিত হইতেছে]—অয়ম্ (উক্ত) আত্মা (আত্মা) প্রবচনেন (বহু শাস্ত্রাভ্যাসের দ্বারা) ন লভ্য (প্রাপ্তব্য নহেন), মেধয়া (গ্রন্থার্থধারণ-শক্তি দ্বারা) ন (নহেন), বহুনা (বহু শ্রুতেন (শ্রবণের দ্বারা) ন (নহেন); এষঃ (এই বিদ্বান্, সাধক) যম্ এব (সে পরমাত্মাকেই) বৃণুতে (পাইতে ইচ্ছা করেন) তেন (সেই বরণের দ্বারা) লভ্য (প্রাপ্তব্য); তস্য (সেই মুমুক্ষুর) এষঃ (এই) আত্মা স্বাম্ (স্বীয়) তনুম্ ([পাঠান্তর—তনূম্] পারমার্থিক স্বরূপ) বিবৃণুতে (প্রকাশ করেন)। ৩।২।৩

বহু শাস্ত্রাভ্যাসের দ্বারা উক্ত আত্মাকে পাওয়া যায় না, মেধার দ্বারাও নহে, বহু শ্রবণের দ্বারাও নহে[১] ; সাধক যে পরমাত্মাকে বরণ করেন, সেই আত্মবরণের[২] দ্বারাই তিনি লভ্য ; সেই মুমুক্ষুর এই আত্মাই স্বীয় পারমার্থিক স্বরূপ প্রকাশ করেন[৩] । ৩।২।৩

১। উপনিষদ্-বিচার-ব্যতিরিক্ত শ্রবণের দ্বারা।

২। "আমি পরমাত্মা"—এইরূপ অভেদানুসন্ধানই বরণ।

৩। কঃ ১।২।২৩ ; কঠোপনিষদের উক্ত মন্ত্রে পরমাত্মার কৃপার প্রতি ও বর্তমান মন্ত্রে সাধনভূত বরণের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখিয়া একই শ্লোকের দুইটি বিভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং-
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥ ৪

অয়ম্ (এই) আত্মা (আত্মা) বলহীনেন (মিথ্যাজ্ঞানে অভিভূত ব্যক্তির দ্বারা, আত্মনিষ্ঠা-জনিত বীর্য যাহার নাই তাহার দ্বারা) ন লভ্যঃ (প্রাপ্তব্য নহেন), প্রমাদাৎ (আত্মনিষ্ঠায় অমনোযোগ, লৌকিক বস্তুতে আসক্তি) বা (অথবা) অলিঙ্গাৎ (সন্ন্যাস-রহিত) তপসঃ অপি চ (জ্ঞান হইতেও) ন ([লভ্য] নহেন) ; তু (কিন্তু) এতৈঃ উপায়ৈঃ (এই সকল সাধন—অর্থাৎ বল, অপ্রমাদ, সন্ন্যাস, ও জ্ঞান—সহায়ে) যঃ বিদ্বান্ (যে বিবেকী) যততে (যত্ন করেন) তস্য (তাঁহার) এষঃ আত্মা (এই আত্মা) ব্রহ্মধাম (সর্বাশ্রয় ব্রহ্মে) বিশতে (=বিশতি, প্রবেশ করেন) । ৩।২।৪

এই আত্মা বলহীনের দ্বারা লভ্য নহেন, প্রমাদের দ্বারা বা সন্ন্যাস-রহিত জ্ঞানের দ্বারাও লভ্য নহেন[১] ; পরন্তু যে বিবেকী এই সকল

উপায়াবলম্বনে যত্ন করেন, তাঁহারই আত্মা সর্বাশ্রয় ব্রহ্মে প্রবেশ করেন। ৩৷২৷৪

১। "ইন্দ্র, জনক, গার্গী প্রভৃতিও আত্ম-লাভ করিয়াছিলেন ; সুতরাং 'সন্ন্যাস-রহিত জ্ঞানের দ্বারা লভ্য নহেন' ইহা কিরূপে হইতে পারে ? সর্বত্যাগেরই নাম সন্ন্যাস। তাঁহাদেরও মমত্বাভিমান না থাকায় আন্তর সন্ন্যাস অবশ্যই ছিল। বাহ্য চিহ্ন বিবক্ষিত নহে, কারণ স্মৃতিতে আছে,—'ন লিঙ্গং ধর্মকারণম্'। কিন্তু বিবক্ষিত অর্থ এই যে, কর্মরহিত জ্ঞানের দ্বারা লভ্য।"—আনন্দগিরি।

সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি ॥ ৫

এনম্ (এই আত্মাকে) সম্প্রাপ্য (সম্যক্ অবগত হইয়া) ঋষয়ঃ (সত্যদর্শিগণ), জ্ঞানতৃপ্তাঃ (জ্ঞানমাত্রের দ্বারাই তৃপ্ত), কৃতাত্মানঃ (পরমাত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত), বীতরাগাঃ (আসক্তিশূন্য), প্রশান্তাঃ (উপরতেন্দ্রিয়)—তে (এবম্ভূত) ধীরাঃ (অত্যন্ত বিবেকী), যুক্তাত্মানঃ (নিত্যসমাহিত-স্বভাব ব্যক্তিগণ) সর্বগম্ (সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে) সর্বতঃ (সর্বত্র) প্রাপ্য (আত্মস্বরূপে পাইয়া) [দেহপাতকালেও] সর্বম্ এব (সর্বস্বরূপেই) আবিশন্তি (প্রবেশ করেন)। ৩৷২৷৫

এই আত্মাকে অবগত হইলে সাক্ষাৎকারিগণ জ্ঞান-ভিন্ন অন্য কিছুতেই তৃপ্ত হন না। তাঁহাদের আত্মা পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হন ; তাঁহারা আসক্তিশূন্য এবং উপরতেন্দ্রিয় হন। এবম্ভূত ধীর ও নিত্য-সমাহিত ব্যক্তিগণ জীবনকালে সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে সর্বত্র প্রাপ্ত হইয়া (দেহপাতকালেও) সর্বস্বরূপেই প্রবেশ করেন। ৩৷২৷৫

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে ॥ ৬

বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিত-অর্থাঃ (বেদান্তজনিত বিজ্ঞানের বিষয় পরমাত্মা যাঁহাদের নিকট উত্তমরূপে নিশ্চিত হইয়াছেন), সন্ন্যাস-যোগাৎ (সর্বকর্ম-ত্যাগপূর্বক কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া রূপ যোগাবলম্বনে) শুদ্ধসত্ত্বাঃ (যাঁহারা বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়াছেন), যতয়ঃ (যাঁহারা যত্নশীল) ব্রহ্মলোকেষু পর-অমৃতাঃ ([জীবদবস্থায়ই] ব্রহ্মরূপ লোকে, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত, একাত্মভূত হইয়া) তে সর্বে (তাঁহারা সকলে) পর-অন্ত-কালে (উত্তম বা চরম দেহত্যাগকালে) পরিমুচ্যন্তি ([দেশান্তরে না গিয়াও] সর্বত্র [প্রদীপনির্বাণ-বৎ] ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন)। ৩।২।৬

বেদান্তজনিত বিজ্ঞানের বিষয় পরমাত্মা যাঁহাদের নিকট সুনিশ্চিত হইয়াছেন, সন্ন্যাস-যোগাবলম্বনে যাঁহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন এবং যাঁহারা যত্নশীল, তাঁহারা সকলে (জীবদ্দশায়ই) পরমাত্মার[১] সহিত একীভূত হইয়া চরম দেহত্যাগকালে সর্বত্র নির্বাণ প্রাপ্ত হন[২]। ৬

১। মূলের ব্রহ্মলোকেষু শব্দে বহুবচন ; কারণ একই ব্রহ্ম বহুরূপে দৃষ্ট হন।

২। সাধারণ লোকের দেহত্যাগ পর-অন্তকাল নহে, কারণ তাহারা পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। মুক্ত পুরুষ অন্যত্র গমন করেন না। ঘট ভগ্ন হইলে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে একীভূত হয়, তিনিও সেইরূপ সর্বব্যাপী ব্রহ্মে লীন হন।

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা
দেবাশ্চ সর্বে প্রতি দেবতাসু।
কর্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্ব একীভবন্তি ॥ ৭

[ঐ মোক্ষকালে] পঞ্চদশ কলাঃ (দেহারম্ভক প্রাণাদি পঞ্চদশ অবয়ব) প্রতিষ্ঠাঃ (স্ব স্ব কারণে) গতাঃ (গত হয়), সর্বে (সকল) দেবাঃ চ (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারাও প্রতি দেবতাসু (মূল দেবতা আদিত্যাদিতে) [গমন করেন], কর্মাণি (অপ্রবৃত্ত ফল, সঞ্চিত, কর্মসমূহ) চ (এবং) বিজ্ঞানময়ঃ (বুদ্ধিতে উপহিত) আত্মা (জীবাত্মা সর্বে (সর্বস্বরূপ) পরে (সর্বোত্তম) অব্যয়ে (অক্ষয় ব্রহ্মে) একী-ভবন্তি (অবিশেষতা প্রাপ্ত হন) [প্রাঃ ৬৪-৫] । ৩।২।৭

(ঐ সময়ে) প্রাণাদি পঞ্চদশ কলা স্ব স্ব কারণে গমন করে, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারাও মূল দেবতা আদিত্যাদিতে গমন করেন এবং অপ্রবৃত্ত-ফল কর্মসমূহ ও বুদ্ধিতে উপহিত জীবাত্মা সর্বস্বরূপ সর্বোত্তম অক্ষর ব্রহ্মে অবিশেষতা প্রাপ্ত হন। ৩।২।৭

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽ-
স্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ৮

স্যন্দমানাঃ (প্রবহমাণ) নদ্যঃ (নদীসমূহ) যথা (যেরূপ) নামরূপে (নাম ও রূপ) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) সমুদ্রে (সাগরে) অস্তম্ গচ্ছন্তি (অবিশেষাত্মভাব প্রাপ্ত হয়), তথা (তদ্রূপ) বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিদ্) নামরূপাৎ (নাম ও রূপ হইতে বিমুক্তঃ (বিমুক্ত হইয়া) পরাৎ (অব্যাকৃত হইতে) পরম্ (শ্রেষ্ঠ) দিব্যম্ (স্বপ্রকাশ পুরুষম্ (পূর্ণকে, পরমাত্মাকে) উপৈতি (প্রাপ্ত হন) । ৩।২।৮

প্রবহমাণ নদীসমূহ যেরূপ নাম ও রূপ ত্যাগ করিয়া সাগরের সহিত একতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞও নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অব্যাকৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। ৩।২।৮

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ
ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি ॥ ৯

যঃ হ বৈ (যে কেহই) তৎ (সেই) পরমম্ ব্রহ্ম (পরব্রহ্মকে) বেদ (জানেন) সঃ (তিনি) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) ভবতি (হইয়া থাকেন); অস্য (ইঁহার) কুলে (বংশে) অব্রহ্মবিৎ (অব্রহ্মজ্ঞ) ন ভবতি (হয় না); [তিনি] শোকম্ (মানস সন্তাপ) তরতি (অতিক্রম করেন), পাপ্মানম্ (পাপ) তরতি (অতিক্রম করেন); [তিনি] গুহাগ্রন্থিভ্যঃ (হৃদয়স্থ অবিদ্যাগ্রন্থিসমূহ হইতে) বিমুক্তঃ (নির্মুক্ত হইয়া) অমৃতঃ (অমর) ভবতি (হন)—[কঃ ২।৩।১৪]। ৩।২।৯

যে কেহ সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া থাকেন। ইঁহার কুলে কেহ অব্রহ্মবিদ্ হয় না। তিনি মানস সন্তাপ অতিক্রম করেন এবং ধর্মাধর্ম অতিক্রম করেন। তিনি হৃদয়স্থ অবিদ্যাগ্রন্থি সমূহ হইতে নির্মুক্ত হইয়া অমর হন। ৩।২।৯

তদেতদৃচাঽভ্যুক্তম্—ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ
স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।
তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত
শিরোব্রতং বিধিবদ্ যৈস্তু চীর্ণম্ ॥ ১০

তৎ (উক্ত ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক) এতৎ (এই সম্প্রদান-বিধি) ঋচা (মন্ত্রে) অভ্যুক্তম্ (বলা হইয়াছে)—[যাঁহারা] ক্রিয়াবন্তঃ (যথাবিধি কর্মপরায়ণ), শ্রোত্রিয়াঃ (বেদপরায়ণ), ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ (অপরব্রহ্মোপাসক), শ্রদ্ধয়ন্তঃ (শ্রদ্ধাশীল হইয়া) স্বয়ম্ (স্বয়ং) একর্ষিম্ (একর্ষি নামক অগ্নিকে) জুহ্বতে (=জুহ্বতি, আহুতি

প্রদান করেন), তৈঃ তু (এবং যাঁহাদের দ্বারা) বিধিবৎ (যথাবিধি) শিরোব্রতম্ (মস্তকে অগ্নিধারণরূপ ব্রত) চীর্ণম্ (আচরিত হইয়াছে), তেষাম্ এব (তাঁহাদেরই নিকট) এতাম্ (এই) ব্রহ্মবিদ্যাম্ (ব্রহ্মবিদ্যা) বদেত (বলিবে)। ৩।২।১০

উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা কিরূপে দান করিতে হইবে, তাহা এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—যাঁহারা যথাশাস্ত্র কর্মপরায়ণ, বেদনিষ্ঠ, ও অপরব্রহ্মোপাসক, যাঁহারা শ্রদ্ধাসহকারে একর্ষি নামক অগ্নিতে স্বয়ং আহুতি প্রদান করেন, এবং যাঁহারা মস্তকে অগ্নিধারণরূপ ব্রত[১] যথাবিধি আচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই নিকট এই ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে। ৩।২।১০

১। আথর্বণদিগেরই জন্য এই ব্রত, অপরদের জন্য নহে।

তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ। নৈতদচীর্ণ-ব্রতোঽধীতে। নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥ ১১

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥

তৎ (সেই) সত্যম্ (সত্যস্বরূপ) এতৎ (এই অক্ষর পুরুষকে) পুরা (পূর্বকালে) অঙ্গিরাঃ (অঙ্গিরা) ঋষিঃ [শৌনকের নিকট] উবাচ (বলিয়াছিলেন)। অচীর্ণব্রতঃ (যে ব্রত আচরণ করে নাই সে) এতৎ (এই গ্রন্থ) ন অধীতে (পাঠ করে না)। পরম-ঋষিভ্যঃ (পরম ঋষিদিগকে) নমঃ (নমস্কার)। পরমঋষিভ্যঃ নমঃ [আদর বুঝাইবার জন্য এবং সমাপ্তি বুঝাইবার জন্য পুনরুক্তি হইয়াছে]। ৩।২।১১

অঙ্গিরা ঋষি উক্ত এই সত্য অক্ষর পুরুষ উপদেশ করিয়াছিলেন। যিনি ব্রত আচরণ করেন নাই, তিনি ইহা পাঠ করেন না। পরম ঋষিদিগকে নমস্কার, পরম ঋষিদিগকে নমস্কার। ৩।২।১১

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ ইত্যাদি শান্তিপাঠ।

অথর্ববেদীয়

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি-
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

[অথর্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষদে দ্রষ্টব্য।]

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বম্। তস্যোপব্যাখ্যানং—ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এব, যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥ ১

ইদম্ (এই) সর্বম্ (বাচক ও বাচ্য, অভিধান ও অভিধেয়—সমস্তই) ওম্ ইতি এতৎ অক্ষরম্ (ওম্ এই অক্ষরাত্মক)। তস্য (সেই ওঙ্কারের) উপব্যাখ্যানম্ ([ব্রহ্মের] নিকটবর্তী রূপে বিস্পষ্ট নির্দেশ এই)—ভূতম্ (অতীত), ভবৎ (বর্তমান), ভবিষ্যৎ (ভাবী) ইতি (এই ত্রিকালপরিচ্ছিন্ন) সর্বম্ (সমস্ত) ওঙ্কারঃ এব (ওঙ্কারই) ; যৎ চ (আর যাহা) অন্যৎ (অন্য) ত্রিকালাতীতম্ (ত্রিকালের দ্বারা অপরিচ্ছেদ্য অব্যাকৃতাদি) তৎ অপি (তাহাও) ওঙ্কারঃ এব (ওঙ্কারই)। ১

এই সমস্তই—'ওম্' এই অক্ষরাত্মক[১]। (ব্রহ্মের) সমীপবর্তী রূপে সেই ওঙ্কারের সুস্পষ্ট নির্দেশ[২] কথিত হইতেছে—ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্তমান এই সমস্তই ওঙ্কার ; এবং অপর যাহা কিছু ত্রিকালের অতীত তাহাও ওঙ্কারই। ১

১। "অকারো বৈ সর্বা বাক্" অর্থাৎ সমস্ত শব্দই ওঙ্কারাবয়ব অকারের বিকার ; এবং "সর্বং হি ইদং নামানি" অর্থাৎ অর্থ বা বাচ্য বিষয়মাত্রই শব্দাত্মক—এই শ্রুতিদ্বয় হইতে জানা যায় যে, শব্দ ও অর্থ উভয়ই ওঙ্কার। ব্রহ্ম অভিধান ও অভিধেয় অবলম্বনেই জ্ঞাত হন ; সুতরাং ব্রহ্মও ওঙ্কার (প্রঃ ৫।২)। কাহাকেও জানিতে হইলে তাহার নামাবলম্বনে জানিতে হয় ; এই নাম ও নামী অভিন্ন। বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মকে যখন কার্যবর্গের কারণরূপে চিন্তা করা হয়, তখনই তিনি বাচ্য, অভিধেয়, বা নামী রূপে প্রতিভাত হইতে পারেন। কিন্তু কার্য-কারণাতীত চিন্মাত্র ব্রহ্ম ওঙ্কারেরও বাচ্য নহেন।

২। ওঙ্কার ব্রহ্মপ্রাপ্তির একটি উপায়, অতএব উহা ব্রহ্মের সমীপবর্তী; অতএব যে নির্দেশ, তাহাই মুখ্যোক্ত উপ-ব্যাখ্যান।

সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম; অয়মাত্মা ব্রহ্ম; সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ। ২

এতৎ (এই) সর্বম্ হি (সমস্তই) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম), অয়ম্ (এই) আত্মা (প্রত্যগাত্মা) ব্রহ্ম; সঃ অয়ম্ (সেই এই) আত্মা (আত্মা) চতুষ্পাৎ (চারিটি অংশবিশিষ্ট)। ২

এই সমস্তই ব্রহ্ম[১]; এই আত্মা ব্রহ্ম[২]; উক্ত এই আত্মা চতুষ্পাৎ[৩]। ২

১। পূর্বে যে সমস্ত বিষয়কে ওম্ বলা হইয়াছে, সেই সমস্তই ব্রহ্ম। পূর্বে ওঙ্কারকে মুখ্যতঃ বাচকরূপে ধরিয়া বাচ্য অর্থসমূহের (অর্থাৎ ব্রহ্মের) সহিত তাহার ঐক্য দেখান হইয়াছে; অধুনা প্রণবকে প্রধানতঃ বাচ্য ব্রহ্মস্বরূপে ধরিয়া ঐ ঐক্য দেখান হইল। ইহাতে পুনরুক্তি হয় নাই। কারণ বাচ্য ব্রহ্মের সহিত বাচক ওঙ্কারের ঐক্য না দেখাইয়া কেবল বাচকের সহিত বাচ্যের ঐক্য দেখাইলে সন্দেহ হইতে পারে যে, ঐ ঐক্য গৌণ মাত্র। এইরূপে বাচ্য ও বাচকের একত্ববোধ হইলে ঐ একই প্রয়ত্নের ফলে বাচ্য ও বাচক উভয় বিলীন হইয়া উভয়-বিলক্ষণ ব্রহ্ম প্রতিভাত হন। এই জন্যই ৮ম কণ্ডিকায় বলা হইবে "পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদাঃ।" ১২শ কণ্ডিকাও দ্রষ্টব্য।

২। পরোক্ষতঃ যে ব্রহ্ম সর্বস্বরূপ, প্রত্যক্ষতঃ তিনিই আত্মা।

৩। পাদশব্দের অর্থ যৎসাহায্যে ব্রহ্মকে পাওয়া যায় (পদ্যতে অনেন)— এই অর্থে প্রথম তিন পাদ ব্রহ্মাবগতির উপায়। যাঁহাকে পাওয়া যায় তিনিও পাদশব্দের বাচ্য (পদ্যতে ইতি পাদঃ)—এই অর্থে তুরীয় ব্রহ্মই চতুর্থ পাদ।

জাগরিতস্থানো বহিষ্প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥ ৩

জাগরিত-স্থানঃ (জাগ্রদবস্থা যাঁহার ভোগস্থান), বহিষ্প্রজ্ঞঃ (বহির্বিষয়ে যাঁহার অনুভূতি), সপ্তাঙ্গঃ (যাঁহার সাতটি অঙ্গ), একোনবিংশতি-মুখঃ (যাঁহার উনিশটি মুখ অর্থাৎ উপলব্ধি ও কর্মের দ্বার) [সেই] স্থূলভুক্ (স্থূল শব্দাদি বিষয়কে ভোগকারী) বৈশ্বানরঃ (বৈশ্বানর, অর্থাৎ নিখিল-নরস্বরূপ, সর্বজীবাত্মা বিরাট্) [আত্মার] প্রথমঃ পাদঃ (প্রথম পাদ) । ৩

জাগ্রদবস্থা যাঁহার ভোগস্থান, যিনি বহির্বিষয়ে অনুভূতিসম্পন্ন, যাঁহার সাতটি অঙ্গ[১], যাঁহার উনিশটি মুখ[২], যিনি স্থূল বিষয় ভোগ করেন[৩]—সেই বৈশ্বানরই আত্মার প্রথম পাদ[৪] । ৩

১ । দ্যুলোক—মস্তক, সূর্য—চক্ষু, বায়ু—প্রাণ, আকাশ—শরীর, জল—মূত্রাশয়, পৃথিবী—পাদদ্বয়, ও আহবনীয় অগ্নি—মুখ । ছাঃ । ৫।১৮।২

২ । দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ও চিত্ত ।

৩ । এখানে জাগ্রদবস্থায় অবস্থিত বিশ্বের (বা ব্যষ্টি প্রাণীর) অবস্থাকে বৈশ্বানর (বা বিরাট্) বলায় বুঝিতে হইবে যে, বস্তুতঃ বিশ্ব ও বৈশ্বানর এক ।

৪ । প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ববোধকালে ইহাই প্রথমে লয় হয়, সুতরাং ইহা প্রথম ।

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্ত-ভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪

স্বপ্ন-স্থানঃ (স্বপ্নাবস্থা যাঁহার ভোগস্থান) অন্তঃপ্রজ্ঞঃ ([যিনি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা] অন্তস্থ মনের বাসনারূপ প্রজ্ঞা বিশিষ্ট [বৃঃ ৪।৩।৯]) সপ্ত-অঙ্গঃ (যাঁহার সাতটি অঙ্গ) একোন-বিংশতিমুখঃ (যাঁহার উনিশটি মুখ) প্রবিবিক্ত-ভুক্ (যিনি কেবল বাসনারূপ প্রজ্ঞাকে ভোগ করেন) [সেই] তৈজসঃ (তৈজস, অর্থাৎ বিষয়শূন্য কেবল প্রকাশ-স্বরূপ প্রজ্ঞার যিনি আশ্রয়, তিনি) দ্বিতীয়ঃ পাদঃ (আত্মার দ্বিতীয় পাদ) । ৪

স্বপ্নাবস্থা যাঁহার ভোগস্থান, যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ, যাঁহার সাতটি অঙ্গ, যাঁহার উনিশটি মুখ, যিনি শুধু বাসনা ভোগ করেন, সেই তৈজসই[1] আত্মার দ্বিতীয় পাদ। ৪

১। এখানেও তৈজস (বা স্বপ্নাবস্থ ব্যষ্টি প্রাণী) ও হিরণ্যগর্ভের ঐক্য আছে।

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি, তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ॥ ৫

সুপ্তঃ (সুষুপ্ত ব্যক্তি) যত্র (যে [দৈনন্দিন নিদ্রা] অবস্থায় বা কালে) কম্ চন (কোনও) কামম্ (কাম্য বস্তু) ন কাময়তে (কামনা করে না), কম্ চন (কোনও) স্বপ্নম্ (স্বপ্ন) ন পশ্যতি (দেখে না), তৎ (তাহাই) সুষুপ্তম্ (সুষুপ্তি)। সুষুপ্ত-স্থানঃ (সুষুপ্তি যাঁহার স্থান), একীভূতঃ (সর্ববিক্ষেপ নাশ হওয়াও একতাপ্রাপ্ত) প্রজ্ঞানঘনঃ এব (কেবল অনুভূতিই যাঁহার স্বরূপ), আনন্দময়ঃ (যিনি অত্যন্ত আনন্দপূর্ণ [কিন্তু আনন্দস্বরূপ নহেন]), হি আনন্দভুক্ (যিনি অনায়াসে আনন্দ ভোগ করেন [বৃঃ ৪।৩।৩২]), চেতোমুখঃ (স্বপ্নজাগরণে গমনাগমনের প্রতি চৈতন্যই যাঁহার আলম্বন; অথবা স্বপ্নজাগরণরূপ চিত্তবৃত্তির প্রতি যিনি দ্বার বা কারণ) [সেই সুষুপ্তাভিমানী] প্রাজ্ঞঃ (ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্তমান সর্ববিষয়ে জ্ঞাতা, বা বিশেষতঃ প্রজ্ঞানস্বরূপই) তৃতীয়ঃ পাদঃ (তৃতীয় পাদ)। ৫

সুপ্তব্যক্তি যে কালে[1] কোনও কাম্য বস্তু প্রার্থনা করে না এবং কোনও স্বপ্ন দেখে না, তাহাই সুষুপ্তি। যিনি সুষুপ্তিতে স্থিত, সর্ববিক্ষেপ-রহিত[2], কেবল অনুভূতিস্বরূপ, আনন্দময়, এবং অনন্দিয়রূপে অনায়াসে আনন্দ-ভোগকারী, ও স্বপ্নাদির দ্বার স্বরূপ[3], সেই প্রাজ্ঞই[4] (আত্মার) তৃতীয় পাদ। ৫

১। আলয়ন, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থাই নিদ্রা; জীব তিন অবস্থাতেই নিদ্রিত। কারণ সর্বাবস্থাই তত্ত্বের অনবভূতি আছে। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় আরও

অধিক দোষ এই যে, উহাতে তত্ত্বের অন্যথাগ্রহণও আছে। এইরূপে চিরসুপ্ত জীবেরও প্রাত্যহিক স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে একটা বিশেষত্ব আছে। ঐঃ ১।৩।১২

২। জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থায় অনুভূত মনোবিক্ষেপ-রূপ দ্বৈতসমূহ সেখানে কারণের সহিত মিলিত হওয়ায় পৃথক্ রূপে অনুভূত হয় না। এই জন্য সেই অবস্থায় উপহিত আত্মাকে মূলে একীভূত বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐ অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে দ্বৈত লীন হয় না, কারণ পুনরায় নিদ্রাবসানে দ্বৈত জগতের উৎপত্তি হয়।

৩। সুষুপ্তাভিমানী প্রাজ্ঞ হইতে স্বপ্ন ও জাগরণ উৎপন্ন হয়।

৪। পূর্বের ন্যায় এখানেও প্রাজ্ঞ (= জীব) ও ঈশ্বরের অভেদ বুঝিতে হইবে।

এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্বস্য —প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥ ৬

[আধিদৈবিক অন্তর্যামীর সহিত প্রাজ্ঞের অভেদ প্রদর্শিত হইতেছে]—এষঃ (এই প্রাজ্ঞই) [স্বরূপাবস্থায়—অর্থাৎ উপাধিপ্রাধান্যে নহেন, চৈতন্যপ্রাধান্যে] সর্বেশ্বরঃ (সকলের শাসক), এষঃ (ইনি) সর্বজ্ঞঃ, এষঃ অন্তর্যামী, এষঃ সর্বস্য (সকলের) যোনিঃ (প্রসবিতা, কারণ), হি (অতএব) [ইনিই] ভূতানাম্ (স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতবর্গের) প্রভব-অপ্যয়ৌ (উৎপত্তি ও বিলয়ের অধিষ্ঠান [বা উপাদান])। ৬

ইনিই সর্বেশ্বর, ইনি সর্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী, ইনি সকলের উপাদান-কারণ ; অতএব ইনিই ভূতবর্গের উৎপত্তি ও বিলয় স্থান। ৬

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিষ্প্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপ-দেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৭

[যেহেতু নিখিল শব্দ আত্মা হইতেই প্রবৃত্ত হয়, অতএব তিনি সমস্ত কার্যভূত শব্দের অতীত। এই জন্য সমস্ত বিশেষ-প্রতিষেধপূর্বক নির্বিশেষ তুরীয় আত্মার

বিষয় বলা হইতেছে]—অন্তঃ-প্রজ্ঞম্ ন (ইনি অন্তরে অনুভূতি করেন না, অর্থাৎ তৈজস নহেন), বহিঃ-প্রজ্ঞম্ ন (বাহ্য বিষয়ে অনুভূতি করেন না, অর্থাৎ বিশ্ব নহেন) উভয়তঃ-প্রজ্ঞম্ ন (জাগ্রৎ ও স্বপ্নের মধ্যাবস্থায় অনুভূতিসম্পন্ন নহেন), ন প্রজ্ঞান-ঘনম্ (প্রাজ্ঞ নহেন), ন প্রজ্ঞম্ (যুগপৎ সর্ববিষয়ের জ্ঞাতা নহেন), ন অপ্রজ্ঞম্ (অচৈতন্য নহেন)। [ইনি] অদৃষ্টম্ (অদৃষ্ট) অব্যবহার্যম্ ("ইহা অমুক" এইরূপ ব্যবহারের অযোগ্য), অগ্রাহ্যম্ (কর্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য), অলক্ষণম্ (অননুমেয়) অচিন্ত্যম্ (চিন্তার অতীত), অব্যপদেশ্যম্ (শব্দের দ্বারা অনির্দেশ্য), একাত্ম-প্রত্যয়সারম্ (সর্বাবস্থায় একই আত্মা আছেন এইরূপ প্রত্যয়ের দ্বারা অনুসন্ধেয়, অথবা কেবল "আত্মা" ইত্যাকার প্রতীতির গম্য), প্রপঞ্চোপশমম্ (জাগ্রদাদি প্রপঞ্চের বিরাম-স্থান), শান্তম্ (অবিক্রিয়) শিবম্ (মঙ্গলময়) অদ্বৈতম্ (ভেদ-বিকল্প-রহিতকে) চতুর্থম্ (তুরীয়) মন্যন্তে (মনে করিয়া থাকেন)। সঃ (তিনি) আত্মা (আত্মা); সঃ বিজ্ঞেয়ঃ (তাঁহাকেই জানিতে হইবে)। ৭

যিনি তৈজস নহেন, বিশ্ব নহেন, স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যবর্তী নহেন, প্রাজ্ঞ নহেন, যুগপৎ সর্ববিষয়ের জ্ঞাতা নহেন, জড় নহেন, যিনি অদৃশ্য, অব্যবহার্য, অগ্রাহ্য, অননুমেয়, অচিন্ত্য, অনির্দেশ্য, যিনি কেবল "আত্মা" এই প্রতীতির গম্য, যিনি প্রপঞ্চের বিরামস্বরূপ, শান্ত, শিব, ও অদ্বিতীয়, তাঁহাকেই বিবেকীরা চতুর্থ[১] মনে করিয়া থাকেন। তিনিই আত্মা, তিনিই বিজ্ঞেয়[২]। ৭

১। ভ্রান্তিবশতঃ রজ্জুতে সর্প, দণ্ড, এবং জলধারা কল্পিত হইলে, সেই তিনে অনুস্যূত রজ্জুকে যে অর্থে চতুর্থ বলা যাইতে পারে সেই অর্থেই অবিদ্যা-কল্পিত পাদত্রয়ে অনুস্যূত পরমাত্মাকে তুরীয় (চতুর্থ) বলা হয়।

২। বিদ্যাবস্থায় জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয় বিভাগ নাই। বিদ্যা-উৎপত্তির পূর্বে তাঁহার বিজ্ঞেয়ত্ব ছিল বলিয়া বিদ্যাবস্থায় ভূতপূর্বগতি অনুসারে তাঁহাকে বিজ্ঞেয় বলা হইয়াছে। ৩য় হইতে ৬ষ্ঠ কণ্ডিকা পর্যন্ত ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে অধ্যারোপিত পাদত্রয় বলা হইয়াছে। এখানে পাদত্রয়ের অপবাদ অর্থাৎ নিষেধ করা হইল। (ভূমিকা ১৩পৃঃ)

সোঽয়মাত্মাঽধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রম্, পাদা মাত্রাঃ, মাত্রাশ্চ পাদাঃ—অকার উকারো মকার ইতি ॥ ৮

[ইতঃপূর্বে পাদত্রয়ের অধ্যারোপ ও অপবাদ অবলম্বনে পারমার্থিক তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। এখন প্রণবের ধ্যান বিহিত হইতেছে]—[পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ওঙ্কারকে যখন বাচ্যের প্রাধান্য অবলম্বনে চিন্তা করা হয় তখন উহা চতুষ্পাৎ আত্মা হইতে অভিন্ন] অধি-অক্ষরম্ (অক্ষর বিষয়ে [যখন বাচকের প্রাধান্য অবলম্বনে বর্ণনা করা হয় তখনও] ওঙ্কারঃ (প্রণব) সঃ আত্মা (সেই আত্মা) ; অয়ম্ (এই ওঙ্কার) অধিমাত্রম্ (মাত্রারূপেও বিদ্যমান) ; পাদাঃ ([আত্মার যাহা] পাদ সকল) মাত্রাঃ ([সেই গুলিই ওঙ্কারের] মাত্রা) মাত্রাঃ চ পাদাঃ (এবং প্রণবের মাত্রাগুলিও আত্মার পাদ)—অকারঃ উকারঃ মকারঃ ইতি (ইহারাই মাত্রা)। ৮

(অভিধেয়প্রাধান্যে বর্ণনাকালে যে ওঙ্কার আত্মার সহিত অভিন্ন) অভিধানপ্রাধান্যে[1] বর্ণনাকালেও সেই প্রণব আত্মা হইতে অভিন্ন। এই ওঙ্কার মাত্রারূপেও বর্তমান ; আত্মার পাদসমূহই প্রণবের মাত্রা এবং প্রণবের মাত্রাসমূহই আত্মার পাদ[2]—অকার, উকার, ও মকার ইহারাই প্রণবের মাত্রা। ৮

১। ২য় কণ্ডিকার ১ম টীকা দ্রষ্টব্য।

২। অর্থাৎ ঐরূপ দৃষ্টি অবলম্বনে উপাসনা করিতে হইবে।

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রা—আপ্তে-রাদিমত্ত্বাদ্বা। আপ্নোতি হ বৈ সর্বান্ কামান্, আদিশ্চ ভবতি, য এবং বেদ ॥ ৯

আপ্তেঃ (উভয়ই ব্যাপক বলিয়া [আঃ ১, টীকা]), বা আদিমত্ত্বাৎ (আদ্য বলিয়া) জাগরিত-স্থানঃ (জ অবস্থা যাঁহার ভোগস্থান, সেই) বৈশ্বানরঃ (বিরাট্)

প্রথমা মাত্রা (প্রথম মাত্রা) অকারঃ (অকার) । যঃ হ বৈ (যিনিই) এবম্ (এই
প্রকার) বেদ (জানেন, উপাসনা করেন) [তিনি] সর্বান্ (সমুদয়) কামান্ (কাম্য
বিষয়) আপ্নোতি (লাভ করেন), আদিঃ চ (ও প্রথম) ভবতি (হন) । ৯

বৈশ্বানর ও অকার উভয়ই ব্যাপক অথবা উভয়ই আদি
বলিয়া জাগরিত-স্থান বৈশ্বানরই প্রণবের প্রথম মাত্রা অকার।
যে উপাসক এইরূপ জানেন, তিনি সমুদয় কাম্য বিষয় লাভ
করেন এবং সর্বাগ্রণী হইয়া থাকেন। ৯

স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বা
উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং, সমানশ্চ ভবতি, নাস্যাব্রহ্মবিৎ
কুলে ভবতি, য এবং বেদ ॥ ১০

উৎকর্ষাৎ (বিশ্ব অপেক্ষা তৈজসের এবং অকার অপেক্ষা উকারের উৎক
আছে বলিয়া) বা (অথবা) উভয়ত্বাৎ (বিশ্ব ও প্রাজ্ঞের এবং অকার
মকারের মধ্যবর্তী বলিয়া) স্বপ্ন-স্থানঃ (স্বপ্নাবস্থা যাঁহার ভোগস্থান সেই) তৈজ
(তৈজসই) দ্বিতীয়া মাত্রা (দ্বিতীয় মাত্রা) উকারঃ (উকার) । যঃ (যিনি) এ
(এইরূপ) বেদ (জানেন, উপাসনা করেন) [তিনি] জ্ঞানসন্ততিম্ (বিজ্ঞানপ্রবাহকে
উৎকর্ষতি হ বৈ (উৎকৃষ্ট বা বর্ধিত করিয়া থাকেন) সমানঃ চ (এবং শত্রুমিত্রে
নিকট তুল্য) ভবতি (হন) । অস্য (ইঁহার) কুলে (বংশে) অব্রহ্মবিৎ (অব্রহ্মজ্ঞ
ন ভবতি (হন না) । ১০

তৈজস এবং উকার উভয়ই উৎকৃষ্ট বলিয়া অথবা উভয়
মধ্যবর্তী বলিয়া স্বপ্ন-স্থান তৈজসই প্রণবের দ্বিতীয় মাত্রা উকার
যিনি এইরূপ জানেন, তিনি বিজ্ঞান-প্রবাহকে বর্ধিত করে
তিনি শত্রু ও মিত্রের নিকট তুল্যরূপ হন। ইঁহার কুলে অব্রহ্ম
জাত হন না। ১০

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্বা। মিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি, য এবং বেদ॥ ১১

মিতেঃ ([প্রলয়কালে প্রাজ্ঞে প্রবিষ্ট ও উৎপত্তিকালে তাহা হইতে বাহির হওয়ায় বিশ্ব ও তৈজস তৎকর্তৃক পরিমিত হয়, এবং ওঙ্কারের সমাপ্তিকালে মকারে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরুচ্চারণকালে পুনরায় উৎপন্ন হওয়ায় মকারকর্তৃক অকার ও উকার প্রস্থকর্তৃক শস্যাদির ন্যায়] পরিমিত হয় বলিয়া) বা (অথবা) অপীতেঃ ([সুষুপ্তিকালে বিশ্বতৈজস প্রাজ্ঞে লীন হয় বলিয়া, এবং ওঙ্কার উচ্চারণকালে অকার ও উকার মকারে] লীন হয় বলিয়া) সুষুপ্ত-স্থানঃ (সুষুপ্তি যাহার ভোগ-স্থান সেই) প্রাজ্ঞঃ (প্রাজ্ঞ) তৃতীয়া মাত্রা মকারঃ। যঃ (যিনি) এবম্ (এইরূপ) বেদ (জানেন) [তিনি] ইদম্ (এই) সর্ব্বম্ (সমস্ত) মিনোতি হ বৈ (পরিমাপ করেন, জগতের যাথাত্ম্য বা অসারতা জানেন), অপীতিঃ চ (জগতের লয়ের আধার, অর্থাৎ কারণস্বরূপও) ভবতি (হইয়া থাকেন)। ১১

প্রাজ্ঞ ও মকার উভয়ই পরিমাপক অথবা বিলয়ের আধার বলিয়া সুষুপ্তস্থান প্রাজ্ঞই প্রণবের তৃতীয় মাত্রা মকার। যে উপাসক এইরূপ উপাসনা করেন, তিনি সমস্ত জগতের পরিমাপক হন, অর্থাৎ জগতের যাথাত্ম্য জানেন, এবং আশ্রয়স্বরূপ, অর্থাৎ জগতের কারণস্বরূপও, হইয়া থাকেন[১]। ১১

১। ৯, ১০, ও ১১ কণ্ডিকাতে যে ফলোক্তি হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য— প্রণবস্বরূপ ব্রহ্মের ধ্যানের, অর্থাৎ গ্রন্থের মূল উপাসনার, স্তুতি করা।

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব। সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ, য এবং বেদ। ১২

ইতি মাণ্ডূক্যোপনিষৎ সমাপ্তা॥

এবম্ (পাদ ও মাত্রার একত্ব যিনি জানেন তাঁহার দ্বারা প্রযুক্ত) অমাত্রঃ (মাত্রাহীন) ওকারঃ (ওকার) চতুর্থঃ (তুরীয়) অব্যবহার্যঃ (ব্যবহারাতীত) প্রপঞ্চ-উপশমঃ (জগৎপ্রপঞ্চের নিবৃত্তিস্থান) শিবঃ (মঙ্গলময়) অদ্বৈতঃ (অদ্বিতীয়) আত্মা এব (আত্মাই বটে)। যঃ (যিনি) এবম্ বেদ (এইরূপ জানেন) [তিনি] আত্মনা (স্বয়ংই) আত্মানম্ (পরমাত্মাতে) সংবিশতি (প্রবেশ করেন)। য এবম্ বেদ [পুনরুক্তি সমাপ্তিসূচক]। ১২

এইরূপে যথোক্ত জ্ঞানবানের দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া (অবশেষে) মাত্রাহীন ওকার তুরীয়, ব্যবহারাতীত[১], জগতের নিবৃত্তিস্থল[২], মঙ্গলময় (অর্থাৎ পরমানন্দ), অদ্বিতীয় আত্মরূপেই (পর্যবসিত) হয়[৩]। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি স্বয়ং পরমাত্মায় প্রবেশ করেন[৪]। ১২

১। বাচ্য ও বাচক ক্রমে লীন হওয়ায়, বাক্য ও মনের অতীত।

২। রজ্জু যেরূপ রজ্জু-সর্পের নিবৃত্তিস্থল।

৩। তুরীয়-স্বরূপ ওকারে পাদ ও মাত্রা নাই। সুতরাং যথোক্ত জ্ঞানবানে দ্বারা প্রযুক্ত ওকারের পূর্ব পূর্ব বিভাগ উত্তরোত্তর বিভাগে লীন হইয়া ক্রমে পরমাত্মাতে পর্যবসিত হয়।

৪। আর পুনর্জন্ম হয় না। ওকারাবলম্বনে পরব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য ধা করিলে তাহার ফলে ক্রমমুক্তি হয়।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি-
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শন্নো ভবত্বর্যমা। শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্॥ ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ,
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

[অন্বয়ার্থাদির জন্য তৈঃ ১।১, এবং কঃ শান্তিপাঠ দ্রষ্টব্য]

প্রথম শীক্ষাবল্ল্যধ্যায়

প্রথম অনুবাক

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ ১।১

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে প্রথমোঽনুবাকঃ॥

[যাহাতে বিদ্যার শ্রবণ, ধারণা, ও প্রদান প্রতিবন্ধকশূন্য হইতে পারে তজ্জন্য মিত্রাদি দেবতার আনুকূল্য প্রার্থনা করা হইতেছে]—মিত্রঃ ([প্রাণ ও দিবসের অভিমানী দেবতারূপী] সূর্য) নঃ (আমাদিগের নিকট ; শম্ [ভবতু] (সুখদায়ক হউন), বরুণঃ ([অপান ও রাত্রিতে অভিমানী দেবতা] বরুণ) নঃ শম্। অর্যমা ([চক্ষু ও আদিত্যমণ্ডলে অভিমানী দেবতা] অর্যমা) নঃ শম্ ভবতু। ইন্দ্রঃ ([বলের অভিমানী দেবতা] ইন্দ্র) নঃ শম্। বৃহস্পতিঃ ([বাগিন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অভিমানী এবং দেবগণের পালক] বৃহস্পতি) [নঃ শম্ ভবতু]। উরুক্রমঃ (বিস্তীর্ণ-পদ-বিক্ষেপকারী অর্থাৎ জগদ্ব্যাপক [পাদদ্বয়ের অভিমানী]) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু) নঃ শম্। ব্রহ্মণে ([পরোক্ষরূপী সূত্রাত্মা] বায়ুদেবকে) নমঃ (নমস্কার) ; বায়ো (হে [প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মপ্রাণরূপী] বায়ুদেব) তে (তোমাকে), নমঃ (নমস্কার); ত্বম্ এব (তুমিই) প্রত্যক্ষম্ (সন্নিহিত ও অপরোক্ষ) ব্রহ্ম অসি (হও) ; ত্বাম্ এব

(তোমাকেই) প্রত্যক্ষম্ (প্রত্যক্ষ) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) বদিষ্যামি (বলিব); ঋতম্ (শাস্ত্রোপদিষ্ট ও বুদ্ধিতে সুনিশ্চিত যথার্থ বস্তু রূপে) বদিষ্যামি, সত্যম্ ([বাক্য ও শরীর দ্বারা নিষ্পাদ্য] সত্য বচন ও সত্য আচরণ রূপে) বদিষ্যামি (বলিব)। তৎ (সেই সর্বাত্মা বায়ুরূপ ব্রহ্ম) মাম্ (আমাকে, অর্থাৎ শিষ্যকে) অবতু (রক্ষা করুন [বিদ্যাগ্রহণে সামর্থ্য দান করুন]), তৎ বক্তারম্ (আচার্যকে) অবতু [বিদ্যাপ্রদান-জন্য বক্তৃত্বসামর্থ্য দান করুন]। মাম্ অবতু, বক্তারম্ অবতু, (আদরার্থ পুনর্বচন)। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (এই শান্তিপাঠে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, ও আধিভৌতিক বিঘ্নের বিনাশ হউক [ঈঃ শান্তিপাঠ])। ১।১

মিত্রদেব আমাদের প্রতি সুখদায়ক হউন, বরুণদেব সুখপ্রদ হউন, অর্যমা সুখবিধায়ক হউন, ইন্দ্র ও বৃহস্পতি আনন্দপ্রদ হউন, বিস্তীর্ণ-পাদ-ক্ষেপণকারী বিষ্ণু আমাদিগের সুখপ্রদায়ক হউন[1]। ব্রহ্মরূপী (পরোক্ষ) বায়ুকে নমস্কার, হে (প্রত্যক্ষ) বায়ু, তোমাকে নমস্কার; তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম[2], তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব, তোমাকে ঋতস্বরূপ বলিব, তোমাকে সত্যস্বরূপ বলিব। সেই ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন, সেই ব্রহ্ম বক্তাকে রক্ষা করুন; আমাকে রক্ষা করুন, বক্তাকে রক্ষা করুন। ওঁ শান্তি হউক, শান্তি হউক, শান্তি হউক। ১।১

১। সায়নাচার্য মিত্র প্রভৃতি পদের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—মিত্রঃ—ভক্তের প্রতি স্নেহশীল মিত্রদেব, বরুণঃ—ভক্তদিগকে বরণকারী বরুণদেব, অর্যমা—ভক্তের প্রতি গমনশীল অর্যমা।

২। রাজদর্শনাভিলাষী কেহ যেরূপ রাজার দৌবারিককে "তুমি রাজা" এইরূপ বলিতে পারে, তদ্রূপ হৃদয়াকাশে অবস্থিত ব্রহ্মের দর্শনাভিলাষী মুমুক্ষু দৌবারিক প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। ছাঃ ৩।১৩।৬ বায়ুরূপ-উপাসনা দ্রষ্টব্য। একই বায়ু হিরণ্যগর্ভ ও প্রাণবায়ু রূপে অবস্থিত আছেন। বৃঃ ৩।৭।২

দ্বিতীয় অনুবাক

ওঁ শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥

[ব্রহ্মবিদ্যারূপ উপনিষদে অর্থের প্রাধান্য এবং শব্দাংশের অপ্রাধান্য থাকিলেও শব্দ যথাযথ উচ্চারিত না হইলে বিপরীত অর্থ প্রতিভাত হইয়া বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। অতএব উপনিষৎ-পাঠেও উদাত্তাদি স্বরভেদ বিষয়ে সাবধানতা আবশ্যক। এইজন্য শিক্ষা আরম্ভ হইতেছে]—শীক্ষাম্ (=শিক্ষাম্, যাহা দ্বারা বর্ণাদির উচ্চারণ শিক্ষা করা হয়; অথবা শিক্ষণীয় অকারাদি বর্ণসমূহই শিক্ষা) ব্যাখ্যাস্যামঃ (ব্যাখ্যা করিব)। [শিক্ষণীয় বিষয় এই]—বর্ণঃ (অকারাদি বর্ণ), স্বরঃ (উদাত্তাদি স্বর), মাত্রা (হ্রস্বাদি মাত্রা), বলম্ (শব্দোচ্চারণে প্রযত্ন), সাম (সমতা, অর্থাৎ মধ্যমবৃত্তি [=দ্রুত, বিলম্বিত, অত্যধিক, অতিন্যূন প্রভৃতি ত্যাগপূর্বক একরূপতা]) অবলম্বনে উচ্চারণ), সন্তানঃ (সংহিতা, অথবা নিয়মিত-ক্রম-বদ্ধ পদ বা বাক্য)। ইতি (এইপ্রকারে) শীক্ষাধ্যায়ঃ (শিক্ষাবিষয়ক অধ্যায়) উক্তঃ (কথিত হইল)। ১।২

শিক্ষা বিষয়ে ব্যাখ্যা করিব। (শিক্ষণীয় বিষয় এই)—বর্ণ, স্বর[1], মাত্রা[2], শব্দোচ্চারণ-প্রযত্ন, সমরূপে উচ্চারণ, এবং নিয়মিত-ক্রম-বদ্ধ পদ বা বাক্য—এইরূপে শিক্ষণীয় বস্তুবিষয়ক অধ্যায় সমাপ্ত হইল। ১।২

১। উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিত; অর্থাৎ উচ্চস্বর, মৃদুস্বর, ও মধ্যস্বর।

২। হ্রস্বস্বর—একমাত্রা, দীর্ঘস্বর—দ্বিমাত্রা, প্লুতস্বর—ত্রিমাত্রা, ব্যঞ্জনবর্ণ—অর্ধমাত্রা বিশিষ্ট। চণ্ডী ১।৭৩-৭৪

তৃতীয় অনুবাক

সহ নৌ যশঃ। সহ নৌ ব্রহ্মবর্চসম্। অথাতঃ সংহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ। পঞ্চস্বধিকরণেষু। অধিলোকমধিজ্যোতিষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্মম্। তা মহাসংহিতা ইত্যাচক্ষতে। অথাধিলোকম্। পৃথিবী পূর্বরূপম্। দ্যৌরুত্তররূপম্। আকাশঃ সন্ধিঃ। বায়ুঃ সন্ধানম্। ইত্যধিলোকম্। ১

নৌ ([শিষ্য ও আচার্য] আমাদের উভয়ের) সহ (তুল্যরূপে) যশঃ [সংহিতাদির উপনিষৎ-জ্ঞান-জনিত] যশ) [হউক]; সহ নৌ ব্রহ্মবর্চসম্ (ব্রহ্মতেজ) [হউক]। অতঃ ([যেহেতু পরমার্থতত্ত্বের অবধারণ দুরূহ] (অতএব) অথ (অনন্তর) অধিলোকম্ (পৃথিব্যাদি লোক বিষয়ক দর্শন বা উপাসনা), অধিজ্যৌতিষম্ (অগ্ন্যাদি জ্যোতি বিষয়ক দর্শন), অধিবিদ্যম্ (বিদ্যা অর্থাৎ বিদ্যাসম্বন্ধ আচার্যাদি বিষয়ক দর্শন), অধিপ্রজম্ (সন্তান, অর্থাৎ সন্তানের সহিত সম্বন্ধ, পিত্রাদি বিষয়ক দর্শন), অধ্যাত্মম্ (শরীরসম্বন্ধী জিহ্বাদি বিষয়ক দর্শন)—[এই] পঞ্চসু অধিকরণেষু (—পঞ্চভিঃ অধিকরণৈঃ, পাঁচ অধিকরণ, অর্থাৎ বিষয়, অবলম্বনে) সংহিতায়াঃ ([সহোচ্চারিত] বর্ণসমূহের সন্নিকর্ষ বিষয়ক) উপনিষদম্ (দর্শন বা উপাসনা) ব্যাখ্যাস্যামঃ (ব্যাখ্যা করিব)। তাঃ (এই পঞ্চবিষয়ক সম্মিলিত দর্শনকে) মহাসংহিতাঃ ইতি (মহাসংহিতা) আচক্ষতে (বলিয়া থাকেন)। অথ অধিলোকম্ (লোকবিষয়ে) [দর্শন বলা হইতেছে]—পৃথিবী (পৃথিবী [দেবতা]) পূর্বরূপম্ ([সহোচ্চারিত বর্ণদ্বয়ের] পূর্ববর্ণের স্বরূপ), [অর্থাৎ ঐ বর্ণে পৃথিবীদেবতার দৃষ্টি করিতে হইবে]; দ্যৌঃ (দ্যুলোক) উত্তররূপম্ (পরবর্ণের স্বরূপ), [অর্থাৎ উহাতে স্বর্গলোকাভিমানী দেবতার দৃষ্টি করিতে হইবে], আকাশঃ (আকাশ) সন্ধিঃ (উভয় বর্ণের মিলনস্থল, মধ্যবর্তী আকাশ), [অর্থাৎ উহাতে অন্তরিক্ষদেবতার দৃষ্টি করিতে হইবে], বায়ুঃ (বায়ু) সন্ধানম্ (সম্বন্ধ, সন্নিকর্ষ),

[অর্থাৎ যাহার সহায়ে উভয় বর্ণ সম্মিলিত হয় তাহাতে বায়ুদেবতার দৃষ্টি করিতে হইবে]—ইতি অধিলোকম্ (এইরূপে লোকবিষয়ক দর্শন বলা হইল)। ১।৩।১

আমাদের উভয়ের, অর্থাৎ শিষ্য ও আচার্যের, যশ তুল্যরূপে বিস্তারিত হউক, আমাদের উভয়ের ব্রহ্মতেজ সমভাবে প্রকাশিত হউক[১]। অধিলোক, অধিজ্যোতিষ, অধিবিদ্য, অধিপ্রজ, ও অধ্যাত্ম এই পঞ্চবিষয় অবলম্বনে সংহিতা, অর্থাৎ বর্ণসমূহের সন্নিকর্ষ, বিষয়ক উপাসনা ব্যাখ্যা করিব[২]। (মেধাবিগণ) এই পঞ্চবিষয়ক সম্মিলিত দর্শনকে মহাসংহিতা বলিয়া থাকেন। অনন্তর লোকাধিকারে দর্শন বলা হইতেছে—পৃথিবী (সহোচ্চারিত বর্ণদ্বয়মধ্যে) পূর্ববর্ণের স্বরূপ, স্বর্গলোক পরবর্ণের স্বরূপ, অন্তরিক্ষলোক উভয় বর্ণের মধ্যস্থল, এবং বায়ু উভয় বর্ণের সম্বন্ধ স্বরূপ[৩]—এইরূপে অধিলোক-দর্শন বলা হইল। ১।৩।১

১। 'শং নো' ইত্যাদি মন্ত্রে যে প্রার্থনা করা হইয়াছে তাহা সমগ্র উপনিষৎ পাঠের অঙ্গরূপে করা হইয়াছে। 'সহ নৌ' ইত্যাদি প্রার্থনাটি কিন্তু কেবল সংহিতা বিষয়ক উপাসনারই অন্তর্ভুক্ত।

২। শিষ্যের মনে চিরাভ্যস্ত বেদপাঠেরই সংস্কার রহিয়াছে, উপাসনার প্রতি অকস্মাৎ তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে না। অথচ উপনিষদুক্ত বিদ্যার অধিকারী হইতে হইলে পূর্বে উপাসনাবলম্বনে চিত্তের শুদ্ধি ও একাগ্রতা লাভ আবশ্যক। পাঠজন্য সংস্কারবশতঃ শিষ্যের দৃষ্টি আপাততঃ বর্ণসমূহের উপরই নিবদ্ধ আছে। সুতরাং পরিচিত বর্ণ সহায়ে একটি উপাসনা বিহিত হইতেছে। ইহাতে সিদ্ধিলাভ হইলে সব স্থূল বর্ণসমূহকে ছাড়িয়া ক্রমে অপেক্ষা সূক্ষ্মবিষয়-সমূহের ধারণা করিতে পারিবে। উপ—সমীপে, নিষৎ—সমুপস্থিত আছে (পুত্র পশু প্রভৃতি ফল যে বিদ্যাতে)—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে (এখানে) উপনিষৎ—উপাসনা। এখানে পাঁচটি উপাসনা বিহিত হয় নাই, পঞ্চবিষয় অবলম্বনে একটি মাত্র উপাসনাই বর্ণিত হইতেছে। শালগ্রামে যেরূপ বিষ্ণুবুদ্ধি করা হয়, অর্থাৎ

শালগ্রামকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়া যেরূপ বিষ্ণুপূজা করা হয়, সেইরূপ এই উপাসনাতেও 'সংহিতা'র বিভিন্ন অবয়বে ক্রমে বিভিন্ন দেবতার চিন্তা করিতে হইবে।

৩। এই উপাসনার মূলে আছে সাদৃশ্য। একদিকে পৃথিবী, অপর দিকে দ্যুলোক বা স্বর্গ, মধ্যে আকাশ; বায়ু বা সূত্রাত্মা এই পৃথিবী ও স্বর্গের মিলনের সহায়ক। সংহিতার পূর্ববর্ণ ও উত্তরবর্ণ এবং তাহাদের মধ্যস্থল ও মিলন—এই কয়টি জিনিষের সহিত পৃথিব্যাদির সাদৃশ্য আছে। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হউক। "ইষে ত্বা" এই যজুর্বেদীয় মন্ত্রের পাঠকালে "ইষে"র 'এ'কারের সহিত 'ত্বা' এর 'ত' সম্মিলিত হইবে। এইরূপ সম্মিলন বিষয়ক উপাসনাই এখানে বলা হইতেছে। পূর্বোক্ত 'এ'কারই পূর্ববর্ণ পৃথিবী, 'ত'কার পরবর্ণ দ্যুলোক। 'এ' ও 'ত'এর মধ্যস্থল অন্তরিক্ষ। 'ইষে ত্বা' উচ্চারণকালে 'ইষেৎত্বা' এইরূপ শ্রুত হয়। এই 'ৎ'এর দ্বারাই উভয় বর্ণ মিলিত হইতেছে—সুতরাং উহাই সন্ধান এবং উহাতেই বায়ুদৃষ্টি করিতে হইবে। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, স্থূল পৃথিব্যাদি লোকের দৃষ্টি আরোপিত হইতেছে না, বর্ণাদি অবলম্বনে পৃথিব্যাদির অভিমানী দেবতার চিন্তাই এখানে বিধেয়। সন্ধিঃ—সন্ধীয়েতে অস্মিন্ ইতি, অর্থাৎ যাহাতে উভয় বর্ণ মিলিত হয়। সন্ধানম্—সন্ধীয়েতে অনেন ইতি, অর্থাৎ যৎসহায়ে উভয়ে মিলিত হয়। অন্যান্য স্থলেও এই টীকাদ্বয় স্মরণীয়। এই উপাসনার একটি বিশেষ ক্রম আছে—তাহাই অধিলোকম্, অধিজ্যোতিষম্ ইত্যাদি দ্বারা বলা হইয়াছে। এই ক্রম অবশ্য অবলম্বনীয়।

অথাধিজ্যোতিষম্। অগ্নিঃ পূর্বরূপম্। আদিত্য উত্তররূপম্। আপঃ সন্ধিঃ। বৈদ্যুতঃ সন্ধানম্। ইত্যধিজ্যোতিষম্॥ ২

অথ (অনন্তর) অধিজ্যোতিষম্ (জ্যোতি বিষয়ক দর্শন বলা হইতেছে)—অগ্নিঃ পূর্বরূপম্, আদিত্যঃ (সূর্য) উত্তররূপম্, আপঃ (জল, অর্থাৎ জলময় মেঘ) সন্ধিঃ, বৈদ্যুতঃ (—বিদ্যুতঃ, বিদ্যুৎ) সন্ধানম্—ইতি অধিজ্যোতিষম্। ১।৩।২

অনন্তর জ্যোতি বিষয়ক দর্শন বলা হইতেছে—অগ্নি পূর্ববর্ণ স্বরূপ, সূর্য পরবর্ণ স্বরূপ, জল মধ্যস্থল, এবং বিদ্যুৎ তাহাদের সম্বন্ধ—এইরূপে অধিজ্যোতিষ দর্শন বলা হইল। ১।৩।২

অথাধিবিদ্যম্। আচার্যঃ পূর্বরূপম্। অন্তেবাস্যুত্তর-রূপম্। বিদ্যা সন্ধিঃ। প্রবচনং সন্ধানম্। ইত্যধিবিদ্যম্॥ ৩

অথ অধিবিদ্যম্ (বিদ্যাধিকারে দর্শন বলা হইতেছে)—আচার্যঃ (গুরু) পূর্বরূপম্, অন্তেবাসী (শিষ্য) উত্তররূপম্, বিদ্যা (আচার্যকর্তৃক উচ্চার্যমান শব্দরাশি) সন্ধিঃ, প্রবচনম্ (গুরু ও শিষ্যের বেদোচ্চারণ) সন্ধানম্—ইতি অধিবিদ্যম্। ১।৩।৩

অনন্তর বিদ্যাধিকারে দর্শন বলা হইতেছে—আচার্য পূর্ববর্ণ স্বরূপ শিষ্য পরবর্ণ স্বরূপ, বিদ্যা মধ্যস্থল স্বরূপ, এবং বেদোচ্চারণ তাঁহাদের সম্বন্ধ—এইরূপে অধিবিদ্য দর্শন বলা হইল। ১।৩।৩

অথাধিপ্রজম্। মাতা পূর্বরূপম্। পিতোত্তররূপম্। প্রজা সন্ধিঃ। প্রজননং সন্ধানম্। ইত্যধিপ্রজম্॥ ৪

অথ অধিপ্রজম্ (প্রজাধিকারে দর্শন বলা হইতেছে)—মাতা পূর্বরূপম্, পিতা উত্তররূপম্, প্রজা (সন্তান) সন্ধিঃ, প্রজননম্ (সন্তানোৎপত্তি) সন্ধানম্—ইতি অধিপ্রজম্। ১।৩।৪

অনন্তর সন্তানাধিকারে দর্শন বলা হইতেছে—মাতা প্রথমবর্ণ স্বরূপ, পিতা পরবর্ণ স্বরূপ, সন্তান মধ্যস্থল, সন্তানোৎপত্তি উভয়ের সম্বন্ধ—এইরূপে অধিপ্রজ দর্শন বলা হইল। ১।৩।৪

অথাধ্যাত্মম্। অধরা হনুঃ পূর্বরূপম্। উত্তরা হনুরুত্তর-রূপম্। বাক্ সন্ধিঃ। জিহ্বা সন্ধানম্। ইত্যধ্যাত্মম্॥ ৫

অথ অধ্যাত্মম্ (শরীরাধিকারে দর্শন বলা হইতেছে)—অধরা হনুঃ (নিম্ন ওষ্ঠ হইতে চিবুক পর্যন্ত অবয়ব) পূর্বরূপম্, উত্তরা হনুঃ (উর্ধ্ব ওষ্ঠ হইতে নাসিকা-মূল পর্যন্ত অবয়ব) উত্তররূপম্, বাক্ (বর্ণোচ্চারণক্ষম তালু প্রভৃতি) সন্ধিঃ, জিহ্বা সন্ধানম্—ইতি অধ্যাত্মম্। ১।৩।৫

অনন্তর শরীরাধিকারে দর্শন বলা হইতেছে—নিম্ন হনু পূর্ববর্ণ স্বরূপ, উর্ধ্ব হনু পরবর্ণ স্বরূপ, বর্ণোচ্চারণক্ষম তালু প্রভৃতি মধ্যস্থল, জিহ্বা উভয়ের সম্বন্ধ স্বরূপ—এইরূপে অধ্যাত্মদর্শন বলা হইল। ১।৩।৫

ইতীমা মহাসংহিতাঃ। য এবমেতা মহাসংহিতা ব্যাখ্যাতা বেদ। সন্ধীয়তে প্রজয়া পশুভিঃ। ব্রহ্মবর্চসেনান্নাদ্যেন সুবর্গ্যেণ লোকেন ॥ ৬

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে তৃতীয়োঽনুবাকঃ ॥

ইতি ইমাঃ (উক্ত [পঞ্চধা বিভক্ত] এই) মহাসংহিতাঃ (মহাসংহিতা) [বলা হইল]। যঃ (যে কেহ) এতাঃ (এই) ব্যাখ্যাতাঃ (ব্যাখ্যাত) মহাসংহিতাঃ (মহাসংহিতাসমূহ) এবম্ (এই প্রকারে) বেদ (উপাসনা করেন), [তিনি] প্রজয়া (সন্তানের সহিত), পশুভিঃ (পশুবর্গের সহিত), ব্রহ্মবর্চসেন (ব্রহ্মতেজের সহিত) অন্নাদ্যেন (ভক্ষণীয় অন্নের সহিত) সুবর্গ্যেণ লোকেন ([কর্মফলভূত] স্বর্গলোকের সহিত) সন্ধীয়তে (সম্মিলিত হন)। ১।৩।৬

উক্ত পঞ্চধা বিভক্ত মহাসংহিতা বলা হইল। যে কেহ এই সকল যথাব্যাখ্যাত মহাসংহিতা বিষয়ে এই প্রকার উপাসনা করেন, তিনি সন্তান, পশু, ব্রহ্মতেজ, ভক্ষণীয় অন্ন, ও স্বর্গলোকের সহিত সম্মিলিত[1] হন। ১।৩।৬

১। উক্ত পাঁচটি উপনিষৎ সমুচ্চিতরূপে উপাসিত হইলে ফলকামীর পক্ষে কথিত ফললাভ হয়। আর যিনি ফলকামনা-শূন্য হইয়া উপাসনা করেন, তাঁহার পক্ষে উহা চিত্তশুদ্ধিদ্বারে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের সহায় হয়।

চতুর্থ অনুবাক

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোঽধ্যমৃতাৎ সম্বভূব। স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেব ধারণো ভূয়াসম্। শরীরং মে বিচর্ষণম্। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্। ব্রহ্মণঃ কোশোঽসি মেধয়া পিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায় ॥ ১।৪।১

[শ্রুত গ্রন্থার্থ বিস্মৃত হন বলিয়া মেধাহীন ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিতে সমর্থ নহেন। অতএব মেধাকামী ব্যক্তির জপের জন্য এবং শ্রীকামী ব্যক্তি হোমের জন্য বর্তমান অনুবাকস্থ মন্ত্র বিহিত হইতেছে। ঐ জপ ব্রহ্মবিদ্যার সহায়ক। সত্ত্বশুদ্ধির জন্য যজ্ঞাদিরও প্রয়োজন আছে। ধনাদি ব্যতিরেকে যজ্ঞ অসম্ভব। অতএব শ্রীকামনাও পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মবিদ্যার সহায়ক]—যঃ (যে ওঙ্কার) ছন্দসাম্ (বেদসমূহের) ঋষভঃ (প্রধান) বিশ্বরূপঃ (সর্বরূপ, সমস্ত শব্দে ব্যাপ্ত) অমৃতাৎ (অমৃত স্বরূপ, নিত্য) ছন্দোভ্যঃ (বেদ হইতে) অধিসম্বভূব (সাররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন) [ছাঃ ১।১।৩], সঃ (সেই ওঙ্কার-স্বরূপ) ইন্দ্রঃ (পরমেশ্বর) [ছাঃ ২।২৩।২-৩] মা (আমাকে) মেধয়া (প্রজ্ঞাদ্বারা) স্পৃণোতু (তৃপ্ত করুন, বলবান্ করুন)। দেব (হে দেব), অমৃতস্য (অমৃতের ব্রহ্মজ্ঞানের) ধারণঃ (ধারয়িতা, আধার) ভূয়াসম্ (যেন হইতে পারি); মে (আমার) শরীরম্ (দেহ) বিচর্ষণম্ (বিচক্ষণ, যোগ্য) [ভূয়াৎ (যেন হয়)]; মে জিহ্বা (জিহ্বা) মধুমত্তমা (অতিশয় মধুরভাষিণী [যেন হয়]); কর্ণাভ্যাম্ (উভয় কর্ণে) ভূরি (বহু) বিশ্রুবম্ (—ব্যশ্রবম্, যেন শুনিতে পাই)। ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) কোশঃ অসি (তুমি [অসির কোশসদৃশ] কোশ বা আবরণ স্বরূপ, ব্রহ্মের প্রতীক) মেধয়া (লৌকিক-প্রজ্ঞা দ্বারা) পিহিতঃ (তুমি আচ্ছাদিত)। মে (আমার) শ্রুতম্ (শ্রবণপূর্বক লব্ধ আত্মজ্ঞানাদি) গোপায় (তুমি রক্ষা কর)। ১।৪।১

যে ওঙ্কার সর্ববেদের প্রধান, সমস্ত শব্দে ব্যাপ্ত, এবং অমৃতস্বরূপ বেদের সাররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, সেই ওঙ্কারস্বরূপ পরমেশ্বর

আমাকে প্রজ্ঞাদ্বারা তুষ্ট করুন। হে দেব, আমি যেন অমৃতের কারণ ব্রহ্মজ্ঞানের আধার হইতে পারি, আমার শরীর যেন উপযুক্ত হয়, জিহ্বা যেন অতিশয় মধুরভাষিণী হয়, কর্ণদ্বয়ে যেন বহু (ব্রহ্মকথা) শুনিতে পাই। তুমি ব্রহ্মের কোশস্বরূপ, কিন্তু তুমি লৌকিক প্রজ্ঞাদ্বারা আবৃত আছ। তুমি আমার শ্রবণলব্ধ জ্ঞান রক্ষা কর। ১৷৪৷১

আবহন্তী বিতন্বানা। কুর্বাণাঽচীরমাত্মনঃ। বাসাংসি মম গাবশ্চ। অন্নপানে চ সর্বদা। ততো মে শ্রিয়মাবহ। লোমশাং পশুভিঃ সহ স্বাহা। আ মা যন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বি মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্র মায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। শমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা॥ ১৷৪৷২

[ধনদ্বারা কর্ম, কর্মদ্বারা পাপক্ষয়, পাপক্ষয়ে বিদ্যার প্রকাশ হয়; এইজন্য অনন্তর শ্রীকাম ব্যক্তির জন্য হোমমন্ত্র বলা হইতেছে]—আত্মনঃ (শ্রীর সহিত আত্মসাৎকৃত) মম (আমার সম্বন্ধে) সর্বদা বাসাংসি (বহু বস্ত্র), গাবঃ (গাঃ, গরু) চ, অন্নপানে চ (এবং অন্ন ও পানীয় বস্তু) আবহন্তী (আনয়নকারিণী), বিতন্বানা (বিস্তারকারিণী) অচীরম্ (=অচিরম্, অবিলম্বে) [অথবা চীরম্ (=চিরম্, চিরকাল)] কুর্বাণা (সম্পাদয়িত্রী) [যে শ্রী, সেই] লোমশাম্ (লোমবিশিষ্ট-পশু-সমন্বিতা) পশুভিঃ সহ (এবং অন্যান্য পশু-সমাবৃতা) শ্রিয়ম্ (শ্রীকে) ততঃ (প্রজ্ঞাসম্পাদনের পর) মে (আমার জন্য) আবহ (আনয়ন কর), স্বাহা (স্বাহা)—[ইহা যে হোমমন্ত্র, ইহা বুঝাইবার জন্যই "স্বাহা" প্রযুক্ত হইয়াছে]। ব্রহ্মচারিণঃ (ব্রহ্মচারিগণ) মা আয়ন্তু (চতুর্দিক হইতে আমাকে প্রাপ্ত হউক, অধ্যয়নার্থ আগমন করুক), স্বাহা। ব্রহ্মচারিণঃ মা বি-আয়ন্তু (বিবিধরূপে আসুক বা বিদ্যালাভান্তে প্রত্যাবর্তন করুক), স্বাহা। ব্রহ্মচারিণঃ মা প্র-আয়ন্তু (প্রকৃষ্টরূপে বহুসংখ্যায় ও যথাশায় আগমন

করুক), স্বাহা। ব্রহ্মচারিণঃ দমায়ন্তু ([আমার সকাশে থাকিয়া] শারীরিক সংযমাদি শিক্ষা করুক), স্বাহা। ব্রহ্মচারিণঃ শমায়ন্তু (মানসিক সংযমাদি শিক্ষা করুক), স্বাহা। ১।৪।২

হে ওঙ্কার, প্রজ্ঞাসম্পাদনের পর লক্ষ্মীর স্বজন আমার জন্ত লোমশ-পশু-সমন্বিতা এবং অপরাপর পশুগণে সমাবৃতা সেই লক্ষ্মীকে তুমি আনয়ন কর, যিনি সর্বদা আমার জন্ত বহু বস্ত্র, গো, অন্ন, এবং পানীয় বস্তু আহরণ করিবেন, ঐ সমুদয় বর্ধিত করিবেন, এবং দীর্ঘকাল ঐ সকলের সুব্যবস্থা করিবেন, স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ সর্বদিক হইতে (বিদ্যালাভার্থ) আমার নিকট আগমন করুক, স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট বিবিধরূপে আগমন করুক, স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ যথাশাস্ত্র আমার নিকট আগমন করুক, স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ দমযুক্ত হউক, স্বাহা। ব্রহ্মচারিগণ শমযুক্ত হউক, স্বাহা। ১।৪।২

যশো জনেঽসানি স্বাহা। শ্রেয়ান্ বস্যসোঽসানি স্বাহা। তং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা। তস্মিন্ সহস্রশাখে। নি ভগাহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা। যথাপঃ প্রবতা যন্তি। যথা মাসা অহর্জরম্। এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ। ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা। প্রতিবেশোঽসি প্র মা ভাহি প্র মা পদ্যস্ব ॥ ১।৪।৩

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে চতুর্থোঽনুবাকঃ ॥

[ব্রহ্মচারীর আগমনের দ্বারা] জনে (লোকসমাজে) যশঃ (যশস্বী) অসানি (যেন হই), স্বাহা। বস্যসঃ (= বসীয়সঃ, ধনীদের সমাজে) শ্রেয়ান্ (অধিকতর

ধনী) অসানি (যেন হই), স্বাহা। ভগ (হে পূজার্হ, হে ভগবন্), তম্ (উক্ত কোশস্বরূপ) ত্বা (তোমাতে) প্রবিশানি (আমি যেন প্রবেশ করি), স্বাহা। ভগ, সঃ (উক্তরূপ তুমি) মা (আমাতে) প্রবিশ (প্রবেশ করে), স্বাহা। ভগ, তস্মিন্ (উক্ত) সহস্রশাখে (বহুশাখাযুক্ত নদী রূপী) ত্বয়ি (তোমাতে) অহম্ (আমি) নিমৃজে ([পাপকর্মসমূহ] বিশোধিত করিতেছি), স্বাহা। ধাতঃ (হে বিধাতা), আপঃ (জলরাশি) যথা (যেমন) প্রবতা (ক্রমনিম্ন, ঢালু দেশাবলম্বনে) যন্তি (গমন করে), মাসাঃ (মাসসমূহ) যথা (যেরূপ) অহর্জরম্ (সম্বৎসর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়) এবম্ (এইরূপে) ব্রহ্মচারিণঃ (ব্রহ্মচারিগণ) সর্বতঃ (সর্বদিক হইতে) মাম্ আয়ন্তু (আমার সকাশে আগমন করুক), স্বাহা। প্রতিবেশঃ অসি (তুমি সকলের বিশ্রামাগার স্বরূপ), [অতএব] মা প্রভাহি (আমার নিকট প্রতিভাত হও), মা প্রপদ্যস্ব (আমাকে পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হও, অর্থাৎ আমাকে সম্পূর্ণ ত্বদাত্মক, তুমি-ময়, করিয়া লও)। ১।৪।৩

লোকসমাজে আমি যেন যশস্বী হই, স্বাহা। ধনিসমাজে আমি যেন অধিকতর ধনী হই, স্বাহা। হে ভগবন্, কোশস্বরূপ তোমাতে আমি যেন প্রবেশ করি, স্বাহা। হে ভগবন্, উক্তরূপ তুমিও আমাতে প্রবেশ কর, স্বাহা। হে ভগবন্, তুমি বহুভেদবিশিষ্ট, তোমাতে আমি আমার পাপকর্মসমূহ বিশোধিত করিতেছি, স্বাহা। হে বিধাতা, জলরাশি যেমন ক্রমনিম্ন দেশ বাহিয়া ধাবিত হয়, এবং মাসসমূহ যেমন সম্বৎসর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মচারিগণও সর্বদিক হইতে আমার সকাশে আগমন করুক, স্বাহা। তুমি সকলের বিশ্রামালয় স্বরূপ, অতএব তুমি (শরণাগত) আমার নিকট সর্বতোভাবে প্রতিভাত হও, তুমি আমাকে তোমার সহিত এক[1] করিয়া লও। ১।৪।৩

১। ওঙ্কারের অহংগ্রহ উপাসনা, অর্থাৎ ওঙ্কারব্রহ্মের সহিত আপনাকে অভিন্ন ভাবনা রূপ উপাসনা, বলা হইল।

পঞ্চম অনুবাক্

ভূর্ভুবঃ সুবরিতি বা এতাস্তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তাসামু হ স্মৈতাম্ চতুর্থীম্। মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তে। মহ ইতি। তদ্ব্রহ্ম। স আত্মা। অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ। ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ। ভুব ইত্যন্তরিক্ষম্। সুবরিত্যসৌ লোকঃ। ১।৫।১

ভূঃ (সপ্রপঞ্চ ভূর্লোক), ভুবঃ (সপ্রপঞ্চ অন্তরিক্ষলোক), সুবঃ (সপ্রপঞ্চ স্বর্গলোক) ইতি এতাঃ বৈ তিস্রঃ (এই তিনটি প্রসিদ্ধ) ব্যাহৃতয়ঃ (বি-আ-হৃতি—যাহা বিবিধ অভীষ্টবস্তু সর্বতোভাবে প্রদান করে বা বিশেষরূপে অনিষ্ট হরণ করে)। তাসাম্ উ হ স্ম (উক্ত ব্যাহৃতিত্রয়ের আবার) চতুর্থীম্ (চতুর্থ) মহঃ ইতি (মহঃ-নামক) এতাম্ (এই ব্যাহৃতিটিকে) মাহাচমস্যঃ (মহাচমসের পুত্র) প্রবেদয়তে (জানেন)। তৎ (উক্ত মহঃই) ব্রহ্ম (মহৎ, অসীম) [অর্থাৎ অভীষ্টকামী ব্যক্তি মহঃ এই ব্যাহৃতিতে হিরণ্যগর্ভের দৃষ্টি আরোপ করিবেন]। সঃ (উক্ত মহঃ) আত্মা (ব্যাপক, দেহমধ্যভাগ) —[অর্থাৎ মহোব্যাহৃতিকে হিরণ্যগর্ভের মধ্যভাগ মনে করিতে হইবে]। অন্যাঃ দেবতাঃ (অপর দেবগণ) অঙ্গানি (বিভিন্ন অবয়ব)। ভূঃ ইতি বৈ অয়ম্ লোকঃ (এই পৃথিবীলোকই ভূঃ), অন্তরিক্ষম্ (অন্তরিক্ষলোক) ভুবঃ ইতি, অসৌ লোকঃ (ঐ দ্যুলোক) সুবঃ (স্বর্) ইতি। ১।৫।১

ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্—এই তিনটি সুপ্রসিদ্ধ ব্যাহৃতি[১]। ইহাদের মধ্যে আবার মহঃ এই চতুর্থ ব্যাহৃতিটিকে (ঋষি) মাহাচমস্য[২] অবগত হইয়াছিলেন। উক্ত মহঃই ব্রহ্ম এবং উহাই আত্মা, অর্থাৎ ব্যাহৃতি-শরীরের মধ্যভাগ; অপর দেবগণ উক্ত মহোব্যাহৃতির অবয়ব[৩]। এই পৃথিবীলোকই ভূঃ, অন্তরিক্ষলোক ভুবঃ, ঐ দ্যুলোক স্বর্। ১।৫।১

১। ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্, মহঃ, জন, তপঃ, ও সত্য—সপ্তলোকের পরিচায়ক বীজরূপী এই কয়টি মন্ত্রকে ব্যাহৃতি বলে। তন্মধ্যে প্রথম তিনটি মহাব্যাহৃতি।

২। ঋষি-স্মরণ উপাসনারই একটি অঙ্গ।

৩। দেবগণ—লোক, দেবু, বেদ, ও প্রাণ। মহঃ এই ব্যাহৃতিতে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবে; কারণ উভয়ের সাদৃশ্য আছে—ব্যাহৃতিটি মহঃ এবং ব্রহ্মও মহৎ-পদ-বাচ্য। আত্মা শব্দের যৌগিক অর্থ ব্যাপক, এবং আত্মার দ্বারাই হস্তাদি অঙ্গসমূহ মহীয়ান্ বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মহঃ ব্যাহৃতিও পূর্বোক্ত ব্যাহৃতিত্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়া আছে (১।৫।৩, টীকা ২); সুতরাং উহা ব্যাহৃতিশরীর ব্রহ্মের আত্মা বা মধ্যভাগ।

মহ ইত্যাদিত্যঃ। আদিত্যেন বাব সর্বে লোকা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা অগ্নিঃ। ভুব ইতি বায়ুঃ। সুবরিত্যাদিত্যঃ। মহ ইতি চন্দ্রমাঃ। চন্দ্রমসা বাব সর্বাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে। ভূরিতি বা ঋচঃ। ভুব ইতি সামানি। সুবরিতি যজূংষি॥ ১।৫।২

আদিত্যঃ (আদিত্য) মহঃ ইতি (মহোব্যাহৃতি)—আদিত্যেন বাব (আদিত্যেরই দ্বারা) সর্বে লোকাঃ (সকল লোক) মহীয়ন্তে (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সর্ব-ব্যবহারক্ষম হয়)। অগ্নিঃ বৈ (অগ্নি-দেবতা) ভূঃ ইতি (ভূঃ-ব্যাহৃতি), বায়ুঃ (বায়ু-দেবতা) ভুবঃ ইতি, আদিত্যঃ (আদিত্য-দেবতা) সুবঃ ইতি, চন্দ্রমাঃ (চন্দ্র-দেবতা) মহঃ ইতি—চন্দ্রমসা বাব (চন্দ্রেরই দ্বারা) সর্বাণি জ্যোতীংষি (সকল জ্যোতির্ময় নক্ষত্রাদি) মহীয়ন্তে (মহিমান্বিত হয়)। ঋচঃ বা (ঋক্ সকলই) ভূঃ ইতি, সামানি (সামসমূহ) ভুবঃ ইতি, যজূংসি (যজুঃসমূহ) সুবঃ ইতি। ১।৫।২

আদিত্যই মহঃ—কেন না (আত্মার দ্বারা অঙ্গসমূহের ন্যায়) আদিত্যেরই দ্বারা সকল লোক বর্ধিত হয়। অগ্নিই ভূঃ, বায়ুই ভুবঃ, আদিত্যই স্বঃ, ও চন্দ্র মহঃ—কেন না চন্দ্রেরই দ্বারা অপর জ্যোতির্ময় বস্তু মহীয়ান্ হয়। ঋক্‌সমূহই ভূঃ, সামসমূহ ভুবঃ, যজুঃসমূহ স্বঃ। ১।৫।২

মহ ইতি ব্রহ্ম। ব্রহ্মণা বাব সর্বে বেদা মহীয়ন্তে। ভূরিতি বৈ প্রাণঃ। ভুব ইত্যপানঃ। সুবরিতি ব্যানঃ। মহ ইত্যন্নম্। অন্নেন বাব সর্বে প্রাণা মহীয়ন্তে। তা বা এতাশ্চতস্রশ্চতুর্ধা। চতস্রশ্চতস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তা যো বেদ। স বেদ ব্রহ্ম। সর্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি॥ ১।৫।৩

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে পঞ্চমোঽনুবাকঃ॥

ব্রহ্ম (ওঙ্কার) মহঃ ইতি। ব্রহ্মণা বাব (ওঙ্কারেরই দ্বারা) সর্বে বেদাঃ মহীয়ন্তে (মহীয়ান্ হয়)। প্রাণঃ বৈ ভূঃ ইতি, অপানঃ ভুবঃ ইতি, ব্যানঃ সুবঃ ইতি, অন্নম্ মহঃ ইতি—অন্নেন বাব (অন্নেরই দ্বারা) সর্বে প্রাণাঃ (সমস্ত প্রাণ) মহীয়ন্তে (পুষ্টিলাভ করে)। তাঃ এতাঃ বৈ (উক্ত এই সকল) চতস্রঃ ব্যাহৃতয়ঃ (চারিটি ব্যাহৃতি) চতস্রঃ চতস্রঃ (প্রত্যেকে চারি চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া) চতুর্ধা (চারিপ্রকার হইয়া থাকে)। তাঃ (যথোক্ত ব্যাহৃতিদিগকে) যঃ (যিনি) বেদ (উপাসনা করেন) সঃ (তিনি) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) বেদ (জানেন); অস্মৈ (এই উপাসকের নিকট) সর্বে দেবাঃ (দেবগণ) বলিম্ (উপহার) আবহন্তি (আনয়ন করেন)। ১।৫।৩

ওঙ্কারই মহঃ—কারণ ওঙ্কারেরই দ্বারা সকল বেদ মহীয়ান্ হয়। প্রাণই ভূঃ, অপানই ভুবঃ, ব্যান স্বর্, এবং অন্নই মহঃ—কারণ অন্নেরই দ্বারা প্রাণসমূহ পুষ্ট হয়। উক্ত এই চারিটি ব্যাহৃতির প্রত্যেকটি চারি চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া (পূর্বোক্তরূপ) চারি প্রকার হয়[১]। উক্ত ব্যাহৃতিদিগকে যিনি উপাসনা করেন তিনি ব্রহ্মকে অবগত[২] হন। উক্ত ব্রহ্মবিদের নিকট সকল দেবতা উপহার আনয়ন করেন। ১।৫।৩

১। পূর্বে চারি ব্যাহৃতির কথা বলিয়া পুনরায় উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্য এইটুকু দেখান যে, ব্যাহৃতি-উপাসনা দ্বারা ষোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষই উপাসিত হন।

ভূঃ—পৃথিবী, অগ্নি, ঋক্, ও প্রাণ ; ভুবঃ—অন্তরিক্ষ, বায়ু, সাম, ও অপান ; স্বর্—দ্যুলোক, আদিত্য, যজুঃ, ও ব্যান ; মহঃ—আদিত্য, চন্দ্র, ব্রহ্ম, ও অন্ন। (৪ × ৪ = ১৬)। ছাঃ ৪।৫-৮

২। পূর্বে মহঃ-ব্যাহৃতি সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে যে, "উহাই ব্রহ্ম, উহাই আত্মা"। বিদিত বিষয় পুনরায় জ্ঞাত করান নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, ভূর্ভুবঃ-স্ব-আত্মক চতুর্থ ব্যাহৃতিরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান পূর্বে সাধারণভাবে হইয়াছে, বিশেষভাবে হয় নাই। পরবর্তী অনুবাকে ঐ উপাসনার বিশেষ গুণ, স্থান ইত্যাদি বলা হইবে।

ষষ্ঠ অনুবাক

স য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ। তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ। অমৃতো হিরণ্ময়ঃ। অন্তরেণ তালুকে। য এষ স্তন ইবাবলম্বতে। সেন্দ্রযোনিঃ। যত্রাসৌ কেশান্তো বিবর্ততে। ব্যপোহ্য শীর্ষকপালে। ভূরিত্যগ্নৌ প্রতিতিষ্ঠতি। ভুব ইতি বায়ৌ। ১।৬।১

অন্বয়:-হৃদয়ে (হৃদয়পদ্মমধ্যে) যঃ এষঃ (এই যে প্রসিদ্ধ) আকাশঃ (অবকাশ) তস্মিন্ (সেই আকাশে) সঃ অয়ম্ (সেই প্রসিদ্ধ) মনোময়ঃ (বিজ্ঞানময়, বিজ্ঞান দ্বারা উপলব্ধব্য) অমৃতঃ (মরণশূন্য) হিরণ্ময়ঃ (জ্যোতির্ময়) পুরুষঃ (হৃদয়-পুরশায়ী, অথবা জগৎ-পরিপূরক পুরুষ) [অবস্থিত]। অন্তরেণ তালুকে (তালুদ্বয়ের মধ্যে) যঃ এষঃ (এই যে মাংসখণ্ড) স্তনঃ ইব (স্তনের ন্যায়) অবলম্বতে (লম্বমান আছে) [তাহার মধ্য দিয়া, এবং] যত্র (যেখানে) অসৌ (এই) কেশান্তঃ (কেশসমূহের মূল) বিবর্ততে (বিভক্ত হইয়াছে) [সেই ব্রহ্মরন্ধ্রে উপস্থিত

হইয়া] [যা (যে সুষুম্না নাড়ী)] শীর্ষকপালে (মস্তকের দুইটি কপালখণ্ডকে) ব্যপোহ্য (বিভক্ত করিয়া) [নির্গত হইয়াছে] সা (সেই নাড়ীই) ইন্দ্রযোনিঃ (ইন্দ্রের, অর্থাৎ ব্রহ্মের, স্বরূপ প্রাপ্তির মার্গ)। [এই মার্গে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া] ভূঃ ইতি অগ্নৌ ([মহঃ-ব্রহ্মের অঙ্গভূত] ভূঃ এই ব্যাহৃতিরূপ যে অগ্নি-দেবতা তাঁহাতে) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠিত হন) [অর্থাৎ অগ্নিস্বরূপে এই লোক ব্যাপ্ত করেন], ভুবঃ ইতি বায়ৌ (ভুবঃ এই ব্যাহৃতিরূপ বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত হন)। ১।৬।১

হৃদয়পদ্মের মধ্যে এই যে প্রসিদ্ধ আকাশ, উহাতে সেই বিজ্ঞানময় অমৃতস্বরূপ জ্যোতির্ময় পুরুষ অবস্থিত আছেন। তালুদ্বয়ের মধ্যে এই যে স্তনের ন্যায় লম্বমান মাংসখণ্ড, উহার মধ্য দিয়া এবং যেখানে কেশমূল বিভক্ত হইয়াছে, ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া যে (সুষুম্না) নাড়ী মস্তকস্থ কপালদ্বয় ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে, সেই নাড়ীই ব্রহ্মলাভের পথ। ঐ মার্গে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উপাসক ভূঃ এই ব্যাহৃতিরূপী অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত হন ; ভুবঃ এই ব্যাহৃতিরূপী বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত হন। ১।৬।১

সুবরিত্যাদিত্যে। মহ ইতি ব্রহ্মণি। আপ্নোতি স্বারাজ্যম্। আপ্নোতি মনসস্পতিম্। বাক্‌পতিশ্চক্ষুষ্পতিঃ। শ্রোত্রপতি-বিজ্ঞানপতিঃ। এতত্ততো ভবতি। আকাশশরীরং ব্রহ্ম। সত্যাত্ম প্রাণারামং মন-আনন্দম্। শান্তিসমৃদ্ধমমৃতম্। ইতি প্রাচীনযোগ্যোপাস্স্ব ॥ ১।৬।২

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ ॥

সুবঃ ইতি আদিত্যে (স্বঃ এই ব্যাহৃতিরূপী আদিত্যে), মহঃ ইতি ব্রহ্মণি (মহঃ এই ব্যাহৃতিরূপী হিরণ্যগর্ভে) [প্রতিষ্ঠিত হন]। [এই সমূহে আত্মভাব প্রাপ্ত

হইয়া] স্বারাজ্যম্ (স্বাজভূত দেবগণের আধিপত্য) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন)। মনসঃ-পতিম্ (মনের পতি [অখিল চিন্তার বিষয়] সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) ; বাক্-পতিঃ (বাগিন্দ্রিয়সমূহের পতি), চক্ষুঃ-পতিঃ (চক্ষুসমূহের পতি), শ্রোত্রপতিঃ (কর্ণসমূহের পতি), বিজ্ঞানপতিঃ (বিজ্ঞানসমূহের পতি) [হন]। ততঃ (উহা হইতেও অধিকতর) এতৎ (ইহা) ভবতি (হন)—আকাশ-শরীরম্ (আকাশই যাঁহার শরীর, বা যাঁহার শরীর আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম), সত্য-আত্ম (মূর্ত ও অমূর্তাত্মক সত্যাত্মা), প্রাণারামম্ (প্রাণে যাঁহার আক্রীড়া, অথবা যিনি প্রাণসমূহের আশ্রয়), মন-আনন্দম্ (যাঁহার মন কেবলই সুখ-সম্পাদক) [এইরূপ] শান্তিসমৃদ্ধম্ (শান্ত ও সমৃদ্ধ, অথবা শান্তিদ্বারা সমৃদ্ধ), অমৃতম্ (অমর) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) [হইয়া থাকেন]। প্রাচীনযোগ্য (হে প্রাচীনযোগ্য), ইতি (এই প্রকারে) উপাস্স্ব (উপাসনা কর)। ১।৬।২

•

স্বর্-রূপী আদিত্যে, মহঃ-রূপী অপর-ব্রহ্মে[১] প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি স্বারাজ্য[২] প্রাপ্ত হন এবং মনসস্পতিকে প্রাপ্ত হন। তিনি বাক্‌পতি, চক্ষুঃপতি, শ্রোত্রপতি, ও বিজ্ঞানপতি হন। তিনি ইহা হইতেও অধিক এইরূপ হন—তিনি আকাশ-শরীর, সত্যাত্মা, প্রাণারাম, মন-আনন্দ, শান্তিসমৃদ্ধ, ও অমৃত ব্রহ্ম হন। হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি এইরূপে (উক্ত গুণবিশিষ্টরূপে ব্রহ্মের) উপাসনা কর[৩]। ১।৬।২

•

১। চিত্ত শুদ্ধ হওয়ায় জ্ঞানোৎপত্তিক্রমে পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন—শঙ্করানন্দ।

২। ইহা নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য নহে। জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি ঐশ্বর্য তাঁহার হয় না।

৩। ৫ম ও ৬ষ্ঠ অনুবাকদ্বয়ের সার মর্ম এই :—ব্যাহৃতি-শরীরের মধ্যভাগ (আত্মা) মহঃ; পাদদ্বয় ভূঃ, বাহুদ্বয় ভুবঃ, মস্তক স্বর্। ৫ম অনুবাকে যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, ৬ষ্ঠ অনুবাকে তাহার ফল স্বারাজ্য এবং স্থান হৃদয়াকাশ স্থিরীকৃত হইল। বিষ্ণুপূজার প্রতীক যেমন শালগ্রাম, এই উপাসনার স্থানও সেইরূপ হৃদয়াকাশ। উক্ত উপাসকের উত্তরমার্গে গতি হয়।

সপ্তম অনুবাক

পৃথিব্যন্তরিক্ষং দ্যৌর্দিশোঽবান্তরদিশাঃ। অগ্নির্বায়ুরাদিত্য-শ্চন্দ্রমা নক্ষত্রাণি। আপ ওষধয়ো বনস্পতয়ঃ। আকাশ আত্মা। ইত্যধিভূতম্।

[পূর্ব অনুবাকে কথিত ব্রহ্মেরই উপাসনা বলা হইতেছে]—পৃথিবী (পৃথিবী), অন্তরিক্ষম্ (অন্তরিক্ষ), দ্যৌঃ (দ্যুলোক), দিশঃ (পূর্বাদি দিক্‌সমূহ), অবান্তরদিশাঃ (অবান্তর দিক্‌সমূহ)—[এই পাঁচটি লোক-পাঙ্‌ক্ত]। অগ্নিঃ, বায়ুঃ, আদিত্যঃ, চন্দ্রমাঃ, নক্ষত্রাণি (নক্ষত্রসমূহ)—[এই পাঁচটি দেবতা-পাঙ্‌ক্ত]। আপঃ (জল), ওষধয়ঃ (ওষধিসমূহ), বনস্পতয়ঃ (বিনাপুষ্পে ফলপ্রদ বৃক্ষসমূহ), আকাশঃ (আকাশ), আত্মা (বিরাট্ পুরুষ)—[এই পাঁচটি ভূত-পাঙ্‌ক্ত]।—ইতি অধিভূতম্ (এই তিন প্রকার—অধিভূত, অধিদৈবত, অধিলোক—পাঙ্‌ক্ত উপাসনা)। [মূলে শুধু অধিভূত থাকিলেও তিনটিই বুঝিতে হইবে]।

পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক, দিক্‌সমূহ, অবান্তর দিক্‌সমূহ (এই পাঁচটি লোকপাঙ্‌ক্ত); অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র, নক্ষত্রসমূহ—(এই পাঁচটি দেবতাপাঙ্‌ক্ত); জল, ওষধিসমূহ, বনস্পতিসমূহ, আকাশ ও বিরাট্ পুরুষ—এই পাঁচটি ভূতপাঙ্‌ক্ত[১]।

১। পঙ্‌ক্তিনামক বৈদিক ছন্দের প্রত্যেক চরণে পাঁচটি অক্ষর থাকে। এই অনুবাকেও পাঁচ পাঁচ পদার্থ একসঙ্গে ধরিয়া লোকপঞ্চক, দেবপঞ্চক, ভূতপঞ্চক, প্রাণপঞ্চক, ইন্দ্রিয়পঞ্চক, ধাতুপঞ্চক—এই ছয় ভাগ করা হইয়াছে। পঙ্‌ক্তি ছন্দের সহিত এই পাঁচ সংখ্যার সাম্য আছে। এইরূপে পৃথিব্যাদিতে পাঙ্‌ক্তত্ব কল্পনা করিয়া উপাসনা বিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে তিনটি বাহ্যপঞ্চক ও তিনটি অধ্যাত্মপঞ্চক। বাহ্যপঞ্চককে অধ্যাত্মপঞ্চকের দৃষ্টি করিলে সর্বাত্মা প্রজাপতির সহিত একত্বলাভ হয়।

অথাধ্যাত্মম্—প্রাণো ব্যানোঽপান উদানঃ সমানঃ। চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাক্ ত্বক্। চর্ম মাংসং স্নাবাস্থি মজ্জা। এতদধিবিধায় ঋষিরবোচৎ। পাঙ্‌ক্তং বা ইদং সর্বম্। পাঙ্‌ক্তেনৈব পাঙ্‌ক্তং স্পৃণোতীতি ॥ ১।৭

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে সপ্তমোঽনুবাকঃ ॥

অথ (অনন্তর) অধ্যাত্মম্ (শরীরাধিকারে পাঙ্‌ক্ত উপাসনা বলা হইতেছে)—প্রাণঃ, ব্যানঃ, অপানঃ, উদানঃ, সমানঃ,—[ইহারা প্রাণাদি-বায়ুপাঙ্‌ক্ত]; চক্ষুঃ, শ্রোত্রম্, মনঃ, বাক্, ত্বক্—[ইহারা ইন্দ্রিয়পাঙ্‌ক্ত]; চর্ম, মাংসম্, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা—[ইহারা ধাতুপাঙ্‌ক্ত]। এতৎ (এইরূপে পাঙ্‌ক্ত উপাসনা) অধিবিধায় (পরিকল্পনা করিয়া) ঋষিঃ (ঋষি, অথবা বেদ) অবোচৎ (বলিয়াছিলেন)—ইদম্ (এই) সর্বম্ বৈ (সমস্তই) পাঙ্‌ক্তম্ (পাঙ্‌ক্ত, পঞ্চাত্মক); পাঙ্‌ক্তেন এব (আধ্যাত্মিক পাঙ্‌ক্তের দ্বারাই) পাঙ্‌ক্তম্ (বাহ্য পাঙ্‌ক্তকে) স্পৃণোতি (পূর্ণ করে, অর্থাৎ একাত্মরূপে লাভ করে), [এইরূপে প্রজাপতিস্বরূপ হয়] ইতি। ১।৭

অনন্তর অধ্যাত্ম পাঙ্‌ক্ত উপাসনা বলা হইতেছে—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, ও সমান—(এই প্রাণপঞ্চক); চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্, ও ত্বক্—(এই ইন্দ্রিয়পঞ্চক); চর্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা—(এই ধাতুপঞ্চক)। এইরূপে পাঙ্‌ক্ত উপাসনা পরিকল্পনা করিয়া ঋষি বলিয়াছিলেন, "এই সমস্তই পঞ্চাত্মক। আধ্যাত্মিক পাঙ্‌ক্ত দ্বারাই বাহ্য পাঙ্‌ক্তের সহিত ঐক্যলাভ হয়।" ১।৭

অষ্টম অনুবাক

ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্বম্। ওমিত্যেতদনুকৃতির্হ স্ম বা অপ্যো শ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি। ওমিতি সামানি

গায়ন্তি। ওম্ শোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি। ওমিত্যধ্বর্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি। ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ওমিত্যগ্নিহোত্রমনুজানাতি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবক্ষ্যন্নাহ ব্রহ্মোপাপ্নবানীতি। ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি ॥ ১৷৮

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে অষ্টমোঽনুবাকঃ ॥

ওম্ ইতি ([সকল উপাসনার অঙ্গভূত] ওম্ এই শব্দকে) ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপে) [উপাসনা করিবে ; প্রঃ ৫।২]। [শব্দরূপ ওঙ্কার দ্বারা পরিব্যাপ্ত বলিয়া] ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্তই) ওম্ ইতি (ওঙ্কার) [ছাঃ ২।২৩।৩ ; মাঃ ১, টীকা]। ওম্ ইতি এতৎ (ওম্ এই পদটি) অনুকৃতিঃ হ স্ম বৈ (অনুকৃতি, সম্মতি-জ্ঞাপক বলিয়া প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ কেহ কিছু বলিলে অপরে "ওম্" বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করে)। অপি (আরও) ও শ্রাবয় ইতি (যখন যজুর্বেদী অধ্বর্যু অগ্নীধ্রকে বলেন "ওম্ দেবগণকে শ্রবণ করাও," তখন তাঁহারা) আশ্রাবয়ন্তি (শ্রবণ করাইয়া থাকেন)। ওম্ ইতি (ওম্ উচ্চারণপূর্বক) সামানি (সামসমূহ) গায়ন্তি (গান করেন)। ওম্ শোম্ ইতি ("ওম্ শোম্" ইহা উচ্চারণপূর্বক) শস্ত্রাণি (শস্ত্র, অর্থাৎ গীতিরহিত ঋক্‌সমূহ) শংসন্তি (পাঠ করেন)। [হোতৃগণ স্তোত্রপাঠ কালে "শোংসাবোম্"—"ওঁ আমরা প্রার্থনা করি" এই "আহাব" পাঠ করিয়া অধ্বর্যুর অনুমতি চাহিলে] ওম্ ইতি অধ্বর্যুঃ (যজুর্বেদী ঋত্বিক্) প্রতিগরম্ ("শোংসামো দৈবোম্"—"ইহাতে আমাদের আনন্দ হইবে" ইত্যাকার উৎসাহ-বাণী, [শঙ্করানন্দের মতে, প্রতিগরম্—প্রতিকার্যে]) প্রতিগৃণাতি (হোতার উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করেন)। ওম্ ইতি ব্রহ্মা (সর্ববেদজ্ঞ ও যজ্ঞ-পরিচালক ঋত্বিক্‌বিশেষ) প্রসৌতি (অনুজ্ঞা প্রকাশ করেন)। [এইরূপে প্রতিবেদে ওম্ ব্যবহৃত হয়]। [যজমান] ওম্ ইতি [অধ্বর্যুকে] অগ্নিহোত্রম্ অনুজানাতি (অগ্নিহোত্রহবনীতে [দুগ্ধ ঢালার] অনুমতি প্রদান করেন)। প্রবক্ষ্যন্ (বেদ পাঠ করাইতে, বা ব্রহ্ম প্রতিপাদনে ইচ্ছুক) ব্রাহ্মণঃ ব্রহ্ম (বেদ বা পরমাত্মা) উপাপ্নবানি ইতি (লাভ করিতে সমর্থ হইব মনে করিয়া) ওম্ ইতি আহ (ওম্ উচ্চারণ করেন)— ব্রহ্ম (বেদ বা ব্রহ্মকে) উপাপ্নোতি এব (অবশ্যই প্রাপ্ত হন)—[ছাঃ ১।১।১-১০]। ১৷৮

ওম্ এই শব্দটিকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে। শব্দরূপ ওঙ্কারের দ্বারা পরিব্যাপ্ত বলিয়া এই সমস্তই ওঙ্কারস্বরূপ। 'ওম্' এই শব্দটি সম্মতি-জ্ঞাপক বলিয়া প্রসিদ্ধ। অধিকন্তু "ওম্ দেবগণকে মন্ত্র শ্রবণ করাও" এই কথা বলিলে ঋত্বিক্‌গণ শ্রবণ করাইয়া থাকেন। ওম্ উচ্চারণপূর্বক সামসমূহ গান করিয়া থাকেন। "ওম্ শোম্"—ইহা বলিয়া শস্ত্রনামক স্তোত্রসমূহ পাঠ করেন। ওম্ উচ্চারণ করিয়া অধ্বর্যু প্রতিগর উচ্চারণ করেন। ওম্ উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মা অনুজ্ঞা প্রকাশ করেন। ওম্ বলিয়া অগ্নিহোত্রের অনুমতি প্রদান করা হয়। বেদ বা ব্রহ্ম লাভ করিব মনে করিয়া বেদাধ্যাপক বা ব্রহ্মোপদেষ্টা ওম্ উচ্চারণ করেন, এবং তজ্জন্য তিনি অবশ্যই বেদ বা ব্রহ্ম লাভ করেন। ১।৮

নবম অনুবাক

ঋতঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রচনে চ। শমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। মানুষঞ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্যবচা রাথীতরঃ। তপ ইতি তপোনিত্যঃ পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদ্‌গল্যঃ। তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ ॥ ১।৯

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে নবমোঽনুবাকঃ ॥

[উপাসনার দ্বারা কাম্যফল লাভ হয়, ইহা শুনিয়া মনে হইতে পারে যে শ্রৌত ও স্মার্ত কর্ম নিরর্থক। এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য বলা হইতেছে]—ঋতম্ চ (শাস্ত্রপ্রদর্শিত কর্মবিধির জ্ঞান) স্বাধ্যায়-প্রবচনে চ (স্বাধ্যায়—বেদাধ্যয়ন ও প্রবচন—অধ্যাপনা, অথবা নিত্যপাঠ ও প্রচার করিবে)। সত্যম্ চ (যথার্থ কথন ও আচরণ), স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। তপঃ চ (কৃচ্ছ্রাদি), স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমঃ চ (বাহ্যকরণোপশম), স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। শমঃ চ (অন্তঃকরণোপশম), স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়ঃ চ (গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি নামক অগ্নিসমূহ [আধান করিবে]), স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রম্ চ (অগ্নিহোত্র-হবন করিবে), স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অতিথয়ঃ চ (অতিথিসৎকার করিবে), স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। মানুষম্ চ (লৌকিক আচার [পালন করিবে]), স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ (সন্তানোৎপাদন করিবে), স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজনঃ চ (ঋতুকালে ভার্যা-গমন করিবে), স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাতিঃ চ (পৌত্রোৎপত্তি, অর্থাৎ পুত্রকে গার্হস্থ্যে নিবেশিত করিবে), স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। রাথীতরঃ (রথীতর-গোত্রীয়) সত্যবচাঃ (সত্যবচা নামক ঋষির মতে) সত্যম্ ইতি (সত্যই অনুষ্ঠেয়) পৌরুশিষ্টিঃ (পুরুশিষ্টতনয়) তপোনিত্যঃ (তপোনিত্য ঋষি [মনে করেন]) তপঃ ইতি (তপস্যাই অনুষ্ঠেয়)। মৌদ্‌গল্যঃ (মুদ্‌গলপুত্র) নাকঃ (নাক নামক ঋষি [মনে করেন]) স্বাধ্যায়প্রবচনে এব ইতি (স্বাধ্যায় ও অধ্যাপনাই কেবল অনুষ্ঠেয়); [কারণ] তৎ হি (উহাই) তপঃ (মুখ্য তপস্যা), তৎ হি তপঃ (উহাই তপস্যা)। ১।৯

শাস্ত্রপ্রদর্শিত কর্মবিধি জানিবে এবং বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। সত্য বলিবে এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। তপস্যা করিবে এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিবে। বাহ্যেন্দ্রিয় সংযত করিবে এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিবে। অন্তরিন্দ্রিয় সংযত করিবে এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিবে। অগ্নিসমূহ আধান করিবে এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিবে এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। অতিথিসৎকার করিবে এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। সন্তানোৎপাদন করিবে এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে।

ঋতুকালে ভার্যাগমন করিবে এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে[1]। পৌত্রোৎপত্তির জন্য পুত্রকে গার্হস্থ্যে নিবেশিত করিবে[2] এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে। রথীতরগোত্রীয় সত্যবচার মতে সত্যই অনুষ্ঠেয়। পুরুশিষ্টপুত্র তপোনিত্য বলেন—তপস্যাই কর্তব্য। মুদ্গলতনয় নাকের মতে কেবল স্বাধ্যায় ও প্রবচনই কর্তব্য; কেন না উহাই যথার্থ তপস্যা, উহাই তপস্যা[3]। ১।৯

১। তাৎপর্য এই যে, শাস্ত্রবিহিত কর্মাদি যেরূপ করা উচিত, স্বাধ্যায় ও প্রবচনও সেইরূপ সর্বদা কর্তব্য।

২। বৃঃ ১।৫।১৭

৩। সত্য, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং প্রবচনের আদরার্থ পুনরুক্তি হইয়াছে।

দশম অনুবাক

অহং বৃক্ষস্য রেরিবা। কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। ঊর্ধ্বপবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি। দ্রবিণং সবর্চসম্। সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ। ইতি ত্রিশঙ্কোর্বেদানুবচনম্॥ ১।১০

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দশমোঽনুবাকঃ॥

[বিদ্যোৎপত্তির উদ্দেশ্যে জপের জন্য এই মন্ত্র বিহিত হইতেছে]—অহম্ (আমি) বৃক্ষস্য (উচ্ছেদাত্মক সংসারবৃক্ষের) রেরিবা (অন্তর্যামী আত্মা রূপে প্রেরয়িতা)। [আমার] কীর্তিঃ (খ্যাতি) গিরেঃ (পর্বতের) পৃষ্ঠম্ ইব (পৃষ্ঠের ন্যায় সমুন্নত)। ঊর্ধ্বপবিত্রঃ ([ঊর্ধ্ব—কারণ, পবিত্র—জ্ঞানপ্রকাশ্য পরম ব্রহ্ম] পরব্রহ্ম যাহার দেহাদিসঙ্ঘাতের কারণ [আমি সেই রূপ])। বাজিনি (অন্নাধার সূর্যে) সু-অমৃতম্ ইব (যেরূপ উত্তম আনন্দামৃত আছে) অস্মি (আমিও সেইরূপ [illegible])। [আমি] সবর্চসম্ (দীপ্তিমৎ আত্মতত্ত্বরূপ) দ্রবিণম্ (ধন)।

অথবা, দ্রবিণম্ (ইব) (ধনের ন্যায়) সবর্চসম্ (দীপ্তিমৎ ব্রহ্মজ্ঞান) আমি প্রাপ্ত হইয়াছি]। সুমেধাঃ (আমি উত্তম মেধাসম্পন্ন), অমৃত-উক্ষিতঃ (অমৃতে বা সদানন্দরসে সিক্ত) [অথবা—অমৃতঃ অক্ষিতঃ (আমি অমর এবং অক্ষয়)]—ইতি (এই প্রকার) ত্রিশঙ্কোঃ (ত্রিশঙ্কু নামক ঋষির) বেদানুবচনম্ (বেদ, অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব, প্রাপ্তির অনু—পরে, বচনম্—উক্তি)। ১।১০

"আমি সংসারবৃক্ষের প্রেরয়িতা। আমার খ্যাতি পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত। পরব্রহ্মই আমার কারণ। সূর্যে যেরূপ উত্তম অমৃত আছে, আমিও সেইরূপ আনন্দাত্মা। আমি দীপ্তিমৎ ব্রহ্মস্বরূপ ধন। আমি উত্তম মেধাসম্পন্ন। আমি অমর ও অক্ষয়।"—ত্রিশঙ্কু নামক ঋষি আত্মতত্ত্ব লাভ করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ১।১০

একাদশ অনুবাক

বেদমনূচ্যাচার্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি—সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ ॥ ১।১১।১

বেদম্ (বেদ) অনূচ্য (অধ্যাপনা করিয়া) আচার্যঃ (আচার্য) অন্তেবাসিনম্ (শিষ্যকে) অনু-শাস্তি (পরে অর্থ গ্রহণ করাইতেছেন)—সত্যম্ (যথাবগত বিষয়) বদ (বলিও)। ধর্মম্ (অনুষ্ঠেয় কর্ম) চর (আচরণ করিও)। স্বাধ্যায়াৎ (অধ্যয়ন হইতে) মা প্রমদঃ (অনবহিত হইবে না)। আচার্যায় (আচার্যের জন্য) প্রিয়ম্

(অভীষ্ট) ধনম্ (ধন) আহৃত্য (আহরণ করিয়া, দক্ষিণাস্বরূপ দিয়া) [আচার্যের আদেশে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশপূর্বক] প্রজাতন্তুম্ (সন্তানধারা) মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ (বিচ্ছিন্ন করিও না)। সত্যাৎ (সত্যনিষ্ঠা হইতে) ন প্রমদিতব্যম্ (ভ্রান্ত হইও না), ধর্মাৎ (ধর্ম হইতে) ন প্রমদিতব্যম্। কুশলাৎ (আত্মরক্ষা হইতে) ন প্রমদিতব্যম্, ভূত্যৈ (বিভূত্যর্থক মঙ্গলযুক্ত কর্ম বিষয়ে) ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাম্ (স্বাধ্যায় ও অধ্যাপনা বিষয়ে) ন প্রমদিতব্যম্। ১।১১।১

বেদ অধ্যাপনান্তে আচার্য শিষ্যকে বেদার্থ গ্রহণ করাইতেছেন—"সত্য বলিবে, ধর্মানুষ্ঠান করিবে। অধ্যয়নে প্রমাদ করিবে না। আচার্যের জন্য অভীষ্ট ধন আহরণান্তে (গৃহস্থাশ্রমে যাইয়া) সন্তানধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে। সত্য হইতে বিচ্যুত হইও না। ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইও না। আত্মরক্ষা বিষয়ে অনবহিত হইও না। বিভবলাভার্থক মঙ্গলজনক কার্যে প্রমাদগ্রস্ত হইও না। স্বাধ্যায় ও অধ্যাপনা বিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত হইও না। ১।১১।১

দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি ॥ ১।১১।২

দেব-পিতৃ-কার্যাভ্যাম্ (দেবকার্য ও পিতৃকার্য বিষয়ে) ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবঃ (মাতা দেবতা যাহার এইরূপ) ভব (হও)। পিতৃদেবঃ (পিতা দেবতা যাহার এইরূপ) ভব। আচার্য-দেবঃ ভব। অতিথি-দেবঃ ভব। যানি (যে সকল) কর্মাণি (কর্মসমূহ) অনবদ্যানি (অনিন্দিত) তানি (সেই সকল) সেবিতব্যানি (করা উচিত) ইতরাণি (অন্য কর্মসমূহ) নো (—ন, করণীয় নহে)। অস্মাকম্ (আমাদের) যানি (যে সকল) সুচরিতানি (শাস্ত্রসম্মত আচরণ) তানি (সেই সকল) ত্বয়া ([illegible] দ্বারা) উপাস্যানি (নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠেয়)। ১।১১।২

"দেবকার্য ও পিতৃকার্যে ভ্রান্ত হইও না। মাতৃদেব হও। পিতৃদেব হও। আচার্যদেব হও। অতিথিদেব হও। যে সকল কর্ম অনিন্দিত তাহাই অনুষ্ঠান কর, অপরগুলি নহে। আমাদের যাহা সদাচার তাহাই তোমার অনুষ্ঠেয়। ১।১১।২

নো ইতরাণি। যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ॥ ১।১১।৩

ইতরাণি (অপর আচরণ সকল) নো (অনুষ্ঠেয় নহে)। যে কে চ ব্রাহ্মণাঃ (যে সকল ব্রাহ্মণ) অস্মৎ-শ্রেয়াংসঃ (আমাদিগ হইতে শ্রেষ্ঠতর) ত্বয়া (তোমাকর্তৃক) তেষাম্ (তাঁহাদের) আসনেন (আসন দান পূর্বক) প্রশ্বসিতব্যম্ (শ্রম অপনোদন করা কর্তব্য)। শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাসহকারে) দেয়ম্ (দান করিবে)—অশ্রদ্ধয়া (অশ্রদ্ধাপূর্বক) অদেয়ম্ (দেওয়া অনুচিত)। শ্রিয়া (ঐশ্বর্যানুরূপ) দেয়ম্। হ্রিয়া (সলজ্জভাবে, অর্থাৎ বিনয়সহকারে) দেয়ম্। ভিয়া (সভয়ে, শাস্ত্রভয়ে) দেয়ম্। সংবিদা (মিত্রভাবে) দেয়ম্। অথ (আর) যদি (যদি) তে (তোমার) কর্মবিচিকিৎসা বা (শ্রৌত বা স্মার্ত কর্মবিষয়ে সংশয়) বৃত্ত-বিচিকিৎসা বা (শ্রৌত বা স্মার্ত আচারবিষয়ে সংশয়) স্যাৎ (উপস্থিত হয়)—। ১।১১।৩

"অপরগুলি অনুষ্ঠেয় নহে। যে সকল ব্রাহ্মণ আমাদিগ হইতে শ্রেষ্ঠতর, তুমি তাঁহাদিগকে আসনাদি দিয়া তাঁহাদের শ্রম দূর করিবে। শ্রদ্ধাসহকারে দান করিবে, অশ্রদ্ধার সহিত করিবে না। সামর্থ্যানুসারে দান করিবে। বিনম্রভাবে দান করিবে। সভয়ে দান করিবে। মিত্রব্যবহার সহকারে দান করিবে। আর যদি কর্ম

সম্বন্ধে তোমার সংশয় উপস্থিত হয়, অথবা আচার সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়, তবে—১।১১।৩

যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্তেরন্। তথা তত্র বর্তেথাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেষু যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। যুক্তা আযুক্তাঃ। অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তেষু বর্তেরন্। তথা তেষু বর্তেথাঃ। এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমু চৈতদুপাস্যম্॥ ১।১১।৪

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে একাদশোঽনুবাকঃ॥

তত্র (সেই দেশে বা কালে) যে ব্রাহ্মণাঃ (যে সকল ব্রাহ্মণ) সম্মর্শিনঃ (বিচারক্ষম) যুক্তাঃ (নিত্যনৈমিত্তিক কর্মপরায়ণ), আযুক্তাঃ (কর্মে ও আচারে স্বতঃপ্রবৃত্ত), অলূক্ষাঃ (অরূক্ষ, অনিষ্ঠুর), ধর্মকামাঃ (অকামহত) [স্যুঃ] (থাকেন) তে (তাঁহারা) তত্র (উক্ত কর্মে বা আচারে) যথা (যে প্রকার) বর্তেরন্ (রত থাকেন) [তুমিও] তত্র (সেই কর্মে বা আচারে) তথা (উক্ত প্রকারে) বর্তেথাঃ (রত থাকিবে)। অথ (আর) অভ্যাখ্যাতেষু (পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের [কাঁহারও আচরণ সম্বন্ধে কেহ অভিযোগ বা সংশয় উপস্থিত করিলে] যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ, যুক্তাঃ, আযুক্তাঃ, অলূক্ষাঃ, ধর্মকামাঃ স্যুঃ, তে তেষু (উক্ত বিষয়াদিতে) যথা বর্তেরন্, তেষু তথা বর্তেথাঃ। এষঃ (ইহাই) আদেশঃ (বিধি); এষঃ (ইহাই) উপদেশঃ (পুত্রাদির প্রতি উপদেশ); এষা (ইহাই) বেদ-উপনিষৎ (বেদের রহস্য), এতৎ (ইহাই) অনুশাসনম্ (ঈশ্বরাজ্ঞা) [কারণ বেদের শাসন ঈশ্বর হইতে আগত]। এবম্ (এই প্রকারে) উপাসিতব্যম্ (সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে), এবম্ উ চ (এই প্রকারেই) এতৎ উপাস্যম্ (এই সমস্ত অনুষ্ঠেয়)। ১।১১।৪

"ঐ সময়ে বা ঐ স্থানে যে সকল বিচারক্ষম, কর্মপরায়ণ, কর্মাদিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত, অক্রূরমতি, ও নিষ্কাম ব্রাহ্মণ থাকিবেন, তাঁহারা ঐ কর্ম বা আচারে যেরূপ নিরত থাকেন, তুমিও উহাতে তদ্রূপই থাকিবে। আবার পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণের কাহারও আচরণে যদি কেহ সংশয় উপস্থিত করে, তবে ঐ কালে বা স্থানে যে সকল বিচারক্ষম, কর্মনিষ্ঠ, কর্মাদিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত, অক্রূরমতি, ও নিষ্কাম ব্রাহ্মণ থাকিবেন, তাঁহারা ঐ সকল বিষয়ে যেরূপ নিরত থাকেন, তুমিও সেইরূপই থাকিবে। ইহাই বিধি, ইহাই উপদেশ, ইহাই বেদের রহস্য, ইহাই ঈশ্বরাজ্ঞা। এই প্রকারে সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে, এই প্রকারেই সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে[১]।" ১।১১।৪

১। শীক্ষাধ্যায়ের মূল বক্তব্য এই—প্রথমে যাহা কর্মের বিরুদ্ধ নয় এমন, সংহিতাদি বিষয়ক উপাসনা বলা হইয়াছে। অনন্তর ব্যাহৃতি অবলম্বনে স্বারাজ্য-লাভজনক সোপাধিক আত্মার উপাসনাও বলা হইয়াছে। ইহাতে সংসারবীজস্বরূপ অবিদ্যার সম্পূর্ণ বিনাশ হয় না বলিয়া পরবর্তী বল্লীতে নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া হইবে।

এই একাদশ অনুবাকের মর্মার্থ এই—পুরুষের সংস্কারের জন্য শ্রৌত ও স্মার্ত কর্ম নিয়মপূর্বক অনুষ্ঠেয়। কারণ সংস্কারদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। অতএব বিদ্যোৎপত্তির জন্য কর্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয়। কর্মের অকরণে বা অনুশাসনাতিক্রমে দোষ অবশ্যম্ভাবী।

দ্বাদশ অনুবাক

শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শন্নো ভবত্বর্যমা। শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে

বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মা-বাদিষম্। ঋতমবাদিষম্। সত্যমবাদিষম্। তন্মামাবীৎ। তদ্বক্তারমাবীৎ। আবীন্মাম্। আবীদ্বক্তারম্॥ ১।১২

ওঁম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ইতি শীক্ষাধ্যায়ে দ্বাদশোঽনুবাকঃ॥

[অন্বয়ার্থ ও অনুবাদাদির জন্য প্রথম অনুবাক দ্রষ্টব্য। পার্থক্য এই যে, এই স্থলে ক্রিয়াগুলির অতীতকালে প্রয়োগ হইয়াছে। যথা]—অবাদিষম্ (বলিয়াছি), আবীৎ (রক্ষা করিয়াছেন)। ১।১২

দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দবল্ল্যধ্যায়

প্রথম অনুবাক

ওঁ শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শন্নো ভবত্বর্যমা। শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্॥ ১

[ওম্ শন্নঃ ইত্যাদির অন্বয়ার্থাদির জন্য শীক্ষাবল্লী প্রথম অনুবাক দ্রষ্টব্য। অতীত বিদ্যার গ্রহণ ও প্রদান বিষয়ে কোনও দোষ হইয়া থাকিলে তাহার প্রশমনের জন্য অতীত অধ্যায়ের শেষে এই শান্তি পঠিত হইয়াছে; এবং অজ্ঞান-বিচ্ছেদক আগামী ব্রহ্মাত্ম-বিদ্যার বিঘ্নবিনাশার্থ এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে ইহা পুনরায় পঠিত হইল। আনন্দাশ্রম সংস্করণে বর্তমান শান্তিটিও শীক্ষাবল্লীর শেষে, অর্থাৎ দুইবার, ছাপা হইয়াছে। কিন্তু ইহা আচার্য শঙ্করের অনুমোদিত বলিয়া মনে হয় না।] ২।১।১

সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ ২

[সহ নাববতু ইত্যাদির অন্বয়ার্থাদি কঠোপনিষদের শান্তিপাঠে দ্রষ্টব্য]

ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাঽভ্যুক্তা—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্।
সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ। তস্যেদমেব শিরঃ। অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ। অয়মাত্মা। ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২।১।৩

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে প্রথমোঽনুবাকঃ ॥

ব্রহ্মবিৎ (যিনি ব্রহ্মকে, অর্থাৎ সর্ববৃহত্তমকে, জানেন, তিনি) পরম্ (নিরতিশয় স্বস্বরূপ পরব্রহ্মকে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন)। তৎ (উক্ত বিষয়ে) এষা (এই [ঋক্ মন্ত্র]) অভ্যুক্তা (কথিত হইয়াছে)—সত্যম্ (সত্য; সর্বদা অব্যভিচারী বা একরূপ) জ্ঞানম্ (অববোধস্বরূপ) অনন্তম্ (অপরিচ্ছিন্ন, সর্বব্যাপী) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) যঃ (যিনি) পরমে ব্যোমন্ (হৃদয়স্থ পরমাকাশে [ছাঃ ৩।১২।৭-৯]) গুহায়াম্ (বুদ্ধিরূপ গুহার মধ্যে) নিহিতম্ (স্থিতস্বরূপে) বেদ (জানেন) সঃ (তিনি) বিপশ্চিতা (সর্বজ্ঞ) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মস্বরূপে) সর্বান্ (নির্বিশেষরূপে সর্বপ্রকার) কামান্ (ভোগ্যবিষয়) সহ (যুগপৎ) অশ্নুতে (উপভোগ করেন) ইতি [মন্ত্রের পরিসমাপ্তিসূচক]। ['ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্'—সমস্ত বল্লীর সূত্র-স্থানীয় এই ব্রাহ্মণবাক্যে সূচিত ও তৎপরবর্তী মন্ত্রে সংক্ষেপে কথিত বিষয়টির বিস্তার করা হইতেছে]—তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ (উক্ত এই) আত্মনঃ (আত্মশব্দ-বাচ্য ব্রহ্ম হইতে

[ছাঃ ৬।৮।৭])" আকাশঃ সম্ভূতঃ (উৎপন্ন হইল) ; আকাশাৎ (আকাশভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতে) বায়ুঃ ; বায়োঃ (বায়ু হইতে) অগ্নিঃ ; অগ্নেঃ (অগ্নি হইতে) আপঃ (জল) ; অদ্ভ্যঃ (জল হইতে) পৃথিবী (মৃত্তিকা) ; পৃথিব্যাঃ (পৃথিবী হইতে) ওষধয়ঃ (ওষধি সকল) ; ওষধীভ্যঃ (ওষধি সকল হইতে) অন্নম্ ; অন্নাৎ (অন্ন হইতে) পুরুষঃ (দেহধারী পুরুষ) [উৎপন্ন হইল]। সঃ বৈ এষঃ পুরুষঃ (উক্ত এই পুরুষ) অন্নরসময়ঃ (অন্নরসের বিকার স্বরূপ)। তস্য (সেই পক্ষিসদৃশ পুরুষের) ইদম্ এব ([স্কন্ধোপরি অবস্থিত] ইহাই) শিরঃ (মস্তক) ; অয়ম্ (ইহা, দক্ষিণ হস্ত) দক্ষিণঃ পক্ষঃ (ডান পাখা) ; অয়ম্ (বাম হস্ত) উত্তরঃ পক্ষঃ (বাম পাখা) ; অয়ম্ (দেহস্কন্দ) আত্মা (দেহমধ্যভাগ) ; ইদম্ (নাভির অধোভাগ) পুচ্ছম্ প্রতিষ্ঠা (অবস্থিতির হেতুভূত পুচ্ছ)। তৎ অপি (উক্ত বিষয়েই) এষঃ শ্লোকঃ ভবতি (এই শ্লোক আছে)—। ২।১।৩

যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি পরব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। উক্ত বিষয়ে এই মন্ত্র আম্নাত হইয়াছে—"সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে[১] হৃদয়স্থ পরমাকাশে বুদ্ধিরূপ গুহার[২] মধ্যে অবস্থিত বলিয়া যিনি দর্শন করেন, তিনি সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম রূপে যুগপৎ সর্বপ্রকার কাম্য বস্তু উপভোগ করেন।" উক্ত এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ, ওষধি সকল হইতে অন্ন, এবং অন্ন হইতে পুরুষ, অর্থাৎ মানুষ, উৎপন্ন হইল[৩]। উক্ত এই পুরুষ অন্নরসের পরিণাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই পুরুষের ইহাই মস্তক, এই দক্ষিণ হস্তই দক্ষিণপক্ষ, এই বাম হস্তই বামপক্ষ, এই দেহস্কন্দই দেহমধ্যভাগ, এই নাভির অধোভাগই অবস্থিতির হেতুভূত পুচ্ছ[৪]। উক্ত বিষয়ে এই একটি শ্লোক আছে—। ২।১।৩

১। এই বাক্যটি ব্রহ্মের লক্ষণ। সত্য—যাহা যদ্রূপে নিশ্চিত হয়, তদ্রূপ পরিত্যাগ না করা; জ্ঞান—জ্ঞপ্তি বা অনুভবমাত্র, জ্ঞানের কর্তাদি নহে;

অনন্ত—দেশ কাল ও বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। এই তিনটিই ব্রহ্মের বিশেষণ এবং তিনটিই পৃথক্ ভাবে ব্রহ্মে অন্বিত হইবে। বিশেষণ বিশেষ্যকে অপর বস্তু হইতে পৃথক্ করে। সত্য-শব্দ বিকারী বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া ব্রহ্মকে সকলের অবিকারী কারণ রূপে নির্দেশ করিতেছে। জ্ঞান-শব্দ কর্তৃত্বাদির ও অনন্ত-শব্দ সসীমত্বের নিষেধ করিতেছে। ব্রহ্ম জ্ঞানবান্ নহেন, জ্ঞানস্বরূপ ; সত্তাবান্ নহেন, সত্তাস্বরূপ।

২। জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা রূপ পদার্থত্রয় বুদ্ধিতে নিগূঢ় আছে—অতএব উহা গুহা। এই বুদ্ধিতেই ব্রহ্ম সুস্পষ্ট উপলব্ধ হন।

৩। সকলেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেও কেবল মানুষই কর্ম ও জ্ঞানের অধিকারী বলিয়া সে বিশেষরূপে উল্লিখিত হইল। অপর সকলে ভোগযোনি মাত্র।

৪। পুরুষকে পক্ষিরূপে কল্পনা করিয়া বর্তমান ও পরবর্তী ৪টি অনুবাকে অন্নময়াদি কোশের বর্ণনা করা হইতেছে। কোশ—তলোয়ারের খাপ। অন্নময়াদি কোশগুলির মধ্যে পর পর সূক্ষ্মতর কোশগুলি, স্থূলতর কোশের অভ্যন্তরে তলোয়ারের ন্যায় রহিয়াছে। সকলের অভ্যন্তরে আছেন প্রত্যগাত্মা।

দ্বিতীয় অনুবাক

অন্নাদ্বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ।
অথো অন্নেনৈব জীবন্তি। অথৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ।
অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে।
সর্বং বৈ তেঽন্নমাপ্নুবন্তি। যেঽন্নং ব্রহ্মোপাসতে।
অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম্। তস্মাৎ সর্বৌষধমুচ্যতে।
অন্নাদ্ভূতানি জায়ন্তে জাতান্যন্নেন বর্ধন্তে।
অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি। তস্মাদন্নং তদুচ্যতে ॥ ইতি।

যাঃ কাঃ চ (নির্বিশেষভাবে যত কিছু) প্রজাঃ (জীবসমূহ) পৃথিবীম্ শ্রিতাঃ (পৃথিবীতে অবস্থিত আছে) [তাহারা সকলেই] অন্নাৎ বৈ (রসরূপে পরিণত অন্ন

হইতেই) প্রজায়ন্তে (জাত হয় [ছাঃ ৬।৫।১]) অথো (অপি চ) অন্নেন এব (অন্নেরই দ্বারা) জীবন্তি (প্রাণ ধারণ করে ও বর্ধিত হয়), অথ (অধিকন্তু) অন্ততঃ (অবশেষে, জীবনশেষে) এনৎ অপিযন্তি (এই অন্নেই লীন হয়) ;—হি (কারণ) অন্নম্ (অন্ন) ভূতানাম্ (প্রাণিবর্গের) জ্যেষ্ঠম্ (অগ্রজ) । তস্মাৎ (এই জন্যই) সর্ব-ঔষধম্ (অন্নকে সকল প্রাণীর ঔষধ, সকল দেহ-যন্ত্রণার নিবারক) উচ্যতে (বলা হয়) । যে (যাঁহারা) অন্নম্ (অন্নকে) ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপে ; জীবের উৎপত্তি, জীবন ও মরণের কারণরূপে) উপাসতে (উপাসনা করেন), তে (তাঁহারা) সর্বম্ (সমস্ত) অন্নম্ বৈ (অন্নই) আপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হন) । [অন্নাত্মার উপাসনায় কেন সর্বান্নপ্রাপ্তি হয়, বলা হইতেছে]—হি (যেহেতু) অন্নম্ ভূতানাম্ জ্যেষ্ঠম্, তস্মাৎ সর্বৌষধম্ উচ্যতে [সুতরাং সর্বান্নপ্রাপ্তি সম্ভবপর]। অন্নাৎ ভূতানি (ভূত সকল) জায়ন্তে। জাতানি (জাত হইয়া) অন্নেন (অন্নের দ্বারা) বর্ধন্তে (বর্ধিত হয়) । [অন্ন-শব্দের ব্যুৎপত্তি এই]—অদ্যতে (ভূতবর্গের দ্বারা ভক্ষিত হয়), চ অত্তি ভূতানি (এবং স্বয়ং ভূতবর্গকে ভক্ষণ করে) তস্মাৎ (সেই জন্য) তৎ (উহা) অন্নম্ উচ্যতে (অন্ন নামে কথিত হয়) । ইতি [অন্নময় কোশের পরিসমাপ্তিসূচক] ।

"যত কিছু জীব আছে, তাহারা সকলে অন্ন হইতে জাত হয়, অন্নের দ্বারা জীবনধারণ করে, এবং জীবনশেষে এই অন্নেই লীন হয় ;—কারণ অন্নই প্রাণিবর্গের অগ্রে জাত হইয়াছিল। এই কারণেই অন্নকে সকল প্রাণীর সর্বৌষধ বলা হয়। যাঁহারা অন্নকে ব্রহ্ম—অর্থাৎ জীবের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের কারণ—স্বরূপে উপাসনা করেন[1] তাঁহারা সমুদয় অন্ন প্রাপ্ত হন। অন্ন ভূতবর্গের অগ্রে জাত বলিয়াই যেহেতু উহাকে সর্বপ্রাণীর ঔষধস্বরূপ বলা হয় (সুতরাং সর্বান্নপ্রাপ্তি হয়)। অন্ন হইতেই ভূতবর্গ জাত হয় এবং জাত হইয়া অন্নের দ্বারা বর্ধিত হয়। উহা ভূতবর্গের দ্বারা ভক্ষিত হয় এবং স্বয়ং ভূতবর্গকে ভক্ষণ করে বলিয়া উহা অন্ন নামে পরিচিত।"

১। এই স্থলে ও পরবর্তী কটি অনুবাকে যে উপাসনা বলা হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ

উপাসনার জন্য নহে ; কিন্তু শরীরাদি অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি দূরীকরণপূর্বক প্রত্যগাত্মাতে বুদ্ধি স্থির করিবার জন্য। ফলের উল্লেখও স্তুতির নিমিত্ত।

তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২।২

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ ॥

তস্মাৎ বা এতস্মাৎ (মন্ত্র ও ব্রাহ্মণে উক্ত এই) অন্নরসময়াৎ (অন্নরসময় পিণ্ড হইতে) অন্যঃ (অতিরিক্ত) [এবং] অন্তরঃ (তাহার অভ্যন্তরে) প্রাণময়ঃ (প্রাণের, অর্থাৎ বায়ুর, পরিণামভূত) আত্মা (আত্মা, অর্থাৎ আত্মরূপে পরিকল্পিত কোশ, আছে)। তেন (সেই প্রাণময় আত্মাদ্বারা) এষঃ (এই অন্নময় আত্মা) পূর্ণঃ (পরিপূর্ণ)। সঃ বৈ এষঃ (সেই এই প্রাণময় আত্মাও) পুরুষবিধঃ এব (হস্তপাদাদিযুক্ত পুরুষেরই মত)। তস্য (অন্নরসময়ের) পুরুষবিধতাম্ অনু (পুরুষাকারের অনুযায়ী [ছাঁচে ঢালা প্রতিমার ন্যায়]) অয়ম্ (এই প্রাণময়ও) পুরুষবিধঃ (পুরুষাকার)। তস্য (সেই প্রাণময়ের) প্রাণঃ এব (প্রাণই, মুখনাসিকার নিঃসারী বায়ুবৃত্তি বিশেষই) শিরঃ (মস্তক রূপে কল্পিত হয়)। ব্যানঃ (ব্যানবায়ু) দক্ষিণঃ পক্ষঃ (দক্ষিণ পক্ষ); অপানঃ (অপানবায়ু) উত্তরঃ পক্ষঃ (বাম পক্ষ); আকাশঃ (সমানাখ্য বায়ু) আত্মা (দেহমধ্যভাগ); পৃথিবী (পৃথিবী, অর্থাৎ শরীরস্থ প্রাণের ধারয়িত্রী, দেবতা) পুচ্ছম্ প্রতিষ্ঠা (স্থিতিসম্পাদক পুচ্ছস্বরূপ [যদ্দ্বারা শরীর ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইত])। তৎ অপি (উক্ত বিষয়েই) এষঃ (এই) শ্লোকঃ ভবতি (শ্লোক আছে)—। ২।২

পূর্বোক্ত এই অন্নরসময় পিণ্ড হইতে পৃথক্, অথচ তাহারই অভ্যন্তরে, বায়ুর পরিণামভূত প্রাণময়কোশ নামক একটি আত্মা[১] আছেন। তদ্দ্বারা অন্নময় কোশ পরিপূর্ণ। সেই প্রাণময় আত্মাও পুরুষাকার। অন্নরসময়ের পুরুষাকারের অনুযায়ী এই প্রাণময়ও পুরুষাকার। সেই প্রাণময়ের প্রাণবায়ুই মস্তক; ব্যানবায়ু দক্ষিণপক্ষ; অপানবায়ু বামপক্ষ; আকাশ, অর্থাৎ সমানবায়ু, আত্মা বা দেহমধ্য-ভাগ; পৃথিবী স্থিতিসম্পাদক পুচ্ছস্বরূপ। উক্ত বিষয়ে এই শ্লোক আছে—। ২।২

১। পরবর্তী কোশ পূর্ববর্তী কোশের সত্য সত্যই আত্মা নহে। অজ্ঞানীর অনুভূতি অবলম্বনে এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মচৈতন্য দ্বারাই এই সকল কোশ আত্মবান্ হইয়া থাকে। অধ্যস্ত পঞ্চ কোশের নিষেধপূর্বক প্রত্যগাত্মার প্রতিপাদন করার উদ্দেশ্যেই এই অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।

তৃতীয় অনুবাক

প্রাণং দেবা অনু প্রাণন্তি। মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যতে।
সর্বমেব ত আয়ুর্যন্তি। যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যতে ॥ ইতি।

দেবাঃ (অগ্ন্যাদি দেবগণ) প্রাণম্ অনু (প্রাণক্রিয়াশক্তিমান্ বায়ুরূপে, প্রাণেরই আত্মভূত হইয়া) প্রাণন্তি (প্রাণক্রিয়াযুক্ত হন) [অথবা—দেবাঃ (ইন্দ্রিয়গণ) প্রাণম্ অনু (মুখ্যপ্রাণের অনুগতরূপে) প্রাণন্তি (স্বকার্য করিয়া থাকে)] চ (এবং) যে (যে সকল) মনুষ্যাঃ (মানুষ) [ও] পশবঃ (পশু) [তাহারাও প্রাণের অধীনেই সক্রিয় হয়]। হি (যেহেতু) প্রাণঃ (প্রাণ) ভূতানাম্ (প্রাণিবর্গের)

আয়ুঃ (জীবন), তস্মাৎ (সেই হেতুবশতঃই) সর্ব-আয়ুষম্ (সকলের আয়ু বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)। যে (যাঁহারা) প্রাণম্ (প্রাণকে) ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপে) উপাসতে (উপাসনা করেন) তে (তাঁহারা) সর্বম্ এব আয়ুঃ (পূর্ণ আয়ু, অর্থাৎ শতবর্ষ) যন্তি (প্রাপ্ত হন)। প্রাণঃ হি ইত্যাদি পূর্ববৎ। ইতি।

"মুখ্যপ্রাণের অধীনরূপেই ইন্দ্রিয়গণ ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে; যত মনুষ্য ও পশু আছে, তাহারাও প্রাণেরই অধীনরূপে ক্রিয়াশীল হয়। কারণ প্রাণই প্রাণিগণের আয়ু। সেই জন্যই প্রাণকে সকলের আয়ু বলা হয়। যাঁহারা প্রাণকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তাঁহারা পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হন। কারণ প্রাণই সর্বভূতের আয়ু বলিয়া তাহাকে সর্বায়ুষ বলা হয়।"

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ। অন্যোঽন্তরঃ আত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব শিরঃ। ঋগ্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সামোত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা। অথর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২।৩

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে তৃতীয়োঽনুবাকঃ ॥

তস্য (সেই) পূর্বস্য (পূর্বোক্ত অন্নরসময়ের) এষঃ এব ([সাক্ষি-প্রত্যক্ষ] ইহাই) শারীরঃ (দেহাধিষ্ঠিত) আত্মা, যঃ (যেটি প্রাণময় কোশ)। [তস্মাৎ হইতে পুরুষবিধঃ পর্যন্ত—পূর্বের ন্যায়]। তস্য (সেই সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণময় বা মনোময়ের) যজুঃ এব (যজুর্বেদই) শিরঃ, ঋক্ দক্ষিণঃ পক্ষঃ, সাম উত্তরঃ পক্ষঃ; আদেশঃ (বেদের ব্রাহ্মণভাগ) আত্মা (দেহমধ্যভাগ); অথর্বাঙ্গিরসঃ (অথর্বা ও

অঙ্গিরা কর্তৃক দৃষ্ট যে সকল মন্ত্র সহায়ে শান্তি ও স্বস্ত্যয়নাদি করা হয় তাহারা) পুচ্ছম্ প্রতিষ্ঠা। তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি—। ২।৩

এই যে প্রাণময়, ইনিই পূর্বোক্ত অন্নময়ের দেহাধিষ্ঠিত আত্মা। উক্ত এই প্রাণময় হইতে অতিরিক্ত অথচ তদভ্যন্তরে মনোময় আত্মা আছেন। সেই মনোময়ের দ্বারা প্রাণময় পূর্ণ। উক্ত মনোময়ও পুরুষাকার। উক্ত প্রাণময়ের পুরুষাকৃতির অনুযায়ীই ইঁহার পুরুষাকৃতি। যজুর্মন্ত্র[1] তাঁহার মস্তক, ঋক্ দক্ষিণপক্ষ, সাম উত্তর-পক্ষ, ব্রাহ্মণভাগ দেহমধ্যভাগ, এবং অথর্ববেদ স্থিতিসম্পাদক পুচ্ছ। ঐ বিষয়ে এই শ্লোক আছে—। ২।৩

১। যজুর্মন্ত্র-বিষয়ক মনোবৃত্তি। ঋগাদি সম্বন্ধেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। তত্তৎ-বিষয়ক বৃত্তিই মনোময়ের অঙ্গ হইতে পারে। যজুর্বেদাদি অঙ্গ হইতে পারে না।

চতুর্থ অনুবাক

যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচন ॥ ইতি।

[যে মনোময় আত্মাকে] অপ্রাপ্য (বিষয় করিতে না পারিয়া) মনসা সহ (মনোবৃত্তির সহিত) বাচঃ (বাক্য সকল) যতঃ (যাঁহা হইতে) নিবর্তন্তে (নিবৃত্ত হয়) [সেই] ব্রহ্মণঃ আনন্দম্ (ব্রহ্মের আনন্দকে, অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ আনন্দকে) বিদ্বান্ (জানিয়া) কদাচন (কখনও) ন বিভেতি (ভয় প্রাপ্ত হন না) ইতি।

"যে মনোময় আত্মাকে বিষয় করিতে না পারিয়া মনোবৃত্তির সহিত বাক্য সকল তাঁহা হইতে ফিরিয়া আসে[1], সেই ব্রহ্মানন্দকে[2] জানিলে কখনও ভয় হয় না[3]।"

১। মন ও বাক্য আপনি আপনাকে বিষয় করিতে পারে না ; কারণ ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ।

২। মন ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের সাধন ; এই জন্য মনোময় আত্মাতে ব্রহ্মত্ব আরোপ করিয়া এইরূপ বলা হইয়াছে।

৩। 'কদাচন' শব্দ দ্বারা এখানে কেবল ভয়ের নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু পরে ব্রহ্মের স্বরূপ-বিষয়ক উক্ত মন্ত্রে (৭।৯) 'কুতশ্চন' শব্দ প্রয়োগ করিয়া ভয়ের নিমিত্তকেও দূর করা হইয়াছে।

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষ-বিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ। ঋতং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ। যোগ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ২।৪

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে চতুর্থোঽনুবাকঃ॥

[তস্য হইতে পুরুষবিধঃ—পূর্বের ন্যায়]। মনোময়াৎ (পূর্বোক্ত মনোময় আত্মা হইতে) বিজ্ঞানময়ঃ (বুদ্ধি, অর্থাৎ বেদার্থ-বিষয়ক এবং লৌকিক-বিজ্ঞান-বিষয়ক, নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি সকলের দ্বারা নিষ্পাদিত বিজ্ঞানময় কোশ)। তস্য (উক্ত) (বিজ্ঞানময়ের) শ্রদ্ধা এব (আস্তিক্য-বুদ্ধিই) শিরঃ (মস্তক) ; ঋতম্ (শাস্ত্রার্থ-বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান) দক্ষিণঃ পক্ষঃ (দক্ষিণপক্ষ), সত্যম্ (যথাযথ বাক্য ও আচার) উত্তরঃ পক্ষঃ (বাম পক্ষ) ; যোগঃ (সমাধি) আত্মা (দেহমধ্যভাগ) ; মহঃ (প্রথমোৎপন্ন মহত্তত্ত্ব) পুচ্ছম্ প্রতিষ্ঠা (স্থিতিসম্পাদক পুচ্ছস্থানীয়)। তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি—। ২।৪

এই যে মনোময় ইনিই পূর্বোক্ত প্রাণময়ের দেহাধিষ্ঠিত আত্মা। উক্ত এই মনোময় হইতে অতিরিক্ত অথচ অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় আত্মা আছেন। সেই বিজ্ঞানময়ের দ্বারা মনোময় পূর্ণ। সেই

বিজ্ঞানময়ও পুরুষাকার। সেই মনোময়ের পুরুষাকৃতির অনুযায়ী ইহারও পুরুষাকৃতি। শ্রদ্ধাই তাঁহার মস্তক, শাস্ত্রের যথার্থ জ্ঞান দক্ষিণপক্ষ, যথার্থ কথন ও আচরণ বামপক্ষ, সমাধি দেহ-মধ্যভাগ, এবং মহত্তত্ত্বই স্থিতিসম্পাদক পুচ্ছস্বরূপ। উক্ত বিষয়ে এই শ্লোক আছে—। ২।৪

পঞ্চম অনুবাক

বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে। কর্মাণি তনুতেঽপি চ।
বিজ্ঞানং দেবাঃ সর্বে। ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে।
বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ। তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি।
শরীরে পাপ্মনো হিত্বা। সর্বান্ কামান্ সমশ্নুতে॥ ইতি।

বিজ্ঞানম্ (বুদ্ধি) যজ্ঞম্ (যজ্ঞ) তনুতে (—তনোতি, বিস্তার করে, যজ্ঞের প্রয়োজক হয়) [অর্থাৎ সদ্বুদ্ধি দ্বারা উদ্বোধিত হইয়া লোকে শ্রদ্ধাপূর্বক যজ্ঞ করে]; অপি চ (অধিকন্তু) কর্মাণি (বৈদিক, স্মার্ত, ও লৌকিক কর্ম) তনুতে (বিস্তার করে)। সর্বে দেবাঃ (বাগাদি ও অগ্ন্যাদি সকল দেবতা) জ্যেষ্ঠম্ (অগ্রজ অথবা সর্ববৃত্তির মূলীভূত) বিজ্ঞানম্ ব্রহ্ম (বুদ্ধিস্বরূপ ব্রহ্মকে, হিরণ্যগর্ভকে) উপাসতে (উপাসনা করিয়া থাকেন)। বিজ্ঞানম্ ব্রহ্ম (বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে) চেৎ (যদি) বেদ (জানেন), [এবং] তস্মাৎ (সেই বিজ্ঞানব্রহ্মের উপাসনা হইতে) চেৎ (যদি) ন প্রমাদ্যতি (প্রমাদযুক্ত না হন, অন্নময়াদিতে আত্মবুদ্ধি না করেন) [তবে] শরীরে (দেহমধ্যেই) পাপ্মনঃ ([শরীরাভিমান হইতে উৎপন্ন] পাপসমূহকে) হিত্বা (ত্যাগ করিয়া) [বিজ্ঞানময় আত্মা রূপে, হিরণ্যগর্ভরূপে] সর্বান্ (সমুদয়) কামান্ (কাম্য বিষয়) সমশ্নুতে (সম্যক্ উপভোগ করেন) ইতি।

"বিজ্ঞানই যজ্ঞের বিস্তার করে, অর্থাৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, এবং কর্ম সকলেরও বিস্তার করে। অখিল দেবগণ সর্বজ্যেষ্ঠ রূপীভূত বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করেন। কেহ যদি বিজ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মকে জানেন এবং উক্ত উপাসনা-বিষয়ে যদি অনবহিত না হন, তবে তিনি দেহাভিমানজনিত পাপসমূহকে দেহমধ্যেই ত্যাগ করিয়া (বিজ্ঞানময় আত্মা রূপে) সমুদয় কাম্য বস্তু ভোগ করেন।"

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২।৫

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে পঞ্চমোঽনুবাকঃ ॥

[তস্য হইতে পুরুষবিধঃ পর্যন্ত পূর্বের ন্যায়]। [আনন্দ, অর্থাৎ বিদ্যা ও কর্মের ফল; তাহার বিকার আনন্দময়]। তস্য (সেই আনন্দময়ের) প্রিয়ম্ এব (পুত্রাদি ইষ্ট বিষয়ের দর্শনজনিত প্রীতি) শিরঃ; মোদঃ (ইষ্টলাভজনিত হর্ষ) দক্ষিণঃ পক্ষঃ; প্রমোদঃ (ইষ্টলাভজনিত প্রকৃষ্ট হর্ষ) উত্তরঃ পক্ষঃ; আনন্দঃ (সুখ-সামান্য) আত্মা (দেহমধ্যভাগ); ব্রহ্ম (অদ্বৈত পরম ব্রহ্মই) পুচ্ছম্ প্রতিষ্ঠা। তৎ অপি ([অবিদ্যাসম্ভূত দ্বৈতের অতীত ব্রহ্ম যে সকলের কারণরূপে বিদ্যমান আছেন] সেই বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ ভবতি—। ২।৫

এই বিজ্ঞানময় পূর্বোক্ত মনোময়ের দেহাধিষ্ঠিত আত্মা। উক্ত এই বিজ্ঞানময় হইতে অতিরিক্ত অথচ তাঁহারই অভ্যন্তরে

আনন্দময়[1] আত্মা আছেন। উক্ত আনন্দময়ের দ্বারা এই বিজ্ঞানময় পূর্ণ। আনন্দময়ও পুরুষাকার। বিজ্ঞানময়ের পুরুষাকৃতির অনুগামীই ইঁহার পুরুষাকৃতি। ইষ্টদর্শনজনিত হর্ষ তাঁহার মস্তক, ইষ্টলাভজনিত সুখ তাঁহার দক্ষিণ পক্ষ, ইষ্টলাভজনিত সুখের আতিশয্য তাঁহার উত্তর পক্ষ, সুখসামান্য[2] তাঁহার দেহমধ্যভাগ, অদ্বৈত ব্রহ্ম তাঁহার প্রতিষ্ঠাবিধায়ক পুচ্ছ[3]। এই বিষয়ে এই শ্লোক আছে—। ২।৫

১। অন্নময়াদি-শব্দের ন্যায় আনন্দময়-শব্দেও বিকারার্থক ময়ট্-প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়াছে। আনন্দ—(এখানে) উপাসনা ও কর্মের ফল। সেই ফলের পরিণতিই আনন্দময়। অতএব আনন্দময় মুখ্য আত্মা নহেন। ব্রঃ সূঃ ১।১।১২

২। প্রিয় মোদ প্রভৃতিতে অনুস্যূত সর্বসাধারণ সুখ।

৩। পঞ্চকোশের প্রকরণে ইহাই দেখান হইল যে, ব্রহ্মই সকলের আত্মা, ব্যাপক, কারণ, এবং অধিষ্ঠান। প্রাণময়, অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট, কোশ ব্যতিরেকে স্থূলদেহের কার্য অসম্ভব। মনোময় কোশ বা অনিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞানশক্তি দ্বারা প্রাণ চালিত হয়। ঐ মনও আবার নিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞানশক্তি-রূপ বুদ্ধির অধীন বুদ্ধি আবার সুখপরতন্ত্র।

ষষ্ঠ অনুবাক

অসন্নেব স ভবতি। অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ। সন্তমেনং ততো বিদুঃ ॥ ইতি।

[কেহ] চেৎ (যদি) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) অসৎ (অবিদ্যমান) ইতি (এইরূপ) বেদ (জানে) [তবে] সঃ (সে) অসন্ এব (অসত্তাময়, অর্থাৎ পুরুষার্থের সহিত সম্বন্ধশূন্যই) ভবতি (হয়)। [কেহ] চেৎ (যদি) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) অস্তি

(বিজ্ঞান আছেন) ইতি (ইহা) বেদ (জানেন) [তবে] ততঃ (সেই অস্তিত্ব-জ্ঞান-হেতু) এনম্ (ইঁহাকে) [ব্রহ্মবিদ্‌গণ] সন্তম্ (সত্যস্বরূপ, অর্থাৎ পরব্রহ্মের সহিত একীভূত, বলিয়া) বিদুঃ (জানেন) ইতি।

"ব্রহ্মকে যে অসৎ বলিয়া মনে করে, সে অসৎসমই হইয়া থাকে ; আর যদি কেহ ব্রহ্মকে সৎস্বরূপে জানেন, তবে (ব্রহ্মবিদ্‌গণ) তাঁহাকে সত্যস্বরূপ বলিয়াই উল্লেখ করেন।"

তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য। অথাতোঽনুপ্রশ্নাঃ—উতাবিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চন গচ্ছতী৩ ? আহো বিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চিৎ সমশ্নুতা৩ উ ?

তস্য পূর্বস্য (পূর্বোক্ত সেই বিজ্ঞানময়ের) এষঃ এব ([সাক্ষি-প্রত্যক্ষ] ইহাই) শারীরঃ আত্মা (দেহাধিষ্ঠিত আত্মা) যঃ (যিনি আনন্দময়)। অতঃ ([যেহেতু ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াতীত এবং সর্বসাধারণ, অতএব তাঁহার অস্তিত্ববিষয়ে সংশয় হইতে পারে] সুতরাং) অথ (ইহার পরে) অনুপ্রশ্নাঃ (গুরুর উপদেশ অনুসরণ করিয়া শিষ্যকর্তৃক প্রশ্ন করা হইতেছে)—কঃ চন (কোনও) অবিদ্বান্ (অজ্ঞানী) প্রেত্য (দেহত্যাগান্তে) অমুম্ লোকম্ (পরমাত্মার সকাশে) উত গচ্ছতি (গমন করে কি) ? আহো (অথবা) কঃ চিৎ (কোনও) বিদ্বান্ (বিদ্বান্) প্রেত্য (দেহান্তে) অমুম্ লোকম্ (পরমাত্মাকে) উ সমশ্নুতে (লাভ করে কি) ? [৩ প্লুতির সূচক]।

এই আনন্দময়ই পূর্বোক্ত বিজ্ঞানময়ের দেহাধিষ্ঠিত আত্মা। ব্রহ্মসম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হওয়ায়[১], অনন্তর গুরুর উপদেশ অনুসরণ করিয়া প্রশ্ন করা হইতেছে—অজ্ঞানী কি দেহাবসানে পরমাত্মাকে লাভ করেন[২], কিংবা করেন না[৩] ? অথবা বিদ্বান্‌ই কি দেহান্তে পরমাত্মাকে লাভ করেন, কিংবা করেন না[৪] ?

১। ব্রহ্ম নির্বিশেষ ; সুতরাং আছেন কি না, তাহা ঠিক করা কঠিন। অধিকন্তু তিনি সর্বব্যাপী বলিয়া সর্বব্যবহারের বিষয় হওয়া উচিত, অথচ তাহা উপলব্ধ হয় না। সুতরাং সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

২। ব্রহ্ম সর্বত্র বিদ্যমান এবং সকলের পক্ষে সমান ; সুতরাং অবিদ্বান্‌ও তাঁহাকে পাইতে পারে, এই মনে করিয়া এই প্রশ্ন।

৩। মূলে এই অংশ নাই, কিন্তু 'অনুপ্রশ্নাঃ' শব্দে বহুবচন থাকায় গৃহীত হইল। অথবা প্রসঙ্গক্রমে প্রশ্নগুলি অন্যরূপেও উত্থাপিত হইতে পারে বলিয়াই বহুবচন :—পূর্বশ্লোকে সৎ ও অসতের কথা বলা হইয়াছে—"ব্রহ্ম সৎ না অসৎ ?"—ইহাই প্রথম প্রশ্ন। "বিদ্বানের ন্যায় অবিদ্বান্‌ও কি তাঁহাকে পান ?"—ইহা ২য় প্রশ্ন। অথবা "পান না ?"—ইহা ৩য় প্রশ্ন।

৪। ব্রহ্ম পক্ষপাতশূন্য। সুতরাং অবিদ্বান্ তাঁহাকে না পাইলে বিদ্বানেরও পাওয়া অনুচিত—এই মনে করিয়া এই প্রশ্নদ্বয়।

সোঽকাময়ত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপো-ঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা। তদেবানুপ্রাবিশৎ।

সঃ (সেই পরমাত্মা) অকাময়ত (কামনা করিলেন)—বহু (অনেক প্রকার) স্যাম্ (হইব), প্রজায়েয় (উৎপন্ন হইব) ইতি (এই কথা)। সঃ (তিনি) তপঃ অতপ্যত (জ্ঞান, অর্থাৎ সৃজ্যমান জগতের রচনা-বিষয়ে আলোচনা, করিলেন)। সঃ (তিনি) তপঃ তপ্ত্বা (সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা করিয়া) ইদম্ (এই) সর্বম্ (সমুদয়)—যৎ ইদম্ কিম্ চ (এই যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়)—অসৃজত (সৃষ্টি করিলেন)। তৎ (সেই সমস্ত) সৃষ্ট্বা (সৃষ্টি করিয়া) তৎ এব (সেই সকলের মধ্যে) অনুপ্রাবিশৎ (অনুপ্রবেশ করিলেন)।

সেই পরমাত্মা এই কামনা, অর্থাৎ চিন্তা, করিলেন, "আমি বহু হইব, আমি উৎপন্ন হইব।" তিনি সৃষ্টিবিজ্ঞান-বিষয়ে আলোচনা

করিলেন। তিনি জ্ঞানালোচনা করিয়া এই যাহা কিছু তৎসমুদয়ই সৃষ্টি করিলেন। উহা সৃষ্টি করিয়া তিনি উহাতে প্রবেশ করিলেন।

তদনু প্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তং চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ২।৬

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ॥

সত্যম্ ([পারমার্থিক] সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম) তৎ (সেই কার্যমধ্যে) অনুপ্রবিশ্য (প্রবেশ করিয়া) সৎ চ (মূর্ত, অর্থাৎ স্থূল বা প্রত্যক্ষ) ত্যৎ চ (এবং অমূর্ত, অর্থাৎ সূক্ষ্ম বা অপ্রত্যক্ষ), নিরুক্তম্ চ অনিরুক্তম্ চ (দেশকালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এবং অপরিচ্ছিন্ন) নিলয়নম্ চ অনিলয়নম্ চ (আশ্রয়স্বরূপ এবং অনাশ্রয়স্বরূপ), বিজ্ঞানং (চেতন) চ (এবং) অবিজ্ঞানং চ (অচেতন), সত্যম্ চ অনৃতম্ চ ([আপেক্ষিক বা ব্যাবহারিক] সত্য ও মিথ্যা) অভবৎ (হইলেন)—যৎ ইদম্ কিম্ চ (এই যাহা কিছু তৎসমুদয়ই) অভবৎ। তৎ (সেই জন্য; ব্রহ্মই সৎ ও ত্যদাদি রূপে একত্রিত হইয়াছেন এবং ব্রহ্মভিন্ন জগতের সত্তা নাই বলিয়া) [ব্রহ্মকে] সত্যম্ ইতি (সত্যস্বরূপে) আচক্ষতে ([ব্রহ্মবিদ্‌গণ] বলেন)। তদপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি—। ২।৬

সেই কার্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম মূর্ত ও অমূর্ত, পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন, আশ্রয়স্বরূপ ও অনাশ্রয়স্বরূপ, চেতন ও জড়, এবং সত্য ও মিথ্যা—এই যাহা কিছু তৎসমুদয়ই হইলেন। সেই জন্যই ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে সত্য বলিয়া থাকেন। এই বিষয়েই একটি শ্লোক আছে—। ২।৬

সপ্তম অনুবাক

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।
তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যতে ॥ ইতি।

ইদম্ (এই নামরূপাকারে ব্যাকৃত, অর্থাৎ অভিব্যক্ত, জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) অসৎ বৈ (অবিকৃত ব্রহ্মরূপেই) আসীৎ (ছিল) ; ততঃ বৈ (সেই অব্যাকৃতনামরূপ ব্রহ্ম হইতেই) সৎ (নামরূপাভিব্যক্ত জগৎ) অজায়ত (উৎপন্ন হইল)। তৎ (সেই অসৎশব্দবাচ্য ব্রহ্ম) স্বয়ম্ (নিজেই) আত্মানম্ (আপনাকে) অকুরুত ([এইরূপ] করিয়াছিলেন) ; তস্মাৎ (সেই জন্য) তৎ (সেই ব্রহ্মই) সুকৃতম্ (স্বয়ংকর্তা) উচ্যতে (কথিত হন)। [অথবা—ব্রহ্মই যেহেতু সকলের কারণ অতএব তিনিই সুকৃতম্ (পুণ্যস্বরূপ)] ইতি।

"এই অভিব্যক্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অব্যাকৃতনামরূপ ব্রহ্মই ছিল। সেই অসৎশব্দবাচ্য ব্রহ্ম হইতেই ব্যাকৃত জগৎ উৎপন্ন হইল। তিনি নিজেই নিজেকে এইরূপ করিয়াছিলেন; সেইজন্য তাঁহাকে সুকৃত বা স্বয়ং-কর্তা বলা হয়[১]।"

১। চেতন কারণ ব্যতীত জগতের উৎপত্তি অসম্ভব এবং পুণ্যফলদাতা ব্যতীত পুণ্যফল অসম্ভব; অতএব স্থির হইল যে, সৎস্বরূপ ব্রহ্ম আছেন।

যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা

হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ২।৭

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে সপ্তমোঽনুবাকঃ॥

যৎ বৈ (যাহাই) তৎ সুকৃতম্ (সেই স্বয়ংকর্তা ব্রহ্ম) সঃ বৈ (তিনিই) রসঃ (রসস্বরূপ, অর্থাৎ আনন্দপ্রদ বস্তু স্বরূপ)। অয়ম্ (এই জীব) রসম্ হি এব (রসকেই) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) আনন্দী (সুখী) ভবতি (হয়)। [ব্রহ্ম আছেন, কেন না] যৎ (যদি) আকাশে (পরমব্যোমরূপ হৃদয়গুহাতে) এষঃ (এই নিত্যোপলব্ধ) আনন্দঃ (আনন্দ) ন স্যাৎ (না থাকেন) [তবে] কঃ হি এব ([এই লোকে] কেই বা) অন্যাৎ (অপানব্যাপার করিবে), কঃ প্রাণ্যাৎ (কে প্রাণক্রিয়া করিবে)? [ব্রহ্ম আছেন] হি (কারণ) এষঃ এব (এই পরমাত্মাই) আনন্দয়াতি (=আনন্দয়তি, আনন্দিত করিয়া থাকেন)। [ব্রহ্ম আছেন] হি (কারণ) যদা এব (যখনই) এষঃ (এই সাধক) এতস্মিন্ (এই) অদৃশ্যে (দর্শনাতীত, অর্থাৎ দ্রষ্টব্য এবং বিকারী বস্তু হইতে ভিন্ন), অনাত্ম্যে (অশরীর), অনিরুক্তে (অনির্বাচ্য), অনিলয়নে (নিরাধার) [ব্রহ্মে] অভয়ম্ (নির্ভীকরূপে, অথবা অভয়াম্—অভয়) প্রতিষ্ঠাম্ (স্থিতি, অর্থাৎ আত্মভাব) বিন্দতে (লাভ করে,) অথ (সেই সময়ে) সঃ (সেই সাধক) অভয়ম্ গতঃ (অভয়প্রাপ্ত, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত) ভবতি (হয়)। [ব্রহ্ম আছেন] হি (কারণ) যদা এব (যখনই) এষঃ (এই অবিদ্বান্) এতস্মিন্ (এই ব্রহ্মে) উৎ অরম্ (অল্পমাত্রও) অন্তরম্ (ছিদ্র, ভেদদর্শন) কুরুতে (করে) অথ (তখন সেই ভেদদর্শনহেতু) তস্য (তাহার) ভয়ম্ (ভয়) ভবতি (হয়)। তু (কিন্তু) অমন্বানস্য (অবিবেকী, অদ্বৈতজ্ঞানহীন) বিদুষঃ (প্রাকৃত ভেদজ্ঞানীর পক্ষে) তৎ এব (সেই ব্রহ্মই) ভয়ম্ (ভয়কারণ হন)। তৎ অপি এষঃ শ্লোকঃ ভবতি—। ২।৭

যিনিই স্বয়ং-কর্তা তিনিই রসস্বরূপ। এই জীব সেই রসকে লাভ করিয়াই আনন্দিত হয়। হৃদয়গুহাতে যদি এই অপরোক্ষ আনন্দ

না থাকিতেন, তবে কেই বা অপানক্রিয়া করিত, আর কেই বা প্রাণক্রিয়া করিত[২] ? (ব্রহ্ম আছেন), কারণ যখনই সাধক এই দর্শনাতীত, অশরীর, অনির্বাচ্য, নিরাধার বস্তুতে নির্ভীকরূপে স্থিতি লাভ করে তখনই সে অভয় প্রাপ্ত হয়। (ব্রহ্ম আছেন), কারণ যখনই অবিদ্বান্ ব্যক্তি এই ব্রহ্মে অল্পমাত্রও ভেদদর্শন করে তখনই তাহার ভয় হয়। এই অভয় ব্রহ্মই কিন্তু অদ্বৈতজ্ঞানহীন ভেদজ্ঞানীর পক্ষে ভয়ের কারণ হন[৩]। এই বিষয়েই একটি শ্লোক আছে—। ২।৭

১। জীবের আনন্দ আছে ; অতএব আনন্দকারণ ব্রহ্ম আছেন।

২। সংহত শরীরেন্দ্রিয় পরার্থেই চেষ্টা করে। অতএব ব্রহ্ম আছেন।

৩। বিদ্বানের পক্ষে যিনি অভয়ের কারণ এবং অবিদ্বানের পক্ষে ভয়ের কারণ, তিনি অবশ্যই আছেন। যদিও ব্রহ্ম একমাত্র শ্রুতি হইতেই অবগম্য, তথাপি শ্রুতির পরিপোষক যুক্তিও আছে। ইহাই বুঝাইবার জন্য পর পর কয়েকটি অনুমান দেখান হইল।

অষ্টম অনুবাক

ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্যঃ।
ভীষাঽস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ইতি।

অস্মাৎ (এই ব্রহ্ম হইতে) ভীষা (ভয় উৎপন্ন হওয়ায়) বাতঃ (বায়ু) পবতে (প্রবাহিত হন) ; ভীষা সূর্যঃ (সূর্য) উদেতি (উদিত হন) ; অস্মাৎ ভীষা (ইহার ভয়ে ভীত হইয়াই) অগ্নিঃ চ ইন্দ্রঃ চ (অগ্নি এবং ইন্দ্র), পঞ্চমঃ মৃত্যুঃ (পঞ্চম স্থানীয় যম) ধাবতি (ধাবিত হন, স্বকার্যে প্রবৃত্ত হন)। ইতি।

"ঐ ব্রহ্মেরই ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হন; ভয়ে সূর্য উদিত হন; ইঁহারই ভয়ে অগ্নি ও ইন্দ্র এবং পঞ্চমস্থানীয় যম স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হন[১]।"

১। মরণশীল সকল জীবের অন্তরেই ভয় আছে; এবং সকলেই অভয়ের ভিখারী; অতএব সকল ভয়ের নিদান ভয়াতীত ব্রহ্ম আছেন। কঃ ২।৩।৩

সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্যাৎ সাধুযুবাঽধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দৃঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ।—২।৮।১

আনন্দস্য (ব্রহ্মানন্দের) সা এষা (এই সুবিদিত) মীমাংসা (বিচার, স্বরূপনির্ণয়) ভবতি (হইতেছে)—যুবা স্যাৎ (বয়সে কেহ যদি যুবা হয়), সাধুযুবা ([সে যদি] সচ্চরিত্র যুবা বা অকামহত হয়), অধ্যায়কঃ (শ্রোত্রিয়, অধীতবেদ), আশিষ্ঠঃ (সর্বোত্তম শাসক, সম্রাট্), দৃঢ়িষ্ঠঃ (দৃঢ়তম কায়াদি যুক্ত), বলিষ্ঠঃ (বলবত্তম) [হয়, আর যদি] বিত্তস্য (= বিত্তেন, উপভোগ্য বস্তু সকলের দ্বারা) পূর্ণা (পরিপূর্ণ) ইয়ম্ (এই) সর্বা (সমগ্র) পৃথিবী (ক্ষিতিমণ্ডল) তস্য (তাহার) স্যাৎ (হয়)—[তবে তাহার যে আনন্দ] সঃ (উক্ত আনন্দ) একঃ (একটি) মানুষঃ আনন্দঃ (মানুষের পক্ষে সম্ভাব্য প্রকৃষ্ট বা সর্বোত্তম আনন্দ)। তে যে (সেই যে) শতম্ (শতগুণিত) মানুষাঃ আনন্দাঃ—। ২।৮।১

উক্ত ব্রহ্মানন্দের এই সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসা হইতেছে—কেহ যদি বয়সে যুবা হয় এবং শুধু যুবা নয়, সে যদি সাধু যুবা, অধীতবেদ, সর্বোত্তম শাসক, সুদৃঢ় শরীরযুক্ত, ও বলবত্তম হয়, এবং যদি বিত্তে পরিপূর্ণ সমগ্র ধরণীই তাহার হয়, তবে তাহার যে আনন্দ উহাই

মানুষের পক্ষে প্রকৃষ্টতম আনন্দ। মানুষেরই সেই আনন্দ শতগুণিত হইলে—। ২।৮।১

১। ব্রহ্মানন্দ লৌকিক আনন্দের সদৃশ অথবা নির্বিষয় আনন্দ—ইহাই বিচার্য।

স একো মনুষ্যগন্ধর্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্বাণামানন্দাঃ। স একো দেবগন্ধর্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবগন্ধর্বাণামানন্দাঃ। স একঃ পিতৃণাং চিরলোক-লোকানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দাঃ। স এক আজান-জানাং দেবানামানন্দঃ।—২।৮।২

সঃ (উহা, শতগুণ মানুষ-আনন্দ) মনুষ্যগন্ধর্বাণাম্ (যে সকল মানুষ কর্ম ও উপাসনা সহায়ে গন্ধর্ব হইয়াছেন তাঁহাদের) একঃ আনন্দঃ; অকামহতস্য ([মানবীয় বিষয়-ভোগের] বাসনা-রহিত) শ্রোত্রিয়স্য চ (বেদজ্ঞেরও) [উহা একটি আনন্দ]। দেবগন্ধর্বাণাম্ (যাঁহারা জাতিতেই গন্ধর্ব তাঁহাদের)। চিরলোকলোকানাম্ (চিরস্থায়ী লোকাধিষ্ঠিত) পিতৃণাম্ (পিতৃগণের)। আজা-নজানাং দেবানাম্ (স্মার্তকর্মের উৎকর্ষহেতু যাঁহারা দেবরূপে জন্মিয়াছেন তাঁহাদের) [অপরাংশ পূর্বের ন্যায়]। ২।৮।২

—মনুষ্যগন্ধর্বদিগের এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটি আনন্দ হয়। মনুষ্যগন্ধর্বদিগের উক্ত আনন্দ শতগুণিত হইলে দেবগন্ধর্ব-দিগের এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটি আনন্দ হয়। দেবগন্ধর্ব-গণের সেই আনন্দ শতগুণিত হইলে চিরলোকবাসী পিতৃগণের এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটি আনন্দ হয়। চিরলোকবাসী পিতৃগণের

সেই আনন্দ শতগুণিত হইলে আজানজ দেবগণের একটি আনন্দ হয়— ২।৮।২

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ। স একঃ কর্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ। যে কর্মণা দেবানপিযন্তি। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং কর্মদেবানাং দেবানামানন্দাঃ। স একো দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ। স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ।—২।৮।৩

কর্মদেবানাম্ দেবানাম্ (কর্মদেব দেবগণের) [অর্থাৎ] যে (যাঁহারা) কর্মণা (বৈদিক কর্মদ্বারা) দেবান্ অপিযন্তি (দেবত্ব প্রাপ্ত হন)। দেবানাম্ (যজ্ঞাহুতি-ভোজী তেত্রিশ জন দেবতার)। ইন্দ্রঃ (দেবরাজ)। ২।৮।৩

—অকামহত শ্রোত্রিয়েরও[১] অনুরূপ আনন্দ হয়। আজানজ দেবগণের সেই আনন্দ শতগুণ বর্ধিত হইলে কর্মদেব দেবগণের, অর্থাৎ যাঁহারা বৈদিক কর্মমাত্রের দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন তাঁহাদের, এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটি আনন্দ হয়। কর্মদেব দেবগণের সেই আনন্দ শতগুণিত হইলে দেবগণের এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটি আনন্দ হয়। দেবগণের সেই আনন্দ শতগুণিত হইলে ইন্দ্রের একটি আনন্দ হয়— ২।৮।৩

১। পুনঃ পুনঃ এই দুইটি শব্দের প্রয়োগে ইহাই বুঝাইতেছে যে, বিভিন্ন যোনিতে ভোগবাসনা যত হ্রাস হইবে, আনন্দ ততই বর্ধিত হইবে। এমন কি, যত প্রকার আনন্দ আছে তাহা অকামহত ব্যক্তি শুধু বাসনাত্যাগের দ্বারা পাইতে পারেন—তাঁহার পক্ষে অন্য লোকে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। যিনি শ্রোত্রিয়

যিনিই [illegible] করিয়া উক্ত [illegible] পান, তিনিই আবার অকামহত হইলে নিরতিশয় সুখের অধিকারী হন। যিনি বেদের শাখাবিশেষ অক্ষরের সহিত কিংবা অঙ্গের সহিত অধ্যয়ন করিয়া ষট্‌কর্মে নিরত আছেন, সেই ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণই শ্রোত্রিয়।"

শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ। স একো বৃহস্পতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং বৃহস্পতেরানন্দাঃ। স একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ। স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্য। চাকামহতস্য। ২।৮।৪

বৃহস্পতেঃ (দেবগুরু বৃহস্পতির)। প্রজাপতেঃ (ত্রৈলোক্যশরীরী বিরাটের)। ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার, সমষ্টিব্যষ্টিরূপ সংসার-মণ্ডল-ব্যাপী হিরণ্যগর্ভের)। ২।৮।৪

—অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দও তদনুরূপ। ইন্দ্রের সেই আনন্দ শতগুণিত হইলে বৃহস্পতি ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটি আনন্দ হয়। বৃহস্পতির সেই আনন্দ শতগুণিত হইলে প্রজাপতি ও অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটি আনন্দ হয়। প্রজাপতির সেই আনন্দ শতগুণিত হইলে ব্রহ্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের, এবং অকামহত শ্রোত্রিয়ের একটি আনন্দ হয়[1]। ২।৮।৪

১। হিরণ্যগর্ভ ও তদুপাসকের আনন্দই সংসারমণ্ডলে সর্বোৎকৃষ্ট। উহাও বিষয়-বিষয়ি-বিভাগ শূন্য পরমানন্দে একীভূত হয়। ইহাই আনন্দের মীমাংসা। বৃঃ ৪।৩।৩২-৩৩

স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ। স য এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২।৮।৫

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে অষ্টমোঽনুবাকঃ ॥

[পূর্বোক্ত মীমাংসার ফলের উপসংহার হইতেছে]—সঃ (পূর্বোক্ত অনুপ্রবিষ্ট) যঃ চ অয়ম্ (এই যিনি প্রত্যক্‌রূপে) পুরুষে (পঞ্চকোশাত্মক পুরুষের হৃদয়গুহার মধ্যে), যঃ চ অসৌ (আর ঐ যিনি অকামহত শ্রোত্রিয়ের প্রত্যক্ষ পরমানন্দ) আদিত্যে (সূর্যমণ্ডল-মধ্যে অবস্থিত), সঃ (তিনি) একঃ (অভিন্ন) [তৈঃ ২।১।৩]। যঃ (যে কেহ) এবংবিৎ (এবম্প্রকার সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ব্রহ্মকে জানেন) সঃ (তিনি) অস্মাৎ লোকাৎ (এই লোক, অর্থাৎ দৃষ্টাদৃষ্ট ভোগরাজ্য, হইতে) প্রেত্য (প্রত্যাবৃত্ত, নিরপেক্ষ হইয়া) এতম্ (এই) অন্নময়ম্ (অন্নময়) আত্মানম্ (আত্মাকে) উপসংক্রামতি (সমীপস্থরূপে সম্যক্ অবগত হন, দৃশ্যমান বিষয়-সমূহকে অন্নময় দেহপিণ্ড হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন না এবং সমস্ত ভূতকে অন্নময় আত্মা রূপে দর্শন করেন) [তদনন্তর ক্রমে] এতম্ প্রাণময়ম্ আত্মানম্ উপসংক্রামতি (সমস্ত প্রাণকে অভিন্নরূপে দর্শন করেন)—[ইত্যাদি সর্বত্র একরূপ]। তৎ অপি (ঐ বিষয়ে ; নির্বিকল্প আত্মাকে জানিলে যে অভয়-প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, সেই বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ ভবতি—। ২।৮।৫

(সৃষ্টির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট) পূর্বোক্ত যিনি পুরুষের হৃদয়গুহায় (প্রত্যক্‌রূপে) অবস্থিত এবং সূর্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে (অকামহত শ্রোত্রিয়ের প্রত্যক্‌রূপে) অবস্থিত—তিনি উভয় স্থলেই অভিন্ন। যে কেহ এবম্প্রকার ব্রহ্মকে জানেন তিনি এই ভোগবাসনাময় জগৎ

হইতে নিবৃত্ত হইয়া এই অন্নময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত হন, (তদনন্তর ক্রমে) এই প্রাণময় আত্মাকে সম্যক্ অবগত হন, এই মনোময় আত্মাকে সম্যক্ অগবত হন, এই বিজ্ঞানময় আত্মাকে সম্যক্ অবগত হন, এই আনন্দময় আত্মাকে সম্যক্ অবগত হন। উক্ত বিষয়ে এই শ্লোক আছে—। ২।৮।৫

১। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশস্থ ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশ হইতে অভিন্ন।

নবম অনুবাক

যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ ইতি।

যতঃ (যে ব্রহ্ম হইতে) অপ্রাপ্য (তাঁহাকে না পাইয়া, অর্থাৎ প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া) বাচঃ (দ্রব্যাদি-বিষয়ক নামসমূহ) মনসা সহ (মনের, অর্থাৎ বিষয়বিজ্ঞানের, সহ) নিবর্তন্তে (নিবৃত্ত হয়) [সেই] ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মসম্বন্ধী, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন) আনন্দম্ (আনন্দকে) বিদ্বান্ (যিনি জানেন তিনি) কুতঃ চন (কোনও কিছু হইতে) ন বিভেতি (ভীত হন না)। ইতি।

"যে ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া বিষয়বিজ্ঞান-সহ নাম সকল তাঁহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মসম্বন্ধী আনন্দকে যিনি জানেন, তিনি সর্ব ভয়ের কারণ হইতে মুক্ত হন।"

এতং হ বাব ন তপতি। কিমহং সাধু নাকরবম্। কিমহং পাপমকরবমিতি। স য এবং বিদ্বানেতে আত্মানং স্পৃণুতে। উভে হ্যেবৈষ এতে আত্মানং স্পৃণুতে। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ ॥ ২।৯

ইতি ব্রহ্মবল্ল্যধ্যায়ে নবমোঽনুবাকঃ ॥

কিম্ (কেন) অহম্ (আমি) সাধু (বিহিত, উত্তম, কর্ম) ন অকরবম্ (করি নাই) কিম্ অহম্ পাপম্ (প্রতিষিদ্ধ, কুকর্ম) অকরবম্ (করিয়াছিলাম) —ইতি (এইরূপ অনুতাপ) এতম্ হ বাব (কেবল এই প্রকার জ্ঞানীকে) ন তপতি (উদ্বিগ্ন করে না) [কেন না] যঃ (যিনি) এবম্ বিদ্বান্ (এই প্রকার জ্ঞানবান্) সঃ (তিনি) এতে (এই পাপপুণ্য) [জ্ঞানী] আত্মানম্ (আপনাকে, ব্রহ্মানন্দকে) স্পৃণুতে (প্রীত করেন, বলবান্ করেন) [পাপপুণ্যকে আত্মার সহিত অভিন্ন জানিয়া সর্বাবস্থায় আনন্দ উপভোগ করেন]; হি (কারণ) যঃ (যিনি) এবম্ বেদ (অদ্বৈতানন্দ ব্রহ্মকে জানিয়াছেন) এষঃ এব (তিনিই) এতে উভে (এই উভয়াত্মক, পাপপুণ্যের স্বরূপভূত) আত্মানম্ স্পৃণুতে। ইতি উপনিষৎ (ইহাই পরমরহস্য ব্রহ্মবিদ্যা)। ২।৯

"আমি কেন সৎকর্ম করি নাই, কেন অসৎকর্ম করিয়াছিলাম"—এইরূপ অনুতাপ কেবল এবম্প্রকার জ্ঞানীকেই উদ্বিগ্ন করে না। যিনি এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞ তিনি এই পাপপুণ্যের স্বরূপভূত আত্মাকে আনন্দিত করেন; কারণ যিনি এইরূপ জ্ঞানবান্ তিনিই উক্ত পুণ্য ও পাপ উভয় হইতে অভিন্ন আত্মাকে আনন্দিত করেন[১]। ইহাই পরমরহস্য ব্রহ্মবিদ্যা। ২।৯

১। তাঁহার দৃষ্টিতে আত্মা হইতে পৃথক্ কোনও বস্তুর সত্তা নাই। বৃ ৪।৪।২২-২৩। উভে এতে আত্মানম্—উভয়ই স্বরূপতঃ আত্মা; উভয়ই মিথ্যা, আত্মাই সত্য। পুণ্য ও পাপ আছে এবং প্রকাশ পায়; এই সত্তা ও প্রকাশই তাহাদের স্বরূপ। তদতিরিক্ত যাহা লোকদৃষ্টিতে অর্থানর্থের হেতুভূত পাপপুণ্যরূপে প্রতিভাত হয়, তাহা মিথ্যা। অবিদ্যাদশায় যে আত্মা পাপপুণ্যরূপে অনুভূত হন, তিনিই বিদ্যাবস্থায় ব্রহ্মানন্দরূপে উপলব্ধ হন।

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

তৃতীয় ভৃগুবল্ল্যধ্যায়

প্রথম অনুবাক

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তস্মা এতৎ প্রোবাচ—অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাচমিতি। তং হোবাচ—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভি-সংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্‌ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—॥ ৩।১

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে প্রথমোঽনুবাকঃ ॥

[অতঃপর ব্রহ্মবিদ্যার সাধন তপস্যা এবং অন্নাদি-বিষয়ক উপাসনা বলা হইতেছে]—ভৃগুঃ বৈঃ (ভৃগু নামে প্রসিদ্ধ) বারুণিঃ (বরুণপুত্র)—ভগব (হে ভগবন্), ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) অধীহি (—অধ্যাপয়; অধ্যাপন করুন, ব্যাখ্যা করুন)—ইতি (এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া) পিতরম্ (পিতা) বরুণম্ উপসসার (বরুণের সমীপে উপস্থিত হইলেন)। [পিতা] তস্মৈ (পুত্রের প্রতি) এতৎ (এই কথা) প্রোবাচ (উপদেশ করিলেন)—অন্নম্ (অন্নময় শরীর), প্রাণম্ (প্রাণ), চক্ষুঃ (নয়ন), শ্রোত্রম্ (কর্ণ), মনঃ (অন্তঃকরণ), বাচম্ (বাগিন্দ্রিয়) ইতি (এই সকল [ব্রহ্মোপ-লব্ধির দ্বারসমূহ বলিলেন])। তম্ (সেই ভৃগুকে) উবাচ হ (আরও বলিলেন)—যতঃ বৈ (যাঁহা হইতেই) ইমানি (এই সমুদয়) ভূতানি (তৃণ হইতে ব্রহ্মা পর্যন্ত

সর্বভূত) জায়ন্তে (জাত হয়), জাতানি (জাত হইয়া) যেন (যাঁহার দ্বারা) জীবন্তি (জীবন ধারণ করে, বর্ধিত হয়) যৎ প্রয়ন্তি ([বিনাশ-কালে] যাঁহাতে গমন করে) অভিসংবিশন্তি (প্রবেশ করে, তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়), তৎ (তাঁহাকেই) বিজিজ্ঞাসস্ব (বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছুক হও), তৎ (তিনি) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) [ইহা ব্রহ্মের লক্ষণ]—ইতি। সঃ (তিনি, ভৃগু) তপঃ অতপ্যত ([তপস্যাই শ্রেষ্ঠসাধন জানিয়া] তপস্যানুষ্ঠান করিলেন)। সঃ তপঃ তপ্ত্বা (তপশ্চর্যা করিয়া)—। ৩।১

"হে ভগবন্, আমায় ব্রহ্মোপদেশ করুন" এই কথা বলিয়া ভৃগু নামে প্রসিদ্ধ বরুণপুত্র পিতা বরুণের সমীপে উপস্থিত হইলেন। পিতা তাঁহাকে বলিলেন—"শরীর, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্—ইহারাই (ব্রহ্মোপলব্ধির দ্বার)[১]।" (অনন্তর) আরও বলিলেন—"যাঁহা হইতে এই অখিল ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যদ্দ্বারা বর্ধিত হয়, এবং বিনাশকালে যাঁহাতে গমন করে ও যাঁহাতে বিলীন হয়[২], তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছুক হও; তিনিই ব্রহ্ম।" ভৃগু তপস্যানুষ্ঠান[৩] করিলেন এবং তপশ্চর্যা করিয়া—। ৩।১

১। ব্রহ্মাত্মৈক্য উপলব্ধির জন্য তৎ-ত্বম্-অসি—তুমিই সেই—এই মহাবাক্যের অর্থের অনুধাবন করিতে হয়। ত্বম্ পদার্থের বিবেকের, অর্থাৎ শরীরাদি হইতে পৃথগ্‌রূপে উপলব্ধি করিবার, উপায়ভূত শরীরাদিকেই এখানে দ্বার বলা হইল। সাক্ষিচৈতন্য ব্যতিরেকে শরীরাদির চেষ্টা অসম্ভব, অতএব শরীরাদির অধিষ্ঠাতা চৈতন্য উহাদিগ হইতে পৃথক্—এইরূপে সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যের বিবেক করিতে হয়।

২। তৎ-পদার্থের লক্ষণ বলা হইল। ব্রঃ সূঃ ১।১।২

৩। তপস্যা—তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ অনুভূত না হওয়া পর্যন্ত উভয় পদের লক্ষ্য অর্থের বিচারের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি।

মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ।
তজ্জ্যায়ঃ সর্বধর্মেভ্যঃ স ধর্মঃ পর উচ্যতে॥

দ্বিতীয় অনুবাক

অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রয়ন্ত্যভি-সংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌্বা—॥ ৩।২

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥

—অন্নম্ (স্থূলদেহের কারণ বিরাট্‌-নামক ভূতপঞ্চক) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) ইতি (ইহা) ব্যজানাৎ (বিদিত হইলেন—[প্রঃ ১।৫]) ; হি (কারণ) অন্নাৎ এব খলু (অন্ন হইতেই) ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, জাতানি অন্নেন (অন্নের দ্বারা) জীবন্তি ; অন্নম্ প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি ইতি। তৎ (অন্নব্রহ্মকে) বিজ্ঞায় (বিশেষরূপে জানিয়া) পুনঃ এব (পুনর্বার)—[বাকী অংশ পূর্বের ন্যায়]।—তপসা (তপস্যাদ্বারা) ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব (ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছুক হও) [প্রঃ ১।২], তপঃ ব্রহ্ম (তপস্যাই ব্রহ্ম) ইতি—[বাকী অংশ পূর্বের ন্যায়]। ৩।২

—অন্নই ব্রহ্ম ইহা জানিলেন। কারণ ইহা প্রসিদ্ধ যে, অন্ন হইতেই ভূতবর্গ জাত হয়, জন্মিয়া অন্নের দ্বারাই জীবন ধারণ করে, এবং বিনাশ কালে অন্নাভিমুখে প্রতিগমন করে ও অন্নে বিলীন হয়। উহা জানিয়া তিনি পুনর্বার পিতা বরুণের সকাশে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"হে ভগবন্, আমায় ব্রহ্মোপদেশ করুন।" বরুণ তাঁহাকে বলিলেন—"তপস্যা সহায়ে ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানিতে

ইচ্ছা কর, তপস্তাই ব্রহ্ম। ভৃগু তপস্তানুষ্ঠান করিলেন। তিনি তপশ্চর্যা করিয়া—।[১] ৩।২

১। ভৃগু দেখিলেন যে, অন্নের উৎপত্তি-বিনাশাদি আছে, অতএব উহা ব্রহ্ম নহে।

তৃতীয় অনুবাক

প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। প্রাণেন জাতানি জীবন্তি। প্রাণং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—॥ ৩।৩

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে তৃতীয়োঽনুবাকঃ ॥

প্রাণঃ (প্রাণ, বিরাটের কারণ ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) ইতি (ইহা) ব্যজানাৎ (জানিলেন)—[প্রঃ ৩।১২]।—[অবশিষ্টাংশ পূর্বের ন্যায়] ৩।৩

—প্রাণই ব্রহ্ম ইহা জানিলেন। কারণ, প্রাণ হইতেই এই ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া প্রাণের দ্বারা বর্ধিত হয়, এবং অবশেষে প্রাণাভিমুখে গমন করিয়া প্রাণে লীন হয়। উহা জানিয়া তিনি পুনর্বার পিতা বরুণের সকাশে উপস্থিত হইয়া বলিলেন[১]— "হে ভগবন্, আমায় ব্রহ্মোপদেশ দিন।" বরুণ তাঁহাকে বলিলেন— "তপস্তা সহায়ে ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর। তপস্তাই ব্রহ্ম।" ভৃগু তপস্তানুষ্ঠান করিলেন। তিনি তপশ্চর্যা করিয়া—। ৩।৩

১। ভৃগু দেখিলেন, ক্রিয়াত্মক পরিণামী প্রাণ চেতন ও অবিকারী ব্রহ্ম নহেন।

চতুর্থ অনুবাক

মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। মনসো হ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মনসা জাতানি জীবন্তি। মনঃ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—॥ ৩।৪

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে চতুর্থোঽনুবাকঃ ॥

মনঃ (মন, সঙ্কল্পশক্তিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম)—[অবশিষ্টাংশ পূর্বের ন্যায়]। ৩।৪

মনই ব্রহ্ম ইহা জানিলেন। কারণ মন হইতেই এই ভূতবর্গ জাত হয়, জাত হইয়া মনেরই দ্বারা বর্ধিত হয়, এবং বিনাশকালে মনেরই অভিমুখে প্রতিগমন করে ও মনেই বিলীন হয়। উহা জানিয়া ভৃগু পুনর্বার পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন[১]—"হে ভগবন্, আমায় ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ করুন।" বরুণ তাঁহাকে বলিলেন—"তপস্যাসহায়ে ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম।" তিনি তপস্যানুষ্ঠান করিলেন। তিনি তপশ্চর্যা করিয়া—। ৩।৪

১। মন অনিত্যাত্মক, অতএব উহা ব্রহ্ম নহে।

পঞ্চম অনুবাক

বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং

প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—॥ ৩।৫

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে পঞ্চমোঽনুবাকঃ॥

বিজ্ঞানম্ (বিজ্ঞানই, অধ্যবসায়-শক্তিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভ) ব্রহ্ম—[অবশিষ্টাংশ পূর্বের ন্যায়]। ৩।৫

—বিজ্ঞানই ব্রহ্ম ইহা জানিলেন। কারণ বিজ্ঞান হইতেই এই ভূতবর্গ জাত হয়, জাত হইয়া বিজ্ঞানেরই দ্বারা বর্ধিত হয়, এবং বিনাশকালে বিজ্ঞানেরই অভিমুখে প্রতিগমন করে ও বিজ্ঞানেই বিলীন হয়। উহা জানিয়া ভৃগু পুনর্বার পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন[১]—"হে ভগবন্, আমায় ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিন।" বরুণ তাঁহাকে বলিলেন, "তপস্যাসহায়ে ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম।" তিনি তপস্যানুষ্ঠান করিলেন[২]। তিনি তপশ্চর্যা করিয়া—। ৩।৫

১। সুখদুঃখের অনুভূতিও বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, অতএব উহা পূর্ণানন্দ নহে।

২। জিজ্ঞাসুর পক্ষে ভৃগুর ন্যায় তপস্যা করা উচিত; উহা ব্রহ্মলাভের উপায়—ইহাই প্রকরণের মর্মার্থ।

ষষ্ঠ অনুবাক

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং

প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা। পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা। স য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা ॥ ৩৷৬

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে ষষ্ঠোঽনুবাকঃ ॥

আনন্দঃ (যিনি সত্য, জ্ঞান, অনন্ত বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছেন [২৷১৷৩]) [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। সা এষা (এই সেই) ভার্গবী (ভৃগুকর্তৃক সুবিদিত) বারুণী (বরুণকর্তৃক প্রোক্ত) বিদ্যা (বিদ্যা) [অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া] পরমে ব্যোমন্ (হৃদয়াকাশগুহায় অবস্থিত পরমানন্দে) প্রতিষ্ঠিতা (পরিসমাপ্ত)। যঃ (যে কেহ) এবম্ বেদ ([তপস্যা সহায়ে অন্নময় হইতে আনন্দময় পর্যন্ত ক্রমে অনুপ্রবেশ করিয়া আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মকে] এইরূপে জানেন) সঃ (তিনি) প্রতিতিষ্ঠতি (আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন), অন্নবান্ (প্রভূত অন্নশালী) অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা, দীপ্তাগ্নি) ভবতি (হন) ; প্রজয়া (পুত্রাদিযুক্ত হইয়া) পশুভিঃ (গবাশ্বাদিমান্ হইয়া) ব্রহ্মবর্চসেন (শমদমাদিপ্রযুক্ত তেজোবিশিষ্ট হইয়া) মহান্ ভবতি (মহান্ হন), কীর্ত্যা মহান্ (কীর্তিতেও মহান্ হন) ৩৷৬

—আনন্দই ব্রহ্ম ইহা জানিলেন। কারণ আনন্দ হইতেই এই ভূতবর্গ জাত হয়, জাত হইয়া আনন্দের দ্বারা বর্ধিত হয়, এবং অবশেষে আনন্দাভিমুখে প্রতিগমন করে ও আনন্দে বিলীন হয়। ভৃগুকর্তৃক জ্ঞাত ও বরুণকর্তৃক প্রোক্ত উক্ত এই বিদ্যা অন্নময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া হৃদয়াকাশে অবস্থিত পরমানন্দে আসিয়া পরিসমাপ্ত হইয়াছে। যে কেহ এই প্রকারে জানেন, তিনি আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন, প্রভূত অন্নশালী হন, ও অন্নভোজী হন। তিনি সন্তান, পশু, ও ব্রহ্মতেজে মহান্ হন এবং খ্যাতিতেও মহান্ হন[১]। ৩৷৬

১। লোকদৃষ্টিতে এই সকল ফল উল্লিখিত হইলেও ব্রহ্মজ্ঞের দৃষ্টিতে আত্মাব্যতীত নাই। মরীচিকা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত হইবার পরও যেমন উপলব্ধ হয়, মিথ্যা জগৎও তেমনি জীবন্মুক্তের নিকট (বাধিতের পুনরাবৃত্তি রূপ দ্বৈতাভাসরূপে) প্রতিভাত হইতে পারে। কিন্তু তিনি ঐ সকলে লিপ্ত হন না।

সপ্তম অনুবাক

অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্‌ব্রতম্। প্রাণো বা অন্নম্। শরীরমন্নাদম্। প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্ত্যা ॥ ৩।৭

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে সপ্তমোঽনুবাকঃ ॥

তৎ-ব্রতম্ ([ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারভূত অন্নের স্তুতির জন্য] উক্ত ব্রহ্মবিদের এই ব্রত বা অবশ্যপালনীয় নিয়ম) [কথিত হইতেছে]—অন্নম্ (অন্ন) [অপকৃষ্ট হইলেও তাহাকে তিনি] ন নিন্দ্যাৎ (নিন্দা করিবেন না)। প্রাণঃ বৈ ([শরীরের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া] প্রাণই) অন্নম্; শরীরম্ অন্নাদম্ (অন্নের অত্তা বা ভোক্তা); [আবার শরীর অন্ন, এবং প্রাণ অন্নাদ—কারণ প্রাণ আছে বলিয়াই শরীর আছে]— শরীরে (শরীরমধ্যে) প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ (অবস্থিত) [এবং] প্রাণে (প্রাণাবলম্বনে) শরীরম্ প্রতিষ্ঠিতম্। তৎ (সুতরাং) এতৎ (এইরূপে) অন্নে ([শরীর ও প্রাণ রূপ] অন্নে) [যথাক্রমে] অন্নম্ ([প্রাণ ও শরীর রূপ] অন্ন) প্রতিষ্ঠিতম্ (অবস্থিত আছে)। যঃ (যে কেহ) এতৎ (শরীর ও প্রাণ এই উভয়াত্মক) অন্নম্

(অন্নকে) অন্নে (শরীর ও প্রাণ এই উভয়াত্মক অন্নে) প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রতিষ্ঠিত) বেদ (জানেন) সঃ (তিনি) প্রতিতিষ্ঠতি (অন্ন ও অন্নাদরূপে স্থিতি লাভ করেন)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৩।৭

উক্ত ব্রহ্মবিদের পক্ষে এই ব্রত যে, তিনি অন্নকে নিন্দা করিবেন না। প্রাণই অন্ন এবং শরীর অন্নাদ, কারণ শরীরমধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত[১]। (আবার শরীরই অন্ন এবং প্রাণ অন্নাদ, কারণ) প্রাণাবলম্বনেই শরীর স্থিতি লাভ করে[২]। সুতরাং এই (অন্যোন্যসাপেক্ষ শরীর ও প্রাণ রূপ) অন্নই অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যে কেহ এই অন্নে প্রতিষ্ঠিত অন্নকে জানেন[৩], তিনি অন্ন ও অন্নাদ রূপে স্থিতি লাভ করেন; তিনি প্রচুর অন্নশালী ও অন্নভোজী হন; তিনি সন্তান, পশু, ও ব্রহ্মণ্যতেজে মহীয়ান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। ৩।৭

১। যে যাহার অন্তর্ভুক্ত সে তাহার অন্ন; যথা প্রাণ শরীরের অন্ন।

২। যদবলম্বনে অপরে স্থিতি লাভ করে সে অন্নাদ; যথা প্রাণ শরীররূপ অন্নের অন্নাদ, কারণ প্রাণ না থাকিলে শরীর বিনষ্ট হয়।

৩। অন্ন ও অন্নাদরূপে প্রাণাদির উপাসনা ব্রহ্মজ্ঞানের একটি সাধন—ইহাই প্রকরণের মর্মার্থ।

অষ্টম অনুবাক

অন্নং ন পরিচক্ষীত। তদ্ব্রতম্। আপো বা অন্নম্। জ্যোতিরন্নাদম্। অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্। জ্যোতিষ্যাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্। স য এতদন্নমন্নে

প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্ কীর্ত্যা ॥ ৩।৮

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে অষ্টমোঽনুবাকঃ ॥

তৎ-ব্রতম্ (উক্ত ব্রহ্মবিদের এই ব্রত)—অন্নম্ ([দীয়মান] অন্নকে) ন পরিচক্ষীত (তিনি পরিহাস, উপেক্ষা করিবেন না)। আপঃ বৈ (জলই) অন্নম্ (অন্ন), জ্যোতিঃ (তেজ) অন্নাদম্ (অন্নভক্ষক, শোষক) [কারণ] জ্যোতিষি আপঃ ([আকাশব্যাপী] তেজের মধ্যে [মেঘরূপ] জল) প্রতিষ্ঠিতাঃ (অবস্থিত আছে); [এবং তেজ অন্ন, ও জল তাহার ভক্ষক; কারণ] অপ্সু ([শব্দ, স্পর্শ, রূপ, ও রস এই চতুর্গুণযুক্ত] জলমধ্যে) জ্যোতিঃ ([শব্দ, স্পর্শ, ও রূপ এই ত্রিগুণ বিশিষ্ট] তেজ) প্রতিষ্ঠিতম্ (অবস্থিত আছে)। তৎ (সুতরাং) এতৎ অন্নম্ (জল ও তেজ এই পরস্পরসাপেক্ষ অন্নকে) অন্নে (তেজ ও জলে) প্রতিষ্ঠিতম্ (স্থিত বলিয়া) সঃ-যঃ ইত্যাদি—পূর্ববৎ। ৩।৮

উক্ত উপাসকের পক্ষে এই ব্রত যে, তিনি অন্নকে উপেক্ষা করিবেন না। জলই অন্ন, এবং তেজ অন্নভোক্তা; কারণ তেজসমূহ মধ্যেই জল অবস্থিত থাকে। (আবার তেজই অন্ন, এবং জল অন্নভোক্তা; কারণ) জলমধ্যেই তেজ অবস্থিত। সুতরাং এই (অন্যোন্যসাপেক্ষ জল ও তেজ রূপ) অন্নই অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যে কেহ এই অন্নে প্রতিষ্ঠিত অন্নকে জানেন, তিনি অন্ন ও অন্নাদ রূপে স্থিতি লাভ করেন; তিনি প্রচুর অন্নশালী ও অন্নভোজী হন; তিনি সন্তান, পশু, ও ব্রহ্মণ্যতেজে মহীয়ান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। ৩।৮

নবম অনুবাক

অন্নং বহু কুর্বীত। তদ্‌ব্রতম্‌। পৃথিবী বা অন্নম্‌। আকাশোঽন্নাদঃ। পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্‌। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্‌ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন। মহান্‌ কীর্ত্যা। ৩।৯

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে নবমোঽনুবাকঃ ॥

তৎ-ব্রতম্‌ (জল ও তেজকে যিনি অন্ন ও অন্নাদ রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার ব্রত এই)—অন্নম্‌ (অন্নকে) বহু (প্রচুর) কুর্বীত (তিনি করিবেন)। পৃথিবী বৈ (পৃথিবীই) অন্নম, আকাশঃ অন্নাদঃ, [কারণ] আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। [এবং পৃথিবীই অন্নভোক্তা এবং আকাশ অন্ন, কারণ] পৃথিব্যাম্‌ (পৃথিবীতে) আকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৩।৯

উক্ত উপাসকের পক্ষে এই ব্রত যে, তিনি অন্নকে বর্ধিত করিবেন। পৃথিবীই অন্ন এবং আকাশই অন্নাদ; কারণ পৃথিবী আকাশে প্রতিষ্ঠিত। (আবার আকাশই অন্ন, এবং পৃথিবী অন্নাদ; কারণ) পৃথিবীতে আকাশ প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই (পৃথিবী ও আকাশ রূপ অন্যোন্যসাপেক্ষ) অন্নই অন্নে প্রতিষ্ঠিত। যে কেহ এই অন্নে প্রতিষ্ঠিত অন্নকে জানেন, তিনি অন্ন ও অন্নাদ রূপে স্থিতি লাভ করেন[১]; তিনি প্রচুর অন্নশালী ও অন্নভোজী হন; তিনি সন্তান, পশু, ও ব্রহ্মণ্যতেজে মহীয়ান্‌ হন এবং কীর্তিতেও মহান্‌ হন। ৩।৯

১। "প্রাণঃ বা অন্নম্ শরীরমন্নাদঃ" হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশ পর্যন্ত সমুদয় কার্য-বস্তু অন্ন ও অন্নাদ রূপে বিভক্ত হইল। ইহারা সকলেই সংসারের অন্তর্ভুক্ত ও বিনাশী। কিন্তু ব্রহ্ম সংসারাতীত।

দশম অনুবাক

ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্‌ব্রতম্। তস্মাদ্ যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ। অরাধ্যস্মা অন্নমিত্যাচক্ষতে। এতদ্বৈ মুখতোঽন্নং রাদ্ধম্। মুখতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্বৈ মধ্যতোঽন্নং রাদ্ধম্। মধ্যতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্বা অন্ততোঽন্নং রাদ্ধম্। অন্ততোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। ৩।১০।১

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে দশমোঽনুবাকঃ॥

তৎ-ব্রতম্ (উক্ত পৃথিবী ও আকাশের উপাসকের এই ব্রত যে) [তিনি] বসতৌ (বাসের জন্য আগত) কম্ চ ন (কাহাকেও) ন প্রত্যাচক্ষীত (প্রত্যাখ্যান করিবেন না)। [বাসস্থান দিলে ভোজনও দিতে হয়] তস্মাৎ (সুতরাং) যয়া কয়া চ (যে কোনও) [শাস্ত্রীয়] বিধয়া (প্রকারে) বহু (প্রচুর) অন্নম্ (অন্ন) প্রাপ্নুয়াৎ (তিনি সংগ্রহ করিবেন)। [ঐরূপ উপাসক অভ্যাগতের উদ্দেশ্যে] "অস্মৈ (ইঁহার জন্য) অন্নম্ (অন্ন) অরাধি (রন্ধন করা হইয়াছে)" ইতি (এই কথা) আচক্ষতে (বলেন)। এতৎ বৈ (এই যে) মুখতঃ (প্রথম বয়সে বা মুখ্যবৃত্তি অর্থাৎ শ্রদ্ধাদি সহকারে) অন্নম্ (অন্ন) রাদ্ধম্ (রন্ধন হইয়াছে, সিদ্ধ করিয়া দান করা হইতেছে) [তাহার ফলে] অস্মৈ (এই অন্নদাতার জন্য) মুখতঃ (মুখ্য প্রকারে বা প্রথম বয়সেই) অন্নম্ (অন্ন) রাধ্যতে (সমুপস্থিত হয়)। এতৎ বৈ (এই যে) মধ্যতঃ (মধ্যম বয়সে বা

মধ্যম শ্রদ্ধা সহকারে) অন্নম্ রাদ্ধম্ (অন্ন রন্ধন করিয়া দান করা হইতেছে) [তাহার ফলে] অস্মৈ (এই অন্নদাতার জন্য) মধ্যতঃ অন্নম্ রাধ্যতে (মধ্যম প্রকারে বা মধ্যম বয়সে অন্ন সমুপস্থিত হয়)। এতৎ বৈ অন্ততঃ অন্নম্ রাদ্ধম্ (এই যে শেষ বয়সে বা অনাদরপূর্বক অন্ন রন্ধন করিয়া প্রদত্ত হইতেছে) অস্মৈ অন্ততঃ অন্নম্ রাধ্যতে (তাহার ফলে ইঁহার জন্য অপকৃষ্ট প্রকারে বা শেষ বয়সে অন্ন-সমাগম হয়)। ৩।১০।১

উক্ত উপাসকের এই ব্রত যে, তিনি বাসের জন্য সমাগত কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিবেন না। সুতরাং যে কোনও প্রকারে তিনি বহু অন্ন সংগ্রহ করিবেন। অভ্যাগত সম্বন্ধে তিনি এইরূপ বলিবেন—"ইঁহার জন্য অন্ন রন্ধন করা হইয়াছে।" অন্নদাতা এই যে মুখ্যবৃত্তি অবলম্বনে অন্ন প্রস্তুত করিয়া দান করেন, ইহার ফলে ইঁহার জন্য মুখ্য প্রকারে অন্নসমাগম হয়। এই যে তিনি মধ্যমবৃত্তি অবলম্বনে অন্ন প্রস্তুত করিয়া দান করেন, ইহার ফলে মধ্যম প্রকারে ইঁহার জন্য অন্নসমাগম হয়। এই যে তিনি অধমবৃত্তি অবলম্বনে অন্ন প্রস্তুত করিয়া দান করেন, ইহার ফলে অধম প্রকারে ইঁহার নিকট অন্নসমাগম হয়—। ৩।১০।১

য এবং বেদ। ক্ষেম ইতি বাচি। যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ। কর্মেতি হস্তয়োঃ। গতিরিতি পাদয়োঃ। বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ। অথ দৈবীঃ—তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ। বলমিতি বিদ্যুতি। ৩।১০।২

—যঃ এবম্ বেদ (যিনি এইরূপ অন্ন ও অন্নদানের মাহাত্ম্য জানেন) [তিনি পূর্বোক্ত ফল লাভ করেন]। [এখন ব্রহ্মোপাসনার প্রকারবিশেষ বলা হইতেছে] —ক্ষেমঃ ইতি (প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণরূপে) বাচি (বাক্যে), যোগ-ক্ষেমঃ ইতি (যোগ, অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং ক্ষেম, অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ, রূপে)

প্রাণ-অপানয়োঃ (প্রাণ ও অপানে), কর্ম ইতি (কর্মরূপে) হস্তয়োঃ (হস্তদ্বয়ে), গতিঃ ইতি (গতিরূপে) পাদয়োঃ (পাদদ্বয়ে) বিমুক্তিঃ ইতি (পরিত্যাগরূপে) পায়ৌ (পায়ুতে) [প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে]—ইতি (এই সমুদয়) মানুষীঃ (মনুষ্যসম্পর্কিত) সমাজ্ঞাঃ (উপাসনা) । অথ (অনন্তর) দৈবীঃ (দেবতা সম্পর্কীয় উপাসনাসমূহ) [বলা হইতেছে]—তৃপ্তিঃ ইতি (তৃপ্তিরূপে) বৃষ্টৌ (বৃষ্টিতে) বলম্ ইতি (বলরূপে) বিদ্যুতি (বিদ্যুতে)—৩।১০।২

—যিনি এই প্রকার জানেন (তাঁহার ঐ ফল হয়) । (ব্রহ্মকে) ক্ষেমরূপে বাক্যে, যোগক্ষেমরূপে প্রাণ ও অপানে[১], কর্মরূপে হস্তদ্বয়ে, গতিরূপে পাদদ্বয়ে, পরিত্যাগরূপে পায়ুতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উপাসনা করিবে । এই সমস্তই মানুষসম্পর্কিত উপাসনা । অনন্তর দৈবী উপাসনা সমূহ বলা হইতেছে—তৃপ্তিরূপে বৃষ্টিতে[২], বলরূপে বিদ্যুতে,—৩।১০।২

১। যাঁহার প্রাণাপান আছে তিনিই যোগক্ষেমবান্ হইতে পারেন বলিয়া মনে হইতে পারে যে, প্রাণাপানই যোগক্ষেমের কারণ। কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্মই যোগক্ষেমরূপে প্রাণাপানে অবস্থিত। এইরূপ অন্যত্রও বুঝিতে হইবে।

২। বৃষ্টি হইতে অন্নাদির উৎপত্তিক্রমে মানুষের যে তৃপ্তি হয়, সেই তৃপ্তিরূপে ব্রহ্মই অন্নে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ অন্যত্রও বুঝিতে হইবে। গীতা ৩।৮-১৫

যশ ইতি পশুষু। জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু। প্রজাতি-রমৃতমানন্দ ইত্যুপস্থে। সর্বমিত্যাকাশে। তৎ প্রতিষ্ঠেত্যু-পাসীত। প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত। মহান্ ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত। মানবান্ ভবতি। ৩।১০।৩

যশঃ ইতি ([পশুসম্পদ্-লভ্য] যশোরূপে) পশুষু (পশু-মধ্যে) ; জ্যোতিঃ ইতি (জ্যোতিঃ-রূপে) নক্ষত্রেষু (তারকাগণ-মধ্যে) ; প্রজাতিঃ অমৃতম্ (সন্তানোৎপত্তি রূপ অমৃতত্ব, অর্থাৎ পুত্রকর্তৃক পিতৃঋণের পরিশোধ হওয়ার আপেক্ষিক অমরত্ব)

[ও] আনন্দঃ ইতি (সুখরূপে) উপস্থে (জননেন্দ্রিয়ে) ; সর্বম্ ইতি (সর্বরূপে) [সর্বাধার] আকাশে [ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে]। [সেই আকাশ ব্রহ্মই ; অতএব] তৎ (আকাশরূপ ব্রহ্মকে) প্রতিষ্ঠা ইতি (সর্বাধার-রূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)। [ঐ উপাসনার ফলে উপাসক] প্রতিষ্ঠবান্ (সকলের আশ্রয়) ভবতি (হন)। তৎ (উক্ত আকাশ-ব্রহ্মকে) মহঃ ইতি (মহত্বগুণসম্পন্ন-রূপে) উপাসীত, মহান্ ভবতি। তৎ মনঃ ইতি (মনোরূপে) উপাসীত, মানবান্ (মননশীল) ভবতি। ৩।১০।৩

—যশোরূপে পশুগণমধ্যে, জ্যোতিঃরূপে তারকারাজির মধ্যে, সন্তানোৎপত্তি-ক্রমে পিতৃঋণের পরিশোধ-জনিত অমৃতত্ব ও সুখ রূপে জননেন্দ্রিয়ে, এবং সর্বস্বরূপে আকাশে (ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে)। (এবং যেহেতু আকাশ বস্তুতঃ ব্রহ্মই, অতএব) আকাশরূপী ব্রহ্মকে সর্বাধাররূপে উপাসনা করিলে তিনি (অর্থাৎ সাধক) সর্বাধার হন। তাঁহাকে মহত্বগুণসম্পন্ন রূপে উপাসনা করিলে তিনি মহান্ হন। তাঁহাকে মনোরূপে উপাসনা করিলে মননশীল হন। ৩।১০।৩

তন্নম ইত্যুপাসীত। নম্যন্তেঽস্মৈ কামাঃ। তদ্ব্রহ্মেত্যু-পাসীত। ব্রহ্মবান্ ভবতি। তদ্ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যু-পাসীত। পর্য্যেণং ম্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ। পরি যেঽপ্রিয়া ভ্রাতৃব্যাঃ। স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ। ৩।১০।৪

তৎ (তাঁহাকে) নমঃ ইতি (নম্রতা-গুণ-বিশিষ্ট রূপে) উপাসীত—অস্মৈ (উক্ত উপাসকের প্রতি) কামাঃ (ভোগ্যবিষয় সকল) নম্যন্তে (অবনত, অধীন হয়)। তৎ ব্রহ্ম ইতি (প্রধানতম, সর্বাধীশ, রূপে) উপাসীত, ব্রহ্মবান্ (স্বয়ংপ্রভু, স্থূল-ভোগসাধন-সম্পন্ন বিরাট্-সদৃশ) ভবতি। তৎ (আকাশ-ব্রহ্মকে)

ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) পরিমরঃ ইতি (সংহারক্রিয়ার দ্বাররূপে) উপাসীত। এনম্ দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ (এই উপাসকের দ্বেষকারী শত্রুরা) পরিম্রিয়ন্তে (প্রাণত্যাগ করে), যে (যাহারা) অপ্রিয়াঃ (বিদ্বেষযুক্ত না হইয়াও উপাসকের অপ্রিয়) ভ্রাতৃব্যাঃ (শত্রু) [তাহারাও] পরি [ম্রিয়ন্তে] [তৈঃ ৩।৩ টীকা]। যঃ চ অয়ম্ (এই যিনি) পুরুষে (পুরুষমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট) সঃ (তিনি), যঃ চ অসৌ (এবং ঐ যিনি) আদিত্যে (সূর্যমণ্ডলে) সঃ একঃ (অভিন্ন) [২।৮।৫]। ৩।১০।৪

তাঁহাকে নম্রতাগুণ-বিশিষ্ট রূপে উপাসনা করিলে সমুদয় ভোগ্য বস্তু ঐ উপাসকের অধীন হয়। তাঁহাকে প্রধানতম রূপে উপাসনা করিলে উপাসক প্রধানতম হন। তাঁহাকে ব্রহ্মের সংহারক্রিয়ার দ্বার[1] রূপে উপাসনা করিলে উপাসকের বিদ্বেষকারী ও বিদ্বেষহীন শত্রুগণ প্রাণত্যাগ করে। যে পরমাত্মা এই পুরুষমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এবং যিনি সূর্যমণ্ডলে অবস্থিত, তিনি উভয়ত্র অভিন্ন। ৩।১০।৪

১। বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, চন্দ্রমা, আদিত্য, ও অগ্নি—এই পঞ্চদেবতা বায়ুতে লীন হন—ছাঃ ৪।৩।১-২। সুতরাং বায়ুই ব্রহ্মের সংহার-ক্রিয়ার দ্বার বা "পরিমর"। বায়ু আবার আকাশসম্ভূত বলিয়া তাহার সহিত অভিন্ন, অতএব আকাশও "পরিমর"।

স য এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। ইমাঁল্লোকান্ কামান্নী কামরূপ্যনুসঞ্চরন্। এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু। ৩।১০।৫

সঃ ইত্যাদি, ২।৮।৫ এর ন্যায়। উপসংক্রম্য (আত্মভাবে প্রাপ্ত হইয়া)। [২।১।৩এ বলা হইয়াছে, "তিনি সর্বপ্রকার কাম্যবস্তু ভোগ করেন। ঐ ভোগ কি প্রকার, তাহা বলা হইতেছে]—কামান্নী (যথেচ্ছ অন্নশালী) কামরূপী (যথেচ্ছ

রূপশালী) [হইয়া] [ছাঃ ৮।৭।১, শ্বে ৮।১৮।১০] ইমান্ (এই পৃথিব্যাদি) লোকান্ (লোকসমূহকে) অনুসঞ্চরন্ (পর্যটনপূর্বক, আত্মরূপে অনুভব করিয়া [গীতা ২।৭৫]) এতৎ (এই) সাম (সাম, সমতা-স্বরূপ ব্রহ্মকে) গায়ন্ (গান করিয়া, তাঁহার বিজ্ঞানজন্ম কৃতার্থতা খ্যাপন করিয়া) আস্তে (অবস্থান করেন)—হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু (অহো, অহো, অহো ; আশ্চর্য-সূচক স্তুতি)—৩।১০।৫

যিনি এই প্রকার জ্ঞানবান্, তিনি এই লোক হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এই অন্নময় আত্মাকে উপসংক্রমণ করেন, তৎপরে প্রাণময় আত্মাকে উপসংক্রমণ করেন, পরে এই মনোময় আত্মাকে উপসংক্রমণ করেন, পরে বিজ্ঞানময় আত্মাকে উপসংক্রমণ করেন, এবং অবশেষে এই আনন্দময় আত্মাকে উপসংক্রমণ করেন। পরিশেষে যথেচ্ছ অন্ন ও রূপ প্রাপ্ত হইয়া এই পৃথিব্যাদি লোকে পর্যটন করিতে করিতে এই ব্রহ্মসাম্য গান করিয়া থাকেন—"অহো, অহো, অহো—। ৩।১০।৫

অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্। অহমন্নাদোঽহমন্নাদোঽহমন্নাদঃ। অহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা ঋতাঽস্য। পূর্বং দেবেভ্যোঽমৃতস্য নাঽভায়ি। যো মা দদাতি স ইদেব মাঽবাঃ। অহমন্নমন্নমদন্তমাঽদ্মি। অহং বিশ্বং ভুবনমভ্যভবাঽম্। সুবর্ন জ্যোতীঃ য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ ॥ ৩।১০।৬

ইতি ভৃগুবল্ল্যধ্যায়ে দশমোঽনুবাকঃ ॥

—অহম্ (আমি) অন্নম্ (অন্ন), অহম্ অন্নাদঃ। অহম্ শ্লোককৃৎ (অন্ন ও অন্নাদের সম্মেলনের চেতনাবান্ কর্তা) ; [বিস্ময় বুঝাইবার জন্য প্রত্যেক কথা তিনবার বলা হইয়াছে]। অহম্ অস্মি (হই) প্রথমজাঃ (=প্রথমজঃ,

প্রথমোৎপন্ন—ঋতস্য (মূর্তামূর্ত জগতের) [এবং] দেবেভ্যঃ (দেবগণ হইতে) পূর্বম্ (পূর্ববর্তী), অমৃতস্য (অমৃতত্বের, মুক্তির) নাভায়ি (—নাভিঃ, মধ্যদেশ, প্রতিষ্ঠা)। [অন্নার্থীকে] যঃ (যিনি) মা (অন্নস্বরূপ আমাকে) দদাতি (দান করেন) সঃ (তিনি) ইৎ এব (এই প্রকারেই) মা (আমাকে) আবাঃ (—অবতি, রক্ষা করেন)। অন্নম্ অদন্তম্ (যিনি অন্ন দান না করেন তাঁহাকে) অহম্ অন্নম্ (অন্নরূপী আমিই) অদ্মি (ভক্ষণ করি)। অহম্ বিশ্বম্ (সমস্ত) ভুবনম্ (জগৎকে) অভ্যভবাম্ (—অভিভবামি, পরমেশ্বররূপে উপসংহার করি)। [আমার] জ্যোতীঃ (—জ্যোতিঃ) সুবঃ ন (আদিত্যের ন্যায় নিত্যপ্রকাশমান)। —ইতি উপনিষৎ (ইহাই পূর্বোক্ত বল্লীদ্বয়ে উক্ত পরমাত্মজ্ঞান)। যঃ এবম্ বেদ (যিনি পূর্বোক্ত প্রকার সাধন-সম্পন্ন হইয়া এই প্রকার জানেন) [তাঁহার মুক্তি-লাভ হয়]। ৩।১০।৬

"—আমি অন্ন, আমি অন্ন, আমি অন্ন। আমি অন্নভোক্তা, আমি অন্নভোক্তা, আমি অন্নভোক্তা। আমি অন্ন ও অন্নভোক্তার মিলন-ঘটক, আমি মিলন-ঘটক, আমি মিলন-ঘটক। আমি প্রথমজ—আমি মূর্তামূর্ত জগতের এবং দেবগণেরও পূর্ববর্তী। আমাতে অমৃতত্ব প্রতিষ্ঠিত। যিনি অন্নার্থীর নিকট অন্নরূপী আমায় দান করেন, তিনি এই প্রকারেই আমায় রক্ষা করেন। যিনি অন্ন দান না করেন, তাঁহাকে অন্নরূপী আমিই ভক্ষণ করি। আমি পরমেশ্বর রূপে সমস্ত জগৎকে শাসন করি। আমার জ্যোতিঃসমূহ আদিত্যেরই ন্যায় নিত্যপ্রকাশমান।"—ইহাই পরমাত্মজ্ঞান। যিনি এইরূপ জানেন তাঁহার এই ফল হয়। ৩।১০।৬

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ঋগ্বেদীয়

ঐতরেয়োপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্; আবিরাবীর্ম এধি; বেদস্য ম আণীস্থঃ; শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ; অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সংদধামি; ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি; তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু; অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্, অবতু বক্তারম্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

[অন্বয় ও অনুবাদাদি এই উপনিষদের শেষে দ্রষ্টব্য]

প্রথম অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি॥ ১

অগ্রে বৈ (জগৎসৃষ্টির পূর্বে) ইদম্ (নামরূপ ও কর্ম ভেদে বিভিন্ন এই জগৎ) একঃ আত্মা এব (অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপই) আসীৎ (ছিল)। অন্যৎ (অন্য) কিঞ্চন (কিছুই) ন মিষৎ (নিমেষাদি ক্রিয়াশীল ছিল না)। সঃ (সেই আত্মা) ঈক্ষত (দর্শন করিলেন, আলোচনা করিলেন)—লোকান্ নু (প্রাণিবর্গের কর্মফলভূত লোকসমূহ) সৃজৈ (আমি সৃষ্টি করিব)—ইতি। ১।১।১

সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপেই বর্তমান ছিল; নিমেষাদি ক্রিয়াশীল অন্য কিছুই ছিল না।[১] সেই আত্মা এইরূপ ঈক্ষণ করিলেন—"আমি লোকসমূহ সৃজন করিব।" ১।১।১

১। এই বাক্যটি আত্মতত্ত্বের সূত্রস্থানীয়। অনন্তর অধ্যারোপ ও অপবাদ অবলম্বনে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব দূরীকৃত করিয়া আত্মার অখণ্ডৈকরসত্ব প্রতিপাদিত হইবে। ১।৩।১৩এর ১ম পংক্তি পর্যন্ত অধ্যারোপ, পরে অপবাদ (ভূমিকা দ্রঃ)।

স ইমাঁল্লোকানসৃজত। অম্ভো মরীচীর্মরমাপঃ। অদোঽম্ভঃ পরেণ দিবং, দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠা। অন্তরিক্ষং মরীচয়ঃ। পৃথিবী মরঃ। যা অধস্তাত্তা আপঃ॥ ২

সঃ (সেই ঈশ্বর) ইমান্ (এই সকল) লোকান্ (লোকসমূহ) অসৃজত (সৃজন করিলেন)। অম্ভঃ (অম্ভোলোক, মেঘাধার লোক), মরীচীঃ (মরীচিলোকসমূহ),

মরম্ (মরলোক) আপঃ (আপলোক) [সৃজন করিলেন]। অদঃ (উহাই [দ্যুলোক, মহঃ, জন, তপঃ, ও সত্য]) অম্ভঃ (অম্ভোলোক) [যাহা] পরেণ দিবম্ (দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে অবস্থিত); দ্যৌঃ (দ্যুলোক) [তাহার] প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়)। [দ্যুলোকের নিম্নবর্তী ও মরীচি বা সূর্যকিরণের সহিত সম্বন্ধ] অন্তরিক্ষম্ (অন্তরিক্ষই) মরীচয়ঃ (মরীচিলোকসমূহ)। পৃথিবী (পৃথিবীই) মরঃ (মর্ত্যলোক)। যাঃ (যে সকল লোক) অধস্তাৎ (পৃথিবীর নিম্নে) তাঃ (তাহারাই) আপঃ ([নিম্নলোক-বাসীদের দ্বারা প্রাপ্তব্য] আপলোক)। ১।১।২

(অতঃপর) তিনি এই সকল লোক সৃজন করিলেন—অম্ভোলোক, মরীচিলোকসমূহ, মরলোক, ও আপলোক। দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে যাহা অবস্থিত তাহাই অম্ভোলোক[১]—দ্যুলোক তাহার আশ্রয়। অন্তরিক্ষই মরীচিলোকসমূহ[২]। পৃথিবীই মরলোক। যে সকল লোক পৃথিবীর অধোভাগে তাহারাই আপলোক। ১।১।২

১। অম্ভোলোক—স্বর্গের উচ্চবর্তী মহঃ, জন, তপঃ, সত্য, এবং স্বর্গ লোক। এই সমস্ত লোকই পাঞ্চভৌতিক হইলেও তদন্তর্বর্তী বৃষ্টির জলই আমাদের প্রত্যক্ষ হয়, এই জন্য উহারা অম্ভঃ (=জল) শব্দের বাচ্য (—বিদ্যারণ্য)।

২। সূর্যকিরণ বহু এবং অন্তরিক্ষও বহু প্রদেশে বিভক্ত, এই জন্য বহুবচন।

স ঈক্ষতেমে নু লোকা, লোকপালান্ নু সৃজা ইতি।
সোঽদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যামূর্ছয়ৎ ॥ ৩

[লোকসৃষ্টির পর] সঃ (সেই ঈশ্বর) ঈক্ষত (ঈক্ষণ করিলেন)—ইমে নু লোকাঃ (এই সকল লোক তো হইল) লোকপালান্ নু সৃজৈ (এখন লোকপাল সমূহকে সৃজন করি)—ইতি (ইহা)। সঃ (তিনি) অদ্ভ্যঃ এব (অপ্, অর্থাৎ জলপ্রধান পঞ্চভূত, হইতেই) পুরুষম্ (পুরুষাকার পিণ্ডকে) সমুদ্ধৃত্য (গ্রহণ করিয়া) অমূর্ছয়ৎ (অবয়বাদি-যুক্ত করিলেন ; বিরাটের সৃষ্টি করিলেন), [লোকসৃষ্টি ইহারই অন্তর্গত]। ১।১।৩

সেই ঈশ্বর ঈক্ষণ করিলেন, "এই সকল লোক তো সৃষ্ট হইল, এখন লোকপালসমূহকে সৃষ্টি করি।" তিনি পঞ্চভূত হইতেই পুরুষাকার পিণ্ডকে গ্রহণ করিয়া তাহাতে অবয়ব সংযুক্ত করিলেন। ১।১।৩

তমভ্যতপৎ। তস্যাভিতপ্তস্য মুখং নিরভিদ্যত যথাঽণ্ডম্। মুখাদ্বাক্, বাচোঽগ্নিঃ। নাসিকে নিরভিদ্যেতাম্, নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ, প্রাণাদ্ বায়ুঃ। অক্ষিণী নিরভিদ্যেতাম্, অক্ষিভ্যাং চক্ষুশ্চক্ষুষ আদিত্যঃ। কর্ণৌ নিরভিদ্যেতাম্, কর্ণাভ্যাং শ্রোত্রং শ্রোত্রাদ্ দিশঃ। ত্বঙ্ নিরভিদ্যত, ত্বচো লোমানি, লোমভ্য ওষধিবনস্পতয়ঃ। হৃদয়ং নিরভিদ্যত, হৃদয়ান্মনো মনসশ্চন্দ্রমাঃ। নাভির্নিরভিদ্যত, নাভ্যা অপানোঽপানান্মৃত্যুঃ। শিশ্নং নিরভিদ্যত, শিশ্নাদ্রেতো রেতস আপঃ॥ ৪

ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমঃ খণ্ডঃ॥

তম্ (সেই পুরুষাকার পিণ্ডের উদ্দেশ্যে) অভ্যতপৎ (তপস্যা, অর্থাৎ সঙ্কল্প, করিলেন)। অভিতপ্তস্য (ঈশ্বরসঙ্কল্পের দ্বারা সঙ্কল্পিত [মুঃ ১।১।৮-৯]) তস্য (তাঁহার, সেই বিরাট্ পুরুষের) মুখম্ নিরভিদ্যত (মুখবিবর উৎপন্ন হইল) যথা অণ্ডম্ (পক্ষীর অণ্ড যেরূপ ভিন্ন হয় সেইরূপ)। মুখাৎ (মুখ হইতে, মুখাবলম্বনে) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়), বাচঃ (বাগিন্দ্রিয় হইতে, বাগিন্দ্রিয়াবলম্বনে) অগ্নিঃ (বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা লোকপাল অগ্নি) [অভিব্যক্ত হইলেন]। নাসিকে (ঘ্রাণেন্দ্রিয়াধিষ্ঠান নাসিকাদ্বয়) নিরভিদ্যেতাম্ (নির্ভিন্ন হইল), নাসিকাভ্যাম্ (নাসিকাদ্বয় অবলম্বনে) প্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) প্রাণাৎ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়াবলম্বনে) বায়ুঃ (অধিষ্ঠাতা লোকপাল বায়ু) [উৎপন্ন হইলেন]। অক্ষিণী (চক্ষুর্গোলকদ্বয়) নিরভিদ্যেতাম্, অক্ষিভ্যাম্ (অক্ষিদ্বয়

অবলম্বনে) চক্ষুঃ (চক্ষুরিন্দ্রিয়), চক্ষুষঃ আদিত্যঃ (চক্ষু অবলম্বনে আদিত্য)। কর্ণৌ (কর্ণবিবরদ্বয়) নিরভিদ্যেতাম্, কর্ণাভ্যাম্ (কর্ণদ্বয়াবলম্বনে) শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়), শ্রোত্রাৎ (শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে) দিশঃ (দিগ্‌দেবতাসমূহ)। ত্বক্ (স্পর্শেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান ত্বক্) নিরভিদ্যত, ত্বচঃ (ত্বক্ অবলম্বনে) লোমানি (লোমসহচরিত স্পর্শেন্দ্রিয়), লোমভ্যঃ (স্পর্শেন্দ্রিয়াবলম্বনে) ওষধিবনস্পতয়ঃ (ওষধি ও বনস্পতি প্রভৃতির এবং ত্বগিন্দ্রিয়ের দেবতা লোকপাল বায়ু)। হৃদয়ম্ (অন্তঃকরণাধিষ্ঠান হৃদয়কমল) নিরভিদ্যত, হৃদয়াৎ (হৃদয়পদ্ম অবলম্বনে) মনঃ (অন্তঃকরণ) মনসঃ (অন্তঃকরণাবলম্বনে) চন্দ্রমাঃ (লোকপাল চন্দ্র)। নাভিঃ (সর্ব প্রাণের আশ্রয়ভূমি) নিরভিদ্যত, নাভ্যাঃ (নাভি অবলম্বনে) অপানঃ (অপান, অর্থাৎ অপানসংযুক্ত পায়ু-ইন্দ্রিয়), অপানাৎ (পায়ু-ইন্দ্রিয়, মলনির্গমনের ইন্দ্রিয়, অবলম্বনে) মৃত্যুঃ (মৃত্যু-দেবতা)। শিশ্নম্ (জননেন্দ্রিয়স্থান) নিরভিদ্যত, শিশ্নাৎ (শিশ্ন অবলম্বনে) রেতঃ (রেতঃসমন্বিত জননেন্দ্রিয়), রেতসঃ (জননেন্দ্রিয়াবলম্বনে) আপঃ (জলের দ্বারা উপলক্ষিত পঞ্চভূতে উপহিত প্রজাপতি) [হইলেন]। ১।১।৪

সেই ঈশ্বর পিণ্ডাকার পুরুষকে উদ্দেশ্য করিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ঈশ্বরকৃত সঙ্কল্পের ফলে পক্ষীর ডিম্বের ন্যায় সেই পুরুষাকার পিণ্ডের মুখ নির্ভিন্ন হইল। মুখের পর বাগিন্দ্রিয় এবং বাগিন্দ্রিয়ের পর তাহার দেবতা অগ্নি অভিব্যক্ত হইলেন। নাসিকাদ্বয় প্রকটিত হইল; নাসিকাদ্বয়ের পর ঘ্রাণেন্দ্রিয়, ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পর তাহার দেবতা বায়ু অভিব্যক্ত হইলেন[১]। অক্ষিগোলকদ্বয় অভিব্যক্ত হইল; অক্ষিদ্বয়ের পর দর্শনেন্দ্রিয়, এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের পর তাহার দেবতা সূর্য প্রকাশিত হইলেন। কর্ণদ্বয় অভিব্যক্ত হইল; কর্ণবিবরদ্বয়ের পর শ্রবণেন্দ্রিয়, ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের পর দিগ্‌দেবতাসমূহ প্রকটিত হইলেন। ত্বক্ অভিব্যক্ত হইল; ত্বকের পর লোমসমূহ, অর্থাৎ স্পর্শেন্দ্রিয়, এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের পর ওষধি ও বনস্পতি সকল, অর্থাৎ বায়ুদেবতা, প্রকাশিত হইলেন। হৃদয়কমল অভিব্যক্ত হইল; হৃদয়-

হৃদয়ের পর অন্তঃকরণ, এবং অন্তঃকরণের পর চন্দ্র প্রকটিত হইলেন। নাভি অভিব্যক্ত হইল; নাভির পর অপান, অর্থাৎ পায়ু, ও পায়ুর পর মৃত্যু আবির্ভূত হইলেন। জননেন্দ্রিয়স্থান প্রকটিত হইল; জননেন্দ্রিয়স্থানের পর শুক্রসমন্বিত ইন্দ্রিয়, ও তাহার দেবতা প্রজাপতি অভিব্যক্ত হইলেন। ১।১।৪

১। অর্থাৎ ক্রমে ইন্দ্রিয়গোলক, ইন্দ্রিয়, ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আবির্ভূত হইলেন। প্রতিস্থলেই ইহা বুঝিতে হইবে। বিরাটের অবয়ব সমূহ হইতে লোকপাল সমূহ উৎপন্ন হইলেন।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড

তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্ মহত্যর্ণবে প্রাপতন্। তমশনায়াপিপাসাভ্যামন্ববার্জৎ। তা এনমব্রুবন্নায়তনং নঃ প্রজানীহি, যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি॥ ১

তাঃ এতাঃ দেবতাঃ (এই পূর্বোক্ত দেবতাগণ লোকপালরূপে) সৃষ্টাঃ (সৃষ্ট হইয়া) অস্মিন্ মহতি অর্ণবে (এই মহা সংসার-সাগরে) প্রাপতন্ (নিপতিত হইলেন)। তম্ (সেই দেবতাদের উৎপত্তির বীজভূত প্রথমোৎপন্ন পিণ্ডস্বরূপকে) [পরমেশ্বর] অশনায়া-পিপাসাভ্যাম্ (ক্ষুধাতৃষ্ণার সহিত) [পাঠান্তর-অশনা] অন্ববার্জৎ (সংযোজিত করিলেন)। তাঃ (সেই ক্ষুধাতৃষ্ণাপীড়িত দেবগণ) এনম্ (এই স্রষ্টা পিতামহকে) অব্রুবন্ (বলিলেন)—নঃ (আমাদের জন্য) আয়তনম্ (অধিষ্ঠান)

প্রজানীহি (বিধান করুন), যস্মিন্ (যে আয়তনে) প্রতিষ্ঠিতাঃ (অবস্থিত থাকিয়া) অন্নম্ (অন্ন) অদাম (ভক্ষণ করিব)—ইতি। ১।২।১

সেই পূর্বোক্ত দেবগণ সৃষ্ট হইয়া মহা সংসারসাগরে নিপতিত হইলেন। ঈশ্বর সেই পিণ্ডাকার পুরুষকে ক্ষুধাতৃষ্ণার সহিত সংযুক্ত করিলেন। (ইহার ফলে তাঁহার কার্যভূত) সেই দেবগণ (ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া) ঈশ্বরকে এইরূপ বলিলেন—"আমাদের জন্য এইরূপ অধিষ্ঠানের বিধান করুন যাহাতে অবস্থিত থাকিয়া আমরা অন্ন ভক্ষণ করিতে পারি।" ১।২।১

তাভ্যো গামানয়ৎ। তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽয়মলমিতি।
তাভ্যোঽশ্বমানয়ৎ। তা অব্রুবন্—ন বৈ নোঽয়মলমিতি ॥ ২

[দেবসৃষ্টির পর তাঁহাদের ভোগায়তন ব্যষ্টিদেহের সৃষ্টি ও তাহাতে দেবতার প্রবেশ বলা হইতেছে]—[এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া ঈশ্বর] তাভ্যঃ (সেই দেবগণের জন্য) গাম্ (গবাকৃতিবিশিষ্ট একটি পিণ্ড) আনয়ৎ (আনয়ন করিলেন)। তাঃ (তাঁহারা) অব্রুবন্—নঃ (আমাদের পক্ষে) অয়ম্ বৈ (ইহা তো) ন অলম্ (যথেষ্ট নহে) [অর্থাৎ এই গবাকৃতি-পিণ্ডে অধিষ্ঠিত হইয়া আমরা প্রচুর অন্ন ভোগ করিতে পারিব না]—ইতি। তাভ্যঃ অশ্বম্ (অশ্ব) আনয়ৎ। তাঃ (তাঁহারা) অব্রুবন্ (বলিলেন)—নঃ অয়ম্ বৈ ন অলম্ ইতি। ১।২।২

(পরমেশ্বর) তাঁহাদের জন্য গবাকৃতিবিশিষ্ট একটি পিণ্ড আনিলেন। দেবগণ এই কথা বলিলেন, "আমাদের পক্ষে ইহা তো যথেষ্ট নহে।" (অতঃপর তিনি) তাঁহাদের জন্য অশ্বাকৃতিবিশিষ্ট পিণ্ড আনয়ন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "ইহাও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে।" ১।২।২

তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ। তা অব্রুবন্—সুকৃতং বতেতি। পুরুষো বাব সুকৃতম্। তা অব্রবীৎ—যথায়তনং প্রবিশতেতি ॥ ৩

তাভ্যঃ পুরুষম্ (বিরাটের অনুরূপ পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট পিণ্ড) আনয়ৎ। তাঃ অব্রুবন্—সুকৃতম্ বত (এই অধিষ্ঠানটি সুন্দর সৃষ্ট হইয়াছে) ইতি। পুরুষঃ বাব (পুরুষই যথার্থ) সুকৃতম্ (স্বয়ং পরমেশ্বরের কৃত, অথবা সর্ব পুণ্যকর্ম সাধনের নিদান)। তাঃ (উক্ত দেবগণকে) অব্রবীৎ (ঈশ্বর বলিলেন)—যথায়তনম্ (যথোপযুক্ত, স্বাভিমত অধিষ্ঠানে) প্রবিশত (প্রবেশ কর)—ইতি। ১৷২৷৩

ঈশ্বর তাঁহাদের জন্য পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট পিণ্ড আনয়ন করিলেন। দেবগণ বলিলেন, "ইহা বস্তুতঃই উত্তমরূপে নির্মিত হইয়াছে।" পুরুষ যথার্থই সর্বপুণ্যকর্মের নিদান[১]। ঈশ্বর দেবগণকে বলিলেন, "যথোপযুক্ত অধিষ্ঠানে প্রবেশ কর।" ১৷২৷৩

১। অন্য সকল দেহ ভোগায়তন, অর্থাৎ পাপপুণ্যের ফল ভোগেরই উপায়; কিন্তু মানবদেহে পুণ্যাদি কর্মফল অর্জিত হয়।

অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ, বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ, আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাক্ষিণী প্রাবিশৎ, দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্, ওষধিবনস্পতয়ো লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশন্, চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশৎ, মৃত্যুরপানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশৎ, আপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্ ॥ ৪

অগ্নিঃ (বাগভিমানী অগ্নিদেব) বাক্ ভূত্বা (বাগিন্দ্রিয় হইয়া) মুখম্ (মুখবিবরে) প্রাবিশৎ (প্রবেশ করিলেন)। বায়ুঃ প্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) ভূত্বা নাসিকে,

(নাসিকাদ্বয়ে) প্রাবিশৎ। আদিত্যঃ (সূর্য) চক্ষুঃ ভূত্বা অক্ষিণী (অক্ষিগোলকদ্বয়ে) প্রাবিশৎ। দিশঃ (দিক্‌সমূহ) শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়) ভূত্বা কর্ণৌ (কর্ণবিবরে) প্রাবিশন্। ওষধি-বনস্পতয়ঃ (ওষধি ও বনস্পতি সকল) লোমানি (লোমসমন্বিত স্পর্শেন্দ্রিয়) ভূত্বা ত্বচম্ (ত্বকের মধ্যে) প্রাবিশন্। চন্দ্রমাঃ (চন্দ্র) মনঃ (অন্তঃকরণ) ভূত্বা হৃদয়ম্ (হৃদয়পদ্মে) প্রাবিশৎ। মৃত্যুঃ (যম) অপানঃ (পায়ু-ইন্দ্রিয়) ভূত্বা নাভিম্ (নাভিমূলে) প্রাবিশৎ। আপঃ (প্রজাপতি) রেতঃ (রেতসহগামী জননেন্দ্রিয়) ভূত্বা শিশ্নম্ (জননেন্দ্রিয়-স্থানে) প্রাবিশন্ (প্রবেশ করিলেন)। ১।২।৪

অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন। বায়ু ঘ্রাণেন্দ্রিয়রূপে নাসিকাদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন। সূর্য দর্শনেন্দ্রিয়রূপে অক্ষিগোলকদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন। দিক্‌সমূহ শ্রবণেন্দ্রিয়রূপে কর্ণবিবরে প্রবেশ করিলেন। ওষধি ও বনস্পতি সকল স্পর্শেন্দ্রিয় হইয়া ত্বক্‌মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্র অন্তঃকরণ হইয়া হৃদয়পদ্মে প্রবেশ করিলেন। মৃত্যু অপানরূপে নাভিমূলে প্রবেশ করিলেন। প্রজাপতি জননেন্দ্রিয়রূপে জননেন্দ্রিয়স্থানে প্রবেশ করিলেন[1]। ১।২।৪

১। এই সব স্থলে ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা উভয়ের প্রবেশ বুঝিতে হইবে।

তমশনায়াপিপাসে অব্রূতাম্—আবাভ্যামভিপ্রজানীহীতি। স তেঽব্রবীৎ—এতাস্বেব বাং দেবতাস্বাভজাম্যেতাসু ভাগিন্যৌ করোমীতি। তস্মাদ্ যস্যৈ কস্যৈ চ দেবতায়ৈ হবির্গৃহ্যতে ভাগিন্যাবেবাস্যামশনায়াপিপাসে ভবতঃ ॥ ৫

ইতি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ॥

অশনায়া-পিপাসে (ক্ষুধা ও তৃষ্ণা) তম্ (উক্ত ঈশ্বরকে) অব্রূতাম্ (বলিল)—আবাভ্যাম্ (আমাদের জন্য) অভিপ্রজানীহি (অধিষ্ঠান বিধান করুন) ইতি। সঃ

(তিনি) তে (তাহাদের উভয়কে) অব্রবীৎ (বলিলেন)—বাম্ (তোমাদের দুই-জনকে) এতাসু (এই সকল) দেবতাসু এব (অগ্ন্যাদি দেবগণের মধ্যেই) আভজামি (বৃত্তি বিভাগ করিয়া দিয়া অনুগৃহীত করিব), এতাসু ভাগিন্যৌ (ভাগযুক্ত) করোমি (করিব) ইতি। তস্মাৎ (সুতরাং) যস্যৈ কস্যৈ চ (যে কোনও) দেবতায়ৈ (দেবতার উদ্দেশ্যে) হবিঃ (আহুতিদ্রব্য) গৃহ্যতে (গৃহীত হয়) অস্যাম্ এব (সেই দেবতার মধ্যেই) অশনায়া-পিপাসে (ক্ষুধা ও তৃষ্ণা) ভাগিন্যৌ (ভাগযুক্ত) ভবতঃ (হইয়া থাকে)। ১।২।৫

ক্ষুধা-তৃষ্ণা ঈশ্বরকে বলিল—"আমাদের জন্য অধিষ্ঠান বিধান করুন।" তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—"এই সকল দেবগণের মধ্যেই তোমাদের জীবিকা বিভাগ করিয়া দিয়া তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিব; ইহাদের মধ্যেই তোমাদিগকে ভাগযুক্ত করিব।" এই কারণে যে কোনও দেবতার জন্যই হবিঃ গৃহীত হউক না কেন, সেই দেবতার ভাগেই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ভাগ পাইয়া থাকে[১]। ১।২।৫

১। যদিও ভোক্তা জীবই সংসারে প্রবেশ করে, তথাপি তাহার প্রবেশ ও ভোগাদি স্বরূপতঃ মিথ্যা। ইহা বুঝাইবার জন্য ইন্দ্রিয় ও দেবগণ সম্বন্ধেই ক্ষুৎ-পিপাসাদি রূপ সংসার বর্ণিত হইল; জীবের সম্বন্ধে উহা বলা হইল না।

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয় খণ্ড

স ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চ। অন্নমেভ্যঃ সৃজা ইতি॥ ১

সঃ ঈক্ষত—ইমে নু [ঐঃ ১।১।৩] লোকাঃ চ (লোকসকল) লোকপালাঃ চ (এবং লোকপাল সকল) [সৃষ্ট হইল]; এভ্যঃ (ইহাদের জন্য) অন্নম্ (অন্ন) সৃজৈ (সৃষ্টি করি)—ইতি ১।৩।১

ঈশ্বর পর্যালোচনা করিলেন—"এই লোকসমূহ এবং লোকপাল সমূহ তো সৃষ্ট হইল; এখন ইহাদের জন্য অন্ন সৃষ্টি করি।" ১।৩।১

সোঽপোঽভ্যতপৎ; তাভ্যোঽভিতপ্তাভ্যো মূর্তিরজায়ত। যা বৈ সা মূর্তিরজায়তান্নং বৈ তৎ॥ ২

সঃ (তিনি) অপঃ (জলসমূহকে, অর্থাৎ পঞ্চভূতকে, উদ্দেশ করিয়া) অভ্যতপৎ ([প্রাণিগণের অন্ন সৃষ্ট হউক, এই রূপ] সঙ্কল্প করিলেন); অভিতপ্তাভ্যঃ (সঙ্কল্পিত) তাভ্যঃ (সেই জলরাশি হইতে) মূর্তিঃ (ঘনাকার রূপ) অজায়ত (জাত হইল)। যা বৈ সা (সেই যে) মূর্তিঃ (পিণ্ডশরীর সংরক্ষণে সমর্থ চরাচর) অজায়ত, তৎ বৈ (উহাই) অন্নম্ (অন্ন)। ১।৩।২

তিনি পঞ্চভূতকে উদ্দেশ করিয়া সঙ্কল্প করিলেন; সঙ্কল্পিত সেই পঞ্চভূত হইতে কঠিন আকার জাত হইল। সেই যে ঘনীভূত আকার উহাই অন্ন। ১।৩।২

তদেতদভিসৃষ্টং পরাঙত্যজিঘাংসৎ। তদ্বাচাঽজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোদ্বাচা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনদ্বাচাঽগ্রহৈষ্যদভিব্যাহৃত্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৩

অভিসৃষ্টম্ ([লোক ও লোকপালদিগের] উদ্দেশ্যে সৃষ্ট) তৎ (উক্ত) এতৎ (এই অন্ন) পরাঙ্ অত্যজিঘাংসৎ (পশ্চাম্মুখী হইয়া খাদক লোকবর্গ ও লোকপালবর্গ হইতে দূরে যাইতে চেষ্টিত হইল) [অর্থাৎ বাহিরেই থাকিয়া গেল]। তৎ (উক্ত অন্নকে) [অপর খাদক না থাকায় লোক-লোকপালসমষ্টি-রূপী আদি ভোক্তা] বাচা (বাক্য সহায়ে, নামোচ্চারণ করিয়া) অজিঘৃক্ষৎ (গ্রহণ করিতে চাহিলেন); তৎ বাচা গ্রহীতুম্ (গ্রহণ করিতে) ন অশক্নোৎ (পারিলেন না); সঃ (সেই আদি-ভোক্তা) যৎ হ (যদি) এনৎ (এই অন্নকে) বাচা অগ্রহৈষ্যৎ (গ্রহণ করিতেন) [তবে পরবর্তী জীবও] অন্নম্ অভিব্যাহৃত্য এব হ (অন্নসম্বন্ধে কথা বলিয়াই) অত্রপ্স্যৎ (তৃপ্ত হইত) ১৷৩৷৩

তাঁহাদের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট উক্ত অন্ন তাঁহাদিগের নিকট হইতে পশ্চাম্মুখে পলাইতে লাগিল। (ভোক্তৃসঙ্ঘাতরূপী) আদি-ভোক্তা উক্ত অন্নকে বাক্যদ্বারা গ্রহণ করিতে চাহিলেন; কিন্তু বাক্যদ্বারা তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। যদি তিনি বাক্যদ্বারা তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে পরবর্তী জীবও অন্নের আলোচনা করিয়াই তৃপ্ত হইত। ১৷৩৷৩

তৎ প্রাণেনাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোৎ প্রাণেন গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনৎ প্রাণেনাগ্রহৈষ্যদভিপ্রাণ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৪

প্রাণেন (ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা)। অভিপ্রাণ্য (আঘ্রাণ করিয়া)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ১৷৩৷৪

তিনি সেই অন্নকে প্রাণের দ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু প্রাণের দ্বারা উহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি যদি প্রাণের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে পরবর্তী অপরেও অন্নকে আঘ্রাণ করিয়াই তৃপ্ত হইত। ১।৩।৪

তচ্চক্ষুষাঽজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোচ্চক্ষুষা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনচ্চক্ষুষাঽগ্রহৈষ্যদ্ দৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৫

চক্ষুষা (চক্ষু দ্বারা)। দৃষ্ট্বা (দেখিয়া)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ১।৩।৫

তিনি উহাকে চক্ষুদ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু চক্ষুদ্বারা উহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি যদি চক্ষুদ্বারা গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে অপরেও অন্নকে কেবল দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হইত। ১।৩।৫

তচ্ছ্রোত্রেণাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোচ্ছ্রোত্রেণ গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনচ্ছ্রোত্রেণাগ্রহৈষ্যচ্ছ্রুত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৬

শ্রোত্রেণ (শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা)। শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া)। ১।৩।৬

তিনি উহাকে কর্ণের দ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু কর্ণের দ্বারা উহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি যদি কর্ণের দ্বারা উহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে অপরেও অন্নসম্বন্ধে কেবল শ্রবণ করিয়াই তৃপ্ত হইত। ১।৩।৬

তত্ত্বচাঽজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোৎ ত্বচা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈনৎ ত্বচাঽগ্রহৈষ্যৎ স্পৃষ্ট্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৭

ত্বচা (স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা)। স্পৃষ্ট্বা (স্পর্শ করিয়া)। ১।৩।৭

তিনি উহাকে স্পর্শের দ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু স্পর্শের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি যদি স্পর্শের দ্বারা ইহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে অপরেও অন্নকে স্পর্শমাত্র করিয়াই তৃপ্ত হইত। ১।৩।৭

তন্মনসাঽজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোন্মনসা গ্রহীতুম্। স যদ্ধৈ-নন্মনসাঽগ্রহৈষ্যদ্ ধ্যাত্বা হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৮

মনসা (মনের দ্বারা)। ধ্যাত্বা (চিন্তা করিয়া)। ১।৩।৮

তিনি উহাকে মনের দ্বারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু মনের দ্বারা তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি যদি ইহাকে মনের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে অপরেও অন্নের চিন্তামাত্র করিয়াই তৃপ্ত হইত। ১।৩।৮

তচ্ছিশ্নেনাজিঘৃক্ষৎ, তন্নাশক্নোচ্ছিশ্নেন গ্রহীতুম্। সঃ যদ্ধৈনচ্ছিশ্নেনাগ্রহৈষ্যদ্ বিসৃজ্য হৈবান্নমত্রপ্স্যৎ ॥ ৯

শিশ্নেন (জননেন্দ্রিয়ের দ্বারা)। বিসৃজ্য (ত্যাগ করিয়া)। ১।৩।৯

তিনি শিশ্নের দ্বারা উহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু শিশ্নের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি যদি শিশ্নের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিতেন তবে অপরেও অন্নকে (অর্থাৎ অন্নরস শুক্রকে) ত্যাগ মাত্র করিয়াই তৃপ্ত হইত। ১।৩।৯

তদপানেনাজিঘৃক্ষৎ, তদাবয়ৎ। সৈষোঽন্নস্য গ্রহো যদ্বায়ুঃ। অন্নায়ুর্বা এষ যদ্বায়ুঃ ॥ ১০

অপানেন (অপানবায়ু সহায়ে) তৎ অজিঘৃক্ষৎ ; তৎ (উক্ত অন্নকে) আবয়ৎ (গ্রহণ করিলেন)। এষঃ (এই) যৎ (=যঃ, যে) বায়ুঃ (অপানবায়ু) সঃ (উহাই) অন্নস্য (অন্নের) গ্রহঃ (গ্রাহক)। এষঃ যৎ বায়ুঃ (বায়ু) অন্নায়ুঃ বৈ (অন্নই তাহার জীবন)। ১৩১০

তিনি অপানবায়ু[১] দ্বারা উহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন ; এবং উহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন। এই যে অপানবায়ু, উহাই অন্নের গ্রাহক। এই যে প্রসিদ্ধ প্রাণবায়ু, উহা অন্নরসসহায়েই শরীরে অবস্থান করে। ১৩১০

১। অপান—যে বায়ু-সহায়ে অন্নকে গলাধঃকরণ করা হয়। এই প্রকরণে ইহাই প্রদর্শিত হইল যে, অপানবৃত্তি-যুক্ত প্রাণরূপ উপাধি-সহায়েই জীব অন্নভোক্তা হন। কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি ব্রহ্ম ও অভোক্তা।

স ঈক্ষত কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাদিতি। স ঈক্ষত কতরেণ প্রপদ্যা ইতি। স ঈক্ষত যদি বাচাঽভিব্যাহৃতম্, যদি প্রাণেনাভিপ্রাণিতম্, যদি চক্ষুষা দৃষ্টম্, যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতম্, যদি ত্বচা স্পৃষ্টম্, যদি মনসা ধ্যাতম্, যদ্যপানেনাভ্যপানিতম্, যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টম্ অথ কোঽহমিতি ॥ ১১

সঃ (পরমেশ্বর) ঈক্ষত (আলোচনা করিলেন)—ইদম্ (এই দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাত) মৎ-ঋতে (আমা ভিন্ন) কথম্ নু (কি প্রকারে) স্যাৎ (থাকিতে পারে) ইতি। সঃ ঈক্ষত কতরেণ (পদ ও মস্তক এই দুইটির মধ্যে কোন্ পথে) [এই দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টিতে] প্রপদ্যৈ (= প্রপদ্যে, প্রবেশ করি) ইতি। সঃ ঈক্ষত—যদি বাচা (বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা) অভিব্যাহৃতম্ ([আমি ভোক্তা না হইলে নিরর্থক] বাগ্ব্যবহার

হয়), যদি প্রাণেন অভিপ্রাণিতম্ (নিরর্থক আঘ্রাণ হয়), যদি চক্ষুষা দৃষ্টম্ (নিরর্থক দর্শন হয়), যদি শ্রোত্রেণ শ্রুতম্, যদি ত্বচা স্পৃষ্টম্ (অনর্থক স্পর্শ হয়), যদি মনসা ধ্যাতম্ (নিরর্থক চিন্তা হয়), যদি অপানেন অভ্যপানিতম্ (নিরর্থক অধোনয়ন করা হয়), যদি শিশ্নেন বিসৃষ্টম্ (নিরর্থক শুক্রত্যাগ হয়) অথ (তাহা হইলে) কঃ অহম্ (আমার স্বামিত্ব আবার কিরূপ, অর্থাৎ আমার স্বরূপ কিরূপে প্রকটিত হইবে) ? ইতি। ১।৩।১১

পরমেশ্বর চিন্তা করিলেন—"এই দেহেন্দ্রিয়-সঙ্ঘাত আমা ভিন্ন কিরূপে থাকিতে পারে ?" তিনি এই কথা আলোচনা করিলেন— "কোন্ পথে ইহাতে প্রবেশ করি ?" তিনি আরও আলোচনা করিলেন—"যদি বাগিন্দ্রিয়ের বাক্যব্যবহার, ঘ্রাণের আঘ্রাণ, চক্ষুর দৃষ্টি, কর্ণের শ্রবণ, ত্বকের স্পর্শ, মনের চিন্তা, অপানের অধোনয়ন, শিশ্নের বিসৃষ্টি বিনা প্রয়োজনেই হয়[১], তবে আমি কিরূপ তাহা কে জানিবে ?" ১।৩।১১

১। দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি সংহত। পরস্পর-অসম্বদ্ধ বস্তু পরার্থেই সংহত হইয়া থাকে; যথা গৃহাদি সংহত বস্তু গৃহস্বামীরই ভোগের জন্য বিদ্যমান থাকে। দেহেন্দ্রিয়ের কার্য যদি কোনও স্বামীর, অর্থাৎ ভোক্তার, উদ্দেশে না হয় তবে উহা নিরর্থক বলিতে হইবে, এবং মানুষ ঐ সকল কার্যাবলম্বনে ভোগকারীর আত্মস্বরূপ ভগবানের অনুভূতি লাভ করিবে না। অতএব ঈশ্বর ঈক্ষণ করিলেন—"আমি যদি এই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিতে প্রবেশ করিয়া উপলব্ধির বিষয়ীভূত হই, তবেই সকল অন্তঃকরণবৃত্তির সাক্ষিরূপে জ্ঞাত হইতে পারিব।" ঐঃ ৩।১।২ ও তৈঃ ২।৭ টীকা দ্রষ্টব্য।

স এতমেব সীমানং বিদার্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত। সৈষা বিদৃতির্নাম দ্বাঃ; তদেতন্নান্দনম্। তস্য ত্রয় আবসথাস্ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ। অয়মাবসথোঽয়মাবসথোঽয়মাবসথ ইতি ॥ ১২

সঃ (পরমেশ্বর) এতম্ এব (এই মস্তকস্থ) সীমানম্ (কেশবিভাগের শেষ সীমাকে) বিদার্য (বিদারণ করিয়া) এতয়া (এই ব্রহ্মরন্ধ্র রূপ) দ্বারা দ্বারে)

প্রাপদ্যত (প্রবেশ করিলেন)। সা এষা (সেই এই) দ্বাঃ (দ্বারটি) বিদৃতিঃ নাম (বিদৃতি নামে প্রসিদ্ধ), তৎ (সেই জন্য) এতৎ (এই দ্বারটি) নান্দনম্ (= নন্দনম্, ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তির, ক্রমমুক্তির, হেতু)। তস্য (প্রবিষ্ট সেই পরমাত্মার) ত্রয়ঃ (তিনটি) আবসথাঃ (বাসস্থান; অর্থাৎ জাগরিত-কালে ইন্দ্রিয়স্থান দক্ষিণ চক্ষু, স্বপ্নসময়ে অভ্যন্তরস্থ মন, এবং সুষুপ্তি-কালে হৃদয়াকাশ। অথবা পিতৃশরীর, মাতৃগর্ভ, এবং নিজের শরীর), ত্রয়ঃ (তিনটি) স্বপ্নাঃ (স্বপ্ন [= জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি]) [মাঃ ৫ টীকা]—অয়ম্ (এই দক্ষিণ চক্ষু) আবসথঃ (বাসস্থান), অয়ম্ (এই মন) আবসথঃ, অয়ম্ (এই হৃদয়াকাশ) আবসথঃ; ইতি। ১।৩।১২

তিনি এই মস্তকস্থ সীমাকে বিদীর্ণ করিয়া এই ব্রহ্মরন্ধ্রদ্বারেই প্রবেশ করিলেন। সেই এই দ্বারটি বিদৃতি নামে প্রসিদ্ধ। এই জন্যই এই দ্বারটি ব্রহ্মানন্দ-লাভের উপায়। সেই জীবভূত আত্মার তিনটি বাসস্থান এবং তিনটি স্বপ্ন—এই দক্ষিণ চক্ষু একটি আবাস, এই মন একটি আবাস, এবং এই হৃদয়াকাশ একটি আবাস। ১।৩।১২

স জাতো ভূতান্যভিব্যৈখ্যৎ কিমিহান্যং বাবদিষদিতি।
স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যদিদমদর্শমিতী৩॥ ১৩

সঃ (তিনি) জাতঃ (দেহে) জীবাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া) ভূতানি (আকাশাদি ভূতবর্গ) অভিব্যৈখ্যৎ (ব্যাকৃত করিলেন; অর্থাৎ আমি মানুষ, আমি কাণা, আমি সুখী ইত্যাদিরূপে শরীরাদির সহিত অভেদ অনুভব করিলেন এবং বাক্যে তাহা প্রকাশ করিলেন); ইতি (কেন না) [অবিদ্যাবশতঃ] ইহ (এই শরীরে) অন্যম্ (শরীরাদি-ব্যতিরিক্ত [আত্মা বলিয়া] কিছু) বাবদিষৎ কিম্ (বলিয়াছিলেন কিংবা জানিয়াছিলেন কি? অর্থাৎ বলেন নাই এবং জানেনও নাই)। [গুরুর উপদেশ লাভ করিয়া] সঃ (সেই জীব) এতম্ ([সৃষ্ট্যাদির কর্তৃরূপে বর্ণিত] এই) পুরুষম্ এব ([সুষুম্না নাড়ী অবলম্বনে প্রবিষ্ট ও হৃদয়পুরশায়ী] পরমাত্মাকে) ততমম্ (= তত-তমম্, ব্যাপ্ততম, পরিপূর্ণ) ব্রহ্ম (বৃহত্তমরূপে) অপশ্যৎ (দেখিয়াছিলেন)— ইদম্ (এই অপরোক্ষকে) অদর্শম্ (দেখিলাম) ইতি ৩ [অহো অর্থে প্লুতি]। ১।৩।১৩

তিনি জীব হইয়া "আমি মানুষ, আমি কাণা, আমি সুখী"—ইত্যাদি রূপে আকাশাদি ভূতবর্গকে নিজের সহিত অভিন্নরূপে জানিলেন এবং বাক্যে উহাদিগকেই ব্যক্ত করিলেন। (অবিদ্যাগ্রস্ত হওয়ায়) তিনি এই শরীরে শরীরাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মার কথা কি বলিতে বা জানিতে পারেন[১] ? সেই জীব (পরে এইরূপে) হৃদয়পুরশায়ী পুরুষকেই সর্বব্যাপী ও বৃহত্তমরূপে জ্ঞাত হইলেন—"অহো আমি আমার আত্মস্বরূপকেই দেখিলাম।" ১।৩।১৩

১। এই স্থলে অধ্যারোপ শেষ হইয়া অপবাদ আরম্ভ হইল। ১।১।১ টীকা।

তস্মাদিদন্দ্রো নাম, ইদন্দ্রো হ বৈ নাম। তমিদন্দ্রং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ, পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ, পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ ॥ ১৪

ইতি ঐতরেয়োপনিষদি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়খণ্ডঃ ॥

তস্মাৎ (সেই হেতু, [যেহেতু 'ইদম্'—এই—ইত্যাকার প্রত্যক্ষভাবেই পরমাত্মাকে দেখিয়াছিলেন, অতএব]) ইদন্দ্রঃ নাম ('ইদন্দ্র' নামে খ্যাত—ইদম্ পশ্যতি—অপরোক্ষভাবে দেখেন, এই অর্থে [পরমাত্মা] ইদন্দ্র), [বৃঃ ৪।২।২]। ইদন্দ্রঃ হ বৈ নামঃ ('ইদন্দ্রই' তাঁহার প্রকৃত নাম)। ইদন্দ্রম্ সন্তম্ ('ইদন্দ্র' হইলেও) তম্ (তাঁহাকে) পরোক্ষেণ (পরোক্ষভাবে) ইন্দ্রঃ ইতি ('ইন্দ্র' এই নামে) আচক্ষতে (বলিয়া থাকেন); হি (কারণ) দেবাঃ (দেবগণ) পরোক্ষপ্রিয়াঃ ইব (যেন পরোক্ষ নামে সন্তুষ্ট)। [দ্বিরুক্তি অধ্যায়ের সমাপ্তিসূচক]। ১।৩।১৪

সেই জন্যই পরমাত্মার নাম 'ইদন্দ্র'। 'ইদন্দ্র'ই তাঁহার প্রকৃত নাম, তথাপি ব্রহ্মজ্ঞগণ তাঁহাকে পরোক্ষভাবে 'ইন্দ্র' নামে অভিহিত করেন। কারণ দেবগণ যেন পরোক্ষপ্রিয়। ১।৩।১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

পুরুষে হ বা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি যদেতদ্রেতঃ।
তদেতৎ সর্বেভ্যোঽঙ্গেভ্যস্তেজঃ সম্ভূতমাত্মন্যেবাত্মানং বিভর্তি।
তদ্যদা স্ত্রিয়াং সিঞ্চত্যথৈনজ্জনয়তি। তদস্য প্রথমং জন্ম ॥ ১

[মনে বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য জীবের বিভিন্ন সংসারাবস্থা বর্ণিত হইতেছে]—
[কর্মবশে] অয়ম্ (এই সংসারী জীব) আদিতঃ (প্রথমতঃ) পুরুষে হ বৈ (পুরুষ-দেহেই) যৎ এতৎ রেতঃ (এই যে শুক্র, সেই শুক্রাত্মক) গর্ভঃ (গর্ভরূপী) ভবতি (হয়)। সর্বেভ্যঃ (সকল) অঙ্গেভ্যঃ (অবয়ব হইতে) সম্ভূতম্ (পরিনিষ্পন্ন) তেজঃ (তেজস্বরূপ, সারস্বরূপ) আত্মানম্ (আত্মভূত) তৎ (উক্ত) এতৎ (এই শুক্রকে) আত্মনি এব (নিজ শরীরেই) বিভর্তি (ধারণ করে)। যদা (যখন) তৎ (উক্ত রেতঃ) স্ত্রিয়াম্ (স্ত্রীতে) সিঞ্চতি (সিঞ্চন করে) অথ (তখন) এনৎ (এই শুক্রকে) জনয়তি (গর্ভরূপে উৎপাদন করে)। অস্য (ঐ জীবের) তৎ (ঐ রেতোরূপে নির্গমন) প্রথমম্ (প্রথম) জন্ম (অবস্থাভিব্যক্তি)। ২।১।১

পুরুষদেহে এই যে শুক্র, (সংসারী জীব) প্রথমতঃ তদাকারেই গর্ভরূপী হয়। সকল অবয়ব হইতে পরিনিষ্পন্ন, সারস্বরূপ এবং আত্মভূত উক্ত শুক্রকে পুরুষ নিজ শরীরেই ধারণ করে। সে যখন উক্ত রেতঃ স্ত্রীতে সিঞ্চন করে, তখন ঐ রেতঃকে গর্ভরূপে জন্ম দেয়। ঐ জীবের উহাই, অর্থাৎ ঐ রেতোরূপে নির্গমনই, প্রথম জন্ম। ২।১।১

তৎ স্ত্রিয়া আত্মভূয়ং গচ্ছতি, যথা স্বমঙ্গং তথা। তস্মাদেনাং ন হিনস্তি। সাস্যৈতমাত্মানমত্র গতং ভাবয়তি। সা ভাবয়িত্রী ভাবয়িতব্যা ভবতি ॥ ২

তৎ (উক্ত নিষিক্ত রেতঃ) স্ত্রিয়া (স্ত্রীর সহিত) আত্মভূয়ম্ (আত্মানতিরিক্ত ভাব) গচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়)—যথা (যদ্রূপ) স্বম্ (স্ত্রীর নিজের) অঙ্গম্ (হস্তাদি অঙ্গ) তথা (তদ্রূপ)। তস্মাৎ (সেই জন্য) এনাম্ (এই গর্ভবতী মাতাকে) [উক্ত গর্ভ] ন হিনস্তি ([স্ফোটকাদির ন্যায়] ব্যথিত করে না)। সা (সেই অন্তর্বত্নী) অত্র (এই উদরে) গতম্ (প্রবিষ্ট) অস্য (ঐ পুরুষের) এতম্ (এই) আত্মানম্ (রেতোরূপী আত্মাকে) ভাবয়তি (পোষণ করে, পরিপালন করে)। [পুরুষের পক্ষেও] সা (সেই) ভাবয়িত্রী (পালনকারিণী) ভাবয়িতব্যা (প্রতিপালনীয়া) ভবতি (হয়)। ২।১।২

সেই সিঞ্চিত রেতঃ স্ত্রীর সহিত তাহার নিজেরই অবয়বের ন্যায় অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। সেই জন্যই অন্তর্বত্নীকে উক্ত গর্ভ পীড়া দেয় না। সেই স্ত্রী নিজের উদরে প্রবিষ্ট (পতির সেই) রেতোরূপী আত্মাকে পরিপোষণ করে। সেই জন্য ঐ পোষণকারিণী পত্নীও (পতিকর্তৃক) প্রতিপালনীয়া। ২।১।২

তং স্ত্রী গর্ভং বিভর্তি। সোঽগ্র এব কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধি ভাবয়তি। স যৎ কুমারং জন্মনোঽগ্রেঽধি ভাবয়তি, আত্মানমেব তদ্ভাবয়তি, এষাং লোকানাং সন্তত্যা এবং সন্ততা হীমে লোকাঃ। তদস্য দ্বিতীয়ং জন্ম ॥ ৩

তম্ (সেই) গর্ভম্ (গর্ভকে) অগ্রে (জন্মের পূর্বে) স্ত্রী (স্ত্রী) বিভর্তি (পোষণ করে)। সঃ (সেই পিতা) অগ্রে এব (পূর্বেই, জাতমাত্রই) জন্মনঃ

অধি (জন্মের পরেই) কুমারম্ (সন্তানকে) ভাবয়তি (পালন করে)। সঃ (সেই পিতা) কুমারম্ (সন্তানকে) জন্মনঃ অধি (জন্মের পরে) অগ্রে (জাতমাত্রই) যৎ (যে) ভাবয়তি (জাতকর্মাদি দ্বারা পরিপালন করে), তৎ (তদ্দ্বারা) এষাম্ (এই) লোকানাম্ (লোকসমূহের) সন্তত্যৈ (অবিচ্ছেদের জন্য) আত্মানম্ এব (আপনাকেই) ভাবয়তি (পালন করে)। হি (কারণ) এবম্ (এইরূপ পুত্রোৎপাদন দ্বারাই) ইমে লোকাঃ (এই সকল লোক) সন্ততাঃ (প্রবাহাকারে চলিতেছে)। তৎ (উহা, মাতৃগর্ভ হইতে নির্গমনই) অস্য (ঐ জীবের) দ্বিতীয়ম্ জন্ম (দ্বিতীয় জন্ম)। ২।১।৩

সেই জায়মান গর্ভকে অগ্রে স্ত্রী পরিপুষ্ট করে। জন্মের পরে জাতমাত্রই পিতা সন্তানকে (জাতকর্মাদি দ্বারা) পালন করে। পিতা যে সন্তানকে জন্মের পর জাতমাত্রই পালন করে, তদ্দ্বারা সে এই সকল লোকের অবিচ্ছেদের জন্য (বস্তুতঃ) আপনাকেই পালন করে ; কারণ এইরূপ পুত্রোৎপাদন দ্বারাই এই সকল লোক প্রবাহাকারে চলিতেছে। ঐ মাতৃগর্ভ হইতে নির্গমনই তাহার দ্বিতীয় জন্ম। ২।১।৩

সোঽস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে। অথাস্যায়মিতর আত্মা কৃতকৃত্যো বয়োগতঃ প্রৈতি। স ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জায়তে। তদস্য তৃতীয়ং জন্ম ॥ ৪

অস্য (সেই পিতার) অয়ম্ (এই) সঃ আত্মা (পুত্ররূপ আত্মা) পুণ্যেভ্যঃ (শাস্ত্রবিহিত পুণ্য) কর্মভ্যঃ (কর্মনিষ্পাদনার্থ) প্রতিধীয়তে (প্রতিনিধিরূপে স্থাপিত হয়) [বৃঃ ১।৫।১৭]। অথ (অনন্তর, পুত্রে কর্মভার অর্পণান্তে) অস্য (পুত্রের) ইতরঃ (অপর) অয়ম্ আত্মা (পিতারূপ আত্মা) কৃতকৃত্যঃ (ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া) বয়োগতঃ (জরাজীর্ণ হইয়া) প্রৈতি (পরলোকে গমন করে)। সঃ (পিতা) ইতঃ (এই শরীর হইতে) প্রয়ন্ এব (গমন করিয়াই) [মরণকালে

মানসদেহ ও মরণান্তে দেহান্তর, গ্রহণপূর্বক , বৃঃ ৪।৪।৩] পুনঃ (পুনরায়) জায়তে (জন্মলাভ করে)। অস্য (উহার) তৎ (মৃত্যুর পর ঐ পুনর্জন্মই) তৃতীয়ম্ জন্ম (তৃতীয় জন্ম)। ২।১।৪

পিতার পুত্ররূপী আত্মাটি পুণ্য কর্ম আচরণের জন্য প্রতিনিধি রূপে স্থাপিত হয়। পুত্রের এই পিতারূপ আত্মাটি পুত্রে কর্মভার অর্পণান্তে বার্ধক্যকালে ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া পরলোকে, গমন করে। এই দেহ হইতে গমন করিয়াই সে পুনর্জন্ম লাভ করে। ঐ পুনর্জন্মই ইহার তৃতীয় জন্ম[১]। ২।১।৪

১। পিতা ও পুত্রের একাত্মভাবশতঃ পিতার জন্মে পুত্রের জন্ম বলা হইল।

তদুক্তমৃষিণা—গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদ-

মহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা।

শতং মা পুর আয়সীররক্ষ-

ন্নধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়ম্‌ ॥ ইতি

গর্ভ এব এতচ্ছয়ানো বামদেব এবমুবাচ ॥ ৫

তৎ ([মানুষ যে জন্মমৃত্যুরূপ অপারসাগরে পতিত হইয়াছে এবং জ্ঞানলাভ হইলেই মাত্র মুক্ত হয়] এই বিষয়টি) ঋষিণা (ঋষিকর্তৃক) উক্তম্ (বলা হইয়াছে)—অহম্ গর্ভে নু সন্ (গর্ভে অবস্থান-কালেই) এষাম্ (এই সকল) দেবানাম্ (বাক্, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার) বিশ্বা (নিখিল) জনিমানি (=জন্মানি, জন্মসমূহ) অনু-অবেদম্ (সম্যক্ অবগত হইয়াছি)। শতম্ (শতসংখ্যক, অনেক) আয়সীঃ (=আয়স্যঃ, লৌহময়) পুরঃ (পুরসমূহ, শরীর সকল) মা (আমাকে) অধঃ (অধোলোক সকলে) অরক্ষন্ (অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল)। [অনন্তর] শ্যেনঃ (শ্যেনপক্ষীর ন্যায়) জবসা (বেগে, আত্মজ্ঞানকৃত সামর্থ্য দ্বারা) নিরদীয়ম্ (নির্গত হইয়াছি)—এবম্ (এইরূপে) ইতি এতৎ (এই কথা) বামদেবঃ (বামদেব) গর্ভে এব শয়ানঃ (গর্ভে শয়িতাবস্থায়ই) উবাচ (বলিয়াছিলেন)। ২।১।৫

অধি (জন্মের পরেই) কুমারম্ (সন্তানকে) ভাবয়তি (পালন করে)। সঃ (সেই পিতা) কুমারম্ (সন্তানকে) জন্মনঃ অধি (জন্মের পরে) অগ্রে (জাতমাত্রই) যৎ (যে) ভাবয়তি (জাতকর্মাদি দ্বারা পরিপালন করে), তৎ (তদ্দ্বারা) এষাম্ (এই) লোকানাম্ (লোকসমূহের) সন্ততৌ (অবিচ্ছেদের জন্য) আত্মানম্ এব (আপনাকেই) ভাবয়তি (পালন করে)। হি (কারণ) এবম্ (এইরূপ পুত্রোৎপাদন দ্বারাই) ইমে লোকাঃ (এই সকল লোক) সন্ততাঃ (প্রবাহাকারে চলিতেছে)। তৎ (উহা, মাতৃগর্ভ হইতে নির্গমনই) অস্য (ঐ জীবের) দ্বিতীয়ম্ জন্ম (দ্বিতীয় জন্ম)। ২।১।৩

সেই জায়মান গর্ভকে অগ্রে স্ত্রী পরিপুষ্ট করে। জন্মের পরে জাতমাত্রই পিতা সন্তানকে (জাতকর্মাদি দ্বারা) পালন করে। পিতা যে সন্তানকে জন্মের পর জাতমাত্রই পালন করে, তদ্দ্বারা সে এই সকল লোকের অবিচ্ছেদের জন্য (বস্তুতঃ) আপনাকেই পালন করে ; কারণ এইরূপ পুত্রোৎপাদন দ্বারাই এই সকল লোক প্রবাহাকারে চলিতেছে। ঐ মাতৃগর্ভ হইতে নির্গমনই তাহার দ্বিতীয় জন্ম। ২।১।৩

সোঽস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে। অথাস্যায়মিতর আত্মা কৃতকৃত্যো বয়োগতঃ প্রৈতি। স ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জায়তে। তদস্য তৃতীয়ং জন্ম ॥ ৪

অস্য (সেই পিতার) অয়ম্ (এই) সঃ আত্মা (পুত্ররূপ আত্মা) পুণ্যেভ্যঃ (শাস্ত্রবিহিত পুণ্য) কর্মভ্যঃ (কর্মনিষ্পাদনার্থ) প্রতিধীয়তে (প্রতিনিধিরূপে স্থাপিত হয়) [বৃঃ ১।৫।১৭]। অথ (অনন্তর, পুত্রে কর্মভার অর্পণান্তে) অস্য (পুত্রের) ইতরঃ (অপর) অয়ম্ আত্মা (পিতারূপ আত্মা) কৃতকৃত্যঃ (ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া) বয়োগতঃ (জরাজীর্ণ হইয়া) প্রৈতি (পরলোকে গমন করে)। সঃ (পিতা) ইতঃ (এই শরীর হইতে) প্রয়ন্ এব (গমন করিয়াই) [মরণকালে

মানবদেহ ও মরণান্তে দেহান্তর গ্রহণপূর্বক, দ্র ২।৪।৩] পুনঃ (পুনরায়) জায়তে (জন্মলাভ করে)। অস্য (উহার) তৎ (মৃত্যুর পর ঐ পুনর্জন্মই) তৃতীয়ম্ জন্ম (তৃতীয় জন্ম)। ২।১।৪

পিতার পুত্ররূপী আত্মাটি পুণ্য কর্ম আচরণের জন্য প্রতিনিধি রূপে স্থাপিত হয়। পুত্রের এই পিতারূপ আত্মাটি পুত্রে কর্মভার অর্পণান্তে বার্ধকাকালে ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া পরলোকে গমন করে। এই দেহ হইতে গমন করিয়াই সে পুনর্জন্ম লাভ করে। ঐ পুনর্জন্মই ইহার তৃতীয় জন্ম[1]। ২।১।৪

১। পিতা ও পুত্রের একাত্মতাবশতঃ পিতার জন্মে পুত্রের জন্ম বলা হইল।

তদুক্তমৃষিণা—গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদ-

মহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা।

শতং মা পুর আয়সীররক্ষ-

ন্নধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়ম্ ॥ ইতি

গর্ভ এব এতচ্ছয়ানো বামদেব এবমুবাচ ॥ ৫

তৎ ([মানুষ যে জন্মমৃত্যুরূপ অপারসাগরে পতিত হইয়াছে এবং জ্ঞান-লাভ হইলেই মাত্র মুক্ত হয়] এই বিষয়টি) ঋষিণা (ঋষিকর্তৃক) উক্তম্ (বলা হইয়াছে)—অহম্ গর্ভে নু সন্ (গর্ভে অবস্থান-কালেই) এষাম্ (এই সকল) দেবানাম্ (বাক্, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার) বিশ্বা (নিখিল) জনিমানি (=জন্মানি, জন্মসমূহ) অনু-অবেদম্ (সম্যক্ অবগত হইয়াছি)। শতম্ (শতসংখ্যক, অনেক) আয়সীঃ (=আয়স্যঃ, লৌহময়) পুরঃ (পুরসমূহ, শরীর সকল) মা (আমাকে) অধঃ (অধোলোক সকলে) অরক্ষন্ (অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল)। [অনন্তর] শ্যেনঃ (শ্যেনপক্ষীর ন্যায়) জবসা (বেগে, আত্মজ্ঞানকৃত সামর্থ্য দ্বারা) নিরদীয়ম্ (নির্গত হইয়াছি)—এবম্ (এইরূপে) ইতি এতৎ (এই কথা) বামদেবঃ (বামদেব) গর্ভে এব শয়ানঃ (গর্ভে শয়িতাবস্থায়ই) উবাচ (বলিয়াছিলেন)। ২।১।৫

ঋষিকর্তৃক ইহা উক্ত হইয়াছে—"আমি গর্ভে অবস্থান-কালেই এই সকল (অগ্ন্যাদি) দেবতার অসংখ্য জন্মের বিষয় অবগত হইয়াছি। বহু লৌহময় অভেদ্য পুর আমাকে অধোলোকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। শ্যেনপক্ষীর (জাল ছিন্ন করিয়া বাহির হওয়ার) ন্যায় আমি বেগে (উক্ত বন্ধন হইতে) নির্গত হইয়াছি।"—বামদেব গর্ভে অবস্থান-কালেই এই কথা এইরূপে বলিয়াছিলেন। ২।১।৫

স এবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেদাদূর্ধ্ব উৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্বান্ কামানাপ্ত্বাঽমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥ ৬

ইতি ঐতরেয়োপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

এবম্ (যথোক্ত প্রকারে) বিদ্বান্ (আত্মজ্ঞানযুক্ত) সঃ (তিনি, বামদেব) অস্মাৎ শরীরভেদাৎ (এই শরীর বিনষ্ট হওয়ার পরে) ঊর্ধ্বঃ (পরমাত্মস্বরূপ হইয়া) উৎক্রম্য (সংসাররূপ অধোভাব হইতে ব্যুত্থিত হইয়া) [স্বস্বরূপ ব্রহ্মানন্দে] সর্বান্ (সমস্ত) কামান্ (ভোগ্য বস্তু) আপ্ত্বা ([আপ্তকামতাবশতঃ জীবনকালেই] প্রাপ্ত হইয়া) [তৈঃ ৩।৬ টীকা] অমুষ্মিন্ (যথোক্ত সেই) স্বর্গে লোকে (স্বর্গধামে) অমৃতঃ (অমর) সমভবৎ (হইয়াছিলেন)। সমভবৎ [দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক]। ২।১।৬

এই প্রকারে আত্মজ্ঞানযুক্ত সেই বামদেব এই শরীরবন্ধন ছিন্ন হওয়ার পরে পরমাত্মস্বরূপ হইয়া এবং পূর্ণকাম হইয়া সংসাররূপ হীনভাব অতিক্রমপূর্বক স্বর্গধামে[১] অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ২।১।৬

১। সুখস্বরূপ ব্রহ্মে। কেঃ ৪।৯, ঐঃ ৩।১।৪

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম খণ্ড

কোঽয়মাত্মেতি বয়মুপাস্মহে ? কতরঃ স আত্মা—যেন বা রূপং পশ্যতি, যেন বা শব্দং শৃণোতি, যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি, যেন বাচং ব্যাকরোতি, যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতি ? ১

[ব্রহ্মজিজ্ঞাসুরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন]—[যে আত্মাকে] বয়ম্ (আমরা) অয়ম্ আত্মা ইতি ('এই আত্মা' এইরূপ সাক্ষাৎ ভাবে) উপাস্মহে—(উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত) [তিনি] কঃ (কে) ? [শ্রুত্যুক্ত দুইটি আত্মার, অর্থাৎ অপরব্রহ্মস্বরূপ প্রাণ ও পরমাত্মার, মধ্যে] সঃ (সেই) আত্মা (আত্মা) কতরঃ (কোন্‌টি)—[চক্ষুরূপে পরিণত] যেন বা (যাহার দ্বারা, যে অন্তঃস্থ করণের সহায়ে) [লোকে] রূপম্ (রূপ) পশ্যতি (দর্শন করে), [কর্ণরূপী] যেন বা শব্দম্ (শব্দ) শৃণোতি (শ্রবণ করে), [নাসিকারূপী] যেন বা গন্ধান্ আজিঘ্রতি, [বাক্-রূপী] যেন বা বাচম্ (বাক্য) ব্যাকরোতি (ব্যক্ত করে), [জিহ্বারূপী] যেন বা স্বাদু চ অস্বাদু চ (স্বাদু ও অস্বাদু) বিজানাতি (জানে) ? [কঃ ২।১।৩ দ্রঃ] ৩।১।১

(বামদেবদৃষ্ট) যাঁহাকে আমরা 'ইনিই আত্মা' এইরূপ সাক্ষাৎ ভাবে উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি কে ? যদ্দ্বারা লোকে রূপ দর্শন করে, যদ্দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, যদ্দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে, যদ্দ্বারা নামাদি প্রকাশ করে, যদ্দ্বারা স্বাদু ও অস্বাদু আস্বাদন করে—(যিনি সেই সেই বিভিন্ন উপলব্ধির কর্তা স্বরূপ) তিনি (শ্রুত্যুক্ত) দুইটি আত্মার মধ্যে কোন্‌টি[1] ? ৩।১।১

১। শ্রুতিতে দুইজন ব্রহ্মের প্রবেশ উল্লিখিত আছে—তন্মধ্যে অপরব্রহ্মরূপী প্রাণ পাদাগ্রভাগদ্বয় অবলম্বনে এবং (ঐঃ ১।৩।১২ অনুযায়ী) অপর একজন মস্তক

অবলম্বনে প্রবেশ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কে উপাস্য? এই বিচারের ফলে স্থির হইবে যে, অপরব্রহ্ম করণরূপে বিদ্যমান বলিয়া উপাস্য নহেন; পরব্রহ্মই প্রকৃত ভোক্তা ও উপাস্য। অন্তঃকরণ বিভিন্নরূপে পরিণত হইয়া বিভিন্ন উপলব্ধির সহায় হয়। এই বিভিন্ন উপলব্ধির অধিকরণ অভিন্ন না হইলে উহারা একই ব্যক্তির উপলব্ধি বলিয়া অনুভূত হইত না। অন্তঃকরণ নিজে কর্তা নহে; কারণ উহার সহায়ে উপলব্ধি হয়। আবার প্রাণ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সমষ্টিমাত্র (প্রঃ ২।৬)। সুতরাং ইহা স্থির হইল যে, অন্তঃকরণাত্মক প্রাণ বা অপরব্রহ্ম উপাস্য নহেন। পরন্তু যে উপলব্ধার অনুভূতির জন্য মনের বিবিধ পরিণাম হয়, তিনিই উপাস্য।

যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ—সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্মতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি—সর্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি ॥ ২ *

[ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিভক্ত এই করণটি কি? উত্তরে বলা হইতেছে]—যৎ (যাহা) [ঋক্-ব্রাহ্মণারণ্যকোক্ত] হৃদয়ম্ মনঃ চ (হৃদয় ও মন শব্দের বাচ্য) [তাহাই] এতৎ (এই করণ), [এবং] এতৎ (এই অন্তঃকরণই) [নিম্নোক্ত বিবিধভাবে বিভক্ত]—সংজ্ঞানম্ (সংজ্ঞপ্তি, চেতনা) আজ্ঞানম্ (আজ্ঞা, প্রভুত্ব), বিজ্ঞানম্ (নৃত্য-গীতাদি চতুঃষষ্টিকলাবিষয়ক জ্ঞান), প্রজ্ঞানম্ (গ্রন্থার্থে বুদ্ধির উন্মেষ, প্রতিভা), মেধা, (গ্রন্থার্থধারণ-সামর্থ্য), দৃষ্টিঃ (ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়োপলব্ধি), ধৃতিঃ (ধৈর্য, শরীরাদির অবসাদ-নিবারক বৃত্তি) মতিঃ (মনন, কর্তব্যচিন্তা) মনীষা (মনন-বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য) জূতিঃ (রোগাদিজনিত মানস দুঃখ), স্মৃতিঃ (স্মরণ), সঙ্কল্পঃ (সামান্যাকারে প্রতিভাত রূপাদির শ্বেতপীতাদি বিশেষরূপে কল্পনা), ক্রতুঃ (অধ্যবসায়), অসুঃ (জীবনক্রিয়া-সম্পাদক প্রাণাদি-বৃত্তি), কামঃ (বিষয়তৃষ্ণা), বশঃ (মনোজ্ঞ বস্তুর স্পর্শাদি কামনা)—ইতি এতানি (এই সকল) সর্বাণি এব (সমুদয়ই) প্রজ্ঞানস্য (প্রজ্ঞানস্বরূপ আত্মার) নামধেয়ানি (ঔপাধিক নামবিশেষমাত্র) ভবন্তি (হয়)। [বৃঃ ১।৫।৭]। ৩।১।২

হৃদয় ও মন শব্দের বাচ্য এই অন্তঃকরণ চক্ষুরাদিরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত। চেতনভাব, প্রভুত্বভাব, কলাবিজ্ঞান, প্রতিভা, ধারণাশক্তি, বিষয়োপলব্ধি, ধৈর্য, চিন্তা, চিন্তাবিষয়ে স্বাতন্ত্র্য, রোগাদি-জনিত দুঃখ, স্মৃতি, শুক্ল-কৃষ্ণাদিরূপে রূপাদির কল্পনা, অধ্যবসায়, প্রাণাদিবৃত্তি, বিষয়তৃষ্ণা, মনোজ্ঞবস্তুর স্পর্শ-কামনা—ইত্যাদি সমস্তই প্রজ্ঞানস্বরূপ আত্মার ঔপাধিক নামমাত্র[১]। ৩।১।২

১। প্রজ্ঞপ্তিস্বরূপ আত্মা ইহাদের সাক্ষী ও অবিষয়; এইগুলি তাঁহার উপলব্ধির দ্বার।

এষ ব্রহ্মা, এষ ইন্দ্রঃ, এষ প্রজাপতিঃ, এতে সর্বে দেবাঃ, ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি—পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষীত্যেতানি, ইমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানি, ইতরাণি চেতরাণি চ—অণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চ—অশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনঃ, যৎকিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্;—সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। ৩

এষঃ (এই প্রজ্ঞান-স্বরূপ আত্মা) ব্রহ্মা (অপরব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ), এষঃ ইন্দ্রঃ (দেবরাজ), এষঃ প্রজাপতিঃ (আদিপুরুষ, বিরাট্), এতে সর্বে (এই সমুদয়) দেবাঃ (অগ্ন্যাদি দেবগণ), চ (এবং) ইমানি (এই সকল) পঞ্চ মহাভূতানি (পাঁচ মহাভূত)—পৃথিবী, বায়ুঃ, আকাশঃ, আপঃ (জল), জ্যোতীংষি (তেজ) ইতি এতানি (এই সকল)—চ (এবং) ইমানি (এই সকল) ক্ষুদ্র-মিশ্রাণি ইব (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর সহিত সর্পাদি জীব) [যাহারা] বীজানি (অপর জীবের জনক), ইতরাণি চ ইতরাণি চ (এবং স্থাবর ও জঙ্গম অপর সমুদয়)—অণ্ডজানি (বিহঙ্গাদি),

জারজানি (জরায়ুজ মনুষ্যাদি), স্বেদজানি (মশকাদি) উদ্ভিজ্জানি (বৃক্ষাদি)—অশ্বাঃ (অশ্বসমূহ) গাবঃ (গো-সমূহ) পুরুষাঃ (মানুষ সকল) হস্তিনঃ (হস্তী সকল)—যৎ কিম্ চ ইদম্ (এবং আর যাহা কিছু) প্রাণি (প্রাণিবর্গ)—জঙ্গমম্ চ পতত্রি চ (যাহারা পায়ে চলে এবং আকাশে উড়ে) যৎ চ স্থাবরম্ (এবং যাহা অচল)—তৎ সর্বম্ (তৎসমুদয়ই) প্রজ্ঞা-নেত্রম্ (প্রজ্ঞারূপ নেত্র, অর্থাৎ নায়কের, দ্বারা পরিচালিত; প্রজ্ঞাই তাহাদের সত্তা বা অস্তিত্ব সম্পাদন করেন), প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতম্ (উৎপত্তি, স্থিতি, ও লয় কালে তাহারা প্রজ্ঞানে আশ্রিত), প্রজ্ঞানেত্রঃ লোকঃ (সমস্ত লোকের প্রবৃত্তি প্রজ্ঞানেরই অধীন), প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা (প্রজ্ঞাই জগতের আশ্রয়); [অতএব] প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম (প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম)। ৩।১।৩

এই প্রজ্ঞানাত্মাই হিরণ্যগর্ভ; ইনি দেবরাজ; ইনি বিরাট্; ইনিই এই সকল দেবতা; ইনিই এই সকল পঞ্চ মহাভূত—অর্থাৎ পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজঃ; এবং অপর জীবগণের উৎপাদক ক্ষুদ্র প্রাণিগণের সহিত সর্পাদিজীবও ইনি; অপিচ সচল ও অচল সমস্তই —অর্থাৎ অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ, ও উদ্ভিজ্জ জীব; এবং অশ্ব, গো, মনুষ্য, ও হস্তী সমূহ এবং অপর যে সকল প্রাণী পায়ে চলে, আকাশে উড়ে, অথবা যাহারা অচল—(এই সমস্তই ইনি)। প্রজ্ঞানই তৎ-সমুদয়কে সত্তাযুক্ত করেন, প্রজ্ঞানেই তাহারা প্রতিষ্ঠিত, প্রজ্ঞাই সমস্ত জগতের প্রবৃত্তির নিয়ামক, এবং প্রজ্ঞাই সমস্ত জগতের আশ্রয়;—(অতএব) প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম[১]। ৩।১।৩

১। যে বিচার আরম্ভ হইয়াছিল তাহা এখানে শেষ হইল এবং আত্মতত্ত্ব নির্ধারিত হইল। সর্বোপাধিবর্জিত প্রজ্ঞানই উপাধিভেদে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, অন্তর্যামী, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্, ও দেবতাদি হইতে স্তম্ব পর্যন্ত বিবিধরূপে বিবর্তিত হইয়াছেন।

স এতেন প্রজ্ঞেনাত্মনাঽস্মাল্লোকাদুৎক্রম্যামুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্বান্ কামানাপ্ত্বাঽমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ ॥ ৪

ইতি ঐতরেয়োপনিষদি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

[পূর্বোক্ত বিচার-দ্বারা নির্ধারিত] এতেন ([সর্বভূতস্থ] এই) প্রজ্ঞেন আত্মনা (প্রজ্ঞ-আত্মা রূপে, অর্থাৎ আত্মার সহিত অভেদ অনুভব করিয়া) অস্মাৎ লোকাৎ (এই লোক হইতে) উৎক্রম্য (ঊর্ধ্বে গমন করিয়া, অর্থাৎ শরীরে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া) সর্বান্ কামান্ আপ্ত্বা ([জীবনকালেই] পূর্ণকাম হইয়া) অমুষ্মিন্ (ইন্দ্রিয়াতীত ঐ) স্বর্গে লোকে (পরমানন্দরূপ ধামে, ব্রহ্মে) সঃ (উক্ত বামদেব অথবা অন্য যে কোনও বিদ্বান্) অমৃতঃ (অমর) সমভবৎ (হইয়াছিলেন)। সমভবৎ [দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক]। [বিচারাবসানে ইহা শ্রুতির নিজের বচন]। ৩।১।৪

এই সর্বভূতস্থ প্রজ্ঞাত্মা স্বরূপে এই লোক হইতে ঊর্ধ্বে গমন করিয়া এবং পূর্ণকাম হইয়া (বামদেব বা অন্য কোনও) বিদ্বান্ ইন্দ্রিয়াতীত পরমানন্দধামে অমর হইয়াছিলেন। ৩।১।৪

ওঁ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্ ; আবিরাবীর্ম এধি ; বেদস্য ম আণীস্থঃ ; শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ ; অনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সংদধামি ; ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি ; তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু ; অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্, অবতু বক্তারম্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

মে (আমার) বাক্ (বাক্য) মনসি (মনে) প্রতিষ্ঠিতা (প্রতিষ্ঠিত হউক) [মনে যাহা বিবক্ষিত, বাক্যে তাহাই উচ্চারিত হউক], মে মনঃ (মন) বাচি (বাক্যে) প্রতিষ্ঠিতম্ [ব্রহ্মবিদ্যা-প্রতিপাদক শব্দরাশিই মনের বিবক্ষিত হউক]। আবিঃ (হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম), মে (আমার সকাশে) আবীঃ এধি (প্রকটিত হও); [হে বাক্য ও মন], মে বেদস্য (বেদার্থের) আণীস্থঃ (আনয়নে সমর্থ হও); মে শ্রুতম্ (শ্রুত বেদার্থ) [আমাকে] মা প্রহাসীঃ (পরিত্যাগ না করুক); অনেন (এই) অধীতেন (অধীত শাস্ত্রের দ্বারা) অহোরাত্রান্ (দিবা ও রাত্রিকে) সংদধামি (সংযোজিত করিব); ঋতম্ (মানসিক সত্য) বদিষ্যামি (বলিব), সত্যম্ (বাচনিক সত্য) বদিষ্যামি [মনে পরমার্থ বস্তু বিচার করিয়া বাক্যে তাহাই প্রকাশ করিব]; [ব্রহ্মবিদ্যার সাধনকালে] তৎ ([বক্ষ্যমাণ] ব্রহ্মতত্ত্ব) মাম্ ([শিষ্য] আমাকে) অবতু (রক্ষা করুন), তৎ বক্তারম্ (আচার্যকে) অবতু; অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক)।

আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক, আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম, আমার নিকট প্রকাশিত হউন। (হে বাক্য ও মন তোমরা) আমার নিকট বেদার্থের আনয়নে সমর্থ হও। শ্রুত বিষয় যেন আমাকে ত্যাগ না করে। অধ্যয়নাবলম্বনে আমি দিবারাত্রকে সংযোজিত করিব। আমি মানসিক সত্য বলিব, বাচনিক সত্য বলিব। ব্রহ্ম আমায় রক্ষা করুন, আচার্যকে রক্ষা করুন; আমায় রক্ষা করুন; আচার্যকে রক্ষা করুন। ওঁ ত্রিবিধ বিঘ্নের[১] বিনাশ হউক।

১। আধ্যাত্মিক বিঘ্ন—শারীরিক ও মানসিক বিপদ—রোগাদি। আধিদৈবিক বিঘ্ন—দৈব বিপদ—প্রাকৃতিক ঘটনাদি। আধিভৌতিক বিঘ্ন—হিংস্রপ্রাণিগণকৃত হিংসাদি।

কৃষ্ণযজুর্বেদীয়

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

[অন্বয়ার্থাদির জন্য ঈশোপনিষৎ ও কঠোপনিষদের শান্তিপাঠ দ্রষ্টব্য]

প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—

কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা

জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।

অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু

বর্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥ ১

ব্রহ্মবাদিনঃ (ব্রহ্মালোচনায় তৎপর ঋষিগণ) বদন্তি (পরস্পর বলিতেছেন)— ব্রহ্মবিদঃ (হে ব্রহ্মজ্ঞানিগণ), ব্রহ্ম কিম্ কারণম্ (ব্রহ্মই কি জগৎকারণ? কিংবা কালাদি জগৎকারণ)? [অথবা—কারণম্ ব্রহ্ম কিম্—জগৎকারণ ব্রহ্ম কিং-স্বরূপ? কিংবা—ব্রহ্ম কিম্ কারণম্—ব্রহ্ম কীদৃশ কারণ?—উপাদান-কারণ বা নিমিত্ত-কারণ?] কুতঃ (কোথা হইতে) জাতাঃ স্ম (আমরা জাত হইয়াছি)? কেন (কাঁহার দ্বারা আমরা) [স্থিতিকালে] জীবাম (জীবন ধারণ করি)? চ (এবং) [প্রলয়কালে] ক্ব (কোথায়) সম্প্রতিষ্ঠাঃ (অবস্থিতি [হয়])? [তৈঃ ৩।১]। কেন (কাঁহার দ্বারা) অধিষ্ঠিতাঃ (পরিচালিত হইয়া) সুখ-ইতরেষু (সুখ ও দুঃখের ভোগবিষয়ে) ব্যবস্থাম্ (যথোচিত নিয়ম) বর্তামহে (অনুসরণ করিয়া থাকি)? ১।১

ব্রহ্মবাদিগণ পরস্পরকে প্রশ্ন করিতেছেন—হে ব্রহ্মজ্ঞগণ, ব্রহ্ম কি জগৎকারণ[১]? আমরা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, কাঁহার দ্বারা জীবিত আছি, এবং অবশেষে কোথায় অবস্থান করি? কাঁহার পরিচালনাধীনে আমাদের সুখ-দুঃখ-ভোগের ব্যবস্থা হইয়া থাকে? ১।১

• ১। শুদ্ধ ব্রহ্ম জগৎকারণ হইতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাকে জগৎকারণ হইতে হইলে কাহারও সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে। কে এই সহায়ক?

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা-
দাত্মাঽপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥ ২

কালঃ (সর্বভূতের পরিণামসম্পাদক কাল), স্বভাবঃ (পদার্থের নিজ শক্তি) নিয়তিঃ (কর্মফল), যদৃচ্ছা (আকস্মিক ঘটনা), ভূতানি (পঞ্চভূত), [অথবা] পুরুষঃ (বিজ্ঞানাত্মা বা বুদ্ধিপ্রধান জীবাত্মা) ইতি যোনিঃ (পূর্বোক্তরূপ জগৎকারণ কি না ইহা) চিন্ত্যা (নিরূপণ করা উচিত)। এষাম্ (ইহাদের) সংযোগঃ তু (সংহতিও) ন (কারণ নহে)—আত্মভাবাৎ (কেন না ইহাদের সংহতির কারণ-স্বরূপ আত্মার অস্তিত্ব রহিয়াছে) [কঃ ২।২।৩-৫ টীকা]। সুখদুঃখহেতোঃ (জীবের সুখ ও দুঃখের কারণীভূত পাপপুণ্য রহিয়াছে বলিয়া) অনীশঃ (অস্বতন্ত্র) আত্মা অপি (জীবাত্মাও) [কারণ নহেন]। [অথবা—(জীবাত্মাও) সুখদুঃখহেতোঃ (নিজের সুখদুঃখের কারণীভূত জগতের) অনীশঃ (কারণ হইতে পারেন না)]। ১।২

কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, পঞ্চভূত, অথবা বিজ্ঞানাত্মা জগৎ-কারণ হইতে পারে কি না, ইহা চিন্তনীয়। ইহারা সংহত হইয়াও[১] কারণ হইতে পারে না, কেন না সংহতির কারণ আত্মা রহিয়াছেন। জীবাত্মাও কারণ নহেন, কেন না তিনি পাপপুণ্যের অধীন। ১।২

১। প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়া উহারা পৃথক্ ভাবেও কারণ হইতে পারে না।

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৩

যঃ (যে) একঃ (অদ্বিতীয় পরমাত্মা) কাল-আত্ম-যুক্তানি (কাল ও জীবের সহিত) তানি (পূর্বোক্ত) নিখিলানি (সমুদয়) কারণানি (কারণকে) অধিতিষ্ঠতি (পরিচালিত করেন) [তাঁহাকে অন্তরূপে পাওয়া অসম্ভব জানিয়া] ধ্যান-যোগ-অনুগতাঃ (চিত্তের একাগ্রতারূপ যোগের সহায়ে ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া) [তাঁহাতেই] স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াম্ (সত্ত্বাদিগুণবতী, ত্রিগুণাত্মিকা) দেব-আত্ম-শক্তিম্ (প্রকাশস্বরূপ পরমাত্মার আত্মভূত, অভিন্নরূপে অধ্যস্ত, ও অস্বতন্ত্র শক্তিকে) তে (তাঁহারা) [ব্রহ্মের সহায় রূপে] অপশ্যন্ (দর্শন করিয়াছিলেন)। ১।৩

যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা কাল ও জীব প্রভৃতি পূর্বোক্ত নিখিল কারণ সমূহকে যথানিয়মে পরিচালিত করেন, সেই দেবের স্বাত্মভূত ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিকেই উক্ত ব্রহ্মবাদিগণ সমাধি-সহায়ে পরমাত্মার জগৎ-কারণত্বের সহায়রূপে দর্শন করিয়াছিলেন[১]। ১।৩

১। ইহা ব্রহ্মসূত্রের টীকা রত্নপ্রভার অনুযায়ী অনুবাদ। শ্লোকটির তাৎপর্য এই যে, মায়াশক্তি-সহায়েই ব্রহ্ম জগতের অভিন্ন-নিমিত্ত-বিবর্ত-উপাদান কারণ হইয়া থাকেন। শ্বেঃ ৪।১০, ৪।১৪, ও ৫।১ দ্রষ্টব্য। মায়া ত্রিগুণাত্মিকা। তাহার তিনটি গুণ আছে—এইরূপ ধারণা ভুল; শ্বেঃ ৫।৫ টীকা। এই মায়াই সৃষ্টির পরিণামী কারণ।

তমেকনেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং
শতার্ধারং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ।
অষ্টকৈঃ ষড়্ভির্বিশ্বরূপৈকপাশং
ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্॥ ৪

* [যে পরমাত্মা পূর্বোক্ত, কারণ-সমূহের অধিষ্ঠান, তাঁহারই সর্বাত্মকত্ব প্রতিপাদনের জন্য ব্রহ্মচক্র বর্ণিত হইতেছে]—এক-নেমিম্ (এক, অর্থাৎ মায়াশক্তি যাঁহার নেমি বা

রথচক্রের প্রান্তভাগ), ত্রিবৃতম্ (যিনি সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ গুণের দ্বারা আবৃত), ষোড়শ-অন্তম্ (ষোড়শ কলা [প্রঃ ৬।৪] যাঁহার বিস্তারের পর্যাপ্তি বা সীমা স্বরূপ), শত-অর্ধ-অরম্ (পঞ্চ বিপর্যয়, অষ্টাবিংশতি প্রকার অশক্তি, নব প্রকার তুষ্টি, এবং অষ্টসিদ্ধি—এই পঞ্চাশ প্রকার প্রত্যয় যাঁহার পঞ্চাশটি রথচক্রশলাকা), বিংশতি-প্রত্যরাভিঃ (দশ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের দশটি বিষয় রূপ প্রত্যর—অর্থাৎ অরসমূহের দৃঢ়ত্ব-সম্পাদক কীলক-যুক্ত) ষড়্ভিঃ অষ্টকৈঃ (ছয়টি অষ্টকের সহিত সংযুক্ত) বিশ্বরূপ-এক-পাশম্ (যিনি নানারূপ, অর্থাৎ পুত্র, পশু ইত্যাদি বিভিন্ন-বিষয়ক, একটি কামের দ্বারা আবদ্ধ), ত্রিমার্গভেদম্ (ধর্ম, অধর্ম, ও জ্ঞান যাঁহার বিচরণ-ক্ষেত্র, অর্থাৎ রথচালনভূমি) দ্বি-নিমিত্ত-এক-মোহম্ (পুণ্য ও পাপবশতঃই যাঁহার মোহ, অর্থাৎ দেহাদি অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি), তম্ (তাঁহাকে, নিখিল কারণের অধিষ্ঠান ব্রহ্মচক্রকে) [দর্শন করিলেন]। ১।৪

মায়াশক্তি যে পরমাত্মরূপ রথচক্রের প্রান্তভাগ, যিনি তিন গুণের দ্বারা আবৃত, ষোড়শ পদার্থ যাঁহার বিস্তার স্বরূপ, যাঁহার পঞ্চাশটি চক্রশলাকা এবং বিশটি চক্রশলাকার খিল, যিনি ছয়টি অষ্টকের[১] সহিত সংযুক্ত, যিনি নানাবিষয়ক একটি কামপাশের দ্বারা আবদ্ধ, ধর্ম অধর্ম ও জ্ঞান যাঁহার বিচরণক্ষেত্র এবং পুণ্য ও পাপ বশতঃ যিনি মোহগ্রস্ত, সেই ব্রহ্মচক্রকে (ব্রহ্মবাদিগণ দর্শন করিয়াছিলেন)। ১।৪

১। (১) প্রকৃত্যষ্টক—ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার। (২) ধাতু-অষ্টক—ত্বক্, চর্ম, মাংস, রুধির, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র। (৩) ঐশ্বর্যাষ্টক—অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িত্ব। (৪) ভাবাষ্টক—ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য, অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য। (৫) দেবতাষ্টক—ব্রহ্মা, প্রজাপতি, দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃগণ, পিশাচ। (৬) গুণাষ্টক—দয়া, ক্ষমা, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য, অস্পৃহা।

পঞ্চস্রোতোহম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং
পঞ্চপ্রাণোর্মিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্।
পঞ্চাবর্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং
পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্বামধীমঃ ॥ ৫

[পূর্বমন্ত্রে বর্ণিত চক্ররূপী অবিদ্যোপহিত ব্রহ্মকে ইদানীং নদীরূপে বর্ণনা করা হইতেছে]—পঞ্চ-স্রোতঃ-অম্বুম্ (যে নদীর [পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়স্বরূপ] পাঁচটি স্রোত), পঞ্চ-যোনি-উগ্র-বক্রাম্ (কারণভূত পঞ্চভূতের দ্বারা যিনি ভীষণ ও বক্র), পঞ্চ-প্রাণ-ঊর্মিম্ (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় যাঁহার তরঙ্গ), পঞ্চ-বুদ্ধি-আদি-মূলাম্ (চক্ষুরাদিদ্বারা লব্ধ পঞ্চ জ্ঞানের আদি, অর্থাৎ কারণস্বরূপ, মন যাঁহার মূল) পঞ্চ-আবর্তাম্ (শব্দাদি পঞ্চ-বিষয় যাঁহার আবর্ত), পঞ্চ-দুঃখ-ওঘ-বেগাম্ (গর্ভবাস, জন্ম, জরা, ব্যাধি, ও মরণ রূপ পাঁচটি দুঃখই যাঁহার স্রোতোবেগ), পঞ্চ-পর্বাম্ (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, ও অভিনিবেশ এই পঞ্চক্লেশ যাঁহার পঞ্চ সোপান) [সেই] পঞ্চাশৎ-ভেদাম্ (পঞ্চাশটি ভেদ-বিশিষ্টা) [চিদ্-রূপিণী নদীকে] অধীমঃ (আমরা স্মরণ করি, জানি) ১।৫

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যে (চিদ্রূপিণী) নদীর পাঁচটি স্রোত, পঞ্চভূতের দ্বারা যিনি দুস্তর ও অসরল, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় যাঁহার তরঙ্গ, চক্ষুরাদিসম্ভূত পঞ্চ জ্ঞানের কারণ মন যাঁহার মূল, শব্দাদি পঞ্চ বিষয় যাঁহার আবর্ত, পঞ্চ দুঃখ যাঁহার স্রোতোবেগ, এবং পঞ্চ ক্লেশ যাঁহার সোপান, সেই পঞ্চাশ প্রকার ভেদযুক্ত নদীকে আমরা স্মরণ করি। ১।৫

সর্বাজীবে সর্বসংস্থে বৃহন্তে
অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥ ৬

[সংসার ও মুক্তির কারণ বলা হইতেছে]—হংসঃ (সংসারপথে ও মোক্ষপথে গমনকারী জীব) আত্মানম্ (জীবাত্মাকে) প্রেরিতারম্ চ (এবং সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে) পৃথক্ (ভিন্ন) মত্বা (মনে করিয়া) সর্ব-আজীবে ([স্বরূপ-সহায়ে সত্তা ও স্ফূর্তি সম্পাদন পূর্বক] সর্বপ্রাণীর জীবনের হেতুভূত) [এবং] সর্ব-সংস্থে (প্রলয়ে সকলের আধার স্বরূপ) অস্মিন্ (এই) বৃহন্তে (বৃহৎ) ব্রহ্মচক্রে (মায়া-বিশিষ্ট ব্রহ্মরূপ চক্রে) ভ্রাম্যতে ([দেহাদি অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধি করিয়া শরীর হইতে শরীরান্তরে] ভ্রমণ করে)। তেন জুষ্টঃ (বিদ্যাসহায়ে পরমেশ্বরের সহিত অভিন্নরূপে সেবিত হইয়া, অর্থাৎ আপনাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন জানিয়া) [মুঃ ৩।১।২] ততঃ (সেই ঈশ্বরসেবার ফলে) অমৃতত্বম্ (অমরত্ব, অর্থাৎ মুক্তি) এতি (প্রাপ্ত হয়)। ১।৬

জীব আপনাকে ও সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে ভিন্ন মনে করিয়া সর্বপ্রাণীর জীবনকারণ ও লয়স্থান এই বৃহৎ ব্রহ্মচক্রে ভ্রামিত হইয়া যাতায়াত করে। সেই জীব (বিদ্যাসহায়ে) আপনাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্নরূপে সেবা করিলে, সেই সেবার ফলে অমর হয়। ১।৬

উদ্‌গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ ॥ ৭

এতৎ (পূর্বোক্ত এই) পরমম্ (উৎকৃষ্ট, সংসারধর্মের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট) ব্রহ্ম তু (ব্রহ্মই) উৎ-গীতম্ (প্রপঞ্চ হইতে উদ্ধৃত হইয়া, অর্থাৎ পৃথক্‌কৃত হইয়া, বেদান্তে উপদিষ্ট হইয়াছেন) [কেঃ ১।৪]; [সুতরাং ব্রহ্মবিদের পক্ষে মুক্তিকালে প্রপঞ্চও ব্রহ্ম উভয়েরই সমকালে প্রাপ্তি ঘটিয়া ফলতঃ মোক্ষাভাব হওয়ার ভয় নাই]। [যদিও ব্রহ্ম সংসারের দ্বারা অস্পৃষ্ট তথাপি] তস্মিন্ (তাঁহাতে) ত্রয়ম্ (ভোক্তা ভোগ্য ও নিয়ন্তা স্বরূপ পরমেশ্বর) [প্রতিষ্ঠিত]; [উক্ত ব্রহ্মই] সুপ্রতিষ্ঠা (সর্ববস্তুর

অচল আশ্রয়) অক্ষরম্ চ (এবং স্বয়ং অবিকারী)। অত্র (এই প্রপঞ্চে) আন্তরম্ (সর্বান্তর ব্রহ্মকে) বিদিত্বা (জানিয়া) [বৃঃ ৩।৪।১] ব্রহ্মবিদঃ (ব্রহ্মজ্ঞগণ) তৎপরাঃ (সমাধিনিষ্ঠ হইয়া) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) লীনাঃ (লীন হন) [এবং] যোনিমুক্তাঃ (জন্ম-জরাদি হইতে মুক্ত হন)। ১।৭

উক্ত পরম ব্রহ্ম বেদান্তে প্রপঞ্চাতীতরূপে কীর্তিত হইয়াছেন। ভোক্তা, ভোগ্য, ও ঈশ্বর তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত। তিনিই সকলের অচল প্রতিষ্ঠা এবং তিনি স্বয়ং অবিকারী। এই প্রপঞ্চে সর্বান্তর ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মজ্ঞগণ সমাধি অবলম্বনে ব্রহ্মেই লীন হন এবং পুনর্জন্মাদি হইতে মুক্ত হন। ১।৭

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাজ্-
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥ ৮

সংযুক্তম্ (পরস্পর সংযুক্তভাবে অবস্থিত) ক্ষরম্ (বিনাশী [জগতের ব্যক্তাবস্থা]) অক্ষরম্ চ ([জগতের অব্যক্তাবস্থা, যাহা অবিদ্যাবস্থায়] অবিনাশী), চ ব্যক্ত-অব্যক্তম্—(কার্যকারণাত্মক) এতৎ (এই) বিশ্বম্ (বিশ্বকে) ঈশঃ (ঈশ্বর) ভরতে (ধারণ করেন বা পোষণ করেন) [গীতা ১৫।১৬-১৭], চ আত্মা (সেই পরমাত্মা) অনীশঃ (অনীশ্বর জীবরূপে) ভোক্তৃ-ভাবাৎ (ভোক্তৃত্ব অবলম্বন হেতু) বধ্যতে (সংসারে আবদ্ধ হন); দেবম্ (পরমেশ্বরকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) সর্বপাশৈঃ (অবিদ্যা, কাম, ও কর্ম প্রভৃতি বন্ধন হইতে) মুচ্যতে (বিমুক্ত হন)। ১।৮

পরস্পর সংযুক্তভাবে অবস্থিত এই বিনাশী ও অবিনাশী কার্য ও কারণাত্মক বিশ্বকে পরমেশ্বর ধারণ করিয়া আছেন; সেই পরমাত্মাই অনীশ্বর (জীব) রূপে ভোক্তৃত্ব অবলম্বন করিয়া সংসারে আবদ্ধ

হন এবং তিনিই পরমেশ্বরকে জানিয়া সমুদয় বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন। ১।৮

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশা-
বজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥ ৯

[সেই পরমেশ্বরই, পরমাত্মাই] জ্ঞ-অজ্ঞৌ (সর্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ), ঈশনীশৌ (=ঈশ-অনীশৌ, সকলের প্রভু ও প্রভুত্বহীন) দ্বৌ অজৌ (জন্মরহিত এই উভয় [হইয়াছেন]); [ইহাতে প্রপঞ্চ অসিদ্ধ হয় না]—হি (কেন না) একা (একমাত্র) অজা (জন্মরহিত অনাদি প্রকৃতি) ভোক্তৃ-ভোগ্য-অর্থ-যুক্তা (নিজের পরিণামভূত ভোক্তা, ভোগ, ও ভোগ্যপদার্থ নিষ্পাদনে নিযুক্ত রহিয়াছেন)। হি (যেহেতু) আত্মা (পরমাত্মা) অনন্তঃ চ (অনন্তই), বিশ্বরূপঃ (তিনিই ব্রহ্মাণ্ডরূপে অবস্থিত) [অতএব তিনি] অকর্তা (কর্তৃত্বহীন)। যদা (যখন) ত্রয়ম্ (ভোক্তা, ভোগ, ও ভোগ্য এই তিনটি) এতৎ ব্রহ্মম্ (=এতৎ ব্রহ্ম, "এই ব্রহ্মই; অর্থাৎ অধিষ্ঠানস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত ইহাদের অস্তিত্ব নাই" এইরূপে) বিন্দতে ([সাধক] জানেন) [তখন পাশমুক্ত হন—১।৮]। ১।৯

সেই পরমেশ্বরই সর্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ এবং সকলের প্রভু ও অপ্রভু—এই উভয় রূপ, অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের রূপ, ধারণ করিয়াছেন। (কিন্তু ইহাতে জগৎ অসিদ্ধ হয় না), কেন না যিনি অনাদি প্রকৃতি তিনিই ভোক্তা, ভোগ, ও ভোগ্যবস্তু সম্পাদনে নিযুক্ত রহিয়াছেন[১]। যেহেতু পরমাত্মা অনন্ত ও সর্বস্বরূপ অতএব তিনি কর্তৃত্বহীন। সাধক যখন এই তিনটিকে, অর্থাৎ ভোগ্য, ভোক্তা, ও ভোগকে, এই অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপে জানেন (তখন তিনি পাশমুক্ত হন)। ১।৯

২। মায়া আছে বলিয়াই অখণ্ড ব্রহ্ম মিথ্যা জগদ্রূপে বিবর্তিত হন।

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্-
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥ ১০

প্রধানম্ (প্রকৃতি) [বিজ্ঞাবস্থায়] ক্ষরম্ (বিনাশী), হরঃ (অবিদ্যাদিহারী পরমেশ্বর) অমৃত-অক্ষরম্ (মরণাতীত ও অবিনাশী)। একঃ দেবঃ (সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা) ক্ষর-আত্মানৌ (প্রধান ও পুরুষকে) ঈশতে (নিয়মিত করেন)। তস্য (সেই পরমাত্মার) ভূয়ঃ চ (পুনঃ পুনঃ) অভিধ্যানাৎ (একাগ্রচিত্তে ধ্যানের ফলে) [অর্থাৎ] যোজনাৎ (পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একত্বরূপ সংযোগ হইলে) [এবং] তত্ত্বভাবাৎ ("আমি ব্রহ্ম" এইরূপ তত্ত্ববোধ হইলে) অন্তে (প্রারব্ধনাশের পরে বা জ্ঞানোদয়কালে) বিশ্ব-মায়া-নিবৃত্তিঃ (সুখদুঃখমোহাত্মক সংসাররূপ মায়ার নিবৃত্তি হয়)। ১।১০

প্রধান বিনাশী, এবং অবিদ্যাদিহারী পরমেশ্বর অমর ও অবিনাশী। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাই প্রধান ও পুরুষকে নিয়মিত করেন। পুনঃ পুনঃ একাগ্রচিত্তে তাঁহার ধ্যান করিলে, অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ হইলে, এবং "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ তত্ত্ববোধ উপস্থিত হইলে, তৎক্ষণাৎ সংসাররূপ মায়ার নিবৃত্তি হয়। ১।১০

জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্যং কেবল আপ্তকামঃ ॥ ১১

দেবম্ (পরমেশ্বরকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) সর্ব-পাশ-অপহানিঃ (অবিদ্যাদি সমস্ত বন্ধন ক্ষীণ হয়); ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈঃ (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চক্লেশ ক্ষীণ হইলে) জন্ম-মৃত্যু-প্রহাণিঃ (জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখের কারণ বিনষ্ট হয়)—[কঃ ২।৩।১৪-১৫]। তস্য (সেই পরমেশ্বরের) অভিধ্যানাৎ (একাগ্রচিত্তে আত্মরূপে ধ্যানের ফলে) দেহ-ভেদে (দেহপাতের পর) তৃতীয়ম্ ([এই মন্ত্রোক্ত হানিদ্বয়ের, অর্থাৎ পাশাপহানি ও জন্মমৃত্যু প্রহাণির পরবর্তী] তৃতীয়) বিশ্ব-ঐশ্বর্যম্ (অণিমাদি সমুদয় ঐশ্বর্য) [লাভ হয়], [অনন্তর] কেবলঃ (সমস্ত ঐশ্বর্যের অতীত হইয়া) আপ্তকামঃ (পূর্ণানন্দ ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থান বা ব্রহ্মমুক্তি হয়)। ১।১১

পরমেশ্বরকে জানিলে সমস্ত বন্ধন ক্ষীণ হয় এবং অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশ ক্ষীণ হইলে জন্মমৃত্যু প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। সেই পরমেশ্বরকে একাগ্রচিত্তে আত্মস্বরূপে ধ্যান করিলে অণিমাদি সর্ব ঐশ্বর্য লাভ হয় এবং অবশেষে ঐশ্বর্যাতীত হইয়া পূর্ণানন্দে অবস্থিতি হয়। ১।১১

এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থম্

নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।

ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা

সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥ ১২

ভোক্তা (= ভোক্তারম্, জীবকে) ভোগ্যম্ (জীবভিন্ন সর্বপদার্থকে) প্রেরিতারম্ চ (এবং অন্তর্যামী পরমেশ্বরকে)—প্রোক্তম্ (ব্রহ্মজ্ঞগণের দ্বারা কথিত) ত্রিবিধম্ (তিন প্রকার) এতৎ সর্বম্ (এই সমুদয়কে) ব্রহ্মম্ (= ব্রহ্ম) মত্বা (জানিয়া) এতৎ (এই ব্রহ্মই) নিত্যম্ এব (সর্বদাই) আত্মসংস্থম্ (সাধকের নিজ আত্মস্বরূপে) জ্ঞেয়ম্ (বেদিতব্য)। হি (কারণ) অতঃপরম্ (এই ব্রহ্মজ্ঞানের পর) বেদিতব্যম্ কিম্ চিৎ ন (আর কিছুই নাই) [প্রঃ ৬।৭]। ১।১২

ভোক্তা জীব, ভোগ্য নিখিল পদার্থ, এবং অন্তর্যামী ঈশ্বর—জ্ঞানিগণের দ্বারা প্রোক্ত এই ত্রিবিধ বস্তুকেই ব্রহ্মস্বরূপে জানিয়া সাধক উক্ত ব্রহ্মকে সর্বদা নিজের আত্মস্বরূপে জানিবেন ; কারণ এই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিক আর কিছুই জ্ঞাতব্য নাই। ১।১২

বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্তি-
র্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
স ভূয় এবেন্ধনযোনিগৃহ্য-
স্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে ॥ ১৩

যোনিগতস্য (স্বীয় উৎপত্তিস্থান কাষ্ঠে অবস্থিত) বহ্নেঃ (অগ্নির) মূর্তিঃ (স্বরূপ) যথা (যেমন) ন দৃশ্যতে (দেখা যায় না) চ (অথচ) লিঙ্গনাশঃ (উক্ত বহ্নির সূক্ষ্মাবস্থার বিনাশ) ন এব (অবশ্যই হয় না)—সঃ এব (সেই অগ্নিই) ভূয়ঃ (পুনরায়) ইন্ধন-যোনি-গৃহ্যঃ (ঘর্ষণের দ্বারা কাষ্ঠরূপ স্বীয় কারণ হইতে গৃহীত হয়) তৎ-বা উভয়ম্ (তেমনি সেই উভয়ের, অর্থাৎ অগ্নির স্থূল ও সূক্ষ্ম অবস্থার ন্যায়) দেহে ([অধরারণিস্থানীয়] এই শরীরে) প্রণবেন বৈ ([উত্তরারণিস্থানীয়] ওঙ্কারেরই দ্বারা) [বহ্নিস্থানীয় আত্মা অনুভবযোগ্য]। ১।১৩

কাষ্ঠগত অগ্নির স্বরূপ যেমন দৃষ্ট হয় না, অথচ তাহার সূক্ষ্মাবস্থা বিনষ্ট হয় না, কেন না সেই অগ্নিই আবার ঘর্ষণের দ্বারা স্বীয় কারণ কাষ্ঠ হইতে গৃহীত হইতে পারে—তেমনি অগ্নির সেই উভয়াবস্থারই ন্যায় আত্মাও এই দেহে প্রণবের দ্বারা উপলব্ধ হইতে পারেন। ১।১৩

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥ ১৪

স্বদেহম্ (নিজের শরীরকে) অরণিম্ (অধরারণি, অর্থাৎ নিম্নের কাষ্ঠখণ্ড-স্থানীয়) চ (এবং) প্রণবম্ (ওঙ্কারকে) উত্তরারণিম্ (উপরের কাষ্ঠখণ্ড-স্থানীয়) কৃত্বা (করিয়া) ধ্যান-নির্মথন-অভ্যাসাৎ (পুনঃপুনঃ ধ্যানরূপ ঘর্ষণের দ্বারা) নিগূঢ়বৎ (লুক্কায়িত অগ্নির ন্যায়) দেবম্ (স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে) পশ্যেৎ (দর্শন করিবে)—[মুঃ ২।২।৩-৪]। ১।১৪

নিজ শরীরকে অধরারণি এবং প্রণবকে উত্তরারণি কল্পনা করিয়া পুনঃ পুনঃ ধ্যানরূপ মথনের দ্বারা (অগ্নির ন্যায়) লুক্কায়িত জ্যোতির্ময় পরমাত্মাকে দর্শন করিবে। ১৪

তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি-
রাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ
সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি ॥ ১৫

সর্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্।
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্‌ব্রহ্মোপনিষৎপরম্।
তদ্‌ব্রহ্মোপনিষৎপরমিতি ॥ ১৬

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

যঃ (যিনি) সত্যেন (সত্যের সহায়ে) [এবং] তপসা (একাগ্রতা সহায়ে) ক্ষীরে (দুগ্ধমধ্যে) সর্পিঃ ইব (ঘৃতের ন্যায় [সারস্বরূপে এবং নিরবচ্ছিন্নরূপে]) অর্পিতম্ (অবস্থিত) সর্বব্যাপিনম্ (সর্বব্যাপী) এনম্ আত্মানম্ (এই আত্মাকে) আত্ম-বিদ্যা-তপঃ-মূলম্ (আত্মজ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা লভ্য) উপনিষৎ-পরম্ (পরম শ্রেয়ঃ মোক্ষ যাঁহাতে নিহিত) তৎ (সেই) ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপে) অনুপশ্যতি (শ্রবণাদির পরে সাক্ষাৎ করেন) [তাঁহার দ্বারাই] তিলেষু তৈলম্ ([নিষ্পীড়নের দ্বারা]

তিলরাশির মধ্যগত তৈল), দধিনি সর্পিঃ ([মথনের দ্বারা] দধিমধ্যগত ঘৃত), [খননের দ্বারা] স্রোতঃসু (ভূগর্ভস্থ স্রোতস্বিনীর) আপঃ (জল), চ [ঘর্ষণের দ্বারা] অরণীষু (কাষ্ঠরাশির মধ্যগত) অগ্নিঃ ইব (যেমন) [গৃহীত হয়] এবম্ (এইরূপেই) আত্মনি (নিজ আত্মার মধ্যে) অসৌ আত্মা (ঐ পরমাত্মা) গৃহ্যতে (গৃহীত হন) তৎ ব্রহ্ম উপনিষৎ পরম্ ইতি [অধ্যায়ের সমাপ্তিসূচক পুনরুক্তি]। ১।১৫-১৬

যিনি শ্রবণাদির পর সত্য[১] ও তপস্যা[২] সহায়ে, দুগ্ধে অনুস্যূত ঘৃতের ন্যায় সর্বব্যাপী এই আত্মাকে, আত্মজ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা লভ্য এবং মুক্তির আশ্রয়ীভূত সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎকার করেন, তাঁহারই দ্বারা ঐ পরমাত্মা তিলমধ্যগত তৈল, দধিমধ্যগত ঘৃত, ভূগর্ভস্থ জল, এবং কাষ্ঠমধ্যগত অগ্নির ন্যায় আপনার আত্মারই মধ্যে গৃহীত হন। ১।১৫-১৬

১। "সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তম্"—সত্য = প্রাণিগণের হিতকর কথা।

২। মন ও ইন্দ্রিয়বর্গের একাগ্রতাই পরম তপস্যা। উহা সর্বধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। উহাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হয়। তৈঃ ৩।১ টীকা, মুঃ ৩।১।৫ ও টীকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ঃ।
অগ্নের্জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যাভরত ॥ ১

[প্রণব অবলম্বনে সাধনীয় ধ্যানের সহায়ক যোগ বলার পূর্বে সূর্যের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে]—তত্ত্বায় (তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশের জন্য) সবিতা (সূর্য) প্রথমম্ (যোগারম্ভে) মনঃ (আমাদের মনকে) [এবং] ধিয়ঃ (অপর করণসমূহকে) যুঞ্জানঃ (পরমাত্মার সহিত সংযোজিত করিয়া) অগ্নেঃ ([ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা] অগ্ন্যাদি দেবগণের) জ্যোতিঃ (বস্তু-প্রকাশনের সামর্থ্য) নিচায্য (লক্ষ্য করিয়া) [তাহাদিগকে] পৃথিব্যাঃ অধি (পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরিণামভূত এই শরীরে) আভরত (আহরণ করিলেন, অর্থাৎ আহরণ করুন)। ২।১

তত্ত্বজ্ঞান-প্রকাশের জন্য সূর্যদেব যোগারম্ভে আমাদের মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে পরমাত্মার সহিত সংযোজিত করুন এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণের প্রকাশশক্তি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ পার্থিব বস্তু এই শরীরে ধারণ করুন[১]। ২।১

১। ইন্দ্রিয়গণ বহির্মুখ; তাহারা আত্মাভিমুখী হউক এবং বহির্বিষয় প্রকাশ না করিয়া ব্রহ্মকে প্রকাশ করিবার জন্য একাগ্র হউক।

যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে।
স্বুবর্গেয়ায় শক্ত্যা ॥ ২

বয়ম্ (আমরা) সবিতুঃ দেবস্য (সূর্যদেবের) সবে (অনুগ্রহলাভার্থে) যুক্তেন (পরমাত্মায় সংযোজিত) মনসা (মনের দ্বারা) শক্ত্যা (যথাশক্তি) স্বুবর্গেয়ায় (স্বর্গপ্রাপ্তির, অর্থাৎ সুখস্বরূপ পরমাত্মলাভের, হেতুভূত ধ্যানকর্মে) [প্রযত্ন করিতেছি]। ২।২

আমরা সূর্যদেবের অনুগ্রহ লাভ করিয়া পরমাত্মায় সংযোজিত অন্তঃকরণ অবলম্বনে পরমানন্দ-লাভের হেতুভূত ধ্যানে যথাশক্তি যত্নবান্ হইতেছি। ২।২

যুক্ত্বায় মনসা দেবান্ সুবর্যতো ধিয়া দিবম্।
বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতি তান্ ॥ ৩

সুবঃ (স্বর্গ, অর্থাৎ সুখস্বরূপ ব্রহ্মে) যতঃ (গমনকারী) [এবং] ধিয়া (সম্যগ্-দর্শনের দ্বারা) দিবম্ (প্রকাশস্বরূপ, চৈতন্যৈকরস) বৃহৎ (মহৎ) জ্যোতিঃ (ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ) করিষ্যতঃ (প্রকাশকারী) দেবান্ (ইন্দ্রিয়সমূহকে) মনসা (মনের সহিত) যুক্ত্বায় (=যোজয়িত্বা, পরমাত্মায় সংযোজিত করিয়া) সবিতা (সূর্যদেব) তান্ (.তাহাদিগকে) প্রসুবাতি (অনুগ্রহ করুন, বিষয় হইতে নিবৃত্ত করুন)। ২।৩

সুখস্বরূপ ব্রহ্মের অভিমুখে গমনকারী এবং সম্যগ্দর্শন সহায়ে চৈতন্যৈকরস ব্রহ্মজ্যোতিঃকে প্রকাশকারী ইন্দ্রিয়সমূহকে মনের সহিত পরমাত্মায় সংযুক্ত করিয়া সবিতা তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। ২।৩

যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো
বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক
ইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ ॥ ৪

বিপ্রাঃ (যে সকল বিপ্র) মনঃ (মনকে) যুঞ্জতে (পরমাত্মায় যুক্ত করেন) উত ধিয়ঃ (এবং অপর করণ সকলকে) যুঞ্জতে (পরমাত্মায় যুক্ত করেন) [তাঁহাদের দ্বারা সেই] বিপ্রস্য (ব্যাপক) বৃহতঃ (মহান্) বিপশ্চিতঃ (সর্বজ্ঞ) সবিতুঃ দেবস্য (সূর্যদেবের) ইৎ (এই প্রকারে) মহী (মহতী) পরিষ্টুতিঃ (বিশেষ স্তুতি) [কর্তব্য]।

[কারণ সবিতাই] হোত্রাঃ (হোতৃসাধ্য কর্মসমূহ) বিদধে ([illegible] করেন), [তিনি] বয়ুনাবিৎ (প্রজ্ঞাবিৎ, সর্বসাক্ষী) [এবং] একঃ (অদ্বিতীয়) । ২।৪

যে সকল বিপ্র মন এবং অপর করণসমূহকে পরমাত্মায় সংযোজিত করেন তাঁহাদের দ্বারা সেই ব্যাপক মহান্ এবং সর্বজ্ঞ সবিতৃদেবের এই প্রকার মহতী স্তুতি করা আবশ্যক, কারণ তিনিই সমুদয় যজ্ঞাদি কর্মের প্রবর্তক, সর্বসাক্ষী, এবং অদ্বিতীয় । ২।৪

যুঞ্জে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভি-
র্বিশ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥ ৫

[হে ইন্দ্রিয় ও তদনুগ্রাহক দেবগণ] বাম্ (আপনাদের প্রকাশ্য অথবা আপনাদের কারণভূত) পূর্ব্যম্ (সনাতন) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) নমোভিঃ (নমস্কারাদি, অর্থাৎ চিত্তপ্রণিধানাদি, দ্বারা) যুঞ্জে (আমি সমাধির বিষয়ীভূত করিতেছি) । সূরেঃ (সবিতাদেবের) পথি এব (সন্মার্গে বর্তমান) [আমার], [অথবা—পথি এব (সন্মার্গে বর্তমান) সূরেঃ (এই প্রকার যোগবিদ্ বা সমাধিমান্ আমার)] শ্লোকঃ (স্তুতি) বি-এতু (বিবিধরূপে বিস্তৃত হউক) । অমৃতস্য (হিরণ্যগর্ভের) বিশ্বে পুত্রাঃ (সন্তানগণ) যে (যাঁহারা) দিব্যানি ধামানি (স্বর্গীয় অমরাবতী প্রভৃতি স্থান সকল) আতস্থুঃ (অধিকার করিয়া আছেন) [তাঁহারা এই স্তুতি] শৃণ্বন্তু (শ্রবণ করুন) । ২।৫

(হে ইন্দ্রিয় ও তদনুগ্রাহক দেবগণ), আমি চিত্তপ্রণিধানাদি দ্বারা আপনাদের প্রকাশ্য সনাতন ব্রহ্মে সমাহিত হইতেছি । সবিতা-দেবেরই সন্মার্গে স্থিত আমার এই স্তুতি বিস্তৃতি লাভ করুক এবং হিরণ্যগর্ভের যে সকল সন্তান দিব্যধামে অবস্থিত আছেন, তাঁহারা ইহা শ্রবণ করুন । ২।৫

অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে।
সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ॥ ৬

[যিনি সবিতার অনুমতি ভিন্ন কর্মে লিপ্ত হন তাঁহার] মনঃ (মন) তত্র (সেই যজ্ঞাদিতে) সঞ্জায়তে (আসক্ত হয়) যত্র (যাহাতে) অগ্নিঃ ([আধানের পূর্বে] অগ্নি) অভিমথ্যতে (মথিত হয়), যত্র (যজ্ঞাঙ্গ যে প্রবর্গ্যকর্মের পূর্বে) বায়ুঃ (প্রাণ) অধিরুধ্যতে (অবরোধিত, সংস্থাপিত, হন), যত্র সোমঃ (সোমরস) অতিরিচ্যতে (দশাপবিত্র নামক সোমপাত্রকে পূর্ণ করিয়াও অতিরিক্ত হয়)। অথবা —যত্র (যে হৃদয়ে) অগ্নিঃ (অবিদ্যাদির দাহক পরমাত্মা) অভিমথ্যতে (১।১৪ শ্লোকোক্ত প্রকারে মথিত হন), যত্র বায়ুঃ অধিরুধ্যতে (প্রাণায়াম কালে বায়ু নিরুদ্ধ হয়) যত্র সোমঃ (অন্তঃকরণাধিষ্ঠাতা চন্দ্রদেব) অতিরিচ্যতে (অধিক প্রকাশ পান) তত্র (সেই বিশুদ্ধান্তঃকরণে) মনঃ (অদ্বিতীয়ব্রহ্মাকারা বৃত্তি) সঞ্জায়তে (সমুৎপন্ন হয়)। [প্রথমে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, পরে প্রাণায়ামাদি, তৎপরে মহাবাক্যের অর্থবোধ, এবং সর্বশেষে কৃতকৃত্যতা হয়]। ২।৬

(সবিতার অনুমতি ব্যতীত কর্মে লিপ্ত হইলে) মন সেই সব যজ্ঞেই আসক্ত হইয়া থাকে, যাহাতে অগ্নি-মন্থন করা হয়, এবং যাহাতে প্রবর্গ্যের[1] পূর্বে প্রাণ সংস্থাপিত হন, এবং যাহাতে অতিরিক্ত রূপে সোমরস নিষ্কাশিত হয়। (অর্থাৎ তিনি ভোগেই মত্ত থাকেন)। ২।৬

১। সোমযাগারম্ভে এই প্রবর্গ্য-কর্মটি করিতে হয়। ইহাতে 'রৌহিণ' নামক পুরোডাশ আহুতি দিয়া 'ঘর্ম বা মহাবীর' নামক উক্ত পাত্রে অথবা উত্তপ্ত ঘৃতমধ্যে টাট্‌কা দুধ ঢালিতে হয়, এবং তৎসহায়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উদ্দেশে একটি ও অগ্নির উদ্দেশে একটি আহুতি দিতে হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৪।১৫) আছে যে, মহাবীরকে উত্তপ্ত করার কালে হোতা যে সকল মন্ত্র পাঠ করেন তন্মধ্যে 'অভিত্যং দেবং সবিতারমোণ্যোঃ' এই মন্ত্র সবিতার ; সবিতাই প্রাণ। এই মন্ত্রদ্বারা এই

যজ্ঞে প্রাণেরই স্থাপনা হয়।" গোদোহন, ছাগদোহন ও দুগ্ধ গরম করার কালে যে "অভিষ্টবমন্ত্র" পঠিত হয়, তদ্দ্বারাও প্রাণকেই স্থাপন করা হয়।

সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্ম পূর্ব্যম্।
তত্র যোনিং কৃণবসে ন হি তে পূর্তমক্ষিপৎ ॥ ৭

প্রসবেন (শস্যসম্পদ্ উৎপাদনকারী) সবিত্রা (সবিতার অনুজ্ঞা পাইয়া) পূর্ব্যম্ (সনাতন) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) জুষেত (সেবা করিবে)। তত্র (সেই ব্রহ্মে) যোনিম্ (সমাধিরূপ নিষ্ঠা) কৃণবসে (কর)—হি (কারণ এইরূপ করিলেই) তে (তোমার) পূর্তম্ (কূপ ও আরামাদি নির্মাণ রূপ পূর্তকর্ম ও যাগাদি [প্রঃ ১।৯]) ন অক্ষিপৎ (তোমায় ক্ষেপণ, অর্থাৎ বন্ধন, করিবে না)—[গীতা ৯।২৭-২৮]। ২।৭

(অতএব) সবিতার অনুজ্ঞা লইয়া সনাতন ব্রহ্মের সেবা করিবে। সেই ব্রহ্মে সমাধি লাভ কর; কারণ এইরূপ করিলেই পূর্তকর্মাদি তোমায় (সংসারে) আবদ্ধ করিতে পারিবে না। ২।৭

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং
হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি ॥ ৮

ত্রিঃ-উন্নতম্ (যে শরীরে মস্তক গ্রীবা ও বক্ষ সমুন্নত, অর্থাৎ কুঞ্চিত নহে, সেই) শরীরম্ (শরীরকে) সমম্ (সমভাবে) স্থাপ্য (স্থাপনপূর্বক) [যোঃ সূঃ ২।৪৬, গীতা ৬।১৩-১৫] ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণকে) মনসা (মনের সাহায্যে) হৃদি (হৃদয়ে) সন্নিবেশ্য (সম্যক্ নিয়মিত করিয়া) ব্রহ্ম-উড়ুপেন (ভেলাস্থানীয় প্রণবের সাহায্যে) [যোঃ সূঃ ১।২৭] বিদ্বান্ (যোগতত্ত্ববিদ্) সর্বাণি (সমুদয়) ভয়াবহানি

(ভয়াবহ, নিম্নযোনিপ্রাপক) স্রোতাংসি (সংসারপ্রবাহ) প্রতরেত (অতিক্রম করিবেন)। ২।৮

যোগতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি মস্তক, গ্রীবা, ও বক্ষ সমুন্নত করিয়া শরীরকে সরলভাবে স্থাপনপূর্বক ইন্দ্রিয়গণকে মনের সাহায্যে হৃদয়ে সংনিয়মিত করিবেন এবং প্রণবরূপ ভেলার সাহায্যে সমুদয় ভয়াবহ সংসারস্রোত অতিক্রম করিবেন। ২।৮

প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ
ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং
বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ ॥ ৯

সংযুক্ত-চেষ্টঃ (শাস্ত্রবিহিত প্রকারে নিয়মিত আহারাদিযুক্ত হইয়া) [গীতা ৬।১৭] বিদ্বান্ (যোগমার্গাভিজ্ঞ যোগী) ইহ (এই যোগমার্গে) প্রাণান্ (পঞ্চ প্রাণবায়ুকে) প্রপীড্য (প্রপীড়িত করিয়া, অর্থাৎ পূরক ও কুম্ভক অবলম্বনে প্রাণায়াম করিয়া), প্রাণে ক্ষীণে (প্রাণ ক্ষীণ হইলে, অর্থাৎ সর্ব ইন্দ্রিয়দ্বার হইতে উপরত হইয়া প্রাণবায়ু দণ্ডের ন্যায় স্থির হইলে) নাসিকয়া (নাসিকাপুটের মধ্য দিয়া) উচ্ছ্বসীত (শ্বাস ত্যাগ, অর্থাৎ রেচক, করিবেন) [যোঃ সূঃ ২।৪৯-৫১]। দুষ্ট-অশ্বযুক্তম্ (অশিক্ষিত অশ্বের সহিত সংযুক্ত) বাহম্ ইব (রথনিয়ন্তার ন্যায়) এনম্ (এই) মনঃ (মনকে) অপ্রমত্তঃ (অপ্রমত্তভাবে) ধারয়েত (ধ্যেয়বস্তুতে একাগ্র করিবে) [কঃ ১।৩।৬ ; যোঃ সূঃ ২।৫২-৫৫ ও ৩।১২]। ২।৯

শাস্ত্রবিহিত প্রকারে নিয়মিত চেষ্টাদিযুক্ত হইয়া যোগাভিজ্ঞ যোগী এই যোগমার্গে পঞ্চ প্রাণকে সংযত করিবেন। প্রাণ সকল ইন্দ্রিয়দ্বার হইতে উপরত হইয়া স্থির হইলে, নাসিকামধ্য দিয়া শ্বাস ত্যাগ

করিবেন। পরে দুষ্ট অশ্বযুক্ত রথে আরূঢ় সারথির ন্যায় এই মনকে অপ্রমত্ত ভাবে ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্র করিবেন। ২।৯

সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-
বিবর্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুঃপীড়নে
গুহানিবাতশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ ॥ ১০

সমে (সমতল, যাহা বন্ধুর নহে) শুচৌ (শুদ্ধ) শর্করা-বহ্নি-বালুকা-বিবর্জিতে (প্রস্তর খণ্ড, অগ্নি, ও বালুকা রহিত) [ও] শব্দ-জল-আশ্রয়-আদিভিঃ [বিবর্জিতে (কোলাহল, সাধারণের ব্যবহার্য জলাশয়, ও মণ্ডপ প্রভৃতি বিহীন), মনঃ-অনুকূলে (মনের প্রসন্নতা সম্পাদক) ন তু চক্ষুঃপীড়নে (অথচ চক্ষুর পীড়াদায়ক নহে) [এইরূপ] গুহা-নিবাত-আশ্রয়ণে (প্রবল বায়ুপ্রবাহ শূন্য গুহা প্রভৃতি আশ্রয়ে) প্রযোজয়েৎ ([চিত্তকে পরমাত্মায়] সমাহিত করিবে)—[গীতা ৬।১০--১২]। ২।১০

যে স্থান সমতল ও পবিত্র, যাহাতে প্রস্তরখণ্ড, অগ্নি, অথবা বালুকা নাই, যে স্থল কোলাহলশূন্য, এবং যাহা সাধারণের ব্যবহার্য জলাশয় অথবা মণ্ডপের সমীপবর্তী নহে, যাহা মনের প্রসন্নতা-সম্পাদক অথচ চক্ষুর পীড়াদায়ক নহে, এইরূপ প্রবলবায়ুপ্রবাহশূন্য গুহা প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া চিত্তকে পরমাত্মায় সমাহিত করিবে। ২।১০

নীহারধূমার্কানিলানলানাং
খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশীনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি
ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥ ১১

[সম্প্রতি যোগসিদ্ধির চিহ্নসমূহ বলা হইতেছে]—যোগে (যোগাভ্যাসকালে) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মবিষয়ে) অভিব্যক্তিকরাণি (অভিব্যক্তিসূচক) নীহার-ধূম-অর্ক-অনিল-অনলানাম্ (তুষার, ধূম, সূর্য, বায়ু, ও অগ্নির রূপের সদৃশ) খদ্যোত-বিদ্যুৎ-স্ফটিক-শশী-নাম্ (জোনাকী পোকা, বিদ্যুৎ, স্ফটিক, ও চন্দ্রের রূপের সদৃশ) এতানি (এই) রূপাণি (রূপসমূহ, চিহ্নসমূহ) পুরঃসরাণি (অগ্রগামী হইয়া থাকে) ২।১১

যোগাভ্যাসকালে ব্রহ্মের অভিব্যক্তিসূচক তুষার, ধূম, সূর্য, বায়ু, অগ্নি, খদ্যোত, বিদ্যুৎ, স্ফটিক, ও চন্দ্রের রূপের ন্যায় রূপসমূহ অগ্রগামী হইয়া থাকে[১]। ২।১১

১। প্রথমে তুষারপ্রভার ন্যায়, পরে ধূমপ্রভার ন্যায়, তৎপরে সূর্যপ্রভার ন্যায় চিত্তবৃত্তি হয়, পরে বাহ্যবায়ুর ন্যায় প্রবলভাবে সংক্ষুভিত হয়, এবং তাহার পরে অগ্নির ন্যায় অত্যুষ্ণ হয়। কখনও খদ্যোত-খচিত আকাশমণ্ডলের ন্যায় মনে হয়, কখনও বা উহা বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল দৃষ্ট হয়, কখনও উহা স্ফটিকের ন্যায়, এবং কখনও চন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল হয়। এই সকল ক্রমে প্রকাশিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, যোগসিদ্ধি হইতেছে।

পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ॥ ১২

পৃথ্বী-অপ্-তেজঃ-অনিল-খে (পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, ও আকাশ) সমুত্থিতে (অভিব্যক্ত হইলে)—[অর্থাৎ] পঞ্চ-আত্মকে (পঞ্চভূতের গন্ধাদিরূপ) যোগ-গুণে (যোগশাস্ত্রোক্ত গুণ) প্রবৃত্তে (যোগীর নিকট প্রকাশিত হইলে), তস্য (সেই) যোগ-অগ্নিময়ম্ (যোগরূপ অগ্নিদ্বারা সংশোধিত) শরীরম্ (শরীর) প্রাপ্তস্য (প্রাপ্ত যোগীর) ন রোগঃ (রোগ থাকে না), ন জরা (জরা থাকে না), ন মৃত্যুঃ (এবং মৃত্যুও থাকে না) [যোগঃ সূঃ ৩।৪৫]। ২।১২

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, ও আকাশ অভিব্যক্ত হইলে,' অর্থাৎ, যোগশাস্ত্রোক্ত পঞ্চভূতের পঞ্চগুণ যোগীর নিকট প্রকটিত হইলে', সেই যোগীর দেহ যোগাগ্নিদ্বারা বিশোধিত হয় এবং ঐ বিমল শরীর-প্রাপ্ত যোগীর রোগ জরা ও মৃত্যু বিনষ্ট হয়। ১২

১। যোগীর প্রবৃত্তি পাঁচ প্রকার হয়—নির্বিষয়া, স্পর্শবতী, জ্যোতিষ্মতী, তরলাকারা, ও স্থূলাকারা। যোগের উন্নতি অনুযায়ী চিত্তবৃত্তি সূক্ষ্মতর হয়।

লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং
বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং
যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি ॥ ১৩

লঘুত্বম্ (শরীরের লঘুতা), আরোগ্যম্ (শরীর ও মনের রোগহীনতা), অলোলুপত্বম্ (বিষয়ে লোভরাহিত্য), বর্ণপ্রসাদঃ (দেহের উজ্জ্বল কান্তি) স্বরসৌষ্ঠবম্ চ (এবং স্বরের মাধুর্য), শুভঃ গন্ধঃ (দেহের মধুর গন্ধ), অল্পম্ মূত্র-পুরীষম্ (মল ও মূত্রের অল্পতা) [এই সকলকে] প্রথমাম্ (পূর্বভাবী) যোগপ্রবৃত্তিম্ (যোগসিদ্ধির অভিমুখী চিহ্ন) বদন্তি (বলিয়া থাকেন) [যোঃ সূঃ ৩।৪৬-৫১]। ২।১৩

শরীরের লঘুতা, শরীর ও মনের রোগহীনতা, লোভহীনতা, উজ্জ্বল কান্তি, স্বরমাধুর্য, মধুর গন্ধ, মলমূত্রের স্বল্পতা—এই সকলকে যোগিগণ যোগসিদ্ধির পূর্বভাবী চিহ্ন বলিয়া থাকেন। ২।১৩

যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং
তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্তম্।
তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী
একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥ ১৪

মৃদয়া (মৃত্তিকা দ্বারা) বিম্বম্ (যে সুবর্ণাদিপিণ্ড) [পূর্বে] উপলিপ্তম্ (মলিনীকৃত হইয়াছে) তৎ (তাহাই) সুধান্তম্ (= সুধৌতম্, অগ্নিপ্রভৃতি দ্বারা বিশোধিত হইয়া) যথা (যদ্রূপ) তেজোময়ম্ (সমুজ্জ্বলরূপে) ভ্রাজতে এব (অবশ্যই দীপ্তি পায়) [ঠিক সেইরূপ] তৎ-বা আত্মতত্ত্বম্ (সেই আত্মতত্ত্বকে) প্রসমীক্ষ্য (সাক্ষাৎ করিয়া) দেহী (যোগী) একঃ (অদ্বিতীয় পরমাত্মার সহিত অভিন্ন), কৃতার্থঃ (কৃত-কৃত্য) [এবং] বীতশোকঃ (সকল দুঃখ হইতে মুক্ত) ভবতে (= ভবতি, হন) [যোঃ সূঃ ৪।২৯-৩৩]। ২।১৪

যে সুবর্ণাদি পিণ্ড পূর্বে মৃত্তিকাদ্বারা মলিনীকৃত হইয়াছে তাহাই অগ্ন্যাদির দ্বারা বিশোধিত হইলে যেমন উজ্জ্বল রূপে দীপ্তি পায়, ঠিক তেমনি সেই আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলে যোগী পরমাত্মার সহিত অভিন্ন, কৃতকৃতার্থ, ও সর্ব দুঃখ হইতে মুক্ত হন। ২।১৪

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
　　দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং
　　জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ১৫

যদা (যে অবস্থায়) যুক্তঃ (যোগরত যোগী) ইহ (এই হৃদয়গুহাতে) দীপ-উপমেন (দীপস্থানীয়, প্রকাশস্বরূপ, সাক্ষিস্বরূপ) আত্মতত্ত্বেন (নিজ আত্মা রূপে, নিজ আত্মা হইতে অভিন্নরূপে) [ইত্থম্ভূতলক্ষণে তৃতীয়া] ব্রহ্মতত্ত্বম্ তু (ব্রহ্মতত্ত্বকেই) প্রপশ্যেৎ (দর্শন করেন) [সেই অবস্থায়] অজম্ (জন্মরহিত) ধ্রুবম্ (অপ্রচ্যুত-স্বভাব, সর্বদা একরূপ) সর্বতত্ত্বৈঃ বিশুদ্ধম্ (অবিদ্যা ও তৎকার্যসমূহের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট) দেবম্ (পরমাত্মাকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) সর্বপাশৈঃ (অবিদ্যাদি সমুদয় বন্ধন হইতে) মুচ্যতে (মুক্ত হন)। ২।১৫

যে অবস্থায় যোগযুক্ত যোগী দীপস্থানীয় স্বীয় আত্মরূপে ব্রহ্মতত্ত্বকে এই হৃদয়গুহাতে সাক্ষাৎ করেন, তদবস্থায়ই তিনি জন্মরহিত, সর্বদা একস্বরূপ, এবং অবিদ্যাদির সহিত সম্বন্ধশূন্য পরমাত্মাকে জানিয়া মুক্ত হন। ২।১৫

এষ হ দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্বাঃ
পূর্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।
স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ
প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সর্বতোমুখঃ ॥ ১৬

সর্বাঃ (সমুদয়) প্রদিশঃ অনু (পূর্বাদি ও ঈশানাদি দিক্ ব্যাপিয়া অবস্থিত) এষঃ হ দেবঃ (এই প্রকাশরূপী পরমাত্মাই) পূর্বঃ হ (সকলের অগ্রে হিরণ্যগর্ভরূপে) জাতঃ (অভিব্যক্ত হন), সঃ উ (তিনিই) গর্ভে অন্তঃ (ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে বিরাট্‌রূপে প্রকাশ পান); সঃ এব (তিনিই আবার) জাতঃ (শিশুরূপে জাত হইয়াছেন); সঃ (তিনিই) জনিষ্যমাণঃ (জাত হইবেন); [তিনিই] জনান্ (সর্বজীবের) প্রত্যঙ্ (অভ্যন্তরে) তিষ্ঠতি (অবস্থান করেন) [এবং এইজন্যই] সর্বতঃ-মুখঃ (সকল প্রাণীর মুখ তাঁহারই মুখ)। ২।১৬

সর্বদিক্‌ব্যাপী (চৈতন্যরূপী) এই পরমাত্মাই সকলের পূর্বে (হিরণ্যগর্ভরূপে) জাত হন, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে (বিরাট্‌রূপে) অবস্থান করেন; তিনিই আবার (মনুষ্যাদির) শিশুরূপে জাত হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও হইবেন। তিনিই সর্ব জীবের অন্তর্যামী হইয়া সর্বতোমুখ হইয়াছেন। ২।১৬

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥ ১৭

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

যঃ (যে) দেবঃ (স্বয়ম্প্রকাশ পরমাত্মা) অগ্নৌ (অগ্নিতে অবস্থিত), যঃ (যিনি) অপ্সু (জলে প্রতিষ্ঠিত), যঃ ওষধীষু (যিনি শালীধান্যাদি ওষধিতে অবস্থিত), যঃ বনস্পতিষু (যিনি অশ্বত্থাদি বৃক্ষে অধিষ্ঠিত) যঃ (যিনি) বিশ্বম্ (নিখিল) ভুবনম্ (জগতে) আবিবেশ (প্রবেশ করিয়াছেন) তস্মৈ (সেই) দেবায় (স্বয়ম্প্রকাশকে) নমঃ নমঃ (বারংবার নমস্কার)। ২।১৭

যে স্বয়ম্প্রকাশ দেব অগ্নিতে অবস্থিত, যিনি জলে অধিষ্ঠিত, যিনি ওষধিসমূহে প্রতিষ্ঠিত, যিনি বনস্পতিসমূহে বিরাজিত, যিনি নিখিল জগতে অনুপ্রবিষ্ট, সেই স্বয়ম্প্রকাশকে বারংবার নমস্কার। ২।১৭

তৃতীয় অধ্যায়

য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ
সর্বাঁল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১

যঃ (যে) একঃ (অদ্বিতীয়)—জালবান্ (মায়াবী) [গীতা ৭।১৪, শ্বেঃ ৪।১০] ঈশনীভিঃ (স্বীয় শক্তিসমূহের প্রভাবে) ঈশতে (শাসন করেন),—যঃ (যিনি) একঃ এব (অদ্বিতীয় হইয়াও) উদ্ভবে (ঐশ্বর্যলাভকালে) সম্ভবে চ (এবং উৎপত্তিকালে) সর্বান্ (সমুদয়) লোকান্ (লোক সমূহকে) ঈশনীভিঃ (স্বশক্তিপ্রভাবে) ঈশতে (শাসন করেন)—এতৎ (এই তত্ত্ব) যে (যাঁহারা) বিদুঃ (জানেন) তে (তাঁহারা) অমৃতাঃ (অমর) ভবন্তি (হন)। ৩।১

যে অদ্বিতীয় মায়াবী স্বশক্তি সমূহের সহায়ে শাসন করেন—যিনি এক হইয়াও সমুদয় লোককে (তাহাদের) ঐশ্বর্যলাভকালে ও উৎপত্তি কালে স্বশক্তিপ্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন—(তাঁহার) এই তত্ত্ব যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অমর হন। ৩।১

একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থু-
র্য ইমাঁল্লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।
প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সঞ্চুকোপান্তকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ ॥ ২

[তিনি মায়াবী]—হি (কারণ) রুদ্রঃ (সর্বসংহারী পরমেশ্বর) একঃ (একই), [ব্রহ্মবিদ্‌গণ] দ্বিতীয়ায় (দ্বিতীয় কাহারও আকাঙ্ক্ষায়) ন তস্থুঃ (অবস্থান

করেন নাই)—[অর্থাৎ অদ্বিতীয় রুদ্র ভিন্ন অপর কাহাকেও অর্পন করেন নাই]—যঃ (যে রুদ্র) ইমান্ লোকান্ (এই সমুদয় লোককে) ঈশনীভিঃ (স্বশক্তিপ্রভাবে) ঈশতে (নিয়মিত করেন), [যিনি] জনান্ প্রত্যঙ্ (প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী রূপে) তিষ্ঠতি (অবস্থিত আছেন), [যিনি] বিশ্বা ভুবনানি (নিখিল ব্রহ্মাণ্ড) সংসৃজ্য (সৃজন করিয়া) গোপাঃ (গোপ্তা, পালক, হন) [এবং তৎপরে] অন্তকালে (প্রলয়কালে) সঙ্কুকোপ (কোপ, অর্থাৎ সংহার, করেন)। [পাঠান্তর—সংচুকোচ = প্রলয়ে আপনাতে সঙ্কুচিত করেন]। ৩।২

(রুদ্রই পরম মায়াবী ; কারণ) তিনি অদ্বিতীয়—ব্রহ্মবিদ্‌গণ দ্বিতীয় কাহারও আকাঙ্ক্ষায় ছিলেন না। সেই রুদ্রই এই সমুদয় লোককে স্বীয় শক্তি সহায়ে নিয়মিত করেন। তিনি প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত আছেন। তিনিই নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তাহার পালক হন এবং প্রলয়কালে সংহার করেন। ২

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈ-
র্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ ॥ ৩

বিশ্বতঃ-চক্ষুঃ (যত চক্ষু আছে, তাহা তাঁহারই) উত (এবং) বিশ্বতঃ-মুখঃ, বিশ্বতঃ-বাহুঃ, উত বিশ্বতঃ-পাৎ (যত মুখ, বাহু, ও পাদ আছে, তাহা তাঁহার)। (তিনি) বাহুভ্যাম্ (বাহুদ্বয়ের সহিত) সংধমতি (মনুষ্যাদিকে সংযুক্ত করেন), পতত্রৈঃ (পতন হইতে যাহা ত্রাণ করে সেই পক্ষ ও চরণের সহিত পক্ষী ও মনুষ্যাদিকে) সং [ধমতি] (সংযুক্ত করেন)। দ্যাবাভূমী (দ্যুলোক ও ভূলোক, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড) জনয়ন্ (সৃষ্টি করিয়া) দেবঃ একঃ (তিনি তাহার অদ্বিতীয় প্রকাশকরূপে বিরাজিত)। ৩।৩

যত চক্ষু, যত মুখ, যত বাহু, যত চরণ আছে, তাহা তাঁহারই। তিনিই মনুষ্যাদিকে বাহুসংযুক্ত করেন এবং মনুষ্য ও বিহগাদিকে চরণ ও পক্ষ সংযুক্ত করেন। দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহার অদ্বিতীয় প্রকাশকরূপে বিরাজিত। ৩।৩

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্বম্
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ৪

দেবানাম্ (দেবগণের) প্রভবঃ চ (উৎপত্তির হেতু) উদ্ভবঃ চ (এবং বিভূতি-লাভেরও কারণ) বিশ্ব-অধিপঃ (বিশ্বের পালয়িতা) মহা-ঋষিঃ (সর্বজ্ঞ) যঃ (যে) রুদ্রঃ (রুদ্র) পূর্বম্ (সৃষ্টির আদিতে) হিরণ্যগর্ভম্) ([হিতকর ও রমণীয়, অর্থাৎ অত্যুজ্জ্বল, জ্ঞানই গর্ভ বা সার যাঁহার, সেই] হিরণ্যগর্ভকে) জনয়ামাস (সৃষ্টি করিয়াছিলেন) সঃ (সেই রুদ্র) নঃ (আমাদিগকে) শুভয়া (মঙ্গলময়) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধির সহিত) সংযুনক্তু (সংযুক্ত করুন)। ৩।৪

দেবগণের উৎপত্তিস্থল ও ঐশ্বর্যবিধাতা এবং বিশ্বপালক যে সর্বজ্ঞ রুদ্র জগৎসৃষ্টির পূর্বে হিরণ্যগর্ভকে জন্ম দিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধিযুক্ত করুন। ৩।৪

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঽপাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥ ৫

[হে] রুদ্র (রুদ্র) গিরিশন্ত (গিরিতে, অর্থাৎ দেহে, অবস্থানপূর্বক শং বা সুখ বিধানকারী), তে (তোমার) যা (যাহা) শিবা (মঙ্গলময়, অবিদ্যাতীত শুদ্ধ)

অঘোরা (আনন্দময়) অপাপ-কাশিনী (পুণ্যাভিব্যঞ্জক) তনূঃ (=তনু, শরীর) তয়া (সেই) শন্তময়া (পূর্ণানন্দময়) তন্বা (=তনু, শরীরের দ্বারা) নঃ (আমাদিগকে) অভিচাকশীহি (নিরীক্ষণ কর, শ্রেয়োযুক্ত কর)। ৩।৫

হে রুদ্র, হে গিরিশন্ত, তোমার যাহা শুভ আনন্দপ্রদ ও পুণ্যাভিব্যঞ্জক তনু, সেই সুখতম তনুদ্বারা আমাদের মঙ্গল কর। ৩।৫

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ ॥ ৬

[হে] গিরিশন্ত (গিরিশন্ত), গিরিত্র (দেহে অবস্থানপূর্বক ভক্তের ত্রাতা), [তুমি] অস্তবে (নিক্ষেপ করিবার জন্য) যাম্ (যে) ইষুম্ (বাণ) হস্তে বিভর্ষি (ধারণ করিয়াছ) তাম্ (সেই বাণকে) শিবাম্ (মঙ্গলময়) কুরু (কর)। পুরুষম্ (আমাদের কোনও লোককে) জগৎ (এবং বিশ্বকে) মা হিংসীঃ (হিংসা করিও না) [অথবা—জগদ্রূপী (শ্বেঃ ৩।১৪) ঈশ্বরকে আমাদের নিকট আবৃত করিও না]। ৩।৬

হে গিরিশন্ত, হে গিরিত্র, তুমি নিক্ষেপ করিবার জন্য যে বাণ হস্তে লইয়াছ, তাহাকে মঙ্গলময় কর। আমাদের পরিবারকে এবং এই জগৎকে হিংসা করিও না। ৩।৬

ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং
যথানিকায়ং সর্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্
ঈশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি ॥ ৭

ততঃ (আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত জগৎ হইতে, অথবা জগদ্রূপী বিরাট্ হইতে) পরম্ (শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ ব্যাপক), ব্রহ্মপরম্ (হিরণ্যগর্ভ হইতেও শ্রেষ্ঠ)

বৃহন্তম্ (মহৎ, ব্যাপী), যথা-নিকায়ম্ (বিভিন্ন শরীরানুসারে) সর্বভূতেষু (সর্বভূতের অন্তরে) গূঢ়ম্ (প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত), বিশ্বস্য (জগতের) একম্ (অদ্বিতীয়) পরিবেষ্টিতারম্ (পরিবেষ্টক) তম্ (সেই প্রসিদ্ধ) ঈশম্ (পরমেশ্বরকে) জ্ঞাত্বা (অবগত হইয়া) [জীবগণ] অমৃতাঃ (অমর) ভবন্তি (হইয়া থাকে)। ৩।৭

জগদাত্মক বিরাট্ হইতে শ্রেষ্ঠ, হিরণ্যগর্ভাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট, বৃহৎ, সর্বভূতের বিভিন্ন শরীরে নিগূঢ় ভাবে অবস্থিত, এবং জগতের অদ্বিতীয় পরিবেষ্টনকারী সেই পরমেশ্বরকে অবগত হইলে জীবগণ অমর হইয়া থাকে। ৩।৭

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ৮

আদিত্য-বর্ণম্ (সূর্যের ন্যায় প্রকাশস্বরূপ), তমসঃ (অজ্ঞানান্ধকারের) পরস্তাৎ (পরবর্তী, অতীত) এতম্ (এই) মহান্তম্ (সর্বব্যাপী) পুরুষম্ (পরিপূর্ণস্বরূপকে) অহম্ (আমি) বেদ (জানি)। তম্ (তাঁহাকে) বিদিত্বা এব (জানিয়াই) মৃত্যুম্ (মৃত্যুকে) অতি-এতি (অতিক্রম করে)। [কারণ] অয়নায় (পরমার্থলাভের জন্য) অন্যঃ (এতদ্ভিন্ন অপর) পন্থাঃ (উপায়) ন বিদ্যতে (নাই)। ৩।৮

স্বপ্রকাশ ও অজ্ঞানাতীত এই সর্বব্যাপী পুরুষকে আমি জানি। তাঁহাকে জানিলেই (লোকে) মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে; কারণ পরমার্থলাভের আর কোন উপায় নাই। ৩।৮

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্

যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-

স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্ ॥ ৯

যস্মাৎ (যে পুরুষ হইতে) পরম্ (উৎকৃষ্ট) অপরম্ (অন্য বা অপকৃষ্ট) কিঞ্চিৎ (কিছুই) ন অস্তি (নাই), যস্মাৎ অণীয়ঃ (অণুতর) ন (নাই), জ্যায়ঃ (মহত্তর) কঃ চিৎ (কেহই) ন অস্তি (নাই), বৃক্ষঃ ইব (বৃক্ষের ন্যায়) স্তব্ধঃ (নিশ্চলরূপে) একঃ (যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা) দিবি (প্রকাশাত্মক নিজ মহিমায়) তিষ্ঠতি (বিরাজিত আছেন) তেন (সেই) পুরুষেণ (পুরুষের দ্বারা) ইদম্ (এই) সর্বম্ (সমস্ত জগৎ) পূর্ণম্ (পরিব্যাপ্ত)। ৩।৯

যাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অন্য কিছুই নাই, যাঁহা হইতে অণুতর বা মহত্তর কেহই নাই, যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চল ভাবে নিজ প্রকাশাত্মক মহিমায় বিরাজিত, সেই পুরুষেরই দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত। ৩।৯

ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।

য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্য-

থেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি ॥ ১০

ততঃ (ইদংপদবাচ্য জগৎ হইতে) যৎ (যে ব্রহ্ম) উত্তরতরম্ (অধিকতর উত্তরবর্তী) [অর্থাৎ যিনি জগতের কারণ হইতেও ঊর্ধ্বে বা কার্যকারণবিনির্মুক্ত], তৎ (তিনি) অরূপম্ (রূপহীন) অনাময়ম্ (আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়শূন্য)—যে (যাঁহারা) এতৎ (ইহা) বিদুঃ (জানেন) তে (তাঁহারা) অমৃতাঃ (অমর) ভবন্তি (হন); অথ (পক্ষান্তরে) ইতরে (অপরেরা, অজ্ঞানীরা) দুঃখম্ এব (দুঃখকেই) অপিযন্তি (প্রাপ্ত হন)। ৩।১০

এই জগতের কারণ হইতেও যিনি ঊর্ধ্বে, তিনি অরূপ এবং নিরাময়। যাহারা ইহা জানেন, তাঁহারা অমর হন; আর যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা দুঃখেই অভিভূত হইয়া থাকেন। ৩।১০

সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্বব্যাপী স ভগবাংস্তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ॥ ১১

সর্ব-আনন-শিরঃ-গ্রীব (সর্বপ্রাণীর মুখ, মস্তক, ও গ্রীবা তাঁহারই), সর্ব-ভূত-গুহা-শয়ঃ (তিনি সর্বজীবের বুদ্ধিতে অবস্থিত), সর্বব্যাপী (তিনি সর্বব্যাপী), সঃ (তিনি) ভগবান্ (ষড়ৈশ্বর্যশালী)—তস্মাৎ (সেই জন্য) সর্বগতঃ ([তিনি] সর্বত্র বিদ্যমান) [এবং] শিবঃ (মঙ্গলরূপী)। ৩।১১

যেহেতু সকল মুখ মস্তক ও গ্রীবা তাঁহারই এবং তিনিই সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত সর্বব্যাপী ও ষড়ৈশ্বর্যশালী, অতএব তিনিই সর্বত্র বিদ্যমান ও মঙ্গলস্বরূপ। ৩।১১

মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্তকঃ।
সুনির্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥ ১২

এষঃ (ইনি) মহান্ (মহান্), প্রভুঃ বৈ (সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কার্যে অবশ্যই সমর্থ), পুরুষঃ (হৃদয়শায়ী), ইমাম্ সুনির্মলাম্ (এই বিশুদ্ধ পরমপদ) প্রাপ্তিম্ (লাভের প্রতি), সত্ত্বস্য (অন্তঃকরণের) প্রবর্তকঃ (প্রেরয়িতা), ঈশানঃ (ঈশ্বর), জ্যোতিঃ (বিজ্ঞানস্বরূপ), অব্যয়ঃ (অবিনাশী)। ৩।১২

ইনি অবশ্যই মহান্, সামর্থ্যশালী, হৃদয়শায়ী, পরমপদপ্রাপ্তির জন্য অন্তঃকরণের প্রেরয়িতা, সর্বাধীশ, বিজ্ঞানপ্রকাশ-স্বরূপ, এবং অবিনাশী। ৩।১২

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।
হৃদা মন্বীশো মনসাঽভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১৩

[যিনি] অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ হৃদয়পদ্মাকাশে উপলব্ধ) পুরুষঃ (জগৎ-পূরণকারী বা পরিপূর্ণস্বরূপ) অন্তঃ-আত্মা (সকলের অভ্যন্তরে আত্মরূপে অবস্থিত), সদা (সর্বদা) জনানাম্ (প্রাণিগণের) হৃদয়ে (হৃদয়ে) সন্নিবিষ্টঃ (সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত) মন্বীশঃ (সেই জ্ঞানাধীশ) মনসা (মননের দ্বারা ; অর্থাৎ এই দেহেন্দ্রিয়-সংঘাত-মধ্যে যে অংশ দৃশ্য তাহা আত্মা নহে, কিন্তু যে অংশ দ্রষ্টা তিনিই আত্মা—এইরূপ বিচারের দ্বারা) অভিক্লৃপ্তঃ (সমর্থিত, প্রকাশিত) [হইয়া] হৃদা (আমি ব্রহ্ম—এইরূপ বিষয়-শূন্য যে বুদ্ধিবৃত্তি ব্রহ্মের অভিব্যঞ্জক, তদ্দ্বারা) [জ্ঞাত হন] । যে (যাঁহারা) এতৎ (এই তত্ত্ব) বিদুঃ (জানেন) তে (তাঁহারা) অমৃতাঃ (অমর) ভবন্তি (হন)—[কঃ ২।৩।৯ ও ২।৩।১৭] । ৩।১৩

যিনি অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ অথচ পরিপূর্ণস্বরূপ এবং যিনি অন্তরাত্মা রূপে সর্বদা প্রাণিগণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই জ্ঞানাধীশ মননের দ্বারা সমর্থিত হইয়া পরে অখণ্ডাকারা বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা প্রকাশিত হন[1] । যাঁহারা এই তত্ত্ব জানেন, তাঁহারা অমর হন । ৩।১৩

১ । প্রথমে বিচার-সহায়ে সংশয়াদি বিদূরিত হইয়া উপনিষদ্বেদ্য আত্মা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হয় ; এবং তৎপরে শুদ্ধবুদ্ধিতে ব্রহ্মাকারা বৃত্তির উদয় হইয়া অবিদ্যাদি বিনষ্ট হয় ।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১৪

পুরুষঃ (পুরুষ) সহস্র-শীর্ষা (অসংখ্য-মস্তক-বিশিষ্ট), সহস্র-অক্ষঃ (অসংখ্য-চক্ষুশালী), সহস্রপাৎ (অসংখ্য-চরণযুক্ত) ; সঃ (তিনি) ভূমিম্ (ভুবনকে

বিশ্বতঃ (সর্বতোভাবে) বৃত্বা (পরিব্যাপ্ত করিয়া) দশাঙ্গুলম্ অতি-অতিষ্ঠৎ (জগৎকে অতিক্রম করিয়া অসীমস্বরূপে, অথবা জগৎকে অতিক্রম করিয়া নাভির দশাঙ্গুল ঊর্ধ্বে হৃদয়পদ্মমধ্যে, প্রতিষ্ঠিত আছেন—[ছাঃ ৩।১২।৬ ; গীতা ১০।৪২])। ৩।১৪

সেই পূর্ণস্বরূপের অনন্ত মস্তক, অনন্ত নয়ন, অনন্ত চরণ ; তিনি ভুবনকে সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়াও নাভির দশাঙ্গুল ঊর্ধ্বে হৃদয়মধ্যে অবস্থিত আছেন। অথবা—জগৎকে অতিক্রম করিয়া অসীমস্বরূপে বিদ্যমান আছেন। ৩।১৪

পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ১৫

ইদম্ (বর্তমান যাহা কিছু) যৎ ভূতম্ (যাহা অতীত) যৎ চ (এবং যাহা) ভব্যম্ (ভাবী)—সর্বম্ (তৎসমস্ত) পুরুষঃ এব (পুরুষই) [মুঃ ২।১।১০]। উত (অধিকন্তু) [তিনি] অমৃতত্বস্য (অমরত্বের, মুক্তির) ঈশানঃ (বিধাতা), যৎ (যাহা) অন্নেন (অন্নদ্বারা) অতিরোহতি (জীবিত থাকে) [তাহারও বিধাতা]। ৩।১৫

যাহা কিছু বর্তমান, যাহা অতীত, এবং যাহা ভবিষ্যৎ, তৎসমস্তই পুরুষ। তিনি মুক্তির বিধাতা ; এবং যাহা কিছু অন্নাবলম্বনে জীবন ধারণ করে, তাহারও বিধাতা। ৩।১৫

সর্বতঃ পাণিপাদস্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৬

তৎ (সেই ব্রহ্ম) সর্বতঃ পাণি-পাদম্ (সর্বত্র করচরণবান্, সর্ব প্রাণীর হস্তপদ তাঁহারই) সর্বতঃ অক্ষি-শিরঃ-মুখম্ (সর্ব প্রাণীর চক্ষু, মস্তক ও মুখ তাঁহারই) সর্বতঃ শ্রুতিমৎ (সর্ব প্রাণীর কর্ণ তাঁহারই), লোকে (প্রাণিদেহে প্রত্যগ্‌রূপে বিদ্যমান

থাকিয়া) সর্বম্ আবৃত্য (সমস্ত ব্যাপিয়া) তিষ্ঠতি (তিনি বিদ্যমান) [শ্বে ৩।৩, ৩।১১ ; গীতা ১৩।১৩] । ৩।১৬

সকল প্রাণীর হস্ত ও পদ সেই ব্রহ্মেরই ; সর্ব জীবের চক্ষু, মস্তক, ও মুখ তাঁহারই ; এবং সকল প্রাণীর কর্ণও তাঁহারই ; তিনি প্রাণি-দেহে প্রত্যগাত্মা রূপে অবস্থানপূর্বক সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান আছেন। ৩।১৬

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।
সর্বস্য প্রভুমীশানং সর্বস্য শরণং বৃহৎ ॥ ১৭

[সেই ব্রহ্ম] সর্ব-ইন্দ্রিয়-গুণ-আভাসম্ ([উপাধিবশতঃ] সমুদয় অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের গুণবিশিষ্ট-রূপে আভাসিত বা প্রতিভাত হন), [কিন্তু] সর্ব-ইন্দ্রিয়-বিবর্জিতম্ (সমুদয় ইন্দ্রিয়ব্যাপার-রহিত) [গীতা ১৩।১৪] ; (তিনি) সর্বস্য (সকলেরই) প্রভুম্ ঈশানম্ (সামর্থ্যশালী নিয়ন্তা), সর্বস্য শরণম্ (আশ্রয়) [এবং] বৃহৎ (পরম কারণ) । [গীতা ৯।১৮] [পাঠান্তর—শরণং সুহৃৎ] । ৩।১৭

তিনি নিখিল ইন্দ্রিয়ের গুণবিশিষ্ট-রূপে প্রতিভাত হন, অথচ তিনি সমুদয় ইন্দ্রিয়ব্যাপার-শূন্য। তিনি সকলেরই শক্তিশালী নিয়ন্তা, সকলের আশ্রয়, এবং পরম কারণ। ৩।১৭

নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ ।
বশী সর্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ ১৮

স্থাবরস্য (স্থিতিশীল বৃক্ষাদির) চরস্য চ (এবং জঙ্গম মনুষ্যাদির)—সর্বস্য (সকল) লোকস্য (লোকের) বশী (প্রভু, নিয়ন্তা) হংসঃ ([অবিদ্যাদিকে] হননকারী পরমাত্মা) দেহী (জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া) নবদ্বারে (নয়টি দ্বারযুক্ত) পুরে (দেহপুরে) বহিঃ (বহির্বিষয়গ্রহণার্থ) লেলায়তে (সচেষ্ট হন) । ৩।১৮

স্থাবরজঙ্গমাত্মক অখিল জগতের নিয়ন্তা সেই পরমাত্মা জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া নব-দ্বারযুক্ত[১] দেহপুরে অবস্থানপূর্বক বাহির্বিষয়-গ্রহণে ব্যাপৃত হন। ৩।১৮

১। দুই কর্ণ, দুই চক্ষু, দুই নাসারন্ধ্র, মুখ, লিঙ্গ ও গুহ্য।

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্‌ ॥ ১৯

[...প্রকারে সর্বাত্মক ব্রহ্ম-প্রতিপাদনপূর্বক সম্প্রতি নির্গুণ পরব্রহ্ম-প্রতিপাদনের ... বলা হইতেছে]—সঃ (পরমাত্মা) অ-পাণি-পাদঃ (হস্তপদশূন্য হইয়াও) জবনঃ (দ্রুতগামী) গ্রহীতা (সর্বগ্রাহী); অচক্ষুঃ (চক্ষুহীন হইয়াও) পশ্যতি (দর্শন করেন); অকর্ণঃ (কর্ণবিহীন হইয়াও) শৃণোতি (শ্রবণ করেন); সঃ (তিনি) [মনোহীন হইলেও] বেদ্যম্‌ (জ্ঞাতব্য [সমুদয়]) বেত্তি (জানেন), চ (অথচ) তস্য (তাঁহার) বেত্তা (জ্ঞাতা) ন অস্তি (নাই)। তম্‌ (তাঁহাকে) [ব্রহ্মবিদ্‌গণ] অগ্র্যম্‌ (সর্বাগ্রণী, অর্থাৎ সকলের কারণ), পুরুষম্‌ (পরিপূর্ণস্বরূপ) [এবং] মহান্তম্‌ (মহান্‌) আহুঃ (বলিয়া থাকেন)। ৩।১৯

তাঁহার হস্তপদ না থাকিলেও তিনি দ্রুত গমন করেন এবং সর্ববস্তু গ্রহণ করেন, চক্ষু না থাকিলেও দর্শন করেন, কর্ণ না থাকিলেও শ্রবণ করেন, এবং মন না থাকিলেও সর্ববস্তু জানেন। ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে সর্বাগ্রণী, পরিপূর্ণ, এবং মহান্‌ বলিয়া থাকেন। ৩।১৯

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্

আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।

তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো

ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥ ২০

অণোঃ (অণু, অর্থাৎ সূক্ষ্ম, হইতে) অণীয়ান্ (সূক্ষ্মতর), মহতঃ (বৃহৎ হইতে) মহীয়ান্ (বৃহত্তর) আত্মা (আত্মা) অস্য (এই) জন্তোঃ (ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত সকল প্রাণীর) গুহায়াম্ (হৃদয়ে) নিহিতঃ (আত্মস্বরূপে অবস্থিত আছেন)। ধাতুঃ প্রসাদাৎ (পরমেশ্বরের অনুগ্রহে) অক্রতুম্ (বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষা-রহিত) তম্ (সেই হৃদয়নিহিত আত্মাকে) মহিমানম্ (কর্মনিমিত্ত ক্ষয়বৃদ্ধি-হীন) ঈশম্ (পরমেশ্বর-স্বরূপে) পশ্যতি ([বিদ্বান্ ব্যক্তি] দর্শন করেন) [এবং] বীতশোকঃ (সর্বদুঃখের অতীত হন)। [পাঠান্তর—ধাতুপ্রসাদাৎ—চিত্তশুদ্ধিদ্বারা]—[কঃ ১।২।২০]। ৩।২০

অণু হইতেও অণুতর এবং মহান্ হইতেও মহত্তর আত্মা সকল প্রাণীর হৃদয়ে আত্মস্বরূপে অবস্থিত আছেন। হৃদয়ে নিহিত ও বিষয়-ভোগের আকাঙ্ক্ষাশূন্য সেই আত্মাকে যিনি ঈশ্বরানুগ্রহে ক্ষয়বৃদ্ধিহীন পরমেশ্বররূপে দর্শন করেন, তিনি ঐ দর্শনের ফলে সর্বদুঃখে অতীত হন। ৩।২০

বেদাহমেতমজরং পুরাণং

সর্বাত্মানং সর্বগতং বিভুত্বাৎ।

জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য

ব্রহ্মবাদিনো হি প্রবদন্তি নিত্যম্ ॥ ২১

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

ব্রহ্মবাদিনঃ (ব্রহ্মবাদিগণ) যস্য (যে ব্রহ্মের) জন্মনিরোধম্ (উৎপত্তির অভাব) প্রবদন্তি (বলিয়া থাকেন) [এবং যাঁহাকে তাঁহারা] নিত্যম্ হি (নিত্যস্বরূপেই) প্রবদন্তি (বলিয়া থাকেন)—অজরম্ (জরাহীন, বিপরিণামবর্জিত), পুরাণম্ (পুরাতন, সর্বদা একরূপ), সর্ব-আত্মানম্ (সকলের আত্মভূত), বিভুত্বাৎ (ব্যাপকত্ব-নিবন্ধন) সর্বগতম্ (সর্বত্র অবস্থিত) এতম্ (এই পরমাত্মাকে) অহম্ (আমি) বেদ (জানি)। ৩।২১

ব্রহ্মবাদিগণ যাঁহার উৎপত্তির অভাব বলিয়া থাকেন, এবং যাঁহাকে তাঁহারা নিত্য বলিয়া থাকেন, উক্ত এই অজর, পুরাতন, সকলের আত্মভূত, এবং ব্যাপকত্বনিবন্ধন সর্বত্র অবস্থিত ব্রহ্মকে আমি জানি। ৩।২১

চতুর্থ অধ্যায়

য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাদ্-
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ১

যঃ (যিনি) একঃ (অদ্বিতীয়) অবর্ণঃ (জাত্যাদিরহিত, নির্বিশেষ) নিহিত-অর্থ (নিগূঢ়, অর্থাৎ অজ্ঞাত, প্রয়োজনে) বহুধা-শক্তিযোগাৎ (নানা বিচিত্র শক্তির সহায়ে) অনেকান্ (অনেক প্রকার) বর্ণান্ (ব্রাহ্মণাদি জাতি, অথবা যাহারা বর্ণিত হয় সেই পদার্থসমূহকে) আদৌ (সৃষ্টিকালে) দধাতি (বিধান করেন) চ বিশ্বম্ (জগৎ) অন্তে (লয় কালে) [যাঁহাতে] বি-এতি (বিলীন হয়), চ [স্থিতিকালেও যাঁহাতে অবস্থান করে] সঃ (তিনিই) দেবঃ (স্বয়ংজ্যোতিঃ); সঃ নঃ (আমাদিগকে) শুভয়া (শুভ) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধির সহিত) সংযুনক্তু (সংযুক্ত করুন)। ৪।১

যিনি অদ্বিতীয় ও নির্বিশেষ, যিনি অজ্ঞাতপ্রয়োজনে নানা শক্তি-সহায়ে সৃষ্টির প্রাক্কালে অনেক প্রকার পদার্থ বিধান করেন, লয়-কালে যাঁহাতে বিশ্ব বিলীন হয়, এবং স্থিতিকালে যাঁহাতে অবস্থান করে, তিনি বিজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা। তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি-যুক্ত করুন। ৪।১

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ ॥ ২

তৎ এব (সেই আত্মতত্ত্বই) অগ্নিঃ (অগ্নি), তৎ (তাহাই) আদিত্যঃ (সূর্য), তৎ বায়ুঃ (বায়ু), তৎ উ চন্দ্রমাঃ (এবং চন্দ্র), তৎ এব শুক্রম্ (শুভ্র, দীপ্তিমান্ নক্ষত্রাদি), তৎ ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ), তৎ আপঃ (জল), তৎ প্রজাপতিঃ (বিরাট্)। ৪।২

সেই পরমাত্মাই অগ্নি, তিনিই সূর্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্র, তিনিই দীপ্তিমান্ নক্ষত্রাদি, তিনিই হিরণ্যগর্ভ, তিনিই জল এবং তিনিই বিরাট্। ৪।২

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩

ত্বম্ (তুমি) স্ত্রী (নারী), ত্বম্ পুমান্ (তুমি নর) অসি (হও), ত্বম্ (তুমি) কুমারঃ (কুমার) উত বা (অপিচ) কুমারী (কুমারী), ত্বম্ (তুমি) জীর্ণঃ (জরা হইয়া) দণ্ডেন (দণ্ড সহায়ে) বঞ্চসি (স্খলিতপদে চল), ত্বম্ (তুমি) [সহায়ে] জাতঃ (জাত হইয়া) বিশ্বতঃ-মুখঃ (নানারূপ) ভবসি (হও)। ৪।৩

তুমি নারী, তুমি নর, তুমিই কুমার ও কুমারী; তুমি জরাগ্রস্ত হইয়া দণ্ডসহায়ে স্খলিতপদে চল, এবং তুমিই জাত হইয়া নানা রূপ ধারণ কর। ৪।৩

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা ॥ ৪

[ত্বম্ (তুমিই)] নীলঃ পতঙ্গঃ (ভ্রমর), হরিতঃ লোহিতাক্ষঃ (হরিদ্বর্ণ এবং রক্তচক্ষুবিশিষ্ট শুকাদি পাখী), তড়িৎ-গর্ভঃ (বিদ্যুদ্যুক্ত মেঘ), ঋতবঃ (ঋতু-

সমূহ), সমুদ্রাঃ (সাগরসমূহ), অনাদিমৎ (আদিশূন্য); ত্বম্ (তুমি) বিভুত্বেন (সর্বব্যাপকরূপে) বর্তসে (বর্তমান আছ)—যতঃ (যে তোমা হইতেই) বিশ্বা (—বিশ্বানি, সমুদয়) ভুবনানি (ভুবনসমূহ) জাতানি (উৎপন্ন হইয়াছে)। ৪।৪

তুমি নীল পতঙ্গ অর্থাৎ ভ্রমর, তুমিই হরিদ্বর্ণ ও রক্তচক্ষু শুকাদি পক্ষী, তুমি বিদ্যুৎপূর্ণ মেঘ, তুমিই ঋতুসমূহ, তুমিই সাগরসমূহ, তুমি আদিবিহীন, তুমিই সর্বব্যাপকরূপে বর্তমান আছ—সেই তোমা হইতেই বিশ্বভুবন উৎপন্ন হইয়াছে। ৪।৪

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥ ৫

সরূপাঃ (আপনার অনুরূপ; অর্থাৎ লোহিত, শুক্ল, ও কৃষ্ণ) বহ্বীঃ (অনেক) প্রজাঃ (সন্তান, অর্থাৎ কার্যসমূহ) সৃজমানাম্ (উৎপাদনকারিণী) লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাম্ (রক্ত, শ্বেত, ও কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্টা) একাম্ (একমাত্র) অজাম্ (ছাগীকে) একঃ হি (কোনও) অজঃ (ছাগ) জুষমাণঃ (সেবা-পরায়ণ হইয়া) অনুশেতে (ভোগ করে), অন্যঃ (অপর কোনও ছাগ) ভুক্ত-ভোগাম্ (যাহাকে ভোগ করা সমাপ্ত হইয়াছে এইরূপ) এনাম্ (এই অজাকে) জহাতি (ত্যাগ করে)। ৪।৫

আপনার অনুরূপ বহু সন্তান প্রসবকারিণী রক্ত-শ্বেত-কৃষ্ণবর্ণা একটি অজার প্রতি অনুরক্ত হইয়া কোনও অজ তাহাকে ভোগ করে; অপর কোনও অজ ভোগসমাপনান্তে তাহাকে ত্যাগ করে[১]। ৪।৫

১। কার্যত্রয়ের গুণানুসারে কারণস্বরূপা প্রকৃতিকে ত্রিবর্ণা বলা হইয়াছে।

ঐ প্রকৃতি তেজ, জল ও অন্ন স্বরূপা। ঐ তিন বস্তুর বর্ণ লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ। তেজ, জল, ও অন্নের বর্ণবিষয়ে ছাঃ ৬।৪।১ দ্রষ্টব্য। রূপকচ্ছলে এস্থলে প্রকৃতি ও জীবের বন্ধন কথিত হইল। অজা—জন্মরহিত অনাদি প্রকৃতি (শ্বেঃ ১।৯)। অজঃ—জন্মরহিত অবিদ্যাগ্রস্ত জীব। অজঃ—মুক্ত জীব। প্রকৃতি এক, [illegible] বহু। তাৎপর্য এই যে, কোনও জীব ভোগপরায়ণ হইয়া বদ্ধ হয়, [illegible] কেহ ভোগবিমুখ হইয়া মুক্ত হয়।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥ ৬

[মুঃ ৩।১।১ ; ২৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]। ৪।৬

সর্বদা সংযুক্ত ও তুল্য নাম বিশিষ্ট দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। তাহাদের মধ্যে একটি বিচিত্র আস্বাদযুক্ত ফল ভক্ষণ করে, অপরটি ভক্ষণ না করিয়া কেবল দর্শন করে। ৪।৬

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽ-
নীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ৭

মুহ্যমানঃ (মোহগ্রস্ত হইয়া, দুঃখার্ত হইয়া) অনীশয়া (দীনভাবে) শোচতি (শোক করে)। [অপরাংশ মুঃ ৩।১।২ ; ২৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]। ৪।৭

একই দেহবৃক্ষে জীব নিমগ্ন বা আসক্তভাবে প্রাপ্ত হইয়া মোহহেতু দীনভাবে শোক করিয়া থাকে। সে যে সময়ে বহু যোগমার্গে সেবিত ও সংসারাতীত পরমাত্মাকে (আত্মরূপে) দর্শন করে এবং তাঁহার এই বিশ্বব্যাপী মহিমাকে (পরমাত্মা হইতে অভিন্ন আপনারই মহিমা রূপে) জানে, তখন সে সংসার অতিক্রম করে। ৪।৭

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্
যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি
য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥ ৮

যস্মিন্ (যে) পরমে (অব্যাকৃতাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) ব্যোমন্ (= ব্যোমি, আকাশরূপ) অক্ষরে (ব্রহ্মে) ঋচঃ (ঋগাদি বেদসমূহ) [এবং] বিশ্বে (সকল) দেবাঃ (দেবগণ) অধিনিষেদুঃ (আশ্রিত আছেন) তম্ (সেই অক্ষরকে) যঃ (যে) ন বেদ (জানে না) [সে] ঋচা (বেদের দ্বারা) কিম্ (কি) করিষ্যতি (করিবে) ? যে ইৎ (যাঁহারা এইরূপে) তৎ (তাঁহাকে) বিদুঃ (জানেন) তে ইমে (সেই ইঁহারাই) সমাসতে (কৃতার্থ হইয়া থাকেন)। ৪।৮

যে পরমাকাশরূপ[1] অক্ষর ব্রহ্মে ঋগাদি বেদ এবং সকল দেবতা আশ্রিত আছেন[2], সেই অক্ষরকে যে জানে না, সে বেদের দ্বারা কি করিবে ? পরন্তু যাঁহারা তাঁহাকে এইরূপে জানেন, তাঁহারাই কৃতার্থ, অর্থাৎ পরমানন্দস্বরূপ, হইয়া থাকেন। ৪।৮

১। আকাশশব্দ অব্যাকৃতের বাচক—বৃঃ ৩।৮।৪ ; ঐ আকাশশব্দ আবার ব্রহ্মার্থেও প্রসিদ্ধ—ছাঃ ৮।১৪।১ ও ৪।১০।৪ ; এই জন্যই পরম এই বিশেষণবিশিষ্ট ব্যোমশব্দ অব্যাকৃতাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে।

২। অর্থাৎ ব্রহ্ম অভিধান ও অভিধেয় উভয়েরই অধিষ্ঠান।

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি
ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥ ৯

ছন্দাংসি (গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ), যজ্ঞাঃ (যূপসম্বন্ধ-শূন্য যজ্ঞসমূহ), ক্রতবঃ (জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রতুসমূহ), ব্রতানি (চান্দ্রায়ণাদি ব্রতসমূহ), ভূতম্ (অতীত) ভব্যম্ (ভবিষ্যৎ), যৎ চ (এবং [বর্তমান] অপর যাহা কিছু) বেদাঃ (বেদ সমূহ) বদন্তি (প্রতিপাদন করিয়া থাকে) [তৎসমস্তই] অস্মাৎ (অক্ষর ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে)। এতৎ (এই) বিশ্বম্ (জগৎকে) মায়ী (কূটস্থ ব্রহ্ম স্বশক্তি অবলম্বনে) সৃজতে (সৃজন করেন) চ (এবং) তস্মিন্ (সেই সৃষ্ট জগতে) মায়য়া (অবিদ্যার বশে) অন্যঃ (ব্রহ্মভিন্ন জীবরূপে) সন্নিরুদ্ধঃ (আবদ্ধ হইয়াছেন)। ৪।৯

বেদসমূহ, যজ্ঞ, ক্রতু, ব্রত, ভূত, ভবিষ্যৎ, এবং (বর্তমান) অপর যাহা কিছু বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে[১] তৎসমুদয়ই এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্ম মায়াশক্তি অবলম্বনে এই জগৎকে সৃজন করেন এবং সেই সৃষ্ট জগতে অবিদ্যাদ্বারা জীবরূপে বদ্ধ হন। ৪।৯

১। অর্থাৎ ঐ সব বিষয়ে বেদই প্রমাণ। যজ্ঞ ও ক্রতুর পার্থক্য নারায়ণের মতে এইরূপ—যজ্ঞ—যাহা সোমবিহীন, ক্রতু—যাহা সোমযুক্ত।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ॥ ১০

প্রকৃতিম্ (পূর্বে ১।৩ ও ১।৯-১০ মন্ত্রে যাহাকে জগৎপ্রকৃতি বলা হইয়াছে, তাহাকে) মায়াম্ তু (মায়া বলিয়াই), [এবং] মহা-ঈশ্বরম্ (যাঁহাকে পরমেশ্বর

বলা হইয়াছে তাঁহাকে) মায়িনম্ তু (মায়ার [সত্তা ও প্রকাশ সম্পাদক] অধিষ্ঠান সচ্চিদানন্দ বলিয়াই) বিদ্যাৎ (জানিবে)। তস্য (সেই পরমেশ্বরের) অবয়বভূতৈঃ তু (অধ্যাস-হেতু অবয়বরূপে কল্পিত বস্তুসমূহের দ্বারাই) ইদম্ (এই) সর্বম্ (অখিল) জগৎ (বিশ্ব) ব্যাপ্তম্ (পরিপূর্ণ)—[গীতা ১৩।১৯-২১]। ৪।১০

প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া এবং পরমেশ্বরকে মায়াধীশ বলিয়া জানিবে। সেই পরমেশ্বরেরই অবয়বরূপে কল্পিত বস্তুসমূহের দ্বারা এই অখিল জগৎ পরিপূর্ণ। ৪।১০

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
যস্মিন্নিদং সং চ বি চৈতি সর্বম্।
তমীশানং বরদং দেবমীড্যং
নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১১

যঃ (যে মায়াসম্বন্ধশূন্য ব্রহ্ম) একঃ (অদ্বিতীয় হইয়াও) যোনিম্ যোনিম্ (মূলা প্রকৃতি ও [সূক্ষ্ম আকাশাদি-রূপ] অবান্তর প্রকৃতিসমূহের প্রত্যেকটিতে) অধিতিষ্ঠতি (অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করেন), চ যস্মিন্ (যাঁহাতে) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত) সম্-এতি (লয়প্রাপ্ত হয়), চ বি-এতি (সৃষ্টিকালে বিবিধ-রূপে যাঁহা হইতে জাত হয়) তম্ (সেই) বরদম্ (মোক্ষপ্রদ) ঈড্যম্ (স্তবনীয়) ঈশানম্ (নিয়ন্তা) দেবম্ (দেবকে) নিচায্য (নিশ্চিতরূপে সাক্ষাৎ করিয়া) ইমাম্ শান্তিম্ (সুষুপ্তিকালে সর্বজন-প্রসিদ্ধ এই দ্বৈতাভাবরূপ শান্তি) অতি-অন্তম্ (আত্যন্তিক ভাবে, পুনর্জন্মরহিত-রূপে) এতি (প্রাপ্ত হন)। ৪।১১

অদ্বিতীয় যিনি প্রতি প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত, যাঁহাতে এই সমস্ত লয়প্রাপ্ত হয়, এবং যাঁহা হইতে বিবিধরূপে উৎপন্ন হয়, সেই মোক্ষপ্রদ স্তবনীয় ও ঈশান স্বপ্রকাশস্বরূপকে নিশ্চিতরূপে সাক্ষাৎ করিলে এই সুপ্রসিদ্ধ শান্তির আত্যন্তিক প্রাপ্তি হয়। ৪।১১

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ১২

[অন্বয়ার্থ ৩।৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য]—জায়মানম্ (জায়মান) হিরণ্যগর্ভম্ (হিরণ্যগর্ভকে) পশ্যত (দর্শন করিয়াছিলেন)—[শ্বেঃ ৬।১৮]। ৪।১২

দেবগণের উৎপত্তিস্থল এবং ঐশ্বর্যবিধাতা যে বিশ্বপালক ও সর্বজ্ঞ রুদ্র হিরণ্যগর্ভেরও জন্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধিযুক্ত করুন। ৪।১২

যো দেবানামধিপো
যস্মিঁল্লোকা অধিশ্রিতাঃ।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১৩

যঃ (যে পরমেশ্বর) দেবানাম্ (ব্রহ্মাদি দেবগণের) অধিপঃ (অধিপতি, স্বামী), যস্মিন্ (যাঁহাতে) লোকাঃ (ভূরাদি লোকসমূহ) অধিশ্রিতাঃ (উপরে আশ্রিত, অর্থাৎ অধ্যস্ত), যঃ (যিনি) অস্য (এই) দ্বিপদঃ (দ্বিপদ মনুষ্যাদি) [এবং] চতুষ্পদঃ (চতুষ্পদ পশ্বাদির) ঈশে (= ঈষ্টে, শাসন করেন) [সেই] কস্মৈ (= কায় ; ক = সুখ, আনন্দস্বরূপ [ঋগ্বেদ ১০।১২১]) [এবং] দেবায় (প্রকাশস্বরূপকে) হবিষা (চরু-পুরোডাশাদি দ্রব্যের দ্বারা) বিধেম (পরিচর্যা করি)। ৪।১৩

যিনি দেবগণের অধিপতি, যাঁহার উপরে ভূরাদি লোকসমূহ আশ্রিত, যিনি এই দ্বিপদ এবং চতুষ্পদগণের শাসনকর্তা, সেই আনন্দঘন এবং প্রকাশস্বরূপ পরমেশ্বরকে চরু-পুরোডাশাদি দ্রব্যের দ্বারা পরিচর্যা করি। ৪।১৩

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৪

সূক্ষ্ম-অতিসূক্ষ্মম্ (সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, অর্থাৎ সূক্ষ্মতম), কলিলস্য (গহন সংসারের) মধ্যে (অন্তরে) [সাক্ষিরূপে অবস্থিত], বিশ্বস্য (জগতের) স্রষ্টারম্ (স্রষ্টা), অনেক-রূপম্ (বিচিত্ররূপে প্রতিভাত), বিশ্বস্য (জগতের) একম্ (অদ্বিতীয়) পরিবেষ্টিতারম্ (অন্তর্বহিঃপরিব্যাপক) শিবম্ (মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) অত্যন্তম্ শান্তিম্ এতি [৩।৭ শ্লোকের শেষাংশ দ্রষ্টব্য]। ৪।১৪

সূক্ষ্ম হইতেও অতি সূক্ষ্ম, সংসারগহনমধ্যে সাক্ষিরূপে অবস্থিত, জগৎস্রষ্টা, বিচিত্ররূপে প্রতিভাত, এবং বিশ্বের অদ্বিতীয় পরিব্যাপক মঙ্গলময়কে জানিলে আত্যন্তিক শান্তি লাভ হয়। ৪।১৪

স এব কালে ভুবনস্য গোপ্তা
বিশ্বাধিপঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ।
যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ
তমেব জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি ॥ ১৫

সঃ এব (পরমেশ্বরই) কালে (যথাকালে, জীবগণের অতীত কল্পসমূহে সঞ্চিত কর্ম ফলপ্রদানে উন্মুখ হইলে) ভুবনস্য (জগতের) গোপ্তা (রক্ষক) বিশ্বাধিপঃ (বিশ্বপ্রভু) [হইয়া] সর্বভূতেষু (সকল প্রাণীর মধ্যে) গূঢ়ঃ (সাক্ষিমাত্র রূপে অবস্থিত থাকেন)। যস্মিন্ (যে পরমেশ্বরে) ব্রহ্মর্ষয়ঃ (সনকাদি ঋষিগণ) চ (এবং) দেবতাঃ (ব্রহ্মাদি দেবগণ) যুক্তাঃ (ঐক্য প্রাপ্ত হইয়াছেন) তম্ (তাঁহাকে) জ্ঞাত্বা এব (জানিয়াই) মৃত্যুপাশান্ (মৃত্যুর, অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকার ও রূপরসাদি বিষয়ের, পাশকে, কাম ও কর্ম সকলকে) ছিনত্তি (ছিন্ন করেন, নাশ করেন)। ৪।১৫

তিনিই যথাকালে, অর্থাৎ কল্পারম্ভসময়ে, জগদ্রক্ষক বিশ্বপ্রভু হইয়া সকল প্রাণীর মধ্যে সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন ; যে পরমেশ্বরে (সনকাদি) ঋষিগণ এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ একীভূত হইয়াছেন তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুর পাশ, অর্থাৎ অবিদ্যাদি বন্ধন, ছিন্ন হয়। ৪।১৫

ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতিসূক্ষ্মং
জ্ঞাত্বা শিবং সর্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ১৬

ঘৃতাৎ পরম্ (ঘৃতের উপরিভাগের) মণ্ডম্ ইব (সরের মত যে সারভাগ থাকে, তাহার ন্যায় ; অর্থাৎ ঘৃতের সারভাগ যেরূপ আনন্দপ্রদ সেইরূপ নিরতিশয় আনন্দপ্রদ) অতিসূক্ষ্মম্ ([এবং ঘৃতসারেরই ন্যায়] অতিসূক্ষ্ম) সর্বভূতেষু (সমস্ত প্রাণীর মধ্যে) গূঢ়ম্ (সাক্ষিরূপে নিগূঢ়) শিবম্ (মঙ্গলময়কে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া)—বিশ্বস্য একম্ পরিবেষ্টিতারম্ (বিশ্বের অদ্বিতীয় পরিবেষ্টিতা) দেবম্ (প্রকাশস্বরূপকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) সর্বপাশৈঃ মুচ্যতে (সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হয়)। ৪।১৬

ঘৃতের উপরিভাগের সরের ন্যায় আনন্দপ্রদ ও অতিসূক্ষ্ম এবং সর্বভূতের অন্তর্যামিরূপে নিগূঢ় মঙ্গলময়কে জানিলে—জগতের অদ্বিতীয় পরিবেষ্টনকারী প্রকাশস্বরূপ পরমেশ্বরকে জানিলে—সর্ববন্ধন হইতে মুক্তি হয়। ৪।১৬

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মনীষা মনসাঽভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১৭

দেবঃ, বিশ্বকর্মা ([মহত্তত্ত্বাদিক্রমে] নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা) মহাত্মা (সর্বব্যাপী) এষঃ (ইনিই) সদা জানানাম্ (জীবগণের) হৃদয়ে (হৃদাকাশে) সন্নিবিষ্টঃ (গূঢ়ভাবে অবস্থিত আছেন) [এবং] হৃদা ([হৃঞ্, হরণে] অবিদ্যাদি-হরণকারী "নেতি, নেতি" ইত্যাদি নিষেধমূলক উপদেশ সহায়ে), মনীষা (বিবেকবুদ্ধি সহায়ে) [ও] মনসা (বিচারলভ্য একত্বজ্ঞানের দ্বারা) অভিক্লৃপ্তঃ (অভিব্যক্ত হন)। যে (যাঁহারা) এতৎ (এই ব্রহ্মকে) বিদুঃ (জানেন) তে (তাঁহারা) অমৃতাঃ (অমর, মুক্ত) ভবন্তি (হন)—[কঃ ২।৩।৯, শ্বেঃ ৩।১৩]। ৪।১৭

প্রকাশময়, বিশ্বস্রষ্টা, ও সর্বব্যাপী ইনিই সর্বদা জীবগণের হৃদয়াকাশে গূঢ়ভাবে অবস্থিত আছেন এবং অবিদ্যানাশক (নিষেধমূলক) উপদেশ সহায়ে, বিবেকবুদ্ধি সহায়ে, ও বিচারসাধ্য একত্ব জ্ঞানের দ্বারা (হৃদয়ে) অভিব্যক্ত হন। যাঁহারা এই ব্রহ্মকে জানেন তাঁহারা অমর হন। ৪।১৭

যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি-
র্ন সন্ন চাসঞ্ছিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ১৮

যদা (যে অবস্থায়) অতমঃ (অবিদ্যা ও তৎকার্য থাকে না) তৎ (= তদা, সেই অবস্থায়) ন দিবা (দিন থাকে না [আত্মাতে দিবসের অধ্যারোপ হয় না]), ন রাত্রিঃ, ন সন্ (সত্তা থাকে না) চ ন অসন্ (অভাবও থাকে না),—কেবলঃ (অবিদ্যা প্রভৃতি বিকল্পশূন্য) শিবঃ এব (শুদ্ধস্বভাব রূপেই) [তিনি অবস্থান করেন]। তৎ (উক্ত) অক্ষরম্ (ক্ষয়হীন নিত্যব্রহ্মই) তৎ ("তত্ত্বমসি" বাক্যস্থ "তৎ"পদের লক্ষ্য) [এবং] সবিতুঃ (আদিত্য-মণ্ডলাভিমানী দেবতার) বরেণ্যম্ (বরণীয়), পুরাণী (ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত) প্রজ্ঞা (তত্ত্বমস্যাদি বাক্য হইতে জাত বুদ্ধি)

তস্মাৎ চ (তাঁহা হইতেই) [আসিয়া] প্রসৃতা (বিবেকী পুরুষে পরিব্যাপ্ত, প্রকটিত হইয়াছে)—[ঋগ্বেদ ১০।১২৯]। ৪।১৮

যে অবস্থায় অবিদ্যাদি থাকে না, তখন দিবারাত্রের অধ্যারোপ থাকে না, সত্তা ও অসত্তারও অধ্যারোপ থাকে না—তখন তিনি নির্বিকল্প ও শুদ্ধস্বরূপেই অবস্থান করেন। উক্ত অক্ষরই "তৎ" পদের লক্ষ্য এবং তিনিই সবিতারও বরণীয়। পুরাণী প্রজ্ঞা তাঁহা হইতেই বিবেকী পুরুষদিগের মধ্যে প্রকটিত হইয়াছে। ৪।১৮

নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ॥ ১৯

এনম্ (এই কূটস্থ ব্রহ্মকে) ন ঊর্ধ্বম্ (না ঊর্ধ্ব দিকে) ন তির্যঞ্চম্ (না পার্শ্বে) ন মধ্যে (না মধ্যে) পরিজগ্রভৎ (কেহ গ্রহণ করিতে পারে)। যস্য (যে পরমেশ্বরের) নাম (নাম) মহৎ (লোকাতীত, সর্বত্র ব্যাপ্ত) যশঃ (কীর্তি) তস্য (তাঁহার) প্রতিমা (উপমা) ন অস্তি (নাই)। ৪।১৯

এই কূটস্থ ব্রহ্মকে কেহ ঊর্ধ্ব দিকে, পার্শ্বে, অথবা মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না। সর্বত্রব্যাপ্ত-কীর্তিই যাঁহার নাম, তাঁহার কোনও উপমা থাকিতে পারে না। ৪।১৯

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এন-
মেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ২০

অস্য (এই পরমেশ্বরের) রূপম্ (স্বরূপ) সন্দৃশে (চক্ষুরাদিদ্বারা গ্রহণযোগ্য প্রদেশে) ন তিষ্ঠতি (বর্তমান থাকে না); এনম্ (ইঁহাকে) কঃ চন (কেহই) চক্ষুষা (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা) ন পশ্যতি (দর্শন করে না); হৃদা (শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা) মনসা (বিচার-লভ্য একত্ব জ্ঞানের দ্বারা) হৃদিস্থম্ (হৃদয়গুহায় অবস্থিত) এনম্ (এই ব্রহ্মকে) যে এবম্ বিদুঃ তে অমৃতাঃ ভবন্তি—[৪।১ দ্রষ্টব্য]। ৪।২০

এই পরমেশ্বরের স্বরূপ ইন্দ্রিয়গণের গোচর হয় না; ইঁহাকে কেহই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন করে না; শুদ্ধবুদ্ধি সহায়ে এবং বিচারসাধ্য একত্বজ্ঞান সহায়ে হৃদয়গুহায় অবস্থিত এই ব্রহ্মকে যাঁহারা এই প্রকারে জানেন, তাঁহারা অমর হন। ৪।২০

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ ॥ ২১

অজাতঃ ইতি এবম্ (যেহেতু তুমি অজাত, অর্থাৎ জন্মজরাদি-বিকার-রহিত, অতএব) ভীরুঃ ([জন্মাদি ভয়ে] ভীত) কঃ চিৎ (বিরল কেহ বা) প্রপদ্যতে (তোমার শরণ গ্রহণ করে)। রুদ্র (হে রুদ্র), তে (তোমার) যৎ (যাহা) দক্ষিণম্ (অনুকূল, উৎসাহজনক, অথবা দক্ষিণপার্শ্বস্থ) মুখম্ (মুখ) তেন (তদ্দ্বারা) মাম্ (আমাকে) নিত্যম্ (সর্বদা) পাহি (রক্ষা কর)। ৪।২১

তুমি জন্মাদিহীন বলিয়াই জন্মাদিভয়ে ভীত কোনও ভাগ্যবান্ তোমার শরণ গ্রহণ করে। হে রুদ্র, তোমার যাহা দক্ষিণ মুখ তদ্দ্বারা আমায় সর্বদা রক্ষা কর। ৪।২১

মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি
মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্ মা নো রুদ্র ভামিতোঽবধী-
র্হবিষ্মন্তঃ সদমিৎ ত্বা হবামহে ॥ ২২

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

রুদ্র (হে রুদ্র), ভামিতঃ (তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া) নঃ (আমাদের) তোকে (পুত্রে), তনয়ে (পৌত্রে) মা রীরিষঃ (বিনাশ বা মরণ বিধান করিও না); নঃ আয়ুষি মা (আমাদের জীবনেও না), নঃ গোষু মা (আমাদের গোসমূহেও না), নঃ অশ্বেষু মা (আমাদের অশ্বসমূহেও না), নঃ (আমাদের) বীরান্ (বিক্রমশীল ভৃত্যদিগকে) মা অবধীঃ (বধ করিও না)—[কেন না] হবিষ্মন্তঃ (আমরা হবনযোগ্য দ্রব্যসম্ভার লইয়া) সদমিৎ (সর্বদাই) ত্বা (তোমাকে) হবামহে (আমাদের রক্ষার জন্য আহ্বান করিয়া থাকি)। ৪।২২

হে রুদ্র, তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের পুত্র ও পৌত্রকে বিনাশ করিও না, আমাদের জীবন নাশ করিও না, আমাদের গোদিগকে ও অশ্বদিগকে বিনাশ করিও না, এবং আমাদের বিক্রমশীল ভৃত্যদিগকে বধ করিও না—কারণ আমরা হব্য দ্রব্য লইয়া সর্বদাই তোমায় আমাদের রক্ষার জন্য আহ্বান করিয়া থাকি। ৪।২২

পঞ্চম অধ্যায়

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে
বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা
বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ ॥ ১

ক্ষরম্ তু (ক্ষরণের, অর্থাৎ সাংসারগতির, কারণ যাহা তাহাই) অবিদ্যা (অবিদ্যা), তু (পক্ষান্তরে) অমৃতম্ হি (যাহা অমরণের, অর্থাৎ মুক্তির, কারণ তাহাই) বিদ্যা (বিদ্যা) [মুঃ ১।১।৪]—[এই] বিদ্যা-অবিদ্যে (বিদ্যা ও অবিদ্যা) দ্বে (দুইটি) যত্র (যে) ব্রহ্মপরে (হিরণ্যগর্ভের অতীত, অথবা পরব্রহ্মরূপ) অনন্তে (দেশ, কাল, ও পদার্থের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন) অক্ষরে তু (অক্ষরে) গূঢ়ে (অনভিব্যক্ত-রূপে) নিহিতে (স্থাপিত আছে), [এবং] যঃ (যিনিই) বিদ্যাবিদ্যে (বিদ্যা ও অবিদ্যাকে) ঈশতে (নিয়মিত করেন) সঃ (তিনি) তু (কিন্তু) [উভয়ের সাক্ষী বলিয়া] অন্যঃ (বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন)। ৫।১

যাহা সংসারগতির কারণ তাহাই অবিদ্যা এবং যাহা অমরত্বের কারণ তাহাই বিদ্যা; বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুইটি পরব্রহ্মরূপ যে অনন্ত অক্ষরে অনভিব্যক্তাকারে স্থাপিত আছে, এবং বিদ্যা ও অবিদ্যা যাঁহার দ্বারা নিয়মিত হয়, তিনি কিন্তু বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন। ৫।১

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো
বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্বাঃ।
ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈর্বিভর্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ ॥ ২

যঃ (যে) একঃ (অদ্বিতীয় পরমাত্মা) যোনিম্ যোনিম্ (অধ্যাত্ম, অধিভূত, ও অধিদৈব অধিষ্ঠানসমূহকে) অধিতিষ্ঠতি ([অন্তর্যামী রূপে অবস্থিত থাকিয়া] নিয়মিত করেন) [বৃঃ ৩।৭।৩-৩৩], বিশ্বানি (সমুদয়) রূপাণি (লোহিতাদি রূপকে বা সমুদয় শরীরকে) চ সর্বাঃ যোনীঃ (উৎপত্তিস্থান সকলকে [৪।১১]) [অধিতিষ্ঠতি (নিয়মিত করেন)], যঃ (যিনি) অগ্রে (সৃষ্টির আদিতে) প্রসূতম্ ([আপনার দ্বারা] উৎপাদিত) তম্ (সেই প্রসিদ্ধ) ঋষিম্ (সর্বজ্ঞ) কপিলম্ (সুবর্ণের ন্যায় কপিলবর্ণ হিরণ্যগর্ভকে) জ্ঞানৈঃ (ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ও ঐশ্বর্যের দ্বারা) বিভর্তি (=বভার, পূর্ণ করিয়াছিলেন), চ (এবং) জায়মানম্ (উৎপত্তি-কালেও) [তাঁহাকে] পশ্যেৎ (=অপশ্যৎ, দেখিয়াছিলেন) [তিনিই বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন]। ৫।২

যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা প্রতি-অধিষ্ঠানকে নিয়মিত করেন, যিনি সমুদয় রূপ ও উৎপত্তিস্থানসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করেন, এবং যিনি সৃষ্টির অগ্রে জাত সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বজ্ঞ হিরণ্যগর্ভকে[১] জ্ঞানাদির দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং উৎপত্তিকালেও তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, (তিনিই বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন)। ৫।২

১। মূলের কপিল সাংখ্যকার কপিল নহেন। ৬।১৮ ও ৪।১২ দ্রষ্টব্য। পুরাণেও সাংখ্যকার কপিল হইতে ভিন্ন অপর কপিলের উল্লেখ আছে।

একৈকং জালং বহুধা বিকুর্ব-
ন্নস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ।
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পতয়স্তথেশঃ
সর্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা ॥ ৩

[পুরুষরূপ মৎস্যকে বন্ধনের উপযোগী] এক-একম্ (প্রত্যেক) জালম্ (কারণ-সমষ্টি ও কার্য-সমষ্টি রূপ জালকে) বহুধা (নানা ইন্দ্রিয় ও দেহ রূপে) বিকুর্বন্ (বিকৃত করিয়া, পরিণত করিয়া)—[অর্থাৎ কর্মফলানুযায়ী বিভিন্ন দেহেন্দ্রিয়াদি

সৃষ্টি করিয়া]—এষঃ দেবঃ (এই স্বপ্রকাশ দেব) অস্মিন্ ক্ষেত্রে (এই মায়াত্মক ক্ষেত্রে, অর্থাৎ জাগতিক বস্তুর উৎপত্তিস্থলে) [ইহাদিগকে] সংহরতি (উপসংহার করেন)। মহাত্মা (সর্বব্যাপী) ঈশঃ (পরমেশ্বর) ভূয়ঃ (ব্যষ্টি ও সমষ্টি কার্য-করণ সৃষ্টির পরে) তথা (পূর্বকল্পানুযায়ী) পতয়ঃ (=পতীন্ : সেই সব [উপাধিভূত] দেহেন্দ্রিয়াদির [উপহিত] স্বামীদিগকে, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ হইতে মশকাদি পর্যন্ত সকলকে) সৃষ্ট্বা (সৃজন করিয়া) সর্ব-আধিপত্যম্ (সকলের উপর প্রভুত্ব) কুরুতে (করেন)—[ঐঃ ১।৩]। ৫।৩

করণসমষ্টি[১] ও কার্যসমষ্টি[২] রূপ প্রত্যেকটি জালকে প্রাণীর কর্মানুসারে বিচিত্ররূপে পরিণত করিয়া এই দেব তাহাদিগকে এই মায়াক্ষেত্রে উপসংহার করেন। এবং (ব্যষ্টি দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাত ও সমষ্টি দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাত সৃষ্টির) পরে সর্বব্যাপী পরমেশ্বর পূর্বকল্পানুযায়ী সেই সকল সঙ্ঘাতের স্বামীদিগকে সৃজন করিয়া নিজে সকলের উপর আধিপত্য করিয়া থাকেন। ৫।৩

১। অন্তঃকরণসমষ্টি, প্রাণসমষ্টি, ইন্দ্রিয়সমষ্টি ইত্যাদি।   ২। দেহসমষ্টি।

সর্বা দিশ ঊর্ধ্বমধশ্চ তির্যক্
প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্ ।
এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো
যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৪

যৎ উ (যে প্রকার) অনড্বান্ (আদিত্য) ঊর্ধ্বম্ (উপর) অধঃ (নিম্ন) চ (এবং) তির্যক্ (পার্শ্ববর্তী) সর্বাঃ দিশঃ (দিক্‌সমূহকে) প্রকাশয়ন্ (প্রকাশ করিয়া) ভ্রাজতে (দেদীপ্যমান হন) এবম্ (এই প্রকারে) সঃ (সেই) দেবঃ (স্বপ্রকাশ), ভগবান্ (ঐশ্বর্যশালী), বরেণ্যঃ (বরণীয়) একঃ (অদ্বিতীয় পরমাত্মাও) যোনি-স্বভাবান্ (জগৎকারণ ব্রহ্মের স্বাত্মভূত পৃথিব্যাদি ভাবপদার্থকে, অথবা স্বভাবতঃ কারণশক্তিযুক্ত পৃথিব্যাদিকে) অধিতিষ্ঠতি (পরিচালিত করেন)। ৫।৪

আদিত্য যেরূপ ঊর্ধ্ব অধঃ ও পার্শ্ববর্তী দিকসমূহকে প্রকাশ করিয়া দেদীপ্যমান হন, সেইরূপ সেই স্বপ্রকাশ, ঐশ্বর্যশালী, বরণীয়, ও অদ্বিতীয় পরমাত্মাও আপনারই আত্মভূত ও কারণশক্তিযুক্ত মায়িক পদার্থসমূহকে পরিচালিত করেন। ৫।৪

যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ
পাচ্যাংশ্চ সর্বান্ পরিণাময়েদ্ যঃ।
সর্বমেতদ্বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো
গুণাংশ্চ সর্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ॥ ৫

চ (অধিকন্তু) যৎ [= যঃ, যে) বিশ্বযোনিঃ (জগৎকারণ) স্বভাবম্ ([অগ্নি প্রভৃতির উষ্ণতা প্রভৃতি] স্বভাব) পচতি (নিষ্পাদিত করেন), চ যঃ (যিনি) সর্বান্ (সমুদয়) পাচ্যান্ (পরিণামযোগ্য পদার্থকে) পরিণাময়েৎ (পরিণত করেন, রূপান্তরিত করেন, অথবা ফলোন্মুখ করেন), যঃ (যে) একঃ (অদ্বিতীয় পরমাত্মা) এতৎ সর্বম্ বিশ্বম্ (এই সমগ্র বিশ্বকে) অধিতিষ্ঠতি (নিয়ন্ত্রিত করেন) চ (এবং) সর্বান্ গুণান্ (সত্ত্বাদি গুণসমুদয়কে) বিনিযোজয়েৎ (কার্যে প্রযুক্ত করেন)—। ৫।৫

আবার, যে জগৎকারণ (অগ্ন্যাদির উষ্ণতা প্রভৃতি) স্বভাব নিষ্পাদিত করেন[1], যিনি সমুদয় পরিণামী পদার্থের রূপান্তর করেন, এবং যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা এই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করেন ও সত্ত্বাদি গুণ সমূহকে[2] স্বকার্যে নিযুক্ত করেন—। ৫।৫

১। অর্থাৎ ব্রহ্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 'স্বভাব' জগৎকারণ নহে। শ্বেঃ ১।২

২। মায়া ত্রিগুণাত্মিকা, উহাতে গুণগুণী বিভাগ নাই, মায়ার কার্যেই ঐরূপ বিভাগ সম্ভব। গুণ—(১) যদ্দ্বারা রজ্জুর ন্যায় বন্ধন করা যায়—গীতা ১৪।৬-৮; সত্ত্বাদি গুণ জীবকে বন্ধন করে। অথবা—(২) অপ্রধান; উহারা নিজের সত্তা

ও মূর্তির জন্য ব্রহ্মের অধীন। এই গুণগুলি পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকে না। ইহাদের সাম্যাবস্থা প্রলয় এবং বিক্ষোভিতাবস্থা সৃষ্টি।—গীতা ১৪।৫-২০

তদ্বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং
তদ্ ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।
যে পূর্বদেবা ঋষয়শ্চ তদ্বিদু-
স্তে তন্ময়া অমৃতা বৈ বভূবুঃ॥ ৬

তৎ (পূর্ব-শ্লোকোক্ত সেই আত্মতত্ত্ব) বেদ-গুহ্য-উপনিষৎসু (বেদসমূহের গুহ্যাংশ, অর্থাৎ গুরূপদেশ ভিন্ন অলভ্য, আত্মবিদ্যাত্মক উপনিষৎসমূহে) গূঢ়ম্ (প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে); ব্রহ্ম-যোনিম্ (বেদরূপ প্রমাণসাহায্যে লভ্য [ব্রঃ সূঃ ১।১।৩], অথবা ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের কারণ, কিংবা বেদের কারণ) তৎ (সেই আত্মস্বরূপকে) ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ) বেদতে (=বেত্তি, জানেন); যে (যে সকল) পূর্বদেবাঃ (প্রাচীন দেবগণ) চ (এবং) ঋষয়ঃ (বামদেবাদি ঋষিগণ) তৎ (তাঁহাকে) বিদুঃ (জানিয়াছিলেন) তে (তাঁহারা) তন্ময়াঃ (ব্রহ্মময় হইয়া) অমৃতাঃ বৈ (অমরই) বভূবুঃ (হইয়াছিলেন)। ৫।৬

সেই আত্মতত্ত্ব বেদের গুহ্যভাগ উপনিষৎসমূহে নিহিত আছে। বেদপ্রমাণ-সাহায্যে লভ্য সেই আত্মতত্ত্বটি হিরণ্যগর্ভ অবগত আছেন। যে সকল প্রাচীন দেবতা ও ঋষিগণ তাঁহাকে জানিয়াছিলেন তাঁহারা ব্রহ্মময় হইয়া অমর হইয়াছিলেন। ৫।৬

গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্মকর্তা
কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা।
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা
প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্মভিঃ॥ ৭

[পূর্বে "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যস্থ 'তৎ' অর্থাৎ সেই (= ব্রহ্ম) পদের অর্থ নির্দিষ্টকৃত হইয়াছে, এখন 'ত্বম্' অর্থাৎ তুমি (= জীব) পদের অর্থ বলা হইতেছে]—যঃ (যে জীব) গুণ-অন্বয়ঃ (কর্ম ও উপাসনা হইতে জাত সংস্কাররূপ গুণসমূহের সহিত অন্বিত হইয়া) ফল-কর্ম-কর্তা (ফল-কামনায় কর্ম করিয়া থাকে) সঃ চ এব (সেই জীবই) কৃতস্য তস্য (কৃত সেই কর্মফলের) উপভোক্তা (উপভোগকারী হয়) । বিশ্বরূপঃ (বিবিধ দেহেন্দ্রিয়ের সংযোগে বিবিধাকার), ত্রিগুণঃ (সত্ত্বাদি ত্রিগুণবিশিষ্ট) ত্রিবর্ত্মা (ত্রিমার্গে, অর্থাৎ ধর্ম, অধর্ম ও জ্ঞানমার্গে ; কিংবা উত্তরমার্গ, দক্ষিণমার্গ, ও কীটাদি শরীরপ্রাপ্তিরূপ মার্গে গমনকারী) প্রাণ-অধিপঃ (পঞ্চপ্রাণের অধীশ্বর) সঃ (সেই জীব) স্বকর্মভিঃ (নিজ কর্মফলানুসারে) সঞ্চরতি (পরিভ্রমণ করে) । ৫।৭

কর্ম ও উপাসনা হইতে জাত সংস্কারবিশিষ্ট যিনি ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ম করিয়া থাকেন, সেই জীবই স্বকৃত কর্মের ফল উপভোগ করেন। বিবিধদেহধারী, সত্ত্বাদি ত্রিগুণমণ্ডিত, ত্রিমার্গে গমনকারী, ও পঞ্চপ্রাণের অধীশ্বর সেই জীব নিজ কর্মফলানুসারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ৫।৭

অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ
সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ।
বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব
আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥ ৮

যঃ (যে জীব) রবিতুল্য-রূপঃ (জ্যোতিঃস্বরূপ) [এবং] অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ (অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ হৃদয়ে অবস্থানহেতু অঙ্গুষ্ঠপরিমিত বলিয়া প্রতিভাত) সঙ্কল্প-অহঙ্কার-সমন্বিতঃ (সঙ্কল্প ও অহঙ্কার যুক্ত) [সেই জীবই] বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) [ইচ্ছাদি] গুণেন চ (গুণের সহিত আধ্যাসিক সম্বন্ধ বশতঃ) আত্মগুণেন (যাহা জীবের স্বীয় আত্মার গুণ বলিয়া প্রতিভাত হয় তদ্দ্বারা) [ব্রঃ সূঃ ২।৩।২৯] আরাগ্র-মাত্রঃ (গো-তাড়নার্থ

ব্যবহৃত লৌহশলাকার অগ্রভাগের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম পরিমাণ বিশিষ্ট), অপরঃ অপি (এবং অপকৃষ্ট বলিয়াও) দৃষ্টঃ এব হি (অবশ্যই অনুভূত হন)। ৫।৮

যে জীব জ্যোতিঃস্বরূপ, যিনি হৃদয়গুহায় অবস্থানহেতু অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত বলিয়া প্রতিভাত, এবং যিনি সঙ্কল্প ও অহঙ্কার বিশিষ্ট, তাঁহারই উপর বুদ্ধির গুণসমূহ অধ্যস্ত হওয়ায় ঐ গুণগুলি আত্মার গুণ বলিয়া প্রতিভাত হয়, এবং তজ্জন্য ঐ জীব গোতাড়ন-শলাকার অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষুদ্র পরিমাণ বিশিষ্ট এবং অপকৃষ্ট বলিয়াও অনুভূত হন[১]। ৫।৮

১। অন্তঃকরণে উপহিত বা অন্তঃকরণের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব। তিনি ঐরূপ উপাধিযুক্ত হওয়ায় উপাধির ধর্ম সকল চৈতন্য-নিষ্ঠ বলিয়া ভ্রম হয়।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সঃ চানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ৯

[জীবের উপাধিবশতঃ অণুত্ব এবং স্বরূপতঃ বিভুত্ব প্রদর্শিত হইতেছে]– বাল-অগ্র-শতভাগস্য (একটি কেশাগ্রকে শতধা বিভক্ত করিয়া প্রতিখণ্ডকে) শতধা কল্পিতস্য চ (শতখণ্ডে বিভক্ত করিলে, [তাহার যে]) ভাগঃ (একটি অংশ [হয়]) সঃ জীবঃ (জীব সেই পরিমাণ বলিয়া) বিজ্ঞেয়ঃ (জানিবে); সঃ চ (সেই জীবই আবার) আনন্ত্যায় (অনন্ত পদের বাচ্য হইবার) কল্পতে (যোগ্য হয়)। ৫।৯

একটি কেশাগ্রকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার প্রতিভাগকে পুনরায় শতধা বিদীর্ণ করিলে যে এক একটি ভাগ হয়, জীব তাহারই ন্যায় অণুপরিমাণবিশিষ্ট[১]—তিনিই আবার স্বরূপতঃ অনন্ত। ৫।৯

১। জীবের উপাধিভূত লিঙ্গশরীর অতি সূক্ষ্ম বলিয়া জীবকেও ঐরূপ সূক্ষ্ম বলা হইতেছে। ব্রঃ সূঃ ২।৩।২৯

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে ॥ ১০

এষঃ (এই জীব) ন এব স্ত্রী (অবশ্যই নারী নহেন), পুমান্ (পুরুষ) ন (নহেন) চ (এবং) অয়ম্ নপুংসকঃ (ইনি নপুংসক) ন এব (অবশ্যই নহেন); যৎ যৎ (যে যে) শরীরম্ (দেহ) আদত্তে (গ্রহণ করেন) তেন তেন (সেই সেই শরীরের দ্বারা) সঃ (তিনি) রক্ষ্যতে (সংরক্ষিত হন, অর্থাৎ তত্তদাকারে অভিমান করিয়া থাকেন [পাঠান্তর—যুজ্যতে—যুক্ত হন]) । ৫।১০

এই জীব অবশ্যই নারী নহেন বা নর নহেন এবং নপুংসকও নহেন। তিনি যে যে শরীর গ্রহণ করেন তত্তৎশরীরে আত্মাভিমান-হেতু তাহাতেই অবস্থান করেন। ৫।১০

সঙ্কল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈ-
গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা চাত্মবিবৃদ্ধিজন্ম।
কর্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী
স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে ॥ ১১

[যেরূপ] গ্রাস-অম্বু-বৃষ্ট্যা (অন্ন ও পানীয়ের সম্যক্ সেচনে, অর্থাৎ ভোজন ও পানের দ্বারা) আত্ম-বিবৃদ্ধি-জন্ম (স্থূল শরীরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে) [সেইরূপ] সঙ্কল্পন-স্পর্শন-দৃষ্টি-মোহৈঃ চ (প্রথমে মানসিক সঙ্কল্প, তৎপর বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ, তৎপর ঐ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত, এবং অবশেষে বিষয়ের প্রতি মোহের দ্বারাও) দেহী (জীব) অনুক্রমেণ (কর্মফলের পরিপাকানুসারে) স্থানেষু ([হিরণ্যগর্ভ হইতে স্তম্ব পর্যন্ত] যোনিসমূহে) কর্মানুগানি রূপাণি ([বিভিন্ন] কর্মের অনুযায়ী স্ত্রী-পুরুষাদি দেহ) অভিসম্প্রপদ্যতে (প্রাপ্ত হইয়া থাকেন)। ৫।১১

ভোজন ও পানের দ্বারা যেরূপ শরীরের বৃদ্ধি হয়, সেইরূপই সঙ্কল্প, বিষয়সংযোগ, তৎপ্রতি লোভদৃষ্টি, ও তজ্জনিত মোহ বশতঃ জীব

জীব পাপপুণ্যের পরিপাকানুযায়ী দেবাদি লোকসমূহে কর্মানুরূপ দেহ লাভ করিয়া থাকেন। ৫।১১

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব
রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং
সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥ ১২

দেহী (জীব) স্বগুণৈঃ (আপনাতে অধ্যস্ত অবিদ্যার গুণের দ্বারা, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সহায়ে), ক্রিয়া-গুণৈঃ (বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ ক্রিয়ানুষ্ঠানজনিত ধর্ম ও অধর্মের দ্বারা), আত্মগুণৈঃ চ (এবং আত্মার অর্থাৎ লিঙ্গশরীরের গুণের দ্বারা, অর্থাৎ বিহিত ও নিষিদ্ধ উপাসনা দ্বারা) স্থূলানি (হস্তী প্রভৃতি স্থূল) চ (এবং) সূক্ষ্মাণি (মশকাদি ক্ষুদ্র) বহূনি (অনেক) রূপাণি (শরীর, আকৃতি) বৃণোতি এব (অবশ্যই ভজনা করেন, গ্রহণ করেন)। তেষাম্ (কার্যকরণসমষ্টির) [তাহাদের স্বামী জীবগণের সহিত] সংযোগ-হেতুঃ (সংযোগের কারণ) অপরঃ অপি (অন্য, অর্থাৎ পূর্বপ্রজ্ঞাও) দৃষ্টঃ (দৃষ্ট হয়)। ৫।১২

আপনাতে অধ্যস্ত (অবিদ্যার সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ) গুণ অবলম্বনে, বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ কর্মানুষ্ঠান জনিত ধর্ম ও অধর্মের ফলে, এবং লিঙ্গশরীরের গুণে, অর্থাৎ বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ উপাসনার ফলে, জীব বৃহৎ ও ক্ষুদ্র অনেক শরীরের সহিত সম্বদ্ধ হন। কার্যকরণসমষ্টির সহিত জীবের সংযোগের কারণরূপে পূর্বপ্রজ্ঞাকেও[১] পাওয়া যায়। ৫।১২

১। বৃঃ ৪।৪।২—পূর্বপ্রজ্ঞা=পূর্বানুভূত বিষয়ে প্রজ্ঞা, অর্থাৎ অতীত কর্মফল অনুভবের বাসনা; ইহার অপর নাম সংস্কার। কঃ ২।২।৭

অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্ ।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ১৩

কলিলস্য মধ্যে অনাদি (আদিহীন), অনন্তম্ (অন্তহীন), বিশ্বস্য স্রষ্টারম্ অনেকরূপম্, বিশ্বস্য পরিবেষ্টিতারম্ (বিশ্বব্যাপী) একম্ দেবম্ (অদ্বিতীয় জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাকে) জ্ঞাত্বা সর্বপাশৈঃ মুচ্যতে। [৪।১৪, ৪।১৬ দ্রষ্টব্য]। ৫।১৩

গহন-সংসার-মধ্যে আদ্যন্তহীন, জগৎস্রষ্টা, বহুরূপ, বিশ্বব্যাপী, ও অদ্বিতীয় জ্যোতিঃস্বরূপকে জানিলে (পূর্বোক্ত জীব) সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হন। ৫।১৩

ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্ ।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্ ॥ ১৪

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

ভাবগ্রাহ্যম্ (বিশুদ্ধান্তঃকরণের দ্বারা উপলব্ধব্য); অনীড়াখ্যম্ (অশরীরী নামে খ্যাত), ভাব-অভাব-করম্ (ভাব ও অভাবের হেতুভূত), শিবম্ (শুদ্ধ-স্বভাব), কলা-সর্গ-করম্ (প্রাণাদি ষোড়শকলার [প্রঃ ৬।৪] সৃষ্টিকর্তা) দেবম্ (দেবকে) যে (যাঁহারা) বিদুঃ (আত্মরূপে জানেন) তে (তাঁহারা) তনুম্ (শরীর, শরীরাভিমান, পুনর্জন্ম) জহুঃ (ত্যাগ করেন)। ৫।১৪

বিশুদ্ধান্তঃকরণে উপলব্ধব্য, অশরীরী নামে খ্যাত, ভাবাভাবকর[১], মঙ্গলস্বরূপ, ও প্রাণাদি ষোড়শ কলার স্রষ্টা দেবকে যাঁহারা জানেন তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না। ৫।১৪

১। ইহার বিভিন্নরূপ অর্থ দৃষ্ট হয়; যথা:—ভাব—সৃষ্টি, অভাব—লয়,—তাহাদের কারণ; অথবা ভাব—অবিদ্যা, তাহার অভাব বা বিনাশের কারণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি
কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ॥ ১

একে (কোনও কোনও) কবয়ঃ (বিদ্বানেরা) স্বভাবম্ (পদার্থের নিজস্ব শক্তিকে) [জগৎকারণ] বদন্তি (বলিয়া থাকেন), তথা (সেইরূপ) অন্যে (অপর) পরিমুহ্যমানাঃ (অবিবেকীরা) কালম্ (কালকে) [অর্থাৎ ১।২ মন্ত্রোক্ত বিভিন্ন বস্তুকে কারণ বলেন]। লোকে (জগতে) এষঃ (ইহা) দেবস্য তু (স্বপ্রকাশ পরমেশ্বরেরই) মহিমা (মাহাত্ম্য) যেন (যদ্দ্বারা) ইদম্ (এই) ব্রহ্মচক্রম্ (জগৎ-চক্র) [১।৪] ভ্রাম্যতে (আবর্তিত হইতেছে)। ৬।১

কোন কোনও বিদ্বান্ বস্তুস্বভাবকেই জগৎকারণ বলেন; সেইরূপ অপর অবিবেকীরা কালকে কারণ বলেন। প্রকৃতপক্ষে সংসারমণ্ডলে ইহা স্বপ্রকাশ পরমেশ্বরেরই মহিমা যে, তদ্দ্বারা এই ব্রহ্ম-চক্র আবর্তিত হইতেছে। ৬।১

যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্বং
জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ।
তেনেশিতং কর্ম বিবর্ততে হ
পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখানি চিন্ত্যম্ ॥ ২

[পূর্বমন্ত্রোক্ত পরমেশ্বরের মহিমা প্রপঞ্চিত হইতেছে]—যেন (যে পরমেশ্বরের দ্বারা) ইদম্ (এই দৃশ্যমান) সর্বম্ (সমস্ত) নিত্যম্ হি (সর্বদাই) আবৃতম্

(ব্যাপ্ত) যঃ (যিনি) জ্ঞঃ (জ্ঞাতা), কালকারঃ (কালের কর্তা), গুণী (নিষ্পাপত্বাদি বিশিষ্ট) সর্ববিৎ (সর্বজ্ঞ) তেন (তাঁহার দ্বারা) ঈশিতম্ (প্রেরিত, পরিচালিত) কর্ম হ (প্রসিদ্ধ শুভাশুভ কর্ম) পৃথ্বী-অপ্-তেজঃ-অনিল-খানি (ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ুঃ ও আকাশ রূপে ; অর্থাৎ জগদ্রূপে) বিবর্ততে (বিবর্তিত হয়)—[তৎ (সেই সমস্ত)] চিন্ত্যম্ (বুদ্ধিমানদিগের চিন্তনীয়)। ৬।২

যে পরমেশ্বরের দ্বারা এই জগৎ সর্বদাই পরিব্যাপ্ত, যিনি জ্ঞাতা, কালের স্রষ্টা, নিষ্পাপত্বাদি গুণ বিশিষ্ট, ও সর্ববিদ্, তাঁহারই দ্বারা পরিচালিত হইয়া শুভাশুভ কর্ম—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, ও আকাশ রূপে—বিবর্তিত[১] হয়,—এই সকল তত্ত্ব জ্ঞানীদিগের চিন্তনীয়। ৬।২

১। কার্য দুইপ্রকার—পরিণাম ও বিবর্ত। পূর্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া কার্যরূপ ধারণ করাকে পরিণাম বলে ; যথা—ঘট মৃত্তিকার পরিণাম। পূর্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া কার্যরূপে প্রতিভাত হওয়াকে বিবর্ত বলে ; যথা—রজ্জুতে সর্পভ্রম। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত, কিন্তু পরিণাম নহে।

তৎকর্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্য ভূয়-
স্তত্ত্বস্য তত্ত্বেন সমেত্য যোগম্।
একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্বা
কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সূক্ষ্মৈঃ ॥ ৩

তৎ-কর্ম (তাঁহার কর্ম, ঈশ্বরারাধনা-বুদ্ধিতে কৃত কর্ম [যোঃ সূঃ ১।২৩-২৬]) কৃত্বা (করিয়া,) [তদ্দ্বারা নির্মলান্তঃকরণ হইয়া] ভূয়ঃ (পুনর্বার) বিনিবর্ত্য (সমস্ত কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া [যোঃ সূঃ ১।১৫-১৬]) একেন (একটির দ্বারা, অর্থাৎ গুরূপসদনের দ্বারা), দ্বাভ্যাম্ (দুইটির দ্বারা, অর্থাৎ গুরুভক্তি ও ভগবৎপ্রেমের দ্বারা), ত্রিভিঃ (তিনটির দ্বারা ; অর্থাৎ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সহায়ে) বা (এবং) অষ্টভিঃ (আটটির দ্বারা ; অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অবলম্বনে) [যোঃ সূঃ ২।২৯-৩২] আত্মগুণৈঃ (দয়া,

দাক্ষিণ্য, শৌচ, আস্তিক্য, অস্পৃহা, অকার্পণ্য, অনায়াস ও অনসূয়া সহায়ে) চ (এবং) সূক্ষ্মৈঃ (জ্ঞানলাভার্থ বহু জন্মে সঞ্চিত পুণ্যসংস্কারের দ্বারা) কালেন চ (এই জন্মে বা জন্মান্তরে) তত্ত্বেন (পরমেশ্বরতত্ত্বের সহিত) তত্ত্বস্য (আত্মতত্ত্বের) যোগম্ (সংযোগ, ঐক্য) সমেত্য এব (সম্পাদন করিয়া) [যোগী মুক্ত হন—৬।৪]—[যোঃ সূঃ ১।৩ ও ৪।৩৩]। ৬।৩

তাঁহার অর্থাৎ ভগবানের উদ্দেশ্যে, কর্ম করিয়া পুনর্বার সমস্ত কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া, একটি, দুইটি, তিনটি, ও আটটি অবলম্বনে, এবং আত্মগুণ ও বহুজন্মসঞ্চিত পুণ্যসংস্কার সহায়ে, এই জন্মে বা জন্মান্তরে পরমেশ্বরতত্ত্বের সহিত আত্মতত্ত্বের ঐক্যরূপ সংযোগ সম্পাদন করিয়া (যোগী মুক্তি লাভ করেন)। ৬।৩

আরভ্য কর্মাণি গুণান্বিতানি
ভাবাংশ্চ সর্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ।
তেষামভাবে কৃতকর্মনাশঃ
কর্মক্ষয়ে যাতি স তত্ত্বতোঽন্যঃ॥ ৪

[তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ এই মন্ত্রে বিশদীকৃত হইতেছে]—যঃ (যিনি) গুণ-অন্বিতানি ([কর্মদ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করা হইতেছে এবম্প্রকার বুদ্ধিরূপ] যোগ-যুক্ত) কর্মাণি (কর্মসমূহ) আরভ্য (অনুষ্ঠানপূর্বক) [শুদ্ধচিত্ত হইয়া; গীতা ৯।২৮] সর্বান্ (সকল) ভাবান্ চ (ব্যষ্টি ও সমষ্টি পদার্থবর্গকে) বিনিযোজয়েৎ (পরমাত্ম-স্বরূপে লয় করেন) [এবং আপনাকে পরমাত্মস্বরূপে অবগত হন], [সেই সর্ব পদার্থের উপসংহারকারী] তত্ত্বতঃ (স্বরূপাবস্থান-বশতঃ) অন্যঃ (সর্বসংসারাতীত হন); তেষাম্ (ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত, ব্যষ্টি ও সমষ্টির) অভাবে (লয় করা হইলে) কৃতকর্ম-নাশঃ (প্রারব্ধ ভিন্ন পূর্বকৃত সমুদয় কর্ম বিনষ্ট হয়, তিনি জীবন্মুক্ত হন) —কর্মক্ষয়ে (প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় হইলে) সঃ (তিনি) যাতি (বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হন)। ৬।৪

যিনি পরমেশ্বরের আরাধনাবুদ্ধিতে কর্মসমূহ অনুষ্ঠানপূর্বক শুদ্ধচিত্ত হইয়া প্রকৃতি ও প্রকৃতিসম্ভূত পদার্থসমূহকে (সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মে) লয় করেন, তিনি স্বরূপে অবস্থান করিয়া সর্বসংসারাতীত হন ; প্রকৃতি ও তৎসম্ভূত পদার্থের লয়-সম্পাদন-বশতঃ তাঁহার প্রারব্ধভিন্ন সমস্ত কর্ম ক্ষীণ হয় এবং প্রারব্ধ কর্মের[১] ক্ষয় হইলে তিনি বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হন। ৬।৪

১। পূর্ব পূর্ব জন্মে অর্জিত যে সকল কর্মের ফলে বর্তমান দেহ হইয়াছে।

আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ
পরস্ত্রিকালাদকলোঽপি দৃষ্টঃ।
তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং
দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্য পূর্বম্ ॥ ৫

সঃ (সেই পরমেশ্বর) আদিঃ (সকলের কারণ), সংযোগ-নিমিত্ত-হেতুঃ (দেহধারণের কারণ পুণ্য ও পাপেরও হেতু), ত্রিকালাৎ (অতীত, অনাগত, ও বর্তমানকাল হইতেও) পরঃ (অতীত) অপি (এবং) অকলঃ (প্রাণাদি কলা হইতে মুক্ত, কলা-শূন্যরূপে [৫।১৪]) দৃষ্টঃ (জ্ঞানিগণ কর্তৃক অনুভূত হন)। তম্ (সেই) বিশ্বরূপম্ (অখিলরূপধারী), ভব-ভূতম্ (সকলের উৎপত্তিস্থান ও সত্যস্বরূপ) ঈড্যম্ (পূজনীয়) দেবম্ (দেবকে) পূর্বম্ (জ্ঞানোদয়ের পূর্বে) স্বচিত্তস্থম্ (আপনার চিত্তে অবস্থিতরূপে) উপাস্য (উপাসনা করিয়া)—। ৬।৫

সেই পরমেশ্বর সকলের আদি, দেহ-সংযোগের কারণ, পাপপুণ্যের হেতুভূত, কলাহীন, এবং ত্রিকালাতীত রূপে অনুভূত হন। সেই অখিলরূপধারী, সর্বকারণ, সত্যস্বরূপ, ও পূজনীয় দেবকে জ্ঞানোদয়ের পূর্বে নিজের চিত্তে অবস্থিতরূপে উপাসনা করিয়া[১]—। ৬।৫

১। "বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হন" (৬।৪)—এই শব্দগুলি এখানে ও ৬।৬ মন্ত্রে যোগ

করিতে হইবে। কাহারও কাহারও মতে এই মন্ত্র পরবর্তী ৭ম মন্ত্রের "বিদাম দেবম্" ইত্যাদির সহিত অন্বিত হইবে।

স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততেঽয়ম্।
ধর্মাবহং পাপনুদং ভগেশং
জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম ॥ ৬

যস্মাৎ (যে পরমেশ্বর হইতে) অয়ম্ (এই) প্রপঞ্চঃ (জগৎ) পরিবর্ততে (আবর্তিত হয়) সঃ (তিনি) বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ (সংসারবৃক্ষের ও কালের বিভিন্ন রূপ হইতে) পরঃ (ঊর্ধ্বে, শ্রেষ্ঠ) [গীতা ১৫।১] অন্যঃ (বিলক্ষণ)। ধর্মাবহম্ (ধর্মের আকর), পাপনুদম্ (পাপনাশক), ভগেশম্ (ঐশ্বর্যাধিপতি), আত্মস্থম্ (বুদ্ধিগুহায় অবস্থিত), অমৃতম্ (অমর), বিশ্বধাম (বিশ্বাধারকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া)—। ৬।৬

যাঁহা হইতে এই জগৎ আবর্তিত হইতেছে, তিনি সংসারবৃক্ষ ও কালের বিভিন্ন পরিণামের ঊর্ধ্বে স্বতন্ত্ররূপে অবস্থিত। ধর্মের আকর, পাপবিনাশক, ষড়ৈশ্বর্যাধিপতি, বুদ্ধিস্থ, অমর, ও বিশ্বাধারকে জানিয়া—৬।৬

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥ ৭

তম্ (সেই) ঈশ্বরাণাম্ (যম প্রভৃতি লোকপালদিগের) পরমম্ (নিয়ন্তা) মহেশ্বরম্ (মহাধিপতিকে), তম্ (সেই) দেবতানাম্ (ইন্দ্রাদি দেবগণের) পরমম্

দৈবতম্ (পরম দেবতাকে), পতীনাম্ (প্রজাপতিদিগের) পতিম্ (নিয়ন্তাকে) চ (এবং) পরস্তাৎ (স্বীয় বিকার ক্ষর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অক্ষর বা অব্যাকৃত হইতেও) পরমম্ (শ্রেষ্ঠ) ভুবনেশম্ (জগৎপতিকে), ঈড্যম্ (স্তবনীয়) দেবম্ (দেবকে) বিদাম (আমরা জানি)। ৬।৭

লোকপালদিগের নিরঙ্কুশ মহেশ্বর, দেবগণের পরম দেবতা, প্রজাপতিদিগের অধিপতি, শ্রেষ্ঠ অক্ষর[১] হইতেও উত্তম জগৎপতি, এবং স্তবনীয় সেই স্বয়ংজ্যোতিকে আমরা জানি। ৬।৭

১। গীতা ১৫।১৬ ও ১৫।১৮ দ্রষ্টব্য। ভগবানের যে মায়াশক্তি স্ববিকার-সমূহকে পরিব্যাপ্ত করিয়া বর্তমান রহিয়াছে তাহাই অক্ষর। নিখিল সংসারী জীবের কামকর্মাদি সংস্কার উহাতেই আশ্রিত। ব্রহ্মজ্ঞানভিন্ন এই সংসারবীজের নাশ হয় না বলিয়া উহা অক্ষর, অনন্ত, বা অবিনাশী। ইহা জগতের উপাদান হইলেও পরতন্ত্র, অতএব শক্তিপদবাচ্য। বিকারসমূহ ক্ষরপদবাচ্য।

ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ৮

তস্য (সেই পরমেশ্বরের) কার্য্যম্ (শরীর) করণম্ চ (এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়) ন বিদ্যতে (নাই) [৩।১৯]; তৎসমঃ চ (তাঁহার সমান) অভ্যধিকঃ চ (অথবা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ) ন দৃশ্যতে (দৃষ্ট হন না); অস্য (ইঁহার) বিবিধা এব (বিচিত্র-কার্য-কারিণী) পরা (মায়ার বিকার হইতে উৎকৃষ্ট) শক্তিঃ (মায়া-শক্তি) শ্রূয়তে (শ্রুত হয়) [অর্থাৎ উহা ঐতিহ্যরূপে সিদ্ধ, প্রমাণ-সিদ্ধ নহে] চ (এবং) [ইঁহার] জ্ঞান-বল-ক্রিয়া (জ্ঞানরূপ বল দ্বারা যে সৃষ্টি-ক্রিয়া হইয়া থাকে তাহা) স্বাভাবিকী (অনাদি মায়া স্বরূপ)। ৬।৮

সেই পরমেশ্বরের শরীর ও ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ দৃষ্ট হন না। ইঁহার পরাশক্তি[১], অর্থাৎ মায়া, বিচিত্র-কার্য-কারিণী বলিয়া শ্রুত হয়, এবং ইনি জ্ঞানরূপ বলদ্বারা যে সৃষ্টি-ক্রিয়া করেন[২] তাহাও স্বাভাবিক[৩] অর্থাৎ মায়িক। ৬।৮

১। সৎ বা অসৎ রূপে কিংবা সদসৎ রূপে অনির্বচনীয়া।

২। 'জ্ঞান-বল-ক্রিয়া' এই অংশের অর্থ নারায়ণের মতে এই—জ্ঞান ও বলের সহিত যুক্ত ক্রিয়াশক্তি। শঙ্করানন্দের মতে ইহার অর্থ—জ্ঞান (অর্থাৎ বস্তু-প্রকাশিকা অবিদ্যাবৃত্তি ও অন্তঃকরণবৃত্তি) বল (অর্থাৎ উৎসাহ) এবং ক্রিয়া (অর্থাৎ ব্যাপার)।

৩। স্বভাব = মায়া—গৌড়পাদকারিকা ১।৯ ; গীতা ১৩।২৯ ও ৫।১৪-১৫

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং করণাধিপাধিপো
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥ ৯

লোকে (জগতে) তস্য (তাঁহার) কঃ চিৎ (কোনও) পতিঃ (প্রভু) ন অস্তি (নাই), ঈশিতা চ (নিয়ন্তাও) ন (নাই), তস্য (তাঁহার) লিঙ্গম্ চ (অনুমানের উপায়ভূত হেতুও) ন এব (অবশ্যই নাই) [কঃ ২।৩।৮ টীকা]। সঃ (তিনি) কারণম্ (সকলের কারণ), করণ-অধিপ-অধিপঃ (ইন্দ্রিয়াধিপতি জীবেরও অধিপতি), অস্য (ইঁহার) কঃ চিৎ (কোনও) জনিতা চ (= জনয়িতা, উৎপাদয়িতা) ন (নাই), অধিপঃ চ (অধ্যক্ষও) ন (নাই)। ৬।৯

জগতে তাঁহার কোনও প্রভু নাই এবং নিয়ন্তাও নাই। এমন কোনও লিঙ্গ নাই যদবলম্বনে তাঁহার সম্বন্ধে অনুমান করা চলে। তিনি সকলের কারণ, এবং ইন্দ্রিয়াধিপতি জীবেরও অধিপতি। ইঁহার কোনও উৎপাদয়িতা বা অধ্যক্ষ নাই। ৬।৯

যস্তন্তুনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ

স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ।

স নো দধাতু ব্রহ্মাপ্যয়ম্ ॥ ১০

যঃ (যে) একঃ (অদ্বিতীয়) দেবঃ (দেব) তন্তুনাভঃ ইব (মাকড়সার ন্যায়) [মুঃ ১।১।৭] স্বভাবতঃ (মায়াশক্তি অবলম্বনপূর্বক) স্বম্ (আপনাকে) প্রধানজৈঃ তন্তুভিঃ (অব্যক্তপ্রকৃতিপ্রসূত তন্তু, অর্থাৎ নাম রূপ ও কর্ম, দ্বারা) আবৃণোৎ (আচ্ছাদিত করিয়াছেন) সঃ (তিনি) নঃ (আমাদিগকে) ব্রহ্ম-অপ্যয়ম্ (ব্রহ্মে বিলয়, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত ঐক্য) দধাতু (বিধান করুন)। ৬।১০

যে অদ্বিতীয় দেব মায়াশক্তি অবলম্বনপূর্বক মাকড়সার ন্যায় আপনাকে অব্যক্তপ্রসূত নাম রূপ ও কর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মের সহিত আমাদের ঐক্য বিধান করুন। ৬।১০

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ

সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।

কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ

সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ ১১

একঃ (অদ্বিতীয়) দেবঃ (জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা) সর্বভূতেষু (সর্বপ্রাণীতে) গূঢ়ঃ (প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত), সর্বব্যাপী, সর্বভূত-অন্তরাত্মা (সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা অর্থাৎ সকলের স্বরূপভূত), কর্মাধ্যক্ষঃ (সকল কর্মের নিয়ামক), সর্বভূত-অধিবাসঃ (সকলের নিবাসস্থান, অধিষ্ঠান), সাক্ষী (সর্বসাক্ষী), চেতা (চেতয়িতা, চৈতন্যাভি-ব্যক্তির কারণ), কেবলঃ (নিরুপাধিক), নির্গুণঃ চ (এবং সত্ত্বাদিগুণরহিত)। ৬।১১

অদ্বিতীয় জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা সর্বপ্রাণীতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত; তিনি সর্বব্যাপী, সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা, কর্মাধ্যক্ষ,

সর্বভূতের নিবাসস্থান, সর্বসাক্ষী, চেতয়িতা, নিরুপাধিক, ও নির্গুণ। ৬।১১

একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনা-
মেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ১২

যঃ (যিনি) নিষ্ক্রিয়াণাম্ (নির্ব্যাপার) বহূনাম্ (অনেকের) একঃ বশী (অদ্বিতীয় ও স্বতন্ত্র আত্মা, অতএব প্রভু), [যিনি] একম্ বীজম্ (একটি বীজকে) বহুধা (বহুপ্রকার) করোতি (করেন), তম্ (তাঁহাকে) যে (যে সকল) ধীরাঃ (ধীমান্ গণ) আত্মস্থম (বুদ্ধিতে [চৈতন্যাকারে] অভিব্যক্ত আত্মা রূপে) অনুপশ্যন্তি (সাক্ষাৎ করেন) তেষাম্ ([পরমেশ্বরভূত] তাঁহাদের) শাশ্বতম্ (নিত্য, অবিনাশী) সুখম্ (আনন্দ) [হয়], ইতরেষাম্ (অপর অবিবেকীদিগের) ন (নহে) [কঃ ২।২।১২]। ৬।১২

যিনি নিষ্ক্রিয় অনেকের[১] অদ্বিতীয় ও স্বতন্ত্র আত্মা, যিনি একটি বীজকে[২] বহু প্রকার[৩] করেন তাঁহাকে যাঁহারা স্ববুদ্ধিস্থরূপে সাক্ষাৎ করেন, তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ হয়, অপরদের নহে। ৬।১২

১। অর্থাৎ জড় ও জীবের। চৈতন্যের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জড়ের ব্যাপার অসম্ভব—উহা স্বভাবতঃ নিষ্ক্রিয়। চেতন জীবও স্বরূপতঃ ব্যাপারবিহীন।

২। জড়ের বীজ মায়াশক্তি। জীবের বীজ স্বয়ং পরমাত্মা; কারণ তিনিই বিম্ব এবং জীব তাঁহার প্রতিবিম্ব। গৌড়পাদ-কারিকা ১।৬

৩। মায়া নানা নামরূপ অবলম্বনে বহু প্রকারে পরিণত হয়। নামরূপাত্মক উপাধির ভিন্নতা অনুসারে এক সচ্চিদানন্দও বহু প্রকারে প্রতিবিম্বিত হন। ছাঃ ৬।২৬।২ ; কঃ ২।২।৯-১১

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং।
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥ ১৩

নিত্যানাম্ (নিত্য জীবগণের মধ্যে) নিত্যঃ (নিত্য, অর্থাৎ নিত্যত্বের কারণ), [অথবা—অনিত্যানাম্ নিত্যঃ (পৃথিব্যাদি অনিত্য পদার্থের মধ্যে নিত্য)] চেতনানাম্ চেতনঃ (ব্রহ্মাদি চেতন বিজ্ঞাতৃগণের মধ্যে চেতন, অর্থাৎ চেতয়িতা), যঃ (যিনি) একঃ (অদ্বিতীয় হইয়াও) বহূনাম্ (বহু জীবের) কামান্ (ভোগসমূহ) [কামী-দিগকে কর্মফলানুরূপ এবং ভক্তদিগকে নিজ কৃপানুরূপ] বিদধাতি (প্রদান করেন) তৎ কারণম্ (সেই সর্বকারণ) সাংখ্য-যোগ-অধিগম্যম্ (জ্ঞান ও যোগের দ্বারা, কিংবা জ্ঞানরূপ যোগের দ্বারা, উপলভ্য) দেবম্ (জ্যোতির্ময়কে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) সর্বপাশৈঃ মুচ্যতে (সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হয়) [কঃ ২।২।১৩]। ৬।১৩

নিত্যসমূহের মধ্যে নিত্য এবং চেতনগণের মধ্যে চেতন যিনি অদ্বিতীয় হইয়াও বহুজীবের ভোগবিধান করেন, সেই সর্বকারণ এবং জ্ঞান ও যোগের দ্বারা উপলভ্য জ্যোতির্ময়কে জানিলে সর্বব[ন্ধন] বিনষ্ট হয়। ৬।১৩

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥ ১৪

[মুঃ ২।২।১০ ও কঃ ২।২।১৫ দ্রষ্টব্য]। ৬।১৪

তাঁহাকে সূর্য প্রকাশ করে না, চন্দ্র এবং তারকাও প্রকাশ করে না, এই বিদ্যুৎসমূহও প্রকাশ করে না, এই অগ্নির আর কথা

কি? তিনি প্রকাশমান বলিয়াই অনুযায়ী সকলে দীপ্তিমান্ হয়, তাঁহারই জ্যোতিতে এই সমস্ত বিবিধরূপে প্রকাশমান হয়। ৬।১৪

একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে
স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ১৫

অস্য (এই) ভুবনস্য (ভুবনের) মধ্যে (মধ্যে) একঃ (অদ্বিতীয়) হংসঃ (অবিদ্যাদি-হননকারী পরমাত্মাই) [বিদ্যমান আছেন]। সঃ এব (তিনিই) অগ্নিঃ (অগ্নিরূপে) সলিলে (জলে, পঞ্চভূতের পরিণামভূত জলপ্রধান দেহে) সন্নিবিষ্টঃ (সম্যক্‌রূপে নিহিত আছেন)। তম্ (তাঁহাকে) বিদিত্বা এব (জানিয়াই) মৃত্যুম্ (মৃত্যুকে) অত্যেতি (অতিক্রম করে), অয়নায় (পরমপদ প্রাপ্তির জন্য) অন্যঃ (অপর) পন্থাঃ (পথ, উপায়) ন বিদ্যতে (নাই)। ৬।১৫

এই ভুবনমধ্যে একমাত্র পরমাত্মাই বিদ্যমান আছেন। তিনিই অগ্নিরূপে[1] সলিলে[2] সন্নিবিষ্ট আছেন। তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুর অতীত হইতে পারা যায়; পরমপদ প্রাপ্তির অন্য কোনও পথ নাই। ৬।১৫

১। অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠাদিকে দগ্ধ করে, পরমাত্মাও সেইরূপ অবিদ্যাদি নষ্ট করেন।

২। কেননা পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে আছে, "জল পঞ্চম আহুতিতে (স্ত্রীদেহে) হুত হইয়া শরীরধারী (জীব) হয়।"—বৃঃ ৬।২।২-১৩; অথবা সলিলের ন্যায় স্বচ্ছ অন্তঃকরণই সলিল পদের লক্ষ্য। বিশুদ্ধান্তঃকরণে সন্নিবিষ্ট, অর্থাৎ বেদান্তবাক্যার্থরূপ জ্ঞানফলকে আরূঢ়, পরমাত্মা (অগ্নি) অবিদ্যা ও তৎকার্যের দাহক হন। কঃ ২।১।৮

স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনি-
জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥ ১৬

যঃ (যিনি) প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতিঃ ([অধিষ্ঠান ও সত্তাসম্পাদক রূপে] অব্যক্ত অর্থাৎ সংসারের বীজাবস্থার এবং [বিশ্বরূপে] জীবের পালক), গুণেশঃ (সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ গুণের অধীশ্বর) সংসার-মোক্ষ-স্থিতি-বন্ধ-হেতুঃ ([জ্ঞাতরূপে] সংসারমুক্তির কারণ, [ও অজ্ঞাতরূপে] সংসারে অবস্থিতিরূপ বন্ধনের কারণ) সঃ (তিনি) বিশ্বকৃৎ (জগৎকর্তা), বিশ্ববিৎ (সর্বজ্ঞ), আত্মযোনিঃ (আত্মরূপ যোনি, সর্বাত্মা ও সর্ব-কারণ), জ্ঞঃ (চৈতন্যজ্যোতি), কালকারঃ (কালের কর্তা), গুণী (নিষ্পাপত্বাদি-গুণবান্), [এবং] সর্ববিৎ (সর্ববিষয়ে জ্ঞানবান্)। ৬।১৬

যিনি অব্যক্তের ও জীবের পালক, যিনি সত্ত্বাদি গুণের অধীশ্বর, এবং যিনি সংসারমুক্তির কারণ ও সংসারে স্থিতিরূপ বন্ধনেরও কারণ, তিনিই জগৎস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, সর্বাত্মা, সর্বকারণ, চৈতন্যস্বরূপ, কালকর্তা, গুণী, ও সর্ববিষয়ে জ্ঞানবান্। ৬।১৬

স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো
জ্ঞঃ সর্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশেঽস্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতুর্বিদ্যতে ঈশনায় ॥ ১৭

যঃ (যিনি) নিত্যম্ এব (সকল সময়েই) অস্য (এই) জগতঃ (জগতের) ঈশে (—ঈষ্টে, শাসন করেন), সঃ (তিনি) হি (অবশ্যই) তৎ-ময়ঃ (বন্ধ-মোক্ষহেতুরূপ) [স্বার্থে ময়ট্] ; অমৃতঃ (অমর), ঈশ-সংস্থঃ (স্বীয় ঈশ্বরত্বে, অর্থাৎ ঐশ্বর্যে, সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত), জ্ঞঃ (চৈতন্যস্বরূপ), সর্বগঃ (সর্বত্রগামী), অস্য (এই) ভুবনস্য

(ভুবনের) গোপ্তা (পালক)। ঈশনায় (জগৎশাসনার্থ) অন্তঃ (অপর) হেতুঃ (কারণ) ন বিদ্যতে (নাই)। ৬।১৭

যিনি সর্বদাই এই জগতের শাসন করেন, তিনি অবশ্যই বন্ধ ও মোক্ষের হেতু; তিনি অমর, স্বীয় ঐশ্বর্যে সুপ্রতিষ্ঠিত, চৈতন্যস্বরূপ, সর্বত্রগামী, ও এই ভুবনের পালক। জগৎশাসনার্থ তদ্ভিন্ন অন্য কোনও কারণ নাই। ৬।১৭

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥ ১৮

[যেহেতু তিনি 'সংসার-মোক্ষ-স্থিতি-বন্ধ-হেতু' (৬।১৬) সেই জন্য তাঁহার শরণ গ্রহণ অতি আবশ্যক]—যঃ (যিনি) পূর্বম্ (সৃষ্টির আদিতে) ব্রহ্মাণম্ (হিরণ্য-গর্ভকে) বিদধাতি (সৃষ্টি করিয়াছিলেন) চ (এবং) যঃ বৈ (যিনিই) তস্মৈ (সেই হিরণ্যগর্ভের জন্য) বেদান্ (বেদসমূহ) প্রহিণোতি (প্রেরণ করিয়াছিলেন, প্রকাশ করিয়াছিলেন), আত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশম্ ("আমি ব্রহ্ম" এই আত্ম-বিষয়ক বুদ্ধির প্রকাশক) [পাঠান্তর—আত্মবুদ্ধিপ্রসাদম্] তম্ (সেই) দেবম্ হ (জ্যোতির্ময়কে) অহম্ (আমি) মুমুক্ষুঃ বৈ (মুক্তিমাত্র কামনা করিয়া) শরণম্ প্রপদ্যে (শরণ গ্রহণ করিতেছি)। ৬।১৮

যিনি সৃষ্টির আদিতে হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে যিনি বেদ সকলকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি মুক্তিমাত্র কামনা করিয়া আত্মবিষয়ক বুদ্ধির প্রকাশক সেই জ্যোতির্ময়ের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ৬।১৮

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্ ॥ ১৯

যদা চর্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি ॥ ২০

[ইদানীং ব্রহ্মের স্বরূপ বলা হইতেছে]—নিষ্কলম্ (নিরবয়ব), নিষ্ক্রিয়ম্ (ক্রিয়াহীন, কূটস্থ, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত), শান্তম্ (নির্বিকার), নিরবদ্যম্ (অনিন্দনীয়), নিরঞ্জনম্ (নির্লেপ), অমৃতস্য (অমৃতের, মুক্তির) পরম্ (সর্বোত্তম) সেতুম্ (সেতুস্বরূপ, অর্থাৎ হেতু), দগ্ধেন্ধনম্ (যে অগ্নিদ্বারা কাষ্ঠ নিরবশেষরূপে দগ্ধ করা হইয়াছে সেই ইন্ধনশূন্য) অনলম্ ইব (অগ্নির সদৃশ, সর্বোপাধিবিবর্জিত)। ৬।১৯

মানবাঃ (মনুষ্যগণ) যদা (যদি কখনও) আকাশম্ (আকাশকে) চর্মবৎ বেষ্টয়িষ্যন্তি (চর্মের ন্যায় পরিবেষ্টিত করিবে, চর্মকে যেরূপ সঙ্কুচিত করিয়া আচ্ছাদিত করা যায় সেইরূপ আচ্ছাদিত করিতে পারিবে) তদা (তখনই) দেবম্ (জ্যোতির্ময়কে) অবিজ্ঞায় (না জানিয়াও) দুঃখস্য ([আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, ও আধিভৌতিক] দুঃখের) অন্তঃ (অবসান) ভবিষ্যতি (হইবে)। ৬।২০

চর্মকে সঙ্কুচিত করিয়া যেরূপ আবৃত করা হয়, সেইরূপ যদি কখনও আকাশকে মানুষ আবৃত করিতে পারে, তবেই নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন, মুক্তির পরম সেতু, এবং নিরিন্ধন অনলের ন্যায় সর্বোপাধি-বিবর্জিত জ্যোতির্ময় (ব্রহ্মকে) না জানিয়াও দুঃখের অবসান হইতে পারিবে (অর্থাৎ উহা অসম্ভব)[1]। ৬।১৯-২০

১। ১৯শ মন্ত্রের অন্বয় ১৮শ মন্ত্রের সহিতও হইতে পারে। উক্ত স্থলে "নিষ্কলং" ইত্যাদি শব্দ "দেবম্" (৬।১৮) শব্দের বিশেষণ হইবে।

তপঃপ্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ
ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্।
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং
প্রোবাচ সম্যগৃষিসংঘজুষ্টম্ ॥ ২১

[সম্প্রদায়পরম্পরা বর্ণনপূর্বক ব্রহ্মবিদ্যার মোক্ষপ্রদত্ব প্রদর্শনের জন্য মন্ত্রত্রয়ে বিদ্যাধিকারী নির্ণয় করা হইতেছে]—তপঃ-প্রভাবাৎ (চান্দ্রায়ণাদি তপস্যার প্রভাবে) চ (এবং) দেবপ্রসাদাৎ (পরমেশ্বরের অনুগ্রহে [ব্রঃ সূঃ ৩।২।৫]) শ্বেতাশ্বতরঃ (শ্বেতাশ্বতর) হ [ঐতিহ্যে] ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) বিদ্বান্ (আত্মা রূপে সাক্ষাৎ করিয়া) অথ (অনন্তর) অত্যাশ্রমিভ্যঃ (অত্যাশ্রমী সন্ন্যাসীদিগের নিকট) সম্যক্ ঋষি-সংঘজুষ্টম্ ([বামদেব ও সনকাদি] ঋষিপরম্পরা কর্তৃক সম্যক্ রূপে সেবিত) পরমম্ (উৎকৃষ্টতম আনন্দস্বরূপ) পবিত্রম্ (অবিদ্যাদিশূন্য ব্রহ্মতত্ত্ব) সম্যক্ (যেরূপ বলিলে সাক্ষাৎকার হইতে পারে তদ্রূপে) প্রোবাচ (বলিয়াছিলেন)। ৬।২১

তপস্যার প্রভাবে[1] এবং ঈশ্বরানুগ্রহে শ্বেতাশ্বতর উক্ত ব্রহ্মকে জানিয়া অনন্তর ঋষিসংঘদ্বারা সম্যক্ পরিসেবিত এই পরম পবিত্র তত্ত্ব সন্ন্যাসীদিগের নিকট সম্যক্[2] প্রকারে বলিয়াছিলেন। ৬।২১

১। অনেকজন্মানুষ্ঠিত স্বাশ্রমবিহিত কর্মরূপ তপস্যা, এবং মনের একাগ্রতা-রূপ তপস্যাও বুঝিতে হইবে।

২। "সম্যক্" শব্দটি "সেবিত" ও "বলিয়াছিলেন" এই উভয়ের যে কোনও একটির সঙ্গে বা উভয়েরই সঙ্গে অন্বিত হইতে পারে।

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ ॥ ২২

বেদান্তে (উপনিষৎসমূহে) পরমম্ (পরমপুরুষার্থ মুক্তি-স্বরূপ) গুহ্যম্ (অতি গোপনীয় তত্ত্ব) পুরাকল্পে (পূর্বকল্পে) প্রচোদিতম্ (উপদিষ্ট হইয়াছে), অপ্রশান্তায় (যে আসক্তিমলাদিশূন্য নহে, তাহাকে) ন দাতব্যম্ (দান করা

অপ্রশান্তচিত্ত) অপুত্রায় (যে পুত্র নহে, তাহাকে) বা (কিংবা) অশিষ্যায় (যে শিষ্য নহে, তাহাকে) ন পুনঃ ([দিবে] না)। ৬।২২

উপনিষৎসমূহে পরমপুরুষার্থরূপ অতি গুহ্য তত্ত্ব পূর্বকল্পে[১] উপদিষ্ট হইয়াছিল[২]। যে শান্ত নহে এবং পুত্র বা শিষ্য নহে, তাহাকে ইহা প্রদেয় নহে। ৬।২২

১। বেদ নিত্য, প্রতিকল্পেই উহা ঠিক একরূপ—ব্রঃ সূঃ ১।৩।২৯।

২। অথবা পুরাকল্পে, অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে, হিরণ্যগর্ভকে উপদিষ্ট হইয়াছিল।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ২৩

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

যস্য (যাঁহার) দেবে (পরমেশ্বরে) পরা (শুদ্ধা) ভক্তিঃ (ভ[illegible] গীতা ১৮।৫৪]), যথা দেবে (পরমেশ্বরের প্রতি যেরূপ) তথা গুরৌ (গুরুর প্রতিও সেইরূপ ভক্তি [গুরু ও দেবতার প্রতি একত্ববুদ্ধি]), তস্য (সেই) মহাত্মনঃ হি (মুখ্যাধিকারীর সকাশেই) এতে (এই সকল) কথিতাঃ (উপনিষদে উপদিষ্ট) অর্থাঃ (বিষয় সকল) প্রকাশন্তে (স্বানুভবযোগ্য হয়)। [পুনরুক্তি সমাপ্তি ও আদরের সূচক]। ৬।২৩

যাঁহার পরমেশ্বরের প্রতি পরা ভক্তি এবং পরমেশ্বরের প্রতি যেরূপ গুরুর প্রতিও সেইরূপ ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটেই উপনিষদুক্ত এই সকল বিষয় স্বানুভবযোগ্য হয়। ৬।২৩

ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অনুক্রমণিকা

নির্ঘণ্ট

উপনিষদ - ২

স্বামী গম্ভীরানন্দ

সূচী-পত্র

ভূমিকা

শ্রীভগবানের কৃপায় আমরা উপনিষৎ গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় ভাগ পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ইহাতে সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষৎখানি স্থান পাইয়াছে। বর্তমান ভাগে প্রথম ভাগের রচনাপ্রণালীই অবলম্বিত হইয়াছে; এবং অন্বয়ার্থ, অনুবাদ, টীকা প্রভৃতিতে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্যের ভাষ্য ও আনন্দগিরির টীকা অনুসৃত হইয়াছে। শ্রীমৎ স্বামী জগদানন্দ প্রথম ভাগের ন্যায় এই ভাগও আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন, এবং ভূমিকারচনায় শ্রীমৎ স্বামী ওঙ্কারানন্দ বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

উপনিষৎ সম্বন্ধে মূল বক্তব্যগুলি আমরা প্রথম ভাগের ভূমিকাতেই নিবদ্ধ করিয়াছি; সুতরাং উহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। পরন্তু সেখানে উপাসনার বিষয় অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। অথচ এই উপাসনা ছান্দোগ্যোপনিষদের একটি বিশেষ বর্ণনীয় বিষয়; উহার আটটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম পাঁচ অধ্যায় এবং পরেরও অনেক অংশ এই বিষয়ে ব্যাপৃত। সাধারণ পাঠক এই উপাসনাগুলির মর্মোদ্ঘাটনে অসমর্থ হওয়ায় এবং আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব-পূর্ণ উপনিষদে উহাদের বহুল উপদেশের কোন যুক্তিসঙ্গত উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিতে না পারায় এইগুলির প্রতি সমুচিত আদর প্রকাশ করেন না। প্রসঙ্গক্রমে আমরা বলিতে পারি যে, এই উপাসনাগুলি ব্রহ্মসূত্র ও বহু প্রকরণগ্রন্থে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। এই গুলির সহিত পরিচয় না হইলে বেদান্তশাস্ত্র সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা সুকঠিন। এতদ্ব্যতীত ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যাঁহারা প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টির সহিত পরিচিত হইতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষেও এই উপাসনাগুলি অপরিহার্য। কিন্তু অধ্যাত্মক্ষেত্রে এই জাতীয় যুক্তি একান্তই অসার বলিয়া মনে হইবে; এবং কেবল ইহাই প্রতিপাদনের জন্য এই ভূমিকা রচনায় প্রবৃত্ত হইলে আমরা হাস্যাস্পদ হইব। বস্তুতঃ উপাসনার মর্মানুভব করিতে হইলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুরূপ হওয়া

ছান্দোগ্যের উপাসনা-প্রকরণ

আবশ্যক ; ইহার জন্য অধ্যাত্মদৃষ্টি লইয়া অধ্যাত্মক্ষেত্রেই প্রবেশ করিতে হইবে।

আমরা প্রথমে উপাসনা কথাটির অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। বেদান্তসার-রচয়িতা লিখিয়াছেন, "সগুণ-ব্রহ্ম-বিষয়ক মানস ব্যাপাররূপ শাণ্ডিল্যবিদ্যা (ছাঃ ৩।১৪।১-২ ; বৃঃ ৫।৬।১) প্রভৃতিই উপাসনা। "উপাসনার এই লক্ষণটি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ইহা একটি মানসক্রিয়া, বাহ্যক্রিয়া নহে ; অথচ জ্ঞান হইতেও ইহা পৃথক্, কেন না জ্ঞান ক্রিয়াত্মক নহে। কিন্তু এই লক্ষণে মানসক্রিয়ার স্বরূপটি প্রকটিত হয় নাই। অধিকন্তু ইহার একটি প্রধান ত্রুটি এই যে, ব্রহ্ম ভিন্ন অপরবিষয়ক উপাসনা ইহার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

উপাসনার অর্থ

পঞ্চদশীকার উপাসনা ও জ্ঞানের পার্থক্য-প্রদর্শন-চ্ছলে (৯।৭৪-৮২) উপাসনার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, "জ্ঞান বস্তুতন্ত্র ; কিন্তু উপাসনা কর্তৃতন্ত্র (অর্থাৎ উহা করা, না করা ইত্যাদি কর্তার ইচ্ছাসাপেক্ষ)। আপ্ত অর্থাৎ গুরুর নিকট হইতে লব্ধ উপাস্যতত্ত্বটিতে নির্বিচারে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ঐ তত্ত্বটিকে এতাদৃশ চিত্তবৃত্তি-সমূহের দ্বারা চিন্তা করিতে হয় যে, ঐ বৃত্তিপ্রবাহ বিজাতীয় প্রত্যয়ের দ্বারা খণ্ডিত না হয়। বিরোধিপ্রত্যয় ত্যাগ করিয়া নিরন্তর উপাস্যের চিন্তা করিলে এতাদৃশ উৎকৃষ্ট সংস্কার জন্মিয়া থাকে যে, স্বপ্নাদিতেও ঐ ভাবনা চলিতে থাকে।" এই বর্ণনা হইতে আমরা উপাসনার কয়েকটি বিশেষ পরিচয় লাভ করি। উপাসনাতে তিনটি বিষয় আবশ্যক—উপাসক, উপাস্য বিষয়, ও প্রত্যয়াবৃত্তি বা নিরন্তর [illegible]। উপাস্য ও উপাসকে ভেদবোধ না থাকিলে উপাসনা হয় না। দ্বিতীয়তঃ, উপাসনার মূলে রহিয়াছে বিশ্বাস, সেখানে বিচারের বিশেষ স্থান নাই। আরও দ্রষ্টব্য এই যে, এই উপাস্যতত্ত্ব শাস্ত্রাদি হইতে ও গুরুমুখে অবগন্তব্য। স্বকপোলকল্পিত চিন্তাকে উপাসনা বলে না।

উপাসনার এই সমগ্র তত্ত্বটি আচার্যের ছান্দোগ্য-ভাষ্য-ভূমিকার নিম্নোক্ত

বাক্যে সুস্পষ্ট হইয়াছে ;—"উপাসনা হইতেছে—শাস্ত্রানুমোদিত কোন একটি আলম্বন বা ধ্যানের বিষয় অবলম্বনপূর্বক তাহাতে এরূপ ভাবে চিত্তবৃত্তির প্রবাহ উৎপাদন করিতে হইবে যে, তাহার ভিতর আর ভিন্নবিষয়ক প্রত্যয় (অর্থাৎ জ্ঞান) উদিত হইয়া ব্যবধান জন্মাইতে না পারে।"[১] বলা বাহুল্য, এই উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম বা অপর যে কোনও শাস্ত্রবিহিত দেবতাদি হইতে পারেন।

১। বৃঃ-ভাষ্য ১।৩।৯এ এই লক্ষণ আছে—"উপাসনা হইতেছে—বেদের উপাস্যবিষয়ক অর্থবাদাংশে দেবতাদির স্বরূপ যে ভাবে জ্ঞাপিত হইয়াছে, সেই ভাবে মনের দ্বারা উহাকে গ্রহণ করিয়া এবং লৌকিক জ্ঞান তিরোহিত করিয়া ততক্ষণ ঐ বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে যতক্ষণ লৌকিক (দেহাদি) বিষয়ে আত্মাভিমানের ন্যায় সেই দেবতাদির স্বরূপে আত্মাভিমান জাত না হয়।"

পঞ্চদশীকার নির্গুণের উপাসনাও স্বীকার করেন,—"যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে—এই গীতাবচন (৫।৫) হইতে জানা যায় যে, মননাদি-সহকৃত সাংখ্য, অর্থাৎ শ্রবণ-নামধেয় বেদান্ত-বিচার, যেমন ব্রহ্মপ্রাপ্তির একটি উপায়, তেমনি যোগনামধেয় নির্গুণব্রহ্মোপাসনাও একটি উপায়। নির্গুণের উপাসনা অসিদ্ধ, ইহা বলা যাইতে পারে না। প্রশ্নোপনিষদে আছে, 'যিনি ত্রিমাত্র ওঙ্কারে পরম পুরুষের ধ্যান করেন' (৫।৫) ;—এখানে নির্গুণেরই উপাসনা বিহিত হইয়াছে। সূত্রকার বেদব্যাসও 'আনন্দাদি মুখ্যব্রহ্মের'—এই সূত্রে (ব্রঃ ৩।৩।১১) উপাস্যের জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি ভাবরূপ গুণের, এবং 'অক্ষর পরব্রহ্ম ; তিনি বিশেষবর্জিত—এই তত্ত্ব শ্রুতির নানা স্থানে উপদিষ্ট'—এই সূত্রে (৩।৩।৩৩) উপাস্যের অস্থূলত্বাদি অভাবরূপ গুণবর্গের একত্র সমাবেশ করিয়া নির্গুণের উপাসনা করিতে হইবে বলিয়াছেন। এইরূপ বলিতে পার না যে, যেখানে আনন্দত্বাদি গুণের সমুচ্চয় কীর্তিত হইয়াছে, সেখানে নির্গুণ উপাস্য নহেন ; কারণ 'আনন্দাদি ও অস্থূলত্বাদি গুণের দ্বারা উপলক্ষিত অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মই আমি'—এবম্প্রকারে নির্গুণত্বকে ব্যাহত না করিয়াও উপাসনা সম্ভবপর। এইরূপ উপাসনা করিলে ক্রমে উপাস্য নির্গুণব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়" (সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, ৩।৮)। পঞ্চদশী, ধ্যানদীপ দ্রঃ। এই মত কিন্তু সর্ববাদিসমাদৃত নহে।

আচার্য জ্ঞান ও উপাসনার পার্থক্য এইরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন, "যাহা বস্তুর স্বরূপকে অপেক্ষা না করিয়াই বিহিত হয়, এবং যাহা পুরুষের চিত্তবৃত্তির অধীন, তাহাই কর্ম ; যথা—'যে দেবতার উদ্দেশে হবিঃ গৃহীত হইবে, হোতা সেই দেবতার ধ্যান করিবেন,' কিংবা 'মনের দ্বারা সন্ধ্যার ধ্যান করিবেন,'—ইত্যাদি স্থলে। ধ্যান অর্থাৎ চিন্তা ; উহা (জ্ঞানের ন্যায়) মানস হইলেও, পুরুষ ইচ্ছানুসারে উহা করিতে, না করিতে, বা অন্যরূপ করিতে পারে ; কারণ উহা পুরুষের ইচ্ছাধীন। জ্ঞান কিন্তু প্রমাণসাপেক্ষ। প্রমাণ আবার বস্তুর স্বরূপ অবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং জ্ঞানকে করা, বা না করা, বা অন্যথা করা চলে না ; উহা কেবল বস্তুসাপেক্ষ, পরন্তু বিধির অধীন নহে বা পুরুষের অধীন নহে। সুতরাং জ্ঞানপদার্থ মানস হইলেও ক্রিয়ার সহিত তাহার মহা বিলক্ষণতা আছে। যথা—'হে গৌতম, পুরুষই অগ্নি', 'হে গৌতম, যোষিৎই অগ্নি' (ছাঃ ৫।৭।১, ৫।৮।১),—ইত্যাদি স্থলে পুরুষ ও যোষিতে যে মানসিক অগ্নিবুদ্ধি করা হয়, উহা কেবল বিধিসম্ভূত বলিয়া ক্রিয়াই বটে এবং পুরুষাধীনও বটে। কিন্তু প্রসিদ্ধ অগ্নিতে যে অগ্নিবুদ্ধি হয়, উহা বিধি বা পুরুষের ইচ্ছাধীন নহে। তবে কি ? উহা প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত অগ্নিবস্তুরই দ্বারা নিয়মিত জ্ঞানমাত্র ; উহা ক্রিয়া নহে। সর্বপ্রকার প্রমাণের বিষয়ীভূত বস্তু সম্বন্ধেই এইরূপ বুঝিতে হইবে। এইরূপ সুনিশ্চিত হওয়ায় স্থির হইল যে, যথাভূত-ব্রহ্মাত্ম-বিষয়ক জ্ঞানও বিধিদ্বারা নিয়মিত নহে" (ব্রঃ-ভাষ্য ১।১।৪)।

জ্ঞান ও উপাসনা

ক্রিয়াত্মক উপাসনা চিত্তশুদ্ধিক্রমে পরম্পরায় জ্ঞানের সহায়ক হইলেও উহা প্রমাণজনিত জ্ঞানের কারণ হইতে পারে না ; সুতরাং মুক্তির প্রতিও সাক্ষাৎকারণ হইতে পারে না।

এখন আমরা নিদিধ্যাসনের সহিত উপাসনার সম্বন্ধ বুঝিয়া লইতে চেষ্টিত হইব। আচার্য লিখিয়াছেন, "কর্মেরই ন্যায় উপাসনারও ফল দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হয়। কতকগুলি উপাসনার ফল, জ্ঞানোৎপত্তিক্রমে

ক্রমমুক্তি" (ব্রঃ-ভাষ্য ৩।৩।১)। কোন্ উপাসনার কি ফল, তাহা উপাসনাবিধির সঙ্গে সঙ্গেই উল্লিখিত রহিয়াছে। উহাদের সাধারণ ফল চিত্তের একাগ্রতা উৎপাদন।[১] উপাসনার মধ্যে একটা স্তরভেদ আছে। যে উপাসনা যত উচ্চস্তরের, অর্থাৎ যাহাতে সকামভাব অল্পতর এবং যাহা ব্রহ্মের অধিকতর নিকটবর্তী, উহা ততই অধিক একাগ্রতাসম্পাদক। একাগ্রতাই পরিপক্ক হইয়া সমাধিতে পরিণত হয়, এবং সমাধিবলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। এইজন্যই আচার্য লিখিয়াছেন যে, যে কোনও প্রকার সগুণ-ব্রহ্মোপাসনার ফলেই তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়।[২] বেদান্ত-পরিভাষায়ও উল্লিখিত হইয়াছে, "সগুণোপাসনাও চিত্তের একাগ্রতারূপ দ্বার অবলম্বনে নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের সহায়ক হয়।" এই "চিত্তের একাগ্রতা" অর্থে টীকাকার নিদিধ্যাসন ধরিয়াছেন। "চিত্ত অনাদি কুসংস্কারের দ্বারা বিষয়ে আকৃষ্ট হয়;—উহাকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া আত্মবিষয়ক স্থৈর্যের অনুকূল করা রূপ মানসব্যাপারই নিদিধ্যাসন।"[৩] উপাসনা ও নিদিধ্যাসনের পার্থক্য এই—নিদিধ্যাসন ফল, উপাসনা তাহার অন্যতম উপায়;[৪] নিদিধ্যাসনের পূর্বে মননরূপ বিচার আবশ্যক, উপাসনায় তাদৃশ বিচারের অপেক্ষা নাই, অপেক্ষা আছে শুধু গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধার; নিদিধ্যাসন ব্রহ্মজ্ঞানের সাক্ষাৎ উপায়, কিন্তু উপাসনা গৌণ উপায়। মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ শ্রবণজনিত অখণ্ডাকারা চিত্তবৃত্তি; সুতরাং উপাসনা সহায়ে মুক্তিলাভে কথঞ্চিৎ বিলম্বের সম্ভাবনা আছে।

উপাসনা ও নিদিধ্যাসন

১। অতএব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসতাং পথি।
ভক্তিযোগেন তীব্রেণ বিরক্ত্যা চ নয়েদ্বশম্ ॥ ভাগবত ৩।২৭।৫
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্ ॥ ভাগবত ৩।২৫।৪৪

২। ব্রঃ-ভাষ্য ৩।৩।৫৯

৩। বেদান্তপরিভাষা

৪। "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা"—যোগসূত্র।

তথাপি উপাসনা সহজসাধ্য, জ্ঞানমার্গ সুকঠিন।[১] এইজন্য বহু সাধক উপাসনামার্গই অবলম্বন করেন। এখানে ইহাও দ্রষ্টব্য যে, উপাসনার ফল দীর্ঘকাললভ্য হইলেও উপাসনা কখনও ব্যর্থ হয় না। কারণ শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, "কল্যাণকারী কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। এই ধর্মের স্বল্পানুষ্ঠানও মহদ্ভয় বিদূরিত করে" (২।৪০, ৬।৪০)। ছান্দোগ্যেও বলা হইয়াছে, "মানুষ সঙ্কল্পময়; সে এই জীবনে যেরূপ সঙ্কল্পবিশিষ্ট হয়, এই লোক হইতে গমন করিয়াও সেইরূপই হয়" (ছাঃ ৩।১৪।১ গীতা ৮।৬)। সুতরাং জ্ঞানমার্গের তুলনায় উপাসনামার্গ নিম্নস্তরের হইলেও উহা হেয় নহে। বরং বিশেষ বিশেষ অধিকারীর পক্ষে উহা অধিক ফলপ্রদ। অনধিকারী জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইতে পারেন না। কিন্তু উপাসনামার্গে উচ্চাবচ সকল প্রকার অধিকারীরই স্থান আছে। বিশেষতঃ উপাসনাদি সহায়ে পবিত্র ও সম্পূর্ণ নিষ্কাম হইয়া বিষয়ভোগ পরিত্যাগ না করিলে জ্ঞানমার্গে অধিকার জন্মে না। জ্ঞানমার্গে চিত্তশুদ্ধি এবং বুদ্ধির প্রাখর্যও আবশ্যক। বিচার সহকারে গুরুবাক্য ধারণা করিতে হইলে পূর্বে অন্যান্য সাধন সহায়ে অন্তঃকরণকে প্রস্তুত করা আবশ্যক।

জ্ঞান ও উপাসনার অধিকারী

উপনিষদে যে সকল উপাসনা বিহিত হইয়াছে, সে গুলিকে আচার্য শঙ্কর তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। কতকগুলি উপাসনা কর্মাঙ্গসম্বন্ধী ও কর্মসমৃদ্ধিকারক, অর্থাৎ কর্মফলগত অতিশয় বা শ্রেষ্ঠতার সম্পাদক। কতকগুলি অভ্যুদয়সাধন, অর্থাৎ স্বর্গাদি ফলপ্রদ। অপরগুলি সগুণ-ব্রহ্মবিষয়ক ও ক্রমমুক্তিপ্রদ।

উপাসনার প্রকারভেদ

অন্য দৃষ্টিতে উপাসনার দুই ভাগ—ব্রহ্মোপাসনা ও প্রতীকোপাসনা। ঐতরেয় আরণ্যকের ভাষ্যে শ্রীমৎ সায়ণাচার্য লিখিয়াছেন, "উক্ত উপাসনা

১। ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥ ভাগবত ৩।২৫।১৯
গীতা ১২।৫

দ্বিবিধ—ব্রহ্মোপাসনা ও প্রতীকোপাসনা। ব্রহ্মকেই যখন গুণবিশিষ্টরূপে চিন্তা করা হয়, তখন উহাই ব্রহ্মোপাসনা। কিন্তু চিত্ত প্রবল লৌকিক পদার্থের সংস্কারযুক্ত হওয়ায় উহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে প্রবেশ করিতে না পারিলে যখন ব্রহ্মদৃষ্টিতে লৌকিক বস্তুর চিন্তা করা হয়, তখন উহা প্রতীকোপাসনা। উক্ত প্রতীক দুই প্রকার—যজ্ঞের বহির্ভূত এবং যজ্ঞাঙ্গ।[১]" এইরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রতীক অর্থে দ্বারীভূত আলম্বন, অর্থাৎ নাম, বাক্য (ছাঃ ৭।১।১৫), অঙ্গ, অবয়ব, বা আকৃতি প্রভৃতি—যাহা ব্রহ্ম হইতে ব্যতিরিক্ত কোনও মায়িক পদার্থ। এইরূপে প্রণব পরমাত্মার প্রতীক (কঃ ১।২।১৭) বা শালগ্রাম বিষ্ণুর প্রতীক হইতে পারে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, অনাত্মবস্তুকে দেবতাবুদ্ধিতে বা ব্রহ্মবুদ্ধিতে যে উপাসনা করা হয়, তাহাই প্রতীকোপাসনা। প্রতীকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মধ্যান হইতে পারে না ; কারণ সেখানে প্রতীকের প্রাধান্য থাকে (ব্রঃ ভাষ্য ৪।৩।১৫)।

ব্রহ্মোপাসনা ও প্রতীকোপাসনা

কর্মের অঙ্গভূত উদ্‌গীথ, সাম প্রভৃতি অবলম্বনে যে প্রতীকোপাসনা, তাহা যজ্ঞাঙ্গাশ্রিত উপাসনা। এই জাতীয় উপাসনা ছান্দোগ্যের প্রথমাধ্যায়ের প্রারম্ভ হইতে দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বাবিংশ খণ্ড পর্যন্ত রহিয়াছে। বৃহদারণ্যকের প্রারম্ভেও ইহা আছে। যজ্ঞবহির্ভূত প্রতীকোপাসনায় যজ্ঞাঙ্গ ভিন্ন শাস্ত্রীয় প্রতীক গৃহীত হয়। ঐ সকল প্রতীক বৈদিক, পৌরাণিক, বা তান্ত্রিক হইতে পারে। যথা বৈদিক ওঙ্কার (ছাঃ ২।২৩।২) পৌরাণিক প্রতিমা, বা তান্ত্রিক যন্ত্র ইত্যাদি।

যজ্ঞাঙ্গ ও যজ্ঞবহির্ভূত প্রতীক

১। তচ্চোপাসনং দ্বিবিধং ব্রহ্মোপাসনং প্রতীকোপাসনঞ্চেতি। ব্রহ্মণ এব গুণবিশিষ্টত্বেন চিন্তনং ব্রহ্মোপাসনম্। প্রবললৌকিকপদার্থবাসনোপেতস্য তৎপরিত্যাগেন ব্রহ্মণি চিত্তস্যাপ্রবেশাদ্ ব্রহ্মভাবনয়া লৌকিকবস্তুচিন্তনং প্রতীকোপাসনম্। তচ্চ প্রতীকং দ্বিবিধং যজ্ঞাদ্‌বহির্ভূতং যজ্ঞাঙ্গঞ্চেতি। তত্র মহাব্রতাঙ্গবহুবিধযজ্ঞবাসনাবাসিতস্য যজ্ঞাঙ্গে সহসা চিত্তং প্রবিশতীতি মত্বা উক্‌থম্ উক্‌থম্ ইত্যাদিনা অঙ্গবিবদ্ধোপাসনমুচ্যতে।" ঐতরেয়-আরণ্যকভাষ্য ১।২

প্রতীকোপাসনা দুই ভাগে বিভক্ত—সম্পদ্ ও অধ্যাস। ভাষ্যভাব-প্রকাশিকায় চিৎসুখাচার্য লিখিয়াছেন, "নিকৃষ্ট বস্তুকে আলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়া যখন কোনও সাদৃশ্যবশতঃ তাহাতে উৎকৃষ্ট বস্তুর দৃষ্টি আরোপিত হয়, তখন উহা সম্পদ্; যেমন মনে অনন্তত্বরূপ সাদৃশ্য থাকায় তাহাতে বিশ্বদেবত্ব দর্শন। অধ্যাসে কিন্তু আলম্বনেরই (প্রাধান্য)।[১]" ভামতীকারও লিখিয়াছেন, "অনন্ত মনোবৃত্তির সহিত অনন্ত বিশ্বদেবগণের সাম্য আছে; সুতরাং বিশ্বদেবগণকে মনে আরোপিত করিয়া এবং মনোরূপ আলম্বনটিকে অবিদ্যমান-প্রায় করিয়া সম্পাদ্যমান (আরোপণীয়) বিশ্বদেবগণেরই যে প্রাধান্যতঃ অনুচিন্তা করা হয়, তদ্দ্বারা অনন্তলোকপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু অধ্যাসে আলম্বনকেই প্রধানরূপে গ্রহণ করিয়া আরোপিত তদ্ভাবের অনুচিন্তা করা হয়। যেমন, 'মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে' (ছাঃ ৩।১৮।১), বা 'আদিত্য ব্রহ্ম—ইহাই উপদেশ' (ছাঃ ৩।১৯।১; ব্রঃ ১।১।৪)।" কল্পতরু-কারও স্পষ্টই বলিয়াছেন, "সম্পদে আরোপ্যের প্রাধান্য, এবং অধ্যাসে অধিষ্ঠানের প্রাধান্য।[২]"

দ্বিবিধ প্রতীকোপাসনা —সম্পদ্ ও অধ্যাস

সম্পদুপাসনার একটি দৃষ্টান্ত বৃহদারণ্যক হইতে গৃহীত হইতে পারে। রাজারাই অশ্বমেধের অধিকারী। কিন্তু অনধিকারী ব্রাহ্মণাদি কেহ যদি অল্পফলবিশিষ্ট অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান কালে যথাবিধি ভাবিতে থাকেন, "আমি অশ্বমেধই করিতেছি," তবে তিনি অশ্বমেধের মহৎ ফল, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভলোক, লাভ করেন। আবার যিনি অশ্বমেধের সকল অঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন

১। "সম্পন্নাম অল্পে বস্তুনি আলম্বনে কেনচিৎ সামান্যেন মহাবস্তুদর্শনম্। যথা —মনসোঽনন্তত্ব-সামান্যেন বিশ্বদেবত্বদর্শনম্। অধ্যাসে তু আলম্বনস্যৈবেতি।"

২। "আরোপ্যপ্রধানা সম্পদ্ অধিষ্ঠানপ্রধানোঽধ্যাসঃ" (১।১।৪)। পরিমলকার লিখিয়াছেন, "সম্পদুপাসনানামারোপ্যপ্রাধান্যম্। প্রতীকোপাসনানামধিষ্ঠানপ্রাধান্যম্।" এখানে প্রতীক অর্থে অধ্যাস বুঝিতে হইবে।

করিতে অক্ষম, তিনি যদি উক্ত যজ্ঞের অঙ্গবিশেষ অবলম্বনে তাহার যাবতীয় অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, এবং সেই অঙ্গাশ্রিত উপাসনাবিশেষের দ্বারা যদি মহৎ ফল সম্পাদন করেন, তবে তাহাও সম্পদুপাসনা।[১]

গুণাদির সাদৃশ্যের ন্যায় কোনও ক্রিয়ার সাদৃশ্যবশতঃও উপাসনা বিহিত হইতে পারে। যেমন, "বায়ুর্বাব সম্বর্গঃ" (ছাঃ ৪।৩।১) ইত্যাদিতে সম্বর্গ-গুণবিশিষ্ট বায়ুতে প্রলয়াধিষ্ঠান অপরব্রহ্মের উপাসনা করার বিধি আছে।

ছান্দোগ্যের প্রারম্ভে (১।১।১) উদ্গাত্র-বিষয়ক (অর্থাৎ উদ্গাতার কর্তব্য উদ্গীথগানের অঙ্গীভূত) ওঙ্কারের যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, উহাও সম্পদুপাসনার দৃষ্টান্ত। এখানে বাহিরের কোনও গুণ আরোপিত হয় নাই ; প্রত্যুত যে ওঙ্কার সর্ববেদব্যাপী, তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়া উদ্গীথরূপে উপাসনা করিতে বলা হইতেছে ; কেন না প্রণব ঐ উদ্গীথেও ব্যবহৃত হয়। "ওমিত্যেতদ্ অক্ষরমুদ্গীথম্ উপাসীত"—এখানে ওম্ ও উদ্গীথের সামানাধিকরণ্যের দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, উদ্গীথ শব্দটি ওঙ্কারের বিশেষণ। বিশেষণ বিশেষ্যকে সঙ্কুচিত করে। এখানে এইরূপে উদ্গীথভক্তিস্থ সঙ্কুচিত ওঙ্কারেরই উপাসনা বিহিত হইয়াছে (ব্রঃ-ভাষ্য ৩।৩।৯) এবং ব্যাপক ওঙ্কারের নিজস্ব গুণাবলী উহাতে আরোপিত হইয়াছে।

অধ্যাস উপাসনায় আলম্বনের স্বরূপকে তিরোহিত না করিয়া এক বস্তুতে (অর্থাৎ আলম্বনে) অপরের (অর্থাৎ আরোপ্যের) চিন্তা করা হয়। যেমন, পূর্বের দৃষ্টান্তে মন ও আদিত্যকে তিরোহিত না করিয়া ব্রহ্মের চিন্তা করা হয়। অথবা "যেমন, 'নামব্রহ্ম' (ছাঃ ৭।১।৪) ইত্যাদি স্থলে নামে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করিলেও, নামবুদ্ধি ব্রহ্মবুদ্ধির দ্বারা বিলুপ্ত না হইয়া অনুবর্তন

১। বৃঃ-ভাষ্যে (২।১।৬) আনন্দগিরির টীকায় সম্পদের এইরূপ পরিচয় আছে—অশ্বমেধাদি মহৎ কর্মের সহিত কোনও সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়া অগ্নিহোত্রাদি অল্পফল কর্মকে অশ্বমেধাদির ন্যায় মহৎফলবান্ মনে করাকে, অথবা অগ্নিহোত্রাদি কর্মেরই আজ্যাদি আহুতির সহিত উজ্জ্বল দেবলোকাদির সাদৃশ্য থাকায় আহুতিকে দেবলোক মনে করাকে সম্পদ্ বলে।

করে ; কিংবা যেমন, প্রতিমায় (বা শালগ্রামে) বিষ্ণুবুদ্ধি অধ্যস্ত হয় (ব্রঃ-ভাষ্য ৩।৩।৯)।”

অতঃপর ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। পরমাত্মাকে কোনও গুণ বা রূপবিশিষ্টরূপে উপাসনাই ব্রহ্মোপাসনা—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই গুণ বা রূপ তাঁহার উপাধি স্বরূপ। উহারা তাঁহার স্বরূপভূত নহে। উপাসনারই জন্য শাস্ত্রে ঐ সব উপদিষ্ট হইয়াছে। ছান্দোগ্যে যেখানে হিরণ্যশ্মশ্রু ও হিরণ্যকেশ পুরুষের (১।৬।৬) সহিত অভিন্ন অক্ষিপুরুষের (১।৭।৫) কথা বলা হইয়াছে, সেখানে ব্রহ্মেরই উপাসনা বিহিত হইয়াছে। আচার্য এই বিষয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন (ব্রঃ-ভাষ্য ১।১।২০), “যদি আপত্তি হয় যে, ‘হিরণ্যশ্মশ্রু’ ইত্যাদি প্রকারে রূপবর্ণনা পরমেশ্বরের পক্ষে সঙ্গত হয় না, তবে আমরা বলি, সাধকানুগ্রহের নিমিত্ত পরমেশ্বরেরও ইচ্ছানুক্রমে মায়াময় রূপ হইয়া থাকে। যথা স্মৃতিতে আছে. ‘হে নারদ, এই বিচিত্ররূপিণী মায়া আমার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়াই তুমি আমায় এবম্প্রকারে গুণযুক্ত দেখিতেছ ; অন্যথা তুমি আমাকে দেখিতে বা জানিতে পারিতে না।’ আর এক কথা এই যে, যেখানে পরমেশ্বরের নির্বিশেষ রূপ উপদিষ্ট হয়, সেখানে ‘তিনি শব্দস্পর্শাতীত, অরূপ, ও অব্যয়’—এতাদৃশ শাস্ত্রবাক্য প্রযুক্ত হয়। আর যেখানে তিনি উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হন, সেখানে ‘সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরূপ, সর্বরস’ (ছাঃ ৩।১৪।৪) ইত্যাদি বাক্যের সহায়ে কার্যভূত বিকার-ধর্মের দ্বারা তাঁহাকে বিশেষিত করা হয়, কেন না, তিনিই সকলের কারণ। সুতরাং হিরণ্যশ্মশ্রুআদির উপদেশ যে উপাসনারই জন্য, ইহা স্থির হইল। ‘তিনি আদিত্যের অন্তরে’ এবম্প্রকারে আধারবর্ণনা নিরাধার ও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বরেব পক্ষে সঙ্গত হয় না বটে ; কিন্তু উপাসনার জন্য, আধারবিশেষের উপদেশও অসঙ্গত নহে। তিনি যখন ব্যোমবৎ সর্বান্তর্যামী, তখন তাঁহাকে সর্বান্তর্বর্তী বলা অযৌক্তিক নহে। তাঁহার

ব্রহ্মোপাসনা

সসীম ঐশ্বর্যও আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক উপাসনারই জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং পরমেশ্বরই যে উপাসনার জন্য অক্ষি ও আদিত্যের অন্তর্বর্তী রূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন, ইহা সিদ্ধ হইল।"

আবার যেখানে কুক্ষিস্থ বৈশ্বানর অগ্নির কথা আছে (ছাঃ ৩।১৩।৭) সেখানে কাহারও মতে জাঠরাগ্নি-প্রতীক এবং কাহারও মতে জাঠরাগ্নি-উপাধিক পরমেশ্বরের উপাসনা বিহিত হইয়াছে। আচার্য লিখিয়াছেন, "শাস্ত্র যেমন মনে ব্রহ্মদর্শন করিতে বলিয়াছেন (ছাঃ ৩।১৮।১) তেমনি জাঠরাগ্নিতেও (প্রতীকোপাসনা) বলিয়াছেন। অথবা যেমন মন-উপহিত ব্রহ্মকে উপাসনা করিতে বলিয়াছেন (ছাঃ ৩।১৪।২) সেইরূপ জাঠরাগ্নিতে উপহিত ঈশ্বরের উপাসনা বলিয়াছেন (ব্রঃ-ভাষ্য ১।২।২৬)।" পরন্তু "জৈমিনি মুনির মতে জাঠরাগ্নিকে পরমেশ্বরের প্রতীক বা উপাধি কল্পনা না করিয়া ঐ বাক্যে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরেরই উপাসনা বিহিত হইয়াছে।[১]" যিনি বৈশ্বানর, অর্থাৎ সর্বজীবাত্মক বা সমুদয় সৃষ্টবস্তুর কর্তা, এবং যিনি অন্তঃপ্রবিষ্ট, তিনিই সেখানে উপাস্য। এই মতে সেখানে মোটেই জাঠরাগ্নির উপদেশ দেওয়া হয় নাই, প্রত্যুত অন্তঃপ্রবিষ্টত্ব প্রভৃতি বিশেষ শব্দের দ্বারা পরমেশ্বরেরই উপাসনোচিত উপাধি নির্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ইহা ব্রহ্মোপাসনা। এইরূপে গায়ত্রী-উপহিত ব্রহ্মের উপাসনাও বিহিত হইয়াছে (ছাঃ ৩।১২; ব্রঃ ১।১।২৫)।

ব্রহ্মবিষয়ে আবার অহংগ্রহ-উপাসনাও করা যাইতে পারে। ব্রহ্মকে অহং (অর্থাৎ জীবাত্মরূপে) ও অহং (অর্থাৎ জীবাত্মাকে) ব্রহ্মরূপে উপাসনা করার নাম অহংগ্রহোপাসনা।[২] ছান্দোগ্যের তৃতীয়াধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডে এইরূপ একটি উপাসনাতে দেখিতে পাই যে, নিজ হৃদয়াকাশে জীবাত্মার সহিত অভিন্নরূপে ব্রহ্মকে

অহংগ্রহ-উপাসনা

১। ব্রঃ-ভাষ্য ১।২।২৮ দ্রঃ। এই মতে মূলের "প্রাদেশমাত্র" শব্দের যেরূপ অর্থ হইবে তাহা যথাস্থানে টীকায় দ্রষ্টব্য।

২। "ত্বং বা অহমস্মি ভগবত্তি দেবতে, অহং বা ত্বমসি।" ব্রঃ-ভাষ্য ৩।৩।৩৭

সাক্ষাৎ ভাবে উপাসনা করা হইতেছে। বৃহদারণ্যকের প্রারম্ভে প্রজাপতির সহিত আপনার অভেদচিন্তারূপ অহংগ্রহ-উপাসনা বিহিত হইয়াছে।

এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, "আমি ব্রহ্ম" ইত্যাকার চিন্তায় যদি জীব ও ব্রহ্মে ভেদজ্ঞান পরিস্ফুট থাকে, অভেদজ্ঞানটি আরোপিত মাত্র হয়, তবে ঐ (অহংগ্রহ) উপাসনা সম্পদুপাসনারই অন্তর্ভুক্ত হইবে। আর যদি উহা প্রমাণমূলক, অর্থাৎ শ্রবণ-মনন-জনিত হয়, তবে নিদিধ্যাসনপদবাচ্য হইবে। ব্রহ্মবিষয়ক অহংগ্রহ-উপাসনা সম্বন্ধে আর একটি বিশেষজ্ঞাতব্য এই যে, উহাদের সব গুলিই প্রত্যেকের পক্ষে অনুষ্ঠেয় নহে। যে কোনওটি শ্রদ্ধা-সহকারে গ্রহণ করিয়া উহাতে নিরত থাকিলে ব্রহ্মলোকগমন ও ক্রমমুক্তিরূপ একই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়।

সকাম ও নিষ্কাম উপাসনা

উপাসনা সকামভাবে বা নিষ্কামভাবে করা যাইতে পারে। সকামভাবে করিলে, যে উপাসনার যে ফল শাস্ত্রে বিহিত আছে, তাহা পাওয়া যায়; কিন্তু নিষ্কাম উপাসনার ফলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। "নামব্রহ্ম" (ছাঃ ৭।১) ইত্যাদি সকাম উপাসনার ও অঙ্গাশ্রিত সামোপাসনাদির (ছাঃ ২য় অধ্যায়) ফললাভ অদৃষ্টোৎপাদনক্রমে হইয়া থাকে। উপাসনাগুলি সকামব্যক্তি যথেচ্ছ বাছিয়া লইতে পারেন। এবম্প্রকার অঙ্গাশ্রিত উপাসনাগুলি যে কর্মানুষ্ঠানকালে অবশ্যই করিতে হইবে, এইরূপ কোনও নিয়ম নাই।[১] উপাসনার আশ্রয় না লইলেও কর্মের যথাবিহিত ফল পাওয়া যাইতে পারে; তবে উপাসনাসমন্বিত কর্ম হইতে বিশিষ্ট ফল পাওয়া যায় (ছাঃ ১।১।১০; বৃঃ-ভাষ্য ৩।৩।১)। অঙ্গাশ্রিত উপাসনাগুলি ঋত্বিকেরই কর্তব্য, যজমানের নহে। তবে ফল যজমানের লভ্য; কেননা তিনি ঐ জন্যই ঋত্বিক্‌গণকে দক্ষিণা দেন (ব্রঃ ৩।৪।৪৬)।

১। বিভিন্ন উপাসনার মধ্যে কোনটি কাহার কর্তব্য ও কিরূপে কর্তব্য, তাহা ব্রহ্মসূত্রে বিচারিত হইয়াছে (ব্রঃ ৩।৩।৫৯-৬৬)।

অতঃপর প্রশ্ন এই, উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্বই থাকা উচিত; এখানে আবার ক্রিয়াত্মক উপাসনার উপদেশ রহিয়াছে কেন? আর যদিই বা ব্রহ্ম-বিষয়ক মনোবৃত্তি ও রহস্যবিদ্যা হিসাবে ব্রহ্মোপাসনা উপনিষদে স্থান পাইল, তথাপি সকাম উপাসনা ও অঙ্গাশ্রিত উপাসনাকে তো বাদ দিলে চলিত; কেবল নিষ্কাম ব্রহ্মোপাসনাই সাধকের পক্ষে যথেষ্ট নহে কি? এই সমস্যাগুলির সমাধান করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমে বেদের বিভিন্ন অংশের সম্বন্ধ বুঝিয়া লইতে হইবে।

কর্ম, উপাসনা ও ব্রহ্মবিদ্যার সম্বন্ধ

ব্রহ্মসূত্রের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে, "যেহেতু ক্রিয়াফল অনিত্য, অতএব সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মসম্বন্ধে বিচার করিবে।" সাধন-চতুষ্টয় এই—(১) নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক; (২) ঐহিক ও আমুষ্মিক ভোগে বিরাগ; (৩) শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, ও শ্রদ্ধা—এই ষট্‌সম্পত্তি; (৪) মুমুক্ষুত্ব। উপাসনার ফলে সমাধি সহজলভ্য হয় এবং অপরাপর সাধন-সম্পদেরও উৎকর্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সহিত ইহার একটা নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। আবার ইহাও দেখা যায় যে, উপাসনা ও কর্মের ফলোল্লেখের দ্বারা বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। কথাটি আপাততঃ স্ববিরুদ্ধ মনে হইলেও ইহার গভীর তাৎপর্য আছে। কর্ম ও কর্মফল অপেক্ষা উপাসনার ফল শ্রেষ্ঠ, ইহা সর্বশাস্ত্রসম্মত।[১] সকাম-নিষ্কামভেদে আবার কর্ম ও উপাসনার ফলের উৎকর্ষাপকর্ষ হয়।[২] যাহারা শাস্ত্রীয় আচারে রত নহে, তাহারা অধমগতি প্রাপ্ত হয় (ছাঃ ৫।১০।৮)। যাঁহারা সকামভাবে কর্ম ও উপাসনাদি করেন, তাঁহারা এতদপেক্ষা উচ্চতর গতি প্রাপ্ত হন; কিন্তু এই উচ্চ ফলও বিনাশী (ছাঃ ৫।১০।৩-৭)। পুণ্যোচিত ভোগলাভের পর

১। "কর্মণা পিতৃলোকঃ, বিদ্যয়া দেবলোকঃ—কর্মের দ্বারা পিতৃলোক, উপাসনাদ্বারা দেবলোক লাভ হয়।

২। "কাম্য-কর্মানুষ্ঠাতা দেবতাযাজী অপেক্ষা আত্মশুদ্ধির জন্য কর্মকারী আত্মযাজী শ্রেষ্ঠ"— শতপথব্রাহ্মণ ১১।২।৬।১৩

ইঁহারা সংসারগতি প্রাপ্ত হন।[১] বিশেষ বিশেষ উপাসনা বা কর্মের, যথা অশ্বমেধের, ফলে হিরণ্যগর্ভলোক লাভ হইতে পারে। এইরূপে যাঁহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদ্, হিরণ্যগর্ভের উপাসক, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, অথবা তপঃ-শ্রদ্ধা-পরায়ণ বানপ্রস্থ বা অমুখ্য পরিব্রাজক, তাঁহাদেরও ব্রহ্মলোকে গতি হয়।[২] কিন্তু এই হিরণ্যগর্ভলোক বা ব্রহ্মলোকও বিনাশী। উপাসনার সহিত আচরিত কর্মের ফল ব্রহ্মলোককে অতিক্রম করিতে পারে না।[৩] যাঁহারা উক্তলোকে গমন করেন, তাঁহাদিগকে কল্পান্তে পুনর্বার সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়।[৪] এইরূপে কর্মফলের অবশ্যম্ভাবী বিনাশ প্রদর্শন করিয়া শ্রুতি ইহাই বুঝাইতেছেন যে, এতাদৃশ অকিঞ্চিৎকর ফলের প্রতি বৈরাগ্য হওয়া উচিত। কর্মবিরহিত প্রতীকোপাসনার ফলও শাশ্বত নহে। প্রতীকোপাসনার ফলে বিদ্যুৎ-লোক পর্যন্তই গতি হইতে পারে। অমানব পুরুষ (ছাঃ ৫।১০।২) এই জাতীয় উপাসকদিগকে বিনাশী ব্রহ্মলোকেও লইয়া যান না (ব্রঃ ৪।৩।১৫)। অধিকন্তু ব্রহ্মোপাসনাও সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ নহে। উহার ফলে মরণান্তে ব্রহ্মলোকে গতি হয়, এবং কল্পান্তে হিরণ্যগর্ভের সহিত মুক্তিলাভ হয়। ইঁহাদিগকে অবশ্য সংসারে ফিরিতে হয় না (ছাঃ ৪।১৫।৫)। কিন্তু বিজ্ঞানের তুলনায় ইহাও অকিঞ্চিৎকর। জ্ঞান জীবন্মুক্তি বা বিদেহমুক্তির কারণ; সেখানে ক্রমমুক্তির অপেক্ষা নাই, সুতরাং বিলম্বও নাই। এইরূপে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা এবং কর্ম ও উপাসনার নিকৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া শ্রুতি ইহাই বলিতেছেন যে, সংসারে বিরক্ত মুমুক্ষুর পক্ষে জ্ঞাননিষ্ঠাই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ।

অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, কর্মফল বিনাশী হইলেও কর্ম সর্বথা

১। মুঃ ১।২।৭ ; গীতা ৮।১৩ ২। ছাঃ ৫।১০।১-১০, ২।২৩।১

৩। ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্মো মহান্ অব্যক্তম্ এব চ।
উত্তমাঃ সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্মনীষিণঃ ॥ মনু ১২।৫০

৪। গীতা ৮।১৬ ; ভাগবত ১১।১০

নিন্দনীয় নহে। ছান্দোগ্যে উহার প্রয়োজন স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে।[১]

কর্ম ও উপাসনার প্রয়োজনীয়তা

শাস্ত্রবিহিত কর্ম চিত্তের স্বাভাবিক কুপ্রবৃত্তি দূর করে এবং নিষ্কাম কর্ম চিত্তকে পরিশুদ্ধ করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠার উপযোগী করে। এই জন্যই গীতায় বলা হইয়াছে যে, পূর্বে কর্মানুষ্ঠানজনিত শুভ সংস্কার লাভ না হইলে বৈরাগ্য অসম্ভব (৩।৪)।[২] কর্মীর দৃষ্টি কিন্তু মুখ্যতঃ বাহ্য বিষয়েই আবদ্ধ থাকে। তাহাকে অন্তর্মুখ করিতে হইলে উপাসনার বিধান প্রয়োজন। মন অন্তর্মুখ হইলে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ কার্যকরী হয়। এইরূপে সাধনজগতে কর্ম ও উপাসনার একটি সুনির্দিষ্ট স্থান আছে। তাহাদের মধ্যে একটি পারম্পর্যরূপ সম্বন্ধ সহজেই দৃষ্ট হয়। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যার প্রারম্ভে অঙ্গাশ্রিত উপাসনা এবং অন্তবিধ উপাসনার উল্লেখ অসঙ্গত নহে।

সাধারণ মানব সকামভাবেই কর্মে লিপ্ত হয়—তাহারা প্রবৃত্তিমার্গের পথিক; তাহারা অকস্মাৎ নিষ্কাম ব্রহ্মবিদ্যায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না। তাহাদের মনে স্থূলবিষয়ের সংস্কার অতি প্রবল। সুতরাং তাহাদিগকে ক্রমে

উপনিষদুক্ত সাধনার ক্রম

সকাম হইতে নিষ্কামে, অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গে,[৩] এবং স্থূল হইতে সূক্ষ্মে লইয়া যাওয়া আবশ্যক। এইরূপেই তাহারা আধ্যাত্মিক-জগতে ক্রমে উন্নীত হইতে পারে। সুতরাং ছান্দোগ্যের

১। ছাঃ ২।২৩।১, ৪।১৬-১৭, ৮।১৫।১ ইত্যাদি

২। অকুর্বন্ বিহিতং কর্ম নিন্দিতং চ সমাচরন্।
প্রসজ্জংশ্চেন্দ্রিয়ার্থেষু নরঃ পতনমৃচ্ছতি॥ আনন্দগিরিধৃত শ্লোক।
শোধ্যমানং তু তচ্চিত্তমীশ্বরার্পিতকর্মভিঃ।
বৈরাগ্যং ব্রহ্মলোকাদৌ ব্যনক্ত্যাশু সুনির্মলম্। ঐ

৩। প্রবৃত্তং চ নিবৃত্তং চ দ্বিবিধং কর্ম বৈদিকম্।
ইহ বামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম কীর্ত্যতে।
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্বং তু নিবৃত্তমভিধীয়তে॥

প্রথমে কর্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে। বৃহদারণ্যকেও অনুরূপ রীতি দেখিতে পাই। তৈত্তিরীয়ের প্রথমে (১৷৩৷১) সংহিতোপনিষৎ ব্যাখ্যার কারণও ইহাই। চিন্তার অবলম্বনরূপে মানুষ প্রথমে চিরপরিচিত স্থূলেরই অন্বেষণ করে। অভ্যস্ত স্থূল ক্রিয়াদির সাহায্যে উপনিষৎ সূক্ষ্মে লইয়া যান।[১] অবশ্য উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে সাধক শাস্ত্রীয় কর্ম করিয়া উপযুক্ত অধিকার লাভ করিয়াছেন—ইহা ধরিয়া লইয়াই উপনিষৎ উপদেশ দানে প্রবৃত্ত হন।[২]

সাধনায় অগ্রসর হইতে হইলে চিত্ত বিশুদ্ধ অর্থাৎ কামনাশূন্য হওয়া আবশ্যক। ইহাও ক্রমে সম্পাদ্য। হীনবুদ্ধি ব্যক্তিগণ শাস্ত্রমর্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছাচারী হয়। তখন শাস্ত্র তাহাদের জন্য সকাম অভিচারাদি পর্যন্ত উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হন না। অতঃপর তাহাদের বুদ্ধি কথঞ্চিৎ শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইলে স্বর্গাদির সাধন সকাম যজ্ঞাদি উপদিষ্ট হয়। তাহার সহায়ে আত্মার অস্তিত্ব, অতীন্দ্রিয় দেবগণ, সূক্ষ্ম লোকসকল, ও কর্মফলদাতা ঈশ্বরে বিশ্বাস; দেবোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগে আগ্রহ; দান, ভূতসেবা, সদাচার, গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা, ও নিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ে উত্তম সংস্কার জাত হইলে প্রথমে বাহ্যক্রিয়ার সহিত অন্বিত সকাম উপাসনার অবতারণা করা হয়। পরে মন যেমন অন্তর্মুখ হইতে থাকে, তেমনি স্তরে স্তরে দেবতাগণের উপাসনা, সগুণ ব্রহ্মোপাসনা, ও জ্ঞাননিষ্ঠা উপদিষ্ট হয়। ছান্দোগ্যে ও অপরাপর উপনিষদে এই প্রণালীই অবলম্বিত হইয়াছে।

শুভকর্মের ফলে চিত্ত শুদ্ধ হয়; শুদ্ধচিত্তে উপাসনা করিলে চিত্ত একাগ্র হয়; একাগ্রচিত্তে বেদান্তের শ্রবণে ও বিচারে প্রবৃত্ত হইলে

১। "স্থূলে নির্জিতমাত্মানং শনৈঃ সূক্ষ্মং ধিয়া নয়েৎ।" ভাগবত ৫৷২৬৷৩৯

২। যাবন্ন ক্রিয়তে কর্ম শুভং বাঽশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষঃ কল্পকোটিশতৈরপি॥ মহানির্বাণতন্ত্র ১৪৷১০৯

সমাধিমার্গে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়।[১] গীতায় এই মতের পরিপোষক শ্লোক (১০।১০) দেখিতে পাই, "যাহারা নিত্যযুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে তত্ত্ববিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান প্রদান করি। এই সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা তাহারা আমাকে আত্মরূপে উপলব্ধি করে।" আরাধনা যে ব্রহ্মের আবির্ভাবের সহায়ক তাহা ব্রহ্মসূত্রের এই সূত্রে স্বীকৃত হইয়াছে, "আরাধনাকালে ব্রহ্ম পবিত্রচিত্তে প্রকাশিত হন (ব্রঃ ৩।২।২৪)।"

উপাসনার অপরাপর দিক

বৈদিক উপাসনার আর একটি দিক্ এখানে উল্লেখযোগ্য। আমরা যে সব জাগতিক বস্তুকে সাংসারিক দৃষ্টিতে গ্রহণ করি এবং হেয় মনে করিয়া থাকি, উপনিষৎ তাহাদিগকেও বিশেষ দৃষ্টি সহায়ে উচ্চ আধ্যাত্মিক সাধনার অনুকূল করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্থলে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার (ছাঃ ৫।৩) কথা বলা যাইতে পারে। মানুষের জন্মমৃত্যু নিত্যই হইতেছে। কিন্তু উপনিষদের বিধান ব্যতিরেকে কে ইহাকে উচ্চ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখিয়া ইহার সহায়ে ব্রহ্মলোকের পর্যন্ত অধিকারী হইতে পারে? যে গার্হস্থ্যজীবনকে আমরা ভোগদৃষ্টিতে দেখি, তাহাও এইরূপে ব্রহ্মদৃষ্টিতে পরিশোধিত হইয়া পবিত্রতর হইতে পারে।

আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদিও আমাদের লৌকিক দৃষ্টি খণ্ডপদার্থেই সীমাবদ্ধ, তথাপি উপনিষৎ ঐ খণ্ডদৃষ্টিগুলিকে উপাসনাসহায়ে একত্র গ্রথিত করিয়া আমাদিগকে স্তরে স্তরে অখণ্ডের ধারণায় উপস্থিত করেন। এইরূপে ছান্দোগ্যের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে সামাবয়বের উপাসনায় প্রথমে বিভিন্ন বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্টি আরোপিত হইয়া পরে

১। মদর্থে ধর্মকামার্থানাচরন্ মদপাশ্রয়ঃ।
লভন্তে নিশ্চলাং ভক্তিং ময্যুদ্ধব সনাতনে॥ ভাগবত ১১।১১।২৪
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যদ্ ব্রহ্মদর্শনম্॥ ভাগবত ৩।৩২।২৩

সমস্ত সামে এক অখণ্ড দৃষ্টি আরোপের বিধান দেওয়া হইয়াছে। মধুবিদ্যা, গায়ত্রী-উপাসনা (ছাঃ ৩য় অধ্যায়) প্রভৃতিতেও এই রীতি স্পষ্ট প্রতীত হয়।

এইরূপে বিভিন্ন প্রকারে সাধককে সহায়তা করিলেও উপনিষৎ আমাদিগকে বারংবার স্মরণ করাইয়া দেন যে, ব্রহ্মলাভের পথ অতি দুর্গম (কঃ ১।৩।১৪)। ইন্দ্রের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকেও ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য সুদীর্ঘ শতাধিক বৎসর গুরুগৃহে বাস করিতে হইয়াছিল (ছাঃ ৮।৭-১২)। নারদের ন্যায় ঋষিপ্রবরকেও সনৎকুমারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল (ছাঃ ৭ম অধ্যায়)। সুতরাং এই দুর্মূল্য বস্তু সহজলভ্য নহে। এই জন্য অশেষ যত্নের আবশ্যক। এই দুর্গমপথে গুরুর সহায়তা অত্যাবশ্যক। তিনিই বলিয়া দিবেন যে, কোন্ সাধক কোন্ মার্গের অধিকারী। গুরুর সহায়তা ব্যতিরেকে কেহ যদি অধিকতর ভোগপরিতৃপ্তির জন্য সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া হঠকারিতাবশতঃ অতি উচ্চতত্ত্বকেও আপনার লভ্য মনে করেন, তবে জ্ঞান তাহার চিত্তফলকে প্রতিফলিত হয় না; তিনি এক বলিতে আর বোঝেন। অসুররাজ বিরোচনই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি প্রজাপতির নিকট প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু হইয়া যান নাই,—গিয়াছিলেন ভোগপিপাসু হইয়া; সুতরাং ফলও পাইলেন তদনুরূপ (ছাঃ ৮।৭-৮)।

ব্রহ্মবিদ্যা সুদুর্লভ

অধুনা আমরা ভক্তি সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে চাই। বৈদিক উপাসনার অধিকাংশই বৈদিক কর্মের সহিত বিলুপ্ত হইয়াছে। তথাপি পুরাণ ও আগমাদি শাস্ত্রে ঐ ভাবধারা বহুল পরিমাণে রক্ষিত এবং অনেক ক্ষেত্রে বিস্তারিতও হইয়াছে। বৈদিক উপাসনা ও অধুনাপরিচিত ভক্তির মধ্যে মূলগত কোনও বিশেষ পার্থক্য নাই। এমন কি ভক্তিকে উপাসনারই একটি প্রকারভেদ বলা দোষাবহ নহে। ব্রহ্ম ও দেবতা ভিন্ন অপর বিষয়েও ভাবনামূলক উপাসনা দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভক্তি ভগবান্ বা দেবতা ব্যতীত অন্য বিষয়ে প্রযুক্ত হয় না। এই

ভক্তি ও উপাসনা

হিসাবে উপাসনার গণ্ডি অধিক প্রসারিত। আচার্য ভক্তিকে বিদ্যার সাধন হিসাবে স্থান দিয়া গিয়াছেন, "মুমুক্ষু ব্যক্তি দেবারাধনাপর, শ্রদ্ধাভক্তিপর, দেবৈকশরণ, এবং বিদ্যাপ্রাপ্তি বিষয়ে বা বিদ্যাবিষয়ে প্রমাদহীন হইবেন" (বৃঃ—ভাষ্য ১।৪।১০)। বলা বাহুল্য, আচার্যের মতে ভক্তি ও উপাসনা একার্থক। পরশুরামকল্পসূত্রেও বলা হইয়াছে, "ভগবদুদ্দেশে নিষ্কামভাবে সর্ববস্তু ত্যাগ, ভগবৎকথা শ্রবণ, ভগবন্মন্ত্র জপ, ভগবন্নামস্তোত্র কীর্তন ইত্যাদির অন্যতমও উপাসনা।" আমরা প্রারম্ভে বেদান্তসারের যে মত উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও এই মতেরই পরিপোষক।

ভক্তিমার্গে সাধারণতঃ দ্বৈতমতই অনুসৃত হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, উপাসনামার্গ অদ্বৈতমার্গের সহায়ক হইলেও উপাসকগণ মুখ্যতঃ দ্বৈতভাবাপন্ন হন। অবশ্য ভক্তিমার্গে "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ—পূজাকালে দেবতার সহিত আপনার অভেদ চিন্তা করিবে," ইত্যাকার বিধিও আছে। তান্ত্রিক ন্যাসের দ্বারা সাধক দেবতার সহিত নিজ দেহের অভিন্নতা সম্পাদন করেন। ভূতশুদ্ধির মর্মার্থও অনুরূপ। বলা বাহুল্য, ইহা অদ্বৈতানুভূতির সহায়ক হইলেও অভেদজ্ঞান নহে। উপাস্যের সহিত জীবের ভেদ এখানে সুস্পষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং ইহাকে অহংগ্রহ-উপাসনা বলা যাইতে পারে। এই হিসাবে এবম্প্রকার ভক্তির সহিতও উপনিষদুক্ত উপাসনার সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইবে। অদ্বৈতবেদান্তে অহংগ্রহ-উপাসনা জ্ঞান অপেক্ষা নিম্নস্তরের হইলেও উহার স্থান অতি উচ্চে। এই হিসাবে এবম্প্রকার ভক্তি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার বস্তু।

উপাসনার সহিত ভক্তির অনুরূপ সাদৃশ্যও আছে। উপাসনা ও ভক্তি উভয়স্থলেই বিচারের স্থান অতি অল্প। বৈদিক উপাসনায় যেমন স্তরভেদ আছে, ভক্তিমার্গেও তাহা প্রকারান্তরে স্বীকৃত হয়। এই জন্যই ভাগবতে (৩।২৯।২৫) আছে, "যতক্ষণ সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে সাধক নিজ হৃদয়ে অবস্থিত বলিয়া না জানিবে, ততক্ষণ সেই স্বধর্মনিরত ব্যক্তি ঈশ্বর

সমস্ত সামে এক অখণ্ড দৃষ্টি আরোপের বিধান দেওয়া হইয়াছে। মধুবিদ্যা, গায়ত্রী-উপাসনা (ছাঃ ৩য় অধ্যায়) প্রভৃতিতেও এই রীতি স্পষ্ট প্রতীত হয়।

এইরূপে বিভিন্ন প্রকারে সাধককে সহায়তা করিলেও উপনিষৎ আমাদিগকে বারংবার স্মরণ করাইয়া দেন যে, ব্রহ্মলাভের পথ অতি দুর্গম (কঃ ১।৩।১৪)। ইন্দ্রের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকেও ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য সুদীর্ঘ শতাধিক বৎসর গুরুগৃহে বাস করিতে হইয়াছিল (ছাঃ ৮।৭-১২)। নারদের ন্যায় ঋষিপ্রবরকেও সনৎকুমারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল (ছাঃ ৭ম অধ্যায়)। সুতরাং এই দুর্মূল্য বস্তু সহজলভ্য নহে। এই জন্য অশেষ যত্নের আবশ্যক। এই দুর্গমপথে গুরুর সহায়তা অত্যাবশ্যক। তিনিই বলিয়া দিবেন যে, কোন্ সাধক কোন্ মার্গের অধিকারী। গুরুর সহায়তা ব্যতিরেকে কেহ যদি অধিকতর ভোগপরিতৃপ্তির জন্য সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়া হঠকারিতাবশতঃ অতি উচ্চতত্ত্বকেও আপনার লভ্য মনে করেন, তবে জ্ঞান তাহার চিত্তফলকে প্রতিফলিত হয় না; তিনি এক বলিতে আর বোঝেন। অসুররাজ বিরোচনই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি প্রজাপতির নিকট প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু হইয়া যান নাই,—গিয়াছিলেন ভোগপিপাসু হইয়া; সুতরাং ফলও পাইলেন তদনুরূপ (ছাঃ ৮।৭-৮)।

ব্রহ্মবিদ্যা সুদুর্লভ

অধুনা আমরা ভক্তি সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে চাই। বৈদিক উপাসনার অধিকাংশই বৈদিক কর্মের সহিত বিলুপ্ত হইয়াছে। তথাপি পুরাণ ও আগমাদি শাস্ত্রে ঐ ভাবধারা বহুল পরিমাণে রক্ষিত এবং অনেক ক্ষেত্রে বিস্তারিতও হইয়াছে। বৈদিক উপাসনা ও অধুনাপরিচিত ভক্তির মধ্যে মূলগত কোনও বিশেষ পার্থক্য নাই। এমন কি ভক্তিকে উপাসনারই একটি প্রকারভেদ বলা দোষাবহ নহে। ব্রহ্ম ও দেবতা ভিন্ন অপর বিষয়েও ভাবনামূলক উপাসনা দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভক্তি ভগবান্ বা দেবতা ব্যতীত অন্য বিষয়ে প্রযুক্ত হয় না। এই

ভক্তি ও উপাসনা

হিসাবে উপাসনার গণ্ডি অধিক প্রসারিত। আচার্য ভক্তিকে বিদ্যার সাধন হিসাবে স্থান দিয়া গিয়াছেন, "মুমুক্ষু ব্যক্তি দেবারাধনাপর, শ্রদ্ধাভক্তিপর, দেবৈতৈকশরণ, এবং বিদ্যাপ্রাপ্তি বিষয়ে বা বিদ্যাবিষয়ে প্রমাদহীন হইবেন" (বৃঃ—ভাষ্য ১।৪।১০)। বলা বাহুল্য, আচার্যের মতে ভক্তি ও উপাসনা একার্থক। পরশুরামকল্পসূত্রেও বলা হইয়াছে, "ভগবদুদ্দেশে নিষ্কামভাবে সর্ববস্তু ত্যাগ, ভগবৎকথা শ্রবণ, ভগবন্মন্ত্র জপ, ভগবন্নামস্তোত্র কীর্তন ইত্যাদির অন্যতমও উপাসনা।" আমরা প্রারম্ভে বেদান্তসারের যে মত উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও এই মতেরই পরিপোষক।

ভক্তিমার্গে সাধারণতঃ দ্বৈতমতই অনুসৃত হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, উপাসনামার্গ অদ্বৈতমার্গের সহায়ক হইলেও উপাসকগণ মুখ্যতঃ দ্বৈতভাবাপন্ন হন। অবশ্য ভক্তিমার্গে "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ—পূজাকালে দেবতার সহিত আপনার অভেদ চিন্তা করিবে," ইত্যাকার বিধিও আছে। তান্ত্রিক ন্যাসের দ্বারা সাধক দেবতার সহিত নিজ দেহের অভিন্নতা সম্পাদন করেন। ভূতশুদ্ধির মর্মার্থও অনুরূপ। বলা বাহুল্য, ইহা অদ্বৈতানুভূতির সহায়ক হইলেও অভেদজ্ঞান নহে। উপাস্যের সহিত জীবের ভেদ এখানে সুস্পষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং ইহাকে অহংগ্রহ-উপাসনা বলা যাইতে পারে। এই হিসাবে এবম্প্রকার ভক্তির সহিতও উপনিষদুক্ত উপাসনার সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইবে। অদ্বৈতবেদান্তে অহংগ্রহ-উপাসনা জ্ঞান অপেক্ষা নিম্নস্তরের হইলেও উহার স্থান অতি উচ্চে। এই হিসাবে এবম্প্রকার ভক্তি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার বস্তু।

উপাসনার সহিত ভক্তির অন্যরূপ সাদৃশ্যও আছে। উপাসনা ও ভক্তি উভয়স্থলেই বিচারের স্থান অতি অল্প। বৈদিক উপাসনায় যেমন স্তরভেদ আছে, ভক্তিমার্গেও তাহা প্রকারান্তরে স্বীকৃত হয়। এই জন্যই ভাগবতে (৩।২৯।২৫) আছে, "যতক্ষণ সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে সাধক নিজ হৃদয়ে অবস্থিত বলিয়া না জানিবে, ততক্ষণ সেই স্বধর্মনিরত ব্যক্তি ঈশ্বর

আমাকে প্রতিমাদিতে পূজা করিবে।" অন্যত্র আছে, ভক্তি দুই প্রকার— সগুণা ও নির্গুণা; সগুণা ভক্তি সকাম ব্যক্তির জন্য এবং নির্গুণা নির্বেদপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য। ভাগবতে নির্গুণা ভক্তির যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, উচ্চতর উপাসনার সহিত তাহার কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। যথা, "গঙ্গাবারি যেমন অবিরল ধারায় সমুদ্রে পতিত হয়, তেমনি আমার গুণাবলী শ্রবণমাত্রই যদি সর্বভূতের হৃদয়গুহায় অবস্থিত আমাতে অব্যবহিতা, অহৈতুকী, ও অবিচ্ছিন্না মনোবৃত্তি হয়, তবে উহাই নির্গুণা ভক্তি (ভাগবত ৩।২৯।১১)।" এই অব্যবহিতা কথাটির অর্থ শ্রীধর স্বামী করিয়াছেন "ভেদদর্শনশূন্যা"। তাহা হইলে উহার সহিত অহংগ্রহ-উপাসনার কি প্রভেদ? আর যদি উক্ত ভেদদর্শনশূন্যতা অভেদজ্ঞানস্বরূপ হয়, তবে তো উহা নিদিধ্যাসনেরই সমপর্যায়ভুক্ত। শাণ্ডিল্যসূত্রে ভক্তির লক্ষণ আছে, "সা পরা অনুরক্তিঃ ঈশ্বরে।" আমরা দেখিলাম যে, উচ্চাঙ্গের উপাসনাতেও তৈলধারাবৎ নিরবচ্ছিন্ন অনুরাগ আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত উপনিষদে ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ (ক) বলা হয় (ছাঃ ৪।১০।৪)। সুতরাং নারদীয় ভক্তিসূত্রের "সা কস্মৈচিৎ পরমপ্রেমরূপা"র সহিতও ইহার প্রভেদ নাই। তবে উপাসনামার্গে প্রেম শব্দের ব্যবহার নাই; আছে তাহার স্থলে তাহারই অনুরূপ অন্যবিধ শব্দবিন্যাস। এইরূপে আমাদের সুপরিচিত ভক্তির সহিত উপাসনার সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিলে বৈদিক উপাসনাগুলি আর অদ্ভুত ঠেকিবে না। ইহাদের ভিতর দিয়া আমরা ভারতীয় সাধনধারার একটা সুসমঞ্জস পারম্পর্য দেখিতে পাইব এবং একের আলোকসম্পাতে অপর মার্গের গূঢ়তত্ত্ব স্ফুটতররূপে উপলব্ধি করিব।

ভক্তি ও উপাসনামার্গে মুক্তি

ভক্তিমার্গে সাধারণতঃ দ্বৈতমত অবলম্বন করিলেও তদ্দ্বারা সাক্ষাৎ মুক্তিলাভ ঘটিবে—এইরূপ অনেকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু ইহা যুক্তিসহ নহে। প্রথমতঃ, বেদান্তসূত্রে চরমসিদ্ধান্ত হিসাবে দ্বৈতমত গৃহীত হয় নাই (২।২।৪২-৪৫)। দ্বিতীয়তঃ, জীব যদি

স্বরূপতঃ ব্রহ্ম না হয়, তবে শুধু ভাবনার দ্বারা স্বরূপ পরিবর্তন করিয়া আপনা হইতে ভিন্ন ব্রহ্মে পরিণত হইবে, ইহা অযৌক্তিক। আমরা দেখিয়াছি যে, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্তই বিনাশী। ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন না হইয়া অবিনশ্বর মুক্তিলাভ অসম্ভব। সুতরাং বেদান্তসম্মত মুক্তি স্বীকার করিতে হইলে, সাধনমার্গে দ্বৈতভাবের প্রয়োজন স্বীকার করিয়া লইলেও চরমসিদ্ধান্ত হিসাবে উহাকে ত্যাগ করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, জ্ঞান ভিন্ন অপর কিছুই অজ্ঞানের নিবর্তক নহে। ভাবনা দ্বারা অজ্ঞাননিবৃত্তি হয় না। যদি হইত তবে রজ্জুতে সর্পভ্রমস্থলে "ইহা সর্প নহে" এইরূপ বারংবার চিন্তা করিলেই সর্পভ্রম নিবারিত হওয়া উচিত; অথচ ভীত ব্যক্তির পক্ষে তাহা হইতে দেখা যায় না। রজ্জুজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত তাহার ভ্রম থাকিয়াই যায়। সাধনরূপ প্রেম দ্বৈতমূলক। অনেকে বলেন, প্রেমে অদ্বৈতানুভূতি হয়। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে উহা অদ্বৈতাভাস মাত্র; কারণ উহাতে প্রেমাস্পদের সহিত দ্বৈতব্যবহার দৃষ্ট হয়। প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞানে ঐরূপ হইতে পারে না। সুতরাং ভক্তি স্বতন্ত্রভাবে সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ—ইহা স্বীকার করা চলে না। মুক্তির সহিত উপাসনার যেরূপ পারম্পরিক সম্বন্ধ, ভক্তিরও তাহাই হওয়া স্বাভাবিক। ভক্তিমার্গে কখনও উপাস্যের সহিত যে অভেদ চিন্তা করা হয়, তাহা যদি আরোপমাত্রই হয়, তবে উহা অহংগ্রহ-উপাসনা; আর যদি উহা শব্দপ্রমাণমূলক হয়, তবে উহাকে ভক্তি না বলিয়া নিদিধ্যাসনই বলা উচিত।

অনেকক্ষেত্রে প্রেমকে সাধনমাত্র রূপে না ধরিয়া উহাকে ভক্তির পরিণতাবস্থা বলা হয় এবং স্বীকার করা হয় যে, তখন ভগবানের সহিত একাত্মতা অনুভূত হয়। এতাদৃশ অদ্বৈতানুভূতি ও জ্ঞান একার্থক বলিয়াই গীতায় জ্ঞানীকে ভক্তশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে (৭।১৬-১৮)। কিন্তু এই আত্ম-সমাধিরূপ প্রেম কেবল ভক্তির পরিণতাবস্থা নহে; কারণ ক্রম-মুক্তির উপায়ীভূত ভক্তি অদ্বৈতানুভূতিতে পরিণত না হইয়া ও শ্রবণাদির সাহায্য না লইয়া স্বতঃই জীবন্মুক্তি দিতে পারে না (শ্বেঃ ৩।৭-১০)।

এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠিতেছে। বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র কারণ। এই জ্ঞানলাভের পক্ষে বেদান্তবিচারই প্রশস্ত পন্থা। অবশ্য উপাসনাও শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু উপাসনার বিষয়রূপে যাহা গৃহীত হয় তাহা নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন; সর্বোত্তম উপাসনাতেও অধ্যস্ত গুণরাশিকে বাদ দেওয়া চলে না। বিচারদৃষ্টিতে উহারা কল্পিত, সুতরাং মিথ্যা। ব্রহ্মসূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, উপাসনার জন্যই ব্রহ্মের চতুষ্পাদত্বাদি কল্পিত হয় (৩।২।৩৩, ১।২।২)। আচার্যও লিখিয়াছেন, "আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক উপাসনার্থই তাঁহার সসীম ঐশ্বর্য উপদিষ্ট হইয়াছে (ব্রঃ-ভাষ্য ১।১।২০)।" সুতরাং ভ্রমকল্প এই সকলের সাহায্যে কিরূপে সত্যলাভ হইবে? ইহার উত্তর এই যে, কল্পনা হইলেও ইহা ভগবানের কৃপাসম্ভূত এবং শাস্ত্রের দ্বারা উপদিষ্ট; ইহা আমাদের ন্যায় অর্বাচীনদের কল্পনা নহে।[1]

উপাসনা মুক্তির সহায় কেন?

পঞ্চদশীকার এই বিষয়ে একটি লৌকিক যুক্তিরও অবতারণা করিয়াছেন। উপাসনার জন্য স্বীকৃত গুণাদিকে যদিও ভ্রম বলা উচিত নহে, কারণ উহারা আমাদের চিন্তাদি হইতে উদ্ভূত নহে, তথাপি তর্কচ্ছলে উহাদিগকে ভ্রম বলিয়া মানিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কতকগুলি ভ্রম সংবাদী বা ফলপ্রাপ্তির সহায়ক; আর কতকগুলি বিসংবাদী বা এরূপ নহে। অজামিল মৃত্যুকালে নিজপুত্র নারায়ণকে ডাকিয়া বিষ্ণুলোক পাইয়াছিলেন। এখানে তিনি ভগবানের নারায়ণনামকে স্বপুত্রের নাম বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। তথাপি উক্ত সংবাদী ভ্রম তাঁহার সদ্গতি লাভের সহায় হইল। কোন

১। চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥ রামপূর্বতাপনীয়োপনিষৎ।
যদ্ যদ্ ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি।
তদ্ তদ্ বপু প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥ ভাগবত ৩।৯।১১
গীতা ৪।১১; ছাঃ ৮।৫।৪ টীকা; এই ভূমিকায় "জ্ঞান ও উপাসনা" দ্রঃ।

স্ফটিকে মণিপ্রভা পড়িয়া উহাকে মণির ন্যায় মনে হইলে কেহ যদি মণি মনে করিয়া অগ্রসর হয়, তবে ঐ সংবাদী ভ্রমই তাহার মণিপ্রাপ্তির সহায় হইবে। কিন্তু দীপপ্রভা পড়িয়া স্ফটিককে মণিসদৃশ করিলে উহা বিসংবাদী ভ্রম হইবে; তৎসহায়ে মণিলাভ হইবে না। গোদাবরীজল স্বয়ং পবিত্র; সুতরাং কেহ গোদাবরীজলকে গঙ্গাজল ভ্রমে ব্যবহার করিলেও পবিত্রতা-ফল অবশ্যই পাইবে। এইরূপে ভগবানের রূপ ও গুণাদিও তাঁহার প্রাপ্তির সহায়ক হয়।

এতদ্ব্যতীত ইহাও শাস্ত্রসিদ্ধ যে, ভাবানুযায়ী সিদ্ধিলাভ হয় (ছাঃ ৪।৩।৬, ৩।১৪।১)। বিশেষতঃ উপাসনা সহায়ে ভগবানের শরণাপন্ন হইলে তিনি সাধকের সর্ববিঘ্ন দূর করিয়া পথ সরল করিয়া দেন।[১] ক্ষুদ্র শিশুর অর্ধোচ্চারিত "মা মা" শব্দে মা কিছু কম সন্তুষ্ট হন না। সুতরাং "ব্রহ্ম ভিন্ন সব মিথ্যা, অতএব উপাসনা ব্যর্থ," এই বলিয়া ভক্তিমার্গকে ও উপাসনামার্গকে উড়াইয়া দেওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ। অধিকন্তু শ্রীভগবানের করুণা স্বতঃই জীবকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করে বলিয়া ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদীকেও ভক্তিপরায়ণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী লিখিয়াছেন—

"অদ্বৈতসাম্রাজ্যপথাধিরূঢ়াস্তৃণীকৃতাখণ্ডলবৈভবাশ্চ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥"

১। "ভক্তবৎসলঃ স্বয়মেব সর্বেভ্যো মোক্ষবিঘ্নেভ্যো ভক্তিনিষ্ঠান্ সর্বান্ পরিপালয়তি, সর্বাভীষ্টান্ প্রযচ্ছতি, মোক্ষং দাপয়তি।"—ত্রিপাদবিভূতি উপনিষৎ।

সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেঽস্তু তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

মম (আমার) অঙ্গানি (অবয়ব সকল), বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) প্রাণঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্রম্, অথো (ও) বলম্ (বল), চ (এবং) সর্বাণি ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) আপ্যায়ন্তু (পুষ্টিলাভ করুক)। সর্বম্ (সমস্ত পদার্থই) ঔপনিষদম্ ব্রহ্ম (উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম)। অহম্ (আমি) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) মা নিরাকুর্যাম্ (যেন অস্বীকার না করি), ব্রহ্ম মা (=মাং, আমাকে) মা নিরাকরোৎ (যেন প্রত্যাখ্যান না করেন); [তাঁহার নিকট আমার] অনিরাকরণম্ (অপ্রত্যাখ্যান) অস্তু (হউক), মে (আমার নিকট) [তাঁহার] অনিরাকরণম্ অস্তু; [অর্থাৎ আমাদের নিত্যসম্বন্ধ হউক]। উপনিষৎসু (উপনিষৎ সকলে) যে ধর্মাঃ (যে সকল ধর্ম [আছে]) তে (তাহারা) তৎ-আত্মনি (সেই আত্মাতে) নিরতে (নিষ্ঠ) ময়ি (আমাতে) সন্তু (হউক), তে ময়ি সন্তু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক,—অর্থাৎ রোগাদি মনস্তাপাদি, হিংস্র প্রাণী প্রভৃতির কৃত হিংসাদি, এবং আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপদাদি,—এই ত্রিবিধ বিঘ্নের বিনাশ হউক)

আমার অঙ্গসমূহ, বাক্, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, বল, ও ইন্দ্রিয়সমূহ পুষ্টিলাভ করুক। সর্ববস্তু স্বরূপতঃ উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মই। আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি, ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন; তাঁহার সহিত আমার এবং আমার সহিত তাঁহার নিত্য অবিচ্ছেদ হউক। সেই পরমাত্মায় সততনিষ্ঠ আমাতে উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ধর্মসমূহ (প্রতিভাত) হউক; আমাতে উহা (প্রতিভাত) হউক। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

প্রথমাধ্যায়—প্রথম খণ্ড

(ওঙ্কারোপাসনা)

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীত। ওমিতি হ্যুদ্‌গায়তি তস্যোপ-ব্যাখ্যানম্ ॥ ১

উদ্‌গীথম্ (সামের উদ্‌গীথ-ভক্তির অবয়ব বলিয়া উদ্‌গীথ শব্দের বাচ্য) ওম্ ইতি (ওম্ এই [বর্ণাত্মক]) অক্ষরম্ (অক্ষরকে) উপাসীত (উপাসনা করিবে), [ইহা উদ্‌গীথ-ভক্তির অবয়ব] হি (কারণ) ওম্ ইতি (ওম্ এই শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়াই) উদ্‌গায়তি (উদ্‌গীথ গান করিয়া থাকেন)। তস্য (সেই অক্ষরের) উপব্যাখ্যানম্ (উপাসনা, মহিমা, ও ফল ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাখ্যা) [আরম্ভ হইতেছে]। ১

উদ্‌গীথ-শব্দ-বাচ্য "ওম্"[১] এই (বর্ণাত্মক[২]) অক্ষরকে উপাসনা করিবে; কারণ "ওম্" এই শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্‌গীথ[৩] গান করা হয়। সেই অক্ষরের (উপাসনা, মহিমা, ও ফল প্রভৃতি বিষয়ে) ব্যাখ্যা আরম্ভ হইতেছে। ১

১। এখানে উদ্‌গীথ শব্দটি ওম্ শব্দটির বিশেষণ; উদ্‌গীথম্ ওম্ = উদ্‌গীথভক্তিস্থ ওঙ্কার। উদ্‌গীথ = সামবেদীয় স্তোত্রাংশ বিশেষ। উহা কর্মেরই অঙ্গ এবং কর্মেই প্রযোজ্য। ওঁ উহার একটি অবয়ব। গ্রামের কয়েকটি বাড়ী দগ্ধ হইলেও যেমন বলা হয় "গ্রাম দগ্ধ হইয়াছে", তেমনি সমুদয়ে প্রযোজ্য উদ্‌গীথ শব্দটিকেও অবয়ব ওঙ্কারে প্রয়োগ করা হইয়াছে। কর্মে অভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রথমেই কর্ম ত্যাগ করিয়া উপাসনাতে মন স্থির করা সুকঠিন; এই জন্য প্রথমে কর্মের অঙ্গভূত উপাসনাই বলা হইতেছে—কর্মনিরপেক্ষ উপাসনা নহে। ইহার পরে এই উপাসনার দৃষ্টফলসমূহ বলা হইবে (১।১।৭-৮)। ঐ ফল যজমানের প্রাপ্য; কারণ তিনিই উদ্‌গাতাকে (= সামগানকারী ঋত্বিক্ বিশেষকে) ঐ কর্মে নিয়োগ করিয়া দক্ষিণা প্রদানপূর্বক ফললাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। ওম্-ই যে উদ্‌গীথ-শব্দবাচ্য, শ্রুতি তাহা নিজেই বলিবেন (১।৫।১)।

২। ওম্ পরমাত্মার প্রিয় নাম। মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে উহা উচ্চারণ করিতে হয়— "ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্যাদাদাবন্তে চ সর্বদা। স্রবত্যনোঙ্কৃতং পূর্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্যতে॥" এই শ্রেষ্ঠ অক্ষরই আবার পরমাত্মার প্রতীক। বর্তমান স্থলে উহাকে ব্রহ্মের বাচকরূপে

চ (এবং) [সাম শব্দে উল্লিখিত] প্রাণঃ চ, [অর্থাৎ বাক্ ও প্রাণ বলিয়া যে দুইটি উপলব্ধ হয়] তৎ বৈ (তাহাই) এতৎ মিথুনম্ (এই যুগল) [শঃ ১।৩।৩।২] । ৫

বাক্‌ই ঋক্, প্রাণই সাম,[১] এবং ওম্ এই বর্ণাত্মক অক্ষরই উদ্‌গীথ। ঋক্ ও সামের কারণীভূত বাক্ ও প্রাণ উভয়ে একটি মিথুন। ৫

১। ঋক্ ও সাম এবং তৎকারণীভূত বাক্ ও প্রাণের গ্রহণের দ্বারা যাবতীয় ঋক্ ও সাম এবং তাহাদের দ্বারা সম্পাদ্য সকল কর্মের গ্রহণ করা হইল। অর্থাৎ যাবতীয় অভিলষিত কর্মফল বাক্ ও প্রাণের দ্বারা সম্পাদ্য।

তদেতন্মিথুনমোমিত্যেতস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে যদা বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছত আপয়তো বৈ তাবন্যোন্যস্য কামম্ ॥ ৬

তৎ (সেই) এতৎ (এই, এবম্প্রকার) মিথুনম্ (যুগল) ওম্ ইতি এতস্মিন্ অক্ষরে (ওম্ এই বর্ণাত্মক অক্ষরে) সংসৃজ্যতে (সম্মিলিত হয়) ; যদা বৈ (যখনই) মিথুনৌ (যুগলাবয়ব স্ত্রী ও পুরুষ) সমাগচ্ছতঃ (পরস্পর মিলিত হয়) [তখনই] তৌ (তাহারা) অন্যোন্যস্য (পরস্পরের) কামম্ (অভিলাষ) আপয়তঃ বৈ (অবশ্যই প্রাপ্ত করায়, পূর্ণ করায়) । ৬

এতাদৃশ উক্ত যুগলটি ওম্ এই বর্ণাত্মক অক্ষরে সম্মিলিত হয়।[১] যখনই (নরনারী) যুগলের মিলন হয়, তখনই উভয়ে উভয়ের কাম চরিতার্থ করে।[২] ৬

১। কারণ এই অক্ষরটি বাঙ্ময় এবং প্রাণের চেষ্টাদ্বারা নিষ্পাদ্য।

২। বাক্ ও প্রাণ সমুদয় অভিলাষ পূর্ণ করে (১।১।৫ টীকা) ; অতএব নরনারী যুগলের ন্যায় উহারা অভিলাষপ্রাপ্তির কারণ।

আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ অক্ষরমুদ্‌গীথমুপাস্তে ॥ ৭

যঃ (যে উপাসক, উদ্‌গাতা) এতৎ (এই) উদ্‌গীথম্ (উদ্‌গীথভক্তির অবয়ব) অক্ষরম্ ("ওম্" অক্ষরকে) এবম্ (এই প্রকার আপ্তিগুণ-বিশিষ্ট রূপে) বিদ্বান্ (জানিয়া) উপাস্তে (উপাসনা করেন), [তিনি] কামানাম্ (যজমানের কাম্য ফলসমূহের) আপয়িতা (প্রাপয়িতা, প্রাপ্তির কারণ) হ বৈ (অবশ্যই) ভবতি (হন)। ৭

যিনি এই উদ্‌গীথাবয়ব অক্ষরকে এই প্রকার আপ্তিগুণবিশিষ্ট রূপে জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি অবশ্যই যজমানকে কাম্য ফলসমূহ প্রাপ্ত করান।[১] ৭

১। কারণ যে যে গুণ-বিশিষ্ট রূপে উপাস্যকে উপাসনা করা হয়, উপাসকের সেই সেই গুণ লাভ হয়।

তদ্বা এতদনুজ্ঞাক্ষরং যদ্ধি কিঞ্চানুজানাত্যোমিত্যেব তদাহৈষো এব সমৃদ্ধির্যদনুজ্ঞা সমর্ধয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্‌গীথমুপাস্তে ॥ ৮

তৎ বৈ এতৎ (সেই এই অক্ষরই) অনুজ্ঞা-অক্ষরম্ (অনুমতিজ্ঞাপক অক্ষর); —হি (কারণ) যৎ কিম্ চ [যাহা কিছু] [কেহ] অনুজানাতি (অনুমোদন করে) তদা (তখন) [সে] ওম্ ইতি এব (ওম্ এই কথাই) আহ (বলিয়া থাকে); যৎ (=যা, যাহা) অনুজ্ঞা (অনুমতি) এষা উ এব (ইহাই আবার) সমৃদ্ধিঃ (বিভূতি [অর্থাৎ উহা বিভূতির সূচক]); যঃ (যিনি) এতৎ (এই) উদ্‌গীথম্ (উদ্‌গীথাবয়ব) অক্ষরম্ (অক্ষরকে, ওম্‌কে) এবম্ (এইরূপ সমৃদ্ধিগুণ-বিশিষ্ট) বিদ্বান্ (জানিয়া) উপাস্তে (উপাসনা করেন) [তিনি] কামানাম্ ([যজমানের] কাম্যবর্গের) হ বৈ (অবশ্যই) সমর্ধয়িতা (সম্যক্ বৃদ্ধির কারণ) ভবতি (হন)। ৮

উক্ত এই ওঙ্কারই সম্মতিজ্ঞাপক[১] অক্ষর; কারণ যখনই কিছু অনুমোদন করা হয়, তখন "ওম্" বলা হয়। যাহা অনুমতি উহাই আবার সমৃদ্ধি।[২] যিনি উদ্‌গীথাবয়ব অক্ষরকে এইরূপ সমৃদ্ধিগুণবান্ জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি যজমানের কাম্যফল সম্যক্ বর্ধিত করেন। ৮

১। লোকব্যবহারে এবং বেদে দেখা যায় যে, কেহ কিছু বলিলে অপরে ওম্ বলিয়া তাহার অনুমোদন করেন।

২। যিনি সমৃদ্ধ তিনিই ধনাদি দান বিষয়ে ওম্ বলিয়া অনুমতি করিতে পারেন। অতএব ওঙ্কার সমৃদ্ধিগুণবান্।

তেনেয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ততে ওমিত্যাশ্রাবয়ত্যোমিতি শংসত্যোমিত্যুদ্‌গায়ত্যেতস্যৈবাক্ষরস্যাপচিত্যৈ মহিম্না রসেন ॥ ৯

[অতঃপর ওঙ্কারের উপাসনায় প্ররোচিত করিবার জন্য উহার প্রশংসা করা হইতেছে]—তেন (সেই ওঙ্কার অবলম্বনেই) ইয়ম্ (এই) ত্রয়ী বিদ্যা (ঋগ্বেদাদি রূপ বিদ্যা, অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম) বর্ততে (প্রবৃত্ত হয়) ; [কারণ] ওম্ ইতি (ওম্ উচ্চারণপূর্ব্বক) আশ্রাবয়তি ([দেবতাদিগকে যজ্ঞকালে মন্ত্রাদি] শ্রবণ করান হয়) [অর্থাৎ অধ্বর্যু যখন বলেন "ওম্ শ্রাবয়", তখন অগ্নীধ্ বলেন "অস্তু শ্রৌষট্", তৎপরে অধ্বর্যু হোতাকে যাজ্যাপাঠের অনুমতি দেন], ওম্ ইতি শংসতি (ওম্ উচ্চারণপূর্ব্বক হোতা স্তোত্র পাঠ করিয়া থাকেন), ওম্ ইতি উদ্‌গায়তি (ওম্ উচ্চারণ করিয়া উদ্‌গাতা সামগান করেন) ; [তৈঃ ১।৮]। এতস্য (এই) অক্ষরস্য এব (অক্ষরেরই) অপচিত্যৈ (পূজার্থ) [বৈদিক কর্ম প্রবর্তিত হয়], [এবং অক্ষরেরই] মহিম্না (মহিমাদ্বারা) [অর্থাৎ অক্ষরের পরিণামভূত [যজমানাদির] প্রাণের দ্বারা] [ও] রসেন (রসের দ্বারা) [অর্থাৎ অক্ষরের পরিণামভূত ব্রীহি-যবাদির রসরূপ হবিঃ দ্বারা] [ত্রয়ী-বিহিত কর্ম প্রবর্তিত হয়]। ৯

উক্ত ওঙ্কার অবলম্বনে বেদবিদ্যাবিহিত কর্ম প্রবৃত্ত হয় ; কারণ ওম্ উচ্চারণপূর্বক দেবতাদিগকে শ্রবণ করান হয়, ওম্ উচ্চারণপূর্বক স্তোত্র পাঠ করা হয়, এবং ওম্ উচ্চারণ করিয়া সামগান করা হয়। এই অক্ষরের পূজার জন্য[১] ইঁহারই (পরিণামভূত ঋত্বিক্ ও যজমানাদির প্রাণরূপ) মহিমা দ্বারা এবং ইঁহারই (পরিণামভূত ব্রীহিযবাদির রস (হইতে নিষ্পন্ন হবিঃ) দ্বারা[২] (ত্রয়ী-বিহিত কর্ম প্রবর্তিত হয়)। ৯

১। বৈদিক কর্মের দ্বারা পরমাত্মার পূজা হয় (গীতা ১৮।৪৬)। ওঙ্কার পরমাত্মার প্রতীক ; অতএব পরমাত্মার পূজার দ্বারা ওঙ্কারেরই পূজা হয়।

২। ওঙ্কার উচ্চারণপূর্বক যে যাগহোমাদি হয়, তাহা আদিত্যে যায় এবং ক্রমে বৃষ্টি হইয়া ব্রীহিযবাদি হয়। তাহাতে প্রাণ তৃপ্ত হয়। সুতরাং ব্রীহিযবাদি ও প্রাণ যথাক্রমে ওঙ্কারেরই রস ও মহিমা।

তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ। নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্যবত্তরং ভবতীতি খল্বেতস্যৈবাক্ষরস্যোপব্যাখ্যানং ভবতি ॥ ১০

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডঃ ॥

[এখন এইরূপ আশঙ্কার উদয় হইতে পারে যে],—যঃ চ (যিনি) এতৎ (এই অক্ষরকে) এবম্ (এই প্রকার) বেদ (জানেন), যঃ চ (এবং যিনি) ন বেদ (জানেন না), উভৌ (তাঁহারা উভয়েই) তেন (উক্ত অক্ষরের দ্বারা) কুরুতঃ (কর্ম করিয়া থাকেন) [অতএব অক্ষরের যাথাত্ম্য-জ্ঞান নিষ্ফল নহে কি]? [অক্ষরের বিজ্ঞান] তু (কিন্তু) [নিষ্ফল নহে]; [কারণ] বিদ্যা চ ([অক্ষরের] যাথাত্ম্যজ্ঞান বা উপাসনা) অবিদ্যা চ (এবং কেবল কর্মের জ্ঞান) নানা (বিভিন্ন); যৎ এব (যাহাই) বিদ্যয়া ([উদ্গীথের অঙ্গাদি বিষয়ে] বিজ্ঞানবান্ হইয়া) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাসহকারে) উপনিষদা (দেবতাবিষয়ক উপাসনাদি সহকারে) করোতি (করেন) তৎ এব (সেই কর্মই) বীর্যবত্তরম্ (অধিক ফলপ্রদ) ভবতি (হয়); ইতি (ইহা) খলু এতস্য (এই) অক্ষরস্য এব (অক্ষরেরই) উপব্যাখ্যানম্ (মহিমাদির ব্যাখ্যা) ভবতি (হয়)। ১০

যিনি এই ওঙ্কাররূপ অক্ষরকে জানেন এবং যিনি জানেন না, তাঁহারা উভয়েই এই অক্ষরেরই দ্বারা কর্ম করিয়া থাকেন বটে; পরন্তু (অক্ষরবিজ্ঞান নিষ্ফল নহে; কারণ) উপাসনা ও উপাসনাহীন কর্মের জ্ঞান হইতে বিভিন্ন ফল হয়। বিজ্ঞান, শ্রদ্ধা, ও উপাসনাদি সহকারে যে কর্ম করা হয়, তাহা অধিক ফলপ্রদ হয়। এই পর্যন্ত অক্ষরেরই মহিমাদি ব্যাখ্যাত হইল।[১] ১০

১। এই খণ্ডে রসতমত্ব, আপ্তি, ও সমৃদ্ধি এই তিন গুণে সমন্বিত ওঙ্কারের একটিমাত্র উপাসনা বিহিত হইয়াছে—তিনটি উপাসনা নহে। গুণত্রয়বিশিষ্ট, উদ্গীথাবয়ব, ব্রহ্মপ্রতীক ওঙ্কার ব্রহ্মের ন্যায় উপাস্য।

প্রথমাধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড

(প্রাণদৃষ্টিতে উদ্‌গীথোপাসনা)

দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে উভয়ে প্রাজাপত্যাস্তদ্ধ দেবা উদ্‌গীথমাজহ্রুরনেনৈনানভিভবিষ্যাম ইতি ॥ ১

প্রাজাপত্যাঃ (প্রজাপতি—কর্ম ও জ্ঞানে অধিকারী পুরুষ; তাঁহার সন্তানস্থানীয়) দেব-অসুরাঃ (দেব—শাস্ত্রোদ্ভাসিত ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল, অসুর—স্বাভাবিক তমোময় ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল) উভয়ে (উভয়ে) যত্র (যে বিষয়ে, অর্থাৎ পরস্পরের সম্পদ্ অপহরণপূর্বক পরাজয়ার্থ) হ বৈ [পূর্ববৃত্তান্তের সূচক অব্যয়] সংযেতিরে (সংগ্রাম করিয়াছিলেন), তৎ হ (তাহাতে, সেই যুদ্ধে) দেবাঃ (দেবগণ) "অনেন (এই কর্ম দ্বারা) এনান্ (এই অসুরদিগকে) অভিভবিষ্যামঃ (পরাজয় করিব)" ইতি (এই মনে করিয়া) উদ্‌গীথম্ (উদ্‌গীথ, অর্থাৎ উদ্‌গীথ-ভক্তির দ্বারা উপলক্ষিত উদ্‌গাতার অনুষ্ঠেয় কর্ম) আজহ্রুঃ (আহরণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন) । ১

প্রজাপতির সন্তান দেবতা ও অসুরগণ পুরাকালে যখন পরস্পরের পরাজয়ার্থ সংগ্রাম করিয়াছিলেন,[১] তখন দেবগণ "এই কর্মসহায়ে অসুরগণকে পরাভূত করিব," এই মনে করিয়া উদ্‌গীথকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১

১। বহির্মুখ ইন্দ্রিয়বৃত্তি অধর্ম ও ধ্বংসের কারণ হয়, এবং সাত্ত্বিক অন্তর্মুখ ইন্দ্রিয়বৃত্তি ধর্মের কারণ হয়,—ইহাই বুঝাইবার জন্য এই আখ্যায়িকা। প্রতি জীবদেহে অনাদিকাল হইতে এই উভয়বৃত্তির যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে, তাহাকেই দেবাসুরের যুদ্ধরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। জীবই এখানে প্রজাপতি।

তে হ নাসিক্যং প্রাণমুদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তং হাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং জিঘ্রতি সুরভি চ দুর্গন্ধি চ পাপ্মনা হ্যেষ বিদ্ধঃ ॥ ২

[সেই উদ্‌গীথ-কর্ম করিতে ইচ্ছুক] তে হ (উক্ত দেবগণ) নাসিক্যম্ (নাসিকায় অবস্থিত) প্রাণম্ ([চৈতন্যাধিষ্ঠিত] ঘ্রাণাখ্য প্রাণকে) উদ্‌গীথম্ ([উদ্‌গীথভক্তির দ্বারা

উপলক্ষিত] উদ্‌গীথকর্তা বা উদ্‌গাতা রূপে) উপাসাঞ্চক্রিরে (উপাসনা করিয়াছিলেন) ; তম্ হ (তাঁহাকে, ঘ্রাণদেবতাকে) অসুরাঃ (অসুরগণ, স্বাভাবিক তমোবৃত্তিসমূহ) পাপ্মনা (পাপের দ্বারা) বিবিধুঃ (বিদ্ধ করিয়াছিল), [অর্থাৎ "যাহা কিছু উত্তম গন্ধ গৃহীত হয়, তাহা আমার," এই মনে করিয়া নাসিকায় অবস্থিত প্রাণদেবতা অহঙ্কৃত হইলেন এবং তজ্জন্য বিবেকজ্ঞান হারাইলেন] ; তস্মাৎ (সেইজন্য, পাপবিদ্ধ হওয়ায়) তেন (সেই ঘ্রাণের দ্বারা) [লোকে] সুরভি চ দুর্গন্ধি চ (সুগন্ধি ও দুর্গন্ধি) উভয়ম্ (উভয়ই) জিঘ্রতি (আঘ্রাণ করিয়া থাকে) ; হি (কারণ) পাপ্মনা (পাপের দ্বারা) এষঃ (এই ঘ্রাণ) বিদ্ধঃ (সংস্পৃষ্ট হইয়াছেন)। ২

উক্ত দেবগণ নাসিকায় অবস্থিত ঘ্রাণদেবতাকে উদ্‌গীথকর্তারূপে উপাসনা করিয়াছিলেন;[1] তাঁহাকে অসুরগণ পাপের দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল। যেহেতু এই ঘ্রাণ পাপের দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছেন, এই জন্য লোকে উহার দ্বারা সুরভি ও দুর্গন্ধি উভয়ই[2] আঘ্রাণ করিয়া থাকে। ২

১। উদ্‌গীথাখ্য ওঙ্কারকে ঘ্রাণাখ্য প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনা করিয়াছিলেন। পরেও সর্বত্র এইরূপই বুঝিতে হইবে। আরও দ্রষ্টব্য এই যে, চৈতন্যাধিষ্ঠিত একই প্রাণ নাসিকাদি ইন্দ্রিয়গোলকে ঘ্রাণদেবতাদিরূপে অবস্থিত আছেন।

২। যদিও এখানে উভয় শব্দ আছে, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, পাপের ফলে কেবল অনভীপ্সিত পার্থিব গন্ধই লাভ হয়। পরেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

অথ হ বাচমুদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তাং হাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তয়োভয়ং বদতি সত্যঞ্চানৃতঞ্চ পাপ্মনা হ্যেষা বিদ্ধা ॥ ৩

অথ (অনন্তর) বাচম্ (বাগ্‌দেবতাকে), তাম্ (উক্ত বাক্‌কে), তয়া (বাকের দ্বারা), সত্যম্ চ (সত্য) অনৃতম্ চ (এবং মিথ্যা), বদতি (বলে), এষা (এই বাক্)। [অপরাংশ পূর্বের ন্যায়]। ৩

অনন্তর দেবগণ বাগ্‌দেবতাকে উদ্‌গীথকর্তারূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অসুরগণ পাপের দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল। যেহেতু বাক্ পাপবিদ্ধ হইয়াছেন, অতএব তদ্দ্বারা লোকে সত্য ও মিথ্যা উভয়ই বলিয়া থাকে। ৩

অথ হ চক্ষুরুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং পশ্যতি দর্শনীয়ঞ্চাদর্শনীয়ঞ্চ পাপ্মনা হ্যেতদ্ বিদ্ধম্ ॥ ৪

চক্ষুঃ (চক্ষুর্দেবতাকে), তৎ (উক্ত চক্ষুকে), তেন (সেই চক্ষুর দ্বারা), দর্শনীয়ম্ (রমণীয়), অদর্শনীয়ম্ (অরমণীয়), পশ্যতি (দর্শন করে), এতৎ (এই চক্ষু) । ৪

অনন্তর চক্ষুর্দেবতাকে উদ্গীথকর্তারূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অসুরেরা পাপের দ্বারা বিদ্ধ করিল। যেহেতু চক্ষু পাপবিদ্ধ হইয়াছেন, অতএব তদ্দ্বারা লোকে রমণীয় ও অরমণীয় উভয়ই দর্শন করিয়া থাকে। ৪

অথ হ শ্রোত্রমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং শৃণোতি শ্রবণীয়ঞ্চাশ্রবণীয়ঞ্চ পাপ্মনা হ্যেতদ্ বিদ্ধম্ ॥ ৫

শ্রোত্রম্ (কর্ণদেবতাকে), তৎ (উক্ত কর্ণকে), তেন (কর্ণ দ্বারা), শৃণোতি (শ্রবণ করে), শ্রবণীয়ম্ চ অশ্রবণীয়ম্ চ (প্রিয় ও অপ্রিয় শব্দ), এতৎ (কর্ণ) । ৫

অনন্তর কর্ণদেবতাকে উদ্গীথকর্তারূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অসুরেরা পাপের দ্বারা বিদ্ধ করিল। যেহেতু কর্ণ পাপবিদ্ধ হইয়াছেন, অতএব তদ্দ্বারা লোকে প্রিয় অপ্রিয় ও উভয় প্রকার শব্দই শ্রবণ করে। ৫

অথ হ মন উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং সঙ্কল্পয়তে সঙ্কল্পনীয়ঞ্চাসঙ্কল্পনীয়ঞ্চ পাপ্মনা হ্যেতদ্ বিদ্ধম্ ॥ ৬

মনঃ (মনোদেবতাকে), তৎ (উক্ত মনকে), তেন (মনের দ্বারা), সঙ্কল্পয়তে (চিন্তা করিয়া থাকে), সঙ্কল্পনীয়ম্ চ অসঙ্কল্পনীয়ম্ চ (শুভ ও অশুভ চিন্তা), এতৎ (এই মন)। ৬

অনন্তর মনোদেবতাকে[১] উদ্গীথকর্তারূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অসুরেরা পাপবিদ্ধ করিল। যেহেতু মন পাপবিদ্ধ হইয়াছেন, অতএব তদ্দ্বারা লোকে শুভ ও অশুভ উভয় প্রকার চিন্তাই করিয়া থাকে। ৬

১। মনোদেবতার পূর্বে ত্বক্ ও রসনাদির দেবতার উল্লেখ না থাকিলেও বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাদিগকেও বরণ করা হইয়াছিল এবং তাঁহারাও পাপবিদ্ধ হইয়াছিলেন।

অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তং হাসুরা ঋত্বা বিদধ্বংসুর্যথাঽশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বংসেত ॥ ৭

অথ হ (অনন্তর) অয়ম্ (যিনিই) যঃ এব (যে) মুখ্যঃ (মুখে অবস্থিত) প্রাণঃ (প্রাণ-দেবতা) তম্ (তাঁহাকে) উদ্গীথম্ (উদ্গাতারূপে) উপাসাঞ্চক্রিরে (উপাসনা করিয়াছিলেন)। অসুরাঃ (অসুরগণ) তম্ হ (তাঁহাকে) ঋত্বা (প্রাপ্ত হইয়া) [সেইরূপ] বিদধ্বংসুঃ (বিনষ্ট হইল) যথা (যেরূপ) আখণম্ (= অখণম্, অভেদ্য) অশ্মানম্ (পাষাণকে) ঋত্বা (প্রাপ্ত হইয়া) [লোষ্ট্রাদি] বিধ্বংসেত (বিনষ্ট হয়)। ৭

অনন্তর এই যে মুখ্য প্রাণ, তাঁহাকে দেবতারা উদ্গাতারূপে উপাসনা করিলেন। অভেদ্য পাষাণের সংস্পর্শে আসা মাত্র (লোষ্ট্রাদি) যেরূপ বিনষ্ট হয়, সেইরূপ মুখ্য প্রাণের সংস্পর্শে আসা মাত্রই অসুরেরা বিনষ্ট হইল।[১] ৭

১। বৃঃ ১।৩।৭। নাসিকাস্থ প্রাণ ও মুখ্যপ্রাণ উভয়েই বায়ুর বিকাররূপে সমান হইলেও বিশেষ স্থানের সহিত সম্বন্ধবশতঃ ঘ্রাণাখ্য প্রাণ পাপবিদ্ধ হইলেও মুখ্য প্রাণ পাপবিদ্ধ হন না।

এবং যথাঽশ্মানমাখণমৃত্বা বিধ্বংসত এবং হৈব স বিধ্বংসতে য এবংবিদি পাপং কাময়তে যশ্চৈনমভিদাসতি স এযোঽশ্মাখণঃ ॥ ৮

এবম্ ([মুখ্য প্রাণও] এইরূপ, অর্থাৎ অসুরপাপের দ্বারা অস্পৃষ্ট)। যথা আখনম্ অশ্মানম্ ঋত্বা [লোষ্ট্রাদি] বিধ্বংসতে (বিনষ্ট হয়) এবম্ হ এব (ঠিক উক্ত প্রকারেই) যঃ (যে) এবং-বিদি (যথোক্ত প্রাণবিদের প্রতি) পাপম্ (অনুচিত ব্যবহার) কাময়তে (করিতে ইচ্ছা করে), যঃ চ (এবং যে) এনম্ (ইঁহাকে) অভিদাসতি (হিংসা করে), সঃ (সে) বিধ্বংসতে ; [কারণ] সঃ এষঃ (উক্ত প্রাণবিদ্) আখণঃ (অভেদ্য) অশ্মা (পাষাণ)। ৮

মুখ্য প্রাণ এইরূপ। অভেদ্য পাষাণের সংস্পর্শে আসিয়া (লোষ্ট্রাদি) যেরূপ ধ্বংস হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি প্রাণবিদের প্রতি অনুচিত ব্যবহারে উদ্যত হয়, কিংবা যে তাঁহাকে হিংসা করে, সেও বিধ্বস্ত হয় ; কেন না উক্ত প্রাণবিদ্ অভেদ্য পাষাণস্বরূপ। ৮

নৈবৈতেন সুরভি ন দুর্গন্ধি বিজানাত্যপহতপাপ্মা হ্যেষ তেন যদশ্নাতি যৎ পিবতি তেনেতরান্ প্রাণানবতি। এতমু এবান্ততোঽবিত্বোৎক্রামতি ব্যাদদাত্যেবান্তত ইতি ॥ ৯

এতেন (এই মুখ্য প্রাণের দ্বারা) ন (না) সুরভি (ভাল গন্ধ) ন (না) দুর্গন্ধি (মন্দ গন্ধ) বিজানাতি ([লোকে] জানে) ;—এষঃ (ইনি) হি (অবশ্যই) অপহত-পাপ্মা (বিগত-পাপ, [কারণ] আসঙ্গরহিতাদিশূন্য)। তেন (সেই মুখ্য প্রাণ সহায়ে), যৎ (যাহা) অশ্নাতি (আহার করে), যৎ পিবতি (পান করে), তেন (সেই পীত ও ভুক্ত দ্রব্যের দ্বারা) ইতরান্ (অপর) প্রাণান্ (ঘ্রাণাদি প্রাণকে) অবতি ([লোকে] পালন করে)। এতম্ উ এব (এই মুখ্য প্রাণকেই, অর্থাৎ মুখ্য প্রাণের জীবিকাস্বরূপ অন্নপানাদিকে) অন্ততঃ (মরণকালে) অবিত্বা (না পাইয়া) উৎক্রামতি (ঘ্রাণাদি দেহ হইতে বহির্গত হয়); [প্রাণের ভোজনেচ্ছা প্রসিদ্ধ ; কারণ] অন্ততঃ ব্যাদদাতি এব ([লোকে] মুখব্যাদান করিয়া থাকে) ইতি। ৯

এই মুখ্য প্রাণের দ্বারা কেহ ভাল বা মন্দ গ্রহণ করে না ; কারণ ইনি অবশ্যই অপাপবিদ্ধ। লোকে মুখ্য প্রাণ সহায়ে যাহা কিছু পান বা আহার করে, তদ্দ্বারা তাহারা ঘ্রাণাদিকেও পালন করে (এই জন্যই) মুখ্য প্রাণের অন্নপানাদি জীবিকা লাভ না হওয়ায় মরণকালে ঘ্রাণাদি উৎক্রমণ করে ; (প্রাণের অন্ন ও পান লাভের ইচ্ছাবশতঃই) লোকে মৃত্যুকালে মুখব্যাদান করে। ৯

তং হাঙ্গিরা উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্র এতমু এবাঙ্গিরসং মন্যন্তেঽঙ্গানাং যদ্রসঃ ॥ ১০

তেন তং হ বৃহস্পতিরুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্র এতমু এব বৃহস্পতিং মন্যন্তে বাগ্ঘি বৃহতী তস্যা এষ পতিঃ ॥ ১১

তেন তং হায়াস্য উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রে এতমু এবায়াস্যং মন্যন্ত আস্যাদ্ যদয়তে ॥ ১২

তেন তং হ বকো দাল্ভ্যো বিদাঞ্চকার। স হ নৈমিষীয়ানামুদ্গাতা বভূব স হ স্মৈভ্যঃ কামানাগায়তি ॥ ১৩

[উদ্গীথাবয়ব ওঙ্কার-নামক অক্ষরকে বিশুদ্ধিগুণবিশিষ্ট মুখ্য প্রাণাত্মারূপ উদ্গাতা মনে করিয়া উপাসনা করিতে হইবে—ইহা বলা হইয়াছে। অধুনা সেই মুখ্য প্রাণেই আঙ্গিরস, বৃহস্পতি, ও আয়াস্য এই গুণত্রয় বিধান করিবার জন্য ১০-১২ কণ্ডিকা বলা হইতেছে]— তম্ হ (সেই মুখ্য প্রাণকেই) অঙ্গিরাঃ (অঙ্গিরা ঋষি) উদ্গীথম্ (উদ্গাতারূপে) উপাসাঞ্চক্রে (উপাসনা করিয়াছিলেন)। [প্রাণই অঙ্গিরা] ; যৎ (যেহেতু) [প্রাণ] অঙ্গানাম্ (শরীরাবয়ব সকলের) রসঃ (সার) তেন (সেই হেতু) এতম্ উ এব (এই মুখ্য প্রাণকেই) [ঋষিরা] আঙ্গিরসম্ (আঙ্গিরস) মন্যন্তে (মনে করেন)। তম্ হ বৃহস্পতিঃ (বৃহস্পতি ঋষি) উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রে। [প্রাণই বৃহস্পতি] ; হি (যেহেতু) বাক্ (বাক্) বৃহতী (মহতী) [এবং] তস্যাঃ (সেই বাকের) এষঃ (এই প্রাণ)

পতিঃ (স্বামী) তেন এতম্ উ এব বৃহস্পতিম্ মন্যন্তে [বৃঃ ১।৩।২০]। তম্ হ আয়াস্যঃ (আয়াস্য ঋষি আপনার সহিত অভিন্নরূপে) উদ্গীথম্ উপাসাঞ্চক্রে [প্রাণই আয়াস্য]; যৎ আস্যাৎ (মুখ হইতে) অয়তে (নির্গত হন) তেন এতম্ উ এব আয়াস্যম্ মন্যন্তে। তম্ হ দাল্ভ্যঃ (দল্ভ্যপুত্র) বকঃ (বক নামক ঋষি) বিদাঞ্চকার (জানিয়াছিলেন)। সঃ হ (তিনি) নৈমিষীয়ানাম্ (নৈমিষারণ্যবাসী ব্যক্তিবর্গদিগের) উদ্গাতা (সামগানকর্তা) বভূব (হইয়াছিলেন), [এবং] সঃ এভ্যঃ (ইঁহাদিগের জন্য) কামান্ (যথাভিলষিত ফলসমূহ) আগায়তি স্ম (গান করিয়াছিলেন) [অর্থাৎ উদ্গীথ-গানের ফলে তাঁহাদের কামনা সকল পূর্ণ করিয়াছিলেন]। ১০-১৩

সেই মুখ্য প্রাণকেই অঙ্গিরা ঋষি উদ্গীথকর্তারূপে উপাসনা করিয়াছিলেন।[১] যেহেতু প্রাণ অঙ্গের অবয়ব সকলের রসস্থানীয়, অতএব (ঋষিগণ) প্রাণকে আঙ্গিরস মনে করিয়া থাকেন। বৃহস্পতি তাঁহাকে উদ্গীথকর্তারূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। যেহেতু বাক্ বৃহতী এবং প্রাণ তাঁহার পতি, অতএব (ঋষিগণ) প্রাণকেই বৃহস্পতি মনে করিয়া থাকেন। আয়াস্য ঋষি তাঁহাকেই আপনা হইতে অভিন্ন উদ্গীথকর্তারূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। যেহেতু আস্য হইতে ইঁহার অয়ন বা গমন হইয়া থাকে, অতএব (ঋষিগণ) প্রাণকেই আয়াস্য মনে করিয়া থাকেন। দল্ভ্যপুত্র বক নামক ঋষি তাঁহাকে জানিয়াছিলেন। তাহার ফলে ঐ ঋষি নৈমিষারণ্যবাসীদিগের উদ্গাতা হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের জন্য কাম্যসমূহ গান করিয়াছিলেন। ১০-১৩

১। প্রাণের সহিত অভেদবিজ্ঞানের জন্য প্রাণোপাসক ঋষিকে শ্রুতি সর্বাত্মক প্রাণরূপে বর্ণনা করিতেছেন। বৃহস্পতি ও আয়াস্যকেও এইরূপ বলিবেন।

আগাতা হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্গীথমুপাস্ত ইত্যধ্যাত্মম্ ॥ ১৪

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥

যঃ (যিনি) এবম্ বিদ্বান্ (যথোক্ত গুণবিশিষ্টরূপে এই প্রাণকে জানিয়া) এতৎ (এই) উদ্গীথম্ (উদ্গীথাবয়ব) অক্ষরম্ (অক্ষর ওঙ্কারকে) [উক্ত প্রাণদৃষ্টিতে] উপাস্তে (উপাসনা করেন), [তিনি] কামানাম্ (কাম্যসমূহের) আগাতা (গানকারী, উদ্গীথসহায়ে নিষ্পাদক) হ বৈ (অবশ্যই) ভবতি (হন)—ইতি অধ্যাত্মম্ (এই পর্যন্ত শরীরবিষয়ক [উদ্গীথ-উপাসনা উক্ত হইল]) । ১৪

যিনি প্রাণকে যথোক্ত গুণবিশিষ্টরূপে জানিয়া উদ্গীথাবয়ব (ওম্ এই) অক্ষরকে প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনা করেন, তিনি কাম্যসমূহের উদ্গাতা হন ;[১] এই পর্যন্ত অধ্যাত্ম[২] দর্শন বর্ণিত হইল। ১৪

১। উপাসনার দুই প্রকার ফল হইতে পারে—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। এখানে দৃষ্ট ফলটি উল্লিখিত হইল। ইহার অদৃষ্ট ফল প্রাণের সহিত আত্মভাবপ্রাপ্তি। কারণ সাধক ভাবনানুযায়ী রূপ প্রাপ্ত হন (ছাঃ ৩।১৪।১)।

২। অর্থাৎ শরীরমধ্যবর্তী বস্তুবিষয়ে ;—এখানে, প্রাণবিষয়ে।

প্রথমাধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

(আদিত্য-দৃষ্টিতে ও ব্যান-দৃষ্টিতে উদ্গীথোপাসনা, এবং
উদ্গীথ-নামের অক্ষরোপাসনা)

অথাধিদৈবতং য এবাসৌ তপতি তমুদ্গীথমুপাসীতোদ্যন্ বা এষ প্রজাভ্য উদ্গায়তি। উদ্যংস্তমো ভয়মপহন্ত্যপহন্তা হ বৈ ভয়স্য তমসো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১

অথ অধিদৈবতম্ (দেবতাবিষয়ক) [উদ্গীথোপাসনা বলা হইতেছে]—যঃ এব অসৌ (এই যিনি, যে আদিত্য) তপতি (তাপ বিকীরণ করেন) তম্ (তাঁহাকে) উদ্গীথম্ (উদ্গীথরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে) [অর্থাৎ উদ্গীথে সূর্যদৃষ্টি আরোপ করিবে] ;

[কারণ] এষঃ (এই সূর্য) উদ্-যন্ বৈ (উদয়কালে) প্রজাভ্যঃ (প্রজাদিগের হিতার্থে [অন্নোৎপাদনেচ্ছায়]) [যেন উদ্গাতার ন্যায়—বৃঃ ১।৩।১৭] উদ্গায়তি (উদ্গীথ গান করিয়া থাকেন), উদ্যন্ (উদয়কালে) তমঃ (নৈশ অন্ধকার) ভয়ম্ (ভয়) অপহন্তি (বিনাশ করেন)। যঃ (যিনি) এবম্ (এইরূপ গুণসম্পন্ন বলিয়া) [সবিতাকে] বেদ (জানেন) [তিনি] তমসঃ (অন্ধকারের) [এবং তজ্জনিত] ভয়স্য (ভয়ের) অপহন্তা (বিনাশক) হ বৈ ভবতি (অবশ্যই হন)। ১

অতঃপর অধিদৈবত উপাসনা[১] (উক্ত হইতেছে)—এই যিনি তাপ দান করেন, তাঁহাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে। ইনি উদয়কালে প্রজাদিগের হিতার্থে উদ্গীথ গান করেন[২] এবং নৈশ অন্ধকার ও ভয় বিনাশ করেন। যিনি সবিতাকে ঐরূপ গুণসম্পন্ন বলিয়া জানেন, তিনি ভয় ও অন্ধকারের বিনাশক হন। ১

১। একই প্রাণ অধিদৈব ও অধ্যাত্ম ভেদে বিদ্যমান—প্রঃ ৩৬-১২

২। অর্থাৎ ঋত্বিক্ যেমন যজমানের জন্য উদ্গান করিয়া অন্নের ব্যবস্থা করেন, তেমনি সূর্যতেজে শস্যাদি পক্ক হইয়া জীবের অন্নসংস্থান হয়।

সমান উ এবায়ঞ্চাসৌ চোষ্ণোঽয়মুষ্ণোঽসৌ স্বর ইতীমমাচক্ষতে স্বর ইতি প্রত্যাস্বর ইত্যমুং তস্মাদ্ বা এতমিমমমুং চোদ্গীথমুপাসীত ॥ ২

[প্রাণ ও আদিত্যের তত্ত্বতঃ ভেদ নাই—ইহাই দেখান হইতেছে]—অয়ম্ চ (এই প্রাণ) অসৌ চ (এবং ঐ সবিতা) [উভয়ই] সমানঃ উ এব (সমান বটেন); [কারণ] অয়ম্ [এই প্রাণ] উষ্ণঃ (উষ্ণ) অসৌ (ঐ আদিত্যও) উষ্ণঃ, ইমম্ (এই প্রাণকে) স্বরঃ ইতি (গমনশীলরূপে) [এবং] অমুম্ (ঐ আদিত্যকে) স্বরঃ ইতি (গমনশীলরূপে) [ও] প্রত্যাস্বরঃ ইতি (আগমনশীলরূপে) [লোকে] আচক্ষতে (বলিয়া থাকে)। তস্মাৎ বৈ (এই জন্যই) এতম্ (এতাদৃশ নাম ও রূপ বিশিষ্ট) ইমম্ (এই প্রাণরূপে) অমুম্ চ (এবং ঐ আদিত্যরূপে) উদ্গীথম্

(উদ্গীথাবয়বভূত ওঙ্কারাখ্য অক্ষরকে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)। [প্রাণও আদিত্যকে এক করিয়া তদ্দৃষ্টিতে উদ্গীথ-ওঙ্কারের উপাসনা করিবে]। ২

এই প্রাণ এবং ঐ সবিতা উভয়েই সমান ;—প্রাণ উষ্ণ,[১] সবিতাও উষ্ণ ; প্রাণকে গমনশীল এবং সূর্যকে অস্তগমনশীল ও প্রত্যাগমনশীল রূপে লোকে বর্ণনা করিয়া থাকে।[২] এই জন্যই এইরূপ নামগুণযুক্ত প্রাণ ও আদিত্য-রূপে উদ্গীথকে উপাসনা করিবে। ২

১। যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে, ততক্ষণ দেহ উষ্ণ বোধ হয়।

২। সূর্য অস্তগমনের পর ফিরিয়া আসেন ; কিন্তু প্রাণ মৃতদেহে আর আসে না।

অথ খলু ব্যানমেবোদ্গীথমুপাসীত যদ্বৈ প্রাণিতি স প্রাণো যদপানিতি সোঽপানঃ। অথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ স ব্যানো যো ব্যানঃ সা বাক্। তস্মাদপ্রাণন্ননপানন্ বাচমভিব্যাহরতি ॥ ৩

অথ খলু (অনন্তর প্রকারান্তরে উদ্গীথোপাসনা কথিত হইতেছে)—ব্যানম্ এব ([প্রাণের বৃত্তিবিশেষ] ব্যানকেই) উদ্গীথম্ (উদ্গীথরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে) [অর্থা উদ্গীথে ব্যানদৃষ্টি করিবে]। যৎ বৈ ([লোকে] যে) প্রাণিতি (মুখ ও নাসিকা দ্বারা শ্বাস ত্যাগ করে) সঃ (উহাই) প্রাণঃ (প্রাণাখ্য বায়ুবৃত্তি-বিশেষ), যৎ অপানিতি লোকে যে মুখ ও নাসিকা দ্বারে বায়ুকে অভ্যন্তরে আকর্ষণ করে) সঃ অপানঃ (উহাই অপানাখ্য বায়ুবৃত্তি), অথ (আর) প্রাণ-অপানয়োঃ (প্রাণ ও অপানের) যঃ (যে) সন্ধিঃ (মধ্যবর্তী বৃত্তি) সঃ ব্যানঃ (উহাই ব্যানাখ্য বায়ুবৃত্তি)। যঃ ব্যানঃ (যাহা ব্যান) সা বাক্ (তাহাই বাক্য)। তস্মাৎ (সেই জন্য, অর্থাৎ বাক্য ব্যাননিষ্পাদ্য বলিয়াই) অপ্রাণন্ (প্রাণব্যাপার না করিয়া) অনপানন্ (অপানব্যাপার না করিয়া) [নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া] বাচম্ (বাক্য) অভিব্যাহরতি ([লোকে] উচ্চারণ করিয়া থাকে)। ৩

অনন্তর (প্রকারান্তরে উপাসনা কথিত হইতেছে)—ব্যানকেই উদ্গীথরূপে (অর্থাৎ উদ্গীথে ব্যানদৃষ্টি আরোপ করিয়া) উপাসনা করিবে। লোকের যে শ্বাস-ত্যাগ-ক্রিয়া উহাই প্রাণ, আর উহারা যে বায়ু আকর্ষণ করে

উহাই অপান ; প্রাণ ও অপানের মধ্যবর্তী যে বায়ুবৃত্তি উহাই ব্যান।[১] যাহা ব্যান তাহাই বাক্য। সেই জন্যই প্রাণাপানের ব্যাপার রুদ্ধ করিয়া লোকে বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে। ৩

১। সাংখ্যাদি-শাস্ত্র মতে শরীরব্যাপী বায়ুই ব্যান। এখানে শ্রুতি অন্যরূপ অর্থ করিলেন। বৃঃ-ভাষ্য ১।৪।৩

যা বাক্ সর্ক্ তস্মাদপ্রাণন্নপানন্নৃচমভিব্যাহরতি যর্ক্ তৎ সাম তস্মাদপ্রাণন্নপানন্ সাম গায়তি যৎ সাম স উদ্গীথস্তস্মাদ-প্রাণন্ননপানন্নুদ্গায়তি ॥ ৪

যা (যাহা) বাক্ (বাক্য) সা ঋক্ (উহাই ঋক্); তস্মাৎ অপ্রাণন্ অনপানন্ ঋচম্ (ঋক্‌কে) অভিব্যাহরতি। যা ঋক্ (যাহা ঋক্) তৎ সাম (উহাই সাম); তস্মাৎ অপ্রাণন্ অনপানন্ সাম গায়তি (গান করে)। যৎ সাম সঃ উদ্গীথঃ (উহাই উদ্গীথ [উদ্গীথভক্তি]); তস্মাৎ অপ্রাণন্ অনপানন্ উৎ-গায়তি (উদ্গীথ গান করে)। ৪

যাহা বাক্য তাহাই ঋক্; সেই জন্যই প্রাণাপান নিরুদ্ধ করিয়া লোকে ঋক্ উচ্চারণ করে। যাহা ঋক্ তাহাই সাম; সেইজন্যই প্রাণাপান নিরুদ্ধ করিয়া লোকে সামগান করে। যাহা সাম তাহাই উদ্গীথ; সেইজন্যই প্রাণাপান নিরুদ্ধ করিয়া লোকে উদ্গীথ গান করে।[১] ৪

১। ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রই ঋক্; উহা বাক্যস্বরূপই বটে। ঋকের উপরই সামগান প্রতিষ্ঠিত (১।৬।১ ও টীকা দ্রঃ); এবং উদ্গীথ সামেরই একটি অবয়ব। অতএব উহারা সকলেই সমান, এবং বাক্যের ন্যায় একই রূপ ব্যানবৃত্তির দ্বারা সম্পাদ্য।

অতো যান্যন্যানি বীর্যবন্তি কর্মাণি যথাগ্নের্মন্থনমাজেঃ সরণং দৃঢ়স্য ধনুষ আয়মনম্ অপ্রাণন্ননপানংস্তানি করোত্যেতস্য হেতোর্ব্যানমেবোদ্গীথমুপাসীত ॥ ৫

অতঃ (ইহা হইতেও) অন্যানি (অপর) যানি (যে সকল) কর্মাণি (কর্ম), বীর্যবন্তি (অধিক প্রযত্নসাধ্য)—যথা (যেমন) অগ্নেঃ (অগ্নির) [উৎপাদনার্থ] মন্থনম্ (কাষ্ঠ ঘর্ষণ), আজেঃ (লক্ষ্যসীমাভিমুখে) সরণম্ (ধাবন), দৃঢ়স্য (দৃঢ়) ধনুষঃ (ধনুর) আয়মনম্ (অবনমন, ধনুতে জ্যারোপণ) তানি (সেই সমুদয় কর্ম) অপ্রাণন্ অনপানন্ করোতি (করে)। এতস্য হেতোঃ (এই কারণবশতঃ) ব্যানম্ এব (ব্যানকেই) উদ্গীথম্ উপাসীত। [ব্যানদৃষ্টিতে উদ্গীথ-ওঙ্কারের উপাসনা করিবে]। ৫

ইহা অপেক্ষা যে সকল অধিক প্রযত্নসাধ্য কর্ম আছে—যথা অগ্নিমন্থন, লক্ষ্যসীমার অভিমুখে ধাবন, দৃঢ় ধনুর অবনমন—সেই সমস্তই লোকে প্রাণ ও অপানের ব্যাপার নিরুদ্ধ করিয়া সম্পাদন করে। এই কারণেই ব্যানকে উদ্গীথরূপে (অর্থাৎ উদ্গীথে ব্যানদৃষ্টি আরোপ করিয়া) উপাসনা করিবে। ৫

অথ খলূদ্গীথাক্ষরাণ্যুপাসীতোদ্গীথ ইতি প্রাণ এবোৎ প্রাণেন হ্যুত্তিষ্ঠতি বাগ্গীর্বাচো হ গির ইত্যাচক্ষতেঽন্নং থমন্নে হীদং সর্বং স্থিতম্ ॥ ৬

[নামের অক্ষরের উপাসনা করিলে নামধারীরই উপাসনা হয় ; সুতরাং]— অথ খলু (অধুনা) উদ্গীথ-অক্ষরাণি (উদ্গীথের নামের অক্ষর সকলকে, [উদ্গীথ-ভক্তির অক্ষর সকলকে নহে])—[অর্থাৎ] উৎ গী থ ইতি (উৎ, গী, ও থ এই অক্ষরত্রয়কে)—উপাসীত। প্রাণঃ এব (প্রাণই) উৎ (উ-অক্ষর) [উৎ অক্ষরের প্রাণদৃষ্টি করিবে,—বৃঃ ১।৩।২৩], হি (কারণ) প্রাণেন (প্রাণের সাহায্যে) উত্তিষ্ঠতি ([লোক] উত্থিত হয়) ; বাক্ গীঃ [গী অক্ষরে বাগ্দৃষ্টি করিবে], হ (কারণ) বাচঃ (বাক্যসমূহকে) গিরঃ ইতি (গীঃ নামে) আচক্ষতে ([পণ্ডিতেরা] অভিহিত করেন) ; অন্নম্ থম্ [থ অক্ষরে অন্নদৃষ্টি করিবে], হি (কারণ) অন্নে (অন্নাবলম্বনে) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত) স্থিতম্ (স্থিতি লাভ করে)। ৬

অধুনা উদ্গীথের অক্ষর সকলকে,—অর্থাৎ উৎ, গী, ও থ এই নামাক্ষরগুলিকে—উপাসনা করিবে। প্রাণই উৎ, কারণ প্রাণসহায়েই লোক উত্থিত হয় ; বাক্যই গী, কারণ বাক্যকে গীঃ বলা হয় ; অন্নই থ, কারণ অন্নাবলম্বনেই এই সমস্ত স্থিতি লাভ করে। ৬

দ্যৌরেব উদন্তরিক্ষং গীঃ পৃথিবী থমাদিত্য এবোদ্ বায়ুর্গীরগ্নিস্থং সামবেদ এবোদ্ যজুর্বেদো গীঋর্গ্বেদস্থং দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্‌দোহং যো বাচো দোহোঽন্নবানন্নাদো ভবতি য এতান্যেবং বিদ্বানুদ্‌গীথাক্ষরাণ্যুপাস্ত উদ্‌গীথ ইতি ॥ ৭

দ্যৌঃ এব উৎ (দ্যুলোকই উৎ)—[কারণ উচ্চে অবস্থিত], অন্তরিক্ষম্ গীঃ (আকাশ গী)—[কারণ সর্বব্যাপক বলিয়া আকাশ অপর সকলকে গীর্ণ বা উদরস্থ করিয়াছে], পৃথিবী থম্ (পৃথিবী থ)—[কারণ উহা সকলের স্থিতির আধার]। আদিত্যঃ এব উৎ [কারণ সূর্য ঊর্ধ্বে স্থিত], বায়ুঃ গীঃ—[কারণ বায়ু অগ্নি প্রভৃতিকে গীর্ণ করে, ছাঃ ৪।৩।১], অগ্নিঃ থম্—[কারণ অগ্নিই যজ্ঞীয় কর্মের স্থান]। সামবেদঃ এব উৎ [কারণ শ্রুতিতে সামবেদকে (ঊর্ধ্বস্থ) স্বর্গরূপে স্তুতি করা হইয়াছে], যজুর্বেদঃ গীঃ—[কারণ যজুর্মন্ত্রে প্রদত্ত হবিঃ দেবগণকর্তৃক গীর্ণ হয়], ঋগ্বেদঃ থম্—[কারণ ঋকেই সামসমূহ অধিষ্ঠিত] ; [এইরূপে নামাক্ষরে সেই সেই দৃষ্টি আরোপ করাই তাহার উপাসনা]। অস্মৈ (উক্ত প্রকার সাধকের জন্য) বাক্ (বাক্) বাচঃ যঃ দোহঃ (ঋগ্বেদাদি শব্দের সহায়ে সাধ্য যে বাক্যোচ্চারণরূপ ফল) [সেই] দোহম্ (দুগ্ধ বা ফল) [অর্থাৎ অনায়াসে ও স্বাধীনভাবে ঋগ্বেদাদির উচ্চারণক্ষমতা] দুগ্ধে (=দোগ্ধি, দোহন করেন)। যঃ (যিনি) এবং বিদ্বান্ (যথোক্ত গুণসম্পন্নরূপে জানিয়া) এতানি (এই সকল) উদ্‌গীথাক্ষরাণি (উদ্‌গীথের অক্ষর সকলকে), [অর্থাৎ] উৎ, গী, থ ইতি (উদ্‌গীথনামের অক্ষর উৎ, গী ও থ কে) উপাস্তে (উপাসনা করেন), [তিনি] অন্নবান্ (প্রচুর অন্নশালী) অন্নাদঃ (দীপ্তাগ্নি, অন্নভোজী) ভবতি (হন)। ৭

দ্যুলোকই উৎ, আকাশ গী, পৃথিবী থ। সূর্যই উৎ, বায়ু গী, অগ্নি থ। সামবেদই উৎ, যজুর্বেদ গী, ঋগ্বেদ থ। উক্ত সাধকের জন্য বাক্ বাগ্‌-রূপ দুগ্ধই দোহন করিয়া থাকেন। যিনি এইরূপ জানিয়া উদ্‌গীথাক্ষরসমূহকে অর্থাৎ উৎ, গী, ও থ কে উপাসনা করেন, তিনি প্রভূত অন্নশালী ও প্রচুর অন্নভোজী হন। ৭

অথ খল্বাশীঃ সমৃদ্ধিরুপসরণানীত্যুপাসীত যেন সাম্না স্তোষ্যন্ স্যাৎ তৎ সামোপধাবেৎ ॥ ৮

অথ খলু (ইদানীং) আশীঃ-সমৃদ্ধিঃ ([বাগাদির সমৃদ্ধিরূপ] কাম্য ফলের সমৃদ্ধি), [অর্থাৎ যে প্রকারে আশীঃ-সমৃদ্ধি হইতে পারে, তাহা উপদিষ্ট হইতেছে] —উপসরণানি (প্রাপ্তব্য বা ধ্যের বিষয় সকলকে) ইতি (এইরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)—যেন সাম্না (যে সামবিশেষের দ্বারা) [উদ্‌গাতা] স্তোষ্যন্ স্যাৎ (স্তব করিতে উদ্যত হইবেন) তৎ সাম (সেই সামকে) উপধাবেৎ (উৎপত্তি, ছন্দ, দেবতা প্রভৃতি সহ চিন্তা করিবেন) । ৮

ইদানীং কাম্যফলের সমৃদ্ধি (যাহাতে হইতে পারে, তাহা উপদিষ্ট হইতেছে)—প্রাপ্তব্য বিষয় সকলকে এইরূপে উপাসনা করিবে—যে সামবিশেষের দ্বারা (উদ্‌গাতা) স্তব করিবেন, সেই সামকে (তিনি) চিন্তা করিবেন । ৮

যস্যামৃচি তামৃচং যদার্ষেয়ং তমৃষিং যাং দেবতামভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ তাং দেবতামুপধাবেৎ ॥ ৯

যস্যাম্ ঋচি (যে ঋক্ মন্ত্রে [ঐ সাম অধিষ্ঠিত]) তাম্ ঋচম্ (সেই ঋক্‌কে), যৎ-আর্ষেয়ম্ (যে ঋষিকর্তৃক সামটি দৃষ্ট) তম্ ঋষিম্ (সেই ঋষিকে), যাম্ দেবতাম্ অভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ (যে দেবতার উদ্দেশ্যে স্তব করিতে উদ্যত হইবেন) তাম্ দেবতাম্ (সেই দেবতাকে) উপধাবেৎ । ৯

যে ঋক্‌মন্ত্রে সাম অধিষ্ঠিত সেই ঋক্‌কে, যে ঋষিকর্তৃক সামটি দৃষ্ট সেই ঋষিকে, এবং যে দেবতার উদ্দেশ্যে স্তব করা হইবে (উদ্‌গাতা) সেই দেবতাকে চিন্তা করিবেন । ৯

যেনচ্ছন্দসা স্তোষ্যন্ স্যাৎ তচ্ছন্দ উপধাবেদ্ যেন স্তোমেন স্তোষ্যমাণঃ স্যাৎ তং স্তোমমুপধাবেৎ ॥ ১০

যেন (যে) ছন্দসা (গায়ত্র্যাদি ছন্দের দ্বারা) স্তোষ্যন্ স্যাৎ (স্তব করিতে উদ্যত হইবেন) তৎ ছন্দঃ (সেই ছন্দকে) উপধাবেৎ; যেন স্তোমেন (যে স্তোমের দ্বারা) স্তোষ্যমাণঃ স্যাৎ (স্তব করিতে উদ্যত হইবেন) তম্ স্তোমম্ (সেই স্তোমকে) উপধাবেৎ। ১০

যে ছন্দে স্তব করিবেন সেই ছন্দকে চিন্তা করিবেন; যে স্তোমের[1] দ্বারা স্তব করিবেন[2] সেই স্তোমকে চিন্তা করিবেন। ১০

১। সোমযাগে ৯টি, ১৫টি, ১৭টি, বা ২১টি সাম লইয়া বিশিষ্ট ক্রম অনুযায়ী পাঠ করার বিধি আছে। এই সমষ্টীকৃত সামকে স্তোম বলে।

২। মূলে আত্মনেপদী "স্তোষ্যমাণ" পদ প্রযুক্ত হইয়াছে; কারণ স্তোমপাঠের ফল যজমানের প্রাপ্য নহে, উহা কর্তৃগামী বা স্তোমপাঠকের লভ্য।

যাং দিশমভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ তাং দিশমুপধাবেৎ ॥ ১১

যাম্ দিশম্ অভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ (যে দিকে অভিমুখী হইয়া স্তব করিতে উদ্যত হইবেন) তাম্ দিশম্ ([অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদি সহ] সেই দিক্‌কে) উপধাবেৎ। ১১

যে দিকে মুখ করিয়া স্তব করিবেন সেই দিক্‌কে চিন্তা করিবেন। ১১

আত্মানমন্তত উপসৃত্য স্তুবীত কামং ধ্যায়ন্নপ্রমত্তোঽভ্যাশো হ যদস্মৈ স কামঃ সমৃধ্যেত যৎকামঃ স্তুবীতেতি যৎকামঃ স্তুবীতেতি ॥ ১২

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়খণ্ডঃ ॥

অন্ততঃ (সামাদি চিন্তার পর অবশেষে) আত্মানম্ উপসৃত্য ([উদ্‌গাতা] আপন নাম, গোত্র, ও বর্ণাশ্রমাদি সহ আপনাকে চিন্তা করিয়া) কামম্ (অপেক্ষিত ফল) ধ্যায়ন্ (অনুধ্যানপূর্বক) অপ্রমত্তঃ ([স্বর, উষ্ম, ও ব্যঞ্জনাদি বর্ণের উচ্চারণে] প্রমাদশূন্য হইয়া) স্তুবীত (স্তব করিবেন)। যৎ-কামঃ (যেরূপ কামনাযুক্ত হইয়া) যৎ (=যত্র, যে কর্মে) স্তুবীত ([উক্ত উদ্‌গাতা] স্তব করিবেন) [সেই কর্মে] অস্মৈ ([যথোক্ত জ্ঞানবান্] ঐ

উদ্গাতার প্রতি) সঃ কামঃ (সেই অভীষ্ট ফল) অভ্যাশঃ হ (অতি শীঘ্র) সমৃধ্যেত (সম্যক্ বর্ধিত হয়) ; যৎকামঃ স্তুবীত [আদরার্থ দ্বিরুক্তি]—ইতি [সমাপ্তিসূচক] । [পাঠান্তর—অন্ততঃ স্থানে অন্তঃ] । ১২

(যথাক্রমে সামাদির চিন্তার পরে উদ্গাতা) অবশেষে (আপন নাম, গোত্র, ও বর্ণাশ্রমাদিসহ) আপনাকে চিন্তাপূর্বক অপেক্ষিত ফল অনুধ্যান করিয়া বর্ণের উচ্চারণে প্রমাদশূন্য হইয়া স্তব করিবেন। তাহা হইলে যে কর্মে যেরূপ কামনাযুক্ত হইয়া তিনি স্তব করিবেন, সেই কর্মে তাঁহার সেই অভীষ্ট ফল অতি শীঘ্র সমৃদ্ধিলাভ করিবে। ১২

প্রথমাধ্যায়—চতুর্থ খণ্ড

(অভয় ও অমৃত গুণ বিশিষ্ট স্বরাখ্য উদ্গীথ-ওঙ্কারের উপাসনা)

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীতোমিতি হ্যুদ্গায়তি তস্যো-পব্যাখ্যানম্ ॥ ১

[মধ্যে অপর বিষয় আলোচিত হওয়ায় প্রথম খণ্ডের (১।১।১ দ্রঃ) সহিত সম্পর্ক রক্ষার জন্য চতুর্থ খণ্ডের আদিতে এই মন্ত্রের পুনরুল্লেখ হইল] । ১

উদ্গীথাখ্য ওম্ এই বর্ণাত্মক অক্ষরকে উপাসনা করিবে ; কারণ ওম্ উচ্চারণপূর্বক উদ্গীথ গান করা হয়। সেই অক্ষরের উপাসনাদি বিষয়ে ব্যাখ্যা হইতেছে। ১

দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশংস্তে ছন্দোভি-রচ্ছাদয়ন্ যদেভিরচ্ছাদয়ংস্তচ্ছন্দসাং ছন্দস্ত্বম্ ॥ ২

দেবাঃ বৈ (দেবগণ, সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল) মৃত্যোঃ (মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুর কারণীভূত

আসুরিক পাপ হইতে) বিভ্যতঃ (ভীত হইয়া) ত্রয়ীম্ বিদ্যাম্ (বেদ-বিদ্যায়, অর্থাৎ ত্রয়ীবিহিত কর্মে) প্রাবিশন্ (প্রবেশ করিলেন, কর্মে ব্যাপৃত হইলেন) ; তে (তাঁহারা) ছন্দোভিঃ (ছন্দসমূহের দ্বারা) অচ্ছাদয়ন্ (আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করিলেন) [দেবতারা মনে করিলেন যে, এইরূপে বৈদিক কর্মাদিতে ব্যাপৃত থাকিলে মৃত্যু তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না] ; যৎ (যেহেতু) এভিঃ (এই মন্ত্রবর্গের দ্বারা) [আপনাদিগকে] অচ্ছাদয়ন্, তৎ (সেই জন্য) ছন্দসাম্ (মন্ত্রসমূহের) ছন্দঃ-ত্বম্ ("ছন্দঃ"-নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে) । ২

দেবগণ মৃত্যুভীত হইয়া ত্রয়ীবিহিত কর্মে ব্যাপৃত হইলেন এবং ছন্দ অর্থাৎ মন্ত্র সকলের দ্বারা[১] আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করিলেন। যেহেতু এই সকলের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন, এই হেতুই মন্ত্র সকলের নাম হইল ছন্দ। ২

১। একই কর্মে সকল মন্ত্র প্রযুক্ত হয় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, আরব্ধ কর্মে প্রযোজ্য মন্ত্র ভিন্ন অপর মন্ত্র সকলের জপ করিয়াও "আচ্ছাদিত হইলেন।"

তান্ু তত্র মৃত্যুর্যথা মৎস্যমুদকে পরিপশ্যেদেবং পর্যপশ্যদৃচি সাম্নি যজুষি। তে নু বিদিত্বোর্ধ্বা ঋচঃ সাম্নো যজুষঃ স্বরমেব প্রাবিশন্ ॥ ৩

[মৎস্যজীবী] মৎস্যম্ (মৎস্যকে) উদকে ([স্বল্প] জলে) যথা (যেরূপ) পরিপশ্যেৎ (দেখিয়া থাকে) [অর্থাৎ "ঐ মৎস্য সহজেই জাল প্রভৃতির দ্বারা আমার করায়ত্ত হইবে," এইরূপ মনে করে], মৃত্যুঃ (মৃত্যু) তান্ উ (সেই দেবগণকেও) এবম্ (তদ্রূপ) তত্র ঋচি সাম্নি যজুষি (সেই ঋক্ সাম ও যজুঃ বেদের মধ্যে ; অর্থাৎ তৎসাধ্য কর্মে) পর্যপশ্যৎ (দেখিয়াছিলেন) [অর্থাৎ "কর্ম ও কর্মফল বিনাশী, সুতরাং কর্মক্ষয়ে তাঁহারা শীঘ্রই আমার অধীন হইবেন," এইরূপ বুঝিয়াছিলেন]। তে নু (তাঁহারাও) [বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া শুদ্ধচিত্ত হওয়ায়] বিদিত্বা ([মৃত্যুর অভিপ্রায়] বুঝিয়া) ঋচঃ সাম্নঃ যজুষঃ (ঋক্ সাম ও যজুঃ বেদ হইতে) ঊর্ধ্বাঃ (উত্থিত হইয়া, দেবমন্ত্রসাধ্য কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া) স্বরম্ এব (স্বর-শব্দ-বাচ্য অক্ষরে, উদ্গীথ-ওঙ্কারে) প্রাবিশন্ (প্রবেশ করিলেন)। ৩

(মৎস্যজীবী) মৎস্যকে যেরূপ স্বল্পজলে দেখিতে পায়, মৃত্যুও সেইরূপ দেবগণকে উক্ত ঋক্ যজুঃ ও সাম মন্ত্রের সাধ্য কর্মমধ্যে দর্শন করিলেন। দেবগণও মৃত্যুর অভিপ্রায় বুঝিয়া ঋক্ যজুঃ ও সাম মন্ত্রের সাধ্য কর্ম হইতে ঊর্ধ্বে উঠিয়া স্বর-শব্দ-বাচ্য অক্ষরে প্রবেশ করিলেন। ৩

যদা বা ঋচমাপ্নোত্যোমিত্যেবাতিস্বরত্যেবং সামৈবং যজুরেষ উ স্বরো যদেতদক্ষরমেতদমৃতমভয়ং তৎ প্রবিশ্য দেবা অমৃতা অভয়া অভবন্ ॥ ৪

যদা বৈ (যখনই) [কেহ] ঋচম্ (ঋক্‌কে) আপ্নোতি (অধ্যয়নের দ্বারা আয়ত্ত করে) [তখনই] ওম্ ইতি এব (ওম্ এই অক্ষরটিই) অতিস্বরতি (সাদরে উচ্চারণ করে) [এই জন্য ওঙ্কারের নাম "স্বর"]; এবম্ সাম (সাম সম্বন্ধেও এইরূপ), এবম্ যজুঃ; [অতএব] এতৎ যৎ (এই যে) অক্ষরম্ (অক্ষর, ওম্) এষঃ উ (ইহাও) স্বরঃ (স্বর, স্বর-শব্দ-বাচ্য); এতৎ (ইহাই) [ব্রহ্মের প্রতীক বলিয়া] অমৃতম্ (অমর) অভয়ম্ (ভয়হীন); তৎ (ঐ অক্ষরে) প্রবিশ্য (প্রবেশ করিয়া, ব্রহ্মবুদ্ধিতে উহার ধ্যান করিয়া) দেবাঃ (দেবগণ) অমৃতাঃ (অমর) অভয়াঃ (ভয়হীন) অভবন্ (হইলেন)। ৪

যখনই কেহ ঋক্‌কে আয়ত্ত করে, তখনই সে ওম্ এই অক্ষরটি সাদরে উচ্চারণ করে; সামসম্বন্ধে এবং যজুঃসম্বন্ধেও এইরূপ। অতএব এই যে অক্ষরটি, ইহাই "স্বর,"[১] ইহাই অমর ও অভয়। ইহাতে প্রবেশ করিয়া দেবগণ অমর ও অভয় হইলেন। ৪

১। ঋগাদি-মন্ত্রোচ্চারণে উদাত্তাদি স্বর ব্যবহৃত হয়। উহার সহিত সম্বন্ধ থাকায় ওম্ স্বর-শব্দ-বাচ্য।

স য এতদেবং বিদ্বান্ অক্ষরং প্রণৌত্যেতদেবাক্ষরং স্বরমমৃতমভয়ং প্রবিশতি তৎ প্রবিশ্য যদমৃতা দেবাস্তদমৃতো ভবতি ॥ ৫

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থখণ্ডঃ ॥

যঃ (যে কেহ) এতৎ (এই) অক্ষরম্ (অক্ষরকে) এবম্ (এইরূপ, দেবগণের স্থায়) [অমৃত ও অভয় গুণে ভূষিত] বিদ্বান্ (জানিয়া) প্রণৌতি (স্তব করেন, উপাসনা করেন) সঃ (তিনি) এতৎ (এই) অমৃতম্ (অমর) অভয়ম্ (ভয়হীন) স্বরম্ (স্বর-শব্দ-বাচ্য) অক্ষরম্ এব (অক্ষরেই) প্রবিশতি (প্রবেশ করেন) ; তৎ (উহাতে) প্রবিশ্য (প্রবেশ করিয়া) যৎ-অমৃতাঃ দেবাঃ (যে অমৃতে [illegible] অমর হইয়াছেন) তৎ-অমৃতঃ (সেই অমৃতেই অমৃতত্ববিশিষ্ট অর্থাৎ অমর) ভবতি ([illegible]) ৫

যে কেহ এই অক্ষরকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা [illegible]ন, তিনি স্বর-শব্দ-বাচ্য এই অমর ও অভয় অক্ষরেই প্রবেশ করেন। [illegible] প্রবেশ করিয়া, দেবগণ যে অমৃতে অমর হইয়াছেন, তিনিও সেই অমৃতে [illegible] হন। ৫

প্রথমাধ্যায়—পঞ্চম খণ্ড

(ভেদগুণবিশিষ্ট আদিত্য ও প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনা)

অথ খলু যঃ উদ্গীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদ্গীথ ইত্যসৌ বা আদিত্য উদ্গীথ এষ প্রণব ওমিতি হ্যেষ স্বরন্নেতি ॥ ১

অথ (ইদানীং প্রকারান্তরে উপাসনা বলা হইতেছে)—যঃ (যাহা) উদ্গীথঃ (ছান্দোগ্যে উদ্গীথ বা উদ্গীথাবয়ব ওঙ্কার) সঃ খলু (তাহাই) প্রণবঃ ([বহ্বৃচ[illegible]গের অর্থাৎ ঋগ্বেদের] প্রণব [বলিয়া প্রসিদ্ধ]), যঃ (যাহা) প্রণবঃ সঃ (তাহা[illegible] [illegible]গীথঃ ইতি। অসৌ বৈ আদিত্যঃ (ঐ আদিত্যই) উদ্গীথঃ (উদ্গীথাবয়ব ওঙ্কার) [illegible] (ইনিই, এই আদিত্যই) প্রণবঃ ; হি (কারণ) এষঃ ওম্ ইতি (ওম্ এই অক্ষর) স্বরন্ (উচ্চারণ করিয়া) এতি (বিচরণ করেন) [অথবা—স্বরন্ (গমনকারী) এষঃ (ইনি) ওম্ ইতি (প্রাণীদিগের প্রবৃত্তি বিষয়ে ওম্ বলিয়া অনুজ্ঞা প্রকাশ করিয়া) এতি]। ১

অনন্তর যাহা উদ্গীথ তাহাই প্রণব, যাহা প্রণব তাহাই উদ্গীথ।[১] ঐ আদিত্যই উদ্গীথ, ইনিই আবার প্রণব ; কারণ এই সূর্য ওম্ উচ্চারণ করিয়া[২] (আকাশমার্গে) ভ্রমণ করেন। ১

১। এই সকল বাক্যে পূর্বোক্ত বিষয়ের স্মরণ করান হইতেছে। অর্থাৎ পূর্বে ২য় ও ৩য় খণ্ডে বলা হইয়াছে যে, উদ্গীথে প্রাণদৃষ্টি ও আদিত্যদৃষ্টি করিতে হইবে; বর্তমান খণ্ডে দেখান হইবে যে, উদ্গীথকে রশ্মি ও আদিত্যের ভেদরূপ গুণের দৃষ্টিতে এবং বাগাদি ও মুখ্য প্রাণের বহুত্বরূপ গুণের দৃষ্টিতে উপাসনা করিলে উত্তম ফল, অর্থাৎ বহু পুত্র, লাভ হয়।

২। সূর্যের আবর্তনানুযায়ী লোকে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। অতএব আবর্তনকালে তিনিই যেন ওম্ উচ্চারণ করিয়া তাহাদের কার্যে অনুমতি ও অনুমোদন প্রকাশ করেন। ছাঃ ১।১।৮ দ্রঃ।

এতমু এবাহমভ্যগাসিষং তস্মান্মম ত্বমেকোঽসীতি হ কৌষীতকিঃ পুত্রমুবাচ রশ্মীংস্ত্বং পর্যাবর্তয়াদ্ বহবো বৈ তে ভবিষ্যন্তীত্যধিদৈবতম্ ॥ ২

এতম্ উ এব ([বহু রশ্মি ও সূর্যকে অভিন্ন ভাবিয়া] এই সূর্যকেই) অহম্ (আমি) অভ্যগাসিষম্ (উদ্দেশ করিয়া গান করিয়াছিলাম), তস্মাৎ (সেই জন্য) ত্বম্ (তুমি) মম (আমার) একঃ (একমাত্র) [পুত্র] অসি (হইয়াছ)—ইতি (এই কথা) কৌষীতকিঃ পুত্রম্ (পুত্রকে) উবাচ হ (পুরাকালে বলিয়াছিলেন); ত্বম্ রশ্মীন্ ([সূর্য ও] কিরণ সকলকে) পর্যাবর্তয়াৎ (=পর্যাবর্তয়, ভিন্ন বলিয়া উপাসনা কর) [তাহা হইলে] তে (তোমার) বহবঃ (বহু [পুত্র]) ভবিষ্যন্তি (হইবে);—ইতি অধিদৈবতম্ (এই পর্যন্ত দেবতাবিষয়ে [সূর্যবিষয়ে] উপাসনা কথিত হইল)। ২

পুরাকালে কৌষীতকি (নিজ) পুত্রকে বলিয়াছিলেন—"ইঁহার উদ্দেশ্যে আমি গান করিয়াছিলাম, সেই জন্য তুমি আমার একমাত্র পুত্র হইয়াছ। তুমি উদ্গীথকে ভেদগুণবিশিষ্ট সূর্য ও বহু রশ্মির দৃষ্টিতে উপাসনা কর, তাহা হইলে তোমার বহু পুত্র হইবে।"—এই পর্যন্ত অধিদৈবত উপাসনা বলা হইল। ২

অথাধ্যাত্মং—য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসীতো-মিতি হ্যেষ স্বরন্নেতি ॥ ৩

অথ অধ্যাত্মম্ (দেহসম্বন্ধী উপাসনা কথিত হইতেছে)—যঃ এব (যিনিই) অয়ম্ (এই) মুখ্যঃ প্রাণঃ (মুখে স্থিত প্রাণ) তম্ (তাঁহাকে) উদ্গীথম্ (উদ্গীথাবয়ব ওঙ্কাররূপে) উপাসীত [অর্থাৎ প্রাণদৃষ্টিতে উদ্গীথের উপাসনা করিবে] ; হি (কারণ) এষঃ (এই প্রাণ) ওম্ ইতি (ওম্ এই অক্ষর) স্বরন্ (উচ্চারণপূর্বক) এতি ([বাগাদির প্রবৃত্তির জন্য দেহে] সঞ্চরণ করেন)। ৩

অনন্তর শরীরসম্বন্ধী উপাসনা বলা হইতেছে—যিনি মুখ্যপ্রাণ তাঁহাকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে ; কারণ এই প্রাণ ওম্ উচ্চারণপূর্বক (দেহে) বিচরণ করেন।[১] ৩

১। মুখ্যপ্রাণ যেন ওম্ উচ্চারণ করিয়া বাগাদিকে স্বকার্যে অনুমতি দেন। মুমূর্ষু ব্যক্তির মুখ্যপ্রাণ ঐরূপ অনুমতি দেন না বলিয়াই বাগাদি নিবৃত্ত হয়। প্রাণের অনুজ্ঞাই যেন ওঙ্কার-উচ্চারণ।

এতমু এবাহমভ্যগাসিষং তস্মান্মম ত্বমেকোঽসীতি হ কৌষীতকিঃ পুত্রমুবাচ প্রাণাংস্ত্বং ভূমানমভিগায়তাদ্ বহবো বৈ মে ভবিষ্যন্তীতি ॥ ৪

এতম্ উ এব (এই প্রাণকেই) অহম্ অভ্যগাসিষম্ ; [ইত্যাদি পূর্ববৎ] মে (আমার) বহবঃ (বহুপুত্র) ভবিষ্যন্তি বৈ (হইবে) ইতি (এই মনে করিয়া) ত্বম্ ভূমানম্ (বহুত্বযুক্ত, ভেদগুণবিশিষ্ট) প্রাণান্ (বাগাদিকে ও মুখ্যপ্রাণকে) [অর্থাৎ ঐরূপ প্রাণবর্গের দৃষ্টিতে উদ্গীথকে] অভিগায়তাৎ (উপাসনা কর)। ৪

কৌষীতকি নিজ পুত্রকে বলিয়াছিলেন— "(বাগাদি-বহুত্ববিশিষ্ট প্রাণের উপাসনা না করিয়া) এই মুখ্যপ্রাণের উদ্দেশ্যেই আমি গান করিয়াছিলাম ; তাহার ফলে তুমি আমার একমাত্র পুত্র হইয়াছ। 'আমার বহু পুত্র হউক' এই মনে করিয়া তুমি উদ্গীথকে বহুত্বযুক্ত মুখ্যপ্রাণ ও বাগাদিপ্রাণের দৃষ্টিতে[১] উপাসনা কর।" ৪

১। কারণ একই প্রাণ বাগাদি বিবিধ ইন্দ্রিয়রূপে বিদ্যমান। বৃঃ ১।৫।২১

অথ খলু য উদ্‌গীথঃ স প্রণবো যঃ প্রণবঃ স উদ্‌গীথ ইতি হোতৃষদনাদ্ধৈবাপি দুরুদ্‌গীতমনুসমাহরতীত্যনুসমাহরতীতি ॥ ৫

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য পঞ্চমখণ্ডঃ ॥

অথ হইতে উদ্‌গীথঃ [১।৫।১ দ্রঃ] ইতি (এইরূপ জ্ঞান থাকিলে), [এতাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন উদ্‌গাতার প্রমাদবশতঃ] অপি দুরুদ্‌গীতম্ ([তৎকর্তৃক] যদি কোনও দোষযুক্ত উদ্‌গান হয়) [তবে ঐ জ্ঞানী উদ্‌গাতা] হোতৃষদনাৎ হ এব (হোতা যেস্থানে থাকিয়া স্তোত্র পাঠ করেন সেই স্থান হইতে, অর্থাৎ সম্যক্ প্রযুক্ত হোতৃসাধ্য কর্ম হইতে) অনুসমাহরতি (ফল আহরণপূর্বক [উক্ত ত্রুটির] প্রতিকার করিতে সমর্থ হন) ইতি [সমাপ্তিসূচক] ; অনুসমাহরতি ইতি [আদরার্থে দ্বিরুক্তি] । ৫

"যাহা উদ্‌গীথ, তাহাই প্রণব ; যাহা প্রণব তাহাই উদ্‌গীথ," যে উদ্‌গাতার এইরূপ জ্ঞান আছে, তাঁহার দ্বারা যদি কখনও দোষযুক্ত উদ্‌গান হয়, তবে তিনি (ঐ জ্ঞানের বলে) সম্যক্ প্রযুক্ত হোতৃসাধ্য কর্ম হইতে ফল আহরণ করিয়া উহার প্রতিকার করেন। ৫

প্রথমাধ্যায়—ষষ্ঠ খণ্ড

(অধিদৈবত আদিত্যপুরুষের উপাসনা)

ইয়মেবর্গগ্নিঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়ত ইয়মেব সা অগ্নিরমস্তৎ সাম ॥ ১

[যাঁহারা জ্যোতিষ্টোমাদি যাগে অধিকারী তাঁহাদের সমগ্র ঐশ্বর্য প্রাপ্তির জন্য ষষ্ঠ ও সপ্তমখণ্ডে প্রকারান্তরে উদ্‌গীথোপাসনা কথিত হইবে। তাহার পূর্বে ঐ উপাসনার অঙ্গীভূত উপাসনা কথিত হইতেছে]—ইয়ম্ এব (এই পৃথিবীই) ঋক্, অগ্নিঃ সাম ; তৎ এতৎ সাম (উক্ত এই অগ্নিনামক সাম) এতস্যাম্ ঋচি (এই পৃথিবীরূপ ঋকে) অধ্যূঢ়ম্ (অধিষ্ঠিত) ;

তস্মাৎ (এই জন্য) [এখনও] ঋচি অধ্যূঢ়ম্ (ঋকে অধিষ্ঠিতরূপে) সাম গীয়তে (গীত হয়)। [তাঁহারা পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন নহেন ; কারণ] ইয়ম্ এব (এই পৃথিবীই) [সাম নামের একাংশ] সা ("সা" শব্দের বাচ্য) ; অগ্নিঃ [সাম নামের অপরাংশ] অমঃ ("অম"-শব্দের বাচ্য)—তৎ সাম (এইরূপে পৃথিবী ও অগ্নি সাম শব্দের বাচ্য)। ১

ইহাই (অর্থাৎ পৃথিবীই) ঋক্, অগ্নি সাম ;[১] উক্ত এই (অগ্ন্যাখ্য) সাম এই (পৃথিব্যাখ্য) ঋকের উপর অধিষ্ঠিত ; সেই জন্যই ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গীত হইয়া থাকে।[২] ইহাই (অর্থাৎ পৃথিবীই) সা, অগ্নিই অম[৩]—এইরূপে (উহারা) সাম-শব্দ-বাচ্য। ১

১। কর্মাঙ্গীভূত ঋক্ ও সামের সংস্কারের জন্য তদুভয়ে ক্রমে পৃথিবীদৃষ্টি ও অগ্নিদৃষ্টি বিহিত হইতেছে। এইরূপ পরেও বুঝিতে হইবে।

২। ঋক্ অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রসকল স্বরসংযোগে গীত হইয়া সামে পরিণত হয়। সুতরাং সাম ও ঋক্ অত্যন্ত ভিন্ন নহে, এবং উহাদের মধ্যে আধার আধেয় সম্বন্ধও আছে। সেইরূপ পৃথিবী এবং অগ্নিও অত্যন্ত ভিন্ন নহে, উহারাও একে অপরের উপর অধিষ্ঠিত। অন্যত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

৩। কেহ কেহ বলেন, এখানে সামাক্ষরে পৃথিবী ও অগ্নির দৃষ্টি বিহিত হইয়াছে। সা-শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, পৃথিবী-শব্দও তাই ; অম পুংলিঙ্গ, অগ্নিও তাই।

অন্তরিক্ষমেবর্গ্ বায়ুঃ সাম তদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তেঽন্তরিক্ষমেব সা বায়ুরমস্তৎ সাম ॥ ২

অন্তরিক্ষম্ (আকাশ) এব ঋক্, বায়ুঃ (বায়ু), [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ২

অন্তরিক্ষই ঋক্, বায়ু সাম ; উক্ত এই (বায়ুরূপী) সাম ঐ (অন্তরিক্ষ-রূপী) ঋকে অধিষ্ঠিত ; সেই জন্য ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গীত হইয়া থাকে। অন্তরিক্ষই সা, বায়ু অম—এইরূপে উহারা সাম-শব্দ-বাচ্য। ২

দ্যৌরেবর্গাদিত্যঃ সাম তদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে দ্যৌরেব সাদিত্যোঽমস্তৎ সাম ॥ ৩

দ্যৌঃ এব (দ্যুলোকই, স্বর্গই), আদিত্যঃ (সূর্য) [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৩

দ্যুলোকই ঋক্, সূর্য সাম ; উক্ত এই (সূর্যরূপী) সাম এই (দ্যুলোক-রূপী) ঋকে অধিষ্ঠিত ; সেই জন্য ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গীত হয়। দ্যুলোকই সা, সূর্যই অম—এইরূপে উহারা সাম-শব্দ-বাচ্য। ৩

নক্ষত্রাণ্যেবার্ক্ চন্দ্রমাঃ সাম তদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে নক্ষত্রাণ্যেব সা চন্দ্রমা অমস্তৎ সাম ॥ ৪

নক্ষত্রাণি এব (নক্ষত্রবর্গই), চন্দ্রমাঃ (চন্দ্র), [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৪

তারকারাজিই ঋক্, চন্দ্রমা সাম[১] ; উক্ত এই (চন্দ্ররূপী) সাম এই (তারকারূপী) ঋকে অধিষ্ঠিত ; সেই জন্যই ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গীত হয়। তারকারাজিই সা, চন্দ্রমা অম—এইরূপে উহারা সাম-শব্দ-বাচ্য। ৪

১। চন্দ্রমা তারকাদের অধিপতি বলিয়া তাহাদের উপর অধিষ্ঠিত।

অথ যদেতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈবর্গথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তৎ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে ॥ ৫

[অপর একটি অঙ্গোপাসনা বিহিত হইতেছে]—অথ (আর) আদিত্যস্য (সূর্যের) এতৎ যৎ (এই যে) শুক্লম্ (শুভ্র) ভাঃ (দীপ্তি) সা এব (তাহাই) ঋক্, অথ যৎ পরঃ নীলম্ (নীলাতিশায়ী, অতি নীল) কৃষ্ণম্ (কৃষ্ণ আভা [যাহা সমাহিত ও শাস্ত্রপরিশোধিত ব্যক্তির দৃষ্টির গোচর]) তৎ সাম ইত্যাদি পূর্ববৎ। ৫

আর সূর্যের এই যে শুভ্র দীপ্তি তাহাই ঋক্, আর যাহা নীলাতিশায়ী কৃষ্ণ আভা উহাই সাম ; সেই এই (শুভ্রদীপ্তিরূপ) ঋকে এই (কৃষ্ণদীপ্তিরূপ) সাম অধিষ্ঠিত ; এই জন্যই ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গীত হয়। ৫

অথ যদেবৈতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈব সাঽথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমস্তৎ সামাথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব এব সুবর্ণঃ ॥ ৬

তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এষ সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ ॥ ৭

অথ (আবার) এতৎ (এই) যৎ এব (যাহাই) আদিত্যস্য (সূর্যের) শুক্লম্ ভাঃ (শুভ্র দীপ্তি) সা এব (তাহাই) সা (সা-শব্দের বাচ্য), অথ (আর) যৎ (যাহা) নীলম্ পরঃ কৃষ্ণম্ (নীলাতিশায়ী কৃষ্ণ আভা) তৎ অমঃ (উহাই অম-শব্দের বাচ্য),—তৎ সাম (এইরূপেই ঐ উভয় আভা সাম-শব্দের বাচ্য)। [অঙ্গোপাসনা শেষ করিয়া অতঃপর প্রধান উপাসনা বর্ণনার পূর্বে উপাস্যের অধিদৈবত স্বরূপ বলা হইতেছে]—অথ (আর) আদিত্যে অন্তঃ (সূর্যমণ্ডলাভ্যন্তরে) এষঃ যঃ (এই যে) হিরণ্ময়ঃ (সুবর্ণসদৃশ জ্যোতির্ময়) পুরুষঃ (হৃদয়পুর-শায়ী বা জগৎপরিপূরক পরমাত্মা) দৃশ্যতে (ব্রহ্মচর্যাদি সহায়ে সমাহিত ব্যক্তিগণকর্তৃক দৃষ্ট হন)—[যিনি যেন] হিরণ্যশ্মশ্রুঃ (জ্যোতির্ময় শ্মশ্রুযুক্ত) [যেন] হিরণ্যকেশঃ (জ্যোতির্ময় কেশযুক্ত), [যাঁহার] আ-প্রণখাৎ (নখাগ্র পর্যন্ত) সর্বঃ এব (সকল অবয়বই) [যেন] সুবর্ণঃ (জ্যোতির্ময়)। ৬

কপি-আসম্ (মর্কটের পৃষ্ঠান্তভাগের সদৃশ) পুণ্ডরীকম্ (পদ্ম) যথা (যেরূপ সমুজ্জ্বল) এবম্ (এইরূপই, পদ্মেরই ন্যায়) তস্য (তাঁহার) অক্ষিণী (চক্ষুর্দ্বয়)। তস্য (তাঁহার) উৎ-ইতি (উৎ এই) নাম ([গৌণ] নাম), [কারণ] সঃ এষঃ (সেই এই দেব) সর্বেভ্যঃ (সকল) পাপ্মভ্যঃ (পাপ হইতে) উৎ-ইতঃ (উদ্গত, উত্তীর্ণ) ; যঃ (যিনি) এবং বেদ (যথোক্ত প্রকারে এই উৎ-নামধারীকে জানেন) [তিনি] সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ (সকল পাপ হইতে) উদেতি হ বৈ (অবশ্যই ঊর্ধ্বে উত্থিত হন)। ৭

আবার সূর্যের যাহা শ্বেত আভা উহাই "সা", আর যাহা সাতিশয় কৃষ্ণ আভা উহাই "অম"; এই রূপে শ্বেত আভা ও কৃষ্ণ আভাই সামশব্দের বাচ্য। আর সূর্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে এই যে সুবর্ণ-বর্ণ (অর্থাৎ জ্যোতির্ময়) পুরুষ[১] দৃষ্ট হন—যাঁহার শ্মশ্রু সুবর্ণবর্ণ ও কেশ সুবর্ণবর্ণ এবং যাঁহার নখাগ্র পর্যন্ত সমস্তই সুবর্ণবর্ণ—তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়, মর্কটের পশ্চাদ্ভাগের ন্যায় যে লোহিতাভ পদ্ম সেই, পদ্মসদৃশ সমুজ্জ্বল[২]। তাঁহার নাম "উৎ", কারণ এই দেব সকল পাপ হইতে উদ্‌গত, অর্থাৎ ঊর্ধ্বে স্থিত। যিনি এইরূপ জানেন তিনিও অবশ্যই পাপরাশি হইতে উত্তীর্ণ হন। ৬-৭

১। ইনি পরমাত্মা; ইনি আদিত্যস্থ জীববিশেষ নহেন। কারণ পরমাত্মাই সর্বপাপের অতীত হইতে পারেন। ছাঃ ৮।৭।১

২। এখানে মর্কটের পশ্চাদ্ভাগের সহিত পদ্মের ও পদ্মের সহিত আদিত্যপুরুষের চক্ষুর বর্ণের তুলনা করা হইল। সুতরাং উক্ত পুরুষের চক্ষুর সহিত মর্কটের অধোভাগের তুলনা করিয়া অশ্রদ্ধা দেখান হইল—এইরূপ বলা যাইতে পারে না। পুণ্ডরীক শ্বেতবর্ণের হইতে পারে। উপমার অনুরোধে এখানে উজ্জ্বল রক্তিম পদ্মই গ্রহণীয়।

তস্যর্ক্ চ সাম চ গেষ্ণৌ তস্মাদুদ্‌গীথস্তস্মাত্ত্বেবোদ্‌গাতৈতস্য হি গাতা স এষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে দেবকামানাং চেত্যধিদৈবতম্ ॥ ৮

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য ষষ্ঠখণ্ডঃ ॥

[যেহেতু তিনি সর্বকারণ ও সর্বাত্মা অতএব] ঋক্ চ সাম চ (ঋক্ ও সাম) তস্য (তাঁহার) গেষ্ণৌ ([পর্বরূপে ধ্যেয়] দুইটি পর্ব)। [যেহেতু তিনি উৎ-নামা, এবং পৃথিবী ও অগ্নিপ্রভৃতি স্বরূপ ঋক্ ও সাম তাঁহার দুইটি গেষ্ণ (১।৬।১-৪ দ্রঃ); অর্থাৎ যেহেতু তিনি পাপাতীত ও সর্বাত্মক] তস্মাৎ (সুতরাং) [তিনি] উদ্‌গীথঃ (উদ্‌গীথস্বরূপ)। হি (যেহেতু) এতস্য (এই [উৎএর] বিষয়েই) গাতা (সামগায়ক গান করেন), তস্মাৎ তু এব (সেই জন্যই) উদ্‌গাতা (গায়কের নাম উৎ-গাতা)। চ সঃ এষঃ (সেই এই উৎ-নামক দেব)

অমুষ্মাৎ (এই সূর্য হইতে) পরাঞ্চঃ (পরবর্তী, অর্থাৎ উর্ধ্ববর্তী) যে (যে সকল) লোকাঃ (লোক, [স্বর্গাদি]) তেষাম্ চ (সেই লোক-সমূহেরও) ঈষ্টে (শাসন করেন, [ও ধারণ করেন]), দেবকামানাম্ চ (এবং দেবগণের অভিলষিত বিষয়েরও) [বিধাতা হন]—ইতি অধিদৈবতম্ (উদ্গীথের দেবতাবিষয়ক স্বরূপটি বলা শেষ হইল)। ৮

ঋক্ ও সাম তাঁহার দুইটি পর্ব। (যেহেতু তিনি উৎ-নামধারী, এবং যেহেতু পৃথিবী ও অগ্নিপ্রভৃতি স্বরূপ ঋক্ ও সাম তাঁহার গেষ্ণদ্বয়) অতএব তিনি উদ্গীথস্বরূপ। (উদ্গাতা) এই উৎবিষয়ক গান করেন বলিয়াই তাঁহার নাম উৎ-গাতা। অধিকন্তু এই দেব সূর্যমণ্ডলের পরবর্তী সকল লোকের শাসন ও ধারণ করেন এবং তিনি দেবগণের অভীষ্টবর্গেরও নিয়ন্তা। উদ্গীথের দেবতাবিষয়ক স্বরূপ বলা শেষ হইল।

প্রথমাধ্যায়—সপ্তম খণ্ড

(অধ্যাত্ম অক্ষিপুরুষের উপাসনা)

অথাধ্যাত্মম্ বাগেবর্ক্ প্রাণঃ সাম তদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। বাগেব সা প্রাণোঽমস্তৎ সাম ॥ ১

অথ (অধুনা) অধ্যাত্মম্ (দেহবিষয়ক উপাসনা) [বলা হইবে]; [মুখ্য প্রধান অধ্যাত্ম উপাসনা বলার পূর্বে তাহার অঙ্গ উপাসনা বলা হইতেছে]—বাক্ এব (বাক্ই) ঋক্, প্রাণঃ (নাসিকা ও তৎস্থ বায়ু) সাম; [অপরাংশ পূর্ববৎ]।

অধুনা দেহবিষয়ক উপাসনা বলা হইতেছে—বাক্ই ঋক্, ঘ্রাণেন্দ্রিয় সাম;[১] সেই এই (ঘ্রাণরূপী) সাম এই (বাগরূপী) ঋকের উপর প্রতিষ্ঠিত;[২] সেই জন্যই ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গীত হয়। বাক্ই সা, ঘ্রাণ অম; এইরূপে বাক্ ও ঘ্রাণই সাম-শব্দের বাচ্য। ১

১। অর্থাৎ ঋকে বাগ্‌দৃষ্টি ও সামে প্রাণদৃষ্টি করিতে হইবে। এইরূপ সর্বত্র। ১।৬।১ টীকা।

২। কারণ নাসিকা মুখের উপরে অবস্থিত।

চক্ষুরেবর্গাত্মা সাম তদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। চক্ষুরেব সাত্মাঽমস্তৎ সাম ॥ ২

চক্ষুঃ এব (চক্ষুই) ঋক্, আত্মা (চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত দেহচ্ছায়া) সাম ; [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ]। ২

চক্ষুই ঋক্, চক্ষুতে প্রতিবিম্বিত দেহচ্ছায়া সাম ; সেই এই (ছায়ারূপী) সাম এই (চক্ষুরূপী) ঋকে প্রতিষ্ঠিত ; সেই জন্যই ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গীত হয়। চক্ষুই সা, ছায়া অম ; এইরূপে চক্ষু ও ছায়াই সাম-পদ-বাচ্য। ২

শ্রোত্রমেবর্ঙ্মনঃ সাম তদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। শ্রোত্রমেব সা মনোঽমস্তৎ সাম ॥ ৩

শ্রোত্রম্ এব (কর্ণই) ঋক্, মনঃ (মন) সাম ; [অপরাংশ পূর্ববৎ] । ৩

কর্ণই ঋক্, মন সাম ; সেই এই (মনোরূপী) সাম এই (কর্ণরূপী) ঋকে প্রতিষ্ঠিত ; সেই জন্যই ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গীত হয়। কর্ণই সা, মন অম ; এইরূপে কর্ণ ও মন সাম-শব্দ-বাচ্য। ৩

অথ যদেতদক্ষ্ণঃ শুক্লং ভাঃ সৈবর্গথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তৎ সাম তদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে। অথ যদেবৈতদক্ষ্ণঃ শুক্লং ভাঃ সৈব সাঽথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমস্তৎ সাম ॥ ৪

[কয়েকটি আধ্যাত্মিক অঙ্গোপাসনা বলিয়া প্রকারান্তরে আর একটি আধ্যাত্মিক অঙ্গোপাসনা বলা হইতেছে]—অথ (আবার) এতৎ যৎ (এই যে) অক্ষ্ণঃ (চক্ষুর) শুক্লম্ (শুভ্র) ভাঃ (দীপ্তি) সা এব (উহাই, চক্ষুর শুভ্র দীপ্তিই) ঋক্, [ঋকে ঐ শুভ্রজ্যোতির দৃষ্টি আরোপ করিবে]। অথ (আর) যৎ (যাহা) নীলম্ পরঃ কৃষ্ণম্ (নীলাতিশায়ী কৃষ্ণ, সাতিশয় কৃষ্ণ [আভা]) তৎ (উহাই) সাম, [সামে ঐ কৃষ্ণদৃষ্টি আরোপ করিবে]; [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ]। ৪

আবার চক্ষুর মধ্যে এই যে শুভ্রদীপ্তি, উহাই ঋক্; আর যাহা অতিশয় কৃষ্ণপ্রভা উহাই সাম। সেই এই (শুভ্রজ্যোতিঃস্বরূপ) ঋকের উপরে (কৃষ্ণজ্যোতিঃস্বরূপ) সাম প্রতিষ্ঠিত। এই জন্যই ঋকে অধিষ্ঠিত সাম গীত হয়। আর এই যে চক্ষুর শুভ্র জ্যোতি, ইহাই সা; এবং যাহা নীলাতিশায়ী কৃষ্ণ, তাহাই অম; এইরূপে উভয়ে সাম-শব্দ-বাচ্য। ৪

অথ য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে সৈবর্ক্ তৎ সাম তদুক্থং তদ্ যজুস্তদ্‌ব্রহ্ম তস্যৈতস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপং যাবমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ যন্নাম তন্নাম ॥ ৫

[আধ্যাত্মিক অঙ্গোপাসনার পর প্রধান উপাসনার উপাস্যের স্বরূপ বলা হইতেছে]—অথ (আবার) অন্তঃ অক্ষিণি (চক্ষুর মধ্যে) এষঃ যঃ (এই যে) পুরুষঃ (পুরুষ, পরমাত্মা) [সমাহিতগণ কর্তৃক] দৃশ্যতে (দৃষ্ট হন) [সর্বাত্মক ও সর্বকারণ বলিয়া] সা এব (উনিই) ঋক্, তৎ (উনিই) সাম, তৎ উক্থম্ (উনিই উক্থ), তৎ যজুঃ (উনিই যজুঃ), তৎ ব্রহ্ম (উনিই [তিন] বেদ)। অমুষ্য (আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষের) যৎ (যে) রূপম্ (রূপ) তস্য (সেই) এতস্য (এই চক্ষুস্থ পুরুষেরও) তৎ এব (তাহাই) রূপম্ (রূপ), অমুষ্য (তাঁহার) যৌ গেষ্ণৌ (যে পর্বদ্বয়) তৌ গেষ্ণৌ (ইঁহারও সেই দুইটি পর্ব), যৎ নাম (তাঁহার যে নাম) তৎ নাম (ইঁহারও সেই নাম)। [১।৬।৭-৮ দ্রঃ]। ৫

আর চক্ষুর মধ্যে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, ইনিই ঋক্, ইনিই সাম, ইনিই উক্থ, ইনিই যজুঃ,[১] ইনিই বেদত্রয়। আদিত্যস্থ পুরুষের যে রূপ, এই

অক্ষিপুরুষেরও সেই রূপ ; তাঁহার যে পর্বদ্বয়, ইঁহারও তাহাই ; তাঁহার যে নাম, ইঁহারও সেই নাম[২]। ৫

১। অথবা ঋক্—(উক্থব্যতিরিক্ত) শস্ত্র (অর্থাৎ যে সকল ঋক্‌মন্ত্রে দেবগণের প্রশংসা করা হয়) ; সাম—স্তোত্র (সামগায়ীর গেয় মন্ত্রসকল) ; যজুঃ—স্বাহা, স্বধা, বষট্ ইত্যাদি সমস্ত বাক্ ; উক্থ—শস্ত্রের অংশবিশেষ।

২। অর্থাৎ এখানে দুই জন ভিন্ন পুরুষের উপদেশ দেওয়া হয় নাই, উঁহারা অভিন্ন। ইহা অধিদৈব ও অধ্যাত্মরূপে অবস্থিত একই পরমাত্মার দৃষ্টিতে উদ্‌গীথ ওঙ্কারের অহংগ্রহ-উপাসনা ; অর্থাৎ উদ্‌গীথ, পরমাত্মা, ও আমি অভিন্ন—এইরূপ ধ্যান করিতে হইবে।

স এষ যে চৈতস্মাদর্বাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে মনুষ্য-কামানাঞ্চেতি তদ্ য ইমে বীণায়াং গায়ন্ত্যেতং তে গায়ন্তি তস্মাত্তে ধনসনয়ঃ ॥ ৬

চ এতস্মাৎ (এই শরীরাধিষ্ঠাতা আত্মা হইতে) [উদ্ভূত হইয়া] যে লোকাঃ (যে সকল লোক) অর্বাঞ্চঃ (অধোদিকে প্রসারিত রহিয়াছে) সঃ এষঃ (উক্ত এই অক্ষিপুরুষই) তেষাম্ চ (তাহাদের) মনুষ্যকামানাম্ চ (এবং মানুষের কাম্যসমূহের) ঈষ্টে (বিধান করেন) তৎ (অতএব) ইমে যে (এই যাঁহারা, যে গায়কগণ) বীণায়াম্ (বীণাযন্ত্রে) গায়ন্তি (গান করেন) তে (তাঁহারা) এতম্ (ইঁহার বিষয়েই) গায়ন্তি (গান করেন) ; তস্মাৎ (পরমেশ্বরের গান করেন বলিয়াই) তে (তাঁহারা) ধনসনয়ঃ (ধনবান্ হন)। ৬

আত্মা হইতে উদ্ভূত হইয়া যে সকল লোক অধোদিকে প্রসারিত রহিয়াছে, উক্ত এই অক্ষিপুরুষই তাহাদের এবং মানুষের কাম্যসমূহের বিধান করেন। অতএব এই যাঁহারা বীণাযন্ত্রে গান করেন তাঁহারা ইঁহারই গান করেন, এবং ঈশ্বরের গান করেন বলিয়াই তাঁহারা ধনপতি হন। ৬

অথ য এতদেবং বিদ্বান্ সাম গায়ত্যুভৌ স গায়তি সোঽমুনৈব স এষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তাংশ্চাপ্নোতি দেবকামাংশ্চ ॥ ৭

[৬ষ্ঠ ও ৭ম খণ্ডে বর্ণিত উপাসনার ফল বলা হইতেছে]—যঃ (যিনি) [উদ্‌গীথদেবকে] এবম্ (এইরূপ) বিদ্বান্ (জানিয়া) অথ (অনন্তর) এতৎ (এই) সাম (সাম, অর্থাৎ উৎগীথাবয়ব সাম) গায়তি (গান করেন), সঃ (তিনি) উভৌ (অক্ষিপুরুষ ও আদিত্য-পুরুষকে) গায়তি। চ সঃ এষঃ অমুনা এব (এই আদিত্যরূপেই, অর্থাৎ আদিত্যান্তর্গত দেবস্বরূপ হইয়া) অমুষ্মাৎ (উক্ত আদিত্যপুরুষ হইতে) পরাঞ্চঃ যে লোকাঃ (যে সকল লোক পরবর্তী, অর্থাৎ ঊর্ধ্বদিকে প্রসারিত হইয়াছে) তান্ চ (তাহাদিগকে) দেবকামান্ চ (এবং দেবগণের কাম্যসমূহ) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন)। ৭

যিনি এই উৎগীথদেবকে এইরূপ জানিয়া অনন্তর এই সাম গান করেন, তিনি (অক্ষিপুরুষ ও আদিত্যপুরুষ) উভয়েরই গান করিয়া থাকেন। উক্ত তিনি এই আদিত্যপুরুষের সহিত এক হইয়া, আদিত্য হইতে ঊর্ধ্বদিকে যে সকল লোক প্রসারিত রহিয়াছে, সেই সকল লোক এবং দেবগণের কাম্যসকল প্রাপ্ত হন। ৭

অথানেনৈব যে চৈতস্মাদর্বাঞ্চো লোকাস্তাংশ্চাপ্নোতি মনুষ্য-কামাংশ্চ তস্মাদু হৈবংবিদুদ্‌গাতা ব্রূয়াৎ ॥ ৮

কং তে কামমাগায়ানীত্যেষ হ্যেব কামাগানস্যেষ্টে—য এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি সাম গায়তি ॥ ৯

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য সপ্তমখণ্ডঃ ॥

অথ (তেমনি) অনেন এব (এই চাক্ষুষপুরুষরূপেই, চাক্ষুষপুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়াই) যে চ লোকাঃ (যে সকল লোক) এতস্মাৎ (এই অক্ষিপুরুষ হইতে) অর্বাঞ্চঃ (অধোদিকে প্রসারিত হইয়াছে) তান্ চ মনুষ্যকামান্ চ (তাহাদিগকে ও মানুষের কাম্যবর্গকে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন)। তস্মাৎ উ হ (এই জন্যই) এবং-বিৎ (এইরূপ জ্ঞানবান্) উদ্‌গাতা (উদ্‌গাতা) [স্বীয় যজমানকে] ব্রূয়াৎ (বলিবেন)। ৮

তে (তোমার) কম্ (কোন্) কামম্ (অভীষ্ট) আগায়ানি (গান করিব, গানের দ্বারা সম্পাদন করিব) ইতি ? হি (কারণ) যঃ (যিনি) এবম্ (এইরূপ) বিদ্বান্ (জানিয়া)

সাম গায়তি (সাম গান করেন), এষঃ এব (এইরূপ উদ্গাতাই) কাম-আগানস্ত ঈষ্টে (সামগানপূর্বক অভীষ্ট সম্পাদনে সক্ষম হন)। সাম গায়তি [ইহা উপাসনার সমাপ্তিসূচক পুনরুক্তি]। ৯

সেইরূপ—চাক্ষুষ পুরুষের সহিত অভিন্ন হইয়া তিনি, অক্ষিপুরুষ হইতে যে সকল লোক অধোদিকে প্রসারিত হইয়াছে, সেই সকল লোক এবং মানুষের অভীষ্টসমুদয় প্রাপ্ত হন। এই জন্যই এই জ্ঞানবান্ উদ্গাতা (যজমানকে) বলিবেন—"সামগানের দ্বারা তোমার কি কামনা সম্পাদন করিব ?" কারণ যিনি এইরূপ জানিয়া সামগান করেন, তিনি সামগানের দ্বারা অভীষ্ট সম্পাদনে সমর্থ হন। ৮-৯

প্রথমাধ্যায়—অষ্টম খণ্ড

(প্রবাহণ জৈবলির উপাখ্যান, পরোবরীয়ান্ উদ্গীথের উপাসনা)

ত্রয়ো হোদ্গীথে কুশলা বভূবুঃ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নো দাল্ভ্যঃ প্রবাহণো জৈবলিরিতি তে হোচুরুদ্গীথে বৈ কুশলাঃ স্মো হন্তোদ্গীথে কথাং বদাম ইতি ॥ ১

[অধুনা পরোবরীয়স্ত্ব ফল লাভের জন্য খণ্ডদ্বয়ে পরোবরীয়ান্ (অর্থাৎ উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর) উদ্গীথাক্ষর ওঙ্কারের উপাসনা বিহিত হইতেছে]—শালাবত্যঃ (শলাবৎ-পুত্র) শিলকঃ (শিলক), দাল্ভ্যঃ (দল্ভ্যগোত্রীয়) চৈকিতায়নঃ (চিকিতায়ন-পুত্র), জৈবলিঃ (জীবলতনয়) প্রবাহণঃ (প্রবাহণ) ইতি ত্রয়ঃ (এই তিন জন) হ (একদা) উদ্গীথে (উদ্গীথজ্ঞানবিষয়ে) কুশলঃ (নিপুণ) বভূবুঃ (হইয়াছিলেন)। তে হ উচুঃ (তাঁহারা পরস্পরকে বলিলেন)—[আমরা] উদ্গীথে (উদ্গীথজ্ঞানে) কুশলাঃ বৈ (নিপুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ) স্মঃ (হইয়াছি); হন্ত (আসুন), উদ্গীথে (উদ্গীথবিষয়ে) কথাম্ বদামঃ (বিচার করি) ইতি (এই কথা)। ১

শলাবৎপুত্র শিলক, দল্‌ভ্যগোত্রীয় চৈকিতায়ন এবং জীবলতনয় প্রবাহণ—এই তিন জন পুরাকালে উদ্‌গীথজ্ঞানে পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহারা (পরস্পরকে এই কথা) বলিলেন, "আমরা উদ্‌গীথজ্ঞানে নিপুণ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছি; অতএব আসুন আমরা উদ্‌গীথবিষয়ে বিচার করি।" ১

১। ইনি দ্ব্যামুষ্যায়ণ বা উভয়গোত্রীয়। কোনও কন্যার গর্ভজাত পুত্র উভয়গোত্রীয় হইবে—পূর্ব হইতে এইরূপ স্থির থাকিলে, সেই কন্যার পুত্র (মাতার ও পিতার) উভয়গোত্রের পিণ্ডাধিকারী হয়। মনু ৯।৫৩, ৯।১২৭

তথেতি হ সমুপবিবিশুঃ স হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ ভগবন্তাবগ্রে বদতাং ব্রাহ্মণয়োর্বদতোর্বাচং শ্রোষ্যামীতি ॥ ২

তথা (তাহাই হউক) ইতি (এই কথা বলিয়া) সমুপবিবিশুঃ হ (তাঁহারা উপবিষ্ট হইলেন)। সঃ হ (সেই প্রসিদ্ধ [রাজা]) প্রবাহণঃ জৈবলিঃ উবাচ (বলিলেন)—ভগবন্তৌ (আপনারা উভয়ে) অগ্রে (প্রথমে) বদতাম্ (বিচার করুন); বদতোঃ (বাদকারী) ব্রাহ্মণয়োঃ (ব্রাহ্মণদ্বয় আপনাদের) বাচম্ (বাক্য) শ্রোষ্যামি (আমি শ্রবণ করিব) ইতি। ২

"তথাস্তু" বলিয়া তাঁহারা উপবেশন করিলেন। সেই রাজা[১] প্রবাহণ জৈবলি বলিলেন, "আপনারা উভয়ে অগ্রে বিচার করুন; আমি বাদনিরত[২] ব্রাহ্মণদ্বয়ের আলোচনা শ্রবণ করিব।" ২

১। মূলে রাজাশব্দ না থাকিলেও প্রবাহণ আপনাকে ব্রাহ্মণদ্বয় হইতে পৃথক্ করায় বুঝা যাইতেছে যে, তিনি ক্ষত্রিয় রাজা।

২। তত্ত্বনিরূপণের জন্য যে বিচার, তাহাই বাদ।

স হ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্‌ভ্যমুবাচ হন্ত ত্বা পৃচ্ছানীতি পৃচ্ছেতি হোবাচ ॥ ৩

স হ (সেই) শিলকঃ শালাবত্যঃ চৈকিতায়নম্ দাল্ভ্যম্ (চৈকিতায়নপুত্র দাল্ভ্যকে) উবাচ—হন্ত (অনুমতি হইলে) ত্বা (আপনাকে) পৃচ্ছানি (আমি প্রশ্ন করি) ইতি। পৃচ্ছ (প্রশ্ন করুন) ইতি (এই কথা) উবাচ হ ([দাল্ভ্য] বলিলেন)। ৩

সেই শিলক শালাবত্য চৈকিতায়ন দাল্ভ্যকে বলিলেন, "অনুমতি হইলে আমি আপনাকে প্রশ্ন করি।" তিনি বলিলেন, "প্রশ্ন করুন।" ৩

কা সাম্নো গতিরিতি স্বর ইতি হোবাচ স্বরস্য কা গতিরিতি প্রাণ ইতি হোবাচ প্রাণস্য কা গতিরিত্যন্নমিতি হোবাচান্নস্য কা গতিরিত্যাপ ইতি হোবাচ ॥ ৪

অপাং কা গতিরিত্যসৌ লোক ইতি হোবাচামুষ্য লোকস্য কা গতিরিতি ন স্বর্গং লোকমতিনয়েদিতি হোবাচ স্বর্গং বয়ং লোকং সামাভিসংস্থাপয়ামঃ স্বর্গসংস্তাবং হি সামেতি ॥ ৫

[শিলক]—সাম্নঃ (সামের, অর্থাৎ উদ্গীথের) কা গতিঃ (আশ্রয় বা পরম গতি কি) ইতি; [দাল্ভ্য] উবাচ হ (বলিলেন)—স্বরঃ ইতি (স্বর)। স্বরস্য (স্বরের) কা গতিঃ ইতি; উবাচ হ—প্রাণঃ ইতি (প্রাণ)। প্রাণস্য (প্রাণের) কা গতিঃ ইতি; উবাচ হ—অন্নম্ ইতি (অন্ন)। অন্নস্য (অন্নের) কা গতিঃ ইতি; উবাচ হ—আপঃ ইতি (জল)। ৪

অপাম্ (জলের) কা গতিঃ ইতি; অসৌ লোকঃ (ঐ দ্যুলোক) ইতি উবাচ হ। অমুষ্য লোকস্য (ঐ লোকের) কা গতিঃ ইতি; উবাচ হ—স্বর্গম্ লোকম্ (স্বর্গলোককে) ন অতিনয়েৎ (অতিক্রম করিয়া কেহ সামকে আশ্রয়ান্তরে লইয়া যাইতে পারে না) ইতি। হি (যেহেতু) স্বর্গসংস্তাবম্ সাম (স্বর্গরূপেই সামের স্তুতি হইয়া থাকে), [অতএব] বয়ম্ (আমরা) সাম (সামকে) স্বর্গম্ লোকম্ (স্বর্গলোকে) অভিসংস্থাপয়ামঃ (স্থাপন করি, প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানি) ইতি। ৫

(শিলক প্রশ্ন করিলেন)—"সামের আশ্রয় কি ?" (দাল্ভ্য) উত্তর

দিলেন, "স্বর।[২]" (শিলক)—"স্বরের আশ্রয় কি?" (দাল্‌ভ্য) বলিলেন, "প্রাণ।[৩]" (শিলক)—"প্রাণের আশ্রয় কি?" (দাল্‌ভ্য) বলিলেন, "অন্ন।[৪]" (শিলক)—"অন্নের আশ্রয় কি?" (দাল্‌ভ্য) বলিলেন, "জল।[৫]" (শিলক)—"জলের আশ্রয় কি?" (দাল্‌ভ্য) বলিলেন, "ঐ স্বর্গলোক।[৬]" (শিলক)—"স্বর্গলোকের আশ্রয় কি?" (দাল্‌ভ্য) বলিলেন, "সামকে স্বর্গলোকের অতীত আশ্রয়ান্তরে কেহ লইয়া যাইতে পারে না। যেহেতু স্বর্গরূপে সামের স্তুতি হয়,[৭] অতএব আমরা সামকে স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই জানি।" ৪-৫

১। অর্থাৎ উদ্‌গীথের (=উদ্‌গীথভক্তির অবয়ব ওঙ্কারের); কারণ ইহা উদ্‌গীথেরই প্রকরণ। ৮ম ও ৯ম খণ্ডেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

২। নিষাদ, গান্ধারাদি স্বর অবলম্বনে সাম গীত হয়; স্বর উদ্‌গীথের ব্যঞ্জক, তাহার আশ্রয়, ও তৎস্বরূপ।

৩। যেহেতু স্বর প্রাণনিষ্পাদ্য।

৪। কেন না অন্নদ্বারাই প্রাণের স্থিতি হয়।

৫। জল হইতেই অন্নের উৎপত্তি হয়।

৬। দ্যুলোক হইতেই জল বর্ষিত হয়।

৭। শ্রুতিতে আছে, "স্বর্গো বৈ লোকঃ সামবেদঃ,"—স্বর্গলোকই সামবেদ।

তং হ শিলকঃ শালাবত্যশ্চৈকিতায়নং দাল্‌ভ্যমুবাচা-প্রতিষ্ঠিতং বৈ কিল তে দাল্‌ভ্য সাম যস্ত্বেতর্হি ব্রূয়ান্মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মূর্ধা তে বিপতেদিতি॥ ৬

শিলকঃ শালাবত্যঃ তম্ (সেই) চৈকিতায়নম্ দাল্‌ভ্যম্ উবাচ হ—দাল্‌ভ্য (হে দাল্‌ভ্য), তে (আপনার) সাম (উদ্‌গীথ) অপ্রতিষ্ঠিতম্ বৈ কিল (অবশ্যই অপ্রতিষ্ঠিত রহিয়া গেল) এতর্হি (এই সময়ে, এই মিথ্যাভাষণ কালে) যঃ তু ([উদ্‌গীথের প্রতিষ্ঠাভিজ্ঞ মিথ্যা-অসহিষ্ণু]

কেহ যদি) ব্রূয়াৎ (বলেন), তে (তোমার) মূর্ধা (মস্তক) বিপতিষ্যতি (স্কন্ধচ্যুত হইবে) ইতি (এই কথা), [তবে] তে (আপনার) মূর্ধা (মস্তক) বিপতেৎ (পড়িয়া যাইবে) ইতি। ৬

তখন শিলক শালাবত্য চৈকিতায়ন দাল্‌ভ্যকে বলিলেন, "হে দাল্‌ভ্য, আপনার সাম অপ্রতিষ্ঠিতই রহিয়া গেল। এই সময়ে উহার প্রতিষ্ঠাভিজ্ঞ কেহ যদি বলেন, 'তোমার মস্তক পতিত হইবে,' তবে সত্যই আপনার মস্তক পতিত হইবে।[১]" ৬

১। অপ্রতিষ্ঠিত সামকে প্রতিষ্ঠিত বলার অপরাধে যদিও মস্তক পতিত হওয়া উচিত, তথাপি কেহ ঐরূপ শাপ না দেওয়ায় তাহা আপাততঃ হইল না ; কারণ শুভাশুভ কর্মের ফল দেশ, কাল, ও নিমিত্তকে অপেক্ষা করে।

হন্তাহমেতদ্ভগবতো বেদানীতি বিদ্ধীতি হোবাচামুষ্য লোকস্য কা গতিরিত্যয়ং লোক ইতি হোবাচাস্য লোকস্য কা গতিরিতি ন প্রতিষ্ঠাং লোকমতিনয়েদিতি হোবাচ প্রতিষ্ঠাং বয়ং লোকং সামাভিসংস্থাপয়ামঃ প্রতিষ্ঠাসংস্তাবং হি সামেতি॥ ৭

[দাল্‌ভ্য বলিলেন] হন্ত (অনুমতি হইলে) অহম্ (আমি) ভগবতঃ (আপনার নিকট হইতে) এতৎ (ইহা ; সাম যাহাতে প্রতিষ্ঠিত তাহা) বেদানি (জানিতে চাই) ইতি ; উবাচ হ ([শালাবত্য] বলিলেন) বিদ্ধি (জানুন) ইতি। [দাল্‌ভ্য] অমুষ্য লোকস্য (ঐ লোকের) কা গতিঃ (আশ্রয় কি) ইতি ; উবাচ হ—অয়ম্ লোকঃ (এই লোক, পৃথিবী) ইতি। অস্য লোকস্য (এই লোকের) কা গতিঃ ইতি ; উবাচ হ—প্রতিষ্ঠাম্ লোকম্ (সর্বভূতের প্রতিষ্ঠাভূমি, অতএব সামেরও প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র, এই লোককে) ন অতিনয়েৎ ইতি (অতিক্রম করিয়া কেহ সামকে অন্যত্র লইয়া যাইতে পারে না) ; বয়ম্ (আমরা) সাম (সামকে) প্রতিষ্ঠাম্ লোকম্ (পৃথিবীলোকে) অভিসংস্থাপয়ামঃ (স্থাপন করি, প্রতিষ্ঠিত মনে করি), হি (কারণ) সাম (সাম) প্রতিষ্ঠাসংস্তাবম্ (পৃথিবীরূপে স্তুত হইয়াছেন)। ইতি। ৭

(দাল্‌ভ্য)—"অনুমতি হইলে আমি আপনার নিকট ইহা জানিব।" (শালাবত্য) বলিলেন, "জানুন।" (দাল্‌ভ্য)—"ঐ লোকের আশ্রয় কি?" (শালাবত্য) বলিলেন, "এই পৃথিবীলোক।[১]" (দাল্‌ভ্য)—"এই পৃথিবীর আশ্রয় কি? (শালাবত্য) বলিলেন, "(সর্বভূতের) প্রতিষ্ঠাভূমি এই এই লোককে অতিক্রম করিয়া সামকে অন্যত্র লইয়া যাইতে পারা যায় না। আমরা সামকে এই প্রতিষ্ঠাক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত করি; কারণ সাম পৃথিবীরূপে সংস্তুত হইয়াছেন।"[২] ৭

১। পৃথিবীলোকে আচরিত যাগ, দান, ও হোমাদি পরলোককে পুষ্ট করে।

২। শ্রুতিতে আছে, "ইয়ং বৈ রথন্তরম্"—এই পৃথিবীই রথন্তর নামক সাম। উদ্গীথ সাম হইতে অতিরিক্ত নহে, অতএব তাহারও প্রতিষ্ঠা পৃথিবী।

তং হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচান্তবদ্বৈ কিল তে শালাবত্য সাম যস্তেতর্হি ব্রূয়ান্মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মূর্ধা তে বিপতেদিতি হন্তাহমেতদ্ ভগবতো বেদানীতি বিদ্ধীতি হোবাচ ॥ ৮

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য অষ্টমখণ্ডঃ ॥

প্রবাহণঃ জৈবলিঃ তম্ (তাঁহাকে, শালাবত্যকে) উবাচ হ—শালাবত্য (হে শালাবত্য), তে (আপনার) সাম (সাম) অন্তবৎ বৈ কিল (অবশ্যই অনন্ত নহে, অর্থাৎ অপ্রতিষ্ঠিতই রহিয়া গেল) [অবশিষ্টাংশ ৬ষ্ঠ ও ৭ম কণ্ডিকার ন্যায়]। ৮

প্রবাহণ জৈবলি শালাবত্যকে বলিলেন, "হে শালাবত্য, আপনার সাম অবশ্যই অনন্ত নহে। এই সময়ে সামের প্রতিষ্ঠাভিজ্ঞ কেহ যদি বলেন, 'তোমার মস্তক পড়িয়া যাইবে', তবে সত্যই আপনার মস্তক পতিত হইবে।" (শালাবত্য) বলিলেন, "অনুমতি হইলে আমি ইহা আপনার নিকট জানিব।" (জৈবলি) বলিলেন, "অবগত হউন।" ৮

প্রথমাধ্যায়—নবম খণ্ড

(প্রবাহণ জৈবলির উপাখ্যানের শেষাংশ)

অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্ত্যাকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্ ॥ ১

[শালাবত্য]—অস্য লোকস্য (এই লোকের) কা গতিঃ ইতি; উবাচ হ ([প্রবাহণ জৈবলি] বলিলেন)—আকাশঃ (আকাশ) ইতি; ইমানি (এই) সর্বাণি (সকল) হ বৈ ভূতানি (স্থাবরজঙ্গমাদি ভূতবর্গই) আকাশাৎ এব (আকাশ হইতেই) সমুৎপদ্যন্তে (সমুৎপন্ন হয়), আকাশম্ প্রতি (আকাশের অভিমুখে, অর্থাৎ আকাশে) অস্তম্ যন্তি (অস্তগমন করে, প্রলয়ে বিলীন হয়), হি (কারণ) আকাশঃ এব (আকাশই) এভ্যঃ (ইহাদিগ হইতে) জ্যায়ান্ (মহত্তর), আকাশঃ পরায়ণম্ (পরম গতি, ত্রৈকালিক প্রতিষ্ঠা) । ১

(শালাবত্য)—"এই লোকের আশ্রয় কি?" (প্রবাহণ জৈবলি) বলিলেন, "আকাশ। স্থাবরজঙ্গমাদি এই নিখিল ভূতবর্গ আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হয়, এবং প্রলয়ে আকাশেই লীন হয়; কারণ আকাশই এই সকল হইতে মহত্তর; সুতরাং আকাশই পরম প্রতিষ্ঠা।"[১] ১

১। আকাশ—পরমাত্মা; ভূতাকাশ নহে। ব্রঃ সূঃ ১।১।২২—"আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" সূত্রে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভূতাকাশ অর্থ করিলে "সর্ব" শব্দের সংকোচ করিতে হয়; কারণ ভূতাকাশকে "সকলের" উৎপত্তিস্থল, প্রলয়স্থল, এবং পরমগতি বলা চলে না। বিশেষতঃ ভূতাকাশ অর্থ করিলে ঐ আকাশের আশ্রয় যে তাহা বলা হইল না। শ্রুতিতে অন্যত্রও "আকাশ" শব্দে পরমাত্মাকে বুঝায়; যথা—ছাঃ ৪।১০।৪, ৮।১৪।১, ইত্যাদি। পরের কণ্ডিকায় উদ্গীথকে অনন্ত বলা হইবে; ভূতাকাশ এই অনন্তের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না।

স এষ পরোবরীয়ানুদ্গীথঃ স এষোঽনন্তঃ পরোবরীয়ো হাস্য ভবতি পরোবরীয়সো হ লোকাঞ্জয়তি য এতদেবং বিদ্বান্ পরোবরীয়াংসমুদ্গীথমুপাস্তে ॥ ২

স এষঃ (উক্ত এই) পরোবরীয়ান্ (শ্রেষ্ঠ এবং উত্তরো[illegible]তর) উদ্‌গীথঃ (উদ্‌গীথের অবয়ব ওঙ্কার) [পরমাত্মরূপে প্রতিপাদিত হইলেন]। [illegible]] সঃ এষঃ (পূর্বোক্ত এই উদ্‌গীথ) অনন্তঃ (অন্তহীন)। [সম্প্রতি পরোবরীয়স্ত্বগুণ[illegible] উদ্‌গীথে আকাশ-শব্দিত ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত হইতেছে]—যঃ (যিনি) এতৎ (এই) [illegible]রীয়াংসম্ (উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর, সর্বোত্তম) উদ্‌গীথম্ (উদ্‌গীথকে) এবম্ (এইরূপ) বিদ্বান্ (জানিয়া) উপাস্তে (উপাসনা করেন) অস্য (ইঁহার) পরোবরীয়ঃ হ (উত্তরোত্তর বিশিষ্ট জীবন) ভবতি (হয়), পরোবরীয়সঃ হ লোকান্ (উত্তরোত্তর বিশিষ্টতর লোক, কর্মফল, সকল) জয়তি (জয় করেন)। ২

পূর্বোক্ত এই উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর উদ্‌গীথ (পরমাত্মরূপে সম্পাদিত হইলেন); অতএব উক্ত এই উদ্‌গীথ অনন্ত।[১] যিনি এই শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠ উদ্‌গীথকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর জীবন লাভ হয়, এবং তিনি শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠ লোকসমূহ জয় করেন। ২

১। অর্থাৎ উদ্‌গীথ সর্বোত্তম ও অনন্ত পরমাত্মস্বরূপ।

তং হৈতমতিধন্বা শৌনক উদরশাণ্ডিল্যায়োক্ত্বোবাচ যাবত্ত এনং প্রজায়ামুদ্‌গীথং বেদিষ্যন্তে পরোবরীয়ো হৈভ্যস্তাবদস্মিঁল্লোকে জীবনং ভবিষ্যতি ॥ ৩

তম্ হ এতম্ (উক্ত এই উদ্‌গীথকে) উদরশাণ্ডিল্যায় (উদরশাণ্ডিল্যের সকাশে) উক্ত্বা (উপদেশ করিয়া) শৌনকঃ (শুনকপুত্র) অতিধন্বা (অতিধন্বা) উবাচ (বলিয়াছিলেন)—যাবৎ (যত কাল) তে (তোমার) প্রজায়াম্ (সন্তানসন্ততির মধ্যে) এনম্ (এই উদ্‌গীথকে) বেদিষ্যন্তে (জানিবে) তাবৎ (ততকাল) অস্মিন্ লোকে (ইহলোকে) [তাহাদের] এভ্যঃ (এই সকল সাধারণ জীবন অপেক্ষা) পরোবরীয়ঃ হ (উত্তরোত্তর বিশিষ্টতর) জীবনম্ (জীবন) ভবিষ্যতি (হইবে)। ৩

অতিধন্বা শৌনক (স্বশিষ্য) উদরশাণ্ডিল্যকে উক্ত উদ্‌গীথ উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার সন্তানসন্ততির মধ্যে যত কাল এই উদ্‌গীথজ্ঞান

থাকিবে, তত কাল ইহলোকে তাহাদের জীবন এই সকল সাধারণ জীবন অপেক্ষা উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর হইবে। ৩

—তথাঽমুষ্মিল্লোঁকে লোক ইতি স য এতদেবং বিদ্বানুপাস্তে পরোবরীয় এব হাস্যাস্মিঁল্লোকে জীবনং ভবতি তথাঽমুষ্মিঁল্লোকে লোক ইতি লোকে লোক ইতি ॥ ৪

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য নবমখণ্ডঃ ॥

—অমুষ্মিন্ লোকে (পরলোকেও) [তাহাদের] লোকঃ (লোক, ফল) তথা (তদ্রূপ, অর্থাৎ পরোবরীয়ান্ হইবে) ইতি। [উক্ত উপাসনার ফল কথিত হইতেছে]—সঃ যঃ (যে কেহ) [যে কোন যুগে] এতৎ (এই উদ্‌গীথকে) এবম্ (এইরূপ) বিদ্বান্ (জানিয়া) উপাস্তে (উপাসনা করেন) অস্য (ইঁহার) অস্মিন্ লোকে (এই লোকে) পরোবরীয়ঃ (উত্তরোত্তর বিশিষ্টতর) জীবনম্ এব হ (জীবনই) ভবতি (হয়), অমুষ্মিন্ লোকে লোকঃ তথা (পরলোকেও সেইরূপ উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর লোক লাভ হয়) ইতি। লোকে লোকঃ ইতি [পুনরুক্তি উদ্‌গীথোপাসনার সমাপ্তিসূচক]। ৪

"তদ্রূপ পরলোকেও উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর জীবন লাভ হইবে।" যিনি এই উদ্‌গীথকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার এই লোকে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর জীবন লাভ হয় এবং পরলোকেও তদ্রূপ উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর জীবন লাভ হয়। ৪

প্রথমাধ্যায়—দশম খণ্ড

(উষস্তির উপাখ্যান)

মটচীহতেষু কুরুষ্বাটিক্যা সহ জায়য়োষস্তির্হ চাক্রায়ণ ইভ্যগ্রামে প্রদ্রাণক উবাস ॥ ১

[উদ্‌গীথাক্ষরের উপাসনাপ্রসঙ্গে প্রস্তাব, উদ্‌গীথ, ও প্রতিহার নামক সামভক্তি বিষয়েও উপাসনা বলিতে হইবে; এইজন্য বর্তমান প্রকরণ]—কুরুষু (কুরুদেশীয় শস্যসকল) মটচীহতেষু (বজ্রাগ্নিতে বা শিলাবৃষ্টিতে বিনষ্ট হইলে) চাক্রায়ণঃ (চক্রতনয়) উষস্তিঃ হ (উষস্তি) প্রদ্রাণকঃ (দুর্দশাগ্রস্ত, অন্ত্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া) আটিক্যা (অপ্রাপ্তবয়স্কা) জায়য়া সহ (স্ত্রীর সহিত) ইভ্যগ্রামে (হস্তিপকদের, মাহুতদের, গ্রামে) উবাস (বাস করিয়াছিলেন)। ১

কুরুদেশীয় শস্যসমূহ শিলাবৃষ্টি (বা বজ্রাগ্নিতে) বিনষ্ট হইলে উষস্তি চাক্রায়ণ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া অপ্রাপ্তবয়স্কা পত্নীর সহিত হস্তিপকদের গ্রামে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ১

স হেভ্যং কুল্মাষান্ খাদন্তং বিভিক্ষে তং হোবাচ নেতোঽন্যে বিদ্যন্তে যচ্চ যে ম ইম উপনিহিতা ইতি ॥ ২

সঃ হ (উক্ত উষস্তি) কুল্মাষান্ (কুৎসিত মাষ) খাদন্তম্ (ভক্ষণকারী) ইভ্যম্ (হস্তিপকসকাশে) বিভিক্ষে (যাচ্ঞা করিলেন)। তম্ হ (উষস্তিকে) [হস্তিপক] উবাচ—যৎ চ যে ইমে (এই যে মাষরাশি) মে (আমার) উপনিহিতাঃ ([পাত্রে] নিক্ষিপ্ত হইয়াছে), ইতঃ (ইহা হইতে) অন্যে (অপর মাষ) ন বিদ্যন্তে (নাই) ইতি। ২

তিনি কদর্য মাষ ভক্ষণে নিরত এক হস্তিপকের নিকট ভিক্ষা চাহিলেন। হস্তিপক তাঁহাকে বলিল, "এই যে মাষরাশি আমার পাত্রে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, এতদতিরিক্ত আর কিছুই নাই।" ২

এতেষাং মে দেহীতি হোবাচ তানস্মৈ প্রদদৌ হন্তানুপানমিত্যুচ্ছিষ্টং বৈ মে পীতং স্যাদিতি হোবাচ ॥ ৩

এতেষাম্ (=এতান্, এইগুলিই) মে (আমায়) দেহি (দাও) ইতি (এই কথা) [উষস্তি] উবাচ হ। অস্মৈ (উষস্তিকে) তান্ (সেই মাষগুলি) [হস্তিপক] প্রদদৌ (প্রদান করিল), [এবং বলিল] হন্ত (অনুমতি হইলে) অনুপানম্ (পীতাবশিষ্ট এই

পানীয় [গ্রহণ করুন]) ইতি। মে (আমার) [দ্বারা] উচ্ছিষ্টম্ বৈ (উচ্ছিষ্ট) পীতম্ স্যাৎ (পান করা হইবে) [উষস্তি] ইতি (ইহা) উবাচ হ। ৩

উষস্তি বলিলেন, "এইগুলিই আমায় দাও।" তাঁহাকে উহা দিয়া হস্তিপক বলিল, "এই পীতাবশেষ (জল) গ্রহণ করুন।" উষস্তি বলিলেন, "তাহা হইলে আমার উচ্ছিষ্ট পান হইবে।" ৩

ন স্বিদেতেঽপ্যুচ্ছিষ্টা ইতি ন বা অজীবিষ্যমিমানখাদন্নিতি হোবাচ কামো ম উদপানমিতি॥ ৪

এতে অপি (এই মাষগুলিও) উচ্ছিষ্টাঃ (উচ্ছিষ্ট) ন স্বিদ্ (নহে কি)?—ইতি ([হস্তিপক] এই প্রশ্ন করিল)। [উষস্তি] উবাচ হ—ইমান্ (এইগুলি) অখাদন্ (না খাইলে) ন বৈ অজীবিষ্যম্ (বাঁচিতাম না) ইতি, মে (আমার) কামঃ (যথেচ্ছ) উদপানম্ (পানীয় জল) [লাভ হইতে পারে] ইতি। ৪

হস্তিপক বলিল, "মাষগুলিও উচ্ছিষ্ট নহে কি?" উষস্তি বলিলেন, "উহা না খাইলে আমি বাঁচিতাম না; কিন্তু পানীয় জল আমি যথেচ্ছ পাইতে পারি।[১]" ৪

১। এখানে ইহাই বলা হইল যে, দুর্দশাগ্রস্তের পক্ষে বিধিনিষেধ অপ্রযোজ্য; অন্যের পক্ষে, এমন কি বিদ্বানের পক্ষেও, কিন্তু তাহা নহে। ইহা আপদ্ধর্ম।

স হ খাদিত্বাঽতিশেষাঞ্জায়ায়া আজহার। সাঽগ্র এব সুভিক্ষা বভূব তান্ প্রতিগৃহ্য নিদধৌ॥ ৫

সঃ হ (উক্ত উষস্তি) খাদিত্বা (আহার করিয়া) অতিশেষান্ (অবশিষ্ট [মাষ] গুলি) জায়ায়ৈ (পত্নীর জন্য) আজহার (আনয়ন করিলেন)। অগ্রে এব (পূর্বেই) সুভিক্ষা বভূব (সুভিক্ষা লাভ হইয়াছিল) [বলিয়া] সা (সেই পত্নী) তান্ (ঐগুলি) প্রতিগৃহ্য (গ্রহণ করিয়া) নিদধৌ (রাখিয়া দিলেন)। ৫

উষস্তি আহারান্তে অবশিষ্ট মাষগুলি পত্নীর জন্য আহরণ করিলেন। পূর্বেই সুভিক্ষা লাভ হইয়াছিল বলিয়া পত্নী উহা গ্রহণ করিয়া রাখিয়া দিলেন। ৫

স হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ যদ্‌বতান্নস্য লভেমহি লভেমহি ধনমাত্রাং রাজাঽসৌ যক্ষ্যতে স মা সর্বৈরার্ত্বিজ্যৈর্বৃণীতেতি॥ ৬

সঃ হ (উক্ত উষস্তি) প্রাতঃ (উষাকালে) সঞ্জিহানঃ (শয্যাপরিত্যাগকালে) উবাচ —বত (অহো), যৎ (যদি) অন্নস্য (অন্নের) [অল্পও] লভেমহি (লাভ করিতে পারিতাম) [তবে] ধনমাত্রাম্ (কিঞ্চিৎ ধন) লভেমহি ; অসৌ (ঐ) রা[illegible] [illegible]ক্ষ্যতে (যজ্ঞ করিবেন), সঃ (তিনি) মা (আমাকে) সর্বৈঃ আর্ত্বিজ্যৈঃ (সকল ঋত্বিক্-[illegible] [illegible]াধনজন্য) বৃণীত (বরণ করিতেন) ইতি। ৬

উষস্তি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগকালে বলিলেন, "হায়, যদি কিঞ্চিৎ অন্ন পাইতাম, তবে কিঞ্চিৎ ধন লাভ করিতে পারিতাম। সেই রাজা যজ্ঞ করিবেন ; তিনি আমায় সকল ঋত্বিক্-কর্মে বরণ করিতেন।" ৬

তং জায়োবাচ হস্ত পত ইম এব কুল্মাষা ইতি তান্ খাদিত্বাঽমুং যজ্ঞং বিততমেয়ায়॥ ৭

জায়া (পত্নী) তম্ (তাঁহাকে) উবাচ—পতে (হে স্বামিন্), হস্ত [illegible] [illegible]াই যদি হয়, তবে) ইমে এব কুল্মাষাঃ (এই তো সেই কুৎসিত মাষগুলি [রহিয়াছে]) ইতি। [উষস্তি তান্ (সেই গুলি) খাদিত্বা (খাইয়া) অমুম্ (ঐ) বিততম্ (বিস্তারিত, প্রারব্ধ) যজ্ঞম্ এয়ায় (যজ্ঞে গমন করিলেন) । ৭

পত্নী তাঁহাকে বলিলেন, "হে স্বামিন্, তাহাই যদি হয়, তবে এই তো (তোমার প্রদত্ত) সেই কদর্য মাষগুলি রহিয়াছে।" উষস্তি সেই গুলি ভক্ষণ করিয়া ঐ প্রারব্ধ যজ্ঞে গমন করিলেন। ৭

তত্রোদ্‌গাতৄনাস্তাবে স্তোষ্যমাণানুপোপবিবেশ স হ প্রস্তোতারমুবাচ ॥ ৮

তত্র (সেখানে) উদ্‌গাতৄন্ (উদ্‌গাতা পুরুষগণকে,—উদ্‌গাতা, প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা, সুব্রহ্মণ্যাকে [ছাঃ ৪।১৬।১, টীকা দ্রঃ]) [অবস্থিত দেখিয়া, তাঁহাদের সমীপে গিয়া] আস্তাবে (স্তোত্রপাঠের স্থানে) স্তোষ্যমাণান্ উপ উপবিবেশ (স্তবপাঠকদিগের নিকটে উপবেশন করিলেন)। সঃ হ (তিনি) প্রস্তোতারম্ ("প্রস্তাব"-পাঠ-কারীকে [ছাঃ ১।১।১, অন্ন টীকা]) উবাচ—। ৮

সেখানে উদ্‌গাতাদিগকে অবস্থিত দেখিয়া স্তবভূমিতে স্তবপাঠকগণের নিকটে উপবিষ্ট হইলেন। অতঃপর তিনি প্রস্তোতাকে বলিলেন—। ৮

প্রস্তোতর্যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি ॥ ৯

প্রস্তোতঃ (হে প্রস্তাবপাঠক), যা (যে) দেবতা প্রস্তাবম্ অন্বায়ত্তা (প্রস্তাবনামক সামভক্তিতে অনুগত আছেন) তাম্ (তাঁহাকে) অবিদ্বান্ (না জানিয়া) চেৎ (যদি) প্রস্তোষ্যসি (প্রস্তাব পাঠ কর) [তবে] তে (তোমার) মূর্ধা (মস্তক) বিপতিষ্যতি (পড়িয়া যাইবে) ইতি। ৯

"হে প্রস্তাবপাঠক, প্রস্তাবে যে দেবতা অনুগত আছেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি প্রস্তাব পাঠ কর, তবে তোমার মুণ্ডপাত হইবে।[১]" ৯

১। যিনি শুধু কর্ম জানেন, কিন্তু কর্মজ্ঞান জানেন না, তিনি কর্মজ্ঞানীর সম্মুখে তাঁহার বিনা অনুমতিতে কর্ম করিলে, এইরূপ দুর্দশাপন্ন হইবেন—ইহা বলাই এই কণ্ডিকার উদ্দেশ্য। নতুবা যিনি কর্মজ্ঞান জানেন না, তাঁহার পক্ষে কর্ম করা সর্বাবস্থায় অনুচিত, এইরূপ বলা উদ্দেশ্য নহে। কেন না শাস্ত্রেই আছে যে, জ্ঞানবিহীন কর্মের ফলে দক্ষিণমার্গে গতি হয়।

এবমেবোদ্‌গাতারমুবাচোদ্‌গাতর্যা দেবতোদ্‌গীথমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বানুদ্‌গাস্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি ॥ ১০

এবম্ এব (ঠিক এইরূপে) উদ্‌গাতারম্ (উদ্‌গীথ গানকারীকে) উবাচ—উদ্‌গাতঃ (হে উদ্‌গাতা), যা দেবতা উদ্‌গীথম্ (উদ্‌গীথনামক সামভক্তিতে [ছাঃ ১।১।১, ওম্ টীকা]) অন্বায়ত্তা তাম্ ইত্যাদি পূর্ববৎ। উদ্‌গাস্যসি (উদ্‌গীথ গান কর)। ১০

উদ্‌গাতাকে তিনি এইরূপই বলিলেন, "হে উদ্‌গাতা, উদ্‌গীথে যে দেবতা অনুগত আছেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি উদ্‌গীথ গান কর, তবে তোমার মুণ্ডপাত হইবে।" ১০

এবমেব প্রতিহর্তারমুবাচ প্রতিহর্তর্যা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি তে হ সমারতাস্তূষ্ণীমাসাঞ্চক্রিরে ॥ ১১

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দশমখণ্ডঃ ॥

এবম্ এব প্রতিহর্তারম্ (প্রতিহারনামক সামভক্তি পাঠককে) উবাচ—প্রতিহর্তঃ (হে প্রতিহার-পাঠক), যা দেবতা প্রতিহারম্ (প্রতিহারনামক সামভক্তিতে) অন্বায়ত্তা ইত্যাদি পূর্ববৎ। প্রতিহরিষ্যসি (প্রতিহার পাঠ কর)। তে হ (তাঁহারা সকলে) সমারতাঃ ([স্ব স্ব কর্ম হইতে] উপরত হইয়া) তূষ্ণীম্ (নীরবে) আসাঞ্চক্রিরে (অবস্থান করিতে লাগিলেন)। ১১

প্রতিহারপাঠককেও (তিনি) এইরূপই বলিলেন, "হে প্রতিহারপাঠক, প্রতিহারে যে দেবতা অনুগত আছেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি প্রতিহার পাঠ কর, তবে তোমার মুণ্ডপাত হইবে।" তখন তাঁহারা সকলে স্ব স্ব কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১১

প্রথমাধ্যায়—একাদশ খণ্ড

(উষস্তির উপাখ্যান ; সামের প্রস্তাব, উদ্গীথ, ও প্রতিহার ভক্তির দেবতানির্ণয়)

অথ হৈনং যজমান উবাচ ভগবন্তং বা অহং বিবিদিষাণীত্যুষস্তি-রস্মি চাক্রায়ণ ইতি হোবাচ ॥ ১

অথ (অনন্তর) যজমানঃ (যজমান, রাজা) এনম্ হ (ইঁহাকে, উষস্তিকে) উবাচ—অহম্ (আমি) ভগবন্তম্ বৈ (পূজনীয় আপনাকে) বিবিদিষাণি (জানিতে বাসনা করি) ইতি। [উষস্তি] উবাচ হ—অস্মি (আমি হই) চাক্রায়ণঃ (চক্রপুত্র) উষস্তিঃ ইতি।

অনন্তর যজমান ইঁহাকে বলিলেন, "আমি আপনার পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি।" উষস্তি বলিলেন, "আমি চক্রতনয় উষস্তি।" ১

স হোবাচ ভগবন্তং বা অহমেভিঃ সর্বৈরার্ত্বিজ্যৈঃ পর্যৈষিষং ভগবতো বা অহমবিত্ত্যাঽন্যানবৃষি ॥ ২

সঃ (উক্ত যজমান) উবাচ হ—অহম্ ভগবন্তম বৈ (আপনাকেই) এভিঃ সর্বৈঃ (এই সমস্ত) আর্ত্বিজ্যৈঃ (ঋত্বিক্-কর্ম সম্পাদনের জন্য) পর্যৈষিষম্ (অন্বেষণ করিয়াছিলাম)। অহম্ ভগবতঃ বৈ (আপনারই) অবিত্ত্যা (অলাভ হওয়ায়) অন্যান্ (অপর সকলকে) অবৃষি (বরণ করিয়াছি)। ২

যজমান বলিলেন, "আমি আপনাকেই এই সকল ঋত্বিক্-কর্মের জন্য অন্বেষণ করিয়াছিলাম; আপনাকে না পাইয়াই আমি অপর সকলকে বরণ করিয়াছি। ২

ভগবাংস্ত্বেব মে সর্বৈরার্ত্বিজ্যৈরিতি তথেত্যথ তর্হ্যেত এব সমতিসৃষ্টাঃ স্তুবতাং যাবত্ত্বেভ্যো ধনং দদ্যাস্তাবন্মম দদ্যা ইতি তথেতি হ যজমান উবাচ ॥ ৩

[যজমান আরও বলিতে লাগিলেন]—ভগবান্ তু এব (আপনিই) মে (আমার) সর্বৈঃ আর্ত্বিজ্যৈঃ (সকল ঋত্বিক্-কর্ম-সম্পাদনার্থ) [বৃত হউন] ইতি। [উষস্তি বলিলেন] তথা (তাহাই হউক) ইতি ; অথ (তবে) তর্হি (এইরূপ হইলে) এতে এব ([আপনা-কর্তৃক পূর্বে বৃত] ইঁহারাই) সমতিসৃষ্টাঃ ([আমার দ্বারা] সম্যক্ অনুজ্ঞাত হইয়া) স্তুবতাম্ (স্তুতি করুন) ; তু (পরন্তু) এভ্যঃ (ইঁহাদিগকে) যাবৎ (যে পরিমাণ) ধনম্ (ধন) দদ্যাঃ (দিবেন) তাবৎ (সেই পরিমাণ) মম (আমার জন্য) দদ্যাঃ (দিবেন) ইতি। যজমানঃ হ (যজমান) উবাচ—তথা (তাহাই হইবে) ইতি। ৩

"আপনি আমার সকল ঋত্বিক্-কর্মের জন্য বৃত হউন।" উষস্তি বলিলেন, "তথাস্তু ; তবে এইরূপ হইলে, এই ঋত্বিক্‌গণই আমার অনুজ্ঞা লাভ করিয়া স্তুতি করুন ; পরন্তু ইঁহাদিগকে যে পরিমাণ ধন দিবেন আমারও সেই পরিমাণ দিবেন।" যজমান বলিলেন, "তাহাই হইবে।" ৩

অথ হৈনং প্রস্তোতোপসসাদ প্রস্তোতর্যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাং চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি ॥ ৪

অথ (অনন্তর) প্রস্তোতা এনম্ হ (ইঁহার, উষস্তির, সকাশে) উপসসাদ (সবিনয়ে উপস্থিত হইলেন) [এবং বলিলেন] প্রস্তোতঃ ইত্যাদি [১।১০।৯ কণ্ডিকা দ্রঃ] ইতি (এই কথা) মা (আমাকে) ভগবান্ (আপনি) অবোচৎ (বলিয়াছিলেন)—সা দেবতা (সেই দেবতা) কতমা (কে) ইতি। ৪

অনন্তর প্রস্তোতা সবিনয়ে উষস্তিসমীপে গিয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'হে প্রস্তাবপাঠক, প্রস্তাবে যে দেবতা অনুগত আছেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি প্রস্তাব পাঠ কর, তবে তোমার মুণ্ডপাত হইবে।'—সেই দেবতাটি কে ?" ৪

প্রাণ ইতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভি-সংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে সৈষা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যো মূর্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ তথোক্তস্য ময়েতি ॥ ৫

[উষস্তি] উবাচ হ—প্রাণঃ (প্রাণ, অর্থাৎ ব্রহ্ম [সেই দেবতা], [দ্রঃ ১।১।২৩]) ইতি ; ইমানি (এই) সর্বাণি (সকল) ভূতানি হ বৈ (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতই) প্রাণম্ এব অভি (প্রাণেরই অভিমুখে) সংবিশন্তি (সর্বতোভাবে প্রবেশ করে), প্রাণম্ অভি (প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া, অর্থাৎ প্রাণস্বরূপে) উজ্জিহতে (উদ্‌গত হয়) [অর্থাৎ প্রাণ হইতে উৎপন্ন হয়] ; সা এষা দেবতা (সেই এই দেবতা) প্রস্তাবম্ অন্বায়ত্তা (প্রস্তাবভক্তিতে অনুস্যূত আছেন) ; তাম্ (তাঁহাকে) চেৎ (যদি) অবিদ্বান্ (না জানিয়া) প্রস্তোষ্যঃ (প্রস্তাব পাঠ করিতে) [তবে] ময়া (মৎকর্তৃক) তথা উক্তস্য ('তোমার মস্তক চ্যুত হইবে' এইরূপ অভিহিত) তে (তোমার) মূর্ধা (মস্তক) ব্যপতিষ্যৎ (পড়িয়া যাইত) ইতি। ৫

উষস্তি বলিলেন, "প্রাণই (সেই দেবতা)। এই চরাচর ভূতবর্গ (প্রলয়কালে) প্রাণেই সর্বতোভাবে প্রবেশ করে, (এবং উৎপত্তিকালে) প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয়। উক্ত এই প্রাণদেবতাই প্রস্তাবে অনুগত হইয়া আছেন। তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি প্রস্তাব পাঠ করিতে, তবে 'তোমার মুণ্ডপাত হইবে' এইরূপে আমার দ্বারা অভিশপ্ত তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত।" ৫

অথ হৈনমুদ্‌গাতোপসসাদোদ্‌গাতর্যা দেবতোদ্‌গীথমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বানুদ্‌গাস্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি ॥ ৬

অথ উদ্‌গাতা এনম্ হ উপসসাদ [পূর্ববৎ]—উদ্‌গাতঃ ইত্যাদি [১।১০।১০ দ্রঃ] ইতি মা ভগবান্ অবোচৎ—কতমা সা দেবতা ইতি [পূর্ববৎ ১।১১।৪]। ৬

অনন্তর উদ্‌গাতা সবিনয়ে উষস্তিসমীপে সমাগত হইয়া বলিলেন, "আপনি

আমাকে বলিয়াছিলেন, 'হে উদ্‌গীথগায়ক, উদ্‌গীথভক্তিতে যে দেবতা অনুগত আছেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি উদ্‌গীথ গান কর, তবে তোমার মস্তক বিচ্যুত হইবে।'—সেই দেবতাটি কে?" ৬

আদিত্য ইতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাদিত্যমুচ্চৈঃ সন্তং গায়ন্তি সৈষা দেবতোদ্‌গীথমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বানুদগাস্যো মূর্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ তথোক্তস্য ময়েতি ॥ ৭

[উষস্তি] উবাচ হ—আদিত্যঃ (সূর্য) ইতি; ইমানি সর্বাণি ভূতানি [১।১১।৫ দ্রঃ] হ বৈ উচ্চৈঃ সন্তম্ (ঊর্ধ্বে অবস্থিত) আদিত্যম্ (সূর্যকে) গায়ন্তি (গান করে, স্তুতি করে); সা এষা দেবতা উদ্‌গীথম্ অন্বায়ত্তা [১।১১।৫ দ্রঃ]। উদগাস্যঃ (উদ্‌গীথ গান করিতে) [অবশিষ্টাংশ—১।১১।৫ দ্রঃ]। ৭

উষস্তি বলিলেন, "আদিত্যই (সেই দেবতা)। চরাচর এই ভূতবর্গ উচ্চে[১] অবস্থিত আদিত্যের স্তব করিয়া থাকে; সেই আদিত্যদেবতাই উদ্‌গীথভক্তিতে অনুগত হইয়া আছেন। তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি উদ্‌গীথ গান করিতে, তবে 'তোমার মুণ্ডপাত হইবে' এইরূপে আমার দ্বারা অভিশপ্ত তোমার মস্তক নিপতিত হইত।" ৭

১। এখানে একটি সাদৃশ্য অবলম্বনে দেবতা স্থিরীকৃত হইয়াছেন—উৎ-চ ও উৎ-গীথ এই উভয় শব্দেই উৎ আছে। অতএব উদ্‌গীথের দেবতা উচ্চে অবস্থিত আদিত্য।

অথ হৈনং প্রতিহর্তোপসসাদ প্রতিহর্তর্যা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি ॥ ৮

অথ হৈনম্ ইত্যাদি [১।১০।১১ এবং ১।১১।৪ দ্রঃ]। ৮

অনন্তর প্রতিহর্তা সবিনয়ে উষস্তিসমীপে সমাগত হইয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'হে প্রতিহার-পাঠক, যে দেবতা প্রতিহার-ভক্তিতে অনুগত আছেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি প্রতিহার পাঠ কর, তবে তোমার মুণ্ডপাত হইবে।'—সেই দেবতাটি কে?" ৮

অন্নমিতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যন্নমেব প্রতিহরমাণানি জীবন্তি সৈষা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যো মূর্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ তথোক্তস্য ময়েতি তথোক্তস্য ময়েতি ॥ ৯

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য একাদশখণ্ডঃ ॥

উবাচ হ অন্নম্ (অন্ন) ইতি ; অন্নম্ এব (অন্নকেই) প্রতিহরমাণানি (আপনার প্রতি, দিকে, আহরণ করিয়া) জীবন্তি (জীবনধারণ করে) ; প্রতিহারম্ অন্বায়ত্তা (প্রতিহারভক্তিতে অনুগত আছেন) ; প্রতিহরিষ্যঃ (প্রতিহার পাঠ করিতে) [অবশিষ্টাংশ—১।১১।৫ দ্রঃ]। তথোক্তস্য ময়েতি [দ্বিরুক্তি সমাপ্তিসূচক]। ৯

উষস্তি বলিলেন, "অন্নই (সেই দেবতা)। চরাচর এই ভূতবর্গ অন্নকে আপনার প্রতি আহরণ করিয়া[১] জীবনধারণ করে। সেই অন্নদেবতাই প্রতিহারে অনুগত হইয়া আছেন। তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি প্রতিহার পাঠ করিতে, তবে 'তোমার মুণ্ডপাত হইবে' এইরূপে আমার দ্বারা অভিশপ্ত তোমার মস্তক নিপতিত হইত।"[২] ৯

১। এখানেও সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইল। প্রতি আহরণ—প্রতিহার।

২। দশম ও একাদশ খণ্ডে ইহাই বলা হইল যে, প্রস্তাব, উদ্গীথ, ও প্রতিহার-ভক্তিকে যথাক্রমে প্রাণ, আদিত্য, ও অন্নদৃষ্টিতে উপাসনা করা উচিত। এই উপাসনার ফল—প্রাণাদির সহিত একাত্মতা বা কর্মসমৃদ্ধি।

প্রথমাধ্যায়—দ্বাদশ খণ্ড

(শৌব উদ্গীথ)

অথাতঃ শৌব উদ্গীথস্তদ্ধ বকো দাল্ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয়ঃ স্বাধ্যায়মুদ্ববাজ ॥ ১

[অতীত দশম খণ্ডে অন্নের অপ্রাপ্তিনিবন্ধন কষ্টাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে] অতঃ (অতএব) [অন্নলাভের জন্য] অথ (অনন্তর) শৌবঃ (শ্বা অর্থাৎ কুকুরদিগের দ্বারা দৃষ্ট) উদ্গীথঃ (উদ্গীথ, উদ্গান) [প্রস্তাবিত হইতেছে]—তৎ হ (একদা) দাল্ভ্যঃ (দল্ভপুত্র) মৈত্রেয়ঃ (মিত্রাতনয়) বকঃ (বক) বা (=চ, এবং) গ্লাবঃ (গ্লাব [নামক এক ঋষি]) [অন্ন-কামনায়] স্বাধ্যায়াম্ (বেদাধ্যয়নের জন্য) উদ্ববাজ (গ্রামের বাহিরে নির্গত হইয়াছিলেন) [এবং কোনও নির্জন স্থানে জলের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন]। ১

অতএব অনন্তর কুকুরদৃষ্ট উদ্গীথ আরম্ভ হইতেছে—একদা দল্ভ্যের পুত্র ও মিত্রার তনয় বক ও গ্লাব এই উভয় নামধারী[১] এক ঋষি বেদ অধ্যয়নের জন্য গ্রাম হইতে নির্গত হইলেন। ১

১। মূলে "বা"-শব্দ থাকিলেও ঋষি এক জন, দুই জন নহেন; কারণ পরের একবচনান্ত ক্রিয়াপদগুলি একত্বেরই পরিচায়ক। ইনি দ্ব্যামুষ্যায়ণ—১।৮।১ টীকা।

তস্মৈ শ্বা শ্বেতঃ প্রাদুর্বভূব তমন্যে শ্বান উপসমেত্যোচুরন্নং নো ভগবানাগায়ত্বশনায়াম বা ইতি ॥ ২

তস্মৈ (তাঁহার প্রতি অনুগ্রহার্থ) শ্বেতঃ (শুভ্রবর্ণ) শ্বা (একটি কুকুর) প্রাদুর্বভূব (আবির্ভূত হইলেন); তম্ উপসমেত্য (তাঁহার সমীপে আসিয়া) অন্যে (অপর) শ্বানঃ (কুকুরেরা) ঊচুঃ (বলিলেন)—ভগবান্ (পূজার্হ আপনি) নঃ (আমাদের জন্য) অন্নম্ আগায়তু (অন্ন গান করুন, গান করিয়া অন্ন সম্পাদন করুন), [আমরা] অশনায়াম বৈ (বুভুক্ষিত হইয়াছি)। ইতি। ২

তাঁহার প্রতি অনুগ্রহার্থ একটি শ্বেত কুকুর আবির্ভূত হইলেন এবং অপর কুকুরেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বলিলেন,[১] "মহাশয়, আপনি গান করিয়া আমাদের জন্য অন্নের বিধান করুন—আমরা ক্ষুধার্ত।" ২

১। কোনও ঋষি বা দেবতা বকের স্বাধ্যায়ে তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য অপর ঋষি বা দেবতাসকলের সহিত কুক্কুররূপে উপস্থিত হইলেন। অথবা মুখ্য প্রাণ ও বাক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতারাই ঐরূপে আসিলেন। অপর ইন্দ্রিয়গণ প্রাণের অধীনে থাকিয়াই অন্ন লাভ করেন।

তান্ হোবাচেহৈব মা প্রাতরুপসমীয়াতেতি। তদ্ধ বকো দাল্‌ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয়ঃ প্রতিপালয়াঞ্চকার ॥ ৩

[সেই শ্বেত কুক্কুর] তান্ (তাঁহাদিগকে) উবাচ হ (বলিলেন) ইহ এব (এইখানেই) প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) উপসমীয়াত (=উপসমিয়াত, আমার নিকট সমাগত হইও) ইতি। তৎ হ (সেই স্থানেই) দাল্‌ভ্যঃ মৈত্রেয়ঃ বকঃ বা গ্লাবঃ প্রতিপালয়াঞ্চকার (প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন)। ৩

(শ্বেত কুক্কুর) তাঁহাদিগকে বলিলেন, "প্রাতঃকালে এই স্থানেই তোমরা আমার নিকট আসিও।" দল্‌ভ্যপুত্র ও মিত্রাতনয় বক্ ও গ্লাবনামক ঋষি সেখানেই (তাঁহাদের জন্য) প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। ৩

তে হ যথৈবেদং বহিষ্পবমানেন স্তোষ্যমাণাঃ সংরব্ধাঃ সর্পন্তীত্যেবমাসসৃপুস্তে হ সমুপবিশ্য হিং চক্রুঃ ॥ ৪

ইদম্ (=ইহ [বৈদিক প্রয়োগ], লোকসিদ্ধ যজ্ঞে) বহিষ্পবমানেন ("বহিষ্পবমান" স্তোত্র উচ্চারণপূর্বক) স্তোষ্যমাণাঃ (স্তবকারকগণ—অধ্বর্যু, প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা, উদ্গাতা, ব্রহ্মা, ও যজমান এই ছয় জন) যথা এব (যেরূপ, সংরব্ধাঃ (পরস্পর সংলগ্ন হইয়া, কচ্ছ ধরাধরি করিয়া) সর্পন্তি (পরিভ্রমণ করেন) ইতি এবম্ (এইরূপে) তে হ (তাঁহারা) আসসৃপুঃ (পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন); [তদনন্তর] তে হ সমুপবিশ্য (উপবিষ্ট হইয়া) হিম্ চক্রুঃ (হিং ইত্যাকার শব্দ করিয়াছিলেন)। ৪

যজ্ঞে যেরূপ বহিষ্পবমান স্তোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক স্তবকারীরা পরস্পর সংলগ্ন হইয়া পরিক্রমা করেন, সেইরূপে (উক্ত শ্বেত কুক্কুরের সমক্ষে)

সেই কুক্কুরগণ (পরস্পরের লাঙ্গুল গ্রহণ করিয়া প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। অতঃপর উপবিষ্ট হইয়া তাঁহারা "হিংকার" উচ্চারণ করিলেন।[১] ৪

১। সুত্যাদিনে, অর্থাৎ সোমযাগের শেষ দিনে (যেদিন সোমরস নিষ্কাসিত হয়), প্রাতঃসবনে উপাংশুহোম ও অন্তর্যাম হোমের পর অভিষুত সোমরস ঐন্দ্রবায়বাদি গ্রহে হোমের জন্য রাখা হয়। তাহার পর প্রস্তোতা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা, প্রতিহর্তা, ব্রহ্মা, ও যজমান ক্রমান্বয়ে হাত ধরাধরি করিয়া চাত্বালের (অর্থাৎ মহাবেদির উত্তরে যে গর্ত খুঁড়িয়া উহার মাটিতে উত্তরবেদি নির্মিত হয়, ঐ গর্তের) অভিমুখে গমন করেন, এবং উহার নিকটে তিন জন উদ্গাতা বহিষ্পবমান স্তোত্র পাঠ করেন ও তাঁহাদের একজন হিঙ্কার করেন। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের একাদশ সূক্তটি যখন প্রস্তোতা, উদ্গাতা ও প্রতিহর্তা এই সামগায়ী ঋত্বিক্‌গণ পাঠ করেন, তখন উহাই বহিষ্পবমান স্তোত্র। সকলে উপবেশন করিলে হোতা তাঁহাদের অনুমন্ত্রণ (অর্থাৎ ক্রিয়মাণ কর্মের অনুকূল মন্ত্রোচ্চারণ) করেন। প্রত্যেক শস্ত্রপাঠের পূর্বে স্তোত্রগান হয়। এইরূপে বহিষ্পবমানের পর আজ্যশস্ত্র ও আজ্যস্তোত্রের পর প্রউগশস্ত্র পঠিত হয়। অন্যান্য সবনে অন্যবিধ পবমান স্তোত্র গীত ও শস্ত্রাদি পঠিত হয়। পবমান স্তোত্র = সোমরস ছাঁকিবার সময় গীত স্তোত্র।

ওঁ৩মদা৩মোং৩ পিবা৩মোং৩ দেবো বরুণঃ প্রজাপতিঃ সবিতা২ ইন্নমিহা২হরদন্নপতে৽ইন্নমিহা২হরা২হরো৩মিতি ॥ ৫

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বাদশখণ্ডঃ ॥

[উক্ত হিঙ্কারের স্বরূপ বলা হইতেছে] ওম্ অদাম (ওঁ ভোজন করিব), ওম্ পিবাম (পান করিব), ওম্ দেবঃ (জ্যোতির্ময়) বরুণঃ (বর্ষণকারী), প্রজাপতি (প্রজাগণের স্বামী), সবিতা (জগতপ্রসবিতা সূর্য) ইহ (এই স্থলে) অন্নম্ (অন্ন) আহরৎ (আহরতু, আহরণ করুন)। [এই হিঙ্কার উচ্চারণের পর সবিতার নিকট প্রার্থনা হইতেছে]—অন্নপতে (হে অন্নপতি, অন্নের পুষ্টিকারক ও অন্নের উৎপাদক সূর্য) অন্নম্ ইহ আহর (তুমি এখানে অন্ন আহরণ কর), আহর [আদরার্থে দ্বিরুক্তি] ওম্ [সবিতার নিকট প্রার্থনার সমাপ্তিসূচক] ইতি [উক্ত সামভক্তিবিষয়ক উপাসনার সমাপ্তিসূচক]। [এই হিংকারমধ্যে যে সংখ্যাগুলি রহিয়াছে উহা গানের প্রকৃতি বুঝাইবার সঙ্কেত]। ৫

(হিংকারটি এই)—"ওম্ ভোজন করিব, ওম্ পান করিব ; ওম্ জ্যোতির্ময়, বর্ষণকারী, প্রজাগণের পতি, জগৎপ্রসবিতা সূর্য এই স্থানে অন্ন আহরণ করুন।" (এই হিংকার করিয়া তাঁহারা সূর্যকে প্রার্থনা করিলেন) —"হে অন্নপতি সূর্য, আপনি এখানে অন্ন আহরণ করুন, আহরণ করুন, ওম্।" ৫

প্রথমাধ্যায়—ত্রয়োদশ খণ্ড

(স্তোভাক্ষরোপাসনা)

অয়ং বাব লোকো হাউকারো বায়ুর্হাইকারশ্চন্দ্রমা অথকারঃ। আত্মেহকারোঽগ্নিরীকারঃ ॥ ১

[সামাবয়ব ভক্তির বিষয়ে উপাসনার পর অধুনা সামের অবয়বান্তর স্তোভের অক্ষর-সমূহ-বিষয়ক উপাসনা বিহিত হইতেছে। স্তোভাক্ষরগুলি বিভিন্ন হইলেও সকলেই সামের অবয়ব। সুতরাং এই স্থলে বিভিন্ন উপাসনা বিহিত না হইয়া একটি সম্মিলিত উপাসনা বিহিত হইতেছে—ইহাই বুঝিতে হইবে]—অয়ম্ বাব লোকঃ (এই পৃথিবীলোকই) হাউ-কারঃ (হাউকার স্তোভ) ; বায়ুঃ হাই-কারঃ ; চন্দ্রমাঃ অথ-কারঃ ; আত্মা ইহ-কারঃ ; অগ্নিঃ ঈ-কারঃ। ১

এই পৃথিবীলোকই "হাউ"-কার স্তোভ[১], বায়ু "হাই"-কার[২] স্তোভ, চন্দ্র "অথ"-কার[৩] স্তোভ ; আত্মা "ইহ"-কার[৪] স্তোভ ; অগ্নি "ঈ"-কার[৫] স্তোভ। ১

১। "স্তোভ" একটি পারিভাষিক শব্দ। সাধারণতঃ ঋক্-মন্ত্রের অক্ষর সকলই সামরূপে গীত হইয়া থাকে। সামগানের অবলম্বনরূপে ঐ ঋক্-অক্ষর ব্যতীত আরও অনেক শব্দ আছে, যাহাদের কোনও অর্থ নাই ; তাহারা কর্মের অঙ্গরূপে সামগানে ব্যবহৃত হয় এবং উক্তবিধ স্তোভযুক্ত সামগানের ফলে অদৃষ্ট রচিত হয়—ইহাই তাহাদের সার্থকতা।

হাউ, হাই, অথ, ঈ, ইত্যাদি ঐ জাতীয় স্তোভ। এই সকল স্তোভে যথাক্রমে পৃথিবী, বায়ু, চন্দ্র, অগ্নি, প্রভৃতির দৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনা করিতে হইবে—ইহাই মর্মার্থ। এই দৃষ্টির মূলে রহিয়াছে, ঐ সমস্ত স্তোভের সহিত পৃথিব্যাদির বিভিন্ন সম্বন্ধ। তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

"হাউ"-কার "রথন্তর" সামে আছে। এই রথন্তর সামই পৃথিবী—"ইয়ং বৈ রথন্তরম্।" অতএব পৃথিবীদৃষ্টিতে "হাউ"কার উপাস্য।

২। বায়ু ও জলের সম্মিলনে "বামদেব্য" সামের উৎপত্তি; এবং "হাই"-কার "বামদেব্যের" অন্তর্গত।

৩। চন্দ্র অন্নরূপী; এই অন্নাবলম্বনে ভূতবর্গ অবস্থিত। স্থিতির থ-কার ও অন্নের অ-কারের সহিত "অথ"-কারের সাদৃশ্য আছে; সুতরাং চন্দ্রের সহিতও তাহার সাদৃশ্য আছে।

৪। প্রত্যক্ আত্মাকে "ইহ" অর্থাৎ এখানে বলিয়া নির্দেশ করা হয়। এই "ইহ" এর সহিত "ইহ"-কার স্তোভের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট।

৫। যে সকল সামে "ঈ"-কার স্তোভ নিহিত আছে, তাহারা অগ্নিদৈবতক বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং ঐ সকল সামে ঈ-কার ও অগ্নি উভয়ের সম্ভাব থাকায় অগ্নিদৃষ্টিতে "ঈ"-কার স্তোভ উপাস্য।

আদিত্য উকারো নিহব একারো বিশ্বেদেবা ঔহোয়িকারঃ প্রজাপতির্হিংকারঃ প্রাণঃ স্বরোঽন্নং যা বাগ্বিরাট্ ॥ ২

নিহবঃ (আহ্বান), বিশ্বে দেবাঃ (বিশ্বদেবগণ) [অপরাংশ সরলার্থক]।

আদিত্য "উ"-কার স্তোভ; আমন্ত্রণ "এ"-কার, বিশ্বদেবগণ[১] "ঔহোয়ি"-কার; প্রজাপতি "হিং"-কার; প্রাণ "স্বর"-কার; অন্ন "যা"-কার; বিরাট্ "বাক্"-স্তোভ।[২] ২

১। বসুঃ সত্যঃ ক্রতুর্দক্ষঃ কালঃ কামো ধৃতিঃ কুরুঃ। পুরূরবা মাদ্রবশ্চ বিশ্বে দেবাঃ প্রকীর্তিতাঃ। ইঁহাদের সহিত রোচক, ধ্বনি, ও ধুতিকেও ধরা হয়।

২। সাদৃশ্যগুলি এইরূপ:—ঊর্ধ্বে অবস্থিত আদিত্যের গান করা হয়, এবং যে সকল সামে "উ"কার স্তোভ আছে, তাহারা আদিত্যদৈবতক, অতএব আদিত্য-দৃষ্টিতে "উ"কার

উপাস্য ; অন্যত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে। "এহি" (আস) বলিয়া আহ্বান- করা হয় ; "এহি" ও "এ"-কারে এই "এ"-সাদৃশ্য আছে। বৈশ্বদেব্য সামে "ঔহোয়ি"-কার আছে। নীল-পীতাদি-রূপে প্রজাপতি নির্বচনীয় নহেন, কেননা তিনি অব্যক্ত ও রূপাদি-বিরহিত ; "হিং"-কারও অব্যক্ত। প্রাণ "স্বর" এর নির্বর্তক, অর্থাৎ উচ্চারণের হেতু, অতএব স্বরাত্মক। অন্নসহায়েই জগৎ "যাতি" অর্থাৎ চলে ; এই "যাতি"র "যা" এর সহিত "যা" স্তোভের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। বৈরাজ (বিরাট্-দৈবতক) সামে "বাক্"-স্তোভ দৃষ্ট হয়।

অনিরুক্তস্ত্রয়োদশঃ স্তোভঃ সঞ্চরো হুঙ্কারঃ ॥ ৩

অনিরুক্তঃ (অব্যক্ত, "অমুক অমুক" ইত্যাদি রূপে অনিরূপণীয়) সঞ্চরঃ (অনেক প্রকার কার্যরূপে পরিণামী, সামবেদের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্নরূপে স্থিত) ত্রয়োদশঃ (ত্রয়োদশ-সংখ্যক) স্তোভঃ (স্তোভটি) হুং-কারঃ (হুঙ্কার)। ৩

অব্যক্ত ও বিবিধরূপে পরিণামী ত্রয়োদশ স্তোভটি "হুং"কার।[১] ৩

১। মূলের অনিরুক্ত—কারণাত্মা ; উহা কার্যরূপে সঞ্চরিত হয়, অতএব সঞ্চর। কারণ-দৃষ্টিতে "হুঙ্কার" উপাস্য ইহাই মর্মার্থ।

দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্ দোহং যো বাচো দোহোঽন্নবানন্নাদো ভবতি য এতামেবং সাম্নামুপনিষদং বেদোপনিষদং বেদেতি ॥ ৪

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশখণ্ডঃ ॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

যঃ (যিনি) সাম্নাম্ (সামাবয়বভূত স্তোভাক্ষরসকলের) এতাম্ (এই) উপনিষদম্ (দর্শন, রহস্যবিদ্যা) এবম্ (এইরূপে) বেদ (জানেন) দুগ্ধে অস্মৈ ইত্যাদি [১।৩।৭ দ্রঃ]। উপনিষদম্ বেদ ইতি [দ্বিরুক্তি অধ্যায়ের এবং ইতি সামাবয়ব-বিষয়ক উপাসনাবিশেষের সমাপ্তিসূচক]। ৪

যিনি স্তোভাক্ষর-সমূহ-বিষয়ক এই দর্শনটি এইরূপে জানেন, তাঁহার জন্য বাক্ বাগ্-রূপ ফলই দোহন করে, এবং তিনি প্রভূত অন্নশালী ও অন্নভোজী হন। ৪

দ্বিতীয়াধ্যায়—প্রথম খণ্ড

(সাধু-দৃষ্টিতে পঞ্চাবয়ব সমস্ত সামের উপাসনা)

ওঁ। সমস্তস্য খলু সাম্ন উপাসনং সাধু যৎ খলু সাধু তৎ সামেত্যাচক্ষতে যদসাধু তদসামেতি ॥ ১

[প্রথম অধ্যায়ে সামের ওঙ্কারাদি অবয়বের উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে ; পরন্তু] সমস্তস্য (সর্বাবয়ব-বিশিষ্ট, স্তোভ ও প্রস্তাব প্রভৃতি ভক্তিযুক্ত, পূর্ণাঙ্গ) সাম্নঃ (সামের) উপাসনম্ (উপাসনা) খলু (অবশ্যই) সাধু (সুশোভন, উত্তম)। যৎ (যাহা) সাধু খলু (লোকে উত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ) তৎ (তাহাকে) [পণ্ডিতেরা] সাম ইতি (সাম-শব্দে) আচক্ষতে (নির্দেশ করেন), যৎ (যাহা) অসাধু (অশোভন) তৎ (তাহাকে) অসাম ইতি (অসাম-শব্দে) [নির্দেশ করেন]। ১

সর্বাবয়ব-বিশিষ্ট সামের উপাসনা উত্তম।[১] যাহা উত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাকেই (পণ্ডিতেরা) সাম-শব্দে নির্দেশ করেন ; এবং যাহা মন্দ, তাহাকে অসাম-শব্দে নির্দেশ করেন। ১

১। তাই বলিয়া অবয়বের উপাসনা নিন্দনীয় নহে। শাস্ত্রে একের প্রতি অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে, অপরকে যে নিন্দা করা হয় তাহা নহে—"ন হি নিন্দা ন্যায়ঃ।"

তদুতাপ্যাহুঃ—সাম্নৈনমুপাগাদিতি সাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদাহুরসাম্নৈনমুপাগাদিত্যসাধুনৈনমুপাগাদিত্যেব তদাহুঃ ॥ ২

তৎ (উক্ত [শোভন ও অশোভন বিচার] বিষয়ে) উত অপি আহুঃ ([লোকে]রাও যখন বলে)—সাম্না (সামের দ্বারা) [এই ব্যক্তি] এনম্ (এই রাজা বা সামন্তের সকাশে) উপাগাৎ (সমাগত হইয়াছে) ইতি—[তখন] সাধুনা (সদভিপ্রায়ে) এনম্ উপাগাৎ ইতি এব (এই কথাই) তৎ (উক্ত স্থলে) আহুঃ ([তাহারা] বলে) ; [আবার যখন বলে] অসাম্না (অসামের দ্বারা) এনম্ উপাগাৎ ইতি—[তখন] অসাধুনা (অসদভিপ্রায়ে) এনম্ উপাগাৎ ইতি এব তৎ আহুঃ। ২

উক্ত (ভাল-মন্দ বিচার) স্থলে লোকে যখন বলে, "ইনি সামের দ্বারা

ইঁহার নিকট সমাগত হইয়াছেন,"—তখন তাহারা (বস্তুতঃ) ইহাই বলে যে, ইনি সদভিপ্রায়ে ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। আবার যখন তাহারা বলে, "ইনি অসামের দ্বারা ইঁহার নিকট আসিয়াছেন,"—তখন তাহারা (বস্তুতঃ) ইহাই বলে যে, ইনি অসদভিপ্রায়বশতঃ ইহার নিকট আসিয়াছেন।[১] ২

১। রাজার নিকট হইতে পুরস্কার বা শাস্তি পাইতে দেখিয়া লোকে জানে যে, ঐ ব্যক্তির ভাবধারা সৎ কিংবা অসৎ। সাম = সান্ত্ব, অর্থাৎ প্রীতিপূর্বক ব্যবহার। রাজনীতিতে সাম, দান, ভেদ, ও দণ্ড এই চতুর্বিধ উপায়ের মধ্যে সামই সর্বোত্তম।

অথোত্যপ্যাহুঃ সাম নো বতেতি যৎ সাধু ভবতি সাধু বতেত্যেব তদাহুরসাম নো বতেতি যদসাধু ভবত্যসাধু বতেত্যেব তদাহুঃ ॥ ৩

অথ (প্রকারান্তরে, আবার) উত অপি আহুঃ (লোকে যখন আরও বলে)—বত (আহা, [অনুকম্পার্থে]) নঃ (আমাদের) সাম (সাম) [হইয়াছে] ইতি, [তখন] যৎ (যাহা) সাধু (উত্তম) ভবতি (হয়), [তাহাই] তৎ (উক্ত স্থলে) বত সাধু (আহা, উত্তম [হইয়াছে]) ইতি এব (এইরূপেই) আহুঃ (বলিয়া থাকে)। [আর যখন বলে] বত নঃ অসাম [হইয়াছে] ইতি, [তখন] যৎ অসাধু ভবতি (যাহা অমঙ্গল) [তাহাই] তৎ (তৎকালে) অসাধু বত ইতি এব আহুঃ। ৩

আবার যখন লোকে বলে, "আহা, আমাদের সাম-লাভ হইয়াছে,"—তখন যাহা সাধু (অর্থাৎ মঙ্গলময়) তাহাকেই উক্ত স্থলে "আহা, আমাদের সাধু হইয়াছে" এইরূপে নির্দেশ করে। পুনশ্চ যখন তাহারা বলে, "আহা, আমাদের অসাম-লাভ হইয়াছে,"—তখন যাহা অসাধু (অর্থাৎ অমঙ্গলময়) তাহাকেই উক্তস্থলে "আহা, আমাদের অসাধু হইয়াছে" এইরূপে নির্দেশ করা হয়।[১] ৩

১। পূর্বকণ্ডিকায় (বন্ধন বা মুক্তি প্রভৃতি) ফলের দ্বারা অনুমেয় সাধুত্ব ও অসাধুত্বের এবং বর্তমান কণ্ডিকায় স্বানুভবযোগ্য সাধুত্ব ও অসাধুত্বের কথা বলা হইল—ইহাই পার্থক্য।

স য এতদেবং বিদ্বান্ সাধু সামেত্যুপাস্তেঽভ্যাশো হ যদেনং সাধবো ধর্মা আ চ গচ্ছেয়ুরুপ চ নমেয়ুঃ ॥ ৪

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডঃ ॥

সঃ যঃ (যে কেহ) এতৎ (ইহা) এবম্ (এইরূপ) বিদ্বান্ (জানিয়া) সাধু সাম ইতি ([সমস্ত] সামকে সাধুগুণবিশিষ্টরূপে) উপাস্তে (উপাসনা করেন) এনম্ (ইঁহার প্রতি) অভ্যাশঃ হ যৎ (অতি শীঘ্র যে আগমন, সেইরূপে) সাধবঃ (উত্তম) ধর্মাঃ (ধর্ম সকল) আগচ্ছেয়ুঃ (আগমন করে) উপনমেয়ুঃ চ (এবং ভোগ্যরূপে অবস্থান করে)। ৪

যে কেহ ইহা এইরূপ জানিয়া সাধুগুণ-বিশিষ্টরূপে সামকে উপাসনা করেন, তাঁহার প্রতি উত্তম ধর্মবর্গ অতি ত্বরান্বিত হইয়া আগমন করে এবং তাঁহার ভোগ্যরূপে অবস্থান করে। ৪

দ্বিতীয়াধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড

(লোক-দৃষ্টিতে পঞ্চাবয়ব সামের উপাসনা)

লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত পৃথিবী হিঙ্কারঃ। অগ্নিঃ প্রস্তাবোঽন্তরিক্ষমুদ্গীথ আদিত্যঃ প্রতিহারো দ্যৌর্নিধনমিত্যূর্ধ্বেষু ॥ ১

[সাধু-দৃষ্টিতে পুনর্বার সামকে যেরূপে উপাসনা করিতে হইবে, তাহা বলা হইতেছে] —লোকেষু (পৃথিব্যাদি লোকদৃষ্টিতে) পঞ্চবিধম্ (পঞ্চ ভক্তিভেদে পঞ্চভাগে বিভক্ত [১।১।১, ৩য় টীকা দ্রঃ]) সাম ([সমস্ত] সামকে) উপাসীত (উপাসনা করিবে); পৃথিবী হিঙ্কারঃ (পৃথিবীই হিঙ্কার) [অর্থাৎ হিং-কারে পৃথিবী-দৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনা করিবে ; এইরূপ

অন্যত্রও বুঝিতে হইবে], অগ্নিঃ প্রস্তাবঃ, অন্তরিক্ষম্ (গগন) উদ্গীথঃ আদিত্যঃ প্রতিহারঃ, দ্যৌঃ (দ্যুলোক) নিধনম্—ইতি ঊর্ধ্বেষু (ইহা ঊর্ধ্বস্থ, অর্থাৎ ঊর্ধ্বগামী ব্যক্তির লোকপ্রাপ্তির ক্রম অনুসারে, লোকদৃষ্টিতে উপাসনা) । ১

পৃথিব্যাদি-লোক-দৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামকে উপাসনা করিবে—পৃথিবী-দৃষ্টিতে "হিং"-কারকে, অগ্নি-দৃষ্টিতে প্রস্তাবকে, গগন-দৃষ্টিতে উদ্গীথকে, সূর্য-দৃষ্টিতে প্রতিহারকে, এবং দ্যুলোক-দৃষ্টিতে নিধনকে উপাসনা করিবে;[১] ইহাই ঊর্ধ্বস্থ লোক-দৃষ্টিকে উপাসনা। ১

১। সাধু-গুণ-সম্পন্নরূপে সামের উপাসনা প্রস্তাবিত হইয়াছে, অথচ এখানে লোকাদি-দৃষ্টি বিহিত হইয়াছে—ইহা অসমঞ্জস বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু তাহা নহে। কারণ সাধু শব্দের অর্থ ধর্ম, এবং এই ধর্মই সমস্ত লোকাদির কারণ। অতএব মৃত্তিকাব্যতিরেকে যেমন ঘটের চিন্তা অসম্ভব, ধর্মব্যতিরেকে তেমনি লোকাদির চিন্তা অসম্ভব।

এই উপাসনাটিও সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে। লোকমধ্যে পৃথিবী ও সামমধ্যে হিং-কার প্রথম। অগ্নিতে কর্ম প্রস্তাবিত বা আরব্ধ হয়। অন্তরিক্ষে, অর্থাৎ গগনে, গ-কার আছে, উদ্গীথেও গ আছে। আদিত্য প্রতিপ্রাণীর প্রতি বা অভিমুখে অবস্থিত বলিয়া উহা প্রতিহার। মরণান্তে জীবগণ দ্যুলোকে নিহিত বা সংস্থাপিত হয় অতএব উহা নিধন। জীবের ঊর্ধ্বগতি-কালীন ক্রম অবলম্বনে এই উপাসনা বিহিত হইয়াছে; পরবর্তী উপাসনা সংসারাগমন-কালীন ক্রম অবলম্বনে বিহিত—ইহাই পার্থক্য। পৃথিবীবাসীর পক্ষে পৃথিবীই প্রথম। পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনকারীর পক্ষে দ্যুলোক প্রথম।

বিভিন্ন সাম গায়ত্র, রথন্তর প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত (২।১২, ২।১৩ ইত্যাদি দ্রঃ)। ঐ সকল সামগানের একটি বিশেষ ক্রম আছে, তাহা ২।১১ হইতে ২২১ পর্যন্ত দেখান হইবে। এই গায়ত্রাদি সাম আবার বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া গীত হয়। প্রতিবিভাগ এক একটি "ভক্তি"। এইরূপে সামগুলি পঞ্চভক্তিক বা সপ্তভক্তিক হইতে পারে। প্রত্যেক বিভাগের এক একটি নাম আছে। যথা—হিঙ্কার, প্রস্তাব, নিধন ইত্যাদি। পঞ্চাবয়ব সাম ২।২ হইতে ২।৭ পর্যন্ত ও সপ্তাবয়ব সাম ২।৮ হইতে ২।১০ পর্যন্ত বর্ণিত হইবে। পঞ্চভক্তিক গায়ত্রাদি সাম ২।১১ হইতে ২।২১ পর্যন্ত বর্ণিত হইবে।

অথাবৃত্তেষু দ্যৌর্হিঙ্কার আদিত্যঃ প্রস্তাবোঽন্তরিক্ষমুদ্গীথোঽগ্নিঃ প্রতিহারঃ পৃথিবী নিধনম্ ॥ ২

অথ (অনন্তর) আবৃত্তেষু (অধোমুখে প্রত্যাবর্তনের ক্রম অনুযায়ী) [লোক-দৃষ্টিতে সমস্ত সামের পঞ্চবিধ উপাসনা অভিহিত হইতেছে]—দ্যৌঃ হিঙ্কারঃ আদিত্যঃ প্রস্তাবঃ, অন্তরিক্ষম্ উদ্গীথঃ, অগ্নিঃ প্রতিহারঃ, পৃথিবী নিধনম্। ২

অনন্তর অধোমুখ-লোক-দৃষ্টিতে (সমস্ত সামের পঞ্চবিধ উপাসনা অভিহিত হইতেছে)—দ্যুলোক-দৃষ্টিতে হিং-কারকে, সূর্য-দৃষ্টিতে প্রস্তাবকে, গগন-দৃষ্টিতে উদ্গীথকে, অগ্নি-দৃষ্টিতে প্রতিহারকে, এবং পৃথিবী-দৃষ্টিতে নিধনকে উপাসনা করিবে।[১] ২

১। সাদৃশ্য যথা :—অবতরণকালে দ্যুলোক প্রথম ; আদিত্যের উদয়ে কর্মের প্রস্তাবনা হয় ; গগন ও উদ্গীথ উভয় শব্দে গ আছে ; লোকে অগ্নিকে প্রতিহরণ করে বা ইতস্ততঃ লইয়া যায় ; দ্যুলোক হইতে আগত জীবের নিধন বা প্রতিষ্ঠাভূমি পৃথিবী।

কল্পন্তে হাস্মৈ লোকা ঊর্ধ্বাশ্চাবৃত্তাশ্চ য এতদেবং বিদ্বাঁল্লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ॥ ৩

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়খণ্ডঃ॥

যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ [২।১।৪ দ্রঃ] লোকেষু (লোক-দৃষ্টিতে) পঞ্চবিধম্ সাম উপাস্তে (উপাসনা করেন), অস্মৈ হ (ইঁহার প্রতি) ঊর্ধ্বাঃ চ (ঊর্ধ্বমুখ) আবৃত্তাঃ চ (এবং অধোমুখ) লোকাঃ (লোক সকল) কল্পন্তে (ভোগ্যরূপে অবস্থান করে)। ৩

যিনি পঞ্চবিধ সামকে সাধু-গুণ-বিশিষ্টরূপে জানিয়া তাহাকে লোকদৃষ্টিতে উপাসনা করেন, তাঁহার জন্য ঊর্ধ্বমুখ ও অধোমুখ লোকসমূহ ভোগ্যরূপে অবস্থান করে। ৩

দ্বিতীয়াধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

(বৃষ্টি-দৃষ্টিতে পঞ্চাবয়ব সামের উপাসনা)

বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাসীত পুরোবাতো হিঙ্কারো মেঘো জায়তে স প্রস্তাবো বর্ষতি স উদ্‌গীথো বিদ্যোততে স্তনয়তি স প্রতিহারঃ ॥ ১

উদ্‌গৃহ্ণাতি তন্নিধনং বর্ষতি হাস্মৈ বর্ষয়তি হ য এতদেবং বিদ্বান্ বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়খণ্ডঃ ॥

[লোকসকলের স্থিতির জন্য বৃষ্টি আবশ্যক ; এই জন্য অতঃপর বৃষ্টি-দৃষ্টিতে পঞ্চভক্তিক সমস্ত সামের উপাসনা কথিত হইতেছে]—বৃষ্টৌ (বৃষ্টি-দৃষ্টিতে) পঞ্চবিধম্ সাম উপাসীত—পুরোবাতঃ (পূর্বদিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ু) হিং-কারঃ, [তদ্দ্বারা যে] মেঘঃ (মেঘ) জায়তে (উৎপন্ন হয়) সঃ (উহা) প্রস্তাবঃ, বর্ষতি ([যে] বর্ষণ হয়) সঃ উদ্‌গীথঃ, বিদ্যোততে ([যে] বিদ্যুৎ-প্রকাশ হয়) [ও] স্তনয়তি ([যে] গর্জন হয়) সঃ প্রতিহারঃ, উদ্‌গৃহ্ণাতি (বিরতি হয়) তৎ (উহা) নিধনম্,—[অর্থাৎ হিঙ্কারাদিতে পুরোবাতাদি-দৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনা করিবে]। যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ [২।১।৪ দ্রঃ] বৃষ্টৌ পঞ্চবিধম্ সাম উপাস্তে, অস্মৈ (ইঁহার জন্য) বর্ষতি হ (মেঘ বর্ষণ করে), বর্ষয়তি হ ([অনাবৃষ্টি হইলেও তিনি] বর্ষণ করান)। ১-২

বৃষ্টি-দৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামকে উপাসনা করিবে—পূর্বদিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ু হিঙ্কার ; মেঘ যে সঞ্চিত হয়, উহাই প্রস্তাব ; বর্ষণ যে হয়, উহাই উদ্‌গীথ ; বিদ্যুৎ যে প্রকাশিত হয় এবং গর্জন যে হয়, উহাই প্রতিহার ; বৃষ্টির সমাপ্তিই নিধন।[১] সামকে সাধুগুণ-বিশিষ্ট জানিয়া যিনি বৃষ্টি-দৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামকে উপাসনা করেন, তাঁহার জন্য মেঘ (তাঁহার ইচ্ছানুসারে) বর্ষণ করে, এবং (বৃষ্টির অভাব ঘটিলেও) তিনি বর্ষণ করান। ১-২

১। উপাসনার অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য এই :—সামের আদিতে হিঙ্কার ও অন্তে নিধন, বৃষ্টিরও আদিতে পুরোবাত এবং অন্তে সমাপ্তি ; বর্ষায় মেঘসঞ্চার হইলে বৃষ্টির প্রস্তাবনা বা সূচনা হয় ; বর্ষণ ও উদ্‌গীথ উভয়েই স্ব স্ব পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ; বিদ্যুৎ ও গর্জন দিকে দিকে প্রতিহৃত হয় বা ছড়াইয়া পড়ে, অতএব উহারা প্রতিহার।

দ্বিতীয়াধ্যায়—চতুর্থ খণ্ড

(জল-দৃষ্টিতে পঞ্চাবয়ব সামের উপাসনা)

সর্বাস্বপ্‌সু পঞ্চবিধং সামোপাসীত মেঘো যৎ সংপ্লবতে স হিঙ্কারো যদ্‌বর্ষতি স প্রস্তাবো যাঃ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে স উদ্‌গীথো যাঃ প্রতীচ্যঃ স প্রতিহারঃ সমুদ্রো নিধনম্‌ ॥ ১

[বৃষ্টির পরে জল হয় ; অতএব অতঃপর জল-দৃষ্টিতে উপাসনা]—সর্বাসু অপ্‌সু (সকল জল-দৃষ্টিতে) পঞ্চবিধম্‌ সাম উপাসীত—মেঘঃ যৎ (যদা) সংপ্লবতে (পরস্পর মিলিত হইয়া প্লবমান বা বর্ষণোন্মুখ হয়) [তখন] সঃ (উহা) হিং-কারঃ, যৎ বর্ষতি (বর্ষণ করে) সঃ প্রস্তাবঃ, যাঃ (যে জলরাশি) প্রাচ্যঃ (পূর্বদিগ্‌বাহিনী হইয়া) স্যন্দন্তে (প্রবাহিত হয়) সঃ উদ্‌গীথঃ, যাঃ প্রতীচ্যঃ (পশ্চিমদিগ্‌বাহিনী হইয়া) [প্রবাহিত হয়] সঃ প্রতিহারঃ, সমুদ্রঃ নিধনম্‌। ১

সর্বপ্রকার জলের দৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামকে উপাসনা করিবে—মেঘ যখন ঘনীভূত হইয়া বর্ষণোন্মুখ হয়, তখন উহাই হিঙ্কার ; যখন বৃষ্টি হয়, তখন উহাই প্রস্তাব ; যে নদীসকল পূর্বদিকে প্রবাহিতা, তাহারই উদ্‌গীথ ; যাহারা পশ্চিমে প্রবাহিতা, তাহারা প্রতিহার ; সমুদ্রই নিধন।[১] ১

১। অর্থাৎ ঘনীভূত মেঘাদির দৃষ্টিতে হিঙ্কার প্রভৃতিকে উপাসনা করিবে। সাদৃশ্য যথা :—সমস্ত জলের আদিতে বৃষ্টি, সামের আদিতে হিঙ্কার ; বৃষ্টিপাত হইলে জলরাশিদ্বারা পৃথিবীর আবরণ প্রস্তাবিত বা সূচিত হয় ; পূর্ববাহিনী নদী ও উদ্‌গীথ উভয়েই শ্রেষ্ঠ ;

প্রতীচ্যো (পশ্চিমে) প্রবাহিতা নদী ও প্রতিহারে প্রতিশব্দ আছে ; জল সমুদ্রে নিহিত হয়, * অতএব সমুদ্র নিধন।

* ন হাপ্সু প্রৈত্যপ্‌সুমান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ সর্বাস্বপ্সু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থখণ্ডঃ ॥

যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ [২।১।৪ দ্রঃ] সর্বাসু অপ্সু পঞ্চবিধম্ সাম উপাসতে (উপাসনা করেন), [তিনি] অপ্সু (জলমধ্যে) ন হ প্রৈতি (প্রাণত্যাগ করেন না), অপ্‌সুমান্ ভবতি (প্রচুর জলশালী হন)। ২

পঞ্চবিধ সামকে সাধুগুণ-বিশিষ্টরূপে জানিয়া যিনি তাহাকে জল-দৃষ্টিতে উপাসনা করেন, তাঁহার কখনও (অনিচ্ছায়) জলে প্রাণত্যাগ হয় না, এবং তিনি প্রচুর জলশালী হন। ২

দ্বিতীয়াধ্যায়—পঞ্চম খণ্ড

(ঋতু-দৃষ্টিতে পঞ্চাবয়ব সামের উপাসনা)

ঋতুষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত বসন্তো হিঙ্কারো গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবো বর্ষা উদ্‌গীথঃ শরৎ প্রতিহারো হেমন্তো নিধনম্ ॥ ১

[জলের স্বল্পতা ও প্রাচুর্যাদি হইতে ঋতুর পারম্পর্য ঘটে ; অতএব অতঃপর ঋতু-দৃষ্টি কথিত হইতেছে]—ঋতুষু (ঋতু-দৃষ্টিতে) পঞ্চবিধম্ সাম উপাসীত—বসন্তঃ হিং-কারঃ, গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবঃ, বর্ষা উদ্‌গীথঃ, শরৎ প্রতিহারঃ, হেমন্তঃ নিধনম্। ১

ঋতুদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামকে উপাসনা করিবে—বসন্ত হিঙ্কার, গ্রীষ্ম প্রস্তাব, বর্ষা উদ্‌গীথ, শরৎ প্রতিহার, এবং হেমন্ত নিধন।[১] ১

১। অর্থাৎ হিঙ্কারাদিতে গ্রীষ্মাদি-দৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনা করিবে। এখানে শীত ও হেমন্তকে এক ধরিয়া পাঁচ ঋতু হইয়াছে। সাদৃশ্য যথা :—প্রাচীনকালে বসন্ত ঋতু সম্বৎসরের প্রথমে থাকিত, অতএব উহা (প্রথম) হিঙ্কার ; গ্রীষ্মে বর্ষার জন্য শস্যাদি সংগ্রহের প্রস্তাব বা আরম্ভ হয় ; বর্ষা ঋতুশ্রেষ্ঠ, উদ্‌গীথ সামশ্রেষ্ঠ ; শরতে বহু মৃতদেহ ও রোগী প্রতিহৃত হয় (শ্মশানে নীত হয়, বা আয়ু হারায়) ; নিবাত হেমন্তে বহু প্রাণীর নিধন হয়।

কল্পন্তে হাস্মা ঋতব ঋতুমান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ ঋতুষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চমখণ্ডঃ ॥

যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ [২।১।৪ দ্রঃ] ঋতুষু পঞ্চবিধম্ সাম উপাস্তে (পূর্ববৎ), অস্মৈ (উঁহার জন্য) ঋতবঃ (ঋতুসকল) কল্পন্তে হ (বিহিত নিয়মানুসারে ভোগ্যরূপে কল্পিত হয়), (ঋতুমান্ ঋতুসুলভ ভোগ-যুক্ত) ভবতি (হন)। ২

পঞ্চবিধ সামকে সাদৃগুণ-বিশিষ্টরূপে জানিয়া যিনি তাহাকে ঋতু-দৃষ্টিতে উপাসনা করেন, তাঁহার জন্য ঋতুসকল ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয়, এবং তিনি (সর্বদা স্বেচ্ছানুসারে) ঋতুসম্ভব ভোগ সকল প্রাপ্ত হন। ২

দ্বিতীয়াধ্যায়—ষষ্ঠ খণ্ড

(পশু-দৃষ্টিতে পঞ্চাবয়ব সামের উপাসনা)

পশুষু পঞ্চবিধং সামোপাসীতাজা হিঙ্কারোঽবয়ঃ প্রস্তাবো গাব উদ্‌গীথোঽশ্বাঃ প্রতিহারঃ পুরুষো নিধনম্ ॥ ১

[উত্তম ঋতু হইলে পশুবৃদ্ধি হয় ; অতএব অতঃপর পশু-দৃষ্টি বর্ণিত হইতেছে]—পশুষু (পশু-দৃষ্টিতে) পঞ্চবিধম্ সাম উপাসীত—অজাঃ (ছাগগণ) হিং-কারঃ, অবয়ঃ (মেষগণ)

প্রস্তাবঃ, গাবঃ (গোবৃন্দ) উদ্গীথঃ, অশ্বাঃ (অশ্বসমূহ) প্রতিহারঃ, পুরুষঃ (মানুষ) নিধনম্। ১

পশুদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামকে উপাসনা করিবে—ছাগগণ হিংকার, মেষবৃন্দ প্রস্তাব, গোসমূহ উদ্গীথ, অশ্বসকল প্রতিহার, এবং পুরুষ নিধন।[১] ১

১। হিঙ্কারাদিতে ছাগাদি-দৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনা করিবে। সাদৃশ্য :—ছাগ প্রথম—শ্রুতিতে আছে, "অজাঃ প্রথমঃ পশূনাম্," এবং যজ্ঞে ব্যবহৃত হওয়ায় উহা প্রধান; হিঙ্কার ও প্রস্তাবের সাহচর্যের ন্যায় ছাগ ও মেষের সাহচর্য আছে—"অজাবয়ঃ" (পুরুষসূক্ত); গোবৃন্দ পশুমধ্যে শ্রেষ্ঠ; অশ্বগণ মানুষের প্রতিহার বা বাহক; মানুষ পশুগণের নিধন বা আশ্রয় (যাহাতে নিহিত থাকে)।

ভবন্তি হাস্য পশবঃ পশুমান্ ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ পশুষু পঞ্চবিধং সামোপাস্তে ॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য ষষ্ঠখণ্ডঃ ॥

যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ [২।১।৪ দ্রঃ] পশুষু পঞ্চবিধম্ সাম উপাস্তে, অস্য পশবঃ ভবন্তি (পশুগণ উহার ভোগপ্রদ হয়), পশুমান্ ভবতি (বহু পশুর অধিকারী ও বহু পশুর দাতা হন)।

পঞ্চবিধ সামকে সাধুগুণ-বিশিষ্ট জানিয়া যিনি তাহাকে পশুদৃষ্টিতে উপাসনা করেন, পশুগণ তাঁহার ভোগযোগ্য হয়, এবং তিনি বহু পশুর স্বামী হন। ২

দ্বিতীয়াধ্যায়—সপ্তম খণ্ড

(ইন্দ্রিয়-দৃষ্টিতে পঞ্চাবয়ব সামের উপাসনা)

প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সামোপাসীত প্রাণো হিঙ্কারো বাক্ প্রস্তাবশ্চক্ষুরুদ্গীথঃ শ্রোত্রং প্রতিহারো মনো নিধনং পরোবরীয়াংসি বা এতানি ॥ ১

[পশুর ঘৃতদুগ্ধাদির দ্বারা প্রাণের স্থিতি হয়, অতএব অতঃপর প্রাণদৃষ্টি বিহিত হইতেছে]
—প্রাণেষু (প্রাণ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-দৃষ্টিতে) পরোবরীয়ঃ (উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্ব-গুণসম্পন্ন) পঞ্চবিধম্ সাম উপাসীত—প্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) হিং-কারঃ, বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) প্রস্তাবঃ, চক্ষুঃ উদ্গীথঃ, শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়) প্রতিহারঃ, মনঃ নিধনম্—এতানি (এই ইন্দ্রিয়বর্গ) পরোবরীয়াংসি বৈ (নিশ্চয়ই পর পর উৎকৃষ্টতর) । ১

উত্তরোত্তর উত্তমগুণ-বিশিষ্ট[১] ইন্দ্রিয়-দৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামকে উপাসনা করিবে—ঘ্রাণেন্দ্রিয় হিঙ্কার, বাক্ প্রস্তাব, চক্ষু উদ্গীথ, কর্ণ প্রতিহার, মন নিধন[২]—ইহারা অবশ্যই পর পর অধিকতর গুণবান্ । ১

১। নাসিকা প্রাপ্ত বিষয়কে আঘ্রাণ করে, বাক্ কিন্তু অপ্রাপ্ত বিষয়ও বলে,—অতএব শ্রেষ্ঠতর ; চক্ষু বাক্যের অতিরিক্ত, অর্থাৎ শব্দাতিরিক্ত, বিষয় প্রকাশ করে ; কর্ণ চতুর্দিকে শ্রবণ করে, চক্ষুর ন্যায় এক দিকে নহে ; মন সর্বেন্দ্রিয়ের ব্যাপক।

২। অর্থাৎ পর পর অধিকতর গুণবান্ ইন্দ্রিয়-দৃষ্টিতে হিঙ্কারাদিকে উপাসনা করিবে। সাদৃশ্য :—নাসিকা প্রথমস্থানীয় ; বাক্যের দ্বারা কার্যের প্রস্তাব করা হয় ; চক্ষুঃ শ্রেষ্ঠতম ইন্দ্রিয় ; কর্ণ অপ্রিয় শব্দ হইতে প্রত্যাহৃত হয় ; সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা আহৃত বিষয় মনে নিহিত হয়।

পরোবরীয়ো হাস্য ভবতি পরোবরীয়সো হ লোকাঞ্জয়তি য এতদেবং বিদ্বান্ প্রাণেষু পঞ্চবিধং পরোবরীয়ঃ সামোপাস্ত ইতি তু পঞ্চবিধস্য ॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য সপ্তমখণ্ডঃ ॥

যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ [২।১।৪ দ্রঃ] প্রাণেষু পঞ্চবিধম্ পরোবরীয়ঃ সাম উপাস্তে, অস্য হ পরোবরীয়ঃ ভবতি (উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর জীবন হয়), পরোবরীয়সঃ হ লোকান্ (পর পর শ্রেষ্ঠতর লোকসকল) জয়তি (জয় করেন)—ইতি তু পঞ্চবিধস্য (এইখানে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা-কথন শেষ হইল) । ২

পঞ্চবিধ সামকে সাধুগুণ-বিশিষ্ট জানিয়া যিনি তাহাকে উত্তরোত্তর উত্তমগুণবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়-দৃষ্টিতে উপাসনা করেন, তাঁহার উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর জীবনলাভ হয়, এবং তিনি উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর লোকসকল জয় করেন। এই স্থলে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা-প্রসঙ্গ শেষ হইল। ২

দ্বিতীয়াধ্যায়—অষ্টম খণ্ড

(বাগ্-দৃষ্টিতে সপ্তাবয়ব সামের উপাসনা)

অথ সপ্তবিধস্য—বাচি সপ্তবিধং সামোপাসীত যৎ কিঞ্চ বাচো হুমিতি স হিঙ্কারো যৎ প্রেতি স প্রস্তাবো যদেতি স আদিঃ॥ ১

যদুদিতি স উদ্গীথো যৎ প্রতীতি স প্রতিহারো যদুপেতি স উপদ্রবো যন্নীতি তন্নিধনম্॥ ২

অথ (অনন্তর) সপ্তবিধস্য (সপ্তভক্তিক, সপ্তবিধ [সমস্ত] সামের [উপাসনা অভিহিত হইতেছে—১।১।১, ৩য় টীকা দ্রঃ])—বাচি (বাক্য-দৃষ্টিতে) সপ্তবিধম্ সাম উপাসীত। বাচঃ (বাক্যের) যৎ কিম্ চ (যাহা কিছু) হুম্ ইতি ("হুম্" ইত্যাকার রূপ) সঃ (উহা) হিংকারঃ, যৎ (যাহা) প্র-ইতি ("প্র" ইত্যাকার রূপ) সঃ প্রস্তাবঃ, যৎ আ-ইতি ("আ" ইত্যাকার রূপ) সঃ আদিঃ (আদি, অর্থাৎ ওঙ্কার), যৎ উৎ ইতি ("উৎ" ইত্যাকার রূপ) সঃ উদ্গীথঃ, যৎ প্রতি ইতি ("প্রতি" ইত্যাকার) সঃ প্রতিহারঃ, যৎ উপ ইতি সঃ উপদ্রবঃ, যৎ নি ইতি তৎ (উহা) নিধনম্। ১-২

অনন্তর সপ্তবিধ সামের উপাসনা অভিহিত হইতেছে—বাক্যদৃষ্টিতে সপ্তবিধ সামকে উপাসনা করিবে। বাক্যের যাহা কিছু "হুম্" ইত্যাকার রূপ তাহা হিঙ্কার, যাহা "প্র" ইত্যাকার তাহা প্রস্তাব, যাহা "আ" ইত্যাকার

তাহা আদি অর্থাৎ ওঙ্কার, যাহা "উৎ" ইত্যাকার তাহা উদ্গীথ, যাহা "উপ" ইত্যাকার তাহা উপদ্রব, যাহা "নি" ইত্যাকার তাহা নিধন।[১] ১-২

১। বিভিন্ন প্রকার শব্দকে সপ্তধা বিভক্ত সামাবয়বে আরোপ করিয়া সমস্ত সামের উপাসনা করিবে। সাদৃশ্যগুলি সুস্পষ্ট।

দুগ্ধেঽস্মৈ বাগ্দোহং যো বাচো দোহোঽন্নবানন্নাদো ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ বাচি সপ্তবিধং সামোপাস্তে ॥ ৩

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্যাষ্টমখণ্ডঃ ॥

যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ [২।১।৪ দ্রঃ] বাচি (বাক্য-দৃষ্টিতে) সপ্তবিধম্ সাম উপাস্তে (সপ্তধা বিভক্ত সামকে উপাসনা করেন) অস্মৈ ইত্যাদি [১।৩।৭ দ্রঃ]। ৩

যিনি সামকে সাধুগুণ-বিশিষ্ট জানিয়া বাক্যদৃষ্টিতে সপ্তবিধ (সমস্ত) সামকে উপাসনা করেন, তাঁহার জন্য বাক্ বাগ্-রূপ ফলই দোহন করে, এবং তিনি প্রভূত অন্নশালী ও প্রচুর অন্নভোজী হন। ৩

দ্বিতীয়াধ্যায়—নবম খণ্ড

(আদিত্য-দৃষ্টিতে সপ্তাবয়ব সামের উপাসনা)

অথ খল্বমুমাদিত্যং সপ্তবিধং সামোপাসীত সর্বদা সমস্তেন সাম মাং প্রতি মাং প্রতীতি সর্বেণ সমস্তেন সাম ॥ ১

[পূর্বে ১।৩ খণ্ডে সামাবয়বে সূর্য-দৃষ্টি বিহিত হইয়াছে, এখন সমগ্র সামে উহা বিহিত হইতেছে—ইহাই বিশেষ। সূর্য বাঙ্ময়, সুতরাং বাক্যের পর সূর্য-দৃষ্টি]—অথ খলু (অনন্তর) অমুম্ আদিত্যম্ (ঐ সূর্যকে) [সমস্ত সামে আরোপ করিয়া] সপ্তবিধম্ সাম উপাসীত।

সর্বদা সমঃ (সর্বদা সমান, ক্ষয়বৃদ্ধি-হীন), তেন (সেই জন্য) [সূর্য] সাম ; "মাম্ প্রতি (আমার দিকে), মাম্ প্রতি" ইতি (এইরূপে) সর্বেণ সমঃ ([সূর্য] সকলেরই প্রতি সমান-বুদ্ধির উৎপাদক), তেন (সেই জন্যই) [তিনি] সাম। ১

অনন্তর, ঐ সূর্যকে (অবয়ব-ক্রমে) সমস্ত সামে আরোপ করিয়া সপ্তবিধ সামের উপাসনা করিবে। সূর্য যেহেতু সর্বদা সমান (অর্থাৎ ক্ষয়-বৃদ্ধি-হীন), অতএব তিনি সাম ; এবং যেহেতু তিনি "আমার অভিমুখে বর্তমান, আমার অভিমুখে বর্তমান," এইরূপে সকলেরই প্রতি একরূপ বুদ্ধির উৎপাদক, অতএব তিনি সাম। ১

তস্মিন্নিমানি সর্বাণি ভূতান্যন্বায়ত্তানীতি বিদ্যাৎ তস্য যৎ পুরোদয়াৎ স হিঙ্কারস্তদস্য পশবোঽন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে হিং-কুর্বন্তি হিঙ্কারভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥ ২

তস্মিন্ (সেই আদিত্যে) ইমানি সর্বাণি ভূতানি (এই সকল চরাচর [illegible]) অন্বায়ত্তানি (অনুগত হইয়া আছে) ইতি (ইহা) বিদ্যাৎ (জানিবে)। পুরোদয়াৎ (উদয়ের পূর্বে) তস্য (তাঁহার) যৎ (যে রূপ, [অর্থাৎ ধর্মকার্যাত্মক সুখময় স্বরূপ]) সঃ হিঙ্কারঃ। পশবঃ (পশুগণ) অস্য (ইঁহার, আদিত্যাখ্য সামের) তৎ (সেই রূপে) অন্বায়ত্তাঃ (অনুগত)। হি (যেহেতু) এতস্য (এই আদিত্যাখ্য) সাম্নঃ (সামের) [illegible]র-ভাজিনঃ (হিঙ্কারাবয়বের ভজনা করে) তস্মাৎ (সেই জন্য) তে (তাহারা) [সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে] হিং-কুর্বন্তি (হিঙ্কার করে)। ২

সেই আদিত্যে (বিভিন্ন অবয়বক্রমে) এই চরাচর ভূতবর্গ অন্বিত হইয়া আছে—ইহা জানিবে। উদয়ের পূর্বে সূর্যের যে রূপ তাহাই হিঙ্কার। পশুগণ সেই আদিত্যাখ্য সামের ঐ রূপে অনুগত হইয়া আছে। এই আদিত্যাখ্য সামের হিঙ্কারাবয়বের ভজনা করে বলিয়াই তাহারা সূর্যোদয়ের পূর্বে "হিং" ইত্যাকার শব্দ করিয়া থাকে। ২

অথ যৎ প্রথমোদিতে স প্রস্তাবস্তদস্য মনুষ্যা অন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে প্রস্তুতিকামাঃ প্রশংসাকামাঃ প্রস্তাবভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥ ৩

অথ (অতঃপর) প্রথমোদিতে (সূর্য প্রথম উদিত হইলে) [তাঁহার] যৎ (যে রূপ) [হয়] সঃ প্রস্তাবঃ [ঐরূপ দৃষ্টিতে সামের প্রস্তাবাবয়ব উপাস্য]; মনুষ্যাঃ (মানুষেরা) তস্য (আদিত্যাখ্য সামের) তৎ (ঐ রূপে) অন্বায়ত্তাঃ (অনুগত)। হি (যেহেতু) [তাহারা] এতস্য সাম্নঃ (এই আদিত্যাখ্য সামের) প্রস্তাব-ভাজিনঃ (প্রস্তাবাংশের ভজনশীল) তস্মাৎ (সেই জন্য) তে (তাহারা) প্রস্তুতি-কামাঃ (প্রত্যক্ষ প্রশংসা কামনা করে), প্রশংসা-কামাঃ (পরোক্ষ প্রশংসা কামনা করে)। ৩

অতঃপর, সূর্য প্রথম উদিত হইলে তাঁহার যে রূপ হয়, তাহাই প্রস্তাব; মানবগণ আদিত্যাখ্য সামের ঐ রূপে অনুগত হইয়া আছে। ঐ আদিত্যাখ্য সামের প্রস্তাবয়বের ভজনা করে বলিয়াই তাহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রশংসার জন্য লালায়িত। ৩

অথ যৎ সঙ্গববেলায়াং স আদিস্তদস্য বয়াংস্যন্বায়ত্তানি তস্মাত্তান্যন্তরিক্ষেঽনারম্বণান্যাদায়াত্মানং পরিপতন্ত্যাদিভাজীনি হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥ ৪

অথ সঙ্গব-বেলায়াম্ (যে সময়ে সূর্যকিরণরাশি ইতস্ততঃ প্রসারিত হয়, যে সময়ে গোবৃন্দ বৎসগণের সহিত বিচরণে গমন করে, সেই সময়ে) যৎ, সঃ আদিঃ (আদি-নামক সামাবয়ব)। বয়াংসি (পক্ষিগণ) অস্য তৎ অন্বায়ত্তানি (অনুগত)। হি এতস্য সাম্নঃ আদি-ভাজীনি (আদি এই অবয়বের ভজনা করে), তস্মাৎ তানি আত্মানম্ (আপনাকেই) আদায় ([অবলম্বনরূপে] গ্রহণ করিয়া) অনারম্বণানি (নিরালম্ব ভাবে) অন্তরিক্ষে (আকাশে) পরিপতন্তি (ইতস্ততঃ উড়িয়া থাকে)। ৪

অতঃপর, যে সময়ে সূর্যরশ্মিসমূহ ইতস্ততঃ প্রসারিত হয়, সেই সময়ে তাঁহার যে রূপ, তাহাই আদি। পক্ষিগণ আদিত্যাখ্য সামের ঐ রূপে

অনুগত হইয়া আছে। ঐ আদিত্যাখ্য সামের আদিনামক অবয়বের ভজনা করে বলিয়াই তাহারা কেবল আপনাদিগকে আশ্রয় করিয়া[১] নিরালম্বভাবে গগনে বিচরণ করে। ৪

১। মূলের "আত্মানম্" শব্দের "আ" এর সহিত "আদির" "আ" এর সাদৃশ্য আছে; অতএব তাহারা আদির ভজনা করে।

অথ যৎ সম্প্রতি মধ্যন্দিনে স উদ্গীথস্তদস্য দেবা অন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে সত্তমাঃ প্রাজাপত্যানামুদ্গীথভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥ ৫

অথ সম্প্রতি মধ্যন্দিনে (ঠিক মধ্যাহ্নকালে) যৎ সঃ উদ্গীথঃ (তাহা [সামের] উদ্গীথাবয়ব)। দেবাঃ (দেবগণ) অস্য তৎ অন্বায়ত্তাঃ। হি এতস্য সাম্নঃ উদ্গীথভাজিনঃ (উদ্গীথাবয়বের ভজনা করে) তস্মাৎ তে প্রাজাপত্যানাম্ (প্রজাপতির সন্তানগণের মধ্যে) সত্তমাঃ (সর্বশ্রেষ্ঠ)। ৫

অতঃপর, ঠিক মধ্যাহ্ন সময়ে আদিত্যের যে রূপ, তাহাই উদ্গীথ। দেবগণ আদিত্যাখ্য সামের ঐ রূপে অনুগত আছেন।[১] আদিত্যাখ্য সামের ঐ উদ্গীথাবয়বের ভজনা করেন বলিয়াই প্রজাপতির সন্তানগণের মধ্যে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। ৫

১। আদিত্য মধ্যাহ্নে সর্বাপেক্ষা জ্যোতির্ময়; দেবগণও দ্যুতিমান্।

অথ যদূর্ধ্বং মধ্যন্দিনাৎ প্রাগপরাহ্ণাৎ স প্রতিহারস্তদস্য গর্ভা অন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে প্রতিহৃতা নাবপদ্যন্তে প্রতিহারভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥ ৬

অথ মধ্যন্দিনাৎ (মধ্যাহ্ন হইতে) ঊর্ধ্বম্ (পরবর্তী) অপরাহ্ণাৎ (অপরাহ্ণ হইতে) প্রাক্ (পূর্ববর্তী সময়ে) যৎ, সঃ প্রতিহারঃ ([সামের] প্রতিহারাবয়ব)। গর্ভাঃ (গর্ভস্থ সন্তানগণ) অস্য তৎ অন্বায়ত্তাঃ। হি এতস্য সাম্নঃ প্রতিহার-ভাজিনঃ (প্রতিহারাবয়বের

ভজনকারী) তস্মাৎ তে প্রতিহৃতাঃ (ঊর্ধ্বে জরায়ুমধ্যে আকৃষ্ট থাকে), ন অবপদ্যন্তে (নিম্নে পতিত হয় না) । ৬

অতঃপর, মধ্যাহ্নের পরবর্তী এবং অপরাহ্নের পূর্ববর্তী সময়ে আদিত্যের যে রূপ, তাহাই প্রতিহার।[১] গর্ভস্থ সন্তানগণ আদিত্যাখ্য সামের ঐ রূপে অনুগত আছে। তাহারা আদিত্যাখ্য সামের ঐ প্রতিহারাবয়বের ভজনা করে বলিয়াই জরায়ুর মধ্যে আকৃষ্ট (অর্থাৎ পতন হইতে প্রতিহৃত) হইয়া থাকে, নিম্নে পতিত হয় না। ৬

১। ঐ সময়ে আদিত্য অস্তাচলের প্রতি গমন করিতে থাকেন ; এই প্রতিশব্দের সহিত প্রতিহারের সাদৃশ্য আছে।

অথ যদূর্ধ্বমপরাহ্ণাৎ প্রাগস্তময়াৎ স উপদ্রবস্তদস্যারণ্যা অন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তে পুরুষং দৃষ্ট্বা কক্ষং শ্বভ্রমিত্যুপদ্রবন্ত্যুপদ্রবভাজিনো হ্যেতস্য সাম্নঃ ॥ ৭

অথ অপরাহ্ণাৎ ঊর্ধ্বম্ (অপরাহ্নের পরবর্তী) [এবং] অস্তময়াৎ প্রাক্ (অস্তগমনের পূর্ববর্তী সময়ে) যৎ, সঃ উপদ্রবঃ। আরণ্যাঃ (অরণ্যবাসী পশুগণ) অস্য তৎ অন্বায়ত্তাঃ। হি এতস্য সাম্নঃ উপদ্রবভাজিনঃ (উপদ্রবাবয়বের ভজনা করে) তস্মাৎ তে পুরুষম্ (মানুষকে) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া) কক্ষম্ (অরণ্যকে), শ্বভ্রম্ (গুহাকে) ইতি (এইরূপ, অর্থাৎ ভয়শূন্য, মনে করিয়া) উপদ্রবন্তি (তদভিমুখে উপদ্রুত, ধাবিত, হয়)। [উপদ্রুত ও উপদ্রব শব্দের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট]। ৭

অতঃপর, অপরাহ্নের পরে, এবং অস্তগমনের পূর্বে আদিত্যের যে রূপ, উহাই উপদ্রব।[১] অরণ্যবাসী পশুগণ আদিত্যাখ্য সামের ঐ রূপে অনুগত। তাহারা আদিত্যাখ্য সামের ঐ উপদ্রবাবয়বের ভজনা করে বলিয়াই মনুষ্যদর্শনে অরণ্য ও গুহাকে ভয়হীন মনে করিয়া তদভিমুখে উপদ্রুত (অর্থাৎ ধাবিত) হয়। ৭

১। ঐ সময়ে আদিত্য অস্তাচলের প্রতি উপদ্রুত বা ধাবিত হন।

অথ যৎ প্রথমাস্তমিতে তন্নিধনং তদস্য পিতরোঽন্বায়ত্তাস্তস্মাত্তান্ নিদধতি নিধনভাজিনো হ্যেতস্য সাম্ন এবং খল্বমুমাদিত্যং সপ্তবিধং সামোপাস্তে ॥ ৮

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য নবমখণ্ডঃ ॥

অথ প্রথম-অস্তমিতে (সূর্য অস্তগমনোন্মুখ হইলে) যৎ, তৎ (সেই সূর্যরূপ) নিধনম্। পিতরঃ (পিতৃগণ) অস্য তৎ অন্বায়ত্তাঃ। হি এতস্য সাম্নঃ নিধনভাজিনঃ, তস্মাৎ তান্ (সেই পিতৃগণকে) নিদধতি ([শ্রাদ্ধকালে কুশোপরি] স্থাপন করে)। এবম্ খলু (এইরূপে) [যিনি] আদিত্যম্ ([সপ্তধাবিভক্ত] আদিত্যদৃষ্টিতে) [অবয়বক্রমে] সপ্তবিধম্ সাম (সপ্তবিধ সামকে) উপাস্তে (উপাসনা করেন) [তাঁহার আদিত্যপ্রাপ্তিরূপ ফললাভ হয়]। ৮

অনন্তর, সূর্য অস্তগমনোন্মুখ[১] হইলে তাঁহার যে রূপ, তাহাই নিধন। পিতৃগণ আদিত্যাখ্য সামের ঐ রূপে অনুগত আছেন। তাঁহারা আদিত্যাখ্য সামের নিধনাবয়বের ভজনা করেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে লোকে (শ্রাদ্ধকালে কুশোপরি) নিহিত (বা স্থাপিত) করে।[২] এইরূপে সপ্তধা বিভক্ত আদিত্য-দৃষ্টিতে সপ্তাবয়ব সামকে উপাসনা করা হয়। ৮

১। প্রাতঃকালাদির বিভাগ এইরূপ—

প্রাতঃ-কালো মুহূর্তাংস্ত্রীন্ সঙ্গবস্তাবদেব তু।
মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্তঃ স্যাদপরাহ্নস্ততঃ পরম্ ॥
সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্তঃ স্যাৎ শ্রাদ্ধং তত্র ন কারয়েৎ।
রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্বকর্মসু ॥

সাধারণতঃ দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত হয়, অতএব ঐ সব কালবিভাগ ছয় দণ্ডব্যাপী। প্রথমোদিত শব্দেও ঐরূপ ছয় দণ্ডই বুঝিতে হইবে।

২। নিধন ও নিহিত শব্দের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট।

দ্বিতীয়াধ্যায়—দশম খণ্ড

(অতিমৃত্যু সপ্তাবয়ব সামের উপাসনা)

অথ খল্বাত্মসম্মিতমতিমৃত্যু সপ্তবিধং সামোপাসীত হিঙ্কার ইতি ত্র্যক্ষরং প্রস্তাব ইতি ত্র্যক্ষরং তৎ সমম্ ॥ ১

[দিবা রাত্রি প্রভৃতি কাল অবলম্বনে আদিত্য জগৎ-সংহার করেন বলিয়া তিনিই মৃত্যুস্বরূপ। এই মৃত্যুকে অতিক্রম করার জন্য বর্তমান উপাসনা]—অথ খলু আত্মসম্মিতম্ (তুল্য-অক্ষর-বিশিষ্টরূপে, অথবা পরমাত্মার সদৃশরূপে, পরিভাবিত বা জ্ঞাত) অতিমৃত্যু (মৃত্যুকে অতিক্রমের হেতুভূত) সপ্তবিধম্ সাম উপাসীত। হিঙ্কারঃ ইতি (হিঙ্কার এই সামাবয়বটির নাম) ত্র্যক্ষরম্ (তিন অক্ষরযুক্ত), প্রস্তাবঃ ইতি ত্র্যক্ষরম্, তৎ (প্রস্তাব-নামটি) সমম্ (হিঙ্কার-নামের সমান)। ১

অনন্তর তুল্যাক্ষরবিশিষ্টরূপে পরিমিত অথবা পরমাত্মারই সমানরূপে পরিচিন্তিত, এবং মৃত্যু অতিক্রমের হেতুভূত[১] সপ্তাবয়ব সামের উপাসনা করিবে।[২] হিঙ্কার এই অবয়বের নামে তিন অক্ষর আছে, প্রস্তাব এই অবয়বের নামেও তিন অক্ষর আছে; অতএব প্রস্তাব হিঙ্কারের সমান। ১

১। আত্মজ্ঞানে যেরূপ মৃত্যুনিবারণ হয়, সেইরূপ এই উপাসনার ফলেও মৃত্যুজয় হয়; অতএব এই সাম অতিমৃত্যু ও আত্মসম্মিত।

২। সামের সাতটি অবয়বের নামের অক্ষর-সংখ্যা মোট ২২। তাহাদিগকে তিন তিনটি করিয়া সাত ভাগে ভাগ করিলে প্রতি ভাগের সংখ্যা সমান হইল। প্রত্যেক ভাগের অক্ষর-সংখ্যা সমান হওয়ায় সমস্ত নামাক্ষরের সমতা বা সাম্য সম্পাদিত হইল। অবশিষ্ট অক্ষরের সংখ্যা এক হইলেও এই সমতার অনুরোধে তাহাকেও ত্র্যক্ষর ভাবিতে হইবে,—ইহা তৃতীয় কণ্ডিকায় বলা হইবে। এইরূপে আদিত্য-দৃষ্টিতে সামস্থানীয় অক্ষরগুলি উপাস্য। ১।৩।৬-৭ দ্রঃ

আদিরিতি দ্ব্যক্ষরং প্রতিহার ইতি চতুরক্ষরং তত ইহৈকং তৎ সমম্ ॥ ২

আদিঃ ইতি (আদি এই অবয়ব-নামটি) দ্বি-অক্ষরম্ (দুই অক্ষরযুক্ত), প্রতিহারঃ ইতি চতুঃ-অক্ষরম্ (চারি অক্ষরযুক্ত); ততঃ (উহা অর্থাৎ প্রতিহার হইতে) একম্ (একটি অক্ষর) [লইয়া] ইহ (এই আদিতে) [যুক্ত করিতে হইবে]—[সুতরাং] তৎ (উহা) সম (ইহার সমান)। ২

আদি এই নামটি দুই অক্ষরযুক্ত, এবং প্রতিহার চারি অক্ষরযুক্ত। প্রতিহার হইতে একটি অক্ষর লইয়া আদির সহিত যুক্ত করিলে উহা আদির সমান হইল। ২

উদ্‌গীথ ইতি ত্র্যক্ষরমুপদ্রব ইতি চতুরক্ষরং ত্রিভিস্ত্রিভিঃ সমং ভবত্যক্ষরমতিশিষ্যতে ত্র্যক্ষরং তৎ সমম্ ॥ ৩

উদ্‌গীথঃ ইতি (উদ্‌গীথ এই নামটি) ত্রি-অক্ষরম্ (তিন অক্ষরযুক্ত), উপদ্রবঃ ইতি (উপদ্রব এই নামটি) চতুঃ-অক্ষরম্ ; ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ সমম্ (তিন তিন অক্ষরে [প্রত্যেকে] সমান) ভবতি (হয়), অক্ষরম্ (একটি অক্ষর) অতিশিষ্যতে (অতিরিক্ত হয়), তৎ (ঐ অক্ষরটি [এক হইলেও]) ত্র্যক্ষরম্ (ত্র্যক্ষরই বটে) [অতএব] সমম্ (সমান হইল [২।১০।১ টীকা])। ৩

উদ্‌গীথ এই নামে তিনটি অক্ষর আছে, আর উপদ্রব এই নামে চারিটি অক্ষর আছে। তিন তিন অক্ষরে প্রত্যেকে সমান হইল, এবং যে একটি অক্ষর অবশিষ্ট রহিল উহাও প্রকৃত পক্ষে ত্র্যক্ষরই বটে; অতএব উহাও সমান হইল। ৩

নিধনমিতি ত্র্যক্ষরং তৎ সমমেব ভবতি তানি হ বা এতানি দ্বাবিংশতিরক্ষরাণি ॥ ৪

নিধনম্ ইতি (নিধন এই নামটি) ত্রি-অক্ষরম্ ; তৎ সমম্ এব ভবতি (উহা [অপরগুলির] সমানই বটে)। তানি হ বৈ এতানি (উক্ত এই সকল) অক্ষরাণি ([সপ্তাবয়ব সামের] নামাক্ষরগুলি) দ্বাবিংশতিঃ (বাইশ)। ৪

নিধন এই নামটিতে তিন অক্ষর ; অতএব উহা সমানই বটে। সপ্তাবয়ব সামের উক্ত এই অক্ষরগুলি সংখ্যায় মোট দ্বাবিংশতিই বটে।[১] ৪

১। অর্থাৎ সমতার অনুরোধে একটি অক্ষরকে তিনের সমান ধরিয়া মোট চতুর্বিংশতি করা হইলেও উহাদের সংখ্যা বস্তুতঃ দ্বাবিংশতি।

একবিংশত্যাদিত্যমাপ্নোত্যেকবিংশো বা ইতোঽসাবাদিত্যো দ্বাবিংশেন পরমাদিত্যাজ্জয়তি তন্নাকং তদ্বিশোকম্ ॥ ৫

আপ্নোতি হাদিত্যস্য জয়ং পরো হাস্যাদিত্যজয়াজ্জয়ো ভবতি য এতদেবং বিদ্বানাত্মসম্মিতমতিমৃত্যু সপ্তবিধং সামোপাস্তে সামোপাস্তে ॥ ৬

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দশমখণ্ডঃ ॥

যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ [২।১।৪ দ্রঃ] আত্মসম্মিতম্ অতিমৃত্যু সপ্তবিধম্ সাম উপাস্তে, [তিনি] একবিংশত্যা (একুশটি অক্ষর-সংখ্যা দ্বারা) আদিত্যম্ ([মৃত্যুরূপী] আদিত্যকে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন), [কারণ] ইতঃ (এই লোক হইতে [গণনা করিলে]) অসৌ আদিত্যঃ (ঐ আদিত্য) একবিংশঃ বৈ (অবশ্যই একবিংশ হন) ; দ্বাবিংশেন (দ্বাবিংশ অক্ষরের দ্বারা) [তিনি] আদিত্যাৎ (আদিত্য হইতে) পরম্ (পরবর্তী লোক, ব্রহ্মলোক) জয়তি (জয় করেন),—তৎ (ঐ পরবর্তী লোক) নাকম্ (সুখস্বরূপ), তৎ বিশোকম্ (শোকাতীত, মানস-দুঃখ-বিহীন)। [অর্থাৎ একবিংশতি সংখ্যার দ্বারা তিনি] আদিত্যস্য হ (আদিত্যের) জয়ম্ আপ্নোতি (জয়প্রাপ্ত হন) [এবং অতঃপর] আদিত্যজয়াৎ (মৃত্যুবিষয়ক জয় হইতে) অস্য হ (উক্ত বিদ্বানের) পরঃ জয়ঃ (উৎকৃষ্টতর জয়) ভবতি (হয়)। সাম উপাস্তে [উপাসনার সমাপ্তিসূচক দ্বিরুক্তি]। ৫-৬

সামকে সাধুগুণ-বিশিষ্ট জানিয়া যিনি তুল্যাক্ষর-বিশিষ্টরূপে সপ্তাবয়ব সামকে উপাসনা করেন, তিনি একবিংশতি সংখ্যা সহায়ে মৃত্যুরূপী আদিত্যকে প্রাপ্ত হন,—কারণ এই লোক হইতে গণনা করিলে আদিত্য একবিংশতি-

সংখ্যক।[১] (অবশিষ্ট) দ্বাবিংশ অক্ষর সহায়ে তিনি আদিত্যের পরবর্তী লোক জয় করেন। ঐ লোকটি সুখস্বরূপ ও শোকাতীত। অর্থাৎ তিনি আদিত্যবিজয় লাভ করেন, এবং অতঃপর উক্ত বিদ্বানের পক্ষে আদিত্যজয় অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর জয়লাভ হয়। ৫-৬

১। "দ্বাদশ মাসাঃ, পঞ্চর্তবঃ, ত্রয় ইমে লোকা, অসৌ আদিত্য একবিংশঃ"—এই শ্রুতিবচনানুসারে—১২ মাস, ৫ ঋতু, ও ৩ লোক = ২০ ; অতএব আদিত্য একবিংশ।

দ্বিতীয়াধ্যায়—একাদশ খণ্ড

(প্রাণে প্রতিষ্ঠিত গায়ত্র সামের উপাসনা)

মনো হিঙ্কারো বাক্ প্রস্তাবশ্চক্ষুরুদ্গীথঃ শ্রোত্রং প্রতিহারঃ প্রাণো নিধনমেতদ্ গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতম্ ॥ ১

[পূর্বে সামের গায়ত্র, রথন্তর ইত্যাদি নামের উল্লেখ না করিয়াই পঞ্চভক্তিক ও সপ্তভক্তিক সামের উপাসনা উক্ত হইয়াছে ; ইদানীং নামগ্রহণপূর্বক উপাসনা উক্ত হইতেছে ; কারণ উহাতে বিশিষ্ট ফললাভ হয়]—মনঃ হিঙ্কারঃ, বাক্ প্রস্তাবঃ, চক্ষুঃ উদ্গীথঃ, শ্রোত্রম্ প্রতিহারঃ, প্রাণঃ (প্রাণ) নিধনম্ [২।২।১ টীকার শেষাংশ], এতৎ (এই) গায়ত্রম্ (গায়ত্র-নামক সাম) প্রাণেষু (প্রাণসমূহের, অর্থাৎ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গের, মধ্যে) প্রোতম্ (সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত)। ১

মন হিঙ্কার, বাক্ প্রস্তাব, চক্ষু উদ্গীথ, কর্ণ প্রতিহার, এবং প্রাণ নিধন,[১]—এই গায়ত্র-নামক সাম প্রাণ[২] সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।[৩] ১

১। উপাসনার মূলীভূত সাদৃশ্যগুলি এই :—ইন্দ্রিয়সকল কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে মনে সঙ্কল্প হয়, অতএব উহা প্রথম, এদিকে হিঙ্কারও প্রথম ; তৎপরে বাক্এর ক্রিয়া, প্রস্তাবও দ্বিতীয় ; চক্ষু সর্বশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়, উদ্গীথও শ্রেষ্ঠ ; কর্ণ অপ্রিয় শব্দ হইতে প্রতিহৃত হয় ; নিদ্রাকালে সর্বেন্দ্রিয় প্রাণে নিহিত হয় (ছাঃ ৪।৩।৩)।

২। শ্রুতিতে আছে, "প্রাণো বৈ গায়ত্রী"—প্রাণই গায়ত্রী।

৩। পর পর যে ক্রমানুসারে গায়ত্র, রথন্তর, প্রভৃতি সাম কর্মে বিনিযুক্ত হয়, সেই ক্রমানুসারেই ঐ ঐ বিষয়ক উপাসনাগুলি বর্তমান খণ্ড হইতে একবিংশ খণ্ড পর্যন্ত বর্ণিত হইতেছে। প্রাণ না থাকিলে ক্রিয়া ও উপাসনা উভয়ই অসম্ভব; এই জন্য প্রথমেই প্রাণ-দৃষ্টিতে গায়ত্রোপাসনা বিহিত হইল।

স য এবমেতদ্ গায়ত্রং প্রাণেষু প্রোতং বেদ প্রাণী ভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা মহামনাঃ স্যাৎ তদ্ব্রতম্ ॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্যৈকাদশখণ্ডঃ ॥

যঃ (যিনি) প্রাণেষু (প্রাণ সকলে, অর্থাৎ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণে) প্রোতম্ (প্রতিষ্ঠিত) এতৎ (এই) গায়ত্রম্ (গায়ত্র-নামক [সামকে]) এবম্ (এই প্রকারে) বেদ (জানেন, উপাসনা করেন), সঃ (তিনি) প্রাণী (অবিকলেন্দ্রিয়) ভবতি (হন), সর্বম্ আয়ুঃ (পূর্ণ আয়ু) এতি (প্রাপ্ত হন) জ্যোক্ জীবতি ([জ্যোক্ শব্দটি উজ্জ্বলনার্থক অব্যয়] তাঁহার জীবন উজ্জ্বল হয়; অর্থাৎ তিনি নিজের ও পরের—সকলের উপকারী হইয়া জীবনধারণ করেন), প্রজয়া পশুভিঃ (সন্তানাদি ও পশুসম্পদে) মহান্ (সমৃদ্ধ) ভবতি, কীর্ত্যা (কীর্তিতে) মহান্ [ভবতি]। তৎ-ব্রতম (উক্ত গায়ত্রোপাসকের প্রতিপালনীয় নিয়ম এই)—মহামনাঃ স্যাৎ (তিনি উদারহৃদয় হইবেন)। ২

প্রাণসমুদয়ে প্রতিষ্ঠিত এই গায়ত্র-নামক সামকে যিনি এই প্রকারে জানেন, তাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গ বিকল হয় না, তিনি পূর্ণ আয়ু[১] প্রাপ্ত হন, তাঁহার জীবন সমুজ্জ্বল হয়, তিনি সন্তানাদিতে ও পশুসম্পদে সমৃদ্ধ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। উক্ত উপাসকের ব্রত এই—তিনি উদারচেতা হইবেন। ২

১। শ্রুতিতে আছে, "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ;" সুতরাং পূর্ণায়ু—শতবর্ষ।

দ্বিতীয়াধ্যায়—দ্বাদশ খণ্ড

(অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত রথন্তর সামের উপাসনা)

অভিমন্থতি স হিঙ্কারো ধূমো জায়তে স প্রস্তাবো জ্বলতি স উদ্গীথোঽঙ্গারা ভবন্তি স প্রতিহার উপশাম্যতি তন্নিধনং সংশাম্যতি তন্নিধনমেতদ্ রথন্তরমগ্নৌ প্রোতম্॥ ১

[যাঁহার প্রাণ সবল তিনিই অগ্নিমন্থনে সক্ষম ; এই জন্য প্রাণদৃষ্টির পর অগ্নিদৃষ্টি আরম্ভ হইতেছে]—অভিমন্থতি ([অগ্নি উৎপাদনের জন্য যে] কাষ্ঠঘর্ষণ করা হয়) সঃ (উহাই) হিঙ্কারঃ ; ধূমঃ জায়তে ([তাহাতে যে] ধূম উৎপন্ন হয়) সঃ প্রস্তাবঃ ; জ্বলতি ([অগ্নি যে] সমুজ্জ্বল হয়) সঃ উদ্গীথঃ ; অঙ্গারাঃ (অঙ্গারসকল) [যে] ভবন্তি (হয়) সঃ প্রতিহারঃ ; উপশাম্যতি ([অগ্নি যে] ক্ষীণ হয়) তৎ (উহা) নিধনম্, সংশাম্যতি (সম্যক্ নির্বাপিত হয়) তৎ নিধনম্,—এতৎ (এই) রথন্তরম্ (রথন্তর-নামক সাম) অগ্নৌ (অগ্নিতে) প্রোতম্ (প্রতিষ্ঠিত)। ১

(অগ্নি উৎপাদনের জন্য) যে কাষ্ঠঘর্ষণ হয় উহাই হিঙ্কার ; (তাহাতে) যে ধূম উৎপন্ন হয় উহাই প্রস্তাব, (অগ্নির) যে প্রজ্বলন উহাই উদ্গীথ ; অঙ্গারসমূহ যে উৎপন্ন হয় উহাই প্রতিহার ; অগ্নি যে ক্ষীণ হয় তাহাই নিধন, অগ্নি যে সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয় উহাও নিধন।[১] এই রথন্তর-নামক সাম অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত।[২] ১

১। সাদৃশ্য :—কাষ্ঠঘর্ষণই প্রথম ক্রিয়া ; তৎপরে ধূম হয় ; প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়, অতএব উহা শ্রেষ্ঠ ; অঙ্গারগুলি অন্যত্র প্রতিহৃত (সরান) হয় ; অগ্নির ক্ষীণতা ও নির্বাপণের সহিত সর্বশেষ নিধনের সাদৃশ্য আছে।

২। মন্থনদ্বারা অগ্নি-উৎপাদন-কালে রথন্তর সাম গীত হয়,—অতএব উহা অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত।

স য এবমেতদ্ রথন্তরমগ্নৌ প্রোতং বেদ ব্রহ্মবর্চস্যন্নাদো

ভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা ন প্রত্যঙ্ঙগ্নিমাচামেন্ন নিষ্ঠীবেৎ তদ্‌ব্রতম্ ॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বাদশখণ্ডঃ ॥

যঃ অগ্নৌ প্রোতম্ এতৎ রথন্তরম্ এবম্ বেদ, সঃ [২।১১।২ দ্রঃ] ব্রহ্মবর্চসী (সচ্চরিত্র এবং স্বাধ্যায় হইতে সম্ভূত তেজোবিশিষ্ট) অন্নাদঃ (দীপ্তাগ্নি, প্রচুর অন্নভোজনে সমর্থ) ভবতি (হন), সর্বম্ আয়ুঃ এতি ইত্যাদি [২।১১।২]। তৎ ব্রতম্—অগ্নিম্ প্রত্যঙ্ (অগ্নির অভিমুখী হইয়া) ন আচামেৎ (আচমন করিবে না), ন নিষ্ঠীবেৎ (থুথু ফেলিবে না)। ২

অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত এই রথন্তর সামকে যিনি এইরূপে জানেন, তিনি ব্রহ্মতেজে তেজস্বী ও দীপ্তাগ্নি হন, তিনি পূর্ণায়ু হন, তাঁহার জীবন সমুজ্জ্বল হয়, তিনি সন্তানাদিতে ও পশুসম্পদে মহীয়ান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। উক্ত উপাসকের ব্রত এই—তিনি অগ্নির অভিমুখী হইয়া আচমন করিবেন না এবং নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবেন না। ২

দ্বিতীয়াধ্যায়—ত্রয়োদশ খণ্ড

(মিথুনে প্রতিষ্ঠিত বামদেব্য সামের উপাসনা)

উপমন্ত্রয়তে স হিঙ্কারো জ্ঞপয়তে স প্রস্তাবঃ স্ত্রিয়া সহ শেতে স উদ্‌গীথঃ প্রতি স্ত্রীং সহ শেতে স প্রতিহারঃ কালং গচ্ছতি তন্নিধনং পারং গচ্ছতি তন্নিধনমেতদ্‌বামদেব্যং মিথুনে প্রোতম্ ॥ ১

[উত্তরারণি ও অধরারণির সদৃশ স্ত্রী ও পুরুষের মিলন অগ্নিমন্থনের ন্যায় বলিয়া অতঃপর মিথুন-দৃষ্টিতে উপাসনা বিহিত হইয়েছে]—উপমন্ত্রয়তে ([পুরুষ স্ত্রীর প্রতি যে] সঙ্কেত করে) সঃ হিঙ্কারঃ; জ্ঞপয়তে ([বস্ত্রাদিদ্বারা যে] তুষ্ট করে) সঃ প্রস্তাবঃ; স্ত্রিয়া সহ শেতে (স্ত্রীর সহিত শয়ন করে, অর্থাৎ এক পর্যঙ্কে গমন করে) সঃ উদ্‌গীথঃ; স্ত্রীম্ প্রতি (স্ত্রীর

অভিমুখী হইয়া) সহ শেতে (শয়ন করে) সঃ প্রতিহারঃ ; কালম্ গচ্ছতি ([ঐরূপে যে] কালক্ষেপ হয়) তৎ নিধনম্, পারম্ গচ্ছতি (সমাপ্তি যে লাভ করে) তৎ নিধনম্,—এতৎ বামদেব্যম্ (এই বামদেব্য সাম) মিথুনে (স্ত্রী-পুরুষযুগলে) প্রোতম্। ১

পুরুষ যে সঙ্কেত করে উহা হিঙ্কার ; স্ত্রীকে পরিতুষ্ট করা প্রস্তাব ; স্ত্রীর সহিত শয়ন উদ্গীথ ; স্ত্রীর প্রতি (বা অভিমুখে) শয়ন প্রতিহার ; ঐরূপে যে কালক্ষেপণ উহা নিধন, উহার যে সমাপ্তি তাহাও নিধন। এই বামদেব্য সাম মিথুনে[১] অর্থাৎ যুগলে প্রতিষ্ঠিত। ১

১। শ্রুতিতে আছে যে, বায়ু ও জলের মিলন হইতেই বামদেব্যের উৎপত্তি।

স য এবমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ মিথুনীভবতি মিথুনান্মিথুনাৎ প্রজায়তে সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্‌ব্রতম্ ॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য ত্রয়োদশখণ্ডঃ ॥

মিথুনী-ভবতি (বিরহ প্রাপ্ত হন না)। মিথুনাৎ মিথুনাৎ প্রজায়তে (অমোঘবীর্য হন)। কাম্ চন ([স্বীয় শয্যায় আগতা সমাগমার্থিনী] কোনও স্ত্রীকে) ন পরিহরেৎ (পরিত্যাগ করিবেন না)। ২

মিথুনে প্রতিষ্ঠিত এই বামদেব্য সামকে যিনি এইরূপে জানেন, তিনি বিরহ প্রাপ্ত হন না এবং অমোঘবীর্য হন। তিনি পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত হন, তাঁহার জীবন সমুজ্জ্বল হয়, তিনি সন্তানাদিতে ও পশুসম্পদে মহীয়ান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। তাঁহার এই ব্রত—(শয্যায় আগতা) কোনও স্ত্রীকে তিনি পরিত্যাগ করিবেন না।[১] ২

১। ইঁহাতে স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত বিরোধ হইল না। কারণ এই বৈদিক উপাসনার অঙ্গরূপে ভিন্ন অন্য সর্বত্রই এইরূপ কার্য গর্হিত ও প্রত্যবায়ের জনক।

দ্বিতীয়াধ্যায়—চতুর্দশ খণ্ড

(আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ সামের উপাসনা)

উদ্যন্ হিঙ্কার উদিতঃ প্রস্তাবো মধ্যন্দিন উদ্গীথোঽপরাহ্ণঃ প্রতিহারোঽস্তং যন্নিধনমেতদ্ বৃহদাদিত্যে প্রোতম্ ॥ ১

[আদিত্যই প্রজা-প্রসবের কারণ ; অতএব মিথুন-দৃষ্টির পর আদিত্য-দৃষ্টি বর্ণিত হইতেছে] —উদ্যন্ (উদীয়মান সূর্য) হিঙ্কারঃ, উদিতঃ (উদিত সূর্য) প্রস্তাবঃ ; মধ্যন্দিনঃ (মাধ্যন্দিন সূর্য) উদ্গীথঃ ; অপরাহ্ণঃ (অপরাহ্ণকালীন সূর্য) প্রতিহারঃ ; অস্তম্ যন্ (অস্তগামী সূর্য) নিধনম্। এতৎ বৃহৎ (বৃহৎ-নামক সাম) আদিত্যে (সূর্যে) প্রোতম্ [কারণ আদিত্যই বৃহৎ-সামের দেবতা] ১

উদীয়মান সূর্য হিঙ্কার, উদিত সূর্য প্রস্তাব, মাধ্যন্দিন সূর্য উদ্গীথ, অপরাহ্ণকালীন সূর্য প্রতিহার, এবং অস্তগামী সূর্য নিধন।[১] এই বৃহৎ-নামক সাম আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত। ১

১। সাদৃশ্য :—উদীয়মান সূর্য প্রথম দৃষ্ট হন ; সূর্য উদিত হইলে কার্যের প্রস্তাব বা আরম্ভ হয় ; মাধ্যন্দিন সূর্যই শ্রেষ্ঠ ; অপরাহ্ণে গবাদি পশু গৃহের প্রতি আহৃত (প্রতিহারপ্রাপ্ত, আনীত) হয় ; সূর্য অস্ত গেলে প্রাণিবর্গ গৃহে নিহিত হয়।

স য এবমেতদ্ বৃহদাদিত্যে প্রোতং বেদ তেজস্ব্যন্নাদো ভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা তপন্তং ন নিন্দেৎ তদ্ব্রতম্ ॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্দশখণ্ডঃ ॥

তেজস্বী (তেজস্বী), অন্নাদঃ (দীপ্তাগ্নি) ভবতি (হন)। তপন্তম্ (তাপদাতা সূর্যকে) ন নিন্দেৎ (নিন্দা করিবেন না)। ২

আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত এই বৃহৎ সামকে যিনি এইরূপে জানেন, তিনি তেজস্বী[১] ও দীপ্তাগ্নি হন, তিনি পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন, তাঁহার জীবন সমুজ্জ্বল হয়,

তিনি সন্তানাদিতে ও পশুসম্পদে মহীয়ান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। তাঁহার এই ব্রত—তিনি তাপদাতা সূর্যকে নিন্দা করিবেন না। ২

১। ২।১২।২ এ ব্রহ্মবর্চসী ও বর্তমান কণ্ডিকায় তেজস্বী বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে তেজস্বী শব্দ সাধারণ অর্থে প্রযুক্ত; ব্রহ্মবর্চসীর অর্থ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয়াধ্যায়—পঞ্চদশ খণ্ড

(পর্জন্যে প্রতিষ্ঠিত বৈরূপ সামের উপাসনা)

অভ্রাণি সংপ্লবন্তে স হিঙ্কারো মেঘো জায়তে স প্রস্তাবো বর্ষতি স উদ্গীথো বিদ্যোততে স্তনয়তি স প্রতিহার উদ্গৃহ্ণাতি তন্নিধন-মেতদ্ বৈরূপং পর্জন্যে প্রোতম্ ॥ ১

[মনুসংহিতায় আছে, "আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ"—আদিত্য হইতে বৃষ্টি হয়। এই কারণে আদিত্য-দৃষ্টির পর পর্জন্য-দৃষ্টিতে উপাসনা বিহিত হইতেছে]—অভ্রাণি (অপ অর্থাৎ জলের ধারণকারী অভ্রসকল) সংপ্লবন্তে (আকাশে বিচরণ করে) সঃ হিঙ্কারঃ; মেঘঃ (জলসেচক মেঘ) জায়তে (জাত হয়) সঃ প্রস্তাবঃ; বর্ষতি (বর্ষণ করে) সঃ উদ্গীথঃ; বিদ্যোততে (বিদ্যুৎ-প্রকাশ হয়) স্তনয়তি (গর্জন হয়) সঃ প্রতিহারঃ; উদ্গৃহ্ণাতি (বারিপাতের বিরাম হয়) তৎ নিধনম্। এতৎ বৈরূপম্ (বৈরূপনামক সাম) পর্জন্যে (মেঘে) প্রোতম্ (প্রতিষ্ঠিত)। ১

অভ্রসমূহ আকাশে বিচরণ করে, উহাই হিঙ্কার; জলবর্ষী মেঘ সঞ্জাত হয়, উহা প্রস্তাব; বারিপাত হয়, উহা উদ্গীথ; বিদ্যুৎ-প্রকাশ ও মেঘগর্জন হয়, উহা প্রতিহার; বারিপাতের বিরতি হয়, উহা নিধন।[১] এই বৈরূপ-নামক সাম মেঘে প্রতিষ্ঠিত।[২] ১

১। সাদৃশ্যাদি ২।৩।১-২ কণ্ডিকার টীকায় দ্রঃ।

২। বৈরূপ—অনেক প্রকার রূপবান্। অভ্রাদিরও বহু রূপ আছে; সুতরাং বৈরূপ সাম পর্জন্যে প্রতিষ্ঠিত।

স য এবমেতদ্ বৈরূপং পর্জন্যে প্রোতং বেদ বিরূপাংশ্চ সুরূপাংশ্চ পশূনবরুন্ধে সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা বর্ষন্তং ন নিন্দেৎ তদ্‌ব্রতম্ ॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চদশখণ্ডঃ ॥

বিরূপান্ চ (বিচিত্র-রূপবান্) সুরূপান্ চ (সুন্দর-রূপবান্) অবরুন্ধে (অবরুদ্ধ করেন, প্রাপ্ত হন)। বর্ষন্তম্ (বর্ষণকারী পর্জন্যকে)। ২

পর্জন্যে প্রতিষ্ঠিত এই বৈরূপ সামকে যিনি এইরূপে জানেন, তিনি বিচিত্ররূপ ও সুরূপ পশুসকল প্রাপ্ত হন। তিনি পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন, তাঁহার জীবন সমুজ্জ্বল হয়, তিনি সন্তানাদিতে ও পশুসম্পদে মহীয়ান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। উক্ত উপাসকের এই ব্রত যে, তিনি বর্ষণকারী পর্জন্যকে নিন্দা করিবেন না। ২

দ্বিতীয়াধ্যায়—ষোড়শ খণ্ড

(ঋতুতে প্রতিষ্ঠিত বৈরাজ সামের উপাসনা)

বসন্তো হিঙ্কারো গ্রীষ্মঃ প্রস্তাবো বর্ষা উদ্‌গীথঃ শরৎ প্রতিহারো হেমন্তো নিধনমেতদ্বৈরাজমৃতুষু প্রোতম্ ॥ ১

[ঋতু-পরিবর্তন পর্জন্য-সাপেক্ষ; অতএব পর্জন্যদৃষ্টির পর ঋতু-দৃষ্টি বিহিত হইতেছে]—বসন্তঃ ইত্যাদি [২।৫।১ দ্রঃ]। এতৎ বৈরাজম্ (বৈরাজ-নামক সাম) ঋতুষু (ঋতুসকলে) প্রোতম্। ১

বসন্ত হিঙ্কার, গ্রীষ্ম প্রস্তাব, বর্ষা উদ্‌গীথ, শরৎ প্রতিহার, হেমন্ত নিধন। এই বৈরাজনামক সাম ঋতুসমুদয়ে প্রতিষ্ঠিত।[১] ১

১। বৈরাজ—বিবিধরূপে রাজমান বা শোভমান। ঋতুগণও নিজ নিজ কালোচিত গুণাদিতে বিরাজমান হয়। এই সাদৃশ্যবশতঃ বৈরাজ সাম ঋতুতে প্রতিষ্ঠিত। অপরাপর সাদৃশ্য ২।৩।১ টীকায় দ্রঃ।

স য এবমেতদ্ বৈরাজমৃতুষু প্রোতং বেদ বিরাজতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যাতৃ্ন্ ন নিন্দেৎ তদ্‌ব্রতম্ ॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য ষোড়শখণ্ডঃ ॥

প্রজয়া (সন্তানদ্বারা) পশুভিঃ (পশুবৃন্দদ্বারা) ব্রহ্মবর্চসেন (ব্রহ্মতেজে) বিরাজতি (বিরাজমান হন)। ঋতূন্ (ঋতুসমুদয়কে) ন নিন্দেৎ। ২

ঋতুসকলে প্রতিষ্ঠিত এই বৈরাজনামক সামকে যিনি এইরূপে জানেন, তিনি (ঋতুসকল যেরূপ বিভিন্ন ঋতুসম্পদে বিরাজমান, সেইরূপে) সন্তান পশু ও ব্রহ্মতেজে বিরাজমান হন; তিনি পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন, তাঁহার জীবন সমুজ্জ্বল হয়, তিনি সন্তানাদিতে ও পশুসম্পদে মহীয়ান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। তাঁহার এই ব্রত যে, তিনি ঋতুসমূহকে নিন্দা করিবেন না। ২

দ্বিতীয়াধ্যায়—সপ্তদশ খণ্ড

(লোকসমূহে প্রতিষ্ঠিত শকরী সামের উপাসনা)

পৃথিবী হিঙ্কারোঽন্তরিক্ষং প্রস্তাবো দ্যৌরুদ্‌গীথো দিশঃ প্রতিহারঃ সমুদ্রো নিধনমেতাঃ শক্বর্যো লোকেষু প্রোতাঃ ॥ ১

[সম্যক্ ঋতুব্যবস্থা হইলে লোকস্থিতি হয়; অতএব অতঃপর লোকদৃষ্টিতে উপাসনা বিহিত হইতেছে]—পৃথিবী হিঙ্কারঃ, অন্তরিক্ষম্ (গগন) প্রস্তাবঃ, দ্যৌঃ (দ্যুলোক) উদ্গীথঃ, দিশঃ (দিক্‌সকল) প্রতিহারঃ, সমুদ্রঃ নিধনম্। এতাঃ শক্কর্যঃ (এই শক্করী-নামক সাম)—[শক্করী শব্দটি নিত্য বহুবচন]—লোকেষু (লোকসমূহে) প্রোতাঃ। ১

পৃথিবী হিঙ্কার, অন্তরিক্ষ প্রস্তাব, দ্যুলোক উদ্গীথ, দিক্‌সমূহ প্রতিহার, সমুদ্র নিধন। এই শক্করী-নামক সাম লোকসমূহে প্রতিষ্ঠিত।[১] ১

১। মহানাম্নী ঋক্ সকলের মধ্যে শক্করী-নামক সাম গীত হয়। ঐ মহানাম্নীর সহিত আবার জলের সম্বন্ধ আছে; যথা—"আপো বৈ মহানাম্নীঃ।" লোকসকল জলে প্রতিষ্ঠিত —"অপ্সু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।" এইরূপে শক্করী সাম লোকে প্রতিষ্ঠিত।

স য এবমেতাঃ শক্কর্যো লোকেষু প্রোতা বেদ লোকীভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা লোকান্ন নিন্দেৎ তদ্‌ব্রতম্॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য সপ্তদশখণ্ডঃ॥

লোকী-ভবতি (উৎকৃষ্ট-লোকগামী হন); লোকান্ (লোক সকলকে) ন নিন্দেৎ। ২

লোকসমুদয়ে প্রতিষ্ঠিত এই শক্করী সামকে যিনি এইরূপে জানেন, তিনি উত্তম লোক লাভ করেন, তিনি পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন, তাঁহার জীবন সমুজ্জ্বল হয়, তিনি সন্তানাদিতে ও পশুসম্পদে মহীয়ান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। তাঁহার এই ব্রত যে, তিনি লোকসমূহকে নিন্দা করিবেন না। ২

দ্বিতীয়াধ্যায়—অষ্টাদশ খণ্ড

(পশুবর্গে প্রতিষ্ঠিত রেবতী সামের উপাসনা)

অজা হিঙ্কারোঽবয়ঃ প্রস্তাবো গাব উদ্গীথোঽশ্বাঃ প্রতিহারঃ পুরুষো নিধনমেতা রেবত্যঃ পশুষু প্রোতাঃ॥ ১

[পশুসকল কর্মফলে উৎপন্ন (অর্থাৎ লোকের কার্য) ; অতএব লোক-দৃষ্টির পরে পশু-দৃষ্টিতে উপাসনা বিহিত হইতেছে]—অজাঃ ইত্যাদি [২।৬।১ দ্রঃ]। এতাঃ রেবত্যঃ (এই রেবতী-নামক সাম)—[রেবতী শব্দ এই অর্থে নিত্যবহুবচন]—পশুষু (পশুগণমধ্যে) প্রোতাঃ। ১

ছাগগণ হিঙ্কার, মেষসমূহ প্রস্তাব, গোবৃন্দ উদ্গীথ, অশ্বসকল প্রতিহার, পুরুষ নিধন। এই রেবতীনামক সাম পশুগণমধ্যে প্রতিষ্ঠিত।[১] ১

১। শ্রুতিতে আছে—"পশবো বৈ রেবতীঃ"—পশুবৃন্দই রেবতী সাম।

স য এবমেতা রেবত্যঃ পশুষু প্রোতা বেদ পশুমান্ ভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা পশূন্ন নিন্দেৎ তদ্ব্রতম্ ॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্যাষ্টাদশখণ্ডঃ ॥

পশুমান্ (পশু-সম্পৎ-শালী)। পশূন্ (পশুদিগকে) ন নিন্দেৎ। ২

পশুমধ্যে প্রতিষ্ঠিত এই রেবতী সামকে যিনি এইরূপে জানেন, তিনি পশুসম্পত্তি লাভ করেন, তিনি পূর্ণায়ু হন, তাঁহার জীবন সমুজ্জ্বল হয়, তিনি সন্তানাদিতে ও পশুসম্পদে মহীয়ান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। তাঁহার এই ব্রত যে, তিনি পশুগণকে নিন্দা করিবেন না। ২

দ্বিতীয়াধ্যায়—ঊনবিংশ খণ্ড

(অঙ্গসমুদয়ে প্রতিষ্ঠিত যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামের উপাসনা)

লোম হিঙ্কারস্ত্বক্ প্রস্তাবো মাংসমুদ্গীথোঽস্থি প্রতিহারো মজ্জা নিধনমেতদ যজ্ঞাযজ্ঞীয়মঙ্গেষু প্রোতম্ ॥ ১

[পশু হইতে লব্ধ দুগ্ধাদির দ্বারা অঙ্গ পুষ্ট হয় ; অতএব অধুনা অঙ্গ-দৃষ্টিতে উপাসনা কথিত হইতেছে]—লোম হিঙ্কারঃ, ত্বক্ (চর্ম) প্রস্তাবঃ, মাংসম্ উদ্গীথঃ, অস্থি (হাড়) প্রতিহারঃ, মজ্জা নিধনম্। এতৎ যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্ (এই যজ্ঞাযজ্ঞীয়নামক সাম) অঙ্গেষু (অবয়বসকলে) প্রোতম্। ১

লোম হিঙ্কার, ত্বক্ প্রস্তাব, মাংস উদ্গীথ, অস্থি প্রতিহার, মজ্জা নিধন।[1] এই যজ্ঞাযজ্ঞীয়নামক সাম দেহাবয়বে প্রতিষ্ঠিত।[2] ১

১। সাদৃশ্য এই :—উপরে (=প্রথম) লোম ; তাহার নীচে (দ্বিতীয়) ত্বক্ ; মাংস শ্রেষ্ঠ ; মৃতদেহের অস্থি প্রত্যাহৃত (সংগৃহীত) হয় ; মজ্জা সর্বান্তর্বর্তী।

২। শ্রুতিতে আছে, "রসো বৈ যজ্ঞাযজ্ঞীয়ম্।" দেহ অন্নরসের বিকার ; অতএব যজ্ঞাযজ্ঞীয় সাম দেহে অবস্থিত।

স য এবমেতদ্ যজ্ঞাযজ্ঞীয়মঙ্গেষু প্রোতং বেদাঙ্গীভবতি নাঙ্গেন বিহূর্ছতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা সংবৎসরং মজ্জো নাশ্নীয়াৎ তদ্‌ব্রতং মজ্জো নাশ্নীয়াদিতি বা ॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্যোনবিংশখণ্ডঃ ॥

অঙ্গীভবতি (সমগ্র অবয়বসংযুক্ত হন) ন অঙ্গেন বিহূর্ছতি (কোনও অঙ্গহীন হন না)। সংবৎসরম্ (এক বৎসর কাল) মজ্জঃ (মাংসসকল, অর্থাৎ মৎস্য ও মাংস) ন অশ্নীয়াৎ (খাইবেন না), বা (অথবা) মজ্জঃ ন অশ্নীয়াৎ (মাংসাদি একেবারেই ভক্ষণ করিবেন না) ইতি। ২

দেহাবয়বে প্রতিষ্ঠিত এই যজ্ঞাযজ্ঞীয় সামকে যিনি এইরূপে জানেন, তিনি পূর্ণাবয়ব হন ; তাঁহার কোনও অঙ্গবিকৃতি হয় না ; তিনি পূর্ণায়ু হন, তাঁহার জীবন সমুজ্জ্বল হয়, তিনি সন্তানাদিতে ও পশুসম্পদে মহীয়ান্ হন এবং কীর্তিতেও মহান্ হন। তাঁহার এই ব্রত যে, তিনি এক বৎসরকাল মাংসাদি আহার করিবেন না কিংবা একেবারেই মাংসাদি আহার করিবেন না। ২

দ্বিতীয়াধ্যায়—বিংশ খণ্ড

(দেববৃন্দে প্রতিষ্ঠিত রাজন সামের উপাসনা)

অগ্নির্হিঙ্কারো বায়ুঃ প্রস্তাব আদিত্য উদ্‌গীথো নক্ষত্রাণি প্রতিহারশ্চন্দ্রমা নিধনমেতদ্রাজনং দেবতাসু প্রোতম্‌ ॥ ১

[অগ্ন্যাদি দেবতা বিভিন্ন দেহাবয়বের অধিষ্ঠাতা ; অতএব অতঃপর দেবতা-দৃষ্টি বিহিত হইতেছে]—অগ্নিঃ হিঙ্কারঃ, বায়ুঃ প্রস্তাবঃ, আদিত্যঃ উদ্‌গীথঃ, নক্ষত্রাণি (তারকারাজি) প্রতিহারঃ, চন্দ্রমাঃ (চন্দ্র) নিধনম্‌। এতৎ রাজনম্‌ (রাজননামক সাম) দেবতাসু (দেবগণ-মধ্যে) প্রোতম্‌। ১

অগ্নি হিঙ্কার, বায়ু প্রস্তাব, আদিত্য উদ্‌গীথ, নক্ষত্রগণ প্রতিহার, চন্দ্রমা নিধন।[1] এই রাজননামক সাম দেববৃন্দে প্রতিষ্ঠিত।[2] ১

১। সাদৃশ্য এই :—অগ্নি দেবগণের অগ্রণী, বায়ু তৎপরবর্তী, আদিত্য শ্রেষ্ঠ, নক্ষত্রগণ দিবসে প্রতিহৃত (অন্যত্র নীত) হয়, কর্মিগণ চন্দ্রলোকে নিহিত (স্থাপিত) হন।

২। দেবগণ দীপ্তিমান্‌; রাজন-শব্দের অর্থও দীপ্তিমান্‌। অতএব রাজননামে দেবদৃষ্টি কর্তব্য।

স য এবমেতদ্রাজনং দেবতাসু প্রোতং বেদৈতাসামেব দেবতানাং সলোকতাং সার্ষ্টিতাং সাযুজ্যং গচ্ছতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি মহান্‌ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্‌ কীর্ত্যা ব্রাহ্মণান্ন নিন্দেৎ তদ্‌ব্রতম্‌ ॥ ২

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য বিংশখণ্ডঃ ॥

সঃ (তিনি) [স্বীয় উপাসনার উৎকর্ষ অনুযায়ী] এতাসাম্‌ এব দেবতানাম্‌ (এই দেবগণেরই) সলোকতাম্‌ (সালোক্য, সমান লোকে অধিষ্ঠান) [বা] সার্ষ্টিম্‌ (সমান ঋদ্ধি), [অথবা] সাযুজ্যম্‌ (সমান দেহে সম্বন্ধ, এক দেহে দেহী হওয়া) ভবতি (প্রাপ্ত হন)। তৎব্রতম্‌—ব্রাহ্মণান্‌ (ব্রাহ্মণদিগকে) ন নিন্দেৎ। ২

যস্তদ্বেদ স বেদ সর্বং সর্বা দিশো বলিমস্মৈ হরন্তি সর্বমস্মীত্যুপাসীত তদ্‌ব্রতং তদ্‌ব্রতম্ ॥ ৪

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্যৈকবিংশখণ্ডঃ ॥

যঃ (যিনি) তৎ (উক্ত সর্বাত্মক সামকে) বেদ (জানেন), সঃ (তিনি) সর্বম্ বেদ (সমস্ত জানেন, অর্থাৎ সর্বজ্ঞ হন) ; সর্বাঃ (সকল) দিশঃ (দিক্ সকল) অস্মৈ (ইঁহার প্রতি) বলিম্ (ভোগ) হরন্তি (আহরণ করিয়া আনেন)। তৎ-ব্রতম্ (তাঁহার পালনীয় ব্রত এই) —সর্বম্ অস্মি ইতি ("আমি সর্বাত্মক"—এইরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবেন)। তৎ-ব্রতম্ [সামোপাসনার সমাপ্তিসূচক পুনরুক্তি]। ৪

যিনি উক্ত সর্বাত্মক সামকে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ হন। সকল দিক্ (অর্থাৎ সকল দিকে অবস্থিত প্রাণিগণ) ইঁহার জন্য ভোগ্য বস্তু আহরণ করে। তাঁহার এই ব্রত যে, তিনি "আমি সর্বাত্মক" এইরূপে উপাসনা করিবেন। ৪

দ্বিতীয়াধ্যায়—দ্বাবিংশ খণ্ড

(উদ্‌গাতার জন্য গানবিশেষাদি সম্পদের উপদেশ)

বিনর্দি সাম্নো বৃণে পশব্যমিত্যগ্নেরুদ্‌গীথোঽনিরুক্তঃ প্রজাপতেনিরুক্তঃ সোমস্য মৃদু শ্লক্ষ্ণং বায়োঃ শ্লক্ষ্ণং বলবদিন্দ্রস্য ক্রৌঞ্চং বৃহস্পতেরপধ্বান্তং বরুণস্য তান্ সর্বানেবোপসেবেত বারুণং ত্বেব বর্জয়েৎ ॥ ১

[সামোপাসনার প্রসঙ্গে উদ্‌গাতার জন্য গান, স্বরাদি, ও বর্ণের বিষয়ে বিশেষ উৎকর্ষ উপদিষ্ট হইতেছে ; কারণ ইহাতে সামোপাসনার বিশেষ ফল লাভ হয়]—[যাহা] বিনর্দি (বিশেষ নর্দ বা স্বর বিশিষ্ট, বৃষের গর্জনতুল্য স্বরবিশিষ্ট) পশব্যম্ (পশুগণের হিতকর)

অগ্নেঃ (অগ্নির অধীন, অগ্নিদৈবতক) সাম্নঃ উৎগীথঃ (সামের উদ্গান বা উচ্চৈঃস্বরে গান) [তাহাকে আমি] বৃণে (বরণ করি)—ইতি (এইরূপ [কোনও যজমান বা উদ্গাতা মনে করেন]); প্রজাপতেঃ (প্রজাপতিদৈবতক) [উদ্গীথ] অনিরুক্তঃ (কোনও নির্দিষ্ট রূপ-বিহীন); সোমস্য (চন্দ্রদৈবতক) [গানটি] নিরুক্তঃ (সুস্পষ্ট); বায়োঃ (বায়ুদৈবতক) [গান] মৃদু (অনুচ্চ) শ্লক্ষ্ণম্ (কোমল); ইন্দ্রস্য (ইন্দ্রদৈবতক গান) শ্লক্ষ্ণম্ (কোমল) বলবৎ (সমধিক প্রযত্নসাধ্য); বৃহস্পতেঃ (বৃহস্পতিদৈবতক গান) ক্রৌঞ্চম্ (ক্রৌঞ্চ পাখীর কূজনের ন্যায়); বরুণস্য (বরুণদৈবতক গান) অপধ্বান্তম্ (ভাঙ্গা কাঁসার স্বরের ন্যায়) ;—তান্ সর্বান্ এব (সেই সমস্তকেই) উপসেবেত (সেবা করিবে, প্রয়োগ করিবে), তু (কিন্তু) বারুণম্ এব (কেবল বরুণদৈবতক স্বরটি) বর্জয়েৎ (বর্জন করিবে)। ১

(কোনও যজমান বা উদ্গাতা) এইরূপ (চিন্তা করেন)—"উচ্চ-নিনাদ-বিশিষ্ট, পশুগণের হিতকর, ও অগ্নিদৈবতক যে উদ্গান, তাহাকে আমি বরণ করি।" প্রজাপতিদৈবতক উদ্গানের স্বরূপ অনভিব্যক্ত; চন্দ্রদৈবতক উদ্গান সুস্পষ্ট; বায়ুদৈবতক উদ্গান অনুচ্চ ও কোমল; ইন্দ্রদৈবতক উদ্গান কোমল অথচ প্রযত্নসাধ্য; বৃহস্পতিদৈবতক উদ্গান ক্রৌঞ্চপক্ষীর কূজন-সদৃশ; বরুণদৈবতক উদ্গান ভগ্নকাংস্যের শব্দ-সদৃশ;—এই সমস্ত স্বরেরই সেবা করিবে, কেবল বরুণদৈবতক স্বরটি ত্যাগ করিবে। ১

অমৃতত্বং দেবেভ্য আগায়ানীত্যাগায়েৎ স্বধাং পিতৃভ্য আশাং মনুষ্যেভ্যস্তৃণোদকং পশুভ্যঃ স্বর্গং লোকং যজমানায়ান্নমাত্মন আগায়ানীত্যেতানি মনসা ধ্যায়ন্নপ্রমত্তঃ স্তুবীত ॥ ২

[স্বরবিশেষের জ্ঞান লাভ করিয়া উদ্গানের সময়ে যাহা যাহা ধ্যান করিতে হইবে তাহা এই]—দেবেভ্যঃ (দেবগণের জন্য) অমৃতত্বং (অমরত্ব) আগায়ানি (গানের দ্বারা যেন সম্পাদন করি) ইতি (এই মনে করিয়া) আগায়েৎ (গান করিবে); পিতৃভ্যঃ (পিতৃগণের জন্য) স্বধাম্ (স্বধা), মনুষ্যেভ্যঃ (মনুষ্যগণের জন্য), আশাম্ (প্রার্থিত বস্তু), পশুভ্যঃ (পশুদিগের জন্য) তৃণোদকম্ (ঘাস ও জল), যজমানায় (যজমানের জন্য) স্বর্গম্ লোকম্ (দেবলোক), আত্মনে (নিজের জন্য) অন্নম্ (অন্ন) আগায়ানি (যেন গান করিয়া সম্পাদন

করি) ইতি (এইরূপে) এতানি (এই বিষয় সকল) মনসা (মনে মনে) ধ্যায়ন্ (চিন্তা করিয়া) অপ্রমত্তঃ (একাগ্রচিত্তে) স্তুবীত (স্তব করিবে) । ২

"দেবগণের জন্য যেন অমৃতত্ব সম্পাদন করিতে পারি ;" এই মনে করিয়া গান করিবে। "পিতৃগণের জন্য স্বধা[১], মানুষদিগের জন্য কাম্যবর্গ, পশুদিগের জন্য তৃণ ও জল, যজমানের জন্য স্বর্গলোক, এবং নিজের জন্য যেন অন্ন সম্পাদন করিতে পারি ;"—এইরূপে এই সকল বিষয় মনে মনে চিন্তা করিয়া অপ্রমত্তভাবে[২] স্তব করিবে। ২

১। স্বধা উচ্চারণ করিয়া পিতৃগণকে পিণ্ডাদি দান করা হয় ; অতএব "পিতৃগণকে দেয় সমস্ত বস্তুই সম্পাদন করিতেছি"—এবম্প্রকার চিন্তাই এখানে বিহিত হইতেছে।

২। স্বরবর্ণ, উষ্মবর্ণ, ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ, স্থান, ও প্রযত্নাদি বিষয়ে অবহিত হইয়া।

সর্বে স্বরা ইন্দ্রস্যাত্মানঃ সর্ব উষ্মাণঃ প্রজাপতেরাত্মানঃ সর্বে স্পর্শা মৃত্যোরাত্মানস্তং যদি স্বরেষূপালভেতেন্দ্রং শরণং প্রপন্নোঽভূবম্ স ত্বা প্রতি বক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াৎ ॥ ৩

[উদ্গানকালে কেহ উদ্গাতার দোষদর্শনে প্রবৃত্ত হইলে তাহার প্রতিকারবিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য স্বরাদির দেবতা বর্ণিত হইতেছেন]—সর্বে (সমস্ত) স্বরাঃ (অকারাদি স্বরবর্ণ) ইন্দ্রস্য ([বলসাধ্য কর্মের প্রবর্তক] প্রাণের) আত্মানঃ (দেহের অবয়বস্বরূপ) সর্বে উষ্মাণঃ (শ, ষ, স, ও হ এবং তাহাদের অবান্তর ভেদসকল) প্রজাপতেঃ (বিরাট্ পুরুষের, অথবা কশ্যপের) আত্মানঃ ; সর্বে স্পর্শাঃ (ক-কারাদি সকল স্পর্শবর্ণ) মৃত্যোঃ (মৃত্যুর) আত্মানঃ। তম্ (এই প্রকার জ্ঞানবান্ উদ্গাতাকে) [কেহ] যদি (যদি) স্বরেষু (স্বরসমূহের উচ্চারণবিষয়ে) উপালভেত (নিন্দা করেন, স্বর দুষ্ট হইয়াছে বলেন) [তবে] [সঃ (সেই উদ্গাতা)] এনম্ (ইঁহাকে) ব্রূয়াৎ (বলিবেন)—[আমি] ইন্দ্রম্ (ইন্দ্রকে) শরণম্ প্রপন্নঃ অভূবম্ (আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি), সঃ (তিনি) ত্বা প্রতি (তোমার প্রতি) বক্ষ্যতি (বলিবেন) [অর্থাৎ তোমায় সমুচিত উত্তর দিবেন] ইতি ৩

অকারাদি স্বরসমূহ ইন্দ্রের (অর্থাৎ প্রাণের) দেহাবয়ব স্বরূপ ; উষ্মবর্ণ সকল বিরাটের দেহাবয়ব স্বরূপ ; স্পর্শবর্ণসমুদয় মৃত্যুর দেহাবয়ব স্বরূপ। এবংবিদ্ উদ্গাতাকে যদি কেহ স্বরবর্ণের উচ্চারণ সম্বন্ধে নিন্দা করেন, তবে উক্ত উদ্গাতা তাঁহাকে বলিবেন, "আমি ইন্দ্রের শরণ গ্রহণ করিয়াছি ; তিনিই তোমাকে উত্তর দিবেন।" ৩

অথ যদ্যেনমূষ্মসূপালভেত প্রজাপতিং শরণং প্রপন্নোঽভূবং স ত্বা প্রতিপেক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াদথ যদ্যেনং স্পর্শেষূপালভেত মৃত্যুং শরণং প্রপন্নোঽভূবং স ত্বা প্রতি ধক্ষ্যতীত্যেনং ব্রূয়াৎ ॥ ৪

অথ (আর) যদি [কেহ] এনম্ [উক্ত উদ্গাতাকে) উষ্মসু (উষ্মবর্ণের উচ্চারণাদি-বিষয়ে) উপালভেত, [তবে তিনি] এনম্ ব্রূয়াৎ—[আমি] প্রজাপতিম্ (প্রজাপতিকে) শরণম্ প্রপন্নঃ অভূবম্, সঃ ত্বা প্রতিপেক্ষ্যতি (সম্পূর্ণ পিষ্ট বা চূর্ণ করিবেন) ইতি। অথ যদি এনম্ স্পর্শেষু (স্পর্শবর্ণের উচ্চারণাদিবিষয়ে) উপালভেত, [তবে তিনি] এনম্ ব্রূয়াৎ—[আমি] মৃত্যুম্ (মৃত্যুকে) শরণম্ প্রপন্নঃ অভূবম্, সঃ ত্বা প্রতিধক্ষ্যতি (প্রতিদগ্ধ, ভস্মীভূত করিবেন) ইতি। ৪

আর যদি কেহ উক্তপ্রকার উদ্গাতাকে উষ্মবর্ণের উচ্চারণাদিবিষয়ে নিন্দা করেন, তবে তিনি ইঁহাকে বলিবেন, "আমি প্রজাপতির শরণ গ্রহণ করিয়াছি ; তিনি তোমাকে সংচূর্ণিত করিবেন।" আর যদি কেহ উক্ত উদ্গাতাকে স্পর্শবর্ণের উচ্চারণাদিবিষয়ে নিন্দা করেন, তবে তিনি ইঁহাকে বলিবেন, "আমি যমরাজের শরণ গ্রহণ করিয়াছি ; তিনি তোমাকে ভস্মীভূত করিবেন।" ৪

সর্বে স্বরা ঘোষবন্তো বলবন্তো বক্তব্যা ইন্দ্রে বলং দদানীতি সর্ব উষ্মাণোঽগ্রস্তা অনিরস্তা বিবৃতা বক্তব্যাঃ প্রজাপতেরাত্মানং

পরিদদানীতি সর্বে স্পর্শা লেশেনানভিনিহিতা বক্তব্যা মৃত্যোরাত্মানং পরিহরাণীতি ॥ ৫

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বাবিংশখণ্ডঃ ॥

[কিন্তু দেবতাজ্ঞান আছে বলিয়াই যে উদ্‌গাতা প্রমত্ত হইবেন, তাহা নহে ; কারণ স্বরাদি যথাযথ উচ্চারিত না হইলে, যে স্বরের যেরূপ দেবতা হওয়া উচিত, তাহার ব্যতিক্রম ঘটে। এই জন্য শ্রুতি উদ্‌গাতাকে এই শিক্ষা দিতেছেন যে, তিনি স্বরাদিবিষয়ে তৎপর হইবেন]— সর্বে (সমস্ত) স্বরাঃ (স্বরবর্ণগুলি) ঘোষবন্তঃ বলবন্তঃ (সবলধ্বনি সহকারে) বক্তব্যাঃ (উচ্চারণ করিতে হইবে), [এবং তৎকালে] ইন্দ্রে (ইন্দ্রে, প্রাণে) [আমি] বলম্ (বল) দদানি (আধান করিতেছি) ইতি (ইহা) [চিন্তা করিতে হইবে]। সর্বে উষ্মাণঃ (উষ্মবর্ণগুলি) অগ্রস্তাঃ (অন্তরে অপ্রবিষ্টরূপে, না চিবাইয়া) অনিরস্তাঃ (বাহিরে অপ্রক্ষিপ্ত রূপে, না ছুঁড়িয়া) বিবৃতাঃ (সুস্পষ্ট-প্রযত্ন-সাধ্য রূপে) বক্তব্যাঃ, [এবং প্রয়োগকালে, আমি] প্রজাপতেঃ (বিরাটের নিকট) আত্মানম্ (নিজেকে) পরিদদানি (প্রদান করিতেছি) ইতি। সর্বে স্পর্শাঃ (স্পর্শবর্ণগুলি) লেশেন (মৃদুগতিতে) অনভিনিহিতাঃ (বর্ণান্তরের সহিত সংমিশ্রিত না করিয়া, না জড়াইয়া) বক্তব্যাঃ, [এবং প্রয়োগকালে, আমি] মৃত্যোঃ (যমরাজের হস্ত হইতে) আত্মানম্ (নিজেকে) পরিহরাণি (পরিহার বা রক্ষা করিতেছি) ইতি। ৫

"আমি প্রাণে বল আধান করিতেছি," এই চিন্তা করিতে করিতে সমস্ত স্বরকে সবলে ও সশব্দে উচ্চারণ করিবে ; "আমি বিরাটের নিকট আপনাকে সমর্পণ করিতেছি," এই ধ্যান করিতে করিতে সমস্ত উষ্মবর্ণকে ভিতরে না চাপিয়া কিংবা বাহিরে না ছুঁড়িয়া সুস্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিবে ; "আমি মৃত্যুর নিকট হইতে আপনাকে রক্ষা করিতেছি," এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত স্পর্শবর্ণকে মৃদুগতিতে এবং বর্ণান্তরের সহিত অমিশ্রিতরূপে উচ্চারণ করিবে।[১] ৫

১। অর্থাৎ এইরূপ চিন্তা করিলে বল আধান, আত্মসমর্পণ, মৃত্যু অতিক্রম প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ফললাভ হয়।

দ্বিতীয়াধ্যায়—ত্রয়োবিংশ খণ্ড

(অকর্মাঙ্গভূত ওঙ্কারের স্তুতি)

ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমস্তপ এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচার্যাচার্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্যকুলেঽবসাদয়ন্ সর্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি ॥ ১

[এইরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সামাবয়বভূত উদ্‌গীথরূপ ওঙ্কারের উপাসনা (১।১-৩) হইতেই যখন ফলপ্রাপ্তি সম্ভব, তখন পৃথক্‌ভাবে ওঙ্কারের উপাসনা নিরর্থক। এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য স্বতন্ত্র ওঙ্কারের প্রশংসা করা হইতেছে, কারণ সামোপাসনা বা কর্মের দ্বারা যে অমৃতত্বরূপ ফল পাওয়া সম্ভব নহে, কেবল ওঙ্কারোপাসনার দ্বারা তাহাও সম্ভব]—ধর্মস্কন্ধাঃ (ধর্মের বিভাগ) ত্রয়ঃ (তিনটি)—যজ্ঞঃ (অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ), অধ্যয়নম্ (পাঠের নিয়মাদি পালন করিয়া ঋগ্বেদাদির অভ্যাস [অর্থাৎ গ্রহণ, বিচার, জপ, অধ্যাপন, ও আবৃত্তি]), দানম্ ([যজ্ঞস্থলের বাহিরে] দান) ইতি (ইহা) প্রথমঃ (প্রথম, অর্থাৎ একটি বিভাগ); তপঃ এব ([কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণাদি] তপস্যাই) দ্বিতীয়ঃ (দ্বিতীয়, আর একটি বিভাগ); অত্যন্তম্ (যাবজ্জীবন) আত্মানম্ (আপনাকে) আচার্যকুলে (গুরুগৃহে) অবসাদয়ন্ আচার্যকুলবাসী (ক্ষয় করিয়া গুরুগৃহে বাসকারী)) ব্রহ্মচারী (ব্রহ্মচারী) তৃতীয়ঃ (তৃতীয়, অর্থাৎ অপর একটি বিভাগ)। এতে (ইঁহারা) সর্বে (সকলেই) পুণ্যলোকাঃ (পুণ্যলোকগামী) ভবন্তি (হন) [কিন্তু মুক্তি লাভ করেন না] ; ব্রহ্মসংস্থঃ (যিনি প্রণবস্বরূপ ব্রহ্মপ্রতীকে ব্রহ্মের উপাসক তিনি) [ক্রমে] অমৃতত্বম্ [আত্যন্তিক অমরত্ব) এতি (প্রাপ্ত হন)। ১

ধর্মের বিভাগ তিনটি—যজ্ঞ, অধ্যয়ন, ও দান একটি ধর্মবিভাগ; তপস্যাই দ্বিতীয় বিভাগ; এবং যাবজ্জীবন আচার্যগৃহে শরীরক্ষয়কারী গুরুগৃহবাসী ব্রহ্মচারীই[১] তৃতীয় বিভাগ। ইঁহারা সকলেই পুণ্যলোকে গমন করেন; কিন্তু যিনি (প্রণবস্বরূপ ব্রহ্মপ্রতীকে) ব্রহ্মোপাসক তিনি অমরত্ব প্রাপ্ত হন।[২] ১

১। অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। কেবল স্বাধ্যায়-গ্রহণের জন্য যিনি গুরুগৃহবাসী হন, তিনি উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী ; তিনি এই পুণ্যলোকের অধিকারী নহেন।

২। আশ্রমধর্ম প্রতিপালনের ফলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, ও তপস্বী (অর্থাৎ বানপ্রস্থ ও অমুখ্য পরিব্রাজক) পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন। ওঙ্কারোপাসনার ফল ইহা হইতেও অধিক [কঃ ১।২।১৬-১৭ এবং ব্রঃ সূঃ ১।৩।১৩ দ্রঃ]। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আচার্য শঙ্করের মতে চারি আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরাই এখানে বিবেচিত হইয়াছেন। অত্যাশ্রমী মুখ্য সন্ন্যাসী ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ফলে উপাসনা ব্যতিরেকেই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন বলিয়া এখানে উল্লিখিত হন নাই।

প্রজাপতির্লোকানভ্যতপৎ তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্যস্ত্রয়ীবিদ্যা সম্প্রাস্রবৎ তামভ্যতপৎ তস্যা অভিতপ্তায়া এতান্যক্ষরাণি সম্প্রাস্রবন্ত ভূর্ভুবঃ স্বরিতি ॥ ২

[পূর্বকণ্ডিকায় উল্লিখিত ব্রহ্মের, অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতীকের, নিরূপণ করা হইতেছে] — প্রজাপতিঃ (বিরাট্, অথবা কশ্যপ) লোকান্ অভ্যতপৎ (লোকসমূহকে উদ্দেশ করিয়া [তাহাদের সার গ্রহণের জন্য] অভিতাপ, অর্থাৎ ধ্যান, করিয়াছিলেন) ; অভিতপ্তেভ্যঃ (পরিচিন্তিত) তেভ্যঃ (সেই লোকসকল হইতে) [তাহাদের সারভূত] ত্রয়ীবিদ্যা (বেদবিদ্যা) সম্প্রাস্রবৎ (বিনির্গত হইল, অর্থাৎ বিরাটের বা কশ্যপের হৃদয়ে প্রতিভাত হইল) ; [তিনি] তাম্ (উক্ত বিদ্যাকে) অভ্যতপৎ (উদ্দেশ করিয়া ধ্যান করিলেন) ; অভিতপ্তায়াঃ তস্যাঃ (অনুধ্যাত সেই বেদবিদ্যা হইতে) এতানি অক্ষরাণি (এই অক্ষরসকল), [অর্থাৎ] ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ইতি (এই ব্যাহৃতিত্রয়), সম্প্রাস্রবন্ত (বিনির্গত হইল)। ২

লোকসমূহকে উদ্দেশ করিয়া (তাহাদের সারগ্রহণমানসে) প্রজাপতি ধ্যান করিয়াছিলেন। ধ্যানবিষয়ীভূত সেই লোকসমুদয় হইতে (তাহাদের সারস্বরূপ) বেদবিদ্যা (প্রজাপতির হৃদয়ে) প্রাদুর্ভূত হইল। পরিচিন্তিত সেই বেদবিদ্যা হইতে ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ এই অক্ষরগুলি আবির্ভূত হইল। ২

তান্যভ্যতপৎ তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্য ওঙ্কারঃ সম্প্রাস্রবৎ তদ্ যথা শঙ্কুনা সর্বাণি পর্ণানি সংতৃণ্ণান্যেবমোঙ্কারেণ সর্বা বাক্ সংতৃণ্ণোঙ্কার এবেদং সর্বমোঙ্কার এবেদং সর্বম্ ॥ ৩

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য ত্রয়োবিংশখণ্ডঃ ॥

তানি (সেই অক্ষরগুলিকে) অভ্যতপৎ (উদ্দেশ করিয়া ধ্যান করিলেন) ; অভিতপ্তেভ্যঃ তেভ্যঃ (অভিধ্যাত তাহাদিগ হইতে) [সারভূত] ওঙ্কারঃ (ওঙ্কার, প্রণবরূপ ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতীক) সম্প্রাস্রবৎ ; তৎ ([ব্রহ্মপ্রতীক ওঁ স্বরূপতঃ ব্রহ্মের ন্যায় সর্বব্যাপী] এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই)—যথা (যেরূপ) শঙ্কুনা (পত্রনালের দ্বারা) সর্বাণি পর্ণানি (পত্রের সকল অবয়ব) সংতৃণ্ণানি (নিবদ্ধ, অর্থাৎ পরিব্যাপ্ত) এবম্ (এইরূপে) ওঙ্কারেণ (ওঙ্কারের দ্বারা) সর্বা বাক্ (সমস্ত শব্দরাশি) সংতৃণ্ণা (নিবদ্ধ, ব্যাপ্ত) ; ওঙ্কারঃ এব (ওঙ্কারই) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত), ওঙ্কারঃ এব ইদম্ সর্বম্ [আদরার্থে পুনরুক্তি] । ইতি । ৩

(তিনি) সেই অক্ষরসমূহের উদ্দেশে ধ্যান করিলেন। ধ্যানের লক্ষ্যীভূত তাহাদিগ হইতে (তাহাদের সারস্বরূপ) ওঙ্কারব্রহ্ম প্রাদুর্ভূত হইলেন। (তিনি যে ব্রহ্ম-শব্দ-বাচ্য) সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—পত্রের [illegible]রার দ্বারা যেরূপ পত্রের অবয়বগুলি একত্র গ্রথিত ও পরিব্যাপ্ত, [illegible]রূপ ওঙ্কারের দ্বারাও সমগ্র শব্দরাশি পরস্পর নিবদ্ধ ও পরিব্যাপ্ত।[1] [illegible]ারই এই সমস্ত,[2] ওঙ্কারই এই সমস্ত। ৩

১। শ্রুতিতে আছে, "অকারো বৈ সর্বা বাক্"—অ[illegible]ারই সমস্ত শব্দরাশিস্বরূপ। ওঙ্কার (অ+উ+ম্) এর একটি অবয়ব "অ" ই যখন সকল শব্দে ব্যাপ্ত, তখন প্রণব নিজে সর্বশব্দব্যাপী হইতে আর আপত্তি কি ? অন্যত্রও আছে, "এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ"—"হে সত্যকাম, এই যে প্রণব, ইহাই পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম।" ব্রহ্ম—বৃহত্তম, সর্বব্যাপী, বা সর্বস্বরূপ। সুতরাং শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, ওঙ্কার ব্রহ্ম। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা কর্মাঙ্গভূত উপাসনা নহে, পরন্তু ব্রহ্মের প্রতীক প্রণবে ব্রহ্মের উপাসনা। পূর্বে সামভক্তির অবয়বরূপী যে ওঙ্কারের উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কর্মাঙ্গভূত বিভিন্ন পদার্থের সংস্কারের জন্য, এবং উহার ফ[illegible] পৃথক্ ; বর্তমান প্রণবোপাসনা কিন্তু ক্রমমুক্তির

উপায় ;—ইহাই উভয় স্থলের পার্থক্য। বর্ত্তমান দ্বিতীয় ও তৃতীয় কণ্ডিকায় ওঙ্কারের প্রশংসা হইতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, প্রণব উপাস্ত ; অর্থাৎ ওঙ্কারকে সর্বাত্মক ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিলে অমৃতত্ব লাভ হয়।

২। আশঙ্কা হইতে পারে যে, ওঙ্কার সকল শব্দে ব্যাপ্ত থাকিলেও, আকাশাদির তো পৃথক্ অস্তিত্ব আছে? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, ওঙ্কার ও পরমাত্মা যখন অভিন্ন এবং পরমাত্মা ব্যতিরেকে যখন পরমাত্মার বিকারভূত এই জগতের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, তখন ওঙ্কারও অবশ্যই সর্বাত্মক।

দ্বিতীয়াধ্যায়—চতুর্বিংশ খণ্ড

(যজমানের লোকলাভ)

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—যদ্ বসূনাং প্রাতঃসবনং রুদ্রাণাং মাধ্যন্দিনং সবনমাদিত্যানাঞ্চ বিশ্বেষাঞ্চ দেবানাং তৃতীয়সবনম্ ॥ ১

ক্ব তর্হি যজমানস্য লোক ইতি স যস্তং ন বিদ্যাৎ কথং কুর্যাদথ বিদ্বান্ কুর্যাৎ ॥ ২

[প্রাসঙ্গিক প্রণবস্তুতি পরিত্যাগ করিয়া অধুনা পুনরায় যজ্ঞাঙ্গীভূত সামবিজ্ঞানাদি বিধানের জন্য উপদেশ দেওয়া হইতেছে]—ব্রহ্মবাদিনঃ (ব্রহ্মবাদিগণ) বদন্তি (বলেন), যৎ (যাহা) প্রাতঃ-সবনম্ (প্রাতঃকালীন সবন [নিম্নের টীকা দ্রঃ]) [তাহা] বসূনাম্ (অষ্টবসুর), মাধ্যন্দিনম্ সবনম্ রুদ্রাণাম্ (একাদশ রুদ্রের), তৃতীয়-সবনম্ আদিত্যানাম্ চ (দ্বাদশ আদিত্যের) চ (এবং) বিশ্বেষাম্ দেবানাম্ (বিশ্বদেবগণের)—তর্হি (তাহা হইলে) যজমানস্য (যজমানের) লোকঃ (লোক) ক্ব (কোথায়) ইতি। যঃ (যে যজমান) তম্ ন বিদ্যাৎ (সেই লোক [লাভের উপায়] জানেন না) সঃ (তিনি) কথম্ (কিরূপে) কুর্যাৎ (যজ্ঞ করিবেন), অথ (অতএব) বিদ্বান্ ([বক্ষ্যমাণ সাম, হোম, মন্ত্র, ও উত্থানরূপ উপায়] জানিয়া) কুর্যাৎ ([যজ্ঞাদি] করিবেন)। ১-২

ব্রহ্মবাদিগণ বলেন, "যাহা প্রাতঃসবন তাহা অষ্টবসুর, মাধ্যন্দিন সবন একাদশ রুদ্রের, এবং তৃতীয় সবন দ্বাদশ আদিত্যের ও বিশ্বদেবগণের ; অতএব যজমানের লোক কোথায় ?[১]" যে যজমান লোকলাভের উপায় জানেন না তিনি কিরূপে যজ্ঞ করিবেন ? অতএব তিনি (বক্ষ্যমাণ সামাদি উপায়) জানিয়া যজ্ঞ করিবেন।[২] ১-২

১। সোমযাগের সোমাভিষব দিনে (অর্থাৎ যে দিন সোমকে ছেঁচিয়া রস বাহির করা হয় সেই দিন) সোমাহুতি, সবনীয়পশুযাগ, এবং অন্যান্য ক্রিয়াদিও হয় এবং যজমান ও ঋত্বিক্‌গণ হুতাবশেষ সোম পান করেন। ঐ দিনকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া তিনটি সবন হয় (প্রাতঃসবনাধিপতি বসুগণকর্তৃক পৃথিবী, মাধ্যন্দিনসবনাধিপতি রুদ্রগণকর্তৃক অন্তরিক্ষ, ও তৃতীয়-সবনাধিপতি বিশ্বদেবগণকর্তৃক স্বর্গলোক বশীকৃত রহিয়াছে (৩।১৬।১, টীকা দ্রঃ)। বিভিন্ন লোক এইরূপে দেবগণকর্তৃক অধিকৃত হওয়ায় যজমানের জন্য কোনও লোক অবশিষ্ট রহিল না। অথচ শ্রুতিতে আছে—"লোকায় বৈ যজতে"—লোক-লাভের জন্য যজ্ঞ করা হয়। ইহাই প্রশ্নের তাৎপর্য।

২। ইহার তাৎপর্য ইহা নহে যে, অবিদ্বান্ যজ্ঞ করিবেন না ; কারণ অবিদ্বান্‌ও যজ্ঞের অধিকারী হইতে পারেন (ছাঃ ১।১।১০)। সুতরাং এই নিন্দার প্রকৃত তাৎপর্য বিদ্যার প্রশংসা।

পুরা প্রাতরনুবাকস্যোপাকরণাজ্জঘনেন গার্হপত্যস্যোদঙ্‌মুখ উপবিশ্য স বাসবং সামাভিগায়তি ॥ ৩

লো৩কদ্বারমপাবা৩র্ণূ৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ং রা৩৩৩৩৩ হু৩ম্ আ৩৩জ্যা৩ য়ো ৩ আ ৩২১১১ ইতি ॥ ৪

সঃ (সেই যজমান) প্রাতঃ-অনুবাকস্য (শস্ত্রনামক গীতিহীন যে ঋক্‌সমূহ প্রাতঃকালে উচ্চারিত হয়, তাহার) উপাকরণাৎ পুরা (প্রারম্ভের পূর্বে) গার্হপত্যস্য জঘনেন (গার্হপত্যাগ্নির পশ্চাতে) উদঙ্‌মুখঃ (উত্তরমুখী হইয়া) উপবিশ্য (উপবেশনপূর্বক) বাসবম্ সাম (বসুদেবতাবিশিষ্ট সাম) অভিগায়তি (গান করেন, গান করিবেন)। ৩

[সেই সামটি এই]—[হে অগ্নি], লোকদ্বারম্ (পৃথিবীলোক প্রাপ্তির দ্বার) অপাবার্ণ (= অপাবৃণু, উদ্‌ঘাটিত করুন); [সেই দ্বারে] বয়ম্ (আমরা) রা হুম্ আজ্যায় (= রাজ্যায়, রাজ্য লাভের জন্য) হুং, আ, উ, আ [গানের মাত্রা] ত্বা (আপনাকে), [অর্থাৎ আপনার দর্শনের ফলে আপনার অনুগ্রহভাজন হইয়া ও পৃথিবীলোক লাভ করিয়া, তজ্জনিত ভোগসমূহ প্রাপ্তির জন্য] পশ্যেম (দর্শন করিব)—ইতি। ৪

সেই যজমান গার্হপত্যাগ্নির পশ্চাদ্ভাগে উত্তরমুখী হইয়া উপবেশনপূর্বক প্রাতরনুবাক আরম্ভ হইবার পূর্বে (বসুদৈবতক) "বাসব" সাম গান করিবেন,—"(হে অগ্নি), আপনি পৃথিবীলোক প্রাপ্তির দ্বার উদ্‌ঘাটিত করুন; আমরা পৃথিবীলোকসুলভ ভোগ লাভের জন্য আপনাকে দর্শন করিব।" ৩-৪

অথ জুহোতি নমোঽগ্নয়ে পৃথিবীক্ষিতে লোকক্ষিতে লোকং মে যজমানায় বিন্দৈষ বৈ যজমানস্য লোক এতাঽস্মি॥ ৫

অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহাঽপজহি পরিঘমিত্যুক্ত্বোত্তিষ্ঠতি তস্মৈ বসবঃ প্রাতঃসবনং সম্প্রযচ্ছন্তি॥ ৬

অথ (অনন্তর) [যজমান এই মন্ত্রে] জুহোতি (আহুতি প্রদান করেন)—পৃথিবীক্ষিতে লোকক্ষিতে (পৃথিবীলোক-নিবাসী) অগ্নয়ে (অগ্নিকে) নমঃ (নমস্কার); যজমানায় মে (যজমান আমারই জন্য) [আপনি] লোকম্ (লোক) বিন্দ (লাভ করুন) এষঃ বৈ (ইহাই) যজমানস্য (যজমানের [আমার লভ্য]) লোকঃ (লোক);—আয়ুষং পরস্তাৎ (আয়ুঃশেষে, মৃত্যুর পরে) যজমানঃ (যজমান আমি) অত্র (এই পৃথিবীলোকে) এতা অস্মি (গমন করিতে উদ্যত হইয়াছি)—স্বাহা (স্বাহা)। পরিঘম্ (লোকদ্বারের অর্গল) অপজহি (অপনীত করুন)—ইতি উক্ত্বা (এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক) উত্তিষ্ঠতি (উত্থিত হন); বসবঃ (বসুগণ) তস্মৈ (সেই যজমানকে) প্রাতঃসবনম্ (প্রাতঃসবন, অর্থাৎ প্রাতঃসবনের সহিত সংশ্লিষ্ট [ছাঃ ২।২৪।১] এই লোক) সম্প্রযচ্ছন্তি (দান করেন)। ৫-৬

অনন্তর (যজমান এই মন্ত্রে) আহুতি প্রদান করেন—"পৃথিবীলোকনিবাসী অগ্নিকে নমস্কার ; যজমান আমারই জন্য আপনি লোক লাভ করুন। ইহাই (অর্থাৎ এই পৃথিবীই) যজমানের (আমার) লভ্য লোক ; মৃত্যুর পরে আমি এই পৃথিবীলোকে আগমন করিতে আকাঙ্ক্ষিত আছি—স্বাহা[১]।" (অতঃপর) "লোকদ্বারের অর্গল অপনীত করুন," এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যজমান উত্থিত হন। ইহার ফলে[২] বসুগণ প্রাতঃসবন-সম্বন্ধী এই লোক যজমানকে দান করেন। ৫-৬

১। "স্বাহা" শব্দটি মন্ত্রের পরিসমাপ্তি ও হোমের দ্যোতক।

২। অর্থাৎ সামগান, হোম, মন্ত্র, ও উত্থানের ফলে।

পুরা মাধ্যন্দিনস্য সবনস্যোপাকরণাজ্জঘনেনাগ্নীধ্রীয়স্যোদঙ্মুখ উপবিশ্য স রৌদ্রং সামাভিগায়তি ॥ ৭

লো৩কদ্বারমপাবা৩র্ণূ৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ং বৈরা ৩৩৩৩৩ হুঁ৩ম্ আ ৩৩ জ্যা ৩ য়ো ৩ আ ৩২১১১ ইতি ॥ ৮

[পৃথিবীলোক-জয়ের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে ; অধুনা অন্তরিক্ষ-লোক-জয় প্রদর্শিত হইতেছে]—সঃ মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য (মাধ্যন্দিন সবনের) উপাকরণাৎ পুরা (প্রারম্ভের পূর্বে) আগ্নীধ্রীয়স্য (দক্ষিণাগ্নির) জঘনেন (পশ্চাতে) উদঙমুখঃ উপবিশ্য রৌদ্রম্ (রুদ্রদেবতাবিশিষ্ট) সাম অভিগায়তি—[হে অগ্নি], লোকদ্বারম্ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। বৈরাজ্যায় (বিশেষ ভোগ লাভের জন্য)। [সামগানের সুবিধার জন্য তন্মধ্যে হুং, আ, উ ইত্যাদি সংযুক্ত হয়—১।১৩।১ টীকা দ্রঃ]। ৭-৮

সেই যজমান দক্ষিণাগ্নির পশ্চাতে উত্তরমুখী হইয়া উপবেশনপূর্বক মাধ্যন্দিন সবনের প্রারম্ভের পূর্বে (রুদ্রদৈবতক) "রৌদ্র" সাম গান করিবেন,—"হে

অগ্নি, আপনি অন্তরিক্ষলোকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করুন ; আমরা অন্তরিক্ষলোক-সুলভ বিশেষ ভোগ লাভের জন্য আপনাকে দর্শন করিব।" ৭-৮

অথ জুহোতি নমো বায়বেঽন্তরিক্ষক্ষিতে লোকক্ষিতে লোকং মে যজমানায় বিন্দৈষ বৈ যজমানস্য লোক এতাঽস্মি ॥ ৯

অত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহাঽপজহি পরিঘমিত্যুক্ত্বোত্তিষ্ঠতি তস্মৈ রুদ্রা মাধ্যন্দিনং সবনং সম্প্রযচ্ছন্তি ॥ ১০

অথ জুহোতি—অন্তরিক্ষক্ষিতে লোকক্ষিতে (অন্তরিক্ষলোক-নিবাসী) বায়বে (বায়ুকে) নমঃ। রুদ্রাঃ (রুদ্রগণ) মাধ্যন্দিনম্ সবনম্ (মাধ্যন্দিন-সবন-সম্বন্ধী অন্তরিক্ষলোক) সম্প্রযচ্ছন্তি। ৯-১০

অনন্তর (যজমান এই মন্ত্রে) আহুতি প্রদান করেন—"অন্তরিক্ষসঞ্চারী বায়ুকে নমস্কার ; যজমান আমারই জন্য আপনি লোক লাভ করুন। এই অন্তরিক্ষই যজমানের (আমার) লভ্য লোক ; মৃত্যুর পরে আমি এই লোকে গমন করিতে আকাঙ্ক্ষিত আছি—স্বাহা।" (অতঃপর) "লোকদ্বারের অর্গল উদ্‌ঘাটিত করুন," এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজমান গাত্রোত্থান করেন। ইহাতে রুদ্রগণ সেই যজমানকে মাধ্যন্দিন-সবন-সম্বন্ধী অন্তরিক্ষলোক দান করেন। ৯-১০

পুরা তৃতীয়সবনস্যোপাকরণাজ্জঘনেনাহবনীয়স্যোদঙ্মুখ উপবিশ্য স আদিত্যং স বৈশ্বদেবং সামাভিগায়তি ॥ ১১

লো৩কদ্বারমপাবা৩র্ণূ৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ং স্বারা ৩৩৩৩৩ হু৩ম্ আ ৩৩ জ্যা ৩ য়ো ৩ আ ৩২১১১ ইতি ॥ ১২

আদিত্যমথ বৈশ্বদেবং লো৩কদ্বারমপাবা৩র্ণূ ৩৩ পশ্যেম ত্বা বয়ং সাম্রা৩৩৩৩৩ হুঁ৩ম্ আ ৩৩ জ্যা ৩ য়ো ৩ আ ৩২১১১ ইতি ॥ ১৩

[অধুনা দ্যুলোকপ্রাপ্তির উপায় বলা হইতেছে]—সঃ তৃতীয়সবনস্য (তৃতীয় সবনের) উপাকরণাৎ পুরা আহবনীয়স্য (আহবনীয়াগ্নির) জঘনেন উদঙ্‌মুখঃ উপবিশ্য আদিত্যম্ (আদিত্যদৈবতক) [এবং] বৈশ্বদেবম্ (বিশ্বদেববিশিষ্ট) সাম অভিগায়তি—লোকদ্বারম্ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]; স্বারাজ্যায় ([আদিত্যদিগের ন্যায় অন্তরিক্ষে] স্বাতন্ত্র্যলাভের জন্য) পশ্যেম—ইতি আদিত্যম্ (ইহা আদিত্যদেবতাবিশিষ্ট সাম); অথ (অতঃপর) বৈশ্বদেবম্ (বিশ্বদেব-বিশিষ্ট সাম)—লোকদ্বারম্ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]; সাম্রাজ্যায় (সাম্রাজ্যলাভের জন্য)। ১১-১৩

সেই যজমান আহবনীয়াগ্নির পশ্চাতে উত্তরমুখী হইয়া উপবেশনপূর্বক তৃতীয় সবনের প্রারম্ভের পূর্বে (ক্রমে) "আদিত্য" ও "বৈশ্বদেব" সামদ্বয় গান করেন—"হে অগ্নি, আপনি দ্যুলোকলাভের দ্বার অপাবৃত করুন; আমরা সাম্রাজ্যলাভের জন্য আপনাকে দর্শন করিব,"—ইহা আদিত্যগণের সাম। অনন্তর বিশ্বদেবগণের সাম—"হে অগ্নি, আপনি দ্যুলোকলাভের জন্য দ্বার উদ্‌ঘাটিত করুন; আমরা সাম্রাজ্যলাভের জন্য আপনাকে দর্শন করিব।" ১১-১৩

অথ জুহোতি নম আদিত্যেভ্যশ্চ বিশ্বেভ্যশ্চ দেবেভ্যো দিবিক্ষিদ্ভ্যো লোকক্ষিদ্ভ্যো লোকং মে যজমানায় বিন্দত ॥ ১৪

এষ বৈ যজমানস্য লোক এতাঽস্ম্যত্র যজমানঃ পরস্তাদায়ুষঃ স্বাহাঽপহত পরিঘমিত্যুক্ত্বোত্তিষ্ঠতি ॥ ১৫

অথ জুহোতি—দিবিক্ষিদ্ভ্যঃ লোকক্ষিদ্ভ্যঃ (দ্যুলোকনিবাসী) আদিত্যেভ্যঃ চ বিশ্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ চ (আদিত্যগণকে ও বিশ্বদেবগণকে) নমঃ। মে যজমানায় লোকম্ বিন্দত (আপনারা লাভ করুন)। এষঃ বৈ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]; অপহত (আপনারা উন্মুক্ত করুন)। ১৪-১৫

অনন্তর যজমান এই মন্ত্রে হোম করেন,—"দ্যুলোকবাসী আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণকে নমস্কার; আপনারা যজমান আমার জন্য দ্যুলোক লাভ করুন। এই দ্যুলোকই যজমানের (আমার) লভ্য লোক; মৃত্যুর পরে আমি এই লোকে গমন করিতে আকাঙ্ক্ষিত হইয়াছি—স্বাহা।" (অতঃপর) "লোকদ্বারের অর্গল উন্মুক্ত করুন," এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক যজমান গাত্রোত্থান করেন।[১] ১৪-১৫

১। এই খণ্ডোক্ত সামগান, হোম, ও মন্ত্রোচ্চারণাদি যজমানের কর্তব্য; ঋত্বিকের নহে।

তস্মা আদিত্যাশ্চ বিশ্বে চ দেবাস্তৃতীয়সবনং সম্প্রযচ্ছন্ত্যেষ হ বৈ যজ্ঞস্য মাত্রাং বেদ য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ১৬

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্বিংশখণ্ডঃ ॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

তস্মৈ আদিত্যাঃ চ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। যঃ (যে যজমান) এবম্ বেদ (যথোক্ত প্রকারে সামাদি অবগত আছেন) এষঃ হ বৈ (সেই যজমানই) যজ্ঞস্য মাত্রাম্ (যজ্ঞের যাথাত্ম্য) বেদ (জানেন)। যঃ এবম্ বেদ [অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিসূচক পুনরুক্তি]। ১৬

সেই যজমানকে আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণ তৃতীয়সবনসম্বন্ধী দ্যুলোক প্রদান করেন। যে যজমান উক্ত সামাদিকে এইরূপে অবগত আছেন, তিনিই যজ্ঞের যথার্থ তত্ত্ব বিদিত আছেন।[১] ১৬

১। অর্থাৎ যজ্ঞের যাথাত্ম্যজ্ঞান থাকায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তিনি উহার যথাযথ ফললাভে সমর্থ হন—ইহাই পূর্বোক্ত সামাদিজ্ঞানের ফল।

তৃতীয়াধ্যায়—প্রথম খণ্ড

(সূর্যোপাসনা, মধুবিদ্যা)

ওঁ অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু তস্য দ্যৌরেব তিরশ্চীন-বংশোঽন্তরিক্ষমপূপো মরীচয়ঃ পুত্রাঃ ॥ ১

[সূর্যই সমস্ত যজ্ঞাদি কর্মের পরিণত ফল; কারণ সকল প্রাণীই স্বীয় কর্মফলানুসারে তাঁহাকে উপভোগ করিয়া থাকে,—ইহা প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কর্মাঙ্গীভূত উপাসনার পরে সর্বপ্রাণীর কর্মফলস্বরূপ সবিতার স্বতন্ত্র উপাসনা উপদিষ্ট হইতেছে; কারণ উহাতে ক্রমমুক্তি-রূপ শ্রেষ্ঠতম ফল লাভ হইয়া থাকে]—অসৌ বৈ আদিত্যঃ (ঐ সূর্যই) দেবমধু (মধুর ন্যায় দেবগণের প্রীতিসম্পাদক), [কারণ] দ্যৌঃ এব (দ্যুলোকই) তস্য (তাঁহার) তিরশ্চীন-বংশঃ ([মধুচক্রের ঝুলিয়া থাকার অবলম্বনস্বরূপ] বক্র বংশখণ্ড), অন্তরিক্ষম্ (আকাশ) অপূপঃ (মধুচক্র), মরীচয়ঃ (রশ্মিসমূহ, অর্থাৎ কিরণরাশির দ্বারা আকৃষ্ট ও আকাশব্যাপী কিরণরাশির মধ্যে অবস্থিত জল) পুত্রাঃ (মক্ষিকার পুত্রগণ)। ১

ঐ আদিত্যই দেবগণের মধু;[১] (কারণ) দ্যুলোকই উক্ত মধুর (আলম্বন-স্থানীয়) বক্র বংশখণ্ড;[২] অন্তরিক্ষ তাহার মধুচক্র;[৩] এবং কিরণমধ্যবর্তী জলই মক্ষিকাশাবক।[৪] ১

১। ছাঃ ৩।৬-১০ দ্রঃ। তিনি বসু, রুদ্র প্রভৃতির প্রীতিসম্পাদক।

২। আকাশের ঊর্ধ্বে দ্যুলোক, এবং আকাশের উপরিভাগ অর্ধবৃত্তের ন্যায় মনে হয়। সুতরাং উহাতেই আকাশরূপ মধুচক্র দোদুল্যমান।

৩। আকাশে সবিতৃরূপ মধু আছেন, এবং আকাশ দ্যুলোকের নীচে ঝুলিয়া আছে; অতএব আকাশই মধুচক্র।

৪। জল ভূমি হইতে সূর্যকিরণের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আকাশস্থ (অর্থাৎ মধুচক্রের মধ্যস্থ) কিরণরাশির মধ্যে (অর্থাৎ মধুচক্রস্থ ছিদ্রসকলের মধ্যে) অবস্থান করে। অতএব জলই মক্ষিকাশাবক। এখানে ইহাই বলা হইতেছে যে, আদিত্যে মধুদৃষ্টি, দ্যুলোকে বক্রবংশদৃষ্টি, অন্তরিক্ষে মধুচক্রদৃষ্টি, বাষ্পকণিকাসমূহে শাবকদৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনা করিতে হইবে।

তস্য যে প্রাঞ্চো রশ্ময়স্তা এবাস্য প্রাচ্যো মধুনাড্যঃ। ঋচ এব মধুকৃত ঋগ্বেদ এব পুষ্পং তা অমৃতা আপস্তা বা এতা ঋচঃ ॥ ২

এতমৃগ্বেদমভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত ॥ ৩

তস্য ([মধুর অর্থাৎ কর্মফলের আশ্রয় বলিয়া মধুস্বরূপ] আদিত্যের) যে (যে সকল) প্রাঞ্চঃ (পূর্বদিগ্‌বর্তী) রশ্ময়ঃ (কিরণরাশি) [আছে], তাঃ এব (তাহারাই) অস্য (ইহার প্রাচ্যঃ (পূর্বদিগ্‌বর্তী) মধুনাড্যঃ (মধুচ্ছিদ্রসকল), ঋচঃ এব (ঋক্-মন্ত্রসকলই) মধুকৃতঃ (মধুকরবৃন্দ), ঋক্-বেদঃ (ঋগ্বেদ, অর্থাৎ ঋগ্বেদে বিহিত কর্ম) পুষ্পম্ (ফুল, কর্মফল আহরণের স্থান)। তাঃ অমৃতাঃ ([যজ্ঞে আহুত যে সোমরস, আজ্য, ও দুগ্ধ অগ্নিতে পক হইয়া অপূর্বস্বরূপ হয় ও পরম্পরায় মুক্তির সহায়ক হয়, অথবা সূর্যের রক্তচ্ছটায় পরিণত হয়] সেই অমৃতরাশিই) আপঃ ([পুষ্প হইতে আহৃত] রস)। তাঃ বা এতাঃ ঋচঃ (উক্ত সেই [কর্মে প্রযুক্ত মক্ষিকাস্থানীয়] ঋক্-মন্ত্রসকল) এতম্ ঋক্-বেদম্ (এই ঋগ্বেদে বিহিত [পুষ্পস্থানীয়] কর্মকে) [যেন] অভ্যতপন্ (উত্তপ্ত করিয়াছিল, অর্থাৎ করে)। তস্য অভিতপ্তস্য (উক্ত সেই উত্তপ্ত ঋগ্বেদবিহিত কর্ম হইতে) যশঃ (খ্যাতি), তেজঃ (দেহজ্যোতি), ইন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়ের পটুতা), বীর্যম্ (সামর্থ্য, বল) অন্ন-অদ্যম্ (ভক্ষণীয় অন্ন) [স্থানীয়] রসঃ (রস) অজায়ত (জাত হইল, হয়)। ২-৩

আদিত্যের যে সকল কিরণ পূর্বদিকে বিচ্ছুরিত, উহারাই মধুচক্রের পূর্বদিগ্‌বর্তী[১] মধুচ্ছিদ্রসমূহ। ঋক্ সকলই মধুকর, ঋগ্বেদে বিহিত কর্ম সকল পুষ্প। (উক্ত) কর্ম হইতে সঞ্চিত অমৃতরাশিই পুষ্পের রস। (মধুকর-স্থানীয়) এই ঋক্‌সমুদয়ই উক্ত (পুষ্পরূপ) কর্মকে উত্তপ্ত করে। উত্তপ্ত সেই কর্ম হইতে যশ, দেহলাবণ্য, ইন্দ্রিয়পটুতা, বল, ও ভক্ষ্য অন্ন (এই বিবিধ) রস সঞ্জাত হয়।[২] ২-৩

১। সূর্যোদয়কালে যে কিরণরাশি প্রথমে দৃষ্ট হয়, উহারা রক্তিমবর্ণ এবং উহারা ঋক্‌সমূহের দ্বারা নিষ্পাদিত (পরের কণ্ডিকা দ্রঃ)।

২। শস্ত্র প্রভৃতি ঋক্‌সমুদয়ের সহায়ে কর্ম সম্পাদিত হয়, এবং এইরূপ হইলেই কর্ম হইতে

অপূর্ব বা কর্মফলরূপ মধুরস ক্ষরিত হয়। মধুকরচুম্বিত পুষ্প যেরূপ রস অর্পণ করে, ঋকের দ্বারা নিষ্পাদিত কর্মও সেইরূপ যশ প্রভৃতি রস বা ফল ক্ষরণ করে। মধুকর পুষ্পরসকে উত্তপ্ত করিয়া মধুতে পরিণত করে, সেইরূপ অগ্নিতে উত্তপ্ত সোমরস, ঘৃত, ও দুগ্ধ প্রভৃতি তরল আহুতি সকল ঋক্‌মন্ত্র সহায়ে অমৃতে, অর্থাৎ অপূর্ব বা কর্মফলে, পরিণত হয়। ইহাকে অমৃত বলার কারণ এই যে, উহা চিত্তশুদ্ধি-উৎপাদন-ক্রমে মুক্তিরও সহায়ক হয়। অথবা সূর্যের রক্তচ্ছটাই এখানে অমৃতপদবাচ্য।

পূর্বের ন্যায় এখানেও পূর্বদিগ্‌বর্তী রশ্মিসমূহে পূর্বদিগ্‌বর্তী-মধুনাড়ী-দৃষ্টি, ঋকসমূহে মধুকরদৃষ্টি, ঋগ্বেদবিহিত কর্মে পুষ্পদৃষ্টি, ও অপূর্বসকলে পুষ্পরসদৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনা করিতে হইবে—ইহাই তাৎপর্য।

তদ্ব্যক্ষরৎ তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ত্তদ্বা এতদ্ যদেতদাদিত্যস্য রোহিতং রূপম্ ॥ ৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডঃ ॥ ৪

[অনুষ্ঠিত কর্মের ফল কিরূপে আদিত্যকে আশ্রয় করে, তাহা দর্শিত হইতেছে]—তৎ ([যশ হইতে অন্ন পর্যন্ত] সেই রস) ব্যক্ষরৎ (বিশেষরূপে নিঃসৃত হইল, গমন করিল) [এবং] তৎ (উহা) আদিত্যম্ অভিতঃ (আদিত্যের পার্শ্বে, পূর্ব ভাগে) অশ্রয়ৎ (আশ্রয় লাভ করিল) ; এতৎ যৎ (এই যে) [উদীয়মান] আদিত্যস্য (সূর্যের) রোহিতম্ রূপম্ (লোহিত রূপ), এতৎ বৈ (ইহাই) তৎ (কর্মফলরূপ মধু)। ৪

সেই রস বিশেষরূপে ক্ষরিত হইয়া আদিত্যে গমন করে এবং (উদীয়মান) সূর্যের পূর্ব ভাগ অবলম্বনে অবস্থান করে। সূর্যের এই যে রক্তচ্ছটা, ইহাই সেই (কর্মফলরূপ) মধু।[১] ৪

১। মানুষ ফল কামনা করিয়াই কর্ম করে। ধান্যরূপ ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় যেমন লোকে ভূমিকর্ষণ করে, সেইরূপ যজ্ঞাদি-সম্পাদন-কালেও তাহারা মনে করে যে, কৃত কর্মের ফল অদৃষ্টরূপে আদিত্যে সঞ্চিত থাকিবে এবং তাহারা যথাসময়ে উহা পাইবে। এই আশায় যশ প্রভৃতি ফলের জন্য তাহারা যজ্ঞাদি করে।

তৃতীয়াধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড

(সূর্যোপাসনা, দক্ষিণ মধুনাড়ী)

অথ যেঽস্য দক্ষিণা রশ্ময়স্তা এবাস্য দক্ষিণা মধুনাড্যো যজূংষ্যেব মধুকৃতো যজুর্বেদ এব পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ ॥ ১

অথ (আর) অস্য যে দক্ষিণাঃ (দক্ষিণদিক্‌স্থিত) রশ্ময়ঃ তাঃ এব অস্য দক্ষিণাঃ মধুনাড্যঃ। যজূংসি এব ([যজুর্বেদবিহিত কর্মে প্রযুক্ত] যজুর্মন্ত্র সকল) মধুকৃতঃ। যজুর্বেদঃ এব (যজুর্বেদে বিহিত কর্মই) পুষ্পম্। তাঃ অমৃতাঃ আপঃ। ১

এবং যে কিরণরাশি সূর্যের দক্ষিণপার্শ্ববর্তী, তাহারাই ইহার দক্ষিণ-দিক্‌স্থিত মধুনাড়ীসমুদয়। যজুর্মন্ত্রসকল মধুকর। যজুর্বেদবিহিত কর্মই পুষ্প। যজুর্বেদবিহিত কর্ম হইতে সঞ্চিত অমৃত (অর্থাৎ অদৃষ্ট) সকলই পুষ্পের রস।[১] ১

১। পূর্বখণ্ডের ন্যায় এখানেও দক্ষিণরশ্মি, যজুঃ, যজুর্বেদবিহিত কর্ম, ও তৎসঞ্জাত কর্মফলে ক্রমে দক্ষিণ মধুনাড়ী, মধুকর, পুষ্প, ও পুষ্পরসের দৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনা করিতে হইবে—ইহাই বলা হইল। পরেও এইরূপই বুঝিতে হইবে।

তানি বা এতানি যজূংষ্যেতং যজুর্বেদমভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত ॥ ২

তানি বৈ এতানি যজূংষি (উক্ত এই যজুর্মন্ত্রসকল) এতম্ যজুর্বেদম্ (এই যজুর্বেদবিহিত কর্মকে) অভ্যতপন্ (অভিতপ্ত করিল)। তস্য [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ২

উক্ত যজুর্মন্ত্রসকল এই যজুর্বেদবিহিত কর্মকে উত্তপ্ত করে। উত্তপ্ত সেই কর্ম হইতে যশ, দেহজ্যোতিঃ, ইন্দ্রিয়পটুতা, বল, ও ভক্ষণীয় অন্ন (এই বিবিধাকার) রস নির্গত হয়। ২

তদ্ব্যক্ষরৎ তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ৎ তদ্বা এতদ্ যদেতদাদিত্যস্য শুক্লং রূপম্ ॥ ৩

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥

তৎ [ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ]। শুক্লম্ (শুভ্র)। ৩

সেই রস বিশেষরূপে ক্ষরিত হইয়া আদিত্যে গমন করে এবং তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব অবলম্বনে অবস্থান করে। সূর্যের এই যে শুভ্রচ্ছটা, ইহাই সেই (কর্মফলরূপ) মধু। ৩

তৃতীয়াধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

(সূর্যোপাসনা, পশ্চিম মধুনাড়ী)

অথ যেঽস্য প্রত্যঞ্চো রশ্ময়স্তা এবাস্য প্রতীচ্যো মধুনাড্যঃ সামান্যেব মধুকৃতঃ সামবেদ এব পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ ॥ ১

এবং সূর্যের পশ্চিমদিগ্‌বর্তী কিরণরাশিই মধুচক্রের পশ্চিমদিগ্‌বর্তী ছিদ্র সমুদয়। সামসমূহই মধুকর। সামবেদে বিহিত কর্মই পুষ্প। (সেই কর্ম হইতে সঞ্চিত) অমৃতসকলই পুষ্পের রস। ১

তানি বা এতানি সামান্যেতং সামবেদমভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত ॥ ২

উক্ত এই মধুকরস্থানীয় সামসমূহ সামবেদবিহিত কর্মকে উত্তপ্ত করে। উত্তপ্ত সেই কর্ম হইতে যশ, দেহজ্যোতি, ইন্দ্রিয়পটুতা, বল, ও ভক্ষণীয় অন্ন (রূপ) রস জাত হয়। ২

তদ্ব্যক্ষরৎ তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ৎ তদ্বা এতদ্ যদেতদাদিত্যস্য কৃষ্ণং রূপম্ ॥ ৩

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়খণ্ডঃ ॥

সেই রস বিশেষরূপে ক্ষরিত হইয়া আদিত্যে গমন করে এবং তাঁহার পশ্চিম ভাগ অবলম্বনে অবস্থান করে। সূর্যের এই যে কৃষ্ণচ্ছটা, ইহাই সেই (কর্মফলরূপ) মধু। ৩

তৃতীয়াধ্যায়—চতুর্থ খণ্ড

(সূর্যোপাসনা, উত্তর মধুনাড়ী)

অথ যেঽস্যোদঞ্চো রশ্ময়স্তা এবাস্যোদীচ্যো মধুনাড্যোঽথর্বাঙ্গিরস এব মধুকৃত ইতিহাসপুরাণং পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ ॥ ১

অথর্বাঙ্গিরসঃ (অথর্বা ও অঙ্গিরা ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্রসকল, অর্থাৎ অথর্ববেদোক্ত মন্ত্র)। ইতিহাস-পুরাণম্ (অথর্ববেদীয় ব্রাহ্মণে বিহিত কর্ম, অথবা ইতিহাস ও পুরাণের অন্তর্গত আখ্যান)। ১

আর আদিত্যের উত্তরভাগে যে কিরণপুঞ্জ আছে, উহারাই মধুচক্রের উত্তরদিক্‌স্থিত মধুচ্ছিদ্র। অথর্ববেদোক্ত মন্ত্ররাশিই মধুকর। ইতিহাস-পুরাণসম্বন্ধী কর্মই পুষ্প।[১] কর্ম হইতে সংগৃহীত অমৃতরাশিই পুষ্পের রস। ১

১। অথর্ববেদীয় ব্রাহ্মণে বিহিত কর্মই পুষ্প। অথবা ব্রাহ্মণের ইতিহাস ও পুরাণরূপ অংশই এখানে উল্লিখিত হইয়াছে; কারণ শ্রুতিতে আছে "পরিপ্লবমাচক্ষীত"—অর্থাৎ সুদীর্ঘ অশ্বমেধ সম্পাদনকালে পাছে রাত্রিতে যজমানের আলস্য উপস্থিত হয়, সেই জন্য তাঁহাকে নানাবিধ উপাখ্যানাদি শুনাইতে হয়। সুতরাং এই ইতিহাস-পুরাণও কর্মেরই অঙ্গ (৭।১।২, টীকা দ্রঃ)।

তে বা এতেঽথর্বাঙ্গিরস এতদিতিহাসপুরাণমভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত ॥ ২

অথর্ববেদোক্ত সেই মন্ত্র সকল এই ইতিহাস-পুরাণকে উত্তপ্ত করিল। উত্তপ্ত সেই ইতিহাস-পুরাণ হইতে যশ, দেহকান্তি, ইন্দ্রিয়পটুতা, বল ও ভক্ষণীয় অন্ন (রূপ) রস নিঃসারিত হইল। ২

তদ্ব্যক্ষরৎ তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ৎ তদ্বা এতদ্ যদেতদাদিত্যস্য পরং কৃষ্ণং রূপম্ ॥ ৩

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থখণ্ডঃ ॥

সেই রস বিশেষরূপে ক্ষরিত হইয়া আদিত্যে গমন করে এবং তাঁহার উত্তর ভাগ অবলম্বনে অবস্থান করে। সূর্যের এই যে অতিকৃষ্ণচ্ছটা, ইহাই সেই (কর্মফলরূপ) মধু। ৩

তৃতীয়াধ্যায়—পঞ্চম খণ্ড

(সূর্যোপাসনা, ঊর্ধ্ব মধুনাড়ী)

অথ যেঽস্যোর্ধ্বা রশ্ময়স্তা এবাস্যোর্ধ্বা মধুনাড্যো গুহ্যা এবাদেশা মধুকৃতো ব্রহ্মৈব পুষ্পং তা অমৃতা আপঃ ॥ ১

অথ যে অস্য ঊর্ধ্বাঃ (উপরিভাগস্থ) রশ্ময়ঃ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। গুহ্যাঃ (গোপনীয়, রহস্য) আদেশাঃ এব ([লোকদ্বারম্ অপাবৃণু—ছাঃ ২।২৪।৪-ইত্যাদি বিষয়ে] বিধিসমূহ, এবং কর্মাঙ্গবিষয়ক উপাসনাসমূহই) মধুকৃতঃ। ব্রহ্ম এব (প্রণবই) পুষ্পম্। ১

আর সূর্যের ঊর্ধ্বভাগে যে রশ্মিরাশি তাহারাই ঊর্ধ্বভাগস্থ মধুচ্ছিদ্র। গুহ্য বিধি ও উপাসনা সকলই মধুকর। প্রণবই পুষ্প এবং (প্রণবোপাসনা হইতে গৃহীত ফলরূপ) অমৃতরাশিই পুষ্পরস। ১

তে বা এতে গুহ্যা আদেশা এতদ্‌ব্রহ্মাভ্যতপংস্তস্যাভিতপ্তস্য যশস্তেজ ইন্দ্রিয়ং বীর্যমন্নাদ্যং রসোঽজায়ত ॥ ২

সেই গুহ্য বিধি ও উপাসনাসকল এই প্রণবকে উত্তপ্ত করে। উত্তপ্ত সেই প্রণব হইতে যশ, দেহজ্যোতিঃ, ইন্দ্রিয়পটুতা, বল ও ভক্ষণীয় অন্ন (রূপ) রস জাত হয়। ২

তদ্ব্যক্ষরৎ তদাদিত্যমভিতোঽশ্রয়ৎ তদ্বা এতদ্ যদেতদাদিত্যস্য মধ্যে ক্ষোভত ইব ॥ ৩

তৎ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। মধ্যে (মধ্যভাগে) ক্ষোভতে ইব (যেন সঞ্চলমান হইতেছে [বলিয়া শাস্ত্র-দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তির সমাহিতচিত্তে প্রতিভাত হয়])। ৩

সেই রস বিশেষরূপে ক্ষরিত হইয়া আদিত্যে গমন করে এবং আদিত্যের ঊর্ধ্বভাগ অবলম্বনে অবস্থান করে। আদিত্যের মধ্যভাগে এই যে চঞ্চলরূপে অবস্থিত কিরণরাশি, উহাই সেই মধু। ৩

তে বা এতে রসানাং রসা বেদা হি রসাস্তেষামেতে রসাস্তানি বা এতান্যমৃতানামমৃতানি বেদা হ্যমৃতাস্তেষামেতান্যমৃতানি ॥ ৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চমখণ্ডঃ ॥

[পঞ্চম মধু বর্ণনা করিয়া অধুনা উক্তবিষয়ে ধ্যান বিধানের জন্য কর্মে প্রশংসা করা হইতেছে]—তে বৈ এতে (উক্ত এই লোহিতাদিরূপ রসসকলই) রসানাম্ (রসসকলের) রসাঃ (সার); [হি (কারণ) বেদাঃ (বেদসকল) রসাঃ (সারস্বরূপ, লোকসমূহের সার [ছাঃ ২।২৩।২]) [এবং] এতে (এই লোহিতাদি বর্ণ) তেষাম্ ([সেই সারস্বরূপ ও কর্মে বিনিযুক্ত] বেদসকলের) রসাঃ (সার, ফল)। তানি বৈ এতানি (সেই লোহিতাদি বর্ণসকলই) অমৃতানাম্ (অমৃতরাশির) অমৃতানি (অমৃত); হি (কারণ) [নিত্যস্বরূপ] বেদাঃ (বেদসকল) অমৃতাঃ (অমৃত), এতানি (এই লোহিতাদি) তেষাম্ ([কর্মে

বিনিযুক্ত, কর্মভাবাপন্ন, ও অমৃতস্বরূপ] বেদসকলের) অমৃতানি (অমৃত, [—স্থায়ী, অর্থাৎ কর্মের পরেও অবস্থিত ফল]) । ৪

সেই লোহিতাদি বর্ণসকলই রসরাশিরও রস ; কারণ বেদসমূহ লোক-সকলের রসস্বরূপ এবং এই লোহিতাদি তাহাদেরও রস। সেই লোহিতাদি রূপরাজিই অমৃতেরও অমৃত, কারণ বেদসমূহ অমৃতস্বরূপ এবং লোহিতাদি রূপসকল তাহাদেরও অমৃত।[১] ৪

১। ইহাতে কর্মের প্রশংসা করা হইল। যে কর্মের ফল এত প্রশংসনীয় সে নিজেও অবশ্যই প্রশংসনীয়—ইহাই মর্মার্থ।

তৃতীয়াধ্যায়—ষষ্ঠ খণ্ড

(মধুভোজী বসুগণ ধ্যেয়)

তদ্‌ যৎ প্রথমমমৃতং তদ্‌ বসব উপজীবন্ত্যগ্নিনা মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥ ১

[উক্ত মধুভোজী যে সকল দেবতা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে, তাঁহাদের কথা বলা হইতেছে]—তৎ (উক্ত লোহিতাদির মধ্যে) যৎ (যেটি) প্রথমম্‌ (প্রথম) অমৃতম্‌ (অমৃত, অর্থাৎ লোহিত বর্ণ) তৎ (তাহা) বসবঃ (বসুগণ) অগ্নিনা মুখেন [অগ্নিরূপ মুখের দ্বারা] অগ্নিকে অগ্রণীরূপে গ্রহণ করিয়া) উপজীবন্তি (উপভোগ করেন) ; [প্রকৃতপক্ষে] দেবাঃ (দেবগণ) ন বৈ অশ্নন্তি (অবশ্যই আহার করেন না), ন পিবন্তি (পানও করেন না) ; এতৎ অমৃতম্‌ (যথোক্ত লোহিত রূপকে) দৃষ্ট্বা এব (দর্শন করিয়াই, অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা উপভোগ করিয়াই) তৃপ্যন্তি (পরিতৃপ্ত হন) । ১

তন্মধ্যে যেটি প্রথম অমৃত (অর্থাৎ লোহিত রূপ), অগ্নিকে অগ্রণী করিয়া বসুগণ তাহা উপভোগ করেন। দেবতারা কিন্তু (প্রকৃত পক্ষে)

আহারও করেন না, পানও করেন না;—এই অমৃতকে দর্শন করিয়াই[1] তাঁহারা তৃপ্ত হন। ১

১। যশ প্রভৃতি রস শ্রবণেন্দ্রিয়াদিরই গ্রাহ্য; সুতরাং "দর্শন" শব্দের অর্থ এখানে, সর্বেন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি। ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, দেবগণ আদিত্যের আশ্রয়ে থাকিয়াই উপভোগ করেন, স্বতন্ত্ররূপে নহে।

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি ॥ ২

তে (সেই দেবগণ) এতৎ রূপম্ এব (এই রূপকেই) অভিসংবিশন্তি (লক্ষ্য করিয়া তাহাতে প্রবেশ করেন, [তদ্বিষয়ে] উদাসীন হন), এতস্মাৎ রূপাৎ (এই অমৃত ভোগের জন্য) উদ্যন্তি (বহির্গত হন, উৎসাহী হন)। ২

(ভোগকাল উপস্থিত না হইলে) দেবগণ উক্ত এই রূপের বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকেন, এবং (ভোগকাল উপস্থিত হইলে) এই রূপটিকে ভোগের জন্য উদ্যম করেন। ২

স য এতদেবমমৃতং বেদ বসূনামেবৈকো ভূত্বাঽগ্নিনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশ-ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদেতি ॥ ৩

[ধ্যেয় দেবতাদের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া অধুনা ধ্যানবিধি ও ধ্যানকারীর ফল বলা হইতেছে]—যঃ (যে কেহ) এতৎ অমৃতম্ (এই অমৃতকে) এবম্ (উক্ত প্রকারে) বেদ (জানেন) সঃ (তিনি) বসূনাম্ এব (বসুদিগেরই মধ্যে) একঃ ভূত্বা (এক জন হইয়া, অর্থাৎ বসুগণের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া) অগ্নিনা মুখেন এব (অগ্নিমুখদ্বারাই) এতৎ অমৃতম্ এব (এই অমৃতকে) দৃষ্ট্বা (উপলব্ধি করিয়া) তৃপ্যতি (তৃপ্ত হন)। সঃ (তিনি) এতৎ এব রূপম্ অভিসংবিশতি (এই রূপকেই লক্ষ্য করিয়া তাহাতে প্রবেশ করেন, ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন), এতস্মাৎ রূপাৎ উদেতি (এইরূপ হইতে উদ্গত হন, অর্থাৎ ভোগের জন্য উদ্যত হন)। ৩

যে কেহ যথোক্ত প্রকারে উক্ত অমৃতকে জানেন, তিনি বসুদিগেরই সহিত এক হইয়া এবং অগ্নিকে অগ্রণী করিয়া এই অমৃতের উপলব্ধি করিয়া তৃপ্ত হন। তিনি এই রূপের বিষয়েই উদাসীন হন, এবং ইহারই ভোগের জন্য উদ্যত হন। ৩

স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাদুদেতা পশ্চাদস্তমেতা বসূনামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্যেতা ॥ ৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য ষষ্ঠখণ্ডঃ ॥

[অমৃতের ধ্যানকারী উক্ত বিদ্বানের ভোগকাল নির্দিষ্ট হইতেছে]—আদিত্যঃ (সূর্য) যাবৎ (যত কাল) পুরস্তাৎ (পূর্বদিকে) উদেতা (উদিত হইবেন), পশ্চাৎ (পশ্চিম দিকে) অস্তম্ এতা (অস্তগমন করিবেন), সঃ (সেই বিদ্বান্) তাবৎ (তত কাল) বসূনাম এব (বসুদিগেরই) [অনুরূপ] আধিপত্যম্ (আধিপত্য) স্বারাজ্যম্ (স্বরাট্-ভাব) পর্যেতা (সর্বতোভাবে প্রাপ্ত হইবেন)। ৪

সূর্যদেব যতকাল পূর্বদিকে উদিত ও পশ্চিমে অস্তমিত হন,[১] সেই বিদ্বান্‌ও তত কাল বসুদিগেরই ন্যায় ততকালব্যাপী আধিপত্য ও স্বারাজ্য লাভ করেন।[২] ৪

১। বসুদিগের ভোগকালও ততক্ষণ স্থায়ী।

২। যাঁহারা কেবল কর্মী তাঁহারা চন্দ্রলোকে গমন করেন এবং সেখানে দেবগণের ভোগ্যস্বরূপ হন। ইনি কিন্তু অধিপতি ও স্বরাট্ (= স্বাধীন রাজা) হন।

তৃতীয়াধ্যায়—সপ্তম খণ্ড

(মধুভোজী রুদ্রগণ ধ্যেয়)

অথ যদ্দ্বিতীয়মমৃতং তদ্রুদ্রা উপজীবন্তীন্দ্রেণ মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥ ১

অথ যৎ দ্বিতীয়ম্ অমৃতম্ (শুক্ল রূপ), তৎ রুদ্রাঃ (রুদ্রগণ) উপজীবন্তি ইন্দ্রেণ মুখেন (ইন্দ্রকে অগ্রণী করিয়া) ; [অপরাংশ পূর্ববৎ, ৩।৬।১] । ১

আর যেটি দ্বিতীয় অমৃত (অর্থাৎ শুক্ল রূপ), ইন্দ্রকে অগ্রণী করিয়া রুদ্রগণ তাহা উপভোগ করেন। (বস্তুতঃ) দেবগণ আহারও করেন না, পানও করেন না ;—তাঁহারা (সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা) এই অমৃতের উপলব্ধি করিয়াই তৃপ্ত হন। ১

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি ॥ ২

তাঁহারা এই রূপের বিষয়েই নিশ্চেষ্ট হন এবং এই রূপটিকে উপভোগের জন্যই উদ্যমশীল হন। ২

স য এতদেবমমৃতং বেদ রুদ্রাণামেবৈকো ভূত্বেন্দ্রেণৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যে-তস্মাদ্রূপাদুদেতি ॥ ৩

যে কেহ যথোক্ত প্রকারে এই অমৃতকে জানেন, তিনি রুদ্রদিগেরই সহিত এক হইয়া এবং ইন্দ্রকে অগ্রণী করিয়া এই অমৃতের উপলব্ধি করিয়া তৃপ্ত হন। তিনি এই রূপের বিষয়েই উদাসীন হন, এবং ইহারই উপভোগের জন্যই উদ্যম করেন। ৩

স যাবদাদিত্যঃ পুরস্তাদুদেতা পশ্চাদস্তমেতা দ্বিস্তাবদ্ দক্ষিণত উদেতোত্তরতোঽস্তমেতা রুদ্রাণামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্যেতা ॥ ৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তমখণ্ডঃ ॥

সূর্যদেব যত কাল পূর্বদিকে উদিত ও পশ্চিমদিকে অস্তমিত হন, সেই বিদ্বান্ও তাহার দ্বিগুণ কাল[১] দক্ষিণদিকে উদিত ও উত্তরদিকে অস্তমিত হন এবং রুদ্রদিগেরই অনুরূপ ততকালব্যাপী আধিপত্য ও স্বারাজ্য লাভ করেন। ৪

১। রুদ্রগণের ভোগকাল বসুগণের দ্বিগুণ, এবং উক্ত দ্বিতীয় অমৃতের ধ্যানকারী বিদ্বানেরও তদ্রূপ দ্বিগুণ ভোগ হয়। ৩৷১০৷৪ টীকা দ্রঃ।

তৃতীয়াধ্যায়—অষ্টম খণ্ড

(মধুভোজী আদিত্যগণ ধ্যেয়)

অথ যৎ তৃতীয়মমৃতং তদাদিত্যা উপজীবন্তি বরুণেন মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥ ১

আর তন্মধ্যে যেটি তৃতীয় অমৃত (অর্থাৎ কৃষ্ণ রূপ), বরুণকে অগ্রণী করিয়া আদিত্যগণ তাহা ভোগ করেন। (প্রকৃতপক্ষে) দেবগণ আহারও করেন না, পানও করেন না ;—তাঁহারা (সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা) এই অমৃতের উপলব্ধি করিয়াই তৃপ্ত হন। ১

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি ॥ ২

তাঁহারা এই রূপেরই বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকেন এবং এই রূপটি উপভোগ করিবারই জন্য উৎসাহিত হন। ২

স য এতদেবমমৃতং বেদাদিত্যানামেবৈকো ভূত্বা বরুণেনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যে-তস্মাদ্রূপাদুদেতি ॥ ৩

যে কেহ যথোক্ত প্রকারে এই অমৃতকে জানেন, তিনি আদিত্যাদিগেরই সহিত এক হইয়া এবং বরুণকে অগ্রণী করিয়া এই অমৃতের উপলব্ধি করিয়া তৃপ্ত হন। তিনি এই রূপের বিষয়েই উদাসীন হন, এবং ইহারই উপভোগের জন্য উদ্যম করেন। ৩

স যাবদাদিত্যো দক্ষিণত উদেতোত্তরতোঽস্তমেতা দ্বিস্তাবৎ পশ্চাদুদেতা পুরস্তাদস্তমেতাদিত্যানামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্যেতা ॥ ৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্যাষ্টমখণ্ডঃ ॥

সূর্যদেব যত কাল দক্ষিণে উদিত ও উত্তরে অস্তমিত হন তাহার দ্বিগুণ কাল[১] তিনি পশ্চিমে উদিত ও পূর্বে অস্তমিত হন এবং আদিত্যগণেরই ন্যায় ততকালব্যাপী আধিপত্য ও স্বারাজ্য লাভ করেন। ৪

১। আদিত্যগণের ও উক্ত বিদ্বানের ভোগকাল রুদ্রগণের দ্বিগুণ।

তৃতীয়াধ্যায়—নবম খণ্ড

(মধুভোজী মরুদ্‌গণ ধ্যেয়)

অথ যচ্চতুর্থমমৃতং তন্মরুত উপজীবন্তি সোমেন মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥ ১

আর তন্মধ্যে যাহা চতুর্থ অমৃত (অর্থাৎ অতিকৃষ্ণ রূপ), তাহা মরুদ্‌গণ সোমকে অগ্রণী করিয়া উপভোগ করেন। (প্রকৃতপক্ষে) দেবগণ আহারও করেন না, পানও করেন না ;—তাঁহারা (সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা) এই অমৃতের উপলব্ধি করিয়াই তৃপ্ত হন। ১

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি ॥ ২

তাঁহারা এই রূপেরই বিষয়ে উদাসীন হন, এবং ইহারই উপভোগের জন্য উৎসাহিত হন। ২

স য এতদেবমমৃতং বেদ মরুতামেবৈকো ভূত্বা সোমেনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যে-তস্মাদ্রূপাদুদেতি ॥ ৩

যে কেহ যথোক্ত প্রকারে উক্ত অমৃতকে জানেন, তিনি মরুদ্গণেরই সহিত এক হইয়া এবং সোমকে অগ্রণী করিয়া এই অমৃতের উপলব্ধি করিয়া তৃপ্ত হন। তিনি এই রূপেরই বিষয়ে উদাসীন হন এবং ইহারই উপভোগের জন্য উৎসাহিত হন। ৩

স যাবদাদিত্যঃ পশ্চাদুদেতা পুরস্তাদস্তমেতা দ্বিস্তাবদুত্তরত উদেতা দক্ষিণতোঽস্তমেতা মরুতামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্যেতা ॥ ৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য নবমখণ্ডঃ ॥

যত কাল সূর্যদেব পশ্চিমে উদিত ও পূর্বে অস্তমিত হন, তিনি তাহার দ্বিগুণ কাল[১] উত্তর দিকে উদিত ও দক্ষিণে অস্তমিত হন। তিনি মরুদ্গণেরই ন্যায় ততকালব্যাপী আধিপত্য ও স্বারাজ্য লাভ করেন। ৪

১। মরুদ্গণের ও উক্তরূপ বিদ্বানের ভোগকাল আদিত্যগণের দ্বিগুণ।

তৃতীয়াধ্যায়—দশম খণ্ড

(মধুভোজী সাধ্যগণ ধ্যেয়)

অথ যৎ পঞ্চমমমৃতং তৎ সাধ্যা উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেন ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি ॥ ১

আর তন্মধ্যে যাহা পঞ্চম অমৃত (অর্থাৎ সূর্যমধ্যবর্তী চঞ্চল রূপ), প্রণবকে অগ্রণী করিয়া সাধ্যগণ তাহা উপভোগ করেন। (প্রকৃতপক্ষে) দেবগণ আহারও করেন না, পানও করেন না;—তাঁহারা সর্বেন্দ্রিয়সহায়ে এই অমৃতের উপলব্ধি করিয়াই তৃপ্ত হন। ১

ত এতদেব রূপমভিসংবিশন্ত্যেতস্মাদ্রূপাদুদ্যন্তি ॥ ২

তাঁহারা এই রূপেরই বিষয়ে উদাসীন হন, এবং এই রূপটিকে উপভোগ করিবার জন্যই উৎসাহিত হন। ২

স য এতদেবমমৃতং বেদ সাধ্যানামেবৈকো ভূত্বা ব্রহ্মণৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি স এতদেব রূপমভিসংবিশত্যে-তস্মাদ্রূপাদুদেতি ॥ ৩

যে কেহ যথোক্তরূপে এই অমৃতকে জানেন, তিনি সাধ্যগণেরই সহিত এক হইয়া এবং প্রণবকে অগ্রণী করিয়া এই অমৃতকে উপভোগ করিয়া তৃপ্ত হন। তিনি এই রূপেরই বিষয়ে উদাসীন হন, এবং ইহারই উপভোগের জন্য উৎসাহিত হন। ৩

স যাবদাদিত্য উত্তরত উদেতা দক্ষিণতোঽস্তমেতা দ্বিস্তাবদূর্ধ্ব উদেতাঽর্বাঙস্তমেতা সাধ্যানামেব তাবদাধিপত্যং স্বারাজ্যং পর্যেতা ॥ ৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য দশমখণ্ডঃ ॥

যত কাল সূর্যদেব উত্তর দিকে উদিত ও দক্ষিণ দিকে অস্তমিত হন, তিনি তাহার দ্বিগুণ কাল[১] ঊর্ধ্বে উদিত ও নিম্নে অস্তমিত হন[২]। তিনি তত কাল ব্যাপিয়া সাধ্যগণেরই অনুরূপ আধিপত্য ও স্বারাজ্য লাভ করেন। ৪

১। সাধ্যগণের ও তদ্রূপ বিদ্বানের ভোগকাল মরুদ্‌গণের দ্বিগুণ।

২। প্রকৃতপক্ষে সূর্যের উদয় বা অস্তগমন নাই। বিভিন্ন-লোকবাসীরা যখন তাঁহাকে প্রথম দর্শন করে, তখন উহাই তাহাদের পক্ষে সূর্যের উদয়; এবং যখন তাহাদের দৃষ্টিতে তিনি অন্তর্হিত হন, তখন উহাই সূর্যের অস্তগমন :—

নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্বদা সতঃ।
উদয়াস্তমনে নাম দর্শনাদর্শনে রবেঃ॥

মেরুপর্বতের চারিদিকে প্রাকারবৎ স্থিত মানসের উপর সূর্যরথ পরিভ্রমণ করে। তাহার ফলে ক্রমে ইন্দ্রপুরী, যমপুরী, বরুণপুরী, ও চন্দ্রপুরীতে উদয়াদি হয়। ইন্দ্রপুরী (অমরাবতী) অপেক্ষা যমপুরী (সংযমনী) দ্বিগুণকাল স্থায়ী, যমপুরী অপেক্ষা বরুণপুরী (সুখা) দ্বিগুণকাল স্থায়ী, চন্দ্রপুরীর (বিভার) অবস্থানকাল তদপেক্ষা দ্বিগুণ, এবং ইলাবৃতের অবস্থানকাল তাহারও দ্বিগুণ। এই জন্যই উদয়াস্তময় ও ভোগের কাল পর পর দ্বিগুণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সেই লোকবাসীর দৃষ্টিতে ঐ কাল এইরূপেই অনুভূত হইয়া থাকে। সুতরাং যদিও পুরাণে বর্ণিত আছে যে, সূর্য এই সকল পুরীতে সমান কাল ব্যাপিয়া অবস্থিতি করেন, তথাপি শ্রুতিতে লোকবাসীর দৃষ্টি অবলম্বন করায় শ্রুতির সহিত পুরাণের বিরোধ হয় নাই।

মেরু পর্বতের চারিদিকে এই চারিটি পুরী সজ্জিত আছে। সূর্য ঐ সকল পুরীতে ভিন্ন ভিন্ন কালে উদিত হন বলিয়া মনে হয়। মর্ত্যলোকবাসী আমাদের দৃষ্টিতে এইরূপও মনে হয় যে, সূর্য বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন দিক্ হইতে উদিত হন; বস্তুতঃ তাহা হইতে পারে না। এই চতুর্লোকবাসীদের নিজ নিজ দৃষ্টিতে তিনি পূর্ব দিক্ হইতে উদিত হন বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারেন। বর্তমান খণ্ডগুলিতে কেবল মর্ত্যবাসীর দৃষ্টি অবলম্বনেই উদয়াস্তময়ের দিক্ বর্ণিত হইয়াছে।

আরও দ্রষ্টব্য এই যে, সূর্য যখন অমরাবতীতে মধ্যাহ্নগত, তখন তিনি যমালয়ে উদীয়মান বলিয়া প্রতিভাত হন। আবার যমালয়ে যখন মধ্যাহ্ন, তখন বরুণালয়ে সূর্যোদয়। তেমনি

বরুণালয়ের মধ্যাহ্নকালে চন্দ্রলোকে প্রত্যূষ। ইলাবৃত বর্ষ মেরু ও মানস এই পর্বতদ্বয় কর্তৃক পরিবৃত থাকায়, সেখানে সূর্যরশ্মি কেবল ঊর্ধ্ব দিক্‌ হইতে আসিতে পারে; সুতরাং সূর্য সেখানে ঊর্ধ্বে ও নিম্নে গমন করেন বলিয়া মনে হয়।

তৃতীয়াধ্যায়—একাদশ খণ্ড

(মধুবিদ্যার ফল)

অথ তত ঊর্ধ্ব উদেত্য নৈবোদেতা নাস্তমেতৈকল এব মধ্যে স্থাতা তদেষ শ্লোকঃ—॥ ১

[পাঁচটি পর্যায়ে মধুবিদ্যা বর্ণনা করিয়া অধুনা উহা কিরূপে মুক্তিরূপ ফলে পর্যবসিত হয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে]—অথ (অতঃপর) [প্রাণিগণের কর্মফলভোগ সম্পাদনের জন্য উদয়াস্তময়ের দ্বারা তাহাদিগকে অনুগৃহীত করিয়া এবং কর্মফল ভোগের পর তাহাদিগকে আপনাতে সংহৃত করিয়া] ততঃ (প্রাণীদিগকে অনুগ্রহ করার পরে) ঊর্ধ্বঃ [সন্‌] (প্রাণিগণের অনুগ্রহ করা রূপ কার্যের অতীতস্বরূপে, ব্রহ্মরূপে) উদেত্য (উদিত হইয়া, স্বমহিমায় প্রকাশ লাভ করিয়া) [সূর্য] ন এব উদেতা (উদিত হইবেন না) ন অস্তমেতা (অস্তগমনও করিবেন না)—একলঃ (অনবয়ব, অদ্বিতীয়রূপে) মধ্যে এব (আপনাতেই) স্থাতা (অবস্থান করিবেন)। তৎ (যথোক্ত বিষয়ে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ (শ্লোক) [আছে]। ১

অনন্তর প্রাণীদিগের জন্য ভোগপ্রদানের কালের অতীত হইয়া তিনি স্বমহিমায় প্রকাশ লাভ করিয়া আর উদিত হইবেন না, বা অস্তমিত হইবেন না; তিনি অদ্বিতীয়রূপে আপনাতেই অবস্থান করিবেন।[১] যথোক্ত বিষয়ে এই শ্লোক আছে[২]—। ১

১। মূলের "স্থাতা" (থাকিবেন) শব্দের প্রয়োগ ক্রমমুক্তির দ্যোতক।

২। মধুবিদ্যার ফলে কোনও বিদ্বান্‌ ক্রমে বসু প্রভৃতির সহিত সমান অধিকারসম্পন্ন

হইয়া অহংগ্রহ উপাসনা দ্বারা সমাধিতে আপনাকেই সবিতৃরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং উক্ত মন্ত্র দর্শন করিয়াছেন। তখন কেহ হয় তো তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যে ব্রহ্মলোক হইতে ফিরিয়া আসিলেন, সেখানেও কি সূর্যদেব উদয়াস্তময়ের দ্বারা এইরূপেই প্রাণীদিগের আয়ুঃক্ষয় করেন?" উত্তরে সেই ব্যুত্থিত ব্রহ্মজ্ঞ নিম্নোক্ত শ্লোক বলিতেছেন। "তদেষ শ্লোকঃ"—ইহা শ্রুতিরই বচন।

ন বৈ তত্র ন নিম্লোচ নোদিয়ায় কদাচন।
দেবাস্তেনাহং সত্যেন মা বিরাধিষি ব্রহ্মণা। ইতি ॥ ২

[যে ব্রহ্মলোক হইতে আমি আসিয়াছি] তত্র (সেই ব্রহ্মলোকে) ন বৈ ([উদয়াস্তময়-জনিত আয়ুঃক্ষয়] নাই); [সেখানে সূর্য] কদাচন (কোনও কালেই) ন নিম্লোচ (—ন নিমুম্লোচ, অস্তগমন করেন না) ন উদিয়ায় (উদিতও হন না)। [হে] দেবাঃ (দেবগণ), [সাক্ষিরূপে আপনারা শ্রবণ করুন],—তেন সত্যেন (এই সত্যকথনের ফলে) অহম্ (আমি) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মের সহিত) মা বিরাধিষি (যেন বিরুদ্ধাবস্থাপন্ন না হই, অর্থাৎ আমার যেন ব্রহ্মের অপ্রাপ্তি না ঘটে) ইতি। ২

"সেই ব্রহ্মলোকে উদয়াস্তময় নাই, সেখানে সূর্য কখনও অস্তমিত বা কখনও উদিত হন না। হে দেবগণ, (আপনারা সাক্ষী থাকিবেন, আপনাদের নামে আমি শপথ করিতেছি), আমি যে সত্য কথা বলিতেছি তাহার ফলে আমার ব্রহ্মরূপে অবস্থান যেন ব্যাহত না হয়।" ২

ন হ বা অস্মা উদেতি ন নিম্লোচতি সকৃদ্দিবা হৈবাস্মৈ ভবতি য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ ॥ ৩

[শ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞের কথা সমর্থন করিতেছেন]—অস্মৈ (ঐ ব্রহ্মবিদের প্রতি) ন হ বৈ উদেতি (সূর্য অবশ্যই উদিত হন না) ন নিম্লোচতি (অস্তও যান না)। যঃ (যিনি) এতাম্ (এই) ব্রহ্মোপনিষদম্ (বেদগুহ্য বিষয়, মধুবিদ্যা) এবম্ (যথোক্ত প্রকারে) বেদ (জানেন), অস্মৈ (তাঁহার প্রতি) সকৃৎ দিবা এব ভবতি হ (নিত্য দিবাই হইয়া থাকে, [তাঁহার উদয়াস্তময়-রহিত ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে])। ৩

ঐ ব্রহ্মবিদের পক্ষে সূর্যের উদয় নাই, অস্তগমনও নাই। যিনি এই বেদগুহ্য বিষয়টি যথোক্তপ্রকারে [১] জানেন, তাঁহার পক্ষে নিত্য দিবালোকই বর্তমান থাকে।[২] ৩

১। বক্র বংশ, মধুচক্র, মধুনাড়ী, ও লোহিতাদি রূপের সহিত বসু প্রভৃতির সম্বন্ধ, এবং সূর্যের উদয়াস্তময়, ইত্যাদি।

২। কারণ তিনি স্বয়ংজ্যোতি হন।

তদ্ধৈতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপতয় উবাচ প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যস্তদ্ধৈতদুদ্দালকায়ারুণয়ে জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রোবাচ ॥ ৪

তৎ হ এতৎ (উক্ত এই মধুজ্ঞান) ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ) প্রজাপতয়ে (বিরাট্‌কে) উবাচ (বলিয়াছিলেন); প্রজাপতিঃ মনবে (মনুকে), মনুঃ প্রজাভ্যঃ (ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি পুত্রগণকে)। তৎ হ এতৎ (উক্ত এই মধুজ্ঞানাত্মক) ব্রহ্ম (ব্রহ্মবিদ্যা) পিতা (পিতা) জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় (জ্যেষ্ঠপুত্র) উদ্দালকায় আরুণয়ে (উদ্দালক আরুণিকে) প্রোবাচ (বলিয়াছিলেন)। ৪

হিরণ্যগর্ভ উক্ত এই মধুজ্ঞান বিরাট্‌কে বলিয়াছিলেন; বিরাট্ মনুকে, মনু (ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি) সন্তানগণকে বলিয়াছিলেন। (উদ্দালকের) পিতা সেই মধুজ্ঞানরূপ ব্রহ্মবিদ্যা জ্যেষ্ঠপুত্র উদ্দালক আরুণিকে বলিয়াছিলেন ৪

ইদং বাব তজ্জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রব্রূয়াৎ প্রণায্যায় বান্তেবাসিনে ॥ ৫

ইদম্ বাব তৎ (এই সেই যথোক্ত) ব্রহ্ম (মধুবিদ্যা) [অপর] পিতা (পিতাও) জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় (জ্যেষ্ঠপুত্রকে) বা (অথবা) প্রাণায্যায় (যোগ্য) অন্তেবাসিনে (শিষ্যকে) প্রব্রূয়াৎ (বলিবেন)। ৫

অপর পিতারাও জ্যেষ্ঠপুত্রকে কিংবা যোগ্য শিষ্যকে পূর্বোক্ত এই মধুবিদ্যা উপদেশ দিবেন। ৫

নান্যস্মৈ কস্মৈ চন যদ্যপ্যস্মা ইমামদ্ভিঃ পরিগৃহীতাং ধনস্য পূর্ণাং দদ্যাদেতদেব ততো ভূয় ইত্যেতদেব ততো ভূয় ইতি ॥ ৬

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্যৈকাদশখণ্ডঃ ॥

অন্যস্মৈ কস্মৈ চন (অপর কাহাকেও) ন ([বলিবেন] না) ; [কারণ] যদি অপি (যদিও) অস্মৈ (ঐ আচার্যকে) [কেহ] অদ্ভিঃ পরিগৃহীতাম্ (সমুদ্রপরিবেষ্টিতা) ইমাম্ (এই পৃথিবীকে) ধনস্য পূর্ণাম্ (ধন, অর্থাৎ ভোগোপকরণে, পূর্ণ [করিয়া]) দদ্যাৎ (দান করে) [তথাপি] এতৎ এব (এই মধুবিদ্যাদানই) ততঃ (পূর্বোক্ত দান হইতে) ভূয়ঃ (শ্রেষ্ঠতর, অধিকতর ফলশালী) ইতি। এতৎ এব ততঃ ভূয়ঃ (আদরার্থে পুনরুক্তি) ইতি। ৬

অপর কাহাকেও বলিবেন না ; কারণ সমুদ্রপরিবেষ্টিতা এই পৃথিবীকে ধনপরিপূর্ণা করিয়া দান করা অপেক্ষাও এই মধুবিদ্যাদান শ্রেষ্ঠতর। ৬

তৃতীয়াধ্যায়—দ্বাদশ খণ্ড

(গায়ত্র্যুপাধিক ব্রহ্মের উপাসনা)

গায়ত্রী বা ইদং সর্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাগ্বৈ গায়ত্রী বাগ্বা ইদং সর্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ ॥ ১

[উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা ঐরূপ নিরতিশয় ফলপ্রদ বলিয়া প্রকারান্তরেও তাহার উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। এই জন্য গায়ত্রীরূপ উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মের উপাসনা উপদিষ্ট হইতেছে]—যৎ ইদম্ কিম্ চ (এই যাহা কিছু স্থাবর ও জঙ্গম) ভূতম্ (প্রাণিবর্গ) [আছে], ইদম্ সর্বম্ বৈ

(এই সমস্ত অবশ্যই) গায়ত্রী (গায়ত্রী) ; [যেহেতু] বাক্ বৈ ([শব্দরূপা] বাক্ই) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত) ভূতম্ (প্রাণীকে) গায়তি চ (গান করে) ত্রায়তে চ (ভয় দূর করে) [অর্থাৎ শব্দোচ্চারণ করিয়া লোকে "এইটি গরু", "এইটি মানুষ" ইত্যাদি নির্দেশ করে, এবং অভয়বাণী উচ্চারণ করিয়া ত্রাণ করে], [অতএব বাক্যের দ্বারা "গান" এবং "ত্রাণ" করা নিবন্ধন] বাক্ গায়ত্রী বৈ (বাক্ই গায়ত্রী), [অর্থাৎ গায়ত্রী ও বাক্ অভিন্ন ; এবং বাক্ যেরূপ সর্বাত্মিকা, গায়ত্রীও সেইরূপ সর্বস্বরূপা ও ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারভূতা] । ১

এই যত কিছু (স্থাবরজঙ্গম) প্রাণী আছে, এই সমস্ত অবশ্যই গায়ত্রী। বাক্ প্রাণিবর্গের (নাম) গান করে এবং (তাহাদিগকে ভয় হইতে) ত্রাণ করে বলিয়া বাক্ই গায়ত্রী। ১

১। গায়ত্রী একটি বৈদিক ছন্দের নাম। তাহার চারিটি পাদে ৬টি করিয়া মোট ২৪টি অক্ষর (৪ × ৬ = ২৪) থাকে। উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, ত্রিষ্টুপ্, জগতী প্রভৃতি ছন্দে প্রতি পাদে যথাক্রমে ৭, ৮, ৯, ১১, ও ১২ অক্ষর আছে। অতএব তাহাদের প্রত্যেকটিতেই গায়ত্রী অপেক্ষা অধিক অক্ষর আছে। ন্যূন সংখ্যা ব্যতীত অধিক সংখ্যা হইতে পারে না, অর্থাৎ ন্যূনসংখ্যাটি অধিক সংখ্যায় ব্যাপ্ত আছে ("গায়ত্রীচ্ছন্দসাং মাতঃ") ; সুতরাং গায়ত্রী ছন্দোমধ্যে প্রধানা। অধিকন্তু দেবগণের জন্য সোমাহরণকালে ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী বিফলা হইলে গায়ত্রীই ঐ কার্যে সফলা হইয়াছিলেন। এইরূপেও গায়ত্রীর, অর্থাৎ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ বিশিষ্ট ঋক্ সকলের, প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে (গীতা ১০।৩৫)। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের নিকট গায়ত্রীমন্ত্র অতি আদরণীয়। এই সকল কারণে গায়ত্রী অবলম্বনে ব্রহ্ম উপদিষ্ট ও উপাসিত হন।

বাগ্-ভিন্ন বাচ্য বস্তু নির্ণীত হয় না, সুতরাং শব্দাত্মিকা বাক্ সর্বস্বরূপা। কার্য ও কারণ অভিন্ন বলিয়া, গায়ত্রী নিজ কারণ বাকের সহিত অভিন্না এবং এই জন্যই সর্বাত্মিকা (৩।১২।৬ ও ৩।১২।৫ টীকা দ্রঃ)।

ধাতুগত অর্থ অনুসারেও উভয়ে অভিন্ন। গায়ত্রী শব্দটি গানার্থক গৈ-ধাতু ও ত্রাণার্থক ত্রৈ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। বাকের দ্বারাও গান ও ত্রাণ হয়।

এখানে গায়ত্রী শব্দ ব্রহ্মের লক্ষক। গায়ত্রীনামক ছন্দঃ অবলম্বন করিয়া ঐ গায়ত্রীতে অনুগত ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত করিতে হইবে—ইহাই তাৎপর্য (ব্রঃ সূঃ ১।১।২৫)।

যা বৈ সা গায়ত্রীয়ং বাব সা যেয়ং পৃথিব্যস্যাং হীদং সর্বং ভূতং প্রতিষ্ঠিতমেতামেব নাতিশীয়তে ॥ ২

যা বৈ সা গায়ত্রী (উক্তরূপা যে গায়ত্রী) সা বাব ইয়ম্ (উহাই ইহা) যা ইয়ম্ পৃথিবী (যাহা পৃথিবী বলিয়া খ্যাত); হি (কারণ) অস্যাম্ (এই পৃথিবীতে) ইদম্ সর্বম্ (এই সর্বভূত) প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রতিষ্ঠিত), [এবং] এতাম্ এব (ইহাকেই) ন অতিশীয়তে (অতিক্রম করে না)। ২

উক্তস্বরূপা যে গায়ত্রী উহাই আবার পৃথিবীরূপিণী; কারণ এই ভূতবর্গ এই পৃথিবীতেই অধিষ্ঠিত এবং ইহাকে অতিক্রম করে না।[১] ২

১। গান ও ত্রাণের দ্বারা গায়ত্রী সর্বভূতের সহিত সম্বদ্ধ; অধিষ্ঠানভূমি ও অনতিক্রমণীয়া বলিয়া পৃথিবীও সর্বভূতের সহিত সম্বদ্ধ। সুতরাং গায়ত্রী পৃথিবী।

যা বৈ সা পৃথিবীয়ং বাব সা যদিদমস্মিন্ পুরুষে শরীরমস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়ন্তে ॥ ৩

যা বৈ সা পৃথিবী, সা বাব ইয়ম্ অস্মিন্ পুরুষে (এই পুরুষে) ইদম্ যৎ শরীরম্ (এই যাহা দেহ); হি অস্মিন্ ইমে প্রাণাঃ (এই ইন্দ্রিয়বৃন্দ) প্রতিষ্ঠিতাঃ, এতৎ এব (এই শরীরকেই) ন অতিশীয়ন্তে। ৩

যাহা পূর্বোক্ত (গায়ত্রীরূপিণী) পৃথিবী, উহাই আবার এই পুরুষাশ্রিত (পার্থিব) শরীর;[১] কারণ এই (ভূত-শব্দ-বাচ্য) ইন্দ্রিয়বর্গ এই শরীরেই অধিষ্ঠিত এবং ইহাকে অতিক্রম করে না।[২] ৩

১। শরীর পাঞ্চভৌতিক হইলেও পৃথিবীপ্রধান; সুতরাং পৃথিবীর সহিত অভিন্ন।

২। শরীর ও গায়ত্রী অভিন্ন; কারণ গায়ত্রীর ন্যায় উহাও ভূতশব্দবাচ্য প্রাণসমূহের সহিত সম্বদ্ধ (৩।১২।৫, টীকা দ্রঃ)।

যদ্বৈ তৎ পুরুষে শরীরমিদং বাব তদ্যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে হৃদয়মস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়ন্তে ॥ ৪

যৎ বৈ তৎ পুরুষে শরীরম্ (যাহা পুরুষাশ্রিত শরীর) ইদম্ বাব তৎ, যৎ ইদম্ অস্মিন্ অন্তঃপুরুষে (শরীরমধ্যে) হৃদয়ম্ (হৃদয়পুণ্ডরীক) ; হি [ইত্যাদি পূর্ববৎ] । ৪

যাহা পুরুষাশ্রিত শরীর, উহাই আবার শরীরমধ্যস্থ হৃদয়পদ্মের সহিত অভিন্ন ; কারণ (ভূতশব্দবাচ্য) ইন্দ্রিয়বৃন্দ উহাতেই প্রতিষ্ঠিত এবং উহাকে তাহারা অতিক্রম করে না । ৪

সৈষা চতুষ্পদা ষড়্‌বিধা গায়ত্রী তদেতদৃচাঽভ্যনূক্তম্ ॥ ৫

সা এষা গায়ত্রী (যথোক্তা এই গায়ত্রী) চতুষ্পদা (চারিটি পাদ-বিশিষ্টা), ষড়্‌বিধা (ছয় প্রকার—বাক্, ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয়, ও প্রাণ) । তৎ (উক্ত অর্থেরই সমর্থকরূপে) এতৎ (ইনি, [গায়ত্রীতে অনুগত, গায়ত্রী অবলম্বনে উপস্থাপিত] গায়ত্রীনামক ব্রহ্ম) ঋচা (ঋক্-মন্ত্রেও) অভ্যনূক্তম্ (প্রকটিত হইয়াছেন) । ৫

পূর্বোক্তা এই গায়ত্রী চারিটি পাদবিশিষ্টা ও ষট্‌প্রকারা।[১] উক্তার্থেরই সমর্থকরূপে এই (গায়ত্রীতে অনুগত ও গায়ত্রীনামধেয়) ব্রহ্ম ঋক্‌মন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছেন— । ৫

১। যদিও গায়ত্রী ও হৃদয়ের সহিত সর্বভূতের সম্বন্ধ দেখাইবার জন্যই বাক্ ও প্রাণের উল্লেখ হইয়াছে, তথাপি উহাদিগকে গায়ত্রীর প্রকারবিশেষ ধরিয়া গায়ত্রী ছয় প্রকার (১ম ও ৩য় কণ্ডিকা দ্রঃ) । ভূত, পৃথিবী, শরীর, ও হৃদয় চতুষ্পদবিশিষ্টা গায়ত্রীর চারিটি পাদ। ইহাও ধ্যানের জন্য বিহিত হইল (৩।১২।১, টীকা শেষাংশ দ্রঃ) ।

তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ ।
পাদোঽস্য সর্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি । ইতি ॥ ৬

অস্য (উক্ত [গায়ত্রীতে অনুগত] ব্রহ্মের) মহিমা (বিভূতি, বিস্তার) তাবান্ (সেই পরিমাণ, অর্থাৎ ষড়্‌বিধা ও চতুষ্পদা গায়ত্রীর সমপরিমাণ) ; ততঃ চ (উক্ত [বিকারি-জগৎ-স্বরূপা] গায়ত্রী হইতেও) পুরুষঃ ([বিকারাতীত, পরমার্থ-সত্যস্বরূপ] পুরুষ) জ্যায়ান্

(মহত্তর) ; [পূর্বোক্ত "সেই পরিমাণ" কথাটির ব্যাখ্যা এই] সর্বা ভূতানি (আকাশাদি চরাচর সকলেই) অস্য (এই গায়ত্রীনামক ব্রহ্মের) পাদঃ (এক পাদ মাত্র) ; [পূর্বোক্ত "মহত্তর" কথাটির তাৎপর্য এই] অস্য ত্রিপাৎ অমৃতম্ (ত্রিপাদবিশিষ্ট অবিকারী স্বরূপটি) দিবি (প্রকাশাত্মক স্বমহিমায় [প্রতিষ্ঠিত]) ইতি [মন্ত্রের সমাপ্তিসূচক]। ৬

উক্ত গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মের মহিমাও সেই পরিমাণ, অর্থাৎ প্রপঞ্চরূপ সর্বভূত তাঁহার এক পাদ মাত্র।[১] পুরুষ (অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম) কিন্তু তাহা হইতেও মহত্তর, অর্থাৎ যিনি গায়ত্রী-ব্রহ্মের স্বরূপ ত্রিপাৎ[২] অবিকারী পূর্ণব্রহ্ম, তিনি আপন জ্ঞানস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। ৬

১। ভূতাদি সমস্তই বাক্যকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত আছে বলিয়া উহারা বিকারী এবং নামেরই অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ মিথ্যা—বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্, ছাঃ ৬।১।৪ ; অবিকারী ব্রহ্ম তাহাদিগ অপেক্ষা মহত্তর।

২। ব্রহ্মে অংশ না থাকিলেও—মিথ্যা জগতের তুলনায় ব্রহ্ম অনন্ত, ইহাই বুঝাইবার জন্য—উপদেশচ্ছলে অংশ কল্পনা করিয়া বলা হইল যে, ব্রহ্ম এক অংশে মাত্র বিবর্তিত হন, কিন্তু অপর তিন অংশে তিনি অমৃত বা নির্বিকার।

যদ্বৈ তদ্‌ব্রহ্মেতীদং বাব তদ্ যোঽয়ং বহির্ধা পুরুষাদাকাশো যো বৈ স বহির্ধা পুরুষাদাকাশঃ ॥ ৭

অয়ং বাব স যোঽয়মন্তঃ পুরুষ আকাশো যো বৈ স অন্তঃ পুরুষ আকাশঃ ॥ ৮

অয়ং বাব স যোঽয়মন্তর্হৃদয় আকাশস্তদেতৎ পূর্ণমপ্রবর্তি পূর্ণামপ্রবর্তিনীং শ্রিয়ং লভতে য এবং বেদ ॥ ৯

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বাদশখণ্ডঃ ॥

[গায়ত্রী-উপাধিতে উপহিতরূপে যে ব্রহ্ম উপাস্য, তিনিই আবার হৃদয়াকাশে ধ্যেয়, ইহা

বুঝাইবার উদ্দেশে হৃদয়াকাশের অবতারণা হইতেছে]—যৎ বৈ তৎ ব্রহ্ম ইতি ([গায়ত্রী অবলম্বনে] যাঁহাকে উক্ত [ত্রিপাৎ] ব্রহ্মরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে) তৎ ইদম্ বাব (তিনিই ইহা)—[অর্থাৎ] যঃ (যাহা) পুরুষাৎ বহির্ধা (পুরুষের বাহিরে) অয়ম্ আকাশঃ (এই [ভৌতিক] আকাশ)। পুরুষাৎ বহির্ধা সঃ যঃ বৈ আকাশঃ, অয়ম্ বাব সঃ (উহাই তাহা)—[অর্থাৎ] যঃ অন্তঃ পুরুষে (শরীরমধ্যে) অয়ম্ আকাশঃ। অন্তঃ পুরুষে সঃ যঃ বৈ আকাশঃ, অয়ম্ বাব সঃ—যঃ অন্তঃ হৃদয়ে (হৃদয়-পদ্মে) অয়ম্ আকাশঃ। তৎ এতৎ (উক্ত এই [হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্ম]) পূর্ণম্ (সর্বব্যাপী) [এবং] অপ্রবর্তি (এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনকারী নহেন, অর্থাৎ অবিনাশী)। যঃ (যিনি) এবম্ (পূর্ণ ও প্রবৃত্তিহীনরূপে) [ব্রহ্মকে] বেদ (জানেন), [তিনি] পূর্ণাম্ (পরিপূর্ণ) অপ্রবর্তিনীম্ (অবিনাশী) শ্রিয়ম্ (ঐশ্বর্য) লভতে (লাভ করেন)। ৭-৯

পূর্বে যাঁহাকে ব্রহ্মরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে, তিনিই দেহের বহির্ভাগে বিদ্যমান এই আকাশ; দেহের বহির্ভাগে যে আকাশ, উহাই আবার দেহমধ্যস্থ আকাশ; দেহমধ্যে যে আকাশ, তাহাই আবার হৃদয়পদ্মস্থ আকাশ।[১] উক্ত হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্ম পূর্ণ[২] ও প্রবৃত্তিহীন।[৩] যিনি উক্তরূপে (ব্রহ্মকে) জানেন, তিনি পরিপূর্ণ ও উচ্ছেদহীন ঐশ্বর্য লাভ করেন।[৪] ৭-৯

১। আকাশ এক হইলেও উপলব্ধির বৈচিত্র্যবশতঃ তাহাকে ত্রিধা ভাগ করা হইল—ইহা ঔপাধিক বিভাগ মাত্র। জাগরিতাবস্থায় বহিঃস্থ ভূতাকাশে আনন্দজনক বিষয়সকল উপলব্ধ হয়; কিন্তু সেখানে প্রচুর দুঃখও আছে। স্বপ্নাবস্থায় শরীরাকাশে মনোবৃত্তিসহায়ে আনন্দভোগ হয়; সেখানে অপেক্ষাকৃত অল্প দুঃখ। সুষুপ্তি-অবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তি তিরোহিত হইলে হৃদয়াকাশে দুঃখহীন আনন্দ উপলব্ধ হয়। এইরূপে ক্রমে আকাশের সঙ্কোচ করিয়া ইহাই নির্দেশ করা হইল যে, হৃদয়াকাশ উত্তম স্থান, অতএব চিত্তকে একাগ্র করিয়া উহাকে হৃদয়াকাশে সমাহিত করিতে হইবে।

২। অর্থাৎ তিনি হৃদয়াকাশেই পরিসমাপ্ত নহেন, তিনি সর্বব্যাপী।

৩। অন্যান্য ভূতসমূহ পরিচ্ছিন্ন; কিন্তু হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন নহেন।

৪। ইহা একটি লৌকিক গৌণ ফল মাত্র; ব্রহ্মপ্রাপ্তিই ইহার মুখ্য ফল। উক্ত জ্ঞানী জীবন্মুক্ত হন, অর্থাৎ জীবনকালেই ব্রহ্মত্ব লাভ করেন।

তৃতীয়াধ্যায়—ত্রয়োদশ খণ্ড

(দ্বারপালোপাসনা)

তস্য হ বা এতস্য হৃদয়স্য পঞ্চ দেবসুষয়ঃ স যোঽস্য প্রাঙ্ সুষিঃ স প্রাণস্তচ্চক্ষুঃ স আদিত্যস্তদেতত্তেজোঽন্নাদ্যমিত্যুপাসীত তেজস্ব্যন্নাদো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১

[গায়ত্রীনামক ব্রহ্মের উপাসনার অঙ্গরূপে দ্বারপালোপাসনা বলা হইতেছে। দ্বারপাল সন্তুষ্ট থাকিলে যেরূপ অনায়াসে রাজসমীপে উপস্থিত হওয়া যায়, বর্তমান স্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে] তস্য হ বৈ এতস্য হৃদয়স্য (পূর্বোক্ত সেই এই হৃদয়ের) পঞ্চ (পাঁচটি) দেবসুষয়ঃ ([প্রাণ, আদিত্য, প্রভৃতি] দেবগণকর্তৃক রক্ষিত ছিদ্র, [পরমাত্মার প্রাপ্তির] দ্বার)। অস্য (উক্ত হৃদয়ের) সঃ যঃ (যেটি) প্রাঙ্ সুষিঃ (পূর্বদিগ্‌বর্তী দ্বার, [পূর্বমুখে অবস্থিত ব্যক্তির হৃদয়ের সম্মুখবর্তী ছিদ্রমধ্যে যে বায়ু সঞ্চারিত হয়, এবং হৃদয়ে যাহা অবস্থিত]) সঃ প্রাণঃ (উহাই [মুখনাসিকা অবলম্বনে সম্মুখে গমনকারী] প্রাণ) তৎ চক্ষুঃ (উহাই চক্ষু) সঃ আদিত্যঃ (উহাই আদিত্য)। তৎ এতৎ ([পরমাত্মার দ্বারপাল প্রাণাখ্য] এই ব্রহ্মকে) তেজঃ অন্নাদ্যম্ ইতি (তেজ ও অন্নের আদি বা কারণরূপে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)। যঃ এবম্ বেদ (যিনি যথোক্ত প্রকারে উপাসনা করেন), [তিনি] (তেজস্বী) [ও] অন্নাদঃ (অন্নভোজী, অগ্নিমান্দ্য-বিহীন) ভবতি (হন)। ১

পূর্বোক্ত এই হৃদয়ের দেবগণকর্তৃক রক্ষিত পাঁচটি দ্বার আছে। উক্ত হৃদয়ের যেটি পূর্বদ্বার তন্মধ্যে যিনি আছেন, তিনি প্রাণ, তিনিই চক্ষু, তিনিই আদিত্য।[১] এই প্রাণাখ্য ব্রহ্মকে তেজোরূপে[২] ও অন্নের আদিরূপে[৩] উপাসনা করিবে। যিনি এইরূপ উপাসনা করেন, তিনি তেজস্বী ও দীপ্তাগ্নি হন।[৪] ১

১। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দেবতা আদিত্য চক্ষুতে অধিষ্ঠিত এবং রূপগ্রাহক বলিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়রূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। আবার প্রাণ ব্যতীত চক্ষুর চেষ্টাদি অসম্ভব; অতএব উহারা অভিন্ন। শ্রুতিতে আছে—"আদিত্যো হ বৈ বাহ্যপ্রাণঃ"—সূর্য বাহ্য রূপসমুদয়ে প্রতিষ্ঠিত; আবার প্রাণও সর্বভূত-স্বরূপ; অতএব সূর্য ও প্রাণ অভিন্ন। চক্ষুর দেবতা সূর্য যে চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত, তদ্বিষয়ে এই শ্রুতি আছে—"স আদিত্যঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি চক্ষুষি" (বৃঃ ৩।৯।২০)। বাহিরের উপভোগ্য বিষয়গুলিই বাসনাকারে হৃদয়ে অবস্থান করে; সুতরাং বাহিরের রূপে

অবস্থিত আদিত্যই বাসনাসম্বলিত হৃদয়েও অধিষ্ঠিত আছেন। এবম্প্রকারে একই রূপ ও হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত থাকায় প্রাণদেবতাই সূর্য ও চক্ষু নামে অভিহিত হন। শ্রুতিতে আছে, "আদিত্যই চক্ষুর দেবতা এবং আদিত্যাধিষ্ঠিত সমস্তই প্রাণাত্মক" (ছাঃ ৫।১৯।১-২)।

২। চক্ষু ও আদিত্য উভয়াকারেই প্রাণাখ্য ব্রহ্ম তেজস্বী।

৩। "আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ"—আদিত্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন (শস্য), এবং অতঃপর জীব জাত হয়। সুতরাং সূর্য অন্নের আদি।

৪। ইহা গৌণফল। উপাসনাদ্বারা দ্বারপালের তুষ্টি ও তৎসহায়ে পরমাত্মলাভই মুখ্য ফল।

অথ যোঽস্য দক্ষিণঃ সুষিঃ স ব্যানস্তচ্ছ্রোত্রং স চন্দ্রমাস্ত-দেতচ্ছ্রীশ্চ যশশ্চেত্যুপাসীত শ্রীমান্ যশস্বী ভবতি য এবং বেদ ॥ ২

ব্যানঃ (ব্যানবায়ু [যে বায়ুদ্বারা বলসাধ্য কার্য করা হয়, অথবা যাহা বিভিন্ন সন্ধিস্থলে নানারূপে প্রসারিত হয়] । শ্রোত্রম্ (কর্ণ)। শ্রীঃ (বিভূতি), যশঃ (খ্যাতি)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ২

উক্ত হৃদয়ের যেটি দক্ষিণ দ্বার, তন্মধ্যে যিনি আছেন, তাঁহার নাম ব্যান। তিনিই শ্রবণেন্দ্রিয়, এবং তিনিই চন্দ্রমা।[১] এই ব্যানাখ্য ব্রহ্মকে বিভূতি ও খ্যাতি বলিয়া উপাসনা করিবে।[২] যিনি এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি বিভূতিমান্ ও যশস্বী হন। ২

১। শ্রবণেন্দ্রিয় ও চন্দ্র উভয়েরই সহিত ব্যানের সম্বন্ধ আছে। কর্ণ ও চন্দ্রের সম্বন্ধও শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে—"শ্রোত্রেণ সৃষ্টা দিশশ্চ চন্দ্রমাশ্চ"—বিরাটের শ্রবণেন্দ্রিয়ই চন্দ্রমা ও দিক্‌সমূহাকারে সৃষ্ট হইল।

২। শ্রবণেন্দ্রিয় শ্রবণজ জ্ঞানের কারণ এবং চন্দ্রমা অন্নের কারণ। উক্ত জ্ঞান ও অন্ন আবার ঐশ্বর্যের এবং ঐশ্বর্য যশের কারণ হয়। কর্ণ ও চন্দ্রের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া ব্যানেরও ঐ দুইটি গুণ আছে।

অথ যোঽস্য প্রত্যঙ্ সুষিঃ সোঽপানঃ সা বাক্ সোঽগ্নিস্তদেতদ্ ব্রহ্মবর্চসমন্নাদ্যমিত্যুপাসীত ব্রহ্মবর্চস্যন্নাদো ভবতি য এবং বেদ ॥ ৩

উক্ত হৃদয়ের যেটি পশ্চিম দ্বার, তাহাতে যিনি অবস্থিত, তাঁহার নাম অপান।[১] তিনিই বাগিন্দ্রিয়, তিনিই অগ্নি।[২] এই অপানাখ্য ব্রহ্মকে ব্রহ্মতেজ[৩] ও অন্নের আদি[৪] বলিয়া উপাসনা করিবে। যিনি এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি ব্রহ্মতেজে তেজস্বী ও দীপ্তাগ্নি হন। ৩

১। মূত্রপুরীষাদি ত্যাগের জন্য যে বায়ু অধোদিকে সঞ্চারিত হয়।

২। বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা অগ্নি বাক্‌স্বরূপ। "অপানে তৃপ্যতি" ইত্যাদি শ্রুতি (ছাঃ ৫।২১।২) অনুসারে বাক্‌ই অপান। সুতরাং অপান, বাক্, ও অগ্নি অভিন্ন।

৩। ব্রাহ্মণের বৃত্তি ও স্বাধ্যায় হইতে লভ্য তেজই ব্রহ্মবর্চস্। অগ্নির সহিত এই উভয়ের সম্বন্ধ আছে বলিয়া অপানের সহিতও তাহাদের সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়।

৪। অপানসহায়েই অন্ন ভক্ষিত হয় বলিয়া অপান অন্নের অগ্রবর্তী।

অথ যোঽস্যোদঙ্ সুষিঃ স সমানস্তন্মনঃ স পর্জন্যস্তদেতৎ কীর্তিশ্চ ব্যুষ্টিশ্চেত্যুপাসীত কীর্তিমান্ ব্যুষ্টিমান্ ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪

উক্ত হৃদয়ের যেটি উত্তর দ্বার, তাহাতে যিনি অবস্থিত, তাঁহার নাম সমান[১]। তিনিই মন, তিনিই পর্জন্য বা বরুণদেব।[২] সমাননামক উক্ত ব্রহ্মকে কীর্তি[৩] ও ব্যুষ্টি (অর্থাৎ দেহলাবণ্য), বলিয়া উপাসনা করিবে। যিনি উক্ত প্রকারে উপাসনা করেন, তিনি কীর্তিমান্ ও কান্তিমান্ হন। ৪

১। ভক্ষিত ও পীত বস্তুকে যে বায়ু সমতাপ্রাপ্ত করায় বা জীর্ণ করায়।

২। "সমানে তৃপ্যতি" ইত্যাদি শ্রুতি (ছাঃ ৫।২২।২) অনুসারে মনের সহিত সমানের সম্বন্ধ আছে। "মনসা সৃষ্টা আপশ্চ বরুণশ্চ" এই শ্রুতি অনুসারে মনের সহিত বরুণের সম্বন্ধ আছে। এইরূপে পরস্পর-সম্বন্ধ অপান, মন, ও বরুণের উপাসনা বিধেয়।

৩। মন হইতে জ্ঞান, ও জ্ঞান হইতে কীর্তি লাভ হয়।

অথ যোঽস্যোর্ধ্বঃ সুষিঃ স উদানঃ স বায়ুঃ স আকাশ-স্তদেতদোজশ্চ মহশ্চেত্যুপাসীতৌজস্বী মহস্বান্ ভবতি য এবং বেদ ॥ ৫

উক্ত হৃদয়ের যেটি ঊর্ধ্ব দ্বার, তাহাতে যিনি অবস্থিত, তাঁহার নাম উদান[১]। তিনিই বায়ু, তিনিই আকাশ।[২] উদাননামক উক্ত ব্রহ্মকে ওজস্ (অর্থাৎ বল) এবং মহঃ (অর্থাৎ মহত্ত্বগুণ[৩]) বলিয়া উপাসনা করিবে। যিনি উক্ত প্রকারে উপাসনা করেন, তিনি ওজস্বী ও মহীয়ান্ হন। ৫

১। পদতল হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্ধ্বে গমনকারী, বা উৎকর্ষজনক কর্মকারী, বায়ু।

২। পরস্পর-সম্বদ্ধ বায়ু, আকাশ, ও উদানের উপাসনা বিধেয়। "উদানে তৃপ্যতি" এই শ্রুতি (ছাঃ ৫।২৩।২) অনুসারে বায়ু ও উদান অভিন্ন। আকাশ বায়ুর আধার, এবং শ্রুতিতে (ছাঃ ৫।২৩।২) আছে, "বায়ৌ তৃপ্যত্যাকাশস্তৃপ্যতি" বায়ু তৃপ্ত হইলে আকাশ তৃপ্ত হয়; অতএব উভয়ে অভিন্ন।

৩। বায়ু ও আকাশ উভয়েই বলের কারণ, এবং উভয়েই বিশাল।

তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপাঃ স য এতানেবং পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদাস্য কুলে বীরো জায়তে প্রতিপদ্যতে স্বর্গং লোকং য এতানেবং পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদ ॥ ৬

তে বৈ এতে (পূর্বোক্ত এই) পঞ্চ (পাঁচ জন) ব্রহ্ম-পুরুষাঃ ([হৃদয়াধিষ্ঠাতা] ব্রহ্মের অধীনস্থ পুরুষ) স্বর্গস্য লোকস্য ([হৃদয়রূপ] স্বর্গলোকের) দ্বারপাঃ (দ্বারপালক) [বলিয়া অভিহিত হন]। যঃ (যিনি) এতান্ (এই সকল) এবম্ (এইরূপ গুণবিশিষ্ট) স্বর্গস্য লোকস্য পঞ্চ দ্বারপান্ (দ্বারপালকে) ব্রহ্মপুরুষান্ (ব্রহ্মপুরুষকে) বেদ (উপাসনা করেন, অর্থাৎ উপাসনাদ্বারা বশীভূত করেন), অস্য (ইঁহার) কুলে (বংশে) বীরঃ (বীর) জায়তে (জাত হয়)। যঃ এতান্ এবম্ স্বর্গস্য লোকস্য পঞ্চ দ্বারপান্ ব্রহ্মপুরুষান্ বেদ, সঃ (তিনি)

স্বর্গম্ লোকম্ (স্বর্গলোক, [অর্থাৎ হৃদয়াধিষ্ঠাতা] সুখস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্ত হন) । ৬

পূর্বোক্ত এই পাঁচজন ব্রহ্মাধীন পুরুষ স্বর্গলোকের দ্বারপাল[1] (বলিয়া অভিহিত হন) । যিনি স্বর্গলোকের এইরূপ গুণবিশিষ্ট এই পাঁচজন দ্বারপাল ব্রহ্মপুরুষকে উপাসনা করেন, তাঁহার কুলে বীর জাত হয়।[2] যিনি স্বর্গলোকের এতাদৃশ গুণবান্ এই পাঁচজন দ্বারপাল ব্রহ্মপুরুষকে উপাসনা করেন, তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। ৬

১। রাজপুরুষ বলিতে যেমন রাজার পুরুষ অর্থাৎ কর্মচারী বুঝায়, ব্রহ্মপুরুষ শব্দেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে। দ্বারপালের ন্যায় ইঁহারাও ব্রহ্মদর্শনের পথ উন্মুক্ত বা অবরুদ্ধ করিতে পারেন। ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাণশব্দ-বাচ্য চক্ষু, কর্ণ, বাক্, মন, প্রভৃতি দ্বারপালগণ যখন বহির্মুখ ও বিষয়ভোগে রত হয়, তখন তাহারা ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়ক হয় না। ইন্দ্রিয়গণ যখন সুনিয়ত হয় এবং উপাসনার সহায়ে অধিষ্ঠাতৃদেবতা আদিত্যাদির সহিত অভেদপ্রাপ্ত হয়, তখন তাহারাই আবার ব্রহ্মজ্ঞানের সহায় হয়। (কঃ ২।১।১)

২। অর্থাৎ সুপুত্র জাত হওয়ায় তাঁহার ব্রহ্মলাভের আনুকূল্য ঘটিয়া থাকে। পুত্রের দ্বারা পিতৃঋণ শোধ হয়। সুতরাং পুত্রও পরম্পরায় ব্রহ্মপ্রাপ্তির সহায়ক।

অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষ্বিদং বাব তদ্ যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিস্তস্যৈষা দৃষ্টির্যত্রৈতদস্মিঞ্ছরীরে সংস্পর্শেনোষ্ণিমানং বিজানাতি তস্যৈষা শ্রুতির্যত্রৈতৎ কর্ণাবপিগৃহ্য নিনদমিব নদথুরিবাগ্নেরিব জ্বলত উপশৃণোতি তদেতদ্দৃষ্টং চ শ্রুতঞ্চেত্যুপাসীত চক্ষুষ্যঃ শ্রুতো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ৭

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য ত্রয়োদশখণ্ডঃ ॥

[যে ব্রহ্ম দ্যুলোকেরও উপরে স্বমহিমায় প্রকাশিত আছেন, তাঁহাকে কুক্ষিস্থ জ্যোতিরূপ প্রতীকে কিরূপে উপাসনা করিতে হইবে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে]—অথ (আবার,

উপাসনান্তরের আরম্ভের সূচক) অতঃ (এই) দিবঃ (দ্যুলোকের) পরঃ (=পরম্, পরে বা উর্ধ্বে) বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু (সকলের পৃষ্ঠে) [অর্থাৎ] সর্বতঃ পৃষ্ঠেষু (সংসারাতীতরূপে), অনুত্তমেষু (যাহাদিগ হইতে উৎকৃষ্টতর নাই, সেই সকল) উত্তমেষু লোকেষু (শ্রেষ্ঠ [সত্যাদি] লোক সকলে) যৎ জ্যোতিঃ (যে ব্রহ্মজ্যোতি) দীপ্যতে ([স্বপ্রকাশরূপে] দেদীপ্যমান আছেন) তৎ বাব (তিনিই) ইদম্ জ্যোতিঃ (এই জ্যোতি), ইদম্ যৎ (এই যিনি) অস্মিন্ পুরুষে অন্তঃ (এই পুরুষের শরীরমধ্যে) [উপলব্ধ হন]। যত্র (যে সময়ে) অস্মিন্ শরীরে (এই দেহে) [লোকে] সংস্পর্শেন ([হস্তের দ্বারা] স্পর্শ করিয়া) উষ্ণিমানম্ ([রূপ-সহগামী] উষ্ণতাকে) এতৎ বিজানাতি (এই প্রকারে [সাক্ষাৎভাবে] জানে) [তখন] তস্য (উক্ত জ্যোতির) এষা দৃষ্টিঃ (ইহাই দর্শন, সাক্ষাৎ দর্শনের লিঙ্গ বা উপায়)। যত্র (যখন) কর্ণৌ (কর্ণদ্বয়) অপিগৃহ্য (আচ্ছাদিত করিয়া) নিনদম্ ইব ([রথচক্রের] নির্ঘোষসদৃশ ধ্বনি), নদথুঃ ইব (বৃষভ-নাদ-সদৃশ ধ্বনি), জ্বলতঃ অগ্নেঃ ইব (প্রজ্বলিত অগ্নির শব্দসদৃশ ধ্বনি) এতৎ উপশৃণোতি (এইরূপে, সাক্ষাৎভাবে, শ্রবণ করে) [তখন] তস্য (উক্ত জ্যোতির) এষা শ্রুতিঃ (ইহাই শ্রবণ, সাক্ষাৎ শ্রবণের উপায়)। তৎ এতৎ (উক্ত এই উদরস্থ জ্যোতিকে) দৃষ্টম্ চ শ্রুতম্ চ ইতি (দৃষ্ট ও শ্রুত বলিয়া) [ব্রহ্মদৃষ্টিতে] উপাসীত (উপাসনা করিবে)। যঃ (যিনি) এবম্ বেদ (উক্ত প্রকারে, অর্থাৎ গুণদ্বয়-বিশিষ্টরূপে, [উক্ত জ্যোতিকে ব্রহ্মজ্ঞানে] উপাসনা করেন) [তিনি] চক্ষুষ্যঃ [দর্শনীয়) [ও] শ্রুতঃ (বিশ্রুত, বিখ্যাত) ভবতি (হন)। যঃ এবম্ বেদ [আদরার্থে পুনরুক্তি]। ৭

অনন্তর এই দ্যুলোকের উর্ধ্বে, সকলের পৃষ্ঠে (অর্থাৎ সংসারের উপরে),[১] অনুপম উত্তম লোকসমূহে[২] যে ব্রহ্মজ্যোতি প্রকাশিত আছেন, তিনিই আবার এই মানবশরীরের মধ্যগত জ্যোতি।[৩] যখন এই দেহকে এইরূপ ভাবে স্পর্শ করা হয় যে, উষ্ণতা অনুভূত হইতে পারে, তখন উহাই উক্ত জ্যোতির দর্শনের লিঙ্গ।[৪] যখন কর্ণদ্বয় এইরূপ ভাবে আচ্ছাদিত করা হয় যে, রথনির্ঘোষসদৃশ, বৃষভনিনাদসদৃশ, বা প্রজ্বলিত অগ্নির শব্দের সদৃশ ধ্বনি শুনিতে পারা যায়, তখন উহাই উক্ত জ্যোতির শ্রবণের লিঙ্গ। উক্ত জ্যোতিকে দৃষ্ট ও শ্রুত বলিয়া উপাসনা করিবে। যিনি উক্ত গুণদ্বয়বিশিষ্টরূপে (এই জ্যোতিকে) উপাসনা করেন, তিনি দর্শনীয় ও লোকবিশ্রুত হন। ৭

১। মূলের "সর্বজ্ঞ"—সংসারের ; কারণ বস্তুর সমষ্টিই সর্ব, এবং সংসারও বহুত্ববিশিষ্ট। আত্মা কিন্তু এক এবং বিভেদশূন্য ; সুতরাং তিনি সংসারাতীত।

২। ছাঃ ৩।১২।৬—"ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" হিরণ্যগর্ভাদির দ্বারা অধিষ্ঠিত সত্যাদি লোক উত্তম ; কারণ উহারা ব্রহ্মের নিকটবর্তী, এবং ঐ সকল লোকে ব্রহ্মজ্যোতি অধিকতর প্রকাশিত।

৩। যে ব্রহ্মজ্যোতি নামরূপকে প্রকটিত করিবার জন্য দেহে প্রবেশ করিয়াছেন, দেহের উষ্ণতাই তাঁহার লিঙ্গ (পরের টীকা দ্রঃ) বা পরিচায়ক। দেহের উষ্ণতা জীবেরও লিঙ্গ, কারণ জীব দেহত্যাগ করিলে দেহ শীতল হইয়া যায়। শ্রুতিতেও আছে,—"এই জ্যোতি পরমাত্মায় একীভূত হয়" (ছাঃ ৬।১৫।২)।

৪। যেখানে ধূম সেখানেই অগ্নি আছে ; সুতরাং ধূমের দ্বারা অগ্নির জ্ঞান জন্মাইতে পারা যায় ;—অর্থাৎ ধূম অগ্নির লিঙ্গ বা অনুমানের প্রতি হেতু। বর্তমান স্থলে দর্শন ও শ্রবণ গুণবিশিষ্ট কুক্ষিস্থ জ্যোতিকে ব্রহ্মের প্রতীকরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। উহাতে যে উক্ত গুণদ্বয় আছে, তাহারই প্রমাণস্বরূপে দুইটি লিঙ্গ গৃহীত হইয়াছে—একটি উষ্ণতার স্পর্শ, অপরটি শব্দের শ্রবণ। (ভূমিকা ১৩ পৃঃ দ্রঃ)।

আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দর্শনের পরিচয় দিতে গিয়া স্পর্শের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, যাহাদের রূপ আছে, তাহাদের স্পর্শও আছে ; সুতরাং এই হিসাবে দর্শন ও স্পর্শন সমার্থক।

তৃতীয়াধ্যায়—চতুর্দশ খণ্ড

(শাণ্ডিল্যবিদ্যা)

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুং কুর্বীত ॥ ১

[প্রতীকাবলম্বনে উপাসনা ত্যাগ করিয়া অধুনা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা আরম্ভ হইতেছে। অনেক-শক্তিমান্, অনেক-গুণবান্, ত্রিপাৎ, অমৃত ব্রহ্মের (৩।১২।৬) বহু প্রকার উপাসনা সম্ভবপর ; সুতরাং মনোময়ত্ব প্রভৃতি বিশেষ গুণ ও বিশেষ শক্তি সমন্বিতরূপে উপাসনা বিহিত হইতেছে]—ইদম্ (এই নামরূপে ব্যাকৃত, প্রত্যক্ষাদির বিষয়) সর্বম্ (সমস্ত) খলু [বাক্যালঙ্কারার্থক নিপাত] ব্রহ্ম (ব্রহ্ম, নিরতিশয় মহৎ কারণস্বরূপ),—তৎ-জ-ল-অন্ ইতি (কেন না উক্ত ব্রহ্ম হইতেই জগৎ [সৃষ্টিকালে] জাত হয়, [প্রলয়ে] তাঁহাতে লীন হয়, এবং [স্থিতিকালে] তাঁহাতেই প্রাণক্রিয়াদি করে) ; [অতএব তাঁহাকে] শান্তঃ [সন্] উপাসীত (শান্ত, অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি দোষশূন্য হইয়া, বা সংযত হইয়া [নিম্নোক্ত গুণসমন্বিতরূপে] উপাসনা করিবে)—[অর্থাৎ] অথ খলু (যেহেতু) পুরুষঃ (মানুষ) ক্রতুময়ঃ (যাহার যেরূপ ক্রতু, অর্থাৎ অধ্যবসায় বা "ইহা এই রূপই, অন্যরূপ নহে" এবম্প্রকার অবিচলিত প্রত্যয়, সেইরূপ ; ভাবরূপী),—অস্মিন্ লোকে (এই জগতে, জীবিতাবস্থায়) পুরুষঃ (জীব) যথা-ক্রতুঃ ভবতি (যেরূপ অধ্যবসায় বা ভাব অবলম্বন করে) ইতঃ প্রেত্য (এই শরীর ত্যাগের পর) তথা (সেইরূপ) ভবতি (হয়), [অতএব] সঃ (সেই জীব [এই তত্ত্ব জানিয়া]) ক্রতুম্ কুর্বীত (অধ্যবসায় বা অবিচলিত প্রত্যয় অবলম্বন করিবে)। ১

এই সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মই ; কারণ তাঁহা হইতেই উহা জাত হয়, তাঁহাতে লীন হয়, ও তাঁহাতে জীবিত থাকে।[১] অতএব শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে ;[২]—(অর্থাৎ) মানুষ যেহেতু ভাবরূপী, সে জীবিতাবস্থায় যেরূপ নিশ্চয়শীল হয়, দেহত্যাগের পর সেইরূপই হইয়া থাকে,[৩]—(অতএব) সে (এই তত্ত্ব জানিয়া) দৃঢ়প্রত্যয় অবলম্বন করিবে[৪] (অর্থাৎ তদ্ভাবে ভাবিত হওয়া রূপ উপাসনা অবলম্বন করিবে[৫])। ১

১। তজ্জলান=তজ্জম্+তল্লম্+তদনম্ ; "জন্" ধাতুর অর্থ জাত হওয়া, "লী"র অর্থ লয় হওয়া, এবং "অন্"এর অর্থ জীবন ধারণ করা। এই তিন অবস্থার কোনও অবস্থাতেই জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া গৃহীত হয় না, সর্বাবস্থায়ই জগৎ ব্রহ্মরূপে অবস্থিত।

২। সমস্তই যখন ব্রহ্ম, তখন রাগদ্বেষ বৃথা।

৩। গীতা ৮।৬

৪। গীতা ২।৪১

৫। ভাববিশেষকে দীর্ঘকাল অন্তঃকরণে ধারণ করিয়া রাখাকেই উপাসনা বলে। বর্তমান স্থলে ইহাই বলা হইল যে, তত্ত্বনিশ্চয় না হওয়া পর্যন্ত বিশেষ অধিকারীর পক্ষে উপাসনা অবলম্বনীয়।

মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ ॥ ২

[কিরূপ ক্রতু বা অধ্যবসায় করিতে হইবে, তাহা বলা হইতেছে]—মনঃ-ময়ঃ ([মনোরূপ উপাধিবশতঃ মনের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি অনুযায়ী যিনি প্রবৃত্তিমান্ ও নিবৃত্তিমান্ বলিয়া প্রতিভাত হন, মনই যাঁহার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির কারণ), প্রাণশরীরঃ (লিঙ্গশরীরই যাঁহার দেহ), ভারূপঃ (চৈতন্যদীপ্তিই যাঁহার রূপ), সত্যসঙ্কল্পঃ (যাঁহার সঙ্কল্প অমোঘ), আকাশ-আত্মা (যাঁহার স্বরূপ আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী, রূপাদিহীন ও সূক্ষ্ম), সর্বকর্মা (সমস্ত জগৎই যাঁহার কর্ম), সর্বকামঃ (সর্ববিধ [বিশুদ্ধ] কামনাই যাঁহার), সর্বগন্ধঃ (সমস্ত [উত্তম] গন্ধই যাঁহার), সর্বরসঃ (সমস্ত [উত্তম] রসই যাঁহার), সর্বম্ ইদম্ (এই সমস্ত জগৎ) অভ্যাত্তঃ (পরিব্যাপ্ত করিয়া যিনি বিদ্যমান), [যিনি] অবাকী (বাগিন্দ্রিয়-বিবর্জিত, অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয়শূন্য), অনাদরঃ (আগ্রহশূন্য)— । ২

"মনই যাঁহার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির কারণ, লিঙ্গশরীর[১] যাঁহার দেহ, চৈতন্যদীপ্তিই যাঁহার রূপ, যিনি সত্যসঙ্কল্প, আকাশাত্মা, সর্বকর্মা, সর্বকাম,[২] সর্বগন্ধ, ও সর্বরস, যিনি এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া বর্তমান, যিনি ইন্দ্রিয়শূন্য[৩] ও আগ্রহবিবর্জিত— । ২

১। যে শরীরে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি সমষ্টীকৃত হইয়াছে। "মনোময় ও প্রাণশরীর" এই বিশেষণদ্বয় জীবের পক্ষেই প্রযোজ্য হইলেও, ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ আছে বলিয়া ব্রহ্মে প্রযুক্ত হইল। (মুঃ ৩।২।৭)

২। সর্বকাম—সর্ব কামনা যাঁহার (বহুব্রীহি সমাস)। এখানে অন্যরূপ (কর্মধারয়) সমাস করিয়া "যিনি সর্বকামনা-স্বরূপ" এইরূপ অর্থ করা চলে না, কারণ ঈশ্বর নিত্য এবং কামনা তাঁহার কার্য। বিশেষতঃ কামনা চেতনকে অবলম্বন করিয়াই থাকে। "সর্বগন্ধ, সর্বরস" স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। এই সকল কাম গন্ধ ও রস ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত আছে। অন্বয়ে এই সব স্থলে সর্বশব্দটির অর্থ "সমুদয়" না করিয়া "সমুদয় শুভ"

এইরূপ করা হইয়াছে; কারণ অশুভ কামনাদি অবিদ্যাপ্রসূত, উহারা ঈশ্বরে থাকিতে পারে না। (গীতা ৭।৭-১১) ৩। "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা"—শ্বেঃ ৩।১৯

এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বৈষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ ॥ ৩

[পূর্বোক্ত পরমাত্মার সহিত প্রত্যগাত্মার অভেদ প্রদর্শিত হইতেছে]—এষঃ ([যথোক্ত-গুণবিশিষ্ট] ইনিই) অন্তঃ-হৃদয়ে (হৃদয়পদ্মমধ্যে অবস্থিত) মে (আমার) আত্মা (আত্মা) ব্রীহেঃ বা (ধান্যবিশেষ হইতে) যবাৎ বা (বা যব হইতে), সর্ষপাৎ বা (সরিষা হইতে), শ্যামাকাৎ বা (বা শ্যামাক হইতে), শ্যামাকতণ্ডুলাৎ বা (বা শ্যামাক-তণ্ডুল হইতে) অণীয়ান্ (সূক্ষ্মতর) [অর্থাৎ নিখিল সূক্ষ্মবস্তু হইতেও সূক্ষ্মতর]; এষঃ অন্তর্হৃদয়ে মে আত্মা পৃথিব্যাঃ (ভূর্লোক হইতে) জ্যায়ান্ (বৃহত্তর), অন্তরিক্ষাৎ (অন্তরিক্ষ হইতে) জ্যায়ান্, দিবঃ (দ্যুলোক হইতে) জ্যায়ান্—এভ্যঃ লোকেভ্যঃ (এই সমস্ত লোক হইতে) জ্যায়ান [অর্থাৎ নিখিল বৃহৎ বস্তু হইতেও বৃহত্তর, বা অনন্ত]। ৩

"—হৃদয়পদ্মমধ্যে অবস্থিত উক্ত-গুণবিশিষ্ট আমার এই আত্মাই ব্রীহি, যব, সর্ষপ, শ্যামাক, কিংবা শ্যামাকতণ্ডুল অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর; হৃদয়পদ্মমধ্যে অবস্থিত আমার এই আত্মাই পৃথিবী হইতে বিশালতর, অন্তরিক্ষ হইতে বৃহত্তর, দ্যুলোক হইতে বৃহত্তর—এই সমস্ত লোক হইতে বিশালতর।[১] ৩

১। প্রথমে আত্মাকে সূক্ষ্ম বলা হইল; কিন্তু পাছে কেহ মনে করে যে, আত্মা অণুপরিমাণ, এই জন্য তাঁহাকে পৃথিব্যাদি অপেক্ষা বড় বলা হইল। কিন্তু তথাপি মনে হইতে পারে যে, আত্মা পৃথিব্যাদিরই মত, সেই জন্য তাঁহাকে অনন্ত বলা হইল।

সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয় এতদ্ ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসংভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাঽস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ ॥ ৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্দশখণ্ডঃ ॥

[ঈশ্বরকে পূর্বোক্ত-গুণবিশিষ্টরূপেই উপাসনা করিতে হইবে, ইহা বুঝাইবার জন্য বলা হইতেছে]—সর্বকর্মা [ইত্যাদি পূর্ববৎ] এতৎ ব্রহ্ম (ইনি ব্রহ্ম) ; ইতঃ প্রেত্য (এই শরীর ত্যাগ করিয়া) এতম্ (ইঁহাকে) অভিসম্ভবিতাস্মি (প্রাপ্ত হইব)—ইতি অদ্ধা (সত্যই এইরূপ নিশ্চয়) যস্য (যাঁহার) স্যাৎ (হইবে) [এবং এই বিষয়ে] ন বিচিকিৎসা অস্তি (সংশয় থাকিবে না) [তিনি উক্তরূপ ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইবেন]—ইতি (এই কথা) শাণ্ডিল্যঃ (শাণ্ডিল্যনামক ঋষি) আহ স্ম হ (বলিয়াছিলেন)। শাণ্ডিল্যঃ [আদরার্থক পুনরুক্তি]। ৪

"যিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, তিনিই সমস্ত ব্যাপিয়া বিদ্যমান ; তিনি ইন্দ্রিয়শূন্য ও আগ্রহবিবর্জিত ;[১] ইনিই হৃদয়পদ্মমধ্যে অবস্থিত আমার আত্মা।[২] ইনি ব্রহ্ম। দেহত্যাগের পর আমি ইঁহাকেই পাইব[৩]"—যাঁহার সত্যই এইরূপ নিশ্চয় আছে এবং এই বিষয়ে কোনও সংশয় নাই, তিনি ঐ ঈশ্বরত্বই প্রাপ্ত হইবেন—এই কথা শাণ্ডিল্য ঋষি বলিয়াছিলেন। ৪

১। বহুব্রীহি দুই প্রকার—তদ্‌গুণ-সংবিজ্ঞান ও অতদ্‌গুণ-সংবিজ্ঞান। প্রথমোক্ত সমাসে বিশেষণীভূত গুণের সহিত ক্রিয়ার সম্বন্ধ ঘটে ; "লম্বকর্ণকে আন" বলিলে দীর্ঘকর্ণবিশিষ্ট পুরুষকেই আনা হয়। দ্বিতীয় প্রকারের সমাসে ক্রিয়ার সহিত বিশেষণীভূত অংশের ঐরূপ সম্বন্ধ হয় না ; যথা "রাজপুরুষকে আন" বলিলে শুধু পুরুষকেই আনা হয়, রাজার সহিত আনয়ন ক্রিয়ার সম্বন্ধ ঘটে না। বর্তমান স্থলে বিশেষণের দ্বারা লক্ষিত নির্গুণ ঈশ্বর উপাস্য নহেন ; কিন্তু বিশেষণবিশিষ্ট সগুণ ঈশ্বরই উপাস্য। অর্থাৎ পূর্বোক্ত সমাসগুলি তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহির পর্যায়ভুক্ত।

২। এখানে প্রত্যগাত্মার উপাসনা বিধেয় নহে, পরমাত্মাই উপাস্য ;—"আমার আত্মা" বলায় এইরূপ অর্থই প্রতিভাত হইতেছে। প্রত্যগাত্মা উপাস্য হইলে "আমার" বলা অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক হইত।

৩। যিনি সগুণব্রহ্মের উপাসক, তাঁহার একবার মাত্র তত্ত্ববুদ্ধি উপস্থিত হইলেও তদ্দ্বারা অদৃষ্ট ফল সিদ্ধ হয় না ; পরন্তু দেহপাতকালেও তাঁহাকে উক্ত তত্ত্বজ্ঞানের অনুবৃত্তি করিতে হয় ; তবেই তাঁহার ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ও ক্রমমুক্তি হইয়া থাকে।

তৃতীয়াধ্যায়—পঞ্চদশ খণ্ড

(কোশবিজ্ঞান)

অন্তরিক্ষোদরঃ কোশো ভূমিবুধ্নো ন জীর্যতি।
দিশো হ্যস্য স্রক্তয়ো দ্যৌরস্যোত্তরং বিলং।
স এষ কোশো বসুধানস্তস্মিন্ বিশ্বমিদং শ্রিতম্॥ ১

[৩।১৩।৬এ বলা হইয়াছে যে, বীরপুত্র জাত হয়। কিন্তু শুধু পুত্রজন্মের দ্বারাই পিতার ত্রাণ হয় না। পুত্র বেদাধ্যায়ী হওয়া আবশ্যক। পুত্র শিক্ষিত হইলেই পিতার লোকলাভের কারণ হয় (বৃঃ ১।৫।১৭)। অতএব পুত্রের দীর্ঘায়ু লাভের জন্য কোশবিজ্ঞান আরম্ভ হইতেছে। ৩।১৩।৬এর পরেই এই খণ্ড আরম্ভ করা উচিত ছিল; কিন্তু গায়ত্রী-উপাধিক ব্রহ্মের উপাসনা অপেক্ষা জাঠরাগ্নিরূপ প্রতীকে পরব্রহ্মের উপাসনার প্রতি ও এই দ্বিতীয় উপাসনার অন্তরঙ্গ শাণ্ডিল্যবিদ্যার প্রতি অধিকতর আগ্রহ থাকায় শ্রুতি ঐ দুইটি অগ্রে শেষ করিয়া পুনরায় পূর্বপ্রস্তাবিত বিষয় আরম্ভ করিতেছেন]—অন্তরিক্ষ-উদরঃ (অন্তরিক্ষ যাহার উদর বা মধ্যস্থিত শূন্য অংশ), ভূমি-বুধ্নঃ (পৃথিবী যাহার গোলাকার অধোভাগ) [সেই] কোশঃ (ত্রিলোকাত্মক ধনাগার) ন জীর্যতি (বিনষ্ট হয় না); দিশঃ হি (দিক্ সকলই) অস্য (ইহার) স্রক্তয়ঃ (কোণসমূহ), দ্যৌঃ (দ্যুলোক) অস্য উত্তরম্ বিলম্ (ঊর্ধ্ব রন্ধ্র, উপরের মুখ)। সঃ এষঃ কোশঃ (উক্ত এই ভুবনকোশই) বসুধানঃ (রত্নভাণ্ড, কর্মফলের আগার)। তস্মিন্ (তন্মধ্যে) ইদম্ বিশ্বম্ ([প্রত্যক্ষাদির দ্বারা উপলব্ধ] এই সমস্ত, অর্থাৎ কর্মফলসকল ও তাহাদের সাধনবর্গ) শ্রিতম্ (আশ্রিত রহিয়াছে)। ১

অন্তরিক্ষরূপ উদরবিশিষ্ট ও ভূমিরূপ অধোভাগসমন্বিত ভুবনকোষটির বিনাশ হয় না।[১] দিক্‌সকলই ইহার বিভিন্ন কোণ, এবং দ্যুলোক ইহার উপরের মুখ। উক্ত এই ভুবনকোষই রত্নভাণ্ডারস্থানীয়—এই সমস্তই তন্মধ্যে আশ্রিত আছে।[২] ১

১। "চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে"—ব্রহ্মার এক দিনের (১২ ঘণ্টার) পরিমাণ (মানবীয়) এক সহস্র চারিযুগ। ইহাই ত্রিলোকের স্থিতিকাল (গীতা ৮।১৭)। এই সুদীর্ঘ কালকেই এখানে অবিনাশী বলা হইল; বস্তুতঃ ইহা অবিনাশী নহে। এই আপেক্ষিক অবিনাশিত্ব ধ্যানেরই অঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে।

২। অর্থাৎ ত্রৈলোক্যাত্মা প্রভৃতিতে কোষ প্রভৃতির দৃষ্টি আরোপ করিয়া ধ্যান করিতে হইবে।

তস্য প্রাচী দিগ্ জুহূর্নাম সহমানা নাম দক্ষিণা রাজ্ঞী নাম প্রতীচী সুভূতা নামোদীচী তাসাং বায়ুর্বৎসঃ স য এতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ ন পুত্ররোদং রোদিতি সোঽহমেতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ মা পুত্ররোদং রুদম্ ॥ ২

[উক্ত দিক্‌সমূহের অবান্তর বিভাগগুলিকে কোষের কোণরূপে ধ্যান করিতে হইবে]—তস্য (উক্ত ভুবনকোষের) প্রাচী দিক্ (পূর্ব দিক্) জুহূঃ নাম (প্রসিদ্ধ জুহূ [=যে হাতায় হব্য রাখিয়া আহুতি দেওয়া হয়। পূর্ব দিক্ জুহূ, কারণ ঐ দিকে মুখ করিয়া আহুতি দেওয়া হয়], দক্ষিণা (দক্ষিণ দিক্) সহমানা নাম (যমপুরী [যেখানে প্রাণিগণ পাপকর্মের ফল সহ্য করে]), প্রতীচী (পশ্চিম দিক্) রাজ্ঞী নাম (রাজ্ঞী, রাজা বরুণের দ্বারা অধিষ্ঠিত, কিংবা সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিত), উদীচী (উত্তর দিক্) সুভূতা নাম (সুভূতি, বিভূতিমান্ অর্থাৎ ঐশ্বর্যবান্ [কুবের প্রভৃতি] কর্তৃক অধিষ্ঠিত)। বায়ুঃ (বায়ু) তাসাম্ (ঐ দিক্‌সকলের) বৎসঃ (সন্তান) [কারণ বায়ু দিক্‌সম্ভূত]। যঃ (যে কেহ) দিশাম্ (দিক্‌সমূহের) বৎসম্ (সন্তান) এতম্ বায়ুম্ (এই বায়ুকে) এবম্ (এইরূপ গুণশালী, অর্থাৎ অমৃতস্বরূপে) বেদ (উপাসনা করেন) সঃ (তিনি) পুত্ররোদম্ ন রোদিতি (পুত্রের জন্য ক্রন্দনরূপ ক্রন্দন করেন না, অর্থাৎ তাঁহার পুত্রবিয়োগ হয় না)। সঃ অহম্ (সেই [পুত্রজীবনাভিলাষী] আমি) দিশাম্ বৎসম্ এতম্ বায়ুম্ এবম্ বেদ (উপাসনা করি) [সুতরাং] পুত্ররোদম্ মা [অ-]রুদম্ (যেন ক্রন্দন না করি)। ২

উক্ত ভুবনকোষের পূর্ব দিক্‌ই জুহূ,[১] দক্ষিণ দিক্ সহমানা, পশ্চিম দিক্ রাজ্ঞী, উত্তর দিক্ সুভূতা। বায়ু উক্ত দিক্‌সমূহের বৎস। যে কেহ দিক্‌সমূহের সন্তান এই বায়ুকে এইরূপে (অমর বলিয়া) জানেন, তিনি পুত্রশোকবশতঃ রোদন করেন না। (পুত্রজীবনাভিলাষী) উক্তরূপ আমিও দিক্‌পুত্র বায়ুর উপাসনা করি ; অতএব আমায় যেন পুত্রবিয়োগ-শোক না করিতে হয়।[২] ২

১। যজ্ঞকর্মে ব্যবহৃত ধ্রুবা, উপভৃৎ, জুহূ ও স্রুব এই চারিখানি কাঠের হাতার সাধারণ নাম স্রুক্। অধ্বর্যু দক্ষিণ হস্তে জুহূ লইয়া তাহাতে হোমদ্রব্য রাখিয়া আহুতি দেন। উপভৃৎ বাম হস্তে জুহূর নীচে ধরা হয়; উদ্দেশ্য, জুহূ হইতে হোমদ্রব্যের কোন অংশ স্খলিত হইলে উপভৃতেই পড়িবে। বেদিতে স্থির (ধ্রুব) ভাবে রক্ষিত যে আজ্যস্থালী হইতে হোমার্থ আজ্য গৃহীত হয়, উহা ধ্রুবা। ধ্রুবা হইতে আজ্যগ্রহণার্থ ব্যবহৃত হাতা স্রুব (রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)।

২। কোষরূপে কল্পিত ত্রৈলোক্যাত্মা ক পুরুষ, চতুর্দিক্কে তাঁহার স্ত্রী এবং অমরণধর্মা বায়ুকে তাঁহার বৎসরূপে কল্পনা করিয়া উপাসনা ও তাহার ফল প্রদর্শিত হইল। এইরূপ ধ্যান করিয়া পরে পরবর্তী মন্ত্র জপ করিতে হইবে।

অরিষ্টং কোশং প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা প্রাণং প্রপদ্যেঽমুনাঽ-মুনাঽমুনা ভূঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা ভুবঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা স্বঃ প্রপদ্যেঽমুনাঽমুনাঽমুনা ॥ ৩

[পূর্বোক্ত উপাসনার অঙ্গীভূত জপমন্ত্র বলা হইতেছে]—[যথোক্ত] অরিষ্টম্ (অবিনাশী) কোশম্ প্রপদ্যে (কোশের শরণ লইতেছি) অমুনা (অমুক পুত্রের [আয়ুর] জন্য), অমুনা, অমুনা [তিন বার পুত্রের নাম গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা বুঝাইবার জন্য তিনবার অমুনা]; প্রাণম্ প্রপদ্যে (প্রাণের শরণ লইতেছি) অমুনা, অমুনা, অমুনা ; ভূঃ প্রপদ্যে [ইত্যাদিও অনুরূপ]। [প্রাণ ইত্যাদির ব্যাখ্যা পরে আছে]। ৩

অমুকের জন্য, অমুকের জন্য, অমুকের জন্য অবিনাশী কোশের শরণ লইতেছি ; অমুকের জন্য, অমুকের জন্য, অমুকের জন্য প্রাণের শরণ লইতেছি ; অমুকের জন্য, অমুকের জন্য, অমুকের জন্য ভূঃ এর শরণ লইতেছি ; অমুকের জন্য, অমুকের জন্য, অমুকের জন্য ভুবঃ এর শরণ লইতেছি ; অমুকের জন্য, অমুকের জন্য, অমুকের জন্য স্বর্ এর শরণ লইতেছি। ৩

স যদবোচং প্রাণং প্রপদ্য ইতি প্রাণো বা ইদং সর্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ তমেব তৎ প্রাপৎসি ॥ ৪

সঃ (উক্ত আমি) যৎ (এই যে) অবোচম্ (বলিলাম), প্রাণম্ প্রপদ্যে ইতি (এই কথা),—যৎ ইদম্ কিম্ চ (এই যাহা কিছু আছে) ইদম্ (এই) সর্বম্ (সকল) ভূতম্ বৈ (ভূতই) প্রাণঃ (প্রাণস্বরূপ),—তৎ (সুতরাং) তম্ এব প্রাপৎসি (তাহারই শরণ লইয়াছি) । ৪

এই যে আমি বলিলাম, "প্রাণের শরণ লই," (তাহার হেতু এই)—এই যাহা কিছু, এই সমুদয় ভূতবর্গই প্রাণস্বরূপ ; সুতরাং আমি তাহারই শরণ লইয়াছি । ৪

অথ যদবোচং ভূঃ প্রপদ্য ইতি পৃথিবীং প্রপদ্যেঽন্তরিক্ষং প্রপদ্যে দিবং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচম্ ॥ ৫

অথ (অনন্তর) ভূঃ প্রপদ্যে ইতি যৎ অবোচম্—পৃথিবীম্ (পৃথিবীকে) প্রপদ্যে, অন্তরিক্ষম্ (অন্তরিক্ষকে) প্রপদ্যে, দিবম্ (দ্যুলোককে) প্রপদ্যে—ইতি এব (এই অর্থেই) তৎ (উক্ত বাক্য) অবোচম্ । ৫

অনন্তর আমি যে বলিলাম, "ভূঃ এর শরণ লই,"—ইহাতে এই কথাই বলিলাম যে, আমি পৃথিবীর শরণ লইতেছি, অন্তরিক্ষের শরণ লইতেছি, দ্যুলোকের শরণ লইতেছি । ৫

অথ যদবোচং ভুবঃ প্রপদ্য ইত্যগ্নিং প্রপদ্যে বায়ুং প্রপদ্য আদিত্যং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচম্ ॥ ৬

অনন্তর আমি যে বলিলাম, "ভুবঃ এর শরণ লই,"—ইহাতে এই কথাই বলিলাম যে, আমি অগ্নির শরণ লইতেছি, বায়ুর শরণ লইতেছি, আদিত্যের শরণ লইতেছি । ৬

অথ যদবোচং স্বঃ প্রপদ্য ইত্যৃগ্বেদং প্রপদ্যে যজুর্বেদং প্রপদ্যে সামবেদং প্রপদ্য ইত্যেব তদবোচং তদবোচম্[১] ॥ ৭

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চদশখণ্ডঃ ॥

অনন্তর আমি যে বলিলাম, "স্বর্ এর শরণ লই,"—ইহাতে এই কথাই বলিলাম যে, আমি ঋগ্বেদের শরণ লইতেছি, যজুর্বেদের শরণ লইতেছি, সামবেদের শরণ লইতেছি। ৭

২। আদরার্থে পুনরুক্তি।

তৃতীয়াধ্যায়—ষোড়শ খণ্ড

(পুরুষযজ্ঞ)

পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্বিংশতিবর্ষাণি তৎ প্রাতঃসবনং চতুর্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃসবনং তদস্য বসবোঽন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাব বসব এতে হীদং সর্বং বাসয়ন্তি ॥ ১

[নিজে জীবিত থাকিলেই পুত্রাদি ফল লভ্য হয়; সুতরাং উপাসকের নিজের দীর্ঘ জীবন লাভের জন্য পরবর্তী উপাসনা ও মন্ত্রজপ বিহিত হইতেছে]—পুরুষঃ বাব (পুরুষই, দেহধারী জীবই) যজ্ঞঃ (যজ্ঞস্বরূপ, [পুরুষে যজ্ঞদৃষ্টি করিবে]); [কারণ] তস্য (তাহার) যানি (যে সকল) চতুঃ-বিংশতি-বর্ষাণি (চব্বিশ বৎসর) [আয়ু] তৎ (তাহা) প্রাতঃ-সবনম্— (প্রাতঃসবন স্থানীয় [তাহাতে প্রাতঃসবনদৃষ্টি বিধেয়] উহা প্রাতঃকালোপলক্ষিত কর্মসদৃশ) —[কারণ] গায়ত্রী (গায়ত্রীচ্ছন্দ) চতুঃ-বিংশতি-অক্ষরা (চব্বিশ অক্ষরে গ্রথিত), প্রাতঃসবনম্ গায়ত্রম্ (প্রাতঃসবন গায়ত্রী-ছন্দের স্তোত্রবিশিষ্ট); বসবঃ (বসুগণ) অস্য (এই পুরুষযজ্ঞের) তৎ অন্বায়ত্তাঃ (উক্ত প্রাতঃসবনে অনুগত, [অর্থাৎ বহির্যজ্ঞে যেমন বসুগণ প্রাতঃসবনের অধিপতি, পুরুষযজ্ঞেও সেইরূপ]), [তবে পুরুষযজ্ঞে] প্রাণাঃ বাব (ইন্দ্রিয়গণ ও প্রাণবায়ু সকলেই) বসবঃ (বসুগণ স্থানীয়, [প্রাণসকলে বসুগণের দৃষ্টি আরোপণীয়]), হি (কারণ) তে (তাঁহারা) ইদম্ সর্বম্ (এই পুরুষাদি প্রাণিবর্গকে) বাসয়ন্তি (বাস করাইয়া থাকে [অর্থাৎ প্রাণাদি থাকিলেই জীবনধারণ সম্ভব হয়])। ১

পুরুষই যজ্ঞ; তাহার যে (প্রথম) চব্বিশ বৎসর আয়ু, উহাই

প্রাতঃসবন[1]—গায়ত্রীচ্ছন্দ চতুর্বিংশতি অক্ষরবিশিষ্ট, ও প্রাতঃসবনে গায়ত্রীচ্ছন্দের স্তোত্র উচ্চারিত হয়। বসুগণ পুরুষযজ্ঞের উক্ত প্রাতঃসবনে অনুগত আছেন; প্রাণসমূহই বসু,[2] কারণ তাহারাই এই ভূতবর্গকে বাস করাইয়া থাকে। ১

১। অগ্নিষ্টোম সোমযাগ তিন সবনে সম্পাদ্য—প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন সবন, ও তৃতীয় সবন। এই দিনটিতে (সুত্যাদিনে) তিনবার সোমাভিষব, সোমাহুতি, ও সোমপান হয়। সবনত্রয়ে ছন্দোবিভাগ সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এইরূপ উল্লেখ আছে—"প্রজাপতি পুরাকালে যজ্ঞ ও ছন্দঃ সমূহকে দেবগণের জন্য ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি প্রাতঃসবনে অগ্নি ও বসুগণের ভাগে গায়ত্রীকে দিলেন, মাধ্যন্দিন সবনে ইন্দ্র ও রুদ্রগণের ভাগে ত্রিষ্টুপ্‌কে (প্রতি চরণে ১১ অক্ষর) দিলেন, এবং তৃতীয় সবনে বিশ্বদেবগণ ও আদিত্যগণের ভাগে জগতীকে (প্রতি চরণে ১২ অক্ষর) দিলেন।" (২।২৪।১ টীকা দ্রঃ)।

২। অষ্টবসু—

ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ বিষ্ণুশ্চৈবানিলোঽনলঃ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ ক্রমাৎ স্মৃতাঃ॥

তঞ্চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণা বসব ইদং মে প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনং সবনমনুসন্তনুতেতি মাঽহং প্রাণানাং বসূনাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি॥ ২

এতস্মিন্ বয়সি ([প্রাতঃসবনরূপে কল্পিত] এই বয়সে) চেৎ (যদি) তম্ ([যজ্ঞরূপে কল্পিত] তাঁহাকে) কিম্ চিৎ ([মরণের আশঙ্কা উৎপাদক ব্যাধি প্রভৃতি] কিছু) উপতপেৎ (সন্তাপ দেয়) [তবে] সঃ (তিনি) ব্রূয়াৎ (বলিবেন, অর্থাৎ এই মন্ত্র জপ করিবেন)—প্রাণাঃ বসবঃ (হে বসুরূপী প্রাণগণ), মে ([যজ্ঞরূপী] আমার) ইদম্ প্রাতঃসবনম্ ([প্রথম চব্বিশ বৎসররূপ] এই প্রাতঃসবনকে) মাধ্যন্দিনম্ সবনম্ অনুসন্তনুত ([মধ্যম বয়সরূপ] মাধ্যন্দিন সবনের সহিত একীভূত বা সম্মিলিত করুন) [অর্থাৎ আমি যেন প্রথম বয়স পূর্ণ

করিয়া মধ্যম বয়সে উপস্থিত হইতে পারি] ইতি ; যজ্ঞঃ অহম্ (যজ্ঞরূপী আমি) প্রাণানাম্ বসূনাম্ ([প্রাতঃসবনাধিপতি] বসুরূপী প্রাণবৃন্দের) মধ্যে (মধ্যে) মা বিলোপ্সীয় (যেন বিলুপ্ত না হই, আমার জীবন যেন বিচ্ছিন্ন না হয়) ইতি। [তিনি সেইরূপ জপ ও উপাসনা সহায়ে] ততঃ হ (সেই [ব্যাধি প্রভৃতি] উপতাপ হইতে) উৎ-এতি এব (নিশ্চয়ই উত্থিত বা মুক্ত হন) [এবং] অগদঃ হ (নিশ্চয়ই নিরাময়) ভবতি (হন)। ২

উক্ত (চব্বিশ বৎসর) বয়সের মধ্যে যদি (যজ্ঞরূপী) তাঁহাকে কোনও ব্যাধ্যাদি যন্ত্রণা দেয়, তবে তিনি এই মন্ত্র জপ করিবেন,—"হে বসুরূপী প্রাণগণ, আপনারা আমার এই প্রাতঃসবনকে মাধ্যন্দিন সবনের সহিত সম্মিলিত করুন ; যজ্ঞরূপী আমি যেন বসুরূপী প্রাণবৃন্দের মধ্যে বিলীন না হই।" (ইহার ফলে) তিনি উক্ত ব্যাধি প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইয়া অবশ্যই নিরাময় হন। ২

অথ যানি চতুশ্চত্বারিংশদ্বর্ষাণি তন্মাধ্যন্দিনং সবনং চতুশ্চত্বারিংশদক্ষরা ত্রিষ্টুপ্ ত্রৈষ্টুভং মাধ্যন্দিনং সবনং তদস্য রুদ্রা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাব রুদ্রা এতে হীদং সর্বং রোদয়ন্তি ॥ ৩

অথ (অনন্তর) যানি (যে সকল) চতুঃ-চত্বারিংশৎ (চুয়াল্লিশ) বর্ষাণি (বৎসর) তৎ (উহা) মাধ্যন্দিনম্ সবনম্ [তাহাতে মাধ্যন্দিন সবনের দৃষ্টি আরোপণীয়]—[কারণ] ত্রিষ্টুপ্ (ত্রিষ্টুপ্-ছন্দ) চতুঃচত্বারিংশৎ-অক্ষরা ([প্রতি চরণে ১১ করিয়া] চুয়াল্লিশ অক্ষরবিশিষ্ট), মাধ্যন্দিনম্ সবনম্ ত্রৈষ্টুভং (ত্রিষ্টুপ্-ছন্দের মন্ত্রবিশিষ্ট)। রুদ্রাঃ (রুদ্রগণ) অস্য (এই পুরুষযজ্ঞের) তৎ অন্বায়ত্তাঃ (উক্ত মাধ্যন্দিন সবনে অনুগত) [অর্থাৎ বহির্যজ্ঞে যেরূপ রুদ্রগণ মাধ্যন্দিন সবনের অধিপতি, পুরুষযজ্ঞেও সেইরূপ]। প্রাণাঃ বাব রুদ্রাঃ (প্রাণসমূহই রুদ্র, [প্রাণসমূহে রুদ্রগণের দৃষ্টি আরোপণীয়])— হি (কারণ) এতে (এই প্রাণবৃন্দ) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্তকে) রোদয়ন্তি (রোদন করায়)। ৩

অতঃপর যে চুয়াল্লিশ বৎসর, উহা মাধ্যন্দিন সবন। ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দে চুয়াল্লিশ অক্ষর আছে, এবং মাধ্যন্দিন সবনে ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দের মন্ত্র উচ্চারিত হয়।

রুদ্রগণ (পুরুষযজ্ঞের) উক্ত মাধ্যন্দিন সবনে অনুগত আছেন। প্রাণসমূহই রুদ্রগণ, কারণ ইহারাই এই ভূতবর্গকে রোদন করায়।[1] ৩

১। পুরুষযজ্ঞে প্রাণগণই রুদ্র। রুদ্র শব্দ রুদ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে; ইঁহার অর্থ ক্রন্দন করা। সুতরাং রুদ্র শব্দের অর্থ যিনি রোদন করেন বা ক্রন্দন করান। মধ্যম বয়সে প্রাণবৃন্দ নিষ্ঠুর হয়; সুতরাং উঁহারা নিজের ও পরের দুঃখের কারণ হয়। কূর্মপুরাণে উল্লিখিত আছে যে, ব্রহ্মার অশ্রুবিন্দু হইতে রুদ্র জাত হইয়া রোদন করিয়াছিলেন। তখন ব্রহ্মা বলিলেন, "রোদনাদ্রুদ্র ইত্যেবং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি"—রোদনজন্য তুমি লোকমধ্যে রুদ্র বলিয়া খ্যাত হইবে। একাদশ রুদ্র যথা—

অজৈকপাদহির্ব্রধ্নো বিরূপাক্ষঃ সুরেশ্বরঃ।
জয়ন্তো বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকোঽপ্যপরাজিতঃ।
বৈবস্বতশ্চ সাবিত্রো হরো রুদ্রা ইমে স্মৃতাঃ॥

তং চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণা রুদ্রা ইদং মে মাধ্যন্দিনং সবনং তৃতীয়সবনমনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানাং রুদ্রাণাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি॥ ৪

উক্ত (চুয়াল্লিশ বৎসর) বয়সের মধ্যে যদি (যজ্ঞরূপী) তাঁহাকে ব্যাধি প্রভৃতি কোনও কিছু যন্ত্রণা দেয়, তবে তিনি এই মন্ত্র জপ করিবেন—"হে রুদ্ররূপী প্রাণগণ, আমার এই মাধ্যন্দিন সবনকে তৃতীয় সবনের সহিত সম্মিলিত করুন; যজ্ঞরূপী আমি যেন রুদ্ররূপী প্রাণগণের মধ্যে বিলীন না হই।" (ইহার ফলে) উক্ত ব্যাধ্যাদি হইতে মুক্ত হইয়া তিনি অবশ্যই নীরোগ হন। ৪

অথ যান্যষ্টাচত্বারিংশদ্বর্ষাণি তত্তৃতীয়সবনমষ্টাচত্বারিংশদক্ষরা

জগতী জাগতং তৃতীয়সবনং তদস্যাদিত্যা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাবাদিত্যা এতে হীদং সর্বমাদদতে ॥ ৫

অষ্টাচত্বারিংশৎ (আটচল্লিশ) ; জগতী (প্রতি চরণে দ্বাদশ অক্ষরযুক্ত ছন্দ) ; জাগতম্ (জগতী ছন্দের মন্ত্রসমন্বিত) ; আদদতে (আদান বা গ্রহণ করেন) । [অপরাংশ পূর্ববৎ] । ৫

অতঃপর যে আটচল্লিশ বৎসর আয়ু, উহা তৃতীয় সবন। জগতী ছন্দে আটচল্লিশ অক্ষর আছে এবং তৃতীয় সবনে জগতী ছন্দের মন্ত্র উচ্চারিত হয়। আদিত্যগণ[1] (পুরুষযজ্ঞের) ঐ তৃতীয় সবনে অনুগত আছেন। প্রাণবৃন্দই আদিত্য, কারণ ইহারাই ভূতবর্গকে আদান বা গ্রহণ করিয়া থাকে। ৫

১। দ্বাদশ আদিত্য—

ধাতা মিত্রোঽর্যমা রুদ্রো বরুণঃ সূর্য এব চ।
ভগো বিবস্বান্ পূষা চ সবিতা দশমঃ স্মৃতঃ।
একাদশস্তথা ত্বষ্টা বিষ্ণুর্দ্বাদশ উচ্যতে ॥

প্রাণগণকে আদিত্য বলা হইয়াছে ; কারণ আদিত্য যেমন রসাদি গ্রহণ করেন, তেমনি ইহারা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ ও প্রাণসমূহ, শব্দাদি বিষয় আদান করে।

তং চেদেতস্মিন্ বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণা আদিত্যা ইদং মে তৃতীয়সবনমায়ুরনুসন্তনুতেতি মাহহং প্রাণানামাদিত্যানাং মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হৈব ভবতি ॥ ৬

তৃতীয়সবনম্ (তৃতীয় সবনকে) আয়ুঃ অনুসন্তনুত (পূর্ণায়ু [২৪ + ৪৪ + ৪৮ = ১১৬ বৎসর] পর্যন্ত বিস্তৃত করুন) [অর্থাৎ আমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ করুন] । [অপরাংশ পূর্ববৎ] । ৬

উক্ত (আটচল্লিশ বৎসর) বয়সের মধ্যে যদি তাঁহাকে ব্যাধি প্রভৃতি কোনও কিছু যন্ত্রণা দেয়, তবে তিনি এই মন্ত্র জপ করিবেন—"হে আদিত্যরূপী প্রাণগণ, আমার এই তৃতীয় সবনকে পূর্ণায়ু পর্যন্ত বিস্তারিত করুন। যজ্ঞরূপী আমি যেন আদিত্যরূপী প্রাণগণের মধ্যে বিলীন না হই।" (ইহার ফলে) উক্ত ব্যাধ্যাদি হইতে মুক্ত হইয়া তিনি নিশ্চয়ই নীরোগ হন। ৬

এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বানাহ মহিদাস ঐতরেয়ঃ স কিং ম এতদুপতপসি যোঽহমনেন ন প্রেষ্যামীতি স হ ষোড়শং বর্ষশতমজীবৎ প্র হ ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি য এবং বেদ ॥ ৭

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য ষোড়শখণ্ডঃ ॥

তৎ (উক্ত) এতৎ (যজ্ঞবিজ্ঞান) হ বৈ [প্রসিদ্ধ বিষয়ের দ্যোতক অব্যয়দ্বয়] বিদ্বান্ (জানিয়া) ঐতরেয়ঃ (ইতরার পুত্র) মহিদাসঃ (মহিদাস) আহ স্ম (বলিয়াছিলেন)—সঃ (সেই [তুমি মৃত্যু]) কিম্ (কেন) মে (আমার শরীরকে) এতৎ (এইরূপে) উপতপসি (উৎপীড়িত, সন্তাপিত করিতেছ), যঃ অহম্ ([যজ্ঞরূপী] যে আমি) অনেন (এই সন্তাপের দ্বারা) ন প্রেষ্যামি (মরিব না) ইতি। সঃ হ (তিনি) ষোড়শম্ বর্ষশতম্ (১১৬ বৎসর) অজীবৎ (বাঁচিয়াছিলেন)। যঃ হ এবম্ বেদ (যে কেহ এইরূপ জানেন, তিনি) ষোড়শম্ বর্ষশতম্ প্রজীবতি (প্রকৃষ্টরূপে, অর্থাৎ রোগাদিশূন্য হইয়া, জীবনধারণ করেন)। ৭

উক্ত এই যজ্ঞবিজ্ঞান জানিয়া ইতরাতনয় মহিদাস বলিয়াছেন, "হে মৃত্যু, তুমি কেন (বৃথা) আমায় এইরূপে সন্তাপ দিতেছ ? (কারণ) আমি তো ইহাতে মরিব না।" তিনি (এইরূপ নিশ্চয়ের ফলে) একশত ষোল বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। অপর যে কেহ এইরূপে (যজ্ঞসম্পাদন তত্ত্ব) জানিবেন, তিনিও রোগাদিশূন্য হইয়া একশত ষোল বৎসর বাঁচিয়া থাকিবেন। ৭

তৃতীয়াধ্যায়—সপ্তদশ খণ্ড

(পুরুষযজ্ঞের অবশিষ্টাংশ)

স যদশিশিষতি যৎ পিপাসতি যন্ন রমতে তা অস্য দীক্ষাঃ ॥ ১

সঃ (সেই পুরুষযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা) যৎ (যে) অশিশিষতি (বুভুক্ষু হন), যৎ পিপাসতি (পিপাসিত, হন), যৎ ন রমতে (আনন্দানুভব করেন না)—তাঃ (ঐ সকলই) অস্য (ইঁহার, ঐ পুরুষযজ্ঞের) দীক্ষাঃ (দীক্ষা) [অর্থাৎ ঐ সকল দুঃখজনক ব্যাপারে তিনি দীক্ষাদৃষ্টি করিবেন]। ১

সেই পুরুষযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা যে ক্ষুধিত হন ও পিপাসিত হন, তিনি যে সুখপ্রাপ্ত হন না,—এই সমস্তই ঐ পুরুষযজ্ঞের দীক্ষা।[১] ১

১। সোমযাগে এইরূপে দীক্ষিত হইতে হয়—সংযম অবলম্বনপূর্বক যজমান যজ্ঞের প্রথম দিনে কৃষ্ণাজিন পাতিয়া বসিবেন, তৃণ ও শণে নির্মিত মেখলা ও উষ্ণীষ পরিধান করিবেন, কাপড়ের খুঁটায় হরিণের শিঙ্‌ ও হাতে যজ্ঞডুমুরের লাঠি ধরিবেন। তিনি দীক্ষণীয় ইষ্টিযাগ করিবেন এবং দীক্ষান্তে দুই বেলা শুধু দুধ পান করিবেন। এই দুধের মাত্রা কমাইয়া শেষ দিনে হবিঃশেষ মাত্রই আহার করিবেন। দীক্ষিত ব্যক্তি যজ্ঞকালে সর্বদা "প্রাচীন-বংশশালা" নামক নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করিবেন, সূর্যাস্ত পর্যন্ত উহার বাহিরে যাইবেন না। সুতরাং বিধিযজ্ঞের দীক্ষা দুঃখময়; জীবন-যজ্ঞের দুঃখরাশিও দীক্ষারই অনুরূপ।

অথ যদশ্নাতি যৎ পিবতি যদ্রমতে তদুপসদৈরেতি ॥ ২

অথ (অতঃপর) [উক্ত পুরুষ] যৎ (যে) অশ্নাতি (আহার করেন), যৎ পিবতি (পান করেন), যৎ রমতে (আনন্দ উপভোগ করেন)—তৎ (তাহা) উপসদৈঃ এতি (উপসৎসকলের সহিত সাদৃশ্য লাভ করে); [ঐ সকল দুঃখের কারণ ও ক্লেশনিবৃত্তির হেতুতে উপসদ্-দৃষ্টি বিধেয়]। ২

অতঃপর পুরুষ যে আহার করেন, তিনি যে পান করেন, এবং তিনি যে আনন্দ উপভোগ করেন—তাহা উপসৎ-সমূহের[১] সহিত সাদৃশ্য লাভ করে। ২

১। উপসৎ একটি ইষ্টিযজ্ঞ (=শ্রৌত অগ্নিতে সম্পাদ্য হবির্যজ্ঞ)। দীক্ষার পরদিন হইতে

আরম্ভ করিয়া সোমযাগের পূর্বে প্রতিদিন দুই বা ততোধিক বার করিয়া ইহা তিন দিন যথাবিধি অনুষ্ঠেয়। দীক্ষার পূর্বে আহার নিষিদ্ধ; কিন্তু উপসদের সময় পয়োব্রত (পূর্বটীকা) অবলম্বন করা হয়। সুতরাং দীক্ষার তুলনায় ইহা সুখপ্রদ। বিশেষতঃ উপসদের দিনগুলি যতই ফুরাইতে থাকে, ততই যজ্ঞের যে সকল দিনে অল্পাহার বিধিসঙ্গত, সেই সকল দিন কাছে আসিতে থাকে, এবং এইরূপে দীক্ষিত ব্যক্তির মন অধিকতর প্রফুল্ল ও সাহসযুক্ত হয়। লৌকিক পানাহারেও এইরূপে দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি হয়, সুতরাং উভয় স্থলে সাদৃশ্য আছে।

অথ যদ্ধসতি যজ্জক্ষতি যন্মৈথুনং চরতি স্তুতশস্ত্রৈরেব তদেতি॥ ৩

অথ যৎ হসতি (হাসেন), যৎ জক্ষতি (ভোজন করেন), যৎ মৈথুনম্ চরতি (মিথুনভাবে আচরণ করেন)—তৎ (উহা) স্তুত-শস্ত্রৈঃ এব (স্তুত ও শস্ত্রের সহিত) এতি (সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়)। [অর্থাৎ এই হাস্য প্রভৃতিতে স্তোত্র ও শস্ত্রের দৃষ্টি বিধেয়]। ৩

তাহার পর তিনি যে হাস্য করেন, ভোজন করেন, মৈথুনাচরণ করেন—উহা স্তোত্র ও শস্ত্রের[১] সহিত সাদৃশ্য লাভ করে। ৩

১। শংসন—প্রশংসা বা স্তুতি। যে মন্ত্রে শংসন হয়, তাহা শস্ত্র। সুরসংযোগে গীত ঋক্‌মন্ত্র সামে পরিণত হয়, উহাই স্তোত্র। সোমযাগের সবনত্রয়ে (৩।১৬।১, টীকা দ্রঃ) হোতা ও তাঁহার সহকারী মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, ও অচ্ছাবাক্ আপন আপন ধিষ্ণ্যে (বা অগ্নিস্থানে) বসিয়া শস্ত্রপাঠ করেন। প্রতি শস্ত্রের পূর্বে উদ্গাতারা স্তোত্র গান করেন। শস্ত্রের মধ্যে কতিপয় ঋক্‌সূক্ত থাকে—ঐ সূক্তই শস্ত্রের মুখ্য অংশ। কোন কোন সূক্তের মধ্যে নিবিৎ-মন্ত্র (সংক্ষিপ্ত পদযুক্ত মন্ত্র) পাঠ করিতে হয়। স্তোত্র ও শস্ত্র উভয়েই শব্দবহুল; হাস্যাদিও তদ্রূপ। অতএব উভয় স্থলে সাদৃশ্য আছে।

অথ যত্তপো দানমার্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ॥ ৪

অতঃপর তাঁহার যে তপস্যা, দান, আর্জব (বা সরলতা), অহিংসা, ও সত্যবাদিতা—এই সমস্তই পুরুষযজ্ঞের দক্ষিণাসমূহ।[১] ৪

১। তপস্যাদিতে দক্ষিণাদৃষ্টি বিধেয়; কারণ উভয়স্থলে সাদৃশ্য আছে। বিধিযজ্ঞে দক্ষিণাদানের ফলে ধর্মবৃদ্ধি হয়, পুরুষযজ্ঞের তপস্যাদির ফলও অনুরূপ। এইরূপে বিভিন্ন সাদৃশ্য থাকায় পুরুষকে যজ্ঞ বলিয়া ভাবনা করিতে হইবে—ইহাই বর্তমান দুই খণ্ডের তাৎপর্য।

তস্মাদাহুঃ সোষ্যত্যসোষ্টেতি পুনরুৎপাদনমেবাস্য তন্মরণমেবাবভৃথঃ ॥ ৫

[প্রকারান্তরে পুরুষের যজ্ঞত্ব সাধিত হইতেছে]—[যেহেতু পুরুষ যজ্ঞস্বরূপ] তস্মাৎ (সেই জন্য) [লোকে] আহুঃ (বলে) সোষ্যতি ([ইঁহার মাতা ইঁহাকে] প্রসব করিবেন, কিংবা ইনি সোমরস নিষ্কাসিত করিবেন), অসোষ্ট ([মাতা ইঁহাকে] প্রসব করিয়াছেন, বা ইনি সোমরস নিষ্কাসিত করিয়াছেন) ইতি। পুনঃ (আবার) অস্য (উক্ত পুরুষের) [সোষ্যতি ইত্যাদি শব্দের সহিত যে সম্বন্ধ] তৎ (তাহাই) [তাঁহার] উৎপাদনম্ (উৎপাদন, জন্ম), [এবং] মরণম্ এব ([পুরুষের] মৃত্যুই) অবভৃথঃ (যজ্ঞশেষে অবভৃথ-স্নান)। ৫

(পুরুষই যজ্ঞস্বরূপ) সেই জন্য লোকে বলে, "(মাতা ইঁহাকে) প্রসব করিবেন, বা (ইনি) সোমাভিষব করিবেন," (এবং) "মাতা ইঁহাকে প্রসব করিয়াছেন, কিংবা (ইনি) সোমাভিষব করিয়াছেন।"[১] আবার (সোষ্যতি প্রভৃতির সহিত যে সম্বন্ধ) উহাই পুরুষযজ্ঞের উৎপত্তি[২] এবং মৃত্যুই অবভৃথস্নান।[৩] ৫

১। সূ-ধাতুর অর্থ সন্তানপ্রসব এবং সু-ধাতুর অর্থ সোমরসনিঃসারণ; উভয় ধাতু হইতে নিষ্পন্ন সবন শব্দ এই উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হইতে পারে বলিয়া পুরুষে যজ্ঞদৃষ্টি বিহিত হইয়াছে। সোমযাগে সোমের অভিষব বা নিঃসারণ হয়, এবং পুরুষযজ্ঞে পুরুষের প্রসব বা জন্ম হয়।

২। কারণ উভয়ের সহিত সবন শব্দের সম্বন্ধ আছে (পূর্ব টীকা)।

৩। কেন না উভয়েই সমাপ্তিসূচক। সোমযাগের অন্তে সপত্নীক যজমান স্নান করেন; স্নানান্তে তিনি বস্ত্র পরিবর্তন করেন ও উদনীয় ইষ্টি প্রভৃতি করিবার জন্য দেবযজন দেশে ফিরিয়া আসেন। স্নানকালে দীক্ষার সময়ে গৃহীত কৃষ্ণাজিন প্রভৃতি ত্যাগ করিতে হয়। মরণের পরেও অনুরূপ ক্রিয়াদি অনুষ্ঠিত হয়।

তদ্ধৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচা-পিপাস এব স বভূব সোঽন্তবেলায়ামেতত্ত্রয়ং প্রতিপদ্যেতাক্ষিত-মস্যচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি তত্রৈতে দ্বে ঋচৌ ভবতঃ ॥ ৬

আঙ্গিরসঃ (অঙ্গিরস-গোত্রীয়) ঘোরঃ (ঘোরনামক ঋষি) তৎ এতৎ হ (পূর্বোক্ত এই যজ্ঞবিজ্ঞান) দেবকীপুত্রায় (দেবকীর পুত্র) কৃষ্ণায় (কৃষ্ণকে) উক্ত্বা (উপদেশ দিয়া) উবাচ (বলিয়াছিলেন)—সঃ ([যথোক্ত যজ্ঞবিদ্] সেই ব্যক্তি) অন্তবেলায়াম্ (মরণকালে) এতৎ ত্রয়ম্ (এই তিনটি মন্ত্র) প্রতিপদ্যেত (শরণ লইবেন, জপ করিবেন)—অক্ষিতম্ অসি (তুমি অক্ষীণ বা অক্ষত আছ), অচ্যুতম্ অসি (তুমি স্বরূপ হইতে অবিচ্যুত আছ), প্রাণসংশিতম্ অসি (তুমি সূক্ষ্ম প্রাণস্বরূপ) ইতি। [এই বিজ্ঞান শ্রবণ করিয়া] সঃ (উক্ত কৃষ্ণ) অপিপাসঃ এব (পিপাসাহীন, অন্য জ্ঞানে নিঃস্পৃহ) বভূব (হইয়াছিলেন)। তত্র (উক্ত বিষয়ে [পূর্বোক্ত যজুর্মন্ত্রত্রয়ে প্রতিপাদিত আদিত্যের বিষয়ে]) এতে দ্বে (এই দুইটি) ঋচৌ (ঋক্-মন্ত্র) ভবতঃ (আছে)। ৬

আঙ্গিরস ঘোর পূর্বোক্ত এই যজ্ঞবিজ্ঞান দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে[1] উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, "যথোক্ত যজ্ঞবিদ্ মরণকালে এই (যজুঃ) মন্ত্রত্রয় জপ করিবেন—'তুমি[2] অক্ষত, তুমি অপ্রচ্যুত, তুমি সূক্ষ্মপ্রাণস্বরূপ'।" (এই বিজ্ঞান শ্রবণ করিয়া) কৃষ্ণ[3] (অন্যজ্ঞানে) নিঃস্পৃহ হইয়াছিলেন। উক্ত বিষয়ে এই ঋক্দ্বয়[4] আছে—। ৬

১। ইনি যদুবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ নহেন, কারণ অনাদি বেদ তাঁহার পূর্ববর্তী। বেদোক্ত নামানুসারেই পরবর্তী কৃষ্ণের নামকরণ হইয়া থাকিবে ; যদুবংশীয় কৃষ্ণের গুরু ঘোর নহেন,—কিন্তু সন্দীপনী মুনি।

২। অর্থাৎ প্রাণের সহিত অভিন্ন ও আদিত্যে অধিষ্ঠিত পুরুষ। তিনিই প্রাণবর্গের আধিদৈবিক স্বরূপ।

৩। এতাদৃশ গুণবিশিষ্ট পুরুষের সহিত বিদ্যাকে সমন্বিত করার উদ্দেশ্য—বিদ্যার প্রশংসা।

৪। পরবর্তী ঋক্দ্বয় বিদ্যার প্রশংসার জন্য উদ্ধৃত হইয়াছে, জপের জন্য নহে।

আদিৎ প্রত্নস্য রেতসঃ ॥

উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরং

স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং

দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমমিতি

জ্যোতিরুত্তমমিতি ॥ ৭

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তদশখণ্ডঃ ॥

[প্রথম ঋক্‌টির প্রথমাংশ মাত্র গৃহীত হইয়াছে। সম্পূর্ণ ঋক্‌টি এই—

আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্।

পরো যদিধ্যতে দিবি ॥ (ঋগ্বেদ ৮।৬।৩০)

[আৎ-ইৎ শব্দের "আ"এর পরবর্তী "ৎ" ও "ইৎ" অর্থশূন্য, অবশিষ্টাংশ "আ" পশ্যন্তির সহিত যুক্ত হইবে]। যৎ (যিনি, যে জ্যোতিঃ) দিবি (স্বপ্রকাশ ব্রহ্মে) ইধ্যতে (প্রজ্বলিত হন), বাসরম্ (দিনের ন্যায়, দিবালোকের ন্যায় সর্বব্যাপী), প্রত্নস্য (পুরাতন, চিরন্তন) রেতসঃ [জগতের বীজভূত সদাখ্য ব্রহ্মের) [অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ সেই] পরঃ (=পরম্, সর্বশ্রেষ্ঠ) জ্যোতিঃ (জ্যোতিকে) [ব্রহ্মবিদ্‌গণ] আ-পশ্যন্তি (সর্বত্র দর্শন করেন)।

[দ্বিতীয় মন্ত্রের (ঋগ্বেদ ১।৫০।১০) "উৎ" শব্দটি "অগন্ম" শব্দের সহিত ও "পরি" শব্দটি পশ্যন্তঃ শব্দের সহিত যুক্ত হইবে। অথবা "পরি" শব্দ পৃথগ্‌ভাবেও গৃহীত হইতে পারে]। তমসঃ পরি উত্তরম্ জ্যোতিঃ (অজ্ঞানান্ধকারের অতীত যে আদিত্যস্থ শ্রেষ্ঠ জ্যোতিকে), [অথবা—তমসঃ উত্তরম্ জ্যোতিঃ (অজ্ঞানবিনাশক যে আদিত্যস্থ জ্যোতিকে)] [পরি-] পশ্যন্তঃ-বয়ম্ (দর্শন করিয়া আমরা) [তাঁহাকে] উদগন্ম (প্রাপ্ত হইয়াছি), [তিনি] স্বঃ (=স্বম্, আমাদের হৃদয়স্থ জ্যোতি) [তৈঃ ২।৮।৫ দ্রঃ], [যিনি] উত্তরম্ ([অপর জ্যোতি অপেক্ষা] উৎকৃষ্টতর বা ঊর্ধ্বতর) [তাঁহাকে] পশ্যন্তঃ (দর্শন করিয়া) [আমরা] জ্যোতিঃ উত্তমম (সর্বজ্যোতি হইতে শ্রেষ্ঠতম জ্যোতিকে) দেবত্রা (দেবগণমধ্যে) দেবম্ (দ্যুতিমান্) সূর্যম্ (রস, রশ্মি, ও প্রাণবর্গরূপ জগতের প্রেরয়িতাকে, পরমেশ্বরকে) [উদগন্ম (প্রাপ্ত হইয়াছি)] ইতি। জ্যোতিরুত্তমম্ ইতি (যজ্ঞকল্পনার সমাপ্তিসূচক]। ৭

যে জ্যোতি পরব্রহ্মে প্রকাশিত, দিবালোকের ন্যায় সর্বব্যাপী, পুরাতন, ও জগৎকারণ, সেই পরমজ্যোতিকে (ব্রহ্মবিদগণ) সর্বত্র দর্শন করেন।[১]

আমাদের স্বহৃদয়স্থ জ্যোতির[২] সহিত যাহা অভিন্ন[৩] সেই আদিত্যস্থ অজ্ঞানবিনাশক জ্যোতিকে[৪] দর্শন করিয়া,—সকল জ্যোতি অপেক্ষা যে জ্যোতি[৫] উৎকৃষ্টতর, তাঁহাকে দর্শন করিয়া,—আমরা দেবগণের মধ্যে দ্যুতিমান্ পরমেশ্বরস্বরূপ সর্বোত্তম জ্যোতিকেই প্রাপ্ত হইয়াছি।[৬] ৭

১। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ (ঋগ্বেদ ১।২২।২০)

২। "তৎ-ত্বম্-অসি" এই মহাবাক্যের ত্বম্ (তুমি) পদের বাচ্যার্থ প্রত্যগাত্মার।

৩। তৎ (সেই) পদের ও ত্বম্ পদের বাচ্য চৈতন্যদ্বয় অভিন্ন (ছাঃ ৬।৮।৭)

৪। তৎ-পদের বাচ্যার্থ সগুণ ব্রহ্ম।

৫। তৎ ও ত্বম্ পদের লক্ষ্যার্থ একীভূত শুদ্ধচৈতন্য।

৬। মহাবাক্যজনিত একত্ববোধের ফল দর্শিত হইল।

তৃতীয়াধ্যায়—অষ্টাদশ খণ্ড

(মন ও আকাশে ব্রহ্মদৃষ্টি)

মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মমথাধিদৈবতমাকাশো ব্রহ্মেত্যুভয়মাদিষ্টং ভবত্যধ্যাত্মং চাধিদৈবতং চ ॥ ১

[৩।১৪।২এ ব্রহ্মকে মনোময় ও আকাশাত্মা বলা হইয়াছে। সেখানে ব্রহ্মের গুণরাশির একাংশরূপেই মনোময়ত্ব ও আকাশত্বের উল্লেখ হইয়াছে। যিনি উক্ত স্থলে উল্লিখিত গুণরাশিবিশিষ্ট ব্রহ্মের দৃষ্টি অবলম্বনে সমর্থ নহেন, তিনি মাত্র মন ও আকাশেই সম্পূর্ণ ব্রহ্মদৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনা করিবেন। তন্মধ্যে মনে, অর্থাৎ অন্তঃকরণে, ব্রহ্ম উপলব্ধ হন; এবং আকাশ সর্বব্যাপী ও উপাধিবিহীন; অধিকন্তু আকাশ ও মন উভয়েই সূক্ষ্ম;—

সুতরাং উভয়েই ব্রহ্মের প্রতীক হইবার যোগ্য]—মনঃ ব্রহ্ম ইতি (মনই ব্রহ্ম এইরূপ) উপাসীত (উপাসনা করিবে), ইতি অধ্যাত্মম্ (ইহাই দেহবিষয়ক উপাসনা); অথ (অতঃপর) অধিদৈবতম্ (দেবতাবিষয়ক) [উপাসনা]—আকাশঃ ব্রহ্ম ইতি [উপাসীত]। অধ্যাত্মম্ চ অধিদৈবতম্ চ (অধ্যাত্ম ও অধিদৈব) উভয়ম্ (উভয় উপাসনা) আদিষ্টম্ ভবতি (আদিষ্ট হইতেছে)। ১

মনই ব্রহ্ম ইত্যাকার উপাসনা করিবে—ইহা অধ্যাত্ম উপাসনা। অতঃপর অধিদৈবত উপাসনা—আকাশই ব্রহ্ম এইরূপ (উপাসনা করিবে)। অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত এই উভয় উপাসনাই বিহিত হইতেছে। ১

তদেতচ্চতুষ্পাদ্‌ব্রহ্ম বাক্ পাদঃ প্রাণঃ পাদশ্চক্ষুঃ পাদঃ শ্রোত্রং পাদ ইত্যধ্যাত্মমথাধিদৈবতমগ্নিঃ পাদো বায়ুঃ পাদ আদিত্যঃ পাদো দিশঃ পাদ ইত্যুভয়মেবাদিষ্টং ভবত্যধ্যাত্মং চৈবাধিদৈবতং চ ॥ ২

[অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত উপাসনার অঙ্গচিন্তা বিহিত হইতেছে]—তৎ এতৎ ব্রহ্ম (উক্ত এই মনোনামক ব্রহ্ম) চতুষ্পাৎ (চারিটি চরণসমন্বিত)—বাক্ পাদঃ, প্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) পাদঃ, চক্ষুঃ পাদঃ, শ্রোত্রম্ পাদঃ,—ইতি অধ্যাত্মম্। অথ অধিদৈবতম্ [আকাশনামক ব্রহ্মও চতুষ্পাৎ]—অগ্নিঃ পাদঃ, বায়ুঃ পাদঃ, আদিত্যঃ পাদঃ, দিশঃ পাদঃ, ইতি। অধ্যাত্মম্ চ অধিদৈবতম্ চ উভয়ম্ এব আদিষ্টম্ ভবতি। ২

উক্ত (মনোনামক) ব্রহ্মের চারিটি পদ—বাক্ একটি পদ, ঘ্রাণেন্দ্রিয় একটি পদ, চক্ষু একটি পদ, কর্ণ একটি পদ,—ইহাই (মনোনামক) অধ্যাত্মব্রহ্মের (চতুষ্পাদত্ব)। অনন্তর (আকাশনামক) অধিদৈবত ব্রহ্মের (চতুষ্পাদত্ব)—অগ্নি এক পদ, বায়ু এক পদ, সূর্য এক পদ, দিক্‌সমূহ এক পদ। (এইরূপে) অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত উভয় উপাসনাই বিহিত হইল। ২

১। গরু প্রভৃতি পশু চারি পায়ে ভর করিয়া দাঁড়ায়। ঐ পাগুলি যেমন তাহাদের উদরে সংলগ্ন, সেইরূপ বাক্ প্রভৃতি মনোব্রহ্মে এবং অগ্নি প্রভৃতি আকাশব্রহ্মে লম্বিত রহিয়াছে।

বাগেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ সোঽগ্নিনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন য এবং বেদ ॥ ৩

বাক্ এব (বাগিন্দ্রিয়ই) ব্রহ্মণঃ ([মনোনামক] ব্রহ্মের) চতুর্থঃ (চারি পদের একটি) পাদঃ ; সঃ (উহা, বাক্‌পাদ) [অধিদৈবত] অগ্নিনা জ্যোতিষা (অগ্নিতেজের দ্বারা, অথবা তৈল-ঘৃতাদি তৈজসপদার্থ ভক্ষণের ফলে, প্রজ্বলিত বা তেজস্বী হইয়া) ভাতি চ (উজ্জ্বল হয়, প্রকাশ পায়) তপতি চ (ও তাপদান করে) [অর্থাৎ বাক্যোচ্চারণে সমর্থ হয় ও বক্তব্য প্রকাশ করে]। যঃ এবম্ বেদ [তিনি] কীর্ত্যা (প্রত্যক্ষ খ্যাতিদ্বারা), যশসা (অপ্রত্যক্ষ খ্যাতিদ্বারা) ব্রহ্মবর্চসেন (বেদজ্ঞানজনিত তেজে) ভাতি চ তপতি চ। ৩

বাগিন্দ্রিয়ই (মনোনামক) ব্রহ্মের চারি পদের একটি পদ।[১] ঐ বাক্ অগ্নিরূপ জ্যোতির সহায়ে[২] প্রদীপ্ত হয় এবং তাপ দান করে। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি কীর্তি ও বলে এবং বেদজ্ঞানজনিত তেজে তেজস্বী হন ও তাপ দান করেন।[৩] ৩

১। চরণ অবলম্বনে গবাদি পশু আহার্যের অন্বেষণে গমন করে; মনও বাগিন্দ্রিয় অবলম্বনে বক্তব্য বিষয় প্রকাশের জন্য অগ্রসর হয়; অতএব বাক্ একটি চরণ। ঘ্রাণেন্দ্রিয়, চক্ষু, ও কর্ণ সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে; উহাদেরও সাহায্যে মন সেই সেই বিষয়ে ধাবিত হয়।

২। অর্থাৎ আধিদৈবিক পদগুলি আধ্যাত্মিক পদের আধার—এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে। অন্যত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

৩। ইহা উপাসনার দৃষ্ট-ফল। উহার অদৃষ্ট-ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি। পরেও এইরূপ।

প্রাণ এব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ স বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন য এবং বেদ ॥ ৪

ঘ্রাণেন্দ্রিয় ব্রহ্মের চারি পদের একটি পদ ; উহা বায়ুরূপ জ্যোতির দ্বারা সমুজ্জ্বল হয় এবং তাপ দান করে।[১] যিনি এইরূপ জানেন, তিনি যশ ও কীর্তিতে এবং ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হন ও তাপ প্রদান করেন। ৪

১। গন্ধ-গ্রহণের জন্য উৎসাহিত হয় এবং গন্ধকে অভিব্যঞ্জিত করে।

চক্ষুরেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ স আদিত্যেন জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন য এবং বেদ ॥ ৫

চক্ষুই ব্রহ্মের চারি চরণের একটি চরণ ; উহা আদিত্যরূপ জ্যোতির দ্বারা সমুজ্জ্বল হয় ও তাপ প্রদান করে।[১] যিনি এইরূপ জানেন, তিনি যশ ও কীর্তিতে এবং ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হন ও তাপ প্রদান করেন। ৫

১। দ্রষ্টব্যবিষয় দর্শনে উৎসাহিত হয় ও দ্রষ্টব্যকে প্রকাশ করে।

শ্রোত্রমেব ব্রহ্মণশ্চতুর্থঃ পাদঃ স দিগ্‌ভির্জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চসেন য এবং বেদ য এবং বেদ[১] ॥ ৬

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য অষ্টাদশখণ্ডঃ ॥

শ্রবণেন্দ্রিয়ই ব্রহ্মের চারি পদের এক পাদ; উহা দিগ্-রূপ জ্যোতির সহায়ে সমুজ্জ্বল হয় এবং তাপ প্রদান করে।[২] যিনি এইরূপ জানেন, তিনি যশ ও কীর্তিতে এবং ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হন। ৬

১। উপাসনার সমাপ্তি বুঝাইবার জন্ম পুনর্বচন।

২। শব্দ-শ্রবণের জন্ম উৎসাহিত হয় ও শব্দকে প্রকাশ করে।

তৃতীয়াধ্যায়—একোনবিংশ খণ্ড

(আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টি)

আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশস্তস্যোপব্যাখ্যানমসদেবেদমগ্র আসীৎ। তৎ সদাসীৎ তৎ সমভবৎ তদাণ্ডং নিরবর্তত তৎ সম্বৎসরস্য মাত্রামশয়ত তন্নিরভিদ্যত তে আণ্ডকপালে রজতং চ সুবর্ণং চাভবতাম্॥ ১

[অষ্টাদশ খণ্ডে আদিত্যকে ব্রহ্মের এক পদ বলা হইয়াছে। সম্প্রতি উহাতে সমগ্র ব্রহ্মের দৃষ্টি আরোপিত হইতেছে]—আদিত্যঃ ব্রহ্ম, ইতি (ইহাই) আদেশঃ (উপদেশ)। তস্য (উক্ত আদিত্যের) [স্তুতির জন্ম] উপব্যাখ্যানম্ (বিশদ ব্যাখ্যা) [করা হইতেছে] —ইদম্ (এই অখিল জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) অসৎ এব আসীৎ (অব্যাকৃত ছিল; নামরূপাকারে ব্যাকৃত হয় নাই)। তৎ ([অসৎশব্দ-বাচ্য] জগৎ) সৎ আসীৎ (সৎ, অর্থাৎ কার্যাভিমুখী বা প্রবৃত্তিযুক্ত, হইয়াছিল); [অতঃপর] তৎ সমভবৎ (উহা সম্ভূত, অর্থাৎ নামরূপের স্বল্প ব্যাকৃতিবশতঃ বীজের ন্যায় অঙ্কুরীভূত, হইল; ভূতসূক্ষ্ম-রূপে পরিণত হইল); [সূক্ষ্ম ভূতের উৎপত্তির পরে স্থূল ভূত উৎপন্ন হইল; তাহার পর] তৎ আণ্ডম্ (=অণ্ডম্, ব্রহ্মাণ্ডাকারে) নিরবর্তত (পরিণত হইল); তৎ (উক্ত অণ্ড) সম্বৎসরস্য (এক বৎসর কালের) মাত্রাম্ অশয়ত (পরিমাণ ব্যাপিয়া [অবিভক্তরূপে অবস্থান করিল); তৎ নিরভিদ্যত (সেই অণ্ড বিভক্ত হইল); তে আণ্ডকপালে (অণ্ডের উক্ত দুই অংশ) রজতম্ চ সুবর্ণম্ চ (রৌপ্য ও স্বর্ণ) অভবতাম্ (হইল)। ১

আদিত্যই ব্রহ্ম—ইহাই উপদেশ। তাঁহার (স্তুতির জন্য[১]) ব্যাখ্যা করা হইতেছে—সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অসৎ-শব্দ-বাচ্য ছিল ;[২] অতঃপর উহা সৎ-শব্দ-বাচ্য হইল ; (তাহার পর) উহা সম্ভূত (অর্থাৎ উদ্‌গতপ্রায়) হইল ; অতঃপর উহা অণ্ডাকারে পরিণত হইল ; উক্ত অণ্ড এক বৎসরকাল তদ্রূপেই অবস্থান করিল ; (তাহার পর) উহা বিভক্ত হইল ; অণ্ডের উক্ত ভাগদ্বয়ের মধ্যে একটি রৌপ্যময়, অপরটি সুবর্ণময়। ১

১। আদিত্য ব্রহ্মের প্রতীক ; সুতরাং তাঁহার স্তুতি আবশ্যক। সূর্য না থাকিলে জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধ হইত না—এইরূপ উক্তি করিয়া আদিত্যের প্রশংসা করা হইতেছে (৩য় কণ্ডিকা)। জগতের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব প্রমাণ করা বর্তমান শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য নহে ; কারণ স্তুতিতেই উহার একমাত্র সার্থকতা। একই বাক্যের দুই রূপ অর্থ (স্তুতি ও অস্তিত্বপ্রমাণ) করিলে বাক্যভেদদোষ হয়।

২। নামরূপাকারে ব্যাকৃত না হওয়ায় সৎ বলিয়া গৃহীত হয় নাই। যাহা নামরূপাকারে ব্যাকৃত হইয়াছে, তাহাকেই আমরা সৎ বলি,—অব্যাকৃতকে নহে। প্রকৃতপক্ষে তখন যে কিছুই ছিল না—এরূপ নহে ; কেন না অসৎ হইতে সতের (সদ্রূপে গৃহীত জগতের) উৎপত্তি হয় না। এই ব্যাবহারিক সৎ ও অসৎ শব্দের প্রয়োগ আদিত্যের প্রকাশের উপর নির্ভর করে। উত্তম রাজার অবর্তমানে যেমন সমস্ত রাজৈশ্বর্য মিথ্যা বলিয়া [illegible] হয়, তেমনি আদিত্যের অভাবে জগৎও মিথ্যাপ্রায় হইয়া যায়। এইরূপে আদিত্যের প্রশংসা করা হইল। (তৈঃ ২।৭ ; ছাঃ ৬।২।১ দ্রঃ)।

তদ্ যদ্ রজতং সেয়ং পৃথিবী যৎ সুবর্ণং সা দ্যৌর্যজ্জরায়ু তে পর্বতা যদুল্বং সমেঘো নীহারো যা ধমনয়স্তা নদ্যো যদ্বাস্তেয়মুদকং স সমুদ্রঃ ॥ ২

তৎ (তন্মধ্যে, উক্ত অণ্ডদ্বয়মধ্যে) যৎ (যেটি) রজতম্ (রৌপ্যময়) সা ইয়ম্ পৃথিবী (উহা এই পৃথিবী, অর্থাৎ অধোবর্তী অণ্ডাংশ) ; যৎ সুবর্ণম্ (যাহা সুবর্ণময়) সা দ্যৌঃ (উহা দ্যুলোক, অর্থাৎ উর্ধ্বাংশ) ; যৎ জরায়ু (যাহা স্থূল গর্ভাবরণ) তে পর্বতাঃ (উহা পর্বত সকল) [হইয়াছিল] ; যৎ উল্বম্ (সূক্ষ্ম গর্ভাবরণ) [উহা] সমেঘঃ (মেঘের সহিত) নীহারঃ (হিম) [হইয়াছিল] ; যাঃ ধমনয়ঃ ([জাতকের] যে গুলি শিরা) তাঃ নদ্যঃ (তাহারা নদী সকল), যৎ বাস্তেয়ম্ উদকম্ (যাহা মূত্রাশয়ে অবস্থিত জল) সঃ সমুদ্রঃ (উহা সমুদ্র) [হইয়াছিল] । ২

তন্মধ্যে যেটি (অধঃস্থ) রজতকপাল, উহা পৃথিবী ; এবং যেটি উর্ধ্বস্থ স্বর্ণকপাল, তাহা দ্যুলোক হইল। (অণ্ডমধ্যে) যাহা জরায়ু (ছিল), উহা পর্বতসকল ; যাহা (জরায়ুদ্বারা আবৃত) উল্ব, তাহা মেঘ এবং হিম ; (উল্বমধ্যস্থ শিশুর) যাহা শিরাসকল, তাহারা নদীসমূহ ; এবং (শিশুর) যাহা মূত্রাশয়স্থ জল, তাহা সমুদ্র হইল। ২

অথ যত্তদজায়ত সোঽসাবাদিত্যস্তং জায়মানং ঘোষা উলূলবোঽনূদতিষ্ঠন্ সর্বাণি চ ভূতানি সর্বে চ কামাস্তস্মাৎ তস্যোদয়ং প্রতি প্রত্যায়নং প্রতি ঘোষা উলূলবোঽনূত্তিষ্ঠন্তি সর্বাণি চ ভূতানি সর্বে চ কামাঃ ॥ ৩

অথ (আর) যৎ তৎ (ঐ যিনি) অজায়ত (জাত হইলেন) সঃ (তিনি) অসৌ আদিত্যঃ (এই সূর্য)। তম্ জায়মানম্ অনু (তাঁহাকে জাত হইতে দেখিয়া) উলূলবঃ ঘোষাঃ (উচ্চ আনন্দধ্বনি, উলুধ্বনি, সকল) উদতিষ্ঠন্ (উত্থিত হইল) ; চ (এবং) সর্বাণি ভূতানি (স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকলে) চ (ও) সর্বে কামাঃ (সমস্ত কাম্যবস্তু) [উদতিষ্ঠন্] ; [যেহেতু আদিত্যের জন্মে ভূতবর্গ ও কামাবর্গ উৎপন্ন হইল] তস্মাৎ (সেই জন্য) তস্য (উক্ত সূর্যের) উদয়ম্ প্রতি প্রত্যায়নম্ প্রতি (উদয় ও অস্তগমন লক্ষ্য করিয়া) [অথবা—প্রতি-

আয়নম্ প্রতি (পুনঃ পুনঃ আগমন লক্ষ্য করিয়া)] উলূলবঃ (উলু উলু এইরূপ) ঘোষাঃ অনূত্তিষ্ঠন্তি (উত্থিত হয়), সর্বাণি চ ভূতানি, সর্বে চ কামাঃ। ৩

আর (অণ্ড হইতে) যিনি জাত হইলেন, তিনিই এই সূর্য। তাঁহাকে জাত হইতে দেখিয়া উচ্চ উৎসবধ্বনি সকল উত্থিত হইল, এবং ভূতবর্গ ও কাম্যবর্গ উৎপন্ন হইল। এই জন্যই সূর্যের উদয় ও পুনঃ পুনঃ আগমনকালে উচ্চ উৎসবধ্বনিসকল সমুত্থিত হয়, এবং ভূতবর্গ ও কাম্যবর্গও উত্থিত হয়। ৩

স য এতমেবং বিদ্বানাদিত্যং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽভ্যাশো হ যদেনং সাধবো ঘোষা আ চ গচ্ছেয়ুরুপ চ নিম্রেড়েরন্নিম্রেড়েরন্ ॥ ৪

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্যৈকোনবিংশখণ্ডঃ ॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়ঃ ॥

সঃ যঃ (যে কেহ) এতম্ (ইঁহাকে) এবম্ (এই প্রকারে) বিদ্বান্ (জানিয়া) আদিত্যম্ (আদিত্যকে) ব্রহ্ম ইতি (ব্রহ্ম বলিয়া) উপাস্তে (উপাসনা করেন), এনম্ (ইঁহার প্রতি) সাধবঃ ঘোষাঃ (মঙ্গলধ্বনিসকল) যৎ (যে) আগচ্ছেয়ুঃ চ উপনিম্রেড়েরন্ চ (আগমন করে ও আনন্দ প্রদান করিতে থাকে) [তাহা] অভ্যাশঃ হ (ক্ষিপ্রই হইয়া থাকে)। নিম্রেড়েরন্ [আদর ও সমাপ্তির সূচক পুনরুক্তি]। ৪

যে কেহ এই আদিত্যকে এইরূপে জানিয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার প্রতি অতি শীঘ্রই মঙ্গলধ্বনি[১] সকল আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহাকে আনন্দ দিতে থাকে।[২] ৪

১। যে ধ্বনিসকলের উপভোগে পাপ সঞ্চিত হয় না।

২। ইহা দৃষ্টফল। অদৃষ্টফল ব্রহ্মত্ব-লাভ।

চতুর্থাধ্যায়—প্রথম খণ্ড

(জানশ্রুতি ও রৈক্বের উপাখ্যান)

ওঁ জানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী বহুপাক্য আস স হ সর্বত আবসথান্ মাপয়াঞ্চক্রে সর্বত এব মেঽন্নমৎস্যন্তীতি ॥ ১

[সূত্রাত্মার অংশ আদিত্যের উপাসনার পর সম্প্রতি অধিদৈব বায়ু ও অধ্যাত্ম প্রাণরূপে অবস্থিত স্বয়ং সূত্রাত্মার উপাসনা বিহিত হইতেছে]—জানশ্রুতিঃ (জনশ্রুতবংশীয় ; হ ঐতিহ্যার্থক অব্যয়) পৌত্রায়ণঃ ([জনশ্রুতের] পুত্রের পৌত্র) শ্রদ্ধাদেয়ঃ (শ্রদ্ধাপূর্বক দাতা) বহু-দায়ী (প্রভূত-দানকারী) বহু-পাক্যঃ ([ভোজনার্থীর জন্য] বহু অন্ন রন্ধনকারী) আস (ছিলেন) । সর্বতঃ এব (সকল দিকে ও গ্রামাদিতে) মে (আমার) অন্নম্ (অন্ন) অৎস্যন্তি ([ভোজনার্থীরা] আহার করিবে) ইতি (এই অভিপ্রায়ে) সঃ হ (তিনি) সর্বতঃ (সর্বত্র) আবসথান্ (পান্থশালা, অন্নসত্র সকল) মাপয়াঞ্চক্রে (নির্মাণ করাইয়াছিলেন) । ১

জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ শ্রদ্ধাপূর্বক দান করিতেন, বহু দান করিতেন, এবং বহু অন্ন রন্ধন করাইতেন। "(ভোজনার্থীরা) সর্বত্র আমার অন্ন আহার করিবে"—এই উদ্দেশে তিনি সর্বত্র পান্থশালা নির্মাণ করাইয়াছিলেন।[১] ১

১। বর্তমান আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য, ইহার সহায়ে বক্তব্য বিষয়টি সহজবোধ্য করা। আখ্যায়িকাতে ইহাও প্রতিপাদিত হইবে যে, শ্রদ্ধা ও দান প্রভৃতি বিদ্যালাভের উপায়।

অথ হ হংসা নিশায়ামতিপেতুস্তদ্ধৈবং হংসো হংসমভ্যুবাদ হো হোঽয়ি ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য সমং দিবা জ্যোতিরাততং তন্মা প্রসাঙ্ক্ষীস্তত্ত্বা মা প্রধাক্ষীরিতি ॥ ২

অথ হ (একদা) নিশায়াম্ (নিশাকালে) হংসাঃ (হংসগণ) অতিপেতুঃ (উড়িয়া আসিলেন) ; তৎ হ (তখন , [পশ্চাদ্‌বর্তী] হংসঃ (হংস) এবম্ (এইরূপে) [অগ্রগামী] হংসম্ (হংসকে) অভ্যুবাদ (বলিলেন)—হো হো অয়ি (ভো ভো ওহে) ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ (ভদ্রাক্ষ, ভল্লাক্ষ উত্তম-দৃষ্টিশালী, অর্থাৎ ক্ষীণদৃষ্টি বন্ধু), জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য (জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের) [অন্নদানাদি হইতে জাত] জ্যোতিঃ (প্রভা) দিবা সমম্ (দ্যুলোকের সমান,

অর্থাৎ দ্যুলোক পর্যন্ত; কিংবা দিবালোকের সদৃশ) আততম্ (প্রসারিত) [রহিয়াছে]; তৎ (উক্ত জ্যোতি) ত্বা (তোমাকে) [যাহাতে] মা প্রধাক্ষীঃ (=মা প্রধাক্ষীৎ, দগ্ধ না করে) ইতি (এই জন্য) তৎ মা প্রসাঙ্ক্ষীঃ (উহার সংস্পর্শে আসিও না)। ২

একদা রাত্রিকালে[১] হংসগণ উড়িয়া আসিলেন।[২] তখন (পশ্চাদ্‌গামী) একটি হংস (অগ্রগামী) অপর হংসকে বলিলেন, "ভো ভো ওহে ভল্লাক্ষ, ভল্লাক্ষ,[৩] জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের প্রভা দ্যুলোক পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। যাহাতে উহা তোমায় দগ্ধ করিয়া না ফেলে, তজ্জন্য তুমি উহার সংস্পর্শে আসিও না।" ২

১। বুঝিতে হইবে যে, তখন জানশ্রুতি উত্তাপ নিবারণের জন্য হর্ম্যতলে অবস্থান করিতেছিলেন।

২। ঋষিগণ বা দেবগণ জানশ্রুতির শ্রদ্ধা ও দানে তুষ্ট হইয়া হংসরূপে উক্ত রাজার দৃষ্টিগোচর হইলেন।

৩। ভল্লাক্ষ=ভদ্রাক্ষ শব্দটি বিদ্রূপচ্ছলে ব্যবহৃত হইয়াছে। অগ্রগামী হংস রাজার প্রভা অতিক্রম করিতে যাইতেছেন দেখিয়া পরবর্তী হংস তাঁহাকে বন্ধুভাবে সাবধান করিয়া দিতেছেন। সুতরাং বিরুদ্ধলক্ষণা অবলম্বনে উহার অর্থ মন্দদৃষ্টি বা অল্পদৃষ্টি হইবে।

তমু হ পরঃ প্রত্যুবাচ কম্বর এনমেতৎ সন্তং সযুগ্বানমিব রৈক্কমাত্থেতি যো নু কথং সযুগ্বা রৈক্ক ইতি॥ ৩

পরঃ ([অগ্রগামী] অপর হংস) তম্ উ (তাঁহাকে) প্রত্যুবাচ হ (উত্তর দিলেন)—অরে (ওহে), এনম্ সন্তম্ (এতাদৃশ এই) কম্ উ (কাহাকে লক্ষ্য করিয়া) [অথবা—সন্তম্ =মাহাত্ম্যযুক্ত ব্যক্তিকে; ওহে এই কোন্ (সাধারণ) মহিমায় মণ্ডিত ইঁহাকে উদ্দেশ করিয়া] সযুগ্বানম্ রৈক্বম্ ইব (শকটের সহিত বর্তমান রৈক্কের ন্যায়, অর্থাৎ রৈক্কের প্রতি প্রযোজ্য) এতৎ (এই বাক্য) আত্থ (বলিলে) ইতি। [অপর হংস বলিলেন] যঃ (যিনি) সযুগ্বা রৈক্কঃ (সশকট রৈক্ক) [বলিয়া পরিচিত] [তিনি] কথম্ নু (কি প্রকার) ইতি। ৩

(ভল্লাক্ষ) তাঁহাকে এই উত্তর দিলেন, "এবম্প্রকার (অতি সাধারণ)

এই কোন্ মহাত্মাকে উদ্দেশ করিয়া তুমি সযুগ্বা[১] রৈক্ক সম্বন্ধে প্রযোজ্য এবম্বিধ বাক্য প্রয়োগ করিলে?" (অপর হংস বলিলেন), "যিনি সযুগ্বা রৈক্ক, তিনি কিরূপ?" ৩

১। যুগ অর্থাৎ জোয়াল বহন করে যে, সে যুগ্য—ঘোড়া বা ষাঁড়। যুগ্য যাহাতে আছে, সে যুগ্বা—ক্ষুদ্র শকট। যুগ্বার সহিত যিনি বর্তমান, তিনি সযুগ্বা।

যথা কৃতায় বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সর্বং তদভিসমৈতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ স ময়ৈতদুক্ত ইতি ॥ ৪

[ভল্লাক্ষ বলিলেন]—কৃতায় বিজিতায় (পাশার কৃতনামক চতুরঙ্ক-শোভিত পার্শ্ব যখন জয়লাভ করে, অর্থাৎ উহার সহায়ে যখন ক্রীড়াকারী জয়লাভ করে, [তখন] তন্মধ্যে) অধরেয়াঃ ([নিম্নসংখ্যাঙ্কিত] অপর পার্শ্বগুলি) যথা (যেরূপ) সংযন্তি (সম্যক্ গমন করে, কৃতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়) [কারণ বহুসংখ্যাতে অল্পসংখ্যা অন্তর্ভুক্ত হয়], এবম্ (এইরূপ) প্রজাঃ (প্রাণিবৃন্দ) যৎ কিম্ চ (যাহা কিছু) সাধু (শুভরূপে) কুর্বন্তি (অনুষ্ঠান করে) তৎ সর্বম্ (সেই সমস্তই, সেই পুণ্যফলসমূহ) এনম্ অভিসমৈতি (ইঁহাতে মিলিত হয়, অর্থাৎ রৈক্কের পুণ্যফলমধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়)। সঃ (তিনি, রৈক্ক) যৎ (যাহা, যে বিদ্যা) বেদ (জানেন), তৎ (তাহা) [অপর] যঃ (যে কেহ) বেদ, সঃ (সেই বিদ্বান্ও) ময়া (আমা-কর্তৃক) এতৎ (এই প্রকারে, রৈক্কসদৃশ বলিয়া) উক্তঃ (বর্ণিত হইতেছেন)। ইতি। ৪

ভল্লাক্ষ বলিলেন, "(পাশার) কৃতনামক[১] পার্শ্ব ফেলিয়া কেহ জয়লাভ করিলে যেমন তন্মধ্যে অপর পার্শ্বসমূহের নিম্নসংখ্যাগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়, তেমনি প্রাণিগণ যাহা কিছু পুণ্য অর্জন করে, সেই সমস্তই রৈক্কের পুণ্যফলে অন্তর্ভুক্ত হয়।[২] রৈক্ক যাহা জানেন, অপর কেহ তাহা জানিলে, তাঁহাকেও আমি রৈক্কেরই ন্যায় বলি।[৩]" ৪

১। পাশার যে পার্শ্বে চারি সংখ্যা অঙ্কিত আছে, উহার নাম কৃত। এইরূপে তিন

সংখ্যার পার্শ্ব ত্রেতা, দুই সংখ্যার পার্শ্ব দ্বাপর, এক সংখ্যার পার্শ্ব কলি। উর্ধ্ব সংখ্যা গ্রহণ করিলে নিম্ন সংখ্যা স্বতঃই গৃহীত হয়। এইরূপে ত্রেতাদি কৃত বা সত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

২। অর্থাৎ ক্ষুদ্র পুণ্যফল বৃহৎ পুণ্যফলের অতিরিক্ত নহে।

৩। অর্থাৎ উক্ত বিদ্যার ফলে তিনি রৈক্কসদৃশ হন, এবং তাঁহার পুণ্যফলে সকলের পুণ্যফল অন্তর্ভুক্ত হয়। (বৃঃ ৪।৩।৩২-৩৩ ও গীতা ২।৩৬)

তদু হ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণ উপশুশ্রাব স হ সঞ্জিহান এব ক্ষত্তারমুবাচাঙ্গারে হ সযুগ্বানমিব রৈক্কমাত্থেতি যো নু কথং সযুগ্বা রৈক্ক ইতি ॥ ৫

যথা কৃতায় বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সর্বং তদভিসমৈতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ স ময়ৈতদুক্ত ইতি ॥ ৬

জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ তৎ উ (উক্ত বাক্য) উপশুশ্রাব হ (শুনিয়াছিলেন) ; স হ (তিনি) সঞ্জিহানঃ এব (শয্যা ত্যাগ করিয়াই) [স্তুতিকারী] ক্ষত্তারম্ (সারথিকে বা দ্বারপালকে) উবাচ (বলিলেন)—অঙ্গ অরে হ (হে বৎস), [আমায় কি] সযুগ্বানম্ রৈক্কম্ ইব (শকটের সহিত বর্তমান রৈক্কের ন্যায়) আত্থ (বলিলে, বন্দনা করিলে) ? ইতি। [ক্ষত্তা বলিলেন]—যঃ সযুগ্বা রৈক্কঃ [সঃ] কথম্ নু ইতি [৩য় কণ্ডিকা] ; [জানশ্রুতি বলিলেন]—যথা কৃতায় ইত্যাদি [৪র্থ কণ্ডিকা]। ৫-৬

জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ (ভল্লাক্ষের) উক্ত বাক্য শ্রবণ করিলেন। (প্রভাতে যখন বৈতালিকগণ তাঁহার বন্দনা করিতেছিল, তখন) তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়াই (স্তবকারী) ক্ষত্তাকে[১] বলিলেন, "তুমি কি আমায় সযুগ্বা রৈক্কের ন্যায় বলিলে ?[২]" (ক্ষত্তা বলিলেন)—"সেই সযুগ্বা রৈক্ক কিরূপ ?" (জানশ্রুতি হংসের বাক্যের পুনরুক্তি করিলেন)—"পাশার কৃতনামক পার্শ্বের দ্বারা বিজয় হইলে, তন্মধ্যে যেমন পাশার অপর পার্শ্বগুলি

অন্তর্ভুক্ত হয়, তেমনি প্রাণিগণের অর্জিত সমস্ত পুণ্য রৈক্কের পুণ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। অপর যে কেহ তাঁহার ন্যায় জানেন, তাঁহাকেও আমি রৈক্কের ন্যায় বলি।" ৫-৬

১। ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে, কিংবা ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে জাত পুত্রকে ক্ষত্তা বলে। ইহাদের কার্য—রথচালনা ও দ্বাররক্ষা প্রভৃতি।

২। অর্থাৎ আমার ঐরূপ স্তুতি করা অনুচিত; রৈক্কই ইহার উপযুক্ত। এই বাক্যের অন্যরূপ অর্থ এই:—অঙ্গ অরে হ (হে বৎস), সযুগ্বানম্ রৈক্কম্ (সযুগ্বা রৈক্ককে, রৈক্কের নিকট গিয়া) ইব [অবধারনার্থক বা নিরর্থক অব্যয়] আখ (বল) [যে আমি তাঁহার দর্শনাভিলাষী] ইতি।

স হ ক্ষত্তাঽন্বিষ্য নাবিদমিতি প্রত্যেয়ায় তং হোবাচ যত্রারে ব্রাহ্মণস্যান্বেষণা তদেনমর্চ্ছেতি ॥ ৭

সঃ হ ক্ষত্তা (সেই ক্ষত্তা) অন্বিষ্য (অনুসন্ধান করিয়া) ন অবিদম্ (জানিতে পারিলাম না)—ইতি (এই মনে করিয়া) প্রত্যেয়ায় (ফিরিয়া আসিলেন)। [জানশ্রুতি] তম্ (তাঁহাকে) উবাচ হ—অরে (ওহে), যত্র (যেখানে [নদীপুলিনাদি যে সকল বিজন দেশে]) ব্রাহ্মণস্য (ব্রহ্মবিদের) অন্বেষণা (অনুসন্ধান) [হওয়া উচিত] তৎ (সেখানে) এনম্ (ইঁহাকে) অর্চ্ছ (=গচ্ছ, প্রাপ্ত হও, অনুসন্ধান কর) ইতি। ৭

অনুসন্ধানান্তে সেই ক্ষত্তা "জানিতে পারিলাম না" এই মনে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। জানশ্রুতি তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস, যেখানে ব্রহ্মজ্ঞের অনুসন্ধান করিতে হয়, সেখানে ইঁহার অনুসন্ধান কর।" ৭

সোঽধস্তাচ্ছকটস্য পামানং কষমাণমুপোপবিবেশ তং হাভ্যুবাদ ত্বং নু ভগবঃ সযুগ্বা রৈক্ক ইত্যহং হ্যরা৩ ইতি হ প্রতিজজ্ঞে স হ ক্ষত্তাঽবিদমিতি প্রত্যেয়ায় ॥ ৮

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডঃ ॥

শকটস্য (গাড়ীর) অধস্তাৎ (নীচে) পামানম্ (খোস) কষমাণম্ উপ (কণ্ডূয়ননিরত চুলকাইতেছেন এইরূপ, এক ব্যক্তির সমীপে) সঃ (সেই ক্ষত্তা) উপবিবেশ (সবিনয়ে উপবেশন করিলেন); তম্ হ (তাঁহাকেই) অভ্যুবাদ (বলিলেন)—ভগবঃ (হে ভগবন্), ত্বম্ নু (আপনিই কি) সযুগ্বা রৈক্কঃ? ইতি। [তিনি] অরা ৩ (ওহে, অনাদর প্রকাশার্থক প্লুতি) অহম্ হি (আমিই) ইতি হ (এই বলিয়া) প্রতিজজ্ঞে (স্বীকার করিলেন)। সঃ হ ক্ষত্তা অবিদম্ ইতি (জানিতে পারিলাম, এই মনে করিয়া) প্রত্যেয়ায়। ৮

(অন্বেষণান্তে) তিনি শকটের নিম্নে খোস কণ্ডূয়নকারী এক ব্যক্তির সকাশে যাইয়া বিনয়পূর্বক উপবেশন করিলেন। (অনন্তর) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, আপনিই কি সযুগ্বা রৈক্ক?" "হাঁ গো হাঁ, আমিই," এই বলিয়া তিনি উহা স্বীকার করিলেন। (তখন) "আমি জানিতে পারিয়াছি,[১]" এই মনে করিয়া ক্ষত্তা প্রত্যাবর্তন করিলেন। ৮

১। মূলে "অরা ৩" এই অংশের বিরক্তি-সূচক দীর্ঘ উচ্চারণের দ্বারা এই মনোভাব প্রকাশিত হইতেছে, "আমি গার্হস্থ্য অবলম্বন করিতে চাই, এবং তজ্জন্য অর্থও চাই; অথচ এই ব্যক্তি আমাকে উক্ত বিষয়ে সাহায্য না করিয়া অযথা জ্বালাতন করিতে আসিয়াছে।" ক্ষত্তা মনে করিলেন যে, তিনি রৈক্ককে চিনিয়াছেন ও তাঁহার মনোভাব জানিতে পারিয়াছেন।

চতুর্থাধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড

(রৈক্কজানশ্রুতি-সংবাদ)

তদু হ জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ ষট্ শতানি গবাং নিষ্কমশ্বতরীরথং তদাদায় প্রতিচক্রমে তং হাভ্যুবাদ ॥ ১

রৈক্কেমানি ষট্ শতানি গবাময়ং নিষ্কোঽয়মশ্বতরীরথোঽনু ম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি যাং দেবতামুপাস্স ইতি ॥ ২

তৎ উ (তাহাতেই, রৈকের বাক্য শুনিয়াই) জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ গবাম্ ষট্ শতানি (ছয় শত গাভী), নিষ্কম্ (কণ্ঠহার), অশ্বতরীরথম্ (অশ্বতরীদ্বয় [দুটি খচ্চরী] যুক্ত রথ)— তৎ (উক্ত রূপ ধন) আদায় (লইয়া) প্রতিচক্রমে হ ([রৈক সকাশে] গমন করিলেন); তম্ (তাঁহাকে) অভ্যুবাদ হ (বলিলেন)—রৈক, ইমানি (এই সকল), গবাম্ ষট্ শতানি, অয়ম্ (এই) নিষ্কঃ, অয়ম্ অশ্বতরীরথঃ [আপনার জন্য আনীত হইয়াছে]; ভগবঃ (হে ভগবন্), যাম্ দেবতাম্ (যে দেবতাকে) [আপনি] উপাস্সে (উপাসনা করেন) এতাম্ দেবতাম্ (এই দেবতা [বিষয়ে]) মে (আমায়) অনুশাধি (উপদেশ দিন)। ১-২

সেই কথা শুনিয়া জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ ছয় শত গাভী, কণ্ঠহার, ও অশ্বতরীযুক্ত রথ—এই সমুদয় ধন লইয়া রৈকের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, "হে রৈক, এই ছয় শত গাভী, এই কণ্ঠহার, এই অশ্বতরীবাহিত রথ (আপনার জন্য আনীত হইয়াছে)। হে ভগবন্, আপনি যে দেবতাকে উপাসনা করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আমায় উপদেশ দিন।" ১-২

তমু হ পরঃ প্রত্যুবাচাহ হারেত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরস্ত্বিতি তদু হ পুনরেব জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ সহস্রং গবাং নিষ্কমশ্বতরীরথং দুহিতরং তদাদায় প্রতিচক্রমে ॥ ৩

পরঃ (অপর ব্যক্তি, রৈক) তম্ উ হ (তাঁহাকে) প্রত্যুবাচ (উত্তর দিলেন)—অহ [বিরক্তিপ্রকাশক অব্যয়; এখানে ইহা নিরর্থক] শূদ্র (রে শূদ্র), হার-ইত্বা (হারের সহিত রথ) গোভিঃ সহ (গাভীদের সহিত) তব এব অস্তু (তোমারই থাকুক) ইতি। তৎ উ হ (তাহাতেই, রৈকের অভিপ্রায় বুঝিয়া) জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণঃ পুনঃ এব (পুনর্বার) গবাম্ সহস্রম্, নিষ্কম্, অশ্বতরীরথম্, দুহিতরম্ ([স্বীয়] কন্যাকে)—তৎ (এই সমস্ত) আদায় প্রতিচক্রমে। ৩

অপর ব্যক্তি তাঁহাকে উত্তর দিলেন, "রে শূদ্র,[১] গাভীগণসহ হার ও রথ তোমারই থাকুক।" তাহার ফলে জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ পুনর্বার এক

সহস্র গাভী, হার, অশ্বতরীবাহিত রথ, ও স্বীয় দুহিতা—এই সমস্ত লইয়া রৈক্কের সকাশে গমন করিলেন। ৩

১। আচার্য শঙ্করের মতে ও ব্রহ্মসূত্রের (১।৩।৩৪-৩৫) মতে "শূদ্র" শব্দটিকে যৌগিক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে ;—"শুচা দ্রবতি"—(রৈক্কের মহিমা শ্রবণে) যিনি শোকে দ্রবীভূত হন, অথবা যিনি শোকহেতু দ্রুত (রৈক্কের নিকট) গমন করেন—তিনি শূদ্র। কেবল অর্থের বিনিময়ে কিংবা স্বল্প অর্থের বিনিময়ে বিদ্যা ক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন বলিয়াও হয়ত তাঁহাকে শূদ্র বলা হইয়াছে। সুতরাং জানশ্রুতি জাতিশূদ্র নহেন। আচার্যের মতে ইনি ক্ষত্রিয় রাজা ; কারণ তাঁহার অধীনে ক্ষত্তা (সারথি) ছিল। আধুনিক পণ্ডিতেরা জানশ্রুতিকে জাতিশূদ্র মনে করেন। বলা বাহুল্য, মূল দার্শনিক তত্ত্বের সহিত এই বিচারের কোনও বিশেষ সম্বন্ধ নাই।

তং হাভ্যুবাদ রৈক্কেদং সহস্রং গবাময়ং নিষ্কোঽয়মশ্বতরীরথ ইয়ং জায়াঽয়ং গ্রামো যস্মিন্নাস্সেঽন্বেব মা ভগবঃ শাধীতি ॥ ৪

[জানশ্রুতি] তম্ অভ্যুবাদ হ—রৈক্ক, ইদম্ (এই) গবাম্ সহস্রম্, অয়ম্ নিষ্কঃ, অয়ম্ অশ্বতরীরথঃ, ইয়ম্ জায়া (এই পত্নী), অয়ম্ গ্রামঃ (এই গ্রাম) যস্মিন্ (যাহাতে) [আপনি] আস্সে (বাস করিতেছেন) ; ভগবঃ, মা (আমাকে) অনুশাধি এব ইতি। ৪

জানশ্রুতি তাঁহাকে কহিলেন, "হে রৈক্ক, এই এক হাজার গাভী, এই হার, এই অশ্বতরীরথ, এই পত্নী (আপনার জন্য আনীত হইয়াছে); যে গ্রামে আপনি বাস করিতেছেন, ইহাও (আপনার জন্য সঙ্কল্পিত হইয়াছে)। হে ভগবন্, আপনি আমায় উপদেশ দিন।" ৪

তস্যা হ মুখমুপোদ্গৃহ্নন্নুবাচাজহারেমাঃ শূদ্রানেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথা ইতি তে হৈতে রৈক্কপর্ণা নাম মহাবৃষেষু যত্রাস্মা উবাস তস্মৈ হোবাচ ॥ ৫

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥

[বিদ্যাপ্রদান বিষয়ে] তস্যাঃ হ (উক্ত রাজকন্যার) মুখম্ (—মুখ, দ্বার) [আছে, ইহা] উপোদ্‌গৃহ্ণন্ (জানিয়া) [অর্থাৎ রাজকন্যাকে অর্পণ করায় কন্যাদাতা রাজা বিদ্যালাভের উপযুক্ত পাত্র হইলেন, ইহা বিবেচনা করিয়া] [রৈক্ক] উবাচ—শূদ্র, ইমাঃ (এই সকল [গবাদি ধন]) আজহার (তুমি আনিয়াছ), [ইহা উত্তম হইয়াছে]। [পরন্তু] অনেন এব মুখেন (এই রাজকন্যারূপ উপায়ের বলেই) [আমায়] আলাপয়িষ্যথাঃ (কথা বলাইবে)। মহাবৃষেষু (মহাবৃষদেশে) যত্র (যে সকল গ্রামে) [রৈক্ক] উবাস (বাস করিয়াছিলেন) তে হ এতে রৈক্কপর্ণাঃ নাম (উক্ত এই সকল রৈক্কপর্ণ নামে প্রসিদ্ধ গ্রাম সকল) [রাজা] অস্মৈ (ইঁহাকে) [দান করিয়াছিলেন]। তস্মৈ (তাঁহাকে, রাজাকে) [রৈক্ক] উবাচ হ (বলিলেন)—। ৫

সেই রাজকন্যাকে বিদ্যাপ্রদানের দ্বারস্বরূপ জানিয়া[১] রৈক্ক বলিলেন, "হে শূদ্র,[২] তুমি এই সমস্ত আনিয়াছ! এই (রাজকন্যারূপ) উপায় অবলম্বনেই আমায় আলাপ করাইবে।" মহাবৃষদেশে রৈক্কপর্ণ নামে প্রসিদ্ধ এই যে সকল গ্রামে রৈক্ক বাস করিয়াছিলেন, রাজা এই সকল গ্রাম তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। রৈক্ক তাঁহাকে বলিলেন—। ৫

১। ব্রহ্মচারী, ধনদায়ী প্রভৃতি বিদ্যাগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র :—

বৃহ্মচারী ধনদায়ী মেধাবী শ্রোত্রিয়ঃ প্রিয়ঃ।
বিদ্যয়া বা বিদ্যাং প্রাহ তানি তীর্থানি ষন্মম॥

২। রৈক্ক সন্তুষ্ট হইয়া থাকিলেও পূর্বের কথার অনুকরণ করিয়া এবারেও রাজাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। সুতরাং আচার্যের মতে এই পুনরুল্লেখও শূদ্রত্বের প্রমাণ নহে (৩য় কণ্ডিকার টীকা দ্রঃ)।

চতুর্থাধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

(রৈক্কজানশ্রুতি-সংবাদ, সম্বর্গবিদ্যা)

বায়ুর্বাব সম্বর্গো যদা বা অগ্নিরুদ্বায়তি বায়ুমেবাপ্যেতি যদা সূর্যোঽস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি চন্দ্রোঽস্তমেতি বায়ুমেবাপ্যেতি ॥ ১

বায়ুঃ বাব ([বাহ্য] বায়ুই) সম্বর্গঃ (সংগ্রহকারী বা গ্রাসকারী,—[তিনি বক্ষ্যমাণ অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকে আপনার সহিত একীভূত করেন])। যদা বৈ (যখনই) অগ্নিঃ (অগ্নি) উদ্বায়তি (নির্বাপিত হন) বায়ুম্ এব অপ্যেতি (বায়ুতেই লীন হন, বায়ুস্বভাব প্রাপ্ত হন); যদা সূর্যঃ অস্তমেতি (অস্তগমন করেন) বায়ুম্ এব অপ্যেতি ; যদা চন্দ্রঃ অস্তমেতি বায়ুম্ এব অপ্যেতি । ১

বায়ুই সম্বর্গ।[১] অগ্নি যখন নির্বাপিত হন, তখন বায়ুতেই লীন হন ; সূর্য যখন অস্তগমন করেন, তখন বায়ুতেই লীন হন ; চন্দ্র যখন অস্তমিত হন, তখন বায়ুতেই লীন হন।[২] ১

১। অর্থাৎ বায়ুকে সম্বর্গ-গুণ-বিশিষ্ট বলিয়া উপাসনা করিতে হইবে। পরেই প্রাণের কথা বলা হইবে ; সুতরাং এই বায়ু=বাহ্য বায়ু।

২। বায়ু=সঞ্চালন-শক্তি ; বায়ুই সূর্যাদিকে সঞ্চালিত করিয়া অস্তগমন করান। অথবা প্রলয়কালে তেজোরূপী সূর্যাদি স্বীয় কারণ বায়ুতে লীন হন বলিয়া বায়ু সম্বর্গ।

যদাপ উচ্ছুষ্যন্তি বায়ুমেবাপিযন্তি বায়ুর্হ্যেবৈতান্ সর্বান্ সংবৃঙ্‌ক্ত ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ২

যদা (যখন) আপঃ (জল) উচ্ছুষ্যন্তি (শুষ্ক হন) বায়ুম্ এব অপিযন্তি (লীন হন); হি (কারণ) বায়ুঃ এব এতান্ সর্বান্ ([অগ্নি প্রভৃতি মহাবলশালী দেবতার দ্বারা অধিষ্ঠিত] এই সকলকে) সংবৃঙ্‌ক্তে (আত্মসাৎ করেন)—ইতি অধিদৈবতম্ (ইহাই দেবতাবিষয়ক উপাসনা)। ২

যখন জল বিশুষ্ক হন, তখন বায়ুতেই লীন হন ; কারণ বায়ুই এই সমুদয়কে আত্মসাৎ করেন ;—ইহাই দেবগণমধ্যে সম্বর্গদর্শন। ২

অথাধ্যাত্মং প্রাণো বাব সম্বর্গঃ স যদা স্বপিতি প্রাণমেব বাগপ্যেতি প্রাণং চক্ষুঃ প্রাণং শ্রোত্রং প্রাণং মনঃ প্রাণো হ্যেবৈতান্ সর্বান্ সংবৃঙ্‌ক্ত ইতি ॥ ৩

অনন্তর শরীরমধ্যে সম্বর্গদর্শন বলা হইতেছে—প্রাণই সম্বর্গ। (কেহ অর্থাৎ জীব) যখন নিদ্রা যায়, তখন বাগিন্দ্রিয় প্রাণে লীন হয়; চক্ষু প্রাণে লীন হয়, শ্রোত্র প্রাণে লীন হয়, মন প্রাণে লীন হয়; কারণ প্রাণই এই সমুদয়কে আত্মসাৎ করে। ৩

তৌ বা এতৌ দ্বৌ সম্বর্গৌ বায়ুরেব দেবেষু প্রাণঃ প্রাণেষু ॥ ৪

তৌ বৈ এতৌ দ্বৌ (উক্ত এই দুই জনই), [অর্থাৎ] দেবেষু (দেবগণমধ্যে) বায়ুঃ এব (বায়ু) [ও] প্রাণেষু (ইন্দ্রিয়গণমধ্যে) প্রাণঃ (প্রাণ), সম্বর্গৌ (সম্বর্গগুণশালী)। ৪

উক্ত এই দুই জনই—অর্থাৎ দেবগণের মধ্যে বায়ু ও ইন্দ্রিয়বৃন্দের মধ্যে প্রাণ—সম্বর্গগুণশালী। ৪

অথ হ শৌনকং চ কাপেয়মভিপ্রতারিণং চ কাক্ষসেনিং পরিবিষ্যমাণৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে তস্মা উ হ ন দদতুঃ ॥ ৫

অথ হ (একদা), শৌনকম্ চ কাপেয়ম্ (কপিগোত্রীয় শুনকতনয়) অভিপ্রতারিণম্ চ কাক্ষসেনিম্ (এবং কক্ষসেনপুত্র অভিপ্রতারী) পরিবিষ্যমাণৌ (যখন [ভোজনকালে] পরিবেশিত হইতেছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে অর্থাৎ তাঁহাদের নিকট) [কোনও] ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে (ভিক্ষা চাহিলেন)। [তাঁহারা] তস্মৈ উ (তাঁহাকে) ন দদতুঃ হ ([ভিক্ষা] দিলেন না)। ৫

একদা পরিবেশনকালে (ভোজননিরত) কাপেয় শৌনক ও কাক্ষসেনি অভিপ্রতারীর নিকট এক ব্রহ্মচারী ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে ভিক্ষা দিলেন না।[১] ৫

১। তাঁহারা মনে করিলেন যে, ব্রহ্মচারী দাম্ভিক; সুতরাং তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন।

স হোবাচ—মহাত্মনশ্চতুরো দেব একঃ
কঃ স জগার ভুবনস্য গোপা-
স্তং কাপেয় নাভিপশ্যন্তি মর্ত্যা
অভিপ্রতারিন্ বহুধা বসন্তম্ ॥
যস্মৈ বা এতদন্নং তস্মা এতন্ন দত্তমিতি ॥ ৬

সঃ (তিনি, সেই ব্রহ্মচারী) উবাচ হ (বলিলেন)—একঃ দেবঃ (অদ্বিতীয় দেবতা) কঃ (প্রজাপতি) চতুরঃ মহাত্মনঃ (চারিজন মহাত্মাকে,—বায়ুরূপে অগ্ন্যাদি চতুষ্টয়কে এবং প্রাণরূপে বাগাদি চতুষ্টয়কে) জগার (গ্রাস করিয়াছেন) ; সঃ ভুবনস্য (ভূরাদি সমস্ত লোকের) গোপাঃ (রক্ষয়িতা)। কাপেয় (হে কাপেয়), অভিপ্রতারিন্ (হে অভিপ্রতারী), বহুধা (বহুরূপে) বসন্তম্ (বর্তমান) তম্ (তাঁহাকে) মর্ত্যাঃ (মর মানুষ, অবিবেকীরা) ন অভিপশ্যন্তি (জানে না, দেখিতে পায় না) ; যস্মৈ বৈ (যাঁহারই উদ্দেশে) এতৎ অন্নম্ ([প্রতিদিন] এই [আহার্য] অন্ন [আহৃত বা সংস্কৃত হয়]) তস্মৈ (তাঁহাকেই) এতৎ ন দত্তম্ (ইহা দেওয়া হইল না), ইতি। ৬

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "অদ্বিতীয় দেবতা প্রজাপতি চারিজন মহাত্মাকে গ্রাস করিয়াছেন ; তিনি ত্রিভুবনের রক্ষক।[১] হে কাপেয়, হে অভিপ্রতারী, মর্ত্যগণ বহুরূপে অবস্থিত তাঁহাকে দেখিতে পায় না। যাঁহার জন্য এই অন্ন, তাঁহাকেই ইহা প্রদত্ত হইল না।[২]" ৬

১। কাহারও মতে এই অংশ একটি প্রশ্ন—কঃ সঃ (তিনি কে) ?—যে অদ্বিতীয় দেবতা চারিজন মহাত্মাকে গ্রাস করিয়াছেন, তিনি কে ? কে ত্রিভুবনপালক ?

২। ব্রহ্মচারীর অভিপ্রায় এই—"আমি অত্তা (= ভোক্তা) প্রাণ ও আপনাকে অভিন্ন জানিয়াছি ; সুতরাং আমাকে না দেওয়ার অর্থ প্রাণকেই বঞ্চনা করা।"

তদু হ শৌনকঃ কাপেয়ঃ প্রতিমন্বানঃ প্রত্যেয়ায়—
আত্মা দেবানাং জনিতা প্রজানাং
হিরণ্যদংষ্ট্রো বভসোঽনসূরিঃ।

মহাত্মমস্য মহিমানমাহু-

রনদ্যমানো যদনন্নমত্তি।

ইতি বৈ বয়ং ব্রহ্মচারিন্নেদমুপাস্মহে দত্তাস্মৈ ভিক্ষামিতি ॥ ৭

তৎ উ হ ([ব্রহ্মচারীর] সেই বাক্য) প্রতিমন্বানঃ (মনে মনে আলোচনা করিয়া) শৌনকঃ কাপেয়ঃ [ব্রহ্মচারীর সকাশে] প্রত্যেয়ায় (আগমন করিলেন) [এবং বলিলেন]— [যিনি] আত্মা (সর্বজগতের আত্মা), [প্রলয়কালে বায়ুরূপ অবলম্বনে সংহার সাধন করিয়া, আবার সৃষ্টিকালে] দেবানাম্ ([অগ্ন্যাদি] দেবগণের) [জনিতা হন], [ও] [সুপ্তিকালে প্রাণরূপে সংহার সাধন করিয়া, আবার জাগরণকালে] প্রজানাম্ ([বাগাদি] প্রজাগণের) জনিতা (উৎপাদয়িতা) [অথবা— দেবানাম্ ([অগ্ন্যাদি ও বাগাদি] দেবগণের) আত্মা, প্রজানাম্ (স্থাবরজঙ্গমের) জনিতা], হিরণ্য-দংষ্ট্রঃ (অভগ্নদন্ত) বভসঃ (ভক্ষণকারী), অনসূরিঃ (যিনি অসূরি বা অমেধাবী নহেন, অর্থাৎ যিনি মেধবী),—[ব্রহ্মজ্ঞেরা] অস্য (ইঁহার) মহিমানম্ (মহিমাকে) মহান্তম্ (অতিমহান্, অপ্রমেয়) আহুঃ (বলিয়া থাকেন), যৎ (যেহেতু) [স্বয়ং] অনদ্যমানঃ ([অপর কর্তৃক] অদ্যমান বা ভক্ষ্যমাণ না হইয়া) অনন্নম্ ([যাঁহারা অন্ন বা অপরের আহার্য নহেন, অর্থাৎ যাঁহারা স্বয়ং অত্তা বা ভোক্তা, সেই অগ্নি ও বাগাদি দেবতারূপ] অনন্নকে) অত্তি (ভক্ষণ বা আত্মসাৎ করেন)—ইতি (এইরূপে) বৈ [নিরর্থক অব্যয়] ব্রহ্মচারিন্ (হে ব্রহ্মচারী) বয়ম্ (আমরা) ইদম্ (এতাদৃশ ব্রহ্মকে) আ-উপাস্মহে (সর্বতোভাবে উপাসনা করি, [অর্থাৎ আপনি যে মনে করিয়াছিলেন, আমরা জানি না,—তাহা সত্য নহে], [অথবা—ন ইদম্ বয়ম্ উপাস্মহে—আমরা ইঁহাকে উপাসনা করি না, পরন্তু পরব্রহ্মকে উপাসনা করি]। [অতঃপর তিনি ভৃত্যগণকে বলিলেন]—অস্মৈ (ইঁহাকে) ভিক্ষাম্ (ভিক্ষা) দত্ত (দাও) ইতি। ৭

কাপেয় শৌনক উহা মনে মনে আলোচনা করিয়া (ব্রহ্মচারীর সকাশে) আগমন করিলেন (ও বলিলেন), "হে ব্রহ্মচারী, যিনি সর্বদেবতার আত্মা ও স্থাবরজঙ্গমের উৎপাদয়িতা, যিনি অভগ্নদন্ত ভক্ষক,[১] যিনি মেধাবী, যিনি নিজে ভক্ষিত না হইয়াও অনন্নভূত অপর সকলকে আহার করেন বলিয়া (ব্রহ্মজ্ঞেরা) যাঁহার মহিমা অপ্রমেয় বলিয়া থাকেন,—আমরা তাদৃশ ব্রহ্মকে

উপাসনা করি।" (অতঃপর তিনি ভৃত্যগণকে বলিলেন)—"ইঁহাকে অন্ন দাও।" ৭

১। সর্বসংহারক হইলেও তিনি কখনও ক্লান্ত হন না।

তস্মা উ হ দদুস্তে বা এতে পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে দশ সন্তস্তৎ কৃতং তস্মাৎ সর্বাসু দিক্ষ্বন্নমেব দশ কৃতং সৈষা বিরাডন্নাদী তয়েদং সর্বং দৃষ্টং সর্বমস্যেদং দৃষ্টং ভবত্যন্নাদো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ৮

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য তৃতীয়খণ্ডঃ ॥

তস্মৈ উ হ (তাঁহাকে, ব্রহ্মচারীকে) [ভিক্ষা] দদুঃ (দিলেন)। তে বৈ এতে (উক্ত এই সকল) পঞ্চ অন্যে পঞ্চ অন্যে (প্রাণাদি হইতে ভিন্ন বায়ু প্রভৃতি পাঁচটি, এবং বায়ু প্রভৃতি হইতে ভিন্ন প্রাণাদি পাঁচটি) দশ সন্তঃ (দশ হইয়া) তৎ কৃতম্ ([ছাঃ ৪।১।২ দ্রঃ] উক্ত কৃত [হইয়া থাকে])। তস্মাৎ (সুতরাং, দশসংখ্যক বলিয়াই) [উক্ত] দশ ([বায়ু প্রভৃতি ও প্রাণাদি] দশটি) সর্বাসু দিক্ষু (সকল দিকে, দশ দিকে অবস্থিত) অন্নম্ এব (অন্নই, বিরাট্‌স্বরূপ) [এবং উক্ত সাদৃশ্যবশতঃ উহারা দশ সংখ্যাবিশিষ্ট] কৃতম্। সা এষা (উক্ত দশটি দেবতারূপী) বিরাট্ (বিরাট্) [কৃতরূপে] অন্নাদী (অন্নভোক্তা); তয়া (সেই অন্ন ও অন্নাদরূপী (বিরাট্ কর্তৃক) [দশদিকে সম্বদ্ধ] ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত) দৃষ্টম্ (উপলব্ধ হয়)। যঃ এবম্ বেদ (যিনি এইরূপ, অর্থাৎ বায়ু ও প্রাণকে আত্মরূপে, জানেন) অস্য (ইঁহার) ইদম্ সর্বম্ দৃষ্টম্ ভবতি (হয়); [তিনি] অন্নাদঃ ভবতি (অন্নভোক্তা হন)। যঃ এবং বেদ [উপাসনার সমাপ্তিসূচক দ্বিরুক্তি]। ৮

তাঁহারা তাঁহাকে ভিক্ষা দিলেন। এই পাঁচ ও ঐ পাঁচ মিলিয়া দশ হইয়া কৃতত্ব প্রাপ্ত হন।[১] সুতরাং (অর্থাৎ দশত্বের সাদৃশ্য আছে বলিয়া) এই দশ জনই দশ দিকে অবস্থিত অন্ন বা বিরাট্,[২] এবং ইঁহারাই (ভোক্তারূপী) কৃত।[৩] উক্ত এই দশদেবতারূপী[৪] বিরাট্ আবার (কৃতরূপে) অন্নভোক্তা; তাঁহার দ্বারা এই সমস্ত উপলব্ধ হয়। যিনি এইরূপ দর্শন

করেন, তাঁহার দ্বারাও এই সমস্ত উপলব্ধ হয়,[৫] এবং তিনি (সমস্ত) অন্নের ভোক্তা হন। ৮

১। কৃতের মধ্যে সকলে অন্তর্ভূক্ত হয় (ছাঃ ৪।১।৩ টীকা) ; সুতরাং কৃতের পূর্ণসংখ্যা দশ (কৃত = কৃত ৪ + ত্রেতা ৩ + দ্বাপর ২ + কলি ১ = ১০)—এইরূপে কৃতই অত্তা বা ভোক্তা, এবং অপরেরা তাহার অন্ন। এই অন্ন ও অন্নভোক্তা মিলিয়া দশ হইল। এদিকে বায়ু ও অগ্ন্যাদি একত্রে ৫, এবং প্রাণ ও বাগাদি একত্রে ৫ = মোট দশ। এখানেও ভোক্তা ও ভোগ্যের সংখ্যা দশ। এই সংখ্যা-সাদৃশ্যবশতঃ উভয় দশ অভিন্ন। অর্থাৎ বায়ু ও প্রাণাদিই একত্রে কৃত। ইঁহাদের দশত্ব অন্যপ্রকারেও সিদ্ধ হয়—অগ্নি সূর্য চন্দ্র ও জল = ৪, অগ্নি সূর্য ও চন্দ্র = ৩, অগ্নি ও সূর্য = ২, অগ্নি ১ = মোট ১০ ; বাগাদি সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

২। বেদে বিরাট্ দশাক্ষর বলিয়া প্রসিদ্ধ ; আবার শ্রুতিতে আছে—"বিরাড়ন্নম্"। সুতরাং প্রথমে সংখ্যাসাদৃশ্যবশতঃ অগ্ন্যাদি ও বাগাদিকে (১ম টীকার শেষাংশ) বিরাড্রূপে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে ; এবং পরে সহজেই তাঁহাদিগকে অন্নরূপী বিরাটের সহিত এক করা যাইতে পারে, কেননা অগ্ন্যাদি ও বাগাদি যথাক্রমে বায়ু ও প্রাণের অন্ন।

৩। কেননা বিরাড্রূপে যাহারা অন্ন, কৃতরূপে তাহারাই অত্তা।

৪। বিরাট্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ একবচন বলিয়া উক্ত বিধেয়ের লিঙ্গ ও বচন অনুযায়ী মূলে "সা এষা" ও "অন্নাদী" বলা হইয়াছে, "তে এতে" ও "অন্নাদঃ" বলা হয় নাই।

৫। জগৎ দশদেবতাতিরিক্ত নহে ; সুতরাং যিনি তাঁহাদের সহিত নিজের অভেদ দর্শন করেন, তিনি সমস্তই দর্শন করেন।

চতুর্থাধ্যায়—চতুর্থ খণ্ড

(সত্যকাম জাবালের উপাখ্যান)

সত্যকামো হ জাবালো জবালাং মাতরমামন্ত্রয়াঞ্চক্রে ব্রহ্মচর্যং ভবতি বিবৎস্যামি কিংগোত্রো ন্বহমস্মীতি॥ ১

[অন্ন ও অন্নরূপে সংস্তুত বাগাদি ও অগ্ন্যাদিরূপ জগৎকে ষোড়শ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাতে ব্রহ্মদৃষ্টি বিহিত হইতেছে। আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য, শ্রদ্ধা ও তপস্যাকে ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গরূপে প্রদর্শন করা]—জাবালঃ (জবালার পুত্র) সত্যকামঃ (সত্যকাম) [তাঁহার] মাতরম্ জবালাম্ হ (মাতা জবালাকে) আমন্ত্রয়াঞ্চক্রে (সম্বোধন করিয়া বলিলেন)—ভবতি (হে পূজনীয়ে), [আমি স্বাধ্যায় লাভের জন্য] ব্রহ্মচর্যম্ বিবৎস্যামি (ব্রহ্মচর্য অবলম্বনে [গুরুগৃহে] বাস করিব) ; অহম্ (আমি) কিং-গোত্রঃ নু অস্মি (কোন্ গোত্রীয়, ইহা জিজ্ঞাসা করি) ইতি। ১

একদা সত্যকাম জাবাল জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে পূজনীয়ে, আমি ব্রহ্মচর্যাবলম্বনে (গুরুগৃহে) বাস করিতে চাই ; (সুতরাং) জিজ্ঞাসা করি, আমি কোন্ গোত্রীয় ?" ১

সা হৈনমুবাচ নাহমেতদ্বেদ তাত যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহহমেতন্ন বেদ যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি জবালা তু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি স সত্যকাম এব জাবালো ব্রুবীথা ইতি ॥ ২

সা (তিনি, জবালা) এনম্ (ইঁহাকে, সত্যকামকে) উবাচ—তাত (হে বৎস), ত্বম্ (তুমি) যদ্-গোত্রঃ (যে গোত্রীয়) অসি (হও) এতৎ (ইহা) অহম্ ন বেদ (জানি না) বহু চরন্তী (বহু কার্যে ব্যাপৃতা) [অতিথি অভ্যাগত প্রভৃতির] পরিচারিণী (পরিচর্যানিরতা) অহম্ ত্বাম্ (তোমাকে) যৌবনে (যৌবনকালে) অলভে (লাভ করিয়াছিলাম) ; সা (এবম্প্রকারা) অহম্ ত্বম্ যদ্‌গোত্রঃ অসি এতৎ ন বেদ ; তু (পরন্তু) অহম্ জবালা নাম অস্মি (হই), ত্বম্ সত্যকামঃ নাম অসি। সঃ (উক্ত প্রকার তুমি) সত্যকামঃ জাবালঃ এব (সত্যকাম জাবালরূপেই) ব্রুবীথাঃ (বলিবে, আত্মপরিচয় দিবে) ইতি। ২

জবালা তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি যে কোন্ গোত্রীয়, তাহা আমি জানি না। বহুকর্মব্যাপৃতা ও পরিচর্যানিরতা আমি তোমায় যৌবনে পাইয়াছিলাম ; সুতরাং তুমি যে কোন্ গোত্রীয়, তাহা জানিতে পারি নাই।[১] তবে

আমার নাম জবালা এবং তোমার নাম সত্যকাম ; সুতরাং তুমি সত্যকাম জাবাল বলিয়াই পরিচয় দিও।" ২

১। "আমার যৌবনকালে স্বামীর গৃহে নিরন্তর কর্মব্যস্ত থাকায় গোত্র জিজ্ঞাসার অবসর পাই নাই, এবং যৌবনেই তোমার পিতার মৃত্যু হওয়ায় শোকে অভিভূতা হইয়া অপরের নিকট গোত্র জিজ্ঞাসা করি নাই।" আধুনিক পণ্ডিতগণ এই অংশের অন্যরূপ অর্থ করেন জানিয়াও আমরা শঙ্করানুমোদিত অর্থই গ্রহণ করিলাম ; কারণ মূল দার্শনিক তথ্যটি বর্তমান আখ্যায়িকার কোনও বিশেষ অর্থের উপর নির্ভর করে না।

স হ হারিদ্রুমতং গৌতমমেত্যোবাচ ব্রহ্মচর্যং ভগবতি বৎস্যাম্যুপেয়াং ভগবন্তমিতি ॥ ৩

সঃ হ (সেই সত্যকাম) গৌতমম্ (গৌতমবংশীয়) হারিদ্রুমতম্ এত্য (হরিদ্রুমৎতনয়ের নিকট গিয়া) উবাচ—ভগবতি (শ্রদ্ধেয় আপনার সকাশে) ব্রহ্মচর্যম্ বৎস্যামি (বাস করিব) ; ভগবন্তম্ (মহাশয়কে) [আচার্যরূপে] উপেয়াম্ (প্রাপ্ত হইতে চাই) ইতি। ৩

তিনি হারিদ্রুমত গৌতমের নিকট গিয়া বলিলেন, "আমি ভবৎসমীপে ব্রহ্মচর্যবাস করিব ; মহাশয়কে আচার্যরূপে পাইতে চাই।" ৩

তং হোবাচ কিংগোত্রো নু সোম্যাসীতি স হোবাচ নাহমেতদ্বেদ ভো যদ্‌গোত্রোঽহমস্ম্যপৃচ্ছং মাতরং সা মা প্রত্যব্রবীদ্ বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাঽহমেতন্ন বেদ যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি জবালা তু নামাঽহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসীতি সোঽহং সত্যকামো জাবালোঽস্মি ভো ইতি ॥ ৪

তম্ হ উবাচ—সোম্য (হে প্রিয়দর্শন), কিং-গোত্রঃ নু অসি (তুমি কোন্ গোত্রীয়) ? সঃ উবাচ হ—ভোঃ যদ্‌গোত্রঃ অহম্ অস্মি (আমি যে গোত্রীয়) এতৎ অহম্ ন বেদ ; মাতরম্ (মাতাকে) অপৃচ্ছম্ (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম) ; সা তিনি (আমাকে) প্রত্যব্রবীৎ (উত্তর দিয়াছিলেন)—[অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৪

গৌতম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সোম্য, তুমি কোন্ গোত্রীয় ?" তিনি বলিলেন, "মহাশয়, আমি কোন্ গোত্রীয়, তাহা জানি না। মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ; তিনি আমাকে উত্তর দিলেন, 'বহুকর্মব্যাপৃতা ও পরিচারণশীলা আমি তোমায় যৌবনে পাইয়াছিলাম ; সুতরাং তুমি যে কোন্ গোত্রীয়, তাহা জানিতে পারি নাই। তবে আমার নাম জবালা এবং তোমার নাম সত্যকাম।' সুতরাং মহাশয়, আমি সত্যকাম জাবাল।" ৪

তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে ন সত্যাদগা ইতি তমুপনীয় কৃশানামবলানাং চতুঃশতা গা নিরাকৃত্যোবাচেমাঃ সোম্যানুসংব্রজেতি তা অভিপ্রস্থাপয়ন্নুবাচ নাসহস্রেণাবর্তেয়েতি স হ বর্ষগণং প্রোবাস তা যদা সহস্রং সম্পেদুঃ —॥ ৫

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থখণ্ডঃ ॥

তম্ উবাচ হ—এতৎ (ইহা, এতাদৃশ সরল ও সত্য কথা) অব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কেহ) বিবক্তুম্ (বলিতে) ন অর্হতি (পারে না) ; সোম্য, [উপনয়নার্থ] সমিধম্ (যজ্ঞকাষ্ঠ) আহর (আন), ত্বা (তোমাকে) উপনেষ্যে (উপনীত করিব), সত্যাৎ ন অগাঃ ইতি (কারণ তুমি সত্য হইতে ভ্রষ্ট হও নাই) ; তম্ (তাঁহাকে) উপনীয় (উপনীত করিয়া), কৃশানাম্ (ক্ষীণ) অবলানাম্ (দুর্বল [গরু] দিগের মধ্যে) চতুঃশতাঃ (চারিশত) গাঃ (গরুকে) নিরাকৃত্য (পৃথক্ করিয়া) উবাচ—সোম্য, ইমাঃ অনুসংব্রজ (ইহাদিগের অনুগমন কর) ইতি। তাঃ (তাহাদিগকে) অভিপ্রস্থাপয়ন্ ([অরণ্য] অভিমুখে প্রেরণপূর্বক) [সত্যকাম] উবাচ—অসহস্রেণ (সহস্র পূর্ণ না হইলে) ন আবর্তেয় (ফিরিব না) ইতি। সঃ হ (তিনি) বর্ষগণম্ প্রোবাস (বহু বৎসর, দীর্ঘকাল, প্রবাসে অতিবাহিত করিলেন)। তাঃ (ঐ গোবৃন্দ) যদা (যখন) সহস্রম্ (এক হাজার) সম্পেদুঃ (সম্পন্ন হইল)—। ৫

(আচার্য) সত্যকামকে বলিলেন, "এইরূপ বাক্য ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরে বলিতে পারে না। হে সোম্য, সমিধ আহরণ কর, আমি তোমায় উপনীত

করিব ; কারণ তুমি সত্য হইতে ভ্রষ্ট হও নাই।" তাঁহাকে উপনীত করিয়া ক্ষীণ ও দুর্বল গোধনের চারিশত গো পৃথক্ করিয়া বলিলেন, "হে সোম্য, ইহাদের অনুগমন কর।" তাহাদিগকে বনাভিমুখে চালিত করিয়া সত্যকাম বলিলেন, "সহস্র পূর্ণ না হইলে আমি ফিরিব না।" তিনি দীর্ঘকাল প্রবাস করিলেন। তাহারা যখন এক সহস্র হইল—। ৫

চতুর্থাধ্যায়—পঞ্চম খণ্ড

(সত্যকামের প্রতি ঋষভের উপদেশ)

অথ হৈনমৃষভোঽভ্যুবাদ সত্যকাম৩ ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব প্রাপ্তাঃ সোম্য সহস্রং স্মঃ প্রাপয় ন আচার্যকুলম্ ॥ ১

অথ (তখন) এনম্ (ইঁহাকে) ঋষভঃ (বৃষ) অভ্যুবাদ হ (সম্বোধন করিয়া বলিলেন) —সত্যকাম ৩ [আহ্বানার্থক প্লুতি] ইতি। ভগবঃ (ভগবন্) ইতি (এই বলিয়া) [সত্যকাম্] প্রতিশুশ্রাব (প্রত্যুত্তর দিলেন)। সোম্য, [আমরা] সহস্রম্ (হাজার সংখ্যা) প্রাপ্তাঃ স্মঃ (প্রাপ্ত হইয়াছি), নঃ (আমাদিগকে) আচার্যকুলম্ (গুরুগৃহে) প্রাপয় (লইয়া যাও)। ১

তখন বৃষভ[১] ইঁহাকে এইরূপ সম্বোধন করিলেন, "হে সত্যকাম!" "হে ভগবন্," এই বলিয়া (সত্যকাম) প্রত্যুত্তর দিলেন। (বৃষভ বলিলেন), "হে সোম্য আমরা সহস্র পূর্ণ হইয়াছি, আমাদিগকে আচার্যসদনে লইয়া চল। ১

১। সত্যকামের শ্রদ্ধা ও তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য দিকের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বায়ু বৃষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

ব্রহ্মণশ্চ তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ

হোবাচ প্রাচী দিক্কলা প্রতীচী দিক্কলা দক্ষিণা দিক্কলোদীচী দিক্কলৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্নাম ॥ ২

চ (এবং) তে (তোমায়) ব্রহ্মণঃ (পরব্রহ্মের) পাদম্ (এক চতুর্থাংশ) ব্রবাণী (বলিতে চাই) ইতি। ভগবান্ (শ্রদ্ধেয় আপনি) মে (আমায়) ব্রবীতু (বলুন) ইতি। তস্মৈ (তাঁহাকে, সত্যকামকে) উবাচ হ—প্রাচী দিক্ (পূর্ব দিক্) কলা ([ব্রহ্মের এক পাদের] এক [চতুর্থ] অংশ), প্রতীচী (পশ্চিম) দিক্ কলা, দক্ষিণা দিক্ কলা, উদীচী (উত্তর) দিক কলা—সোম্য, এষঃ বৈ (ইহাই) ব্রহ্মণঃ চতুষ্কলঃ (চারি কলা যুক্ত) প্রকাশবান্ নাম (প্রকাশবান্ নামক) পাদঃ (এক পাদ)। ২

(বৃষভ বলিলেন)—"ব্রহ্মের এক পাদ সম্বন্ধেও তোমায় উপদেশ দিতে চাই।" (সত্যকাম)—"শ্রদ্ধেয় আপনি আমায় উপদেশ দিন।" তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "পূর্ব দিক্ এক অংশ, পশ্চিম দিক্ এক অংশ, উত্তর দিক্ এক অংশ, দক্ষিণ দিক্ এক অংশ। হে সোম্য, ইহাই ব্রহ্মের প্রকাশবান্ নামক চারিকলাবিশিষ্ট একটি পাদ। ২

স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবানিত্যুপাস্তে প্রকাশবানস্মিঁল্লোকে ভবতি প্রকাশবতো হ লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবানিত্যুপাস্তে ॥ ৩

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য পঞ্চমখণ্ডঃ ॥

যঃ (যে কেহ) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) এতম্ (এই) চতুষ্কলম্ পাদম্ এবম্ (এই প্রকারে) বিদ্বান্ (জানিয়া) প্রকাশবান্ ইতি (প্রকাশবান্ বলিয়া) উপাস্তে (উপাসনা করেন), সঃ (তিনি) অস্মিন্ লোকে (ইহলোকে) প্রকাশবান্ (প্রখ্যাত) ভবতি (হন); যঃ ব্রহ্মণঃ এতম্ চতুষ্কলম্ পাদম্ এবম্ বিদ্বান্ প্রকাশবান্ ইতি উপাস্তে [তিনি পরলোকে] প্রকাশবতঃ হ লোকান্ (জ্যোতির্ময় দেবাদি লোকসকল) জয়তি (জয় করেন)। ৩

"যে কেহ ব্রহ্মের এই চতুষ্কল এক পাদকে এই প্রকারে জানিয়া তাহাকে

প্রকাশশীল বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে প্রখ্যাত হন; যিনি ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে এই প্রকারে জানিয়া তাহাকে প্রকাশবান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি (পরলোকে) প্রকাশবান্ লোকসমূহ জয় করেন। ৩

চতুর্থাধ্যায়—ষষ্ঠ খণ্ড

(সত্যকামের প্রতি অগ্নির উপদেশ)

অগ্নিষ্টে পাদং বক্তেতি স হ শ্বোভূতে গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার তা যত্রাভি সায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ ॥ ১

[বৃষভ আরও বলিলেন]—অগ্নিঃ তে (তোমায়) পাদম্ (এক পাদ) বক্তা (বলিবেন) ইতি। সঃ (তিনি, সত্যকাম) শ্বঃ-ভূতে (পরদিবস) গাঃ (গোবৃন্দকে) অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার হ ([গুরুগৃহের] অভিমুখে চালনা করিলেন)। যত্র (যেখানে, বা যে সময়ে) তাঃ (সেই গরুসকল) সায়ম্ অভি বভূবুঃ (সায়ংকাল লক্ষ্য করিয়া সমবেত হইল) তত্র (সেখানে, বা তখন) অগ্নিম্ উপসমাধায় (অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া) গাঃ উপরুধ্য (অবরুদ্ধ করিয়া) সমিধম্ আধায় (সমিধ্ সন্নিবেশপূর্বক) অগ্নেঃ পশ্চাৎ (অগ্নির পশ্চাতে) প্রাক্ উপ-উপবিবেশ ([অগ্নি ও গরু উভয়ের] সমীপে পূর্বমুখী হইয়া বসিলেন)। ১

(বৃষভ আরও বলিলেন)—"অগ্নি তোমায় একপাদ বলিবেন।" পরদিন সত্যকাম গোবৃন্দকে গুরুগৃহাভিমুখে লইয়া চলিলেন। সন্ধ্যাসমাগমে ঐ গরুসকল যেখানে সমবেত হইল, সেখানে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া, গোবৃন্দকে অবরুদ্ধ করিয়া, এবং সমিধ্ সমাবেশ করিয়া তিনি (তাহাদের) সমীপে অগ্নির পশ্চাতে পূর্বমুখী হইয়া বসিলেন। ১

তমগ্নিরভ্যুবাদ সত্যকাম৩ ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ॥ ২

অগ্নি তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন, "সত্যকাম!" "হে ভগবন্," এই বলিয়া সত্যকাম প্রত্যুত্তর দিলেন। ২

ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচ পৃথিবী কলাঽন্তরিক্ষং কলা দ্যৌঃ কলা সমুদ্রঃ কলৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণোঽনন্তবান্নাম ॥ ৩

(অগ্নি)—"হে সোম্য, আমি তোমায় ব্রহ্মের এক পাদ বলিব।" (সত্যকাম বলিলেন)—"শ্রদ্ধেয় আপনি বলুন।" (অগ্নি) তাঁহাকে বলিলেন, "পৃথিবী এক অংশ, অন্তরিক্ষ এক অংশ, দ্যুলোক এক অংশ, সমুদ্র এক অংশ।[১] হে সোম্য, ইহাই ব্রহ্মের অনন্তবান্ নামক চতুষ্কল একটি পাদ। ৩

১। অগ্নি নিজেই পৃথিব্যাদিরূপে অবস্থিত; সুতরাং তিনি আপনার বিষয়েই উপদেশ দিলেন।

স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোঽনন্তবানিত্যুপাস্তেঽনন্তবানস্মিঁল্লোকে ভবত্যনন্তবতো হ লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোঽনন্তবানিত্যুপাস্তে ॥ ৪

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য ষষ্ঠখণ্ডঃ ॥

"যে কেহ ব্রহ্মের চতুষ্কল এই পাদকে এই প্রকারে জানিয়া তাহাকে অনন্তবান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে অনন্তবান্ হন।[১] যিনি ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে এই প্রকারে জানিয়া তাহাকে অনন্তবান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি (পরলোকে) অন্তহীন (অর্থাৎ অক্ষয়) লোকসমূহকে জয় করেন। ৪

১। অনন্তবান্—যাহা অন্তবান্ নহে। অর্থাৎ এই বিদ্বানের বংশের উচ্ছেদ হয় না।

চতুর্থাধ্যায়—সপ্তম খণ্ড

(সত্যকামের প্রতি হংসের উপদেশ)

হংসস্তে পাদং বক্তেতি। স হ শ্বোভূতে গা অভিপ্রস্থা-পয়াঞ্চকার তা যত্রাভি সায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ ॥ ১

(অগ্নি আরও বলিলেন)—"হংস[১] তোমায় (ব্রহ্মের) এক পাদ বলিবেন।" পরদিন সত্যকাম গোবৃন্দকে গুরুকুলাভিমুখে লইয়া চলিলেন। সন্ধ্যাসমাগমে তাহারা যেখানে সমবেত হইল, সেখানে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া, গোবৃন্দকে অবরুদ্ধ করিয়া, এবং সমিধ্ সমাবেশ করিয়া তিনি (তাহাদের) সমীপে অগ্নির পশ্চাতে পূর্বমুখে বসিলেন। ১

১। হংস—আদিত্য; কারণ উভয়েই শুক্লবর্ণ এবং উভয়েই অন্তরিক্ষচারী। বিশেষতঃ জ্যোতিবিষয়ক উপাসনা কথিত হওয়ায় ইহাই প্রতীত হয় যে, আদিত্যই হংস।

তং হংস উপনিপত্যাভ্যুবাদ সত্যকামও ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ॥ ২

হংস সত্যকামের নিকট উড়িয়া আসিয়া বলিলেন, "সত্যকাম।" "হে ভগবন্," এই বলিয়া সত্যকাম প্রত্যুত্তর দিলেন। ২

ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচাগ্নিঃ কলা সূর্যঃ কলা চন্দ্রঃ কলা বিদ্যুৎ কলৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মান্ নাম ॥ ৩

(হংস)—"হে সোম্য, আমি তোমায় ব্রহ্মের এক পাদ বলিব।" (সত্যকাম)—"শ্রদ্ধেয় আপনি বলুন।" (হংস) তাঁহাকে বলিলেন, "অগ্নি

এক অংশ, সূর্য এক অংশ, চন্দ্র এক অংশ, বিদ্যুৎ এক অংশ। হে সোম্য, ইহাই ব্রহ্মের জ্যোতিষ্মান্ নামক চতুষ্কল একটি পাদ। ৩

স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মানিত্যুপাস্তে জ্যোতিষ্মানস্মিঁল্লোকে ভবতি জ্যোতিষ্মতো হ লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মানিত্যুপাস্তে ॥ ৪

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য সপ্তমখণ্ডঃ ॥

"যে কেহ ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে এই প্রকারে জানিয়া তাহাকে জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে জ্যোতিষ্মান্ (অর্থাৎ দীপ্তিমান্) হন। যিনি ব্রহ্মের চতুষ্কল এই পাদকে এই প্রকারে জানিয়া তাহাকে জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি (পরলোকে) জ্যোতিষ্মান্ (অর্থাৎ চন্দ্রসূর্যাদি) লোকসকল জয় করেন। ৪

চতুর্থাধ্যায়—অষ্টম খণ্ড

(সত্যকামের প্রতি মদ্গুর উপদেশ)

মদ্গুষ্টে পাদং বক্তেতি স হ শ্বোভূতে গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার তা যত্রাভি সায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গা উপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ ॥ ১

(হংস আরও বলিলেন)—"মদ্গু' তোমায় এক পাদ বলিবেন।" পরদিন সত্যকাম গরুসকলকে গুরুগৃহের দিকে লইয়া চলিলেন। সন্ধ্যা-

সমাগমে তাহারা যেখানে সমবেত হইল, সেখানে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া, গোবৃন্দকে অবরুদ্ধ করিয়া, এবং সমিধ্ সমাবেশ করিয়া তিনি (তাহাদের) নিকটে অগ্নির পশ্চাতে পূর্বমুখে বসিলেন। ১

১। এক প্রকার জলচর পাখী। জলের সহিত সম্বন্ধ থাকায় ইনি প্রাণ; কারণ প্রাণের দেহে অবস্থিতি জলের উপর নির্ভর করে; জল পান না করিলে প্রাণত্যাগ হয়।

তং মদ্গুরুপনিপত্যাভ্যুবাদ সত্যকাম৩ ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ॥ ২

মদ্গু তাঁহার নিকট উড়িয়া আসিয়া বলিলেন "সত্যকাম!" "হে ভগবন্," এই বলিয়া সত্যকাম প্রত্যুত্তর দিলেন। ২

ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচ প্রাণঃ কলা চক্ষুঃ কলা শ্রোত্রং কলা মনঃ কলৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণ আয়তনবান্নাম ॥ ৩

(মদ্গু)—"হে সোম্য, আমি তোমায় ব্রহ্মের এক পাদ বলিব।" (সত্যকাম)—"শ্রদ্ধেয় আপনি আমায় বলুন।" (মদ্গু) তাঁহাকে বলিলেন, "প্রাণ এক অংশ, চক্ষু এক অংশ, শ্রোত্র এক অংশ, মন এক অংশ। হে সোম্য, ইহাই ব্রহ্মের 'আয়তনবান্'[১] নামক চতুষ্কল একটি পাদ। ৩

১। আয়তন—মন; কারণ সর্বেন্দ্রিয়-পথে যে সকল ভোগ আহৃত হয়, মনই সেই ভোগের আয়তন বা অধিষ্ঠান। সেই মনোরূপ আয়তন যে পাদের কলা, উহা আয়তনবান্।

স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তনবানিত্যুপাস্ত আয়তনবানস্মিঁল্লোকে ভবত্যায়তনবতো হ লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তনবানিত্যুপাস্তে ॥ ৪

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্যাষ্টমখণ্ডঃ ॥

"যে কেহ ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে এই প্রকারে জানিয়া তাহাকে আয়তনবান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে আয়তনবান্ (অর্থাৎ উপযুক্ত আশ্রয়বিশিষ্ট) হন। যিনি ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে এই প্রকারে জানিয়া তাহাকে আয়তনবান্ বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি (পরলোকে) আয়তনবান্ (অর্থাৎ বহুপরিসর বা আয়তনযুক্ত) লোকসমূহ জয় করেন।" ৪

চতুর্থাধ্যায়—নবম খণ্ড

(সত্যকামের প্রতি গুরুর উপদেশ)

প্রাপ হাচার্যকুলং তমাচার্যোঽভ্যুবাদ সত্যকাম৩ ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ॥ ১

[সত্যকাম] আচার্য্যকুলম্ প্রাপ হ (গুরুগৃহে উপস্থিত হইলেন)। ১

(সত্যকাম) গুরুগৃহে সমুপস্থিত হইলেন। আচার্য তাঁহাকে এইরূপে সম্বোধন করিলেন, "হে সত্যকাম!" "হে ভগবন্", এই বলিয়া সত্যকাম প্রত্যুত্তর দিলেন। ১

ব্রহ্মবিদিব বৈ সোম্য ভাসি কো নু ত্বাহনুশশাসেত্যন্যে মনুষ্যেভ্য ইতি হ প্রতিজজ্ঞে ভগবাংস্ত্বেব মে কামে ব্রূয়াৎ ॥ ২

[গুরু]—সোম্য, [তুমি] ব্রহ্মবিৎ ইব (ব্রহ্মজ্ঞের ন্যায়) ভাসি বৈ (দীপ্তি পাইতেছ); কঃ নু (কোন্ ব্যক্তি) ত্বা (তোমাকে) অনুশশাস (উপদেশ দিলেন) ? ইতি। [সত্যকাম] প্রতিজজ্ঞে হ (প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিলেন)—মনুষ্যেভ্যঃ অন্যে (মানুষ ভিন্ন অপরেরা) [উপদেশ দিয়াছেন ; অর্থাৎ আমি গুরুত্যাগ করি নাই] ইতি। ভগবান্ তু এব (আপনিই কিন্তু) মে (আমার) কামে (অভীষ্টপূরণের জন্য) ব্রূয়াৎ (বলুন) [দেবতার নিকট উপদেশ পাওয়ায় গুরুর নিকট উপদেশলাভ নিরর্থক হয় নাই]। ২

(গুরু)—"হে সোম্য, তুমি ব্রহ্মজ্ঞের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ ;[১] কোন্ ব্যক্তি তোমায় উপদেশ দিয়াছেন ?[২] (সত্যকাম) প্রত্যুত্তর দিলেন, "মনুষ্যভিন্ন অপরেরা (উপদেশ দিয়াছেন)। পরন্তু আপনিই উপদেশ দিয়া আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।" ২

১। তোমার ইন্দ্রিয় প্রফুল্ল, বদন প্রসন্ন, মন নিশ্চিন্ত, ও তুমি কৃতার্থ বলিয়া মনে হইতেছে।

২। তুমি আমার শিষ্য ; অন্য গুরুর পক্ষে উপদেশ দেওয়া অন্যায়।

শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্য আচার্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপতীতি তস্মৈ হৈতদেবোবাচাত্র হ ন কিঞ্চন বীয়ায়েতি বীয়ায়েতি ॥ ৩

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য নবমখণ্ডঃ ॥

ভগবৎ-দৃশেভ্যঃ (আপনার সদৃশ আচার্যগণ হইতে) মে (আমার) [ইহা] শ্রুতম্ হি এব (অবশ্যই শ্রুত আছে) [যে], আচার্যাৎ (গুরুর নিকট হইতে) বিদিতা (বিজ্ঞাত) বিদ্যা হ এব (বিদ্যাই) সাধিষ্ঠম্ (সাধুতমত্ব, কল্যাণতমত্ব) প্রাপতি (প্রাপ্ত হয়) ইতি। তস্মৈ (তাঁহাকে, সত্যকামকে) [গুরু] এতৎ হ এব (ইহাই, দেবগণপ্রদত্ত বিদ্যাই) উবাচ (বলিলেন)। অত্র হ (এই বিষয়ে) কিম্-চন (কিছুই) ন বীয়ায় (পরিত্যক্ত হয় নাই) ইতি। [বিদ্যার সমাপ্তিসূচক পুনরুক্তি]। ৩

(সত্যকাম)—"ভবৎসদৃশ আচার্যগণের নিকটেই আমি ইহা বিদিত আছি যে, গুরুমুখে বিজ্ঞাত বিদ্যাই কল্যাণতম হইয়া থাকে।" (গুরু) তাঁহাকে উক্ত বিদ্যাই[১] বলিলেন ;—এই বিষয়ে কিছুই পরিত্যক্ত হইল না। ৩

১। ষোড়শ কলা ও পাদচতুষ্টয়সমন্বিত একই বিদ্যা ও তাহার ফল।

চতুর্থাধ্যায়—দশম খণ্ড

(উপকোসলের উপাখ্যান, আত্মবিদ্যা)

উপকোসলো হ বৈ কামলায়নঃ সত্যকামে জাবালে ব্রহ্মচর্য-মুবাস তস্য হ দ্বাদশ বর্ষাণ্যগ্নীন্ পরিচচার স হ স্মান্যানন্তেবাসিনঃ সমাবর্তয়ংস্তং হ স্মৈব ন সমাবর্তয়তি ॥ ১

[প্রপঞ্চরূপে বিবর্তিত ব্রহ্মের উপাসনা উক্ত হইয়াছে। অধুনা কার্যব্রহ্মের উপাসনার সহিত সমুচ্চিতরূপে কারণব্রহ্মের উপাসনা বলা হইতেছে। আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য পূর্বেরই ন্যায় শ্রদ্ধা ও তপস্যাকে ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গরূপে প্রদর্শন করা]—উপকোসলঃ হ বৈ (উপকোসল নামে প্রসিদ্ধ) কামলায়নঃ (কমলের পুত্র) সত্যকামে জাবালে ব্রহ্মচর্যম্ উবাস (সত্যকাম জাবালের নিকট ব্রহ্মচর্যবাস করিয়াছিলেন)। [তিনি] দ্বাদশ বর্ষাণি (বার বৎসর) তস্য হ (সেই সত্যকামের) অগ্নীন্ পরিচচার (অগ্নিগণের পরিচর্যা করিয়াছিলেন)। সঃ হ স্ম (উক্ত আচার্য) অন্যান্ অন্তেবাসিনঃ (অপর শিষ্যবৃন্দকে) সমাবর্তয়ন্ (সমাবর্তন করাইয়াও, স্বাধ্যায়-গ্রহণের) পর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করাইয়াও) তম্ হ স্ম এব (কেবল উক্ত উপকোসলকেই) ন সমাবর্তয়তি (সমাবর্তন করাইলেন না)। [পাঠান্তর—উপকোশল]। ১

উপকোসল কামলায়ন সত্যকাম জাবালের গৃহে ব্রহ্মচর্যবাস করিয়াছিলেন। তিনি দ্বাদশ বৎসর তাঁহার অগ্নিসকলের পরিচর্যা করিয়াছিলেন। সত্যকাম অপর অন্তেবাসিগণকে সমাবর্তন করাইলেন; কিন্তু কেবল উপকোসলকেই সমাবর্তন করাইলেন না। ১

তং জায়োবাচ তপ্তো ব্রহ্মচারী কুশলমগ্নীন্ পরিচচারীন্মা ত্বাহগ্নয়ঃ পরিপ্রবোচন্ প্রব্রূহ্যস্মা ইতি তস্মৈ হাপ্রোচ্যৈব প্রবাসাঞ্চক্রে ॥ ২

জায়া (পত্নী) তম্ (তাঁহাকে, আচার্যকে) উবাচ (বলিলেন)—তপ্তঃ (তপস্যানিষ্ঠ) ব্রহ্মচারী অগ্নীন্ (অগ্নিগণকে) কুশলম্ (নিপুণতাসহকারে) পরিচচারীৎ (পরিচর্যা করিয়াছে), [যাহাতে] অগ্নয়ঃ (অগ্নিরা) ত্বা (তোমাকে) মা পরিপ্রবোচন্ (নিন্দা না

করেন) [তজ্জন্য] অস্মৈ (উহাকে [অভিপ্রেত বিদ্যা] প্রব্রূহি (বল, উপদেশ দাও) ইতি। তস্মৈ (তাঁহাকে, উপকোসলকে) অপ্রোচ্য এব হ (উপদেশ না দিয়াই) [আচার্য] প্রবাসাঞ্চক্রে (প্রবাসে চলিয়া গেলেন)। ২

আচার্যের পত্নী আচার্যকে বলিলেন, "তপস্যানিষ্ঠ ব্রহ্মচারী অগ্নিগণকে কুশলতাসহকারে পরিচর্যা করিয়াছে ; (অতএব) অগ্নিগণ যাহাতে তোমায় ভর্ৎসনা না করেন, তজ্জন্য উহাকে উপদেশ দাও।" আচার্য তাঁহাকে উপদেশ না দিয়াই প্রবাসে চলিয়া গেলেন।[১] ২

১। সত্যকামের মনের ভাব এই, "গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ শিষ্যের প্রতি অনুগৃহীত হইয়া দেবগণই তাহাকে উপদেশ করিবেন। শিষ্যের পরিচর্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহারা গুরুকে নিন্দা করিবেন, এইরূপ হইতে পারে না।"

স হ ব্যাধিনাঽনশিতুং দধ্রে তমাচার্যজায়োবাচ ব্রহ্মচারিন্নশান কিং নু নাশ্নাসীতি স হোবাচ বহব ইমেঽস্মিন্ পুরুষে কামা নানাত্যয়া ব্যাধিভিঃ প্রতিপূর্ণোঽস্মি নাশিষ্যামীতি ॥ ৩

সঃ হ (উক্ত উপকোসল) [অগ্নিশালায় অবস্থানপূর্বক] ব্যাধিনা (মানসিক দুঃখে) অনশিতুম্ দধ্রে (অনশন করিতে আরম্ভ করিলেন)। আচার্যজায়া (গুরুপত্নী) তম্ (তাঁহাকে) উবাচ— ব্রহ্মচারিন্, অশান (আহার কর) ; কিম্ নু ন অশ্নাসি (তুমি আহার করিতেছ না কেন) ? ইতি। সঃ উবাচ হ—অস্মিন্ পুরুষে (এই [অকৃতার্থ মাদৃশ সাধারণ] ব্যক্তিতে) নানা-অত্যয়াঃ (বিভিন্ন বিষয়ে ধাবমান) ইমে (এই সকল) বহবঃ (বহু) কামাঃ (ইচ্ছা, বাসনা) [আছে] ; ব্যাধিভিঃ (মানসিক দুঃখবর্গে) প্রতিপূর্ণঃ (পরিপূর্ণ) অস্মি (আছি) ; [আমি] ন অশিষ্যামি (ভোজন করিব না) ইতি। ৩

মানসিক দুঃখে উপকোসল অনশন আরম্ভ করিলেন। গুরুপত্নী তাঁহাকে বলিলেন, "হে ব্রহ্মচারী, আহার কর ; তুমি আহার করিতেছ না কেন ?" তিনি বলিলেন, "এই পুরুষে (অর্থাৎ এই অতি সাধারণ মানুষ আমাতে)

বিভিন্ন-পথগামী এই সকল বহু কামনা রহিয়াছে; আমি মানস দুঃখে জর্জরিত আছি;[১] সুতরাং আহার করিব না।" ৩

১। সাধারণ মানুষ বস্তুকে বস্তুরূপে গ্রহণ না করিয়া ভোগ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করে এবং তাহার মন ঐ বিষয়সকলের প্রতি ধাবিত হয়; সে মনে করে যে, ঐগুলি তাহার পাওয়া উচিত। তখন তাহাদিগকে পাইবার জন্য তাহার মনে কর্তব্যচিন্তা উদিত হয়। যতক্ষণ জিনিসটি হস্তগত হয় নাই, অথচ ঐরূপ বিষয়চিন্তা রহিয়াছে, ততক্ষণ ঐ কর্তব্যচিন্তাই মানসিক দুঃখের কারণ হয়; কেন না উহাতে মনকে ব্যথিত ও চঞ্চল করে।

অথ হাগ্নয়ঃ সমূদিরে তপ্তো ব্রহ্মচারী কুশলং নঃ পর্যচারীদ্ধন্তাস্মৈ প্রব্রবামেতি তস্মৈ হোচুঃ প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্মেতি ॥ ৪

অথ হ (অনন্তর) অগ্নয়ঃ (অগ্নিগণ ; গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি, আহবনীয়) সমূদিরে (পরস্পর আলোচনা করিলেন)—তপ্তঃ ব্রহ্মচারী কুশলম্ নঃ (আমাদিগকে) পর্যচারীৎ (পরিচর্যা করিয়াছে); হন্ত (আসুন), অস্মৈ প্রব্রবাম (ইহাকে আমরা উপদেশ দিই) ইতি। তস্মৈ (তাঁহাকে) উচুঃ হ ([তাঁহারা] বলিলেন)—প্রাণঃ ব্রহ্ম, কম্ (সুখ) ব্রহ্ম, খম্ (আকাশ) ব্রহ্ম ইতি। ৪

অনন্তর অগ্নিগণ পরস্পর আলোচনা করিলেন, "তপোনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী নিপুণতাসহকারে আমাদের পরিচর্যা করিয়াছে; আসুন, আমরা ইহাকে উপদেশ দিই।" (তাঁহারা) তাঁহাকে বলিলেন, "প্রাণ ব্রহ্ম, ক ব্রহ্ম, খ ব্রহ্ম।" ৪

স হোবাচ বিজানাম্যহং যৎ প্রাণো ব্রহ্ম কং চ তু খং চ ন বিজানামীতি তে হোচুর্যদ্বাব কং তদেব খং যদেব খং তদেব কমিতি প্রাণং চ হাস্মৈ তদাকাশং চোচুঃ ॥ ৫

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য দশমখণ্ডঃ ॥

সঃ (ব্রহ্মচারী) উবাচ হ—অহম্ বিজানামি (জানি) যৎ (যে) প্রাণঃ ব্রহ্ম ; তু (কিন্তু) কম্ চ খম্ চ (ক ও খ-কে) ন বিজানামি ইতি। তে (তাঁহারা) উচুঃ হ—যৎ বাব (যাহাই) কম্, তৎ এব (তাহাই) খম্ ; যৎ এব (যাহাই) খম্, তৎ এব কম্ ইতি। [অতঃপর শ্রুতির নিজের কথা]—[অগ্নিগণ] অস্মৈ (উপকোসলকে) প্রাণম্ চ (প্রাণব্রহ্ম) তৎ-আকাশম্ চ (ও তৎসম্বন্ধী, অর্থাৎ প্রাণের আশ্রয়, হৃদয়াকাশ) উচুঃ হ। ৫

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমি জানি যে, প্রাণ ব্রহ্ম ; কিন্তু ক ও খ-কে জানি না।[১]" তাঁহারা বলিলেন, "যাহাই ক তাহাই খ, যাহাই খ তাহাই ক।[২]" (শ্রুতি বলিতেছেন)—(অগ্নিগণ) তাঁহাকে প্রাণ (অর্থাৎ ব্রহ্ম) ও তৎসম্বন্ধী হৃদয়াকাশের উপদেশ দিয়াছিলেন।[৩] ৫

১। প্রাণের উপর মানুষের জীবন নির্ভর করে ; সুতরাং এই লোকানুভূতি অনুসারে ধারণা করিতে পারি যে, প্রাণ ব্রহ্ম। কিন্তু ক বা অনিত্য বিষয়সুখ, এবং খ বা জড় আকাশ কিরূপে ব্রহ্ম হইবে ?

২। অর্থাৎ সুখবিশিষ্ট আকাশ ও আকাশাশ্রিত সুখকে উপাসনা করিতে হইবে। ককে খএর বিশেষণ করায় ইহাই বুঝাইল যে, খ ভৌতিক আকাশ নহে ; ককে খএর দ্বারা বিশেষিত করায় স্থির হইল যে, ক জাগতিক সুখ নহে। অর্থাৎ পরস্পর বিশেষ্য-বিশেষণীভূত ক ও খ এর দ্বারা ইহাই বুঝান হইল যে, অলৌকিক-সুখগুণবিশিষ্ট আকাশ (অর্থাৎ কারণব্রহ্ম) ধ্যেয়।

৩। প্রাণের (=কার্যব্রহ্মের) সহিত সমুচ্চিত সুখগুণবিশিষ্ট হৃদয়াকাশ (=কারণ ব্রহ্ম) উপাস্য। হৃদয়াকাশরূপ ব্রহ্মের সহিত সম্পর্কবশতঃ হৃদয়স্থ প্রাণও ব্রহ্ম।

চতুর্থাধ্যায়—একাদশ খণ্ড

(উপকোসলোপাখ্যান, গার্হপত্যাগ্নিবিদ্যা)

অথ হৈনং গার্হপত্যোঽনুশশাস পৃথিব্যগ্নিরন্নমাদিত্য ইতি য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি স এবাহমস্মীতি ॥ ১

[প্রধান বিদ্যার উপদেশান্তে অঙ্গবিদ্যা আরম্ভ হইতেছে]—অথ হ (অনন্তর) গার্হপত্যঃ (গার্হপত্যাগ্নি এনম্ (ইঁহাকে) অনুশশাস (উপদেশ দিলেন)—পৃথিবী, অগ্নিঃ, অন্নম্, আদিত্যঃ ইতি [ইঁহারা গার্হপত্য আমার চারি অবয়ব]। আদিত্যে (সূর্যমণ্ডলে) এষঃ যঃ (এই যে) পুরুষঃ (পুরুষ) [যোগিগণকর্তৃক] দৃশ্যতে (দৃষ্ট হন) সঃ অহম্ অস্মি (তিনিই আমি, গার্হপত্যাগ্নি) ; সঃ এব (তিনিই) অহম্ অস্মি ([গার্হপত্যাগ্নিরূপ] আমি) ইতি। ১

অনন্তর গার্হপত্য[১] তাঁহাকে উপদেশ দিলেন,[২] "পৃথিবী, অগ্নি, অন্ন, ও আদিত্য (আমার তনু)। আদিত্যমণ্ডলে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আমি, তিনিই আমি।[৩]" ১

১। গৃহপতির অগ্নি ; ইহা গৃহস্থের অগ্ন্যাগারে দিবারাত্র প্রজ্বলিত থাকে। যজ্ঞকালে গার্হপত্যের নিকটে পত্নীর আসন থাকে এবং ইষ্টিযাগে পত্নী এই অগ্নিতে বিশেষ যাগ করেন। প্রতিদিন দুই বেলা গার্হপত্য হইতেই আহবনীয়াগ্নি উদ্ধৃত হইয়া থাকে, এবং অগ্নিহোত্রের হবনীয় দুগ্ধ গার্হপত্যে উত্তপ্ত করিয়া আহবনীয়ে আহুত হয়। দর্শপূর্ণমাসাদি শ্রৌতযজ্ঞেও আহবনীয়েই দেববৃন্দের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদত্ত হয়।

২। পূর্বে অগ্নিগণ সমবেতভাবে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিয়া এখন পৃথগ্‌ভাবে স্বস্ববিদ্যা উপদেশ দিতেছেন।

৩। পৃথিবী ও অন্ন ভোজ্যস্থানীয়। কিন্তু আদিত্য ও অগ্নি উভয়ই ভোক্তা, পরিপাককারী, ও প্রকাশক ; সুতরাং উভয়ই অভিন্ন—পৃথিবী ও অন্নের সহিত তাঁহাদের খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ। অগ্নি ও আদিত্যের যে সম্বন্ধ তাহা কিন্তু গৌণ নহে,—ইহা বুঝাইবার জন্যই পুনরুক্তি হইয়াছে। পরেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেঽপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্ত উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে ॥ ২

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্যৈকাদশখণ্ডঃ ॥

যঃ (যে কেহ) এতম্ (এই গার্হপত্যকে) এবম্ (এইরূপ, অন্ন ও অন্নাদরূপে বিভক্ত) বিদ্বান্ (জানিয়া) উপাস্তে (উপাসনা করেন) সঃ (তিনি) পাপকৃত্যাম্ (পাপকর্ম) অপহতে (বিনাশ করেন) লোকী ভবতি (লোকপ্রাপ্ত হন) সর্বম্ আয়ুঃ এতি (পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন), জ্যোক্ জীবতি (উজ্জ্বল জীবন ধারণ করেন, যশস্বী হন), অস্য (ইঁহার) অবরপুরুষাঃ (অধস্তন পুরুষগণ, বংশ) ন ক্ষীয়ন্তে (ক্ষয় হয় না) ; যঃ এতম্ এবম্ বিদ্বান্ উপাস্তে, বয়ম্ (আমরা) তম্ (তাঁহাকে) অস্মিন্ চ লোকে (ইহলোকে) অমুষ্মিন্ চ লোকে (ও পরলোকে) উপভুঞ্জামঃ (পালন করি)। ২

"যে কেহ ইঁহাকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি পাপকর্ম বিনাশ করেন, (অগ্নি-)লোক প্রাপ্ত হন, এবং ইঁহার অধস্তন পুরুষেরা বিনষ্ট হয় না। যে কেহ ইঁহাকে (অর্থাৎ গার্হপত্যকে) এইরূপ জানিয়া উপাসনা করেন, আমরা তাঁহাকে ইহলোকে ও পরলোকে রক্ষা করি।" ২

চতুর্থাধ্যায়—দ্বাদশ খণ্ড

(উপকোসলোপাখ্যান, দক্ষিণাগ্নিবিদ্যা)

অথ হৈনমন্বাহার্যপচনোঽনুশশাসাপো দিশো নক্ষত্রাণি চন্দ্রমা ইতি য এষ চন্দ্রমসি পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি স এবাহমস্মীতি ॥ ১

অনন্তর অন্বাহার্যপচন (অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি)[১] তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, "জল, দিক্‌সমূহ, নক্ষত্রবৃন্দ, ও চন্দ্রমা (আমার তনু)। চন্দ্রমণ্ডলে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আমি,[২] তিনিই আমি।" ১

১। ইষ্টিযজ্ঞে ঋত্বিকেরা যে অন্নদক্ষিণা পান উহার নাম অন্বাহার্য ; ঐ অন্ন দক্ষিণাগ্নিতে পাক হয় বলিয়া অগ্নির নাম অন্বাহার্যপচন। যজ্ঞশেষে ঋত্বিকেরা ঐ অন্ন ভোজন করেন। দক্ষিণাগ্নিতে পিতৃগণের জন্য হোম করা হয়।

২। অগ্নি ও চন্দ্র উভয়ই উজ্জ্বল এবং উভয়েরই অন্নের সহিত সম্বন্ধ আছে ; সুতরাং উভয়ই অভিন্ন। নক্ষত্ররাজি চন্দ্রের উপভোগ্য ; এদিকে জল অন্ন উৎপাদন করে বলিয়া দক্ষিণাগ্নির অন্নস্থানীয়—সুতরাং নক্ষত্র ও জল উভয়ই অন্ন। অন্বাহার্যের অপর নাম দক্ষিণাগ্নি ; চন্দ্র দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া দক্ষিণ দিকের সহিত সম্বন্ধ হন—এই কারণেও উভয়ের অভিন্নতা আছে। দর্শপূর্ণমাসে দক্ষিণাগ্নিতে যে হবিঃ উত্তপ্ত করা হয়, উহা চন্দ্রমাতে উপস্থিত হইয়া অন্নে পরিণত হয় ; এইরূপেও অন্নের সহিত চন্দ্রের সম্বন্ধ আছে।

স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেঽপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্ত উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে ॥ ২

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বাদশখণ্ডঃ ॥

[অন্বয়ার্থাদি পূর্ববৎ—৪।১১।২ দ্রঃ]।

চতুর্থাধ্যায়—ত্রয়োদশ খণ্ড

(উপকোসলোপাখ্যান, আহবনীয়াগ্নিবিদ্যা)

অথ হৈনমাহবনীয়োঽনুশশাস প্রাণ আকাশো দ্যৌর্বিদ্যুদিতি য এষ বিদ্যুতি পুরুষো দৃশ্যতে সোঽহমস্মি স এবাহমস্মীতি ॥ ১

অনন্তর আহবনীয়াগ্নি ইঁহাকে উপদেশ দিলেন, "প্রাণ, আকাশ, দ্যুলোক, বিদ্যুৎ (আমার চারিটি তনু)। এই যে বিদ্যুন্মধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনি আমি,[১] তিনিই আমি।" ১

১। আহবনীয় ও বিদ্যুৎ উভয়ই উজ্জ্বল ; সুতরাং তাহারা অভিন্ন। আহবনীয়ে সম্পাদিত হোমাদি হইতে যে অপূর্ব রচিত হয়, তাহা দ্যুলোকরূপে পরিণত হয় ; এদিকে

বিদ্যুৎ আকাশে আশ্রিত থাকে—সুতরাং আবহনীয় ও বিদ্যুৎ দ্যুলোক ও আকাশের উপভোগ্য। আহবনীয় দেবগণের অগ্নি (৪।১১।১ টীকা)।

স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেঽপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌জীবতি নাস্যাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্ত উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোঽস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তে ॥ ২

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য ত্রয়োদশখণ্ডঃ ॥

চতুর্থাধ্যায় চতুর্দ্দশ খণ্ড

(উপকোসলোপাখ্যান, গুরুশিষ্যসংবাদ)

তে হোচুরুপকোসলৈষা সোম্য তেঽস্মদ্‌বিদ্যাত্মবিদ্যা চাচার্যস্তু তে গতিং বক্তেত্যাজগাম হাস্যাচার্যস্তমাচার্যোঽভ্যুবাদোপকোসল৩ ইতি ॥ ১

তে (তাঁহারা, সম্মিলিত ভাবে অগ্নিগণ) উচুঃ হ (বলিলেন)—উপকোসল সোম্য, তে (তোমার জন্য) এষা (এই) অস্মৎ-বিদ্যা (আমাদের বিষয়ে বিদ্যা, অগ্নিবিদ্যা) চ (ও) আত্মবিদ্যা ; তু (পরন্তু) আচার্যঃ তে (তোমায়) গতিম্ বক্তা (গতি বলিবেন [৪।১৪।৫]) ইতি। অস্য (ইঁহার) আচার্যঃ আজগাম হ (আসিলেন)। আচার্যঃ তম্ (তাঁহাকে) অভ্যুবাদ (বলিলেন)—উপকোসল ৩ ইতি [৩ প্লুতির জ্ঞাপক]। ১

অগ্নিগণ বলিলেন, "হে সোম্য উপকোসল, তোমার সকাশে এই অগ্নিবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা (প্রকটিত হইল); পরন্তু আচার্য তোমায় গতি উপদেশ দিবেন।" তাঁহার আচার্য ফিরিয়া আসিলেন। আচার্য তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন, "উপকোসল!" ১

ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ব্রহ্মবিদ ইব সোম্য তে মুখং ভাতি কো নু ত্বাঽনুশশাসেতি কো নু মাঽনুশিষ্যাদ্ভো ইতীহাপেব নিহ্নুত ইমে নূনমীদৃশা অন্যাদৃশা ইতীহাগ্নীনভূ্যদে কিং নু সোম্য কিল তেঽবোচন্নিতি ॥ ২

ভগবঃ [ইত্যাদি ৪।৫।১ দ্রঃ], তে মুখম্ (তোমার মুখ) ব্রহ্মবিদঃ ইব (ব্রহ্মজ্ঞের [মুখের] ন্যায়) ভাতি (দীপ্তি পাইতেছে) ; কঃ নু ত্বা অনুশশাস [৪।৯।২] ইতি। ভোঃ (মহাশয়), মা (আমাকে) কঃ নু অনুশিষ্যাৎ (কে আবার উপদেশ দিবেন) ইতি (এই বলিয়া) ইহ (এই বিষয়ে) [তিনি] অপ-নিহ্নুতে ইব (যেন [একটু] সত্যগোপন করিলেন) নূনম্ (এই জন্যই) অন্যাদৃশাঃ ([যদিও অগ্নিরা] অন্যরূপ ছিলেন) [এখন] ইমে (ইঁহারা,) ঈদৃশাঃ (এইরূপ [হইয়াছেন]) ইতি (এই বলিয়া) ইহ (এই স্থলে, বা এই বিষয়ে) অগ্নীন্ (অগ্নিগণ সম্বন্ধে) অভূ্যদে (বলিলেন) ; [সুতরাং বস্তুতঃ মিথ্যা বলিলেন না]। [আচার্য বলিলেন]—সোম্য, তে (তোমার [illegible] অগ্নিগণ] কিম্ নু কিল অবোচন্ (কি কথা বলিয়াছেন) ? ইতি। ২

"হে ভগবন্," এই বলিয়া উপকোসল প্রত্যুত্তর দিলেন। [illegible] গুরু)—"হে সোম্য, তোমার মুখ ব্রহ্মজ্ঞের মুখের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে [illegible] তোমায় উপদেশ দিয়াছেন ?" "কে আবার উপদেশ দিবেন ?" [illegible]ই বলিয়া (উপকোসল) এই বিষয়ে যেন একটু সত্যগোপন করি[illegible]েন—"এই জন্যই তো ইঁহারা পূর্বে অন্যরূপ থাকিলেও এখন এইরূপ হইয়াছেন," এই বলিয়া তিনি এই বিষয়ে অগ্নিদেরই উল্লেখ করিলেন।[১] (গুরু)—"হে সোম্য, অগ্নিগণ তোমায় কি বলিয়াছেন ?" ২

১। "অগ্নিগণ পূর্বে সমুজ্জ্বল ছিলেন, এখন আপনার আগমনে যেন ভীত হইয়া কম্পিতকলেবর হইয়াছেন"—এই কথা বলিয়া অঙ্গুলিদ্বারা ইঙ্গিতে অগ্নিগণকেই নিজের

উপদেষ্টা বলিয়া নির্দেশ করিলেন। উপকোসলও জয় পাইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার আচরণকে সত্যগোপন না বলিয়া ভয়ই বলা উচিত। এই জন্য মূলে "ইব" (যেন) শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। মনিয়ার উইলিয়াম্‌সের মতে নূনম্—therefore.

ইদমিতি হ প্রতিজজ্ঞে লোকান্ বাব কিল সোম্য তেঽবোচন্নহং তু তে তদ্বক্ষ্যামি যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবমেবংবিদি পাপং কর্ম ন শ্লিষ্যত ইতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচ ॥ ৩

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্দশখণ্ডঃ ॥

ইদম্ (এই কথা) ইতি হ (এই বলিয়া) [উপকোসল] প্রতিজজ্ঞে (প্রত্যুত্তর দিলেন)। [গুরু বলিলেন]—সোম্য, [অগ্নিগণ] তে (তোমায়) লোকান্ বাব কিল (মাত্র লোক সকলই) অবোচন্; তু অহম্ (আমি) তে তৎ (তোমার অভীষ্ট উহা, অর্থাৎ ব্রহ্ম) বক্ষ্যামি (বলিব)। পুষ্করপলাশে (পদ্মপত্রে) যথা (যেমন) আপঃ (জল) ন শ্লিষ্যন্তে (শ্লিষ্ট হয় না) এবম্ (এইরূপ) এবম্-বিদি (বক্ষ্যমাণ প্রকারে যিনি [ব্রহ্মকে] জানেন, তাঁহাতে) পাপম্ কর্ম (পাপকার্য) ন শ্লিষ্যতে (সম্বন্ধ হয় না) ইতি। [উপকোসল]—মে (আমার) ভগবান্ ব্রবীতু (বলুন) ইতি। [আচার্য] তস্মৈ (তাঁহাকে) উবাচ হ। ৩

"(অগ্নিগণ) ইহা (বলিয়াছেন)," এই বলিয়া (উপকোসল) উত্তর দিলেন। (গুরু)—"হে সোম্য, (তাঁহারা) তোমায় কেবল লোকসমূহই বলিয়াছেন; পরন্তু আমি তোমায় তোমার (অভীষ্ট ব্রহ্ম) বস্তুই বলিব।[১] পদ্মপত্রে যেমন জল সংশ্লিষ্ট হয় না, তেমনি এবম্প্রকার ব্রহ্মকে যিনি জানেন তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করে না।" (উপকোসল)—"আপনি উপদেশ দিন।" (আচার্য) তাঁহাকে বলিলেন—। ৩

১। অগ্নিগণ আত্মসম্বন্ধে বলিলেও বিস্তারিত ভাবে বলেন নাই, সাধনভূত উপাসনাদিও বলেন নাই; আমি তাহাও বলিব।

এষঃ উ এব ভামনীঃ, হি এষঃ সর্বেষু লোকেষু (সকল লোকে) ভাতি ([সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি রূপে] প্রকাশ পান)। যঃ এবম্ বেদ, সর্বেষু লোকেষু ভাতি। ৪

"ইনিই আবার ভামনী;[১] কারণ ইনি সকল লোকে প্রকাশ পান। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি সকল লোকে দীপ্তিমান্ হন। ৪

১। উপাসনার জন্য গুণান্তর বিহিত হইল। যিনি ভামকে, অর্থাৎ দীপ্তিকে বহন করেন বা প্রাপ্ত করান তিনি ভাম-নী। মু: ২।২।১০

অথ যদু চৈবাস্মিঞ্ছব্যং কুর্বন্তি যদি চ নার্চিষমেবাভিসংভবন্ত্যর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্যমাণপক্ষমাপূর্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্ মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্তং নাবর্তন্তে নাবর্তন্তে ॥ ৫

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য পঞ্চদশখণ্ডঃ ॥

[সম্প্রতি যথোক্ত ব্রহ্মবিদের গতি বলা হইতেছে]—অথ (অতঃপর) অস্মিন্ (এই ব্যক্তি —যিনি ব্রহ্মকে সুখাকাশ, অক্ষিপুরুষ, সংযদ্বাম, বামনী ও ভামনী, এই সকল গুণবিশিষ্টরূপে উপাসনা করেন, তিনি—দেহত্যাগ করিলে) যৎ উ চ এব (যদিই বা) [তাঁহার] শব্যম্ (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) [ঋত্বিক্‌গণ] কুর্বন্তি (করেন), যদি চ ন (আর যদিই বা না করেন), অর্চিষম্ এব (আলোককেই, অর্চিরভিমানী দেবতাকেই) অভি-সংভবন্তি ([এতাদৃশ ব্যক্তিরা] প্রাপ্ত হন)। অর্চিষঃ (অর্চিঃ হইতে) অহঃ (দিবসকে, দিবসাভিমানী দেবতাকে, [এইরূপ সর্বত্রই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বুঝিতে হইবে]), অহ্নঃ (দিবস হইতে) আপূর্যমাণ-পক্ষম্ (শুক্লপক্ষকে, যে পক্ষে চন্দ্রের বৃদ্ধি হইতে থাকে তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে), আপূর্যমাণপক্ষাৎ যান্ ষট্ মাসান্ (যে ছয় মাস ব্যাপিয়া) [সূর্য] উদঙ্ (উত্তর দিকে) এতি (গমন করেন) [অর্থাৎ উত্তরায়ণে সূর্য যে ছয় মাস অতিবাহিত করেন] তান্ (সেই মাসসমূহকে),

মাসেভ্যঃ (মাসসকল হইতে) সংবৎসরম্ (সংবৎসরকে) সংবৎসরাৎ আদিত্যম্ (সূর্যকে), আদিত্যাৎ চন্দ্রমসম্ (চন্দ্রমাকে), চন্দ্রমসঃ বিদ্যুতম্ (বিদ্যুৎকে) [প্রাপ্ত হন]। তৎ (সেখানে বর্তমান) এতান্ (ইঁহাদিগকে) অমানবঃ (মনুর সৃষ্টিতে অনুৎপন্ন, ব্রহ্মলোক হইতে আগত) সঃ পুরুষঃ (কোনও পুরুষ) ব্রহ্ম ([সত্যলোকে অধিষ্ঠিত] ব্রহ্মের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের সকাশে) গময়তি (প্রাপ্ত করান)। এষঃ (ইহা) দেবপথঃ (দেবযান, অর্চিরাদি আতিবাহিক দেবগণকর্তৃক অধিষ্ঠিত পথ) ব্রহ্মপথঃ (ব্রহ্মলোকের মার্গ)। এতেন (এই পথে) প্রতিপদ্যমানাঃ (গমনকারীরা) ইমম্ (এই) মানবম্ আবর্তম্ (মানবীয় আবর্তে, মনুর সৃষ্টিরূপ জন্মমরণাদি চক্রে) ন আবর্তন্তে (পুনরায় আগমন করেন না)। ন আবর্তন্তে [উপাসনার সমাপ্তিসূচক পুনরুক্তি]। ৫

"এতাদৃশ ব্যক্তির দেহত্যাগান্তে শবক্রিয়াদি হউক বা না হউক, ইঁহারা অর্চিরভিমানী দেবতাকেই প্রাপ্ত হন।[১] অর্চিঃ হইতে অহঃ, অহঃ হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে সেই ষণ্মাসে যাহাতে সূর্য উত্তর দিকে গমন করেন, ঐ মাসসমূহ (অর্থাৎ উত্তরায়ণ) হইতে সংবৎসরে, সংবৎসর হইতে আদিত্যে, আদিত্য হইতে চন্দ্রে গমন করেন, এবং চন্দ্র হইতে বিদ্যুদভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। (ব্রহ্মলোক হইতে) কোনও অমানব পুরুষ আসিয়া বিদ্যুল্লোকে অবস্থিত ইঁহাদিগকে ব্রহ্ম[২] প্রাপ্ত করান। ইহাই দেবযান ও ব্রহ্মযান। এই পথে গমনকারীরা আর এই[৩] মানবীয় আবর্তে পুনরাবর্তন করেন না।" ৫

১। শবক্রিয়ার নিন্দা করা এখানে উদ্দেশ্য নহে; পরন্তু উপাসনার প্রশংসা করাই অভিপ্রেত। শাস্ত্র নিজেই শাস্ত্রীয় কোনও আচরণের নিন্দা, বা ব্যর্থতাপ্রদর্শন করিতে পারেন না, নিন্দার সহায়ে অপর বিষয়ের উৎকর্ষই প্রদর্শন করেন। এখানে ইহাই বলা হইল যে, কর্মের দ্বারা আত্মার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না (বৃঃ ৪।৪।২৩)।

২। ইনি পরব্রহ্ম নহেন; কারণ পরব্রহ্মে গতি প্রভৃতি নাই। পরব্রহ্মপ্রাপ্তি—পরব্রহ্ম হওয়া (মুঃ ৩।২।৯)। সমস্ত ভেদ পরিত্যক্ত না হইলে পরব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে না (ছাঃ ৬।১০।১; মুঃ ৩।২।৮)। এখানে অপরব্রহ্মেরই উল্লেখ হইয়াছে।

৩। "এই" শব্দে যদিও ইহাই বুঝাইতেছে যে, এই কল্পে পুনরাবর্তন হয় না, কল্পান্তরে হয়; তথাপি ইহা জ্ঞাতব্য যে, ব্রহ্মলোকগামীদের উপাসনার ফল ভোগান্তে ক্ষয় হইলেও,

যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহারা ঈশ্বরানুগ্রহেই মুক্ত হন এবং কখনও পুনরাবর্তন করেন না ; কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনা না করিয়া কেবল পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, অশ্বমেধ, বা দৃঢ় ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি সাধনের বলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন,. তাঁহারা কল্পান্তরে ফিরিয়া আসেন (দ্র: ৪।৩।১০ এবং ৪।৪।২২)

চতুর্থাধ্যায়—ষোড়শ খণ্ড

(ব্রহ্মার মৌনবিধান)

এষ হ বৈ যজ্ঞো যোঽয়ং পবত এষ হ যন্নিদং সর্বং পুনাতি যদেষ যন্নিদং সর্বং পুনাতি তস্মাদেষ এব যজ্ঞস্তস্য মনশ্চ বাক্ চ বর্তনী ॥ ১

[পূর্বখণ্ডে ব্রহ্মলোকগমনের মার্গ নির্দিষ্ট হইয়াছে, বর্তমান খণ্ডে প্রসঙ্গক্রমে যজ্ঞের ফল-লাভের মার্গ নির্দিষ্ট হইতেছে। পূর্বোক্ত উপাসনাকালে মৌন অবলম্বনীয় ; কেন না অন্যথা চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়া ফলের অপ্রাপ্তি হইতে পারে। বর্তমান খণ্ডেও তেমনি ব্রহ্মা নামক ঋত্বিকের পক্ষে মৌন বিহিত হইবে। এইরূপে উভয়খণ্ডের সম্বন্ধ আছে]—যঃ অয়ং পবতে (এই যিনি, অর্থাৎ যে বায়ু, সঞ্চালিত হন) এষঃ হ বৈ (ইনিই) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) ; এষঃ হ যন্ (প্রবাহিত হইয়া) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত [জগৎ]) পুনাতি (পবিত্র করেন) ; যৎ (যেহেতু) এষঃ হ যন্ ইদম্ সর্বম্ পুনাতি, তস্মাৎ (সুতরাং) এষঃ এব (ইনিই) যজ্ঞঃ ; তস্য (উক্ত প্রকার যজ্ঞের) মনঃ চ ([যথাভূত অর্থজ্ঞানে ব্যাপৃত] মন) বাক্ চ (এবং [মন্ত্রোচ্চারণে ব্যাপৃত] বাক্) বর্তনী (পথদ্বয়)। ১

এই যিনি প্রবহমাণ (বায়ু), ইনিই যজ্ঞ ;[১] ইনিই প্রবাহিত হইয়া এই সমস্ত পবিত্র করেন।[২] যেহেতু সঞ্চলমান হইয়া ইনি এই সমস্ত পবিত্র করেন, অতএব ইনিই যজ্ঞ। মন ও বাক্ উক্ত যজ্ঞের দুইটি মার্গ।[৩] ১

১। বায়ু চলনস্বভাব, যজ্ঞও ক্রিয়াত্মক ; অতএব বায়ুই যজ্ঞ। অপর শ্রুতিতেও আছে, "বাত এব যজ্ঞস্যারম্ভকঃ, বাতঃ প্রতিষ্ঠা"—বায়ুই যজ্ঞের আরম্ভক, বায়ুই প্রতিষ্ঠা।

২। সচল বস্তুই অপরকে পবিত্র করিতে পারে ; ক্রিয়া ভিন্ন (অর্থাৎ বিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে) পবিত্রতা সম্পাদন অসম্ভব ; অতএব চলনাত্মক বায়ুই ক্রিয়াত্মক যজ্ঞ।

৩। শ্রুতিতে আছে—"প্রাণাপানপরিচলনবত্যা হি বাচশ্চিত্তস্য চোত্তরোত্তরক্রমো যদ্ যজ্ঞঃ"—অর্থাৎ যে বাক্ উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয়, সেই বাকের এবং চিত্তের পূর্বাপরভাব রূপ ক্রমের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদিত হয় ; মনে চিন্তা করিয়া পরে বাক্যোচ্চারণপূর্বক যজ্ঞ নিষ্পাদিত হয়। এই জন্যই মন ও বাক্য যজ্ঞের দুইটি মার্গ। ঐ ব্রাঃ ২৫।৮

তয়োরন্যতরাং মনসা সংস্করোতি ব্রহ্মা বাচা হোতাঽধ্বর্যুরুদ্‌গাতাঽন্যতরাং স যত্রোপাকৃতে প্রাতরনুবাকে পুরা পরিধানীয়ায়া ব্রহ্মা ব্যববদতি— ॥ ২

অন্যতরামেব বর্তনীং সংস্করোতি হীয়তেঽন্যতরা স যথৈকপাদ্ ব্রজন্ রথো বৈকেন চক্রেণ বর্তমানো রিষ্যত্যেবমস্য যজ্ঞো রিষ্যতি যজ্ঞং রিষ্যন্তং যজমানোঽনুরিষ্যতি স ইষ্ট্বা পাপীয়ান্ ভবতি ॥ ৩

তয়োঃ (উক্ত দুইটির) অন্যতরাম্ (একটি, অর্থাৎ মনোরূপ, মার্গকে) ব্রহ্মা (ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্) মনসা ([বিবেকজ্ঞানযুক্ত] মনের দ্বারা) সংস্করোতি (সংস্কৃত করেন) ; হোতা, অধ্বর্যুঃ উদ্‌গাতা [এই ঋত্বিকত্রয়] অন্যতরাম্ (অপরটি, অর্থাৎ বাক্‌রূপ, মার্গকে) বাচা (বাক্যের দ্বারা) [সংস্কৃত করেন]। প্রাতরনুবাকে উপাকৃতে (প্রাতঃকালে পঠনীয় প্রাতরনুবাক নামক শস্ত্র, বা ঋক্‌মন্ত্রসকল, আরম্ভ হইলে) যত্র (যে সময়) পরিধানীয়ায়াঃ পুরা (পরিধানীয়া ঋক্ পাঠের পূর্বে) সঃ ব্রহ্মা (উক্ত [মনঃ-সংস্কারে নিযুক্ত] ব্রহ্মা) ব্যববদতি (কথা বলেন, মৌন ভঙ্গ করেন) [তখন তিনি] অন্যতরাম্ এব বর্তনীম্ (একটি মাত্র মার্গ বাক্‌কেই) সংস্করোতি ; অন্যতরা (অপরটি, মনোমার্গ) [ব্রহ্মাকর্তৃক সংস্কৃত না হওয়ায়] হীয়তে (বিনষ্ট হয়)। যথা (যেমন) একপাৎ (একচরণ পুরুষ) ব্রজন্ (পথে চলিতে গিয়া) বা (অথবা) একেন চক্রেণ (এক চক্রে) বর্তমানঃ রথঃ (বর্তমান রথ) [রিষ্যতি (নষ্ট হয়)] এবম্ (এইরূপ) অস্য (এই যজমানের) সঃ যজ্ঞঃ (উক্ত [অঙ্গহীন] যজ্ঞ) রিষ্যতি। [যেহেতু যজ্ঞ প্রাণ, অতএব] যজ্ঞম্ রিষ্যন্তম্ অনু (বিনষ্ট যজ্ঞের অনুযায়ী) যজমানঃ রিষ্যতি (বিনষ্ট হন)। সঃ (তিনি, যজমান) ইষ্ট্বা (যজ্ঞ করিয়া) [অঙ্গহানিবশতঃ

পাপী হন এবং অঙ্গহীন যজ্ঞ উদ্‌যাপন করায়] পাপীয়ান্ (অধিকতর পাপী) ভবতি (হন)। ২-৩

উক্ত দুইটি বর্তনীর একটিকে ব্রহ্মা মনের দ্বারা সংস্কৃত করেন; অপরটিকে হোতা, অধ্বর্যু, ও উদ্‌গাতা[১] বাক্যের দ্বারা সংস্কৃত করেন। প্রাতরনুবাক আরম্ভের পরে এবং পরিধানীয়া ঋক্ আরম্ভের পূর্বে যদি কখনও ব্রহ্মা মৌন-ভঙ্গ করেন, তবে তিনি একটি মাত্র বর্তনীকে (অর্থাৎ বাক্‌কে) সংস্কৃত করেন এবং অপরটি বিনষ্ট হয়। একপাদ পুরুষ পথে চলিতে গিয়া, কিংবা একচক্রে বিদ্যমান রথ, যেমন বিনষ্ট হয়, তেমনি উক্ত যজমানের সেই যজ্ঞ বিনষ্ট হয়; এবং যজমানও বিনশ্যমান যজ্ঞেরই অনুরূপ বিনাশ প্রাপ্ত হন। তিনি যজ্ঞ উদ্‌যাপিত করিলে অধিকতর পাপী হন। ২-৩

১। সোমযাগে চারি প্রকার ঋত্বিক্ নিযুক্ত হন—(১) ব্রহ্মা; ইনি ত্রিবেদজ্ঞ এবং যজ্ঞপরিচালনায় নিযুক্ত। ইঁহার সঙ্গী—ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, আগ্নীধ্র, ও পোতা; (২) হোতা; ইঁহার কর্তব্য যজ্ঞে ঋগ্‌মন্ত্র উচ্চারণ; ইঁহার সহকারী—মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক্, ও গ্রাবস্তুৎ। (৩) অধ্বর্যু; যজুর্মন্ত্র পাঠপূর্বক আহুতি দেন; হোমদ্রব্য প্রস্তুত করাও ইঁহার কর্তব্য; ইঁহার সহকারী—প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও উন্নেতা। (৪) উদ্‌গাতা; ইনি সামগান করেন; ইঁহার সহকারী—প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা, ও সুব্রহ্মণ্য। মোট ষোল জন ঋত্বিক্। এই বর্ণনা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, বাক্যোচ্চারণাদি অপেক্ষা মানস চিন্তাই ব্রহ্মার অধিক কর্তব্য। অপরেরা মন্ত্রাদি উচ্চারণ করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে—"যিনি ব্রহ্মা তিনি যজ্ঞের চিকিৎসক...সেই জন্য যদি যজ্ঞে ঋক্, যজুঃ, বা সাম, অথবা কোন অজ্ঞাত মন্ত্র হইতে আর্তি ঘটে, তবে ঋত্বিকেরা ব্রহ্মাকেই তাহা জ্ঞাপন করেন; এবং সেই ব্রহ্মা ঋক্ হইতে আর্তি হইলে "ভূঃ" এই মন্ত্রদ্বারা গার্হপত্যে, যজুঃ হইতে হইলে "ভুবঃ" এই মন্ত্রদ্বারা অগ্নীধ্রীয়ে (অথবা দক্ষিণাগ্নিতে), সাম হইতে হইলে "স্বঃ" এই মন্ত্রদ্বারা আহবনীয়ে, অজ্ঞাত কারণে ঘটিলে বা সকল প্রকার মন্ত্র হইতে ঘটিলে "ভূর্ভুবঃস্বঃ এই মন্ত্রদ্বারা আহবনীয়ে হোম করিবেন" (২৫।৯)।

অথ যত্রোপাকৃতে প্রাতরনুবাকে ন পুরা পরিধানীয়ায়া ব্রহ্মা ব্যববদত্যুভে এব বর্তনী সংস্কুর্বন্তি ন হীয়তেঽন্যতরা ॥ ৪

উভে বর্তনী এব (উভয় মার্গকেই) [ঋত্বিকেরা] সংস্কুর্বন্তি (সংস্কৃত করেন) অন্যতরা (একটিও) ন হীয়তে (নষ্ট হয় না)। ৪

আর প্রাতরনুবাক আরম্ভের পরে পরিধানীয়ার পূর্বে যেখানে ব্রহ্মা মৌনভঙ্গ করেন না, সেখানে তাঁহারা (অর্থাৎ ব্রহ্মা ও অপর ঋত্বিক্‌গণ) উভয় মার্গকেই সংস্কৃত করেন ; কোনটিই বিনষ্ট হয় না। ৪

স যথোভয়পাদ্ ব্রজন্ রথো বোভাভ্যাং চক্রাভ্যাং বর্তমানঃ প্রতিতিষ্ঠত্যেবমস্য যজ্ঞঃ প্রতিতিষ্ঠতি যজ্ঞং প্রতিতিষ্ঠন্তং যজমানোঽনুপ্রতিতিষ্ঠতি স ইষ্ট্বা শ্রেয়ান্ ভবতি ॥ ৫

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য ষোড়শখণ্ডঃ ॥

যথা (যেমন) উভয়পাৎ (উভয়চরণবিশিষ্ট পুরুষ) ব্রজন্, বা রথঃ উভাভ্যাং চক্রাভ্যাম্ বর্তমানঃ (উভয়চক্রসহ বিদ্যমান রথ) প্রতিতিষ্ঠতি ([স্বরূপে] বর্তমান থাকে, ভাঙ্গে না) এবম্ অস্য সঃ যজ্ঞঃ প্রতিতিষ্ঠতি। যজ্ঞম্ প্রতিতিষ্ঠন্তম্ অনু যজমানঃ প্রতিতিষ্ঠতি (যজ্ঞ স্বরূপে অবস্থিত থাকিলে যজমানও প্রতিষ্ঠিত হন)। সঃ ([মৌনবিজ্ঞানবান্ ব্রহ্মা যাঁহার যজ্ঞে আছেন] তিনি) ইষ্ট্বা শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ) ভবতি। ৫

মানুষ উভয় পদে পথ চলিলে, বা রথ উভয় চক্রের সাহায্যে চলিলে, যেমন অভগ্নরূপে বর্তমান থাকে (অর্থাৎ কোনও বিঘ্ন প্রাপ্ত হয় না), সেইরূপ এই যজমানের যজ্ঞও (রিষ্টিবিহীন হইয়া) প্রতিষ্ঠিত থাকে। যজ্ঞ সুপ্রতিষ্ঠিত (অর্থাৎ বিঘ্নহীন) হইলে যজমানও তদনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত (অর্থাৎ বিঘ্নহীন) হন। তিনি যজ্ঞ করিয়া শ্রেষ্ঠ হন। ৫

চতুর্থাধ্যায়—সপ্তদশ খণ্ড

(মৌনভঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত)

প্রজাপতির্লোকানভ্যতপৎ তেষাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহদগ্নিং পৃথিব্যা বায়ুমন্তরিক্ষাদাদিত্যং দিবঃ ॥ ১

[ব্রহ্মার মৌন ভঙ্গ হইলে বা ঋত্বিক্‌দের কর্মে বিঘ্ন ঘটিলে ব্যাহৃতি-হোমরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ; উহা বিহিত হইতেছে]—প্রজাপতিঃ (প্রজাপতি) লোকান্ অভি-অতপৎ (লোকসমূহকে উদ্দেশ করিয়া, তাহাদের সার গ্রহণের জন্য, ধ্যানরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন) । তপ্যমানানাম্ তেষাম্ (অভিতপ্ত তাহাদের) রসান্ (রসসকল) প্রাবৃহৎ (উদ্ধার করিলেন) —পৃথিব্যাঃ (পৃথিবী হইতে) অগ্নিম্ (অগ্নিরূপ রসকে), অন্তরিক্ষাৎ বায়ুম্ (অন্তরিক্ষ হইতে বায়ুরূপ রসকে), দিবঃ আদিত্যম্ (দ্যুলোক হইতে সূর্যরূপ রসকে) [উদ্ধার করিলেন] । ১

প্রজাপতি লোকসমূহকে উদ্দেশ করিয়া তপস্যা করিলেন। তপ্যমান তাহাদিগ হইতে তিনি রসসকল—অর্থাৎ পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরিক্ষ হইতে বায়ু, ও দ্যুলোক হইতে সূর্যকে—নিষ্কাশিত করিলেন। ১

স এতাস্তিস্রো দেবতা অভ্যতপত্তাসাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহদগ্নেঋচো বায়োর্যজূংষি সামান্যাদিত্যাৎ ॥ ২

সঃ (তিনি, প্রজাপতি) এতাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ (এই তিন দেবতাকে অগ্নি বায়ু ও সূর্যকে) অভ্যতপৎ। তপ্যমানানাং তাসাং রসং প্রাবৃহৎ—অগ্নেঃ ঋচঃ (অগ্নি হইতে ঋক্ সকলকে), বায়োঃ যজূংষি (বায়ু হইতে যজুর্মন্ত্রসকলকে), আদিত্যাৎ সামানি (সূর্য হইতে সামমন্ত্র সকলকে) [উদ্ধার করিলেন]। ২

প্রজাপতি উক্ত দেবতাত্রয়কে উদ্দেশ করিয়া তপস্যা করিলেন। তপ্যমান তাহাদিগ হইতে তিনি রসসকল—অর্থাৎ অগ্নি হইতে ঋক্‌সকল, বায়ু হইতে যজুঃসকল, ও সূর্য হইতে সামসকলকে—নিষ্কাশিত করিলেন।[১] ২

১। অর্থাৎ ত্রয়ীবিদ্যা লাভ করিলেন (ঐঃ ব্রাঃ ২৫।৭)।

স এতাং ত্রয়ীং বিদ্যামভ্যতপত্তস্যাস্তপ্যমানায়া রসান্ প্রাবৃহদ্ ভূরিত্যৃগ্‌ভ্যো ভুবরিতি যজুর্ভ্যঃ স্বরিতি সামভ্যঃ ॥ ৩

তিনি এই ত্রয়ীবিদ্যাকে উদ্দেশ করিয়া তপস্যা করিলেন (অর্থাৎ ত্রয়ীবিদ্যার পর্যালোচনা করিলেন)। পর্যালোচিত তাহাদিগ হইতে তিনি রসসকল—অর্থাৎ ঋক্‌সমুদয় হইতে ভূঃ, যজুঃসকল হইতে ভুবঃ, ও সামসমুদয় হইতে স্বঃ (এই ব্যাহৃতিত্রয়) কে নিষ্কাশিত করিলেন। ৩

তদ্ যদৃক্তো রিষ্যেদ্ভূঃ স্বাহেতি গার্হপত্যে জুহুয়াদৃচামেব তদ্রসেনর্চাং বীর্যেণর্চাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সংদধাতি ॥ ৪

তৎ (সুতরাং) যৎ (যদি) ঋক্-তঃ (ঋক্-নিমিত্ত) [যজ্ঞ] রিষ্যেৎ (ক্ষতপ্রাপ্ত হয়) [তবে] "ভূঃ স্বাহা" ইতি (এই মন্ত্রে) [ব্রহ্মা] গার্হপত্যে (গার্হপত্যাগ্নিতে) জুহুয়াৎ (আহুতি দিবেন)। [ব্রহ্মা] যজ্ঞস্য (যজ্ঞের) ঋচাম্ বিরিষ্টম্ (ঋক্‌নিমিত্তক রিষ্টিকে, বিঘ্নকে) [যে] সংদধাতি (প্রতিবিধান করেন) তৎ (তাহা, উক্তরূপে) [তিনি] ঋচাম্ এব রসেন (ঋক্‌সমূহেরই রসের দ্বারা), ঋচাম্ বীর্যেণ (ঋক্‌সমূহের বীর্যের দ্বারাই) [করেন]। ৪

সুতরাং যজ্ঞ যদি ঋক্‌সম্ভূত কোনও অনিষ্ট প্রাপ্ত হয়, তবে "ভূঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে (ব্রহ্মা) গার্হপত্যে আহুতি দিবেন।[১] যজ্ঞের ঋক্‌সম্ভূত রিষ্টির যে প্রতিবিধান করা হয়, তাহা উক্তরূপে ঋক্‌সমূহেরই রসের দ্বারা ঋক্‌সমূহেরই বীর্যের দ্বারা করা হয়। ৪

১। ইহাই হোতার ত্রুটির প্রায়শ্চিত্ত। ইহার পরে অধ্বর্যুর ও পরে উদ্‌গাতার প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইবে (৪।১৬।২, টীকা দ্রঃ)। ব্রহ্মা ত্রিবেদজ্ঞ; শ্রুতিতে আছে—"অথ কেন ব্রহ্মত্বমিতি, অনয়ৈব ত্রয্যা বিদ্যয়া" (ঐঃ ব্রাঃ ২৫।৮)। ব্রহ্মা তিন অগ্নিতে তিনটি আহুতি দিয়া ত্রুটি সংশোধন করেন ; অথবা তাঁহার জ্ঞানমাহাত্ম্যেই ত্রুটি সংশোধিত হয়।

অথ যদি যজুষ্টো রিষ্যেদ্ভুবঃ স্বাহেতি দক্ষিণাগ্নৌ জুহুয়াদ্ যজুষামেব তদ্রসেন যজুষাং বীর্যেণ যজুষাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সংদধাতি ॥ ৫

আর যদি যজুর্নিমিত্তক রিষ্টি হয়, তবে "ভুবঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে (ব্রহ্মা) দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি দিবেন। যজুর্নিমিত্তক অনিষ্টের যে প্রতিবিধান করা হয়, তাহা উক্তরূপে যজুঃসকলের রসে, যজুঃসকলের বীর্যেই সম্পাদিত হয়। ৫

অথ যদি সামতো রিষ্যেৎ স্বঃ স্বাহেত্যাহবনীয়ে জুহুয়াৎ সাম্নামেব তদ্রসেন সাম্নাং বীর্যেণ সাম্নাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সংদধাতি ॥ ৬

আর যদি সামনিমিত্তক রিষ্টি হয়, তবে "স্বঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে (ব্রহ্মা) আহবনীয়াগ্নিতে আহুতি দিবেন। সামনিমিত্তক অনিষ্টের যে প্রতিবিধান হয়, তাহা উক্তরূপে সামসমূহের রসে, সামসমূহের বীর্যেই সম্পাদিত হয়। ৬

তদ্ যথা লবণেন সুবর্ণং সংদধ্যাৎ সুবর্ণেন রজতং রজতেন ত্রপু ত্রপুণা সীসং সীসেন লোহং লোহেন দারু দারু চর্মণা ॥ ৭

এবমেষাং লোকানামাসাং দেবতানামস্যাস্ত্রয্যা বিদ্যায়া বীর্যেণ যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সংদধাতি ভেষজকৃতো হ বা এষ যজ্ঞো যত্রৈবংবিদ্ ব্রহ্মা ভবতি ॥ ৮

তৎ (উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই)—যথা (যেমন) লবণেন (সোহাগাদ্বারা) সুবর্ণম্ (সোনাকে), সুবর্ণেন (সোনাদ্বারা) রজতম্ (রৌপ্যকে), রজতেন ত্রপু (রাঙ্কে), ত্রপুণা সীসম্ (সীসককে), সীসেন লোহম্ (লৌহকে), লোহেন দারু (কাষ্ঠকে), চর্মণা (চর্মের

দ্বারা) দারু সংদধ্যাৎ ([লোকে] সংযোজিত করে), এবম্ (এইরূপ) [ব্রহ্মা] এষাম্ লোকানাম্ (এই লোকসকলের—পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, ও দ্যুলোকের), আসাম্ দেবতানাম্ (এই দেবগণের—অগ্নি, বায়ু, ও সূর্যের), অস্যাঃ ত্রয্যাঃ বিদ্যায়াঃ (এই ত্রয়ীবিদ্যার) বীর্যেণ যজ্ঞস্য বিরিষ্টম্ সংদধাতি। যত্র (যেখানে, যে যজ্ঞে) এবম্-বিৎ (এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ঋত্বিক্) ব্রহ্মা ভবতি (হন) এষঃ যজ্ঞঃ (এই যজ্ঞ) ভেষজ-কৃতঃ হ বৈ ([সুচিকিৎসকের] ঔষধের দ্বারা চিকিৎসিত ব্যক্তির ন্যায়) [চিকিৎসিত বা সু-সংস্কৃত হয়]। ৭-৮

উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন সোহাগার দ্বারা সুবর্ণ, সুবর্ণসহায়ে রৌপ্য, রৌপ্যের দ্বারা রঙ্গ, রঙ্গের দ্বারা সীসক, সীসকের দ্বারা লৌহ, লৌহ বা চর্মের দ্বারা কাষ্ঠ সংযোজিত হয়, তেমনি এই লোকসমূহের, এই দেবগণের, ও এই ত্রয়ীবিদ্যার বীর্যের দ্বারা (ব্রহ্মা) যজ্ঞের রিষ্টির প্রতিকার করেন।[১] যে যজ্ঞে এতাদৃশ বিজ্ঞানবান্ ব্রহ্মা থাকেন, তাহা যেন সুচিকিৎসকের দ্বারাই (রোগীর আরোগ্যের ন্যায়) সংস্কৃত হইয়া থাকে। ৭-৮

১। বস্তুর স্বভাব বিচিত্র ; এই জন্য নানারূপে নানা প্রকার ক্ষতের চিকিৎসা হয়। বিচ্ছিন্ন বস্তুর সংযোগ, রোগের চিকিৎসা, ও যজ্ঞের বিঘ্নের প্রতিকার—এই সমস্তই যেন এক এক প্রকারের চিকিৎসা (৪।১৬।৩, টীকা)।

এষ হ বা উদক্‌প্রবণো যজ্ঞো যত্রৈবংবিদ্ ব্রহ্মা ভবত্যেবংবিদং হ বা এষা ব্রহ্মাণমনু গাথা—

যতো যত আবর্ততে তত্তদ্‌গচ্ছতি ॥ ৯

যত্র (যে যজ্ঞে) এবম্-বিৎ ব্রহ্মা, এষঃ হ বৈ যজ্ঞঃ উদক্-প্রবণঃ (উত্তর দিকে ঢালু, উহা উত্তরায়ণ প্রাপ্তির হেতু) ভবতি (হয়) ; এবম্-বিদম্ (এতাদৃশ জ্ঞানবান্) ব্রহ্মাণম্ অনু হ বৈ (ব্রহ্মাকে লক্ষ্য করিয়াই) এষা গাথা (এই গাথা) [আছে]—যতঃ যতঃ (যে যে স্থান হইতে) [যজ্ঞ] আবর্ততে (ফিরিয়া আসে) [অর্থাৎ ঋত্বিক্‌গণের যে যে কর্মহেতু যজ্ঞের বিঘ্ন উপস্থিত হয়] তৎ তৎ (সেই সেই স্থলে) [ব্রহ্মা] গচ্ছতি (গমন করেন) [অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা ত্রুটি সংশোধিত করেন]। ৯

যে যজ্ঞে এইরূপ জ্ঞানবান্ ঋত্বিক্ ব্রহ্মা হন, সেই যজ্ঞ উদক্প্রবণ (অর্থাৎ উত্তরদিকে ক্রমনিম্ন) হয়। এইরূপ জ্ঞানী ব্রহ্মাকে লক্ষ্য করিয়াই এই গাথা[১] আছে—"যে যে স্থল হইতে যজ্ঞ প্রত্যাবৃত্ত হয়, (ব্রহ্মা) সেখানেই গমন করেন (ও তাহার প্রতিকার করেন)।" ৯

১। "গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দঃ হইতে ভিন্ন ছন্দঃ"—আনন্দগিরি।

মানবো ব্রহ্মৈবৈক ঋত্বিক্ কুরূনশ্বাঽভিরক্ষত্যেবংবিদ্ধ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সর্বাংশ্চর্ত্বিজোঽভিরক্ষতি তস্মাদেবংবিদমেব ব্রহ্মাণং কুর্বীত নানেবংবিদং নানেবংবিদম্॥ ১০

ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য সপ্তদশখণ্ডঃ॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদি চতুর্থাধ্যায়ঃ॥

অশ্বা (ঘোটকী) [যেমন] কুরূন্ (যোদ্ধাদিগকে) [রক্ষা করে, তেমনি] মানবঃ (মৌনচারী, মননশীল, বা জ্ঞানবান্) একঃ ঋত্বিক্ (একমাত্র ঋত্বিক্) ব্রহ্মা এব (ব্রহ্মাই) কুরূন্ (ক্রিয়াশীল, যজ্ঞকারীদিগকে) অভিরক্ষতি (রক্ষা করেন)। [যেহেতু] এবং-বিৎ হ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞম্ যজমানম্ সর্বান্ ঋত্বিজঃ চ (যজ্ঞ, যজমান, ও সকল ঋত্বিক্‌কে) অভিরক্ষতি, তস্মাৎ (সুতরাং) এবং-বিদম্ এব (এইরূপ জ্ঞানশালীকেই) ব্রহ্মাণম্ ([illegible]) কুর্বীত (করিবে); অনেবং-বিদম্ ন (যিনি এইরূপ জ্ঞানশালী নহেন, তাঁহাকে না [illegible]) ন অনেবং-বিদম্ [অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিসূচক]। ১০

ঘোটকী যেমন যোদ্ধাকে রক্ষা করে, তেমনি মৌনচারী ঋত্বিক্ একমাত্র ব্রহ্মাই কর্মরত ব্যক্তিগণকে রক্ষা করেন। যেহেতু এতাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মাই যজ্ঞ, যজমান, ও ঋত্বিক্‌বৃন্দকে রক্ষা করেন, অতএব এইরূপ জ্ঞানশালী ব্যক্তিকেই ব্রহ্মা করিবে; যিনি এইরূপ জ্ঞানশালী নহেন, তাঁহাকে করিবে না। ১০

পঞ্চমাধ্যায়—প্রথম খণ্ড

(শ্রেষ্ঠত্বাদিযুক্ত প্রাণের উপাসনা)

ওঁ। যো হ বৈ জ্যেষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং চ বেদ জ্যেষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ ॥ ১

[পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সগুণব্রহ্মোপাসনার ফলে উত্তরমার্গে গতি হয়। ইদানীং পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চাগ্নিবিদ্ গৃহস্থগণ এবং তপস্থানিরত শ্রদ্ধালু ঊর্ধ্বরেতাদের প্রাপ্য উক্ত উত্তর মার্গই বর্ণিত হইবে। পরে উপাসনাহীন কেবল কর্মিবৃন্দের প্রাপ্য দক্ষিণ মার্গ বর্ণিত হইবে। এবং সর্বশেষে উপাসনা ও শাস্ত্রীয় কর্ম উভয়বিরহিত সাধারণ ব্যক্তিদের সংসারগতিরূপ কষ্টকর তৃতীয় গতি বর্ণিত হইবে। এই সমস্ত বর্ণনার উদ্দেশ্য, ব্রহ্মলাভের সাধন বৈরাগ্য উৎপাদন করা]।

[পূর্বে ৪।৩।৩ ইত্যাদিতে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। অধুনা তিনি কিরূপে বাগাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা বলা হইতেছে, এবং তাঁহার উপাসনার জন্য শ্রেষ্ঠত্বাদি গুণ বিহিত হইতেছে]—যঃ হ বৈ (যে কেহ) জ্যেষ্ঠম্ চ (বয়োজ্যেষ্ঠ) শ্রেষ্ঠম্ চ (ও গুণশ্রেষ্ঠকে) বেদ (জানেন) [তিনি] জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ (জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ) ভবতি হ বৈ (অবশ্যই হন)। প্রাণঃ বাব (প্রাণই) জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ। ১

যে কেহ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানেন, তিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন। প্রাণই জ্যেষ্ঠ[১] ও শ্রেষ্ঠ। ১

১। গর্ভস্থ সন্তানের অন্য ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিস্ফুট হওয়ার পূর্বেও সে প্রাণের সহায়ে বর্ধিত হয়; অতএব প্রাণ বয়োজ্যেষ্ঠ। বৃঃ ৬।১।১-১৪ দ্রঃ।

যো হ বৈ বসিষ্ঠং বেদ বসিষ্ঠো হ স্বানাং ভবতি বাগ্বাব বসিষ্ঠঃ ॥ ২

যঃ হ বৈ বসিষ্ঠম্ (বসুমত্তমক—ধনিশ্রেষ্ঠকে, কিংবা বসিতৃতমকে—সর্বশ্রেষ্ঠ আচ্ছাদয়িতাকে, অথবা বাসয়িতৃতমকে—সর্বোত্তম বাসপ্রদানকারীকে) বেদ, [তিনি] স্বানাম্ (নিজ জনের, জ্ঞাতিগণের) বসিষ্ঠঃ হ ভবতি। বাক্ বাব বসিষ্ঠঃ [কারণ বাক্‌শক্তিসহায়ে বাগ্মিগণ ধনবান্ হন এবং অপরকে পরাজিত করেন]। ২

যে কেহ বসিষ্ঠকে জানেন, তিনি জ্ঞাতিগণমধ্যে বসিষ্ঠ হন। বাক্‌ই বসিষ্ঠ। ২

যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতি হ তিষ্ঠত্যস্মিংশ্চ লোকেঽ-মুষ্মিংশ্চ চক্ষুর্বাব প্রতিষ্ঠা ॥ ৩

যঃ হ বৈ প্রতিষ্ঠাম্ (প্রতিষ্ঠাকে) বেদ, অস্মিন্ চ লোকে (ইহলোকে) অমুষ্মিন্ চ লোকে (ও পরলোকে) প্রতিতিষ্ঠতি হ (প্রতিষ্ঠিত হন)। চক্ষুঃ বাব প্রতিষ্ঠা (প্রকৃষ্ট স্থিতি, সুস্থিরতার হেতু ; [কারণ চক্ষুঃসহায়ে সুগম ও দুর্গম পথে চলা সহজ])। ৩

যে কেহ প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি এই লোকে ও পরলোকে প্রতিষ্ঠিত হন। চক্ষুই প্রতিষ্ঠা। ৩

যো হ বৈ সম্পদং বেদ সং হাস্মৈ কামাঃ পদ্যন্তে দৈবাশ্চ মানুষাশ্চ শ্রোত্রং বাব সম্পৎ ॥ ৪

যঃ হ বৈ সম্পদম্ (সম্পদ্‌কে) বেদ, অস্মৈ (ইঁহার জন্য) দৈবাঃ চ মানুষাঃ চ কামাঃ (দৈব ও মানবীয় কাম্যসকল) সম্পদ্যন্তে হ (সম্পাদিত হয়)। শ্রোত্রম্ বাব সম্পৎ [কারণ কর্ণদ্বয়দ্বারা বেদ গ্রহণান্তে অর্থবোধপূর্বক কর্ম সম্পাদিত হয় ও কাম্যফল লাভ হয়]। ৪

যে কেহ সম্পদ্‌কে জানেন, তাঁহার জন্য দৈব ও মানবীয় সমস্ত কাম্য বস্তুই সম্পাদিত হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়ই সম্পদ্। ৪

যো হ বা আয়তনং বেদায়তনং হ স্বানাং ভবতি মনো হ বা আয়তনম্ ॥ ৫

যে কেহ আয়তনকে জানেন, তিনি স্বজনবর্গের আয়তন (বা আশ্রয়-স্বরূপ) হন। মনই আয়তন।[১] ৫

১। ভোক্তা জীবের জন্ত ইন্দ্রিয়পথে যে সকল বিষয়বিজ্ঞান আহৃত হয়, তাহারা মনেই আহিত থাকে ; অতএব মনই আধার। মূলের বা = বৈ।

অথ হ প্রাণা অহংশ্রেয়সি ব্যূদিরেঽহং শ্রেয়ানস্ম্যহং শ্রেয়ানস্মীতি ॥ ৬

[যথোক্ত বসিষ্ঠত্ব প্রভৃতি গুণাবলী মুখ্যপ্রাণেরই অনুগামী; ইহাই প্রদর্শনের জন্ত আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে]—অথ হ (একদা) প্রাণাঃ (প্রাণসকল) অহং-শ্রেয়সি (স্বীয় শ্রেষ্ঠতাবিষয়ে)—অহং শ্রেয়ান্ অস্মি (আমি শ্রেষ্ঠ), অহম্ শ্রেয়ান্ অস্মি—ইতি (এইরূপ) ব্যূদিরে (নানা বিরুদ্ধ কথা বলিলেন)। ৬

একদা প্রাণসমূহ[১] স্ব স্ব শ্রেষ্ঠতা খ্যাপনের জন্ত—"আমি শ্রেষ্ঠ", "আমি শ্রেষ্ঠ"—এইরূপ বিবাদ করিয়াছিলেন। ৬

১। চেতন অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের দ্বারা অধিষ্ঠিত জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, ও মন। ইঁহারা প্রাণদেবতারই বিবিধ আধ্যাত্মিক রূপ।

তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুর্ভগবন্ কো নঃ শ্রেষ্ঠ ইতি তান্ হোবাচ যস্মিন্ ব উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যতে স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি ॥ ৭

তে প্রাণাঃ হ (উক্ত প্রাণসমূহ) পিতরম্ প্রজাপতিম্ এত্য (পিতা প্রজাপতির নিকট গিয়া) উচুঃ (বলিলেন)—ভগবন্, নঃ (আমাদের মধ্যে) কঃ (কে) শ্রেষ্ঠঃ ইতি। তান্ (তাঁহাদিগকে) উবাচ হ (বলিলেন)—বঃ (তোমাদের) যস্মিন্ উৎক্রান্তে (যে দেহত্যাগ করিলে) শরীরম্ পাপিষ্ঠতরম্ ইব (অতিশয় পাপী, অশুচি, শবসদৃশ) দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়), বঃ (তোমাদের মধ্যে) সঃ শ্রেষ্ঠঃ ইতি। ৭

উক্ত প্রাণগণ পিতা প্রজাপতির নিকট গিয়া বলিলেন, "হে ভগবন্, আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ?" তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে

যে দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইলে শরীরটি সর্বাধিক অশুচি বলিয়া মনে হইবে, সেই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" ৭

সা হ বাগুচ্চক্রাম সা সংবৎসরং প্রোষ্য পর্যেত্যোবাচ কথমশকতর্তে মজ্জীবিতুমিতি যথা কলা অবদন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি প্রবিবেশ হ বাক্ ॥ ৮

সা হ বাক্ (উক্ত বাক্) উৎ-চক্রাম (উৎক্রমণ করিলেন) ; সা সংবৎসরম্ (এক বৎসর) প্রোষ্য (প্রবাস করিয়া) পর্যেত্য (প্রত্যাবর্তন করিয়া) উবাচ—মৎ-[=মাম্] ঋতে (আমার অভাবে) কথম্ (কিরূপে) [তোমরা] জীবিতুম্ (বাঁচিতে) অশকত (পারিয়াছিলে) ? ইতি। [অপরেরা বলিলেন]—কলাঃ (মূকগণ) যথা (যেমন) অবদন্তঃ (কথা না বলিয়াও) প্রাণেন (নিঃশ্বাসাদিদ্বারা) প্রাণন্তঃ (জীবনক্রিয়া করিয়া) চক্ষুষা পশ্যন্তঃ (চক্ষুর্দ্বারা দর্শন করিয়া), শ্রোত্রেণ শৃণ্বন্তঃ (কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করিয়া), মনসা ধ্যায়ন্তঃ (মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া) [জীবিত থাকে] এবম্ (এইরূপ) [আমরা জীবিত ছিলাম]। ইতি। [তখন] বাক্ [দেহমধ্যে] প্রবিবেশ হ (প্রবেশ করিলেন)। ৮

উক্ত বাক্ দেহ হইতে উৎক্রমণ করিলেন। তিনি এক বৎসর প্রবাসে থাকিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবন কাটাইলে ?" (অপরেরা বলিলেন)—"মূকগণ যেমন কথা না বলিয়াও নিঃশ্বাসাদিদ্বারা জীবনধারণ করিয়া, চক্ষুর দ্বারা দেখিয়া, কর্ণদ্বারা শুনিয়া, মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া (জীবিত থাকে), সেইরূপ।" বাক্ দেহে প্রবেশ করিলেন। ৮

চক্ষুর্হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্যেত্যোবাচ কথমশকতর্তে মজ্জীবিতুমিতি যথাঽন্ধা অপশ্যন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন

বদন্তো বাচা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ ॥ ৯

চক্ষু দেহ হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি এক বৎসর প্রবাসে কাটাইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবন কাটাইলে?" (অপরেরা বলিলেন)—"অন্ধগণ যেমন না দেখিয়াও নিঃশ্বাসাদিদ্বারা জীবনধারণ করিয়া, বাকের দ্বারা কথা বলিয়া, কর্ণের দ্বারা শুনিয়া, এবং মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া (জীবিত থাকে), সেইরূপ।" চক্ষু দেহে প্রবেশ করিলেন। ৯

শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্যেত্যোবাচ কথমশকতর্তে মজ্জীবিতুমিতি যথা বধিরা অশৃণ্বন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্ ॥ ১০

কর্ণ দেহ ছাড়িয়া গেলেন। তিনি এক বৎসর প্রবাসান্তে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবিত ছিলে?" (অপরেরা বলিলেন)—"বধিরগণ যেমন না শুনিয়াও নিঃশ্বাসাদিদ্বারা জীবনধারণ করিয়া, বাকের দ্বারা কথা বলিয়া, চক্ষুর্দ্বারা দেখিয়া মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া (জীবিত থাকে), ঠিক তেমনি।" কর্ণ দেহে প্রবেশ করিলেন। ১০

মনো হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্য পর্যেত্যোবাচ কথমশকতর্তে মজ্জীবিতুমিতি যথা বালা অমনসঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণৈবমিতি প্রবিবেশ হ মনঃ ॥ ১১

মন দেহ ছাড়িয়া গেলেন। তিনি এক বৎসর প্রবাসান্তে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার অভাবে তোমরা কিরূপে জীবন কাটাইলে ?" (অপরেরা বলিলেন)—"অমনা (অর্থাৎ যাহাদের মনোবৃত্তি পরিস্ফুট হয় নাই, এইরূপ) শিশুরা যেমন নিঃশ্বাসাদিদ্বারা জীবনধারণ করিয়া, বাকের দ্বারা কথা বলিয়া, চক্ষুর্দ্বারা দেখিয়া, কর্ণদ্বারা শুনিয়া (জীবিত থাকে), ঠিক সেইরূপ।" মন দেহে প্রবেশ করিলেন। ১১

অথ হ প্রাণ উচ্চিক্রমিষন্ স যথা সুহয়ঃ পড়্বীশশঙ্কূন্ সঙ্খিদেদেবমিতরান্ প্রাণান্ সমখিদৎ তং হাভিসমেত্যোচুর্ভগবন্নেধি ত্বং নঃ শ্রেষ্ঠোঽসি মোৎক্রমীরিতি ॥ ১২

অথ হ (অনন্তর) সঃ প্রাণঃ (উক্ত মুখ্যপ্রাণ) উচ্চিক্রমিষন্ (দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া) সুহয়ঃ (উত্তম অশ্ব) যথা (যেমন) পড়্বীশ-শঙ্কূন্ (পাদবন্ধন খুঁটি সকল) সংখিদেৎ (উৎপাটিত করে) এবম্ (এইরূপ) ইতরান্ প্রাণান্ (অপর প্রাণবৃন্দকে) সমখিদৎ (উৎপাটিত করিলেন)। [আকর্ষণবশতঃ প্রাণবৃন্দ] তম্ অভিসমেত্য হ (তাঁহার অভিমুখে আসিয়া) উচুঃ (বলিলেন)—ভগবন্, এধি ([আমাদের] প্রভু হউন); ত্বম্ (আপনি) নঃ (আমাদের মধ্যে) শ্রেষ্ঠঃ অসি (সর্বোত্তম); মা উৎক্রমীঃ (দেহ ছাড়িয়া যাইবেন না) ইতি। ১২

(কষাঘাতপ্রাপ্ত) উত্তম অশ্ব যেমন পাদবন্ধন কীলকসমূহ উৎপাটিত করে, উক্ত মুখ্যপ্রাণও তেমনি দেহ ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়া অপর প্রাণগণকে উৎপাটিত করিলেন। (তখন) তদভিমুখে সমাগত হইয়া তাঁহারা বলিলেন, "হে ভগবন্, আপনি আমাদের প্রভু হউন, আপনিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; আপনি দেহ ছাড়িয়া যাইবেন না। ১২

অথ হৈনং বাগুবাচ যদহং বসিষ্ঠোঽস্মি ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসীত্যথ হৈনং চক্ষুরুবাচ যদহং প্রতিষ্ঠাঽস্মি ত্বং তৎপ্রতিষ্ঠাঽসীতি ॥ ১৩

অথ হ বাক্ এনম্ (ইঁহাকে, প্রাণকে) উবাচ (বলিলেন)—অহম্ যৎ (যেরূপে) বসিষ্ঠঃ (বসিষ্ঠত্বগুণবান্) অস্মি (আছি), [বস্তুতঃ] ত্বম্ (আপনিই) তৎ-বসিষ্ঠঃ (সেই বসিষ্ঠত্বগুণের দ্বারা বসিষ্ঠ) ইতি, [অথবা—আমি যে বসিষ্ঠ হইয়াছি, ত্বম্ (আপনিই) তৎ বসিষ্ঠঃ অসি (সেইরূপে বসিষ্ঠত্বগুণে গুণবান্)], [আমি অজ্ঞানবশতঃ উহা নিজের বলিয়া দাবি করিয়াছি]। অথ হ এনম্ চক্ষুঃ উবাচ—অহম্ যৎ প্রতিষ্ঠা অস্মি, ত্বম্ তৎ-প্রতিষ্ঠা অসি ইতি। ১৩

অনন্তর বাক্ ইঁহাকে বলিলেন, "আমার যে বসিষ্ঠত্বগুণ হইয়াছে, আপনিই সেই বসিষ্ঠত্বগুণে ভূষিত (অর্থাৎ আমার বসিষ্ঠত্ব আপনারই কৃত)।" অনন্তর চক্ষু ইঁহাকে বলিলেন, "আমার যে প্রতিষ্ঠাত্বগুণ, আপনিই সেই প্রতিষ্ঠাত্বগুণে ভূষিত।" ১৩

অথ হৈনং শ্রোত্রমুবাচ যদহং সম্পদস্মি ত্বং তৎসম্পদসীত্যথ হৈনং মন উবাচ যদহমায়তনমস্মি ত্বং তদায়তনমসীতি ॥ ১৪

অনন্তর শ্রোত্র ইঁহাকে বলিলেন, "আমার যে সম্পদ্‌গুণ, আপনিই সেই সম্পদ্‌গুণে ভূষিত।" অনন্তর মন ইঁহাকে বলিলেন, "আমার যে আয়তনগুণ, আপনিই সেই আয়তনগুণে ভূষিত।" ১৪

ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্বাণি ভবতি ॥ ১৫

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডঃ ॥

[লোকে ইন্দ্রিয়বর্গকে] বাচঃ ইতি ("বাকবৃন্দ" এইরূপে) ন বৈ আচক্ষতে (বলে না), চক্ষূংষি (চক্ষুসকল) ন, শ্রোত্রাণি (শ্রোত্রসকল) ন, মনাংসি (মনসকল) ন; প্রাণাঃ ইতি এব ("প্রাণবৃন্দ" এইরূপেই) আচক্ষতে—হি (কারণ) প্রাণঃ এব (প্রাণই) এতানি সর্বাণি (এই সকল) ভবতি (হন)। ১৫

লোকে ইন্দ্রিয়বর্গকে বাক্ বলে না, চক্ষু বলে না, কর্ণ বলে না, মন বলে না,[1] কিন্তু প্রাণবৃন্দ-নামেই তাহাদিগকে অভিহিত করে,—কারণ প্রাণই এই সমস্ত হইয়াছেন।[2] ১৫

১। ইন্দ্রিয়বর্গ বাগাদির অধীন হইলে তাহাদিগকে বাগাদি নামে উল্লেখ করিত।

২। প্রাণদেবতা, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ,—অধ্যাত্ম, অধিভূত, ও অধিদৈব—এই ত্রিবিধরূপে বর্তমান আছেন। তিনিই দিক্, বায়ু, সূর্য, বরুণ, ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়রূপে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ও নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা; অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, মিত্র, ও প্রজাপতিরূপে বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু, ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা; চন্দ্ররূপে মনের দেবতা। ইহাই প্রাণদেবতার অধিদৈব ও অধ্যাত্ম (=শরীরে) রূপ—তিনিই দেবতা এবং তিনিই ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়মার্গে যে বিষয়গুলি গৃহীত হয়, সেই বিষয়গুলিও প্রাণদেবতার অধিভূত (=ভূতমধ্যে) রূপ।

এখানে ইহাই বিহিত হইল—"আমি বাগাদির প্রভু ও শ্রেষ্ঠত্বাদি গুণসম্পন্ন প্রাণ"—এইরূপ ধ্যান করিবে।

পঞ্চমাধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড

(প্রাণোপাসনার অঙ্গ, অন্ন-বাস-দৃষ্টি)

স হোবাচ কিং মেঽন্নং ভবিষ্যতীতি যৎ কিঞ্চিদিদমাশ্বভ্য আশকুনিভ্য ইতি হোচুস্তদ্বা এতদনস্যান্নমনো হ বৈ নাম প্রত্যক্ষং ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি ॥ ১

[প্রাণবিত্তার অঙ্গরূপে অন্নদৃষ্টি বিহিত হইতেছে]—সঃ (উক্ত মুখ্যপ্রাণ) উবাচ হ—মে (আমার) অন্নম্ (ভক্ষ্য) কিম্ (কি) ভবিষ্যতি (হইবে) ইতি। আশ্বভ্যঃ (কুক্কুরের সহিত) আশকুনিভ্যঃ (শকুনির সহিত) [সর্বপ্রাণীর] যৎ কিম্ চ ইদম্ (এই যাহা কিছু [ভক্ষ্য আছে]) ইতি ঊচুঃ হ। [শ্রুতি বলিতেছেন]—তৎ এতৎ বৈ (উক্ত

এই সমস্ত, যাহা কিছু সর্বপ্রাণীর ভক্ষ্য তাহা) অনস্ত (প্রাণের) অন্নম্ [অর্থাৎ প্রাণেরই দ্বারা তাহা ভক্ষিত হয়]। অনঃ হ বৈ নাম প্রত্যক্ষম্ (অন এই [প্রাণবাচক শব্দ] টি [প্রাণের] সাক্ষাৎ নাম)। এবং-বিদি (যিনি এইরূপ—অর্থাৎ আপনাকে সর্বভূতে অবস্থিত ও সকল অন্নের ভক্ষক প্রাণ বলিয়া—জানেন, তাঁহার নিকট) কিম্ চন ([প্রাণিগণের অন্নভূত] কিছুই) অনন্নম্ (অন্নাতীত) ন ভবতি (হয় না) [অর্থাৎ সমস্তই তাঁহার অন্ন হয়]। [বৃঃ ১।৩।১৮] ইতি। ১

উক্ত মুখ্যপ্রাণ বলিলেন, "আমার অন্ন কি হইবে?" (ইন্দ্রিয়গণ বলিলেন)—"কুকুর ও শকুনি প্রভৃতি সকল জীবের যাহা কিছু অন্ন আছে।" যাহা কিছু ভক্ষিত হয়, সমস্তই অনের অন্ন; অন এই শব্দটি (প্রাণের) সাক্ষাৎ নাম। যিনি এইরূপ জানেন, তাঁহার নিকট কোনও অন্নই অনন্ন হয় না।[১] ১

১। অন্ ধাতুর অর্থ চেষ্টা। প্রাণ ক্রিয়াত্মক, সুতরাং উক্ত ধাতু হইতে নিষ্পন্ন অন শব্দটি প্রাণের সাক্ষাৎ নাম। অন শব্দের পূর্বে প্র প্রভৃতি উপসর্গ বসাইয়া অনের বিভিন্ন চেষ্টা বর্ণিত হয়; যথা—প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান উদান। এখানে ইহাই বিহিত হইল—"সমস্তই প্রাণের অন্ন এবং প্রাণ সকলের অত্তা বা ভক্ষক" এই দৃষ্টি অবলম্বনে প্রাণের উপাসনা করিতে হইবে (৫।১।১৫ টীকা দ্রঃ)। উক্ত উপাসক সর্বাত্মা হইয়া সকল অন্ন আহার করেন।

স হোবাচ কিং মে বাসো ভবিষ্যতীত্যাপ ইতি হোচুস্তস্মাদ্বা এতদশিষ্যন্তঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাচ্চাদ্ভিঃ পরিদধতি লম্ভুকো হ বাসো ভবত্যনগ্নো হ ভবতি ॥ ২

[প্রাণবিদ্যার অঙ্গরূপে প্রাণের বস্ত্রদৃষ্টি বিহিত হইতেছে]—সঃ উবাচ হ—কিম্ মে বাসঃ (পরিধান, আচ্ছাদন) ভবিষ্যতি ইতি। আপঃ (জল) ইতি উচুঃ হ। তস্মাৎ বৈ (এই জন্যই) অশিষ্যন্তঃ (ভোজনকারীরা) এতৎ (ইহা করেন)—পুরস্তাৎ ([ভোজনের] পূর্বে) উপরিষ্টাৎ চ (এবং [ভোজনের] পরে) অদ্ভিঃ (জলের দ্বারা) পরিদধতি ([প্রাণের]

পরিধানের ব্যবস্থা করেন)। [এবং-বিদ্] বাসঃ [বাসস্ শব্দের ২য়ার ১ বচন] লম্ভুকঃ হ (পরিধানের লব্ধা) ভবতি (হন), অনগ্নঃ হ (নগ্নতাহীন, উত্তরীয়যুক্ত) ভবতি। ২

মুখ্যপ্রাণ বলিলেন, "আমার আচ্ছাদন কি হইবে?" (তাঁহারা) বলিলেন, "জল।" এই জন্য ভোজননিরত ব্যক্তিরা এইরূপ করেন যে, তাঁহারা (ভোজনের) পূর্বে ও পরে জলের দ্বারা (আচমন করিয়া) আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেন।[1] (যিনি এইরূপ জানেন, তিনি) পরিধান লাভ করেন এবং উত্তরীয় লাভ করেন। ২

১। শুদ্ধির জন্য শাস্ত্রে যে আচমনদ্বয় বিহিত হইয়াছে, তাহাতে প্রাণের পরিধেয় ও উত্তরীয়ের দৃষ্টি আরোপ করিয়া প্রাণের উপাসনা করিবে।

তদ্ধৈতৎ সত্যকামো জাবালো গোশ্রুতয়ে বৈয়াঘ্রপদ্যায়োক্ত্বো-বাচ যদ্যপ্যেনচ্ছুষ্কায় স্থাণবে ব্রূয়াজ্জায়েরন্নেবাস্মিঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৩

তৎ হ এতৎ (উক্ত এই প্রাণবিজ্ঞানটি) সত্যকামঃ জাবালঃ বৈয়াঘ্রপদ্যায় (ব্যাঘ্রপদের পুত্র) গোশ্রুতয়ে (গোশ্রুতিকে) উক্ত্বা (বলিয়া) উবাচ—শুষ্কায় (নীরস) স্থাণবে অপি (বৃক্ষকাণ্ডকেও) যদি এনৎ (ইহা) ব্রূয়াৎ ([কেহ] বলে) [তবে] অস্মিন্ (ঐ কাণ্ডে) শাখাঃ (শাখাসকল) জায়েরন্ এব (অবশ্যই উদ্গত হইবে), পলাশানি (পত্রসমূহ) প্ররোহেয়ুঃ (প্রাদুর্ভূত হইবে) ইতি। [বৃঃ ৬।৩।১২]। ৩

সত্যকাম জাবাল ব্যাঘ্রপদের পুত্র গোশ্রুতিকে এই প্রাণোপাসনা উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, "নীরস বৃক্ষকাণ্ডকেও যদি কেহ এই উপদেশ দেয়, তবে উহাতে শাখা উদ্গত হইবে এবং পত্ররাশি আবির্ভূত হইবে।" ৩

অথ যদি মহজ্জিগমিষেদমাবাস্যায়াং দীক্ষিত্বা পৌর্ণমাস্যাং রাত্রৌ সর্বৌষধস্য মন্থং দধিমধুনোরুপমথ্য জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ ॥ ৪

[যিনি প্রাণবিজ্ঞানবিদ্, তাঁহার পক্ষে করণীয় একটি কর্মের উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে]— অথ (অনন্তর, প্রাণবিদ্যার পর) যদি মহৎ জিগমিষেৎ (মহত্ত্ব পাইতে ইচ্ছা করেন) [তবে] অমাবাস্যায়াম্ (অমাবস্যা তিথিতে) দীক্ষিত্বা (দীক্ষিতের ন্যায় আচারযুক্ত হইয়া ; ভূমিতে শয়ন, সত্যবচন, ব্রহ্মচর্য, দুগ্ধমাত্র পান প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া) পৌর্ণমাস্যাম্ রাত্রৌ (পূর্ণিমারাত্রে) সর্ব-ঔষধস্য ([যথাসাধ্য] গ্রাম্য ও আরণ্য সর্বপ্রকার ওষধির) [বীজ হইতে কৃত অপক্ক] মন্থম্ (পিষ্টকমণ্ডকে) দধিমধুনোঃ (দধি ও মধুর [উদুম্বর কাষ্ঠের নির্মিত কংসাকার বা চমসাকার] পাত্রে) উপমথ্য (মর্দন করিয়া) [সম্মুখে স্থাপনপূর্বক] জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা ইতি ("জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে স্বাহা" এই মন্ত্রে) অগ্নৌ ([আবসথ্য, গৃহ্য, বা স্মার্ত] অগ্নিতে) আজ্যস্য (আজ্যের স্থানে, আবাপস্থানে) হুত্বা (আহুতি দিয়া) সম্পাতম্ ([চমসাকার যে পাত্রের দ্বারা আহুতি দেওয়া হয় সেই] স্রুবে সংলগ্ন অংশকে) মন্থে (মন্থনামক পাত্রে) অবনয়েৎ (নিক্ষেপ করিবেন)। [বৃঃ ৬।৩।১-৩]। ৪

অনন্তর (সেই প্রাণদর্শনবিদ্) যদি মহত্ত্বলাভের বাসনা করেন,[১] তবে অমাবস্যায় দীক্ষিতের ন্যায় আচরণ গ্রহণ করিয়া পূর্ণিমারাত্রে সর্বপ্রকার ওষধির (বীজনির্মিত) মণ্ডকে দধি ও মধুর পাত্রে (দধি ও মধুর সহিত) উপমর্দন করিয়া "জ্যেষ্ঠকে ও শ্রেষ্ঠকে" স্বাহা এই মন্ত্রে অগ্নির আজ্যপ্রদানস্থলে আহুতি দিবেন এবং স্রুবসংলগ্ন অংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। ৫

১। এই কর্মটি বিষয়ভোগকামীর জন্য বিহিত হয় নাই ; কিন্তু যিনি মহত্ত্ব লাভের ফলে শ্রী এবং তাহার ফলে অর্থ লাভ করিয়া শাস্ত্রীয় কর্ম সম্পাদনপূর্বক দেবযান বা পিতৃযান মার্গ লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারই জন্য।

বসিষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ সম্পদে স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েদায়তনায় স্বাহেত্যগ্না-বাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ ॥ ৫

"বসিষ্ঠকে স্বাহা" এই মন্ত্রে আজ্যনিক্ষেপস্থলে অগ্নিতে আহুতি দিয়া

স্রুবসংলগ্ন অংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "প্রতিষ্ঠাকে স্বাহা" এই মন্ত্রে আজ্যপ্রদানস্থানে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্ন অংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "সম্পদ্‌কে স্বাহা" এই মন্ত্রে আজ্যনিক্ষেপস্থলে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্ন অংশ মন্থে স্থাপন করিবেন। "আয়তনকে স্বাহা" এই মন্ত্রে আজ্যপ্রদানস্থানে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্ন অংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। ৫

অথ প্রতিসৃপ্যাঞ্জলৌ মন্থমাধায় জপত্যমো নামাস্যমা হি তে সর্বমিদং স হি জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো রাজাঽধিপতিঃ স মা জ্যৈষ্ঠ্যং শ্রৈষ্ঠ্যং রাজ্যমাধিপত্যং গময়ত্বহমেবেদং সর্বমসানীতি ॥ ৬

অথ (অনন্তর) প্রতিসৃপ্য ([অগ্নি হইতে একটু দূরে] সরিয়া গিয়া) অঞ্জলৌ (অঞ্জলিতে) মন্থম্ আধায় (মন্থ গ্রহণ করিয়া) জপতি (জপ করিবেন)—অমঃ নামা অসি (তুমি অম এই নামধারী), হি (কারণ) [প্রাণরূপী] তে (তোমার) অমা (সহিত) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত জগৎ) [বিদ্যমান]; সঃ হি (প্রাণরূপী তুমি মন্থই) জ্যেষ্ঠঃ, শ্রেষ্ঠঃ, রাজা (দীপ্তিমান্), অধিপতিঃ (অধিষ্ঠিত থাকিয়া পালক); সঃ (উক্ত প্রাণরূপী মন্থ, তুমি) মা (আমাকে) জ্যৈষ্ঠম্ (জ্যেষ্ঠত্ব), শ্রৈষ্ঠ্যম্ (শ্রেষ্ঠত্ব), রাজ্যম্ (দীপ্তি), আধিপত্যম্ গময়তু (প্রাপ্ত করাও); অহম্ এব (আমিই) [প্রাণের ন্যায়] ইদম্ সর্বম্ অসানি (হইতে ইচ্ছা করি) ইতি। ৬

অনন্তর একটু দূরে সরিয়া অঞ্জলিতে মন্থটি গ্রহণপূর্বক (এই মন্ত্র) জপ করিবেন—"আপনি 'অম'[১] এই নামধারী, কারণ নিখিল জগৎ (প্রাণরূপী) আপনার সহিত বিদ্যমান; উক্ত আপনিই জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, দীপ্তিমান্, ও অধিপতি; উক্ত আপনি আমাকে জ্যেষ্ঠত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, দীপ্তি, ও আধিপত্য প্রাপ্ত করান; আমি (প্রাণেরই ন্যায়) সর্বাত্মক হইতে চাই।" ৬

১। প্রাণের একটি নাম "অম"। অন্নসহায়েই প্রাণ দেহে বিদ্যমান থাকে; সুতরাং

প্রাণের অন্নস্থানীয় মন্থকেই (অর্থাৎ মন্থস্থ হুতাবশেষ মণ্ডকে) অন্ন বা প্রাণ বলিয়া স্তব করা হইতেছে।

অথ খল্বেতয়র্চা পচ্ছ আচামতি তৎসবিতুর্বৃণীমহ ইত্যাচামতি বয়ং দেবস্য ভোজনমিত্যাচামতি শ্রেষ্ঠং সর্বধাতমমিত্যাচামতি তুরং ভগস্য ধীমহীতি সর্বং পিবতি নির্ণিজ্য কংসং চমসং বা পশ্চাদগ্নেঃ সংবিশতি চর্মণি বা স্থণ্ডিলে বা বাচংযমোঽপ্রসাহঃ স যদি স্ত্রিয়ং পশ্যেৎ সমৃদ্ধং কর্মেতি বিদ্যাৎ ॥ ৭

অথ খলু (অনন্তর) এতয়া ঋচা পচ্ছঃ (এই ঋক্‌মন্ত্রের প্রতিচরণের দ্বারা) আচামতি (আচমন করিবেন, ভক্ষণ করিবেন) [অর্থাৎ ঋকের এক এক চরণ উচ্চারণ করিয়া এক এক গ্রাস মন্থ ভক্ষণ করিবেন]—বয়ম্ (আমরা) দেবস্য (জ্যোতিঃস্বরূপ) সবিতুঃ ([প্রাণাত্মক] সবিতার, জগৎপ্রসবিতার) তৎ (সেই) শ্রেষ্ঠম্ (সর্বোত্তম) সর্ব-ধাতমম্ (সমস্ত জগতের শ্রেষ্ঠ ধারণকারী বা বিধাতৃস্বরূপ) ভোজনম্ ([মন্থরূপ] অন্ন) বৃণীমহে (প্রার্থনা করি); [উক্ত পবিত্র অন্ন ভোজনপূর্বক শুদ্ধচিত্ত হইয়া আমরা] ভগস্য (ভগদেবতার, সবিতার) [স্বরূপ] তুরম্ (=ত্বরম্, তূর্ণম্, শীঘ্র) ধীমহি (চিন্তা করি), [অথবা—ভগস্য = শ্রীর কারণীভূত মহত্ত্ব (যে মহত্ত্বের জন্য আমরা কর্ম করিয়াছি, তাহা) ধীমহি (চিন্তা করি)]। [অন্বয়ের সুবিধার জন্য ঋক্‌টির অর্থ এক সঙ্গে করা হইল]। ইতি আচামতি (এই বলিয়া, এই অংশ উচ্চারণ করিয়া [মন্থ] ভক্ষণ করিবেন)। ইতি কংসম্ চমসম্ বা (কংসাকার বা চমসাকার [উদুম্বরকাষ্ঠনির্মিত] পাত্র) নির্ণিজ্য (প্রক্ষালন করিয়া) সর্বম্ (সমস্ত) পিবতি (পান করিবেন)। [অনন্তর] বাচং-যমঃ (সংযতবাক্), অপ্রসাহঃ (সংযতচিত্ত হইয়া) অগ্নেঃ পশ্চাৎ (অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে) চর্মণি বা স্থণ্ডিলে বা (চর্মের উপরে বা ভূমিতে) সংবিশতি (শয়ন করিবেন)। সঃ (তিনি) যদি [স্বপ্নে] স্ত্রিয়ম্ (স্ত্রীলোক) পশ্যেৎ (দর্শন করেন) [তবে] কর্ম (কর্ম) সমৃদ্ধম্ (সফল হইয়াছে) ইতি (ইহা) বিদ্যাৎ (জানিবেন)। ৭

অনন্তর এই ঋক্‌মন্ত্রের[১] প্রতি পদ উচ্চারণ করিয়া (মন্থ) ভক্ষণ করিবেন—"তৎ দেবস্য বৃণীমহে" এই বলিয়া এক গ্রাস ভক্ষণ করিবেন;

"বয়ং দেবস্য ভোজনম্" এই বলিয়া ভক্ষণ করিবেন; "শ্রেষ্ঠং সর্বধাতমম্" এই বলিয়া ভক্ষণ করিবেন; "তুরং ভগস্য ধীমহি" এই বলিয়া কংসাকার বা চমসাকার পাত্রটি ধৌত করিয়া* সমস্ত পান করিবেন। (অনন্তর) সংযতবাক্ ও সংযতচিত্ত হইয়া অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে চর্মের উপর বা ভূমিতে শয়ন করিবেন। তিনি যদি স্বপ্নে স্ত্রীদর্শন করেন, তবে মনে করিবেন যে, কর্ম সফল হইয়াছে। ৭

১। এই ঋক্‌টির (ঋগ্বেদ ৫।৮২।১) পূর্ণ অর্থ এই—"জ্যোতিঃস্বরূপ সবিতার যে অন্নটি শ্রেষ্ঠ ও সমস্ত জগতের বিধাতা, আমরা তাহা প্রার্থনা করি, (তাহা ভোজন করিয়া আমরা সবিতার স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারিব)। আমরা শীঘ্র ভগদেবের স্বরূপ চিন্তা করি।"

তদেষ শ্লোকো—

যদা কর্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি।
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে।
তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥ ৮

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥

তৎ (উক্ত বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ (এই শ্লোক আছে)—কাম্যেষু কর্মসু (ফলকামনায় কৃত কর্মসমূহে) যদা (যখন) স্বপ্নেষু (স্বপ্নমধ্যে) স্ত্রিয়ম্ পশ্যতি (স্ত্রীদর্শন করে) তত্র (তখন) তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে (সেই স্ত্রীদর্শনরূপ স্বপ্ন হইলে) সমৃদ্ধিম্ (কর্মের সাফল্য) জানীয়াৎ (জানিবে)। [কর্মের সমাপ্তিসূচক পুনরুক্তি]। ৮

উক্ত বিষয়ে এই মন্ত্র আছে—"কাম্য কর্মসকলের অনুষ্ঠানকালে যখন স্বপ্নে স্ত্রীদর্শন হইবে, তখন ঐ স্বপ্নদর্শনের ফলে কর্ম সফল হইবে—ইহা জানিবে।" ৮

পঞ্চমাধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

(শ্বেতকেতু-প্রবাহণ-সংবাদ)

শ্বেতকেতুর্হারুণেয়ঃ পঞ্চালানাং সমিতিমেয়ায় তং হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচ কুমারানু ত্বাহশিষৎ পিতেত্যনু হি ভগব ইতি ॥ ১

[ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যন্ত সংসারগতি বর্ণনার ফলে মুমুক্ষুগণের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়; এই উদ্দেশ্যে আখ্যায়িকা অবলম্বনে সংসারগতি বর্ণিত হইবে]—আরুণেয়ঃ (অরুণের পৌত্র) শ্বেতকেতুঃ হ [ঐতিহ্যে] পঞ্চালানাম্ (পঞ্চালজনপদ সকলের) সমিতিম্ (সভায়) ইয়ায় (আসিলেন)। তম্ হ (তাঁহাকে) জৈবলিঃ (জীবলপুত্র) প্রবাহণঃ উবাচ—কুমার, ত্বা (তোমাকে) পিতা অনু অশিষৎ নু (উপদেশ দিয়াছেন তো)? ইতি। ভগবঃ, [আমি] অনু হি (অনুশিষ্ট হইয়াছি) ইতি [বৃঃ ৬।২।১-১৬]। ১

একদা শ্বেতকেতু আরুণেয় পঞ্চালজনপদের সভায় উপস্থিত হইলেন। প্রবাহণ জৈবলি তাঁহাকে বলিলেন, "হে কুমার, তোমাকে (তোমার) পিতা উপদেশ দিয়াছেন তো?" (শ্বেতকেতু বলিলেন)—"হে ভগবন্, দিয়াছেন।" ১

বেত্থ যদিতোঽধি প্রজাঃ প্রয়ন্তীতি ন ভগব ইতি বেত্থ যথা পুনরাবর্তন্ত৩ ইতি ন ভগব ইতি বেত্থ পথোর্দেবযানস্য পিতৃযাণস্য চ ব্যাবর্তনা৩ ইতি ন ভগব ইতি ॥ ২

[প্রবাহণ]—প্রজাঃ (প্রাণীরা) ইতঃ (এই লোক হইতে) অধি (ঊর্ধ্বে) যৎ (যেখানে) প্রয়ন্তি (গমন করে) [তাহা] বেত্থ (জান কি)? ইতি। [শ্বেতকেতু] —ন ভগবঃ ইতি। [প্রবাহণ]—যথা (যেরূপে) পুনঃ আবর্তন্তে (প্রত্যাবর্তন করে) [তাহা] বেত্থ? ইতি। [শ্বেতকেতু]—ন ভগবঃ ইতি। দেবযানস্য পিতৃযাণস্য চ পথোঃ (দেবযান ও পিতৃযান এই মার্গদ্বয়ের) ব্যাবর্তনা (পরস্পরের বিচ্ছেদ) বেত্থ ইতি। [শ্বেতকেতু]—ন ভগবঃ ইতি। ২

"প্রাণিগণ এই লোক হইতে ঊর্ধ্বে কোথায় গমন করে, (তাহা) জান

কি ?" "না ভগবন্ !" "কিরূপে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে, জান কি ?" "না, ভগবন্ !" "দেবযান ও পিতৃযান নামক মার্গদ্বয় কোথায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, জান কি ?" "না, ভগবন্ !"[১] ২

১। মূলে প্লুতি বুঝাইবার জন্য ৩ ব্যবহৃত হইয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণপথে গমনকারী বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্‌সকল কিয়দ্দূর এক সঙ্গে যাইয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হন। (৫।১০।৩, টীকা দ্রঃ)।

বেত্থ যথাঽসৌ লোকো ন সম্পূর্যত৩ ইতি ন ভগব ইতি বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি নৈব ভগব ইতি ॥ ৩

[প্রবাহণ]—অসৌ লোকঃ (পরলোক, চন্দ্রলোক) যথা (যে কারণে) ন সম্পূর্যতে (পরিপূর্ণ হয় না) [তাহা] বেত্থ ইতি। [শ্বেতকেতু] ন ভগবঃ ইতি। [প্রবাহণ]—পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ (পঞ্চম আহুতি প্রদত্ত হইলে) যথা (যেরূপে) আপঃ (জল, অপূর্ব, অথবা তরল আহুতিসকল) পুরুষবচসঃ (পুরুষশব্দবাচ্য) ভবন্তি (হয়), বেত্থ ইতি। [শ্বেতকেতু]—ন এব ভগবঃ ইতি। ৩

"চন্দ্রলোক কেন পরিপূর্ণ হয় না, (তাহা) জান কি ?" "না, মহাশয় !" "পঞ্চম[১] আহুতি প্রদত্ত হইলে কিরূপে তরল আহুতিসমূহ (বা অপূর্ব) পুরুষপদ-বাচ্য হয়, (তাহা) জান কি ?" "না মহাশয়, মোটেই না।"

১। শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, ও অন্নের পরবর্তী রেতঃ। ৫।৪-৮ দ্রঃ।

অথানু কিমনুশিষ্টোঽবোচথা যো হীমানি ন বিদ্যাৎ কথং সোঽনুশিষ্টো ব্রুবীতেতি স হায়স্তঃ পিতুরর্ধমেয়ায় তং হোবাচানুশিষ্য বাব কিল মা ভগবানব্রবীদনু ত্বাঽশিষমিতি ॥ ৪

[প্রবাহণ] অথ (তবে, এইরূপ অবস্থায়) কিম্ অনু (কেন) অনুশিষ্টঃ ([আমি]

উপদিষ্ট হইয়াছি) [ইহা] অবোচথাঃ (বলিলে)? যঃ হি (যে) [আমার জিজ্ঞাসিত] ইমানি (এই বিষয়গুলি) ন বিদ্যাৎ (জানে না), সঃ (সে) কথম্ (কিরূপে) ব্রুবীত (বলিতে পারে)—"অনুশিষ্টঃ" ইতি। সঃ হ (উক্ত শ্বেতকেতু) আয়স্তঃ (মনক্ষুণ্ণ) [হইয়া] পিতুঃ অর্ধম্ (পিতার নিকটে) এয়ায় (আসিলেন) ; তম্ (তাঁহাকে, পিতাকে) উবাচ হ—মা (আমাকে) অননুশিষ্য বাব ([সমুচিত] উপদেশ না দিয়াই) ভগবান্ (মহাশয়) অব্রবীৎ (বলিয়াছিলেন)—"ত্বা (তোমাকে) অনু-অশিষম্ (উপদেশ দিলাম)" ইতি। ৪

(প্রবাহণ)—"তবে তুমি কেন বলিলে, 'আমি উপদিষ্ট হইয়াছি'? যে এই বিষয়গুলি জানে না, সে কিরূপে বলিতে পারে, 'আমি উপদিষ্ট হইয়াছি'?" শ্বেতকেতু মনোবেদনা প্রাপ্ত হইয়া পিতার নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি আমায় (সমুচিত) উপদেশ না দিয়াই বলিয়াছিলেন, 'তোমায় উপদেশ দিলাম'।" ৪•

পঞ্চ মা রাজন্যবন্ধুঃ প্রশ্নান্‌প্রাক্ষীৎ তেষাং নৈকঞ্চনাশকং বিবক্তুমিতি স হোবাচ যথা মা ত্বং তদৈতানবদো যথাহমেষাং নৈকঞ্চন বেদ যদ্যহমিমানবেদিষ্যং কথং তে নাবক্ষ্যমিতি ॥ ৫

রাজন্যবন্ধুঃ (যে আপনাকে ক্ষত্রিয়গণের বন্ধু বা সজাতীয় বলিয়া পরিচয় দেয়, অথচ নিজে দুর্বৃত্ত, সে) মা পঞ্চ প্রশ্নান্ (পাঁচটি প্রশ্ন) অপ্রাক্ষীৎ (জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ; তেষাম্ (তাহাদের) একম্ চন (একটিও) বিবক্তুম্ ([ব]লিতে) ন অশকম্ (পারি নাই) ইতি। সঃ (পিতা) উবাচ হ—ত্বম্ (তুমি) তদা (তখনই, রাজার নিকট হইতে আসিয়াই) এতান্ (এই প্রশ্নগুলি) যথা (যে ভাবে, অর্থাৎ তাহাদের উত্তর জান না বলিয়া) মা (আমায়) অবদঃ (বলিলে) [তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবে যে], যথা (যেরূপ ভাবে, অর্থাৎ তুমিও যেরূপ জান না, সেইরূপ) অহম্ (আমিও) এষাম্ (ইহাদের) একম্ চন (একটিও) ন বেদ (জানি না)। যদি অহম্ ইমান্ (এই গুলি) অবেদিষ্যম্ (জানিতাম) কথম্ (কেন) তে (তোমায়) ন অবক্ষ্যম্ (না বলিতাম)? ইতি। ৫

(শ্বেতকেতু)—"রাজন্যবন্ধু আমায় পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ;

আমি তাহাদের একটিরও উত্তর দিতে পারি নাই।" পিতা বলিলেন, "রাজার নিকট হইতে আসিয়াই তুমি যে ভাবে (অর্থাৎ উত্তর জান না বলিয়া) উক্ত প্রশ্নগুলি আমায় বলিলে, (তাহা) আমিও যেরূপ ইহাদের একটিও জানি না, (তদনুরূপই বটে ; অর্থাৎ তুমি যেমন জাননা, আমিও তেমনি জানি না)।[১] যদি আমি এই গুলি জানিতাম তবে কেন তোমায় উপদেশ না দিতাম ?" ৫

১। তুমি আমার প্রিয় পুত্র ; তোমায় অদেয় আমার কিছুই নাই। তোমায় যখন আমি এই বিদ্যা দান করি নাই, তখন সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, আমিও এই বিষয়ে অজ্ঞ।

স হ গৌতমো রাজ্ঞোঽর্ধমেয়ায় তস্মৈ হ প্রাপ্তায়ার্হাঞ্চকার স হ প্রাতঃ সভাগ উদেয়ায় তং হোবাচ মানুষস্য ভগবন্ গৌতম বিত্তস্য বরং বৃণীথা ইতি স হোবাচ তবৈব রাজন্ মানুষং বিত্তং যামেব কুমারস্যান্তে বাচমভাষথাস্তামেব মে ব্রূহীতি স হ কৃচ্ছ্রী বভূব॥ ৬

সঃ হ গৌতমঃ রাজ্ঞঃ (রাজার) অর্ধম্ এয়ায় (স্থানে গেলেন)। প্রাপ্তায় (সমাগত) তস্মৈ হ (তাঁহার প্রতি) [রাজা] অর্হাম্ চকার (পূজা বা আতিথ্য করিলেন)। সঃ হ (গৌতম) [রাত্রিকাল রাজভবনে কাটাইয়া] প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) [রাজা] সভাগে (সভায় সমাগত হইলে) [অথবা—স-ভাগঃ—রাজার দ্বারা পূজিত বা সেবিত হইয়া গৌতম] [রাজসমীপে] উদেয়ায় (উপস্থিত হইলেন)। [রাজা] তম্ (গৌতমকে) উবাচ হ—ভগবন্ গৌতম, মানুষস্য বিত্তস্য (মানবীয় বিত্তসম্বন্ধে) বরম্ (বর) বৃণীথাঃ (প্রার্থনা করুন) ইতি। সঃ উবাচ হ—রাজন্, মানুষম্ বিত্তম্ (মানবীয় বিত্ত) তব এব (আপনারই) [থাকুক] ; কুমারস্য অন্তে (কুমারের, শ্বেতকেতুর, নিকট) যাম্ বাচম্ এব (যে কথাটি) অভাষথাঃ (বলিয়াছিলেন) তাম্ এব (তাহাই) মে (আমায়) ব্রূহি (বলুন) ইতি। সঃ হ (রাজা) কৃচ্ছ্রী (দুঃখী) বভূব (হইলেন)। ৬

গৌতম রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি সমাগত হইলে প্রবাহণ জৈবলি তাঁহার অভ্যর্থনাদি করিলেন। (পরদিন) প্রাতঃকালে রাজা

সভায় আগমন করিলে গৌতম তথায় সমুপস্থিত হইলেন। (রাজা) তাঁহাকে বলিলেন, "ভগবন্ গৌতম, মনুষ্যসুলভ বিত্ত সম্বন্ধে বর প্রার্থনা করুন।" গৌতম বলিলেন, "হে রাজন্, মানবীয় বিত্ত আপনারই থাকুক; পুত্রের নিকট আপনি যে কথাটি বলিয়াছিলেন, আমায় তাহাই বলুন।" রাজা (ইহাতে) দুঃখিত হইলেন।[১] ৬

১। ক্ষত্রিয়পরম্পরায় আগত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ব্রাহ্মণের লভ্য নহে; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়ের উপদেশ দেওয়া ন্যায়বিরুদ্ধ; অথচ ব্রাহ্মণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করাও অসম্ভব। এই সকল চিন্তা করিয়া রাজা বিষাদিত হইলেন।

তং হ চিরং বসেত্যাজ্ঞাপয়াঞ্চকার তং হোবাচ যথা মা ত্বং গৌতমাবদো যথেয়ং ন প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি তস্মাদু সর্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমভূদিতি তস্মৈ হোবাচ ॥ ৭

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য তৃতীয়খণ্ডঃ ॥

[রাজা] তম্ (গৌতমকে) চিরম্ বস (দীর্ঘকাল বাস করুন) ইতি (এইরূপ) আজ্ঞাপয়াম্-চকার চ (আদেশ করিলেন)। [অতঃপর] তম্ উবাচ হ—গৌতম, ত্বম্ (আপনি) মা (আমাকে) যথা (যে অবস্থায় পড়িয়া) অবদঃ (বলিলেন, অনুরোধ করিলেন) [তাহা] যথা (যে প্রকারে) ত্বৎ-তঃ (আপনাহইতে) প্রাক্ (পূর্বে) ইয়ম্ বিদ্যা (এই বিদ্যা) ব্রাহ্মণান্ ন গচ্ছতি (ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যায় নাই) [তাহারই অনুরূপ হইয়াছে]; তস্মাৎ উ (সেই জন্যই) পুরা (অতীতকালে) সর্বেষু লোকেষু (সকল লোকে) ক্ষত্রস্য এব (ক্ষত্রিয়েরই) [এই বিদ্যায়] প্রশাসনম্ (উপদেশ-কর্তৃত্ব) অভূৎ (হইয়াছিল) ইতি। তস্মৈ (তাঁহাকে, গৌতমকে) উবাচ হ (উপদেশ দিলেন)—। ৭

(রাজা) গৌতমকে আদেশ করিলেন, "দীর্ঘকাল বাস করুন।[১]" (দীর্ঘকাল পরে) তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি যে অবস্থায় পড়িয়া আমায় অনুরোধ করিলেন (তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে), কি ভাবে এই

বিদ্যা আপনার পূর্বে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রবেশ করে নাই।[২] সেই জন্যই পুরাকালে সর্বজগতে ক্ষত্রিয়গণ (এই বিদ্যার) উপদেষ্টা হইয়াছিলেন।" (অতঃপর) তিনি উপদেশ দিলেন—। ৭

১। বিদ্যালাভের পূর্বে যথাবিধি গুরুকুলে বাস করা আবশ্যক।

২। এই কারণ দেখাইয়া রাজা দীর্ঘকাল উপদেশ না দেওয়ার জন্য ক্ষমা চাহিতেছেন।

পঞ্চমাধ্যায়—চতুর্থ খণ্ড

(পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, শ্রদ্ধাহুতি)

অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিস্তস্যাদিত্য এব সমিদ্রশ্ময়ো ধূমোঽহরর্চিশ্চন্দ্রমা অঙ্গারা নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১

গৌতম, অসৌ বাব লোকঃ (ঐ লোকই, দ্যুলোকেই) অগ্নিঃ, [দ্যুলোকে অগ্নিদৃষ্টি বিধেয়]; আদিত্যঃ এব তস্য সমিৎ (যজ্ঞকাষ্ঠ), [আদিত্যে সমিধ্-দৃষ্টি কর্তব্য]; রশ্ময়ঃ (রশ্মিসকল) ধূমঃ, [রশ্মিতে ধূমদৃষ্টি বিধেয়]; অহঃ (দিবাভাগ) অর্চিঃ (অগ্নিশিখা), [দিবাতে অর্চিদৃষ্টি কর্তব্য]; চন্দ্রমাঃ অঙ্গারাঃ, [চন্দ্রে অঙ্গারদৃষ্টি বিধেয়]। নক্ষত্রাণি (তারকারাজি) বিস্ফুলিঙ্গাঃ, [নক্ষত্রবৃন্দে বিস্ফুলিঙ্গদৃষ্টি বিধেয়]। [পরবর্তী স্থলগুলিতেও এইরূপ বিভিন্ন দৃষ্টি বিহিত হইয়াছে—বুঝিতে হইবে]। ১

"হে গৌতম, দ্যুলোকই অগ্নি,[১] আদিত্যই তাহার সমিধ্, কিরণসমূহ ধূম, দিবাভাগ অগ্নিশিখা, অঙ্গারসমূহ চন্দ্র, এবং নক্ষত্রবৃন্দ (সেই অগ্নির) বিস্ফুলিঙ্গ।[২] ১

১। জৈবলি প্রথম প্রশ্ন (৫।৩।২) প্রথমে না ধরিয়া শেষটিই (৫।৩।৩) ধরিলেন; কারণ এইরূপে বিষয়টি সহজে বোধগম্য হইবে।

২। এই উপাসনাটি সাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—আহবনীয়াগ্নিতে যেরূপ অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ আহবনীয় যেরূপ অগ্নিহোত্রের অধিষ্ঠান, তেমনি আলোচ্য অগ্নিটিও

দ্যুলোকে প্রতিষ্ঠিত—কারণ সমিধ্-স্থানীয় সূর্যের দ্বারা উহা উদ্ভাসিত; সমিধ্ হইতে ধূমের ন্যায় সূর্য হইতে কিরণ বিকীর্ণ হয়; দিবা ও অগ্নিশিখা উভয়ই উজ্জ্বল; অগ্নি প্রশান্ত হইলে যেমন অঙ্গার অভিব্যক্ত হয়, তেমনি দিবসের শেষে চন্দ্রমা উদিত হয়; নক্ষত্রগণ বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। পরবর্তী স্থলগুলিতেও যথানুরূপ সাদৃশ্য আছে, বুঝিতে হইবে।

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্থখণ্ডঃ ॥

তস্মিন্ (উক্ত) এতস্মিন্ (এই) অগ্নৌ ([দ্যুলোক] অগ্নিতে) দেবাঃ (দেবগণ [অর্থাৎ যজমানের প্রাণবৃন্দ ও তাহাদের অধিষ্ঠাতা দেবগণ; পরবর্তী স্থলগুলিতেও এইরূপ বুঝিতে হইবে]) শ্রদ্ধাম্ (শ্রদ্ধাকে) জুহ্বতি (আহুতি দেন)। তস্যাঃ আহুতেঃ (সেই [শ্রদ্ধারূপ] আহুতি হইতে) রাজা সোমঃ (সমুজ্জ্বল চন্দ্র) সম্ভবতি (জাত হন)। ২

দেবগণ উক্ত অগ্নিতে শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে সমুজ্জ্বল চন্দ্র জাত হন।[১] ২

১। অগ্নিহোত্রাদিতে শ্রদ্ধাসহকারে যে সকল তরল আহুতি প্রদত্ত হয়, অপূর্বরূপে পরিণত তাহারাই শ্রদ্ধাশব্দের বাচ্য। আহুতিময় অপ্ অপূর্বাকার হইয়া যজমানকে বেষ্টনপূর্বক বিবিধ লোকে লইয়া যায় (ব্রঃ ৩।১।৫-৬)। শ্রদ্ধাপূর্বক কর্ম আরব্ধ হয় এবং শ্রদ্ধাপূর্বক আহুতি প্রদত্ত হয়। অগ্নিহোত্রাদির আহুতি পুনঃ পুনঃ এই স্থলে বর্ণিত অগ্নিগুলিতে আহুত হইয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, এবং প্রতিস্তরেই উহাতে শ্রদ্ধা অনুস্যূত থাকে। যজমানগণ দুগ্ধ, সোম প্রভৃতি তরল পদার্থের দ্বারা সম্পাদ্য যে সকল কর্ম শ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠান করেন, সেই কর্মফলের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া দ্যুলোকে প্রবেশপূর্বক চন্দ্ররূপে জাত হন; অর্থাৎ চন্দ্রের সারূপ্য লাভ করেন। কারণ ঐ ফল লাভের জন্যই অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠিত হয় (মুঃ ১।২।৬)। কর্মনিরত শ্রদ্ধালু যজমান যেন আহুতির সহিত আপনাকেই ঢালিয়া দেন। তাহার ফলে তিনি আহুতির সহিত ক্রমে উর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হইয়া দ্যুলোকাগ্নিতে আহুত হন। (এই টীকাতে "যজ্ঞকথার" ব্যাখ্যা অনুসৃত হইল)।

তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম চারি খণ্ডে দেখান হইয়াছে যে, ঋগ্বেদাদিরূপ পুষ্পরস আদিত্যের লোহিতাদিরূপ যশঃ প্রভৃতিতে পরিণত হয়; আহুতির পরিণামও ঐরূপই বুঝিতে হইবে। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, ৫-৮ম খণ্ডে গতি বর্ণিত হইতেছে না। উপাসনার জন্য পঞ্চাগ্নির আহুতির ক্রমপরিণাম প্রদর্শনই ইহাদের উদ্দেশ্য। উক্ত উপাসকের গতি ১০ম খণ্ডে বর্ণিত হইবে।

পঞ্চমাধ্যায়—পঞ্চম খণ্ড

(পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, সোমাহুতি)

পর্জন্যো বাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বায়ুরেব সমিদভ্রং ধূমো বিদ্যুদর্চিরশনিরঙ্গারা হ্রাদনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১

[দ্বিতীয় অগ্নি প্রদর্শিত হইতেছে]—[হে] গৌতম, পর্জন্যঃ (মেঘের দেবতা) বাব অগ্নিঃ; তস্য বায়ুঃ এব সমিৎ, [কারণ পূর্ববায়ুর দ্বারাই পর্জন্যরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, অর্থাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হয়]; অভ্রম্ (মেঘ) ধূমঃ, [কারণ মেঘ ধূম হইতে সম্ভূত হয় এবং উহা ধূমেরই সদৃশ]; বিদ্যুৎ অর্চিঃ, [কারণ বিদ্যুৎ ও অগ্নিশিখা উভয়ই উজ্জ্বল]; অশনিঃ (বজ্র) অঙ্গারাঃ, [কারণ উভয়ই শক্ত]; হ্রাদনয়ঃ (গর্জন) বিস্ফুলিঙ্গাঃ, [কারণ উভয়ই ইতস্ততঃ প্রসারিত হয়]। ১

হে গৌতম, পর্জন্যই অগ্নি। বায়ুই তাহার সমিধ্, মেঘই ধূম[১] বিদ্যুৎ অগ্নিশিখা, বজ্র অঙ্গার, ও গর্জন বিস্ফুলিঙ্গ।[২] ১

১। ধূম হইতে মেঘের উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

যজ্ঞধূমোদ্ভবং ত্বভ্রং দ্বিজানাং চ হিতং সদা।
দাবাগ্নিধূমসম্ভূতমভ্রং বনহিতং স্মৃতম্।
মৃতধূমোদ্ভবং ত্বভ্রমশুভায় ভবিষ্যতি।
অভিচারাগ্নিধূমোত্থং ভূতনাশায় বৈ দ্বিজাঃ ॥

২। সাদৃশ্যহেতু অগ্নি প্রভৃতির দৃষ্টি আরোপ করিয়া পর্জন্যাগ্নি উপাস্য।

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি তস্যা আহুতের্বর্ষং সম্ভবতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চমখণ্ডঃ ॥

উক্ত এই পর্জন্যাগ্নিতে দেবগণ সমুজ্জ্বল চন্দ্রকে[১] আহুতি দেন। উক্ত আহুতি হইতে বৃষ্টি[২] হয়। ২

১। চন্দ্রাকারে পরিণত শ্রদ্ধাখ্য (৫।৪।২, টীকা) জল বা তরল আহুতিকে।

২। অর্থাৎ ঐ শ্রদ্ধাখ্য তরল পদার্থ পর্জন্যাগ্নিকে পাইয়া বৃষ্টিতে পরিণত হয়।

পঞ্চমাধ্যায়—ষষ্ঠ খণ্ড

(পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, বর্ষাহুতি)

পৃথিবী বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যাঃ সংবৎসর এব সমিদাকাশো ধূমো রাত্রিরর্চির্দিশোঽঙ্গারা অবান্তরদিশো বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১

হে গৌতম, পৃথিবীই অগ্নি; সম্বৎসর তাহার সমিধ্, আকাশ ধূম, রাত্রি শিখা, দিক্‌সমূহ অঙ্গার, অবান্তরদিক্ (অর্থাৎ দিক্-কোণ) সকল বিস্ফুলিঙ্গ।[১] ১

১। সাদৃশ্য এই—সম্বৎসররূপ কাল পৃথিবীকে প্রজ্বলিত বা উদ্বোধিত করিয়া ধান্যাদি উৎপাদনের জন্য সমর্থ করে, অতএব সম্বৎসর সমিধ্; ধূম ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়, আকাশও যেন পৃথিবী হইতে উত্থিত বলিয়া বোধ হয়; অগ্নির উজ্জ্বল শিখা যেমন অগ্নির অনুরূপ জ্যোতির্ময়, জ্যোতিঃশূন্য পৃথিবীর অন্ধকার রাত্রিও তেমনি পৃথিবীর অনুরূপ জ্যোতিঃশূন্য; অঙ্গার শান্ত, দিক্‌সকলও তদ্রূপ (দিকেতেই পৃথিবী উপশান্ত বা শেষ); স্ফুলিঙ্গ ক্ষুদ্র, দিক্‌কোণও তদ্রূপ।

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা বর্ষং জুহ্বতি তস্যা আহুতেরন্নং সম্ভবতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ষষ্ঠখণ্ডঃ ॥

উক্ত এই অগ্নিতে দেবগণ বৃষ্টিকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে (ব্রীহিযবাদি) অন্ন সমুৎপন্ন হয়। ২

পঞ্চমাধ্যায়—সপ্তম খণ্ড

(পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, অন্নাহুতি)

পুরুষো বাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বাগেব সমিৎ প্রাণো ধূমো জিহ্বার্চিশ্চক্ষুরঙ্গারাঃ শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১

হে গৌতম, পুরুষই অগ্নি; তাহার বাক্ সমিধ্, প্রাণ ধূম, জিহ্বা শিখা, চক্ষু অঙ্গার, ও শ্রোত্র বিস্ফুলিঙ্গ।[১] ১

১। সাদৃশ্য—বাক্সহায়ে পুরুষ সভাদিতে দেদীপ্যমান হয়, বাক্ যেন পুরুষকে সমুজ্জ্বল করে। ধূম যেমন অগ্নি হইতে নির্গত হয়, সেইরূপ প্রাণ মুখপথে নির্গত হয়; জিহ্বা শিখার ন্যায় লোহিত; আলোক যেমন অঙ্গারকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তেমনি চক্ষুও আলোকের আশ্রয়; বিস্ফুলিঙ্গ যেমন চতুর্দিকে প্রসারিত হয়, কর্ণও তেমনি শব্দশ্রবণের জন্য চতুর্দিকে প্রসারিত হয়।

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি তস্যা আহুতে রেতঃ সম্ভবতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য সপ্তমখণ্ডঃ ॥

উক্ত এই অগ্নিতে দেবগণ অন্নকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে শুক্র সমুৎপন্ন হয়। ২

পঞ্চমাধ্যায়—অষ্টম খণ্ড

(পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, শুক্রাহুতি)

যোষা বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যা উপস্থ এব সমিদ্ যদুপমন্ত্রয়তে স ধূমো যোনিরর্চির্যদন্তঃকরোতি তে অঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১

হে গৌতম, যোষিৎই (অর্থাৎ নারীই) অগ্নি ইত্যাদি। ১

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি তস্যা আহুতের্গর্ভঃ সম্ভবতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য অষ্টমখণ্ডঃ ॥

উক্ত এই (ভার্যারূপ) অগ্নিতে দেবগণ শুক্রকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে গর্ভসঞ্চার হয়। ২

পঞ্চমাধ্যায়—নবম খণ্ড

(পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, জন্মমৃত্যু)

ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি স উল্বাবৃতো গর্ভো দশ বা নব বা মাসানন্তঃ শয়িত্বা যাবদ্বাহথ জায়তে ॥ ১

ইতি তু (এই প্রকারেই) পঞ্চম্যাম্ আহুতৌ (পঞ্চম আহুতিতে) আপঃ (জলাখ্য আহুতি) পুরুষবচসঃ (পুরুষাখ্য) ভবন্তি (হয়) [সন্তানরূপে পরিণত হয়] ইতি। [এই পর্যন্ত শেষ প্রশ্নের উত্তর শেষ হইল। এখন প্রথম প্রশ্নের (৫।৩।২) উত্তরের ভূমিকা হইতেছে] সঃ গর্ভঃ (উক্ত গর্ভ) উল্বাবৃতঃ (জরায়ুদ্বারা আবৃত হইয়া) যাবৎ বা (যথাসম্ভব, ন্যূনাধিক)

দশ বা নব বা (দশ বা নয়) মাসান্ (মাস) অন্তঃ (মাতৃকুক্ষিতে) শয়িত্বা (শয়ন করিয়া) অথ (অনন্তর) জায়তে (জাত হয়) । ১

এই প্রকারেই পঞ্চম আহুতিতে জলাখ্য আহুতি পুরুষসংজ্ঞা লাভ করে। জরায়ুদ্বারা আবৃত উক্ত গর্ভ মাতৃজঠরে ন্যূনাধিক নয় বা দশ মাস শয়ন করিয়া অতঃপর জাত হয়। ১

স জাতো যাবদায়ুষং জীবতি তং প্রেতং দিষ্টমিতোঽগ্নয় এব হরন্তি যত এবেতো যতঃ সম্ভূতো ভবতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য নবমখণ্ডঃ ॥

সঃ (সেই গর্ভস্থ সন্তান) জাতঃ (জাত হইয়া) যাবৎ-আয়ুষম্ (স্বীয় আয়ু যে পরিমাণ সেই পরিমাণ) জীবতি (জীবনধারণ করে) । [যদি সে বৈদিক কর্ম ও উপাসনা করিয়া থাকে, তবে তদনুযায়ী] দিষ্টম্ প্রেতম্ (নির্দিষ্ট লোকাভিলাষে ত্যক্তদেহ) তম্ (তাহাকে) [ঋত্বিক্ বা পুত্রগণ] ইতঃ (এথান, গৃহ, হইতে) [সেই] অগ্নয়ে এব (অগ্নিরই অভিমুখে) [অন্ত্যকর্ম সম্পাদনের জন্য] হরন্তি (লইয়া যান) যতঃ এব (যাহা হইতে, [দ্যুলোক-পর্জন্য-পৃথিবী-নর-নারীরূপ অগ্নিতে শ্রদ্ধা-সোম-বর্ষ-অন্ন-শুক্ররূপ আহুতিক্রমে]) [সে] ইতঃ (আসিয়াছে) [এবং] যতঃ সম্ভূতঃ ভবতি (সমুৎপন্ন হইয়াছে) । ২

উক্ত গর্ভস্থ সন্তান জাত হইয়া স্বকর্মোপার্জিত আয়ুষ্কাল জীবিত থাকে। স্বকর্মনির্দিষ্ট লোকলাভের জন্য সে যথন দেহত্যাগ করে, তথন তাহাকে (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য) এথান হইতে সেই অগ্নিতেই লইয়া যাওয়া হয়, যে অগ্নি হইতে সে আসিয়াছে এবং যে অগ্নি হইতে সে উৎপন্ন হইয়াছে।[১] ২

১। বর্তমান থণ্ডে জন্মমৃত্যু বর্ণনার উদ্দেশ্য—ইহাদের সহগামী কষ্ট ও বিনশ্বরত্ব প্রদর্শন করিয়া—বৈরাগ্য উৎপাদন করা।

পঞ্চমাধ্যায়—দশম খণ্ড

(পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, গতি)

তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্যমাণপক্ষমাপূর্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্ ॥ ১

মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবযানঃ পন্থা ইতি ॥ ২

[জৈবলির অপর প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে]—তৎ (তন্মধ্যে, উচ্চলোকাভিলাষী ও পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় অধিকারী গৃহস্থগণের মধ্যে) যে (যাঁহারা) ইত্থম্‌ (এইরূপ, অর্থাৎ "আমরা দ্যুলোকাদি অগ্নি হইতে ক্রমে জাত হইয়াছি ; আমরা পঞ্চাগ্নিস্বরূপ"—এইরূপে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা) বিদুঃ (জানেন), যে চ ইমে (ও এই যাঁহারা, [গৌণসন্ন্যাসী বা পরিব্রাজক ও বানপ্রস্থগণ]) অরণ্যে শ্রদ্ধা তপঃ ইতি (ইত্যাদি) উপাসতে (উপাসনা করেন, [শ্রদ্ধা তপস্যা প্রভৃতিতে] তৎপর হন) তে (তাঁহারা, উক্ত শ্রদ্ধালু ও তপোনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ) অর্চিষম্‌ (জ্যোতিরভিমানী দেবতাকে) অভিসম্ভবন্তি (প্রাপ্ত হন)। [অপরাংশের অন্বয়াদি ৪।১৫।৫ এর ন্যায়]। ১-২

তন্মধ্যে যাঁহারা এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা[১] জানেন ও যে পরিব্রাজকগণ এবং বানপ্রস্থগণ অরণ্যে (থাকিয়া) শ্রদ্ধা ও তপস্যাদির সেবা করেন, তাঁহারা[২] অর্চিরভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন ; অর্চি হইতে অহঃ, অহঃ হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে সেই ষণ্মাসে যাহাতে সূর্য উত্তর দিকে গমন করেন, ঐ মাসসমূহ হইতে (অর্থাৎ উত্তরায়ণ হইতে) সম্বৎসরে, সম্বৎসর হইতে আদিত্যে, আদিত্য হইতে চন্দ্রে গমন করেন, এবং চন্দ্র হইতে বিদ্যুদভিমানী দেবতাকে (প্রাপ্ত হন)। (ব্রহ্মলোক হইতে) অমানব কোনও পুরুষ আসিয়া বিদ্যুল্লোকে অবস্থিত ইঁহাদিগকে ব্রহ্মপ্রাপ্ত করান। ইহাই দেবযান পথ। ১-২

১। অগ্নিহোত্রাদির আহুতি হইতে উৎপন্ন অপূর্বই জগদাকারে পরিণত হয়। উক্ত জগৎকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতিভাগে অগ্নিদৃষ্টি বিহিত হইয়াছে। এইরূপ দৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনা করিলে উত্তরমার্গে ব্রহ্মলোকে গতি হয়।

২। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও হিরণ্যগর্ভের উপাসকেরাও এই দলভুক্ত (৪।১৫।৫)।

অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষাদ্ যান্ ষড়্ দক্ষিণৈতি মাসাংস্তান্ নৈতে সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি ॥ ৩

অথ (আর) ইমে যে (এই যাঁহারা) গ্রামে (গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া) ইষ্টাপূর্তে (অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত কর্ম এবং বাপীকূপাদির প্রতিষ্ঠারূপ স্মার্ত কর্ম) দত্তম্ (যজ্ঞবেদির বাহিরে দান) ইতি (ইত্যাদি [আদি শব্দে সেবা, গুরুশুশ্রূষা, নিত্যস্বাধ্যায় প্রভৃতি]) উপাসতে (তৎপরতা সহকারে অনুষ্ঠান করেন) তে (তাঁহারা) [উপাসনাবর্জিত বলিয়া] ধূমম্ (ধূমাভিমানী দেবতাকে) অভিসম্ভবন্তি (প্রাপ্ত হন) ; ধূমাৎ (ধূমদেবতা হইতে) রাত্রিম্ (রাত্র্যভিমানী দেবতাকে), রাত্রেঃ (রাত্রিদেবতা হইতে) অপরপক্ষম্ (কৃষ্ণপক্ষ-দেবতাকে), অপরপক্ষাৎ যান্ ষড়্মাসান্ (যে ছয় মাস ব্যাপিয়া) [সূর্য] দক্ষিণা (দক্ষিণ দিকে, দক্ষিণমার্গে) এতি (গমন করেন) তান্ (সেই দক্ষিণায়ন-দেবগণকে [ইঁহারা সঙ্ঘচারী দেবতা]) [প্রাপ্ত হন]। এতে (ইঁহারা) সংবৎসরম্ (সম্বৎসর-দেবতাকে) ন অভিপ্রাপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হন না)। ৩

আর যে সকল গ্রামবাসী (গৃহস্থ) ইষ্ট, পূর্ত, দত্ত, ইত্যাদি অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ধূমকে প্রাপ্ত হন ; ধূম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ হইতে যে ষণ্মাসে সূর্য দক্ষিণে গমন করেন, সেই মাসসকলকে প্রাপ্ত হন। ইঁহারা (দেবযানপথে গমনকারীদের ন্যায়) সম্বৎসরকে প্রাপ্ত হন না।[১] ৩

১। দেবযান ও পিতৃযান মার্গ চিতাগ্নি হইতেই বিচ্ছিন্ন হইয়াছে—ইহাই তৃতীয় প্রশ্নের (৫।৩।২) আংশিক উত্তর। উপাসকেরা সম্বৎসরের অবয়ব উত্তরায়ণ ষণ্মাসকে পাইয়া

সম্বৎসরে গমন করেন এবং ক্রমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। কিন্তু কর্মীরা সম্বৎসরের অবয়ব দক্ষিণায়ন ষণ্মাসকেই মাত্র প্রাপ্ত হন, সম্বৎসরকে নহে। ষণ্মাস হইতে তাঁহারা পিতৃলোকে ও ক্রমে চন্দ্রলোকে গমন করেন।

মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজা তদ্দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি ॥ ৪

মাস সকল হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হন[১]—ইনিই (অর্থাৎ এই চন্দ্রমাই) ব্রাহ্মণদিগের রাজা সোম; ইঁনি দেবগণের অন্ন, দেবগণ ইঁহাকে ভক্ষণ করেন।[২] ৪

১। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, শ্রদ্ধাখ্য তরল আহুতি বা জল দ্যুলোকে হুত হইয়া চন্দ্রলোকে উপভোগযোগ্য জলীয় শরীর (৫।৪।৩) নির্মাণ করে। কর্মী গৃহস্থগণ চন্দ্রলোকে যাইয়া এই উৎপন্ন শরীরই প্রাপ্ত হন। কারণ গৃহস্থের দেহ যখন চিতাগ্নিতে হুত হয়, তখন দেহোদ্ভূত জল ঐ যজমানকে বেষ্টন করিয়া ধূমসহ ঊর্ধ্বে উত্থিত হয় এবং চন্দ্রলোকে যাইয়া ভোগশরীর নির্মাণ করে। মনে রাখিতে হইবে যে, উক্ত জল জলতন্মাত্রা নহে; উহা সূক্ষ্ম হইলেও অপর ভূতের সহিত পঞ্চীকৃত; সুতরাং জল = জলপ্রধান পঞ্চভূত।

২। অন্ন = ভোগোপকরণ। দেবগণ মুখে আহার করেন না, তাঁহারা দর্শন করিয়াই তৃপ্ত হন। স্বামিকর্তৃক উপভোগ্য ভৃত্যেরও যেমন পৃথক্ ভোগ থাকে, তেমনি চন্দ্রলোকস্থ জীবগণ দেববৃন্দকর্তৃক উপভুক্ত হইলেও তাঁহাদের পৃথক ভোগ আছে। সুতরাং কর্মফলের দ্বারা লব্ধ চন্দ্রলোক একটি ভোগক্ষেত্র।

তস্মিন্ যাবৎসম্পাতমুষিত্বাঽথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্তন্তে যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বাঽভ্রং ভবতি ॥ ৫

অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তেঽতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি ॥ ৬

[দ্বিতীয় প্রশ্নের (৫।৩।২) উত্তর প্রদত্ত হইতেছে]—তস্মিন্ (উক্ত চন্দ্রলোকে) যাবৎ-সম্পাতম্ (কর্মক্ষয়পর্যন্ত) উষিত্বা (বাস করিয়া) অথ (অনন্তর) যথা (যে প্রকারে, যে মার্গে) ইতম্ (গমন হইয়াছিল) [সেই প্রকারে] এতম্ অধ্বানম্ (এই বক্ষ্যমাণ পথে) পুনঃ নিবর্তন্তে (পুনরায় ফিরিয়া আসেন); আকাশম্ (আকাশকে) [প্রাপ্ত হন], আকাশাৎ বায়ুম্ ; বায়ুঃ ভূত্বা (হইয়া) ধূমঃ ভবতি (হন) ; ধূমঃ ভূত্বা অভ্রম্ (পাতলা মেঘ) ভবতি ; অভ্রম্ ভূত্বা মেঘঃ ভবতি ; মেঘঃ ভূত্বা প্রবর্ষতি (বর্ষণ করেন)। তে (তাঁহারা, জীবগণ) ইহ (এই পৃথিবীতে) ব্রীহি-যবাঃ ওষধি-বনস্পতয়ঃ, তিল-মাষাঃ, ইতি (ইত্যাদি রূপে) জায়ন্তে (জাত হন)। অতঃ বৈ খলু (এই কারণেই, অথবা—উহা হইতেই কিন্তু) দুঃ-নিষ্প্রপতরম্ (=দুঃনিষ্প্রপত-তরম্, নিষ্ক্রমণ বা নিঃসরণ অধিকতর দুঃসাধ্য) ; যঃ যঃ হি (যে কেহই) অন্নম্ অত্তি (অন্ন ভক্ষণ করে) [এবং] যঃ রেতঃ সিঞ্চতি (যে রেতঃসেক করে, সন্তানোৎপাদন করে) তৎ-ভূয় এব (তাহারই আকার লাভ করিয়া) ভবতি (জাত হন)। ৫-৬

কর্মফল ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত উক্ত চন্দ্রলোকে বাস করিয়া[১] অতঃপর যেরূপে গিয়াছিলেন সেইরূপেই বক্ষ্যমাণ মার্গে[২] তাঁহারা পুনর্বার[৩] ফিরিয়া আসেন।[৪] তাঁহারা আকাশকে প্রাপ্ত হন, আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হন; বায়ু হইতে ধূম হন; ধূম হইয়া অভ্র হন; অভ্র হইয়া মেঘ হন; মেঘ হইয়া বর্ষণ করেন। অনন্তর উক্ত (ক্ষীণকর্মা) জীবগণ এই লোকে ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল, মাষ, ইত্যাদি রূপে জাত[৫] হন। এই ব্রীহি প্রভৃতি হইতে নিষ্ক্রমণ কিন্তু অধিকতর দুঃসাধ্য।[৬] (সন্তানোৎপাদন-সমর্থ) যে কেহ ঐ (ব্রীহি প্রভৃতি) অন্ন ভক্ষণ করে এবং যে কেহ সন্তানোৎপাদন করে, জীব তাহারই আকার গ্রহণ করিয়া[৭] জাত হন। ৫-৬

১। কর্মফল বহু প্রকার। সকল কর্মের ফল ক্ষয় হইলেই মাত্র যে চন্দ্রলোক হইতে পতন হইবে এইরূপ নহে। যে সকল কর্মের ফলে চন্দ্রলোক লাভ হইয়াছিল, কেবল সেই ফলগুলি ক্ষয় হইলেই চন্দ্রলোক হইতে পতন হয়। অবশিষ্ট কর্মের ফলে জীব সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

২। পর পর যে সকল স্তর অতিক্রম করিয়া চন্দ্রলোকে যাওয়া হয়, ঠিক সেই সকল

স্তরের মধ্য দিয়াই যে ফিরিতে হইবে এমন কোন নিয়ম নাই :—আরোহণ ও অবরোহণ মার্গের পার্থক্য আছে। বর্তমানস্থলে প্রত্যাগমনের একটি বিশেষ প্রকারমাত্র দর্শিত হইতেছে।

৩। পুনর্বার শব্দে ইহাই বুঝাইতেছে যে, পূর্বে বহু বার যাতায়াত হইয়াছে।

৪। কর্মক্ষয়ে চন্দ্রলোকসুলভ জলময় দেহ সূক্ষ্মাকার ধারণ করিয়া আকাশসদৃশ হয়; এইরূপে পর পর বায়ুসম, ধূমসম, অভ্রসম, ও মেঘসম হইয়া বৃষ্টিধারারূপে পতিত হয়।

৫। অর্থাৎ ব্রীহি-যবাদিতে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। আকাশাদি-দেবতা সেই সেই স্থলে এক বলিয়া তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মূলে "ভবতি", "প্রবর্ষতি" ইত্যাদি ক্রিয়ার একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু ক্ষীণকর্মাদিগের সংখ্যা বহু বলিয়া "জায়ন্তে" শব্দে বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে।

৬। বৃষ্টির জল কোথায় পড়িবে এবং তৎসংলগ্ন জীব কোথায় যাইবে, কিছুই ঠিক নাই। আবার সন্তানোৎপাদনে সক্ষম পুরুষের দ্বারা ব্রীহিযবাদি ভক্ষিত না হইলে জীবের পক্ষে মাতৃগর্ভে যাওয়া অসম্ভব। ব্রীহিযবাদি-ভাব প্রাপ্ত হওয়াই দুঃসাধ্য; পুরুষদেহে যাইয়া যথাকালে মাতৃগর্ভে যাওয়া আরও কঠিন। কিন্তু যাহারা স্বকর্মবশে ব্রীহিযবাদিরূপেই জাত হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রীহিযবাদি যাহাদের পক্ষে মনুষ্যাদিজন্ম লাভের জন্য একটি স্তরমাত্র নহে, তাহাদের কথা ভিন্ন। তাহারা কর্মক্ষয়ে ব্রীহিযবাদি ত্যাগ করিয়া অন্য ভাব প্রাপ্ত হয়।

৭। প্রথমে পিতৃদেহে শুক্ররূপে থাকিয়া পরে গর্ভাবস্থায় মনুষ্যাদির আকৃতি প্রাপ্ত হয়।

তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাঽথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরঞ্ শ্বযোনিং বা সূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা ॥ ৭

তৎ (তাঁহাদের মধ্যে) যে (যাঁহারা) ইহ (ইহলোকে) রমণীয়চরণাঃ (শুভ কর্মফলবিশিষ্ট, [যাঁহাদের পুণ্যাবশেষ আছে—ব্রঃ ৩।১।৯]) তে (তাঁহারা) অভ্যাশঃ হ যৎ (অতি শীঘ্রই যে প্রাপ্তি সেইরূপে) যোনিম্ (জন্ম)—ব্রাহ্মণ-যোনিম্ বা, ক্ষত্রিয়-যোনিম্ বা, বৈশ্য-যোনিম্ বা আপদ্যেরন্ (প্রাপ্ত হন)। অথ (আবার) যে ইহ কপূয়চরণাঃ (অশুভ কর্মফলবিশিষ্ট) তে

অভ্যাশঃ হ যৎ কপূয়াম্ (অশুভ, মন্দ) যোনিম্—শ্ব-যোনিম্ বা, শূকর-যোনিম্ বা, চণ্ডাল-যোনিম্ বা আপদ্যেরন্। ৭

তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের ইহলোকে অর্জিত (ও চন্দ্রলোকপ্রাপ্তির পূর্বে অভুক্ত) শুভ কর্মফল (অবশিষ্ট) আছে, তাঁহারা ব্রাহ্মণযোনিতে বা ক্ষত্রিয়যোনিতে বা বৈশ্যযোনিতে অতিশীঘ্র জন্মলাভ করেন। আবার যাহাদের ইহলোকে অর্জিত অশুভ কর্মফল (অবশিষ্ট) আছে, তাহারা কুক্কুরযোনিতে বা শূকরযোনিতে বা চণ্ডালযোনিতে অতিশীঘ্র জন্মলাভ করে। ৭

অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণচন তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতত্তৃতীয়ং স্থানং তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্যতে তস্মাজ্জুগুপ্সেত তদেষ শ্লোকঃ ॥ ৮

[যখন জীবগণ উপাসনা বা ইষ্টপূর্তাদি কর্ম করে না] অথ (তখন) [তাহারা] এতয়োঃ পথোঃ ([উত্তর ও দক্ষিণ] এই উভয় পথের) কতরেণ চন (কোনও পথেই) [গমন করে] ন (না)—তানি ইমানি (উক্ত [পথভ্রষ্ট] জীবগণ জায়স্ব ম্রিয়স্ব ("জন্মাও ও মর") ইতি (এইরূপ ঈশ্বরাদেশক্রমে) অসকৃৎ আবর্তীনি (পুনঃ পুনঃ জন্মমরণশীল) ক্ষুদ্রাণি ভূতানি (ক্ষুদ্র [মশকাদি] প্রাণী) ভবন্তি (হয়)। এতৎ (ইহাই, এই ক্ষুদ্রপ্রাণী হইয়া জন্মই) [মার্গদ্বয়াতীত] তৃতীয়ম্ স্থানম্ (তৃতীয় স্থান), তেন (এই কারণে) [অর্থাৎ যেহেতু দক্ষিণমার্গগামীরা ঐ লোক হইতে প্রত্যাবর্তন করে এবং কর্ম ও উপাসনাতে যাহারা অধিকারী নহে, তাহারা সেখানে যায় না, অতএব] অসৌ লোকঃ (ঐ চন্দ্রলোক) ন সম্পূর্যতে (পূর্ণ হয় না) [এখানে চতুর্থ প্রশ্নের (৫।৩।৩) উত্তর হইল]। [যেহেতু ক্ষুদ্র প্রাণীদের জীবন দুঃখময় এবং স্বল্প বলিয়া ভোগেরও অবসর নাই] তস্মাৎ (সুতরাং) [এই গতিলাভকে] জুগুপ্সেত (ঘৃণা করিবে)। তৎ (পঞ্চাগ্নিবিদ্যার স্তুতির জন্য) এষঃ শ্লোকঃ—। ৮

(শাস্ত্রীয় কর্মাদি হইতে বিমুখ জীবগণ) এই উভয় পথের কোন পথেই

গমন করে না। সেই জীবগণ "জন্মাও ও মর" এই ঈশ্বরাদেশক্রমে[১] পুনঃ পুনঃ (সংসারচক্রে) ভ্রমণকারী ক্ষুদ্র প্রাণী হইয়া থাকে। ইহাই তৃতীয় স্থান। এই কারণেই ঐ লোক পরিপূর্ণ হয় না। সুতরাং (এই গতিকে) ঘৃণা করিবে। উক্ত (পঞ্চাগ্নিবিদ্যা) বিষয়ে এই শ্লোক আছে—। ৮

১। অথবা—জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইতি—(তাহারা) পুনঃ পুনঃ জন্মায় ও মরে।

স্তেনো হিরণ্যস্য সুরাং পিবংশ্চ
গুরোস্তল্পমাবসন্ ব্রহ্মহা
চৈতে পতন্তি চত্বারঃ
পঞ্চমশ্চাচরংস্তৈঃ।—ইতি ॥ ৯

হিরণ্যস্য স্তেনঃ ([ব্রাহ্মণের] সুবর্ণাপহারক) চ সুরাম্ পিবন্ (এবং সুরাপানকারী), গুরোঃ তল্পম্ আবসন্ (গুরুর শয্যায় শয়নকারী, অর্থাৎ গুরুপত্নীগামী) ব্রহ্মহা (এবং ব্রহ্মঘাতী) —এতে চত্বারঃ (এই চারিজন) চ (এবং) পঞ্চমঃ তৈঃ আচরন্ (যে পঞ্চম ব্যক্তি তাহাদের সংসর্গ করে, সে) পতন্তি (পতিত হয়) ইতি। ৯

সুবর্ণাপহারী, মদ্যপ, গুরুতল্পগ, ও ব্রহ্মঘ্ন এই চারি ব্যক্তি এবং যে পঞ্চম ব্যক্তি ইহাদের সংসর্গ করে, (ইহারা) পতিত হয়। ৯

অথ হ য এতানেবং পঞ্চাগ্নীন্ বেদ ন সহ তৈরপ্যাচরন্ পাপ্মনা লিপ্যতে শুদ্ধঃ পূতঃ পুণ্যলোকো ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ১০

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দশমখণ্ডঃ ॥

[উক্ত শ্লোকে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার প্রশংসা সুস্পষ্ট না হওয়ায় বলা হইতেছে]—অথ হ (পরন্তু) যঃ (যিনি) এতান্ পঞ্চাগ্নীন্ (এই পাঁচ অগ্নিকে) এবম্ বেদ (এইরূপে উপাসনা

করেন) [তিনি] তৈঃ সহ (উক্ত মহাপাতকীদের সহিত) আচরন্ অপি (সংসর্গ করিয়াও) পাপ্মনা ন লিপ্যতে (পাপে লিপ্ত হন না), [কারণ] পূতঃ [সন্] ([পঞ্চাগ্নিবিদ্যার ফলে] পবিত্রীকৃত হইয়া) [তিনি] শুদ্ধঃ (শুদ্ধ) [হন]। যঃ এবং বেদ (যিনি পূর্বপ্রশ্নগুলির উত্তর যথাযথ জানেন) [তিনি] পুণ্যলোকঃ (পুণ্যলোকগামী) ভবতি (হন)। যঃ এবং বেদ [সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসাসূচক]। ১০

পরন্তু যিনি এই পঞ্চাগ্নিকে যথোক্তরূপে উপাসনা করেন, তিনি উক্ত পাপীদের সংসর্গ করিলেও[১] পাপে লিপ্ত হন না, কারণ তিনি (পঞ্চাগ্নিবিদ্যার ফলে) বীতপাপ হইয়া বিশুদ্ধ হন। যিনি উক্ত বিষয়গুলি জানেন, তিনি পুণ্যলোকগামী হন। ১০

১। এথানে পাপীর স্পর্শ বিহিত হয় নাই, বিদ্যারই প্রশংসা হইয়াছে।

পঞ্চমাধ্যায়—একাদশ খণ্ড

(অশ্বপতি ও ছয় ব্রাহ্মণ, বৈশ্বানর আত্মা)

প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ সত্যযজ্ঞঃ পৌলুষিরিন্দ্রদ্যুম্নো ভাল্লবেয়ো জনঃ শার্করাক্ষ্যো বুড়িল আশ্বতরাশ্বিস্তে হৈতে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াঃ সমেত্য মীমাংসাং চক্রুঃ কো ন আত্মা কিং ব্রহ্মেতি॥ ১

[পূর্বে (৫।১০।৪) বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণপথগামীরা দেবগণের অন্ন ... ; কোন কোনও জীব মশকাদিও হয় (৫।১০।৮)। অধুনা উভয়দোষমুক্ত বিরাট্পদ প্রাপ্তির উপায় বলা হইতেছে]—ঔপমন্যবঃ (উপমন্যুতনয়) প্রাচীনশালঃ, পৌলুষিঃ (পুলুষসুত) সত্যযজ্ঞঃ, ভাল্লবেয়ঃ (ভল্লবির পৌত্র) ইন্দ্রদ্যুম্নঃ, শার্করাক্ষ্যঃ (শর্করাক্ষতনয়) জনঃ, আশ্বতরাশ্বিঃ (অশ্বতরাশ্বের পুত্র) বুড়িলঃ—মহাশ্রোত্রিয়াঃ (বেদজ্ঞ ও বেদাচারী) মহাশালাঃ (মহাগৃহস্থ) তে হ এতে (ঐ পাঁচ জন) সমেত্য (মিলিত হইয়া) মীমাংসাম্ চক্রুঃ (বিচার করিয়াছিলেন) —কঃ নঃ আত্মা (কে আমাদের আত্মা), কিম্ ব্রহ্ম (কে ব্রহ্ম)? ইতি। ১

উপমন্যুতনয় প্রাচীনশাল, পুলুষসুত সত্যযজ্ঞ, ভাল্লবিপুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাক্ষতনয় জন, অশ্বতরাশ্বতনয় বুড়িল, এই পাঁচজন মহাশ্রোত্রিয় ও মহাগৃহস্থ পরস্পর মিলিত হইয়া আলোচনা করিলেন, "কে আমাদের আত্মা, কে ব্রহ্ম ?[১]" ১

১। এখানে আত্মা ও ব্রহ্ম পরস্পরের বিশেষণ ও বিশেষ্য হইয়া ইহাই বুঝাইতেছে যে, আধ্যাত্মিক পরিচ্ছিন্ন আত্মা অথবা আদিত্যব্রহ্মাদি উপাস্য নহেন, পরন্তু "আত্মাই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম আত্মা"—এইরূপে "আত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্ম" বা সর্ব্বাত্মা বৈশ্বানরই উপাস্য।

তে হ সম্পাদয়াঞ্চক্রুরুদ্দালকো বৈ ভগবন্তোঽয়মারুণিঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি তং হন্তাভ্যাগচ্ছামেতি তং হাভ্যাজগ্মুঃ ॥ ২

তে হ (তাঁহারা) সম্পাদয়াম্-চক্রুঃ ([এইরূপে] সমস্যার সমাধান করিলেন)—ভগবন্তঃ (হে পূজ্যপাদগণ), অয়ম্ (এই) আরুণিঃ উদ্দালকঃ বৈ (অরুণপুত্র উদ্দালক) সম্প্রতি (অধুনা) ইমম্ (এই) বৈশ্বানরম্ আত্মানম্ (বিরাট্ আত্মাকে) অধ্যেতি (অবগত আছেন); হন্ত (আসুন), তম্ অভ্যাগচ্ছাম (আমরা তৎসমীপে যাই) ইতি। তম্ অভ্যাজগ্মুঃ হ (তাঁহার নিকটে গমন করিলেন)। ২

তাঁহারা এইরূপে সমস্যাটির সমাধান করিলেন, "মহোদয়গণ, সুবিখ্যাত অরুণপুত্র উদ্দালক সম্প্রতি এই বৈশ্বানর[১] আত্মাকে অবগত আছেন। আসুন, আমরা তাঁহার নিকটে যাই।" (অনন্তর তাঁহারা) তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। ২

১। বিশ্ব=সকল, নর=মানুষ ; বিশ্ব+নর=বিশ্বানর=বৈশ্বানর, অর্থাৎ যিনি সকল মানবরূপে বিদ্যমান। অথবা—বিশ্ব=সকল বিকার, নর=কর্তা ; বৈশ্বানর=সকল বিকারের কর্তা। অথবা—বিশ্ব=(সকল) নর যাঁহার, অর্থাৎ যিনি সকল নরের আত্মস্বরূপে বিদ্যমান, তিনি বৈশ্বানর।

স হ সম্পাদয়াঞ্চকার প্রক্ষ্যন্তি মামিমে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াস্তেভ্যো ন সর্বমিব প্রতিপৎস্যে হন্তাহমন্যমভ্যনুশাসানীতি ॥ ৩

সঃ হ (তিনি, উদ্দালক) সম্পাদয়াঞ্চকার (স্থির করিলেন)—ইমে (এই সকল) মহাশালাঃ মহাশ্রোত্রিয়াঃ মাম্ (আমাকে) প্রক্ষ্যন্তি (প্রশ্ন করিবেন)। তেভ্যঃ (তাঁহাদিগকে) সর্বম্ (সমস্ত) ন প্রতিপৎস্যে ইব (বলিতে বোধ হয় সমর্থ হইব না)। হন্ত (যাহা হউক), অহম্ অন্যম্ অভ্যনুশাসানি (অন্য উপদেষ্টার সমীপে যাইতে বলি)। ইতি। ৩

উদ্দালক এই সিদ্ধান্ত করিলেন, "এই সকল মহাগৃহস্থ ও মহাশ্রোত্রিয়েরা আমায় প্রশ্ন করিবেন ; কিন্তু তাঁহাদিগকে সকল কথা বলিতে বোধ হয় সমর্থ হইব না। যাহা হউক, আমি তাঁহাদিগকে অপর একজন উপদেষ্টার সন্ধান দিই।" ৩

তান্ হোবাচাশ্বপতির্বৈ ভগবন্তোঽয়ং কৈকেয়ঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি তং হন্তাভ্যাগচ্ছামেতি তং হাভ্যাজগ্মুঃ ॥ ৪

[উদ্দালক] তান্ (তাঁহাদিগকে) উবাচ হ—ভগবন্তঃ, সম্প্রতি অয়ম্ কৈকেয়ঃ (কেকয়পুত্র) অশ্বপতিঃ বৈ বৈশ্বানরম্ [ইত্যাদি পূর্ববৎ। ৪

(উদ্দালক) তাঁহাদিগকে বলিলেন, "মহাশয়গণ, সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধ কেকয়পুত্র অশ্বপতি বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত আছেন। আসুন, আমরা তাঁহার নিকট যাই।" (অতঃপর) তাঁহারা তাঁহার নিকট গেলেন। ৪

তেভ্যো হ প্রাপ্তেভ্যঃ পৃথগর্হাণি কারয়াঞ্চকার স হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ—

ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্যো ন মদ্যপো
নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতো

যক্ষ্যমাণো বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি যাবদেকৈকস্মা ঋত্বিজে ধনং দাস্যামি তাবদ্ভগবদ্ভ্যো দাস্যামি বসন্তু ভগবন্ত ইতি ॥ ৫

প্রাপ্তেভ্যঃ তেভ্যঃ হ (সমাগত তাঁহাদের জন্য) [অশ্বপতি] পৃথক্ (পৃথক্ পৃথক্ ভাবে) অর্হাণি কারয়াঞ্চকার (পূজা করাইলেন)। সঃ হ (তিনি) [পরদিন] প্রাতঃ সঞ্জিহানঃ (প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া). [তাঁহাদিগকে ধন দিতে চাহিলেন ; কিন্তু তাঁহারা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে] উবাচ (বলিলেন) —মে (আমার) জনপদে (রাজ্যে) স্তেনঃ ন (চোর নাই), কদর্যঃ (কৃপণ, নরাধম) ন, মদ্যপঃ ন, অনাহিতাগ্নিঃ (এমন ব্রাহ্মণ যিনি অগ্নিহোত্রী নহেন) ন, অবিদ্বান্ (অশিক্ষিত) ন, স্বৈরী (ব্যভিচারী) ন, [সুতরাং] স্বৈরিণী কুতঃ (ব্যভিচারিণী কিরূপে থাকিবে) ? [অর্থাৎ আমি নিষ্পাপ ; অতএব আমার দান কেন গ্রহণ করিবেন না]? [ইহাতেও তাঁহারা দান গ্রহণ করিলেন না দেখিয়া রাজা ভাবিলেন যে, তাঁহারা অল্পে তুষ্ট নহেন ; সুতরাং তিনি পুনর্বার বলিলেন]—ভগবন্তঃ, অহম্ যক্ষ্যমাণঃ বৈ অস্মি (আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতেছি) ; এক-একস্মৈ ঋত্বিজে (এক এক জন ঋত্বিক্‌কে) যাবৎ (যে পরিমাণ) ধনম্ (ধন) দাস্যামি (দিব) তাবৎ (সেই পরিমাণ) ভগবদ্ভ্যঃ (আপনাদিগকে) দাস্যামি (দিব)। ভগবন্তঃ বসন্তু (অবস্থান করুন) ইতি। ৫

তাঁহারা তথায় সমাগত হইলে রাজা প্রত্যেকের যথোচিত পূজাদি করাইলেন। (তাঁহাদিগকে ধনাভিলাষী মনে করিয়া, অথচ প্রদত্ত ধন গ্রহণে অসম্মত দেখিয়া) পরদিবস প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আমার রাজ্যে কোন চোর নাই, কৃপণ নাই, মদ্যপায়ী নাই, এমন ব্রাহ্মণ নাই যিনি আহিতাগ্নি নহেন, অবিদ্বান্ নাই, ব্যভিচারী নাই, সুতরাং ব্যভিচারিণী কিরূপে থাকিবে ? (অতএব আমার দান কেন গ্রহণ করিবেন না ?) আমি যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতেছি। (উহাতে) প্রত্যেক ঋত্বিক্‌কে যত দক্ষিণা দেওয়া হইবে আপনাদের প্রত্যেককেও তত দেওয়া হইবে। মহাশয়গণ এখানে অবস্থান করুন (তাহা হইলে অধিকতর ধন পাইতে পারিবেন)।" ৫

তে হোচুর্যেন হৈবার্থেন পুরুষশ্চরেত্তং হৈব বদেদাত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি তমেব নো ব্রূহীতি ॥ ৬

তে (তাঁহারা) উচুঃ হ (বলিলেন)—যেন এব হ অর্থেন (যে প্রয়োজনে) পুরুষঃ (কোনও ব্যক্তি) [অপরের নিকট] চরেৎ (গমন করে) তম্ হ এব (সেই বিষয়টিই) বদেৎ (বলা উচিত)। সম্প্রতি ইমম্ বৈশ্বানরম্ আত্মানম্ এব অধ্যেষি (আপনি অবগত আছেন, নঃ তম্ এব ব্রূহি (বলুন) ইতি। ৬

তাঁহারা বলিলেন—"মানুষ যে প্রয়োজনে (কাঁহারও নিকট) গমন করে, (তাঁহার নিকট) তাহাই বলা উচিত।[১] সম্প্রতি আপনি এই বৈশ্বানর আত্মা অবগত আছেন। আমাদিগকে উহা বলুন।" ৬

১। অর্থাৎ আমরা ধনকামী নহি, বিদ্যাকামী।

তান্ হোবাচ প্রাতর্বঃ প্রতিবক্তাস্মীতি তে হ সমিৎপাণয়ঃ পূর্বাহ্ণে প্রতিচক্রমিরে তান্ হানুপনীয়ৈবৈতদুবাচ—॥ ৭

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্যৈকাদশখণ্ডঃ ॥

তান্ (সেই ছয় ব্রাহ্মণকে) [রাজা] উবাচ হ—বঃ (আপনাদিগকে) প্রাতঃ প্রতিবক্তা [অস্মি] (প্রত্যুত্তর দিব) ইতি। তে হ সমিৎপাণয়ঃ ([উপনয়নের জন্য] সমিদ্ভার হস্তে লইয়া) পূর্বাহ্ণে প্রতিচক্রমিরে (রাজসকাশে গেলেন)। তান্ হ অনুপনীয় এব (উপনীত না করিয়াই) এতৎ (এই কথা) উবাচ—। ৭

(রাজা) তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আমি প্রাতঃকালে আপনাদিগকে প্রত্যুত্তর দিব।" তাঁহারা (পরদিন) পূর্বাহ্ণে সমিৎপাণি হইয়া তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। (রাজা) তাঁহাদিগকে উপনীত[১] না করিয়াই এইরূপ বলিলেন—। ৭

১। উপনয়ন—পদদ্বয়ে পতন (আনন্দগিরি)। এই আখ্যায়িকার দ্বারা এই বুঝান

হইতেছে যে, হীনজাতি (ক্ষত্রিয়) রাজার নিকট ব্রাহ্মণগণ যেরূপ বিদ্যাভিমান ত্যাগ করিয়া বিনয়সহকারে গিয়াছিলেন, গুরুসকাশে সেইরূপ বিনয়ী হইয়া গমন করিতে হয়; এবং রাজা যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, উপযুক্ত শিষ্যকে গুরুও সেইরূপ অবশ্যই উপদেশ দিবেন। সমিধ্—গুরুসেবার উপযুক্ত দ্রব্য।

পঞ্চমাধ্যায়—দ্বাদশ খণ্ড

(বৈশ্বানর আত্মার মস্তক—সুতেজস্ত্ব-গুণ-বিশিষ্ট দ্যুলোক)

ঔপমন্যব কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইতি দিবমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ সুতেজা আত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্তব সুতং প্রসুতমাসুতং কুলে দৃশ্যতে ॥ ১

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে মূর্ধা ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ মূর্ধা তে ব্যপতিষ্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বাদশখণ্ডঃ ॥

[রাজা বলিলেন]—[হে] ঔপমন্যব, ত্বম্ (তুমি) কম্ (কোন্) [বৈশ্বানর] আত্মানম্ (আত্মাকে) উপাস্সে (উপাসনা কর)? ইতি। [প্রাচীনশাল] উবাচ হ (বলিলেন)—[হে] ভগবঃ রাজন্, দিবম্ এব (দ্যুলোককেই) ইতি। [রাজা]—যম্ (যে) আত্মানম্ ত্বম্ উপাস্সে এষঃ বৈ (ইনিই) সুতেজাঃ (উত্তম জ্যোতি বলিয়া প্রসিদ্ধ) বৈশ্বানরঃ আত্মা; তস্মাৎ (সেই জন্যই) তব কুলে (তোমার বংশে) সুতম্ ([একাহে সমাপ্য জ্যোতিষ্টোমে]

সোমরস অভিষুত বা নিষ্কাসিত হইতে) প্রসুতম্ ([দুই হইতে দ্বাদশ দিনব্যাপী অহীনযাগে] প্রকৃষ্টরূপে নিষ্কাসিত হইতে) আসুতম্ ([বহুদিনব্যাপী সত্রে] সম্যক্ নিষ্কাসিত হইতে) দৃশ্যতে (দেখা যায়)। [এইজন্যই] অন্নম্ অৎসি (অন্ন ভক্ষণ কর), প্রিয়ম্ (ইষ্ট বিষয়) পশ্যসি (দর্শন কর)। যঃ (যে কেহ) এতম্ বৈশ্বানরম্ আত্মানম্ এবম্ উপাস্তে (উপাসনা করেন)। [তিনি] অন্নম্ অত্তি (ভক্ষণ করেন), প্রিয়ম্ পশ্যতি (দর্শন করেন), অস্য কুলে ব্রহ্মবর্চসম্ ([কর্মকুশলতারূপ] ব্রহ্মতেজ) ভবতি। তু (পরন্তু) এষঃ (ইনি) আত্মনঃ (বৈশ্বানর আত্মার) মূর্ধা (মস্তক) [মুঃ ২।১।৪] ইতি উবাচ হ (এই কথা বলিলেন।) [এবং আরও বলিলেন]—যৎ (যদি) মাম্ (আমার কাছে) ন আগমিষ্যঃ (না আসিতে) [তবে অংশমাত্রকে পূর্ণরূপে উপাসনা করার অপরাধে] তে মূর্ধা ব্যপতিষ্যৎ (পড়িয়া যাইত)। ইতি। ১-২

(রাজা)—"হে ঔপমন্যব, তুমি কিরূপ আত্মাকে উপাসনা কর ?" (প্রাচীনশাল)—"হে রাজা মহাশয়, (আমি) দ্যুলোককেই (উপাসনা করি)।" (রাজা)—"তুমি যে আত্মাকে উপাসনা কর, ইনি সুতেজা নামে প্রসিদ্ধ বৈশ্বানর আত্মা ;[১] (যেহেতু সুতেজাকে উপাসনা কর) সেই জন্য তোমার কুলে সোমরস সুত, প্রসুত, ও আসুত হইতে দেখা যায়।[২] (এই কারণে) তুমি অন্নভোজী হইয়াছ এবং প্রিয়বস্তু দর্শন করিয়া থাক। যে কেহ এই বৈশ্বানর আত্মাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি অন্নভোজী হন, প্রিয় বস্তু দর্শন করেন, এবং তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ সমুদ্ভূত হয়। পরন্তু ইনি (বৈশ্বানর) আত্মার (একাঙ্গ) মস্তক মাত্র। তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তবে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত।" ১-২

১। উহা বৈশ্বানর আত্মার একদেশ মাত্র।

২। অর্থাৎ তোমার বংশীয়েরা সাতিশয় কর্মনিষ্ঠ। সোমযাগ মোট তিন শ্রেণীতে—বিভক্ত—জ্যোতিষ্টোম, অহীন, ও সত্র। সোমাভিষব—শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে সোমলতা ছেঁচিয়া রস বাহির করা।

পঞ্চমাধ্যায়—ত্রয়োদশ খণ্ড

(বৈশ্বানর আত্মার চক্ষু—বিশ্বরূপত্ব-গুণ-বিশিষ্ট আদিত্য)

অথ হোবাচ সত্যযজ্ঞং পৌলুষিং প্রাচীনযোগ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইত্যাদিত্যমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ বিশ্বরূপ আত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্তব বহু বিশ্বরূপং কুলে দৃশ্যতে ॥ ১

প্রবৃত্তোঽশ্বতরীরথো দাসীনিষ্কোঽত্স্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে চক্ষুষ্ট্বেতদাত্মন ইতি হোবাচান্ধোঽভবিষ্যো যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশখণ্ডঃ ॥

অথ…দৃশ্যতে, [পূর্ববৎ] বহু বিশ্বরূপম্ (ইহলোকের ও পরলোকের জন্য বিবিধ ভোগসামগ্রী)। অশ্বতরী-রথঃ (অশ্বতরী-বাহিত রথ [৪।২।১]) দাসী-নিষ্কঃ (দাসীবৃন্দ সহ কণ্ঠহার) [ত্বাম্ অনু] প্রবৃত্তঃ (তোমার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে)। অৎসি [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। চক্ষুঃ তু এতৎ আত্মনঃ (পরন্তু ইহা আত্মার চক্ষু)। অন্ধঃ অভবিষ্যঃ (তুমি অন্ধ হইতে)। ১-২

অনন্তর সত্যযজ্ঞ পৌলুষিকে (রাজা) বলিলেন, "হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি কিরূপ আত্মাকে উপাসনা কর ?" (তিনি বলিলেন)—"রাজা মহাশয়, আমি আদিত্যকেই (উপাসনা করি)।" (রাজা) "তুমি যে আত্মাকে উপাসনা কর, ইনিই বিশ্বরূপ[১] নামে প্রসিদ্ধ বৈশ্বানর আত্মা ; এই কারণেই তোমার বংশে সর্বপ্রকার ভোগোপকরণ দৃষ্ট হয়। তোমার জন্য অশ্বতরীরথ, দাসীবৃন্দ, ও কণ্ঠহার প্রস্তুত রহিয়াছে ; তুমি অন্নভোজী হইয়াছ এবং প্রিয়বস্তু দর্শন করিতেছ। যে কেহ এই বৈশ্বানর আত্মাকে এইরূপ দর্শন করেন, তিনি অন্নভোজী হন, প্রিয়বস্তু দর্শন করেন, এবং তাঁহার কুলে

ব্রহ্মতেজ সম্ভূত হয়। পরন্তু ইহা (বৈশ্বানর) আত্মার (এক অঙ্গ) চক্ষু মাত্র। তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তবে তুমি অন্ধ হইয়া যাইতে।" ১-২

১। কারণ বিশ্ব বা সমস্ত রূপই সূর্যের।

পঞ্চমাধ্যায়—চতুর্দশ খণ্ড

(বৈশ্বানর আত্মার প্রাণ—পৃথগ্‌বর্ত্মত্ব-গুণ-বিশিষ্ট বায়ু)

অথ হোবাচেন্দ্রদ্যুম্নং ভাল্লবেয়ং বৈয়াঘ্রপদ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্‌স ইতি বায়ুমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ পৃথগ্‌বর্ত্মাত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্‌সে তস্মাত্ত্বাং পৃথগ্‌বলয় আয়ন্তি পৃথগ্রথশ্রেণয়োঽনুযন্তি ॥ ১

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে প্রাণস্ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ প্রাণস্ত উদক্রমিষ্যদ্‌ যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্দশখণ্ডঃ ॥

পৃথক্‌-বর্ত্মা (নানা বর্ত্ম বা পথ যাঁহার, অর্থাৎ আবহ, উদ্বহ, প্রভৃতি ভেদবিশিষ্ট বায়ু)। পৃথক্‌-বলয়ঃ (নানাদিকে উৎপন্ন [বস্ত্রাদি] উপহার) ত্বাম্ আয়ন্তি (তোমার নিকট আসে)। অনুযন্তি (অনুগমন করে)। তে (তোমার) প্রাণঃ উদক্রমিষ্যৎ (উৎক্রমণ করিত) [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ১-২

অনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাল্লবেয়কে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বৈয়াঘ্রপদ্য, তুমি কিরূপ আত্মাকে উপাসনা কর?" (তিনি বলিলেন)—"রাজা

মহাশয়, আমি বায়ুকেই (উপাসনা করি)।" রাজা বলিলেন, "তুমি যে আত্মাকে উপাসনা কর, ইনিই পৃথগ্‌বর্ত্মা নামক বৈশ্বানর আত্মা। এই জন্যই বিভিন্ন দিক্ হইতে তোমার নিকট উপঢৌকন আসে এবং বিভিন্ন রথশ্রেণী তোমার অনুগমন করে; তুমি অন্নভোজী হইয়াছ এবং প্রিয়বস্তু দর্শন করিয়া থাক। যে কেহ এই বৈশ্বানর আত্মাকে এইরূপ জানেন, তিনি অন্নভোজী হন, প্রিয়বস্তু দর্শন করেন, এবং তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ হয়। পরন্তু ইনি আত্মার এক অঙ্গ প্রাণ মাত্র। তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তবে তোমার প্রাণ উৎক্রমণ করিত।" ১-২

পঞ্চমাধ্যায়—পঞ্চদশ খণ্ড

(বৈশ্বানর আত্মার স্কন্দ—বহুলত্ব-গুণ-বিশিষ্ট আকাশ)

অথ হোবাচ জনং শার্করাক্ষ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইত্যাকাশমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ বহুল আত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মনমুপাস্সে তস্মাত্ত্বং বহুলোঽসি প্রজয়া চ ধনেন চ॥ ১

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে সন্দেহস্ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ সন্দেহস্তে ব্যশীর্যদ্ যন্মাং নাগমিষ্য ইতি॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চদশখণ্ডঃ॥

প্রজয়া চ ধনেন চ (সন্তানসন্ততি ও ধনসম্পদে) বহুলঃ (সমৃদ্ধ) অসি (আছে)। ১

অনন্তর জনকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে শার্করাক্ষ্য, তুমি কিরূপ আত্মাকে উপাসনা কর?" তিনি বলিলেন, "রাজা মহাশয়, আমি আকাশকে

উপাসনা করি।" রাজা বলিলেন, "তুমি যে আত্মাকে উপাসনা কর, ইনিই বহুল[1] নামক বৈশ্বানর আত্মা। এই জন্যই তুমি (বহু) সন্তানসন্ততি ও ধনসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াছ; তুমি অন্নভোক্তা হইয়াছ এবং প্রিয়বস্তু দর্শন করিতেছ। যে কেহ এই বৈশ্বানর আত্মাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি অন্নভোক্তা হন ও প্রিয়বস্তু দর্শন করেন এবং তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ হয়। পরন্তু ইহা আত্মার সন্দেহ[2] (বা দেহমধ্যভাগ)। তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তবে তোমার দেহস্কন্ধ বিশীর্ণ হইত। ১-২

১। আকাশ সর্বব্যাপী বলিয়া বহুল (= প্রচুর, আয়ত); শরীরে মাংস, রুধিরাদি বহু পদার্থ থাকে বলিয়া উহাও বহুল-পদ-বাচ্য—ইহা পরেই বলা হইতেছে।

২। সন্দেহ শব্দটি উপচয়ার্থক বা বৃদ্ধিবোধক দিহ্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। মাংসাদির বৃদ্ধিদ্বারা শরীর নির্মিত হয়।

পঞ্চমাধ্যায়—ষোড়শ খণ্ড

(বৈশ্বানর আত্মার বস্তি—রয়িত্ব-গুণ-বিশিষ্ট জল)

অথ হোবাচ বুড়িলমাশ্বতরাশ্বিং বৈয়াঘ্রপদ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্‌স ইত্যপ এব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ রয়িরাত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্‌সে তস্মাত্ত্বং রয়িমান্‌ পুষ্টিমানসি॥ ১

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে বস্তিস্ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ বস্তিস্তে ব্যভেৎস্যদ্‌ যন্মাং নাগমিষ্য ইতি॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ষোড়শখণ্ডঃ॥

অপঃ (জলকে), বস্তিঃ (মূত্রাশয়), ব্যভেৎস্যৎ (ফাটিয়া যাইত)। ১-২

অনন্তর বুড়িল আশ্বতরাশ্বিকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বৈয়াঘ্রপদ্য, তুমি কিরূপ আত্মাকে উপাসনা কর?" তিনি বলিলেন, "রাজা মহাশয়, আমি জলকে উপাসনা করি।" রাজা বলিলেন, তুমি যে আত্মাকে উপাসনা কর, ইনিই রয়ি[১] নামক বৈশ্বানর আত্মা। এই জন্যই তুমি ধনবান্ ও পুষ্টিমান্ হইয়াছ; তুমি অন্নভোজী হইয়াছ এবং প্রিয়বস্তু দর্শন করিয়া থাক। যে কেহ এই বৈশ্বানর আত্মাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি অন্নভোজী হন, প্রিয়বস্তু দর্শন করেন, এবং তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ হয়। পরন্তু ইহা আত্মার বস্তি বা মূত্রাশয়। তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তবে তোমার মূত্রাশয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। ১-২

১। রয়ি—ধন। জল হইতে ধান্যাদি অন্ন হয়, এবং অন্ন হইতে ধনসম্পদ্ ও দেহপুষ্টি লাভ হয়। বৈয়াঘ্রপদ্য—ব্যাঘ্রপদের বংশসম্ভূত।

পঞ্চমাধ্যায়—সপ্তদশ খণ্ড

(বৈশ্বানর আত্মার পদ—প্রতিষ্ঠাত্ব গুণ-বিশিষ্ট পৃথিবী)

অথ হোবাচোদ্দালকমারুণিং গৌতম কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইতি পৃথিবীমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ প্রতিষ্ঠাত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্ত্বং প্রতিষ্ঠিতোঽসি প্রজয়া চ পশুভিশ্চ ॥ ১

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে পাদৌ ত্বেতাবাত্মন ইতি হোবাচ পাদৌ তে ব্যম্লাস্যেতাং যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য সপ্তদশখণ্ডঃ ॥

ব্যশ্লাস্যেতাম্ (বিশীর্ণ হইত) । ১-২

অনন্তর উদ্দালক আরুণিকে রাজা প্রশ্ন করিলেন, "হে গৌতম, তুমি কিরূপ আত্মাকে উপাসনা কর?" তিনি বলিলেন, "রাজা মহাশয়, আমি পৃথিবীকে উপাসনা করি।" রাজা বলিলেন, "তুমি যে আত্মাকে উপাসনা কর, ইনিই প্রতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানর আত্মা। এই জন্য তুমি সন্তান ও পশুবৃন্দে সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছ; তুমি অন্নভোজী হইয়াছ ও প্রিয়বস্তু দর্শন করিয়া থাক। যে কেহ এই বৈশ্বানর আত্মাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি অন্নভোজী হন, প্রিয়বস্তু দর্শন করেন, এবং তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ হয়। পরন্তু ইহা আত্মার চরণদ্বয়। তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে তবে তোমার পাদদ্বয় বিশীর্ণ হইয়া যাইত। ১-২

পঞ্চমাধ্যায়—অষ্টাদশ খণ্ড

(সর্বাত্মপ্রাপ্তি ও প্রাণাগ্নিহোত্র)

তান্ হোবাচৈতে বৈ খলু যূয়ং পৃথগিবেমমাত্মানং বৈশ্বানরং বিদ্বাংসোঽন্নমত্থ যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে স সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি ॥ ১

[রাজা] তান্ (তাঁহাদিগকে) উবাচ হ—এতে বৈ খলু যূয়ম্ (এইরূপ (খণ্ডিতজ্ঞানবান্] তোমরা) ইমম্ বৈশ্বানরম্ আত্মানম্ পৃথক্ ইব বিদ্বাংসঃ (পৃথক্ ভাবিয়া) অন্নম্ অত্থ (আহার করিতেছ)। তু যঃ (কিন্তু যিনি) প্রাদেশমাত্রম্ (প্রাদেশমাত্র) অভিবিমানম্ (প্রত্যগাত্মা স্বরূপে "আমি বলিয়া" জ্ঞাত) এতম্ বৈশ্বানরম্ আত্মানম্ (এই বৈশ্বানর আত্মাকে) এবম্ (পরবর্তী কণ্ডিকাতে উক্ত বিধি অনুসারে) উপাস্তে (উপাসনা করেন), সঃ (তিনি) সর্বেষু লোকেষু ([দ্যুলোকাদি] সকল লোকে), সর্বেষু ভূতেষু (চরাচর সকলের মধ্যে) সর্বেষু

আত্মসু (আত্মরূপে প্রতিভাত [শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধি] সকলের মধ্যে) [বৈশ্বানররূপে অবস্থানপূর্ব্বক] অন্নম্ অত্তি ([সকল প্রাণীর ভোজ্য] অন্ন আহার করেন) । ১

রাজা তাঁহাদিগকে বলিলেন, "এইরূপ (স্বল্পজ্ঞানবান্) তোমরা এই বৈশ্বানর আত্মাকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে জানিয়া অন্ন আহার করিতেছ ; কিন্তু কেহ যদি এই প্রাদেশমাত্র[1] ও অভিবিমান[2] বৈশ্বানর আত্মাকে যথোক্ত প্রকারে উপাসনা করেন, তবে তিনি সকল লোকে, সকলের মধ্যে, এবং সকল আত্মাতে অন্ন আহার করেন। ১

১। প্রাদেশমাত্র—(১) প্রাদেশ = দ্যুলোক-মূর্দ্ধা হইতে পৃথিবী-পাদ পর্যন্ত অবয়ব সকল ; যিনি এইরূপ প্রাদেশ বা অবয়ববিশিষ্টরূপে প্রত্যগাত্মাতে (মীয়তে) জ্ঞাত হন, তিনি। (২) দ্যুলোক হইতে পৃথিবী পর্যন্ত প্রদেশ বা স্থান মান বা পরিমাণ যাঁহার তিনি। (৩) প্রাদেশ = (দ্যুলোকাদি) যাহা প্রকৃষ্টরূপে শাস্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছে ; যিনি তাবৎপরিমাণ, তিনি প্রাদেশমাত্র। (৪) মুখাদি প্রদেশে বা অবয়বে অত্তা বা সাক্ষিরূপে যিনি (মীয়তে) জ্ঞাত হন, তিনি। (৫) জ্ঞানের অভিব্যক্তিস্থল হৃদয়াদি প্রদেশে যিনি বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হন, তিনি।

২। অভিবিমান = (১) প্রত্যগাত্মরূপে অভিবিমত বা "আমি" বলিয়া জ্ঞাত। (২) প্রত্যগাত্মরূপে সকলের "অভিগত" বা সমীপবর্ত্তী এবং "বিমান" অর্থাৎ অপরিমেয়। (৩) জগৎকারণরূপে সকলের পরিমাপক। ব্রঃ ১।২।৩২

তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদাবুর এব বেদির্লোমানি বর্হির্হৃদয়ং গার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্যপচন আস্যমাহবনীয়ঃ ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্যাষ্টাদশখণ্ডঃ ॥

[সর্বাত্মা বৈশ্বানরের উপাসক সর্বাত্মা হন ; অতএব তিনি সর্বান্নভোজী হন ; ইহাই

প্রদর্শিত হইতেছে]—তস্য হ বৈ এতস্য (উক্ত এই) বৈশ্বানরস্য আত্মনঃ (বৈশ্বানর আত্মার) সুতেজাঃ এব মূর্ধা [৫।১২], বিশ্বরূপঃ চক্ষুঃ [৫।১৩], পৃথগ্‌বর্ত্মাত্মা প্রাণঃ [৫।১৪] বহুলঃ সন্দেহঃ [৫।১৫], রয়িঃ এব বস্তিঃ [৫।১৬], পৃথিবী এব পাদৌ [৫।১৭]। [এইরূপে প্রধান উপাসনা বলিয়া অতঃপর উক্ত উপাসনার অঙ্গ প্রাণাগ্নিহোত্র প্রদর্শনের জন্য ভূমিকা করা হইতেছে। বৈশ্বানরবিদের ভোজনই যে অগ্নিহোত্র, ইহা প্রদর্শনের জন্য অশ্বপতি বলিতে লাগিলেন—"এইরূপ বৈশ্বানরবিদের] উরঃ এব (বক্ষঃস্থলই) বেদিঃ (বেদি), [কারণ উভয়ের আকার একরূপ]; [বক্ষঃস্থ] লোমানি (লোমসকল) বর্হিঃ ([বেদিতে আস্তীর্ণ] কুশ); হৃদয়ম্ গার্হপত্যঃ; মনঃ অন্বাহার্যপচনঃ (দক্ষিণাগ্নি); আস্যম্ (মুখ) আহবনীয়ঃ। ২

(রাজা বলিতে লাগিলেন)—"দ্যুলোকই উক্ত বৈশ্বানর আত্মার মস্তক, আদিত্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, আকাশ দেহস্কন্দ, জল মূত্রাশয়, ও পৃথিবী পাদদ্বয়। (বৈশ্বানররূপী ভোক্তার) বক্ষঃস্থল বেদি,[১] (বক্ষঃস্থ) লোমসকল কুশ, হৃদয় গার্হপত্যাগ্নি, মন দক্ষিণাগ্নি, ও মুখ আহবনীয়াগ্নি।[২]" ২

১। স্থণ্ডিল, অর্থাৎ যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত সমতল সমচতুষ্কোণ ভূমি।

২। গার্হপত্য হইতে দক্ষিণাগ্নির উৎপত্তির ন্যায় যেন হৃদয় হইতে মন উত্থিত হয়; এবং আহবনীয়ে দেবোদ্দেশ্যে আহুতি প্রদানের ন্যায় যেন মুখে অন্ন হুত হয়। ৪।১১।১ ও ৪।১২।১, টীকা দ্রঃ।

পঞ্চমাধ্যায়—ঊনবিংশ খণ্ড

(প্রাণাগ্নিহোত্রে "প্রাণায় স্বাহা")

তদ্ যদ্ ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ তদ্ধোমীয়ং স যাং প্রথমামাহুতিং জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহেতি প্রাণস্তৃপ্যতি ॥ ১

তৎ (অতএব, উপাসকের ভোজনই অগ্নিহোত্রস্বরূপ হওয়ায়) যৎ (যে) ভক্তম্

(অন্ন) [আহারকালে] প্রথমম্ (সর্বাগ্রে) আগচ্ছেৎ (আসিবে), তৎ (উহা) হোমীয়ম্ (আহুতিরূপে অর্পণীয়) ; [অগ্নিহোত্র-স্থানীয় ভোজনে] সঃ (তিনি) যাম্ (যে) প্রথমাম্ আহুতিম্ (প্রথম আহুতি) জুহুয়াৎ ([অগ্নিতে] অর্পণ করিবেন), তাম্ (সেই আহুতিকে) প্রাণায় স্বাহা ইতি ("প্রাণের উদ্দেশ্যে স্বাহা" এই মন্ত্রে) জুহুয়াৎ ([আহবনীয়-স্থানীয় নিজ মুখে] হোম করিবেন) ; [তাহাতে] প্রাণঃ তৃপ্যতি (তৃপ্ত হন)। ১

সুতরাং যে অন্ন সর্বাগ্রে উপস্থিত হইবে, উহা আহুতিরূপে অর্পণীয়।[1] উক্ত হোতা (বা ভোক্তা) প্রথমে যে আহুতি অর্পণ করিবেন, উহা "প্রাণায় স্বাহা" এই মন্ত্রে অর্পণ করিবেন। ইহাতে প্রাণ তৃপ্ত হন। ১

১। এখানে ইহা বলা হইতেছে না যে, প্রাণাগ্নিহোত্রেও প্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্রের যাবতীয় অঙ্গাদি অনুষ্ঠেয় ; পরন্তু এখানে কেবল ভোজনে অগ্নিহোত্রদৃষ্টি বিহিত হইতেছে।

প্রাণে তৃপ্যতি চক্ষুস্তৃপ্যতি চক্ষুষি তৃপ্যত্যাদিত্যস্তৃপ্যত্যাদিত্যে তৃপ্যতি দ্যৌস্তৃপ্যতি দিবি তৃপ্যন্ত্যাং যৎ কিঞ্চ দ্যৌশ্চাদিত্যশ্চাধিতিষ্ঠতস্তৎ তৃপ্যতি তস্যানু তৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্যৈকোনবিংশখণ্ডঃ ॥

প্রাণে তৃপ্যতি (প্রাণ তৃপ্ত হইলে) চক্ষুঃ তৃপ্যতি (তৃপ্ত হন) [ইত্যাদি একরূপ] ; দিবি তৃপ্যন্ত্যাম্ (দ্যৌ তৃপ্ত হইলে) যৎ কিম্ চ (যাহা কিছু) দ্যৌঃ চ আদিত্যঃ চ (দ্যৌ ও আদিত্য) অধিতিষ্ঠতঃ ([নিজেদের] অধীনে বা অধোদেশে রাখেন) তৎ (তাহা) তৃপ্যতি ; তস্য তৃপ্তিম্ অনু (তাহার তৃপ্তির পরে) [স্বয়ং ভোক্তা] তৃপ্যতি, [এবং] প্রজয়া পশুভিঃ (সন্তানসন্ততি ও পশুবর্গে), অন্নাদ্যেন (ভোজ্য অন্নে), তেজসা (দেহকান্তিতে বা বাগ্মিতাতে বা বুদ্ধিপ্রাখর্যে) ব্রহ্মবর্চসেন (ব্রহ্মতেজে) [সমৃদ্ধ হন] ইতি। ২

প্রাণ তৃপ্ত হইলে চক্ষু তৃপ্ত হন ; চক্ষু তৃপ্ত হইলে আদিত্য তৃপ্ত হন ; আদিত্য তৃপ্ত হইলে দ্যুলোক তৃপ্ত হন ; দ্যুলোক তৃপ্ত হইলে দ্যুলোক ও

আদিত্যের অধোদেশে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তৃপ্ত হয়। তাহার তৃপ্তিতে ভোক্তাও তৃপ্ত হন; এবং তিনি প্রজা, পশু, ভোগ্য অন্ন, দেহকান্তি, ও ব্রহ্মতেজে পরিতৃপ্ত হন। ২

পঞ্চমাধ্যায়—বিংশ খণ্ড

(প্রাণাগ্নিহোত্রে "ব্যানায় স্বাহা")

অথ যাং দ্বিতীয়াং জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াৎ ব্যানায় স্বাহেতি ব্যানস্তৃপ্যতি ॥ ১

ব্যানে তৃপ্যতি শ্রোত্রং তৃপ্যতি শ্রোত্রে তৃপ্যতি চন্দ্রমাস্তৃপ্যতি চন্দ্রমসি তৃপ্যতি দিশস্তৃপ্যন্তি দিক্ষু তৃপ্যন্তীষু যৎ কিঞ্চ দিশশ্চ চন্দ্রমাশ্চাধিতিষ্ঠন্তি তৎ তৃপ্যতি তস্যানু তৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য বিংশখণ্ডঃ ॥

অনন্তর যে দ্বিতীয় আহুতি অর্পণ করিবেন, তাহা "ব্যানায় স্বাহা" এই এই মন্ত্রে আহুতি দিবেন। তাহাতে ব্যান তৃপ্ত হন। ব্যান তৃপ্ত হইলে শ্রবণ তৃপ্ত হন; শ্রবণ তৃপ্ত হইলে চন্দ্র তৃপ্ত হন; চন্দ্র তৃপ্ত হইলে দিক্‌সমূহ তৃপ্ত হন; দিক্‌সমূহ তৃপ্ত হইলে দিক্‌সমূহ ও চন্দ্রের দ্বারা অধিষ্ঠিত যাহা কিছু আছে, তৎসমস্ত তুষ্ট হয়। তাহার তৃপ্তিতে ভোক্তা তৃপ্ত হন; এবং তিনি প্রজা, পশু, ভোগ্য অন্ন, দেহলাবণ্য, ও ব্রহ্মতেজে পরিতুষ্ট হন। ১-২

পঞ্চমাধ্যায়—একবিংশ খণ্ড

(প্রাণাগ্নিহোত্রে "অপানায় স্বাহা")

অথ যাং তৃতীয়াং জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াদপানায় স্বাহেত্য-পানস্তৃপ্যতি ॥ ১

অপানে তৃপ্যতি বাক্ তৃপ্যতি বাচি তৃপ্যন্ত্যামগ্নিস্তৃপত্যগ্নৌ তৃপ্যতি পৃথিবী তৃপ্যতি পৃথিব্যাং তৃপ্যন্ত্যাং যৎ কিঞ্চ পৃথিবী চাগ্নিশ্চাধিতিষ্ঠতস্তৎ তৃপ্যতি তস্যানু তৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্যৈকবিংশখণ্ডঃ ॥

অতঃপর যে তৃতীয় আহুতি অর্পণ করিবেন, তাহা "অপানায় স্বাহা" এই মন্ত্রে আহুতি দিবেন ; তাহাতে অপান তৃপ্ত হন। অপান তৃপ্ত হইলে বাক্ তৃপ্ত হন ; বাক্ তৃপ্ত হইলে অগ্নি তৃপ্ত হন ; অগ্নি তৃপ্ত হইলে পৃথিবী তৃপ্ত হন ; পৃথিবী তৃপ্ত হইলে পৃথিবী ও অগ্নির অধীনে যাহা কিছু আছে তাহা তৃপ্ত হয়। উহা তৃপ্ত হইলে ভোক্তা তৃপ্ত হন ; এবং তিনি প্রজা, পশু, ভোগ্য অন্ন, দেহলাবণ্য, ও ব্রহ্মতেজে পরিতৃপ্ত হন। ১-২

পঞ্চমাধ্যায়—দ্বাবিংশ খণ্ড

(প্রাণাগ্নিহোত্রে "সমানায় স্বাহা")

অথ যাং চতুর্থীং জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াৎ সমানায় স্বাহেতি সমানস্তৃপ্যতি ॥ ১

সমানে তৃপ্যতি মনস্তৃপ্যতি মনসি তৃপ্যতি পর্জন্যস্তৃপ্যতি

পর্জন্যে তৃপ্যতি বিদ্যুৎ তৃপ্যতি বিদ্যুতি তৃপ্যন্ত্যাং যৎ কিঞ্চ বিদ্যুচ্চ পর্জন্যশ্চাধিতিষ্ঠতস্তৎ তৃপ্যতি তস্যানু তৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বাবিংশখণ্ডঃ ॥

অতঃপর যে চতুর্থ আহুতি অর্পণ করিবেন, উহা "সমানায় স্বাহা" এই মন্ত্রে আহুতি দিবেন। তাহাতে সমান তৃপ্ত হন। সমান তৃপ্ত হইলে মন তৃপ্ত হন; মন তৃপ্ত হইলে পর্জন্য তৃপ্ত হন; পর্জন্য তৃপ্ত হইলে বিদ্যুৎ তৃপ্ত হন: বিদ্যুৎ তৃপ্ত হইলে বিদ্যুৎ ও পর্জন্যের অধীনে যাহা কিছু আছে তাহা তৃপ্ত হয়। উহা তৃপ্ত হইলে ভোক্তাও তৃপ্ত হন; এবং তিনি প্রজা, পশু, ভোগ্য অন্ন, দেহলাবণ্য, ও ব্রহ্মতেজে পরিতুষ্ট হন। ১-২

পঞ্চমাধ্যায়—ত্রয়োবিংশ খণ্ড

(প্রাণাগ্নিহোত্রে "উদানায় স্বাহা")

অথ যাং পঞ্চমীং জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াদুদানায় স্বাহেত্যু-দানস্তৃপ্যতি ॥ ১

উদানে তৃপ্যতি ত্বক্ তৃপ্যতি ত্বচি তৃপ্যন্ত্যাং বায়ুস্তৃপ্যতি বায়ৌ তৃপ্যত্যাকাশস্তৃপ্যত্যাকাশে তৃপ্যতি যৎ কিঞ্চ বায়ুশ্চাকাশশ্চাধি-তিষ্ঠতস্তৎ তৃপ্যতি তস্যানু তৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ॥ ২

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ত্রয়োবিংশখণ্ডঃ ॥

অতঃপর তিনি যে পঞ্চম আহুতি অর্পণ করিবেন, উহা "উদানায় স্বাহা" এই মন্ত্রে আহুতি দিবেন। ইহাতে উদান তৃপ্ত হন। উদান তৃপ্ত হইলে বায়ু তৃপ্ত হন; বায়ু তৃপ্ত হইলে আকাশ তৃপ্ত হন; আকাশ তৃপ্ত হইলে আকাশ ও বায়ুর অধীনে যাহা কিছু আছে তাহা তৃপ্ত হয়। তাহার তৃপ্তিতে ভোক্তাও তৃপ্ত হন; এবং তিনি প্রজা, পশু, ভোগ্য অন্ন, দেহকান্তি, ও ব্রহ্মতেজে পরিতৃপ্ত হন। ১-২

পঞ্চমাধ্যায়—চতুর্বিংশ খণ্ড

(প্রাণাগ্নিহোত্রের ফল)

স য ইদমবিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি যথাঽঙ্গারানপোহ্য ভস্মনি জুহুয়াৎ তাদৃক্ তৎ স্যাৎ ॥ ১

সঃ যঃ (যে কেহ) [যদি] ইদম্ (এই যথোক্ত বৈশ্বানর বিজ্ঞান) অবিদ্বান্ (না জানিয়া) অগ্নিহোত্রম্ জুহোতি ([প্রসিদ্ধ] অগ্নিহোত্রে হবন করেন) [তবে] [আহুতিযোগ্য জ্বলন্ত] অঙ্গারান্ (অঙ্গারগুলিকে) অপোহ্য (সরাইয়া) যথা (যেমন) [কেহ] ভস্মনি (ভস্মে) জুহুয়াৎ (যদি আহুতি দেয়), তৎ (উক্ত অগ্নিহোত্রও) তাদৃক্ স্যাৎ (তাহারই সদৃশ হইবে)। ১

কেহ যদি এই বৈশ্বানরদর্শন না জানিয়া অগ্নিহোত্রে হবন করেন, তবে কেহ জ্বলন্ত অঙ্গারগুলিকে সরাইয়া দিয়া ভস্মে আহুতি[1] দিলে যেমন হয়, উক্ত অগ্নিহোত্রও তাহারই সদৃশ হইবে। ১

১। এখানে সাধারণ প্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্রের নিন্দা করা উদ্দেশ্য নহে; পরন্তু তুলনা অবলম্বনে বৈশ্বানরবিদের প্রাণাগ্নিহোত্রের প্রশংসা করাই অভিপ্রেত। বৈশ্বানরবিদের এইরূপ হবন করা অবশ্য কর্তব্য—ইহাও দেখান হইল।

অথ য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি তস্য সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষ্বাত্মসু হুতং ভবতি ॥ ২

অথ যঃ (আর যিনি) এতৎ (বৈশ্বানরের সর্বাত্মত্বাদি) এবম্ বিদ্বান্ (এইরূপ জানিয়া) অগ্নিহোত্রম্ (প্রাণাগ্নিহোত্র) জুহোতি, তস্য (তাঁহার) সর্বেষু ইত্যাদি [৫।১৮।১ দ্রঃ] হুতম্ ভবতি (আহুতিপ্রদান হয়) । ২

আর যিনি এই বৈশ্বানর বিজ্ঞানটি এইরূপে জানিয়া প্রাণাগ্নিহোত্র সম্পাদন করিবেন, তাঁহার সর্বলোকে, সর্বভূতে, ও সকল আত্মায় আহুতি প্রদত্ত হইয়া থাকে।[1] ২

১। অর্থাৎ তিনি সর্বস্বরূপে আহার করেন। এখানে হুতম্—অন্নম্ (৫।১৮।১ দ্রঃ)। সকলের অন্ন তাঁহার অন্ন হয়।

তদ্ যথেষীকাতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি ॥ ৩

তৎ (উক্ত [বৈশ্বানরবিদ্যার মাহাত্ম্য] বিষয়ে দৃষ্টান্ত)—যথা (যেমন) অগ্নৌ (অগ্নিতে) প্রোতম্ (প্রক্ষিপ্ত) ইষীকাতূলম্ (মুঞ্জা ঘাসের শীষের তুলা) প্রদূয়েত (ভস্মীভূত হইয়া যায়) এবম্ হ (তেমনি) যঃ এতৎ এবম্ বিদ্বান্ [আহবনীয়-স্থানীয় নিজ মুখে] অগ্নিহোত্রম্ জুহোতি, [সর্বাত্মভূত] অস্য (উক্ত বিদ্বানের) সর্বে পাপ্মানঃ [নিখিল পাপ) প্রদূয়ন্তে ([অতি শীঘ্র] নিঃশেষে দগ্ধ হয়) । ৩

উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—মুঞ্জার শীষের তুলা অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে যেমন (নিঃশেষে) ভস্মীভূত হয়, তেমনি যে ব্যক্তি এই বিদ্যাটি এইরূপে জানিয়া প্রাণাগ্নিহোত্র হবন করেন, তাঁহার নিখিল পাপ[1] নিঃশেষিত হয়। ৩

১। পাপ শব্দটি উপলক্ষণে প্রযুক্ত—অনেক পূর্ব জন্মে সঞ্চিত, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে এই জন্মে সঞ্চিত, এবং জ্ঞানসহভাবী সমস্ত পাপ ও পুণ্যরূপ কর্মফল।

তস্মাদু হৈবংবিদ্ যদ্যপি চণ্ডালায়োচ্ছিষ্টং প্রযচ্ছেদাত্মনি হৈবাস্য তদ্বৈশ্বানরে হুতং স্যাদিতি তদেষ শ্লোকঃ—॥ ৪

তস্মাৎ উ হ (এই জন্যই) এবং-বিৎ যদি-অপি চণ্ডালায় (চণ্ডালকে) উচ্ছিষ্টম্ (উচ্ছিষ্টান্ন) প্রযচ্ছেৎ (দান করেন), তৎ হ (ঐ অন্ন) অস্য (উক্ত জ্ঞানীর) বৈশ্বানরে আত্মনি এব (চণ্ডালদেহস্থ বৈশ্বানর আত্মাতেই) হুতম্ স্যাৎ (হুত হয়)। ইতি। তৎ (উক্ত [বিদ্বানের প্রাণাগ্নিহোত্রের স্তুতি] বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ (এই শ্লোক আছে)— । ৪

এই কারণেই এইরূপ বিজ্ঞানবান্ কেহ যদিই বা চণ্ডালকে উচ্ছিষ্ট অন্ন প্রদান করেন, তবে ঐ অন্ন উক্ত বিদ্বানের বৈশ্বানর আত্মাতেই হুত হয়।[১] এই বিষয়ে এই শ্লোক আছে— । ৪

১। চণ্ডালকেও উচ্ছিষ্ট দেওয়া অনুচিত ; সুতরাং নিষিদ্ধ কর্মের ফলে উক্ত দাতার পাপ হওয়া উচিত। কিন্তু এই বিদ্বান্ বৈশ্বানরত্ব প্রাপ্ত হইয়া চণ্ডালের আত্মার সহিত অভিন্ন হইয়াছেন। উচ্ছিষ্টান্ন ঐ আত্মাতে হুত হওয়ায় বিদ্বানের পাপ হয় না। এইরূপে বৈশ্বানরবিদ্যার স্তুতির দ্বারা প্রাণাগ্নিহোত্রেরই স্তুতি করা হইল।

যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্যুপাসত
এবং সর্বাণি ভূতান্যগ্নিহোত্রমুপাসত
ইত্যগ্নিহোত্রমুপাসত ইতি ॥ ৫

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্বিংশখণ্ডঃ ॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদি পঞ্চমাধ্যায়ঃ ॥

ইহ (এই জগতে) ক্ষুধিতাঃ বালাঃ (বালকগণ) যথা (যেমন) [কখন মা অন্ন দিবেন, এই চিন্তায়] মাতরম্ পর্যুপাসতে (মাতার চারিদিকে সাগ্রহে সমবেত হয়) এবম্ (তেমনি) সর্বাণি ভূতানি ([অন্নভোজী] সকল প্রাণী) অগ্নিহোত্রম্ উপাসতে (অগ্নিহোত্রের সেবা করে [উক্ত বিদ্বানের ভোজনের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে]। ইতি। অগ্নিহোত্রম্ উপাসতে ইতি [অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিসূচক দ্বিরুক্তি]। ৫

এই জগতে ক্ষুধার্ত বালকগণ যেমন সাগ্রহে মাতার নিকটে অবস্থান করে, তেমনি সকল প্রাণী অগ্নিহোত্রের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।[১] ৫

১। কারণ সর্বাত্মরূপী বৈশ্বানরবিদের আহারে সমস্ত জগৎ পরিতৃপ্ত হয়।

ষষ্ঠাধ্যায়—প্রথম খণ্ড

(শ্বেতকেতু ও আরুণি, একজ্ঞানে সর্বজ্ঞান)

ওঁ। শ্বেতকেতুর্হারুণেয় আস তং হ পিতোবাচ শ্বেতকেতো বস ব্রহ্মচর্যং ন বৈ সোম্যাস্মৎকুলীনোঽননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি ॥ ১

[পূর্বে (৩।১৪।১এ) ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয় বলা হইয়াছে ; এবং একজন বিদ্বানের ভোজনে সকলের তৃপ্তি হয়, ইহাও বলা হইয়াছে (৫।২৪।৫)। সর্বভূতের আত্মা এক হইলেই ইহা সম্ভবপর ; সুতরাং সম্প্রতি তাহাই প্রদর্শিত হইবে]—আরুণেয়ঃ (অরুণের পৌত্র) শ্বেতকেতুঃ হ (একদা) আস (ছিলেন। তম্ হ পিতা উবাচ—[হে] শ্বেতকেতো, [উপযুক্ত গুরুকুলে] ব্রহ্মচর্যম্ বস (ব্রহ্মচর্য-বাস কর)। [হে] সোম্য (প্রিয়দর্শন), অস্মৎ-কুলীনঃ (আমাদের বংশীয় কেহ) অননূচ্য ([বেদ] অধ্যয়ন না করিয়া) ব্রহ্মবন্ধুঃ ইব (ব্রাহ্মণোচিত আচারাদি না থাকিলেও ব্রাহ্মণদিগকে আপন বান্ধব বলিয়া যিনি পরিচয় দিতে কুশল, তাঁহার সদৃশ) ন বৈ ভবতি (কখনও হয় না) ইতি। ১

পুরাকালে অরুণপৌত্র শ্বেতকেতু নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিলেন, "হে শ্বেতকেতু, তুমি ব্রহ্মচর্য অবলম্বনে গুরুগৃহে বাস কর। হে সোম্য, আমাদের বংশে কেহই অধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবন্ধু-সদৃশ হয় না।" ১

স হ দ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুর্বিংশতিবর্ষঃ সর্বান্ বেদানধীত্য মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধ এয়ায় তং হ পিতোবাচ শ্বেতকেতো যন্নু সোম্যেদং মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধোঽস্যুত তমাদেশম-প্রাক্ষ্যঃ—॥ ২

যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি ॥ ৩

[পিতার দ্বারা আদিষ্ট] দ্বাদশ-বর্ষঃ (দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক) সঃ হ (তিনি) [গুরুকুলে] উপেত্য (উপস্থিত হইয়া) চতুর্বিংশতি-বর্ষঃ (যতদিন চতুর্বিংশতি বৎসর বয়স্ক না হইয়াছিলেন ততদিন) সর্বান্ বেদান্ (সকল বেদ) অধীত্য (অধ্যয়ন করিয়া) মহামনাঃ (গম্ভীরচিত্ত ; যাঁহার মন কাহাকেও নিজের সদৃশ দেখিতে পায় না, এইরূপ), অনূচানমানী (যিনি আপনাকে বেদজ্ঞ মনে করেন, এইরূপ), স্তব্ধঃ (অবিনীতস্বভাব) [হইয়া] এয়ায় (আসিলেন)। পিতা তম্ উবাচ হ—[হে] সোম্য শ্বেতকেতো, যৎ নু ইদম্ (এই যে) [তুমি] মহামনাঃ, অনূচানমানী, স্তব্ধঃ অসি (হইয়াছ) তম্ (সেই) আদেশম্ (উপদেশ, বা উপদিষ্ট বিষয়) উত অপ্রাক্ষ্যঃ (জিজ্ঞাসা করিয়াছ কি)—যেন (যে উপদেশ সহায়ে, বা যাঁহার জ্ঞানে) অশ্রুতম্ (অশ্রুত বিষয়) শ্রুতম্ (শ্রুত) ভবতি (হয়), অমতম্ (অবিচারিত বিষয়) মতম্ [ভবতি], অবিজ্ঞাতম্ (অনিশ্চিত বিষয়) বিজ্ঞাতম্ [ভবতি]? [মুঃ ১।১।৩]। ইতি। [শ্বেতকেতু], ভগবঃ, সঃ আদেশঃ (উক্ত উপদেশ বা উপদেষ্টব্য বিষয়) কথম্ নু (কি প্রকার) ভবতি ? ২-৩

শ্বেতকেতু বার বৎসর বয়সে (গুরুগৃহে) যাইয়া সমস্ত বেদ অধ্যয়নপূর্বক গম্ভীরচিত্ত, বেদজ্ঞানাভিমানী, ও অবিনীতস্বভাব হইয়া চব্বিশ বৎসর বয়সে ফিরিয়া আসিলেন। পিতা (আরুণি) তাঁহাকে বলিলেন, "হে সোম্য শ্বেতকেতু, তুমি তো দেখিতেছি গম্ভীরচিত্ত, বেদজ্ঞানাভিমানী, ও অবিনীত-স্বভাব হইয়াছ ; সেই আদেশটি[1] জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি, যাঁহার জ্ঞানে (বা যৎসহায়ে) অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয় সুচিন্তিত হয়, ও অনিশ্চিত বিষয় সুনিশ্চিত হয় ?" (শ্বেতকেতু)—"সে আদেশ আবার কিরূপ ?" ২-৩

১। আদেশ—আদিশ্যতে যঃ ইতি—যাহা আদিষ্ট হয় : যে (ব্রহ্ম) বস্তু (কেবল শাস্ত্র ও গুরুর) উপদেশ হইতে লভ্য। অথবা আদেশঃ—যেন আদিশ্যতে ইতি—যদ্দ্বারা ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া হয়, তাহা ; রহস্যবিদ্যাদি।

যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ ॥ ৪

যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্ ॥ ৫

যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যমেবং সোম্য স আদেশো ভবতীতি ॥ ৬

সোম্য, যথা একেন মৃৎপিণ্ডেন (একটি মৃত্তিকাপিণ্ডের দ্বারা, একটি মাটির ঢেলা জানা হইলে) মৃন্ময়ম্ সর্বম্ (মৃত্তিকার বিকারভূত সমস্ত বস্তু) বিজ্ঞাতম্ স্যাৎ (সুবিদিত হয়)—[কারণ] বিকারঃ (বস্তুর পরিণাম) বাচা আরম্ভণম্ (নাম অবলম্বনে অবস্থিত) নাম-ধেয়ম্ (নামমাত্র [স্বার্থে ধেয়-প্রত্যয়]), মৃত্তিকা ইতি এব (কেবল মাটিই) সত্যম্ (যথাযথ বস্তু)। লোহমণিনা (সুবর্ণপিণ্ডদ্বারা), লোহম্ (স্বর্ণ), নখনিকৃন্তনেন (নরুন, তদুপলক্ষিত লৌহপিণ্ডের দ্বারা), কার্ষ্ণায়সম্ (লৌহের পরিণাম), কৃষ্ণায়সম্ (লৌহ)। এবম্ (এইরূপে) সঃ আদেশঃ ভবতি। ৪-৬

"হে সোম্য, যেমন একটি মৃত্তিকাপিণ্ডের দ্বারা মৃত্তিকার পরিণামভূত সমস্তই জানা যাইতে পারে,—(কারণ) সমস্ত বিকারই বাগবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র, কেবল মৃত্তিকাই সত্য ; যেমন একটি সুবর্ণপিণ্ডের দ্বারা সুবর্ণের পরিণামভূত সমস্তই জানা যাইতে পারে,—(কারণ) সমস্ত বিকারই বাগবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র, কেবল সুবর্ণই সত্য ; যেমন একটি লৌহপিণ্ডের দ্বারা লৌহের পরিণামভূত সমস্তই জানা যাইতে পারে,—(কারণ) সমস্ত বিকারই বাগবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র, কেবল লৌহই সত্য ;—হে সোম্য, এইরূপেই উক্ত উপদেশ হইয়া থাকে।[১]" ৪-৬

১। শ্বেতকেতু আশঙ্কা করিয়াছিলেন, "গুরুর উপদেশে কোনও একটি বিশেষ বস্তুই জানিতে পারি ; কিন্তু তদ্দ্বারা অজ্ঞাত বস্তুও জানিব, ইহা হইতে পারে না।" পিতা উত্তর দিলেন, "কার্য ও কারণ ভিন্ন হইলে তোমার আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত হইত ; কিন্তু কার্য ও কারণ অভিন্ন। অতএব কারণের জ্ঞান হইলেই কার্যের জ্ঞানও হইল। ঘট, সরা, ইট ইত্যাদির

মধ্যে আছে মাটি এবং ঘটাদির নাম ও রূপ। তন্মধ্যে মৃত্তিকা এই সকলেরই মধ্যে অনুস্যূত; সুতরাং সত্য। নাম ও রূপ প্রতিস্থলে বিভিন্ন; অতএব উহারা কেবল শব্দরাশিরূপেই বিদ্যমান।

ন বৈ নূনং ভগবন্তস্ত এতদবেদিষুর্যদ্ধ্যেতদবেদিষ্যন্ কথং মে নাবক্ষ্যন্নিতি ভগবাংস্ত্বেব মে তদ্ ব্রবীত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৭

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডঃ ॥

[শ্বেতকেতু]—ভগবন্তঃ তে (আমার পূজার্হ গুরুগণ) এতৎ (ইহা) নূনম্ বৈ (অবশ্যই) ন অবেদিষুঃ (জানিতেন না); যৎ হি (যদি) অবেদিষ্যন্ (জানিতেন), [তবে গুণবান্ ও অনুগত] মে (আমায়) কথম্ ন অবক্ষ্যন্ (কেন না বলিতেন) ইতি; ভগবান্ তু এব (আপনিই কিন্তু) মে তৎ (উহা) ব্রবীতু (বলুন)। [পিতা]—সোম্য, তথা (তাহাই হউক) ইতি উবাচ হ। ৭

(শ্বেতকেতু)—"পূজ্যপাদ গুরুগণ ইহা অবশ্যই জানিতেন না; যদি তাঁহারা জানিতেন তবে কেনই বা আমায় না বলিতেন? যাহাই হউক,[১] আপনিই আমায় উহা বলুন।" পিতা বলিলেন, "হে সোম্য, তথাস্তু।" ৭

১। পিতার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও পুত্রকে যখন একবার গুরুকুলে পাঠাইয়াছিলেন, তখন আবশ্যক হইলে পুনর্বারও পাঠাইতে পারেন। এই ভয়ে শ্বেতকেতু পিতার নিকট উপাধ্যায় সম্বন্ধে হীনোক্তি করিতেও দ্বিধা বোধ করিলেন না। ইহাকে গুরুনিন্দা না বলিয়া ভয় বলা উচিত।

ষষ্ঠাধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড

(ব্রহ্ম জগৎকারণ)

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত ॥ ১

[যাঁহার বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান হয় তাঁহাকে প্রদর্শনের জন্য অগ্রে সমস্ত জগতের সদাত্মত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে]—সোম্য, ইদম্ (এই জগৎ) অগ্রে (উৎপত্তির পূর্বে) একম্ এব (একমাত্র, স্বজাতীয় ও স্বগত ভেদবিহীন) অদ্বিতীয়ম্ ([সহকারী কারণস্থানীয়] দ্বিতীয়-বিহীন, বিজাতীয় ভেদশূন্য) আসীৎ (ছিল)—[অর্থাৎ যে জগৎ বর্তমানে ইদং (=এই)-শব্দ ও ইদং-বুদ্ধির এবং সৎ-শব্দ ও সৎ-বুদ্ধির বিষয়ীভূত, পূর্বে তাহা কেবলমাত্র সৎ-শব্দ ও সৎ-বুদ্ধির গম্য ছিল ; সেই সত্তের লক্ষণ "একম্ এব অদ্বিতীয়ম্"]। তৎ ([সৃষ্টির পূর্ববর্তী] উক্ত [বস্তুর নিরূপণ] বিষয়ে) একে হ (কেহ কেহ, শূন্যবাদীরা) আহুঃ (বলেন)—ইদম্ অগ্রে একম্ এব অদ্বিতীয়ম্ অসৎ (সত্তের অভাবস্বরূপ) আসীৎ। তস্মাৎ অসতঃ (সেই সর্বাভাবরূপ অসৎ হইতে) সৎ (বিদ্যমান যাহা কিছু) জায়ত (=অজায়ত, জাত হইল)। ১

"হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সদ্রূপে (বিদ্যমান) ছিল। উক্ত বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, 'এই জগৎ পূর্বে এক অদ্বিতীয় অসৎস্বরূপ ছিল, সেই অসৎ হইতে সৎ জাত হইল।' ১

কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি। সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥ ২

[আরুণি] উবাচ হ—সোম্য, তু (পরন্তু) কুতঃ (কোন প্রমাণ অবলম্বনে) এবম্ স্যাৎ (ইহা স্থাপিত হইতে পারে] ? ইতি। অসতঃ কথম্ (কি প্রকারে) সৎ জায়েত (জাত হইতে পারে [গীতা ২।১৬]) ? ইতি। সোম্য, তু অগ্রে একম্ এব অদ্বিতীয়ম্ সৎ এব আসীৎ। ২

(আরুণি) বলিলেন, "পরন্তু, হে সোম্য, ইহা কিরূপে হইতে পারে :— অসৎ হইতে কিরূপে সৎ জাত হইতে পারে ? হে সোম্য, প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎই ছিলেন। ২

তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত তস্মাদ্ যত্র ক্ব চ শোচতি স্বেদতে বা পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্তে ॥ ৩

[অদ্বিতীয়ত্ব স্ফুটীকরণের জন্য দেখান হইতেছে যে, মহাভূতসমূহ ব্রহ্মেরই কার্য]—তৎ (উক্ত সৎ) ঐক্ষত (ঈক্ষণ বা দর্শন করিলেন, সৃষ্টিবিষয়ে আলোচনা করিলেন)—বহু স্যাম্ (আমি বহু হইব), প্রজায়েয় (প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব) ইতি [ঐঃ ১।১।১] ; তৎ তেজঃ অসৃজত (সৃষ্টি করিলেন)। তৎ তেজঃ ঐক্ষত—বহু স্যাম্ প্রজায়েয় ইতি ; তৎ (উক্ত তেজ) অপঃ (জলকে) অসৃজত। [যেহেতু জল তেজের কার্য], তস্মাৎ (সেই জন্য) যত্র ক্ব চ (যে কোনও স্থানে বা কালে) পুরুষঃ (মানুষ) শোচতি (তাপপ্রাপ্ত হয়) বা স্বেদতে (ঘর্মাক্ত হয়) তৎ (তখন) তেজসঃ এব (তেজ হইতে) আপঃ (জল) অধিজায়ন্তে (উৎপন্ন হয়)। ৩

"উক্ত সৎ ঈক্ষণ করিলেন, 'আমি বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে জাত হইব।' তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন। সেই তেজ ঈক্ষণ করিলেন, 'আমি বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে জাত হইব।' উক্ত তেজ জল সৃষ্টি করিলেন। এই হেতু যখনই মানুষ সন্তাপগ্রস্ত হয় বা ঘর্মাক্ত হয়, তখনই তেজ হইতে জল উৎপন্ন হয়।[১] ৩

১। অর্থাৎ সে কাঁদে কিংবা তাহার ঘাম হয়।

তেজ—যাহা দগ্ধ করে, পক্ব করে, বা প্রকাশ করে, ও যাহা লোহিত। জল—যাহা দ্রব, স্নিগ্ধ, বহমান, ও শুক্ল। তৈঃ ২।১।৩ এ আছে যে, আত্মা হইতে ক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ও পৃথিবী সৃষ্ট হইল। এখানে মাত্র তিনটির উল্লেখ থাকিলেও ঐ ক্রমই গ্রাহ্য। বর্তমান স্থলে প্রপঞ্চের সন্মাত্রত্ব প্রদর্শনের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায়, উক্ত ক্রমের বিস্তার না করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়ের পক্ষে যে টুকু যথেষ্ট, তাহার—অর্থাৎ মাত্র তেজ, জল, ও পৃথিবীরই—উল্লেখ করা হইয়াছে।

মনে হইতে পারে যে, তেজ প্রভৃতির ঈক্ষণ অসম্ভব ; কিন্তু পরমেশ্বরই তেজ ও অগ্নিরূপে অবস্থিত থাকিয়া জলাদির সৃষ্টি করেন (ব্রঃ ২।৩।১৩)।

তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত তস্মাদ্ যত্র ক্ব চ বর্ষতি তদেব ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবত্যদ্ভ্য এব তদধ্যন্নাদ্যং জায়তে ॥ ৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥

তাঃ আপঃ [ইত্যাদি পূর্ববৎ, সর্বত্র বহুবচন]। অত্র ক চ (যেখানেই) বর্ষতি (বর্ষণ হয়) তৎ (সেখানে) ভূয়িষ্ঠম্ (প্রভূত) অন্নম্ (অন্ন) ভবতি ; অদ্ভ্যঃ এব (জল হইতেই) তৎ (সেখানে) অন্ন-অদ্যম্ (ভক্ষ্য অন্ন ব্রীহিযবাদি) অধিজায়তে (উৎপন্ন হয়)। ৪

"উক্ত জল ঈক্ষণ করিলেন, 'বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে জাত হইব।' উক্ত জল (অর্থাৎ জলরূপী সৎ) অন্ন (অর্থাৎ পৃথিবী) সৃজন করিলেন। এই হেতু যেখানেই বর্ষণ হয়, সেখানেই অন্ন জাত হয়, সেখানে জল হইতেই ভক্ষ্য অন্ন উৎপন্ন হয়। ৪

ষষ্ঠাধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

(ত্রিবৃৎকরণ)

তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি ॥ ১

[ভূতসৃষ্টি যেমন ব্রহ্মের কার্য, জীবাবিষ্ট ভৌতিকসৃষ্টিও তেমনি তাঁহারই কার্য—ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে]—[৫।১০ খণ্ডে যাহাদের গমনাগমন প্রদর্শিত হইয়াছে এবং যাহাদের তৃতীয় স্থান বলা হইয়াছে, জীবাবিষ্ট] তেষাম্ এষাম্ (উক্ত এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট) ভূতানাম্ (পক্ষী পশু বৃক্ষ প্রভৃতি প্রাণীর) ত্রীণি এব খলু (কেবল তিনটি) বীজানি (কারণ) ভবন্তি (আছে)—আণ্ডজম্ (=অণ্ডজম্, অণ্ড হইতে জাত), জীবজম্ (জরায়ুজ), উদ্ভিজ্জম্ (বীজজ বা অঙ্কুরজ) ইতি। ১

"পূর্বোক্ত এই ভূতবর্গের[১] মাত্র তিনটি কারণ আছে—অণ্ডজ, জীবজ, ও উদ্ভিজ্জ।[২] ১

১। মূলের "তেষাম্" শব্দে মহাভূতবর্গ (অমিশ্রিত সূক্ষ্ম পৃথিব্যাদি) গৃহীত হইতে পারে না ; কারণ পরে "এষাম্" শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় প্রত্যক্ষ জীবাবিষ্ট ভূতগণকেই বুঝাইতেছে ; ত্রিবৃৎকরণের পূর্বে, অর্থাৎ মিশ্রিত হইয়া স্থূল হওয়ার পূর্বে মহাভূতগণ প্রত্যক্ষ হয় না।

বিশেষতঃ পরে (৬।৩।২) অত্রিবৃৎকৃত মহাভূতগণকে দেবতা বলা হইবে,—দেবতারা প্রত্যক্ষ নহেন।

২। স্বেদজ প্রভৃতি জীবেরা এই তিনেরই অন্তর্ভুক্ত। অণ্ড প্রভৃতিকে কারণ না বলিয়া অণ্ডজ প্রভৃতিকে কারণ বলা হইয়াছে ; ইহা শ্রুতির অভিরুচি। অধিকন্তু অণ্ড না থাকিলেও পক্ষী প্রভৃতি অণ্ডজ জীব হইতে নূতন অণ্ড উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টি হইতে পারে ; কিন্তু অণ্ডজাদি জীব না থাকিলে সৃষ্টি হয় না। অতএব অণ্ডজাদিই প্রকৃত কারণ।

সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ॥ ২.

[পূর্বে বলা হইয়াছে যে, জীবাবিষ্ট ভূত ব্রহ্মের কার্য। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, বিশিষ্টরূপে জীব ব্রহ্মের কার্য হইলেও স্বরূপতঃ সে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ; উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মই জীবরূপে জ্ঞাত হন। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা জীবজ্ঞান হওয়া সম্ভব, এবং এইরূপে একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানও সম্ভব। ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে এবং ভোগায়তন ভৌতিক সৃষ্টির জন্য নামরূপের অভিব্যক্তিও দর্শিত হইতেছে]—সা ইয়ম্ দেবতা (পূর্বোক্ত [৬।২।৩] এই সৎ) ঐক্ষত—হন্ত (আচ্ছা), [মহাভূত সৃষ্টির পরে এখন] অনেন (এই) আত্মনা (আপনা হইতে অভিন্ন) জীবেন (প্রাণবিধারক চৈতন্যের দ্বারা) ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ (এই তিন দেবতার, [তেজ, জল, ও পৃথিবীর] মধ্যে) অনুপ্রবিশ্য (প্রবেশ করিয়া) [ঐঃ ১।৩।১১-১৩] অহম্ নামরূপে (নাম ও রূপ) ব্যাকরবাণি (অভিব্যক্ত করি) ইতি। ২

"পূর্বোক্ত এই (সৎস্বরূপ) দেবতা ঈক্ষণ করিলেন, 'অধুনা আমি এই প্রাণধারক আত্মরূপে[১] এই তিন দেবতার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ অভিব্যক্ত করি।' ২

১। সৃষ্টির প্রাক্কালে সৎস্বরূপ ভগবানের মনে পূর্বসৃষ্টির স্মৃতির উদয় হইলে ঐ স্মৃতির সহিত তাঁহার মনে যে জীবের কথা উদ্বুদ্ধ হইল, সেই জীবরূপে। এই জীব উক্ত সতের আভাসমাত্র ; ভূত ও ইন্দ্রিয়ের সহিত চিদাত্মার সংসর্গ হইতে উহা উদ্ভূত। মুখ যেমন দর্পণে প্রতিবিম্বরূপে প্রবিষ্ট হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ প্রতিবিম্বরূপে বুদ্ধিদর্পণে প্রবিষ্ট হন—ইহা লোকসিদ্ধ প্রবেশ নহে। এই জন্য জীবের সুখদুঃখাদিতে ব্রহ্ম স্পৃষ্ট হন না।

তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ ॥ ৩

তাসাম্ (উক্ত তিন দেবতার) একৈকাম্ (প্রত্যেককে) ত্রিবৃতম্ ত্রিবৃতম্ (ত্রয়ীকৃত ত্রয়ীকৃত) করবাণি (করি) ইতি (এইরূপ [ঈক্ষণ করিয়া]) সা ইয়ম্ দেবতা (উক্ত এই দেবতা) ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ অনেনৈব জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য ([প্রতিবিম্ব অবলম্বনে সূর্যের জলে প্রবেশের ন্যায় প্রথমে বিরাট্‌পিণ্ডে এবং পরে দেবগণের দেহপিণ্ডে] প্রবেশ করিয়া) নামরূপে ("ইহার এই নাম, ইহার এই রূপ" ইত্যাদি) ব্যাকরোৎ (ব্যক্ত করিলেন)। ৩

"'উক্ত তিন দেবতার প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ[১] করিব,' এই চিন্তা করিয়া উক্ত এই দেবতা এই তিনটি দেবতার মধ্যে প্রাণবিধারক আত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিলেন। ৩

১। ত্রিবৃৎ-প্রক্রিয়াটি এইরূপ—প্রত্যেক মহাভূতকে প্রধানরূপে গ্রহণ করিয়া অপর অপ্রধান দুইটিকে তাহার সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে। যথা—(সূক্ষ্ম) তেজ $\frac{১}{২}$ + জল $\frac{১}{৪}$ + পৃথিবী $\frac{১}{৪}$ = স্থূল তেজ; (সূক্ষ্ম) পৃথিবী $\frac{১}{২}$ + তেজ $\frac{১}{৪}$ + জল $\frac{১}{৪}$ = স্থূল পৃথিবী; (সূক্ষ্ম) জল $\frac{১}{২}$ + তেজ $\frac{১}{৪}$ + পৃথিবী $\frac{১}{৪}$ = স্থূল জল। পঞ্চীকরণ-প্রক্রিয়াও এইরূপ (৬।২।৩এর টীকা)। যথা—আকাশ $\frac{১}{২}$ + বায়ু $\frac{১}{৮}$ + তেজ $\frac{১}{৮}$ + জল $\frac{১}{৮}$ + পৃথিবী $\frac{১}{৮}$ = স্থূল আকাশ; বায়ু $\frac{১}{২}$ + আকাশ $\frac{১}{৮}$ + তেজ $\frac{১}{৮}$ + জল $\frac{১}{৮}$ + পৃথিবী $\frac{১}{৮}$ = স্থূল বায়ু; অন্যান্য স্থূল ভূতের রচনাও এইরূপ। এই ত্রিবৃৎ-প্রক্রিয়া আবার দুই প্রকার—(১) শরীরে ত্রিবৃৎকরণ এবং (২) ঐ শরীরসমূহের বাহিরে মূল মহাভূতবর্গের ত্রিবৃৎকরণ। প্রথম প্রক্রিয়া পরে (৬।৫-৬ খণ্ডে) বর্ণিত হইবে। দ্বিতীয়টি বর্তমান খণ্ডে ও পরবর্তী খণ্ডে বর্ণিত হইতেছে।

তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোদ্ যথা তু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাস্ত্রিবৃৎ ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি তন্মে বিজানীহীতি ॥ ৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য তৃতীয়খণ্ডঃ ॥

তাসাম্ ত্রিবৃতম্ ত্রিবৃতম্ একৈকাম্ অকরোৎ (করিলেন)। তু (পরন্তু); সোম্য (হে শ্বেতকেতু), যথা (যে প্রকারে) ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ একৈকা (প্রত্যেকে) ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ ভবতি, তৎ (তাহা) মে (আমার সকাশে) বিজানীহি (বিদিত হও) ইতি। ৪

"তাহাদের প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিলেন। পরন্তু, হে সোম্য, এই তিনটি দেবতা যেরূপে প্রত্যেকে (শরীরসমূহের বাহিরে) ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হন, তাহা আমার সকাশে অবগত হও। ৪

ষষ্ঠাধ্যায়—চতুর্থ খণ্ড

(ত্রিবৃৎকৃত স্থূলভূত)

যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥ ১

[মহাভূতগণের ত্রিবৃৎকরণের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে]—যৎ (যাহা) [ত্রিবৃৎ-কৃত] অগ্নেঃ (অগ্নির) রোহিতম্ রূপম্ (রক্তবর্ণ) [বলিয়া পরিচিত] তৎ (তাহা) [অত্রিবৃৎকৃত] তেজসঃ (তেজের) রূপম্; যৎ [ত্রিবৃৎকৃত অগ্নির শুক্লম্ [রূপম্] তৎ [অত্রিবৃৎকৃত] অপাম্ (জলের) [রূপ]; যৎ [ত্রিবৃৎকৃত অগ্নির] কৃষ্ণম্ [রূপম্] তৎ [অত্রিবৃৎকৃত] অন্নস্য (পৃথিবীর) [রূপ]। [এই প্রকারে অগ্নিতে স্থিত রূপসমূহের বিবেক বা পৃথক্ পৃথক্ পরিচয় হওয়ায়, "রূপত্রয়কে বাদ দিয়া অগ্নি থাকে"—তোমার অগ্নিবিষয়ক এতাদৃশ যে বুদ্ধি ছিল] অগ্নেঃ (অগ্নি হইতে) [তোমার, শ্বেতকেতুর সেই] অগ্নিত্বম্ (অগ্নিত্ব, অগ্নিত্ববুদ্ধি) অপাগাৎ (দূরীভূত হইল) [বিবেক করার পূর্বে তোমার যাদৃশ অগ্নিবুদ্ধি এবং যাদৃশ অগ্নিশব্দের সহিত পরিচয় ছিল, তাহা অপসৃত হইল]; [কারণ] বাচারম্ভণম্ [ইত্যাদি ৬।১।৪], ত্রীণি রূপাণি ইতি এব (তিনটি রূপমাত্রই) সত্যম্ (সত্য)। ১

"(ত্রিবৃৎকৃত স্থূল) অগ্নিতে যে রক্তবর্ণ (দৃষ্ট হয়), উহাই (অত্রিবৃৎকৃত)

অগ্নির রূপ ; (স্থূল অগ্নিতে) যে শুক্লবর্ণ, উহাই (অত্রিবৃৎকৃত) জলের রূপ ; (স্থূল অগ্নিতে) যে কৃষ্ণবর্ণ, উহাই (অত্রিবৃৎকৃত) পৃথিবীর রূপ ;—এইরূপে অগ্নি হইতে তোমার অগ্নিত্ববুদ্ধি অপগত হইল ; কারণ সমস্ত বিকারই বাগবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র, কেবল তিনটি রূপই সত্য ।[1] ১

১। ত্রিবৃৎকৃত অগ্নির নাম ও ঐ অগ্নিবিষয়ক বুদ্ধি মিথ্যা। অত্রিবৃৎকৃত কারণগুলি—অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতত্রয় সত্য। রূপত্রয়ব্যতিরিক্ত কোনও স্থূল অগ্নি নাই।

যদাদিত্যস্য রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদাদিত্যাদাদিত্যত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥ ২

"আদিত্যে যে রক্তবর্ণ (দৃষ্ট হয়), উহাই তেজের রূপ ; (আদিত্যে) যে শুক্লবর্ণ, উহাই জলের রূপ ; (আদিত্যে) যে কৃষ্ণবর্ণ, উহাই পৃথিবীর রূপ ;—এইরূপে আদিত্য হইতে তোমার আদিত্যত্ববুদ্ধি অপগত হইল ; কারণ সমস্ত বিকারই বাগবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র, কেবল তিনটি রূপই সত্য। ২

যচ্চন্দ্রমসো রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাচ্চন্দ্রাচ্চন্দ্রত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥ ৩

"চন্দ্রে যে রক্তবর্ণ (দৃষ্ট হয়), উহা তেজের রূপ ; চন্দ্রে যে শুভ্রবর্ণ, উহা জলের ; (চন্দ্রে) যে কৃষ্ণবর্ণ, উহা পৃথিবীর ; এইরূপে চন্দ্র হইতে তোমার চন্দ্রত্ববুদ্ধি অপসৃত হইল ;—কারণ সমস্ত বিকারই বাগবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র, কেবল তিনটি রূপই সত্য। ৩

যদ্বিদ্যুতো রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ

কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদ্বিদ্যুতো বিদ্যুত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্॥ ৪

“বিদ্যুতে যে রক্তবর্ণ, উহা তেজের রূপ; যাহা শুভ্রবর্ণ, উহা জলের; যাহা কৃষ্ণবর্ণ, উহা পৃথিবীর;—এইরূপে বিদ্যুৎ হইতে তোমার বিদ্যুত্ত্ববুদ্ধি অপসৃত হইল; কারণ সমস্ত বিকারই বাগবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র, কেবল রূপ তিনটিই সত্য।”[১] ৪

১। এখানে অগ্নিবিষয়েই চারিটি উদাহরণ দেওয়া হইল; স্থূল জল ও পৃথিবী সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। রূপ অবলম্বনে ভূতগণের সহিত সহজেই পরিচয় হয় বলিয়া শব্দ, স্পর্শ, রস, ও গন্ধের অবতারণা না করিয়া রূপের সহায়েই ব্যাখ্যা করা হইল। যাহা হউক, ইহাই পাঞ্চভৌতিক জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট। কেন না স্থূল বস্তুমাত্রেরই কারণ অনুসন্ধান করিলে স্থূল অগ্নির অগ্নিত্বের ন্যায় জগতের জগত্ব চলিয়া যায়। পৃথিবীর কারণ গন্ধ; অতএব গন্ধ সত্য, পৃথিবী মিথ্যা। এইরূপে সূক্ষ্ম পঞ্চভূতও মিথ্যা, তাহাদের মূল কারণ সৎই একমাত্র সত্য—তাঁহার আর কারণ নাই। এইরূপে ব্রহ্মবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হইল (৬।১।৩)।

এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুঃ পূর্বে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়া ন নোঽদ্য কশ্চনাশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতমুদাহরিষ্যতীতি হ্যেভ্যো বিদাঞ্চক্রুঃ॥ ৫

এতৎ হ স্ম বৈ তৎ (পূর্বোক্ত এই ত্রিবৃৎকরণ) বিদ্বাংসঃ বৈ (জানিয়াই) পূর্বে (পূর্বতন) মহাশালাঃ মহাশ্রোত্রিয়াঃ আহুঃ (বলিয়াছিলেন), অদ্য (ইদানীং, সম্প্রতি) নঃ (আমাদের বংশের নিকট) কঃ চন (কেহই) অশ্রুতম্, অমতম্, অবিজ্ঞাতম্ ন উদাহরিষ্যতি (বলিতে পারিবে না) ইতি; হি (কারণ) [ঐ মহাশ্রোত্রিয়েরা] এভ্যঃ (এই তিনটি রূপের সহায়ে বা এই দৃষ্টান্তগুলিকে অবলম্বন করিয়া) [অবশিষ্ট স্থূল সমস্তই যে অনুরূপ মিথ্যা ও কারণই সত্য], [তাহা] বিদাঞ্চক্রুঃ (জ্ঞাত হইয়াছিলেন)। ৫

“পূর্বোক্ত ইহা জানিয়াই প্রাচীন মহাগৃহস্থ ও মহাশ্রোত্রিয়গণ বলিয়াছেন,

'সম্প্রতি আমাদের বংশীয়ের নিকট কেহই এমন কিছু বলিতে পারেন না, যাহা অশ্রুত, অচিন্তিত, বা অবিদিত।' (তাঁহারা এইরূপ বলিতে সমর্থ ছিলেন) কারণ এইগুলি হইতেই তাঁহারা (অবশিষ্ট সমস্তও যে এতাদৃশ, ইহা) অবগত হইয়াছিলেন।[১] ৫

১। সত্যের জ্ঞান লাভ হওয়ায় তাঁহারা সর্বজ্ঞ হইয়াছিলেন।

যদু রোহিতমিবাভূদিতি তেজসস্তদ্রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুর্যদু শুক্লমিবাভূদিত্যপাং রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুর্যদু কৃষ্ণমিবাভূদিত্যন্নস্য রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুঃ॥ ৬

[তাঁহারা অবশিষ্ট সমস্ত কিরূপে জানিয়াছিলেন, তাহা দেখান হইতেছে]—[সন্দেহস্থলে] যৎ উ (অপর যে কোনও রূপ) রোহিতম্ ইব অভূৎ ([প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞদের নিকট] রক্তবর্ণসদৃশ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল) তৎ (তাহা) [অত্রিবৃৎকৃত] তেজসঃ রূপম্ ইতি বিদাঞ্চক্রুঃ (তেজের রূপ, ইহা অবগত হইয়াছিলেন)। [অবশিষ্টাংশও অনুরূপ]। ৬

"(তাঁহাদের নিকট অপর) যে কোনওটি রক্তবর্ণের ন্যায় অনুভূত হইয়াছিল, তাহাকেও তাঁহারা তেজের রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন। যে কোনওটি শুক্লসদৃশ বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল, তাহাকে জলের রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন। যে কোনওটি কৃষ্ণসদৃশ বোধ হইয়াছিল, তাহাকে পৃথিবীর রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন। ৬

যদ্ববিজ্ঞাতমিবাভূদিত্যেতাসামেব দেবতানাং সমাস ইতি তদ্বিদাঞ্চক্রুর্যথা নু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎত্রিবৃদেকৈকা ভবতি তন্মে বিজানীহীতি॥ ৭

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য চতুর্থখণ্ডঃ॥

যৎ উ (যাহা কিছু) অবিজ্ঞাতম্ ইব (নামরূপের দ্বারা দুর্জ্ঞেয়, বিশেষ কোনও রূপ-বিহীন

বলিয়া) অভূৎ ইতি, এতাসাম্ দেবতানাম্ (এই দেবতাগণের) এব সমাসঃ (মিশ্রণ) ইতি তৎ বিদাঞ্চক্রুঃ। [বাহ্যবিষয় জানা হইল ; এখন] যথা খলু নু ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ [৬।৩।৪] পুরুষম্ (হস্তপদাদিলক্ষণ কার্যকরণসঙ্ঘাতকে) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) [অর্থাৎ পুরুষের দ্বারা ভুক্ত হইয়া] একৈকা [ইত্যাদি ৬।৩।৪ দ্রঃ]। ৭

"যে কোনওটি দুর্জ্ঞেয়স্বরূপ বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল, তাহাকে (তাঁহারা) এই দেবতাগণেরই মিশ্রণ বলিয়া জানিয়াছিলেন। (বাহ্য অগ্ন্যাদি জানা হইল; এখন) হে সোম্য, যেরূপে এই তিনটি দেবতা পুরুষের দ্বারা ভুক্ত হইয়া প্রত্যেকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হন, তাহা আমার নিকট অবগত হও। ৭

ষষ্ঠাধ্যায়—পঞ্চম খণ্ড

(শরীরে ত্রিবৃৎকরণ, অন্তঃকরণাদি ভৌতিক)

অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ ॥ ১

[নামরূপাকারে ব্যাকৃত দেবতাশরীরের তেজ, জল, ও পৃথিবীরূপ ত্রেধাত্ব বলা হইতেছে—৬।৩।৩, টীকা দ্রঃ]—অন্নম্ অশিতম্ (ভুক্ত) [হইয়া] ত্রেধা বিধীয়তে (তিন ভাগে বিভক্ত হয়)। তস্য (তাহার) যঃ (যেটি) স্থবিষ্ঠঃ (স্থূলতম) ধাতুঃ (অংশ) তৎ (উহা) পুরীষম্ (মল) ভবতি ; যঃ মধ্যমঃ তৎ মাংসম্ ; যঃ অণিষ্ঠঃ (অণুতম; সূক্ষ্মতম) তৎ মনঃ। ১

"অন্ন ভক্ষিত হইয়া ত্রিবিধাকারে পরিণত হয়। উহার যেটি স্থূলতম অংশ তাহা মলে, মধ্যমাংশ মাংসে, ও সূক্ষ্মতম অংশ মনে পরিণত হয়।[১] ১

১। মধ্যমাংশ তরল রুধিরাদিতে পরিণত হইয়া ক্রমে মাংস হয়; সূক্ষ্মাংশ ঊর্ধ্বে হৃদয়দেশে যাইয়া হিতানামক নাড়ীসকলে প্রবেশপূর্বক বাগাদি ইন্দ্রিয়ের স্থিতির কারণ হয় ও ঐ রূপে পরিশেষে ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠাতা মনের পুষ্টিসাধন করে। (বৃঃ ৪।৩।২০)।

আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তন্মূত্রং ভবতি যো মধ্যমস্তল্লোহিতং যোঽণিষ্ঠঃ স প্রাণঃ ॥ ২

"জল পীত হইয়া ত্রিবিধাকারে পরিণত হয়। তাহার যেটি স্থূলতম অংশ তাহা মূত্রে, যেটি মধ্যমাংশ তাহা রক্তে, ও যেটি সূক্ষ্মতম অংশ তাহা প্রাণে[১] পরিণত হয়। ২

১। প্রাণ জলের পূর্বে সৃষ্ট বলিয়া জলের বিকার নহে; তবে শরীরে অবস্থিতির জন্য উহা জলের উপর নির্ভর করে।

তেজোঽশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তদস্থি ভবতি যো মধ্যমঃ স মজ্জা যোঽণিষ্ঠঃ সা বাক্ ॥ ৩

"তেজ (অর্থাৎ তৈজস ঘৃতাদি) ভক্ষিত হইয়া ত্রিবিধ রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। তাহার যেটি স্থূলতম অংশ উহা অস্থিতে, যাহা মধ্যমাংশ উহা মজ্জায়, ও যাহা সূক্ষ্মতম অংশ উহা বাকে[১] পরিণত হয়। ৩

১। ঘৃতাদি তৈজস পদার্থ ভোজনে বাগ্মিতা হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য পঞ্চমখণ্ডঃ ॥

হি (এই হেতু)। ভূয়ঃ এব (পুনর্বার) ভগবান্ (আপনি) মা (আমাকে) বিজ্ঞাপয়তু (বুঝাইয়া দিন) ইতি। তথা [ইত্যাদি ৬।১।৭ দ্রঃ]। ৪

"অতএব, হে সোম্য (শ্বেতকেতু), মন অন্নময়, প্রাণ জলময়, এবং বাক্ তেজোময়ী।[১]" (শ্বেতকেতু বলিলেন)—"আপনি আমায় পুনরায় বুঝাইয়া দিন।[২]" (আরুণি) বলিলেন "হে সোম্য, তাহাই হউক। ৪

১। জাগতিক সকলেই ত্রিবৃৎকৃত অন্ন, জল, ও তেজ ভক্ষণ করে; অত্রিবৃৎকৃত অন্নাদি কেহ ভক্ষণ করিতে পারে না। সুতরাং যাহাই আহার করা হউক না কেন, তাহাতেই সকল ভূতের অংশ থাকিয়া যায়। এই কারণেই (স্থূল) জলমাত্র-ভোজী প্রাণীদেরও মনের ও বাকের ক্রিয়াদি আছে এবং অন্নমাত্র-ভোজী ইঁদুর প্রভৃতিরও বাক্ ও প্রাণের ক্রিয়া আছে। এইরূপে মনপ্রভৃতির অন্নাদিময়ত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় স্থির হইল যে, অন্তঃকরণাদিও ত্রিবৃৎকৃত, সকলেই বিকারী ও বিনাশী; একমাত্র সৎই সত্য। শ্বেতকেতু ইহা ঠিক ধারণা করিতে পারিলেন না।

২। শ্বেতকেতুর না বুঝিবার কারণ এই—মিশ্রিত তিনটি স্থূল ভূত একই ভৌতিক উদরে পড়িয়া তাহাদের সূক্ষ্মাংশের দ্বারা মন প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি করিবে, ইহা বুদ্ধিগম্য নহে। বিশেষতঃ, মন সর্বভূতের গুণের প্রকাশক হওয়ায় সকলের সূক্ষ্মাংশের দ্বারা নির্মিত হওয়া উচিত। সে কেন শুধু অন্নময় হইবে?

ষষ্ঠাধ্যায়—ষষ্ঠ খণ্ড

(কারণের একাংশে কার্যোৎপত্তি)

দধ্নঃ সোম্য মথ্যমানস্য যোঽণিমা স ঊর্ধ্বঃ সমুদীষতি তৎ সর্পির্ভবতি ॥ ১

[মিশ্র বস্তুর সূক্ষ্ম একাংশ যে অপরের কারণ হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত এই]—সোম্য, মথ্যমানস্য দধ্নঃ (দধি যখন মথিত হইতে থাকে, তখন তাহার) যঃ (যেটি) অণিমা (সূক্ষ্মাংশ,) সঃ (উহা) ঊর্ধ্বঃ [সন্] সমুদীষতি ([নবনীতরূপে] ঊর্ধ্বমুখী হইয়া উত্থিত হয়), তৎ (উহা) সর্পিঃ (ঘৃত) ভবতি। ১

"হে সোম্য, দধি যখন মথিত হয়, তখন তাহার যেটি সূক্ষ্মাংশ, উহা উপরে উঠে এবং উহা ঘৃতে পরিণত হয়। ১

এবমেব খলু সোম্যান্নস্যাশ্যমানস্য যোঽণিমা স ঊর্ধ্বঃ সমুদীষতি তন্মনো ভবতি ॥ ২

"হে সোম্য, ঠিক এইরূপেই ভক্ষ্যমাণ অন্নের যেটি সূক্ষ্মাংশ, তাহা উপরে উঠে এবং তাহা মনে পরিণত হয় (অর্থাৎ মনকে পুষ্ট করে)। ২

অপাং সোম্য পীয়মানানাং যোঽণিমা স ঊর্ধ্বঃ সমুদীষতি স প্রাণো ভবতি ॥ ৩

"হে সোম্য, পীয়মান জলের যেটি সূক্ষ্মাংশ, উহা উপরে উঠে এবং উহা প্রাণ হয়। ৩

তেজসঃ সোম্যাশ্যমানস্য যোঽণিমা স ঊর্ধ্বঃ সমুদীষতি সা বাগ্ ভবতি ॥ ৪

"হে সোম্য, ভোজ্যমান তেজের যেটি সূক্ষ্মাংশ, উহা উপরে উঠে এবং উহা বাক্ হয়। ৪

অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৫

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য ষষ্ঠখণ্ডঃ ॥

"অতএব, হে সোম্য, মন অন্নময়, প্রাণ জলময়, বাক্ তেজোময়।" (শ্বেতকেতু)—"আপনি পুনশ্চ আমায় বুঝাইয়া দিন।[১]" (আরুণি) —"হে সোম্য, তাহাই হউক। ৫

১। শ্বেতকেতুর ভাব এই—জল ও তেজের সূক্ষ্মাংশসম্বন্ধেও আপনার এই যুক্তি না হয় গ্রহণ করিলাম; কিন্তু একই হৃদয়দেশে অবস্থিত প্রাণ, মন, ও বাকের মধ্যে কেবল মনই অন্নময়; অপর দুইটি নহে—ইহা তো অবোধ্য।

ষষ্ঠাধ্যায়—সপ্তম খণ্ড

(অন্তঃকরণের অন্নময়ত্বে প্রমাণ)

ষোড়শকলঃ সোম্য পুরুষঃ পঞ্চদশাহানি মাঽশীঃ কামমপঃ পিবাপোময়ঃ প্রাণো ন পিবতো বিচ্ছেৎস্যত ইতি ॥ ১

[এখানে দর্শিত হইতেছে যে, প্রাণ বাক্ ও মনের মধ্যে কেবল মনই অন্নময়, অর্থাৎ অন্নের দ্বারা মনে শক্তি আহিত হয়। সেই মানসিক বীর্যকে ষোল ভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগকে একটি কলা বলা হয়; অতএব] সোম্য, পুরুষঃ ষোড়শকলঃ (ষোলটি কলা-বিশিষ্ট)। [মনের অন্নময়ত্ব বুঝিতে হইলে তুমি] পঞ্চদশ অহানি (পনর দিন) মা অশীঃ (আহার করিও না) [কিন্তু] কামম্ (যথেচ্ছ) অপঃ (জল) পিব (পান কর); [কারণ] প্রাণঃ আপোময়ঃ; পিবতঃ (যিনি জল পান করেন, তাঁহার) প্রাণঃ ন বিচ্ছেৎস্যতে (বিচ্ছিন্ন হয় না)। ইতি। ১

"হে সোম্য, পুরুষের ষোড়শ কলা আছে। পঞ্চদশ দিন আহার করিও না। তবে যথেচ্ছ জল পান করিও; কারণ প্রাণ জলময়;—যে জল পান করে, তাহার প্রাণবিয়োগ হয় না।[১]" ১

১। "ন পিবতঃ প্রাণঃ বিচ্ছেৎস্যতে" এইরূপ অন্বয় করিলে অর্থ—জলপান না করিলে প্রাণত্যাগ হয়।

স হ পঞ্চদশাহানি নাশাথ হৈনমুপসসাদ কিং ব্রবীমি ভো ইত্যৃচঃ সোম্য যজূংষি সামানীতি স হোবাচ ন বৈ মা প্রতিভান্তি ভো ইতি ॥ ২

সঃ (শ্বেতকেতু) পঞ্চদশ অহানি ন আশ (আহার করিলেন না); অথ (অনন্তর) এনম্ হ উপসসাদ (ইঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন)—ভোঃ, কিম্ ব্রবীমি (আমি কি বলিব) ইতি (এই বলিয়া)। সঃ উবাচ হ—সোম্য, ঋচঃ, যজূংষি, সামানি ইতি। [শ্বেতকেতু]—ভোঃ, মা (আমার নিকট) [উহারা] ন বৈ প্রতিভান্তি (মোটেই প্রতিভাত হইতেছে না) ইতি। ২

শ্বেতকেতু পনর দিন আহার করিলেন না। অনন্তর (ষোড়শ দিনে)

তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "পিতঃ, আমি কি বলিব ?" (পিতা) বলিলেন, "হে সোম্য, ঋক্‌, যজুঃ, ও সাম সকল উচ্চারণ কর।" (শ্বেতকেতু বলিলেন)—"পিতঃ, ঐ গুলি তো আমার মনে প্রতিভাত হইতেছে না।" ২

তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকোঽঙ্গারঃ খদ্যোতমাত্রঃ পরিশিষ্টঃ স্যাৎ তেন ততোঽপি ন বহু দহেদেবং সোম্য তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাঽতিশিষ্টা স্যাৎ তয়ৈতর্হি বেদান্ নানুভবস্যশানাথ মে বিজ্ঞাস্যসীতি ॥ ৩

তম্ উবাচ হ—সোম্য, [কাষ্ঠাদিদ্বারা] অভ্যাহিতস্য (পরিবর্ধিত) মহতঃ (বিশাল) অগ্নেঃ (অগ্নির) খদ্যোতমাত্রঃ (খদ্যোতপরিমিত) একঃ অঙ্গারঃ পরিশিষ্টঃ (অবশিষ্ট) [থাকিলে] যথা (যেমন) স্যাৎ (হয়)—তেন (উক্ত অঙ্গারের দ্বারা) ততঃ অপি (তাহা হইতেও) বহু (অধিকপরিমাণ) ন দহেৎ (দগ্ধ হয় না),—সোম্য, এবম্ (এইরূপ) তে (তোমার) ষোড়শানাম্ কলানাম্ একা কলা অতিশিষ্টা (অবশিষ্ট) স্যাৎ, তয়া এতর্হি (সম্প্রতি) বেদান্ (বেদসমূহ) ন অনুভবসি (অনুভব করিতে পারিতেছ না) ; অশান (ভক্ষণ কর), অথ মে (আমার) [কথা] বিজ্ঞাস্যসি (বুঝিতে পারিবে) ইতি। ৩

(পিতা) তাঁহাকে বলিলেন, "হে সোম্য, সুপ্রজ্বলিত বিশাল অগ্নির একটি অঙ্গার অবশিষ্ট থাকিলে যেমন হয়—উহার দ্বারা ততোধিক কিছুই দগ্ধ হয় না—হে সোম্য, তোমারও তেমনি ষোড়শ কলার মধ্যে একটি কলা অবশিষ্ট আছে ; সম্প্রতি তৎসহায়ে বেদসমূহ অনুভব করিতে পারিতেছ না। তুমি আহার কর, পরে আমার কথা বুঝিতে পারিবে।" ৩

স হাশাথ হৈনমুপসসাদ তং হ যৎ কিঞ্চ পপ্রচ্ছ সর্বং হ প্রতিপেদে ॥ ৪

সঃ হ আশ (ভক্ষণ করিলেন), অথ হ এনম্ উপসসাদ [৬।৭।২] ; তম্ হ যৎ কিম্ চ

(যাহা কিছুই) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন) সর্বম্ হ প্রতিপেদে (সকল বিষয়েই ব্যুৎপত্তি দেখাইলেন) । ৪

তিনি আহার করিলেন। অতঃপর ইঁহার সকাশে গমন করিলেন। (পিতা) তাঁহাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি সেই সকল বিষয়েই ব্যুৎপত্তি দেখাইলেন। ৪

তং হোবাচ যথা সোম্য মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকমঙ্গারং খদ্যোতমাত্রং পরিশিষ্টং তং তৃণৈরুপসমাধায় প্রাজ্বলয়েৎ তেন ততোঽপি বহু দহেৎ ॥ ৫

এবং সোম্য তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাঽতিশিষ্টাঽভূৎ সাঽন্নেনোপসমাহিতা প্রাজ্বালী তয়ৈতর্হি বেদাননুভবস্যন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি তদ্ধাস্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি ॥ ৬

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য সপ্তমখণ্ডঃ ॥

তম্ উবাচ হ—সোম্য, অভ্যাহিতস্য মহতঃ তম্ (উক্ত) পরিশিষ্টম্ একম্ খদ্যোত-মাত্রম্ [৬।৭।৩] অঙ্গারম্ (অঙ্গারকে) তৃণৈঃ (তৃণ সকলের দ্বারা) উপসমাধায় (সংযোজিত করিয়া) যথা [লোকে] প্রাজ্বলয়েৎ (সমুজ্জ্বল করে) [এবং তখন] তেন ততঃ অপি বহু দহেৎ [৬।৭।৩], এবম্, সোম্য, তে ষোড়শানাম্ কলানাম্ একা কলা অতিশিষ্টা অভূৎ (হইয়াছিল) ; সা (উক্ত কলা) অন্নেন (অন্নের দ্বারা) উপসমাহিতা (বর্ধিত [হইয়া]) প্রাজ্বালী (=প্রাজ্বালি, প্রজ্বালিত হইয়াছে) [পাঠান্তর—প্রাজ্বালীৎ=প্রোজ্বল হইয়াছে) তয়া এতর্হি বেদান্ অনুভবসি [৬।৭।৩]। অন্নময়ম্ [ইত্যাদি—৬।৫।৪]। অস্য (পিতার) তৎ হ ("মন অন্নময়" ইত্যাদি বাক্য) বিজজ্ঞৌ বুঝিতে পারিলেন) ইতি। [ত্রিবৃৎ-প্রকরণের সমাপ্তিসূচক দ্বিরুক্তি]। ৫-৬

(পিতা) তাঁহাকে বলিলেন, "হে সোম্য, সুপ্রজ্বলিত সেই বিশাল অগ্নির উক্ত অবশিষ্ট খদ্যোতপরিমিত অঙ্গারটিকে যদি তৃণসংযোগে বর্ধিত করা

হয়, তবে তদ্দ্বারা যেমন ততোধিক বহু বস্তুও দগ্ধ হয়, তেমনি, হে সোম্য, তোমার ষোড়শ কলার একটি মাত্র কলা অবশিষ্ট হইয়াছিল। সেই কলাটি অন্নসংযোগে প্রজ্বলিত হইয়াছে; তাহার দ্বারা অধুনা বেদসমূহ অনুভব করিতেছ। অতএব, হে সোম্য, মন অন্নময়, প্রাণ জলময়, এবং বাক্ তেজোময়।" পিতার বাক্য হইতে শ্বেতকেতু উহা অবগত হইলেন। ৫-৬

ষষ্ঠাধ্যায়—অষ্টম খণ্ড

(ব্রহ্ম সকলের অধিষ্ঠান)

উদ্দালকো হারুণিঃ শ্বেতকেতুং পুত্রমুবাচ স্বপ্নান্তং মে সোম্য বিজানীহীতি যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে স্বং হ্যপীতো ভবতি ॥ ১

ত্রিবৃৎকরণ-বিষয়ক অবান্তর প্রকরণ শেষ করিয়া সদ্-বিষয়ক মূল প্রকরণের অনুসরণ করা হইতেছে এবং সুষুপ্তিতে জীবের ব্রহ্মস্বরূপতা প্রদর্শিত হইতেছে]—উদ্দালকঃ হ আরুণিঃ শ্বেতকেতুম্ পুত্রম্ উবাচ—সোম্য, স্বপ্ন-অন্তম্ (স্বপ্নের মধ্য অর্থাৎ সুষুপ্তি বা স্বপ্নের সারাংশ অর্থাৎ সুষুপ্তি) মে (আমার সকাশে) বিজানীহি (অবগত হও)। যত্র (যে সময়) পুরুষঃ (মানুষ) স্বপিতি (সুষুপ্ত) এতৎ নাম (এই নাম) [প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যখন লোকে তাহাকে বলে, "ইনি ঘুমাইতেছেন"] তদা (তখন) সোম্য, [সে] সতা (সৎ-শব্দ-বাচ্য দেবতার সহিত) সম্পন্নঃ (সঙ্গত, একীভূত) ভবতি—স্বম্ (স্ব-স্বরূপকে) অপীতঃ (প্রাপ্ত) ভবতি; তস্মাৎ (সেই জন্য) এনম্ (ইহাকে) স্বপিতি ইতি (সুপ্ত এই নামে) [লোকে] আচক্ষতে (বলিয়া থাকে)—হি (কারণ) স্বম্ অপীতঃ ভবতি ইতি। ১

উদ্দালক আরুণি একদা পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন, "সোম্য, আমার সকাশে স্বপ্নের মর্ম অবগত হও। যখন বলা হয় যে, কেহ সুষুপ্ত হইয়াছেন,

তখন, হে সোম্য, তিনি সতের সহিত একীভূত হন এবং নিজ স্বরূপে গমন করেন।[১] সেই জন্য লোকে ইঁহাকে 'সুষুপ্ত' (স্বপিতি) এই শব্দে নির্দেশ করে, কেন না তখন তিনি স্ব-স্বরূপকে প্রাপ্ত হন।[২]" ১

১। পূর্বে ৬।৩।২ এর টীকায় দেখান হইয়াছে যে, অন্তঃকরণরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকেই জীব বলা হয়। দর্পণ অপসৃত হইলে প্রতিবিম্বটি যেমন মুখরূপেই অবস্থান করে, তেমনি সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণের লয় হইলে জীব নিজের স্বরূপ সদ্রূপেই অবস্থান করে। ইহা আত্যন্তিক মুক্তি নহে, কারণ এই অবস্থায়ও কর্মবীজ অবশিষ্ট থাকায় জীব পুনর্বার ফিরিয়া আসে।

২। শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেও দেখা গেল যে, স্বপিতি = আত্মপ্রাপ্তি।

স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বাঽন্যত্রায়তন-মলব্ধ্বা বন্ধনমেবোপশ্রয়ত এবমেব খলু সোম্য তন্মনো দিশং দিশং পতিত্বাঽন্যত্রায়তনমলব্ধ্বা প্রাণমেবোপশ্রয়তে প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মন ইতি ॥ ২

সঃ (উক্ত [সুষুপ্তিতে ব্রহ্মলাভ] বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই), যথা (যেমন) সূত্রেণ প্রবদ্ধঃ (সূত্রে আবদ্ধ) শকুনিঃ (পক্ষী) দিশম্ দিশম্ (বিভিন্ন দিকে) পতিত্বা (উড়িয়া) [বন্ধনস্থান ভিন্ন] অন্যত্র (অন্য কোথাও) আয়তনম্ (আশ্রয়) অলব্ধ্বা (না পাইয়া) বন্ধনম্ এব ([সূত্রের অপর প্রান্তের] বন্ধনস্থানকে) উপশ্রয়তে (আশ্রয় ক[illegible]), সোম্য, এবম্ এব খলু (ঠিক এইরূপই) তৎ মনঃ (উক্ত মন, অর্থাৎ মনে প্রবিষ্ট ও মনে উপহিত জীব) দিশম্ দিশম্ পতিত্বা, ([অবিদ্যা, কাম, ও কর্মের অনুযায়ী জাগরণ ও স্বপ্ন অবস্থায় সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া] ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া) অন্যত্র আয়তনম্ অলব্ধ্বা প্রাণম্ এব (প্রাণকেই, যিনি প্রাণের প্রাণ, কেঃ ১।২, সেই] সদাখ্য ব্রহ্মকেই) উপশ্রয়তে [বৃঃ ৪।৩।১৯]—হি, সোম্য, মনঃ প্রাণবন্ধনম্ (জীব ব্রহ্মে আশ্রিত) ইতি। ২

"উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন সূত্রে আবদ্ধ কোনও পক্ষী ইতস্ততঃ উড়িয়া অন্য কোথাও আশ্রয় না পাইয়া অবশেষে বন্ধনস্থানকেই আশ্রয় করে,

ঠিক তেমনি, হে সোম্য, উক্ত জীব (স্বপ্ন ও জাগরণে) ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া অন্য কোথাও আশ্রয় না পাইয়া আত্মাকেই আশ্রয় করে ; কারণ, হে সোম্য, জীব পরমাত্মাতেই আশ্রিত। ২

অশনাপিপাসে মে সোম্য বিজানীহীতি যত্রৈতৎ পুরুষোঽশিশিষতি নামাপ এব তদশিতং নয়ন্তে তদ্ যথা গোনায়োঽশ্বনায়ঃ পুরুষনায় ইত্যেবং তদপ আচক্ষতেঽশনায়েতি তত্রৈতচ্ছুঙ্গমুৎপতিতং সোম্য বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি ॥ ৩

[ব্রহ্মই জীবের মূল, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অধুনা দেখান হইতেছে যে, অন্নাদি কার্য-কারণ-পরম্পরা অবলম্বনে ব্রহ্মকেই জগৎকারণরূপে পাওয়া যায়]—সোম্য, মে অশনা-পিপাসে (=অশনায়া-পিপাসে, আহারেচ্ছা ও পানেচ্ছার তত্ত্ব) বিজানীহি ইতি (অবগত হও)—যত্র (যে সময়) পুরুষঃ (কোন ব্যক্তি) অশিশিষতি এতৎ-নাম [ভবতি] (খাইতে ইচ্ছুক, ক্ষুধার্ত, এই নামধারী হয় ; লোকে যখন বলে "এই ব্যক্তি খাইতে চায়") তৎ (সেই সময়) আপঃ এব (জলই) তৎ অশিতম্ (সেই ভুক্ত অন্নকে) নয়ন্তে (বহন করে, জীর্ণ করে), [অর্থাৎ জল ভুক্ত অন্নকে দ্রব করার পরে উহা জীর্ণ হইলে লোকে ক্ষুধার্ত হয়। তখন লোকে বলে, ইনি "অশিশিষতি"। বস্তুতঃ জলেরই নাম অশনায়া, এবং পুরুষের গৌণনাম অশিশিষতি]। তৎ (উক্ত বিষয়ে, জলই যে অশনায়া অর্থাৎ ভোজনেচ্ছা এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই)—যথা (যেমন) গোনায়ঃ (গোকে নয়নকারী, গোপাল), অশ্বনায়ঃ (অশ্বনেতা, অশ্বপাল), পুরুষনায়ঃ (পুরুষের নায়ক, সেনাপতি বা রাজা) ইতি (ইত্যাদি শব্দ আছে) এবম্ (তেমনি) তৎ (সেই সময়ে) অপঃ (জলকে) অশনায়া ইতি ([বহুবচনান্ত অশনায়াঃ শব্দের বিসর্গ ত্যাগ করিয়া] অশনায়া এই নামে) [লোকে] আচক্ষতে (বলে)। তত্র (অতএব) [অর্থাৎ ভক্ষিত অন্ন জলের দ্বারা পরিণত হইয়া দেহ গঠন করে বলিয়া] সোম্য, এতৎ শুঙ্গম্ (এই অঙ্কুরটিকে, [বীজ হইতে উদ্ভূত অঙ্কুরসদৃশ, কারণ হইতে উদ্ভূত কার্যরূপ] এই দেহকে) উৎপতিতম্ (উদ্গত, অপরের কার্যরূপে উদ্ভূত বলিয়া) বিজানীহি ; ইদম্ (ইহা) অমূলম্ (বিনা কারণে উৎপন্ন) ন ভবিষ্যতি (হইতে পারে না) ইতি। ৩

"হে সোম্য, আমার নিকট অশনায়া (ক্ষুধা) ও পিপাসার তথ্য অবগত

হও। কাহারও সম্বন্ধে যখন বলা হয় যে, ইনি (অশিশিষতি) ক্ষুধার্ত হইয়াছেন, তখন (ইহাই বুঝিতে হইবে যে), জলই উক্ত অন্নকে (যথাস্থানে) লইয়া যায়, (অর্থাৎ পরিপাক করে); (অতএব জলই অশনায়া-শব্দের বাচ্য)। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন গোনায় (অর্থাৎ গোপালক), অশ্বনায় (অর্থাৎ অশ্বপালক), পুরুষনায় (অর্থাৎ লোকনায়ক) ইত্যাদি (শব্দ আছে), তেমনি সেই সময়ে লোকে জলকে অশনায়া বলে। সুতরাং, হে সোম্য, এই (দেহরূপ) অঙ্কুরটিকে (কারণান্তর হইতে) উদ্‌গত বলিয়া জানিবে ; কেন না ইহা নিষ্কারণ হইতে পারে না।" ৩

তস্য ক্ক মূলং স্যাদন্যত্রান্নাদেবমেব খলু সোম্যান্নেন শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছাদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজো মূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ ॥ ৪

[শ্বেতকেতু জিজ্ঞাসা করিলেন—তস্য (উক্ত দেহের) মূলম্ (মূল) ক্ক (কোথায়) স্যাৎ (থাকিতে পারে)]? [পিতা উত্তর দিলেন]—[তস্য মূলম্] অন্নাৎ অন্যত্র (অন্ন ভিন্ন অন্য) [ক্ক স্যাৎ]? [অর্থাৎ অন্নই উহার কারণ]। সোম্য, এবম্ এব খলু (ঠিক এই-রূপেই) অন্নেন শুঙ্গেন (অন্নরূপ অঙ্কুর অবলম্বনে) অপঃ মূলম্ (জলরূপ মূলকে) অন্বিচ্ছ (অন্বেষণ কর, অবগত হও) ; সোম্য, অদ্ভিঃ (জলরূপ) শুঙ্গেন তেজঃ-মূলম্ অন্বিচ্ছ ; তেজসা (তেজোরূপ) শুঙ্গেন সৎ-মূলম্ (সৎস্বরূপ, পরমার্থ বস্তুরূপ কারণকে) অন্বিচ্ছ ; সোম্য, ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ (এই সকল স্থাবর জঙ্গম) সন্মূলাঃ (সৎকারণ হইতে উৎপন্ন), সৎ-আয়তনাঃ (সতে আশ্রিত), [এবং অন্তে] সৎ-প্রতিষ্ঠাঃ (সতে লীন হয়)। ৪

(শ্বেতকেতু), "এই দেহের কারণ কোথায়?" (পিতা) "অন্ন ভিন্ন কোথায় আবার এই দেহের কারণ থাকিতে পারে? হে সোম্য, ঠিক এই প্রকারেই অন্নরূপ অঙ্কুর অবলম্বনে জলরূপ মূলকে অবগত হও ; হে সোম্য, জলরূপ অঙ্কুর অবলম্বনে তেজোরূপ মূলকে অবগত হও ; হে সোম্য,

তেজোরূপ অঙ্কুর অবলম্বনে সদ্রূপ মূলকে অবগত হও। হে সোম্য, চরাচর এই সমস্তই সৎ হইতে উৎপন্ন, সতে আশ্রিত, ও সতে বিলীন হয়। ৪

অথ যত্রৈতৎ পুরুষঃ পিপাসতি নাম তেজ এব তৎ পীতং নয়তে তদ্ যথা গোনায়োঽশ্বনায়ঃ পুরুষনায় ইত্যেবং তত্তেজ আচষ্ট উদন্যেতি তত্রৈতদেব শুঙ্গমুৎপতিতং সোম্য বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি ॥ ৫

[জলরূপ অঙ্কুর অবলম্বনে সতের অনুসন্ধান করা হইতেছে]—অথ যত্র [ইত্যাদি ৬।৮।৩ দ্রঃ]। আচষ্টে ([লোকে] বলে)। উদন্যা (=উদন্যম্ [উদকম্ নয়তি ইতি], জলবাহক)। ৫

"আবার, কাহারও সম্বন্ধে লোকে যখন বলে যে, ইনি (পিপাসতি) পিপাসিত হইয়াছেন, (তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে), তেজই উক্ত পীত জলকে (যথাস্থানে) লইয়া যায়,[১] (অতএব তেজই উদন্যা শব্দের বাচ্য)। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন গোনায়, অশ্বনায়, পুরুষনায় ইত্যাদি (শব্দ দৃষ্ট হয়), তেমনি তৎকালে (লোকে) তেজকে উদন্যা বা (জলবাহক) নামে অভিহিত করে। সুতরাং, হে সোম্য, এই (জলরূপ) অঙ্কুরটিকে (কারণান্তর হইতে) উদ্গত বলিয়া জানিবে ; কেন না ইহা নিষ্কারণ হইতে পারে না। ৫

১। যখন পীত জলকে এবং জলীয় পদার্থে পরিণত অন্নকে তেজ বিশুষ্ক করে ও রক্তাদিতে পরিণত করে, তখন পিপাসা উপস্থিত হয়।

তস্য ক্ব মূলং স্যাদন্যত্রাদ্ভ্যোঽদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজো মূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠা যথা নু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎ ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি তদুক্তং

পুরস্তাদেব ভবত্যস্য সোম্য পুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্ ॥ ৬

তস্য [ইত্যাদি ৬।৮।৪ দ্রঃ]। যথা নু খলু (যে প্রকারে) সোম্য, ইমাঃ তিস্রঃ [ইত্যাদি ৬।৪।৭ দ্রঃ], তৎ (তাহা) পুরস্তাৎ এব (পূর্বেই ৬।৫ খণ্ডে) উক্তম্ ভবতি (উক্ত হইয়াছে)। [এখন মরণব্যাপার অবলম্বনে পুনর্বার সদ্রূপ তত্ত্ব বলা হইতেছে]—সোম্য, প্রয়তঃ (মুমূর্ষু) অস্য পুরুষস্য (এই পুরুষের) বাক্ মনসি (মনে) সম্পদ্যতে (উপসংহৃত হয়), মনঃ প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি (দৈহিক তেজে), তেজঃ (দৈহিক উষ্ণতা) পরস্যাম্ দেবতায়াম্ (পরম দেবতা ব্রহ্মে) [সম্পদ্যতে]। ৬

(পিতা) "জল ভিন্ন কোথায় আবার এই অন্নরূপ অঙ্কুরের মূল থাকিতে পারে ? হে সোম্য, জলরূপ অঙ্কুর অবলম্বনে তেজোরূপ মূল অন্বেষণ কর, তেজোরূপ অঙ্কুর অবলম্বনে সৎ-স্বরূপ মূলটি অবগত হও। হে সোম্য, চরাচর এই সমস্তই সৎ হইতে উৎপন্ন, সতে আশ্রিত, ও সতে বিলীন হয়। হে সোম্য, যেরূপে কিন্তু এই তিনটি দেবতা পুরুষের দ্বারা ভক্ষিত হইয়া প্রত্যেকে ত্রিবৃৎ হন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। হে সোম্য, এই পুরুষ যখন মুমূর্ষু হয়, তখন তাহার বাক্ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, এবং তেজ পরম দেবতায় উপসংহৃত হয়।[১] ৬

১। মরণকালে প্রথমে বাক্ রুদ্ধ হয় ; কিন্তু মনের ব্যাপার থাকে ; কারণ শ্রুতিতে আছে, "মনে যাহা চিন্তা করা হয়, তাহাই লোকে বাক্যে প্রকাশ করে।" পরে সুষুপ্তিকালের ন্যায় মন প্রাণে লীন হয়। সেই সময় মন না থাকার প্রমাণ এই যে, লোকে বলে, "ইনি কাহাকেও চিনিতে পারিতেছেন না।" ঐ প্রাণ আবার দৈহিক তেজে উপসংহৃত হয়। তখন দেহের উষ্ণতা লক্ষ্য করিয়া লোকে মনে করে যে, জীবন আছে। কিন্তু সর্বশেষে উষ্ণতাও ব্রহ্মে লীন হয়। দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখ যেমন দর্পণ ভঙ্গ হইলে সত্য মুখরূপেই অবশিষ্ট থাকে, তেমনি মনোরূপ উপাধির বিনাশ হইলে তাহাতে উপহিত জীবও সৎ-স্বরূপ হইয়া থাকে। "আমি সৎ ব্রহ্ম" ব্রহ্মজ্ঞানীর এই জ্ঞান থাকায় তিনি ঐ অবস্থা হইতে আর ফিরিয়া আসেন না ; কিন্তু জ্ঞানহীন ব্যক্তি নিদ্রা হইতে জাগরণের ন্যায় পুনর্বার ফিরিয়া আসে ও দেহ ধারণ করে।

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৭

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্যাষ্টমখণ্ডঃ ॥

[যে সদ্রূপ মূল হইতে উত্থিত হইয়া জীব দেহে প্রবেশ করে] সঃ যঃ (সেই যে সদাখ্য) এষঃ (এই) অণিমা (সূক্ষ্মতম মূল কারণ), ইদম্ সর্বম্ ঐতদাত্ম্যম্ (এই সব এতদাত্মক, অর্থাৎ তিনিই এই সমস্ত জগতের আত্মা) [তিনি ব্যতীত অন্য কোনও জীবাত্মা বা পরমাত্মা নাই, তাঁহারই দ্বারা সমস্ত জগৎ আত্মবান্, তদ্ভিন্ন বিকাররূপ সমস্ত মিথ্যা]। তৎ সত্যম্ (ঐ সদাখ্য কারণই সত্য); সঃ (সেই, সৎ) আত্মা (জগতের আত্মা, যাথাত্ম্য), ত্বম্ (তুমি) তৎ (সৎ, ব্রহ্ম) অসি (হও) [হে] শ্বেতকেতো ইতি। ভূয়ঃ [ইত্যাদি ৬।৫।৪ দ্রঃ]। ৭

"সেই যে (সদাখ্য) সূক্ষ্ম (কারণ) তাঁহারই দ্বারা এই সমস্ত জগৎ আত্মবান্;[১] তিনিই পরমার্থ সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমি সেই সৎ।" (শ্বেতকেতু)—"ভগবন্, আপনি আমায় পুনর্বার বুঝাইয়া দিন।[২]" (পিতা)—"হে সোম্য, তাহাই হউক।" ৭

১। "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"—জীব ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য নহে।

২। ৬।৮।১ ইত্যাদিতে বলা হইয়াছিল যে, সুষুপ্তি ও মরণে জীব সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। শ্বেতকেতুর সন্দেহ এই—"এইরূপই যদি হয়, তবে জীব তাহা জানে না কেন?"

ষষ্ঠাধ্যায়—নবম খণ্ড

(সুষুপ্তিতে ব্যক্তিত্বের অভাব)

যথা সোম্য মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি নানাত্যয়ানাং বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহারমেকতাং রসং গময়ন্তি ॥ ১

তে যথা তত্র ন বিবেকং লভন্তেঽমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্ম্যমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্মীত্যেবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহ ইতি ॥ ২

সোম্য, মধুকৃতঃ (মধুমক্ষিকাগণ) যথা মধু নিস্তিষ্ঠন্তি (প্রস্তুত করে)—নানাত্যয়ানাম্ (নানাদিকে অবস্থিত বা বিবিধফলপ্রসূ) বৃক্ষাণাম্ (বৃক্ষসমূহের) রসান্ (রস সকলকে) সমবহারম্ (সংগ্রহ করিয়া) রসম্ (রসকে) একতাম্ (একভাব) গময়ন্তি (প্রাপ্ত করায়) ; —যথা তে (সেই রস সকল) তত্র (সেই মধুমধ্যে) অহম্ অমুষ্য (অমুক) বৃক্ষস্য (বৃক্ষের) রসঃ, অহম্ অমুষ্য বৃক্ষস্য রসঃ অস্মি (হই) ইতি বিবেকম্ (এইরূপ পার্থক্যবোধ) ন লভন্তে (প্রাপ্ত হয় না), এবম্ এব খলু, সোম্য, ইমাঃ সর্বাঃ (এই সকল) প্রজাঃ (চরাচর জীব) [প্রলয়, সুষুপ্তি, বা মরণ কালে] সতি সম্পদ্য (সৎকে পাইয়াও) সতি সম্পদ্যামহে (আমরা সৎকে পাইয়াছি) ইতি ন বিদুঃ (ইহা জানে না)। ১-২

"হে সোম্য, (এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই)—মধুকরগণ যখন মধু প্রস্তুত করে, (অর্থাৎ) নানাবিধফল-প্রসূ বৃক্ষরাজির রসসমূহকে একত্র সংগ্রহ করিয়া উক্ত রসকে একভাবাপন্ন করে, তখন (যেমন) সেই মধুমধ্যস্থ রসসকল 'আমি অমুক গাছের রস, আমি অমুক গাছের রস,' এইরূপে নিজের পৃথক্ পরিচয় পায় না, ঠিক তেমনি, হে সোম্য, এই জীবগণ সৎস্বরূপকে পাইয়াও 'আমি সৎস্বরূপ হইয়াছি,' ইহা জানিতে পারে না। ১-২

ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ ভবন্তি তদাভবন্তি ॥ ৩

[যেহেতু নিজেকে সৎস্বরূপ না জানিয়াই সতের সহিত মিলিত হয়, অতএব] তে (উক্ত জীবগণ) ইহ (ইহলোকে) [সুষুপ্তি প্রভৃতির পূর্বে নিজের কর্মফল অনুযায়ী] ব্যাঘ্রঃ বা, সিংহঃ বা বৃকঃ (নেকড়ে) বা, বরাহঃ (শূকর) বা, কীটঃ বা পতঙ্গঃ বা, দংশঃ (ডাঁশ) বা, মশকঃ বা,—যৎ যৎ (যাহা যাহা) ভবন্তি (=বভূবুঃ, ছিল) তৎ (তাহা) আ-ভবন্তি ([ফিরিয়া আসিয়া] আবার হয়)। ৩

"উক্ত জীবগণ (নিদ্রাদির) পূর্বে ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ, বা মশক—যাহা যাহা ছিল, (নিদ্রাদির পরে) ফিরিয়া আসিয়াও তাহাই হইয়া থাকে।[১] ৩

১। সুষুপ্তি প্রভৃতিতে জীবগণ অজ্ঞানসমন্বিত থাকায় চক্রমধ্যস্থ রসেরই ন্যায় অচেতন ও পরস্পরের সহিত মিলিত থাকে ; সুতরাং ব্যক্তিত্ববোধ থাকে না। কিন্তু কর্মফল অবশিষ্ট থাকায়, অর্থাৎ অজ্ঞান বিনষ্ট না হওয়ায়, তাহারা ফিরিয়া আসে।

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয়ঃ এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি[১] তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৪

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য নবমখণ্ডঃ ॥

[অন্বয়ার্থাদি ৬।৮।৭এ দ্রষ্টব্য]। ৪

১। শ্বেতকেতুর পুনর্বার সন্দেহের হেতু এই—"গৃহ হইতে গৃহান্তরে গেলে পূর্বগৃহের স্মৃতি থাকে ; কিন্তু জাগ্রত ব্যক্তি সৎ হইতে আসিলে সতের স্মৃতি থাকে না কেন ?"

ষষ্ঠাধ্যায়—দশম খণ্ড

(সুষুপ্তিতে বিশেষ-জ্ঞানের অভাব)

ইমাঃ সোম্য নদ্যঃ পুরস্তাৎ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে পশ্চাৎ প্রতীচ্যস্তাঃ সমুদ্রাৎ সমুদ্রমেবাপিযন্তি স সমুদ্র এব ভবতি তা যথা তত্র ন বিদুরিয়মহমস্মীয়মহমস্মীতি ॥ ১

এবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহ ইতি ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো

বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্যদ্ ভবন্তি তদাভবন্তি ॥ ২

সোম্য, ইমাঃ প্রাচ্যঃ নদ্যঃ (এই পূর্বদিগ্‌বাহিনী নদীসকল) পুরস্তাৎ (পূর্বদিকে স্যন্দন্তে (প্রবাহিত হয়), প্রতীচ্যঃ (পশ্চিমবাহিনী নদীসকল) পশ্চাৎ (পশ্চিম দিকে) [প্রবাহিত হয়]। তাঃ (তাহারা) সমুদ্রাৎ (সমুদ্র হইতে [জলীয় বাষ্প বা মেঘরূপে উত্থিত হইয়া] সমুদ্রম্ এব অপিযন্তি (সমুদ্রেই লীন হয়)—সঃ সমুদ্রঃ এব ভবতি (তাহারা উক্ত সমুদ্রই হইয়া থাকে)। তত্র (সেখানে, সমুদ্রমধ্যে) তাঃ (উক্ত নদীসকল) যথা (যেমন) অহম্ ইয়ম্ অস্মি (আমি এই নদী), অহম্ ইয়ম্ অস্মি ইতি ন বিদুঃ (জানে না) এবম্ এব (এমনি) খলু, সোম্য, ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সতঃ আগম্য (সৎ হইতে আসিয়া) সতঃ আগচ্ছামহে (সৎ হইতে আসিয়াছি) ইতি ন বিদুঃ। তে ইহ [ইত্যাদি ৬।৯।৩ দ্রঃ]। ১-২

"হে সোম্য, এই পূর্ববাহিনী নদীসমূহ পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়, এবং পশ্চিম-বাহিনী নদীসমূহ পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়। তাহারা সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া সমুদ্রেই লীন হয়, এবং সমুদ্রস্বরূপই হইয়া থাকে। সমুদ্রমধ্যস্থ নদীসকল যেমন 'আমি অমুক নদী, আমি অমুক নদী,' এইরূপে নিজের পরিচয় পায় না, ঠিক তেমনি, হে সোম্য, এই জীবগণ সৎ হইতে আসিয়াও জানিতে পারে না, 'আমরা সৎ হইতে আসিয়াছি।' উক্ত জীবগণ পূর্বে ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ, বা মশক—যাহা যাহা ছিল, ফিরিয়া আসিয়াও তাহাই হইয়া থাকে। ১-২

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয়ঃ এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি[১] তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দশমখণ্ডঃ ॥

১। "জল হইতে উত্থিত বুদ্‌বুদ জলে বিলীন হইলে পুনরায় উত্থিত হয় না। সুতরাং ব্রহ্মে বিলীন হইলে জীব বিনষ্ট হইবে না কেন?"—ইহাই শ্বেতকেতুর সন্দেহ।

ষষ্ঠাধ্যায়—একাদশ খণ্ড

(জীব অবিনাশী)

অস্য সোম্য মহতো বৃক্ষস্য যো মূলেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেদ্ যো মধ্যেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেদ্ যোঽগ্রেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেৎ স এষ জীবেনাত্মনাঽনুপ্রভূতঃ পেপীয়মানো মোদমানস্তিষ্ঠতি ॥ ১

সোম্য, অস্য (এই সম্মুখবর্তী) মহতঃ (বহু শাখাযুক্ত) বৃক্ষস্য (বৃক্ষের) মূলে যঃ (যে কেহ) [যদি] অভ্যাহন্যাৎ (আঘাত করে) [তবে ঐ বৃক্ষ একটি আঘাতেই মরে না, উহা] জীবন্ (জীবিত থাকিয়াই) স্রবেৎ (রস ক্ষরণ করে) ; মধ্যে যঃ [ইত্যাদিও অনুরূপ]; সঃ এষঃ (উক্ত এই বৃক্ষটি) জীবেন আত্মনা (জীবাত্মা কর্তৃক) অনুপ্রভূতঃ (অনুব্যাপ্ত হইয়া) পেপীয়মানঃ ([জল ও মৃত্তিকার রস] পুনঃপুনঃ পান করিয়া (হর্ষান্বিত হইয়া) তিষ্ঠতি (বিদ্যমান আছে)। ১

"হে সোম্য, সম্মুখের এই বিশাল বৃক্ষের মূলে কেহ আঘাত করিলে বৃক্ষটি বাঁচিয়া থাকিয়াই রস ক্ষরণ করে ; মধ্যে কেহ আঘাত করিলে বৃক্ষটি বাঁচিয়া থাকিয়াই রস ক্ষরণ করে ; অগ্রভাগে কেহ আঘাত করিলে বৃক্ষটি বাঁচিয়া থাকিয়াই রস ক্ষরণ করে ; উক্ত এই বৃক্ষটি জীবাত্মা কর্তৃক অনুস্যূত বলিয়াই অবিরাম রস সংগ্রহ করিয়া সানন্দে বিদ্যমান আছে। ১

১। বিভিন্নাংশের রসক্ষরণ হইতে অনুমিত হয় যে, জীব সর্বত্র ব্যাপ্ত।

অস্য যদেকাং শাখাং জীবো জহাত্যথ সা শুষ্যতি দ্বিতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি তৃতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি সর্বং জহাতি সর্বঃ শুষ্যতীতি ॥ ২

[বৃক্ষটি জীবের দ্বারা অনুব্যাপ্ত ; কারণ] যৎ (যখন) জীবঃ অস্য (উহার) একাম্ শাখাম্ (একটি শাখাকে) জহাতি (ত্যাগ করে, উক্ত অংশ হইতে আপনাকে সঙ্কুচিত করে) অথ (তদনন্তর) সা (সেই শাখা) শুষ্যতি (শুকাইয়া যায়) ; দ্বিতীয়াম্ [ইত্যাদিও অনুরূপ]; সর্বম্ (সমস্ত বৃক্ষকে) জহাতি, সর্বঃ শুষ্যতি ইতি। ২

"জীব এই বৃক্ষের একটি শাখাকে ত্যাগ করিলে[1] উহা শুকাইয়া যায়; দ্বিতীয় একটিকে ত্যাগ করিলে উহাও শুকাইয়া যায়; তৃতীয় আর একটিকে ত্যাগ করিলে উহাও শুকাইয়া যায়; সমগ্র বৃক্ষকে ত্যাগ করিলে সমগ্রই শুকাইয়া যায়।" ২

১। শাখাবিশেষ রোগগ্রস্ত হইলে বা বায়ু প্রভৃতি দ্বারা ভগ্ন হইলে, তাহা হইতে প্রাণ উপসংহৃত হয়। সুতরাং বাক্, মন, প্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহে অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া প্রাণের সহিত জীবও উপসংহৃত হয়। জীবের কর্মফলানুযায়ী আহার ও পান হইয়া থাকে। ঐ পানাহার রসরূপে পরিণত হইয়া জীবের অবস্থিতির সাক্ষ্য দান করে। কোনও শাখাবিশেষ ভগ্ন হওয়ার মত উপযুক্ত কর্মফল যখন প্রবল হয়, জীব তখন ঐ শাখাটি ত্যাগ করে, এবং রসাভাবে শাখা শুকাইয়া যায়।

এবমেব খলু সোম্য বিদ্ধীতি হোবাচ জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়ত ইতি স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্যৈকাদশখণ্ডঃ ॥

[জীবাধিষ্ঠিত বৃক্ষকে যেরূপ জীবিত বলা হয় এবং জীবত্যক্ত বৃক্ষকে মৃত বলা হয়] এবম্ এব খলু (ঠিক তেমনি), সোম্য, বিদ্ধি (জানিও) ইতি উবাচ হ—জীবাপেতম্ (জীবপরিত্যক্ত) বাব কিল (অবশ্যই) ইদম্ (এই দেহ) ম্রিয়তে (মরে), জীবঃ (জীব) ন ম্রিয়তে (মরে না) ইতি। [অপরাংশ ৬।৮।৭ দ্রঃ]। ৩

(পিতা) বলিলেন, "হে সোম্য, ঠিক এইরূপই জানিও—জীববিযুক্ত হইয়াই এই শরীর মরে, জীব মরে না।[1] (অপরাংশ ৬।৮।৭ দ্রঃ)।[2] ৩

১। সুষুপ্তি হইতে জাগিয়া লোকে অসমাপ্ত কার্য স্মরণপূর্বক তাহা পুনর্বার সম্পাদন করে। সদ্যোজাত শিশুর স্তন্যপান হইতেও অনুমান হয় যে, উহা তাহার পূর্বজন্মের সংস্কার। বেদেও দেখা যায় যে, জীবের পারলৌকিক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াই পরজন্মে উপভোগ্য ফল-

লাভের জন্য বৈদিক কর্ম বিহিত হইয়াছে। অতএব স্থির হইল যে, জীব অমর, দেহেরই মরণাদি অবস্থাবিপর্যয় হয়।

২। শ্বেতকেতুর বর্তমান আশঙ্কা এই—"আত্মা অণুপরিমাণ ও নামরূপবিহীন। তাহা হইতে নামরূপবিশিষ্ট সুবিশাল জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইবে?"

ষষ্ঠাধ্যায়—দ্বাদশ খণ্ড

(সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের উৎপত্তি)

ন্যগ্রোধফলমত আহরেতীদং ভগব ইতি ভিন্ধীতি ভিন্নং ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীত্যণ্ব্য ইবেমা ধানা ভগব ইত্যাসামঙ্গৈকাং ভিন্ধীতি ভিন্না ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীতি ন কিঞ্চন ভগব ইতি ॥ ১

অতঃ (এই [সুবিশাল] বৃক্ষ হইতে) ন্যগ্রোধফলম্ (বটফল) আহর (লইয়া আস) ইতি। ইদম্ ভগবঃ (এই যে, ভগবন্) ইতি। ভিন্ধি (ভাঙ্গ) ইতি। ভিন্নম্ (ভাঙ্গা হইয়াছে) ভগবঃ ইতি। অত্র (ইহাতে) কিম্ পশ্যসি (কি দেখিতেছ) ইতি। অণ্ব্যঃ ইব (অণুসদৃশ) ইমাঃ ধানাঃ (এই বীজসকল) ভগবঃ ইতি। অঙ্গ (হে বৎস), আসাম্ (ইহাদের) একাম্ (একটিকে) ভিন্ধি ইতি। ভগবঃ, ভিন্না (ভাঙ্গা হইয়াছে) ইতি। অত্র কিম্ পশ্যসি ইতি। ভগবঃ, ন কিম্ চন (কিছুই না)। ১

(পিতা) "এই (সুবিশাল বট) বৃক্ষ হইতে একটি বটফল আহরণ কর।" (শ্বেতকেতু)—"এই যে ভগবন্।" (পিতা)—"ভাঙ্গ।" (শ্বেতকেতু)—"ভগবন্, ভাঙ্গা হইয়াছে।" (পিতা)—"ইহাতে কি দেখিতেছ?" (শ্বেতকেতু)—"ভগবন্, অণুর ন্যায় এই বীজসকল।" (পিতা)—"ইহাদের একটি ভাঙ্গ।" (শ্বেতকেতু)—"ভগবন্, ভাঙ্গা হইয়াছে।" (পিতা)—"ইহাতে কি দেখিতেছ?" (শ্বেতকেতু)—"কিছুই না, ভগবন্।" ১

তং হোবাচ যং বৈ সোম্যৈতমণিমানং ন নিভালয়স এতস্য বৈ সোম্যৈষোঽণিম্ন এবং মহান্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি শ্রদ্ধৎস্ব সোম্যেতি ॥ ২

তম্ উবাচ হ—সোম্য, এতম্ যম্ বৈ অণিমানম্ (বীজের এই যে সূক্ষ্মাবস্থা) ন নিভালয়সে (দেখিতেছ না) এতস্য বৈ অণিম্নঃ (এই সূক্ষ্মাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া) এষঃ মহান্যগ্রোধঃ এবম্ (এইরূপে) তিষ্ঠতি (বিদ্যমান আছে) ; সোম্য, শ্রদ্ধৎস্ব (শ্রদ্ধাবান্ হও) ইতি। ২

(পিতা) তাঁহাকে বলিলেন, "হে সোম্য, বীজের এই যে সূক্ষ্মাংশটি দেখিতেছ না, এই সূক্ষ্মাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া এই মহাবট-বৃক্ষটি এইরূপে বিদ্যমান আছে। হে সোম্য, শ্রদ্ধা অবলম্বন কর।[১]" ২

১। যুক্তি ও শ্রুতিসহায়ে প্রমাণিত হইল যে, নামরূপহীন সূক্ষ্ম কারণ হইতে নামরূপাত্মক স্থূল জগৎ উৎপন্ন হয়। তথাপি শ্রদ্ধা অতীব প্রয়োজনীয়। শ্রদ্ধা না থাকিলে এই তত্ত্ব বুদ্ধিতে আরূঢ় হয় না।

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি[১] তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দ্বাদশখণ্ডঃ ॥

১। "সৎই যদি জগতের মূল হন, তবে তাহা প্রত্যক্ষ হয় না কেন?"—ইহাই শ্বেতকেতুর আশঙ্কা।

ষষ্ঠাধ্যায়—ত্রয়োদশ খণ্ড

(বিদ্যমান বস্তুর অপ্রত্যক্ষতা)

লবণমেতদুদকেঽবধায়াথ মা প্রাতরুপসীদথা ইতি স তথা চকার তং হোবাচ যদ্দোষা লবণমুদকেঽবাধা অঙ্গ তদাহরেতি তদ্ধাবমৃশ্য ন বিবেদ ॥ ১

যথা বিলীনমেবাঙ্গাস্যান্তাদাচামেতি কথমিতি লবণমিতি মধ্যাদাচামেতি কথমিতি লবণমিত্যন্তাদাচামেতি কথমিতি লবণমিত্যভিপ্রাস্যৈতদথ মোপসীদথা ইতি তদ্ধ তথা চকার তচ্ছশ্বৎ সংবর্ত্ততে তং হোবাচাত্র বাব কিল সৎ সোম্য ন নিভালয়সেঽত্রৈব কিলেতি ॥ ২

এতৎ লবণম্ (এই লবণ) উদকে (জলে) অবধায় (ফেলিয়া) অথ প্রাতঃ (কল্য সকালে) মা (আমার নিকট) উপসীদথাঃ (আসিও) ইতি। সঃ তথা (সেইরূপ) চকার (করিলেন)। তম্ উবাচ হ—অঙ্গ, দোষা (রাত্রে) যৎ লবণম্ (যে লবণ) উদকে অবাধাঃ (ফেলিয়াছিলে) তৎ আহর ইতি। তৎ হ (উহা) অবমৃশ্য (অনুসন্ধান করিয়া) ন বিবেদ (জানিলেন না)—যথা বিলীনম্ এব (যদিও [উহা জলেই] বিলীনরূপে বিদ্যমান ছিল)। অঙ্গ, অস্য (এই জলের) অন্তাৎ (উপরিভাগ হইতে) আচাম (আচমন কর) কথম্ (কিরূপ) [আস্বাদ]? ইতি। লবণম্ (লবণাক্ত) ইতি। মধ্যাৎ (মধ্যভাগ হইতে), অন্তাৎ (অধোভাগ হইতে)—[অপরাংশ পূর্ববৎ]। এতৎ (এই জল) অভিপ্রাস্য (পরিত্যাগ করিয়া) অথ (অতঃপর) মা উপসীদথাঃ ইতি। তৎ হ (তখন) তথা (সেইরূপ) চকার (করিলেন) [এবং] "তৎ (উক্ত লবণ) শশ্বৎ (সর্বদা) সংবর্ত্ততে (সম্যক্ বিদ্যমান আছে)" [এই কথা বলিতে বলিতে ফিরিলেন]। তম্ (তাঁহাকে) [পিতা] উবাচ হ—সোম্য, [যেমন] অত্র বাব কিল (এই জলমধ্যেই) সৎ (বিদ্যমান [লবণকে]) ন নিভালয়সে ([চক্ষুদ্বারা] দেখিতে পাও না) [তেমনি] অত্র এব কিল (এই দেহেই) [তেজ, জল, ও অন্নের পরিণামভূত দেহরূপ অঙ্কুরে ইন্দ্রিয়দ্বারা অবিজ্ঞাতরূপে] সৎ (ব্রহ্ম [বিদ্যমান আছেন]। ১-২

(পিতা)—"এই লবণ জলে ফেলিয়া প্রাতঃকালে আমার নিকট আসিও।" শ্বেতকেতু তাহাই করিলেন। পিতা তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস, রাত্রে যে লবণ জলে ফেলিয়াছিলে, তাহা লইয়া আস।" তিনি উহা অনুসন্ধান করিয়াও পাইলেন না, যদিও উহা জলেই বিলীন হইয়া বিদ্যমান ছিল। (পিতা)—"বৎস, এই জলের উপরিভাগ হইতে আচমন কর; কিরূপ বোধ হইতেছে?"

"লবণাক্ত।" "মধ্যভাগ হইতে আচমন কর; কিরূপ বোধ হইতেছে?" "লবণাক্ত।" "অধোভাগ হইতে আচমন কর; কিরূপ বোধ হইতেছে?" "লবণাক্ত।" "এই জল ফেলিয়া দিয়া আমার নিকট আসিয়া বস।" শ্বেতকেতু তখন তাহাই করিলেন, (এবং) "উক্ত লবণ সর্বদাই বিদ্যমান ছিল," (এই কথা বলিতে বলিতে ফিরিলেন)। পিতা তাঁহাকে বলিলেন, "এই জলের মধ্যেই বিদ্যমান থাকিলেও যেমন তুমি লবণকে দেখিতে পাও নাই, তেমনি, হে সোম্য, এই দেহমধ্যেই সৎ (ব্রহ্ম) বিদ্যমান আছেন।" ১-২

১। জলে বিলীন লবণকে চক্ষে দেখা যায় না বা স্পর্শদ্বারা জানা যায় না বটে; কিন্তু উপায়ান্তরদ্বারা অর্থাৎ জিহ্বাদ্বারা আস্বাদ করিয়া, জানা যায়। তেমনি জগতের মূল সৎ ব্রহ্ম এই দেহে বিদ্যমান থাকিলেও ইন্দ্রিয়াদির অগ্রাহ্য; কিন্তু তাঁহাকে জানার উপায়ান্তর আছে।

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি[১] তথা সোম্যেতি হোবাচ॥ ৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য ত্রয়োদশখণ্ডঃ॥

১। "জগৎকারণকে উপলব্ধি করিবার উক্ত উপায়ান্তরটি কি?"—ইহাই শ্বেতকেতুর জিজ্ঞাস্য।

ষষ্ঠাধ্যায়—চতুর্দশ খণ্ড

(ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়)

যথা সোম্য পুরুষং গন্ধারেভ্যোঽভিনদ্ধাক্ষমানীয় তং ততোঽতিজনে বিসৃজেৎ স যথা তত্র প্রাঙ্ বোদঙ্ বাঽধরাঙ্ বা প্রত্যঙ্ বা প্রধ্মায়ীতাভিনদ্ধাক্ষ আনীতোঽভিনদ্ধাক্ষো বিসৃষ্টঃ॥ ১

সোম্য, যথা (যেমন) গন্ধারেভ্যঃ (গন্ধারদেশ হইতে) অভিনদ্ধাক্ষম্ পুরুষম্ (বদ্ধ-চক্ষু [এবং বদ্ধহস্ত] কাহাকেও) আনীয় (আনিয়া) [কোনও ডাকাত] তম্ (তাহাকে) ততঃ (তদপেক্ষা) অতিজনে ([অতিগত জন যাহা হইতে, এইরূপ] নির্জন স্থানে) বিসৃজেৎ (ত্যাগ করে), সঃ (সেই ব্যক্তি) যথা তত্র (সেখানে, ঐ নির্জন দেশে) [দিগ্ভ্রান্ত হইয়া] প্রাঙ্ বা (পূর্বমুখ বা) উদঙ্ বা (উত্তরমুখ) অধরাঙ্ বা (দক্ষিণমুখ) প্রত্যঙ্ বা (অথবা পশ্চিমমুখ) [হইয়া] প্রধ্মায়ীত (চীৎকার করে)—[আমি] অভিনদ্ধাক্ষঃ আনীতঃ, অভিনদ্ধাক্ষঃ বিসৃষ্টঃ (পরিত্যক্ত হইয়াছি)। ১

"হে সোম্য, কাহারও চক্ষু বন্ধনপূর্বক তাহাকে গন্ধারদেশ হইতে আনিয়া তদপেক্ষা নির্জনস্থানে ছাড়িয়া দিলে, সে যেমন (দিগ্ভ্রান্ত হইয়া) কখনও পূর্বমুখে, কখনও উত্তরমুখে, কখনও দক্ষিণমুখে, কখনও বা পশ্চিমমুখে এই বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে, 'আমায় বদ্ধচক্ষু অবস্থায় এখানে আনিয়াছে এবং বদ্ধচক্ষু অবস্থায়ই ফেলিয়া গিয়াছে।' ১

তস্য যথাভিনহনং প্রমুচ্য প্রব্রূয়াদেতাং দিশং গন্ধারা এতাং দিশং ব্রজেতি স গ্রামাদ্ গ্রামং পৃচ্ছন্ পণ্ডিতো মেধাবী গন্ধারানেবোপসম্পদ্যেতৈবমেবেহাচার্যবান্ পুরুষো বেদ তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্য ইতি ॥ ২

[তখন] তস্য (উক্ত বদ্ধ ব্যক্তির) অভিনহনম্ ([চক্ষুর] বন্ধন) প্রমুচ্য (মুক্ত করিয়া) যথা (যেমন) প্রব্রূয়াৎ ([কেহ] বলে)—এতাম্ দিশম্ (এই দিকে) গন্ধারাঃ (গন্ধার দেশ), এতাম্ দিশম্ ব্রজ (চল) ইতি। সঃ (সে) গ্রামাৎ গ্রামম্ (গ্রাম হইতে গ্রামান্তরের বিষয়ে) পৃচ্ছন্ (জিজ্ঞাসা করিয়া) পণ্ডিতঃ (জ্ঞানী, উপদেশযুক্ত) [এবং] মেধাবী (প্রাজ্ঞ, পরোপদিষ্ট বিষয়ের অবধারণে সমর্থ) [হইয়া] গন্ধারান্ এব (গন্ধারদেশেই) উপসম্পদ্যেত (উপস্থিত হয়),—এবম্ এব (ঠিক এমনি) ইহ (এই সংসারে) আচার্যবান্ পুরুষঃ (গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট ব্যক্তি) বেদ (জানেন)। তস্য (তাঁহার) [সৎ-স্বরূপ আত্মলাভে] তাবৎ এব চিরম্ (ততক্ষণই বিলম্ব হইবে) যাবৎ (যতক্ষণ) ন বিমোক্ষ্যে (= ন বিমোক্ষ্যতে, [দেহ হইতে]

বিমুক্ত হইবেন)। [যখনই দেহ হইতে মুক্ত হইবেন] অথ (তখনই) সম্পৎস্যে (= সম্পৎস্যতে, [সতের সহিত] অভিন্নতা প্রাপ্ত হন) ইতি। ২

"তখন তাহার বন্ধন মোচন করিয়া কেহ যদি বলে, 'এই দিকে গন্ধারদেশ, এই দিকে গমন কর,' তবে (তখন) সেই উপদেশপ্রাপ্ত মেধাবী ব্যক্তি যেমন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া গন্ধার দেশেই উপস্থিত হয় ;— ঠিক তেমনি এই সংসারে প্রবিষ্ট ব্যক্তি গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া (ব্রহ্ম) জ্ঞান লাভ করেন। যতক্ষণ তিনি দেহমুক্ত না হন, ততক্ষণই তাঁহার (ব্রহ্মলীন হওয়ার) বিলম্ব হয় ; অতঃপর অবিলম্বে তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন।[১] ২

১। কর্ম প্রধানতঃ দুই প্রকার—(১) প্রবৃত্তফল (যে কর্ম ফলদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে), অর্থাৎ যে কর্মের ফল ভোগের জন্য বর্তমান দেহ হইয়াছে, এবং (২) অপ্রবৃত্তফল (যাহা ফলদানে প্রবৃত্ত হয় নাই), অর্থাৎ যে কর্মের ফল পূর্ব পূর্ব জন্মে সঞ্চিত হইয়াছে এবং বর্তমান জীবনে জ্ঞানলাভের পূর্বে অর্জন করা হইয়াছে। জ্ঞানলাভ হইলে এই দ্বিতীয় প্রকার কর্মের ফলই নষ্ট হয় ; প্রথমোক্তটির অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্মের ফল নষ্ট হয় না—উহা ভোগের দ্বারাই বিনাশ্য। উক্ত জ্ঞানীর দেহপাতের পূর্বেই ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ বিনষ্ট হয় এবং দেহপাতের পর আর জন্ম হয় না। তাঁহার দেহপাত ও ব্রহ্মলাভের মধ্যে কোনও কালবিলম্ব নাই, উহা তৎক্ষণাৎ হইয়া থাকে।

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি[১] তথা সোম্যেতি হোবাচ॥ ৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য চতুর্দশখণ্ডঃ॥

১। স্থির হইয়াছে যে, জ্ঞান অনর্থক নহে ; কারণ উহার দ্বারা অবিদ্যাদির নিবৃত্তি হয়। জ্ঞানের ফল অনৈকান্তিকও নহে ; কারণ উহার কোনও অন্তরায় নাই। এখন শ্বেতকেতুর সন্দেহ এই, "জ্ঞানী কি অর্চিরাদি মার্গে গমন করিয়া মুক্ত হন, কিংবা এই দেহেই মুক্ত হন ?"

ষষ্ঠাধ্যায়—পঞ্চদশ খণ্ড

(জ্ঞানীর দেহত্যাগ ও সৎসম্পত্তির ক্রম)

পুরুষং সোম্যোতোপতাপিনং জ্ঞাতয়ঃ পর্যুপাসতে জানাসি মাং জানাসি মামিতি তস্য যাবন্ন বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং তাবজ্জানাতি ॥ ১

সোম্য, উত জ্ঞাতয়ঃ (আত্মীয়গণ) উপতাপিনম্ (জ্বরাদি-সন্তপ্ত) পুরুষম্ পর্যুপাসতে (ব্যক্তিকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করে)—মাম্ জানাসি (আমায় চিন কি), মাম্ জানাসি—ইতি (এইরূপ বলিয়া)। যাবৎ (যতক্ষণ) তস্য (তাহার) বাক্ মনসি [ইত্যাদি ৬।৮।৬ দ্রঃ], তাবৎ (ততক্ষণ) জানাতি (চিনিতে পারে)। ১

"হে সোম্য, মানুষ যখন রোগক্লিষ্ট হয়, তখন জ্ঞাতিগণ এই বলিতে বলিতে তাহাকে ঘিরিয়া বসে, 'আমায় চিনিতেছ কি? আমায় চিনিতেছ কি?' যতক্ষণ তাহার বাক্ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, এবং তেজ পরম দেবতায় উপসংহৃত না হয়, ততক্ষণই সে চিনিতে পারে। ১

অথ যদাঽস্য বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়ামথ ন জানাতি ॥ ২

"অনন্তর যখন তাহার বাক্ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, এবং তেজ পরম দেবতায় উপসংহৃত হয়, তখন সে চিনিতে পারে না।[১] ২

১। বিদ্বানের দেহত্যাগ ও অবিদ্বানের দেহত্যাগ একই রূপ। তবে বিদ্বানের পুনর্জন্ম নাই, অবিদ্বানের কর্মফলানুসারে পুনর্জন্ম হয়। বিদ্বান্ অর্চিরাদি মার্গে গমন করেন না, এই দেহেই তিনি মুক্ত হন।

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি[১] তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥ ৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য পঞ্চদশখণ্ডঃ ॥

১। "সতে গমন (অর্থাৎ সাধারণ দৃষ্টিতে দেহত্যাগ) উভয়ের পক্ষে একইরূপ হইলেও বিদ্বান্ ফিরেন না, অথচ অবিদ্বান্ ফিরেন—এই অসামঞ্জস্যের কারণ কি ?"—ইহাই শ্বেতকেতুর জিজ্ঞাস্য।

ষষ্ঠাধ্যায়—ষোড়শ খণ্ড

(ব্রহ্মজ্ঞের অপুনরাবৃত্তি)

পুরুষং সোম্যোত হস্তগৃহীতমানয়ন্ত্যপহার্ষীৎ স্তেয়মকার্ষীৎ পরশুমস্মৈ তপতেতি স যদি তস্য কর্তা ভবতি তত এবানৃতমাত্মানং কুরুতে সোঽনৃতাভিসন্ধোঽনৃতেনাত্মানমন্তর্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্ণাতি স দহ্যতেঽথ হন্যতে ॥ ১

সোম্য, উত [রাজপুরুষেরা] হস্তগৃহীতম্ (বদ্ধহস্ত) পুরুষম্ আনয়ন্তি (আনয়ন করে)—[এই ব্যক্তি] অপহার্ষীৎ (=অপাহার্ষীৎ, পরস্ব অপহরণ করিয়াছে), স্তেয়ম্ অকার্ষীৎ (চুরি করিয়াছে), অস্মৈ (ইহার [পরীক্ষার] জন্য) পরশুম্ (কুঠার) তপত (উত্তপ্ত কর)—ইতি (এই বলিতে বলিতে) উত [রাজপুরুষেরা] হস্তগৃহীতম্ (বদ্ধহস্ত) পুরুষম্ আনয়ন্তি (আনয়ন করে)। সঃ (সেই ব্যক্তি) যদি তস্য (ঐ চৌর্যের) কর্তা ভবতি (হয়) [এবং তাহা অস্বীকার করে, তবে] ততঃ এব (ঐ কারণেই) আত্মানম্ (আপনাকে) অনৃতম্ কুরুতে (অন্যথা প্রতিপন্ন করে) ; অনৃতাভিসন্ধঃ (মিথ্যাচারী) সঃ আত্মানম্ অনৃতেন (মিথ্যাদ্বারা) অন্তর্ধায় (আচ্ছাদিত করিয়া) [অর্থাৎ বস্তুতঃ আচ্ছাদিত

করিতে অসমর্থ হইয়া] তপ্তম্ পরশুম্ (উত্তপ্ত কুঠার) প্রতিগৃহ্লাতি (গ্রহণ করে) সঃ দহ্যতে (দগ্ধ হয়), অথ (অনন্তর) [রাজপুরুষকর্তৃক] হন্যতে (নিহত হয়)। ১

"হে সোম্য, 'এই ব্যক্তি পরস্ব গ্রহণ করিয়াছে, চুরি করিয়াছে, ইহার (পরীক্ষার) জন্য কুঠার তপ্ত কর,' এইরূপ বলিতে বলিতে (রাজপুরুষেরা) যখন কোনও বদ্ধহস্ত ব্যক্তিকে লইয়া আসে, তখন সে যদি ঐ কার্য করিয়া থাকে, তবে সে ঐ কারণেই (অর্থাৎ ঐ চৌর্যবশতঃই) আপনার স্বরূপটি অস্বীকার করে। সেই মিথ্যা অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তি আপনার স্বরূপকে মিথ্যার দ্বারা আবৃত করিয়া তপ্ত কুঠার গ্রহণ করে; সে উহার দ্বারা দগ্ধ হয়, এবং পরিশেষে নিহত হয়। ১

অথ যদি তস্যাকর্তা ভবতি তত এব সত্যমাত্মানং কুরুতে স সত্যাভিসন্ধঃ সত্যেনাত্মানমন্তর্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্লাতি স ন দহ্যতেঽথ মুচ্যতে ॥ ২

অথ যদি তস্য (উক্ত চুরির) অকর্তা ভবতি, ততঃ এব (অপরাধী না হওয়ায়) আত্মানম্ সত্যম্ কুরুতে (আপনার সত্যস্বরূপ প্রকাশ করে)। সত্যাভিসন্ধঃ সঃ আত্মানম্ সত্যেন (সত্যের দ্বারা) অন্তর্ধায় তপ্তম্ পরশুম্ প্রতিগৃহ্লাতি, সঃ ন দহ্যতে অথ মুচ্যতে (মুক্ত হয়)। ২

"আর যদি সে উক্ত কার্যের কর্তা না হয়, তবে ঐ কারণেই আপনার প্রকৃত স্বরূপ স্বীকার করে (অর্থাৎ নিজেকে অন্যথা প্রদর্শন করে না)। সেই সত্যাভিসন্ধ ব্যক্তি সত্যের দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়া উত্তপ্ত

পরশু গ্রহণ করে। সে দগ্ধ হয় না, এবং অনন্তর সে বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।[১] ২

১। তপ্ত পরশু ও হস্তের সহিত সংযোগ উভয়স্থলে তুল্যরূপ হইলেও সত্যাভিসন্ধির বা মিথ্যাভিসন্ধির ফলে কাহারও মুক্তি, কাহারও বা মরণ হয়। সুতরাং বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়েই পরমদেবতায় উপসংহৃত হইলেও উভয় স্থলে মুক্তি ও সংসারলাভরূপ বিপরীত ফল দেখা যাইতে পারে।

স যথা তত্র নাদাহ্যেতৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি তদ্ধাস্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি॥ ৩

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য ষোড়শখণ্ডঃ॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদি ষষ্ঠাধ্যায়ঃ॥

সঃ (সেই সত্যাভিসন্ধ ব্যক্তি) যথা (যেমন) তত্র (উক্ত দৃষ্টান্তস্থলে) ন অদাহ্যেত (দগ্ধ হয় না), [পরন্তু মিথ্যাভিসন্ধ ব্যক্তি দগ্ধ হয়], [সেইরূপ বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়ের সৎ-সম্পত্তি ঘটিলেও, একের সংসারমুক্তি (৬।১৪।২) ও অপরের সংসারবন্ধন হয়]। ঐতদাত্ম্যম্ [ইত্যাদি পূর্ববৎ—৬।৮।৭]। অস্য (আরুণির নিকট হইতে) তৎ হ (["আমি ব্রহ্ম" এইরূপে] সেই সৎকে) [শ্বেতকেতু] বিজজ্ঞৌ (জানিয়াছিলেন)। [দ্বিরুক্তি অধ্যায়ের সমাপ্তিসূচক]। ৩

"উক্ত স্থলে যেরূপ (সত্যাভিসন্ধ ব্যক্তি) দগ্ধ হয় না, (সেইরূপ সত্যাভিসন্ধ ব্যক্তির পুনর্জন্ম হয় না)। এই সদাখ্য বস্তুর দ্বারাই এই সমস্ত আত্মবান্; তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমি সেই।" পিতার নিকট হইতে শ্বেতকেতু সেই সৎস্বরূপকে জানিলেন। ৩

সপ্তমাধ্যায়—প্রথম খণ্ড

(নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ, নামব্রহ্ম)

ওঁ। অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদস্তং হোবাচ যদ্বেত্থ তেন মোপসীদ ততস্ত ঊর্ধ্বং বক্ষ্যামীতি স হোবাচ ॥ ১

ভগবঃ (হে ভগবন্) অধীহি (= অধীষ্ব, অধ্যাপন করুন, জ্ঞাপন করুন)—ইতি (এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক) নারদঃ সনৎকুমারম্ (সনৎকুমারের নিকট) উপসসাদ হ (শিষ্যরূপে উপস্থিত হইলেন)। [সনৎকুমার] তম্ উবাচ হ—যৎ বেত্থ (তুমি যাহা অবগত আছ) তেন (তাহার সহিত) মা (আমার নিকট) উপসীদ (উপস্থিত হও, শিষ্যত্ব গ্রহণ কর) [অর্থাৎ আমায় তাহা বল]। ততঃ ঊর্ধ্বম্ (তাহার পরে যাহা আছে, তাহা) তে (তোমায়) বক্ষ্যামি (বলিব) ইতি। সঃ (নারদ) উবাচ হ—। ১

"হে ভগবন্,[১] অধ্যাপন করুন," এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক নারদ সনৎকুমারের সমীপে উপস্থিত হইলেন। (সনৎকুমার) তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি যাহা অবগত আছ, তাহা লইয়াই শিষ্যত্ব গ্রহণ কর ; আমি তোমায় অতঃপর যাহা আছে, তাহা বলিব।" নারদ বলিতে লাগিলেন—।[২] ১

১। উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব ভূতানাম্ আগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যাম্ অবিদ্যাম্ চ স বাচ্যো ভগবান্ ইতি ॥

২। ষষ্ঠাধ্যায়ে নির্ণীত হইয়াছে যে, এই সমস্তই সদাত্মক। ঐ অধ্যায়ে পরম তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু নিকৃষ্ট বিকারী বস্তুসমূহ উপদিষ্ট হয় নাই। বর্তমান অধ্যায়ে নাম হইতে প্রাণ পর্যন্ত সমস্ত বলা হইবে, এবং ঐগুলিকে অবলম্বন করিয়াও সেই ভূমা-নামক তত্ত্বই নির্দিষ্ট হইবেন। কারণ হীনতর-তত্ত্বগুলি নির্দিষ্ট না হইলে লোকের এইরূপ ভুল ধারণা হইতে পারে যে, সৎ ব্যতীত অন্য বস্তুও আছে এবং উহা অবিজ্ঞাত। সোপানে আরোহণের ন্যায় বুদ্ধিকে ক্রমে স্থূল হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্বে তুলিয়া জীবকে বুদ্ধির অতীত স্বারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করাও ইহার অপর উদ্দেশ্য। উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর নামাদি বস্তু প্রদর্শনপূর্বক ক্রমে উৎকৃষ্টতম ভূমাখ্য সেই সদ্বস্তু প্রতিপাদনের দ্বারা উঁহার স্তুতি করাও বর্তমান অধ্যায়ের অন্যতম উদ্দেশ্য।

আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দ্বারা গুরুশিষ্য-সম্বন্ধের একান্ত প্রয়োজনীয়তা দেখান হইবে। নারদের ন্যায় ঋষিকেও যখন শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হয়, তখন অপরের আর কথা কি ?

ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাস-পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকো-বাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্র-বিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্ ভগবোঽধ্যেমি ॥ ২

ভগবঃ, ঋগ্বেদম্ অধ্যেমি (স্মরণ করি, অবগত আছি), যজুর্বেদম্, সামবেদম্, চতুর্থম্ আথর্বণম্ (চতুর্থস্থানীয় অথর্ববেদ), পঞ্চমম্ (পঞ্চমবেদ) ইতিহাস-পুরাণম্ বেদানাম্ বেদম্ (বেদসমূহের প্রকাশক ব্যাকরণ), পিত্র্যম্ (শ্রাদ্ধ-ক্রিয়াদির তত্ত্ব), রাশিম্ (গণিত), দৈবম্ (উৎপাতবিষয়ক জ্ঞান), নিধিম্ (মহাকালাদি নিধিবিষয়ক শাস্ত্র), বাকোবাক্যম্ (তর্কশাস্ত্র), একায়নম্ (নীতিশাস্ত্র), দেববিদ্যাম্ (নিরুক্ত), ব্রহ্মবিদ্যাম্ (বেদবিদ্যা, শিক্ষাকল্পাদির জ্ঞান), ভূতবিদ্যাম্ (ভৌতিক বিদ্যা), ক্ষত্রবিদ্যাম্ (ধনুর্বেদ), নক্ষত্রবিদ্যাম্ (জ্যোতিষ), সর্পদেবজন-বিদ্যাম্ (সর্পবিদ্যা অর্থাৎ গারুড়শাস্ত্র, এবং গন্ধর্বশাস্ত্র অর্থাৎ গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করা ও নৃত্যগীতাদি-কলা-বিষয়ক শাস্ত্র)—ভগবঃ, এতৎ (এই সমস্ত) অধ্যেমি। ২

"হে ভগবন্, আমি ঋগ্বেদ অবগত আছি। হে ভগবন্, আমি যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থস্থানীয় অথর্ববেদ, পঞ্চমস্থানীয় ইতিহাসপুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিত, দৈব উৎপাত-বিষয়ক বিদ্যা, মহাকালাদিনিধিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, শিক্ষাকল্পাদি বেদাঙ্গ, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বেদ, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা, ও গন্ধর্বশাস্ত্র—এই সমস্তই[১] অবগত আছি। ২

১। আচার্যের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হইতে সব শাস্ত্রগুলির যথাযথ ধারণা করা অসম্ভব। শাস্ত্রে ইতিহাসের সংজ্ঞা এই—"ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতং। পূর্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥" পুরাণের লক্ষণ এই—"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥" মোটামুটি এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইতিহাসে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবিষয়ক উপদেশযুক্ত প্রাচীন কাহিনী থাকে; আর পুরাণে থাকে সৃষ্টি, গৌণসৃষ্টি, বংশ,

ততদূর যথেচ্ছ গমন হইয়া থাকে।" (ইহা শুনিয়া নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন) —"হে ভগবন্, নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিছু আছে কি ?" (সনৎকুমার)— "নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বস্তু অবশ্যই আছে।" (নারদ)—"আপনি আমায় উহা বলুন।" ৫

সপ্তমাধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড

(বাগ্‌ব্রহ্ম)

বাগ্ বাব নাম্নো ভূয়সী বাগ্বা ঋগ্বেদং বিজ্ঞাপয়তি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যা সর্পদেবজনবিদ্যাং দিবং চ পৃথিবীং চ বায়ুং চাকাশং চাপশ্চ তেজশ্চ দেবাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ পশূংশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতীঞ্চ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকং ধর্মং চাধর্মং চ সত্যং চানৃতং চ সাধু চাসাধু চ হৃদয়জ্ঞং চাহৃদয়জ্ঞং চ যদ্বৈ বাঙ্‌নাভবিষ্যন্ন ধর্মো নাধর্মো ব্যজ্ঞাপয়িষ্যন্ন সত্যং নানৃতং ন সাধু নাসাধু ন হৃদয়জ্ঞো নাহৃদয়জ্ঞো বাগেবৈতৎ সর্বং বিজ্ঞাপয়তি বাচমুপাস্স্বেতি ॥ ১

বাক্ (জিহ্বামূলাদি অষ্ট স্থানে স্থিত ও বর্ণসমূহের অভিব্যঞ্জক বাগিন্দ্রিয়) বাব নাম্নঃ (বর্ণাত্মক নাম অপেক্ষা) ভূয়সী (শ্রেষ্ঠতর) ; বাক্ বৈ ঋক্-বেদম্ বিজ্ঞাপয়তি (জানাইয়া দেয়, পরিচিত করে), যজুর্বেদম্ [ইত্যাদি পূর্ববৎ], দিবম্ (দ্যুলোককে), বয়াংসি (পক্ষী সকলকে), আকীটপতঙ্গপিপীলকম্ (কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা সহ) শ্বাপদানি (হিংস্র পশুগণকে), অনৃতম্ (মিথ্যা), সাধু চ (শুভ, মঙ্গলময়) অসাধু চ (এবং অশুভ), হৃদয়জ্ঞম্ চ

(মনোরম) অহৃদয়জ্ঞম্ চ (অমনোরম), [অপর শব্দগুলি সহজবোধ্য]। যৎ বৈ (যদি) বাক্ ন অভবিষ্যৎ (বাক্ না থাকিত) [তবে] ন ধর্মঃ ন অধর্মঃ ব্যজ্ঞাপয়িষ্যৎ (বিজ্ঞাপিত হইত), [অপর শব্দ সহজ] ;—বাক্ এব এতৎ সর্বম্ (এই সব) বিজ্ঞাপয়তি, বাচম্ (বাক্‌কে) উপাস্স্ব ([ব্রহ্মদৃষ্টিতে] উপাসনা কর)। ১

"বাক্ অবশ্যই নাম হইতে শ্রেষ্ঠ।[১] বাক্‌ই ঋগ্বেদকে বিজ্ঞাপিত করে ; যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থবেদ অথর্ববেদ, পঞ্চমবেদ ইতিহাসপুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিত, দৈব উৎপাত-বিষয়ক বিদ্যা, মহাকালাদিনিধিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, শিক্ষা ও কল্পাদি, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বেদ, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা, গন্ধর্ব-শাস্ত্র, দ্যুলোক, পৃথিবী, আকাশ, জল, তেজ, দেববৃন্দ, মনুষ্যগণ, পশুবৃন্দ, পক্ষিগণ, তৃণ ও বনস্পতিরাজি, কীট পতঙ্গ ও পিপীলিকা সহ হিংস্র জন্তুগণ, পুণ্য ও পাপ, সত্য ও মিথ্যা, শুভ ও অশুভ, মনোরম ও অমনোরম—(এই সমস্তকেই বাক্ বিজ্ঞাপিত করে)। যদি বাক্ না থাকিত তবে ধর্ম কিংবা অধর্ম বিজ্ঞাপিত হইত না ; সত্য বা অসত্য, শুভ বা অশুভ, মনোজ্ঞ বা অম নোজ্ঞ—কিছুই বিজ্ঞাপিত হইত না। বাক্‌ই এই সমস্তকে জানাইয়া দেয়, (অতএব) বাক্‌কে উপাসনা কর। ১

১। বাগিন্দ্রিয় বর্ণোচ্চারণের কারণ ; কার্য অপেক্ষা কারণ শ্রেষ্ঠ হয়। এই বাগিন্দ্রিয় জিহ্বা, বক্ষ, কণ্ঠ, শির, দন্ত, ওষ্ঠ, নাসিকা, ও তালুতে অবস্থান করে।

স যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্বাচো গতং তত্রাস্য যথা-কামচারো ভবতি যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো বাচো ভূয় ইতি বাচো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়খণ্ডঃ।

সঃ যঃ [ইত্যাদি পূর্ববৎ—৭।১।৫ দ্রঃ] বাচঃ (বাকের, বাক্ হইতে)। ২

"যিনি বাক্‌কে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, বাকের গতি যতদূর, তাঁহার ততদূর যথেচ্ছ গতি হইয়া থাকে।" (নারদ)—"হে ভগবন্, বাক্ হইতে শ্রেষ্ঠতর কিছু আছে কি?" (সনৎকুমার)—"বাক্ হইতে শ্রেষ্ঠতর বস্তু অবশ্যই আছে।" (নারদ)—"আপনি আমায় উহা বলুন।" ২

সপ্তমাধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

(মনোব্রহ্ম)

মনো বাব বাচো ভূয়ো যথা বৈ দ্বে বামলকে দ্বে বা কোলে দ্বৌ বাঽক্ষৌ মুষ্টিরনুভবত্যেবং বাচং চ নাম চ মনোঽনুভবতি স যদা মনসা মনস্যতি মন্ত্রানধীয়ীয়েত্যথাধীতে কর্মাণি কুর্বীয়েত্যথ কুরুতে পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চেচ্ছেয়েত্যথেচ্ছত ইমং চ লোকমমুং চেচ্ছেয়েত্যথেচ্ছতে মনো হ্যাত্মা মনো হি লোকো মনো হি ব্রহ্ম মন উপাস্স্বেতি ॥ ১

মনঃ (চিন্তাশক্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণ) বাব বাচঃ ভূয়ঃ। মুষ্টিঃ (হস্তমুষ্টি) যথা (যেমন) দ্বে (দুইটি) আমলকে (আমলকী ফল), দ্বে কোলে (বদরীফলদ্বয়) বা, দ্বৌ অক্ষৌ (বিভীতক বা বহেড়া ফল দুইটি) বা অনুভবতি (ব্যাপ্ত করে, অন্তর্ভুক্ত করে, এবম্ (এইরূপ) বাচম্ চ নাম চ (বাক্ ও নামকে) মনঃ অনুভবতি। সঃ (কেহ) যদা মনসা (মনের দ্বারা), মন্ত্রান্ (মন্ত্ররাশি) অধীয়ীয় (আমি উচ্চারণ করি) ইতি (এইরূপ) মনস্যতি (বিবেচনা, বিবক্ষাবুদ্ধি করে) অথ (তখন) অধীতে (উচ্চারণ করে), কর্মাণি কুর্বীয় (আমি কর্মসকল করি) ইতি [ইত্যাকার চিকীর্ষাবুদ্ধি করে], অথ কুরুতে (করে), পুত্রান্ চ পশূন্ চ (পুত্র ও পশুসকল) ইচ্ছেয় (=ইচ্ছেয়ম্, আমি বাসনা করি) ইতি অথ ইচ্ছতে (=ইচ্ছতি, বাসনা করে, লাভ করে), ইমম্ চ লোকম্ অমুম্ চ (ইহলোক ও পরলোক) ইচ্ছেয় ([যথোচিত উপায়ে পাইতে] ইচ্ছা করি) ইতি, অথ ইচ্ছতে। হি মনঃ আত্মা (মনই

আত্মা, [অর্থাৎ মন আছে বলিয়া অকর্তা আত্মার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব দৃষ্ট হয়]), মনঃ হি লোকঃ (মনই বিবিধ লোক. [অর্থাৎ মন আছে বলিয়াই তদবলম্বনে লোকপ্রাপ্তি ও লোকপ্রাপ্তির জন্য সাধনা সম্ভবপর]), [মন যেহেতু লোক, অতএব] মনঃ হি ব্রহ্ম ; মনঃ উপাস্স্ব (মনকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা কর)। ইতি। ১

"মন বাগিন্দ্রিয় হইতে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ।[১] হস্তমুষ্টি যেমন দুইটি আমলকী বা দুইটি বদরী অথবা দুইটি অক্ষফল নিজের অন্তর্ভুক্ত করে, মনও তেমনি বাক্ এবং নামকে ব্যাপ্ত করে। কেহ যখন 'মন্ত্রপাঠ করি' মনে মনে এইরূপ চিন্তা করে, তখন সে মন্ত্র পাঠ করে; যখন 'কর্ম করি' এইরূপ চিন্তা করে, তখন কর্ম করে; যখন 'পুত্র ও পশু কামনা করি' এইরূপ চিন্তা করে, তখন তাহাই লাভ করে; যখন 'ইহলোক ও পরলোক লাভ করিব' এইরূপ চিন্তা করে, তখন তাহা লাভ করে। মনই আত্মা, মনই লোক, (অতএব) মনই ব্রহ্ম ; মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা কর। ১

১। আগে চিন্তা, পরে বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপার ; অতএব মন শ্রেষ্ঠ।

স যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবন্মনসো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো মনসো ভূয় ইতি মনসো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য তৃতীয়খণ্ডঃ॥

"যে কেহ মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, মনের গতি যতদূর, তিনিও ততদূর পর্যন্ত যথেচ্ছগতি হন।" (নারদ)—"হে ভগবন্, মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি?" (সনৎকুমার)—"মন হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।" (নারদ)—"আপনি আমায় উহা বলুন।" ২

সপ্তমাধ্যায়—চতুর্থ খণ্ড

(সঙ্কল্পব্রহ্ম)

সঙ্কল্পো বাব মনসো ভূয়ান্ যদা বৈ সঙ্কল্পয়তেঽথ মনস্যত্যথ বাচমীরয়তি তামু নাম্নীরয়তি নাম্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি মন্ত্রেষু কর্মাণি ॥ ১

সঙ্কল্পঃ (সঙ্কল্পনামক অন্তঃকরণবৃত্তি, যাহার সহায়ে কর্তব্যাকর্তব্য স্থিরীকৃত হয়) বাব মনসঃ (মন হইতে) ভূয়ান্, [কারণ চিন্তার পূর্বে সঙ্কল্পের আবশ্যক]। যদা বৈ (যখনই) সঙ্কল্পয়তে (কর্তব্য নিশ্চয় করে) অথ মনস্যতি (["মন্ত্রপাঠ করি"—ইত্যাদি] চিন্তা করে), অথ বাচম্ ঈরয়তি (বাগিন্দ্রিয়কে প্রেরিত করে), তাম্ উ (উক্ত বাক্‌কে) নাম্নি ঈরয়তি (নামোচ্চারণে পরিচালিত করে); নাম্নি (নামমধ্যে) মন্ত্রাঃ (মন্ত্রসকল) [এবং] মন্ত্রেষু (মন্ত্রসকলের মধ্যে) কর্মাণি (কর্মসকল) একম্ ভবন্তি (একীভূত হয়)। ১

"সঙ্কল্প মন হইতে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। লোকে প্রথমে সঙ্কল্প করে, তদনন্তর সে চিন্তা করে, পরে বাক্‌কে পরিচালিত করে, অবশেষে বাক্‌কে নামোচ্চারণে প্রবৃত্ত করে। মন্ত্রসকল নামে এবং কর্মসমূহ মন্ত্রে একীভূত হয়।"[১] ১

১। বৈদিক মন্ত্রই সমস্ত কর্মের মূল। ব্রাহ্মণাংশে যে সকল কর্ম নূতন উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাহাও সংহিতাভাগে উপদিষ্ট কর্মেরই বিস্তার মাত্র।

তানি হ বা এতানি সঙ্কল্পৈকায়নানি সঙ্কল্পাত্মকানি সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি সমক্লৃপতাং দ্যাবাপৃথিবী সমকল্পেতাং বায়ুশ্চাকাশং চ সমকল্পন্তাপশ্চ তেজশ্চ তেষাং সংক্লৃপ্ত্যৈ বর্ষং সঙ্কল্পতে বর্ষস্য সংক্লৃপ্ত্যা অন্নং সঙ্কল্পতেঽন্নস্য সংক্লৃপ্ত্যৈ প্রাণাঃ সঙ্কল্পন্তে প্রাণানাং সংক্লৃপ্ত্যৈ মন্ত্রাঃ সঙ্কল্পন্তে মন্ত্রাণাং সংক্লৃপ্ত্যৈ কর্মাণি সঙ্কল্পন্তে কর্মণাং সংক্লৃপ্ত্যৈ লোকঃ সঙ্কল্পতে লোকস্য সংক্লৃপ্ত্যৈ সর্বং সঙ্কল্পতে স এষ সঙ্কল্পঃ সঙ্কল্পমুপাস্স্বেতি ॥ ২

তানি হ বৈ এতানি (পূর্বোক্ত এই সমস্তই) সঙ্কল্প-এক-অয়নানি (সঙ্কল্পৈকগতি, একমাত্র সঙ্কল্পেই তাহারা বিলীন হয়), [উৎপত্তিকালে] সঙ্কল্প-আত্মকানি (সঙ্কল্পই তাহাদের উপাদান, [স্থিতিকালে] সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি (সঙ্কল্পে অধিষ্ঠিত)। দ্যাবাপৃথিবী (দ্যুলোক ও পৃথিবী) [নিশ্চল ভাবে অবস্থিত থাকায়, যেন তাহারা] সমক্লৃপতাম্ (সঙ্কল্প করিয়াছে), বায়ুঃ চ আকাশম্ (=আকাশঃ) চ সমকল্পেতাম্ ([যেন] সঙ্কল্প করিয়াছে) [সঙ্কল্প করিয়াই স্ব-স্বরূপ হইতে স্খলিত হয় না], আপঃ চ (জল) তেজঃ চ সমকল্পন্ত ([যেন] সঙ্কল্প করিয়াছিল) [বলিয়াই স্বরূপে অবস্থিত] ; তেষাম্ (তাঁহাদের, দ্যুলোকাদির) সংক্লৃপ্ত্যৈ (সঙ্কল্পবশতঃ) বর্ষম্ (বৃষ্টি) সঙ্কল্পতে (সঙ্কল্প করে, বর্ষণে সক্ষম হয়); বর্ষস্য (বৃষ্টির) সংক্লৃপ্ত্যৈ (সঙ্কল্পবশতঃ) অন্নম্ সঙ্কল্পতে, [বৃষ্টি হইলেই অন্ন হয়] ; অন্নস্য সংক্লৃপ্ত্যৈ প্রাণাঃ সঙ্কল্পন্তে, [অন্নাবলম্বনেই প্রাণ শরীরে অবস্থান করে] ; প্রাণানাং সংক্লৃপ্ত্যৈ মন্ত্রাঃ সঙ্কল্পন্তে, [প্রাণবান্ ব্যক্তি মন্ত্রপাঠে সমর্থ] ; মন্ত্রাণাং সংক্লৃপ্ত্যৈ কর্মাণি সঙ্কল্পন্তে, [যে সকল কর্ম মন্ত্রদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারাই অনুষ্ঠিত হয়] ; কর্মণাং সংক্লৃপ্ত্যৈ লোকঃ সঙ্কল্পতে, [কর্ম ও কর্তার সম্মিলন হইলে লোক, অর্থাৎ কর্মফল, উৎপন্ন হয়] ; লোকস্য সংক্লৃপ্ত্যৈ সর্বম্ সঙ্কল্পতে, [কর্মের ফলে সমস্ত জগৎ নিজ স্বরূপ অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হয়] ; সঃ এষঃ সঙ্কল্পঃ (ইহাই সেই সঙ্কল্প) ; [উহা অতি উত্তম, অতএব] সঙ্কল্পম্ উপাস্স্ব ইতি। ২

"সঙ্কল্পই পূর্বোক্ত সমস্তের একমাত্র গতি,—উহারা সঙ্কল্পাত্মক এবং সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিত। দ্যুলোক ও পৃথিবী সঙ্কল্প করিয়াছে, বায়ু ও আকাশ সঙ্কল্প করিয়াছে, জল ও তেজ সঙ্কল্প করিয়াছে ;[১] তাঁহাদের সঙ্কল্পবশে বৃষ্টি সঙ্কল্প করে, বৃষ্টির সঙ্কল্পে অন্ন সঙ্কল্প করে, অন্নের সঙ্কল্পে প্রাণ সঙ্কল্প করে, প্রাণের সঙ্কল্পে মন্ত্র সঙ্কল্প করে, মন্ত্রের সঙ্কল্পে কর্ম সঙ্কল্প করে, কর্মের সঙ্কল্পে কর্মফল সঙ্কল্প করে, কর্মফলের সঙ্কল্পে সমস্ত জগৎ সঙ্কল্প করে। উক্ত সঙ্কল্প এবম্প্রকার (উত্তম), তুমি সঙ্কল্পের উপাসনা কর। ২

১। কেবল পূর্বোক্ত সমস্তের কারণ বলিয়াই যে সঙ্কল্প মহৎ তাহাই নহে ; দ্যুলোক প্রভৃতি মহৎ দিগের অন্তরে উহার স্থান আছে বলিয়াও উহা মহৎ।

স যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে ক্লৃপ্তান্ বৈ স লোকান্ ধ্রুবান্ ধ্রুবঃ প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোঽব্যথমানানব্যথমানোঽভিসিধ্যতি. যাবৎ সঙ্কল্পস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যঃ সঙ্কল্পং ব্রহ্মেত্যু-পাস্তেঽস্তি ভগবঃ সঙ্কল্পাদ্ ভূয় ইতি সঙ্কল্পাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ৩

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য চতুর্থখণ্ডঃ ॥

সঃ যঃ সঙ্কল্পম্ ব্রহ্ম ইতি (ব্রহ্মবুদ্ধিতে) উপাস্তে সঃ বৈ (সেই বিদ্বান্) ক্লৃপ্তান্ (সঙ্কল্পিত লোকসকলকে)—[নিজে] ধ্রুবঃ (ধ্রুব হইয়া) ধ্রুবান্ ([আপেক্ষিক] ধ্রুব, সুস্থির, লোকসকলকে), প্রতিষ্ঠিতঃ ([পশুপুত্রাদিতে] প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়া), প্রতিষ্ঠিতান্ (উপকরণসম্পন্ন লোকসকলকে), অব্যথমানঃ (ব্যথাশূন্য হইয়া) অব্যথমানান্ (ব্যথাহীন লোকসকলকে)—অভিসিধ্যতি (প্রাপ্ত হন)। যাবৎ সঙ্কল্পস্য [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ৩

"যে কেহ সঙ্কল্পকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করেন, তিনি যথাসঙ্কল্পিত লোক-সমূহ—(অর্থাৎ স্বয়ং) ধ্রুব হইয়া (আপেক্ষিক) ধ্রুব লোকসকল, প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়া প্রতিষ্ঠাশালী লোকসকল, এবং ব্যথাশূন্য হইয়া ব্যথাহীন লোকসকল—প্রাপ্ত হন। যিনি সঙ্কল্পকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, (তাঁহার নিজের) সঙ্কল্পের গতি যতদূর ততদূর পর্যন্ত তাঁহার যথেচ্ছগতি হইয়া থাকে।" (নারদ)—"হে ভগবন্, সঙ্কল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি?" (সনৎকুমার)—সঙ্কল্পাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।" (নারদ)—"আপনি আমায় উহা বলুন।" ৩

সপ্তমাধ্যায়—পঞ্চম খণ্ড

(চিত্তব্রহ্ম)

চিত্তং বাব সঙ্কল্পাদ্ভূয়ো যদা বৈ চেতয়তেঽথ সঙ্কল্পয়তেঽথ মনস্যত্যথ বাচমীরয়তি তামু নাম্নীরয়তি নাম্নি মন্ত্রা একং ভবন্তি মন্ত্রেষু কর্মাণি ॥ ১

চিত্তম্ (উপস্থিত বস্তু সম্বন্ধে যথাকালে যথোচিত চেতনাখ্য অন্তঃকরণবৃত্তি বা অনুভূতি, এবং অতীত ও অনাগত বস্তুর প্রয়োজন নিরূপণ করার সামর্থ্য)। চেতয়তে ([কোন বিষয়] অনুভব করে)। [অপরাংশ পূর্ববৎ—৭।৪।১]। ১

"চিত্ত[১] সঙ্কল্প অপেক্ষা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ ; কারণ যখন কেহ কোন বিষয়ে সচেতন হয়, তখন সে সঙ্কল্প করে ; অনন্তর চিন্তা করে ;[২] তাহার পর বাক্‌কে পরিচালিত করে ; অবশেষে বাক্‌কে নামোচ্চারণে প্রবৃত্ত করে। মন্ত্র-সকল নামে এবং কর্মসকল মন্ত্রে একীভূত হয়। ১

১। "অতীত ভোজন তৃপ্তিসাধক ছিল, অতএব আগামী ভোজনও ঐরূপই হইবে" ইত্যাকার নিরূপণের সামর্থ্য। অথবা "ইহা এইরূপ" এতাদৃশ অনুভূতি।

২। সমুপস্থিত বস্তু সম্বন্ধে প্রথমে অনুভূতি হয় (চিত্ত), পরে ত্যাগ বা গ্রহণ বিষয়ে সঙ্কল্প হয় (সঙ্কল্প), এবং অবশেষে যথোচিত উপায়াবলম্বনে উহার ত্যাগ বা গ্রহণ বিষয়ে বাসনা হয় (মন)।

তানি হ বা এতানি চিত্তৈকায়নানি চিত্তাত্মানি চিত্তে প্রতিষ্ঠিতানি তস্মাদ্ যদ্যপি বহুবিদচিত্তো ভবতি নায়মস্তী-ত্যেবৈনমাহুর্যদয়ং বেদ যদ্বা অয়ং বিদ্বান্নেত্থমচিত্তঃ স্যাদিত্যথ যদ্যল্পবিচ্চিত্তবান্ ভবতি তস্মা এবোত শুশ্রূষন্তে চিত্তং হ্যেবৈষামেকায়নং চিত্তমাত্মা চিত্তং প্রতিষ্ঠা চিত্তমুপাস্-স্বেতি ॥ ২

তানি হ বৈ এতানি ([সঙ্কল্প হইতে কর্মফল পর্যন্ত] পূর্বোক্ত এই সকল) চিত্তৈকায়নানি [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। তস্মাৎ (সুতরাং) যগুপি (যদিও) বহুবিৎ (বহুশাস্ত্রবিদ্ কেহ) অচিত্তঃ ভবতি (বোধসামর্থ্যরহিত হয়) [তবে] "অয়ম্ ন অস্তি (এই ব্যক্তি থাকিয়াও নাই), অয়ম্ যৎ বেদ (যাহা কিছু জানিয়াছে) [তাহা বৃথা]; যৎ বৈ অয়ম্ বিদ্বান্ (ঐ ব্যক্তি যদি সত্যই জানিত) [তবে] ইত্থম্ (এইরূপ) অচিত্তঃ ন স্যাৎ ([উপস্থিত বিষয়ে] বোধসামর্থ্যহীন হইত না)"—ইতি এব এনম্ আহুঃ (এই ব্যক্তি সম্বন্ধে লোকে এইরূপ বলে)। অথ (আর) যদি অল্পবিৎ চিত্তবান্ ভবতি (অল্পজ্ঞ হইয়াও বুদ্ধিমান্ হয়) [তবে] তস্মৈ এব উত শুশ্রূষন্তে (তাহার কথা শুনিবার ও গ্রহণ করিবার জন্য লোকে আগ্রহ করে)। চিত্তম্ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ২

"উক্ত এই সমস্তই চিত্তে লীন হয়, চিত্তই তাহাদের উপাদান, এবং চিত্তেই তাহারা প্রতিষ্ঠিত থাকে। সুতরাং বহুশাস্ত্রবিদ্ হইয়াও যদি কেহ বুদ্ধিহীন হয়, তবে লোকে তাহার সম্বন্ধে বলে, "ইনি থাকিয়াও নাই, ইনি যাহা জানেন তাহাও বৃথা ; কারণ ইনি যদি সত্যই জানিতেন, তবে এইরূপ বুদ্ধিহীন হইতেন না।" আবার যদি কেহ অল্পজ্ঞ হইয়াও বুদ্ধিমান্ হয়, তবে লোকে তাহার কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ করে। চিত্তই ইহাদের একমাত্র গতি, চিত্তই ইহাদের স্বরূপ, এবং চিত্তেই ইহাদের প্রতিষ্ঠা। চিত্তকে উপাসনা কর। ২

স যশ্চিত্তং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে চিত্তান্ বৈ স লোকান্ ধ্রুবান্ ধ্রুবঃ প্রতিষ্ঠিতান্ প্রতিষ্ঠিতোঽব্যথমানানব্যথমানোঽভিসিধ্যতি যাবচ্চিত্তস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যশ্চিত্তং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবশ্চিত্তাদ্ভূয় ইতি চিত্তাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ৩

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য পঞ্চমখণ্ডঃ ॥

চিত্তান্ (বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির যে সকল গুণ আছে, সেই সকল গুণে সুসমৃদ্ধ)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৩

"যিনি চিত্তকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি বুদ্ধিমৎসুলভ গুণাবলীতে সুসমৃদ্ধ লোকসমূহ—অর্থাৎ স্বয়ং ধ্রুব হইয়াও ধ্রুবলোকসকল, প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়া প্রতিষ্ঠাশালী লোকসকল, এবং ব্যথাশূন্য হইয়া ব্যথাহীন লোকসকল—প্রাপ্ত হন। যিনি চিত্তকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, যতদূর চিত্তের গতি হয়, তাঁহারও ততদূর যথেচ্ছগতি হইয়া থাকে।" (নারদ)—"হে ভগবন্, চিত্ত হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি?" (সনৎকুমার)—"চিত্ত হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।" (নারদ)—"আপনি আমায় তাহা বলুন।" ৩

সপ্তমাধ্যায়—ষষ্ঠ খণ্ড

(ধ্যানব্রহ্ম)

ধ্যানং বাব চিত্তাদ্ভূয়ো ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়তীবান্তরিক্ষং ধ্যায়তীব দ্যৌর্ধ্যায়ন্তীবাপো ধ্যায়ন্তীব পর্বতা ধ্যায়ন্তীব দেবমনুষ্যাস্তস্মাদ্ য ইহ মনুষ্যাণাং মহত্তাং প্রাপ্নুবন্তি ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্ত্যথ যে অল্পাঃ কলহিনঃ পিশুনা উপবাদিনস্তেঽথ যে প্রভবো ধ্যানাপাদাংশা ইবৈব তে ভবন্তি ধ্যানমুপাস্স্বেতি ॥ ১

ধ্যানম্ (একাগ্রতা, ভিন্নজাতীয় বৃত্তি নিরোধপূর্বক শাস্ত্রোক্ত দেবতাদি প্রতীকে অচল জ্ঞানধারা) বাব চিত্তাৎ (চিত্ত হইতে) ভূয়: (শ্রেষ্ঠ), [কেন না উক্ত একাগ্রতা বোধ-সামর্থ্যের কারণ]। [যোগী ধ্যান করিয়া যেমন নিশ্চল হন, তেমনি] পৃথিবী ধ্যায়তি ইব (ধ্যানমগ্ন [নিশ্চল] বলিয়াই মনে হয়); [অপরাংশ অনুরূপ]। দেবমনুষ্যাঃ (দেবগণ

ও মনুষ্যগণ ; অথবা—দেবসদৃশ [শমাদি গুণে ভূষিত] মনুষ্যগণ)। তস্মাৎ যে (যাঁহারা) ইহ এব (ইহলোকে) মনুষ্যাণাম্ (মনুষ্যসুলভ) মহত্তাম্ ([ঐশ্বর্য, বিদ্যা, বা সদ্‌গুণরাশিরূপ] মহত্ত্ব) প্রাপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হন) তে (তাঁহারা) ধ্যান-আপাদ-অংশাঃ ইব এব (ধ্যানের দ্বারা সম্পাদ্য ফলে ফলবান্) ভবন্তি (হন) [অর্থাৎ তাঁহারা স্থির, ধীর, গম্ভীর হন ; ক্ষুদ্রচেতা হন না]। অথ (আর) যে (যাহারা) অল্পাঃ (ক্ষুদ্র) তে (তাহারা) কলহিনঃ (বিবাদশীল) পিশুনাঃ (পরদোষদর্শী) উপবাদিনঃ (পরদোষপ্রচারক)। অথ যে প্রভবঃ (প্রভুস্থানীয় [আচার্য, রাজা, প্রভু প্রভৃতি]) তে ধ্যানাপাদাংশাঃ ইব এব ভবন্তি। ধ্যানম্ উপাস্স্ব (ধ্যানকে [ব্রহ্মবুদ্ধিতে] উপাসনা কর) ইতি। ১

"ধ্যান চিত্ত হইতে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। পৃথিবী যেন ধ্যানমগ্ন, অন্তরিক্ষ যেন ধ্যাননিরত, দ্যুলোক যেন ধ্যানস্তিমিত, জল যেন ধ্যানস্তব্ধ, পর্বতসমূহ যেন ধ্যাননিমগ্ন, দেবসদৃশ মানবগণ যেন ধ্যানস্তিমিত। সুতরাং ইহলোকে যাঁহারা মানবোচিত মহত্ত্ব লাভ করেন, তাঁহারা যেন ধ্যানফলের অংশভাগী হন। প্রত্যুত যাহারা ক্ষুদ্র, তাহারা বিবাদপ্রিয়, পরদোষোদ্‌ঘাটক, ও পরদোষ-প্রচারক হয়। আর যাঁহারা প্রভুগুণে ভূষিত তাঁহারা ধ্যানফলের অংশভাগী হন। ধ্যানকে উপাসনা কর। ১

স যো ধ্যানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্ধ্যানস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো ধ্যানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো ধ্যানাদ্ ভূয় ইতি ধ্যানাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ষষ্ঠখণ্ডঃ ॥

"যিনি ধ্যানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, ধ্যানের যতদূর গতি, তাঁহারও ততদূর যথেচ্ছগতি হয়।" (নারদ)—"হে ভগবন্, ধ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি?" (সনৎকুমার)—"ধ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।" (নারদ)—"আপনি আমায় উহা বলুন।" ২

সপ্তমাধ্যায়—সপ্তম খণ্ড

(বিজ্ঞানব্রহ্ম)

বিজ্ঞানং বাব ধ্যানাদ্ভূয়ো বিজ্ঞানেন বা ঋগ্বেদং বিজানাতি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যমেকায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্প-দেবজনবিদ্যাং দিবং চ পৃথিবীং চ বায়ুং চাকাশং চাপশ্চ তেজশ্চ দেবাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ পশূংশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতীঞ্ছ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকং ধর্মং চাধর্মং চ সত্যং চানৃতং চ সাধু চাসাধু চ হৃদয়জ্ঞং চাহৃদয়জ্ঞং চান্নং চ রসং চেমং চ লোকমমুং চ বিজ্ঞানেনৈব বিজানাতি বিজ্ঞানমুপাস্স্বেতি ॥ ১

বিজ্ঞানম্ (শাস্ত্রার্থবিষয়ক জ্ঞান) [ইহা ধ্যানের কারণ অতএব] ধ্যানাৎ বাব ভূয়ঃ [ইত্যাদি পূর্ববৎ—৭।২।১] বিজ্ঞানেন বিজানাতি (বিজ্ঞানের দ্বারা জানে)। অন্নম্ চ রসম্ চ (অন্ন ও তাহার স্বাদ), ইমম্ চ লোকম্ অমুম্ চ (ইহলোক ও পরলোক)। ১

"বিজ্ঞান ধ্যান হইতে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ।[১] বিজ্ঞানের দ্বারা (লোক) ঋগ্বেদ অবগত হয়; যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থবেদ অথর্ববেদ, পঞ্চমবেদ ইতিহাস-পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, গণিত, দৈব উৎপাত-বিষয়ক বিদ্যা, মহাকালাদিনিধিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, শিক্ষা ও কল্পাদি, ভূতবিদ্যা, ধনুর্বেদ, জ্যোতিষ, সর্পবিদ্যা, গন্ধর্বশাস্ত্র, দ্যুলোক, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ, দেববৃন্দ, মনুষ্যগণ, পশুবৃন্দ, পক্ষিগণ, তৃণ ও বনস্পতিরাজি, কীট পতঙ্গ ও পিপীলিকা সহ হিংস্র জন্তুগণ, (শাস্ত্রদর্শিত) পুণ্য ও পাপ, সত্য ও মিথ্যা, শুভ ও অশুভ, মনোরম ও অমনোরম, অন্ন ও আস্বাদ, ইহলোক ও পরলোককে বিজ্ঞানেরই দ্বারা অবগত হয়। বিজ্ঞানকে উপাসনা কর। ১

১। মানুষ শাস্ত্রার্থদৃষ্টি সহায়ে প্রামাণিকরূপে জানিতে পারে যে, ঋগাদি কোন্ মন্ত্রের অর্থ কিরূপ। তখন সে তদনুযায়ী ধ্যানে প্রবৃত্ত হয়। অতএব বিজ্ঞান ধ্যান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

স যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে বিজ্ঞানবতো বৈ স লোকাঞ্ জ্ঞানবতোঽভিসিধ্যতি যাবদ্ বিজ্ঞানস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো বিজ্ঞানং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো বিজ্ঞানাদ্ভূয় ইতি বিজ্ঞানাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য সপ্তমখণ্ডঃ ॥

বিজ্ঞানবতঃ লোকান্ (শাস্ত্রার্থবিষয়ে বিজ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা যে সমস্ত লোকে থাকেন, সেই লোক সকল) জ্ঞানবতঃ (শাস্ত্রভিন্ন অন্য বিষয়ে নিপুণ ব্যক্তিগণের লোকসকল)। ২

"যে কেহ বিজ্ঞানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি বিজ্ঞানবান্দিগের এবং জ্ঞানবান্দিগের লোকসকল প্রাপ্ত হন। বিজ্ঞানের গতি যতদূর, ততদূর পর্যন্ত তিনি স্বচ্ছন্দগতি হন।" (নারদ)—"হে ভগবন্, বিজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি?" (সনৎকুমার)—"বিজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।" (নারদ)—"আপনি আমায় উহা বলুন।" ২

সপ্তমাধ্যায়—অষ্টম খণ্ড

(বলব্রহ্ম)

বলং বাব বিজ্ঞানাদ্ভূয়োঽপি হ শতং বিজ্ঞানবতামেকো বলবানাকম্পয়তে স যদা বলী ভবত্যথোত্থাতা ভবত্যুত্তিষ্ঠন্ পরিচরিতা ভবতি পরিচরন্নুপসত্তা ভবত্যুপসীদন্ দ্রষ্টা ভবতি

শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবতি বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি বলেনান্তরিক্ষং বলেন দ্যৌর্বলেন পর্বতা বলেন দেবমনুষ্যা বলেন পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকং বলেন লোকস্তিষ্ঠতি বলমুপাস্স্বেতি ॥ ১

বলম্ (অন্নাহার হইতে লব্ধ মানসিক ও শারীরিক বল) বাব বিজ্ঞানাৎ ভূয়ঃ। [কারণ] বিজ্ঞানবতাম্ (বিজ্ঞানবান্‌দিগের) শতম্ অপি হ (একশত জনকেও) বলবান্ আকম্পয়তে (সম্যক্ কম্পিত করে)। সঃ (কেহ) যদা (যখন) বলী ভবতি (বলবান্ হয়) অথ (তখন) উত্থাতা ভবতি (উঠিতে সক্ষম হয়) ; উত্তিষ্ঠন্ (উঠিয়া) পরিচরিতা ([গুরুদিগের] শুশ্রূষাকারী) ভবতি (হয়) ; পরিচরন্ (পরিচর্যা করিয়া) উপসত্তা (তাঁহাদের সমীপগ ও অন্তরঙ্গ) ভবতি ; উপসীদন (অন্তরঙ্গ হইয়া) দ্রষ্টা ভবতি ([গুরুদিগের আচরণ] লক্ষ্য করে), শ্রোতা ভবতি ([তাঁহাদের উপদেশ] শ্রবণ করে), মন্তা ভবতি ([শ্রুত বিষয়] বিচার করে), বোদ্ধা ভবতি ([বিচার করিয়া] নিশ্চয় লাভ করে), কর্তা ভবতি ([উপদিষ্ট বিষয়] আচরণ করে), বিজ্ঞাতা ভবতি ([অনুষ্ঠানের ফল] অনুভব করে)। বলেন বৈ (বলসহায়েই) পৃথিবী তিষ্ঠতি (সুপ্রতিষ্ঠিত আছে), বলেন অন্তরিক্ষম্, বলেন দ্যৌঃ, বলেন পর্বতাঃ, বলেন দেবমনুষ্যাঃ, বলেন পশবঃ চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদানি আকীটপতঙ্গপিপীলকম্, বলেন লোকঃ তিষ্ঠতি। বলম্ উপাস্স্ব ইতি। ১

"বল বিজ্ঞান হইতে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞানবান্‌দিগের শতজনকেও একজন বলবান্ ব্যক্তি কম্পিত করে। কেহ যখন বলবান্ হয়, তখন সে উত্থানে সমর্থ হয় ; উত্থানসমর্থ হইয়া পরিচর্যা করে ; পরিচর্যা করিয়া অন্তরঙ্গ হয় ; অন্তরঙ্গ হইয়া দর্শন করে, শ্রবণ করে, চিন্তা করে, নিশ্চয় করে, অনুষ্ঠান করে, অনুষ্ঠানের ফল অনুভব করে। বলেরই দ্বারা পৃথিবী সুপ্রতিষ্ঠিত ; বলেরই দ্বারা অন্তরিক্ষ, বলের দ্বারা দ্যুলোক, বলের দ্বারা পর্বত, বলের দ্বারা দেবমানবগণ, বলের দ্বারা পশুগণ, পক্ষিগণ, তৃণ ও

বনস্পতিবৃন্দ, এবং কীট পতঙ্গ ও পিপীলিকা সহ পশুগণ, এবং বলের দ্বারা লোক সুপ্রতিষ্ঠিত। বলকে উপাসনা কর। ১

স যো বলং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবদ্ বলস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যো বলং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবো বলাদ্ভূয় ইতি বলাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যাষ্টমঃ খণ্ডঃ ॥

"যে কেহ বলকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, বলের গতি যতদূর, তিনিও ততদূর স্বচ্ছন্দগতি লাভ করেন।" (নারদ)—"হে ভগবন্, বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?" (সনৎকুমার)—"বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।" (নারদ)—"আপনি আমায় তাহা বলুন।" ২

সপ্তমাধ্যায়—নবম খণ্ড

(অন্নব্রহ্ম)

অন্নং বাব বলাদ্ভূয়স্তস্মাদ্ যদ্যপি দশ রাত্রীর্নাশ্নীয়াদ্ যদ্যু হ জীবেদথবাঽদ্রষ্টাঽশ্রোতাঽমন্তাঽবোদ্ধাঽকর্তাঽবিজ্ঞাতা ভবত্যথান্নস্যায়ৈ দ্রষ্টা ভবতি শ্রোতা ভবতি মন্তা ভবতি বোদ্ধা ভবতি কর্তা ভবতি বিজ্ঞাতা ভবত্যন্নমুপাস্স্বেতি ॥ ১

অন্নম্ বাব বলাৎ ভূয়ঃ [কেন না অন্ন হইতে বল হয়]। তস্মাৎ যদ্যপি [কেহ] দশ রাত্রীঃ (দশ দিবস) ন অশ্নীয়াৎ (আহার না করে) [তবে] যদি উ হ (যদিই বা) জীবেৎ (বাঁচে) অথবা (তাহা হইলেও) [গুরুকেও] অদ্রষ্টা (অদর্শনকারী) অশ্রোতা [ইত্যাদি অনুরূপ—৭।৮।১], অথ (অতঃপর) অন্নস্য আয়ৈ (অন্নের আয়, অর্থাৎ অন্নসমাগম হইলে) দ্রষ্টা ভবতি [ইত্যাদি সহজবোধ্য]। ১

"অন্ন বল হইতে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। এই জন্যই যদি কেহ দশ দিন আহার না করে, তবে সে যদিই বা বাঁচিয়া থাকে, তথাপি দৃষ্টিহীন, শ্রবণহীন, মননহীন, বোধহীন, ক্রিয়াহীন, ও বিজ্ঞানহীন হয়; আবার অন্ন গ্রহণ করিলে দ্রষ্টা হয়, শ্রোতা হয়, মন্তা হয়, বোদ্ধা হয়, কর্তা হয়, এবং বিজ্ঞাতা হয়। অন্নকে উপাসনা কর। ১

স যোঽন্নং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽন্নবতো বৈ স লোকান্ পানবতোঽভিসিধ্যতি যাবদন্নস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যোঽন্নং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবোঽন্নাদ্ভূয় ইত্যন্নাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য নবমখণ্ডঃ॥

অন্নবতঃ (প্রভূত অন্নবিশিষ্ট), পানবতঃ (প্রভূত জলযুক্ত)। ২

"যে কেহ অন্নকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি প্রভূত অন্নপানযুক্ত লোকসকল লাভ করেন। অন্নের গতি যতদূর, তাঁহারা ততদূর স্বচ্ছন্দগতি হয়।" (নারদ)—"হে ভগবন্, অন্ন হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি?" (সনৎকুমার)—"অন্ন হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।" (নারদ)—"আপনি আমায় তাহা বলুন।" ২

সপ্তমাধ্যায়—দশম খণ্ড

(জলব্রহ্ম)

আপো বাব অন্নাদ্ভূয়স্তস্মাদ্ যদা সুবৃষ্টির্ন ভবতি ব্যাধীয়ন্তে প্রাণা অন্নং কনীয়ো ভবিষ্যতীত্যথ যদা সুবৃষ্টির্ভবত্যানন্দিনঃ

প্রাণা ভবন্ত্যন্নং বহু ভবিষ্যতীত্যাপ এবেমা মূর্তা যেয়ং পৃথিবী যদন্তরিক্ষং যদ্ দ্যৌর্যৎ পর্বতা যদ্দেবমনুষ্যা যৎ পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকমাপ এবেমা মূর্তা অপ উপাস্স্বেতি ॥ ১

আপঃ (জল) বাব অন্নাৎ ভূয়স্যঃ (শ্রেষ্ঠ) [কেন না জল অন্নোৎপত্তির হেতু]। তস্মাৎ যদা সুবৃষ্টিঃ ন ভবতি [তখন] প্রাণাঃ (প্রাণবৃন্দ, প্রাণিগণ) ব্যাধীয়ন্তে (দুঃখার্ত হয়)— অন্নম্ কনীয়ঃ (অল্পতর) ভবিষ্যতি (হইবে) ইতি (এই মনে করিয়া); অথ যদা সুবৃষ্টিঃ ভবতি, প্রাণাঃ আনন্দিনঃ (সুখী) ভবন্তি (হয়)—অন্নম্ বহু (প্রভূত) ভবিষ্যতি ইতি। আপঃ এব ইমাঃ (এই সকল) মূর্তাঃ (মূর্ত বস্তু)—যা ইয়ম্ (এই যে পৃথিবী), যৎ (যে) অন্তরিক্ষম্ [ইত্যাদি সহজবোধ্য]। অপঃ (জলকে) উপাস্স্ব ইতি। ১

"জল অন্ন হইতে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। এই জন্যই কখনও সুবৃষ্টি না হইলে, 'অন্ন অল্পতর হইবে,' এই মনে করিয়া প্রাণসমূহ ব্যথিত হয়; আবার সুবৃষ্টি হইলে, 'প্রভূত অন্ন হইবে,' এই মনে করিয়া প্রাণসমূহ আনন্দিত হয়। এই যাহা কিছু স্থূল,—এই যে পৃথিবী, এই যে অন্তরিক্ষ, এই যে দ্যুলোক[১], এই যে পর্বতরাজি, এই যে দেবমনুষ্যবৃন্দ, এই যে পশুগণ, পক্ষিগণ, তৃণবনস্পতি সকল, এবং কীট পতঙ্গ ও পিপীলিকা সহ হিংস্র জন্তুগণ,—জলই এই সকল মূর্তবস্তুরূপে পরিণত হইয়াছে। জলকে উপাসনা কর। ১

১। অগ্নিহোত্রে প্রদত্ত দধি দুগ্ধ প্রভৃতি তরল আহুতির ফলে এই সকল লোক জাত হয়।

স যোঽপো ব্রহ্মেত্যুপাস্ত আপ্নোতি সর্বান্ কামাংস্তৃপ্তিমান্ ভবতি যাবদপাং গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যোঽপো ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবোঽদ্ভ্যো ভূয় ইত্যদ্ভ্যো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দশমখণ্ডঃ ॥

"যে কেহ জলকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি সমস্ত (স্থূল) কাম্য বস্তু লাভ করেন এবং তৃপ্তিমান্ হন। জলের গতি যতদূর, তাঁহারও ততদূর যথেচ্ছগতি হয়।" "হে ভগবন্, জল হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি?" "জল হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।" "আপনি আমায় তাহা বলুন।" ২

সপ্তমাধ্যায়—একাদশ খণ্ড

(তেজোব্রহ্ম)

তেজো বাবাদ্ভ্যো ভূয়স্তদ্বা এতদ্বায়ুমাগৃহ্যাকাশমভিতপতি তদাহুর্নিশোচতি নিতপতি বর্ষিষ্যতি বা ইতি তেজ এব তৎ পূর্বং দর্শয়িত্বাঽথাপঃ সৃজতে তদেতদূর্ধ্বাভিশ্চ তিরশ্চীভিশ্চ বিদ্যুদ্ভিরাহ্রাদাশ্চরন্তি তস্মাদাহুর্বিদ্যোততে স্তনয়তি বর্ষিষ্যতি বা ইতি তেজ এব তৎ পূর্বং দর্শয়িত্বাঽথাপঃ সৃজতে তেজ উপাস্স্বেতি ॥ ১

তেজঃ বাব অদ্ভ্যঃ ভূয়ঃ, [কারণ তেজ হইতে জল উৎপন্ন হয়]। [এই জন্যই যখন] তৎ বৈ এতৎ (উক্ত এই তেজ) [স্বীয় কারণ] বায়ুম্ আগৃহ্য (বায়ুকে আশ্রয় করিয়া) আকাশম্ (আকাশকে) অভিতপতি (অভিতপ্ত করে), তৎ (তখন) [লোকে] আহুঃ (বলে)—নিশোচতি ([জগৎকে] সন্তপ্ত করিতেছে) নিতপতি ([দেহসমূহকে] উত্তপ্ত করিতেছে) [অতএব] বর্ষিষ্যতি বৈ (বৃষ্টি হইবে) ইতি। তৎ (উক্ত স্থলে) তেজঃ এব [আপনাকে] পূর্বম্ (অগ্রে) দর্শয়িত্বা (দেখাইয়া, প্রকাশ করিয়া) অথ (অনন্তর) অপঃ সৃজতে (সৃজন করে), [অতএব জল অপেক্ষা জলের কারণ তেজ শ্রেষ্ঠ]। [যখন] ঊর্ধ্বাভিঃ চ তিরশ্চীভিঃ চ (ঊর্ধ্বগামী ও তির্যক্‌গামী) বিদ্যুদ্ভিঃ (বিদ্যুৎসমূহের সহিত) আহ্রাদাঃ (মেঘগর্জনসকল) চরন্তি (বিচরণ করে) তৎ (তখন, উক্ত স্থলে) এতৎ (এই তেজই) [মেঘগর্জনের রূপ ধারণ পূর্বক বৃষ্টির কারণ হয়]; তস্মাৎ (তাহা দেখিয়া)

আহুঃ—বিদ্যোতত্তে (বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইতেছে), স্তনয়তি (মেঘগর্জন হইতেছে), বর্ষিষ্যতি বৈ ইতি। তেজঃ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ১

"তেজ জল অপেক্ষা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। (যখন) উক্ত তেজ বায়ুকে আশ্রয় করিয়া আকাশকে অভিতপ্ত করে, তখন লোকে বলে, 'বড় গরম, (গা) পোড়াইতেছে, বৃষ্টি হইবে।' উক্ত স্থলে তেজই আপনাকে অগ্রে প্রকাশ করিয়া অনন্তর জল সৃজন করে। ঊর্ধ্বগামী ও তির্যক্‌গামী বিদ্যুৎগণের সহিত যখন মেঘগর্জনসকল পরিভ্রমণ করিতে থাকে, তখনও এই তেজই (মেঘগর্জনরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বৃষ্টির কারণ হয়)। এই জন্যই লোকে বলে, 'বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, মেঘ ডাকিতেছে, বৃষ্টি হইবে।' (অতএব) তেজই পূর্বে আত্মপ্রকাশ করিয়া তদনন্তর জল সৃজন করে। তেজকে উপাসনা কর। ১

স যস্তেজো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে তেজস্বী বৈ স তেজস্বতো লোকান্ ভাস্বতোঽপহততমস্কানভিসিধ্যতি যাবত্তেজসো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যস্তেজো ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবস্তেজসো ভূয় ইতি তেজসো বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যৈকাদশখণ্ডঃ ॥

"যে কেহ তেজকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি তেজস্বী হন; তিনি তেজোময়, ভাস্বর, ও তমোহীন লোকসমূহ প্রাপ্ত হন। তেজের গতি যতদূর তাঁহারও ততদূর স্বচ্ছন্দগতি হয়।" "হে ভগবন্, তেজ অপেক্ষা উচ্চতর কিছু আছে কি?" "তেজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।" আপনি আমায় উহা বলুন।" ২

সপ্তমাধ্যায়—দ্বাদশ খণ্ড

(আকাশব্রহ্ম)

আকাশো বাব তেজসো ভূয়ানাকাশে বৈ সূর্যাচন্দ্রমসাবুভৌ-বিদ্যুন্নক্ষত্রাণ্যগ্নিরাকাশেনাহ্বয়ত্যাকাশেন শৃণোত্যাকাশেন প্রতিশৃণোত্যাকাশে রমত আকাশে ন রমত আকাশে জায়ত আকাশমভিজায়ত আকাশমুপাস্স্বেতি ॥ ১

আকাশঃ বাব তেজসঃ (তেজ হইতে) ভূয়ান্, [কেন না আকাশ হইতে বায়ু ও বায়ু হইতে তেজ উৎপন্ন হয়]। সূর্যাচন্দ্রমসৌ উভৌ (সূর্য ও চন্দ্র উভয়ে), বিদ্যুৎ, নক্ষত্রাণি, অগ্নিঃ [ইহারা সকলেই তেজের বিভিন্ন রূপ, এবং সকলেই] আকাশে বৈ (আকাশে অবস্থিত, আকাশে অন্তর্ভুক্ত)। আকাশেন (আকাশের সাহায্যে) আহ্বয়তি (আহ্বান করে), [আহূত ব্যক্তি] আকাশেন শৃণোতি (শ্রবণ করে), [আহ্বানকারী] আকাশেন প্রতিশৃণোতি ([আহূত ব্যক্তির] প্রত্যুত্তর শ্রবণ করে), আকাশে রমতে (আনন্দ করে), আকাশে ন রমতে, আকাশে জায়তে (জাত হয়), [অঙ্কুরাদি] আকাশম্ অভিজায়তে (আকাশাভিমুখে উদ্‌গত হয়)। আকাশম্ উপাস্স্ব ইতি। ১

"আকাশ তেজ হইতে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। সূর্য ও চন্দ্র উভয়ে, এবং বিদ্যুৎ, নক্ষত্রবৃন্দ, ও অগ্নি আকাশেই আশ্রিত। আকাশের সাহায্যে (একে অন্যকে) আহ্বান করে, আকাশের সাহায্যে (আহ্বান) শ্রবণ করে, আকাশের সাহায্যে (প্রত্যুত্তর) প্রতিশ্রবণ করে ; আকাশে (একে অন্যের সহিত) ক্রীড়া করে, এবং আকাশেই (বন্ধু আদির বিয়োগজনিত) শোক অনুভব করে ; (অঙ্কুরাদি) আকাশে জাত হয়, আকাশের অভিমুখে উদ্‌গত হয়। আকাশকে উপাসনা কর। ১

স য আকাশং ব্রহ্মেত্যুপাস্ত আকাশবতো বৈ স লোকান্ প্রকাশবতোঽসংবাধানুরুগায়বতোঽভিসিধ্যতি যাবদাকাশস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি য আকাশং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি

ভগব আকাশাদ্ভূয় ইত্যাকাশাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বাদশখণ্ডঃ॥

আকাশবতঃ (বিস্তীর্ণ), [আকাশের সহিত জ্যোতির সম্বন্ধ আছে, অতএব] প্রকাশবতঃ (জ্যোতির্ময়), অসংবাধান্ (পরস্পরের ক্লেশের অনুৎপাদক), উরুগায়বতঃ (অবাধ পরিভ্রমণের উপযুক্ত, বিশাল) লোকান্ (লোকসকল) অভিসিধ্যতি (লাভ করেন)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ২

"যে কেহ আকাশকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি সুবিস্তীর্ণ, জ্যোতির্ময়, পরস্পরের ক্লেশের অনুৎপাদক, এবং অবাধ ভ্রমণের উপযুক্ত লোকসকল লাভ করেন। আকাশ যতদূর বিস্তৃত, তাঁহার ততদূর স্বচ্ছন্দগতি হয়।" "হে ভগবন্, আকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি?" "আকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।" "আপনি আমায় উহা বলুন।" ২

সপ্তমাধ্যায়—ত্রয়োদশ খণ্ড

(স্মৃতিব্রহ্ম)

স্মরো বাবাকাশাদ্ভূয়স্তস্মাদ্ যদ্যপি বহব আসীরন্ন স্মরন্তো নৈব তে কঞ্চন শৃণুয়ুর্ন মন্বীরন্ন বিজানীরন্ যদা বাব তে স্মরেয়ুরথ শৃণুয়ুরথ মন্বীরন্নথ বিজানীরন্ স্মরেণ বৈ পুত্রান্ বিজানাতি স্মরেণ পশূন্ স্মরমুপাস্স্বেতি॥ ১

স্মরঃ বাব (স্মৃতিই) আকাশাৎ ভূয়ঃ (—ভূয়ান্), [আকাশাদি পদার্থ ভোক্তার ভোগের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। তাহারা স্মৃতির বিষয়ীভূত না হইলে তাহাদের থাকা না থাকা দুইই সমান; কারণ তাহাতে ভোগ সিদ্ধ হয় না]। তস্মাৎ যদ্যপি বহবঃ আসীরন্

([কোনও স্থলে] বহু লোকের সমাবেশ হয়) [তথাপি] ন স্মরন্তঃ ([পরস্পরের কথা] স্মরণ না করিলে) তে (তাহারা) কম্-চন (কোনও শব্দ) ন এব শৃণুয়ুঃ (অবশ্যই শুনিতে পারে না), ন মন্বীরন্ (চিন্তা করিতে পারে না), ন বিজানীরন্ (জানিতে পারে না) ; যদা বাব (যখনই) তে স্মরেয়ুঃ (স্মরণ করে) অথ (তদনন্তর) শৃণুয়ুঃ, অথ মন্বীরন্, অথ বিজানীরন্ ; স্মরেণ বৈ (স্মৃতির সাহায্যেই) পুত্রান্ (পুত্রগণকে) বিজানাতি (জানে, চিনিতে পারে), স্মরেণ পশূন্ (পশুগণকে) [চিনিতে পারে]। স্মরম্ উপাস্স্ব ইতি। ১

"স্মৃতি আকাশ হইতে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। এই জন্যই যদি বহু লোকের সমাবেশ হয়, তথাপি স্মরণ না থাকিলে তাহারা পরস্পরের কথা শুনিতে পায় না, চিন্তা করিতে পারে না, জানিতে পারে না ; যখন আবার স্মরণ করে, তখন শুনিতে পায়, চিন্তা করে, ও জানে। স্মৃতির সাহায্যেই পুত্রগণকে চিনিতে পারে, স্মৃতির সাহায্যে পশুগণকে চিনিতে পারে। স্মৃতিকে উপাসনা কর। ১

স যঃ স্মরং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবৎ স্মরস্য গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি যঃ স্মরং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগবঃ স্মরাদ্ভূয় ইতি স্মরাদ্বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি ॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশখণ্ডঃ ॥

"যে কেহ স্মৃতিকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, স্মৃতির গতি যতদূর, তাঁহারও ততদূর স্বচ্ছন্দগতি হয়।" "হে ভগবন্, স্মৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি ?" "স্মৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।" "আপনি আমায় উহা বলুন।" ২

সপ্তমাধ্যায়—চতুর্দশ খণ্ড

(আশাব্রহ্ম)

আশা বাব স্মরাদ্ভূয়স্যাশেদ্ধো বৈ স্মরো মন্ত্রানধীতে কর্মাণি কুরুতে পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চেচ্ছত ইমং চ লোকমমুং চেচ্ছত আশামুপাস্স্বেতি॥ ১

আশা বাব (অপ্রাপ্ত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা, কাম বা তৃষ্ণা) স্মরাৎ ভূয়সী। [কারণ] আশা-ইদ্ধঃ বৈ (আশার দ্বারা উদ্দীপিত) [হইয়া] স্মরঃ (স্মৃতি, অর্থাৎ স্মৃতিবান্ পুরুষ) মন্ত্রান্ (ঋগাদি মন্ত্রসকল) অধীতে (পাঠ করেন), [মন্ত্রের অর্থ ও কর্মবিধি ব্রাহ্মণভাগ হইতে শ্রবণ করিয়া] কর্মাণি (যজ্ঞাদি কর্মসকল) কুরুতে (করেন), পুত্রান্ চ পশূন্ চ ([কর্মফলস্বরূপ] পুত্র ও পশুগণ) ইচ্ছতে (বাঞ্ছা করেন), ইমম্ চ লোকম্ অমুম্ চ (ইহলোক ও পরলোক) ইচ্ছতে। আশাম্ উপাস্স্ব ইতি। ১

"আশা স্মৃতি হইতে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। (কারণ) আশার দ্বারা উদ্দীপিত হইয়াই স্মৃতিমান্ পুরুষ মন্ত্রসকল পাঠ করেন, কর্মের অনুষ্ঠান করেন, পুত্র পশু প্রভৃতি কামনা করেন, এবং ইহলোক ও পরলোকের অভিলাষ করেন। ১

স য আশাং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে আশয়াঽস্য সর্বে কামাঃ সমৃধ্যন্ত্যমোঘা হাস্যাশিষো ভবন্তি যাবদাশায়া গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি য আশাং ব্রহ্মেত্যুপাস্তেঽস্তি ভগব আশায়া ভূয় ইত্যাশায়া বাব ভূয়োঽস্তীতি তন্মে ভগবান্ ব্রবীত্বিতি॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য চতুর্দশখণ্ডঃ॥

[সর্বদা উপাসিত] আশয়া (আশাব্রহ্মের দ্বারা) অস্য (এই উপাসকের) সর্বে কামাঃ (সকল বাসনা) সমৃধ্যন্তি (সমৃদ্ধ হয়); অস্য হ আশিষঃ (প্রার্থনাসকল) অমোঘাঃ (অব্যর্থ) ভবন্তি। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ২

"যে কেহ আশাকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তাঁহার সমস্ত কামনা আশাদ্বারা সমৃদ্ধ হয়, এবং তাঁহার সমস্ত প্রার্থনা অমোঘ হয়। আশার গতি যতদূর, তাঁহারও ততদূর যথেচ্ছগতি হয়।" "হে ভগবন্, আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি?" "আশা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু অবশ্যই আছে।" "আপনি আমায় উহা বলুন।" ২

সপ্তমাধ্যায়—পঞ্চদশ খণ্ড

(প্রাণব্রহ্ম ও গৌণ অতিবাদী)

প্রাণো বাব আশায়া ভূয়ান্ যথা বা অরা নাভৌ সমর্পিতা এবমস্মিন্ প্রাণে সর্বং সমর্পিতং প্রাণঃ প্রাণেন যাতি প্রাণঃ প্রাণং দদাতি প্রাণায় দদাতি প্রাণো হ পিতা প্রাণো মাতা প্রাণো ভ্রাতা প্রাণঃ স্বসা প্রাণ আচার্যঃ প্রাণো ব্রাহ্মণঃ ॥ ১

[পরমেশ্বরের উপাধিভূত] প্রাণঃ (প্রাণ) বাব আশায়াঃ ভূয়ান্; [কারণ] যথা বৈ (যেমন) অরাঃ (রথচক্রের শলাকাসকল) নাভৌ (চক্রনাভিতে) সমর্পিতাঃ (সম্প্রবেশিত আছে) এবম্ (এইরূপ) অস্মিন্ প্রাণে (এই প্রাণে) [নাম হইতে আশা পর্যন্ত] সর্বম্ (সমস্ত) [জগৎ] সমর্পিতম্ [প্রঃ ২।৬, কৌঃ ৩।৮]; প্রাণঃ প্রাণেন (প্রাণের দ্বারা, অর্থাৎ স্বশক্তিসহায়ে) যাতি (যায়, [গমনের কর্তা ও করণ উভয়েই প্রাণ]); প্রাণঃ প্রাণম্ দদাতি (দান করে, [দাতা ও দেয় বস্তু প্রাণ হইতে অভিন্ন]), প্রাণায় (প্রাণকে) দদাতি [সম্প্রদানের পাত্রও]। [অপরাংশ সহজ]। ১

"প্রাণ আশা অপেক্ষা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। (কারণ) রথনাভিতে শলাকাসকল যেমন সম্প্রবেশিত থাকে, তেমনি এই প্রাণে সমস্ত প্রবিষ্ট রহিয়াছে। প্রাণ প্রাণের দ্বারা বিচরণ করে; প্রাণই প্রাণ দান করে

এবং প্রাণকে দান করে; প্রাণই পিতা, প্রাণ মাতা, প্রাণ ভ্রাতা, প্রাণ ভগিনী, প্রাণ আচার্য, প্রাণ ব্রাহ্মণ।[১] ১

১। অর্থাৎ প্রাণ সর্বাত্মক; ক্রিয়া, কারক, ফল—সমস্তই প্রাণ। এই প্রাণই হিরণ্যগর্ভের দেহ, বাহ্য বায়ু, ও জীবদেহস্থ মুখ্যপ্রাণ এই ত্রিবিধরূপে অবস্থিত। এই প্রাণকে অবলম্বন করিয়াই আত্মা দেহে অবস্থান করেন, এবং প্রাণের দেহত্যাগেই আত্মারও দেহত্যাগ হয়। এই প্রাণে উপহিত আত্মা ও হিরণ্যগর্ভদেহে অবস্থিত চৈতন্য উভয়েই পরমাত্মার সহিত অভিন্ন। জগতের যাবতীয় জিনিস এই প্রাণশক্তির অন্তর্নিহিত। পূর্বে দেখান হইয়াছে যে, সমস্ত বস্তু স্মৃতির উপর নির্ভর করে এবং আশাদ্বারা তাহারা পরস্পর সংবদ্ধ; সূত্ররূপে অন্তরে ও বাহিরে অনুস্যূত থাকিয়া প্রাণ ঐ স্মৃতিমূলক ও আশাপাশবদ্ধ জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন।

স যদি পিতরং বা মাতরং বা ভ্রাতরং বা স্বসারং বাচার্যং বা ব্রাহ্মণং বা কিঞ্চিদ্ ভৃশমিব প্রত্যাহ ধিক্ ত্বাহস্ত্বিত্যেবৈনমাহুঃ পিতৃহা বৈ ত্বমসি মাতৃহা বৈ ত্বমসি ভ্রাতৃহা বৈ ত্বমসি স্বসৃহা বৈ ত্বমস্যাচার্যহা বৈ ত্বমসি ব্রাহ্মণহা বৈ ত্বমসীতি ॥ ২

[পিত্রাদি শব্দ যে প্রাণেরই লক্ষক, ইহা প্রদর্শিত হইতেছে। দেহে প্রাণ থাকিলেই পিতা প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হয়, অন্যথা নহে। যথা]—সঃ যদি (কেহ যদি) পিতরম্ (পিতাকে) বা, মাতরম্ (মাতাকে) বা, ভ্রাতরম্ বা, স্বসারম্ বা, আচার্যম্ বা, ব্রাহ্মণম্ বা কিম্ চিৎ (কিছু) ভৃশম্ ইব (অননুরূপ, রুক্ষ) প্রত্যাহ (বলে) [তবে অপরেরা] এনম্ (ইহাকে) ধিক্ ত্বা অস্তু (তোমায় ধিক্) ইতি, ত্বম্ বৈ (তুমি) পিতৃহা (পিতৃঘাতী) অসি (হইয়াছ) ইতি এব (এই কথাই) আহুঃ (বলে)। [অপরাংশও অনুরূপ]। ২

"কেহ যদি পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আচার্য, বা ব্রাহ্মণকে অননুরূপ কিছু বলে, তবে (অপরেরা) তাহাকে এইরূপ বলে, 'তোমায় ধিক্, তুমি পিতৃঘাতী হইয়াছ, মাতৃঘাতী হইয়াছ, ভ্রাতৃঘাতী হইয়াছ, ভগিনী-ঘাতী হইয়াছ, গুরুঘ্ন হইয়াছ, ব্রাহ্মণঘ্ন হইয়াছ।' ২

অথ যদ্যপ্যেনানুৎক্রান্তপ্রাণাঞ্ছূলেন সমাসং ব্যতি-ষন্দহেন্নৈবৈনং ব্রূয়ুঃ পিতৃহাঽসীতি ন মাতৃহাঽসীতি ন ভ্রাতৃহাঽসীতি ন স্বসৃহাঽসীতি নাচার্যহাঽসীতি ন ব্রাহ্মণ-হাঽসীতি ॥ ৩

অথ যদ্যপি (আবার যদিই বা) উৎক্রান্তপ্রাণান্ (মৃত) এনান্ (ইহাদিগকে) [কেহ] সমাসম্ (পুঞ্জীকৃত করিয়া) শূলেন (শূলের দ্বারা) ব্যতিষম্ (অবয়বসকল বিভিন্ন করিয়া) দহেৎ (দগ্ধ করে), [তাহাদের দেহের অবয়বসকল একত্র বা পৃথক্ করিয়া দগ্ধ করে, তথাপি এতাদৃশ ক্রূরকর্মকারী] এনম্ (ইহাকে) ন এব ব্রূয়ুঃ (অবশ্যই বলিবে না)—পিতৃহা অসি ইতি [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ৩

"আবার যদি কেহ বিগতপ্রাণ ইহাদিগকে পুঞ্জীভূত করিয়া এবং শূলের দ্বারা খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াও দগ্ধ করে, তথাপি (অপরেরা) তাহাকে কখনও ইহা বলিবে না, 'তুমি পিতৃঘাতী হইয়াছ, মাতৃঘাতী হইয়াছ, ভ্রাতৃঘাতী হইয়াছ, ভগিনীঘাতী হইয়াছ, গুরুঘ্ন হইয়াছ, ব্রাহ্মণহন্তা হইয়াছ।' ৩

প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্বাণি ভবতি স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নতিবাদী ভবতি তং চেদ্ ব্রূয়ুরতিবাদ্য-সীত্যতিবাদ্যস্মীতি ব্রূয়ান্নাপহ্নুবীত ॥ ৪

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য পঞ্চদশখণ্ডঃ ॥

প্রাণঃ হি এব (প্রাণই) এতানি সর্বাণি ([পিতামাতাপ্রভৃতি ও স্থাবরজঙ্গম] এই সমস্ত) ভবতি (হইয়া থাকেন)। সঃ বৈঃ এষঃ (উক্ত এই প্রাণবিদ্ [যিনি সর্বাত্মক প্রাণকে আপনার সহিত অভিন্ন বলিয়া বোধ করিয়াছেন]) এবম্ পশ্যন্ (যথোক্ত প্রকারে স্বরূপতঃ দর্শন করিয়া) এবম্ মন্বানঃ (এইরূপ বিচার করিয়া), এবম্ বিজানন্ (এইরূপ নিশ্চয় করিয়া) অতিবাদী ভবতি (অতিবাদী হন, [নাম

হইতে আশা পর্যন্ত সমস্ত অতিক্রম করিয়া বলেন])। তম্ (তাঁহাকে) চেৎ (যদি) ব্রূয়ুঃ [লোকে বলে]—অতিবাদী অসি (আপনি অতিবাদী) ইতি—[তবে তিনি] অতিবাদী অস্মি (আমি অতিবাদী) ইতি—ব্রূয়াৎ (বলিবেন), ন অপহ্নুবীত (মিথ্যা বলিবেন না, নিজের অতিবাদিত্ব গোপন করিবেন না)। ৪

"প্রাণই এই সমস্ত হইয়াছেন। উক্ত প্রাণবিদ্ এইরূপ দর্শন করিয়া, এইরূপ বিচার করিয়া, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া[১] অতিবাদী হন। তাঁহাকে যদি লোকে বলে, 'আপনি অতিবাদী,' তবে তিনি বলিবেন, 'হাঁ, আমি অতিবাদী',—তিনি অস্বীকার করিবেন না।[২] ৪

১। মূলের বিজানন্—যে অন্বয়ব্যতিরেক অবলম্বনে শ্রুতিতে প্রাণের সর্বাত্মত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই অন্বয়ব্যতিরেকাত্মক বিচারসহায়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান লাভ করিয়া। দর্শন করিয়া—ঐ জ্ঞানের ফল সাক্ষাৎ করিয়া।

২। তিনি "আমি প্রাণ" এইরূপে সর্বেশ্বর প্রাণকে জানিয়াছেন; সুতরাং সত্য গোপন করিবেন কেন?

সপ্তমাধ্যায়—ষোড়শ খণ্ড

(মুখ্য অতিবাদী)

এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি সোঽহং ভগবঃ সত্যেনাতিবদানীতি সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি সত্যং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি॥ ১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ষোড়শখণ্ডঃ॥

[বিকারী অতএব মিথ্যা প্রাণে উপহিত কার্যব্রহ্মকে জানিয়াই নারদ আপনাকে পরমার্থতঃ অতিবাদী ও কৃতকৃত্য ভাবিয়া শান্ত হইলেন ও আর প্রশ্ন করিলেন না দেখিয়া, উপযুক্ত শিষ্যকে পরমার্থ সত্য জ্ঞাপন করিবার জন্য সনৎকুমার বলিলেন]—

তু (পরন্তু [ইহা অপরপক্ষের ব্যাবর্তক অব্যয়; অর্থাৎ পূর্বে যাঁহাকে অতিবাদী বলিয়াছি, সেই প্রাণাত্মবিদ্ গৌণ অতিবাদী, মুখ্য অতিবাদী নহেন]) যঃ (যিনি) সত্যেন ([পরমার্থ সত্য অবগত হইয়া সেই] সত্য অবলম্বনে) অতিবদতি ([নাম হইতে প্রাণ পর্যন্ত সমস্তকে] অতিক্রম করিয়া বলেন), এষঃ বৈ অতিবদতি (ইনিই যথার্থ অতিবাদ করেন)। [নারদ]—[আপনার শরণাগত] সঃ অহম্ (উক্ত আমি) সত্যেন (পারমার্থিক সত্যাবলম্বনে) অতিবদানি (যেন [মুখ্য] অতিবাদী হইতে পারি) ইতি। [সনৎকুমার]—তু (তাহা হইলে কিন্তু) সত্যম্ এব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ (সত্যকেই জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে) ইতি। [নারদ]—ভগবঃ, সত্যম্ বিজিজ্ঞাসে (বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি) ইতি। ১

"যিনি সত্যকে আশ্রয় করিয়া অতিবাদী হন, তিনিই কিন্তু প্রকৃত অতিবাদী।" "(শরণাগত) আমি সত্যাবলম্বনেই যেন অতিবাদী হই।" "তবে কিন্তু সত্যকেই বিশেষরূপে জানিবার জন্য সমুৎসুক হইতে হইবে।" "হে ভগবন্, আমি সত্যকেই বিশেষরূপে জানিতে চাই।" ১

সপ্তমাধ্যায়—সপ্তদশ খণ্ড

(সত্য বিজ্ঞানসাপেক্ষ)

যদা বৈ বিজানাত্যথ সত্যং বদতি নাবিজানন্ সত্যং বদতি বিজানন্নেব সত্যং বদতি বিজ্ঞানং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি বিজ্ঞানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥ ১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য সপ্তদশখণ্ডঃ ॥

যদা বৈ (যখন) [কেহ] বিজানাতি (["বিকারসমূহ মিথ্যা, একমাত্র সৎই পরমার্থ সত্য" ইত্যাকার] বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন) অথ (তখন) [তিনি

বিকারসমূহকে ত্যাগ করিয়া] সত্যম্ বদতি (সৎস্বরূপ সত্যেরই কথা বলেন); অবিজানন্ (বিশেষরূপে না জানিয়া) [যিনি বলেন, তিনি] সত্যম্ ন বদতি; বিজানন্ এব (সবিশেষ জানিয়া) [লোকে যাহা বলে, তাহা] সত্যম্ বদতি। বিজ্ঞানম্ এব তু (বিজ্ঞান কিন্তু) বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ (বিশেষ অনুসন্ধিৎসার বিষয় হইবার যোগ্য) ইতি। ভগবঃ, বিজ্ঞানম্ বিজিজ্ঞাসে (সবিশেষ জানিতে চাই) ইতি। ১

"যখন কেহ সবিশেষ জানেন, তখনই তিনি সত্য বলেন; সবিশেষ না জানিয়া কেহ সত্য বলিতে পারেন না, সবিশেষ জানিয়াই সত্য বলিতে পারেন।[১] (এই) সবিশেষ জ্ঞান (বা বিজ্ঞান) সম্বন্ধে কিন্তু অনুসন্ধিৎসা আবশ্যক।" "হে ভগবন্, আমি বিজ্ঞান সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে চাই।" ১

১। ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্বে "জাগতিক অগ্ন্যাদি বস্তু সত্য"—এইরূপ যে সত্যবুদ্ধি থাকে, তাহা ব্যাবহারিক সত্য। পারমার্থিক দৃষ্টিতে অগ্ন্যাদিরূপে উহাদের কোনও বাস্তব সত্তা নাই (৬।৪ খণ্ড দ্রঃ)। পারমার্থিক তত্ত্ব না জানিয়া যখন কেহ অগ্নি প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন, তখন তিনি ঐ গুলিকে সৎ হইতে পৃথগ্‌রূপে বিদ্যমান সত্য বস্তু বলিয়াই মনে করেন, এবং এইরূপে তিনি সত্য না বলিয়া মিথ্যা বলেন। কিন্তু বিজ্ঞানী যখন ঐ শব্দসকল বলেন, তখন তিনি জানেন, "বিকারী সমস্ত মিথ্যা: সর্বানুস্যূত ও সকলের অধিষ্ঠান অবিকারী সৎই সত্য;" সুতরাং তাঁহার উক্তি সত্য হয়, মিথ্যা হয় না।

সপ্তমাধ্যায়—অষ্টাদশ খণ্ড

(বিজ্ঞান মননসাপেক্ষ)

যদা বৈ মনুতেঽথ বিজানাতি নামত্বা বিজানাতি মত্বৈব বিজানাতি মতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি মতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি॥ ১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যাষ্টাদশখণ্ডঃ॥

মনুতে (চিন্তা করেন, মনন করেন, জ্ঞাতব্য বিষয়ে বিচার করেন), অমত্বা চিন্তা না করিয়া), মত্বা এব (চিন্তা করিয়া) মতিঃ (মনন)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ১

"যখন কেহ মনন করেন, তখন তিনি বিজ্ঞান লাভ করেন; মনন না করিয়া কেহ বিজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না, মনন করিয়াই বিজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। মননকে জানিবার জন্য কিন্তু সমুৎসুক হওয়া আবশ্যক।" "হে ভগবন্, আমি মননকেই জানিতে চাই।" ১

সপ্তমাধ্যায়—ঊনবিংশ খণ্ড

(মনন শ্রদ্ধাসাপেক্ষ)

যদা বৈ শ্রদ্দধাত্যথ মনুতে নাশ্রদ্দধন্মনুতে শ্রদ্দধদেব মনুতে শ্রদ্ধা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি শ্রদ্ধাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি॥ ১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যোনবিংশখণ্ডঃ॥

"যখন কেহ শ্রদ্ধা (অর্থাৎ আস্তিক্যবুদ্ধি) বিশিষ্ট হন, তখন তিনি মনন করেন; শ্রদ্ধাবান্ না হইলে কেহ মনন করেন না, শ্রদ্ধাবান্ হইয়াই মনন করেন। শ্রদ্ধাকে জানিবার জন্য কিন্তু উৎসুক হওয়া আবশ্যক।" "হে ভগবন্, আমি শ্রদ্ধাকে জানিতে চাই।" ১

সপ্তমাধ্যায়—বিংশ খণ্ড

(শ্রদ্ধা নিষ্ঠাসাপেক্ষ)

যদা বৈ নিস্তিষ্ঠত্যথ শ্রদ্দধাতি নানিস্তিষ্ঠঞ্ছ্রদ্দধাতি নিস্তিষ্ঠন্নেব শ্রদ্দধাতি নিষ্ঠা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি নিষ্ঠাং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥ ১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য বিংশখণ্ডঃ ॥

নিস্তিষ্ঠতি (নিষ্ঠাবান্ হন ; ব্রহ্মবিজ্ঞানের জন্য গুরুশুশ্রূষাদিতে তৎপর হন) ; অনিস্তিষ্ঠন্ (নিষ্ঠাবান্ না হইয়া) ন শ্রদ্দধাতি (শ্রদ্ধা করেন না) । ১

"কেহ যখন নিষ্ঠাবান্ হন, তখনই তিনি শ্রদ্ধালু হন ; নিষ্ঠাবান্ না হইলে কেহ শ্রদ্ধাবান্ হন না, নিষ্ঠাবান্ হইলেই শ্রদ্ধাবান্ হন। নিষ্ঠাকে জানিতে কিন্তু উৎসুক হওয়া আবশ্যক।" "হে ভগবন্, আমি নিষ্ঠাকে জানিতে চাই।" ১

সপ্তমাধ্যায়—একবিংশ খণ্ড

(নিষ্ঠা একাগ্রতাসাপেক্ষ)

যদা বৈ করোত্যথ নিস্তিষ্ঠতি নাকৃত্বা নিস্তিষ্ঠতি কৃত্বৈব নিস্তিষ্ঠতি কৃতিস্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যেতি কৃতিং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥ ১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্যৈকবিংশখণ্ডঃ ॥

করোতি (কর্তব্য সাধন করেন, [বর্তমান স্থলে ব্রহ্মচারীর শ্রেষ্ঠ সাধন একাগ্রতাই গ্রহণীয়]) ; কৃত্বা ([চিত্তের একাগ্রতা] সাধন করিয়া) ; কৃতিঃ (সাধন, চিত্তের একাগ্রতা) । [অপরাংশ পূর্ববৎ] । ১

"কেহ যখন একাগ্র হন, তখনই তিনি নিষ্ঠাবান্ হন; একাগ্র না হইয়া কেহ নিষ্ঠাবান্ হইতে পারেন না, একাগ্র হইয়াই নিষ্ঠাবান্ হইতে পারেন। একাগ্রতাকে জানিতে কিন্তু উৎসুক হওয়া প্রয়োজন।" "হে ভগবন্, আমি একাগ্রতাকে জানিতে চাই।" ১

সপ্তমাধ্যায়—দ্বাবিংশ খণ্ড

(একাগ্রতা সুখসাপেক্ষ)

যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি নাসুখং লব্ধ্বা করোতি সুখমেব লব্ধ্বা করোতি সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি সুখং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি॥ ১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য দ্বাবিংশখণ্ডঃ॥

যদা বৈ সুখম্ লভতে (সুখলাভ করেন, [অর্থাৎ অনন্তর বক্ষ্যমাণ নিরতিশয় আনন্দটি লভ্য বলিয়া মনে করেন]) অথ করোতি (চিত্তকে একাগ্র করেন, ইন্দ্রিয় ও মন সংযত করেন); অসুখম্ লব্ধ্বা (সুখলাভ না করিয়া, [অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ সুখটি লভ্য বলিয়া মনে না করিলে]) ন করোতি। ১

"যখন কেহ সুখলাভ করেন, তখন কর্তব্যসাধনে অগ্রসর হন; সুখলাভ না করিয়া কেহ কর্তব্যসাধনে অগ্রসর হন না, সুখলাভ করিয়াই কর্তব্যসাধনে একাগ্র হন।[১] ঐ সুখটিকে জানিবার জন্য কিন্তু উৎসুক হওয়া আবশ্যক।" "হে ভগবন্, আমি সুখকে বিদিত হইতে ইচ্ছা করি।" ১

১। লৌকিক সুখলাভের সম্ভাবনা থাকিলে এবং তজ্জন্য ইচ্ছা জাগরূক হইলে যেমন লোকে তজ্জন্য চেষ্টিত হয়, তেমনি পরমানন্দ লাভের সম্ভাবনা ও ইচ্ছার একত্র সমাবেশ হইলেই লোকে তজ্জন্য তৎপর হয়।

সপ্তমাধ্যায়—ত্রয়োবিংশ খণ্ড

(ভূমাই সুখ)

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥ ১

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ত্রয়োবিংশখণ্ডঃ ॥

যঃ বৈ (যাহাই) ভূমা (মহান্, সর্বাধিক, সর্বশ্রেষ্ঠ) তৎ (তাহা) সুখম্; [যাহাতে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতারূপ বিভাগ আছে, এতাদৃশ] অল্পে (সসীম কিছুতে) ন সুখম অস্তি (সুখ নাই); ভূমা এব সুখম্। ভূমানম্ (ভূমাকে)। ১

"যাহা ভূমা, তাহাই সুখ; অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ। ভূমাকে কিন্তু জানিবার জন্য ইচ্ছা করিতে হইবে। "হে ভগবন্, আমি ভূমাকে জানিবার জন্য ইচ্ছা করি।" ১

সপ্তমাধ্যায়—চতুর্বিংশ খণ্ড

(ভূমার লক্ষণ)

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমাঽথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্যং স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি যদি বা ন মহিম্নীতি ॥ ১

যত্র, (যে তত্ত্বে, যে ভূমাতে) [দ্রষ্টৃরূপে পৃথক্ হইয়া কেহ] অন্যৎ ([আপনা হইতে ভিন্ন দ্রষ্টব্য] অপর কিছু) ন পশ্যতি (দর্শন করে না), অন্যৎ ন শৃণোতি (শ্রবণ করে না) [অর্থাৎ যাঁহাতে দ্রষ্টা, দৃশ্য, ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিভাগ নাই], অন্যৎ ন বিজানাতি

(অপর কিছু জানে না) [যাঁহাতে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, ও জ্ঞানরূপ বিভাগ নাই ; মন্তা, মন্তব্য, ও মননরূপ বিভাগ নাই]—সঃ ভূমা (তিনিই ভূমা) [ভূমাতে দ্বৈতমূলক ভেদ-ব্যবহার নাই, তিনি দ্বৈতবিলক্ষণ] ; অথ যত্র (যে অবিদ্যার বিষয়ে) অন্যৎ পশ্যতি, অন্যৎ শৃণোতি, অন্যৎ বিজানাতি—তৎ অল্পম্ (তাহা সসীম, [যতক্ষণ অবিদ্যা আছে, ততক্ষণ থাকে]) ; যঃ বৈ ভূমা (যিনি ভূমা), তৎ অমৃতম্ (তিনি অবিনাশী), অথ যৎ অল্পম্, তৎ মর্ত্যম্ (বিনাশী)। ভগবঃ, সঃ (উক্ত ভূমা) কস্মিন্ (কাঁহাতে) প্রতিষ্ঠিতঃ (অধিষ্ঠিত) ইতি। স্বে মহিম্নি (আপন মহিমায়), যদি বা (অথবা) ন মহিম্নি ইতি। ১

"যাঁহাতে কেহ অপর কিছু দেখে না, অপর কিছু শুনে না, অপর কিছু জানে না,[১] তিনিই ভূমা ; আর যাহাতে অন্য কিছু দেখে, অন্য কিছু শুনে, অন্য কিছু জানে—তাহাই অল্প। যিনি ভূমা, তিনিই অমৃত ; আর যাহা অল্প, তাহা মর।" "হে ভগবন্, তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত ?" "স্বমহিমায়, অথবা মহিমায়ও (প্রতিষ্ঠিত) নহেন।[২] ১

১। অবিদ্যাবস্থায় দ্বৈতের দর্শন, শ্রবণ, ও জ্ঞান হয়। ভূমাতে এই দ্বৈত নাই ; সুতরাং তাদৃশ দর্শনাদিও নাই।

২। ভূমার প্রতিষ্ঠা যদি জানিতেই চাও, তবে তাঁহাকে স্বমহিমায় বা স্ব-রূপেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানিবে। আর যদি তাঁহার পরমার্থ স্বরূপ জানিতে চাও, তবে তাঁহাকে অপ্রতিষ্ঠিত বা নিরালম্ব, দ্বিতীয়বিহীন বলিয়া জানিবে।

গোঅশ্বমিহ মহিমেত্যাচক্ষতে হস্তিহিরণ্যং দাসভার্যং ক্ষেত্রাণ্যায়তনানীতি নাহমেবং ব্রবীমি ব্রবীমীতি হোবাচান্যো হ্যন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি ॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য চতুর্বিংশখণ্ডঃ ॥

[ভূমা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত অথচ অপ্রতিষ্ঠিত—ইহা কিরূপে হইতে পারে ? এই আশঙ্কার উত্তরে সনৎকুমার বলিতেছেন]—ইহ (এই পৃথিবীতে) গো-অশ্বম্ (গরু ও ঘোড়াদিগকে), হস্তি-হিরণ্যম্ (হাতী ও সোনাকে), দাস-ভার্যম্ (ভৃত্য ও স্ত্রীকে),

ক্ষেত্রাণি (ক্ষেত্রসকলকে), আয়তনানি ইতি (গৃহাদিসকলকে) মহিমা ইতি (মহিমা এই নামে) [লোকে] আচক্ষতে (বলে)। অহম্ (আমি) এবম্ (এইরূপ) [অর্থাৎ আপনা হইতে ভিন্ন অপর কোনও মহিমাতে ভূমা আশ্রিত ইহা] ন ব্রবীমি (বলি না), হি (কারণ) অন্যঃ অন্যস্মিন্ (একে অপরে) প্রতিষ্ঠিতঃ (প্রতিষ্ঠিত থাকে) [অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা বলিতে একের অপরের উপর অবস্থিতি বুঝায়। আমি ভূমার ঐরূপ অবস্থিতি বলিতেছি না। প্রত্যুত এইরূপ] ব্রবীমি (বলিতেছি) ইতি উবাচ হ (ইহা সনৎকুমার বলিলেন)— [পরে দ্রষ্টব্য]। ২

"ইহলোকে গো, অশ্ব, হস্তী, হিরণ্য, দাস, ভার্যা, ক্ষেত্র, ও গৃহ প্রভৃতিকেই লোকে মহিমা বলে। আমি এতাদৃশ মহিমার কথা বলিতেছি না; কারণ প্রতিষ্ঠা বলিতে একের অন্যের উপর অবস্থিতি বুঝায়। কিন্তু এইরূপ বলিতেছি—। ২

সপ্তমাধ্যায়—পঞ্চবিংশ খণ্ড

(ভূমার উপদেশ)

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্বমিত্যথাতোঽহঙ্কারাদেশ এবাহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্টাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং দক্ষিণতোঽহমুত্তরতোঽহমেবেদং সর্বমিতি ॥ ১

[ভূমা কাহাতেও প্রতিষ্ঠিত নহেন; কারণ]—সঃ এব অধস্তাৎ (নিম্নভাগে), সঃ উপরিষ্টাৎ (ঊর্ধ্বভাগে), সঃ পশ্চাৎ (পশ্চাতে), সঃ পুরস্তাৎ (সম্মুখে), সঃ দক্ষিণতঃ (দক্ষিণে), সঃ উত্তরতঃ (উত্তরে), সঃ এব ইদম্ সর্বম্ (তিনি এই সমস্ত, তিনি ভিন্ন অন্য কিছু নাই—মু: ২।২।১১]) ইতি। [পূর্বে আধার ও আধেয়—মহিমা ও ভূমা,—এবং বর্তমানে পরোক্ষ বস্তু (সঃ—তিনি) অবলম্বনে উপদেশ দেওয়ায় সন্দেহ হইতে পারে যে,

দ্রষ্টা জীব হইতে ভূমা ভিন্ন] অতঃ (এই জন্য) অথ (অতঃপর) অহঙ্কার-আদেশঃ এব (অহঙ্কার অবলম্বনেই [দ্রষ্টার সহিত অভিন্নত্ব প্রতিপাদনের জন্য] উপদেশ [প্রদত্ত হইতেছে])—অহম্ এব (আমিই) [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ১

"তিনিই নিম্নে, তিনি ঊর্ধ্বে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে,—তিনিই এই সমস্ত ; (সুতরাং তাঁহার পক্ষে অন্যত্র অধিষ্ঠান অসম্ভব)। অতঃপর অহম্ (আমি) অবলম্বনে উপদেশ (প্রদত্ত হইতেছে)—আমিই অধোভাগে, আমি ঊর্ধ্বে, আমি পশ্চাতে, আমি সম্মুখে, আমি দক্ষিণে, আমি উত্তরে—আমিই এই সমস্ত ; (সুতরাং আমি ভূমার সহিত অভিন্ন)। ১

অথাত আত্মাদেশ এবাত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্বমতি স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্ম-রতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড় ভবতি তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবত্যথ যেঽন্যথাঽতো বিদুরন্য-রাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি তেষাং সর্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবতি ॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য পঞ্চবিংশখণ্ডঃ ॥

[আমি শব্দে সাধারণ লোক দেহাদিকেও বুঝিয়া থাকে। পাছে মাত্র ঐ দেহাদির সহিত ভূমার অভেদজ্ঞান হয়] অতঃ (এই জন্য) অথ (অতঃপর) আত্ম-আদেশঃ ([কেবল শুদ্ধ সৎস্বরূপ] আত্মা-অবলম্বনে উপদেশ) [প্রদত্ত হইতেছে]—আত্মা এব অধস্তাৎ

[ইত্যাদি পূর্ববৎ]। এবম্ (এই প্রকারে) পশ্যন্ (দেখিয়া), এবম্ মন্বানঃ (মনন করিয়া), এবম্ বিজানন্ (বিশেষরূপে জানিয়া) আত্মরতিঃ (আত্মাতে যাঁহার রতি বা আনন্দ), আত্মক্রীড়ঃ (আত্মাতে যাঁহার ক্রীড়া) আত্মমিথুনঃ (আত্মাতেই যাঁহার মিলন-সুখ), আত্মানন্দঃ (আত্মাতেই যাঁহার বাহ্যবস্তু-নিরপেক্ষ সুখ)—সঃ বৈ এষঃ সঃ (উক্তপ্রকার এই জ্ঞানী) [জীবিতাবস্থায়ই] স্বরাট্ ভবতি (স্বারাজ্যে বা স্বীয় স্বাধীন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হন); তস্য (তাঁহার) সর্বেষু লোকেষু (সকল লোকে) কামচারঃ ভবতি (স্বচ্ছন্দগতি হয়—[৮।১২।৩ টীকা])। অথ (আবার) যে (যাঁহারা) অতঃ (উক্ত দর্শন হইতে) অন্যথা (অন্যরূপে) বিদুঃ (জানেন) তে (তাঁহারা) অন্যরাজানঃ (অপর রাজার অধীন) ক্ষয্য-লোকাঃ (ক্ষয়শীল লোকের অধিবাসী) ভবন্তি (হন); সর্বেষু লোকেষু তেষাম্ (তাঁহাদের) অকামচারঃ (অস্বচ্ছন্দগতি) ভবতি। ২

"অনন্তর আত্মা অবলম্বনে উপদেশ (প্রদত্ত হইতেছে)—আত্মাই নিম্নে, আত্মা ঊর্ধ্বে, আত্মা পশ্চাতে, আত্মা সম্মুখে, আত্মা দক্ষিণে, আত্মা উত্তরে, আত্মাই এই সমস্ত। এইরূপ দর্শন করিয়া, এইরূপ মনন করিয়া, এইরূপ সবিশেষ জানিয়া, আত্মরতি, আত্মক্রীড়[১], আত্মমিথুন, আত্মানন্দ হইয়া পূর্বোক্ত সেই বিদ্বান্ স্বরাট্ হন; সমস্ত লোকে তিনি অপ্রতিহতগতি প্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে যাহারা এতদ্ভিন্ন অন্যরূপে জানে, তাহারা অপর রাজার অধীন ও ক্ষয়শীল লোকের অধিবাসী হয়; সমস্ত লোকে তাহাদের অপ্রতিহতগতি হয় না। ২

১। রতি বাহ্য-বস্তু-নিরপেক্ষ, ক্রীড়া বাহ্য-বস্তু-সাপেক্ষ।

সপ্তমাধ্যায়—ষড়্বিংশ খণ্ড

(ভূমার উপলব্ধি)

তস্য হ বা এতস্যৈবং পশ্যত এবং মন্বানস্যৈবং বিজানত আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশাত্মতঃ স্মর আত্মত আকাশ

আত্মতস্তেজ আত্মত আপ আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবাবাত্ম-
তোঽন্নমাত্মতো বলমাত্মতো বিজ্ঞানমাত্মতো ধ্যানমাত্ম-
তশ্চিত্তমাত্মতঃ সঙ্কল্প আত্মতো মন আত্মতো বাগাত্মতো
নামাত্মতো মন্ত্রা আত্মতঃ কর্মাণ্যাত্মত এবেদং সর্বমিতি ॥ ১

[বিদ্যার স্তুতির জন্য বিদ্বানের স্রষ্টৃত্ব বলা হইতেছে]—এবম্ (এইরূপে) পশ্যতঃ (দর্শনকারীর), এবম্ মন্বানস্য (মননকারীর), এবম্ বিজানতঃ (বিজ্ঞানশীলের)—তস্য হ বৈ এতস্য (এতাদৃশ এই স্বারাজ্যপ্রাপ্ত জ্ঞানীর [পক্ষে]) আত্মতঃ (আত্মা হইতে) প্রাণঃ, আত্মতঃ আশা [ইত্যাদি সহজ]; আবির্ভাব-তিরোভাবৌ (উৎপত্তি ও লয়) [হয়]। ১

"এইরূপ দর্শনকারী, এইরূপ মননকারী, এইরূপ বিজ্ঞানশীল উক্ত বিদ্বানের পক্ষে আত্মা হইতে প্রাণ, আত্মা হইতে আশা, আত্মা হইতে স্মৃতি, আত্মা হইতে আকাশ, আত্মা হইতে তেজ, আত্মা হইতে জল, আত্মা হইতে আবির্ভাব ও তিরোভাব, আত্মা হইতে অন্ন, আত্মা হইতে বল, আত্মা হইতে বিজ্ঞান, আত্মা হইতে ধ্যান, আত্মা হইতে চিত্ত, আত্মা হইতে সঙ্কল্প, আত্মা হইতে মন, আত্মা হইতে বাক্, আত্মা হইতে নাম, আত্মা হইতে মন্ত্রসমূহ, আত্মা হইতে কর্মসমূহ, আত্মা হইতেই এই যাহা কিছু সমস্ত হইয়া থাকে।[১] ১

১। সৎস্বরূপ আত্মাকে জানার পূর্বে যিনি মনে করিতেন যে, প্রাণ হইতে নাম পর্যন্ত সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি ও লয় আত্মা হইতে পৃথক্ ব্রহ্ম-বস্তু হইতে হইয়া থাকে, বিজ্ঞানোৎপত্তির পরে তিনিই মনে করেন যে, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন আত্মা হইতেই উহা হয়। গীতা ১৩।৩০

তদেষ শ্লোকো

ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাম্।

সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ॥ ইতি।

স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি পঞ্চধা সপ্তধা নবধা চৈব পুনশ্চৈকাদশঃ স্মৃতঃ শতঞ্চ দশ চৈকশ্চ সহস্রাণি চ বিংশতিরাহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষস্তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসস্পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারস্তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে॥ ২

ইতি সপ্তমাধ্যায়স্য ষড়্বিংশখণ্ডঃ॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদি সপ্তমাধ্যায়ঃ॥

তৎ (বিদ্যাফল-বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ (এই মন্ত্র আছে)—পশ্যঃ ([পূর্বোক্ত] জ্ঞানী) মৃত্যুম্ (মরণ) ন পশ্যতি (দেখেন না), ন রোগম্ [পশ্যতি] (রোগ দেখেন না), উত (ও) ন দুঃখতাম্ [পশ্যতি]; পশ্যঃ সর্বম্ হ (সমস্তই) পশ্যতি ([আত্ম-স্বরূপে] দেখেন) [সুতরাং] সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) সর্বম্ (সমস্ত) আপ্নোতি (লাভ করেন) [নিজের সসীমতাভ্রম দূর হওয়ায় পূর্ণস্বরূপে বর্তমান থাকেন]। ইতি। [নির্গুণ-বিদ্যার স্তুতির জন্য বলা হইতেছে যে, উক্ত বিদ্বান্ সগুণ-বিদ্যার ফল প্রাপ্ত হন—৮।১২।৬ টীকা]—সঃ (উক্ত বিদ্বান্) [সৃষ্টির পূর্বে] একধা ভবতি (অদ্বিতীয়রূপে বিদ্যমান থাকেন), [তৎপরে] ত্রিধা, ([তেজ, জল, ও অন্নরূপে] তিন প্রকার) ভবতি, পঞ্চধা, সপ্তধা, নবধা চ এব, পুনঃ চ (পুনর্বার) একাদশঃ, শতম্ চ দশ (একশ দশ), একঃ চ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ (একহাজার বিশ) স্মৃতঃ (উল্লিখিত হন) [৮।১২।৩, ২য় টীকা])। [শুদ্ধির কারণীভূত সাধন বলা হইতেছে] —আহার-শুদ্ধৌ (আহার শুদ্ধ হইলে) সত্ত্বশুদ্ধিঃ (অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি হয়)

সত্ত্বশুদ্ধৌ (অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে) ধ্রুবা স্মৃতিঃ ([ভূমাত্মার সম্বন্ধে] অবিচ্ছিন্না স্মৃতি) [হয়], স্মৃতিলম্ভে (স্মৃতিলাভ হইলে) সর্বগ্রন্থীনাম্ ([অবিদ্যাদি] সকল পাশের) বিপ্রমোক্ষঃ (বিমোচন বা বিনাশ হয় [মুঃ ২।২।৮])। মৃদিত-কষায়ায় তস্মৈ (রাগদ্বেষাদি দোষ হইতে বিমুক্ত সেই নারদকে) ভগবান্ সনৎকুমারঃ [অবিদ্যারূপ] তমসঃ (অন্ধকারের) পারম্ (পার, [পরব্রহ্মকে]) দর্শয়তি (=দর্শিতবান্, দেখাইলেন)। তম্ (তাঁহাকে, সনৎকুমারকে) [জ্ঞানীরা] স্কন্দঃ ইতি (স্কন্দ নামে) আচক্ষতে (অভিহিত করেন)। তম্ স্কন্দঃ ইতি আচক্ষতে [অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিসূচক পুনরুক্তি]। ২

"উক্ত বিষয়ে এই শ্লোক আছে—'তত্ত্ববিদ্ মৃত্যু দর্শন করেন না, রোগ দর্শন করেন না, দুঃখও দর্শন করেন না। তত্ত্ববিদ্ সমস্তই দর্শন করেন, এবং সর্বপ্রকারে সমস্তই লাভ করেন।' তিনি এক প্রকার থাকেন ; তিন প্রকার হন ; পঞ্চ প্রকার, সপ্ত প্রকার, এবং নব প্রকার হন ; পুনর্বার একাদশ, একশত দশ, এবং এক হাজার বিশ বলিয়া তিনি উল্লিখিত হন। আহারশুদ্ধি[১] হইলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়, সত্ত্বশুদ্ধি হইলে নিশ্চলা স্মৃতি হয়, স্মৃতি লাভ হইলে সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি বিনষ্ট হয়।" (এইরূপে) রাগাদি দোষ হইতে বিমুক্ত নারদকে ভগবান্ সনৎকুমার অজ্ঞানান্ধকারের পরপার দর্শন করাইলেন। সনৎকুকারকেই (জ্ঞানীরা) স্কন্দ[২] বলেন। ২

১। "আহ্রিয়তে ইতি আহারঃ"—যাহা আহরণ করা হয়, তাহাই আহার। ভোক্তা নিজের ভোগের জন্য শব্দাদি বিষয় আহরণ করেন—সুতরাং এই সমস্তই তাঁহার আহার। এতাদৃশ বিষয়ের উপলব্ধি করা রূপ যে জ্ঞান, তাহার শুদ্ধিকেই আহারশুদ্ধি বলা হইয়াছে। অতএব আহারশুদ্ধি=রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি দোষ হইতে নির্মুক্ত বিষয়োপলব্ধি।

২। আচার্য ইহার প্রতিশব্দ দেন নাই। ইহার আভিধানিক অর্থ জ্ঞানী বা কার্তিকেয়।

অষ্টমাধ্যায়—প্রথম খণ্ড

(দহরাকাশ)

ওঁ। অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহ-রোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞা-সিতব্যমিতি ॥ ১

[পূর্ব অধ্যায়দ্বয়ে দেশাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন নির্গুণব্রহ্ম উপদিষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু সাধারণ লোক উহা সহজে ধারণা করিতে পারে না বলিয়া পুনর্বার সগুণরূপে ও হৃদয়ে অবস্থিতরূপে ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া হইতেছে। এইরূপে সগুণ ও সসীমরূপে ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া মন অবশেষে তাঁহার নির্গুণ স্বরূপে উপস্থিত হইতে পারে]— অথ (অনন্তর) অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে (এই ব্রহ্মপুরে, ব্রহ্মোপলব্ধির স্থানভূত এই শরীরে) ইদম্ যৎ (এই যে) দহরম্ পুণ্ডরীকম্ (ক্ষুদ্র হৃদয়পদ্মরূপ) বেশ্ম (গৃহ, প্রাসাদ) অস্মিন্ (উহার অভ্যন্তরে) দহরঃ (ক্ষুদ্র) অন্তরাকাশঃ (অন্তরাকাশাখ্য ব্রহ্ম) [বর্তমান]। তস্মিন্ (সেই হৃদয়পদ্মে) যৎ অন্তঃ (যে অন্তরাকাশাখ্য ব্রহ্ম) তৎ (তিনি) অন্বেষ্টব্যম্ (অনুসন্ধানের যোগ্য), তৎ বাব (তিনিই) বিজিজ্ঞাসিতব্যম্ (বিশেষ জিজ্ঞাসার বিষয় হইবার যোগ্য) ইতি। [অথবা]—যৎ (যিনি, যে ব্রহ্ম) তস্মিন্ অন্তঃ (সেই আকাশাখ্য ব্রহ্মের মধ্যে, অর্থাৎ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত) তৎ অন্বেষ্টব্যম্ [ইত্যাদি। [কিংবা]—যৎ (যাহা, যে সত্য কাম্য বস্তু সকল [৮।১।৬]) তস্মিন্ অন্তঃ (সেই অন্তরাকাশাখ্য ব্রহ্মের ভিতরে, তাঁহাতে আশ্রিত) তৎ (=তেন, তাহার সহায়ে) [ব্রহ্ম] অন্বেষ্টব্যম্। ১

অনন্তর—ব্রহ্মনগরস্থানীয় এই শরীরের মধ্যে যে ক্ষুদ্র হৃদয়পদ্মরূপ প্রাসাদ আছে, তাহাতে ক্ষুদ্র অন্তরাকাশাখ্য ব্রহ্ম আছেন। সেই হৃদয়পদ্মে যে অন্তরাকাশ,[১] তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে। তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে।[২] ১

১। ব্রহ্মকে আকাশ নামে অভিহিত করা হয় (৮।১৪।১) এবং তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত (৭।২৪।১)। ব্রহ্ম আকাশ-শব্দ-বাচ্য; কারণ তিনি আকাশের ন্যায় অশরীরী, সূক্ষ্ম, ও সর্বব্যাপী। যাঁহারা বাহ্য বিষয়ে বিরাগসম্পন্ন এবং ব্রহ্মচর্য ও সত্যরূপ সাধনে ভূষিত, তাঁহাদের দ্বারা ব্রহ্ম বক্ষ্যমাণ গুণসম্পন্নরূপে উপাসিত হইলে, তিনি হৃদয়পদ্মমধ্যে

উপলব্ধ হন। হৃদয়পদ্ম ব্রহ্মের উপলব্ধির স্থান। ব্রহ্মই জীবরূপে হৃদয়পদ্মে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ অভিব্যক্ত করিয়াছেন। অন্তঃকরণরূপ উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রহ্ম ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, স্বরূপতঃ তিনি অনন্ত,—দেশ, কাল, ও বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। ব্রঃ সূঃ ১।৩।১৪ দ্রঃ।

১। দ্বিতীয় বাক্যের অন্য অর্থ এই—(১) যিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তিনিই অন্বেষ্টব্য, তিনিই বিজিজ্ঞাসিতব্য।

কিংবা—(২) সেই ব্রহ্মে যাহা আশ্রিত তৎসহায়ে (আধার-ভূত) ব্রহ্ম অন্বেষ্টব্য, এবং বিজিজ্ঞাসিতব্য।

তং চেদ্ ব্রূয়ুর্যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ কিং তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং যদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি স ব্রূয়াৎ ॥ ২

যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি ॥ ৩

তম্ (এইরূপ উপদেশ প্রদানকারী আচার্যকে) চেৎ (যদি) [শিষ্যগণ] ব্রূয়ুঃ (বলে) —যৎ ইদম্ [ইত্যাদি—পূর্ববৎ], কিম্ তৎ (এমন কি) অত্র (উহাতে, হৃদয়পুণ্ডরীকপরিচ্ছিন্ন আকাশে) বিদ্যতে (বিদ্যমান আছে) যৎ (যাহা) অন্বেষ্টব্যম্, যৎ বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্? [অর্থাৎ তেমন কিছু থাকিতে পারে না] ইতি। সঃ (তিনি, আচার্য) ব্রূয়াৎ (বলিবেন)— অয়ম্ আকাশঃ (এই ভৌতিক আকাশ) বৈ যাবান্ (যেরূপ বিশাল) অন্তঃ-হৃদয়ে (হৃদয়ের মধ্যবর্তী) এষঃ (এই) আকাশঃ তাবান্ (সেই পরিমাণ); দ্যাবাপৃথিবী উভে (দ্যুলোক ও ভূলোক উভয়ে) অস্মিন্ অন্তঃ এব (উহারই মধ্যে) সমাহিতে (সম্যক্ আহিত বা সংস্থাপিত আছে); অগ্নিঃ চ বায়ুঃ চ উভৌ সূর্যাচন্দ্রমসৌ (সূর্য ও চন্দ্র) উভৌ, বিদ্যুৎ, নক্ষত্রাণি [সংস্থাপিত]; অস্য (এই দেহধারী আত্মার আত্মীয়রূপে) যৎ চ (যাহা কিছু) [আছে], যৎ চ ন অস্তি (এবং যাহা নাই, অর্থাৎ যাহা নষ্ট হইয়াছে বা ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে), তৎ (উহা) সর্বম্ অস্মিন্ (এই হৃদয়াকাশে) সমাহিতম্। ২-৩

তাঁহাকে যদি (শিষ্যগণ) বলে, "ব্রহ্মের এই নগরস্থিত ক্ষুদ্র পদ্মরূপ প্রাসাদে ক্ষুদ্রতর যে অন্তরাকাশ, সেই হৃদয়পদ্মাকাশে এমন কি থাকিতে পারে যাহার অন্বেষণ করিতে হইবে এবং যাহাকে বিশেষরূপে জানিতে হইবে?" তবে তিনি বলিবেন, "এই আকাশের পরিমাণ যেরূপ, হৃদয়ের মধ্যবর্তী আকাশের পরিমাণও সেইরূপ। দ্যুলোক ও ভূলোক উভয়ই ইঁহার মধ্যে সংস্থাপিত; অগ্নি ও বায়ু উভয়ে, সূর্য ও চন্দ্র উভয়ে, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্ররাজি তাঁহার মধ্যে সংস্থাপিত; (দেহধারী) ইঁহার আপনার বলিতে যাহা কিছু আছে বা যাহা নাই, সেই সমস্তও এই হৃদয়াকাশে সমাহিত।"[১] ২-৩

১। হৃদয়াকাশ বলিতে যে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, ইহা শিষ্যদের ধারণা হয় নাই। গুরু উত্তর দিলেন, "হৃদয়াকাশকে (অর্থাৎ ব্রহ্মকে) স্বরূপতঃ ক্ষুদ্র ভাবিয়াই যে আমি 'দহর' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, তাহা নহে। হৃদয়পদ্মের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়াই বিশাল আকাশ (ব্রহ্ম) ক্ষুদ্ররূপে বর্ণিত হইয়াছেন; অন্তঃকরণরূপ উপাধিই এই আপাতপ্রতীয়মান ক্ষুদ্রত্বের কারণ। ব্রহ্ম অতুলনীয়। তাঁহাকে বুদ্ধিস্থ করিতে হইলে তাঁহার নিকটতম উপমারূপে আকাশই গৃহীত হইতে পারে। এই জন্যই ব্রহ্মকে ভৌতিক আকাশের সমপরিমাণ বলা হইয়াছে। হৃদয় বিশুদ্ধ হইলে ব্রহ্ম সেখানে উপলব্ধ হন। ইন্দ্রিয়াদি যখন অন্তরে উপসংহৃত হয়, তখন সাধক নিজ হৃদয়পদ্মে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।"

তং চেদ্ ব্রূয়ুরস্মিংশ্চেদিদং ব্রহ্মপুরে সর্বং সমাহিতং সর্বাণি চ ভূতানি সর্বে চ কামা যদৈতজ্জরা বাপ্নোতি প্রধ্বংসতে বা কিং ততোঽতিশিষ্যত ইতি॥ ৪

তম্ চেৎ ব্রূয়ুঃ—অস্মিন্ চেৎ ব্রহ্মপুরে (ব্রহ্মের নগরস্থানীয় এই দেহে, অর্থাৎ দেহোপলক্ষিত হৃদয়াকাশে, যদি) ইদম্ সর্বম্ সমাহিতম্ (এই সমস্ত আহিত থাকে), সর্বাণি চ ভূতানি (সকল প্রাণী) সর্বে চ কামাঃ (সকল কাম্য বস্তু) [নিহিত থাকে], [তবে] যদা (যখন) জরা (বার্ধক্য) এতৎ (এই দেহকে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়), বা (অথবা) প্রধ্বংসতে ([এই দেহ] ধ্বংস হয়) ততঃ (তাহা হইতে, দেহ হইতে) কিম্ (কি) অতিশিষ্যতে (অতিরিক্তরূপে অবশিষ্ট থাকে)? [অর্থাৎ কিছুই থাকিতে পারে না] ইতি। ৪

আচার্যকে যদি শিষ্যগণ বলে, "এই ব্রহ্মপুরে যদি এই সমস্তই—অর্থাৎ সকল প্রাণী এবং নিখিল কাম্যবস্তু[১]—সংস্থাপিত থাকে, তবে দেহ যখন জরাগ্রস্ত হয় বা বিনষ্ট হয়, তখন দেহাতিরিক্তরূপে কি অবশিষ্ট থাকিতে পারে ?"[২] ৪

১। আচার্য বলিয়াছিলেন, "ইঁহার আপনার বলিতে যাহা আছে বা যাহা নাই।" শিষ্যেরা ভাবিলেন যে, আচার্য ইঁহার কাম্যবস্তুরই উল্লেখ করিয়াছেন।

২। ঘট নষ্ট হইলে ঘটমধ্যস্থ দধ্যাদি যেমন নষ্ট হয়, দেহনাশ হইলে দেহের সহিত তন্মধ্যস্থ সমস্তও তেমনি নষ্ট হইবে—ইহাই প্রশ্নের তাৎপর্য।

স ব্রূয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্যতি ন বধেনাস্য হন্যত এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামাঃ সমাহিতা এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পো যথা হ্যেবেহ প্রজা অন্বাবিশন্তি যথানুশাসনং যং যমন্তমভিকামা ভবন্তি যং জনপদং যং ক্ষেত্রভাগং তং তমেবোপজীবন্তি ॥ ৫

সঃ (আচার্য) ব্রূয়াৎ—অস্য (এই দেহের) জরয়া (জরার দ্বারা) এতৎ (এই অন্তরাকাশাখ্য ব্রহ্ম) ন জীর্যতি (জীর্ণ হন না), অস্য বধেন (হত্যার দ্বারা) ন হন্যতে (হত হন না); এতৎ (এই ব্রহ্মতত্ত্ব) সত্যম্ (যথার্থ) ব্রহ্মপুরম্ (ব্রহ্মরূপ পুর) [দেহ যথার্থ ব্রহ্মপুর নহে, কেন না উহা বিকারী, অতএব মিথ্যা], অস্মিন্ (এই [পারমার্থিক] ব্রহ্মপুরে) কামাঃ (কাম্য বস্তু সকল) [আশ্রিতরূপে] সমাহিতাঃ। এষঃ (ইনি) [তোমাদের] আত্মা (আত্মা বা স্বরূপ) [অর্থাৎ উক্ত "দহরাকাশ ব্রহ্ম আমি" এবম্প্রকার অহংগ্রহোপাসনা করিতে হইবে]। [ইঁহার লক্ষণ এই]—অপহতপাপ্মা (পাপ [ও পুণ্য] হইতে বিমুক্ত), বিজরঃ (জরাহীন), বিমৃত্যুঃ (মৃত্যুহীন)—[পূর্বে দেখান হইয়াছে যে, দেহাশ্রিত জরামৃত্যুর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই; এখন দেখান হইল যে, দেহেতে অনাশ্রিত জরামৃত্যুর সহিতও তিনি অসম্বদ্ধ]; বিশোকঃ (শোক, অর্থাৎ ইষ্টাদিবিয়োগ-জনিত মানসিক সন্তাপ, রহিত), বিজিঘৎসঃ (ভোজনেচ্ছাশূন্য), অপিপাসঃ (পিপাসাশূন্য),

সত্যকামঃ (অব্যর্থকাম), সত্যসঙ্কল্পঃ (অব্যর্থসঙ্কল্প)। [এতাদৃশলক্ষণ আত্মাকে শাস্ত্র ও গুরুর নিকট হইতে জানিতে হইবে ; তাহা না হইলে স্বায়ত্ত্যলাভ না হইয়া পরাধীনতা হইবে]—যথা হি এব (ঠিক যেমন) ইহ (ইহলোকে) প্রজাঃ (মানবগণ) যথানুশাসনম্ ([রাজার] আদেশানুসারে) অন্বাবিশন্তি (অনুবর্তন করে, কর্মানুষ্ঠান করে), [এবং] যম্ যম্ (যে যে) অন্তম্ (প্রদেশ) [অর্থাৎ] যম্ জনপদম্ (যে জনপদ) [বা] যম্ ক্ষেত্রভাগম্ (ভূমিখণ্ড) [এর প্রতি] অভিকামাঃ ভবন্তি (কামনাযুক্ত হয়) তম্ তম্ এব (সেই সেই জনপদ বা ক্ষেত্রকেই) উপজীবন্তি (জীবিকারূপে গ্রহণ করে) [ঠিক তেমনি অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি পরের অধীনে থাকিয়া স্বীয় পুণ্যের ফল ভোগ করে]। ৫

গুরু বলিলেন, "এই দেহের জরাদ্বারা এই অন্তরাকাশাখ্য ব্রহ্ম জরাগ্রস্ত হন না, ইহার বধে তিনি নিহত হন না ; এই অন্তরাকাশই পারমার্থিক ব্রহ্মপুর, উহাতে কাম্যবস্তু সকল সম্যক্ সংস্থাপিত আছে। ইনিই আত্মা এবং ইনি পাপশূন্য, জরাহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন, ক্ষুধাহীন, পিপাসাহীন, সত্যকাম, ও সত্যসঙ্কল্প।[১] ইহলোকে মানবগণ যেমন স্বীয় রাজার আদেশ অনুসরণ করে এবং তাহারা যে যে প্রদেশের—অর্থাৎ যে যে জনপদ বা ভূমিখণ্ডের—প্রতি কামনাবান্ হয়, সেই জনপদ বা ভূমিখণ্ডকেই (স্বীয় রাজার আদেশক্রমে) জীবিকারূপে গ্রহণ করে (কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে করে না, অনাত্মজ্ঞও তেমনি পুণ্যফল উপভোগের জন্য পরাধীন হয়)। ৫

১। ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার অংশভূত সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ দ্বারা অস্পৃষ্ট শুদ্ধ-সত্ত্বরূপ উপাধিতে উপহিত হওয়ায় তাঁহার ইচ্ছা ও সঙ্কল্প অব্যর্থ।

তদ্ যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে তদ্ য ইহাত্মানমননুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবত্যথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥ ৬

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডঃ ॥

[পূর্বে পুণ্যভোগকালে পরাধীনতার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, এখন পুণ্যক্ষয় বিষয়ে অপর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে]—তৎ (উক্ত দৃষ্টান্তস্থলে) যথা (যেমন) ইহ (এই জগতে) কর্মজিতঃ লোকঃ (সেবাদি কর্মের দ্বারা অর্জিত [পরাধীন] উপভোগ) ক্ষীয়তে (ক্ষয় হয়) এবম্ এব (ঠিক এইরূপই) অমুত্র (পরলোকে) পুণ্যজিতঃ ([অগ্নিহোত্রাদি] পুণ্যানুষ্ঠানদ্বারা লব্ধ) [পরাধীন] লোকঃ (ভোগ) ক্ষীয়তে। [পূর্বোক্ত দোষগুলি অবিদ্বান্‌দের হয়]—তৎ (উক্ত স্থলে, উক্ত ব্যাপারটি এইরূপ)—যে (যাহারা) ইহ আত্মানম্ (আত্মাকে) চ (এবং) [তাঁহাতে আশ্রিত] এতাম্ (এই সকল) সত্যান্ কামান্ (সত্য [সঙ্কল্পের ফলভূত] কাম্যবস্তু সমূহকে) অননুবিদ্য (না জানিয়া, স্বানুভবগোচর না করিয়া) ব্রজন্তি (গমন করে, দেহত্যাগ করে) তেষাম্ (তাহাদের) সর্বেষু লোকেষু (সকল লোকে) অকামচারঃ (অস্বতন্ত্রগতি) ভবতি ; অথ (পক্ষান্তরে) যে (যাঁহারা, যে বিদ্বান্‌গণ) ইহ আত্মানম্ অনুবিদ্য (জানিয়া) [ইত্যাদি অনুরূপ]। ৬

"উক্ত দৃষ্টান্তস্থলে যেমন ইহজগতে কর্মের দ্বারা অর্জিত উপভোগ ক্ষীণ হয়, পরলোকেও তেমনি কর্মের দ্বারা অর্জিত ভোগের ক্ষয় হয়। উহা এইরূপ—যাহারা ইহজগতে আত্মাকে না জানিয়া এবং এই সকল সত্য কাম্য-বস্তুকে না জানিয়া দেহত্যাগ করে, বিভিন্ন লোকে তাহাদের অস্বতন্ত্রগতি হয় না ; পক্ষান্তরে যাঁহারা ইহজগতে আত্মাকে জানিয়া এবং সত্য কাম্যবস্তু-সকলকে জানিয়া দেহত্যাগ করেন, তাঁহারা সকল লোকেই স্বাধীন গতি প্রাপ্ত হন। ৬

অষ্টমাধ্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড

(ব্রহ্মজ্ঞ যথাকামচারী)

স যদি পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ১

[গুরু বলিতে লাগিলেন]—[যথোক্ত আত্মা ও তাঁহাতে আশ্রিত সত্য কাম্য-সকলকে সাক্ষাৎকারের পর দেহত্যাগ করিয়া] সঃ যদি পিতৃলোক-কামঃ ভবতি

(সুখের হেতুভূত পূর্বতন পিতৃগণকে পাইতে ইচ্ছা করেন) [তবে] অস্য (ইঁহার) সঙ্কল্পাৎ এব (সঙ্কল্পমাত্র হইতেই) পিতরঃ (পিতৃগণ) সমুত্তিষ্ঠন্তি (তাঁহার সহিত সম্বদ্ধ হন) ; তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নঃ (উক্ত সুখপ্রদ পূর্বতন পিতৃগণকে প্রাপ্ত হইয়া) মহীয়তে (পূজিত হন, মহিমা অনুভব করেন) । ১

"তিনি যদি পিতৃলোক[১] কামনা করেন, তবে তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রই পিতৃগণ তাঁহার সহিত সম্বদ্ধ হন ; সুখের হেতুভূত উক্ত পিতৃগণকে পাইয়া তিনি মহিমা অনুভব করেন। ১

১। লোক্যন্তে ইতি লোকাঃ—যাহা ভোগের জন্য ঈপ্সিত হয়। পিতৃগণ সুখাদির কারণ হন, এইজন্য তাঁহারাই লোকশব্দের বাচ্য। তাঁহাদের জন্য কামনা, অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত মিলনের ইচ্ছা, আছে যাঁহার তিনি পিতৃলোককাম। পূর্ব পূর্ব জন্মে যে সকল পিতামাতা প্রভৃতি সুখের কারণ ছিলেন, তাঁহাদেরই জন্য উক্ত জ্ঞানীর কামনা হয় ; যে সকল পূর্ব পিতামাতা নিম্ন জন্ম ও দুঃখের কারণ ছিলেন, তাহাদের সহিত মিলনের ইচ্ছা বিশুদ্ধসত্ত্ব যোগীর পক্ষে সম্ভব নহে। পরেও এইরূপ। মাতরঃ—মাতৃগণ, স্বসারঃ—ভগ্নীগণ, সখায়ঃ—বন্ধুগণ।

অথ যদি মাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য মাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন মাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ২

"আবার যদি তিনি মাতৃলোক কামনা করেন, তবে তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রই (অতীত) মাতৃগণ তাঁহার সহিত সম্মিলিত হন ; উক্ত সুখপ্রদায়িনী মাতা-দিগকে প্রাপ্ত হইয়া তিনি মহিমা অনুভব করেন। ২

অথ যদি ভ্রাতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য ভ্রাতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন ভ্রাতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৩

"আর যদি তিনি ভ্রাতৃলোক কামনা করেন (ইত্যাদি)। ৩

অথ যদি স্বসৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য স্বসারঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্বসৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৪

"আর যদি তিনি ভগিনীলোক কামনা করেন (ইত্যাদি)। ৪

অথ যদি সখিলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য সখায়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন সখিলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৫

"আর যদি তিনি বন্ধুলোক কামনা করেন (ইত্যাদি)। ৫

অথ যদি গন্ধমাল্যলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য গন্ধমাল্যে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গন্ধমাল্যলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৬

"আর তিনি যদি গন্ধ ও মাল্য হইতে লভ্য ভোগ কামনা করেন, তবে তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রই সুখপ্রদ গন্ধ ও মাল্য তাঁহার সহিত মিলিত হয়; উক্ত সুখপ্রদ গন্ধ ও মাল্য প্রাপ্ত হইয়া তিনি মহিমা অনুভব করেন। ৬

অথ যদ্যন্নপানলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্যান্নপানে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন অন্নপানলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৭

"আর তিনি যদি অন্ন ও পানীয় হইতে লভ্য ভোগ (ইত্যাদি)। ৭

অথ যদি গীতবাদিতলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য গীতবাদিতে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গীতবাদিতলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৮

"আর তিনি যদি গীত ও বাদ্য হইতে লভ্য ভোগ (ইত্যাদি)। ৮

অথ যদি স্ত্রীলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য স্ত্রিয়ঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন স্ত্রীলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ৯

"আর যদি তিনি স্ত্রীগণ হইতে লভ্য ভোগ (ইত্যাদি)। ৯

যং যমন্তমভিকামো ভবতি যং কামং কাময়তে সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে ॥ ১০

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়খণ্ডঃ ॥

যম্ যম্ [ইত্যাদি ৮।১।৫], যম্ কামম্ (যে কাম্যবস্তু) কাময়তে (প্রার্থনা করেন) [ইত্যাদি]। ১০

"যে যে প্রদেশ বিষয়ে তাঁহার অভিলাষ হয়, যে কাম্যবস্তু তিনি প্রার্থনা করেন, সঙ্কল্পমাত্রই উহারা তাহার সহিত মিলিত হয়। তৎসম্পন্ন হইয়া তিনি মহিমা অনুভব করেন। ১০

অষ্টমাধ্যায়—তৃতীয় খণ্ড

(সম্প্রসাদ আত্মা ও সত্যব্রহ্ম)

ত ইমে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তেষাং সত্যানাং সতামনৃতমপিধানং যো যো হ্যস্যেতঃ প্রৈতি ন তমিহ দর্শনায় লভতে ॥ ১

[আত্মধ্যানের সাধনে সাধকদের উৎসাহ জন্মাইবার জন্য গুরু বলিতে লাগিলেন]—তে ইমে সত্যাঃ কামাঃ (উক্ত এই সত্য কাম্য-বস্তু-বর্গ) অনৃত-অপিধানাঃ (মিথ্যার দ্বারা আবৃত); সতাম্ (স্বতঃই বিদ্যমান, [সহজ-লভ্য ও স্বাত্মস্থ]) তেষাম্ সত্যানাম্ (উক্ত সত্য [কামা] সকলের) অনৃতম্ (মিথ্যা, [অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানজনিত বাহ্য-

বিষয়ে তৃষ্ণা]) অপিধানম্ (আবরণ, [অপ্রাপ্তির কারণ])—হি (কেন না) অস্য (এই জীবের) যঃ যঃ (যে কোনও আত্মীয়) ইতঃ (ইহজগৎ হইতে) প্রৈতি (গমন করে) [সে জীবিত ব্যক্তির হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিলেও] তম্ (উক্ত মৃতকে) [সেই জীব] ইহ (ইহলোকে) দর্শনায় (দর্শনের বিষয়ীভূতরূপে) ন লভতে (পায় না)। ১

"উক্ত এই সত্য কাম্যবস্তুসকল মিথ্যাদ্বারা আবৃত ; মিথ্যাই উক্ত স্বতো-বিদ্যমান সত্য কাম্যসকলের আবরণ' ; কারণ জীবের যে কোনও আত্মীয় ইহজগৎ ত্যাগ করিলে, তাহাকে সে আর এই জগতে দর্শন করিতে পায় না। ১

১। সমস্ত কাম্যবস্তু আত্মাতেই বিদ্যমান, অথচ মানুষ ভ্রমে বাহিরে তাহার অন্বেষণ করে। তাহার দৃষ্টি ও আচরণ বাহিরের কাম্যবস্তুতে কেন্দ্রীভূত থাকায় সে সত্য কাম্যবস্তু লাভ করে না। মিথ্যাই যে সত্যের আবরণ, তাহা পরের বাক্যে প্রমাণিত হইতেছে। বাহিরে অনুসন্ধান করিয়া কেহ মৃত পুত্রাদির মিলনসুখ লাভ করিতে পারে না।

অথ যে চাস্যেহ জীবা যে চ প্রেতা যচ্চান্যদিচ্ছন্ন লভতে সর্বং তদত্র গত্বা বিন্দতেঽত্র হ্যস্যৈতে সত্যাঃ কামা অনৃতাপিধানাস্তদ্ যথাঽপি হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সর্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢাঃ ॥ ২

অথ অস্য (উক্ত বিদ্বানের) যে (যে সকল আত্মীয়) ইহ জীবাঃ (ইহলোকে জীবিত আছে) যে চ প্রেতাঃ (এবং যাহারা মরিয়াছে), যৎ চ অন্যৎ (এবং অপর যে [সকল রত্নাদি] দ্রব্য) ইচ্ছন্ (ইচ্ছা করিয়াও) ন লভতে (লাভ করিতে পারা যায় না), [তিনি] অত্র গত্বা (এখানে গিয়া, এই সর্বাধার হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্মে গমন করিয়া) তৎ সর্বম্ (সেই সমস্ত) বিন্দতে (প্রাপ্ত হন) ; হি (কারণ) অত্র (এই স্থানে) এতে (এই সকল) সত্যাঃ কামাঃ অনৃতাপিধানাঃ [হইয়া বিদ্যমান আছে]। তৎ (উক্ত বিষয়টি এইরূপ) —যথা (যেমন) উপরি উপরি (বার বার উপরে) সঞ্চরন্তঃ অপি (বিচরণ করিয়াও)

অক্ষেত্রজ্ঞাঃ (নিধিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ) নিহিতম্ ([নিধাতৃগণ কর্তৃক] ভূগর্ভে প্রোথিত) হিরণ্যনিধিম্ (সংরক্ষিত সুবর্ণ) ন বিন্দেয়ুঃ (প্রাপ্ত হয় না) এবম্ এব (ঠিক তেমনি) ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ (এই সকল জীব) অহঃ অহঃ (প্রতিদিন) [সুষুপ্তিকালে] গচ্ছন্ত্যঃ ([ব্রহ্মে] গমন করিয়াও) এতম্ ব্রহ্মলোকম্ (এই ব্রহ্মরূপ লোককে) ন বিন্দন্তি (লাভ করে না), [অর্থাৎ আমি ব্রহ্মে আসিয়াছি—ইহা জানে না]; হি (কারণ) [তাহারা] অনৃতেন (মিথ্যাদ্বারা, অবিদ্যাদি দোষের দ্বারা)] স্বরূপ-জ্ঞান, হইতে] প্রত্যূঢ়াঃ (অপহৃত বা বাহিরে প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে)। ২

"উক্ত বিদ্বানের যে সকল আত্মীয় জীবিত আছে, বা যাহারা মরিয়াছে, বা অপর যাহা কিছু ইচ্ছা করিয়াও লাভ করিতে পারা যায় না, সেই সমস্তই তিনি হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্মে যাইয়া লাভ করেন; কেন না সেখানে এই সমস্ত সত্য কাম্যবস্তু মিথ্যাদ্বারা আবৃত হইয়া বিদ্যমান আছে। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন বার বার উপরে বিচরণ করিয়াও নিধিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভূগর্ভে প্রোথিত ও সংরক্ষিত সুবর্ণ প্রাপ্ত হয় না, ঠিক তেমনি জীবগণ প্রতিদিন (সুষুপ্তিকালে) এই ব্রহ্মরূপ লোকে গমন করিয়াও তাঁহাকে লাভ করে না; কেননা তাহারা মিথ্যা (-জ্ঞানসম্ভূত বিষয়তৃষ্ণা) দ্বারা স্বরূপ হইতে বিচ্যুতি হইয়া থাকে। ২

স বা এষ আত্মা হৃদি তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদ্যয়মিতি তস্মাদ্ধৃদয়মহরহর্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি॥ ৩

সঃ বৈ এষঃ আত্মা (পূর্বোক্ত এই আত্মাই) হৃদি (হৃদয়-পুণ্ডরীকে অবস্থিত) [এবং আকাশ-শব্দের বাচ্য]। তস্য (উক্ত হৃদয়ের) এতৎ এব (ইহাই) নিরুক্তম্ (নির্বচন, মৌলিক অর্থ)—[যেহেতু] হৃদি অয়ম্ ইতি (হৃৎ-মধ্যে এই আত্মা [বর্তমান]) তস্মাৎ (অতএব) হৃৎ-অয়ম্ (হৃদয়), [অর্থাৎ ঐ নির্বচন হইতেও বুঝা যায় যে, আত্মা স্বহৃদয়েই অবস্থিত এবং সেখানেই উপলভ্য]। এবং-বিৎ (যিনি জানেন যে, এই আত্মা হৃদয়েই আছেন, তিনি) অহঃ অহঃ বৈ (প্রতিদিনই) [সুষুপ্তিকালে] স্বর্গম্ লোকম্ এতি (স্বর্গলোকে গমন করেন, সুখস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন)। ৩

"সুপ্রসিদ্ধ সেই আত্মা হৃদয়েই অবস্থিত। উক্ত হৃদয়শব্দের নির্বচন এই—যেহেতু হৃৎ (-পিণ্ডে) অয়ম্ বা ইনি (অর্থাৎ আত্মা), অতএব (উহা) হৃদয়। এইরূপ জ্ঞানী অবশ্যই প্রতিদিন স্বর্গলোক লাভ করেন।[১] ৩

১। সুষুপ্তিতে সকলেরই ব্রহ্মলাভ হইলেও বিদ্বানের ঐ বিষয়ে একটু পার্থক্য আছে; বিদ্বান্ জানেন যে, তিনি ব্রহ্মলাভ করিয়াছেন; অবিদ্বান্ তাহা জানেন না। তেমনি দেহত্যাগান্তে সকলেরই আত্মায় লয় হইলেও, যিনি তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ জানেন, তিনি প্রত্যাবর্তন করেন না; পরন্তু যিনি জানেন না, তাঁহার পুনর্জন্ম হয়।

অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি ॥ ৪

[মুক্তির অবলম্বন শুদ্ধব্রহ্মের সহিত বিদ্বানের তাদাত্ম্য উপদেশ করিয়া উপাস্তের স্তুতি করা হইতেছে]—অথ যঃ এষঃ (এই যিনি) সম্প্রসাদঃ ([সম্যক্ প্রসাদগুণযুক্ত] বিদ্বান্) [তিনি] অস্মাৎ শরীরাৎ (এই শরীর হইতে) সমুত্থায় (উত্থিত হইয়া, বিদ্যাসহায়ে দেহাত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া) পরম্ জ্যোতিঃ (পরম জ্যোতি, অর্থাৎ পরমাত্মানামক স্বপ্রকাশ চৈতন্যজ্যোতিকে) উপসম্পদ্য (সমীপবর্তিরূপে, তদাত্মভাবে, লাভ করিয়া) স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে (স্বীয় [অশরীরী সদাত্মা]'স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন)। [আচার্য] উবাচ হ (বলিলেন)—এষঃ আত্মা ([সম্প্রসাদ যে চৈতন্যজ্যোতিতে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হন] ইনিই আত্মা) ইতি। [আরও বলিলেন] এতৎ (এই আত্মা) অমৃতম্ (মরণহীন), অভয়ম (ভয়হীন) [অতএব] এতৎ (ইনি) ব্রহ্ম; [সুতরাং ইনি উপাস্য] ইতি। তস্য হ বৈ এতস্য (উক্ত এই) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) নাম সত্যম্ [৮।৮।৭ দ্রঃ] ইতি। ৪

"আবার এই যে সম্প্রসাদ,[১] ইনি এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া এবং পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন। ইনিই আত্মা; ইনিই অমৃত, অভয়; ইনিই ব্রহ্ম। উক্ত ব্রহ্মের নাম সত্য[২] "—গুরু এই উপদেশ দিলেন। ৪

১। জাগরণে ও স্বপ্নে, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগবশতঃ, যে চিত্তকালুষ্য দৃষ্ট হয়, সুষুপ্তিতে জীব উহা হইতে মুক্ত থাকে বলিয়া তাহাকে সম্প্রসাদ বলে। এইরূপে জীবমাত্রেরই আভিধানিক নাম সম্প্রসাদ হইলেও, এখানে বিশেষভাবে বিদ্বান্‌কেই ঐ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

২। ব্রহ্মের উপাসনাবিধির স্তুতির জন্য এই নামের পুনরুল্লেখ (৮।৮।৭) হইল।

তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীয়মিতি তদ্ যৎ সৎ তদমৃতমথ যত্তি তন্মর্ত্যমথ যদ্ যং তেনোভে যচ্ছতি যদনেনোভে যচ্ছতি তস্মাদ্ যমহরহর্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি ॥ ৫

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য তৃতীয়খণ্ডঃ ॥

তানি হ বৈ এতানি অক্ষরাণি (ব্রহ্মের [সত্য এই নামের] এই অক্ষরসকল) ত্রীণি (তিনটি)—সতীয়ম্ (সৎ, তী, এবং যম্ [তন্মধ্যে স, ত্, ও যম্—এই তিনটিই অক্ষর ; ৎ ও ঈ উচ্চারণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে ; স+ত্+যম্=সত্যম্] । তৎ (তন্মধ্যে) যৎ (যেটি) সৎ (স-কার), তৎ অমৃতম্ (উহা অমৃত) ; অথ যৎ তি (=তী,-কার), তৎ মর্ত্যম্ (মর) ; অথ যৎ যম্, তেন (সেই অক্ষরের দ্বারা) উভে (উভয় অক্ষরকে) যচ্ছতি (নিয়মিত বা বশীকৃত করে)। যৎ (যেহেতু) অনেন (যম্ এই অক্ষরের দ্বারা) উভে যচ্ছতি, তস্মাৎ (সেই জন্য) [উহা] যম্ ; [সৎ ও তী এর পরে আসিয়া যম্ যেন উভয়কে সংযত করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হয়]। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৫

ব্রহ্মের উক্ত নামের অক্ষরগুলি সংখ্যায় তিন—সৎ, তী, এবং যম্। তন্মধ্যে যেটি স-কার, তাহা অমর ; যেটি ত-কার, তাহা মর ; আর যেটি যম্-কার, তাহা পূর্বোক্ত অক্ষরদ্বয়কে নিজের বশীভূত করে। যেহেতু এই অক্ষর উভয়কে সংযমিত করে, অতএব উহার নাম যম্। যে কেহ এইরূপ জানেন, তিনি প্রত্যহ স্বর্গলোক (অর্থাৎ ব্রহ্মকে) লাভ করেন।[১] ৫

১। ব্রহ্মের নামেরই যখন এতাদৃশ মহিমা, তখন নামীর মহিমা আরও অধিক। অতএব ব্রহ্ম উপাস্য।

অষ্টমাধ্যায়—চতুর্থ খণ্ড

(ব্রহ্মসেতু)

অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসংভেদায় নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং সর্বে পাপ্মানোঽতো নিবর্তন্তেঽপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ ॥ ১

[ব্রহ্মচর্যরূপ সাধনের (৮।৪।৩) সহিত উপাস্য ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিধানের জন্য অতঃপর পূর্বোক্ত সম্প্রসাদের স্বরূপকে, পূর্বোল্লিখিত এবং অনুল্লিখিত গুণাবলীর বর্ণনা করিয়া, স্তব করা হইতেছে]—অথ যঃ আত্মা সঃ সেতুঃ ([যেন একটি] বাঁধ) ; এষাম্ লোকানাম্ (ভূরাদি এই সকল লোকের) অসংভেদায় (বিদীর্ণ না হওয়ার জন্য, অবিনাশের জন্য) [ইনি] [কর্মানুষ্ঠাতার কর্মানুরূপ ফল বিধানপূর্বক জগতের] বিধৃতিঃ (বিধারক)। এতম্ সেতুম্ (এই বাঁধকে) অহোরাত্রে (দিন ও রাত্রি [অর্থাৎ তদ্দ্বারা উপলক্ষিত সর্ববস্তুর পরিচ্ছেদক কাল]) ন তরতঃ (উত্তীর্ণ হয় না, স্বায়ত্ত করিতে পারে না), [অর্থাৎ আত্মা কালপরিচ্ছেদশূন্য], জরা ন, মৃত্যুঃ ন, শোকঃ ন, সুকৃতম্ (পুণ্য, ধর্ম) ন, দুষ্কৃতম্ (পাপ, অধর্ম) ন (ইঁহাকে অতিক্রম করে না, অর্থাৎ স্পর্শ করে না)। সর্বে পাপ্মানঃ (সকল পাপ) অতঃ (ইঁহা হইতে) নিবর্তন্তে (নিবৃত্ত হয়, তাঁহাকে পায় না) ; হি (কারণ) এষঃ ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্মরূপ লোক বা ব্রহ্ম) অপহত-পাপ্মা (বিগত-পাপ)। ১

যিনি আত্মা, তিনি (যেন) সেতুস্বরূপ (অর্থাৎ বাঁধ)—এই সকল লোক যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয়, এই জন্য ইনি ইহাদের ধরিয়া রাখিয়াছেন। ইঁহাকে দিন ও রাত্রি অতিক্রম করিতে পারে না ; জরা, মৃত্যু, শোক, ধর্ম, ও অধর্ম তাঁহাকে পার হইতে পারে না। সমুদয় পাপ (ইঁহাকে না পাইয়া) ইঁহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় ; কেন না এই ব্রহ্মরূপ লোক সর্বপাপাতীত। ১

তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাঽন্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবত্যুপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্বাঽপি নক্তমহরেবাভিনিষ্পদ্যতে সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ ॥ ২

[পাপের ফলে শরীরধারীরা অন্ধ প্রভৃতি হয়; কিন্তু অশরীরী আত্মা সেরূপ হন না]—তস্মাৎ বৈ (সেই জন্যই, তিনি পাপাতীত বলিয়াই) এতম্ সেতুম্ তীর্ত্বা (এই [আত্মরূপ] সেতুকে প্রাপ্ত হইয়া, [অবিদ্যার পারে গমন করিয়া]) অন্ধঃ সন্ (যিনি অন্ধ ছিলেন, তিনিও) অনন্ধঃ ভবতি (অন্ধত্ববিহীন হন), বিদ্ধঃ সন্ (যিনি দুঃখাদিদ্বারা বিদ্ধ ছিলেন, তিনি) অবিদ্ধঃ ভবতি, উপতাপী সন্ (যিনি রোগাদির দ্বারা জর্জরিত ছিলেন, তিনি) অনুপতাপী (সন্তাপাতীত) ভবতি। [যেহেতু ঐ সেতুতে দিবারাত্র নাই] তস্মাৎ বৈ (অতএব) এতম্ সেতুম্ তীর্ত্বা নক্তম্ অপি (রাত্রিও) অহঃ এব অভিনিষ্পদ্যতে [চৈতন্য-জ্যোতিঃস্বরূপ] দিবসে পরিণত হয়)—হি (কেন না) এষঃ ব্রহ্মলোকঃ সকৃৎ বিভাতঃ এব (সদাজ্যোতির্ময়, সর্বদা একরূপ স্বপ্রকাশ)। ২

এই জন্যই এই সেতুকে প্রাপ্ত হইলে অন্ধও অন্ধত্বহীন হয়, শোকাদিক্লিষ্ট ব্যক্তিও ক্লেশাতীত হয়, (রোগাদি) সন্তপ্ত ব্যক্তিও সন্তাপাতীত হয়। এই জন্যই এই সেতুকে প্রাপ্ত হইলে রাত্রিও দিবসে পরিণত হয়; কেন না এই ব্রহ্মরূপ লোক চিরজ্যোতিষ্মান্। ২

তদ্ য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্যেণানুবিন্দন্তি তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকস্তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি ॥ ৩

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য চতুর্থখণ্ডঃ ॥

[বিদ্যার ফল যখন এইরূপ] তৎ (সুতরাং) যে এব (যাঁহারাই) ব্রহ্মচর্যেণ (কামহীন ব্রহ্মচর্যের দ্বারা) এতম্ ব্রহ্মলোকম্ (এই ব্রহ্মরূপ লোককে) অনুবিন্দন্তি (গুরুর উপদেশ অনুযায়ী লাভ করেন, স্বীয় আত্মরূপে অবগত হন), এষঃ ব্রহ্মলোকঃ তেষাম্ এব (তাঁহাদেরই কামাদিহীন সেই ব্রহ্মজ্ঞদেরই), তেষাম্ সর্বেষু [ইত্যাদি—৮।১।৬]। ৩

(তাহাই যখন হইল) তখন যাঁহারা গুরুর উপদেশ অনুযায়ী ব্রহ্মচর্য সহায়ে এই ব্রহ্মরূপ লোক প্রাপ্ত হন, এই ব্রহ্মলোক তাঁহাদেরই। সকল লোকেই তাঁহাদের স্বচ্ছন্দগতি হইয়া থাকে। ৩

অষ্টমাধ্যায়—পঞ্চম খণ্ড

(ব্রহ্মচর্য)

অথ যদ্ যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্যেণ হ্যেব যো জ্ঞাতা তং বিন্দতেঽথ যদিষ্টমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্যেণ হ্যেবেষ্ট্বাত্মানমনুবিন্দতে ॥ ১

[সেতু প্রভৃতি রূপে যে আত্মার গুণাদি কীর্তিত হইয়াছে, তাঁহার প্রাপ্তির জন্য জ্ঞানের সহকারী সাধন ব্রহ্মচর্য বিহিত হইতেছে, এবং উক্ত ব্রহ্মচর্যে নিষ্ঠা উৎপাদনের জন্য যজ্ঞাদিরূপে উহার প্রশংসা করা হইতেছে]—অথ যৎ (যাহাকে) [লোকে] যজ্ঞঃ ইতি (যজ্ঞ নামে) আচক্ষতে (উল্লেখ করে) তৎ (তাহা) ব্রহ্মচর্যম্ এব (ব্রহ্মচর্যই) [অর্থাৎ যজ্ঞের যাহা ফল, তাহা ব্রহ্মচর্যের দ্বারাও লভ্য],—হি (কারণ) যঃ জ্ঞাতা (যিনি জ্ঞাতা, তিনি) [চিত্তশুদ্ধিক্রমে যজ্ঞের যাহা চরম লভ্য ফল] তম্ (তাঁহাকে, ব্রহ্মলোককে) ব্রহ্মচর্যেণ এব (ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই) বিন্দতে (লাভ করেন), [কেবল ফলসাম্য হেতুই ব্রহ্মচর্য যজ্ঞ নহে ; অধিকন্তু যজ্ঞ শব্দে 'য' ও 'জ্ঞ' আছে, এবং 'যঃ জ্ঞাতা' ইহাতেও 'য' ও 'জ্ঞ' আছে,—এই জন্যও ব্রহ্মচর্য যজ্ঞ]। অথ যৎ ইষ্টম্ ইতি (ইষ্ট বলিয়া [ইষ্ট—যজ্ঞ, পূজা]) আচক্ষতে, তৎ ব্রহ্মচর্যম্ এব—হি ব্রহ্মচর্যেণ এব ইষ্ট্বা ([ঈশ্বরকে] পূজা করিয়া, অথবা আত্মবিষয়ে এষণা বা কামনা করিয়া) আত্মানম্ (আত্মাকে) অনুবিন্দতে ; [ইষ্ট অনুষ্ঠানে যেমন ব্রহ্মবিষয়ক এষণারই অভিব্যক্তি হয়, ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানেও তাহাই হয়, ব্রহ্মচর্যও এষণাত্মক ; ইষ্ট ও এষণা উভয়েই ইষ্ ধাতু হইতে সিদ্ধ]। ১

লোকে যাহাকে যজ্ঞ বলে তাহাও ব্রহ্মচর্য ; কারণ যিনি জ্ঞাতা, তিনি ব্রহ্মচর্যদ্বারাই ব্রহ্মলোক লাভ করেন। আবার লোকে যাহাকে ইষ্ট' বলে তাহাও ব্রহ্মচর্য ; কারণ ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই (আত্মার বিষয়ে) এষণা করিয়া (তাহারা) আত্মাকে লাভ করে। ১

১। একাগ্নিকর্মহবনং ত্রেতায়াং যচ্চ হূয়তে।
অন্তর্বেদ্যাং চ যদ্দানমিষ্টং তদভিধীয়তে ॥

অন্নরস ও নাড়ীকেও শুক্ল করে। বায়ু ও কফ সমপরিমাণ হইলে তাহাদের সম্পর্কে ঐ পিত্তাখ্য সৌরতেজ পীতবর্ণ হয় এবং অন্নরস ও নাড়ীকেও পীত করে। যখন পাকনিষ্পন্ন শোণিতের আধিক্য হয়, তখন সৌরতেজ লোহিত হয়, এবং উহা অন্নরস ও নাড়ীকে লোহিত করে।

তদ্ যথা মহাপথ আতত উভৌ গ্রামৌ গচ্ছতীমং চামুং চৈবমেবৈতা আদিত্যস্য রশ্ময় উভৌ লোকৌ গচ্ছন্তীমং চামুং চামুষ্মাদাদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে তা আসু নাড়ীষু সৃপ্তা আভ্যো নাড়ীভ্যঃ প্রতায়ন্তে তেঽমুষ্মিন্নাদিত্যে সৃপ্তাঃ ॥ ২

[সৌরতেজ নাড়ীতে অনুসৃত হইয়া কিরূপে বিভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে]—তৎ (উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই)—যথা (যেমন) মহাপথঃ (বিশাল পথ) আততঃ (বিস্তীর্ণ হইয়া) ইমম্ চ অমুম্ চ উভৌ গ্রামৌ (এই গ্রাম এবং ঐ গ্রাম উভয় গ্রামেই) গচ্ছতি (গমন করে) এবম্ এব (ঠিক এমনি) আদিত্যস্য এতাঃ রশ্ময়ঃ (সূর্যের এই কিরণগুলি) ইমম্ চ অমুম্ চ উভৌ লোকৌ (এই শরীর ও ঐ আদিত্যমণ্ডল এই উভয়স্থানেই) গচ্ছন্তি (গমন করে, প্রবিষ্ট রহিয়াছে) ; অমুষ্মাৎ আদিত্যাৎ (ঐ সূর্যমণ্ডল হইতে) প্রতায়ন্তে (প্রবৃত্ত, বিস্তৃত হয়) [ও] তাঃ (তাহারা) আসু নাড়ীষু ([দেহস্থ] এই নাড়ীসকলে) সৃপ্তাঃ (প্রবিষ্ট হয়) ; আভ্যঃ নাড়ীভ্যঃ (এই নাড়ীসকল হইতে) তে (ঐ রশ্মিসকল) প্রতায়ন্তে, অমুষ্মিন্ আদিত্যে (ঐ সূর্যমণ্ডলে) সৃপ্তাঃ। [রশ্মি-শব্দ স্ত্রী ও পুং উভয় লিঙ্গে প্রযুক্ত হয়]। ২

উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন কোনও বিশাল পথ বিস্তৃত হইয়া নিকটবর্তী ও দূরবর্তী গ্রামদ্বয়ে প্রবেশ করে, ঠিক তেমনি এই সূর্যকিরণরাশি এই দেহ এবং ঐ আদিত্যমণ্ডল উভয় স্থানেই প্রবিষ্ট রহিয়াছে। ঐ সূর্যমণ্ডল হইতে বিস্তীর্ণ হইয়া উহারা নাড়ীসকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং এই নাড়ী-সকল হইতে বিস্তৃত হইয়া ঐ সূর্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হয়। ২

তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যাসু তদা

নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি তং ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতি তেজসা হি তদা সম্পন্নো ভবতি ॥ ৩

[জীবের সুষুপ্তির অধিকরণরূপে নাড়ীর প্রশংসা করা হইতেছে]—তৎ (সুতরাং) যত্র (যখন) [জীব] এতৎ (এতাদৃশ [নিদ্রামগ্ন] হয় [যে]) সমস্তঃ ([সকল ইন্দ্রিয়গ্রাম হইতে] সম্যক্ অস্ত বা উপসংহৃত [হইয়া] সম্পূর্ণরূপে) সুপ্তঃ (নিদ্রিত হইয়া) সম্প্রসন্নঃ ([জাগরণ ও স্বপ্ন-সুলভ ক্লান্তিবর্জিত [বৃঃ ৪।৩।১৯, ছাঃ ৬।৮।২] হয়), স্বপ্নম্ ন বিজানাতি (স্বপ্নও জানে না, অর্থাৎ দেখে না), তদা (তখন) আসু নাড়ীষু (এই নাড়ীসকলের মধ্যে) সৃপ্তঃ ভবতি (প্রবিষ্ট হয়) [নাড়ী অবলম্বনে হৃদয়াকাশে গমন করে]। [সতের সহিত একীভূত] তম্ (তাহাকে) কঃ চন পাপ্মা (কোনও পাপ) ন স্পৃশতি (স্পর্শ করে না), হি (কারণ) তদা (তখন) [সে] তেজসা সম্পন্নঃ ভবতি (নাড়ীমধ্যস্থ সৌরতেজের দ্বারা সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত হয়)। ৩

সুতরাং জীব যখন এতাদৃশ নিদ্রায় মগ্ন হয় যে, ইন্দ্রিয়গ্রাম হইতে বিরত হইয়া পরিপূর্ণস্বরূপে[১] নিদ্রিত ও সম্প্রসন্ন হয় এবং কিছুই জানে না, তখন সে নাড়ীসমূহ অবলম্বনে (হৃদয়াকাশে[২]) প্রবেশ করে। (তখন) তাহাকে কোনও পাপ স্পর্শ করে না;[৩] কারণ সে তখন (সৌর) তেজের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়। ৩

১। জাগ্রদবস্থায় দ্রষ্টা, শ্রোতা, জ্ঞাতা ইত্যাদিরূপে জীব অসমস্ত বা অপরিপূর্ণ থাকে ; সুষুপ্তিতে সে সমস্ত বা পরিপূর্ণস্বরূপ হয়—বৃঃ ১।৪।৭। সমস্ত শব্দের অর্থ সমগ্র বা কৃৎস্ন ; আবার সম্-অস্-তঃ—সম্যক্ একীভূত, ইন্দ্রিয়গ্রাম হইতে উপসংহৃত।

২। নাড়ী সুষুপ্তিস্থান নহে ; সুষুপ্তিতে সৎ-সম্পত্তি হয় (৬।৮।১-২)।

৩। জাগ্রদবস্থার সুখদুঃখভাগী হয় না। কিন্তু তখনও প্রারব্ধ বা বর্তমান শরীরের দ্বারা উপভোগ্য কর্মফল এবং অজ্ঞান অবশিষ্ট থাকে বলিয়া জীব ঐ অবস্থা হইতে বিচ্যুত হয়।

অথ যত্রৈতদবলিমানং নীতো ভবতি তমভিত আসীনা

আহুর্জানাসি মাং জানাসি মামিতি স যাবদস্মাচ্ছরীরাদনুৎক্রান্তো ভবতি তাবজ্জানাতি॥ ৪

[ঊর্ধ্বগমন প্রদর্শনের জন্য মরণকাল বর্ণিত হইতেছে]—অথ যত্র (যখন) [কেহ] এতৎ অবলিমানম্ নীতঃ ([রোগাদিবশতঃ] এইরূপে বলহীনতা প্রাপ্ত হয়) [তখন] অভিতঃ আসীনাঃ (চতুর্দিকে সমাসীন আত্মীয়গণ) তম্ (তাহাকে) আহুঃ (বলে)—জানাসি মাম্ (আমায় চিন কি)? জানাসি মাম্ ইতি। সঃ (সেই মুমূর্ষু) যাবৎ (যতক্ষণ) শরীরাৎ অনুৎক্রান্তঃ ভবতি (শরীর হইতে নির্গত না হয়), তাবৎ (ততক্ষণ) জানাতি (জানে, চিনিতে পারে)। ৪

অনন্তর যখন কেহ এতাদৃশরূপে বলহীনতা প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ মুমূর্ষু হয়), তখন চতুর্দিকে উপবিষ্ট ব্যক্তিরা তাহাকে বলে, "আমায় চিনিতেছ কি? আমায় চিনিতেছ কি?" যতক্ষণ সে শরীর হইতে নির্গত না হয়, ততক্ষণ চিনিতে পারে। ৪

অথ যত্রৈতদস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামত্যথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্ধ্বমাক্রমতে স ওমিতি বা হোদ্বা মীয়তে স যাবৎ ক্ষিপ্যেন্মনস্তাবদাদিত্যং গচ্ছত্যেতদ্বৈ খলু লোকদ্বারং বিদুষাং প্রপদনং নিরোধোঽবিদুষাম্॥ ৫

অথ (প্রারব্ধ কর্মের অবসানে) যত্র (এইরূপে যখন) এতস্মাৎ শরীরাৎ (এই শরীর হইতে) [জীব] উৎক্রামতি (নির্গত হয়) অথ (তখন) সঃ (সে) [যদি অবিদ্বান্ হয় তবে] এতৈঃ এব রশ্মিভিঃ (এই সকল রশ্মি অবলম্বনেই) [স্বকর্মানুরূপ লোকলাভের জন্য] ঊর্ধ্বম্ আক্রমতে (ঊর্ধ্বে গমন করে); [পরন্তু] সঃ (দহরবিদ্যাবিদ্—৮।১।১) [যথাজ্ঞাত-রূপে] ওম্ ইতি (ওঙ্কারাবলম্বনে [মরণকালে আত্মার] ধ্যান করিয়া) উৎ হ বা (ঊর্ধ্ব-দিকেই) মীয়তে (গমন করেন), বা (অথবা) [বিদ্যা না জানিলে ঊর্ধ্বগতি প্রাপ্ত না হইয়া তির্যক্‌গতিই প্রাপ্ত হন]। সঃ (উক্ত বিদ্বান্) মনঃ যাবৎ ক্ষিপ্যেৎ (বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যাইতে মনের যতটুকু সময় লাগে) তাবৎ (সেই স্বল্প সময়েই) আদিত্যম গচ্ছতি

(আদিত্যকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সূর্যদ্বারে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন)—এতৎ বৈ (ইহাই) লোকদ্বারম্ খলু (ব্রহ্মলোকের প্রসিদ্ধ দ্বার); [ইহা] বিদুষাম্ (বিদ্বানের পক্ষে) প্রপদনম্ ([ব্রহ্মলোকের] প্রাপক), অবিদুষাম্ নিরোধঃ (অবিদ্বানের পক্ষে নিরুদ্ধ, অপ্রাপক), [অর্থাৎ অবিদ্বান্ ব্রহ্মরন্ধ্র অবলম্বনে গমন করে না, বিদ্বান্ করেন]। ৫

অনন্তর এইরূপে যখন এই শরীর হইতে কেহ নির্গত হন, তখন তিনি এই রশ্মিসকল অবলম্বনে ঊর্ধ্বে উৎক্রান্ত হন ;—তিনি (বিদ্বান্ হইলে) ওম্ উচ্চারণ করিয়া ঊর্ধ্বেই গমন করেন, কিংবা (অবিদ্বান্ হইলে) করেন না। মন যতক্ষণে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যায়, সেই স্বল্প সময়েই সেই বিদ্বান্ আদিত্যকে প্রাপ্ত হন—ইহাই ব্রহ্মলোক লাভের দ্বার ; বিদ্বানের পক্ষে ইহা প্রাপ্তির দ্বার, কিন্তু অবিদ্বানের পক্ষে ইহা নিরুদ্ধ। ৫

তদেষ শ্লোকঃ—

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা।
তয়োর্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি
উৎক্রমণে ভবন্তি ॥ ৬

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য ষষ্ঠখণ্ডঃ ॥

হৃদয়স্য (হৃদয়ের সহিত সম্বদ্ধ) শতম্ চ একা চ (একশত এক) নাড্যঃ ([প্রধান] নাড়ী [আছে]); তাসাম্ (তাহাদের মধ্যে) একা (একটি) মূর্ধানম্ অভিনিঃসৃতা (মস্তকের অভিমুখে প্রসারিত হইয়াছে, ব্রহ্মরন্ধ্র অভিমুখে গমন করিয়াছে)। তয়া (তদবলম্বনে) ঊর্ধ্বম্ আয়ন্ (ঊর্ধ্বে গমন করিয়া) অমৃতত্বম্ এতি (অমরত্ব প্রাপ্ত হন, [ক্রমমুক্তি লাভ করেন]), অন্যাঃ (অপর নাড়ীসকল) বিষ্বঙ্ [ভবন্তি] (বিভিন্নপথগামী হয়, অর্থাৎ অমৃতত্বলাভের দ্বার হয় না), উৎক্রমণে ভবন্তি (দেহত্যাগের দ্বারমাত্রই হয়, [সংসার-গতির কারণ হয়])। উৎক্রমণে ভবন্তি [প্রকরণের সমাপ্তিসূচক পুনরুক্তি]। [কঃ ২।৩।১৬ দ্রঃ]। ৬

হৃদয়ের একশত একটি (প্রধান) নাড়ী আছে। তাহাদের মধ্যে একটি মস্তকাভিমুখে গিয়াছে। (বিদ্বান্) তদবলম্বনে ঊর্ধ্বে গমন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। তির্যক্‌গামী অপর নাড়ীগুলি (কেবল) দেহত্যাগেরই দ্বার। ৬

অষ্টমাধ্যায়—সপ্তম খণ্ড

(ইন্দ্র-বিরোচন-প্রজাপতি সংবাদ, অক্ষিপুরুষ)

য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ ॥ ১

[৮।৩।৪ শ্রু বলা হইয়াছে যে, সম্প্রসাদ শরীরাভিমান ত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন। এই সম্প্রসাদ কে? সম্প্রসাদের পরমাত্ম-বিষয়ক জ্ঞান কি প্রকারে হয়? যাঁহাকে তিনি প্রাপ্ত হন তাঁহারই বা স্বরূপ কি?—ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য পরবর্তী প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে]—যঃ আত্মা (যে আত্মা), অপহত-পাপ্মা ([পুণ্য ও] পাপের অতীত), বিজরঃ (জরাহীন), বিমৃত্যুঃ (মৃত্যুহীন), বিশোকঃ (শোকহীন), বিজিঘৎসঃ (ক্ষুধাহীন), অপিপাসঃ (পিপাসাহীন), সত্যকামঃ (অব্যর্থকাম), সত্যসঙ্কল্পঃ (অটুটসঙ্কল্প) [৮।১।৫]—[শাস্ত্রাচার্যের সহায়ে] সঃ অন্বেষ্টব্যঃ (তিনিই অন্বেষণীয়), সঃ বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ (তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হওয়া আবশ্যক); যঃ (যিনি) তম্ আত্মানম্ (উক্ত আত্মাকে) অনুবিদ্য বিজানাতি ([শাস্ত্র ও আচার্যের নিকট হইতে] পরিচয় লাভ করিয়া পরে বিশেষরূপে সাক্ষাৎ অনুভব করেন), সঃ (তিনি) সর্বান্ চ লোকান্ (সমস্ত লোক) সর্বান্ চ কামান্ (এবং সমস্ত কাম্যবস্তু) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন)—ইতি (ইহা) হ (একদা) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) উবাচ (বলিয়াছিলেন)। ১

একদা প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, "যে আত্মা নিষ্পাপ, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুধাহীন, পিপাসাহীন, সত্যকাম, ও সত্যসঙ্কল্প, তাঁহারই অনুসন্ধান করা উচিত, তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানার জন্য আগ্রহ করা উচিত। যিনি (শাস্ত্র ও আচার্যের নিকট হইতে) এই আত্মার পরিচয় পাইয়া তদনুযায়ী ইঁহাকে বিশেষরূপে অনুভব করেন, তিনি সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম্য লাভ করেন।" ১

তদ্ধোভয়ে দেবাসুরা অনুবুবুধিরে তে হোচুর্হন্ত তমাত্মানমন্বিচ্ছামো যমাত্মানমন্বিষ্য সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামানিতীন্দ্রো হৈব দেবানামভিপ্রবব্রাজ বিরোচনোঽসুরাণাং তৌ হাসংবিদানাবেব সমিৎপাণী প্রজাপতিসকাশমাজগ্মতুঃ ॥ ২

তৎ হ (প্রজাপতির ঐ বাক্য) দেবাসুরাঃ উভয়ে (দেবগণ ও অসুরগণ উভয়ে) অনুবুবুধিরে (পরম্পরাক্রমে জানিতে পারিলেন)। তে হ উচুঃ (তাঁহারা [নিজ নিজ সমাজে এইরূপ] আলোচনা করিলেন)—হন্ত (ভাল কথা), যম্ আত্মানম্ অন্বিষ্য (যে আত্মাকে অনুসন্ধান করিয়া) [লোকে] সর্বান্ চ লোকান্ সর্বান্ চ কামান্ আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়) তম্ (তাঁহাকে) অন্বিচ্ছামঃ (অনুসন্ধান করি) ইতি। [এইরূপ পরামর্শ করিয়া] দেবানাম্ ইন্দ্রঃ হ এব (দেবগণের মধ্য হইতে ইন্দ্র) অভিপ্রবব্রাজ (প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, ভোগাদি ত্যাগ করিয়া শরীরমাত্র অবলম্বনে বহির্গত হইলেন), অসুরাণাম্ বিরোচনঃ (অসুরদিগের মধ্য হইতে বিরোচন) [ঐরূপ করিলেন]। তৌ হ (তাঁহারা উভয়ে) অসংবিদানৌ এব (পরস্পরের অজ্ঞাতসারেই) সমিৎপাণী ([যজ্ঞার্থ] সমিদ্ভার হস্তে লইয়া) প্রজাপতিসকাশম্ আজগ্মতুঃ (প্রজাপতির নিকট আগমন করিলেন)। ২

দেবগণ ও অসুরগণ উভয়েই প্রজাপতির ঐ বাণী পরম্পরাক্রমে জানিলেন, এবং এইরূপ বলিলেন, "বেশ কথা, যে আত্মাকে অনুসন্ধান করিলে সকল লোক ও সকল কাম্য বস্তু পাওয়া যায়, আমরা তাঁহার অনুসন্ধান করি।" অনন্তর দেবগণের মধ্য হইতে ইন্দ্র ও অসুরগণের মধ্য

হইতে বিরোচন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, এবং পরস্পরের অজ্ঞাতসারে সমিত্তার হস্তে লইয়া প্রজাপতিসকাশে উপস্থিত হইলেন।[১] ২

১। এই আখ্যায়িকাতে ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে যে, ত্রিলোকাধিপতির পক্ষেও এই বিদ্যা অতি আদরের বস্তু, এবং ইহা শ্রদ্ধাসহকারে গুরুরই নিকটে গ্রহণীয়।

তৌ হ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্যমূষতুস্তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ কিমিচ্ছন্তাববাস্তমিতি তৌ হোচতুর্য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি ভগবতো বচো বেদয়ন্তে তমিচ্ছন্তাববাস্তমিতি॥ ৩

তৌ হ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি (বত্রিশ বৎসর) ব্রহ্মচর্যম্ ঊষতুঃ (ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক প্রজাপতি-গৃহে বাস করিলেন)। প্রজাপতিঃ তৌ (তাঁহাদের উভয়কে) উবাচ হ—কিম্ ইচ্ছন্তৌ (কি অভিপ্রায়ে) অবাস্তম্ (= অবাস্তম্ [বস্ লুঙ্], উভয়ে বাস করিয়াছে) ইতি। তৌ হ উচতুঃ (তাঁহারা উভয়ে বলিলেন)—যঃ আত্মা [পূর্ববৎ]—ভগবতঃ বচঃ (আপনার এই বাণীসকল) [শিষ্টাচারীরা] বেদয়ন্তে (অবগত আছেন); তম্ ইচ্ছন্তৌ (সেই আত্মাকে জানিবার জন্য) অবাস্তম্ (= অবাৎস্ব [বস্ লুঙ্], আমরা দুইজন বাস করিয়াছি) ইতি। ৩

তাঁহারা উভয়ে বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্যবাস করিলেন। তখন প্রজাপতি একদা তাঁহাদিগকে বলিলেন, "কি প্রয়োজনে তোমরা এখানে বাস করিলে?" তাঁহারা বলিলেন, "'যে আত্মা নিষ্পাপ, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুধাহীন, পিপাসাহীন, সত্যকাম, ও সত্যসঙ্কল্প তাঁহারই অনুসন্ধান করা উচিত, তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিবার জন্য আগ্রহ করা উচিত। যিনি উক্ত আত্মার পরিচয় লাভ করিয়া তাঁহাকে অনুভব করেন, তিনি সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হন'—ইহা আপনারই বাণী বলিয়া পরিচিত। সেই আত্মাকেই জানিবার অভিপ্রায়ে আমরা বাস করিয়াছি।" ৩

১। পূর্বে দেবতা ইন্দ্র ও অসুর বিরোচনের মধ্যে বিরোধ থাকিলেও, অধুনা বিদ্যালাভের আগ্রহে তাঁহারা তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন—ইহাও বিদ্যার মহিমা।

তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেত্যথ যোঽয়ং ভগবোঽপ্সু পরিখ্যায়তে যশ্চায়মাদর্শে কতম এষ ইত্যেষ উ এবৈষু সর্বেষ্বন্তেষু পরিখ্যায়ত ইতি হোবাচ ॥ ৪

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য সপ্তমখণ্ডঃ ॥

প্রজাপতিঃ তৌ (উভয়কে) উবাচ হ—অক্ষিণি (চক্ষে) যঃ এষঃ পুরুষঃ (এই যে পুরুষ) দৃশ্যতে (দৃষ্ট হন) এষঃ আত্মা (ইনিই [আমার কথিত] আত্মা) ইতি ; উবাচ হ—এতৎ (=এষঃ, ইনি) অমৃতম্ ([ভূমাখ্য] অমৃত), [অতএব] অভয়ম্, [সুতরাং] এতৎ (=এষঃ) ব্রহ্ম (বৃদ্ধতম, পুরাতন) ইতি। [প্রজাপতির বাক্য হইতে তাঁহারা ভ্রমবশতঃ এই বুঝিলেন যে, চক্ষুতে দৃষ্ট ছায়ারূপ পুরুষই আত্মা ; সুতরাং প্রজাপতির অনুমোদন লাভের জন্য] অথ (অনন্তর) [বলিলেন]—ভগবঃ, অয়ম্ যঃ (এই যিনি) অপ্সু পরিখ্যায়তে (জলে [প্রতিবিম্বাকারে] সমগ্ররূপে জ্ঞাত হন) যঃ অয়ম্ চ আদর্শে (এবং এই যিনি দর্পণে) [দৃষ্ট হন] কতমঃ এষঃ (ঐ বিভিন্ন প্রতিবিম্বের মধ্যে কে এই আত্মা) ইতি। [প্রজাপতি] উবাচ হ—এষঃ উ এব (এই আত্মাই) এষু সর্বেষু অন্তেষু (এই সমস্তেরই মধ্যে) পরিখ্যায়তে ইতি। ৪

প্রজাপতি উভয়কে বলিলেন, "চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, ইনিই আত্মা।[১]" তিনি আরও বলিলেন, "এই আত্মাই অমৃত ও অভয় ; ইনিই ব্রহ্ম।" অনন্তর তাঁহারা বলিলেন, "হে ভগবন্, এই যিনি জলে এবং এই যিনি দর্পণে সম্যক্ জ্ঞাত হন, (আপনার কথিত) ইঁহাদের মধ্যে আত্মা কে ?" প্রজাপতি বলিলেন, "ইনিই এই সমস্তের মধ্যে সম্যক্ জ্ঞাত হন।[২] ৪

১। যিনি চক্ষু (অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের) দ্বারা দর্শন বা উপলব্ধি করেন, (কেঃ ১।২) তিনিই দ্রষ্টা, তাঁহাকেই প্রজাপতি অপহতপাপ্মা আত্মরূপে বলিয়াছেন।

২। "আত্মা সকলের অন্তর্নিহিত"—এইরূপেই উপদেশ দেওয়া হয়। প্রজাপতিও তাহাই করিলেন ; তিনি "দ্রষ্টা আত্মার" প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই উত্তর দিলেন। সুতরাং তাঁহার কথা মিথ্যাগ্রস্ত নহে। কিন্তু শিষ্যগণ নিজ বুদ্ধির পরিণতি অনুযায়ীই গুরুর বাক্য হৃদয়ঙ্গম করেন। ইন্দ্র ও বিরোচন অশুদ্ধচিত্ত ছিলেন বলিয়া প্রজাপতির বক্তব্য বুঝিতে পারিলেন না।

অষ্টমাধ্যায়—অষ্টম খণ্ড

(আসুরী উপনিষৎ)

উদশরাব আত্মানমবেক্ষ্য যদাত্মনো ন বিজানীথস্তন্মে প্রব্রূতমিতি তৌ হোদশরাবেঽবেক্ষাংচক্রাতে তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ কিং পশ্যথ ইতি তৌ হোচতুঃ সর্বমেবেদমাবাং ভগব আত্মানং পশ্যাব আ লোমভ্য আ নখেভ্যঃ প্রতিরূপমিতি ॥ ১

উদশরাবে (জলপূর্ণ শরাবে [পাত্রে]) আত্মানম্ অবেক্ষ্য (আপনাকে দেখিয়া) আত্মনঃ (আত্মার সম্বন্ধে) যৎ (যাহা) ন বিজানীথঃ (বুঝিতে পারিবে না) তৎ (তাহা) মে প্রব্রূতম্ (আমায় বলিবে) ইতি। তৌ (উভয়ে) হ উদশরাবে অবেক্ষাংচক্রতে (অবেক্ষণ করিলেন) ; [কিন্তু জিজ্ঞাস্য কিছু নাই মনে করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তখন শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহ-বশতঃ] প্রজাপতিঃ তৌ (দুইজনকে) উবাচ হ—কিম্ পশ্যথঃ (কি দেখিতেছ) ইতি। তৌ হ উচতুঃ—ভগবঃ, আবাম্ (আমরা দুইজন) ইদম্ সর্বম্ এব আত্মানম্ (এই সমগ্র আত্মাকেই, দেহকেই), আলোমভ্যঃ আনখেভ্যঃ (লোম ও নখ পর্যন্ত, লোম-নখ-সংযুক্তরূপে) প্রতিরূপম্ পশ্যাবঃ (প্রতিমূর্তিকেই দেখিতেছি) ইতি। ১

(প্রজাপতি বলিলেন)—"জলপূর্ণ পাত্রে আপনাকে দেখিয়া আত্মার সম্বন্ধে যাহা বুঝিতে পারিবে না, তাহা আমায় জিজ্ঞাসা করিও।" তাঁহারা জলপূর্ণ পাত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "কি দেখিতেছ ?" তাঁহারা বলিলেন, "আমরা সমগ্ররূপেই আত্মাকে দর্শন

করিতেছি ; এমন কি লোম ও নখের সহিত সমন্বিত (আমাদের) প্রতিমূর্তিই দেখিতেছি।" ১

তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বোদশরাবেঽবেক্ষেথামিতি তৌ হ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বোদশরাবেঽবেক্ষাংচক্রাতে তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ কিং পশ্যথ ইতি ॥ ২

তৌ হ প্রজাপতিঃ উবাচ—সাধু-অলঙ্কৃতৌ (উত্তম অলঙ্কারে ভূষিত) সুবসনৌ (মহার্হ-বস্ত্রপরিহিত) পরিষ্কৃতৌ (পরিষ্কৃত, নখলোমাদিবর্জিত) ভূত্বা (হইয়া) উদশরাবে অবেক্ষেথাম্ (তোমরা উভয়ে দেখ) ইতি। তৌ হ [পূর্ববৎ] অবেক্ষাংচক্রাতে (উভয়ে দেখিলেন)। তৌ হ প্রজাপতিঃ উবাচ—কিম্ পশ্যথঃ ইতি। ২

প্রজাপতি তাঁহাদের উভয়কে বলিলেন, "উত্তম অলঙ্কারে ভূষিত, সুবস্ত্র-পরিহিত, ও পরিষ্কৃত হইয়া (উভয়ে) জলপূর্ণ পাত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।[১] তাঁহারা উভয়ে উত্তম অলঙ্কারে ভূষিত, সুবস্ত্রপরিহিত, ও পরিষ্কৃত হইয়া জলপূর্ণ পাত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "কি দেখিতেছ ?" ২

১। ছায়া ও তাহার কারণ দেহে আত্মবুদ্ধি দূর করাই প্রজাপতির উদ্দেশ্য। এইজন্য তিনি যে উপায় অবলম্বন করিলেন তাহা অপূর্ব। প্রথমতঃ তিনি দেখাইলেন যে, শরীরের সহিত নিত্যসম্বন্ধ নহে এইরূপ আগন্তুক অলঙ্কারাদিও ছায়ার কারণ হইতে পারে ; সুতরাং "ছায়ার কারণ দেহও হয়তো আত্মার পক্ষে আগন্তুক"—এইরূপ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষতঃ ইহাও প্রমাণিত হইল যে, বেশভূষাদির পরিবর্তনে ছায়া পরিবর্তিত হয় বলিয়া উহা নিত্য হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ কেশলোমাদি দেহেরই অংশ ; অথচ তাহারা ছিন্ন হইলে আর দেহের সহিত মিলিতভাবে ছায়ার কারণ হয় না। সুতরাং তাহারাও নিত্য নহে, তাহারা আসে ও যায়। "শরীরের একাংশে যখন এইরূপ অনিত্যত্ব রহিয়া গেল, তখন সর্বশরীরই হয়তো অনিত্য"—এইরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক। এই যুক্তির অনুসরণ করিলে, নখলোমাদির

এই আত্মাকে পূজা করিলে ও ইহার সেবা করিলে ইহলোক ও পরলোক, উভয়লোকই লাভ হয়।[১]" ৪

১। বিরোচন বুঝিয়াছিলেন, "যে দেহের ছায়া চক্ষুতে পড়ে, ঐ দেহই আত্মা।"

তস্মাদপ্যদ্যেহাদদানমশ্রদ্দধানমযজমানমাহুরাসুরো বতেত্যসুরাণাং হ্যেষোপনিষৎ প্রেতস্য শরীরং ভিক্ষয়া বসনেনালঙ্কারেণেতি সংস্কুর্বন্ত্যেতেন হ্যমুং লোকং জেষ্যন্তো মন্যন্তে ॥ ৫

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্যাষ্টমখণ্ডঃ ॥

তস্মাৎ (সেই জন্য, অসুরসম্প্রদায় এখনও বিদ্যমান আছে বলিয়াই) অদদানম্ (যে দান করে না, তাহাকে), অশ্রদ্দধানম্ (যে শ্রদ্ধাহীন, তাহাকে), অযজমানম্ (যে যজ্ঞ করে না, তাহাকে) অদ্য অপি (আজও) ইহ (এই জগতে) [লোকে] আহুঃ (বলে)—আসুরঃ বত ইতি (এই ব্যক্তি সত্যই অসুরস্বভাব),—হি (কারণ) এষা উপনিষৎ (শ্রদ্ধাহীনতাদিরূপ উপনিষৎ) অসুরাণাম্ (অসুরদিগের)। [ঐ উপনিষৎপরায়ণ হইয়া তাহারা] প্রেতস্য (মৃতব্যক্তির) শরীরম্ (দেহকে) ভিক্ষয়া (গন্ধ, মালা, অন্ন প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুর দ্বারা) বসনেন (বস্ত্রাদি আচ্ছাদনের দ্বারা) অলঙ্কারেণ (অলঙ্কারের দ্বারা, ধ্বজ পতাকাদির দ্বারা) ইতি (এতাদৃশরূপে) সংস্কুর্বন্তি (সুসজ্জিত করে),—এতেন হি (এই শবসজ্জার দ্বারা অবশ্যই) অমুম্ লোকম্ (পরলোক) জেষ্যন্তঃ (জয় করিবে)—মন্যন্তে (মনে করে)। ৫

এই জন্য আজও দানহীন, শ্রদ্ধাহীন, ও যজ্ঞহীন ব্যক্তি সম্বন্ধে লোকে বলে, "এই ব্যক্তি সত্যই অসুরস্বভাব,"—কারণ ইহা আসুরী উপনিষৎ। তাহারা (অর্থাৎ ঐরূপ অসুরেরা) মৃতব্যক্তির দেহকে ভোগ্যদ্রব্য, বসন, ও অলঙ্কারে সজ্জিত করে; কারণ তাহারা মনে করে যে, এই শবসজ্জাদ্বারাই পরলোক জয় করিবে। ৫

অষ্টমাধ্যায়—নবম খণ্ড

(ছায়াদেহ নশ্বর)

অথ হেন্দ্রোঽপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ভয়ং দদর্শ যথৈব খল্বয়-মস্মিঞ্ছরীরে সাধ্বলঙ্কৃতে সাধ্বলঙ্কৃতো ভবতি সুবসনে সুবসনঃ পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃত এবমেবায়মস্মিন্নন্ধেঽন্ধো ভবতি স্রামে স্রামঃ পরিবৃক্ণে পরিবৃক্ণোঽস্যৈব শরীরস্য নাশমন্বেষ নশ্যতি ॥ ১

[প্রজাপতির উপদেশ শ্রবণে (৮।৭।৪) ইন্দ্রও প্রথমে বুঝিয়াছিলেন যে, চক্ষুতে দৃষ্ট দেহচ্ছায়াই আত্মা; কিন্তু]—অথ হ ইন্দ্রঃ দেবান্ অপ্রাপ্য এব (দেবগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্বেই) এতৎ (এই) ভয়ম্ (আশঙ্কা, দোষ) দদর্শ (দেখিলেন)—যথা এব খলু (ঠিক যেমন) অস্মিন্ শরীরে সাধু অলঙ্কৃতে (এই শরীর উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইলে) অয়ম্ (এই ছায়াদেহ) সাধ্বলঙ্কৃতঃ ভবতি (হয়), সুবসনে সুবসনঃ, পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃতঃ [ভবতি] এবম্ এব অয়ম্ (এই ছায়াদেহ) অস্মিন্ অন্ধে (এই দেহ অন্ধ হইলে) অন্ধঃ ভবতি, স্রামে (কাণা হইলে ; অথবা চক্ষু ও নাসিকা অশ্রুস্রাবী ও শ্লেষ্মাস্রাবী হইলে) স্রামঃ, পরিবৃক্ণে (অঙ্গহীন হইলে) পরিবৃক্ণঃ [ভবতি], অস্য শরীরস্য (এই শরীরের) নাশম্ অনু (নাশানুযায়ী) এব এষঃ (এই ছায়াদেহ) নশ্যতি (নষ্ট হয়) । ১

অনন্তর ইন্দ্র দেবগণের নিকট উপস্থিত না হইয়াই এইরূপ আশঙ্কাগ্রস্ত হইলেন,—"ঠিক যেমন এই শরীরটি উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইলে এই প্রতিবিম্বও উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হয়, দেহ সুবসনে আচ্ছাদিত হইলে সুবসনভূষিত হয়, দেহ পরিষ্কৃত হইলে পরিষ্কৃত হয়, ঠিক তেমনি দেহ অন্ধ হইলে উহাও অন্ধ হয়, কাণা হইলে কাণা হয়, অঙ্গহীন হইলে অঙ্গহীন হয়, এবং এই শরীরের নাশ হইলে তদনুযায়ী উহাও নষ্ট হয় । ১

নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায় তং হ প্রজাপতিরুবাচ মঘবন্ যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ সার্ধং বিরোচনেন কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি স হোবাচ যথৈব খল্বয়ং ভগবোঽস্মি-ঞ্ছরীরে সাধ্বলঙ্কৃতে সাধ্বলঙ্কৃতো ভবতি সুবসনে সুবসনঃ

পরিষ্কৃতে পরিষ্কৃত এবমেবায়মস্মিন্নন্ধেঽন্ধো ভবতি স্রামে স্রামঃ পরিবৃক্ণে পরিবৃক্ণোঽস্যৈব শরীরস্য নাশমন্বেষ নশ্যতি নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥ ২

[ইন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন]—অহম্ অত্র ভোগ্যম্ (ইষ্টফল [৮।৭।১ এ উক্ত], কল্যাণ) ন পশ্যামি (দেখিতেছি না)—ইতি (এই চিন্তা করিয়া) সঃ (ইন্দ্র) সমিৎপাণিঃ পুনঃ এয়ায় (ফিরিয়া আসিলেন)। তম্ হ প্রজাপতিঃ উবাচ—মঘবন্ (হে ইন্দ্র), [তুমি] যৎ (যে) শান্তহৃদয়ঃ বিরোচনেন সার্ধম্ (বিরোচনের সহিত) প্রাব্রাজীঃ (চলিয়া গিয়াছিলে); কিম্ ইচ্ছন্ (কি অভিপ্রায়ে) পুনঃ আগমঃ ([আ-গম্ লুঙ্] আসিলে) ইতি। সঃ উবাচ হ—যথৈব [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ২

"আমি ইহাতে ইষ্টফল দেখিতেছি না ;"—এই চিন্তা করিয়া সমিদ্ভার হস্তে লইয়া তিনি পুনর্বার ফিরিয়া আসিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন, "হে ইন্দ্র, তুমি তো তুষ্টচিত্ত হইয়া বিরোচনের সহিত চলিয়া গিয়াছিলে ; আবার কি মনে করিয়া ফিরিলে ?[১]" ইন্দ্র বলিলেন, "ঠিক যেমন এই দেহ উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইলে ছায়াদেহও উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হয়, সুবসনভূষিত হইলে সুবসন-ভূষিত হয়, পরিষ্কৃত হইলে পরিষ্কৃত হয়, ঠিক তেমনি এই দেহ অন্ধ হইলে উহাও অন্ধ হয়, কাণা হইলে কাণা হয়, অঙ্গহীন হইলে অঙ্গহীন হয়, এবং দেহ বিনষ্ট হইলে উহাও তদনুরূপ বিনষ্ট হয়। আমি এই (ছায়াত্মার) জ্ঞানে ইষ্টফল দেখিতেছি না।[২]" ২

১। প্রজাপতি সর্বজ্ঞ হইলেও শিষ্যের নিজমুখে তাহার অভিপ্রায় জানিতে চাহিতেছেন ; কারণ গুরুশিষ্যের মধ্যে এই রীতিই অবলম্বনীয় (৭।১।১)।

২। প্রজাপতি আত্মাকে "অমৃত অভয়" বলিয়াছিলেন ; সুতরাং প্রজাপতির বাক্যে শ্রদ্ধাপর ইন্দ্র নশ্বর ছায়াদেহকে অনাত্মা বলিয়া বুঝিলেন।

এবমেবৈষ মঘবন্নিতি হোবাচৈতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি

বসাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণীতি স হাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণ্যুবাস তস্মৈ হোবাচ—। ৩

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য নবমখণ্ডঃ ॥

মঘবন্, এবম্ এব এষঃ (ইহা এইরূপই বটে, [চক্ষুস্থ দেহচ্ছায়া আত্মা নহে]) ইতি উবাচ হ। তে (তোমায়) ভূয়ঃ (আবার) এতম্ তু এব (পূর্বোক্ত [৮।৭।৪] আত্মাকেই) অনু-ব্যাখ্যাস্যামি (পুনর্বার ব্যাখ্যা করিব)। অপরাণি (অপর, আরও) দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি (বত্রিশ বৎসর) বস (বাস কর) ইতি। সঃ হ অপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি উবাস (বাস করিলেন)। তস্মৈ (তাঁহাকে) উবাচ হ। ৩

প্রজাপতি বলিলেন, "হে ইন্দ্র, ইহা এইরূপই বটে। পূর্বোক্ত আত্মাকেই তোমার নিকট পুনর্বার ব্যাখ্যা করিব। তুমি আরও বত্রিশ বৎসর এখানে বাস কর।" ইন্দ্র আরও বত্রিশ বৎসর বাস করিলেন। (তখন) প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন—। ৩

অষ্টমাধ্যায়—দশম খণ্ড

(স্বপ্নাত্মা)

য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদ-মৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি স হ শান্তহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ স হাপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ভয়ং দদর্শ তদ্ যদ্যপীদং শরীরমন্ধং ভবত্যনন্ধঃ স ভবতি যদি স্রামমস্রামো নৈবৈষোঽস্য দোষেণ দুষ্যতি ॥ ১

ন বধেনাস্য হন্যতে নাস্য স্রাম্যেণ স্রামো ঘ্নন্তি ত্বেবৈনং বিচ্ছাদয়ন্তীবাপ্রিয়বেত্তেব ভবত্যপি রোদিতীব নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥ ২

[প্রজাপতি] উবাচ হ—যঃ এষঃ (চক্ষুস্থ যে দ্রষ্টা [৮।৭।৪]) স্বপ্নে মহীয়মানঃ ([স্বপ্নদৃষ্ট অপর সকলের দ্বারা] স্বপ্নে সেবিত, পূজিত হইয়া) চরতি (বিচরণ করেন, স্বপ্নভোগ উপভোগ করেন) এষঃ আত্মা [ইত্যাদি—৮।৭।৪]। সঃ হ (ইন্দ্র) শান্তহৃদয়ঃ (কৃতকৃত্য হইয়াছেন মনে করিয়া) প্রবব্রাজ (চলিয়া গেলেন)। সঃ হ (ইন্দ্র) অপ্রাপ্য এব [৮।৯।১]—যদি অপি (যদিও) তৎ ইদম্ শরীরম্ (এই স্থূল দেহ) অন্ধম্ ভবতি (অন্ধ হয়) সঃ (স্বপ্নাভিমানী আত্মা) অনন্ধঃ ভবতি (অন্ধ হন না), যদি স্রামম্ অস্রামঃ (কাণা হইলেও কাণা হন না)—এষঃ (এই স্বপ্নাত্মা) অস্য দোষেণ (এই দেহের দোষে) ন এব দুষ্যতি (অবশ্যই দূষিত হন না), অস্য বধেন (এই দেহের বধে) ন হন্যতে (হত হন না), অস্য স্রামোণ (ইহার অশ্রুপাতাদি হইলেও) [উহার] ন স্রামঃ (অশ্রুপাতাদি হয় না), তু (তথাপি) এনম্ (এই স্বপ্নাত্মাকে) এব (—ইব, যেন) ঘ্নন্তি (হত্যা করে), বিচ্ছাদয়ন্তি ইব (যেন বিতাড়িত করে), অপ্রিয়বেত্তা ইব ভবতি (যেন দুঃখানুভব করেন), অপি (আরও) রোদিতি ইব (যেন ক্রন্দন করেন)। অত্র (স্বপ্নাত্মার জ্ঞানে) অহম্ ভোগ্যম্ ন পশ্যামি। ১-২

প্রজাপতি বলিলেন, "এই যিনি স্বপ্নে পূজ্যমান হইয়া বিচরণ করেন, ইনিই আত্মা; এই আত্মাই অমৃত, অভয়; ইনিই ব্রহ্ম।" ইন্দ্র তখন কৃতার্থবুদ্ধি হইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু দেবগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্বেই তাঁহার মনে এই আশঙ্কা উঠিল, "যদিও এই শরীর অন্ধ হইলেও স্বপ্নাত্মা অন্ধ হন না, দেহ কাণা হইলেও তিনি কাণা হন না, এবং ইহার দোষে তিনি দুষ্ট হন না, দেহের বধে ইনি হত হন না, দেহের অশ্রুপাতাদিতেও ইঁহার অশ্রুপাত হয় না, তথাপি অপরে যেন ইঁহাকে হত্যা করে, যেন বিতাড়িত করে, অধিকন্তু ইনি যেন দুঃখানুভব করেন ও যেন ক্রন্দন করেন।[১] অতএব আমি ইহাতে ইষ্টফল দেখিতেছি না।" ১-২

১। "প্রজাপতি বলিয়াছেন, 'এই আত্মা অভয়, অমৃত।' অথচ স্বপ্নে ক্রন্দনাদি দৃষ্ট হয়"—এই সমস্যায় পড়িয়া প্রজাপতির বাক্যে শ্রদ্ধাবান্ ইন্দ্র "যেন" শব্দ ব্যবহার করিলেন। অর্থাৎ তিনি ভাবিলেন, "হয় তো আমি বুঝিতেছি না।"

স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায় তং হ প্রজাপতিরুবাচ মঘবন্

যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি স হোবাচ তদ্ যদ্যপীদং ভগবঃ শরীরমন্ধং ভবত্যনন্ধঃ স ভবতি যদি স্রামমস্রামো নৈবৈষোঽস্য দোষেণ দুষ্যতি ॥ ৩

ন বধেনাস্য হন্যতে নাস্য স্রাম্যেণ স্রামো ঘ্নন্তী ত্বেবৈনং বিচ্ছাদয়ন্তীবাপ্রিয়বেত্তেব ভবত্যপি রোদিতীব নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীত্যেবমেবৈষ মঘবন্নিতি হোবাচৈতং ত্বেব তে ভূয়োঽনু-ব্যাখ্যাস্যামি বসাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণীতি স হাপরাণি দ্বাত্রিং-শতং বর্ষাণ্যুবাস তস্মৈ হোবাচ—॥ ৪

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য দশমখণ্ডঃ ॥

ইন্দ্র সমিদ্ভারহস্তে পুনর্বার আগমন করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন, "হে ইন্দ্র, তুমি তো তুষ্টচিত্তে চলিয়া গিয়াছিলে; আবার কি মনে করিয়া ফিরিয়া আসিলে?" তিনি বলিলেন, "হে ভগবন্, যদিও এই দেহ অন্ধ হইলে স্বপ্নাত্মা অন্ধ হন না, ইহা কাণা হইলেও তিনি কাণা হন না, ইহার দোষে তিনি দুষ্ট হন না, ইহার বধে তিনি হত হন না, ইহার অশ্রুবিগলনে তাঁহার অশ্রুবিগলন হয় না, তথাপি অপরে যেন এই স্বপ্নাত্মাকে হত্যা করে, যেন বিতাড়িত করে; তিনি যেন অপ্রিয় বিষয় অনুভব করেন, ও যেন ক্রন্দন করেন। আমি ইহাতে ইষ্টফল দর্শন করিতেছি না।" প্রজাপতি বলিলেন, "হে ইন্দ্র, ইহা এইরূপই বটে।[১] আমি পূর্বোক্ত আত্মাকেই পুনর্বার তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব। তুমি আরও বত্রিশ বৎসর এখানে বাস কর।" ইন্দ্র আরও বত্রিশ বৎসর বাস করিলেন। (তখন) প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন—। ৩-৪

১। স্বপ্নাভিমানী আত্মাকেই সর্বাত্মভূত পরমাত্মা বলিয়া ভ্রম করিলে ঐরূপই প্রতীতি হয় বটে।

অষ্টমাধ্যায়—একাদশ খণ্ড

(সুষুপ্তাত্মা)

তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি স হ শান্তহৃদয়ঃ প্রবব্রাজ স হাপ্রাপ্যৈব দেবানেতদ্ ভয়ং দদর্শ নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি বিনাশমেবাপীতো ভবতি নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥ ১

তৎ যত্র [ইত্যাদি—৮।৬।৩]—এষঃ আত্মা [ইত্যাদি—৮।৭।৪]। সঃ [ইত্যাদি—৮।১০।১]। সঃ হ [ইত্যাদি—৮।৯।১]।—[স্বপ্ন ও জাগরণে ইনি আপনাকে ও জীবজগৎকে যেমন জানেন], অয়ম্ (এই [সুষুপ্ত] আত্মা) সম্প্রতি (ইদানীং, সুষুপ্তিতে)—অয়ম্ অহম্ অস্মি (আমি এই প্রকার)—ইতি (এতাদৃশরূপে) আত্মানম্ (আপনাকে) ন অহ খলু জানাতি (অবশ্যই সম্যক্ জানেন না), ইমানি ভূতানি [চ] ন এব (এই প্রাণিবর্গকেও জানেন না); [সুতরাং] বিনাশম্ এব [—ইব] অপীতঃ ভবতি (তিনি যেন বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন)। অহম্ অত্র [ইত্যাদি—৮।৯।২]। ১

প্রজাপতি বলিলেন, "যিনি এতাদৃশ নিদ্রায় মগ্ন হন যে, সমস্ত ও সম্প্রসন্ন হইয়া স্বপ্নদর্শন হইতেও বিরত হন, তিনিই আত্মা। এই আত্মাই অমৃত ও অভয়, ইনিই ব্রহ্ম।" ইন্দ্র সন্তুষ্টচিত্তে চলিয়া গেলেন। তিনি দেবগণসমীপে উপস্থিত হইবার পূর্বেই এইরূপ আশঙ্কান্বিত হইলেন, "ইনি সম্প্রতি (সুষুপ্তাবস্থায়) আপনাকে 'আমি এতাদৃশ' এবম্প্রকারে জানেন না, এবং এই সকল প্রাণীদিগকেও জানেন না ; সুতরাং ইনি যেন বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন।[১] আমি ইহাতে ইষ্টফল দেখিতেছি না।" ১

১। ৮।১০।২ টীকা দ্রঃ। আত্মা হইতে পৃথক্ জ্ঞেয় বস্তু আছে, এই ভ্রম থাকায় এবং আত্মার বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান না থাকায় মনে হয় যে, সুষুপ্তিতে আত্মার স্বরূপ নষ্ট হয়। বৃঃ ৪।৩।২৩-৩০

স সমিৎপাণিঃ পুনরেয়ায় তং হ প্রজাপতিরুবাচ মঘবন্ যচ্ছান্তহৃদয়ঃ প্রাব্রাজীঃ কিমিচ্ছন্ পুনরাগম ইতি স হোবাচ নাহ খল্বয়ং ভগব এবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি বিনাশমেবাপীতো ভবতি নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামীতি ॥ ২

তিনি সমিদ্ভার হস্তে লইয়া পুনর্বার আগমন করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন, "হে ইন্দ্র, তুমি তো সন্তুষ্টচিত্তে চলিয়া গিয়াছিলে; আবার কি মনে করিয়া ফিরিলে?" তিনি বলিলেন, "ইনি সম্প্রতি নিজেকে 'আমি এতাদৃশ' এবম্প্রকারে জানেন না, এবং এই সকল প্রাণীদিগকেও জানেন না। সুতরাং ইনি যেন বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি ইহাতে ইষ্টফল দেখিতেছি না।" ২

এবমেবৈষ মঘবন্নিতি হোবাচৈতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি নো এবান্যত্রৈতস্মাদ্ বসাপরাণি পঞ্চ বর্ষাণীতি স হাপরাণি পঞ্চ বর্ষাণ্যুবাস তান্যেকশতং সম্পেদুরেতত্তদ্ যদাহুরেকশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্যমুবাস তস্মৈ হোবাচ—। ৩

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্যৈকাদশখণ্ডঃ ॥

এবম্ এব [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। [৮।৭।৪, ৮।১০।১, ৮।১১।১—এই তিন পর্যায়ে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তিতে যে আত্মার কথা বলিয়াছি] এতস্মাৎ (এই আত্মা হইতে) অন্যত্র (অন্য কোনও আত্মার বিষয়ে) নো এব (অবশ্যই [বলিব] না)। অপরাণি পঞ্চ বর্ষাণি (আরও পাঁচ বৎসর) বস (বাস কর) ইতি। সঃ হ অপরাণি পঞ্চ বর্ষাণি উবাস। তানি (সেই বৎসর সকল) একশতম্ সম্পেদুঃ (একাধিক এক শত, অর্থাৎ এক শত এক হইল)। যৎ আহুঃ (লোকে যে বলিয়া থাকে),—মঘবান্ (ইন্দ্র) প্রজাপতৌ (প্রজাপতিসন্নিধানে) একশতং হ বৈ বর্ষাণি ব্রহ্মচর্যম্ উবাস (ব্রহ্মচর্যবাস করিয়াছিলেন), তৎ এতৎ (তাহা এইরূপে [প্রদর্শিত হইল])। তস্মৈ উবাচ হ—। ৩

প্রজাপতি বলিলেন, "হে ইন্দ্র, ইহা এইরূপই বটে। আমি পুনর্বার তোমাকে এই আত্মার সম্বন্ধেই বলিব, এতদতিরিক্ত অন্য কাহারও সম্বন্ধে বলিব না। তুমি আরও পাঁচ বৎসর[১] বাস কর।" তিনি আরও পাঁচ বৎসর বাস করিলেন। লোকে যে বলে, "ইন্দ্র প্রজাপতিসকাশে একশত এক বৎসর বাস করিয়াছিলেন," তাহা এইরূপ। (অতঃপর) প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন—।[২] ৩

১। চিত্তদোষ ক্ষীণ হওয়ায় এবারে দীর্ঘকাল থাকা অনাবশ্যক।

২। অবস্থাত্রয়ের সহিত সম্বন্ধহীন আত্মার কথা বলিলেন। এই তত্ত্বের জন্য দেবরাজকেও দীর্ঘকাল গুরুগৃহে বাস করিতে হইয়াছিল; সুতরাং এই দুর্লভ বিদ্যাসম্বন্ধে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

অষ্টমাধ্যায়—দ্বাদশ খণ্ড

(আত্মা অশরীরী)

মঘবন্মর্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ॥ ১

মঘবন্, ইদম্ শরীরম্ ([ইন্দ্রিয় ও মন সংযুক্ত] এই শরীর) মর্ত্যম্ বৈ (মরণশীল), মৃত্যুনা আত্তম্ (মৃত্যুর দ্বারা গ্রস্ত, [সর্বদা মরণের দ্বারা ব্যাপ্ত]); তৎ (উক্ত শরীরাদি) অমৃতস্য ([দেহাদির ধর্ম] মরণ প্রভৃতি বর্জিত) অশরীরস্য (দেহাদিবিহীন) [স্থানত্রয়বিহারী] অস্য আত্মনঃ (এই আত্মার) অধিষ্ঠানম্ (ভোগক্ষেত্র); সশরীরঃ (যিনি শরীরাভিমানী, [আমিই শরীর এবং শরীরই আমি এইরূপ যে আত্মা মনে করেন], তিনি) [ধর্মাধর্মের ফল] প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাম্ (সুখদুঃখের দ্বারা) আত্তঃ বৈ (অবশ্যই গ্রস্ত); সশরীরস্য সতঃ (যিনি দেহাভিমানী তাঁহার) প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ (সুখদুঃখের) অপহতিঃ (বিরতি) ন অস্তি (নাই); [সেই আত্মাই]

অশরীরম্ বাব সন্তম্ (স্বীয় অশরীরী স্বরূপ জানিয়া দেহাভিমান রহিত হইলে, তাঁহাকে) প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ ([ধর্মাধর্মের ফল] সুখদুঃখ স্পর্শ করে না, প্রিয় বা অপ্রিয়ের সহিত সংযোগ হয় না)। ১

(প্রজাপতি বলিতে লাগিলেন)—"হে ইন্দ্র, এই শরীর মরণশীল, ইহা মৃত্যুকবলিত ; ইহা অমর ও অশরীর[১] আত্মার অধিষ্ঠান। যিনি সশরীর তিনিই সুখদুঃখগ্রস্ত হন ; যিনি সশরীর তাঁহার সুখদুঃখের বিরাম নাই। যিনি অশরীর তাঁহাকে সুখ বা দুঃখ স্পর্শ করে না। ১

১। পরে অশরীর বায়ু প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইবে। উহারা মর ও অশরীর ; কিন্তু আত্মা অমর ও অশরীর।

অশরীরো বায়ুরভ্রং বিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুরশরীরাণ্যেতানি তদ্ যথৈতান্যমুষ্মাদাকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্তে ॥ ২

এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপ-সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ স তত্র পর্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং স যথা প্রয়োগ্য আচরণে যুক্ত এবমেবায়মস্মি-ঞ্ছরীরে প্রাণো যুক্তঃ ॥ ৩

[অশরীর সম্প্রসাদ কিরূপে শরীর হইতে উত্থিত হইয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হন, তাহা দেখান হইতেছে]—বায়ুঃ অশরীরঃ (অবয়বহীন) ; অভ্রম্ (পাতলা মেঘ), বিদ্যুৎ স্তনয়িত্নুঃ (মেঘ-গর্জন)—এতানি (ইহারা সকলে) অশরীরাণি (দেহহীন)। তৎ (এই জন্য) যথা (যেমন) [আকাশের সহিত অভিন্নভাবে অবস্থিত এবং আকাশনামেই জ্ঞাত] এতানি (এই বায়ু প্রভৃতি) [শিশিরাবসানে] অমুষ্মাৎ আকাশাৎ (ঐ আকাশ প্রদেশ হইতে) সমুত্থায় (উত্থিত হইয়া, আকাশাত্মভাব ত্যাগ করিয়া) [গ্রীষ্মকালে] পরম্ জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য (প্রখর সৌর-

তেজ প্রাপ্ত হইয়া) [বর্ষাগমে] স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যন্তে (আপন আপন স্বরূপে প্রকটিত হয়), এবম্ এব (এইরূপই) এষঃ সম্প্রসাদঃ (জীব) অস্মাৎ শরীরাৎ (এই দেহ হইতে) সমুত্থায় (উত্থিত হইয়া, [বিদ্যাদ্বারা আপনার স্বাতন্ত্র্য জানিয়া দেহভাব ত্যাগ করিয়া]) পরম্ জ্যোতিঃ (পরমাত্মজ্যোতি) উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ (স্বীয় সদাত্মস্বরূপে) অভিনিষ্পদ্যতে [৮।৩।৪]; [জীবের প্রাপ্ত] সঃ (তিনি, উক্ত স্বরূপটি) উত্তমঃ পুরুষঃ (সর্বোত্তম পুরুষ [গীতা ১৫।১৬-১৮])। [আপনার স্বরূপে অবস্থানহেতু সর্বাত্মক হইয়া] সঃ (সেই সম্প্রসাদ) তত্র (স্বীয় স্বরূপে থাকিয়া), [স্বর্গলোকে ইন্দ্রাদিরূপে] জক্ষৎ (হাস্য অথবা ভক্ষণে নিরত থাকিয়া), ক্রীড়ন্ (ক্রীড়ারত থাকিয়া), [ব্রহ্মলোকে সঙ্কল্পমাত্র হইতে উত্থিত] স্ত্রীভিঃ বা (স্ত্রী-বৃন্দের সহিত), যানৈঃ বা (অথবা যানারোহণে), জ্ঞাতিভিঃ বা (কিংবা জ্ঞাতিগণের সহিত) রমমাণঃ ([মানস] আনন্দ উপভোগ করিয়া) উপজনম্ (মাতাপিতা হইতে সঞ্জাত ও আত্ম-রূপে, কিংবা আত্মার সমীপবর্তী রূপে, অবস্থিত) ইদম্ শরীরম্ (এই দেহকে) ন স্মরন্ (স্মরণ না করিয়া) পর্যেতি (পরিভ্রমণ করেন)। [অশরীর আত্মা কিরূপে অক্ষিতে দৃষ্ট হন (৮।৭।৪), বলা হইতেছে]—যথা (যেমন) সঃ প্রয়োগ্যঃ (কোনও ঘোড়া বা ষাঁড়) আচরণে যুক্তঃ (রথে বা শকটে সংযুক্ত হয়), এবম্ এব অয়ম্ প্রাণঃ ([ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধির সহিত যুক্ত এই প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট] প্রাণ [অর্থাৎ জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট প্রজ্ঞাত্মা]) [জীবের কর্মফলভোগ সম্পাদনের জন্য] অস্মিন্ শরীরে (এই দেহে) যুক্তঃ (যুক্ত আছেন)। ৩

"বায়ু শরীরবিহীন; সূক্ষ্ম মেঘ, বিদ্যুৎ, মেঘগর্জন—ইহারাও দেহহীন। অশরীর বলিয়াই ইহারা যেমন (শীতের অবসানে আপনাদের পূর্বাবস্থিতির স্থান) ঐ আকাশ হইতে সমুত্থিত হইয়া (গ্রীষ্মকালে) প্রখর সৌরতেজ প্রাপ্ত হইয়া (বর্ষায়) স্ব-স্বরূপে প্রকটিত হয়, ঠিক তেমনি এই সম্প্রসাদ এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া[১] ও পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতি লাভ করেন।[২] তিনিই উত্তম পুরুষ। তিনি স্বীয় স্বরূপে অবস্থানপূর্বক হাস্য করিয়া, ক্রীড়া করিয়া, অথবা স্ত্রীবৃন্দসহ, জ্ঞাতিগণসহ, কিংবা যানসমূহসহ আনন্দ সম্ভোগ করিয়া, পিতামাতা হইতে সম্ভূত এই দেহকে ভুলিয়া[৩] পরি-ভ্রমণ করেন। অশ্ব যেমন রথে সংযুক্ত থাকে, তেমনি প্রাণও এই দেহে সংযুক্ত আছে।[৪] ২-৩

১। তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রবোধিত হইয়া, স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরে এবং জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে অভিমান ত্যাগ করিয়া (৮।৮।২, টীকা)।

২। মেঘ প্রভৃতি যেমন আকাশের সহিত এক হইয়া অবস্থান করে এবং পরে তাহা হইতে উত্থিত হয়—অর্থাৎ যে মেঘ সূক্ষ্মভাবে আকাশে লীন ছিল, তাহা স্থূল হইয়া হস্তী, পর্বত প্রভৃতির রূপ ধারণ করে ; বায়ু স্তিমিত ভাব ত্যাগ করিয়া পূর্ববায়ু, পশ্চিমবায়ু, দক্ষিণবায়ু প্রভৃতি রূপে প্রকটিত হয় ; বিদ্যুৎ লতা প্রভৃতির আকারে প্রকাশিত হয় ; এবং দিকে দিকে মেঘগর্জন হইতে থাকে—সেইরূপ যে জীব অবিদ্যাহেতু দেহ ও আত্মার সহিত অভিন্ন হইয়াছিল, সে বিদ্যাবস্থায় স্বরূপ লাভ করে, পরমাত্মার সহিত অবিভক্তরূপে অবস্থান করে (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।৪)।

এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প (৮।৭।১), হাসি, ক্রীড়া ইত্যাদি (৮।১২।৩), এবং কামচার (৭।২৫।২) প্রভৃতি ঐশ্বর্যের কথা ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে বলা হইয়াছে। সুতরাং নির্গুণ চৈতন্যস্বরূপের সহিত এই সগুণভাবের কোনও বিরোধ নাই (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।৭)।

৩। মিথ্যাজ্ঞানের সহিত দেহজ্ঞানও বিদ্যাদ্বারা লুপ্ত হইয়াছে।

৪। দেহকে চালাইবার জন্য প্রাণ নিযুক্ত আছেন ; চক্ষুরাদি তাঁহার অধীন (কঃ ১।৩।৩-৬)। অশ্ব যেমন অপরের দ্বারা চালিত হয়, তেমনি প্রাণকেও চালাইবার জন্য প্রাণাদি হইতে ভিন্ন একজন চেতন পরিচালক থাকা আবশ্যক। প্রাণের ক্রিয়ার ন্যায় চক্ষু প্রভৃতির দর্শনও ঐ চৈতন্যজ্যোতি ব্যতিরেকে অসম্ভব। সুতরাং চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার্য।

অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণ্ণং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ পুরুষো দর্শনায় চক্ষুরথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি স আত্মা গন্ধায় ঘ্রাণমথ যো বেদেদমভিব্যাহরাণীতি স আত্মাঽভিব্যাহারায় বাগথ যো বেদেদং শৃণবানীতি স আত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রম্ ॥ ৪

[পূর্বে দেখান হইয়াছে যে, আত্মা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত ; এখন দেখান হইতেছে যে তাঁহার দ্রষ্টৃত্বাদি ধর্ম ঔপাধিক]—অথ (এখন) যত্র (যে সংসার-দশায়) এতৎ আকাশম্ চক্ষুঃ (এই [কৃষ্ণ চক্ষুতারকার দ্বারা উপলক্ষিত] আকাশমধ্যে [দেহচ্ছিদ্রমধ্যে] চক্ষুরিন্দ্রিয়) অনুবিষণ্ণম্ (অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে), [তত্র—সেই সংসারাবস্থায়] সঃ পুরুষঃ (সেই অশরীর আত্মা) চাক্ষুষঃ (চক্ষুতে অধিষ্ঠিত থাকেন) ; [তৎকর্তৃক] দর্শনায় (রূপ উপলব্ধির জন্য) চক্ষুঃ ([করণস্থানীয়] চক্ষু) [অবস্থিত আছে]। অথ (আর) যঃ বেদ (যিনি জানেন)

তম্ বৈ এতম্ (প্রজাপতির দ্বারা ইন্দ্রকে উপদিষ্ট এই) আত্মানম্ (আত্মাকে) [অপর] দেবাঃ (দেবগণ) [ইন্দ্রের নিকট শুনিয়া] উপাসতে ([আজও] উপাসনা করেন) ; তস্মাৎ (সেই জন্য) সর্বে চ লোকাঃ (সমস্ত লোক) সর্বে চ কামাঃ (এবং সমস্ত কাম্য) তেষাম্ (তাঁহাদের নিকট) আত্তাঃ (প্রাপ্ত, স্বায়ত্ত হইয়াছে) । [ইদানীন্তন] যঃ (যে কেহ) তম্ আত্মানম্ (উক্ত আত্মাকে) অনুবিদ্য (শাস্ত্র ও আচার্য হইতে পরিচয় লাভ করিয়া) বিজানাতি (সাক্ষাৎ অনুভব করেন) সঃ সর্বান্ চ লোকান্ সর্বান্ চ কামান্ (সকল লোক ও সকল কাম্য) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন)— ইতি হ (এই কথাই) প্রজাপতিঃ উবাচ । ৬

"উক্ত এই আত্মাকে দেবগণ উপাসনা করেন ; সেই জন্য সকল লোক এবং সকল কাম্য বস্তু তাঁহাদের আয়ত্ত হইয়াছে । যে কেহ উক্ত আত্মাকে শাস্ত্র ও আচার্য হইতে বিদিত হইয়া বিশেষরূপে অনুভব করেন, তিনি সকল লোক ও সকল কাম্য প্রাপ্ত হন১,"—এই কথাই প্রজাপতি বলিয়াছিলেন । ৬

১ । ইহা রাজার রাজ্যপ্রাপ্তির মত নহে ; পরন্তু মৃত্তিকা যেমন ঘট, শরাব প্রভৃতিতে অনুস্যূত, সেইরূপ সর্বাত্মক হওয়া (তৈ: ৩।১০।৫) । প্রশ্ন এই—"মুক্তপুরুষ যখন সকলের আত্মা, তখন 'তিনি সর্বকাম প্রাপ্ত হন,' এইরূপ বলা হয় কেন ?" ইহার উত্তর এই—নির্গুণ-বিদ্যার স্তুতির জন্য সগুণবিদের লভ্য ঐশ্বর্যগুলি নির্গুণবিদেরও লভ্যরূপে উল্লিখিত হয় । ব্রহ্মভূত মুক্তপুরুষ সগুণবিদেরও প্রত্যগাত্মা ; সুতরাং সগুণবিদের ঐশ্বর্যও তাঁহার অপ্রাপ্ত নহে—ইহাই মর্মার্থ । বস্তুতঃ এই প্রাপ্তি গৌণ অর্থে ব্যবহৃত । অবশ্য বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যা ধ্বংস হওয়ায় এইরূপ গৌণ প্রাপ্তিও অসম্ভব মনে হইতে পারে । কিন্তু মায়াবস্থায় মুক্তপুরুষেরও সহিত শুদ্ধসত্ত্বজনিত ঐশ্বর্যের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে আপত্তি নাই । কারণ মুক্তপুরুষ ও পরমাত্মা অভিন্ন এবং সর্বপ্রাণীর উপাধি অবলম্বনে পরমাত্মাই ভোক্তা বলিয়া প্রতিভাত হন ; তিনিই অবিদ্যাকৃত সমস্ত ব্যবহারের আস্পদ । পরমার্থতঃ দেখিতে গেলে পরমাত্মা ভিন্ন ভোক্তা বা ব্যবহারের আস্পদ জীবনামক অপর কেহ নাই—ইহাই বেদান্তসিদ্ধান্ত ।

অষ্টমাধ্যায়—ত্রয়োদশ খণ্ড

(শ্যাম ও শবল)

শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যেঽশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামীত্যভিসম্ভবামীতি ॥ ১

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশখণ্ডঃ ॥

[বর্ত্তমানে দহরবিদ্যার অঙ্গভূত জপ বিধানের জন্য মন্ত্র বলা হইতেছে। ইহার জপে পবিত্রতা হয়]—শ্যামাৎ (শ্যামবর্ণ হইতে) শবলম্ (বিচিত্রবর্ণকে) প্রপদ্যে (প্রাপ্ত হই), শবলাৎ (মিশ্রবর্ণ হইতে) শ্যামম্ (শ্যামবর্ণকে) প্রপদ্যে। অশ্বঃ ইব (অশ্ব যেমন) রোমাণি (লোমসমূহকে) [কম্পিত করিয়া ধূলি অপসৃত করে এবং শ্রম দূর করে] [সেইরূপ] পাপম্ বিধূয় (পাপ, অর্থাৎ ধর্মাধর্ম, বিধৌত করিয়া), চন্দ্রঃ ইব (চন্দ্র যেমন) রাহোঃ মুখাৎ (রাহুর মুখ হইতে) প্রমুচ্য (মুক্ত হইয়া) [ভাস্বর হয়], [তেমনি] শরীরম্ ধূত্বা (শরীর ধৌত করিয়া, ত্যাগ করিয়া) [ধ্যানসহায়ে] কৃতাত্মা (কৃতকৃত্য হইয়া) অকৃতম্ (অনুৎপন্ন, নিত্য) ব্রহ্মলোকম্ (ব্রহ্মলোক) অভিসম্ভবামি (প্রাপ্ত হই) ইতি। অভিসম্ভবামি ইতি [মন্ত্রের পরিসমাপ্তিসূচক পুনরুল্লেখ]। ১

আমি শ্যাম হইতে শবলকে প্রাপ্ত হই; [১] শবল হইতে শ্যামকে প্রাপ্ত হই।[২] অশ্ব যেমন লোমসকল কম্পিত করিয়া (শ্রমাদি দূর করে), আমিও তেমনি পাপ বিধৌত করিয়া, এবং চন্দ্র যেমন রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া (উজ্জ্বল হয়), আমিও তেমনি শরীর ত্যাগ করিয়া ও কৃতকৃত্য হইয়া শাশ্বত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হই। ১

১। শ্যামবর্ণটি অতি গভীর অর্থাৎ নিবিড়; শ্যাম বা হৃদয়স্থ ব্রহ্মও তেমনি দুরধিগম্য। "অর" ও "ণ্য" (৮।৫।৩) প্রভৃতি বহু বিচিত্র কাম্য বস্তুতে ব্রহ্মলোক পূর্ণ; অতএব ব্রহ্মলোক শবল বা বিচিত্র। প্রথম বাক্যের তাৎপর্য এই, "আমি ধ্যানসহায়ে দুজ্ঞের্য় ও হৃদয়স্থ ব্রহ্মকে জানিয়া যেন বিচিত্র ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হই।"

২। দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ এই—"নামরূপের অভিব্যক্তির জন্য শবল ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া আমি শ্যামকে পাইয়াছি, অর্থাৎ হৃদয়াবস্থিত ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছি।" উভয় বাক্যের

বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মালোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে ॥ ১

ইত্যষ্টমাধ্যায়স্য পঞ্চদশখণ্ডঃ ॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষদষ্টমাধ্যায়ঃ ॥

তৎ হ এতৎ (উক্ত এই আত্মজ্ঞান) ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ, বা হিরণ্যগর্ভকে অবলম্বন করিয়া পরমেশ্বর) প্রজাপতয়ে (প্রজাপতি কশ্যপকে) উবাচ, প্রজাপতিঃ মনবে (মনুকে), মনুঃ প্রজাভ্যঃ (মানবগণকে) [বলিলেন] । [৬ষ্ঠ, ৭ম, ও ৮ম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, আত্মবিদ্যা বিশেষ ফলপ্রদ ; পাছে কেহ মনে করে, যজ্ঞাদি বৃথা, সেই জন্য দেখান হইতেছে যে, বিদ্বান্‌দিগের কর্মসকল বিশেষ ফল দান করে]—যথাবিধানম্ (যথাবিধি) গুরোঃ (গুরুর) কর্ম ([গুরুশুশ্রূষাদি] কর্ম) [করিয়া] অতিশেষেণ (অবশিষ্ট সময়ে) বেদম্ অধীত্য ([অর্থসহ] বেদাধ্যয়ন করিয়া) [ধর্মজিজ্ঞাসা সমাপনান্তে] আচার্যকুলাৎ (গুরুগৃহ হইতে) অভিসমাবৃত্য (সমাবর্তন করিয়া) [যথাবিধি দারপরিগ্রহ করিয়া] কুটুম্বে (গার্হস্থ্যে বিহিত কর্মে) [অবস্থানপূর্বক] শুচৌ দেশে (পবিত্র স্থানে) [যথাশাস্ত্র উপবিষ্ট হইয়া] স্বাধ্যায়ম্ অধীয়ানঃ ([নিত্যপাঠ্য ও ততোধিক] ঋগাদি অভ্যাস করিয়া) ধার্মিকান্ বিদধৎ ([শিষ্য ও পুত্রদিগকে] ধর্মপরায়ণ করিয়া) আত্মনি (পরমাত্মায়) সর্বেন্দ্রিয়াণি (সকল ইন্দ্রিয়) সম্প্রতিষ্ঠাপ্য (উপসংহৃত করিয়া) [এবং কর্ম ত্যাগ করিয়া] তীর্থেভ্যঃ অন্যত্র (তীর্থসমূহ ব্যতীত অন্যত্র, অর্থাৎ শাস্ত্রানুমোদিত [ভিক্ষাটন, স্নান, আচমন প্রভৃতি] আচার ব্যতীত অন্যত্র) সর্বভূতানি (চরাচর কাহাকেও) অহিংসন্ (হিংসা না করিয়া, পীড়া না দিয়া) —সঃ খলু (তিনি) যাবৎ-আয়ুষম্ (যাবজ্জীবন) এবম্ বর্তয়ন্ (এইরূপ আচরণ করিয়া) [দেহান্তে] ব্রহ্মলোকম্ অভিসম্পদ্যতে (ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন) ; ন চ পুনরাবর্ত্ততে (এবং [এই কল্পে] জন্মান্তর গ্রহণের জন্য ফিরিয়া আসেন না) । ন চ পুনরাবর্ত্ততে [উপনিষদের সমাপ্তিসূচক পুনরাবৃত্তি] । ১

হিরণ্যগর্ভ এই আত্মজ্ঞান প্রজাপতি কশ্যপকে উপদেশ করিয়াছিলেন ; প্রজাপতি মনুকে, এবং মনু স্বীয় সন্তানগণকে (অর্থাৎ মানবদিগকে) বলিয়াছিলেন। যথাবিধি গুরুর কর্ম-নিষ্পাদনান্তে যিনি (আচার্যকুলে

থাকিয়া) বেদাধ্যয়ন করেন, তাহার পর গুরুগৃহ হইতে সমাবর্তনান্তে গার্হস্থ্যে অবস্থানপূর্বক পবিত্রস্থানে বেদাধ্যয়নে নিরত হন, এবং অবশেষে পুত্রাদিকে ধর্মপরায়ণ করিয়া পরমাত্মায় সকল ইন্দ্রিয় উপসংহারপূর্বক শাস্ত্রানুমোদিত বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ে হিংসা ত্যাগ করেন[১]—যিনি যাবজ্জীবন এই প্রকার আচরণ করেন—তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, এবং (জন্মলাভের জন্য) পুনরায় ফিরিয়া আসেন না।[২] ১

১। "ইন্দ্রিয়ের উপসংহার" এই কথার দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রম বিহিত হইতেছে। সেই অবস্থায়ও ভিক্ষাটনাদি হইতে অজ্ঞাতসারে অপরের কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। এই জন্য বলা হইল, "তীর্থ (অর্থাৎ শাস্ত্রানুমোদিত বিষয়) ভিন্ন অন্য" বিষয়ে। ইহা তীর্থে হিংসা করার বিধি নহে; পরন্তু অন্যত্র হিংসাত্যাগেরই বিধি।

২। ইহা প্রাপ্তের প্রতিষেধ; অর্থাৎ কর্মিগণ যেমন চন্দ্রলোক হইতে ফিরেন, তেমনি ইঁহারও প্রত্যাবর্তন প্রাপ্তপ্রায় হওয়ায়, উহার প্রতিষেধ করা হইল। ব্রহ্মলোক কল্পকালস্থায়ী; উনি তৎকালের মধ্যে ফিরেন না—ইহাই তাৎপর্য—৪।১৫।৫ এর ৩য় টীকা দ্রঃ।

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বল-মিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি সর্বং ব্রহ্মোপনিষদং মাহহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেহস্তু তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

নির্ঘণ্ট

সাঙ্কেতিক শব্দের সূচী

ঐ = ঐতরেয়োপনিষৎ
ঐঃ ব্রাঃ = ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
কঃ = কঠোপনিষৎ
কেঃ = কেনোপনিষৎ
কৌঃ = কৌষীতকি উপনিষৎ
ছাঃ = ছান্দোগ্যোপনিষৎ
তৈঃ = তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
প্রঃ = প্রশ্নোপনিষৎ
বৃঃ = বৃহদারণ্যকোপনিষৎ
বৃ-ভাষ্য = বৃহদারণ্যকভাষ্য
ব্রঃ = ব্রহ্মসূত্র
ব্রঃ-ভাষ্য = ব্রহ্মসূত্রভাষ্য
মুঃ = মুণ্ডকোপনিষৎ
শঃ = শতপথব্রাহ্মণ
শ্বেঃ = শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
দ্রঃ = দ্রষ্টব্য

যেখানে সংখ্যা দেওয়া আছে, কিন্তু গ্রন্থের নামোল্লেখ নাই, সেখানে ছান্দোগ্যোপনিষৎ বুঝিতে হইবে।

উপনিষদ - ৩

স্বামী গম্ভীরানন্দ

সূচীপত্র

দ্বিতীয়াধ্যায়

যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড (তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়)

তৃতীয়াধ্যায়

পৃষ্ঠা

চতুর্থাধ্যায়

পৃষ্ঠা

খিলকাণ্ড (পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়)

পঞ্চমাধ্যায়

ষষ্ঠাধ্যায়

সাঙ্কেতিক শব্দের সূচী

ঈঃ—ঈশোপনিষৎ

ঐঃ—ঐতরেয়োপনিষৎ

ঐঃ আঃ—ঐতরেয় আরণ্যক

কঃ—কঠোপনিষৎ

কেঃ—কেনোপনিষৎ

কৌঃ—কৌষীতকি উপনিষৎ

গীতা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ছাঃ—ছান্দোগ্যোপনিষৎ

তৈঃ—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

তৈঃ ব্রাঃ—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ

দ্রঃ—দ্রষ্টব্য

প্রঃ—প্রশ্নোপনিষৎ

বৃঃ—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

ব্রঃ—ব্রহ্মসূত্র (বেদান্তসূত্র)

মুঃ—মুণ্ডকোপনিষৎ

মাঃ—মাণ্ডূক্যোপনিষৎ

শঃ—শতপথব্রাহ্মণ

শ্বেঃ—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

ভূমিকা

কাণ্বশাখীয় শুক্লযজুর্বেদের অন্তর্গত শতপথব্রাহ্মণের শেষাংশই আমাদের আলোচ্য বৃহদারণ্যকোপনিষৎ নামে প্রসিদ্ধ। মাধ্যন্দিন-শাখীয় শুক্লযজুর্বেদের শতপথব্রাহ্মণেও এই উপনিষৎ আছে। এই উভয়শাখীয় উপনিষৎ এক হইলেও স্থলবিশেষে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। আচার্য ভগবান্ শঙ্কর স্থানে স্থানে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি নিজে অবশ্য কাণ্বশাখীয় পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থেও উহাই গৃহীত হইয়াছে।

শতপথব্রাহ্মণের শেষাংশে যে "আরণ্যক" রহিয়াছে, বৃহদারণ্যকো-পনিষৎ সেই "আরণ্যকের" অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উহা "আরণ্যকোপনিষৎ" বলিয়া কথিত হয়, অর্থাৎ উহা "সংহিতোপনিষৎ" নহে। "বৃহৎ" শব্দটির সার্থকতা এইরূপে দেখান যাইতে পারে—উপনিষৎসমূহের মধ্যে উহা আয়তনে সর্বাপেক্ষা "বৃহৎ"; এবং (প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে) ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্যের বিস্তৃত উপদেশ প্রদানপূর্বক বিস্তৃতভাবে (তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যথাক্রমে) জল্প, অর্থাৎ পরপক্ষ-নিরাসের জন্য খণ্ডনমূলক যুক্তি, এবং বাদ, অর্থাৎ সত্যলাভের জন্য বিচার, সহায়ে সেই একত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করায় উহার "বৃহৎ" বিশেষণের সার্থকতা রহিয়াছে।

বৃহদারণ্যকের কাণ্ডসংখ্যা তিন—মধুকাণ্ড, যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড বা মুনিকাণ্ড, ও খিলকাণ্ড। আগম-প্রধান ও উপদেশাত্মক মধুকাণ্ডে ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ধারিত হইয়াছে; উহাতে উপনিষদের সমস্ত বক্তব্যই উপস্থাপিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডের প্রথমে (তৃতীয় অধ্যায়ে)

পক্ষ-প্রতিপক্ষ (অর্থাৎ জল্পন্যায়) অবলম্বনে এবং পরে (চতুর্থ অধ্যায়ে) জনক-যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্যাচার্য-সম্বন্ধ অবলম্বনে (বাদন্যায়ে) ঐ উপদেশের সত্যতা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। চতুর্থাধ্যায়ের পঞ্চম (মৈত্রেয়ী) ব্রাহ্মণটি উপনিষদের নিগমন-স্থানীয়, অর্থাৎ প্রথমে প্রতিজ্ঞাত বিষয়টির নির্দেশ করিয়া তদ্বিষয়ে হেতুপ্রদর্শনপূর্বক সর্বশেষে উহার দৃঢ়ীকরণের জন্য এই অধ্যায়ে উহার পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। পরিশিষ্টস্থানীয় খিলকাণ্ডে উপনিষদের পূর্ববর্তী খণ্ডচতুষ্টয়ে অনুল্লিখিত বহু বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে এবং ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনীভূত বহু উপাসনার সমাবেশ করা হইয়াছে।

এই উপনিষদের মধুকাণ্ডের অব্যবহিত পূর্বে "আরণ্যক" মধ্যে যে অধ্যায়দ্বয় আছে, উহাতে প্রবর্গ্যকর্ম বিবৃত হইয়াছে। ঐ অধ্যায়দ্বয় এবং বৃহদারণ্যকের প্রথম অধ্যায় আরণ্যকের একই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বর্তমান উপনিষদের প্রথম অধ্যায়টি আরণ্যকের দৃষ্টিতে তৃতীয় অধ্যায়।

এখন উপনিষদের আরম্ভের পূর্বে আমরা উহার বক্তব্য বিষয়ের সহিত অতি সাধারণভাবে পরিচিত হইতে চেষ্টা করিব। বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে অকস্মাৎ ব্রহ্মবিচারে প্রবৃত্ত হওয়া সুকঠিন বলিয়া উপনিষদে ঐ উভয়ের মধ্যবর্তী সাধনরূপে উপাসনার উপদেশ দেওয়া হয়। মধুকাণ্ডের প্রথমেও এই জন্য উপাসনার উল্লেখ রহিয়াছে। এই উপাসনাই কিন্তু উহার মূল বক্তব্য নহে। মধুকাণ্ডের অধ্যায়দ্বয়ের মধ্যে প্রথমাধ্যায়ে "অধ্যারোপ" রীতি অবলম্বনে ব্রহ্মে অধ্যারোপিত প্রপঞ্চের উৎপত্তি, উহার সম্পূর্ণ বিস্তার, ও উহার চরম উৎকর্ষ—অর্থাৎ হিরণ্য-গর্ভ-পদ—প্রদর্শিত হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভ পর্যন্ত সমস্তই সংসারের অন্তর্ভুক্ত ও অনিত্য। যিনি শাশ্বত অদ্বিতীয় আত্মা, তিনি সংসারাতীত,

তিনি "নেতি নেতি" রূপেই নির্দিষ্ট (২।৩।৬)। সপ্তান্ন-ব্রাহ্মণে (১।৫।১ মন্ত্রে) দেখান হইয়াছে যে, জগতের পদার্থসমূহ পরস্পর-সাপেক্ষ, পরস্পরের ভোগ্য, ও কার্যকারণশৃঙ্খলে আবদ্ধ; আত্মার একত্ব প্রদর্শনের জন্য এই তত্ত্বই ২।৫এ বর্ণিত হইয়াছে। ১।৬ ব্রাহ্মণে দেখান হইয়াছে যে, ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত সমস্ত জগৎ নাম, রূপ, ও কর্মাত্মক—অতএব উহা আত্মা নহে, উহা অনাত্মা। কর্মের ফল কখনও এই অনিত্য সংসারকে অতিক্রম করিতে পারে না; কারণ কর্মের ফল বিনাশী (১।৪।১৫)। যতক্ষণ অবিদ্যাসম্ভূত দ্বৈতবোধ আছে, ততক্ষণই সংসার। এই জন্যই ১।৪ ব্রাহ্মণে কর্ম ও উপাসনার চরমোৎকর্ষ, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভত্ব-প্রাপ্তি, প্রদর্শনপূর্বক বলা হইয়াছে যে, অবিদ্যাবস্থায়ই দ্বৈতবোধ থাকে, বিদ্যাবস্থায় উহা থাকে না (১।৪।৭ ও ২।৪।১৪)। এইরূপে সাধককে অনিত্য ফলে বৈরাগ্যবান্ ও বিদ্যার প্রতি আগ্রহবান্ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণের শেষে বলা হইয়াছে, "আত্মেত্যে-বোপাসীত" (১।৪।৭)। অধ্যারোপ বর্ণনার শেষে ইহার অবতারণা করার উদ্দেশ্য সাধককে ইহাই দেখান যে, কিরূপে আত্মজ্ঞান লাভ হয় ও অনিত্য সংসার হইতে উদ্ধার হওয়া যায়।

"আত্মেত্যেবোপাসীত" ইহাকে বিদ্যাসূত্র বলা হয় এবং "অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ" (১।৪।১০) ইহাকে অবিদ্যাসূত্র বলে; কারণ এই উভয় বাক্যে যথাক্রমে বিদ্যার বিষয় ও অবিদ্যার বিষয় সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে। বিদ্যার বিষয় আত্মা; অবিদ্যার বিষয় সংসার। অবিদ্যাসূত্রে ইহাও দেখান হইয়াছে যে, আত্মার যথার্থ স্বরূপের আবরক অজ্ঞানই সংসারের কারণ।

মধুকাণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে "অপবাদ" রীতি অবলম্বনে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপে উক্ত অধ্যায়ে বিদ্যা-

হৃত্তেরই মর্ম উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। সেখানে ব্রহ্মে আরোপিত দুইটি রূপ, অর্থাৎ আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক রূপ, বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে, "অথাত আদেশো নেতি নেতি" (২।৩।৬)। এই অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে দুন্দুভি প্রভৃতির ও সৈন্ধব-খিবের দৃষ্টান্ত-সহায়ে উক্ত "নেতি 'নেতি" দ্বারা প্রখ্যাপিত ব্রহ্মের ও আত্মার একত্বই দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। এবং সর্বশেষে মধুব্রাহ্মণে (২।৫) দেখান হইয়াছে যে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য; সুতরাং তদতিরিক্ত কোনও বস্তুর পারমার্থিক সত্তা থাকিতে পারে না। অর্থাৎ জীব, জগৎ যাহা কিছু ব্যাবহারিকরূপে আছে বলিয়া প্রতীত হয়, সমস্তই আত্মা—ব্রহ্মকে ছাড়িয়া জগৎরূপে জগতের কোনও অস্তিত্ব নাই।

মনে রাখা আবশ্যক যে, আত্মার যথার্থ স্বরূপের, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত তাঁহার অভিন্নতার, জ্ঞান হওয়া মাত্রই জগতের মিথ্যাত্ব নিশ্চিত হইয়া যায়। এই জন্যই বলা হইয়াছে, "আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (২।৪।৫)। আত্মাকে জানিলেই সব জানা হইল, কারণ আত্মাই এই সমস্ত (২।৪।৬)। নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনা এবং শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসনই এই অদ্বৈতজ্ঞানের সাধন হইলেও উক্ত জ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে উহার অঙ্গরূপে সন্ন্যাসের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সন্ন্যাসই আবার ৩।৫।১ ও ৪।৪।২২-২৩এ উল্লিখিত হইয়াছে।

উপদেশের পর উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তি। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়, অর্থাৎ সমগ্র যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডটি, উপপত্তি-প্রধান। তন্মধ্যে তৃতীয়াধ্যায়ে জল্পন্যায় ও চতুর্থাধ্যায়ে বাদন্যায় অবলম্বিত হইয়াছে, ইহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তৃতীয়াধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য জনকসভায় উপস্থিত ব্রাহ্মণগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বীয়

ব্রহ্মিষ্ঠত্বের পরিচয় দিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাত্মৈক্যের সমর্থন করিতেছেন। চতুর্থাধ্যায়ে তিনি জনকের প্রশ্নানুযায়ী উত্তর দিয়া ঐ তত্ত্বই প্রকটিত করিতেছেন।

বস্তুতঃ আগমপ্রধান মধুকাণ্ডেই উপনিষদের মূল বক্তব্যগুলি বলা হইয়া গিয়াছে। উপপত্তিপ্রধান যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডে বিচারপূর্বক উহাদের সমর্থন করা হইয়াছে। উভয় কাণ্ডই আত্মৈকত্বের প্রকাশক, সুতরাং উভয়েই সমানার্থক। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই স্পষ্ট বোধ হইবে যে, উভয়কাণ্ডের বাক্যগত সাদৃশ্য আছে—(ক) "তিনি আপনাকে 'আমি ব্রহ্ম' বলিয়া জানিয়াছিলেন" (১।৪।১০) ও "আপনাকেই যদি 'আমিই এই' এইরূপে জানে" (৪।৪।১২); (খ) "নেতি নেতি" (২।৩।৬) ও "নেতি নেতি" (৩।৯।২৬, ৪।২।৪, ৪।৪।২২, ৪।৫।১৫); (গ) "ইন্দ্র মায়া অবলম্বনে বহুরূপ হন" (২।৫।১৯) ও "তিনি যেন চিন্তা করেন, যেন চলেন" (৪।৩।৭); এবং (ঘ) "অপূর্ব, অনপর, অনন্তর, অবাহ্য" (২।৫।১৯) ও "অস্থূল,...... অনন্তর, অবাহ্য" (৩।৮।৮) ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত "তিনি একই প্রকারে দ্রষ্টব্য" (৪।৪।২০) ইত্যাদি বাক্যে বিদ্যাসূত্র ও "যিনি এই ব্রহ্মে নানার ন্যায় দর্শন করেন, তিনি মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে গমন করেন" (৪।৪।১৯) এই বাক্যে অবিদ্যাসূত্র অনূদিত হইয়াছে।

মধুকাণ্ডের ব্রাহ্মণগুলির সহিত যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডের ব্রাহ্মণগুলির বিষয়গত সাদৃশ্যও আছে। উদ্গীথ ব্রাহ্মণে (১।৩) যজমানের আসক্তি-রূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করা বর্ণিত হইয়াছে; যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডের প্রথম ব্রাহ্মণে উহাই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। মধুকাণ্ডের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে বুভুক্ষাকে মৃত্যু বলা হইয়াছে (১।২।১); যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডে ঐ মৃত্যুকেই গ্রহ ও অতিগ্রহরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে (৩।২)।

মধুকাণ্ডের সিদ্ধান্ত এই—"বিদ্যার দ্বারা দেবলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, দেবলোক সর্বলোকের শ্রেষ্ঠ" (১।৫।১৬), কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ ফলও সংসারের অন্তর্ভুক্ত, "সমস্তই কামনার ফল; ইচ্ছা করিলেও (উপাসনার বা উপাসনাযুক্ত কর্মের ফলে) ইহার অধিক পাওয়া যায় না" (১।৪।১৭): এই বিষয়টিই আবার যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডে বিচারিত হইয়াছে (৩।৩)। তৃতীয়াধ্যায়ের পরবর্তী ব্রাহ্মণসমূহেও, "তিনি আপনাকে 'আমি ব্রহ্ম' বলিয়া জানিয়াছিলেন, সুতরাং সর্ব হইয়াছিলেন" (১।৪।১০) মধুকাণ্ডোক্ত এই বাক্যেরই মাত্র বিস্তার সাধিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত (২।৪ ব্রাহ্মণের ন্যায়) উহাতে সন্ন্যাসও বিহিত হইয়াছে (৩।৫।১)।

এইরূপে চতুর্থাধ্যায়েও মধুকাণ্ডেরই বিস্তার করা হইয়াছে। যে ব্রহ্মকে পূর্বে "নেতি নেতি" বলা হইয়াছে (২।৩।৬) সেই উপনিষদ্‌বেদ্য পুরুষকেই তৃতীয়াধ্যায়ে (৩।৯।২৬) বর্ণনা করিয়া আবার চতুর্থাধ্যায়ের প্রথম দুই ব্রাহ্মণে প্রকারান্তরে বর্ণনা করা হইয়াছে। ২।১ ব্রাহ্মণের ন্যায় ৪।৩ ব্রাহ্মণে অবস্থাত্রয় অবলম্বনে আত্মার স্বরূপ প্রমাণিত হইয়াছে। ৪।৪ ব্রাহ্মণে দেহান্তর লাভের প্রক্রিয়া বর্ণনাচ্ছলেও ঐ বিষয়ই সমর্থিত হইয়াছে। পঞ্চম ব্রাহ্মণটি মধুকাণ্ডস্থ যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদের নিগমনস্থানীয়।

খিলকাণ্ডের "ওঁ পূর্ণমদঃ" (৫।১।১) ইত্যাদি মন্ত্রে বৃহদারণ্যকের সমস্ত বক্তব্য সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে। এই কাণ্ডে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনীভূত বহু নৈতিক উপদেশ ও উপাসনার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ষষ্ঠাধ্যায়ে ব্রহ্মচর্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে এবং দেখান হইয়াছে যে, শাস্ত্রানুযায়ী পবিত্র জীবন যাপন না [illegible] সৎপুত্র লাভ হয় না, এবং সৎপুত্র লাভ না হইলে [illegible] পিতার ইহলোক জয়ও (১।৫।১৭ ও [illegible]) হয় না।

এইরূপে সকল দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে সহজেই বোধ হয় যে, সমগ্র বৃহদারণ্যকোপনিষৎখানির মধ্যে একটি সুন্দর ঐক্যসূত্র রহিয়াছে। বস্তুতঃ যাঁহারা মনে করেন, এই উপনিষৎখানি অজাতশত্রুর ব্রহ্মবাদ, যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদ, ইত্যাদি বিভিন্ন মতবাদের সংগ্রহ-পুস্তক মাত্র, উহার মধ্যে কোনও ঐক্য নাই—তাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার কুফলেরই পরিচয় দেন, বুদ্ধিমত্তার নহে।

পরিশেষে নিবেদন এই—আচার্য ভগবান্ শঙ্কর যে কয়খানি প্রধান উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন, সেই কয়খানির আচার্যসম্মত অন্বয়, অনুবাদ, মন্তব্য, ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাদি করিয়া বাঙ্গালী পাঠকবৃন্দের সম্মুখে স্থাপন করিবার যে সঙ্কল্প করা হইয়াছিল, তাহা শ্রীভগবানের কৃপায় এই গ্রন্থের প্রকাশের দ্বারা পূর্ণ হইল। এই বিষয়ে আমরা যে সুধীবর্গের সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শ্রীমৎ স্বামী জগদানন্দ প্রথম দুই ভাগের ন্যায় এই ভাগের পাণ্ডুলিপিও দেখিয়া পরিবর্তন ও পরিবর্ধনাদি করিয়া দিয়াছেন।

শান্তিপাঠ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

[অর্থাদি ৫।১।১ এ দ্রষ্টব্য]।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

প্রথমাধ্যায়—প্রথম ব্রাহ্মণ

ওঁ॥ উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ। সূর্যশ্চক্ষুর্বাতঃ প্রাণো ব্যাত্তমগ্নির্বৈশ্বানরঃ সংবৎসর আত্মাঽশ্বস্য মেধ্যস্য। দ্যৌঃ পৃষ্ঠমন্তরিক্ষমুদরং পৃথিবী পাজস্যং দিশঃ পার্শ্বে অবান্তরদিশঃ পর্শব ঋতবোঽঙ্গানি মাসাশ্চার্ধমাসাশ্চ পর্বাণ্যহোরাত্রাণি প্রতিষ্ঠা নক্ষত্রাণ্যস্থীনি নভো মাংসানি। ঊবধ্যং সিকতাঃ সিন্ধবো গুদা যকৃচ্চ ক্লোমানশ্চ পর্বতা ওষধয়শ্চ বনস্পতয়শ্চ লোমান্যুদ্যন্ পূর্বার্ধো নিম্লোচঞ্জঘনার্ধো যদ্ বিজৃম্ভতে তদ্ বিদ্যোততে যদ্ বিধূনুতে তৎ স্তনয়তি যন্মেহতি তদ্ বর্ষতি বাগেবাস্য বাক্॥ ১

[প্রতিমা প্রভৃতিতে যেমন বিষ্ণুত্বাদি আরোপিত হয়, তেমনি অশ্বমেধের অঙ্গভূত অশ্বে উহার সংস্কারের জন্য কালাদিস্বরূপ প্রজাপতির দৃষ্টি আরোপিত হইতেছে]—মেধ্যস্য (যজ্ঞিয়) অশ্বস্য (ঘোড়ার) শিরঃ (মস্তক) উষা বৈ (প্রসিদ্ধ উষা, ব্রাহ্মমুহূর্ত) [অর্থাৎ যজ্ঞিয় অশ্বের মস্তকে কালাত্মক প্রজাপতির শ্রেষ্ঠ অঙ্গ উষার দৃষ্টি আরোপ করিতে হইবে। পরেও অশ্বের বিভিন্ন অঙ্গে প্রজাপতির বিভিন্ন অবয়বের আরোপের কথাই বলা হইতেছে—ইহাই বুঝিতে হইবে]। মেধ্যস্য অশ্বস্য [এই কথাটি সর্বত্র অধ্যাহার করিতে হইবে] চক্ষুঃ সূর্যঃ; মেধ্যস্য অশ্বস্য প্রাণঃ বাতঃ (বায়ু), ব্যাত্তম্ (বিবৃত মুখ) বৈশ্বানরঃ অগ্নিঃ (বৈশ্বানর-নামক অগ্নি); আত্মা (দেহরূপ, হস্ত প্রভৃতির আশ্রয়ভূত দেহমধ্যভাগ) সংবৎসরঃ (দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ

মাসাত্মক বৎসর); পৃষ্ঠম্ (পৃষ্ঠভাগ) দ্যৌঃ (দ্যুলোক); উদরম্ (পেট) অন্তরিক্ষম্ (আকাশ); পাজস্যম্ (=পাদস্যম্, চরণরক্ষার স্থান, খুর, পাদাসন) পৃথিবী ; পার্শ্বে (পার্শ্বদ্বয়) দিশঃ (দিক্ সকল); পর্শবঃ (পঞ্জরাস্থি সকল) অবান্তরদিশঃ (দিক্‌কোণ সকল); অঙ্গানি (হস্তাদি অবয়ব সকল) ঋতবঃ (ঋতু সকল); পর্বাণি (অঙ্গসন্ধি সকল) মাসাঃ চ অর্ধমাসাঃ চ (মাস ও পক্ষ সকল); প্রতিষ্ঠাঃ (চরণসমূহ) অহোরাত্রাণি ([প্রজাপতি, দেববৃন্দ, পিতৃগণ, ও মনুষ্যগণের] দিন ও রাত্রি সকল); অস্থীনি (হাড় সকল) নক্ষত্রাণি (তারকা-রাজি), মাংসানি (মাংস) নভঃ (মেঘ [অন্তরিক্ষ ও নভঃ একার্থক হইলেও পুনরুক্তিদোষ বারণের জন্য এখানে "মেঘ" অর্থ করা হইল]); ঊবধ্যম্ (উদরস্থ অর্ধজীর্ণ খাদ্য) সিকতাঃ (বালুকাসমূহ), গুদাঃ (নাড়ী সকল) সিন্ধবঃ (নদীসমূহ); যকৃৎ চ ক্লোমানঃ চ (যকৃৎ ও প্লীহা [ক্লোমানঃ নিত্য বহুবচন]) পর্বতাঃ (পর্বতরাজি); লোমানি (কেশ লোমাদি) ওষধয়ঃ চ বনস্পতয়ঃ চ (ওষধিবর্গ ও বনস্পতিরাজি); পূর্বার্ধঃ ([নাভি হইতে] দেহের সম্মুখভাগ) উদ্যন্ ([মধ্যাহ্ন পর্যন্ত] ঊর্ধ্বগামী সূর্য); জঘনার্ধঃ ([নাভি হইতে] পশ্চাদ্ভাগ) নিম্লোচন্ ([মধ্যাহ্ন হইতে] অস্তগামী সূর্য); [অশ্ব] যৎ (যে) বিজৃম্ভতে (বিজৃম্ভণ করে, হাই তোলে), তৎ (উহা) বিদ্যোততে (বিদ্যুৎপ্রকাশ হয়) যৎ বিধূনুতে (গাত্র-কম্পন করে), তৎ স্তনয়তি (মেঘগর্জন করে) যৎ মেহতি (মূত্রত্যাগ করে), তৎ বর্ষতি (বৃষ্টিপাত হয়) অস্য (ঐ অশ্বের) বাক (হ্রেষা) বাক এব (শব্দোচ্চারণ)। ১

যজ্ঞিয় অশ্বের মস্তক ঊষা, চক্ষু সূর্য, প্রাণ বায়ু, বিবৃত আনন বৈশ্বানর অগ্নি, দেহমধ্যভাগ সম্বৎসর, পৃষ্ঠ দ্যুলোক, উদর অন্তরিক্ষ, খুর পৃথিবী, পার্শ্বদ্বয় চতুর্দিক, পঞ্জর সকল দিক্-কোণ, অঙ্গসমূহ ঋতু বর্গ, দেহসন্ধি সকল মাস ও পক্ষসমুদয়, চরণ সকল দিবা ও রাত্রি-সমূহ, অস্থি সকল নক্ষত্রবৃন্দ, মাংস মেঘ, অর্ধজীর্ণ খাদ্যসমূহ বালুকা, নাড়ী সকল নদীসমূহ, যকৃৎ ও প্লীহা পর্বতরাজি, কেশলোমাদি ওষধি ও বনস্পতি সকল, দেহের সম্মুখভাগ ঊর্ধ্বগামী সূর্য এবং পশ্চাদ্ভাগ

নিম্নগামী সূর্য, বিজৃম্ভণ বিদ্যুৎপ্রকাশ, গাত্রকম্পন মেঘগর্জন, মূত্রত্যাগ বারিবর্ষণ, এবং হ্রেষা বাক্।'১

১। এই কণ্ডিকাতে যে সকল আরোপ বিহিত হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে সর্বাত্মক প্রজাপতির বিভিন্ন অবয়বের সহিত অশ্বের অবয়বের সাদৃশ্য। যথা—অশ্বের মস্তক তাহার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, ব্রাহ্মমুহূর্তও অতি উত্তম; মস্তকের পরেই চক্ষু, আবার উষার পরেই সূর্যোদয়, অধিকন্তু সূর্য চক্ষুর দেবতা; অগ্নি মুখের দেবতা; দেহমধ্যভাগে যেমন অঙ্গ সকল সংলগ্ন, তেমনি সম্বৎসরে মাসাদি সংলগ্ন; দ্যুলোক ও পৃষ্ঠ উভয়েই উপরে অবস্থিত; অন্তরিক্ষ ও উদর উভয়ের মধ্যেই অবকাশ (ফাঁক) রহিয়াছে; পাদস্য—পাদা অস্যন্তে যস্মিন্, যাহাতে পা রাখা হয়, এই হিসাবে খুর ও পৃথিবীতে সাদৃশ্য আছে; অশ্ব ঘুরিলে ফিরিলে তাহার পার্শ্বদ্বয়ের সহিত দিক্‌চতুষ্টয়ের সম্বন্ধ হয়; পার্শ্বের সঙ্গে অস্থির ন্যায় চতুর্দিকের সহিত আগ্নেয়াদি কোণের সম্বন্ধ আছে; দেহাবয়ব সকল যেমন দেহের অংশ, ঋতু সকলও তেমনি সম্বৎসরের অংশ; সন্ধি সকল যেমন দেহের বিভিন্ন অবয়বের সংযোগস্থল, মাসাদিও তেমনি সম্বৎসরের সন্ধি; চরণ অবলম্বনে যেমন অশ্ব প্রতিষ্ঠিত, তেমনি অহোরাত্র অবলম্বনে কালাত্মা প্রতিষ্ঠিত আছেন; অস্থি ও নক্ষত্র উভয়েই শুক্র; মেঘ বর্ষণ করে, মাংস হইতে রক্ত ক্ষরিত হয়; বালি ও অর্ধজীর্ণ খাদ্য উভয়েই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন; নদী ও নাড়ীতে যথাক্রমে জলপ্রবাহ ও রক্তপ্রবাহ আছে; যকৃৎ ও প্লীহা পর্বতের ন্যায় পিণ্ডাকার ও কঠিন; ওষধি ক্ষুদ্রলোম-স্থানীয়, বনস্পতি কেশাদি-স্থানীয়; ঊর্ধ্বগামী সূর্য পূর্ববর্তী, অধোগামী সূর্য পশ্চাদ্বর্তী; বিদ্যুৎ মেঘকে বিস্ফারিত করে, বিজৃম্ভণে মুখব্যাদান হয়; গাত্রকম্পন ও বজ্রনিনাদে শব্দসাদৃশ্য আছে; হ্রেষা বাক্—এখানে সাদৃশ্য কল্পিত নহে। এইরূপে বিবিধ আরোপের দ্বারা অশ্বের প্রজাপতিত্ব সম্পাদিত হইল।

অশ্বমেধকর্মে রাজারাই অধিকারী। যাঁহারা ইহাতে অনধিকারী অথচ ইহার ফল পাইতে চান, তাঁহারা এই উপাসনা (বিজ্ঞান) মাত্র অবলম্বনে তাহা পাইতে পারেন। যজ্ঞকালে যজ্ঞের বিবিধ অঙ্গে এইরূপ দৃষ্টি আরোপ করিলে উঁহারা সংস্কৃত হয়; আর অনধিকারী ব্রাহ্মণাদি ব্যক্তিগণ ঐরূপ চিন্তামাত্র করিলেই অশ্বমেধের ফল লাভ করেন। শেষোক্ত ব্যক্তিরা এইরূপ চিন্তা করিবেন—"আমি যজ্ঞিয় অশ্ব,

আমার মস্তক প্রভৃতি সর্বাত্মক প্রজাপতির কালাদি অবয়ব; এইরূপে আমি প্রজাপতি।" এই ভাবনার ফলে তাঁহারা প্রজাপতিত্বই প্রাপ্ত হন।

অশ্বমেধের ফলে প্রজাপতিত্ব লাভ হয় বলিয়া এই যজ্ঞটি সর্বশ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মবিদ্যার প্রারম্ভে এই অশ্বমেধকর্মের বর্ণনার তাৎপর্য এই—অশ্বমেধকর্ম বা অশ্বমেধ-বিজ্ঞানের ফল যদিও কর্মদ্বারা লভ্য সমস্ত ফলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তথাপি ঐ ফল অপর সমস্ত বৈদিক কর্মের ফলেরই ন্যায় বিনাশী। সর্বশ্রেষ্ঠ এই কর্মের ফলই যখন এইরূপ অনিত্য, তখন অন্য কর্মফলের আর কথা কি? এইরূপে বৈরাগ্য উৎপাদনই এই বর্ণনার উদ্দেশ্য; কারণ বৈরাগ্যবানেরই জন্য ব্রহ্মবিদ্যা উপদিষ্ট হয়।

অহর্বা অশ্বং পুরস্তান্মহিমাঽন্বজায়ত তস্য পূর্বে সমুদ্রে যোনী রাত্রিরেনং পশ্চান্মহিমাঽন্বজায়ত তস্যাপরে সমুদ্রে যোনিরেতৌ বা অশ্বং মহিমানাবভিতঃ সংবভূবতুঃ। হয়ো ভূত্বা দেবানবহদ্, বাজী গন্ধর্বানর্বাঽসুরানশ্বো মনুষ্যান্ সমুদ্র এবাস্য বন্ধুঃ সমুদ্রো যোনিঃ ॥২॥ ইতি প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥

[অশ্বের সম্মুখে ও পশ্চাতে যে সুবর্ণময় ও রজতময় দুইটি গ্রহ বা হবনীয় দ্রব্যের আধার স্থাপিত হয়, তাহাদের নাম মহিমা, কারণ তাহারা উভয়ে অশ্বের মহিমা খ্যাপন করে। উক্ত গ্রহদ্বয়বিষয়ক দর্শন বিহিত হইতেছে]—অহঃ বৈ (দিবা-ভাগই) পুরস্তাৎ-মহিমা (সম্মুখবর্তী [সুবর্ণময়] মহিমাখ্য গ্রহ) [রূপে] অশ্বম্ অনু-অজায়ত (অশ্বকে লক্ষিত বা বিজ্ঞাপিত করিয়া জাত হইল) [অর্থাৎ সুবর্ণগ্রহে দিবাদৃষ্টি বিধেয়, কারণ দিন ও গ্রহ উভয়ই উজ্জ্বল]; তস্য (উক্ত গ্রহের) যোনিঃ (উৎপত্তিস্থল) পূর্বে সমুদ্রে (=পূর্বঃ সমুদ্রঃ) [সুবর্ণগ্রহের অবস্থান-ভূমিতে পূর্বসমুদ্রদৃষ্টি বিধেয়]; রাত্রিঃ (রাত্রি) পশ্চাৎ-মহিমা (পশ্চাদ্বর্তী [রজতময়] মহিমাখ্য গ্রহ) [রূপে] এনম্ অন্বজায়ত (এই অশ্বকে লক্ষিত করিয়া জাত হইল) [রজতগ্রহে রাত্রিদৃষ্টি বিধেয়; কারণ চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত রাত্রির সহিত রৌপ্যের

সাদৃশ্য আছে, রাত্রি ও রজত উভয় শব্দে "র" আছে; এবং দিন অপেক্ষা রাত্রি ও স্বর্ণ অপেক্ষা রৌপ্য হীনতর]; তস্য (উক্ত রজতগ্রহের) যোনিঃ অপরে সমুদ্রে (—অপরঃ সমুদ্রঃ, পশ্চিম সাগর) [রজতগ্রহের অধিষ্ঠানভূমিতে পশ্চিম সমুদ্রের দৃষ্টি বিধেয়]; এতৌ বৈ (এই দুইটি) মহিমানৌ (মহিমাখ্য গ্রহ) অশ্বম্ অভিতঃ (অশ্বের উভয় দিকে) সংবভূবতুঃ (হইল, এতাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া দৃষ্ট হইল)—["অশ্ব এতাদৃশ মহিমাবান্ যে, তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে এইরূপ গ্রহদ্বয় স্থাপিত হয়"—এবম্প্রকারে অশ্বের স্তুতি করিয়া পুনর্বার প্রকারান্তরে তাহার স্তুতি করা হইতেছে]—হয়ঃ ভূত্বা (হয়রূপে) দেবান্ (দেববৃন্দকে) অবহৎ (বহন করিয়াছিল), বাজী [ভূত্বা] গন্ধর্বান (গন্ধর্বগণকে) [অবহৎ], অর্বা [ভূত্বা] অসুরান্ (অসুর-গণকে) [অবহৎ], অশ্বঃ [ভূত্বা] মনুষ্যান্ (মানবগণকে) [অবহৎ]। সমুদ্রঃ এব (সমুদ্রই, পরমাত্মাই) অস্য (ইহার) বন্ধুঃ (বন্ধনস্থান, অশ্বশালা), সমুদ্রঃ যোনিঃ (উৎপত্তির কারণ)—[অশ্বের অবস্থান ও উৎপত্তির আধার উভয়ই পবিত্র]। ২

দিবা অগ্রবর্তী মহিমাখ্য গ্রহরূপে অশ্বের পরিচায়ক হইয়া অবস্থিত হইল; তাহার উৎপত্তিস্থল পূর্বসমুদ্র। রাত্রি পশ্চাদ্বর্তী মহিমাখ্য গ্রহরূপে অশ্বের পরিচায়ক হইয়া অবস্থিত হইল; তাহার উৎপত্তিস্থল পশ্চিম সমুদ্র। এই দুইটি মহিমা অশ্বের উভয় দিকে অবস্থিত রহিল। ইহা হয়রূপে দেবগণকে, বাজিরূপে গন্ধর্বগণকে, অর্বা-রূপে অসুর-গণকে, এবং অশ্বরূপে মানবগণকে বহন করিয়াছিল।[১] সমুদ্রই ইহার অশ্বশালা এবং সমুদ্রই উৎপত্তিস্থল।[২] ২

১। বিশিষ্ট গত্যর্থক "হি"-ধাতু হইতে "হয়"-শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে; কিংবা "হয়"-শব্দ অশ্বের বিশেষ জাতিকে বুঝাইতেছে। বাজী প্রভৃতি শব্দও অশ্বের জাতিবাচক। বহন করিয়াছিল—দেবত্বাদি প্রাপ্ত করাইয়াছিল। অশ্ব—(এখানে) প্রজাপতি; সুতরাং তাঁহার পক্ষে দেবত্বাদি দান করা স্বাভাবিক। অথবা বহন

করিয়াছিল—বাহন হইয়াছিল ; বাহনত্ব যাহার স্বাভাবিক ধর্ম, তাহার পক্ষে দেবতাদির বাহন হওয়া নিন্দাই নহে, বরং প্রশংসনীয়।

২। সমুদ্র হইতে অশ্ব জাত হয়, ইহা শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ। আবার সমুদ্র—সমুৎপতন্তি ভূতানি দ্রবন্তি অস্মিন্, অর্থাৎ ভূতবর্গ উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে লীন হয় ; সুতরাং ইনি পরমাত্মা। পরমাত্মাই প্রজাপতির যোনি (উৎপত্তিস্থল), বন্ধু (অবস্থিতির আধার), এবং সমুদ্র (লয়স্থান)।

প্রথমাধ্যায়—দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীন্মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ। অশনায়য়াঽশনায়া হি মৃত্যুস্তন্মনোঽকুরুতাত্মন্বী স্যামিতি। সোঽর্চন্নচরৎ তস্যার্চত আপোঽজায়ন্তার্চতে বৈ মে কমভূদিতি তদেবার্কস্যার্কত্বং কং হ বা অস্মৈ ভবতি য এবমেতদর্কস্যার্কত্বং বেদ॥ ১

[অতঃপর অশ্বমেধে ব্যবহার্য অগ্নিবিষয়ক দর্শন বিহিত হইবে ; এইজন্য প্রথমে অগ্নির বিশুদ্ধ জন্মের বর্ণনা করিয়া তাহার স্তুতি করা হইতেছে]—[মন প্রভৃতির উৎপত্তির] অগ্রে (পূর্বে) ইহ (এই সংসারমণ্ডলে) কিম্-চন ([নামরূপাকারে অভিব্যক্ত] কিছুই) ন এব আসীৎ (অবশ্যই ছিল না), ইদম্ (এই [কার্যস্বরূপ, ব্যাকৃত] জগৎ) অশনায়য়া মৃত্যুনা এব (ভোজনেচ্ছারূপ মৃত্যুদ্বারা, মৃত্যুশব্দ-বাচ্য হিরণ্যগর্ভের দ্বারা) আবৃতম্ (আবৃত, অব্যাকৃত) আসীৎ (ছিল), হি (কারণ ; ইহা প্রসিদ্ধ যে), অশনায়া (বুভুক্ষা) মৃত্যুঃ (মৃত্যু, মৃত্যুর কারণ) [কেন না ক্ষুধার্ত হইলে একে অপরের প্রাণবিনাশ করিয়া ক্ষুধানিবৃত্তি করে]। আত্মন্বী (আত্মবান্, অন্তঃকরণবান্, সমনস্ক) স্যাম্ (হইব) ইতি (এই উদ্দেশ্যে) [সেই মৃত্যু] তৎ (তদ্রূপ, কার্যালোচনক্ষম) মনঃ (সঙ্কল্পাদি-লক্ষণ-বিশিষ্ট অন্তঃকরণ) অকুরুত

(সৃষ্টি করিলেন)। সঃ (তিনি, প্রজাপতি) [সমনস্ক হইয়া আপনাকেই] অর্চন্ (পূজা করিয়া, "আমি কৃতার্থ হইলাম" এই মনে করিয়া) অচরৎ (বিচরণ করিতে লাগিলেন)। অর্চতঃ তস্য (প্রজাপতি যখন পূজানিরত ছিলেন তখন) আপঃ ([পূজাঙ্গভূত] জল) অজায়ন্ত (উৎপন্ন হইল)। [যেহেতু প্রজাপতি চিন্তা করিলেন] অর্চতে মে (আমি যখন পূজানিরত ছিলাম তখন) কম্ (জল) অভূৎ (উৎপন্ন হইয়াছে) ইতি (এই কথা), তৎ এব (অতএব এইরূপেই) অর্কস্য ([অশ্বমেধের উপযোগী] অগ্নির) অর্কত্বম্ (অর্কনামধেয়ত্ব) [সিদ্ধ হয়। "অর্চ" ও 'ক" মিলিয়া অর্ক হয়—ইহাই অর্ক নামের নির্বচন]। যঃ (যিনি) এবম্ (এইরূপে) অর্কস্য (অগ্নির) এতৎ (এই) অর্কত্বম্ (অর্কত্ব) বেদ (জানেন) অস্মৈ (ইঁহার জন্য) কম্ (উদক) হ বৈ (অবশ্যই) ভবতি (উপস্থিত হয়)। ১

পূর্বে[১] এই সংসারমণ্ডলে কিছুই ছিল না ; এই জগৎ ভোজনেচ্ছা-রূপ মৃত্যুরই দ্বারা আবৃত ছিল ;[২] কারণ বুভুক্ষাই মৃত্যু।[৩] "আমি সমনস্ক হইব," এইরূপ উদ্দেশ্যযুক্ত হইয়া ঐ মৃত্যু কার্যপর্যালোচনক্ষম মনের সৃষ্টি করিলেন। তিনি আপনাকে পূজা করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি যখন অর্চনারত ছিলেন, তখন উদক উৎপন্ন হইল।[৪] (প্রজাপতি যেহেতু চিন্তা করিয়াছিলেন) "আমি যখন অর্চনানিরত ছিলাম, তখন 'ক', অর্থাৎ উদক, হইল", অতএব ইহাই অর্কের (অর্থাৎ অগ্নির) অর্কত্ব। যিনি এইরূপে অগ্নির এই অর্কত্ব জানেন, তাঁহার জন্য অবশ্যই জলসমাগম হয়। ১

১। পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টির পূর্বে। হিরণ্যগর্ভের হেতুভূত অপঞ্চীকৃত ভূত সকল ইহার পূর্বেই সৃষ্ট হইয়াছিল বুঝিতে হইবে।

২। ঘটের উৎপত্তির পূর্বে উহা যেমন স্বীয় কারণ মৃত্তিকাপিণ্ডে অব্যাকৃতরূপে অবস্থান করে, তেমনি স্থূল নামরূপাকারে অভিব্যক্ত হইবার পূর্বে জগৎ স্বীয় কারণ হিরণ্যগর্ভে অবস্থিত ছিল।

৩। ক্ষুধা বুদ্ধিতে অবস্থিত হিরণ্যগর্ভের ধর্ম; এইজন্য বুদ্ধ্যবস্থ হিরণ্যগর্ভকে মৃত্যু বলা হইয়াছে। ক্ষুধাবশতঃ তিনি স্বীয় পুত্রকে ভক্ষণ করিতে চাহিয়াছিলেন (১।২।৫)।

৪। অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত মিলিত হইয়া ক্রমে স্থূল আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ও পৃথিবীর সৃষ্টি করে। সুতরাং আকাশ, বায়ু, ও তেজ পূর্বেই সৃষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে (তৈঃ ২।৬)।

আপো বা অর্কস্তদ্ যদপাং শর আসীৎ তৎ সমহন্যত। সা পৃথিব্যভবৎ তস্যামশ্রাম্যৎ তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য তেজো রসো নিরবর্ততাগ্নিঃ ॥ ২

আপঃ বৈ (জলই) অর্কঃ। তৎ (উক্ত স্থলে) শরঃ [ইব] (শরের ন্যায়, জমাট বাঁধা দধির ন্যায়) অপাম্ (জলের) [উপরে] যৎ (যে মণ্ড) আসীৎ (ছিল) তৎ (ঐ মণ্ড) সমহন্যত (গাঢ়তা প্রাপ্ত হইল), [এবং উহা] সা পৃথিবী (প্রসিদ্ধ পৃথিবী) অভবৎ (হইল)। তস্যাম্ (ঐ পৃথিবীর সৃষ্টি হইলে) [প্রজাপতি] অশ্রাম্যৎ (ক্লান্ত হইলেন), শ্রান্তস্য (শ্রান্ত) [ও] তপ্তস্য (বিষণ্ণ, বিব্রত) তস্য (তাঁহার) তেজঃ-রসঃ (তেজোরূপ রস) নিরবর্তত (নিষ্ক্রান্ত হইল)—[উহাই] অগ্নিঃ (বিরাট্) [অর্থাৎ সূক্ষ্মপ্রপঞ্চাত্মক সূত্রাত্মা হইতে স্থূলপ্রপঞ্চাত্মক বিরাট জাত হইলেন]। ২

জলই অর্ক।[১] উক্ত স্থলে জলের উপরে সরের ন্যায় যাহা হইয়াছিল, উহা গাঢ় হইল;[২] এবং উহা পৃথিবীতে পরিণত হইল। পৃথিবী সৃষ্ট হইলে প্রজাপতি শ্রান্ত হইলেন। শ্রান্ত ও বিষণ্ণ তাঁহার (দেহ হইতে) তেজোরূপ রস নির্গত হইল; (উহাই) অগ্নি, অর্থাৎ বিরাট্। ২

১। প্রকৃতপক্ষে অর্ক—অগ্নি, জল নহে, কারণ ইহা অগ্নিরই প্রকরণ, জলের প্রকরণ নহে। তবে অর্চনাঙ্গভূত জলকে অগ্নি বলার হেতু এই যে, শ্রুতিতে আছে,

"জলের উপরে অগ্নি প্রতিষ্ঠিত।" অগ্নিই যে অর্ক, ইহা পরে স্পষ্টই বলা হইবে (১।২।৭)। এইরূপে দেখান হইল যে, পার্থিব অগ্নি জলে, অর্থাৎ ভূতত্রয়মিশ্রিত পঞ্চীকৃত জলে, প্রতিষ্ঠিত থাকে। ইহার পরেই পৃথিবীসৃষ্টি বর্ণিত হইতেছে।

২। এই অংশের অন্যরূপ অন্বয়ার্থও সম্ভব—তৎ (=তত্র, সেখানে) অপাম্ (জলের) যৎ (=যঃ, যে) শরঃ (শর) আসীৎ (ছিল), তৎ (=সঃ, সেই শর) সমহন্যত (গাঢ় হইল)।

স ত্রেধাত্মানং ব্যকুরুতাদিত্যং তৃতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ং স এষ প্রাণস্ত্রেধা বিহিতঃ। তস্য প্রাচী দিক্ শিরোঽসৌ চাসৌ চের্মৌ। অথাস্য প্রতীচী দিক্ পুচ্ছমসৌ চাসৌ চ সক্থ্যৌ দক্ষিণা চোদীচী চ পার্শ্বে দ্যৌঃ পৃষ্ঠমন্তরিক্ষমুদরমিয়মুরঃ স এষোঽপ্সু প্রতিষ্ঠিতো যত্র ক চৈতি তদেব প্রতি-তিষ্ঠত্যেবং বিদ্বান্॥ ৩

[বিরাটের ধ্যানের জন্য তাঁহার অংশত্রয় বলা হইতেছে]—[জাত হইয়া] সঃ (সেই বিরাট্) [স্বয়ং] আত্মানম্ (আপনাকে, আপনার দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টিকে) ত্রেধা (তিন প্রকারে) ব্যকুরুত (বিভক্ত করিলেন)—আদিত্যম্ (সূর্যকে) তৃতীয়ম্ (এক তৃতীয়াংশ), বায়ুম্ তৃতীয়ম্ (বায়ুকে এক তৃতীয়াংশ), [এবং অগ্নিকে এক তৃতীয়াংশ করিলেন]। সঃ এষঃ প্রাণঃ (সেই এই প্রাণই, বিরাটই) ত্রেধা (তিন প্রকারে) বিহিতঃ (বিভক্ত হইলেন) [অর্থাৎ সর্বাত্মক বিরাট্ মায়াবলম্বনে আপনাকে অগ্নি, বায়ু, ও আদিত্য এই তিনটি বিশেষ আকারে বিভক্ত করিলেও তাঁহার স্বরূপের বিনাশ হইল না, তিনি বিরাটই রহিলেন]। [পূর্বে অশ্বকে যেমন দর্শন করা হইয়াছে, এখানে তেমনি এই অগ্নিরূপ বিরাট্ বা অশ্বমেধের উপযোগী অর্কসম্বন্ধেও দর্শন বলা হইতেছে]—প্রাচী দিক্ (পূর্ব দিক্) তস্য (ঐ অগ্নির) শিরঃ (মস্তক) [অর্থাৎ অগ্নির সংস্কারের জন্য চিত্য অগ্নির মস্তকে প্রাচীর দৃষ্টি আরোপিত করিবে; পরবর্তী স্থলেও এইরূপ আরোপ বিধেয়]। অসৌ চ অসৌ চ

(ঈশান কোণ ও অগ্নি কোণ) ঈর্মৌ (দুই বাহু) ; অথ (আর) অস্য (ইঁহার) প্রতীচী দিক্ (পশ্চিম দিক্) পুচ্ছম্ (পশ্চাদ্ভাগ) ; অসৌ চ অসৌ চ (বায়ুকোণ ও নৈর্ঋতকোণ) সক্থ্যৌ (পশ্চাদ্ভাগের অস্থিদ্বয়) ; দক্ষিণা চ উদীচী চ (দক্ষিণ ও উত্তর দিক্) পার্শ্বে (দেহপার্শ্বদ্বয়), দ্যৌঃ (দ্যুলোক) পৃষ্ঠম্ (পৃষ্ঠ), অন্তরিক্ষম্ (আকাশ) উদরম্ (উদর) ; ইয়ম্ (এই পৃথিবী) উরঃ (বক্ষ)। সঃ এষঃ (প্রজাপত্যাত্মক লোকাদিস্বরূপ এই অগ্নি) অপ্সু ([ভূতান্তরসমন্বিত] জলে) প্রতিষ্ঠিতঃ (প্রতিষ্ঠিত)। এবম্ বিদ্বান্ (যিনি এই অগ্নিবিষয়ক দর্শন জানেন) [তিনি] যত্র ক চ (যেখানেই) এতি (যান) তৎ এব (সেখানেই) প্রতিতিষ্ঠতি (স্থিতিলাভ করেন)। ৩

তিনি আপনাকে ত্রিধা বিভক্ত করিলেন—আদিত্য তাঁহার এক তৃতীয়াংশ, বায়ু এক তৃতীয়াংশ। উক্ত এই প্রাণ ত্রিধা বিভক্ত হইলেন। পূর্বদিক্ তাঁহার[১] মস্তক, ঈশানকোণ ও অগ্নিকোণ তাঁহার বাহুদ্বয়, পশ্চিম দিক্ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ, বায়ুকোণ ও নৈর্ঋতকোণ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগের অস্থিদ্বয়, দক্ষিণ ও উত্তর দিক্ পার্শ্বদ্বয়, দ্যুলোক পৃষ্ঠ, অন্তরিক্ষ উদর, ও পৃথিবী বক্ষ। উক্তরূপ ইনি জলে প্রতিষ্ঠিত।[২] যিনি এইরূপ জানেন, তিনি যেখানেই যান, সেখানেই স্থিতিলাভ করেন।[৩] ৩

১। যজ্ঞে প্রজ্বলিত অগ্নির। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, অগ্নি বিরাটেরই একটি বিশেষ রূপ ; সুতরাং উহাতে বিরাড়্দৃষ্টি করিয়া উহাকে সংস্কৃত করিতে হইবে—ইহাই অবয়ব-বিন্যাস-ক্রমে দেখান হইতেছে।

২। অর্থাৎ এইরূপ দৃষ্টিসহকারে অগ্নি উপাস্য।

৩। ইহা একটি অবান্তর ফল। উপাসনার মূল ফল—মৃত্যুজয় বা পুনর্জন্ম-রাহিত্য ও ক্রমমুক্তি—১।২।৭ এ উক্ত হইবে।

সোঽকাময়ত দ্বিতীয়ো ম আত্মা জায়েতেতি স মনসা বাচং মিথুনং সমভবদশনায়া মৃত্যুস্তদ্ যদ্রেত আসীৎ স

সংবৎসরোঽভবৎ। ন হ পুরা ততঃ সংবৎসর আস তমেতাবন্তং কালমবিভঃ। যাবান্ সংবৎসরস্তমেতাবতঃ কালস্য পরস্তাদসৃজত। তং জাতমভিব্যাদদাৎ স ভাণকরোৎ সৈব বাগভবৎ ॥ ৪

[জলাদির সৃষ্টির পরে হিরণ্যগর্ভ আপনাকে অণ্ডের অন্তর্বর্তী বিরাট্-প্রজাপতি-রূপে সৃজন করিয়াছিলেন। কামনাদি অবান্তর ব্যাপার অবলম্বনে ঐ সৃষ্টি কিরূপে হইয়াছিল, তাহা বলা হইতেছে]—সঃ (সেই মৃত্যু, হিরণ্যগর্ভ) অকাময়ত (কামনা করিলেন)—মে (আমার) দ্বিতীয়ঃ আত্মা (দ্বিতীয়স্থানীয় শরীর) জায়েত (উৎপন্ন হউক) ইতি। [এই চিন্তা করিয়া] সঃ অশনায়া মৃত্যুঃ (উক্ত ক্ষুধা-শব্দ-বাচ্য মৃত্যু) মনসা (মনের সহিত) বাচম্ (বাক্‌কে, ত্রয়ীবিদ্যাকে) মিথুনম্ সমভবৎ (মিথুনীকৃত করিলেন) [অর্থাৎ মনের দ্বারা বেদবিহিত সৃষ্টিক্রম আলোচনা করিলেন]। তৎ (=তত্র, উক্ত মিথুনে) যৎ (যে) রেতঃ (বীজ, [জন্মান্তরে অর্জিত জ্ঞান ও কর্মের ফলরূপ যে বীজ বেদে প্রকাশিত ছিল এবং যাহা প্রথমশরীরী বিরাটের কারণ]) আসীৎ (ছিল) [উহা] সঃ সংবৎসরঃ অভবৎ (প্রসিদ্ধ সংবৎসর, সংবৎসরকালের নির্মাতা সংবৎসর-প্রজাপতি, হইল)। ততঃ পুরা (তাঁহার, সংবৎসরপ্রজাপতির, পূর্বে) সংবৎসরঃ (সংবৎসরকাল) ন হ আস (মোটেই ছিল না)। তম্ (উক্ত সংবৎসরপ্রজাপতিকে) যাবান্ সংবৎসরঃ (এক বৎসর যতকাল স্থায়ী) এতাবন্তম্ কালম্ (এত কাল) [অণ্ডমধ্যে] অবিভঃ (ধারণ করিলেন)। এতাবতঃ কালস্য (এই কালের) পরস্তাৎ (পরে) তম্ (তাঁহাকে) অসৃজত (সৃষ্টি করিলেন) [অণ্ডটিকে বিদীর্ণ করিলেন]। জাতম্ তম্ (জাত তাঁহাকে) অভিব্যাদদাৎ (লক্ষ্য করিয়া [তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য মৃত্যু] মুখব্যাদান করিলেন)। সঃ (তিনি, ঐ শিশু) [ভয়ে] ভাণ্ ("ভাঁ" এইপ্রকার শব্দ) অকরোৎ (করিলেন);—সা এব (উহাই) বাক্ (বাক্, শব্দ) অভবৎ (হইল)। ৪

তিনি (অর্থাৎ মৃত্যু) কামনা করিলেন, "আমার দ্বিতীয়স্থানীয়

শরীর হউক।" তিনি মনের সহিত বাক্যের মিথুনভাব সম্পাদন করিলেন। উক্ত মিথুনে যে রেতঃ ছিল, উহা সম্বৎসরপ্রজাপতি হইল ;[১] তাঁহার পূর্বে সম্বৎসর কাল মোটেই ছিল না।[২] সম্বৎসরের পরিমাণ যতকাল, (মৃত্যু) ততকাল উক্ত সম্বৎসরপ্রজাপতিকে (অণ্ডমধ্যে) পালন করিলেন। এই সময়ের পরে মৃত্যু তাঁহাকে সৃজন করিলেন। (অণ্ড হইতে) জাত তাঁহার উদ্দেশ্যে (মৃত্যু) মুখব্যাদান করিলেন। তিনি (অর্থাৎ ঐ শিশু, ভয়ে[৩]) "ভাণ্" (ইত্যাকার শব্দ) করিলেন—উহাই বাক্ হইল। ৪

১। আলোচনা-কালে মৃত্যু পূর্বজন্মার্জিত ও পরসৃষ্টির বীজস্থানীয় জ্ঞানকর্মরূপ যে ফল দেখিতে পাইলেন, তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া তিনি জলপ্রধান পঞ্চভূতের সৃষ্টি করিলেন, এবং ঐ বীজাকারে উক্ত ভূতসমূহে প্রবেশ করিয়া অণ্ডরূপে গর্ভীভূত হইলেন। এইরূপে সম্বৎসরনির্মাতা প্রজাপতির সৃষ্টি হইল।

২। সম্বৎসরপ্রজাপতি আদিত্যাত্মক। আদিত্যের পূর্বে কালের সৃষ্টি অসম্ভব।

৩। কারণ তিনি স্বাভাবিক অবিদ্যাধারা গ্রস্ত ছিলেন।

স ঐক্ষত যদি বা ইমমভিমংস্যে কনীয়োঽন্নং করিষ্য ইতি স তয়া বাচা তেনাত্মনেদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চর্চো যজূংষি সামানি ছন্দাংসি যজ্ঞান্ প্রজাঃ পশূন্। স যদ্ যদেবাসৃজত তত্তদত্তুমধ্রিয়ত সর্বং বা অত্তীতি তদদিতেরদিতিত্বং সর্বস্যৈতস্যাত্তা ভবতি সর্বমস্যান্নং ভবতি য এবমেতদ-দিতেরদিতিত্বং বেদ ॥ ৫

[কুমারকে (—বিরাটকে) এইরূপ ভীত দেখিয়া] সঃ (মৃত্যু) ঐক্ষত (আলোচনা করিলেন)—যদি বৈ (যদি কখনও) [স্বাভাবিক ক্ষুধার্তঃ] ইমম্

(এই কুমারকে) অভিমংস্যে (হিংসা করি), [তবে] কনীয়ঃ অন্নম্ (অল্পই অন্ন) করিষ্যে (সৃজন করিব); ইতি (এই চিন্তা করিয়া) সঃ তয়া বাচা (সেই বেদাত্মিকা বাক্যের দ্বারা) [এবং] তেন আত্মনা (সেই মনের দ্বারা) [বেদালোচনা-রূপ মিথুনভাব সম্পাদন করিয়া], যৎ ইদম্ কিম্ চ (এই যাহা কিছু), [অর্থাৎ যজ্ঞে ব্যবহার্য) ঋচঃ (ঋক্-মন্ত্র সকল) যজূংষি (যজুর্মন্ত্র সকল) সামানি (সামমন্ত্র সকল) ছন্দাংসি (গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ সকল); [মন্ত্রসাধ্য] যজ্ঞান্ (যজ্ঞ সকল); [যজ্ঞকর্ত্তা] প্রজাঃ (মনুষ্য সকল), [যজ্ঞের সাধন] পশূন্ (পশু সকল)—ইদম্ সর্বম্ ([চরাচর] এই সমস্ত) অসৃজত (সৃজন করিলেন)। সঃ যৎ যৎ এব (যাহা যাহাই, [ক্রিয়া, ক্রিয়ার সাধন, বা ক্রিয়ার ফল]) অসৃজত, তৎ তৎ (তাহা (তাহাই) অত্তুম্ (খাইতে) অধ্রিয়ত (সঙ্কল্প করিলেন)। বৈ (যেহেতু) সর্বম্ (সমস্ত) অত্তি (আহার করেন), ইতি, তৎ (সুতরাং) অদিতেঃ (অদিতিনামক মৃত্যুর) অদিতিত্বম্ (অদিতি-নামের প্রসিদ্ধ নির্বচন)। যঃ (যিনি) অদিতেঃ (অদিতির) এতৎ অদিতিত্বম্ (অদিতি-নামের এই নিরুক্তি) এবম্ (এইরূপে) বেদ (জানেন), [তিনি] এতস্য সর্বস্য ([অন্নভূত] এই সমস্ত জগতের) অত্তা (ভক্ষক) ভবতি (হন), অস্য (ইঁহার পক্ষে) সর্বম্ (সমস্তই) অন্নম্ ভবতি (অন্ন হয়)। ৫

সেই মৃত্যু আলোচনা করিলেন, "এই কুমারকে যদি বা কখনও মারিয়া ফেলি, তবে আমি অল্পই অন্নসৃজনে সমর্থ হইব।[১]" এই চিন্তা করিয়া তিনি উক্ত বাক্যের দ্বারা এবং উক্ত মনের দ্বারা এই যাহা কিছু[২]—অর্থাৎ ঋক্, যজু, সাম,[৩] ছন্দ[৪], যজ্ঞ, মানুষ, ও পশুসমূহ—এই সমুদয়ের সৃষ্টি করিলেন। তিনি যাহা যাহা সৃজন করিলেন, তাহা তাহাই খাইতে বাসনা করিলেন। যেহেতু তিনি সমস্ত আহার (বা অদন) করেন, অতএব উহাই অদিতির অদিতি-নামের নির্বচন।[৫] যিনি এইরূপে অদিতির এই অদিতিত্ব জানেন, তিনি এই সমস্তের ভোক্তা (বা অত্তা) হন,[৬]—ইঁহার পক্ষে সমস্তই অন্ন হয়। ৫

১। বিরাট্ সর্বাত্মক এবং অন্নের কারণ। তাঁহাকে খাইয়া ফেলিলে অন্নের বীজই নষ্ট হইয়া যাইবে ; সুতরাং প্রচুর অন্ন কিরূপে হইবে ?

২। বিরাটের সৃষ্টি বলাতেই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের সৃষ্টি বলা হইয়া গিয়াছে। এখানে জগৎসৃষ্টি বলা উদ্দেশ্য নহে—ইহাই বুঝাইবার জন্য পরে বর্ষাদির উল্লেখ হইয়াছে।

৩। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, তিনি বেদালোচনা করিয়া সৃষ্টি করিলেন ; তবে আবার পরে বর্ষাদির সৃষ্টি হয় কিরূপে ? বুঝিতে হইবে যে, পূর্বে বাকের সহিত মনের অব্যক্ত মিথুনীভাব এবং বর্তমানে পূর্ববিদ্যমান বেদসমূহেরই কর্মে প্রয়োজ্যরূপে অভিব্যক্তি বলা হইতেছে।

৪। গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্, ও জগতী।

৫। ইহার দ্বারা উপাস্য প্রজাপতির গুণান্তর বিহিত হইল। এইরূপ গুণযুক্ত-ভাবে তিনি উপাস্য। যথা—(ঋগ্বেদ ১।৮৯)

অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্॥

৬। সর্বাত্মক না হইয়া সকলের অত্তা হওয়া অসম্ভব। অতএব তিনি সকলের অত্তা অদিতির ন্যায় সর্বাত্মক হন।

সোঽকাময়ত ভূয়সা যজ্ঞেন ভূয়ো যজেয়েতি। সোঽশ্রাম্যৎ স তপোঽতপ্যত তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য যশো বীর্যমুদক্রামৎ। প্রাণা বৈ যশো বীর্যং তৎ প্রাণেষূৎক্রান্তেষু শরীরং শ্বয়িতুমধ্রিয়ত তস্য শরীর এব মন আসীৎ॥ ৬

[অধুনা অশ্ব ও অশ্বমেধ শব্দের নির্বচনের জন্য বলা হইতেছে]—সঃ (ঐ প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ) অকাময়ত (কামনা করিলেন)—ভূয়ঃ (পুনর্বার) ভূয়সা যজ্ঞেন (মহৎ যজ্ঞ, বহু দক্ষিণা-যুক্ত অশ্বমেধ, অবলম্বনে) যজেয় (আমি যজ্ঞ করি) ইতি। [এইরূপ কামনার ফলে] সঃ অশ্রাম্যৎ (শ্রান্ত হইলেন), সঃ তপঃ অতপ্যত

বিষাদে মগ্ন হইলেন)। শ্রান্তস্য তপ্তস্য (শ্রান্ত ও বিরক্ত) তস্য (তাঁহার) যশঃ বীর্যম্ (খ্যাতি ও বল) উদক্রামৎ (নির্গত হইল)। প্রাণাঃ বৈ (ইন্দ্রিয়বৃত্তি) যশঃ বীর্যম্ [কারণ দেহে ইন্দ্রিয় থাকিলেই মানুষ যশস্বী ও বলবান্ হইতে পারে]। প্রাণেষু উৎক্রান্তেষু (ইন্দ্রিয়বর্গ [শরীর হইতে] নিষ্ক্রান্ত হইলে) তৎ শরীরম্ ([প্রজাপতির উক্ত দেহ) শ্বয়িতুম্ অধ্রিয়ত (ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিল), [অর্থাৎ ঐ দেহ অপবিত্র বা অযজ্ঞার্হ হইল]; [কিন্তু প্রজাপতি দেহ ছাড়িয়া গেলেও], তস্য মনঃ (মন) শরীরে এব (দেহেই) আসীৎ ([আসক্ত] রহিয়া গেল)। ৬

তিনি এই কামনা করিলেন, "আমি পুনর্বার মহৎ যজ্ঞ অবলম্বনে যজ্ঞ করিব।[1]" তিনি শ্রান্ত হইলেন এবং ক্লেশযুক্ত হইলেন। শ্রান্ত ও ক্লিষ্ট তাঁহার (দেহ হইতে) যশ ও বীর্য নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। ইন্দ্রিয়বৃন্দই যশ ও বীর্য। ইন্দ্রিয়বর্গ নির্গত হইলে উক্ত দেহ স্ফীত হইতে লাগিল; (কিন্তু) তাঁহার মন দেহেই (আসক্ত) রহিয়া গেল।[2] ৬

১। যজ্ঞাদি-কর্মে প্রজাপতির অধিকার নাই; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার মনে পূর্বজন্মের অশ্বমেধের যে সংস্কার ছিল, তিনি তদ্ভাবে ভাবিত হইলেন। পূর্বজন্মে যিনি যজমানরূপে অশ্বমেধ করিয়াছিলেন, তিনিই পরে অশ্বমেধের ফলে প্রজাপতি হইয়া জন্মিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার মনে "পুনর্বার যজ্ঞ করিব," এইরূপ বাসনা সম্ভব হইল।

২। প্রবাসীর মন যেমন প্রিয় গৃহাদির প্রতি আসক্ত থাকে, তেমনি। সুতরাং দেহ হইতে নির্গত হইলেও প্রজাপতি মুক্ত হইলেন না; কারণ তখনও তাঁহার জ্ঞানলাভ হয় নাই।

সোঽকাময়ত মেধ্যং ম ইদং স্যাদাত্মন্ব্যনেন স্যামিতি। ততোঽশ্বঃ সমভবদ যদশ্বৎ তন্মেধ্যমভূদিতি তদেবাশ্বমেধস্যাশ্ব-

মেধ্যম্। এষ হ বা অশ্বমেধং বেদ য এনমেবং বেদ। তমনবরুধ্যৈবামন্যত। তং সংবৎসরস্য পরস্তাদাত্মন আলভত। পশূন্ দেবতাভ্যঃ প্রত্যৌহৎ। তস্মাৎ সর্বদেবত্যং প্রোক্ষিতং প্রাজাপত্যমালভন্তে। এষ হ বা অশ্বমেধো য এষ তপতি তস্য সংবৎসর আত্মাঽয়মগ্নিরর্কস্তস্যেমে লোকা আত্মানস্তাবেতাবর্কাশ্বমেধৌ। সো পুনরেকৈব দেবতা ভবতি মৃত্যুরেবাপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি নৈনং মৃত্যুরাপ্নোতি মৃত্যুরস্যাত্মা ভবত্যেতাসাং দেবতানামেকো ভবতি ॥ ৭ ॥ ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

সঃ (হিরণ্যগর্ভ) অকাময়ত—মে (আমার) ইদম্ (এই দেহ) মেধ্যম্ (যজ্ঞার্হ স্যাৎ (হউক), অনেন (এই দেহ অবলম্বনে) [আমি] আত্মন্বী (দেহবান্) স্যা (হই) ইতি (এইরূপ ভাবিয়া) [তিনি দেহে প্রবেশ করিলেন]। যৎ (যেহেতু তৎ (উক্ত শরীর) অশ্বৎ (=অশ্বয়ৎ, স্ফীত হইয়াছিল), ততঃ (সুতরাং) [উহা অশ্বঃ (অশ্ব এই নামধারী) সমভবৎ (হইয়াছিল), [এবং যেহেতু প্রজাপতির আবেশ-বশতঃ উহা] মেধ্যম্ অভূৎ (যজ্ঞিয় হইল) তৎ এব (সেই জন্যই অশ্বমেধস্য (অশ্বমেধের) অশ্বমেধত্বম্ (অশ্বমেধ-নাম লাভ হইল), ["অশ্ব" ও "মেধ্য" মিলিয়া অশ্বমেধ হইল]। [পূর্বে বলা হইয়াছে যে, অশ্ব প্রজাপতিস্বরূপ (১।১।১), এবং অগ্নিও তদ্রূপ (১।২।৩)। অধুনা উপাসনার জন্য অশ্ব ও অগ্নি উভয়কে একই সঙ্গে অশ্বমেধের ফল প্রজাপতিরূপে বলা হইতেছে]—যঃ (যিনি) এনম্ (প্রজাপতিরূপ অশ্ব ও অর্করূপ অগ্নিকে) এবম্ (এইরূপে, নিম্নোক্ত "তমনবরুধ্যৈব" ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিতরূপে এবং বক্ষ্যমাণ প্রকারে অবিচ্ছিন্ন রূপে) বেদ (জানেন), এষঃ হ বৈ (একমাত্র এইরূপ ব্যক্তিই) অশ্বমেধম্ অশ্বমেধকে) বেদ, [সুতরাং এইরূপেই অশ্বমেধকে জানিতে হইবে]। [উপাসনা-বিধিবিষয়ে প্রথমে অর্থবিষয়ক দর্শন বলা হইতেছে]—["মহাযজ্ঞ করিব" (১।২।৬) এই কামনা করিয়া প্রজাপতি আপনাকেই পশুরূপে কল্পনা করিয়া] তম্ (উক্ত

অশ্বকে), অনবরুধ্য এব (বন্ধন না করিয়াই, উৎসর্গীকৃত পশুকে মুক্ত রাখিয়াই) [উক্ত পশুবধকে] অমন্যত (চিন্তা করিলেন)। সংবৎসরস্য পরস্তাৎ (এক বৎসর পরে) তম্ (উক্ত পশুকে) আত্মনে (আপনার উদ্দেশে, অর্থাৎ প্রজাপতির নিকট উৎসর্গীকৃতরূপে) আলভত (আলম্ভন, বধ, করিলেন), [এবং অপরাপর গ্রাম্য ও আরণ্য] পশূন্ (পশুগণকে) [ভিন্ন ভিন্ন] দেবতাভ্যঃ (দেবগণের উদ্দেশে) প্রত্যৌহৎ (প্রেরণ করিলেন)। [প্রজাপতির আলম্ভে যেহেতু প্রজাপতি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন] তস্মাৎ (সেইজন্যই) [আধুনিক যাজ্ঞিক-গণও] সর্বদেবত্যম্ (সকল দেবতার উদ্দেশে) প্রোক্ষিতম্ (মন্ত্রসংস্কৃত পশুকে) প্রাজাপত্যম্ আলভন্তে (প্রজাপতির উদ্দেশে আলম্ভন করেন), [আধুনিকদের পরম্পরাগত আচরণ হইতেই প্রমাণিত হয় যে, প্রজাপতিও ঐরূপ করিয়াছিলেন]। যঃ এষঃ (এই যিনি, যে সবিতাদেব) তপতি (তাপ দান করেন) এষঃ হ বৈ (ইনিই) অশ্বমেধঃ, [অশ্বমেধের ফলে যজমান এই সূর্যত্ব লাভ করিয়াছেন]। সংবৎসরঃ তস্য (তাঁহার, সবিতার) আত্মা (শরীর) [কারণ সংবৎসর তাঁহারই সৃষ্ট]। [অশ্বমেধক্রতুর ফল সূর্য, এবং ক্রতু অগ্নিসাধ্য ; এইজন্য সাধন ও ফলের অভেদ মানিয়া ক্রতুকে সূর্যরূপে এবং অগ্নিকে ক্রতুরূপে নির্দেশ করা হইতেছে]— অয়ম্ অগ্নিঃ (এই পার্থিব অগ্নি) অর্কঃ (যজ্ঞাগ্নি)। [ক্রতুতে প্রজ্বালিত] তস্য (ঐ অর্কের) ইমে লোকাঃ (এই ত্রিলোক) আত্মানঃ (শরীরের অবয়বসমূহ), অর্থাৎ ১।২।৩ কণ্ডিকাতে "প্রাচী দিক্" প্রভৃতির দ্বারা যে অগ্নির লোকাত্মকতা বর্ণিত হইয়াছে, "ইমে লোকাঃ" ইত্যাদির দ্বারা তাঁহারই কথা বলা হইতেছে]। এতৌ (এই যথাবিশেষিত) তৌ (উক্ত উভয়ে, অগ্নি ও আদিত্য) অর্ক-অশ্বমেধৌ অর্ক ও অশ্বমেধ [যথাক্রমে ক্রতু ও ক্রতুফল]। [তাহারা উভয়ে, অর্থাৎ অগ্নি ও আদিত্য] পুনঃ উ (আবার) সা একা এব দেবতা (সেই একই দেবতা) মৃত্যুঃ এব (মৃত্যুই) ভবতি (হন), [তিনি পূর্বে এক ছিলেন ; পরে ক্রিয়া, সাধন, ও ফলভেদে ত্রিধা হন , পুনর্বার ক্রিয়াসম্পাদনের পরে একই মৃত্যুরূপী ক্রতুফলে পরিণত হন]। [যিনি এইরূপ জানেন, তিনি] পুনর্মৃত্যুম্ অপজয়তি (পুনর্মৃত্যু জয় করেন, একবার মরিয়া পুনর্বার মরিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন না, অর্থাৎ তাঁহার জন্মমুক্তি হয়), এনম্ (ইঁহাকে) মৃত্যুঃ (মরণ) ন আপ্নোতি (আক্রমণ করেন না) ;

[কারণ] মৃত্যুঃ অস্য (ইঁহার) আত্মা ভবতি (আত্মা হন, ইঁহার সহিত অভিন্ন হন), [ইনি উপাসনার ফলস্বরূপ মৃত্যু হইয়া] এতাসাম্ দেবতানাম্ (এই দেবগণের সহিত) একঃ ভবতি (অভিন্ন হন)। ৭

তিনি কামনা করিলেন, "আমার এই দেহ মেধ্য হউক, এতদবলম্বনে আমি শরীরবান্ হইব ;" (এই ভাবিয়া তিনি দেহে প্রবেশ করিলেন)। যেহেতু উক্ত শরীর স্ফীত হইয়াছিল (= অশ্বৎ), সুতরাং উহা অশ্বনাম-ধারী হইয়াছিল ; (এবং যেহেতু প্রবেশানন্তর) মেধ্য হইয়াছিল, সুতরাং অশ্বমেধের অশ্বমেধ-নাম-লাভ হইল।[১] যিনি প্রজাপতিকে নিম্নোক্তরূপে জানেন, কেবল তিনিই অশ্বমেধকে জানেন[২]—(নিজ দেহকে অশ্বরূপে কল্পনা করিয়া) তাহাকে মুক্ত রাখিয়াই তিনি (তদ্বিষয়ে) চিন্তা করিলেন। এক বৎসর অতীত হইলে তিনি উক্ত অশ্বকে আপনার উদ্দেশ্যে আলম্ভন করিলেন ; এবং (অপর) পশুগণকে (অপর) দেবগণের উদ্দেশে প্রেরণ করিলেন।[৩] সেই জন্যই (আজও যাজ্ঞিকগণ) সর্বদেবতার উদ্দেশে মন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত পশুকে প্রজাপতির উদ্দেশে আলম্ভন করেন। এই যে সূর্য তাপবিকীরণ করেন, ইনিই অশ্বমেধ ;[৪] সম্বৎসর তাঁহার শরীর। এই পার্থিব অগ্নিই অর্ক (বা যজ্ঞাগ্নি) ; এই লোকসমূহ তাঁহার দেহাবয়ব। এই যথাবিশেষিত উক্ত অগ্নি ও আদিত্য (যথাক্রমে) অর্ক (বা ক্রতু) ও অশ্বমেধ . তাঁহারাই আবার একই দেবতা মৃত্যু হইয়া থাকেন। যিনি এইরূপ[৫] জানেন, তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন। মৃত্যু ইঁহাকে কবলিত করেন না ; (কারণ) মৃত্যু ইঁহার আত্মা হন, ইনি এই দেবগণের সহিত অভিন্ন হন। ৩

১। ক্রিয়া, ক্রিয়ার সাধন, ও ক্রিয়াফল—এই তিনটি লইয়াই ক্রতু হয়। এই

পর্যন্ত দেখান হইল যে, এই তিনটিই, অর্থাৎ সমগ্র ক্রতুই, প্রজাপতি। এইরূপে অশ্বমেধ-ক্রতুর প্রশংসা করা হইল।

২। এইরূপে অশ্বমেধ জ্ঞাতব্য। ইহাই প্রধানবিধি।

৩। অর্থাৎ অপরেরাও প্রজাপতির ন্যায় নিজ দেহকে অশ্বাৎ বলিয়া মনে করিবেন, এবং এইরূপ ভাবনা করিবেন, "যখন মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত হই, তখন আমি সকল দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হই; কিন্তু আলম্ভন-কালে আমি নিজেরই নিকট উৎসর্গীকৃত হই। আমারই অবয়বভূত অপর দেবগণের উদ্দেশে অপর পশুগণ নিহত হয়।"

৪। পশুযুক্ত বা পশুবিহীন (=উপাসনাত্মক)—যেরূপ অশ্বমেধই হউক না কেন, তাহার ফলে সূর্যরূপী প্রজাপতির লাভ হয়। এই সূর্য কিন্তু সূর্যমণ্ডল নহেন, ইনি সূর্যমণ্ডলাধিষ্ঠাতা দেবতা।

৫। "আমি, মদ্রূপ অশ্ব ও অগ্নির দ্বারা লভ্য মৃত্যুপদ, এবং অশ্বমেধ একই দেবতা"—এইরূপ জানেন।

প্রথমাধ্যায়—তৃতীয় ব্রাহ্মণ

দ্বয়া হ বা প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ। ততঃ কানীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরাস্ত এষু লোকেষ্বস্পর্ধন্ত তে হ দেবা ঊচুর্হন্তাসুরান্ যজ্ঞ উদ্গীথেনাত্যয়ামেতি ॥ ১

[কর্মসহকৃত উপাসনার সর্বশ্রেষ্ঠ ফল হিরণ্যগর্ভের সহিত একাত্মতা লাভ—ইহা বলা হইয়াছে। অধুনা এই ফলের সাধনভূত কর্ম ও জ্ঞানের উৎপত্তি যাহা হইতে হয়, তাহা দেখান হইতেছে]—প্রাজাপত্যাঃ (প্রজাপতির সন্তানগণ) হ [অতীতের স্মারক অব্যয়] দ্বয়াঃ বৈ (দুই প্রকার)—দেবাঃ চ অসুরাঃ চ (দেবগণ

ও অসুরগণ)। ততঃ (সুতরাং) দেবাঃ কানীয়সাঃ [= কনীয়াংসঃ] এব (অবশ্যই অল্পসংখ্যক), অসুরাঃ জ্যায়সাঃ [= জ্যায়াংসঃ, অধিকসংখ্যক)। তে (তাঁহারা) এষু লোকেষু (এই সকল লোকলাভের জন্য) অস্পর্ধন্ত (প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন)। [বহুসংখ্যক অসুর কর্তৃক আপনাদিগকে পরাজিত হইতে দেখিয়া] তে হ দেবাঃ (উক্ত দেবগণ) উচুঃ (বলিলেন)—হন্ত (ভাল কথা), যজ্ঞে (জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে) উদ্গীথেন (উদ্গীথ-কর্মের, কর্তাকে আশ্রয় করিয়া) অসুরান্ (অসুরদিগকে) অত্যয়াম (অতিক্রম করি) ইতি। ১

প্রজাপতির দুই প্রকার সন্তান—দেবগণ ও অসুরগণ।[১] সুতরাং[২] দেবগণ অল্পসংখ্যক ও অসুরগণ বহুসংখ্যক। তাঁহারা এই সকল লোকে (আধিপত্য লাভের জন্য) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন।[৩] উক্ত দেবগণ বলিলেন, "ভাল কথা, আমরা (এই) যজ্ঞে উদ্গীথের দ্বারা অসুরগণকে অতিক্রম করিব।" ১

১। বৃঃ ১।২।৩ এর ১ম টীকায় বলা হইয়াছে যে, অশ্বমেধ-কর্ম বা উপাসনার ফলে যজমান প্রজাপতিত্ব লাভ করেন। মূলের "হ" অব্যয়টি বর্তমান প্রজাপতির পূর্বজন্মের কথাই স্মরণ করাইতেছে। ঐ জন্মে যখন প্রজাপতির ইন্দ্রিয়বর্গ জ্ঞান ও কর্মে শাস্ত্রানুসারে প্রবৃত্ত থাকিয়া দ্যুতিমান্ হইয়াছিল, তখন তাহারাই দেবশব্দবাচ্য ছিল। ঐ ইন্দ্রিয়বর্গই আবার যখন স্বাভাবিক প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা দৃষ্ট ও দৃষ্টপ্রয়োজন কর্ম ও জ্ঞানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন তাহারাই অসুরশব্দবাচ্য ছিল। "সুর" হইতে ভিন্ন যাহারা, কিংবা সমস্ত "অসু" বা জীবনে রমণ বা আনন্দ করে যাহারা, তাহারা অসুর। সুতরাং একই ইন্দ্রিয় উপাধিভেদে "সুর" বা "অসুর" হইতে পারে। ইহারা যজমানাবস্থ প্রজাপতির সন্তানস্থানীয়।

২। শাস্ত্রজনিত প্রবৃত্তি অপেক্ষা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রবল হয় বলিয়া।

৩। প্রবৃত্তির উদ্ভব বা অভিভবই এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। যখন শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তি প্রবল হয়, তখন ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পরাভূত হয়—ইহাই দেবগণের বিজয়। আবার যখন দৈবী প্রবৃত্তি আসুরী প্রবৃত্তির দ্বারা পরাভূত হয়, তখন উহাই অসুরদের জয়। দেবগণের বিজয়ে ধর্মের বৃদ্ধি হইয়া প্রজাপতিত্ব পর্যন্ত লাভ হয়। অসুরদিগের

বিজয়ে অধর্মের বৃদ্ধি হইয়া স্থাবরত্বপ্রাপ্তি পর্যন্ত ঘটিতে পারে। উভয় প্রবৃত্তি সমান হইলে মনুষ্যত্ব লাভ হয়।

তে হ বাচমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্যো বাগুদগায়ৎ। যো বাচি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়দ্ যৎ কল্যাণং বদতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাঽত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং বদতি স এব স পাপ্মা ॥ ২

তে হ (পূর্বোক্ত দেবগণ) বাচম্ (বাগভিমানী বাগ্‌দেবতাকে) উচুঃ (বলিলেন) —ত্বম্ (আপনি) নঃ (আমাদের জন্ত) উদ্‌গায় (উদ্‌গীথ-গান করুন) ইতি। তথা (তাহাই হউক) ইতি (এই বলিয়া) বাক্ তেভ্যঃ (তাঁহাদের জন্ত) উদগায়ৎ (উদ্‌গান করিলেন)। বাচি (বাগ্‌ব্যাপারে, অর্থাৎ বাক্যোচ্চারণের দ্বারা) [সকল দেবতার বা ইন্দ্রিয়ের] যঃ ভোগঃ (যে উত্তম ফললাভ হয়) তম্ (উক্ত ফল) দেবেভ্যঃ (দেবগণের, শাস্ত্রমার্গানুগামী ইন্দ্রিয়বর্গের, জন্ত) আগায়ৎ (গান করিলেন) [গান করিয়া ঐ ফল নিষ্পন্ন করিলেন] ; যৎ (যে) কল্যাণম্ বদতি (উত্তম বর্ণোচ্চারণ হয়) তৎ (তাহা) আত্মনে (আপনারই জন্ত) [নিষ্পন্ন করিলেন] তে (ঐ অসুরগণ) [বাগ্‌দেবতার এই স্বার্থপরতারূপ ছিদ্র পাইয়া] বিদুঃ (জানিতে পারিল)—অনেন বৈ উদ্‌গাত্রা (এই উদ্‌গাতারই দ্বারা) [দেবগণ] নঃ (আমাদিগকে) অত্যেষ্যন্তি (অতিক্রম করিবেন) ইতি। তম্ (ঐ উদ্‌গাতা বাগ্‌দেবতার প্রতি) অভিদ্রুত্য (অগ্রসর হইয়া, আক্রমণ করিয়া) [তাঁহাকে] পাপ্মনা ([স্বার্থাভিসন্ধি-রূপ] পাপের দ্বারা) অবিধ্যন্ (বিদ্ধ করিল)। [যজমানাবস্থ প্রজাপতির বাক্‌সংলগ্ন] সঃ যঃ সঃ পাপ্মা (সেই যে সেই পাপ) সঃ এব সঃ পাপ্মা (উহাই এই পাপ) যৎ এব ইদম্ (এই যে) অপ্রতিরূপম্ (অননুরূপ, শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ-রূপে) বদতি ([লোকে] বাগ্‌ব্যবহার করে)। ২

তাঁহারা বাগ্‌দেবতাকে বলিলেন, "আপনি আমাদের জন্ত উদ্‌গান

করুন।” “তথাস্তু” বলিয়া বাগ্‌দেবতা তাঁহাদের জন্য উদ্‌গান করিলেন।[১] বাক্যের দ্বারা যে (সর্বসাধারণ) ভোগলাভ হয়, তাহা তিনি গানের দ্বারা দেবগণের জন্য নিষ্পন্ন করিলেন; (কিন্তু) যাহা উত্তমরূপে বর্ণোচ্চারণ (রূপ ভোগ) তাহা আপনারই জন্য নিষ্পন্ন করিলেন।[২] অসুরেরা জানিতে পারিল, “এই উদ্‌গাতার সহায়েই (দেবগণ) আমাদিগকে অতিক্রম করিবেন।[৩]” তাহারা বাগ্‌দেবতার প্রতি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে পাপের দ্বারা বিদ্ধ করিল। সেই যে সেই পাপ, তাহাই এই পাপ, যাহা (লোকমধ্যে) প্রতিবিদ্ধ বাক্যো-চ্চারণরূপে দৃষ্ট হয়।[৪] ২

১। পরে অপর ইন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধেও এইরূপ বলা হইবে। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়গণই উপাসনা ও কর্মের কর্তা ও ফলের লব্ধা; আত্মাতে কর্তৃত্ব ও ফলভোগিত্ব নাই (৪।৩।৭)—ইহাই তাৎপর্য।

২। জ্যোতিষ্টোমে দ্বাদশটি স্তোত্র গীত হয়। তন্মধ্যে পবমান-নামক তিনটি স্তোত্রের দ্বারা যজমানের লভ্য ফল নিষ্পাদন-পূর্বক উদ্‌গাতা অবশিষ্ট নয়টি স্তোত্রে আপনারই জন্য যথাবিহিত বিশেষ বিশেষ ফল নিষ্পাদিত করেন।

৩। শাস্ত্রানুমোদিত প্রবৃত্তিপরায়ণ হইয়া স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্মের প্রবৃত্তিকে পরাস্ত করিবেন।

৪। কার্য হইতে কারণ অনুমিত হয়; সুতরাং আধুনিক লোকের বাচনিক পাপাচারণ হইতেই প্রমাণিত হয় যে, যজমানাবস্থায় প্রজাপতির বাগিন্দ্রিয়ে পাপ সংলগ্ন হইয়াছিল। প্রতিবিদ্ধ বাক্যোচ্চারণই পাপ। পরেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

অথ হ প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদ্‌গায়েতি তথেতি তেভ্যঃ প্রাণ উদগায়দ্ যঃ প্রাণে ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়দ্ যৎ কল্যাণং জিঘ্রতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্‌গাত্রাঽত্যেষ্যন্তীতি

তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদম-প্রতিরূপং জিঘ্রতি স এব স পাপ্মা ॥ ৩

অথ হ (অনন্তর) প্রাণম্ (ঘ্রাণদেবতাকে), জিঘ্রতি (আঘ্রাণ করে), অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৩

অনন্তর (দেবগণ) ঘ্রাণদেবতাকে বলিলেন, "আপনি আমাদের জন্য উদ্গীথ-গান করুন।" "তথাস্তু" বলিয়া ঘ্রাণদেবতা তাঁহাদের জন্য উদ্গান করিলেন। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে (সর্বসাধারণ) ভোগ-লাভ হয় তাহা তিনি গানের দ্বারা দেবগণের জন্য নিষ্পন্ন করিলেন, (কিন্তু) যাহা উত্তম আঘ্রাণ (রূপ ভোগ) তাহা তিনি নিজের জন্য নিষ্পন্ন করিলেন। অসুরগণ জানিতে পারিল, "এই উদ্গাতার সহায়েই (দেবতারা) আমাদিগকে অতিক্রম করিবেন।" তাহারা ঘ্রাণদেবতার প্রতি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে পাপবিদ্ধ করিল। সেই যে সেই পাপ, তাহাই এই পাপ, যাহা (লোকমধ্যে) প্রতিবিদ্ধ ঘ্রাণগ্রহণরূপে দৃষ্ট হয়। ৩

অথ হ চক্ষুরূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্যশ্চক্ষু-রুদগায়ৎ। যশ্চক্ষুষি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়দ্ যৎ কল্যাণং পশ্যতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাঽ-ত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং পশ্যতি স এব স পাপ্মা। ৪

অনন্তর (তাঁহারা) চক্ষুর্দেবতাকে বলিলেন, "আপনি আমাদের জন্য উদ্গীথ-গান করুন।" "তথাস্তু" বলিয়া চক্ষুর্দেবতা তাঁহাদের জন্য উদ্গান করিলেন। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা যে (সর্বসাধারণ) ভোগলাভ

হয়, তাহা তিনি গানের দ্বারা দেবতাদের জন্য সম্পাদন করিলেন ; (কিন্তু) যাহা উত্তম দর্শন (রূপ ভোগ) তাহা আপনারই জন্য সম্পাদন করিলেন। অসুরগণ জানিতে পারিল, "এই উদ্গাতার সহায়েই দেবতারা আমাদিগকে অতিক্রম করিবেন।" তাহারা চক্ষুর্দেবতার প্রতি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে পাপবিদ্ধ করিল। সেই যে সেই পাপ, তাহাই এই পাপ, যাহা (লোকমধ্যে) প্রতিবিদ্ধ বস্তুদর্শনরূপে প্রতিভাত হয়। ৪

অথ হ শ্রোত্রমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্যঃ শ্রোত্রমুদগায়দ্ যঃ শ্রোত্রে ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়দ্ যৎ কল্যাণং শৃণোতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাঽত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং শৃণোতি স এব স পাপ্মা॥ ৫

অনন্তর (তাঁহারা) শ্রবণদেবতাকে বলিলেন, "আপনি আমাদের জন্য উদ্গীথ-গান করুন।" "তথাস্তু" বলিয়া শ্রবণদেবতা তাঁহাদের জন্য উদ্গান করিলেন। শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে (সর্বসাধারণ) ভোগলাভ হয়, তাহা তিনি গানের দ্বারা দেবতাদের জন্য সম্পাদন করিলেন ; (কিন্তু) যাহা উত্তম শ্রবণ (রূপ ভোগ) তাহা তিনি নিজেরই জন্য সম্পাদন করিলেন। অসুরেরা জানিতে পারিল, "এই উদ্গাতার সহায়েই দেবতারা আমাদিগকে অতিক্রম করিবেন।" তাহারা শ্রবণদেবতার প্রতি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে পাপবিদ্ধ করিল। সেই যে সেই পাপ, তাহাই এই পাপ, যাহা (লোকমধ্যে) প্রতিবিদ্ধ শব্দশ্রবণরূপে প্রতিভাত হয়। ৫

অথ হ মন উচুস্ত্বং ন উদ্‌গায়েতি তথেতি তেভ্যো মন উদগায়দ্ যো মনসি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়দ্ যৎ কল্যাণং সঙ্কল্পয়তি তদাত্মনে তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্‌গাত্রাঽত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদম-প্রতিরূপং সঙ্কল্পয়তি স এব স পাপ্মৈবমু খল্বেতা দেবতাঃ পাপ্মভিরুপাসৃজন্নেবমেনাঃ পাপ্মনাঽবিধ্যন্ ॥ ৬

"অথ হ" হইতে "সঃ এব সঃ পাপ্মা" [পূর্ববৎ]। এবম্ খলু (ঠিক এইরূপেই) এতাঃ দেবতাঃ চ ([পূর্বে অনুল্লিখিত] এই সকল ত্বগাদির দেবতাবৃন্দকেও) পাপ্মভিঃ (পাপসমূহের দ্বারা) উপাসৃজন্ (স্পর্শ করিল), [অর্থাৎ] এনাঃ (ইঁহাদিগকে) এবম্ (এই রূপে) পাপ্মনা অবিধ্যন্ (পাপবিদ্ধ করিল)। ৬

অনন্তর (তাঁহারা) মনোদেবতাকে বলিলেন, "আপনি আমাদের জন্য উদ্‌গীথ-গান করুন।" "তথাস্তু" বলিয়া মনোদেবতা তাঁহাদের জন্য উদ্‌গান করিলেন। সঙ্কল্পের দ্বারা যে (সর্বসাধারণ) সম্ভোগ হয়, তাহা তিনি গানের দ্বারা দেবগণের জন্য সম্পাদন করিলেন; (কিন্তু) যাহা শুভসঙ্কল্প (রূপ ভোগ) তাহা আপনার জন্য সম্পাদন করিলেন। অসুরগণ জানিতে পারিল, "এই উদ্‌গাতার সাহায্যেই (দেবগণ) আমাদিগকে অতিক্রম করিবেন।" তাঁহার প্রতি অগ্রসর হইয়া তাহারা তাঁহাকে পাপবিদ্ধ করিল। সেই যে সেই পাপ, ইহাই এই পাপ, যাহা (লোকমধ্যে) প্রতিষিদ্ধ-বিষয়ক সঙ্কল্পরূপে প্রতিভাত হয়। এইরূপেই অপর দেবগণকেও তাহারা পাপের দ্বারা স্পর্শ করিল, অর্থাৎ পাপবিদ্ধ করিল। ৬

অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদ্‌গায়েতি তথেতি তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ত্তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্‌গাত্রাঽত্যেষ্যন্তীতি

হয়, তাহা তিনি গানের দ্বারা দেবতাদের জন্য সম্পাদন করিলেন, (কিন্তু) যাহা উত্তম দর্শন (রূপ ভোগ) তাহা নিজেরই জন্য সম্পাদন করিলেন। অসুরগণ জানিতে পারিল, "এই উদ্‌গাতার সহায়েই দেবতারা আমাদিগকে অতিক্রম করিবেন।" তাহারা চক্ষুর্দেবতার প্রতি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে পাপবিদ্ধ করিল। সেই যে সেই পাপ, তাহাই এই পাপ, যাহা (লোকমধ্যে) প্রতিবিদ্ধ বস্তুদর্শনরূপে প্রতিভাত হয়। ৪

অথ হ শ্রোত্রমূচুস্ত্বং ন উদ্‌গায়েতি তথেতি তেভ্যঃ শ্রোত্রমুদগায়দ্ যঃ শ্রোত্রে ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়দ্ যৎ কল্যাণং শৃণোতি তদাত্মনে। তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্‌গাত্রাঽত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদমপ্রতিরূপং শৃণোতি স এব স পাপ্মা ॥ ৫

অনন্তর (তাঁহারা) শ্রবণদেবতাকে বলিলেন, "আপনি আমাদের জন্য উদ্‌গীথ-গান করুন।" "তথাস্তু" বলিয়া শ্রবণদেবতা তাঁহাদের জন্য উদ্‌গান করিলেন। শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে (সর্বসাধারণ) ভোগলাভ হয়, তাঁহা তিনি গানের দ্বারা দেবতাদের জন্য সম্পাদন করিলেন, (কিন্তু) যাহা উত্তম শ্রবণ (রূপ ভোগ) তাহা তিনি নিজেরই জন্য সম্পাদন করিলেন। অসুরেরা জানিতে পারিল, "এই উদ্‌গাতার সহায়েই দেবতারা আমাদিগকে অতিক্রম করিবেন।" তাহারা শ্রবণদেবতার প্রতি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে পাপবিদ্ধ করিল। সেই যে সেই পাপ, তাহাই এই পাপ, যাহা (লোকমধ্যে) প্রতিবিদ্ধ শব্দশ্রবণরূপে প্রতিভাত হয়। ৫

অথ হ মন উচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্যো মন উদগায়দ্ যো মনসি ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়দ্ যৎ কল্যাণং সঙ্কল্পয়তি তদাত্মনে তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাঽত্যেষ্যন্তীতি তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্ স যঃ স পাপ্মা যদেবেদম-প্রতিরূপং সঙ্কল্পয়তি স এব স পাপ্মৈবমু খল্বেতা দেবতাঃ পাপ্মভিরুপাসৃজন্নেবমেনাঃ পাপ্মনাঽবিধ্যন্ ॥ ৬

"অথ হ" হইতে "সঃ এব সঃ পাপ্মা" [পূর্ববৎ]। এবম্ খলু (ঠিক এইরূপেই) এতাঃ দেবতাঃ চ ([পূর্বে অনুল্লিখিত] এই সকল ত্বগাদির দেবতাবৃন্দকেও) পাপ্মভিঃ (পাপসমূহের দ্বারা) উপাসৃজন্ (স্পর্শ করিল), [অর্থাৎ] এনাঃ (ইঁহাদিগকে) এবম্ (এই রূপে) পাপ্মনা অবিধ্যন্ (পাপবিদ্ধ করিল)। ৬

অনন্তর (তাঁহারা) মনোদেবতাকে বলিলেন, "আপনি আমাদের জন্য উদ্গীথ-গান করুন।" "তথাস্তু" বলিয়া মনোদেবতা তাঁহাদের জন্য উদ্গান করিলেন। সঙ্কল্পের দ্বারা যে (সর্বসাধারণ) সম্ভোগ হয়, তাহা তিনি গানের দ্বারা দেবগণের জন্য সম্পাদন করিলেন ; (কিন্তু) যাহা শুভসঙ্কল্প (রূপ ভোগ) তাহা আপনার জন্য সম্পাদন করিলেন। অসুরগণ জানিতে পারিল, "এই উদ্গাতার সাহায্যেই (দেবগণ) আমাদিগকে অতিক্রম করিবেন।" তাঁহার প্রতি অগ্রসর হইয়া তাহারা তাঁহাকে পাপবিদ্ধ করিল। সেই যে সেই পাপ, ইহাই এই পাপ, যাহা (লোকমধ্যে) প্রতিষিদ্ধ-বিষয়ক সঙ্কল্পরূপে প্রতিভাত হয়। এইরূপেই অপর দেবগণকেও তাহারা পাপের দ্বারা স্পর্শ করিল, অর্থাৎ পাপবিদ্ধ করিল। ৬

অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি তথেতি তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ত্তে বিদুরনেন বৈ ন উদ্গাত্রাঽত্যেষ্যন্তীতি

তমভিক্রত্য পাপ্মনাঽবিব্যৎসন্ স যথাঽশ্মানমৃত্বা লোষ্টো বিধ্বংসেতৈবং হৈব বিধ্বংসমানা বিষ্বঞ্চো বিনেশুস্ততো দেবা অভবন্ পরাঽসুরা ভবত্যাত্মনা পরাঽস্য দ্বিষন্ ভ্রাতৃব্যো ভবতি য এবং বেদ। ৭

অথ (অনন্তর) হ ইমম্ (এই প্রত্যক্ষ) আসন্যম্ (আস্যে, মুখবিবরে, অবস্থিত) প্রাণম্ (প্রাণকে) উচুঃ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। তম্ অভিক্রত্য পাপ্মনা অবিব্যৎস(বিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিল)। সঃ (সেই বিষয়ে, অসুরগণের প্রাণের সংস্পর্শে আসা বিষয়ে, দৃষ্টান্ত এই)—যথা (যেমন) লোষ্টঃ (লোষ্ট্র, মাটির ঢেলা) অশ্মানম্ ঋত্বা (প্রস্তরকে প্রাপ্ত হইয়া, পাথরে ঠেকিয়া) বিধ্বংসেত (বিচূর্ণ হয়), এবম্ হ এ(ঠিক তেমনি) [অসুরেরা] বিধ্বংসমানাঃ (বিশেষরূপে ধ্বংস হইয়া) বিষ্বঞ্চঃ (নানা দিকে গতিশীল হইয়া, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া) বিনেশুঃ (বিনষ্ট হইল)। ততঃ (সুতরাং) দেবাঃ ([বাগাদি] দেবগণ) অভবন্ ([বক্ষ্যমাণ স্বীয় অগ্ন্যাদিরূপ প্রাপ্ত] হইলেন [১।৩।১২-১৬ দ্রঃ]); অসুরাঃ (অসুরগণ) পরাঃ [অভবন্] (পরাভূত হইল)। যঃ এবম্ বেদ (যিনি এইরূপ জানেন, [শাস্ত্রবিধি অনুসারে যিনি যথোক্ত প্রাণকে আত্মরূপে গ্রহণ করেন]) [তিনি] আত্মনা ([প্রজাপতিরূপ] নিজস্বরূপে) ভবতি (প্রতিষ্ঠিত হন), অস্য (ইঁহার) দ্বিষন্ (দ্বেষকারী) ভ্রাতৃব্যঃ (জ্ঞাতি) পরাভবতি (পরাভূত হয়)। ৭

অতঃপর দেবগণ এই মুখ্যপ্রাণকে বলিলেন, "আপনি আমাদের জন্য উদ্গীথ-গান করুন।" "তথাস্তু" বলিয়া এই প্রাণ তাঁহাদের জন্য উদ্গান করিলেন। অসুরেরা জানিতে পারিল, "এই উদ্গাতার সহায়ে দেবগণ আমাদিগকে অতিক্রম করিবেন।" তাহারা প্রাণের প্রতি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে পাপবিদ্ধ করিতে উদ্যত হইল; (কিন্তু) প্রস্তরের সংস্পর্শে আসিয়া লোষ্ট্র যেমন বিচূর্ণ হয়, ঠিক তেমনি তাহারা বিধ্বস্ত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইল।

সুতরাং[১] দেবগণ (স্বীয় দেবভাবরূপে) প্রতিষ্ঠিত হইলেন,[২] এবং অসুরেরা পরাভূত হইল। যিনি এইরূপ জানেন,[৩] তিনি স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন,[৪] তাঁহার দ্বেষকারী জ্ঞাতি বিধ্বস্ত হয়। ৭

১। সুতরাং—অসুরগণের বিনাশে প্রতিবন্ধকীভূত পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়ায় এবং অনাসক্ত প্রাণের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া বলবান্ হওয়ায়।

২। অসুরনাশের পূর্বেও বাগাদি দেবগণ অগ্ন্যাদিস্বরূপই ছিলেন বটে; কিন্তু তখন ঐ অগ্ন্যাদি রূপ সকল স্বাভাবিক পাপের দ্বারা আবৃত ছিল এবং দেবগণ দেহাবয়বেই আত্মাভিমান করিয়াছিলেন। এখন পিণ্ডাভিমান ত্যাগ করিয়া "আমি অগ্নি", "আমি বায়ু", ইত্যাদিরূপে অভিমানযুক্ত হইলেন।

৩। অর্থাৎ এইরূপ জ্ঞাতব্য—ইহা প্রধান উপাসনাবিধি।

৪। বর্তমান প্রজাপতি পূর্বকল্পে যজমানাবস্থায় এই আখ্যায়িকারূপ শাশ্বত শ্রুতি দেখিয়া এবং তদনুযায়ী বাগাদিকে পাপবিদ্ধ জানিয়া মুখ্যপ্রাণকেই আত্মরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি আধ্যাত্মিক বাগাদিতে আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া বিরাট্পিণ্ডাভিমানী বর্তমান প্রজাপতিস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আধুনিক যে কেহ এইরূপ করিবেন, তিনিও প্রজাপতিত্ব লাভ করিবেন।

তে হোচুঃ ক নু সোঽভূদ্ যো ন ইত্থমসক্তেত্যয়মাস্যেঽন্তরিতি সোঽয়াস্য আঙ্গিরসোঽঙ্গানাং হি রসঃ॥ ৮

[ফলের সহিত প্রধান উপাসনাবিধি বলিয়া অধুনা গুণবিশিষ্ট প্রাণের উপাসনা বলা হইতেছে। এখানে ইহাই বলা হইবে যে, প্রাণ যেহেতু বাগাদি ও দেহাবয়বাদির আত্মা, অর্থাৎ সর্বব্যাপক, সুতরাং এই ব্যাপক প্রাণই আত্মরূপে আশ্রয়ণীয়] —তে ([প্রজাপতির বাগাদি] ইন্দ্রিয়বৃন্দ) ঊচুঃ হ—যঃ (যিনি) নঃ (আমাদিগকে) ইত্থম্ (এবম্প্রকারে) অসক্ত ([স্বরূপের সহিত] সংযুক্ত করিলেন, দেবভাব প্রাপ্ত করাইলেন) সঃ (তিনি) ক নু (কোথায়) অভূৎ (ছিলেন) ইতি। [এই বিচার করিয়া যেহেতু তাঁহারা স্থির করিলেন] অয়ম্[১] (ইনি[২]) আস্যে অন্তঃ ইতি

বিবিধপ্রকার ঘৃণিতরূপে স্থাপন করিলেন। সুতরাং "পাছে আমি পাপরূপ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হই," এই ভয়ে (তদ্দেশবাসী) ব্যক্তির নিকট যাইবে না, কিংবা সেই দিগন্তেও যাইবে না। ১০

১। প্রাণাত্মাভিমানীর পক্ষে ইন্দ্রিয়বিষয়ে আসক্তিরূপ পাপ অসম্ভব; কারণ বাগাদি পরিচ্ছিন্ন-বিষয়ে অভিমান ও স্বাভাবিক অজ্ঞান হইতেই পাপের উৎপত্তি হয়। শাস্ত্রজনিত প্রাণাত্মাভিমানের সহিত এবম্প্রকার পরিচ্ছিন্ন অভিমানের বিরোধ আছে বলিয়া উভয়ে একত্র থাকিতে পারে না।

২। দিক্ অনন্ত, সুতরাং তাহার শেষ নাই। কিন্তু এখানে দিক্ বলিতে বেদজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দ্বারা অধ্যুষিত দেশকে বুঝাইতেছে। অতএব দিগন্ত বলিতে বেদাচার-বহির্ভূত দেশ বুঝিতে হইবে।

৩। প্রাণে আত্মাভিমান করিলে পাপ নিকটেও আসিতে পারে না—ইহাই "লইয়া গেলেন" শব্দদ্বয়ে বুঝাইতেছে। বস্তুতঃ সেখানে দূরে লইয়া যাওয়া নিষ্প্রয়োজন।

সা বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যুমপহত্যাথৈনা মৃত্যুমত্যবহৎ ॥ ১১

[প্রাণোপাসনার ফলে পাপহানি হয়, ইহা বলা হইয়াছে; এখন দ্বিতীয় ফল (১।৩।৯ টীকা) দেবতাভাব-প্রাপ্তি বলা হইতেছে]—সা বৈ এষা [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। অথ (অনন্তর) এনাঃ (ইঁহাদিগকে) মৃত্যুম্ অতি-অবহৎ (মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া লইয়া গেলেন, [নিজ নিজ অগ্ন্যাদি-দেবতাস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন])। ১১

উক্ত এই (প্রাণ) দেবতা এই দেবগণের পাপরূপ মৃত্যুকে তাঁহাদিগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অতঃপর ইঁহাদিগকে মৃত্যু অতিক্রম করাইয়া লইয়া গেলেন।[১] ১১

১। প্রাণাত্মভাবের দ্বারা মৃত্যুজয় হয়; অতএব প্রাণই মৃত্যুঞ্জয়ী। এইরূপ মৃত্যুঞ্জয়কেই মৃত্যু অতিক্রম করান বলা হইয়াছে।

স বৈ বাচমেব প্রথমামত্যবহৎ সা যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত সোঽগ্নিরভবৎ সোঽয়মগ্নিঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তো দীপ্যতে ॥ ১২

সঃ বৈ (সেই প্রাণ) [প্রথমতঃ] প্রথমাম্ (প্রধানা) বাচম্ এব (বাক্‌কেই) অত্যবহৎ ([মৃত্যুর পারে] বহন করিলেন, লইয়া গেলেন) সা (সেই বাক্) যদা (যখন) মৃত্যুম্ (মৃত্যুকে) অত্যমুচ্যত (অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইলেন) [তখন তিনি] সঃ অগ্নিঃ (সেই অগ্নিদেবতা) অভবৎ (হইলেন)। সঃ অয়ম্ অগ্নিঃ (উক্ত এই অগ্নি) [মৃত্যুম্] অতিক্রান্তঃ (মরণাতীত হইয়া) পরেণ মৃত্যুম্ (মৃত্যুর অতীতরূপে) দীপ্যতে (বিরাজমান হন)। ১২

তিনি (প্রথমে) প্রধানেন্দ্রিয়[১] বাক্‌কে বহন করিলেন। উক্ত বাক্ যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইলেন, তখন তিনি প্রসিদ্ধ অগ্নিদেবতা হইলেন। উক্ত এই অগ্নি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর অতীতরূপে দেদীপ্যমান আছেন[২]। ১২

১। উদ্‌গীথ-কর্মে অপর ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বাক্‌কেরই অধিক প্রয়োজন।

২। বাক পূর্বেও অগ্নিদেবতা স্বরূপ ছিলেন; মৃত্যুবিহীন হইয়া আবার তাহাই হইলেন। কিন্তু বিশেষ এই যে, এখন তিনি মরণাতীত ও অধিকতর উজ্জ্বল হইলেন। পরের কণ্ডিকাগুলিতেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

অথ প্রাণমত্যবহৎ স যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত স বায়ুরভবৎ সোঽয়ং বায়ুঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তঃ পবতে ॥ ১৩

প্রাণম্ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে), পবতে (প্রবাহিত হন)। ১৩

অনন্তর তিনি ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে বহন করিলেন। ঘ্রাণেন্দ্রিয় যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইলেন, তখন তিনি প্রসিদ্ধ বায়ুদেবতা হইলেন। উক্ত এই বায়ু মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর অতীতরূপে প্রবহমান রহিয়াছেন। ১৩

অথ চক্ষুরত্যবহৎ তদ্ যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত স আদিত্যো-ঽভবৎ সোঽসাবাদিত্যঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তস্তপতি ॥ ১৪

অনন্তর (তিনি) চক্ষুকে বহন করিলেন। চক্ষুরিন্দ্রিয় যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইলেন, তখন তিনি প্রসিদ্ধ আদিত্য হইলেন। উক্ত এই আদিত্য মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর অতীতরূপে তাপদান করেন। ১৪

অথ শ্রোত্রমত্যবহৎ তদ্ যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত দিশোঽ-ভবংস্তা ইমা দিশঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তাঃ ॥ ১৫

অনন্তর (তিনি) শ্রবণেন্দ্রিয়কে বহন করিলেন। উক্ত শ্রবণেন্দ্রিয় যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইলেন, তখন তিনি দিক্‌সমূহ হইলেন। উক্ত এই দিক্ সকল মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর অতীতরূপে (বিদ্যমান)। ১৫

অথ মনোঽত্যবহৎ তদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত স চন্দ্রমা অভবৎ সোঽসৌ চন্দ্রঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তো ভাত্যেবং হ বা এনমেষা দেবতা মৃত্যুমতিবহতি য এবং বেদ ॥ ১৬

["অথ" হইতে "ভাতি"—পূর্ববৎ। অতঃপর উপাসনার ফল বলা হইতেছে]— যঃ (যে যজমান) এবম্ বেদ ([বাগাদিসমন্বিত প্রাণকে] এইরূপে [মৃত্যু হইতে উদ্ধারকারী বলিয়া] জানেন) এনম্ (ইঁহাকে) এষা দেবতা (এই প্রাণদেবতা) এবম্ হ বৈ ([পূর্বযজমানকে যেমন মৃত্যুঞ্জয় করিয়াছিলেন] ঠিক তেমনি) মৃত্যুম্ অতিবহতি (মৃত্যু অতিক্রম করাইয়া লইয়া যান)। ১৬

অনন্তর (তিনি) মনকে বহন করিলেন। মন যখন মৃত্যুকে

অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইলেন, তখন তিনি চন্দ্রমা হইলেন। উক্ত এই চন্দ্রমা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর অতীতরূপে দেদীপ্যমান আছেন। যিনি এইরূপ জানেন, তাঁহাকে এই দেবতা ঠিক এইরূপেই মৃত্যু অতিক্রম করাইয়া লইয়া যান। ১৬

অথাত্মনেঽন্নাদ্যমাগায়দ্ যদ্ধি কিঞ্চান্নমদ্যতেঽনেনৈব তদদ্যত ইহ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ১৭

[উপাস্য প্রাণের দেহেন্দ্রিয়-ধারণ-রূপ গুণান্তর বিধানের জন্য বলা হইতেছে]— অথ (অনন্তর) [প্রাণ] আত্মনে (আপনার জন্য) অন্ন-অদ্যম্ (ভক্ষণীয় অন্ন) আগায়ৎ (গান করিলেন) [গান করিয়া অন্ন-সম্পাদন করিলেন] ; হি (কারণ) যৎ কিম্ চ অন্নম্ (যাহা কিছু অন্ন) [প্রাণিগণ কর্তৃক] অদ্যতে (ভক্ষিত হয়) তৎ (উহা) অনেন এব (অন-শব্দ-বাচ্য প্রাণেরই দ্বারা) অদ্যতে (ভক্ষিত হয়), [এবং প্রাণ] ইহ ([শরীরাকারে পরিণত] এই ভক্ষিত অন্নে) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠিত থাকেন)। ১৭

অনন্তর প্রাণ গান করিয়া আপনার জন্য ভক্ষণীয় অন্ন সম্পাদন করিলেন ;[১] কারণ[২] যে কোনও অন্নই ভক্ষিত হউক না কেন, তাহা প্রাণেরই দ্বারা ভক্ষিত হয়, এবং প্রাণ উহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।[৩] ১৭

১। প্রথমে তিনটি পবমান স্তোত্র গান করিয়া প্রজাপতিত্বলাভরূপ সাধারণ ফল নিষ্পন্ন করিলেন ; পরে অবশিষ্ট নয়টি স্তোত্রে নিজের জন্য অন্ন-সম্পাদন করিলেন (১।৩।২এর ২য় টীকা)।

২। প্রাণ আপনার জন্য অন্ন-সম্পাদন করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ এই—(১) অনের (=প্রাণের) দ্বারা অন্ন ভক্ষিত হয়, (২) প্রাণ অন্নে প্রতিষ্ঠিত।

৩। গান করিয়া আপনার জন্য অন্ন-সম্পাদন করিয়াও প্রাণ পাপবিদ্ধ হইলেন না ; কারণ অন্ন না থাকিলে প্রাণের অবস্থান অসম্ভব এবং তাহার ফলে বাগাদির অবস্থানও অসম্ভব।

অথ চক্ষুরত্যবহৎ তদ্ যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত স আদিত্যো-ঽভবৎ সোঽসাবাদিত্যঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তস্তপতি ॥ ১৪

অনন্তর (তিনি) চক্ষুকে বহন করিলেন। চক্ষুরিন্দ্রিয় যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইলেন, তখন তিনি প্রসিদ্ধ আদিত্য হইলেন। উক্ত এই আদিত্য মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর অতীতরূপে তাপদান করেন। ১৪

অথ শ্রোত্রমত্যবহৎ তদ্ যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত দিশোঽ-ভবংস্তা ইমা দিশঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তাঃ ॥ ১৫

অনন্তর (তিনি) শ্রবণেন্দ্রিয়কে বহন করিলেন। উক্ত শ্রবণেন্দ্রিয় যখন মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইলেন, তখন তিনি দিক্‌সমূহ হইলেন। উক্ত এই দিক্ সকল মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর অতীতরূপে (বিদ্যমান)। ১৫

অথ মনোঽত্যবহৎ তদ্যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত স চন্দ্রমা অভবৎ সোঽসৌ চন্দ্রঃ পরেণ মৃত্যুমতিক্রান্তো ভাত্যেবং হ বা এনমেষা দেবতা মৃত্যুমতিবহতি য এবং বেদ ॥ ১৬

["অথ" হইতে "ভাতি"—পূর্ববৎ। অতঃপর উপাসনার ফল বলা হইতেছে]— যঃ (যে যজমান) এবম্ বেদ ([বাগাদিসমন্বিত প্রাণকে] এইরূপে [মৃত্যু হইতে উদ্ধারকারী বলিয়া] জানেন) এনম্ (ইঁহাকে) এষা দেবতা (এই প্রাণদেবতা) এবম্ হ বৈ ([পূর্বযজমানকে যেমন মৃত্যুঞ্জয় করিয়াছিলেন] ঠিক তেমনি) মৃত্যুম্ অতিবহতি (মৃত্যু অতিক্রম করাইয়া লইয়া যান)। ১৬

অনন্তর (তিনি) মনকে বহন করিলেন। মন যখন মৃত্যুকে

অতিক্রম করিয়া মুক্ত হইলেন, তখন তিনি চন্দ্রমা হইলেন। উক্ত এই চন্দ্রমা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর অতীতরূপে দেদীপ্যমান আছেন। যিনি এইরূপ জানেন, তাঁহাকে এই দেবতা ঠিক এইরূপেই মৃত্যু অতিক্রম করাইয়া লইয়া যান। ১৬

অথাত্মনেঽন্নাদ্যমাগায়দ্ যদ্ধি কিঞ্চান্নমদ্যতেঽনেনৈব তদদ্যত ইহ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ১৭

[উপাস্য প্রাণের দেহেন্দ্রিয়-ধারণ-রূপ গুণান্তর বিধানের জন্য বলা হইতেছে]— অথ (অনন্তর) [প্রাণ] আত্মনে (আপনার জন্য) অন্ন-অদ্যম্ (ভক্ষণীয় অন্ন) আগায়ৎ (গান করিলেন) [গান করিয়া অন্ন-সম্পাদন করিলেন] , হি (কারণ) যৎ কিম্ চ অন্নম্ (যাহা কিছু অন্ন) [প্রাণিগণ কর্তৃক] অদ্যতে (ভক্ষিত হয়) তৎ (উহা) অনেন এব (অন-শব্দ-বাচ্য প্রাণেরই দ্বারা) অদ্যতে (ভক্ষিত হয়), [এবং প্রাণ] ইহ ([শরীরাকারে পরিণত] এই ভক্ষিত অন্নে) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠিত থাকেন)। ১৭

অনন্তর প্রাণ গান করিয়া আপনার জন্য ভক্ষণীয় অন্ন সম্পাদন করিলেন ;[১] কারণ[২] যে কোনও অন্নই ভক্ষিত হউক না কেন, তাহা প্রাণেরই দ্বারা ভক্ষিত হয়, এবং প্রাণ উহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।[৩] ১৭

১। প্রথমে তিনটি পবমান স্তোত্র গান করিয়া প্রজাপতিত্বলাভরূপ সাধারণ ফল নিষ্পন্ন করিলেন , পরে অবশিষ্ট নয়টি স্তোত্রে নিজের জন্য অন্ন-সম্পাদন করিলেন (১।৩।২এর ২য় টীকা)।

২। প্রাণ আপনার জন্য অন্ন-সম্পাদন করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ এই—(১) অনের (= প্রাণের) দ্বারা অন্ন ভক্ষিত হয়, (২) প্রাণ অন্নে প্রতিষ্ঠিত।

৩। গান করিয়া আপনার জন্য অন্ন-সম্পাদন করিয়াও প্রাণ পাপবিদ্ধ হইলেন না , কারণ অন্ন না থাকিলে প্রাণের অবস্থান অসম্ভব এবং তাহার ফলে বাগাদির অবস্থানও অসম্ভব।

তে দেবা অব্রুবন্নেতাবদ্বা ইদং সর্বং যদন্নং তদাত্মন আগাসীরনু নোঽস্মিন্নন্ন আভজস্বেতি তে বৈ মাঽভি-সংবিশতেতি তথেতি তং সমন্তং পরিণ্যবিশন্ত। তস্মাদ্ যদনেনান্নমত্তি তেনৈতাস্তৃপ্যন্ত্যেবং হ বা এনং স্বা অভি-সংবিশন্তি ভর্তা স্বানাং শ্রেষ্ঠঃ পুর এতা ভবত্যন্নাদোঽধিপতির্য এবং বেদ য উ হৈবংবিদং স্বেষু প্রতি প্রতির্বুভূষতি ন হৈবালং ভার্যেভ্যো ভবত্যথ য এবৈতমনুভবতি যো বৈতমনু ভার্যান্ বুভূর্ষতি স হৈবালং ভার্যেভ্যো ভবতি ॥ ১৮

[উপাস্য প্রাণের পক্ষে অপর ইন্দ্রিয়ের ভর্তৃত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, ও পুরোগামিত্ব ইত্যাদি গুণ বিধানের জন্য বলা হইতেছে; কিন্তু নূতন কোনও উপাসনা বিহিত হইতেছে না]—তে দেবাঃ (উক্ত বাগাদি দেবগণ) অব্রুবন্ (বলিলেন)—ইদম্ যৎ অন্নম্ (এই যাহা কিছু [প্রাণিগণের ভক্ষ্য] অন্ন) সর্বম্ (তৎসমস্তই) এতাবৎ বৈ (এই পরিমাণ মাত্র, ইহার অধিক নহে)—তৎ (তাহা) আত্মনে (আপনার জন্য) আগাসীঃ (গান করিয়াছেন, গান করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন); অনু (অতঃপর, এখন) নঃ (আমাদিগকে) [আপনার আত্মসাৎকৃত], অস্মিন্ অন্নে (এই অন্নে) আভজস্ব (=আভজয়স্ব, ভাগী করুন) ইতি। তে বৈ (তাদৃশ [অন্নার্থী] তোমরা) মা অভিসংবিশত (আমার দিকে মুখ করিয়া উপবেশন কর) ইতি। তথা (তাহাই হউক) ইতি (এই বলিয়া) [দেবগণ] তম্ পরিসমন্তম্ (তাঁহাকে ঘিরিয়া) ন্যবিশন্ত (নিশ্চিতরূপে উপবেশন করিলেন)। তস্মাৎ (এই জন্যই) অনেন (প্রাণের দ্বারা) [লোকে] যৎ অন্নম্ (যে অন্ন) অত্তি (আহার করে) তেন (সেই অন্নের দ্বারা) এতাঃ (এই বাগাদি দেবগণ) তৃপ্যন্তি (তৃপ্ত হন)। যঃ (যিনি) এবম্ (এইরূপ, "প্রাণ বাগাদির আশ্রয়, এবং বাগাদি যে প্রাণে আশ্রিত সেই প্রাণ আমি"—ইহা) বেদ (জানেন), এনম্ (এইরূপ ব্যক্তিকে) এবম্ হ বৈ (ঠিক এইরূপে, প্রাণকে ঘিরিয়া বাগাদির ন্যায়) স্বাঃ (আত্মীয়গণ) অভিসংবিশন্তি (মুখাপেক্ষী হইয়া উপবেশন করেন), [তিনি] স্বানাম্ (আত্মীয়গণের) ভর্তা

(আশ্রয়), শ্রেষ্ঠঃ, পুরঃ এতা (পুরোগামী), অন্নাদঃ (প্রচুর অন্নভোজী) অধিপতিঃ (স্বতন্ত্র পরিপালক) ভবতি (হন)। স্বেষু (জ্ঞাতিগণের মধ্যে) যঃ উ (যে কেহ) এবং-বিদম্ প্রতি (এইরূপ প্রাণবিদের প্রতি) প্রতিঃ বুভূষতি (প্রতিকূল, প্রতিদ্বন্দ্বী, হইতে চান) [তিনি] ভার্যেভ্যঃ অলম্ ([স্বীয়] পোষ্যবর্গের পালনে সক্ষম) ন হ এব ভবতি (অবশ্যই হন না); অথ (পরন্তু) [জ্ঞাতিগণের মধ্যে] যঃ এব (যিনিই) এতম্ অনুভবতি (ইঁহার অনুগত হন) বা (অথবা) যঃ (যিনি) এতম্ অনু (ইঁহার অধীনে থাকিয়া) ভার্যান্ ([স্বীয়] পোষ্যবর্গকে বুভূর্ষতি (ভরণ করিতে, পালন করিতে, ইচ্ছা করেন), সঃ হ এব (কেবল তিনিই) ভার্যেভ্যঃ অলম্ ভবতি। ১৮

সেই দেবগণ বলিলেন, "এই যাহা কিছু অন্ন আছে, সেই সমস্তের পরিমাণ এই পর্যন্তই, এবং আপনি গান করিয়া উহা আত্মসাৎ করিয়াছেন; এখন আমাদিগকে ঐ অন্নে ভাগী করুন।" (প্রাণ বলিলেন)—"তাদৃশ (অন্নার্থী) তোমরা আমার দিকে মুখ করিয়া উপবেশন কর।" "তাহাই হউক", এই বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে ঘিরিয়া উপবেশন করিলেন। এইজন্য লোকে প্রাণের সহায়ে যে অন্ন আহার করে, তাহার দ্বারা ইঁহারা তৃপ্ত হন।[১] যিনি এইরূপ জানেন, জ্ঞাতিগণ তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া ঠিক এমনি অবস্থান করে। তিনি জ্ঞাতিগণের ভর্তা, পুরোগামী, ও অধিপতি হন এবং প্রচুর অন্নভোজী হন। জ্ঞাতিগণের মধ্যে যে কেহ এতাদৃশ বিদ্বানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চান, তিনি মোটেই স্বীয় পোষ্যবর্গের পালনে সমর্থ হন না; পরন্তু যিনিই ইঁহার অনুবর্তী হইয়া পোষ্যবর্গকে পালন করিতে চান, কেবল তিনিই পোষ্যবর্গের পালনে সক্ষম হন। ১৮

১। বাগাদি-দেবতা স্বতন্ত্র-ভাবে অন্ন-গ্রহণ করেন না—উহার প্রমাণ এই যে, প্রাণ দেহত্যাগ করিলে বাগাদিকেও তাহাই করিতে হয়।

সোঽয়াস্য আঙ্গিরসোঽঙ্গানাং হি 'রসঃ প্রাণো বা

১। এখানে ব্রহ্মশব্দে যজুঃ ও পূর্বে বৃহতীশব্দে ঋক্ গৃহীত হইয়াছে ; কারণ পরে বাক্‌রূপ সামের ও উদ্‌গীথের স্পষ্ট উল্লেখ থাকায় অন্যত্র প্রসিদ্ধ ক্রম অনুসারে বাকের অপর দুইটি রূপ—ঋক্ ও যজুঃ—পর পর গৃহীত হইল। অন্যরূপ অর্থ করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

২। পূর্বের (১।৩।২০-এর ১ টীকার) ন্যায় এখানেও প্রাণের পালয়িতৃত্ব ও যজুঃসম্পাদকত্ব গুণ আছে—বুঝিতে হইবে।

এষ উ এব সাম বাগ্বৈ সাঽমৈষ সা চামশ্চেতি তৎ সাম্নঃ সামত্বম্। যদ্বেব সমঃ প্লুষিণা সমো মশকেন সমো নাগেন সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ সমোঽনেন সর্বেণ তস্মাদ্বেব সামাশ্নুতে সাম্নঃ সাযুজ্যং সলোকতাং য এবমেতৎ সাম বেদ॥ ২২

এষঃ উ এব সাম ; বাক্ বৈ সা (বাক্ অবশ্যই "সা"), এষঃ (এই প্রাণ) অম ; [যেহেতু লোকপ্রসিদ্ধ স্বরাদিসংযুক্ত গীতিবাচক সাম] সা চ অমঃ চ ("সা" ও "অমের" বাচ্য বাক্ ও প্রাণস্বরূপ) ইতি, তৎ (অতএব) সাম্নঃ সামত্বম্ (সামের সামশব্দাভিধেয়ত্ব)। উপাসনার জন্য প্রকারান্তরেও প্রাণের সামশব্দবাচ্যত্ব দেখান যাইতে পারে]—উ (আবার) যৎ এব (যেহেতু) [এই প্রাণ] প্লুষিণা (পুত্তিকাশরীরের, উই-এর দেহের, সহিত) সমঃ (সমান), মশকেন (মশকদেহের সহিত) সমঃ, নাগেন (হস্তিদেহের সহিত) সমঃ, এভিঃ ত্রিভিঃ লোকৈঃ (এই তিন লোকের সহিত, বিরাট্-দেহের সহিত) সমঃ, অনেন সর্বেণ (এই সমস্ত বিশ্বের সহিত, হিরণ্যগর্ভদেহের সহিত) সমঃ, তস্মাৎ উ এব (সেই জন্যও) [ইনি] সাম। যঃ (যিনি) এতৎ সাম (এই প্রাণকে) এবম্ ("সমত্বহেতু প্রাণ সামনামধেয়" এইরূপ) বেদ (জানেন, [প্রাণের সহিত আপনার আত্মাভিমান অভিব্যক্ত না হওয়া পর্যন্ত উক্তরূপে উপাসনা বা ভাবনা করেন]) [তিনি স্বীয় ভাবনার বিশেষত্বানুযায়ী] সাম্নঃ (সামাখ্য প্রাণের) সাযুজ্যম্ (সমানদেহেন্দ্রিয়াভিমানিত্ব), সলোকতাম্ (সমানলোকত্ব) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন)। ২২[১]

ইনিই আবার সাম। বাক্ অবশ্যই সা, এবং ইনি (অর্থাৎ প্রাণ) অম। যেহেতু "সাম" (মন্ত্র) সা (বা বাক্) ও অম (বা প্রাণ) (শব্দের বাচ্য প্রাণস্বরূপ), অতএব উহা সামশব্দের বাচ্য।[১] যেহেতু আবার এই প্রাণ পুত্তিকার সমান, মশকের সমান, হস্তীর সমান, এই ত্রিলোকের সমান, এই নিখিল বিশ্বের সমান,[২] এই জন্যও ইনি সাম। যিনি এইরূপে এই সামকে (বা প্রাণকে) জানেন, তিনি সামের (বা প্রাণের) সাযুজ্য অথবা সালোক্য প্রাপ্ত হন। ২২

১। "সা"-শব্দে স্ত্রীবাচক শব্দের অভিধেয় এবং "অম"-শব্দে পুংবাচক শব্দের অভিধেয় নিখিল পদার্থকে বুঝায়। শ্রুতিতে আছে—' "আমার পুংনাম সকলকে কিসের দ্বারা পাইবে?' (তিনি) উত্তর দিবেন, 'প্রাণের দ্বারা।' 'আমার স্ত্রীনাম সকলকে কিসের দ্বারা পাইবে?' 'বাকের দ্বারা।' " (কৌঃ ১৭)। অতএব সাম-শব্দে বাক্-প্রাণকে বুঝাইতেছে। সামশব্দে সাধারণতঃ প্রাণকে না বুঝাইয়া সামমন্ত্রকেই বুঝায়; কিন্তু এই সামগীতি প্রাণের দ্বারা সম্পাদ্য স্বরাদির সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব সামের মুখ্য অর্থ প্রাণ এবং গৌণ অর্থ সামমন্ত্র। বাক্ ও প্রাণ ব্যতীত সামগানের কোনও পৃথক্ অস্তিত্ব নাই।

২। প্রাণ সর্বব্যাপক; অতএব আকাশ যেমন সর্বব্যাপক হইয়াও ঘট ও প্রাসাদাদিতে সেই সেই আকারে বর্তমান থাকে, তেমনি প্রাণও পুত্তিকাদির শরীরে থাকিতে পারেন। প্রাণ কেবল এই সকল শরীরেরই সমান, এইরূপ অর্থ করিলে চলিবে না; কারণ ইনি সর্বব্যাপী ও নিরাকার। আর সমত্বের অর্থ এইরূপ নহে যে, ইনি সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া কেবল ঐ সকল বিভিন্ন দেহেরই সমান হইয়া আছেন; কারণ পরেই আছে, "ইহারা সকলেই সমান, সকলেই অনন্ত," (১৷৫৷১৩)। পরন্তু "গোত্ব" জাতি যে অর্থে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যেক গোব্যক্তিতে সমন্বিত থাকে, প্রাণও সেই অর্থে সকল শরীরে ব্যাপ্ত।

এষ উ বা উদ্গীথঃ প্রাণো বা উৎ প্রাণেন হীদং সর্বমুত্তব্ধং বাগেব গীথোচ্চ গীথা চেতি স উদ্গীথঃ ॥ ২৩

এষঃ উ বৈ উদ্গীথঃ (সামাবয়ব উদ্গীথভক্তি)। প্রাণঃ বৈ উৎ (প্রাণই "উৎ"), হি (কারণ) প্রাণেন (প্রাণের দ্বারা) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত জগৎ) উত্তব্ধম্ (উর্ধ্বে স্তম্ভিত বা বিধৃত আছে); [এবং] বাক্ এব (বাক্ই) গীথা। উৎ চ গীথা চ ইতি ("উৎ" ও [প্রাণের দ্বারা নিষ্পাদ্য বাগাত্মিকা] "গীথা" স্বরূপ বলিয়া) সঃ (প্রাণ) উদ্গীথঃ। ২৩

ইনিই আবার উদ্গীথ।[১] প্রাণই "উৎ", কারণ প্রাণের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ উত্তম্ভিত রহিয়াছে; এবং বাক্ই "গীথা"।[২] "উৎ" ও "গীথা" স্বরূপ বলিয়া তিনি উদ্গীথ। ২৩

১। উদ্গীথ শব্দে প্রস্তাব, নিধন, প্রভৃতি সামাবয়বের বা সামভক্তির (ছাঃ ২।২।১) অন্যতম অবয়ববিশেষকে বুঝায়, আবার উদ্গান বা সামগানকেও বুঝায়। এখানে প্রথম অর্থই গ্রাহ্য।

২। "গীথা" শব্দটি গানার্থক গৈ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। সুতরাং উহা বাগাত্মক শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। উদ্গীথভক্তিও শব্দাতিরিক্ত নহে। অতএব বাক "গীথা"।

"তদ্ধাপি ব্রহ্মদত্তশ্চৈকিতানেয়ো রাজানং ভক্ষয়ন্নুবাচায়ং ত্যস্য রাজা মূর্ধানং বিপাতয়তাদ্ যদিতোঽয়াস্য আঙ্গিরসোঽন্যেনোদগায়দিতি বাচা চ হ্যেব স প্রাণেন চোদগায়দিতি ॥ ২৪

তৎ (["প্রাণই উদ্গীথদেবতা"] এই বিষয়ে) হ অপি ([এই আখ্যায়িকা] শ্রুত হয়)—চৈকিতানেয়ঃ (চিকিতানের পৌত্র) ব্রহ্মদত্তঃ [যজ্ঞে] রাজানম্ (সোম) ভক্ষয়ন্ (খাইতে খাইতে, পান করিতে করিতে) উবাচ (বলিয়াছিলেন, এই শপথ করিয়াছিলেন)—যৎ (যদি) ইতঃ অন্যেন (এই [বাক্‌সংযুক্ত] প্রাণ ভিন্ন অপর কোনও দেবতার সহায়ে) অয়াস্যঃ আঙ্গিরসঃ (মুখ্য প্রাণ [অর্থাৎ বিপ্রশ্রেষ্ঠ পূর্বর্ষিদিগের যজ্ঞের উদ্গাতা]) উদগায়ৎ (গান করিয়া থাকেন), [তবে] রাজা

(সোম) তাস্ত (—তত, তাদৃশ আমার, "প্রাণের সহায়ে উদ্গান করিয়াছিলেন" এইরূপ মিথ্যাবাদী আমার) মূর্ধানম্ (মস্তক) বিপাতয়তাৎ (বিপাতিত করুন [বি-পৎ-নিচ্-তু স্থলে তাৎ]) ইতি। [প্রাণপ্রধানা] বাচা চ এব (বাক্যেরই দ্বারা) চ (এবং) [আত্মভূত] প্রাণেন (প্রাণের দ্বারা) সঃ (তিনি, উদ্গাতা) হি (অবশ্যই) উদগায়ৎ (উদ্গান করিয়াছিলেন) ইতি। ২৪

উক্ত বিষয়ে এইরূপ শ্রুত হয়—চিকিতানের পৌত্র ব্রহ্মদত্ত সোম পান করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "যদি ইনি ভিন্ন অপরের সহায়ে অয়াস্য আঙ্গিরস উদ্গান করিয়া থাকেন, তবে সোম এতাদৃশ (মিথ্যাবাদী) আমার মস্তক নিপাতিত করুন।" বাকের দ্বারা এবং প্রাণের দ্বারাই তিনি উদ্গান করিয়াছিলেন।[১] ২৪

১। শ্রুতির শেষ বাক্যের তাৎপর্য এই—আখ্যায়িকাস্থ শপথের দ্বারা ইহাই স্থির হইল যে, প্রাণই উদ্গীথদেবতা।

তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ স্বং বেদ ভবতি হাস্য স্বং তস্য বৈ স্বর এব স্বং তস্মাদার্ত্বিজ্যং করিষ্যন্ বাচি স্বরমিচ্ছেত তয়া বাচা স্বরসম্পন্নয়ার্ত্বিজ্যং কুর্যাৎ তস্মাদ্ যজ্ঞে স্বরবন্তং দিদৃক্ষন্ত এব। অথো যস্য স্বং ভবতি ভবতি হাস্য স্বং য এবমেতৎ সাম্নঃ স্বং বেদ ॥ ২৫

[প্রাণ উদ্গীথের দেবতা, ইহা স্থির করিয়া অধুনা প্রাণের স্ব, সুবর্ণ, ও প্রতিষ্ঠা এই গুণত্রয় বিধানের জন্য কণ্ডিকাত্রয় আরম্ভ হইতেছে]—যঃ হ (যিনি) তস্য (ঐ প্রাগুক্ত) এতস্য (এই প্রত্যক্ষ) সাম্নঃ (সামের, সামশব্দবাচ্য প্রাণের) স্বম্ (স্ব, সম্পত্তি) বেদ (জানেন), অস্য (ইঁহার) স্বম্ ভবতি হ (হয়)। স্বরঃ এব (কণ্ঠমাধুর্যই) তস্য বৈ (ঐ সামের বা প্রাণের) স্বম্ (ভূষণ) ; তস্মাৎ (সুতরাং) আর্ত্বিজ্যম্ (ঋত্বিকের কর্ম উদ্গান) করিষ্যন্ (করিতে উদ্যত ব্যক্তি) বাচি (বাগ্-

বিষয়ে) স্বরম্ (সুস্বর) ইচ্ছেত (বাঞ্ছা করিবেন); স্বরসম্পন্নয়া (স্বর-সৌষ্ঠব-যুক্ত) তয়া বাচা (তাদৃশ বাক্যের দ্বারা) [তিনি] আর্ত্বিজ্যম্ কুর্যাৎ (করিবেন)। [স্বর যেহেতু সামের ভূষণ] তস্মাৎ (এই জন্য) যস্য (যাঁহার) স্বম্ ভবতি (সম্পদ্ হয়) অথো ([তাঁহাকে] ও) [যেমন (দিদৃক্ষন্তে এব—লোকে দেখিতে অভিলাষী হয়) তেমনি] যজ্ঞে স্বরবন্তম্ (সুস্বর ব্যক্তিকে) দিদৃক্ষন্তে এব। এবম্ (["আমি প্রাণ; গীতিভাব-প্রাপ্ত আমারই এই কণ্ঠমাধুর্যরূপ ভূষণ"] এবম্প্রকারে) যঃ সাম্নঃ (সামের) এতৎ (এই) স্বম্ বেদ, অস্য স্বম্ ভবতি হ। ২৫

যিনি প্রাগুক্ত এই-সামের (বা প্রাণের) সম্পদ্ জানেন, তাঁহার সম্পদ্ হয়। স্বরই সামের সম্পদ্। সুতরাং যিনি ঋত্বিক্কর্ম করিতে অভিলাষী, তিনি বাক্যে সুস্বর কামনা করিবেন, এবং তিনি তাদৃশ স্বরমাধুর্যযুক্ত বাক্যের দ্বারা ঋত্বিক্কর্ম (অর্থাৎ উদ্গান) করিবেন। সেই জন্যই কাহারও সম্পদ্ হইলে যেমন লোকে তাহাকে দেখিতে চায়, তেমনি যজ্ঞেও মধুরকণ্ঠ ব্যক্তিকে লোকে দেখিতে চায়। যিনি এই প্রকারে সামের এই সম্পদ্ জানেন, তাঁহার সম্পদ্ হইয়া থাকে। ২৫

তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ সুবর্ণং বেদ ভবতি হাস্য সুবর্ণং তস্য বৈ স্বর এব সুবর্ণং ভবতি হাস্য সুবর্ণং য এবমেতৎ সাম্নঃ সুবর্ণং বেদ ॥ ২৬

[সামের অর্থাৎ প্রাণের গুণান্তর বলা হইতেছে]—তস্য হ [ইত্যাদি পূর্ববৎ] সু-বর্ণম্ (["ইহা কণ্ঠ্য বর্ণ, ইহা দন্ত্য বর্ণ" ইত্যাদি লক্ষণ-জ্ঞানপূর্বক] সুষ্ঠু বর্ণোচ্চারণ) বেদ (["সামশব্দোক্ত প্রাণের সহিত একাত্মভূত আমারই এই শুদ্ধ 'বর্ণোচ্চারণ'" এইরূপে] জানেন) অস্য সুবর্ণম্ (স্বর্ণ, হিরণ্য) ভবতি হ। ২৬

যিনি প্রাগুক্ত এই সামের সু-বর্ণ (= সুষ্ঠু বর্ণোচ্চারণ) জানেন,

তাঁহার সুবর্ণলাভ হয়।[১] এরই তাঁহার সুষ্ঠু বর্ণোচ্চারণ।[১] যিনি এইরূপে সামের এই সু-বর্ণ জানেন, তাঁহার সুবর্ণলাভ হইয়া থাকে। ২৬

১। কারণ সু-বর্ণ (=সুষ্ঠু বর্ণোচ্চারণ) ও সুবর্ণ (=স্বর্ণ) শব্দের সাদৃশ্য আছে।

তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতি হ তিষ্ঠতি তস্য বৈ বাগেব প্রতিষ্ঠা বাচি হি খল্বেষ এতৎ প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতো গীয়তেঽন্ন ইত্যু হৈক আহুঃ ॥ ২৭

[অতঃপর প্রাণের প্রতিষ্ঠাগুণ বিহিত হইতেছে]—তস্য [ইত্যাদি পূর্ববৎ] প্রতিষ্ঠাম্ (যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা, আশ্রয়) বেদ (["বাক্ বা অন্ন প্রাণাত্মভূত আমার আশ্রয়" এইরূপ] জানেন) [তিনি] প্রতিতিষ্ঠতি হ (আশ্রয় লাভ করেন)। বৈ বাক্ এব (বাক্‌ই, অর্থাৎ জিহ্বামূল, বক্ষ, শির, কণ্ঠ, দন্ত, ওষ্ঠ, নাসিকা, ও তালু এই আটটি উচ্চারণস্থানই) তস্য (সামের, প্রাণের) প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়), হি (কারণ) বাচি খলু (জিহ্বামূলাদি স্থানেই) এষঃ প্রাণঃ (এই প্রাণ) প্রতিষ্ঠিতঃ (প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া) এতৎ গীয়তে (এই প্রকারে গানস্বরূপতা প্রাপ্ত হন)। একে (কেহ কেহ) অন্নে (অন্নের পরিণামভূত দেহে) [প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাণ গানস্বরূপতা প্রাপ্ত হন] ইতি হ উ আহুঃ (এই কথাও বলেন)। ২৭

যিনি প্রাগুক্ত এই সামের আশ্রয়কে জানেন, তিনি আশ্রয় লাভ করেন।[১] বাক্‌ই প্রাণের আশ্রয়; কারণ এই প্রাণ বাকে আশ্রিত থাকিয়াই এই গানরূপে পরিণত হন। কেহ কেহ আবার বলেন, "অন্নে (আশ্রিত থাকিয়াই প্রাণ এইরূপ হন)[২]।" ২৭

২১। শ্রুতিতে আছে—"তাঁহাকে যেমন যেমন উপাসনা করেন, উপাসক তাহাই হইয়া থাকেন।" শ: ব্রা: ১০।৫।২।২০

২। উভয় মতই প্রশংসনীয়। উপাসক ইচ্ছানুসারে যাকে প্রতিষ্ঠিত বা অপ্রতিষ্ঠিত প্রাণের উপাসনা করিবেন।

অথাতঃ পবমানানামেবাভ্যারোহঃ স বৈ খলু প্রস্তোতা সাম প্রস্তৌতি স যত্র প্রস্তুয়াৎ তদেতানি জপেৎ। অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়েতি স যদাহাসতো মা সদ্গময়েতি মৃত্যুর্বা অসৎ সদমৃতং মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়ামৃতং মা কুর্বিত্যেবৈতদাহ তমসো মা জ্যোতির্গময়েতি মৃত্যুর্বৈ তমো জ্যোতিরমৃতং মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়ামৃতং মা কুর্বিত্যেবৈতদাহ মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়েতি নাত্র তিরোহিতমিবাস্তি। অথ যানীতরাণি স্তোত্রাণি তেষ্বাত্মনেঽন্নাদ্যমাগায়েৎ তস্মাদু তেষু বরং বৃণীত যং কামং কাময়েত তং স এষ এবংবিদুদ্গাতাত্মনে বা যজমানায় বা যং কামং কাময়তে তমাগায়তি তদ্ধৈতল্লোকজিদেব ন হৈবালোক্যতায়া আশাঽস্তি য এবমেতৎ সাম বেদ ॥ ২৮ ॥ ইতি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

অথ (অতঃপর [যে প্রাণোপাসনার দ্বারা বক্ষ্যমাণ মন্ত্রজপে অধিকার জন্মে, সেই উপাসনার পরে]) অতঃ (সুতরাং [বক্ষ্যমাণ মন্ত্রজপ দেবভাব-প্রাপ্তির কারণ হয় বলিয়া]) পবমানানাম্ (পবমানাখ্য স্তোত্র সকলের [১।৩।২৫ টীকা ২]) অভ্যারোহঃ এব (দেবত্ব সম্পাদক জপমাত্র [যে জপকর্মের দ্বারা এবংবিদ্ নিজ দেবভাবের অভিমুখে আরোহণ করেন, কেবল তাহাই]) [বিহিত হইতেছে]। সঃ বৈ খলু প্রস্তোতা (যিনি প্রস্তোতা-নামক ঋত্বিক্, তিনি) সাম প্রস্তৌতি (সামের প্রস্তাব করেন, গান করেন); সঃ (তিনি) যত্র (যখন) প্রস্তুয়াৎ (প্রস্তাব করিবেন) তৎ (তখন) [যজমান] এতানি (এই সকল, এই তিনটি যজুর্মন্ত্র) জপেৎ (জপ

করিবেন)—অসতঃ (অসৎ, স্বাভাবিক কর্ম ও জ্ঞান, হইতে) মা (আমাকে) সৎ (সত্তে, শাস্ত্রীয় কর্ম ও জ্ঞানে) গময় (লইয়া যান); তমসঃ (অন্ধকার, অজ্ঞান, হইতে) মা জ্যোতিঃ (আলোকে, দেবভাবে) গময়; মৃত্যোঃ (মৃত্যু হইতে) মা অমৃতম্ (অমৃতে) গময় ইতি। সঃ (উক্ত মন্ত্র) যৎ (যখন) আহ (বলিলেন), "অসতঃ মা সৎ গময়" ইতি, [তন্মধ্যে] মৃত্যুঃ বৈ অসৎ (মৃত্যুই, স্বাভাবিক কর্ম ও জ্ঞানই, অসৎ), সৎ অমৃতম্ (সৎ, শাস্ত্রীয় কর্ম ও জ্ঞান, অমৃত), [সুতরাং] [তৎ (তখন)] "মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়" [অর্থাৎ] "মা অমৃতম্ কুরু (আমাকে অমৃত করুন)" ইতি এব (এই কথাই) এতৎ (এইরূপে) আহ। "তমসঃ মা জ্যোতিঃ গময়" ইতি (এই কথা) [যখন বলিলেন], [তন্মধ্যে] মৃত্যুঃ বৈ (মৃত্যুই, অজ্ঞানই) তমঃ, জ্যোতিঃ (আলোক, দেবতাত্মভাব) অমৃতম্, [সুতরাং তখন] "মৃত্যোঃ মা অমৃতম্ গময়" [অর্থাৎ] "অমৃতম্ মা কুরু" ইতি এব এতৎ আহ। "মৃত্যোঃ মা অমৃতম্ গময়" ইতি অত্র (এই মন্ত্রে) তিরোহিতম্ ইব (লুক্কায়িত প্রায় [অর্থ]) ন অস্তি (নাই)। অথ (অনন্তর [তিনটি পবমান-স্তোত্রে যজমানের জন্য ফলবিধানের (১।৩।২ টীকা ২) পরে]) যানি ইতরাণি স্তোত্রাণি (অপর যে সকল স্তোত্র আছে) তেষু [প্রযুজ্যমানেষু] (সেই সকলের প্রয়োগকালে) [উদ্গাতা] আত্মনে (আপনার জন্য) অন্ন-আদ্যম্ আগায়েৎ (ভক্ষ্য অন্ন গান করিবেন, গান করিয়া অন্নবিধান করিবেন)। [যেহেতু] সঃ এষঃ এবংবিৎ উদ্গাতা (এবম্প্রকার জ্ঞানবান্ উক্ত এই উদ্গাতা) আত্মনে বা যজমানায় বা (আপনারই জন্য হউক বা যজমানেরই জন্য হউক) যম্ কামম্ (যে কাম্য বস্তু) কাময়তে (কামনা করেন) তম্ আগায়তি (গান করিয়া তাহাই সম্পাদন করেন), তস্মাৎ উ (সুতরাং) তেষু (উক্ত স্তোত্র সকল যখন গীত হয়, তখন) [যজমান] যম্ কামম্ কাময়েত (কামনা করিবেন) তম্ বরম্ (সেই বর) বৃণীত (প্রার্থনা করিবেন)। তৎ হ এতৎ (উক্ত এই উপাসনা) [কর্মবিযুক্ত হইলেও] লোকজিৎ এব (অবশ্যই [হিরণ্যগর্ভ] লোকের প্রাপক হয়)। যঃ (যিনি) এবম্ (["প্রাগুক্ত গুণরাজি-সমন্বিত সামরূপী প্রাণ আমি"] এবম্প্রকারে) এতৎ সাম (এই সামকে, প্রাণকে) বেদ (উপাসনা করেন) [তাঁহার পক্ষে] অলোক্যতায়াঃ আশা (পাছে লোকলাভ না হয় এই ভয়ে প্রার্থনা) ন হ এব অস্তি (মোটেই নাই)। ২৮

সুতরাং অধুনা মাত্র পবমানস্তোত্র সকলেরই অভ্যারোহ বিহিত হইতেছে। প্রস্তোতা-নামক প্রসিদ্ধ ঋত্বিক্ সামের প্রস্তাব করিবেন। তিনি যখন প্রস্তাব করিবেন, তখন যজমান এই সকল (যজুর্মন্ত্র) জপ করিবেন—"অসৎ হইতে আমাকে সতে লইয়া যান;" "অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে লইয়া যান;" "মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যান।" মন্ত্র যে বলিলেন, "অসৎ হইতে আমাকে সতে লইয়া যান," তন্মধ্যে অসতের অর্থ মৃত্যু, এবং সতের অর্থ অমৃত; সুতরাং মন্ত্র এই কথাই বলিলেন যে, "মৃত্যু হইতে আমায় অমৃতে লইয়া যান।" "অন্ধকার হইতে আমাকে আলোকে লইয়া যান," এই যে কথা বলিলেন, তন্মধ্যে অন্ধকারের অর্থ মৃত্যু এবং আলোকের অর্থ অমৃত; "সুতরাং আমাকে মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যান," এই কথাই তিনি বলিলেন। "মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যান," ইহাতে লুক্কায়িতপ্রায় কোনও অর্থ নাই।[১] অতঃপর অবশিষ্ট যে সকল স্তোত্র আছে, সেই সকল গান করিয়া উদ্গাতা আপনার জন্য অন্ন সম্পাদন করিবেন। যেহেতু এবম্প্রকার জ্ঞানবান্ উক্ত উদ্গাতা আপনার জন্য বা যজমানের জন্য যে যে কাম্যবস্তু কামনা করেন, গানের দ্বারা তাহাই সম্পাদন করেন, অতএব উক্ত (পবমান) স্তোত্র সকল যখন গীত হইতে থাকে, তখন যজমান যে কাম্যবস্তু পাইতে চান তাহা প্রার্থনা করিবেন। উক্ত এই উপাসনা অবশ্যই (হিরণ্যগর্ভ) লোক জয় করিয়া থাকে। যিনি যথোক্ত প্রকারে এই সামকে (বা প্রাণকে) জানেন, তাঁহার পক্ষে "পাছে লোকলাভ না হয়" এই ভয়ে প্রার্থনার (আবশ্যক) মোটেই নাই।[২] ২৮

১। এখানে তিনটি যজুর্মন্ত্রের একইরূপ অর্থ করায় মনে হইতে পারে যে, পুনরুক্তিদোষ হইয়াছে; কিন্তু তাহা নহে। স্বাভাবিক কর্ম ও জ্ঞান অধঃপাতের কারণ

বলিয়া, মৃত্যুশব্দবাচ্য, এবং শাস্ত্রীয় কর্ম ও জ্ঞান অমৃতত্বের হেতু বলিয়া অমৃতশব্দবাচ্য। সুতরাং প্রথম মন্ত্রে বলা হইল, "অসাধনভূত মার্গে অভিমান ত্যাগ করিয়া আমাকে সাধনমার্গে অভিমানবান্ করুন।" দ্বিতীয় মন্ত্রে "অন্ধকার" এর অর্থ স্বাভাবিক সাধকভাবও ফলের তুলনায় অজ্ঞানই বটে। অতএব দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইল, "আমাকে সাধকস্বরূপ অজ্ঞান হইতে উদ্ধার করিয়া সাধ্যভাবে, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের সহিত একাত্মভাবে, প্রতিষ্ঠিত করুন।" তৃতীয় মন্ত্রে প্রথম দুই মন্ত্রের অর্থ সমুচ্চিত হইয়াছে।

৭২। তিনি হিরণ্যগর্ভত্ব প্রাপ্ত হওয়ার প্রার্থনা অনাবশ্যক।

প্রথমাধ্যায়—চতুর্থ ব্রাহ্মণ

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্য-দাত্মনোঽপশ্যৎ সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ ততোঽহংনামাঽভবৎ তস্মাদপ্যেতর্হ্যামন্ত্রিতোঽহময়মিত্যেবাগ্র উক্ত্বাথান্যন্নাম প্রব্রূতে যদস্য ভবতি স যৎ পূর্বোঽস্মাৎ সর্বস্মাৎ সর্বান্ পাপ্মন ঔষৎ তস্মাৎ পুরুষ ওষতি হ বৈ স তং যোঽস্মাৎ পূর্বো বুভূষতি য এবং বেদ ॥ ১

[প্রথম ব্রাহ্মণে কর্ম ও উপাসনার একত্র আচরণে প্রজাপতিত্বলাভ, ও তৃতীয় ব্রাহ্মণে কেবল উপাসনার দ্বারা ঐ ফললাভ হয়—ইহা বলা হইয়াছে। বর্তমান ব্রাহ্মণের প্রথম হইতে সপ্তম কণ্ডিকা পর্যন্ত উক্ত প্রজাপতির ব্যবহার, সর্বাত্মকত্ব, প্রভৃতি বিভূতি প্রদর্শিত হইবে, এবং দেখান হইবে যে, কর্ম ও জ্ঞানের ফলভূত এই সমস্তই সংসারের অন্তর্ভুক্ত ও অনিত্য; সুতরাং ঐ সকল বিষয়ে বৈরাগ্য না হইলে ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার জন্মে না]—অগ্রে ([শরীরান্তরের সৃষ্টির] পূর্বে) ইদম্

([বিভিন্ন দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ] এই জগৎ) পুরুষবিধঃ ([হস্তপদাদিযুক্ত] পুরুষাকার) আত্মা এব ([প্রথমজ] বিরাট্-রূপেই) আসীৎ (ছিল) [অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ দেহে আত্মাভিমানী প্রাণিবর্গ তখনও সৃষ্ট হয় নাই]। সঃ (সেই বিরাট্-প্রজাপতি) অনুবীক্ষ্য (["আমি কে ও কিংস্বরূপ ?" ইত্যাদি] আলোচনা করিয়া) আত্মনঃ অন্যৎ ([দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি-রূপ] আপনা হইতে ভিন্ন কিছু) ন অপশ্যৎ (দেখিলেন না)। [তিনি] অহম্ (আমি) অস্মি (হই) সঃ (সেই)—["পূর্বজন্মে যজমানাবস্থায় বৈদিক উপাসনার ফলে যে আমি নিজেকে 'আমি প্রজাপতি' বলিয়া জানিয়াছিলাম, সেই আমিই এখন ফলাবস্থায় সর্বাত্মক বিরাট্ হইয়াছি"]—ইতি (এই কথা) অগ্রে (প্রথমে) ব্যাহরৎ (উচ্চারণ করিলেন)। [যেহেতু তিনি পূর্বসংস্কারানুযায়ী আপনাকে "আমি" বলিয়া নির্দেশ করিলেন] ততঃ (সেইজন্য) [তিনি] অহংনামা ("আমি" এই নামধারী) অভবৎ (হইলেন)। [যেহেতু সর্বকারণ প্রজাপতির পক্ষে এইরূপ হইয়াছিল] তস্মাৎ (সুতরাং) [কার্যভূত প্রাণিবৃন্দের মধ্যে] এতর্হি অপি (এখনও) আমন্ত্রিতঃ (["তুমি কে ?" এইরূপে] সম্বোধিত ব্যক্তি) অহম্ অয়ম্ (এই আমি) ইতি এব (এই কথাই, এই সর্বসাধারণ নামই) অগ্রে (প্রথমে) উক্ত্বা (বলিয়া) অথ (পরে) অন্যৎ নাম ([দেবদত্তাদি] অপর [বিশেষ] নাম) যৎ (যাহা) অস্য (উহার) ভবতি (আছে) [তাহা] প্রব্রূতে (বলে)। যৎ (যেহেতু) অস্মাৎ সর্বস্মাৎ (তদানীন্তন যাঁহারা প্রজাপতিত্ব লাভে মুমুক্ষু, তাঁহাদের সকলের) পূর্বঃ [সন্] (পূর্ববর্তী [illegible]) [পূর্বজন্মে যজমানাবস্থায় সমনুষ্ঠিত কর্ম ও উপাসনা অবলম্বনে] সর্বান্ পাপ্মনঃ (সকল পাপকে [প্রজাপতিত্বের প্রতিবন্ধকীভূত আসক্তিরূপ অজ্ঞানকে]) ঔষৎ (দগ্ধ করিয়াছিলেন) তস্মাৎ (সেইজন্য) সঃ (সেই প্রজাপতি) পুরুষঃ (পুরুষ-পদের বাচ্য)। যঃ (যিনি) এবম্ বেদ ("আমি পুরুষত্ব-গুণবান্ প্রজাপতি" এইরূপে জানেন) সঃ তম্ (সেই ব্যক্তিকে) ওষতি হ বৈ (অবশ্যই দগ্ধ করেন), যঃ অস্মাৎ (এই বিদ্বানের) পূর্বঃ (পূর্ববর্তী হইয়া) বুভূষতি (প্রজাপতি হইতে ইচ্ছা করেন)। ১

প্রথমতঃ এই জগৎ পুরুষাকার আত্মা (বা বিরাট্) রূপেই ছিল।

তিনি আলোচনা করিয়া আপনা হইতে ভিন্ন অপর কিছুই দেখিলেন না। তিনি প্রথমে "আমি সেই" এই কথা উচ্চারণ করিলেন। অতএব তিনি "আমি" এই নামধারী হইলেন। এই জন্যই আজও কেহ জিজ্ঞাসিত হইলে প্রথমে "এই আমি", এই কথা বলিয়া পরে উহার অপর যে নাম আছে, তাহা বলে।[১] তিনি যেহেতু পূর্বোবর্তী হইয়া এই সকল (সাধক) এর পূর্বে অখিল পাপকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, অতএব তিনি "পুরুষ"। যে কেহ এতাদৃশ বিদ্বানের পূর্বে প্রজাপতি[২] হইতে ইচ্ছা করেন, যিনি এইরূপ জানেন, তিনি তাঁহাকে দগ্ধ করেন।[৩] ১

১। "আমি" এই নামটি নির্বিশেষভাবে সকলেই ব্যবহার করে; সুতরাং অনুমিত হয় যে, উহাই সকলের কারণস্বরূপ বিরাটের নাম। সর্বসাধারণ "আমি"র পরে বিশেষ নামের উল্লেখ হয়; সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, বিশেষ নামগুলি "আমি" নামের পরে সৃষ্ট হইয়াছে। এখানে ইহাই বলা হইতেছে যে, প্রজাপতি "আমি" রূপে উপাস্য (৫।৫।৪ দ্রঃ)।

২। সূক্ষ্ম সমষ্টিতে অভিমানী যাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়, স্থূল সমষ্টিতে অভিমানী তাঁহাকেই বিরাট্ বলা হয়। এই উভয়ের সাধারণ নাম প্রজাপতি।

৩। অর্থাৎ যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসক, তিনিই প্রথমে প্রজাপতিত্ব লাভ করেন। অপরেরা পরে সিদ্ধিলাভ করেন। ইহা সাধারণ অর্থে দহন নহে।

সোঽবিভেৎ তস্মাদেকাকী বিভেতি স হায়মীক্ষাং চক্রে যন্মদন্যন্নাস্তি কস্মান্নু বিভেমীতি তত এবাস্য ভয়ং বীয়ায় কস্মাদ্ধ্যভেষ্যদ্ দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি ॥ ২

[কর্ম ও জ্ঞানের সর্বোৎকৃষ্ট ফল প্রজাপতিত্বলাভও সংসারাতীত নহে—ইহা দেখান হইতেছে]—সঃ (সেই প্রজাপতি) অবিভেৎ (ভীত হইয়াছিলেন); তস্মাৎ (সেইজন্য) [এখনও] একাকী (সঙ্গিহীন [অবস্থায়]) [লোকে]

বিভেতি (ভীত হয়)। সঃ হ অয়ম্ (এতাদৃশ ঐ প্রজাপতি) ঈক্ষাম্ চক্রে (চিন্তা করিলেন)—যৎ (যেহেতু) মৎ-অন্যৎ (আমা হইতে ভিন্ন কেহ) ন অস্তি (নাই) [সুতরাং] কস্মাৎ নু (কোন্ ভয়কারণ হইতে) বিভেমি (ভীত হইতেছি) ইতি। ততঃ এব (তাহা হইতেই, ঐ একত্বজ্ঞান হইতেই) অস্য (ইঁহার) ভয়ম্ (ভয়) বীয়ায় (চলিয়া গেল) [ঈঃ ৭]; হি (কারণ) কস্মাৎ (কাহা হইতে) [তিনি] অভেষ্যৎ (ভয় পাইয়াছিলেন) [ভয়ের এমন কোন্ কারণ ছিল]? দ্বিতীয়াৎ বৈ ([আপনা হইতে ভিন্ন] পদার্থান্তর হইতেই) ভয়ম্ ভবতি। ২

তিনি ভয় পাইলেন। এই জন্য (আজও) লোকে একাকী থাকিতে ভীত হয়।[১] সেই বিরাট্ চিন্তা করিলেন, "আমা হইতে ভিন্ন কেহ যখন নাই, তখন কাহা হইতে ভয় পাইতেছি?" তাহারই ফলে তাঁহার ভয় দূর হইল;[২] কারণ কাহা হইতে তিনি ভয় পাইবেন? দ্বিতীয় কেহ থাকিলেই ভয় হইতে পারে।[৩] ২

১। আধুনিক জীবের ভয় হইতে অনুমিত হয় যে, তাহাদের কারণ হিরণ্যগর্ভের মধ্যেই ভয় ছিল। সুতরাং হিরণ্যগর্ভ সংসারাতীত নহেন।

২। জ্ঞান অজ্ঞানের নাশক বলিয়া জ্ঞানোদয়ে আমাদের ভ্রমজনিত ভয়াদি যেরূপ নষ্ট হয়, সেইরূপ বিরাটেরও হইয়াছিল। সুতরাং তিনি আমাদেরই ন্যায় সংসারান্তর্ভুক্ত। ইহা দ্বিতীয় যুক্তি।

৩। এই কণ্ডিকার প্রথম অর্থ এই—অদ্বৈতজ্ঞান লাভ হওয়ায় প্রজাপতির ভয় দূর হইল। দ্বিতীয় অর্থ—অদ্বৈতজ্ঞান না হইলেও, তিনি একক মাত্র, এই দর্শনের ফলেই তাঁহার ভয় দূর হইল। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, হিরণ্যগর্ভ সংসারান্তর্গত হইলেও আমাদের সহিত তাঁহার পার্থক্য আছে। আমরা হিরণ্যগর্ভের ন্যায় স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইলেও আমাদের উপাধি অত্যন্ত মলিন। কিন্তু হিরণ্যগর্ভের উপাধি অতি বিশুদ্ধ। সুতরাং তিনি সাধারণ জীবের উপাস্য।

স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়-মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ স

ইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদমর্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যত এব তাং সমভবৎ ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত ॥ ৩

[প্রজাপতি সংসারের অন্তর্ভুক্ত—এই বিষয়ে হেতু দেখান হইতেছে]—সঃ বৈ (তিনি) ন এব রেমে (মোটেই তৃপ্তি, আনন্দ, লাভ করিলেন না)। তস্মাৎ (সেইজন্য) [আজও লোকে] একাকী (একক অবস্থায়) ন রমতে (সুখী হয় না)। [সেই নিরানন্দ দূর করার জন্য] সঃ দ্বিতীয়ম্ (সঙ্গী, স্ত্রী) ঐচ্ছৎ (ইচ্ছা করিলেন)। [সঙ্গকামী হইয়া তিনি মনে করিলেন যে, তিনি স্ত্রীর দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া আছেন ; নিজের সেই সত্যসংকল্পতাবশতঃ] সম্পরিষক্তৌ (পরস্পর আলিঙ্গিত) স্ত্রীপুমাংসৌ (স্বামী ও স্ত্রী) যথা (যেরূপ, যে পরিমাণ হয়) সঃ হ (তিনিও) এতাবান্ (সেই পরিমাণবিশিষ্ট) আস (হইলেন)। সঃ (সেই বিরাট্) ইমম্ এব আত্মানম্ (সেই পরিমাণবিশিষ্ট এই দেহকেই) [মনু ও শতরূপা রূপ] দ্বেধা (দুই ভাগে) অপাতয়ৎ (ভাগ করিলেন) ; ততঃ (ঐ বিভাগ হইতে) পতিঃ চ পত্নী চ (দম্পতি) অভবতাম্ (হইলেন)। [যেহেতু পত্নী গৃহস্থের নিজেরই দেহার্ধরূপিণী] তস্মাৎ (অতএব) [পত্নী গ্রহণের পূর্বে] স্বঃ ইদম্ (আত্মভূত এই নিজদেহ) অর্ধবৃগলম্ ইব ([দ্বিদল বীজের] অর্ধবিদল-সদৃশ) ইতি (এই কথা) যাজ্ঞবল্ক্যঃ (যজ্ঞবল্কের, অর্থাৎ যজ্ঞবক্তার, পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য বা দৈবরাতি, অথবা হিরণ্যগর্ভ) আহ স্ম (বলিয়াছিলেন)। [যেহেতু বিবাহের পূর্বে আকাশস্থানীয় পুরুষার্ধ অসম্পূর্ণ থাকে] তস্মাৎ (সেইজন্য) অয়ম্ আকাশঃ ([এই পুরুষার্ধ] আকাশ-স্থানীয় পুরুষ) [বিবাহের পর] স্ত্রিয়া (সহধর্মিণী [রূপ অপরাংশের] দ্বারা) পূর্যতে এব (পূর্ণ হয়)। [মনুনামধেয় সেই প্রজাপতি] তাম্ সমভবৎ ([শত-রূপানামধারিণী ও কন্যাস্থানীয়া] তাঁহার সহিত সঙ্গত হইলেন)। ততঃ (সেই সঙ্গম হইতে) মনুষ্যাঃ (মানুষগণ) অজায়ন্ত (জাত হইল)। ৩

তিনি মোটেই আনন্দিত হইলেন না। এইজন্য (আজও) কেহ একাকী থাকিলে সুখী হয় না।[১] তিনি সঙ্গীর অভিলাষ করিলেন।

স্বামী ও স্ত্রী আলিঙ্গিত হইয়া যে পরিমাণ হয়, তিনি সেই পরিমাণ হইলেন।[১] তিনি সেই দেহকেই দুই ভাগে ভাগ করিলেন। তাহা হইতে পতি ও পত্নী জাত হইলেন। "এই জন্যই (পত্নী গ্রহণের পূর্বে) নিজদেহ অর্ধ বিদলের ন্যায় (থাকে)", এই কথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন। এই জন্যই (পুরুষের অসম্পূর্ণ দেহরূপ) এই আকাশ পত্নীর দ্বারাই পূর্ণ হয়। তিনি তাঁহাতে উপগত হইলেন। তাহার ফলে মনুষ্যগণ জাত হইল। ৩

১। প্রজাপতির নিরানন্দ হইতে প্রমাণ হয় যে, তিনি সংসারকে অতিক্রম করেন নাই। তাঁহার নিরানন্দ সম্বন্ধে প্রমাণ এই যে, তাঁহা হইতে উৎপন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে অনুরূপ নিরানন্দ দৃষ্ট হয়—কার্যগুণ কারণগুণেরই অনুসরণ করে।

২। দুধ যেরূপ স্বরূপকে পরিবর্তন করিয়া দধি হয়, বিরাট্ আপনাকে সেইরূপে পরিবর্তিত করিয়া যুগলরূপ হইলেন না; পরন্তু তিনি নিজস্বরূপে থাকিয়াও অমোঘ সঙ্কল্পের দ্বারা ঐ যুগলরূপ শরীরান্তরের সৃষ্টি করিলেন, অর্থাৎ তদ্রূপ হইলেন (৫ম কণ্ডিকা দ্রঃ)।

সো হেয়মীক্ষাং চক্রে কথং নু মাত্মন এব জনয়িত্বা সংভবতি হন্ত তিরোঽসানীতি সা গৌরভবদৃষভ ইতরস্তাং সমেবাভবৎ ততো গাবোঽজায়ন্ত বড়বেতরাঽভবদশ্ববৃষ ইতরো গর্দভীতরা গর্দভ ইতরস্তাং সমেবাভবৎ তত একশফমজায়তাজেতরাঽভবদ্বস্ত ইতরোঽবিরিতরা মেষ ইতরস্তাং সমেবাভবৎ ততোঽজাবয়োঽজায়ন্তৈবমেব যদিদং কিঞ্চ মিথুনমাপিপীলিকাভ্যস্তৎ সর্বমসৃজত ॥ ৪

সো উ হ ইয়ম্ (সেই এই শতরূপাও) [পূর্বজন্মের সংস্কারানুযায়ী শাস্ত্র নিষেধ স্মরণ করিয়া] ঈক্ষাং চক্রে (আলোচনা করিলেন)—মা (আমাকে) আত্মনঃ এব

(আপনা হইতেই) জনয়িত্বা (উৎপন্ন করিয়া) কথম্ নু (কি প্রকারে) [আমার সহিত] সম্ভবতি (মিলিত হইতেছেন) ? হন্ত (ভাল কথা), [আমি] তিরঃ অসানি (অন্তর্হিতা হই, [রূপান্তর গ্রহণ করিয়া আপনাকে লুকাই]) ইতি। সা (সেই শতরূপা) গৌঃ (গাভী) অভবৎ (হইলেন); ইতরঃ (অপরে, মনু) ঋষভঃ (বৃষ) [হইলেন], [এবং] তাম্ সমভবৎ [১।৪।৩] এব। ততঃ (সেই মিলন হইতে) গাবঃ (গরু সকল) অজায়ন্ত। ইতরা (তাঁহাদের একজন, শতরূপা) বড়বা (ঘোটকী) অভবৎ, ইতরঃ অশ্ববৃষঃ (ঘোটক); ইতরা গর্দভী, ইতরঃ গর্দভঃ ; [তাম্] তাম্ (সেই [(ঘোটকীর ও] গর্দভীর সহিত) সমভবৎ এব ; ততঃ একশফম্ (একখুর জন্তু, [ঘোড়া, খচ্চর, গাধা]) অজায়ত। ইতরা অজা (ছাগী) অভবৎ, ইতরঃ বস্তঃ (ছাগ) ; ইতরা অবিঃ (মেষী), ইতরঃ মেষঃ ; [তাম্] তাম্ (সেই [ছাগী ও] মেষীর সহিত) সমভবৎ এব ; ততঃ অজ-অবয়ঃ (ছাগ ও মেষসকল) অজায়ন্ত। এবম্ এব (ঠিক এইরূপেই) আপিপীলিকাভ্যঃ (পিপীলিকা পর্যন্ত) যৎ ইদম্ কিম্ চ (এই যাহা কিছু) মিথুনম্ (স্ত্রীপুরুষযুগল) [আছে] তৎ সর্বম্ (সেই সমস্ত) [তিনি] অসৃজত (সৃজন করিলেন)। ৪

তিনিও (অর্থাৎ শতরূপাও) আলোচনা করিলেন, "আমাকে আপনা হইতেই উৎপন্ন করিয়া ইনি কিরূপে আমাতে উপগত হইতেছেন ? ভাল কথা, আমি তিরোভূতা হই।" তিনি গাভী হইলেন, অপরে (অর্থাৎ মনু) বৃষ হইলেন,[১] এবং তাঁহাতে উপগত হইলেন ; তাহার ফলে গরু সকল জাত হইল। এক জন ঘোটকী, অপরে ঘোটক হইলেন ; একজন গর্দভী ও অপরে গর্দভ হইলেন এবং তাঁহাতে উপগত হইলেন ; তাহা হইতে একখুর জন্তুগণ জাত হইল। এক জন ছাগী, অপরে ছাগ হইলেন ; একজন মেষী, অপরে মেষ হইলেন এবং তাঁহাতে উপগত হইলেন ; তাহা হইতে ছাগ ও মেষ সকল জাত হইল। ঠিক এইরূপেই তিনি পিপীলিকা পর্যন্ত এই যাহা কিছু স্ত্রীপুরুষযুগল আছে তৎসমস্ত সৃজন করিলেন। ৪

৪। উৎপাদ্য প্রাণিগণের কর্মফলের দ্বারা প্রেরিত হইয়া শতরূপা যেমন যেমন রূপ ধরিলেন, মনুও তদনুসারে প্রাণীর কর্মফলানুযায়ী আপনাকে পরিবর্তিত করিলেন।

সোঽবেদহং বাব সৃষ্টিরস্ম্যহং হীদং সর্বমসৃক্ষীতি ততঃ সৃষ্টিরভবৎ সৃষ্ট্যাং হাস্যৈতস্যাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৫

[এইরূপে সমস্ত জগতের সৃষ্টি করিয়া] সঃ (সেই প্রজাপতি) অবেৎ (জানিলেন)—অহম্ বাব (আমিই) সৃষ্টিঃ (জগৎ [সৃজ্যতে যৎ]) অস্মি (হই); হি (কারণ) অহম্ ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত) অসৃক্ষি (সৃজন করিয়াছি) ইতি [যেহেতু তিনি সৃষ্টিশব্দে আপনাকে নির্দেশ করিলেন] ততঃ (সেই জন্য) [তিনি] সৃষ্টিঃ (সৃষ্টিনামধারী) অভবৎ (হইলেন)। যঃ (যিনি) এবম্ (এইরূপ [প্রজাপতির ন্যায় জগৎকে আপনা হইতে অভিন্ন]) বেদ (জানেন) [তিনি] অস্য (প্রজাপতির) এতস্যাম্ সৃষ্ট্যাম্ (এই সৃষ্টিতে) [প্রজাপতির ন্যায় স্রষ্টা] ভবতি হ। ৫

তিনি অবগত হইলেন, "আমিই সৃষ্টিরূপে বিদ্যমান ; কারণ আমিই এই সমস্ত সৃজন করিয়াছি।" সেই জন্য তাঁহার নাম হইল সৃষ্টি। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি ইঁহার এই সৃষ্টিতে (স্রষ্টা হন)। ৫

অথেত্যভ্যমন্থৎ স মুখাচ্চ যোনের্হস্তাভ্যাং চাগ্নিমসৃজত তস্মাদেতদুভয়মলোমকমন্তরতোঽলোমকা হি যোনিরন্তরতঃ। তদ্ যদিদমাহুরমুং যজামুং যজেত্যেকৈকং দেবমেতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উ হ্যেব সর্বে দেবাঃ। অথ যৎ কিঞ্চেদমার্দ্রং তদ্রেতসোঽসৃজত তদু সোম এতাবদ্বা ইদং সর্বমন্নং চৈবান্নাদশ্চ সোম এবান্নমগ্নিরন্নাদঃ সৈষা ব্রহ্মণোঽতিসৃষ্টিঃ। যচ্ছ্রেয়সো

দেবানসৃজতাথ যন্মর্ত্যঃ সন্নমৃতানসৃজত তস্মাদতিসৃষ্টিরতি-সৃষ্ট্যাং হাস্যৈতস্যাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৬

অথ (অনন্তর) [তিনি] ইতি (এই প্রকারে) অভ্যমন্থৎ (অগ্র ও পশ্চাতে [হস্তসঞ্চালন-পূর্বক] মন্থন করিলেন)। সঃ (তিনি) [অগ্নির] যোনেঃ (উৎপত্তিস্থান হইতে) [অর্থাৎ] মুখাৎ চ হস্তাভ্যাম্ চ (মুখ ও হস্তদ্বয় [রূপ যোনি] হইতে) অগ্নিম্ (অগ্নিকে) অসৃজত (সৃজন করিলেন)। [যেহেতু সোমাদির দাহক অগ্নি মুখ ও হস্ত হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন] তস্মাৎ (সেই জন্য) এতৎ উভয়ম্ (এই উভয়ে, মুখ ও হস্ত) অন্তরতঃ (ভিতর দিকে) অলোমকম্ (লোমশূন্য)। [যোনির সহিত মুখ ও হস্ত রূপ উৎপত্তিস্থানদ্বয়ের সাদৃশ্য আছে বলিয়াই তাহাদিগকে যোনি বলা হইল]; হি (কারণ) যোনিঃ অন্তরতঃ অলোমকা। তৎ (তৎস্থলে, যাগকালে) [যাজ্ঞিকগণ নামরূপাদিগত পার্থক্যবশতঃ অগ্ন্যাদি দেবগণকে পৃথক্ পৃথক্ মনে করিয়া] অমুম্ যজ (এই দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ কর) অমুম্ যজ ইতি ইদম্ যৎ (এইরূপে যে) একৈকম্ দেবম্ (পৃথক্ পৃথক্ দেবতা সম্বন্ধে) আহুঃ (বলেন), [তাহা ঠিক নহে ; কারণ] এতস্য এব (এই প্রজাপতিরই) সা বিসৃষ্টিঃ (এই বিবিধ সৃষ্টি বা দেবভেদ), হি এষঃ উ এব (ইনিই) সর্বে দেবাঃ (সকল দেবতা)। [প্রজাপতির সৃষ্ট ও প্রজাপতির সহিত অভিন্ন জগৎকে অগ্নি ও সোম এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইতেছে, কারণ সাধক এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বনে সর্বদোষশূন্য হন]—অথ (সম্প্রতি) যৎ কিম্ চ ইদম্ (এই যাহা কিছু) আর্দ্রম্ (জলীয়, দ্রব) তৎ (তাহা) রেতসঃ (নিজের রেতঃ হইতে) [তিনি] অসৃজত ; তৎ উ (উহাই) সোমঃ (সোম)। ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত জগৎ) এতাবৎ বৈ এব (এইরূপ পরিমাণবিশিষ্ট, এতদতিরিক্ত নহে)—[উহা] অন্নম্ চ অন্নাদঃ চ (ভক্ষ্য ও ভক্ষক)। সোমঃ এব অন্নম্ (সোমই অন্ন), অগ্নিঃ অন্নাদঃ (অগ্নি অন্নভোজী)। সা এষা (উক্ত ইহাই) ব্রহ্মণঃ (প্রজাপতির) অতিসৃষ্টিঃ (আপনা হইতে উৎকৃষ্টতর সৃষ্টি) যৎ (যে) [তিনি সাধক অবস্থায় যেরূপ ছিলেন, তদপেক্ষা] শ্রেয়সঃ (উৎকৃষ্টতর) দেবান্ (দেবগণকে) [প্রজাপতির-সাক্ষাৎ পুত্র] অসৃজত। অথ (আবার) যৎ (যেহেতু) মর্ত্যঃ সন্ ([অজ্ঞানাবস্থায় তিনি] [illegible]

হইয়াও) [হিরণ্যগর্ভাবস্থায়] অমৃতান্ (অমরগণকে) অসৃজত, তস্মাৎ (হেতুবশাৎ) [উহা] অতিসৃষ্টিঃ (উৎকৃষ্ট কর্ম ও জ্ঞানের ফলভূত সৃষ্টি)। যঃ এবম্ বেদ (এইরূপ জানেন, [দেবাদির স্রষ্টা প্রজাপতির সহিত তাদাত্ম্যবুদ্ধি অবলম্বনপূর্বক] উপাসনা করেন) [তিনি] এতস্যাম্ অতিসৃষ্ট্যাম্ (এই অতিসৃষ্টির মধ্যে) [প্রজাপতির ন্যায় স্রষ্টা] ভবতি হ। ৬

অনন্তর তিনি এইরূপে অভিমন্থন করিলেন, এবং অগ্নিকে (অগ্নির) উৎপত্তিস্থান মুখ ও হস্তদ্বয় হইতে উৎপাদন করিলেন।[১] এই জন্য এই উভয়ই অন্তর্ভাগে লোমশূন্য; কারণ—। লোকে যখন বিভিন্ন দেবগণসম্বন্ধে এইরূপ বলে, "অমুক দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ কর", "অমুক দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ কর", (তাহা ঠিক নহে, কারণ) ইঁহারা ইঁহারই সৃষ্টি; অতএব ইনিই এই সকল দেবতা। যাহা কিছু দ্রবপদার্থ, তাহা তিনি নিজ রেতঃ হইতে সৃজন করিলেন; উহাই সোম। এই সমস্ত জগৎ অন্ন ও অন্নাদ হইতে অতিরিক্ত নহে। সোমই অন্ন এবং অগ্নি অন্নাদ।[২] ইহাই প্রজাপতির অতিসৃষ্টি যে, তিনি আপনা হইতেও উৎকৃষ্টতর দেবগণকে সৃজন করিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি মর হইয়াও অমরগণকে সৃজন করিয়াছিলেন, অতএব উহা অতিসৃষ্টি। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি এই অতিসৃষ্টিতে (প্রজাপতিরূপ স্রষ্টা) হন। ৬

১। পুরুষসূক্তানুসারে ব্রাহ্মণও বিরাটের মুখ হইতে সৃষ্ট। অগ্নি ব্রাহ্মণগণের অনুগ্রাহক। অগ্নির সৃষ্টি অপরাপর দেবসৃষ্টির উপলক্ষণ; অর্থাৎ প্রজাপতি স্বীয় বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়দিগের নিয়ন্তা ইন্দ্রাদিকে, ঊরু হইতে বৈশ্যদিগের নিয়ন্তা বসু প্রভৃতিকে, এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্রগণের নিয়ন্তা পৃথিবীদেবতা পূষাকে সৃজন করিয়াছিলেন (১।৪।১১-১৩ দ্রঃ)।

২। অর্থাৎ যত ভক্ষক আছে, সকলেই অগ্নিস্বভাব; এবং যত ভোজ্য আছে, সকলেই সোমস্বভাব। সুতরাং নিখিল জগৎ অগ্নিসোমাত্মক।

তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তা-সৌনামাঽয়মিদংরূপ ইতি তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেঽসৌনামাঽয়মিদংরূপ ইতি স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ। আনখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ স্যাদ্বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায়ে তং ন পশ্যন্তি। অকৃৎস্নো হি স প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি। বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বঞ্ শ্রোত্রং মন্বানো মনস্তান্যস্যৈতানি কর্মনামান্যেব। স যোঽত একৈকমুপাস্তে ন স বেদাকৃৎস্নো হ্যেষোঽত একৈকেন ভবত্যাত্মেত্যেবোপাসীতাত্র হ্যেতে সর্ব একং ভবন্তি। তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্বস্য যদয়মাত্মাঽনেন হ্যেতৎ সর্বং বেদ। যথা হ বৈ পদেনানুবিন্দেদেবং কীর্তিং শ্লোকং বিন্দতে য এবং বেদ ॥ ৭

[উপাসনা ও কর্ম রূপ সমুদয় বৈদিক সাধন অবিদ্যামূলক সংসারের অন্তর্ভুক্ত। এই সংসারবৃক্ষের সমূলে উচ্ছেদের সহায়ক হইবে বলিয়া অধুনা প্রথমে উহার মূল দেখান হইতেছে (গীতা ১৫।১ ; কঃ ২।৩।১) ; কারণ সমূল সংসারবৃক্ষের উচ্ছেদই পুরুষার্থ]—তর্হি (তখন [নামরূপাকারে ব্যাকৃত হওয়ার পূর্বে বীজাবস্থায়]) ইদম্ (ইহা [ব্যক্ত, প্রত্যক্ষরূপে অবস্থিত, এই জগৎ]) তৎ হ (সেই [পরোক্ষরূপে, অব্যক্তরূপে, অবস্থিত]) অব্যাকৃতম্ ([নামরূপাকারে] অনভিব্যক্ত) আসীৎ (ছিল)। তৎ (ঐ [অনভিব্যক্ত] জগৎ) অয়ম্ (ইহা) অসৌনামা ([যজ্ঞ-দত্ত ইত্যাদি কোনও বিশেষ নামের দ্বারা নির্দেশ্য না হইয়া] অমুক নামধারী [অসৌ শব্দ শ্রৌত অব্যয়]) ইদংরূপঃ ([শুক্লাদি কোনও বিশেষ রূপে নির্দেশ্য না হইয়া] এই রূপ বিশিষ্ট) ইতি (এই রূপে) নামরূপাভ্যাম্ এব (কেবল নাম-রূপাকারে [ইত্থংভূতলক্ষণে তৃতীয়া]) [স্বয়ং] ব্যাক্রিয়ত (অভিব্যক্ত হইল [কর্ম-কর্তৃবাচ্য])। তৎ ইদম্ (উক্ত এই অব্যাকৃত জগৎ) এতর্হি অপি (এখনও)

অসৌনামা অয়ম্ ইদংরূপঃ ইতি নামরূপাভ্যাম্ এব ব্যাক্রিয়তে (অভিব্যক্তি হইয়া থাকে)। যথা (যেমন) ক্ষুর-ধানে (ক্ষুরাধারে) ক্ষুরঃ (ক্ষুর) অবহিতঃ স্যাৎ (প্রবেশিত থাকে) বা (অথবা) [যেমন] বিশ্বম্ভরঃ (বিশ্বের ভরণকারী বা পালক অগ্নি) বিশ্বম্ভরকুলায়ে (অগ্নির নীড়ে, অর্থাৎ কাষ্ঠাদিতে [প্রবিষ্ট থাকে]) [তেমনি] সঃ এষঃ (সেই এই আত্মা [যে আত্মার উপদেশের জন্য শাস্ত্রারম্ভ, তিনি]) [আত্মভূত নামরূপকে অভিব্যক্ত করিয়া] ইহ ([হিরণ্যগর্ভ হইতে স্তম্ব পর্যন্ত] নিখিল দেহে) আনখাগ্রেভ্যঃ (নখাগ্র পর্যন্ত) প্রবিষ্টঃ (প্রবেশ করিয়াছেন)। তম্ (সেই প্রবিষ্ট আত্মাকে) [অবিদ্বানেরা] ন পশ্যন্তি (দেখিতে পায় না, উপলব্ধি করিতে পায় না); হি (কারণ) [যখন কেবল প্রাণক্রিয়াদি পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়ার কর্তারূপে তাঁহাকে দেখা যায় তখন] সঃ (তিনি) অকৃৎস্নঃ (অসমস্ত, অসমগ্র)। [তাঁহার বিশিষ্ট দর্শন হইলেও কেন পূর্ণদর্শন হয় না, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে]—প্রাণন্ এব (যখন কেবল নিঃশ্বাসাদি প্রাণক্রিয়া করেন, তখন) প্রাণঃ নাম ([কেবল] "প্রাণ" এই নামে অভিহিত) ভবতি (হন); বদন্ (বাক্যোচ্চারণ করিয়া) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়, অর্থাৎ বক্তা) [নাম ভবতি], পশ্যন্ (দর্শন করিয়া) চক্ষুঃ (চক্ষু, অর্থাৎ দ্রষ্টা), শৃণ্বন্ (শ্রবণক্রিয়া করিয়া) শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়, অর্থাৎ শ্রোতা), মন্বানঃ (মননক্রিয়া করিয়া) মনঃ (মন, অর্থাৎ মননকারী) [নাম ভবতি]। তানি এতানি (উক্ত এই প্রাণাদি নাম সকল) অস্য (ইঁহার) কর্মনামানি এব (কেবল কর্মজনিত নাম); [অতএব উহারা পূর্ণ আত্মার অবদ্যোতক নহে]। সঃ যঃ (যে কেহ) অতঃ (এই প্রাণক্রিয়াদি ক্রিয়াসমুদয় হইতে) একৈকম্ ([অপর ক্রিয়াত্মক রূপের সহিত অসম্বদ্ধভাবে প্রাণ, চক্ষু প্রভৃতি বিশিষ্ট রূপকে] পৃথক্ পৃথক্ ভাবে) উপাস্তে (["ইহাই আত্মা" এইরূপ] চিন্তা করেন, জানেন), সঃ (তিনি) ন বেদ (জানেন না); হি (কারণ) এষঃ (এই আত্মা) একৈকেন ([প্রাণক্রিয়াদি] এক একটি [বিশিষ্ট] রূপে) অতঃ (এই [প্রাণক্রিয়াদি ক্রিয়া] সমূহ হইতে) [প্রবিভক্ত হইয়া, এক একটি বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া] অকৃৎস্নঃ (অসম্পূর্ণ) ভবতি। আত্মা ([যিনি আপনার উপাধিভূত বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ারূপ বিশেষণগুলিকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন বলিয়া আত্ম-শব্দে কথিত হন, সেই বস্তুমাত্র-স্বরূপকে] "আত্মা") ইতি এব (এইরূপেই) উপাসীত

(জানিবে); হি (কারণ) অত্র (এই [নিরুপাধিক] আত্মাতে) এতে সর্বে (এই সমস্ত [উপাধিভূত প্রাণাদি বিশেষসমূহ, যাহারা কর্মজনিত নামসমূহের দ্বারা অভিহিত হয়]) একম্ (অভিন্ন) ভবন্তি (হয়) ([আত্মাই জ্ঞাতব্য ; তাঁহার জ্ঞান হইলে অপর কিছু জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না—ইহা দেখান হইতেছে]—অস্য সর্বস্য (এই সমুদয়ের মধ্যে) তৎ এতৎ (প্রকরণীভূত এই বস্তুটিই)—[অর্থাৎ] যৎ অয়ম্ আত্মা (এই যে আত্মতত্ত্বটি উহাই)—পদনীয়ম্ (জ্ঞাতব্য) ; হি (কারণ) যথা হ বৈ (ঠিক যেমন) পদেন (পদচিহ্নের দ্বারা) [হারান পশুকে] অনুবিন্দেৎ (খুঁজিয়া পায়) এবম্ (এইরূপ) অনেন (এই আত্মার [জ্ঞানের] দ্বারা) এতৎ সর্বম্ (এই সমস্ত) বেদ (জানে)। যঃ এবম্ বেদ (যিনি এইরূপ জানেন, তিনি) কীর্তিম্ শ্লোকম্ (খ্যাতি ও সংহতি) বিন্দতে (লাভ করেন)। ৭

সেই এই[১] জগৎ তখন অব্যাকৃত ছিল। উহা "ইহার অমুক নাম", "ইহার এই রূপ", ইত্যাদি প্রকারে কেবল নামরূপাকারে ব্যাকৃত হইল।[২] উক্ত এই জগৎ এখনও "ইহার অমুক নাম", "ইহার এই রূপ", ইত্যাদি প্রকারে কেবল নামরূপাকারে অভিব্যক্তিত হইয়া থাকে।[৩] ক্ষুরাধারে যেমন ক্ষুর প্রবেশিত থাকে, অথবা অগ্নি যেমন স্বীয় উৎপত্তিস্থানে থাকে,[৪] তেমনি উক্ত এই আত্মা এই নিখিল দেহে নখাগ্র পর্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া আছেন।[৫] লোকে তাঁহাকে দেখিতে পায় না; কারণ (তাহারা তাঁহাকে বিশিষ্টরূপে দেখে বলিয়া তিনি তাহাদের নিকট) অসমগ্র। তিনি যখন কেবল (নিঃশ্বাসাদি) প্রাণক্রিয়া করেন তখন প্রাণ-নামে,[৬] যখন বাক্যোচ্চারণ করেন তখন বাগিন্দ্রিয় (অর্থাৎ বক্তা) নামে,[৭] যখন দর্শন করেন তখন চক্ষুরিন্দ্রিয় (অর্থাৎ দ্রষ্টা) নামে, যখন শ্রবণ করেন তখন শ্রবণেন্দ্রিয় (অর্থাৎ শ্রোতা) নামে, যখন মনন করেন তখন মন (অর্থাৎ মন্তা) নামে পরিচিত হন।[৮] উক্ত এই সকল ইঁহার কর্মজনিত নাম মাত্র। এই বিশেষবর্গের মধ্যে যিনি কেবল এক একটিকে (আত্মরূপে) চিন্তা

করেন,[৯] তিনি জানেন না; কারণ এই আত্মা (যখন) এক একটি বিশেষরূপে (জ্ঞাত হন, তখন তিনি) উক্ত সমষ্টি হইতে (পৃথক্ হইয়া) অপূর্ণ হইয়া থাকেন। (ইনি বস্তুমাত্র-স্বরূপে ইহাদের সকলের ব্যাপক বলিয়া "আত্মা" শব্দে উক্ত হন; অতএব) "আত্মা" এইরূপেই জানিবে;[১০] কারণ ইঁহাতেই এই সমস্ত অভিন্নতা লাভ করে।[১১] এই যে আত্মা, (প্রকরণোক্ত) এই আত্মাই জ্ঞাতব্য; কারণ পদচিহ্ন পাইলে লোকে যেমন (হারান গরু প্রভৃতিকে) খুঁজিয়া পায়, ঠিক তেমনি ইঁহাকে জানিতে পারিলে এই সমস্তকে জানা যায়। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি খ্যাতি ও সংহতি লাভ করেন।[১৩] ৭

১। "সেই" ও "এই" শব্দের সামানাধিকরণ্যের দ্বারা বুঝান হইয়েছে যে, ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত জগৎ প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন।

২। অব্যাকৃতাবস্থ জগৎকে পরমাত্মার সহিত অভিন্নরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, নিয়ন্তা আত্মাই অব্যাকৃত জগৎকে ব্যাকৃত করিলেন (তৈঃ ২।৭।১)। এই ব্যাকৃত জগৎ যেমন নিয়ন্তা প্রভৃতি অনেক কারকবিশিষ্ট, অব্যাকৃত জগৎও সেইরূপ। এইরূপে অভিব্যক্তিটি কর্তৃসাপেক্ষ হইলে উক্ত অভিব্যক্তি অনায়াসসাধ্য, ইহা বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে, জগৎ (স্বয়ং) ব্যাকৃত হইল। নামের ব্যাকৃতির অর্থ—দেবদত্তাদি বিশেষ বিশেষ নামের সহিত নামসামান্যকে, অর্থাৎ নামত্বজাতিকে, সংযোজিত করিয়া সামান্যবিশেষবান্ করা। রূপের ব্যাকৃতির অর্থ—শুক্লাদি বিশেষ রূপের সহিত রূপসামান্যকে, অর্থাৎ রূপত্বজাতিকে, সংযোজিত করা।

৩। অব্যাকৃত জগৎ ব্যাকৃত হয়, এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া হইল। সুপ্ত ব্যক্তি যেরূপ জাগরিত হয়, অব্যাকৃত জগৎও সেইরূপ নামরূপাকারে ব্যাকৃত হয়।

৪। ক্ষুর ক্ষুরাধারের একদেশে এবং অগ্নি অগ্ন্যাধারের সর্বত্র বিদ্যমান থাকে। এই বিশেষবৃত্তি ও সামান্যবৃত্তি বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্তদ্বয় গৃহীত হইয়াছে। অনুবৃত্তিতে

জীবের সামান্যবৃত্তি (সাধারণভাবে সর্বত্র স্থিতি) থাকে ; কিন্তু খণ্ড ও কার্যাকারণে (সর্বদেহে) সামান্য ও (ইন্দ্রিয়াদিতে) বিশেষ, এই উভয় বৃত্তি দৃষ্ট হয়। এইরূপে দেহমধ্যে উপলব্ধ হওয়ায় আত্মা দেহে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন বলিয়া কথিত হন।

৫। ইহা সাধারণ অর্থে প্রবেশ নহে; প্রত্যুত জলে সূর্য প্রবিষ্ট না হইলেও যেরূপ প্রতিবিম্বাকারে তাঁহার প্রবেশ কল্পিত হয়, সেইরূপ আত্মার পক্ষেও জগৎ-সৃষ্টির পরে বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিতে অবিদ্যাবশতঃ প্রবেশ-কল্পনা করা হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য প্রকারে সর্বব্যাপী আত্মার প্রবেশ অসম্ভব (তৈঃ ২।৬।১ ; ঐঃ ১।৩।১২ ; ছাঃ ৬।৩।২)। বস্তুতঃ সৃষ্টি, আত্মার প্রবেশ, জগতের স্থিতি ও লয় প্রভৃতিবিষয়ক শ্রুতিবাক্য সকলের স্বার্থে তাৎপর্য নাই। তাহাদের উদ্দেশ্য আত্মার যথাযথ-উপলব্ধি করান। সৃষ্ট্যাদি বাক্যে ভেদদর্শনের নিন্দাদ্বারা একত্বদর্শন উপপাদিত হয়। সুতরাং "ব্রহ্ম জগতে উপলব্ধ হন," ইহাই বুঝাইবার জন্য "প্রবেশ" প্রভৃতি বলা হইয়াছে (বৃঃ ২।৫।১৯)।

৬। যিনি পাক করেন বা ছেদন করেন তাঁহাকে যেমন পাচক বা ছেদক বলা হয় তেমনি যিনি নিঃশ্বাসাদি প্রাণক্রিয়া প্রভৃতি করেন, তাঁহাকে প্রাণাদি-নামে উল্লেখ করা হয় (৩।৪।১-২)।

৭। নিখিল ক্রিয়া প্রাণে আশ্রিত থাকিয়া নামরূপের দ্বারা অভিব্যঞ্জিত হয়। এইরূপে এখানে প্রাণ, বাক্ প্রভৃতি উপাধিদ্বারা আত্মাতে ক্রিয়াশক্তির উৎপত্তিই বলা হইল। বাক্‌শব্দ যাবতীয় কর্মেন্দ্রিয়ের উপলক্ষণ। প্রাণাশ্রিত ক্রিয়ার অভিব্যক্তি-বিষয়ে বাগাদি করণস্থানীয় হয়, ইহাই বুঝিতে হইবে।

৮। এখানে চক্ষুরাদি উপাধি অবলম্বনে আত্মাতে জ্ঞানশক্তির উৎপত্তি বলা হইল। চক্ষু ও শ্রোত্র অপরাপর জ্ঞানেন্দ্রিয়েরও উপলক্ষণ। মনঃশব্দে জ্ঞানশক্তি-বিকাশের সর্বসাধারণ করণকে বুঝায়। মনকে আশ্রয় করিয়াই চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল নামরূপাত্মক বিজ্ঞেয় বস্তু সকলকে প্রকাশ করে। পুরুষ কর্তা হইলেও তিনি মনন করেন বলিয়া তাঁহাকে মন বলা হইয়াছে।

আত্মাতে জ্ঞানশক্তির ও ক্রিয়াশক্তির উৎপত্তি হয়, ইহা বলায় দ্বারা ফলতঃ ইহাই উক্ত হইল যে, সমস্ত জগৎ প্রত্যগাত্মাতে অধ্যস্ত।

৯। যিনি আপনাকে "আমি দেখিতেছি," "আমি শুনিতেছি," ইত্যাদি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবিশিষ্ট-রূপে জানেন, তিনি পূর্ণ আত্মাকে জানেন না।

১০। ইহা বিজ্ঞাসূত্র, অর্থাৎ এই বাক্যে উপনিষৎসমূহের সারাংশ সংগৃহীত হইয়াছে (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

১১। সূর্য-প্রতিবিম্বসমূহ যেমন সূর্যে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়।

১২। আত্মলাভ ও আত্মজ্ঞান সমানার্থক বলিয়া জ্ঞানের দৃষ্টান্ত না দিয়া লাভের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। একজ্ঞানে সর্বজ্ঞান হয় (ছাঃ ৬।১।৩) ; কারণ অনাত্মভূত নিখিল বস্তু আত্মাতে কল্পিত হওয়ায় তাহাদের আত্মাতিরিক্ত কোনও সত্তা নাই।

১৩। এখানে জ্ঞানের প্রশংসামাত্র করা উদ্দেশ্য, জ্ঞানীর কীর্তি প্রভৃতি লাভের কথা বলা উদ্দেশ্য নহে। কারণ জ্ঞানী এই সমস্তের প্রার্থী নহেন। "যিনি এইরূপ জানেন"—অর্থাৎ যিনি জানেন যে, আত্মা নামরূপে প্রবেশ করিয়া আত্মরূপে "খ্যাতি" লাভ করিয়াছেন এবং প্রাণাদির সহিত সংহত হওয়া রূপ "শ্লোক" লাভ করিয়াছেন, সেই বিদ্বান্ কীর্তিলাভ ও আত্মীয়বর্গের সহিত সংহতি লাভ করেন। অথবা "কীর্তি"—মুমুক্ষুদিগের আকাঙ্ক্ষিত ঐক্যজ্ঞান, এবং "শ্লোক"—জ্ঞানের ফল মুক্তি।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা। স যোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতীশ্বরো হ তথৈব স্যাদাত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি ॥ ৮

[আত্মা অজ্ঞাত বলিয়া তাঁহাকে জানা আবশ্যক, ইহা পূর্বে দেখান হইয়াছে। এখন বলা হইতেছে, তিনি নিরতিশয় প্রিয় বলিয়াও জ্ঞাতব্য]—তৎ এতৎ (প্রাগুক্ত এই আত্মতত্ত্ব) পুত্রাৎ (পুত্র হইতে) প্রেয়ঃ (প্রিয়তর), বিত্তাৎ (সম্পদ্ হইতে) প্রেয়ঃ, অন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ (অপর সকল [প্রিয়] বস্তু হইতে) প্রেয়ঃ, [কারণ] যৎ অয়ম্ আত্মা (এই যে আত্মতত্ত্ব, ইনি) অন্তরতরম্ (বাহ্য পুত্রাদি হইতে

ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মার নিকটতর ; তাহাদিগ হইতেও] অন্তরতম বা নিকটতম) [নিরতিশয় প্রিয় বলিয়া যত্নপূর্বক লভ্য]। [আত্মরূপ প্রিয়বস্তু গ্রহণীয় ও অনাত্মরূপ প্রিয় বস্তু পরিত্যাজ্য ; কারণ] সঃ যঃ ([যিনি আত্মাকে প্রিয়তম বলিয়া জানেন সেইরূপ] যে কেহ) [যদি] আত্মনঃ অন্যম্ (আত্মাতিরিক্ত অপর [পুত্রাদি] বস্তুকে) প্রিয়ম্ ব্রুবাণম্ ([আত্মা হইতে] প্রিয়তর বলিয়া উল্লেখকারীকে) ব্রূয়াৎ (বলেন)—[তোমার] প্রিয়ম্ (প্রেমাস্পদ) রোৎস্যতি (প্রাণনিরোধ, মরণ, প্রাপ্ত হইবে) ইতি [তবে] তথা এব (ঠিক তদ্রূপই) স্যাৎ (হইবে) ; [কারণ যথাভূতবাদী তিনি] ঈশ্বরঃ হ ([ঐরূপ বলিতে] সত্যই সক্ষম)। [সুতরাং অপর প্রিয়বস্তু ত্যাগ করিয়া] আত্মানম্ এব (কেবল আত্মাকেই) প্রিয়ম্ (প্রিয় বলিয়া) উপাসীত (ভাবনা করিবে)। সঃ যঃ (যে কেহ) [অন্য লৌকিকবস্তু প্রিয় হইলেও অপ্রিয়রূপে জানিয়া] আত্মানম্ এব প্রিয়ম্ উপাস্তে (চিন্তা করেন) অস্য (ইঁহার) প্রিয়ম্ (প্রেমাস্পদ) প্রমায়ুকম্ (মরণশীল) ন হ ভবতি (অবশ্যই হয় না)। ৮

এই আত্মতত্ত্ব পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর, অপর সকল হইতেই প্রিয়তর ; কারণ এই যে আত্মা, ইনি অন্তরতম। কেহ যখন অপর বস্তুকে প্রিয় বলিয়া উল্লেখ করে তখন (যিনি আত্মাকে প্রিয় বলিয়া জানেন, এইরূপ) কেহ যদি বলেন, "তোমার প্রেমাস্পদ মরিয়া যাইবে," তবে ঠিক তাহাই হইবে : কারণ তাঁহার (ঐরূপ সত্যকথা বলার) যোগ্যতা আছে। কেবল আত্মাকেই প্রিয় বলিয়া ভাবনা করিবে। যে কেহ আত্মাকে প্রিয় বলিয়া ভাবনা করেন, তাঁহার প্রেমাস্পদের অবশ্যই মরণ হয় না।[১] ৮

১। আত্মজ্ঞানীর পক্ষে প্রিয় বা অপ্রিয় নাই ; সুতরাং প্রিয়বিচ্ছেদও নাই। তথাপি লৌকিক দৃষ্টি অবলম্বনে জ্ঞানীর পক্ষেও প্রিয়বিচ্ছেদ নাই, ইহা বলা হইল। অথবা ইহা আত্মাকে প্রিয়রূপে গ্রহণ করার প্রশংসা মাত্র। কিংবা যিনি অনাত্মদর্শী তাঁহার এই ফললাভ হয়। মরণ হয় না, অর্থাৎ দীর্ঘায়ু হয়।

**তদাহুর্যদ্ ব্রহ্মবিদ্যয়া সর্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মন্যন্তে।
কিমু তদ্ব্রহ্মাবেদ্ যস্মাৎ সর্বমভবদিতি ॥ ৯**

[১।৪।৭ এ "আত্মা ইতি এব উপাসীত" এই বাক্যে সমগ্র উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় সূচিত হইয়াছে। এই সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ইহার প্রয়োজন (সর্ব-প্রাপ্তি—১।৪।১০) প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রুতি ভূমিকা করিতেছেন, ব্রহ্ম-বিবিদুগণ] তৎ আহুঃ (নিম্নোক্তরূপে বলেন)—মনুষ্যাঃ (মানুষেরা) যৎ (যে) মন্যন্তে (মনে করেন) [আমরা] ব্রহ্মবিদ্যয়া (ব্রহ্মবিদ্যা-সহায়ে) সর্বম্ (সর্বস্বরূপ, অনন্ত) ভবিষ্যন্তঃ (হইব) তৎ ব্রহ্ম (সেই ব্রহ্ম) কিম্ উ (এমন কি) অবেৎ (জানিয়াছিলেন) যস্মাৎ (যাহার ফলে) [তিনি] সর্বম্ (সর্ব) অভবৎ (হইয়াছিলেন) ইতি । ৯

ব্রহ্মবিবিদুগণ এইরূপ বলেন, "মানুষেরা[১] যে মনে করেন, 'আমরা ব্রহ্মবিদ্যা-সহায়ে সর্বস্বরূপ হইব', সেই ব্রহ্ম এমন কি জানিয়াছিলেন,[২] যাহাতে তিনি সর্বস্বরূপ হইয়াছিলেন ?" ৯

১। দেবাদিরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে বটে, কিন্তু মানুষেরাই মোক্ষ ও অভ্যুদয়ের সাধনে বিশেষ অধিকারী। এইজন্য কেবল মানুষেরই উল্লেখ হইল।

২। প্রশ্ন এই—ব্রহ্ম কীদৃশ ? অর্থাৎ তিনি পরিচ্ছিন্ন অথবা অপরিচ্ছিন্ন ? ব্রহ্ম কিছু জানিয়া পরিচ্ছিন্নভাব ত্যাগপূর্বক অপরিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, অথবা না জানিয়াই সর্বাত্মক হইয়াছেন ? না জানিয়া সর্বাত্মক হইয়া থাকিলে জ্ঞান অনাবশ্যক। অতএব জ্ঞানের সার্থকতার জন্য বলিতে হইবে, তিনি জানিয়াছিলেন। এখন প্রশ্ন এই—তিনি নিজেকে বা অপরকে জানিয়াছিলেন ? জ্ঞানের ফলে সর্বাত্মকতা হইয়া থাকিলে, উহা কর্মফলেরই ন্যায় অনিত্য হইবে। আবার অপর কাহাকেও জানিয়া তিনি সর্বাত্মক হইয়া থাকিলে, সেই অপরের সর্বাত্মকতা কিরূপে হইল ?—এইরূপে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে। প্রশ্নে এই সকল সন্দেহ উঠানই উদ্দেশ্য।

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীত্তদাত্মানমেবাবেৎ। অহং ব্রহ্মাস্মীতি। তস্মাৎ তৎ সর্বমভবৎ তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাং তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্যশ্চেতি। তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্বং ভবতি তস্য হ ন দেবাশ্চনাভূত্যা ঈশতে। আত্মা হ্যেষাং স ভবতি অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্। যথা হ বৈ বহবঃ পশবো মনুষ্যং ভুঞ্জ্যুরেবমেকৈকঃ পুরুষো দেবান্ ভুনক্ত্যেকস্মিন্নেব পশাবাদীয়মানেঽপ্রিয়ং ভবতি কিমু বহুষু তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ ॥ ১০

[ব্রহ্ম কোন্ জ্ঞানের ফলে সর্বাত্মক হইলেন? এই প্রশ্নের সর্বদোষবর্জিত উত্তর এই]—ইদম্ (ইনি [দেহমধ্যে যে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্ম প্রবেশ করিয়া (১।৪।৭) জীবরূপে অনুভূত হইতেছেন, ইদং-পদের বাচ্য সেই জীব]) অগ্রে ([জ্ঞানোদয়ের] পূর্বেও) [সর্বস্বরূপ] ব্রহ্ম বৈ আসীৎ (ব্রহ্মই ছিলেন)। তৎ ([যিনি অবিদ্যাবশতঃ আপনাকে অব্রহ্ম ও অসর্ব মনে করিয়াছিলেন] তিনি) [আচার্য কর্তৃক প্রতি-বোধিত হইয়া] আত্মানম্ এব ([অবিদ্যার দ্বারা অধ্যারোপিত বিশেষবর্জিত] কেবল আপনাকেই, [নিত্য চৈতন্য ও অবিষয়] আপনার স্বাভাবিক স্বরূপকেই) অহম্ (আমি) অস্মি (হই) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) [৩।৪।১] ইতি (এইরূপে) অবেৎ (জানিলেন) [তিনি অন্য কোনও জ্ঞানের অপেক্ষা করেন নাই, অবিদ্যাবিনাশই তাঁহার জ্ঞান]। তস্মাৎ (সুতরাং) [ঐ জ্ঞানের ফলে, অব্রহ্মত্ব-অধ্যারোপ দূরীভূত হওয়ার ফলে, অসর্বত্ব নিবৃত্ত হওয়ায়] তৎ (তিনি) সর্বম্ অভবৎ (সর্বস্বরূপ হইলেন)। [অগ্নিহোত্রাদি-কর্মে জাত্যভিমান ও ফলকামনাদির অপেক্ষা থাকিলেও জ্ঞানে তাহা নাই—ইহা দেখান হইতেছে]—তৎ (উক্ত বিষয়ে) [আরও দ্রষ্টব্য

এই যে], দেবানাম্ (দেবগণের মধ্যে) যঃ যঃ (যে কেহ) প্রত্যবুধ্যত ([তাহা] অবগত হইয়াছিলেন) সঃ এব (তিনিই) তৎ (উক্ত ব্রহ্ম) অভবৎ (হইয়াছিলেন); ঋষীণাম্ (ঋষিগণের মধ্যে) তথা (তদ্রূপ), মনুষ্যাণাম্ (মানুষদিগের মধ্যে) তথা [যে কেহ উক্ত তত্ত্ব জানিয়াছিলেন, তিনি ব্রহ্ম হইয়াছিলেন], [অর্থাৎ ব্রহ্মই উপাধিবশে দেবাদি হন, আবার তিনিই জ্ঞানলাভের পর স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন]। এতৎ (এই আত্মাকে, আপনাকে) তৎ (উক্ত ব্রহ্মরূপে) ["ব্রহ্মই আমি" এইরূপে] পশ্যন্ (দেখিয়া) বামদেবঃ ঋষিঃ (বামদেব-নামক ঋষি) প্রতিপেদে হ (জানিয়াছিলেন) [এই ব্রহ্মাত্মদর্শনে অবস্থানকালে এই মন্ত্র সকল দর্শন করিয়াছিলেন]—অহম্ (আমি) মনুঃ সূর্যঃ চ (মনু এবং সূর্য) অভবম্ (হইয়াছিলাম) [ইত্যাদি], [অর্থাৎ "আমি ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে সর্বাত্মক হইয়াছি"] ইতি। তৎ ইদম্ (উক্ত এই ব্রহ্মকে) এতর্হি অপি (বর্তমানকালেও) যঃ (যিনি) "অহম্ ব্রহ্ম অস্মি" ইতি এবম্ (এইরূপে) বেদ (জানেন), সঃ (তিনি) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত বিশ্ব) ভবতি [মহাবীর্য বামদেবাদি বা আধুনিক হীনবীর্য মনুষ্যাদিতে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মজ্ঞানের তারতম্য নাই]। দেবাঃ চন (এমন কি দেবগণও) তস্য (তাঁহার, ব্রহ্মজ্ঞানীর) অভূত্যৈ ([ব্রহ্মরূপ সর্ব] না হওয়া বিষয়ে) ন ঈশতে হ (অবশ্যই সমর্থ হন না) [জ্ঞানীর সর্বাত্মভাবপ্রাপ্তিতে বাধা দিতে পারেন না]; হি (কারণ) সঃ এষাম্ (এই দেবগণের) আত্মা ভবতি (আত্মা হন, তাঁহাদের সহিত অভেদ প্রাপ্ত হন) [সুতরাং দেবগণ আত্মার প্রতিকূলে সচেষ্ট হন না]। অথ (পক্ষান্তরে) [অব্রহ্মবিদ্] যঃ (যে কেহ) অন্যঃ অসৌ ([আমার উপাস্য] ইনি [আমা হইতে] পৃথক্) অহম্ অন্যঃ অস্মি (আমি [ইঁহা হইতে] পৃথক্) ইতি (এই মনে করিয়া) অন্যাম্ দেবতাম্ (আত্মাতিরিক্ত দেবতাকে) [স্তুতি, নমস্কার, যাগ, বলি, উপহার, একাগ্রতা, ধ্যান প্রভৃতি দ্বারা] উপাস্তে (উপাসনা করেন) সঃ ন বেদ (তত্ত্ব জানেন না) [কঃ ২।১।১০ ; বৃঃ ৪।৪।১৯] [তিনি যে কেবল অবিদ্যাগ্রস্ত তাহাই নহে ; মানুষের পক্ষে] যথা পশুঃ (পশু যেরূপ) সঃ দেবানাম্ (দেবগণের পক্ষে) এবম্ (সেইরূপ)। যথা হ বৈ (ঠিক যেমন) বহবঃ পশবঃ (বহু পশু) মনুষ্যম্ ([স্বামিস্থানীয়] ব্যক্তিবিশেষকে) ভুঞ্জ্যুঃ (পালন করে) এবম্ (তেমনি) [বহু-পশুস্থানীয়] এক-একঃ পুরুষঃ (প্রত্যেক পুরুষ) দেবান্

(দেবগণকে) ভুনক্তি (পালন করে)। একস্মিন্ এব পশৌ আদীয়মানে (একটি মাত্র পশুও [ব্যাঘ্রাদিকর্তৃক] অপহৃত হইলে) [গৃহস্বামীর] অপ্রিয়ম্ (দুঃখ) ভবতি, বহুষু (বহু [পশু অপহৃত হইলে]) [যে দুঃখ হইবে, তাহা] কিম্ উ (কি আর বলা আবশ্যক) ? তস্মাৎ (সুতরাং) এষাম্ (ইঁহাদের, এই দেবগণের) তৎ (উহা) ন প্রিয়ম্ (বাঞ্ছিত নহে) যৎ (যে), মনুষ্যাঃ (মানুষেরা) এতৎ (এই আত্মতত্ত্ব) বিদ্যুঃ (অবগত হয়)। ১০

(বিদ্যোদয়ের) পূর্বে ইনি (অর্থাৎ জীব) ব্রহ্মই ছিলেন। তিনি আপনাকে "আমি ব্রহ্ম" এবম্প্রকারে জানিলেন। ইহার ফলে তিনি সর্বাত্মক হইলেন। উক্ত বিষয়ে ইহাও দ্রষ্টব্য—দেবগণের মধ্যে যে কেহই জ্ঞানলাভ করিলেন, তিনিই উক্ত ব্রহ্ম হইলেন ; ঋষিগণের মধ্যেও তদ্রূপ, মনুষ্যগণের মধ্যেও তদ্রূপ, হইলেন। এই আত্মাকে ব্রহ্মরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া বামদেব (এই মন্ত্র সকল)[১] অবগত হইয়াছিলেন[২]—"আমি মনু এবং সূর্য হইয়াছিলাম।" আজও উক্ত ব্রহ্মকে যিনি "আমি ব্রহ্ম" এবম্প্রকারে জানেন, তিনিও এই সমস্ত হন। এমন কি দেবগণও তাঁহার সর্বাত্মভাব-প্রাপ্তি-বিষয়ে বাধাদানে সমর্থ হন না ; কারণ ইনি ইঁহাদের আত্মা হন। পক্ষান্তরে যে কেহ "আমি ভিন্ন এবং আমার (উপাস্য) ইনি ভিন্ন" এই মনে করিয়া (আপনা হইতে) পৃথগ্‌ভূত দেবতাকে উপাসনা করেন, তিনি অবিদ্বান্ ; দেবগণের নিকট তিনি যেন পশুরই সদৃশ।[৩] ঠিক যেমন বহু পশু ব্যক্তিবিশেষকে পালন করে, তেমনি প্রতি ব্যক্তি দেবগণকে পালন করে। একটি মাত্র পশু অপহৃত হইলেও যখন উহা (তাহার স্বামীর) দুঃখের কারণ হয়, তখন বহু পশু অপহৃত হইলে যে হইবে, ইহাতে আর কথা কি ? সুতরাং দেবগণের ইহা বাঞ্ছিত নহে যে, মনুষ্যগণ তত্ত্বজ্ঞানী হয়।[৪] ১০

১। এই মন্ত্রদ্বয়ের ঋষি বামদেব ও বক্তা ইন্দ্র (ঋগ্বেদ ৪।২৬।১)—

অহং মনুরভবং সূর্যশ্চাহং কক্ষীবাঁ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ।
অহং কুৎসমার্জুনেয়ং ন্যৃঞ্জেঽহং কবিরুশনা পশ্যতা মা॥
অহং ভূমিমদদামার্যায়াহং বৃষ্টিং দাশুষে মর্ত্যায়।
অহমপো অনয়ং বাবশানা মম দেবা সো অনুকেতমায়ন্॥

২। প্রত্যক্ষ করিয়া অবগত হইলেন, অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সর্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইলেন। জ্ঞান ও সর্বাত্মতালাভের মধ্যে কোনও কালবিলম্ব নাই। "ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইলেন" বলিলে যেমন ভোজনের সঙ্গে সঙ্গেই তৃপ্তি বুঝায় তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানের সমকালেই সর্বাত্মতা, অর্থাৎ মুক্তি, হয়।

৩। ইহা অবিদ্যাসূত্র, অর্থাৎ এই বাক্যে অবিদ্যার স্বরূপ ও তাহার ফল সংসারপ্রাপ্তি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে (১।৪।৭টীকা দ্রঃ)।

৪। মানুষ যেমন নিজের পশুকে ছাড়িতে চায় না, তেমনি দেবগণও যজ্ঞাদি-কর্মের দ্বারা আপনাদের তৃপ্তিসাধক মানুষকে ছাড়িয়া দিতে চান না। দেবগণ কেবল অবিদ্যাবান্ মনুষ্যগণের প্রতিই অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করিতে পারেন। অবিদ্যাধীন যাঁহাদিগকে তাঁহারা মুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাদিযুক্ত করেন, অন্যদিগকে অশ্রদ্ধাদি যুক্ত করেন। অতএব বিদ্যালাভের জন্য শ্রদ্ধাভক্তি-সহকারে দেবগণের অনুগ্রহ লাভের জন্য দেবারাধনে তৎপর হওয়া উচিত।

এখানে দ্রষ্টব্য এই—দেবগণ অনুগ্রহ-নিগ্রহে সমর্থ হইলেও, এই অনুগ্রহ ও নিগ্রহ মানবের অতীত কর্মের অনুযায়ীই হইয়া থাকে। আবার দৈব, কাল, ও ঈশ্বরের সহকারিতা ব্যতিরেকে কর্ম ফলদানে সমর্থ হয় না, কেননা ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম যে, একই কার্য বহু কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। এইরূপে কর্মের প্রাধান্য ও দৈবাদির সহকারিত্ব স্বীকৃত হওয়ায় মানুষের পক্ষে কর্মতৎপর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রহিয়া গেল। কর্মের প্রাধান্য শ্রুতিস্মৃতিতে স্বীকৃত হয় (বৃঃ ৩।২।১৩)। কর্মের মূলে আছে বাসনা। সুতরাং বাসনাই প্রবৃত্তির কারণ; দেবগণ প্রবৃত্তির কারণ নহেন (১।৪।১৭)।

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ। তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি। তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে রাজসূয়ে ক্ষত্র এব তদ্ যশো দধাতি সৈষা ক্ষত্রস্য যোনির্যদ্-ব্রহ্ম। তস্মাদ্ যদ্যপি রাজা পরমতাং গচ্ছতি ব্রহ্মৈবান্তত উপনিশ্রয়তি স্বাং যোনিং য উ এনং হিনস্তি স্বাং স যোনি-মৃচ্ছতি স পাপীয়ান্ ভবতি যথা শ্রেয়াংসং হিংসিত্বা ॥ ১১

[১।৪।১০ এর অবিতাসূত্রে দেখান হইয়াছে যে, অবিদ্যাই সংসারপ্রাপ্তির কারণ। অবিদ্বান্ আপনাকে দেবগণ, ঋষিগণ, ও পিতৃগণের নিকট ঋণী বলিয়া মনে করেন এবং পশুর ন্যায় দেবতাদির জন্য কর্ম করেন। অবিদ্যাসম্ভূত বর্ণ, আশ্রম প্রভৃতিতে অভিমানবশতঃই তাঁহারা ঐ সকল কর্মে নিরত হন। এই জন্য এই প্রকরণে বর্ণসমূহ দেখান হইতেছে এবং বর্ণসমূহের নিয়ন্তা দেবগণেরও উৎপত্তি দেখান হইতেছে। অগ্নির উৎপত্তির সমকালেই (১।৪।৬) ইন্দ্রাদির উৎপত্তি বলা যুক্তিযুক্ত হইলেও অবিদ্যাসম্ভূত বর্ণের সহিত নিকট সম্বন্ধ থাকায়, উহা এখানে বলা হইতেছে]— অগ্রে ([ক্ষত্রিয়াদি জাতির উৎপত্তির] পূর্বে) ইদম্ (এই ক্ষত্রিয়াদি জাতি) ব্রহ্ম বৈ (ব্রাহ্মণই) একম্ এব (একমাত্র জাতি) আসীৎ (ছিল)। তৎ (সেই ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণাভিমানী প্রজাপতি) একম্ সৎ (একক, পরিপালক ক্ষত্রিয়াদির সহায়বিহীন, হওয়ায়) ন ব্যভবৎ ([ব্রাহ্মণজাতির কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে] সমর্থ হইলেন না, বিভূতি লাভ করিলেন না)। তৎ (ঐ ব্রহ্ম) শ্রেয়ঃ-রূপম্ (উত্তম-রূপ) ক্ষত্রম্ (ক্ষত্রিয়জাতি)—[অর্থাৎ] ইন্দ্রঃ (দেবরাজ), বরুণঃ (জলাধিপতি) সোমঃ (ব্রাহ্মণাধিপতি), রুদ্রঃ (পশুপতি), পর্জন্যঃ (বিদ্যুদাদির অধিপতি), যমঃ (পিতৃগণের অধিপতি), মৃত্যুঃ (রোগাদির অধিপতি), ঈশানঃ (জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অধিপতি) ইতি (এই) যানি (যাঁহারা) দেবত্রা ক্ষত্রাণি (দেবগণমধ্যে ক্ষত্রিয়-বর্গ) এতানি (ইঁহাদিগকে) অত্যসৃজত। তস্মাৎ (সুতরাং [ব্রহ্মকর্তৃক শ্রেষ্ঠরূপে

সৃষ্ট হওয়ায়]) তস্মাৎ (ক্ষত্রিয়জাতি হইতে) পরম্ (শ্রেষ্ঠ) ন অস্তি (নাই); [কারণ ইঁহারা ব্রাহ্মণদিগেরও নিয়ন্তা]। তস্মাৎ রাজসূয়ে (রাজসূয় যজ্ঞকালে) ব্রাহ্মণঃ অধস্তাৎ (নিম্নতর স্থানে অবস্থিত থাকিয়া) ক্ষত্রিয়ম্ (ক্ষত্রিয়কে) উপাস্তে (পূজা করেন); [তিনি] ক্ষত্রে এব (ক্ষত্রিয়ের মধ্যে) তৎ যশঃ (আপনার ব্রাহ্মণত্বরূপ খ্যাতি) দধাতি (স্থাপন করেন)। যৎ ব্রহ্ম (যাহা ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণজাতি) সা এষা (উহাই) ক্ষত্রস্য যোনিঃ (ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তিস্থল)। তস্মাৎ যদ্যপি (যদিও) [রাজসূয়কালে] রাজা পরমতাম্ (শ্রেষ্ঠতা, ব্রাহ্মণত্ব) গচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) [তথাপি] অন্ততঃ (যজ্ঞাবশেষে) স্বাম্ যোনিম্ (স্বীয় উৎপত্তিস্থান) ব্রহ্ম এব (ব্রাহ্মণজাতিকেই) উপনিশ্রয়তি (আশ্রয় করেন) [পুরোহিতকে অগ্রে স্থাপন করেন]। যঃ উ (যিনি কিন্তু) এনম্ (এই ব্রাহ্মণকে) হিনস্তি (অবজ্ঞা করেন) সঃ স্বাম্ যোনিম্ ঋচ্ছতি (আঘাত করেন)। শ্রেয়াংসম্ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে) হিংসিত্বা (হিংসা করিয়া) [লোকে] যথা (যেমন) [অধিকতর পাপী হয়, তেমনি] সঃ পাপীয়ান্ (অধিকতর পাপী) ভবতি। ১১

পূর্বে ক্ষত্রিয়াদি জাতিবর্গ কেবল ব্রাহ্মণরূপ একটি মাত্র জাতিরূপে ছিল। (ব্রাহ্মণজাত্যভিমানী)[১] সেই প্রজাপতি একক ছিলেন বলিয়া কর্মসম্পাদনে সমর্থ হইলেন না। ঐ প্রজাপতি শ্রেষ্ঠরূপী ক্ষত্রিয়জাতির—অর্থাৎ ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্য, যম, মৃত্যু, ঈশান এই সকল যাঁহারা দেবগণের মধ্যে ক্ষত্রিয়, তাঁহাদের সৃষ্টি করিলেন।[২] সুতরাং ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। এইজন্য রাজসূয়ে ব্রাহ্মণ নিম্নে অবস্থিত থাকিয়া রাজাকে উপাসনা করেন; তিনি ক্ষত্রিয়েতেই আপনার ব্রাহ্মণত্ব অর্পণ করেন।[৩] ব্রাহ্মণই ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তিস্থল। সুতরাং যদিও রাজা (রাজসূয়ে) শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন, তথাপি অবশেষে স্বীয় উৎপত্তিস্থল ব্রাহ্মণকেই আশ্রয় করেন। যিনি এই ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করেন, তিনি স্বীয় উৎপত্তিস্থলকেই আহত

করেন ; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে হিংসা করিলে যেমন হয়, তিনি তেমনি অধিকতর পাপী হন।[৪] ১১

১। অগ্নির স্রষ্টা অগ্নিরূপাপন্ন প্রজাপতি ব্রাহ্মণজাত্যভিমান বশতঃ এখানে ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

২। অতঃপর দেবক্ষত্রিয়ের দ্বারা অধিষ্ঠিত মনুষ্যক্ষত্রিয়জাতিও সৃষ্ট হইল—ইহা বুঝিতে হইবে।

৩। রাজসূয়ে অভিষিক্ত রাজা আসন্দীতে (=রাজাসনে) সমাসীন থাকিয়া ঋত্বিক্‌কে "ব্রহ্মন্" বলিয়া আহ্বান করিলে তিনি বলেন, "হে রাজন্, আপনিই ব্রহ্ম।" ইহাই ক্ষত্রিয়েতে ব্রাহ্মণত্ব অর্পণ।

৪। ক্ষত্রিয়গণ ক্রূরস্বভাব বশতঃ এমনি পাপী ; আবার ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিয়া পাপীয়ান্ হয়।

স নৈব ব্যভবৎ স বিশমসৃজত যান্যেতানি দেবজাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বেদেবা মরুত ইতি ॥ ১২

সঃ (সেই ব্রাহ্মণত্বাভিমানী প্রজাপতি) [বিত্তোপার্জনক্ষম বৈশ্যের অভাবে] ন এব ব্যভবৎ ; সঃ বিশম্ (বৈশ্যজাতিকে), [অর্থাৎ] যানি এতানি দেবজাতানি (দেবজাতি সকল) বসবঃ (বসুগণ), রুদ্রাঃ (রুদ্রগণ), আদিত্যাঃ (আদিত্যগণ), বিশ্বেদেবাঃ (বিশ্বদেবগণ), মরুতঃ (মরুদ্গণ) ইতি (এইরূপে) গণশঃ (গণভেদে, সমষ্টিবদ্ধরূপে) আখ্যায়ন্তে (কথিত হন) এতানি (ইঁহাদিগকে) অসৃজত। ১২

তিনি (ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টির পরেও) কার্যক্ষম হইলেন না। তিনি বৈশ্যজাতিকে—অর্থাৎ এই যে সকল দেবসঙ্ঘ বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্গণ, এইরূপ গণভেদে উল্লিখিত হন[১]—তাঁহাদিগকে সৃজন করিলেন। ১২

১। বৈশ্যগণ প্রায়ই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকেন, তাঁহাদের দেবতারাও অনুরূপ।

অষ্টবসু—ধরো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ অহশ্চৈবানিলোঽনলঃ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টাবিতি স্মৃতাঃ॥

একাদশ রুদ্র—অজৈকপাদহির্বুধ্ন্যো বিরূপাক্ষঃ সুরেশ্বরঃ।
জয়ন্তো বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকোঽপ্যপরাজিতঃ।
বৈবস্বতশ্চ সাবিত্রো হরো রুদ্রা ইমে স্মৃতাঃ॥

দ্বাদশ আদিত্য—ধাতা মিত্রোঽর্যমা রুদ্রো বরুণঃ সূর্য এব চ।
ভগো বিবস্বান্ পূষা চ সবিতা দশমঃ স্মৃতঃ॥
একাদশস্তথা ত্বষ্টা বিষ্ণুর্দ্বাদশ উচ্যতে।

বিশ্বদেব—বসুঃ সত্যঃ ক্রতুর্দক্ষঃ কালঃ কামো ধৃতিঃ কুরুঃ।
পুরূরবা মাদ্রবশ্চ বিশ্বেদেবাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥

অভিধানে এই দশজনের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু আচার্য ইঁহাদের সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন ত্রয়োদশ। ইঁহারা বিশ্বার পুত্র। আচার্যের মতে এই শব্দের অপর অর্থ "নিখিল দেবতা।"

উনপঞ্চাশ বায়ু—ইঁহারা সাতটি গণে বিভক্ত।

স নৈব ব্যভবৎ স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণমিয়ং বৈ পূষেয়ং হীদং সর্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ॥ ১৩

[পরিচারকের অভাবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে সৃজন করিয়াও] সঃ ন এব ব্যভবৎ। সঃ শৌদ্রম্ (=শূদ্রম্, শূদ্র) বর্ণম্ (জাতিকে), [অর্থাৎ] পূষণম্ ([পোষণকারী] পূষাদেবতাকে) অসৃজত। ইয়ম্ বৈ (এই পৃথিবীই) পূষা, হি (কারণ) যৎ ইদম্ কিম্ চ (এই যাহা কিছু আছে) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্তকে) ইয়ম্ (এই পৃথিবী) পুষ্যতি (পোষণ করেন)। ১৩

তিনি তখনও কর্মক্ষম হইলেন না। তিনি শূদ্রজাতিকে, অর্থাৎ পূষাকে, সৃষ্টি করিলেন। এই পৃথিবীই পূষা; কারণ জগতে যাহা কিছু আছে, সেই সমস্তকে ইনি পোষণ করেন। ১৩

স নৈব ব্যভবৎ তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্মং তদেতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং যদ্ধর্মস্তস্মাদ্ধর্মাৎ পরং নাস্ত্যথো অবলীয়ান্ বলীয়াংসমাশংসতে ধর্মেণ যথা রাজ্ঞৈবং যো বৈ স ধর্মঃ সত্যং বৈ তৎ তস্মাৎ সত্যং বদন্তমাহুর্ধর্মং বদতীতি ধর্মং বা বদন্তং সত্যং বদতীত্যেতদ্ধ্যেবৈতদুভয়ং ভবতি ॥ ১৪

[চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াও ক্ষত্রিয়ের উগ্রতা-নিবন্ধন] সঃ ন এব ব্যভবৎ। তৎ (তিনি) শ্রেয়োরূপম্ (শ্রেয়ঃস্বরূপ, সকলের কল্যাণকর) ধর্মম্ (ধর্মকে) অত্যসৃজত (সৃজন করিলেন)। এতৎ (এই সৃষ্ট বস্তুটি) যৎ (=যঃ, যাহা) ধর্মঃ, তৎ (উহা) ক্ষত্রস্য ক্ষত্রম্ (ক্ষত্রিয়েরও ক্ষত্রিয়, নিয়ন্তা)। তস্মাৎ (সুতরাং, ক্ষত্রিয়েরও নিয়ন্তা বলিয়া) ধর্মাৎ (ধর্ম হইতে) পরম্ (শ্রেষ্ঠ কিছু) ন অস্তি (নাই)। অথ উ (এইরূপেই) রাজ্ঞা যথা (রাজার সহায়ে যেরূপ) [কেহ অপরকে জয় করে] এবম্ (সেইরূপ) অবলীয়ান্ (দুর্বলতর ব্যক্তি) বলীয়াংসম্ (অধিক বলবান্ ব্যক্তিকে) ধর্মেণ (ধর্মসহায়ে) আশংসতে (জয় করিতে ইচ্ছা করে)। যঃ বৈ সঃ ধর্মঃ (যাহা উক্ত ধর্ম বা লোকব্যবহার নামে খ্যাত) তৎ বৈ (উহাই) সত্যম্ (সত্য, যথাশাস্ত্র ব্যবহার) [অর্থাৎ একই আচার অনুষ্ঠীয়মানরূপে জ্ঞাত হইলে ধর্মনামধেয়, এবং শাস্ত্রার্থরূপে জ্ঞাত হইলে সত্যনামধেয়]। তস্মাৎ (এইরূপ [প্রসিদ্ধি আছে] বলিয়াই) [অপরের সহিত ব্যবহার কালে] সত্যম্ বদন্তম্ (যিনি সত্য বলেন, যথাশাস্ত্র বাক্য ব্যবহার করেন, তাঁহার সম্বন্ধে) [সত্য ও ধর্মের বিবেকজ্ঞ ব্যক্তিরা] আহুঃ (বলেন)—ধর্মম্ বদতি (ইনি ধর্ম, প্রসিদ্ধ নীতিবাক্য, বলিতেছেন) ইতি ; বা (অথবা) ধর্মম্ বদন্তম্ (যিনি ধর্ম বলেন, তাঁহার সম্বন্ধে) [তাঁহারা বলেন]—সত্যম্ বদতি (ইনি সত্য বলিতেছেন) ইতি। হি (কারণ) এতৎ (এই ধর্ম) এতৎ উভয়ম্ এব ([জ্ঞায়মান ও অনুষ্ঠীয়মান] উক্ত [সত্য ও ধর্ম] উভয়) ভবতি (হয়)। ১৪

তিনি তখনও সমর্থ হইলেন না। তিনি কল্যাণকর ধর্মকে সৃজন করিলেন। এই যে ধর্ম, উহা ক্ষত্রিয়েরও ক্ষত্রিয়। সুতরাং ধর্ম

(কর্ম) করোতি (করেন) অস্য (ইঁহার) তৎ হ (ঐ কর্ম) অন্ততঃ (ফলভোগান্তে) ক্ষীয়তে এব (অবশ্যই ক্ষীণ হয়)। আত্মানম্ এব লোকম্ (কেবল আত্মরূপ [স্বীয়] লোককে, অর্থাৎ পরমাত্মাকে [৪।৪।২২]) উপাসীত (উপাসনা করিবে)। সঃ যঃ (যে কেহ) আত্মানম্ এব লোকম্ (কেবল আত্মরূপ লোককে) উপাস্তে (উপাসনা করেন) অস্য হ কর্ম (ইঁহার কর্ম) ন ক্ষীয়তে (ক্ষীণ হয় না); অস্মাৎ হি [তিনি] যৎ যৎ (যাহা যাহা) কাময়তে (কামনা করেন), অস্মাৎ আত্মনঃ (এই আত্মা হইতে) তৎ তৎ (তাহা তাহা) সৃজতে (সৃজন করেন)। ১৫

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র—উক্ত এই চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্ট হইল। উক্ত প্রজাপতি দেবগণের মধ্যে অগ্নিরূপে এবং মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণরূপে ব্রাহ্মণ হইলেন। তিনি (দেব) ক্ষত্রিয়ের দ্বারা অধিষ্ঠিত (মনুষ্য) ক্ষত্রিয়, (দেব) বৈশ্যের দ্বারা অধিষ্ঠিত (মানুষ) বৈশ্য, ও (দেব) শূদ্রের দ্বারা অধিষ্ঠিত (মানুষ) শূদ্রজাতি (রূপে পরিণত) হইলেন। এই জন্যই দেবগণমধ্যে অগ্নিতেই কর্ম করিয়া[১] এবং মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণেতে কর্ম করিয়া (অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতি প্রাপ্তির দ্বারা) কর্মিগণ পুরুষার্থ-প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া থাকেন।[২] কারণ প্রজাপতি এই উভয়রূপই ধারণ করিয়াছিলেন। পরন্তু অনধীত বেদ বা অননুষ্ঠিত অপর কর্ম যেমন (কাহাকেও পালন করে না), তেমনি কেহ যদি আপন আত্মাখ্য লোককে দর্শন না করিয়া এই সংসার হইতে গমন করেন, তবে অবিদিত সেই আত্মা তাঁহাকে পালন করেন না।[৩] যিনি এইরূপ জানেন না, তিনি যদিও ইহলোকে বহু পুণ্যকর্ম করেন তথাপি তাঁহার সেই কর্ম অবশ্যই ভোগান্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কেবল আত্মরূপ লোককেই উপাসনা করিবে।[৪] যে কেহ কেবল আত্মরূপ লোককে উপাসনা করেন, তাঁহার কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না;[৫] কারণ

তিনি যাহা যাহা কামনা করেন তাহা তাহাই এই আত্মা হইতে সৃজন করেন।" ১৫

১। অগ্নিসম্বন্ধ যজ্ঞাদি কর্ম করিয়া যাহাতে ব্রাহ্মণগণ ফললাভ করিতে পারেন, এই জন্যই প্রজাপতি কর্মাধিকরণ অগ্নিরূপে অবস্থিত হইলেন।

২। মনুষ্যসুলভ কর্মফল লাভের জন্য অগ্নিসম্বন্ধ কর্মের প্রয়োজন নাই। কেবল যে স্থলে পুরুষার্থসিদ্ধি দেবাধীন, সেখানেই অগ্নিসম্বন্ধ ক্রিয়ার অপেক্ষা আছে। ব্রাহ্মণরূপে জন্মলাভ পুরুষার্থসিদ্ধির হেতু—ইহা স্মৃতিসিদ্ধ—

জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্যাদন্যন্ন বা কুর্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥　মনু ২।৮৭

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ অগ্নিসম্বন্ধ কর্ম করুন বা না করুন, তিনি জপ ও জাতিমাত্রপ্রযুক্ত অন্য কর্মের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। যিনি সর্বভূতে অভয় দান করেন তিনিই ব্রাহ্মণ। পরিব্রজ্যা অবলম্বনে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মলোকও লাভ করেন।

৩। পরমাত্মা সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও অবিদ্যা বশতঃ মুক্তি হয় না।

৪। আত্মা উপাসনাক্রিয়ার বা কোন ক্রিয়ারই কর্ম নহেন; সুতরাং এখানে আত্মার উপাসনা বিহিত হয় নাই; পরন্তু অপর বিষয়ে কামনা নিষিদ্ধ হইয়াছে। "লোক" শব্দের অর্থ যাহা "ফলরূপে দৃষ্ট হয়"। অবিদ্বান্ অপর বহু "লোকের" (=কর্মফলের) কামনা করেন। এই জন্য অপর বস্তু হইতে মনকে উঠাইয়া পরমাত্মার প্রতি একাগ্র করাইবার উদ্দেশ্যেই আত্মাকে "লোক" বলা হইয়াছে। "আত্মা ইত্যেব উপাসীত" (১।৪।৭)।

৫। কারণ বস্তুতঃ তাঁহার ক্ষয়ই নাই। অবিদ্বানের কর্মক্ষয়জনিত সংসার-দুঃখ আছে, বিদ্বানের তাহা নাই।

৬। "আত্মার উপাসক"এর পরমাত্মত্বই লাভ হয়। এখানে যে অবান্তর ফলের উল্লেখ হইয়াছে, উহা ঐ "আত্মলোকের" উপাসনার স্তুতিমাত্র (ছাঃ ৭।২৫।১)। অথবা এখানে ইহাই বলা হইল যে, উক্ত উপাসক সর্বাত্মক হন (১।৪।১০)।

১। কর্মাধিকারী গৃহস্থকে দেবগণ কর্মেই ব্যাপৃত রাখিতে চান; কারণ তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান দেবগণের অভিপ্রেত নহে (১।৪।১০)।

আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম কুর্বীয়েত্যেতাবান্ বৈ কামো নেচ্ছংশ্চনাতো ভূয়ো বিন্দেৎ তস্মাদপ্যেতর্হ্যেকাকী কাময়তে জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম কুর্বীয়েতি স যাবদপ্যেতেষামেকৈকং ন প্রাপ্নোত্যকৃৎস্ন এব তাবন্মন্যতে তস্যো কৃৎস্নতা মন এবাস্যাত্মা বাগ্ জায়া প্রাণঃ প্রজা চক্ষুর্মানুষং বিত্তং চক্ষুষা হি তদ্ বিন্দতে শ্রোত্রং দৈবং শ্রোত্রেণ হি তচ্ছৃণোত্যাত্মৈবাস্য কর্মাত্মনা হি কর্ম করোতি স এষ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞঃ পাঙ্‌ক্তঃ পশুঃ পাঙ্‌ক্তঃ পুরুষঃ পাঙ্‌ক্তমিদং সর্বং যদিদং কিঞ্চ তদিদং সর্বমাপ্নোতি য এবং বেদ ॥ ১৭ ॥ ইতি প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥

[এখন প্রশ্ন এই, নিবৃত্তিমার্গ ত্যাগ করিয়া লোকে প্রবৃত্তিমার্গে প্রবৃত্ত হয় কেন? দেবগণ তাঁহাদের প্রবৃত্তির কারণ নহেন, কেননা গৃহস্থাভিমান বশতঃ যাঁহাদের গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় কর্মে অধিকারিত্ব বোধ আছে, কেবল তাঁহাদিগকেই দেবগণ পশুবৎ রক্ষা করেন, অপরকে নহে। অবিদ্যাও প্রবৃত্তির হেতু নহে; উহা বস্তুস্বরূপকে আবৃত করে, পুরুষকে প্রবৃত্ত করে না। সুতরাং বর্তমানে দেখান হইবে যে, কামই প্রবৃত্তির মুখ্য কারণ; অবিদ্যা উক্ত কারণেরও কারণ]—ইদম্ (এই [জায়াদি] কাম্যসমূহ) অগ্রে (দারপরিগ্রহের পূর্বে) আত্মা এব (কেবল আত্মরূপে, দেহেন্দ্রিয়-সঙ্ঘাতে আত্মাভিমানী স্বাভাবিক অবিদ্বান্ মাত্র রূপে)—একঃ এব ([আপনা হইতে পৃথগ্‌ভূত কাম্য জায়াদিরূপ] দ্বিতীয় বস্তু-শূন্যরূপে)—আসীৎ (বিদ্যমান ছিল)। সঃ (সেই অবিদ্বান্) অকাময়ত (কামনা করিলেন)—মে (আমার)

জায়া ([কর্মাধিকারের হেতুভূত] স্ত্রী) স্যাৎ (হউক), অথ (যাহাতে) প্রজায়েয় ([আমি পুত্ররূপে] জাত হইতে পারি), অথ (আরও) মে বিত্তম্ (সম্পত্তি) স্যাৎ, অথ কর্ম কুর্বীয় (করিতে পারি) ইতি। কামঃ ([স্ত্রী, পুত্র, মানুষবিত্ত, ও দৈববিত্ত, এবং কর্মাত্মক-সাধন-বিষয়ক এষণা এবং তৎফলভূত ইহলোক, পিতৃলোক, ও দেবলোক, এই ত্রিলোকরূপ সাধ্যবিষয়ক এষণা—এই উভয়রূপ] কামনা) এতাবান্ বৈ (এই মাত্রই, এতদতিরিক্ত নহে), [কারণ] ইচ্ছন্ চন (ইচ্ছা করিলেও) ইতঃ (ইহা [এই সাধন ও ফল] হইতে) ভূয়ঃ (অধিক কিছু) [কেহ] ন বিন্দেৎ (লাভ করিবে না)। তস্মাৎ (সেই জন্য) এতর্হি অপি (বর্ত্তমান কালেও) একাকী (অকৃতদার ব্যক্তি) কাময়তে (কামনা করেন)—মে জায়া [ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ] ইতি। সঃ (তিনি) যাবৎ (যতক্ষণ) এতেষাম্ (এই সকলের) এক-একম্ অপি (কোনও একটিকেও) ন প্রাপ্নোতি (প্রাপ্ত না হন) [এই সকলের একটিও অপ্রাপ্ত থাকে], তাবৎ (ততক্ষণ) [আপনাকে] অকৃৎস্নঃ এব (অসম্পূর্ণই) মন্যতে (মনে করেন)। [অন্য প্রকারে সম্পূর্ণতা-সম্পাদন না হইলে] তস্য (তাঁহার, এই অপূর্ণতাভিমানীর) কৃৎস্নতা (সম্পূর্ণতা) [এইরূপে] উ (ও) [হয়]—মনঃ এব (মনই) অস্য (ইঁহার [অকৃতদার ব্যক্তির]) আত্মা; বাক (বাক্য) জায়া (পত্নী), প্রাণঃ প্রজা (সন্তান); চক্ষুঃ মানুষম্ বিত্তম্ (নরলোকসুলভ সম্পত্তি)—হি (কারণ) চক্ষুষা (চক্ষুর দ্বারা দেখিয়া) তৎ (গবাদি মানুষবিত্ত) বিন্দতে ([লোকে] লাভ করে) শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়) দৈবম্ ([উপাসনারূপ] দৈববিত্ত)—হি শ্রোত্রেণ তৎ (শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ঐ দৈববিত্ত, বিজ্ঞান) শৃণোতি (শ্রবণ করে); অস্য আত্মা এব (শরীরই) কর্ম—হি আত্মনা (শরীরের দ্বারা) কর্ম করোতি (করে)। [অতএব বাহ্য জায়াদি যেরূপ সম্পূর্ণতা সম্পাদন করে, এই কল্পিত জায়াদিও সেইরূপ করে]। সঃ এষঃ পাঙ্‌ক্তঃ (উক্ত এই পঞ্চসাধন-সাধ্য) [অকর্মীর মানস ব্যাপারটি) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ, [বাহ্য যজ্ঞেরই অনুরূপ]), [কারণ বাহ্য যজ্ঞের সাধন] পশুঃ পাঙ্‌ক্তঃ ([মন প্রভৃতি] পঞ্চ-অবয়ব-বিশিষ্ট), পুরুষঃ পাঙ্‌ক্তঃ, [কর্ম্মের সাধন ও ফল] যৎ ইদম্ কিম্ চ (এই যাহা কিছু আছে) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্তই) পাঙ্‌ক্তম্। যঃ (যিনি) এবম্ বেদ (এইরূপ জানেন, [সাধ্য ও সাধন রূপ পাঙ্‌ক্তকে সূত্রাত্মরূপে জানিয়া যিনি আপনার সহিত অভিন্ন

রূপে তাঁহার অহংগ্রহ-উপাসনা করেন], [তিনি] তৎ ইদম্ সর্বম্ (উক্ত এই নিখিল জগৎকে) [আত্মরূপে] আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) । ১৭

পূর্বে ইহা ভেদশূন্য কেবল এক আত্মরূপে বিদ্যমান ছিল।[১] তিনি কামনা করিলেন, "আমার পত্নী হউক, যাহাতে আমি (পুত্ররূপে) জাত হইতে পারি।" কামের পরিমাণ এই পর্যন্তই, ইচ্ছা করিলেও কেহ ইহা হইতে অধিক কিছু লাভ করিতে পারে না।[২] সেইজন্য বর্তমান কালেও (অকৃতদার) একক ব্যক্তি কামনা করেন,[৩] "আমার পত্নী হউক, যাহাতে আমি জাত হইতে পারি; এবং আমার বিত্ত হউক, যাহাতে আমি কর্ম করিতে পারি।" ইহাদের কোনও একটিও যতক্ষণ তাঁহার নিকট অলব্ধ থাকে, ততক্ষণ তিনি (আপনাকে) অসম্পূর্ণ মনে করেন। তাঁহার সম্পূর্ণতা (এইরূপে)ও (হইতে পারে)—মনই ইঁহার আত্মা; বাক্ পত্নী; প্রাণ পুত্র;[৪] চক্ষু মানুষ-বিত্ত, কারণ চক্ষুর সহায়েই লোকে উহা লাভ করে; শ্রবণেন্দ্রিয় দৈববিত্ত, কারণ শ্রবণের দ্বারাই লোকে উহা শ্রবণ করে; ইঁহার শরীরই কর্ম, কারণ শরীরের দ্বারা লোকে কর্ম করে। (এইরূপে) পঞ্চসাধনসাধ্য উক্ত এই (উপাসনারূপ) ব্যাপারটি যজ্ঞই বটে; (কারণ) পশু পঞ্চাবয়ববিশিষ্ট, পুরুষ পঞ্চাবয়ববিশিষ্ট, এই যাহা কিছু সমস্তই পঞ্চাত্মক।[৫] যিনি এইরূপ জানেন, তিনি এই সমস্তকেই প্রাপ্ত হন। ১৭

১। দারপরিগ্রহের পূর্বে কেবল অকৃতদার ব্রহ্মচারী ছিলেন। আপনা হইতে পৃথগ্‌ভূত কাম্য জায়াদি কিছুই ছিল না।

২। এষণা দুই প্রকার—সাধনের জন্য এষণা ও সাধ্য বা ফলের জন্য এষণা ৩।৫।১, ৪।৪।২২)। এই উভয় এষণাই এখানে গ্রাহ্য। লকব্য বিষয়েই এষণা হয়, লকব্য বিষয়ে নহে। এখানে ইহাই বলা হইল যে, অবিদ্বানের এষণাস্বরূপ কাম আছে, বিদ্বান্ এষণাহীন।

৩। প্রাচীনকালে কোনও অবিদ্বান্ এইরূপ কামনা করিয়াছিলেন, পূর্ববর্তী অবিদ্বান্গণ, এমন কি প্রজাপতিও ঐরূপ করিয়াছিলেন (১।৪।১৭)। প্রজাপতির সৃষ্টির মূলে এতাদৃশ কামনা থাকায়, এখনও লোকে ঐরূপ করে।

৪। বাহ্য যজ্ঞে যেমন জায়াদি-চতুষ্টয় যজমানের (অর্থাৎ গৃহপতির) অনুবর্তী এবং সেই জন্য তিনি তাহাদের আত্মস্থানীয়, তেমনি অধ্যাত্ম যজ্ঞেও অন্য দেহেন্দ্রিয়-সমূহ মনের অনুবর্তী বলিয়া মন যজমানরূপে কল্পিত হয়। মন যেন তাহাদের আত্মা। মূলের "বাক্" শব্দের অর্থ বিধিপ্রতিষেধ-মূলক শব্দরাশি—যাহাকে মন কর্ণের দ্বারা গ্রহণ করে এবং অর্থবোধপূর্বক কর্মে প্রয়োগ করে। বাক্ এইরূপে মনের অধীন হওয়ায় বাক্ যেন মনের জায়া। জায়া ও পতি স্থানীয় বাক্ ও মন সম্মিলিত হইয়া কর্মসম্পাদনার্থ প্রাণকে প্রসব করে, অর্থাৎ প্রাণসাধ্য ক্রিয়ার উদ্বোধক হয়; অতএব প্রাণ সন্তান।

৫। বাহ্য যজ্ঞে যে পশু ও পুরুষ প্রভৃতি সাধন আছে, তাহারা পঙ্‌ক্ত্যাত্মক (তৈঃ ১।৭); অন্তর্যজ্ঞের সাধনাদিও তদ্রূপ। অতএব উহাও যজ্ঞ।

প্রথমাধ্যায়—পঞ্চম ব্রাহ্মণ

যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাঽজনয়ৎ পিতা।
একমস্য সাধারণং দ্বে দেবানভাজয়ৎ ॥
ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুত পশুভ্য একং প্রাযচ্ছৎ।
তস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন ॥
কস্মাৎ তানি ন ক্ষীয়ন্তেঽদ্যমানানি সর্বদা।
যো বৈতামক্ষিতিং বেদ সোঽন্নমত্তি প্রতীকেন।
স দেবানপিগচ্ছতি স ঊর্জমুপজীবতীতি শ্লোকাঃ ॥ ১

[পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, অবিবান্ পুরুষ ও এই জগৎ এর মধ্যে স্ব স্ব কর্মানুসারে পরস্পরের উপকারকত্ব-রূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে। যদিও প্রজাপতিই জগতের স্রষ্টা, তথাপি বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ উপাসনা ও কর্মের অ[illegible] পূর্বকল্পীয় জীব সকলকেই এখানে পরবর্তী কল্পের ভোগ্যসৃষ্টির পিতৃস্থ[illegible] হইয়াছে (৩।২।১৩ টীকা ও দ্রঃ)। সুতরাং প্রত্যেক জীবই যেমন এক[illegible] সকলের কার্য ও ভোক্তা; তেমনি অপরদিকে সে অপর সকলের কার্য এব[illegible] বটে। আত্মার একত্বদর্শনের উপায়রূপে এই তথ্যই বিবৃত হইবে (২।৫ দ্রঃ)। প্রতিব্যক্তি আপনার কর্ম ও উপাসনার ফলানুসারে ভোক্তৃজগতের সৃষ্টি করেন বলিয়া তিনি উহার পিতা এবং জগৎ তাঁহার অন্নস্থানীয়। এই অন্নকে সপ্তধা বিভক্ত করিয়া অন্নের জন্ম বলা হইতেছে]—পিতা যৎ (যে) মেধয়া (উপাসনাদ্বারা) [এবং] তপসা (কর্মদ্বারা) সপ্তান্নানি (সাত প্রকার অন্ন) অজনয়ৎ (উৎপন্ন করিলেন) [তাহা প্রকাশিত হইতেছে]—একম্ (একটি অন্ন) অস্য (এই জগতের, খাদকবর্গের) সাধারণম্ (সকলের ভোগ্য), দেবান্ (দেবগণকে) দ্বে (দুইটি) অভাজয়ৎ (নির্দেশ করিয়া দিলেন), আত্মনে (নিজের জন্য) ত্রীণি (তিনটি) অকুরুত (নির্দেশ করিলেন), একম্ পশুভ্যঃ (পশুকুলকে, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীকে) প্রায়চ্ছৎ (দিলেন)। যৎ চ প্রাণিতি (যাহা কিছু প্রাণবান্) যৎ চ ন (এবং যাহা কিছু প্রাণবান্ নহে)—সর্বম্ (সমস্ত) তস্মিন্ ([উক্ত পশুর] সেই [দুগ্ধরূপ] অন্নে) প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রতিষ্ঠিত)। সর্বদা অদ্যমানানি (ভক্ষ্যমাণ) [হইয়াও] কস্মাৎ (কি কারণে) তানি (সেই অন্ন সকল) ন ক্ষীয়ন্তে (ক্ষীণ হয় না)? যঃ বৈ (যিনিই) এতাম্ অক্ষিতিম্ (এই অক্ষয়ের কারণটি) বেদ (জানেন), সঃ (তিনি) প্রতীকেন (মুখের দ্বারা, অর্থাৎ মুখ্যরূপে) অন্নম্ (অন্ন) অত্তি (আহার করেন); সঃ দেবান্ অপিগচ্ছতি (দেবাত্মভাব প্রাপ্ত হন), সঃ ঊর্জম্ (অমৃত) উপজীবতি (ভোগ করিয়া জীবনধারণ করেন)—ইতি (এইগুলি) শ্লোকাঃ ([উক্ত অন্ন সকলের সংক্ষেপতঃ অর্থপ্রকাশক সূত্রভূত] মন্ত্র)। ১

পিতা যে উপাসনা ও কর্মের সহায়ে সপ্তপ্রকার অন্ন উৎপাদন করিলেন, (তাহা বলা হইতেছে)—একটি অন্ন ভোক্তৃবর্গের

সার্বজনীন; দেবগণের জন্য তিনি দুইটি নির্দেশ করিলেন; আপনার জন্য তিনটি স্থির করিলেন; পশুগণকে একটি প্রদান করিলেন। যাহা কিছু প্রাণক্রিয়াবান্ এবং যাহা কিছু প্রাণক্রিয়াহীন, সকলই (পয়ঃ) সেই অন্নে প্রতিষ্ঠিত। সর্বদা ভক্ষ্যমাণ হইয়াও কি কারণে সেই সকল অন্নের ক্ষয় হয় না? যে কেহ এই অক্ষয়ের কারণটি জানেন, তিনি প্রতীকের দ্বারা (অর্থাৎ মুখ্যরূপে) অন্ন আহার করেন, তিনি দেবাত্মভাব প্রাপ্ত হন, তিনি অমৃত ভোগ করিয়া জীবনধারণ করেন। এইগুলি শ্লোক। ১।

যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাহজনয়ৎ পিতেতি মেধয়া হি তপসাহজনয়ৎ পিতা। একমস্য সাধারণমিতীদমেবাস্য তৎ সাধারণমন্নং যদিদমদ্যতে। স য এতদুপাস্তে ন স পাপ্মনো ব্যাবর্ততে মিশ্রং হ্যেতৎ। দ্বে দেবানভাজয়দিতি হুতং চ প্রহুতং চ তস্মাদ্দেবেভ্যো জুহ্বতি চ প্র চ জুহ্বত্যথো আহুর্দর্শপূর্ণমাসাবিতি। তস্মান্নেষ্টিযাজুকঃ স্যাৎ। পশুভ্য একং প্রায়চ্ছদিতি তৎ পয়ঃ। পয়ো হ্যেবাগ্রে মনুষ্যাশ্চ পশবশ্চোপজীবন্তি তস্মাৎ কুমারং জাতং ঘৃতং বৈবাগ্রে প্রতিলেহয়ন্তি স্তনং বাহনুধাপয়ন্ত্যথ বৎসং জাতমাহুরতৃণাদ ইতি। তস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ নেতি পয়সি হীদং সর্বং প্রতিষ্ঠিতং যচ্চ প্রাণিতি যচ্চ ন। তদ্ যদিদমাহুঃ সংবৎসরং পয়সা জুহ্বদপ পুনর্মৃত্যুং জয়তীতি ন তথা বিদ্যাদ্ যদহরেব জুহোতি তদহঃ পুনর্মৃত্যুমপ জয়ত্যেবং বিদ্বান্ সর্বং হি দেবেভ্যোহন্নাদ্যং প্রযচ্ছতি। কস্মাৎ তানি

স ক্ষীয়ন্তেঽদ্যমানানি সর্বদেতি পুরুষো বা অক্ষিতিঃ স হীদমন্নং পুনঃ পুনর্জনয়তে। যো বৈতামক্ষিতিং বেদেতি পুরুষো বা অক্ষিতিঃ স হীদমন্নং ধিয়া ধিয়া জনয়তে কর্মভির্যদ্ধৈতন্ন কুর্যাৎ ক্ষীয়েত হ সোঽন্নমত্তি প্রতীকেনেতি মুখং প্রতীকং মুখেনেত্যেতৎ। স দেবানপিগচ্ছতি স ঊর্জমুপজীবতীতি প্রশংসা ॥ ২

[মন্ত্রের অর্থ তিরোহিত থাকায় সাধারণতঃ দুর্বিজ্ঞেয়; এই জন্য ব্রাহ্মণাংশে উহা বিবৃত হইতেছে]—যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসা অজনয়ৎ পিতা [ইত্যাদি পূর্বকণ্ডিকাস্থ] ইতি (এই মন্ত্রাংশের অর্থ এই)—পিতা মেধয়া [এবং] তপসা হি (ই) অজনয়ৎ। একম্ অস্য সাধারণম্ ইতি (এই অংশের অর্থ)—যৎ ইদম্ (এই যাহা কিছু) [প্রাণিবৃন্দের দ্বারা প্রত্যহ] অদ্যতে (ভক্ষিত হয়), ইদম্ এব (ইহাই) অস্য (নিখিল ভোক্তার) তৎ (সেই) সাধারণম্ অন্নম্ (সার্বজনীন অন্ন)। সঃ যঃ (যে কেহ) এতৎ উপাস্তে (এই সাধারণ অন্নের উপাসনা করেন, উহাতে তৎপর হন, অর্থাৎ সর্বসাধারণ অন্নকে অসাধারণরূপে আত্মসাৎ করেন) সঃ (তিনি) পাপ্মনঃ (পাপ হইতে) ন ব্যাবর্ততে (নিবৃত্ত, বিযুক্ত হন না) [গীতা ৩।১২, মনু ৮।৩৭, মহাভারত ১২।১৪৯।৫], হি (কারণ) এতৎ (এই অন্ন) মিশ্রম্ (সর্বভোজ্য) [ঐ অন্নে সকলের স্বত্ব মিশ্রিত রহিয়াছে]। দ্বে দেবান্ অভাজয়ৎ ইতি—হুতম্ চ (অগ্নিতে আহুতি-প্রদান) চ (এবং) প্রহুতম্ ([দেবোদ্দেশে অন্যপ্রকারে] বলি প্রদান, অর্থাৎ দ্রব্যোৎসর্গ করা); তস্মাৎ (সেই জন্য) [আজিও গৃহিগণ] দেবেভ্যঃ (দেবগণের উদ্দেশে] জুহ্বতি চ প্রজুহ্বতি চ (আহুতি-প্রদান করেন এবং [হোমান্তে] দ্রব্যোৎসর্গ করেন)। অথো (পরন্তু) [অপরেরা] আহুঃ (বলেন) দর্শ-পূর্ণমাসৌ (দর্শ [অমাবস্যার কর্তব্য যজ্ঞ] এবং পূর্ণমাস [পূর্ণিমায় কর্তব্য যজ্ঞ]) [উক্ত দুই অন্ন] ইতি। [দেবগণের জন্য দর্শপূর্ণমাস নির্দিষ্ট হইয়াছে] তস্মাৎ ইষ্টিযাজুকঃ ([স্বর্গাদির সাধক] কাম্যেষ্টিযাগাদিতে [প্রধানতঃ] তৎপর) ন স্যাৎ (হইবে না)। পশুভ্যঃ একম্ প্রাযচ্ছৎ ইতি—তৎ (উক্ত অন্ন) পয়ঃ (দুগ্ধ);

হি (কারণ) মনুষ্যাঃ চ পশবঃ চ (মানুষ ও পশুগণ) অগ্রে (প্রথমে) পয়ঃ এব উপজীবন্তি (দুগ্ধ পান করিয়াই জীবনধারণ করে) ; তস্মাৎ [মানুষের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত যে, ত্রৈবর্ণিকেরা] জাতম্ কুমারম্ (জাত সন্তানকে) [জাতকর্ম-কালে] অগ্রে (প্রথমে) ঘৃতম্ বা এব ([সুবর্ণসংযুক্ত] ঘৃত) প্রতিলেহয়ন্তি (লেহন করান) বা (অথবা, অর্থাৎ পরে) স্তনম্ (স্তন) অনুধাপয়ন্তি (পান করান), [অপর বর্ণেরা যথাসম্ভব আচরণ করেন ; পশুসন্তানকে কেবল স্তন্যপানই করান হয়]। অথ (এবং) জাতম্ বৎসম্ আহুঃ (নবজাত বৎস সম্বন্ধে [লোকেরা] বলে) [উহা] অতৃণাদঃ (এখনও তৃণ ভক্ষণ করে না, দুগ্ধপায়ী) ইতি। তস্মিন্ সর্বম্ প্রতিষ্ঠিতম্ যৎ চ প্রাণিতি যৎ চ ন ইতি—যৎ চ প্রাণিতি (যাহা কিছু সজীব), যৎ চ ন (এবং যাহা নির্জীব) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত) হি (অবশ্যই) পয়সি (দুগ্ধে) প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রতিষ্ঠিত)। তৎ (উক্ত বিষয়ে) [ব্রাহ্মণান্তরে] ইদম্ যৎ আহুঃ (এই যে কথা বলা হয়)—পয়সা (দুগ্ধের দ্বারা) সংবৎসরম্ (এক বৎসর) জুহ্বৎ (হোম করিয়া) পুনর্মৃত্যুম্ (পুনর্মরণ) অপজয়তি (জয় করেন) ইতি—তথা (উক্ত প্রকারে) ন বিদ্যাৎ (জ্ঞাতব্য নহে, চিন্তনীয় নহে)। এবম্ বিদ্বান্ (যিনি পূর্বোক্তরূপে জানেন, তিনি) যৎ অহঃ এব (যে দিবসেই) জুহোতি (হোম করেন) তৎ অহঃ (সেই দিনই) [সেই এক অহোরাত্রি হোমের দ্বারাই] পুনর্মৃত্যুম্ অপজয়তি [অর্থাৎ জগদাত্মত্ব, প্রজাপতিত্ব, লাভ করেন] ; হি (কারণ) [তিনি] দেবেভ্যঃ (সকল দেবতাকে) সর্বম্ (সমস্ত) অন্ন-অদ্যম্ (ভক্ষ্যান্ন) [সায়ং-প্রাতঃ আহুতিপ্রদান-দ্বারা] প্রযচ্ছতি (প্রদান করেন)। কস্মাৎ তানি ন ক্ষীয়ন্তে অদ্যমানানি সর্বদা ইতি—পুরুষঃ বৈ ([অন্নসমূহের ভোক্তা] জীবই) অক্ষিতিঃ (অক্ষয়ের কারণ) ; হি সঃ ইদম্ অন্নম্ (এই অন্নকে) পুনঃ পুনঃ (বারংবার) জনয়তে (উৎপন্ন করেন)। যঃ বা এতাম্ অক্ষিতিম্ বেদ ইতি—পুরুষঃ বৈ অক্ষিতিঃ ; হি সঃ ইদম্ অন্নম্ (কার্যকরণরূপ, ক্রিয়াকলাপাত্মক, ভুজ্যমান, সপ্তবিধ অন্ন) ধিয়া ধিয়া (যথাকালভাবী প্রজ্ঞা, অর্থাৎ উপাসনা) [এবং] কর্মভিঃ ([বাক্, মন, ও শরীরের যথাকালভাবী চেষ্টাদিরূপ] কর্মসমূহের দ্বারা) জনয়তে ; [তিনি] যৎ হ (যদিই বা) এতৎ ন কুর্যাৎ (ইহা না করেন, উপাসনা ও কর্মসহায়ে সত্তান্ন উৎপাদন না করেন) [তবে] ক্ষীয়েত হ ([ঐ অন্ন] অবশ্যই ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে)। সঃ অন্নম্ অত্তি

প্রতীকেন ইতি—প্রতীকম্ মুখম্ (প্রতীকের অর্থ মুখ বা মুখ্যত্ব, প্রাধান্য), মুখেন ইতি এবং ([অতএব] ইহার অর্থ মুখ্য বা প্রধানরূপে)। সঃ দেবান্ অপিগচ্ছতি, সঃ উর্জম্ উপজীবতি ইতি (ইহা) প্রশংসা [অর্থাৎ এখানে নূতন কোনও অর্থ নাই]।২

"পিতা যে উপাসনা ও কর্মের সহায়ে সপ্ত প্রকার অন্ন[১] উৎপাদন করিলেন," ইহার অর্থ—পিতা উপাসনা ও কর্মের সহায়ে অবশ্যই উৎপাদন করিয়াছিলেন।[২] "একটি অন্ন ভোক্তৃবর্গের সার্বজনীন," ইহার অর্থ—এই যাহা কিছু ভক্ষিত হয়, ইহাই নিখিল ভোক্তার সেই সর্বসাধারণ অন্ন। যে কেহ এই অন্নকে পূজা করেন, অর্থাৎ আত্মসাৎ করেন, তিনি পাপ হইতে বিমুক্ত হন না ; কারণ এই অন্ন সকলের ভোজ্য। "দেবগণের জন্য তিনি দুইটি করিলেন," ইহার অর্থ—অগ্নিতে আহুতি প্রদান এবং (অন্যপ্রকারে দেবোদ্দেশে) দ্রব্যোৎসর্গ করা ; এইজন্যই দেবগণের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করা হয় এবং দ্রব্যোৎসর্গ করা হয়। অপরেরা কিন্তু বলেন, দর্শ ও পূর্ণমাসই এই দুই অন্ন ;[৩] অতএব কাম্য ইষ্টিযাগ প্রভৃতিতে তৎপর হইবে না।[৪] "পশুগণকে একটি অন্ন প্রদান করিলেন," ইহার অর্থ—উক্ত অন্ন দুগ্ধ ; কারণ মানুষ ও পশু প্রথমে দুগ্ধপান করিয়াই জীবন-ধারণ করেন। সেইজন্য নবজাত সন্তানকে (জাতকর্মকালে) প্রথমে ঘৃতই[৫] লেহন করান হয় এবং পরে স্তনপান করান হয়। এবং নবজাত বৎস সম্বন্ধে লোকে বলে, "উহা এখনও তৃণ ভক্ষণ করে না।" "যাহা কিছু প্রাণক্রিয়াবান্ এবং যাহা কিছু প্রাণক্রিয়াহীন সমস্তই (পশুর) সেই অন্নে প্রতিষ্ঠিত," ইহার অর্থ যাহা কিছু সজীব এবং যাহা কিছু নির্জীব, এই সমস্ত অবশ্যই দুগ্ধে প্রতিষ্ঠিত।[৬] উক্ত বিষয়ে ব্রাহ্মণান্তর এই যে কথা বলিয়া থাকেন, "দুগ্ধের দ্বারা এক বৎসরকাল

হোম করিয়া লোকে পুনর্মৃত্যু জয় করে,"[৮] উহা তদ্রূপ গ্রহণীয় নহে। যিনি পূর্বকথিতরূপে জানেন, তিনি যে দিবস হোম করেন, সেই দিবসই[৯] পুনর্মৃত্যু জয় করেন।" "সর্বদা ভক্ষ্যমাণ হইয়াও কি কারণে সে সকল অন্ন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না ?" ইহার অর্থ—ভোক্তা জীবই অক্ষয়ের হেতু,[১০] কেননা তিনি এই অন্নকে বারংবার উৎপাদন করেন। "যিনি এই অক্ষয়ের কারণটি জানেন," ইহার অর্থ—জীবই অক্ষয়ের কারণ ; কেননা তিনিই তৎকালভাবী কর্ম ও উপাসনার দ্বারা অন্ন-সমূহ উৎপাদন করেন। তিনি যদিই বা এই কার্য না করেন, তবে ঐ অন্ন অবশ্যই ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। "তিনি প্রতীকের দ্বারা অন্ন আহার করেন," ইহার অর্থ—প্রতীক অর্থাৎ প্রাধান্য, অর্থাৎ তিনি প্রধান-রূপে আহার করেন।[১১] "তিনি দেবাত্মভাব প্রাপ্ত হন, তিনি অমৃত ভোগ করিয়া জীবনধারণ করেন,"—ইহা প্রশংসা। ২

১। এই অন্ন দুই প্রকার। (১) সাধনভূত অন্ন—সাধারণ অন্ন, কর্ম (দর্শ ও পূর্ণমাস), ও দুগ্ধ। এবং (২) ফলভূত অন্ন, ১।৫।৩ টীকা ১ দ্রঃ।

২। এখানে যদিও বলা হইল যে, শাস্ত্রীয় কর্ম ও উপাসনার ফলে জগৎসৃষ্টি হয়, তথাপি অশাস্ত্রীয় কর্ম এবং উপাসনারও অনুরূপ ফল আছে, ইহা বুঝিতে হইবে। অশাস্ত্রীয় কর্ম ও চিন্তার ফলেই তির্যগাদি হীনদশা লাভ হয়। তথাপি এখানে শাস্ত্রীয় কর্ম ও চিন্তাই বিবক্ষিত ; কারণ অবিদ্যার বিষয় সংসার হইতে বিরক্ত ব্যক্তির জন্য ব্রহ্মবিদ্যা উপদিষ্ট হয় ; এইজন্য সংসারে বৈরাগ্য উৎপাদনের উদ্দেশেই এই প্রকরণে দেখান হইতেছে যে, শাস্ত্রীয় সাধ্য ও সাধন উচ্চগতির কারণ হইলেও, সাধ্যসাধনরূপ ব্যক্তাব্যক্ত এই সংসার সাধ্যসাধনের অতীত নহে ; অতএব উহা অনিত্য।

৩। উক্ত দ্বিতীয় মতই গ্রাহ্য ; কারণ উহা নিরপেক্ষ-শ্রুতি-মূলক। প্রথম মত সাপেক্ষ-স্মৃতি-মূলক বলিয়া দুর্বল।

৪। অর্থাৎ কাম্য ইষ্টিযাগকে মুখ্য বলিয়া গ্রহণ করিবে না। এইরূপ বলাতে কাম্যেষ্টিযাগ নিষিদ্ধ হইল না ; পরন্তু দর্শপূর্ণমাস অবশ্য কর্তব্য, ইহাই দ্বি

শাস্ত্রে কোনও শাস্ত্রীয় বিধির নিন্দা দৃষ্ট হইলেও তাহার প্রকৃত তাৎপর্য নিন্দা নহে, পরন্তু বিহিত বিষয়ের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন।

৫। ঘৃত দুগ্ধেরই বিকারবিশেষ, অতএব উহা পয়ঃস্থানীয়। ১।৫।১ কণ্ডিকায় পশুর অন্ন দুগ্ধ সর্বশেষে উল্লিখিত হইলেও এখানে সাধ্যভূত তিনটি অন্নের পূর্বেই ইহা নির্দিষ্ট হইল; কারণ ইহা সাধনবর্গের অন্তর্ভুক্ত, কেন না দুগ্ধদ্বারা অগ্নিহোত্রাদি সম্পাদিত হয় এবং তাহার ফলে লোকলাভ হয়।

৬। অগ্নিহোত্রাদিতে প্রদত্ত আহুতির পরিণাম স্বরূপে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে—

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥ মনু

৭। কেবল কর্মদ্বারা মৃত্যুজয় হয় না, পরন্তু নিম্নলিখিত দর্শনের সহিত কর্মদ্বারা হয়। অগ্নিহোত্রে সায়ংকালে একটি ও প্রাতঃকালে একটি—এই দুইটি আহুতি প্রত্যহ প্রদত্ত হয়। দুইটিকে একত্র একটি বলিয়া ধরিলে সম্বৎসরে ৩৬০ আহুতি হইল। অগ্নিহোত্র-বেদীর জন্য যাজুষ্মতী-নামক যে সকল ইষ্টকা ব্যবহৃত হয়, তাহার সংখ্যাও ৩৬০, অতএব প্রত্যহ প্রদত্ত আহুতিদ্বয়ে এক একটি ইষ্টকাদৃষ্টি আরোপণীয় এবং চিত্য অগ্নিতে সম্বৎসর-প্রজাপতির দৃষ্টি আরোপণীয়; কারণ সম্বৎসরের অহোরাত্রির সংখ্যা ৩৬০ এবং অগ্নির অবয়বভূত ইষ্টকার সংখ্যা ৩৬০। দেহস্থ নাড়ীর সংখ্যাও ৩৬০ বলিয়া তাহাতেও সম্বৎসর-প্রজাপতির অবয়ব অহোরাত্রির দৃষ্টি আরোপণীয়। এইরূপে আহুতি, ইষ্টকা, ও নাড়ীসমূহকে অহোরাত্রসমূহরূপে ভাবিয়া নাড়ী, অহোরাত্র, ও যাজুষ্মতী অবলম্বনে পুরুষ, সম্বৎসর, ও অগ্নির সমত্ব সম্পাদনপূর্বক "আমি অগ্নি সম্বৎসরাত্মক প্রজাপতি" এইরূপ ধ্যান করিয়া এক বৎসর কাল অগ্নিহোত্র করিলে প্রজাপতিত্ব-লাভ ও মৃত্যুজয় হয়—ইহাই ব্রাহ্মণান্তরের তাৎপর্য।

৮। এই সমস্ত জগৎ দুগ্ধাহুতির পরিণাম, সুতরাং এই সমস্তই দুগ্ধে প্রতিষ্ঠিত। যিনি ইহা জানেন, তিনি এক অহোরাত্র হোম করিয়া এই ধ্যানের বলে সর্বাত্মতা, অর্থাৎ প্রজাপতিত্ব, লাভ করেন।

৯। তিনি নিজেকে আহুতিমাত্র ও সর্বদেবতার অন্ন ভাবিয়া সর্বদেবতার সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হন ; সুতরাং তাঁহার পুনর্মৃত্যু নাই, তিনি ক্রমমুক্তি প্রাপ্ত হন। শতপথব্রাহ্মণে আছে (১৩।৭।১।১)—"স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের লাভেচ্ছু ব্যক্তি) কর্মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি আলোচনা করিলেন, 'কর্মের ফল অবশ্যই অনন্ত হইতে পারে না। ভাল কথা, আমি আপনাকে সর্বভূতে আহুতি প্রদান করি।' এইরূপে সর্বভূতে আপনাকে এবং সর্বভূতকে আপনাতে আহুতি দিয়া (অর্থাৎ ঐরূপ উপাসনা করিয়া) তিনি সর্বভূতের শ্রেষ্ঠতা ও আধিপত্য লাভ করিলেন।"

১০। ভোগকালেও ভোক্তৃবর্গের পক্ষে নূতনভাবে বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ উপাসনা ও কর্ম করা সম্ভবপর ; সুতরাং প্রবাহাকারে অন্ন অক্ষয়—ইহাই অর্থ।

১১। তিনি অন্নসমূহের আত্মভূত ভোক্তাই হন ; তিনি আর ভোজ্য অন্ন হন না। বক্ষ্যমাণ পরবর্তী তিনটি অন্নও এই অবসরে ব্যাখ্যাত হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া এখানে তাহাদের যাথাত্ম্য-বিজ্ঞানের ফলের উপসংহার হইল।

ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুতেতি মনো বাচং প্রাণং তান্যাত্মনেঽকুরুতান্যত্রমনা অভূবং নাদর্শমন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষমিতি মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি। কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্বং মন এব তস্মাদপি পৃষ্ঠত উপস্পৃষ্টো মনসা বিজানাতি যঃ কশ্চ শব্দো বাগেব সা। এষা হ্যন্তমায়ত্তৈষা হি ন প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানোঽন ইত্যেতৎ সর্বং প্রাণ এবৈতন্ময়ো বা অয়মাত্মা বাঙ্ময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ ॥ ৩

[প্রজাপতির সাধনভূত চারিটি অন্নের (১।৫।২, টীকা ১) ব্যাখ্যার পরে অধুনা সাধ্যভূত, অর্থাৎ পাঙ্ক্তকর্মের ফলভূত, তিনটি অন্ন এই ব্রাহ্মণের শেষ পর্যন্ত ব্যাখ্যাত হইতেছে]—ত্রীণি আত্মনে অকুরুত ইতি—মনঃ (মনকে), বাচম্ (বাক্‌কে), প্রাণম্

(প্রাণকে)। তানি (উক্ত তিনটিকে) [তিনি, পিতা] আত্মনে (আপনার জন্ত) অকুরুত ([পূর্বে] নির্দেশ করিলেন)। [শ্রোত্রাদি বাহ্যেন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ মনের, অর্থাৎ অন্তঃকরণের, অস্তিত্ববিষয়ে প্রমাণ এই]—[আমি] অন্যত্রমনাঃ (অন্যমনা) অভূবম্ (হইয়াছিলাম) [আমার মন ভিন্ন বিষয়ে আসক্ত ছিল], [এই জন্ত] ন অদর্শম্ (দেখি নাই); অন্যত্রমনাঃ অভূবম্, ন অশ্রৌষম্ (শুনি নাই) ইতি (এইরূপ কথা) [লোকে বলিয়া থাকে]; [অতএব] মনসা হি এব (মনেরই দ্বারা) পশ্যতি ([লোকে] দেখে), মনসা শৃণোতি (শোনে)। কামঃ (কাম, স্ত্রীসঙ্গাভিলাষ) সঙ্কল্পঃ ([সমুপস্থিত কোনও বস্তু শুক্ল বা নীল ইত্যাদি] বিবেচনা), বিচিকিৎসা (সংশয়জ্ঞান), শ্রদ্ধা ([অদৃষ্টফল কর্মে ও দেবতাদিতে] আস্তিক্য-বুদ্ধি), অশ্রদ্ধা, ধৃতিঃ ([দেহাদি অবসন্ন হইলেও] দৃঢ়তাবলম্বন), অধৃতিঃ, হ্রীঃ (লজ্জা), ধীঃ (প্রজ্ঞা), ভীঃ (ভয়), ইতি এতৎ (ইত্যাদি) সর্বম্ এব (সমস্তই) মনঃ [ইহারা মনেরই বিবিধ রূপ]; তস্মাৎ (এই জন্ত) পৃষ্ঠতঃ অপি (পশ্চাৎ দিকেও) [কাহারও দ্বারা কেহ] উপস্পৃষ্টঃ (স্পৃষ্ট হইলে) মনসা (মনের দ্বারা) বিজানাতি (বিবেকপূর্বক জানিতে পারে); [সুতরাং মন আছে]। যঃ কঃ চ শব্দঃ (যাহা কিছু ধ্বনি) সা বাক্ এব (উহা অবশ্যই বাক্), [বর্ণাদিরূপ ও বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিরূপ সমস্ত শব্দ বাক্‌স্বরূপ]; [বাক্‌ই সমস্ত অভিধেয় বস্তুর প্রকাশক] হি (কারণ) এষা (এই বাক্) অন্তম্ আয়ত্তা (অভিধেয় বস্তুর নির্ণয়ে বা প্রকাশে অনুগত, অর্থাৎ বস্তুপ্রকাশক), এষা হি ন ([কিন্তু] ইহা নিজে কখনও [অভিধেয়ের ন্যায়] প্রকাশ্য নহে)। প্রাণঃ (মুখ ও নাসিকায় সঞ্চারী ও হৃদয়সম্বন্ধ যে বায়ুবৃত্তি সম্মুখদিকে নিঃসৃত হয়), অপানঃ (হৃদয়ের অধোদেশে, অর্থাৎ হৃদয় হইতে নাভি পর্যন্ত, বিদ্যমান যে বায়ুবৃত্তি মূত্র-পুরীষাদি অপনয়নের কারণ), ব্যানঃ (যে বায়ুবৃত্তি প্রাণ ও অপানের নিয়ামক এবং শক্তিসাধ্য কর্মের হেতু), উদানঃ (যে বায়ুবৃত্তি দেহপুষ্টির সাধক, উত্থান ও উৎক্রমণের কারণ, এবং আপাদমস্তককে বিদ্যমান), সমানঃ (যে বায়ুবৃত্তি কোষ্ঠে অবস্থিত থাকিয়া পীত ও ভুক্ত বস্তুর সমতা সম্পাদন করে, অর্থাৎ অন্নপাক করে), অনঃ (যে বায়ুবৃত্তি এই সকল বৃত্তিবিশেষের সর্বসাধারণ রূপ ও যাহা সকল দেহচেষ্টার সহিত অবিচ্ছিন্ন)—ইতি এতৎ সর্বম্ এব (এই সমস্ত বৃত্তিই) প্রাণঃ [প্রাণই সাধারণ ও বিশেষ আকারে অবস্থিত]। অয়ম্

(এই) আত্মা ([আত্মরূপে গৃহীত] দেহপিণ্ড) বৈ (অবশ্যই) এতৎ-ময়ঃ (ইহাদের বিকার [প্রাজাপত্য বাক্, মন, ও প্রাণের দ্বারা নির্মিত])—[উহা] বাঙ্ময়ঃ, মনোময়ঃ, প্রাণময়ঃ। ৩

"আপনার জন্ত তিনটি অন্ন স্থির করিলেন," ইহার অর্থ মন, বাক্, ও প্রাণ এই তিনটিকে[১] তিনি আপনার জন্ত নির্দিষ্ট করিলেন। লোকে এইরূপ বলে, "আমি অন্যমনা ছিলাম, সুতরাং দেখি নাই; আমি অন্যমনা ছিলাম, সুতরাং শুনি নাই;[২]" (অতএব) মনেরই দ্বারা লোকে দর্শন করে এবং মনেরই দ্বারা শ্রবণ করে। কাম[৩], সঙ্কল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, লজ্জা, প্রজ্ঞা, ভয় ইত্যাদি সমস্তই মন। মন আছে বলিয়াই পশ্চাদ্দিক্ হইতে স্পৃষ্ট হইলেও লোকে মনের সহায়ে বিবেকপূর্বক উহা জানিতে পারে।[৪] যাহা কিছু ধ্বনি, তাহা সমস্তই বাক্; কারণ বাক্ বস্তুনির্ণয়ে সমর্থ, কিন্তু স্বয়ং অপরের প্রকাশ্য নহে।[৫] প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, ও অন—এই সমস্তই প্রাণ। এই দেহপিণ্ড ইহাদেরই বিকার—উহা বাঙ্ময়, মনোময়, ও প্রাণময়। ৩

১। পূর্বোক্ত অন্নচতুষ্টয় হইতে উৎকৃষ্ট ও তাহাদের ফলভূত এই অন্নত্রয় অধ্যাত্ম, অধিভূত, ও অধিদৈব এই তিন রূপে ব্যাখ্যাত হইবে। তন্মধ্যে বর্তমান কণ্ডিকায় ইহাদের আধ্যাত্মিক আকার বলা হইতেছে।

২। ইন্দ্রিয় ও অর্থের সান্নিধ্য এবং আত্মার উপস্থিতি থাকিলেও রূপ ও শব্দাদির জ্ঞান হয় না; সুতরাং ইন্দ্রিয় ও আত্মা হইতে পৃথক্ মন আছে।

৩। অশ্রদ্ধাদির ন্যায় অকামাদিও মনেরই রূপ। এখানে মন ও বুদ্ধিকে এক ধরা হইয়াছে।

৪। ত্বকের দ্বারা শুধু স্পর্শবোধ হয়; কিন্তু মন বুঝিতে পারে—ইহা হাতের স্পর্শ, ইহা জানুর স্পর্শ ইত্যাদি। এই বিবেকের জন্ত মনের অস্তিত্ব স্বীকার্য।

৫। অগ্নির প্রকাশক শক্তিরূপে বাকের অস্তিত্ব স্বীকার্য। প্রদীপ প্রদীপের প্রকাশক হয় না; তেমনি বাকের সজাতীয় কিছু বাকের প্রকাশক নহে।

ত্রয়ো লোকা এত এব বাগেবায়ং লোকো মনোঽন্তরিক্ষলোকঃ প্রাণোঽসৌ লোকঃ ॥ ৪

[প্রাজাপত্য অন্নের আধ্যাত্মিক বিভূতি বর্ণনার পরে আধিভৌতিক বিভূতি দেখান হইতেছে]—এতে এব (এই বাক্, মন, ও প্রাণই) ত্রয়ঃ লোকাঃ (ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্—এই তিন লোক); বাক্ এব (বাক্ই) অয়ম্ লোকঃ (ইহলোক, পৃথিবী), মনঃ অন্তরিক্ষলোকঃ (ভুবঃ), প্রাণঃ অসৌ লোকঃ (দ্যুলোক, স্বর্গ)। ৪

ইহারাই তিন লোক—বাক্ই ইহলোক, মন অন্তরিক্ষলোক, এবং প্রাণ দ্যুলোক। ৪

ত্রয়ো বেদা এত এব বাগেবর্গ্বেদো মনো যজুর্বেদঃ প্রাণঃ সামবেদঃ ॥ ৫

এতে এব ত্রয়ঃ বেদাঃ (তিন বেদ)। বাক্ এব ঋগ্বেদঃ [ইত্যাদি]। ৫

ইহারাই তিন বেদ—বাক্ই ঋগ্বেদ, মন যজুর্বেদ, ও প্রাণ সামবেদ। ৫

দেবাঃ পিতরো মনুষ্যা এত এব বাগেব দেবা মনঃ পিতরঃ প্রাণো মনুষ্যাঃ ॥ ৬

ইহারাই দেববৃন্দ, পিতৃগণ, ও মনুষ্যসমূহ—বাক্ই দেববৃন্দ, মন পিতৃগণ, ও প্রাণ মনুষ্যসমূহ। ৬

পিতা মাতা প্রজৈত এব মন এব পিতা বাঙ্ মাতা প্রাণঃ প্রজা ॥ ৭

ইহারাই পিতা, মাতা, ও সন্তান—মনই পিতা, বাক্ মাতা, ও প্রাণ সন্তান। ৭

বিজ্ঞাতং বিজিজ্ঞাস্যমবিজ্ঞাতমেত এব যৎ কিঞ্চ বিজ্ঞাতং বাচস্তদ্রূপং বাগ্ঘি বিজ্ঞাতা বাগেনং তদ্ভূত্বাঽবতি ॥ ৮

এতে এব বিজ্ঞাতম্ (বিস্পষ্ট জ্ঞাত), বিজিজ্ঞাস্যম্, অবিজ্ঞাতম্। যৎ কিম্ চ (যাহা কিছু) বিজ্ঞাতম্, তৎ (তাহা) বাচঃ (বাকের) রূপম্ (আকার); হি (কারণ) বাক্ বিজ্ঞাতা। [যিনি বাকের যথোক্ত বিভূতি জানেন], বাক্ তৎ (উক্ত বিজ্ঞাত বস্তু) ভূত্বা (হইয়া) এনম্ (ইঁহাকে) অবতি (রক্ষা করে), [বিজ্ঞাত পদার্থরূপে বাক্ তাঁহার অন্নত্ব, অর্থাৎ ভোজ্যত্ব, প্রাপ্ত হয়]। ৮

ইহারাই বিজ্ঞাত, বিজিজ্ঞাস্য, ও অবিজ্ঞাত (সমস্ত পদার্থ)। যাহা কিছু বিজ্ঞাত, তাহা বাকের রূপ; কারণ বাক্ বিজ্ঞাতা।[1] (যিনি বাকের এই প্রকার ভেদ জানেন), বাক্ উক্ত বিজ্ঞাত বস্তু হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করে। ৮

১। জগতের প্রকাশক বাক্ অবিজ্ঞাতা হইতে পারে না (৩।১।২)।

যৎ কিঞ্চ বিজিজ্ঞাস্যং মনসস্তদ্রূপং মনো হি বিজিজ্ঞাস্যং মন এনং তদ্ ভূত্বাঽবতি ॥ ৯

যাহা কিছু বিস্পষ্ট জানিতে ইচ্ছা হয় তাহা মনের রূপ; কারণ মন বিজিজ্ঞাস্য।[1] (যিনি মনের এতাদৃশ বিভূতি জানেন), মন উক্ত বিজিজ্ঞাস্য পদার্থ হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করে।[2] ৯

১। সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মন সন্দিহ্যমানাকার হইয়া থাকে।

২। বিজিজ্ঞাস্য স্বরূপে তাঁহার অন্নত্ব প্রাপ্ত হয়।

যৎ কিঞ্চাবিজ্ঞাতং প্রাণস্য তদ্রূপং প্রাণো হ্যবিজ্ঞাতঃ প্রাণ এনং তদ্ ভূত্বাঽবতি ॥ ১০

যাহা কিছু অবিজ্ঞাত[১] তাহা প্রাণের রূপ; কারণ প্রাণ অবিজ্ঞাত। (যিনি প্রাণের এতাদৃশ বিভূতি জানেন), প্রাণ উক্ত অবিজ্ঞাত পদার্থ হইয়া তাঁহাকে পালন করে।[২] ১০

১। যাহা বিজ্ঞানের অগোচর অথচ সন্দিহ্যমান নহে। শ্রুতিতে প্রাণকে অনিরুক্ত বলা হইয়াছে (ছাঃ ২।২২।১)।

২। সন্দিহ্যমান বা অবিজ্ঞাতরূপেও যেমন গুরু ও পিতা প্রভৃতি শিষ্য ও পুত্র প্রভৃতির উপকারক হইতে পারেন, তেমনি বিজিজ্ঞাস্য মন (১।৫।৯) এবং অবিজ্ঞাত প্রাণ অন্নভাব প্রাপ্ত হইয়া উপকারক হয়।

তস্যৈ বাচঃ পৃথিবী শরীরং জ্যোতীরূপময়মগ্নিস্তদ্ যাবত্যেব বাক্ তাবতী পৃথিবী তাবানয়মগ্নিঃ ॥ ১১

[অধুনা, বাক্, মন, ও প্রাণের আধিদৈবিক রূপ বিস্তারিত হইতেছে]—পৃথিবী তস্যৈ (=তস্যাঃ, [প্রজাপতির অন্নরূপে আখ্যাত] উক্ত) বাচঃ (বাকের) শরীরম্ (দেহ, বাহ্য আধার), [এবং] অয়ম্ অগ্নিঃ (এই [পার্থিব] অগ্নি) জ্যোতিঃ-রূপম্ (প্রকাশাত্মক করণ, আধেয়)। তৎ (উক্ত স্থলে) বাক্ যাবতী এব (যে পরিমাণ) পৃথিবী তাবতী (ততদূর বিস্তৃত), অয়ম্ অগ্নিঃ তাবান্ (সেই পরিমাণ)। ১১

পৃথিবী উক্ত বাকের শরীর এবং এই অগ্নি তাহার প্রকাশাত্মক

করণ।[1] বাক্ যতদূর বিস্তৃত পৃথিবী ততদূর বিস্তৃত, এই অগ্নিও তাবৎপরিমাণ।[2] ১১

১। প্রজাপতির বাক্ দুই রূপে বিভক্ত—(১) কার্য, আধার, ও অপ্রকাশ পৃথিবী; (২) করণ, আধেয়, ও প্রকাশরূপ অগ্নি।

২। আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক ভেদে ভিন্ন হইয়া বাক্ যাবৎপরিমাণ হয়, আধারভূতা পৃথিবীও তাবৎপরিমাণ এবং পৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট, আধেয়, ও করণভূত অগ্নিও তাবৎপরিমাণ। অর্থাৎ বাকের আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক আকারদ্বয়ের সহিত তাহার আধিদৈবিক আকারের অংশাংশী রূপ তাদাত্ম্য আছে। পরবর্তী কণ্ডিকাদ্বয়ে মন ও প্রাণ সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

অথৈতস্য মনসো দ্যৌঃ শরীরং জ্যোতীরূপমসাবাদিত্য-স্তদ্ যাবদেব মনস্তাবতী দ্যৌস্তাবানসাবাদিত্যস্তৌ মিথুনং সমৈতাং ততঃ প্রাণোঽজায়ত স ইন্দ্রঃ স এষোঽসপত্নো দ্বিতীয়ো বৈ সপত্নো নাস্য সপত্নো ভবতি য এবং বেদ ॥ ১২

অথ এতস্য মনসঃ ([প্রজাপতির অন্নরূপে কথিত] এই মনের) শরীরম্ দ্যৌঃ (দ্যুলোক), অসৌ আদিত্যঃ জ্যোতিঃ-রূপম্। তৎ মনঃ যাবৎ এব, দ্যৌঃ তাবতী এব, অসৌ আদিত্যঃ তাবান্। তৌ ([মাতা ও পিতা স্থানীয় এবং বাক্ ও মনের আধিদৈবিক প্রকাশ স্বরূপ] সেই অগ্নি ও আদিত্য) মিথুনম্ সমৈতাম্ (পরস্পরের সহিত সঙ্গত হইলেন)। ততঃ (তাঁহাদের সেই মিলন হইতে) প্রাণঃ (প্রাণবায়ু) [পরিস্পন্দনের জন্য] অজায়ত (জাত হইলেন); সঃ (সেই প্রাণ) ইন্দ্রঃ (পরম প্রভু)। সঃ এষঃ (উক্ত ইনি) অসপত্নঃ (প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য)—দ্বিতীয়ঃ বৈ (যিনি প্রতিপক্ষরূপে উপস্থিত হন, তিনিই) সপত্নঃ (প্রতিদ্বন্দ্বী)। যঃ এবম্ বেদ, অস্য (ইঁহার) সপত্নঃ ন ভবতি (হয় না)। ১২

অনন্তর—দ্যুলোক এই মনের শরীর, ঐ আদিত্য তাহার জ্যোতির্ময় করণ। মন যতদূর বিস্তৃত দ্যুলোকও সেই পরিমাণ এবং

ঐ আদিত্যও ততদূর বিস্তৃত। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর মিলিত হইলেন।[১] সেই মিলন হইতে প্রাণ জাত হইলেন। সেই প্রাণ পরম প্রভু। উক্ত ইনি প্রতিপক্ষ-বিহীন;[২] (কারণ) দ্বিতীয় কেহ থাকিলেই প্রতিপক্ষ হইতে পারে। যিনি এইরূপ জানেন, তাঁহার প্রতিপক্ষ থাকে না। ১২

১। শরীরাধিকারে (১।৫।১৭) ও ভূতাধিকারে (১।৫।৭) যেমন মন পিতা, বাক্ মাতা, ও প্রাণ সন্তান, দেবাধিকারেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ইহা লোক-প্রসিদ্ধ যে, পিতৃস্থানীয় সূর্য শস্যাদি-বীজকে পক্ক করেন, এবং মাতৃস্থানীয় পার্থিব উত্তাপ অঙ্কুরপ্রকাশের কারণ হয়। সুতরাং দ্যুলোক ও ভূলোক রূপ ব্রহ্মাণ্ড-কপালদ্বয়ের মধ্যস্থলে গর্ভাধানের জন্য ও সন্তানপ্রসবের জন্য সূর্য ও পার্থিব অগ্নি মিলিত হইলেন।

২। অর্থাৎ বায়ুতে ইন্দ্রত্ব ও প্রতিপক্ষশূন্যত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। মাতা ও পিতা কাহারও প্রতিপক্ষ হন না; সুতরাং বাক্ ও মন থাকিলেও প্রাণ প্রতিপক্ষহীন।

অথৈতস্য প্রাণস্যাপঃ শরীরং জ্যোতীরূপমসৌ চন্দ্রস্তদ্ যাবানেব প্রাণস্তাবত্য আপস্তাবানসৌ চন্দ্রস্ত এতে সর্ব এব সমাঃ সর্বেঽনন্তাঃ স যো হৈতানন্তবত উপাস্তেঽন্তবন্তং স লোকং জয়ত্যথ যো হৈতাননন্তানুপাস্তেঽনন্তং স লোকং জয়তি ॥ ১৩

অথ এতস্য প্রাণস্য ([প্রজাপতির অন্নরূপে বর্ণিত] এই প্রাণের) আপঃ (জল) শরীরম্, অসৌ চন্দ্রঃ জ্যোতীরূপম্। তৎ যাবান্ এব প্রাণঃ তাবত্যঃ (সেই পরিমাণ) আপঃ, অসৌ চন্দ্রঃ তাবান্। তে এতে (উক্ত এই বাক্, মন, ও প্রাণ) সর্বে এব (সকলেই) সমাঃ (সমান পরিমাণ, [অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈব নিখিল জগৎ

ব্যাপিয়া অবস্থিত]) ; [সুতরাং] যাবৎ অনন্তাঃ (অন্তহীন, [অন্ততঃ সংসার অবস্থান স্থায়ী])। সঃ যঃ হ (যে কেহ) অন্তবতঃ এতান্ ([পিতার বা অধিভূতরূপে] পরিচ্ছিন্ন ইঁহাদিগকে) উপাস্তে (উপাসনা করেন), সঃ (তিনি) [উপাসনানুরূপ] অন্তবন্তম্ (সসীম) লোকম্ (লোক) জয়তি (জয় করেন), [পরিচ্ছিন্নরূপে জন্মগ্রহণ করেন]। অথ (পক্ষান্তরে) যঃ হ অনন্তান্ (সর্বাত্মক, সর্বপ্রাণীর আত্মভূত ও অপরিচ্ছিন্ন) এতান্ উপাস্তে, সঃ অনন্তম্ লোকম্ জয়তি [অর্থাৎ ইঁহাদের আত্মভূত হন]। ১৩

অনন্তর—জল এই প্রাণের শরীর, এই চন্দ্র তাঁহার জ্যোতির্ময় করণ। প্রাণ যতদূর বিস্তৃত জলও ততদূর বিস্তৃত এবং ঐ চন্দ্রও সেই পরিমাণ।[১] উক্ত ইঁহারা সকলেই সমান, সকলেই অনন্ত। যে কেহ ইঁহাদিগকে পরিচ্ছিন্নরূপে উপাসনা করেন, তিনি সসীম লোক জয় করেন ; প্রত্যুত যিনি অনন্তরূপে ইঁহাদিগকে উপাসনা করেন, তিনি অনন্তলোক জয় করেন। ১৩

১। পিতা (অর্থাৎ যিনি সাধনকালে কেবল উপাসক, অথবা কর্মী ও উপাসক ছিলেন, এবং ফলকালে প্রজাপতি হইয়াছেন, তিনি) পাঙ্ক্ত কর্মের দ্বারা যে তিনটি অন্নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই তিনটি অন্নের (অর্থাৎ বাক্, মন, ও প্রাণের) দ্বারা অধিভূত ও অধ্যাত্ম সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত। এতদ্ভিন্ন কার্যাত্মক বা করণাত্মক কিছুই নাই। ইহাদের সমষ্টিই প্রজাপতি।

স এষ সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলস্তস্য রাত্রয় এব পঞ্চদশ কলা ধ্রুবৈবাস্য ষোড়শী কলা স রাত্রিভিরেবা চ পূর্যতেঽপ চ ক্ষীয়তে সোঽমাবাস্যাং রাত্রিমেতয়া ষোড়শ্যা কলয়া সর্বমিদং প্রাণভৃদনুপ্রবিশ্য ততঃ প্রাতর্জায়তে তস্মাদেতাং রাত্রিং প্রাণভৃতঃ প্রাণং ন বিচ্ছিন্দ্যাদপি কৃকলাসস্যৈতস্যা এব দেবতায়া অপচিত্যৈ ॥ ১৪

[বাক্‌, মন, ও প্রাণ রূপ অন্নত্রয় পাঙ্ক্ত কর্মের ফল ; কারণ উহারাই বিত্ত ও কর্মের সহিত মিলিত হইয়া পঞ্চাবয়ব (পাঙ্ক্তরূপ) প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ কর্ম কিরূপে অন্নত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা পরিবাক্যে দেখান হইতেছে]—সঃ এষঃ (উক্ত এই অন্নত্রয়াত্মা) প্রজাপতিঃ সংবৎসরঃ (সংবৎসররূপকালাত্মা, কালাত্মা) [এবং] ষোড়শকলঃ (ষোলটি অবয়বযুক্ত)। রাত্রয়ঃ এব ([পঞ্চদশ দিবারাত্র] তিথি সকলই) অস্য (তাঁহার) পঞ্চদশ (পনর) কলাঃ, ধ্রুবা এব (যেটি ধ্রুবরূপে অবস্থিত সেটি) অস্য (ইঁহার) ষোড়শী কলা। সঃ (চন্দ্রাত্মা প্রজাপতি) রাত্রিভিঃ এব ([পনর] তিথির দ্বারাই) আপূর্যতে চ অপক্ষীয়তে চ ([কলার বৃদ্ধি অনুসারে শুক্লপক্ষে] বর্ধিত হন এবং [কলার ক্ষয়ানুসারে কৃষ্ণপক্ষে] ক্ষীণ হন) [শুক্লপক্ষে বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলরূপে অবস্থিত হন, এবং কৃষ্ণপক্ষে ক্ষীণ হইয়া অমাবস্যায় ধ্রুবকলারূপে স্থিত হন]। সঃ (সেই কালাত্মা প্রজাপতি) অমাবাস্যাম্ (অমাবস্যা) রাত্রিম্ (=রাত্রৌ, রাত্রিতে) এতয়া (এই) ষোড়শ্যা কলয়া (ষোড়শী ধ্রুবকলাদ্বারা) ইদম্ সর্বম্ প্রাণভৃৎ (এই সমস্ত প্রাণিবর্গে) অনুপ্রবিশ্য (অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া) [সকলকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থানপূর্বক] ততঃ প্রাতঃ (পরদিন প্রতিপদে প্রাতঃকালে) জায়তে ([দ্বিতীয়া কলার সহিত যুক্ত হইয়া] জাত হন) তস্মাৎ (সেই জন্য) এতস্যাঃ দেবতায়াঃ এব (এই চন্দ্রদেবতারই) অপচিত্যৈ (পূজার জন্য) [বিধি এই]—এতাম্ রাত্রিম্ (=এতস্যাম্ রাত্রৌ, এই অমাবস্যা রাত্রিতে) প্রাণভৃতঃ (প্রাণীর) প্রাণম্ (জীবন)—অপি কৃকলাসস্য (এমন কি কৃকলাসেরও জীবন)—ন বিচ্ছিন্দ্যাৎ (হরণ করিবে না)। ১৪

উক্ত এই সম্বৎসরাখ্য প্রজাপতির ষোলটি কলা আছে। তিথি সকলই ইঁহার পনর কলা, এবং ইঁহার ষোড়শী কলা ধ্রুবা। তিনি ঐ তিথি সকলের দ্বারা বর্ধিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হন। তিনি এই ষোড়শী কলার সাহায্যে অমাবস্যা-তিথিতে এই সমস্ত প্রাণিবৃন্দে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন এবং পরদিন উত্থিত হন। সুতরাং এই (চন্দ্র-প্রজাপতি) দেবতার সম্মানার্থে (এই বিধি)—এই অমাবস্যা

রাত্রিতে কোনও প্রাণীর, এমন কি কৃকলাসেরও, প্রাণ বিনাশ করিবে না।' ১৪

১। প্রাণীরা যাহা কিছু পান বা আহার করে, অমাবস্যা-তিথিতে প্রজাপতি ধ্রুবকলা অবলম্বনে সেই সমস্ত জল ও ওষধির আকারে পরিণত হইয়া সর্বপ্রাণিরূপে অবস্থান করেন। ১।৪।১৭ এ বলা হইয়াছে যে, প্রজাপতিত্বলাভে ইচ্ছুক কোনও যজমান ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তিনি পিতা (যজমান), মাতা (যজমানপত্নী), সন্তান, বিত্ত, ও কর্মসহায়ে প্রজাপতিত্ব লাভ করিবেন। সেই ইচ্ছানুযায়ী তিনি পাঙ্ক্ত-কর্মের ফলরূপে, অর্থাৎ পঞ্চাত্মক সর্বস্বরূপ প্রজাপতিরূপে, জন্মলাভ করিলেন—ইহাই এই ব্রাহ্মণে বর্ণিত হইল। যথা—দ্যুলোক, আদিত্য, ও মন পিতা; পৃথিবী, অগ্নি, ও বাক্ জায়া (মাতা); প্রাণ প্রজা; তিথি সকল বিত্ত, কারণ বিত্তের ন্যায় উহাদের ক্ষয়বৃদ্ধি আছে; কালের অবয়বভূত ঐ কলা সকলের দ্বারা জগতের পরিণাম হওয়াই কর্ম।

২। ছাঃ ৮।১৫।১এ আছে যে, শাস্ত্রবিহিত স্থান ভিন্ন অন্যত্র প্রাণিহিংসা নিষিদ্ধ। অমাবস্যাতে প্রাণিহিংসা করিবে না—এই নিষেধের অর্থ ইহা নহে যে, অন্য সময়ে হিংসা করা চলে; অত্যন্ত চন্দ্রদেবতার সম্মান রক্ষার জন্য অমাবস্যায় প্রাণিহিংসা নিষিদ্ধ—ইহাই নিষেধের সার্থকতা।

যো বৈ স সংবৎসরঃ প্রজাপতিঃ ষোড়শকলোঽয়মেব স যোঽয়মেবংবিৎ পুরুষস্তস্য বিত্তমেব পঞ্চদশ কলা আত্মৈবাস্য ষোড়শী কলা স বিত্তেনৈবা চ পূর্যতেঽপ চ ক্ষীয়তে তদেতন্নভ্যং যদয়মাত্মা প্রধির্বিত্তং তস্মাদ্ যদ্যপি সর্বজ্যানিং জীয়ত আত্মনা চেজ্জীবতি প্রধিনাঽগাদিত্যে-বাহুঃ ॥ ১৫

যঃ বৈ (নিশ্চিত) সঃ সংবৎসরঃ ষোড়শকলঃ প্রজাপতিঃ, সঃ অয়ম্ এব ([illegible]) যঃ (যিনি) অয়ম্ এবং-বিৎ (এতাদৃশ এই জ্ঞানবান) পুরুষঃ। তস্য ([illegible]

উপাসকের) বিত্তম্ এব (সম্পত্তিই) পঞ্চদশ কলাঃ [পূর্বকণ্ডিকা, টীকা ১], আত্মা এব (দেহপিণ্ডই) অস্য ষোড়শী কলা, [কারণ চন্দ্রের ধ্রুবকলা যেরূপ বর্ধিত বা ক্ষীণ হয়, সেইরূপ] সঃ (উক্ত শরীর) বিত্তেন এব (সম্পত্তিরই দ্বারা) আপূর্যতে চ অপক্ষীয়তে চ। অয়ম্ যৎ আত্মা (এই যে দেহপিণ্ড) তৎ এতৎ (উক্ত পিণ্ডই) নভ্যম্ ([রথচক্রের নাভিস্থানীয়), বিত্তম্ ([পরিবারাদি বাহ্য] সম্পত্তি) প্রধিঃ (চক্রের শলাকা ও নেমি স্থানীয়)। তস্মাৎ (অতএব) যদ্যপি (যদিও) [কেহ] সর্বজ্যানিম্ জীয়তে (সর্বস্বাপহরণরূপ হীনদশা প্রাপ্ত হয়) [তথাপি] চেৎ (যদি) আত্মনা জীবতি ([নাভিস্থানীয়] দেহ লইয়া বাঁচিয়া থাকে) [তবে লোকে] —প্রধিনা অগাৎ ([এই ব্যক্তি কেবল] চক্রশলাকা ও চক্রনেমী [স্থানীয় পরিবারাদি] হইতে বিচ্যুত হইয়াছে) [অর্থাৎ সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই; নাভিতে শলাকাদির সংযোগের ন্যায় আবার তাহার বিত্তাদিসংযোগ হইতে পারে] ইতি এব আহুঃ (ইহাই বলে)। ১৫

যিনি এতাদৃশ জ্ঞানবান্ পুরুষ,[১] তিনিই প্রাগুক্ত ঐ সম্বৎসরাখ্য ষোড়শকল প্রজাপতি। বিত্তই তাঁহার পনর কলা এবং দেহ তাঁহার ষোড়শ কলা; বিত্তদ্বারাই উক্ত দেহের ক্ষয়বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই যে দেহপিণ্ড উহা চক্রনাভিসদৃশ। সেই জন্য কেহ সর্বস্ববিনাশরূপ হীনদশাগ্রস্ত হইলেও যদি সে সশরীরে বাঁচিয়া থাকে, তবে লোকে বলে, ইনি কেবল চক্রশলাকাদিহীন হইয়াছেন।" ১৫

অথ ত্রয়ো বাব লোকা মনুষ্যলোকঃ পিতৃলোকো দেবলোক ইতি সোঽয়ং মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণৈব জয্যো নান্যেন কর্মণা কর্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকো দেবলোকো বৈ লোকানাং শ্রেষ্ঠস্তস্মাদ্ বিদ্যাং প্রশংসন্তি ॥ ১৬

১ [দেববিদ্যের, অর্থাৎ উপাসনার, সহিত আচরিত কর্মের দ্বারা প্রজাপতিত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহা বলা হইয়াছে; এবং ইহাও সাধারণভাবে বলা হইয়াছে

যে, পুত্রাদির সহিত লোকপ্রাপ্তির সম্বন্ধ আছে।] এখন বিশেষভাবে সাধনভূত ঐ পুত্র, কর্ম, ও উপাসনার সহিত সাধ্যভূত ত্রিলোকের সম্বন্ধ প্রকটিত হইতেছে]—অথ (সম্প্রতি) ত্রয়ঃ বাব (তিনটি মাত্রই) লোকাঃ (লোক) [আছে]—মনুষ্যলোকঃ, পিতৃলোকঃ, দেবলোকঃ ইতি। সঃ অয়ম্ (উক্ত এই) মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণ এব (কেবল পুত্রেরই দ্বারা) জয্যঃ (জেতব্য, সাধ্য), অন্যেন (অন্য কিছুর দ্বারা) [অর্থাৎ] কর্মণা (কর্মের দ্বারা) [বা বিদ্যাদ্বারা] ন (নহে), পিতৃলোকঃ কর্মণা [এব] ([কেবল অগ্নিহোত্রাদি] কর্মের দ্বারা), দেবলোকঃ বিদ্যয়া [এব] ([কেবল] উপাসনার দ্বারা) [জেতব্য]। লোকানাম্ (তিন লোকের মধ্যে) দেবলোকঃ বৈ (দেবলোকই) শ্রেষ্ঠঃ (সর্বোত্তম), তস্মাৎ (শ্রেষ্ঠ লোকের সাধন বলিয়া) [জ্ঞানীরা] বিদ্যাম্ (উপাসনাকে) প্রশংসন্তি (প্রশংসা করেন)। ১৬

মনুষ্যলোক, পিতৃলোক, ও দেবলোক—এই তিনটি লোক আছে। উক্ত এই মনুষ্যলোক একমাত্র পুত্রের দ্বারা জয় করিতে পারা যায়, অপরের দ্বারা, (অর্থাৎ) কর্মের দ্বারা নহে; পিতৃলোক (কেবল) কর্মের দ্বারা এবং দেবলোক (কেবল) বিদ্যাদ্বারা জয় করিতে হয়। লোকত্রয়ের মধ্যে দেবলোকই সর্বোত্তম; সেই জন্য বিদ্যার প্রশংসা করা হয়।[১] ১৬

১। এইরূপে সাধনত্রয়ের দ্বারা লভ্য সাধ্য ত্রিলোকের কথা বলা হইল। পুত্রলাভের জন্য পত্নীগ্রহণ এবং কর্মসম্পাদনের জন্য বিত্তসঞ্চয় হয়, অতএব উহারা লোকলাভের স্বতন্ত্র কারণ নহে বলিয়া পৃথক্ উল্লেখ নিরর্থক।

অথাতঃ সম্প্রত্তির্যদা প্রৈষ্যন্মন্যতেঽথ পুত্রমাহ ত্বং ব্রহ্ম ত্বং যজ্ঞস্ত্বং লোক ইতি স পুত্রঃ প্রত্যাহাহং ব্রহ্মাহং যজ্ঞোঽহং লোক ইতি যদ্বৈ কিঞ্চানূক্তং তস্য সর্বস্য ব্রহ্মেত্যেকতা। [illegible]

কে চ লোকাস্তেষাং সর্বেষাং লোক ইত্যেকতৈতাবদ্বা ইদং সর্বমেতন্মা সর্বং সন্নয়মিতোঽভুনজদিতি তস্মাৎ পুত্রমনুশিষ্টং লোক্যমাহুস্তস্মাদেনমনুশাসতি স যদৈবংবিদস্মাল্লোকাৎ প্রৈত্যথৈভিরেব প্রাণৈঃ সহ পুত্রমাবিশতি। স যদ্যনেন কিঞ্চিদক্ষ্ণয়াঽকৃতং ভবতি তস্মাদেনং সর্বস্মাৎ পুত্রো মুঞ্চতি তস্মাৎ পুত্রো নাম স পুত্রেণৈবাস্মিঁল্লোকে প্রতিতিষ্ঠত্যথৈ-নেমেতে দৈবাঃ প্রাণা অমৃতা আবিশন্তি ॥ ১৭

[পুত্র, কর্ম, ও উপাসনা—এই সাধনত্রয়ের মধ্যে কেবল শেষ দুইটির আচরণের ফলেই সমুচিত লোকলাভ হয়। অতএব উহাদের লোকজয়হেতুতা বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু পুত্রলাভের দ্বারা কিরূপে মনুষ্যলোক জয় হয়, ইহা সহসা বুদ্ধি-গম্য হয় না]—অতঃ (সুতরাং) অথ (অতঃপর) সম্প্রত্তিঃ (সম্প্রদান, পিতা যে প্রকারে পুত্রকে কর্তব্যভার অর্পণ করেন, সেই ক্রিয়াবিশেষ) [বলা হইতেছে]। (পিতা) যদা (যখন) প্রৈষ্যন্ মন্যতে ([অরিষ্টাদি দর্শন করিয়া] "আমি মরিব" এইরূপ মনে করেন) অথ (তখন) পুত্রম্ আহ (পুত্রকে বলেন)—ত্বম্ (তুমি) ব্রহ্ম, ত্বম্ যজ্ঞঃ, ত্বম্ লোকঃ ইতি। সঃ পুত্রঃ ([উক্ত প্রকারে উক্ত হইয়া] সেই পুত্র) প্রত্যাহ (প্রত্যুত্তর দেন)—অহম্ (আমি) ব্রহ্ম, অহম্ যজ্ঞঃ, অহম্ লোকঃ ইতি। [শ্রুতি নিজেই ইহার অর্থ বলিতেছেন] [অধীতব্য] যৎ বৈ কিম্ চ (যাহা কিছু) অনু-উক্তম্ (স্বাধ্যায়) [অধীত ও অনধীত আছে] তস্য সর্বস্য (সেই সমস্তের ব্রহ্ম ইতি একতা (ব্রহ্ম এই শব্দে একীভাব হইল) [এতাবৎকাল যে বেদাধ্যয়ন আমার কর্তব্য ছিল, তাহা অতঃপর, তোমার কর্তব্য হউক ; কারণ তুমি ব্রহ্ম]। [আমার অনুষ্ঠেয়] যে বৈ কে চ (যাহা কিছু) যজ্ঞাঃ (যজ্ঞসমূহ) [অনুষ্ঠিত বা অননুষ্ঠিত আছে] তেষাম্ সর্বেষাম্ (সেই সকলের) যজ্ঞঃ ইতি একতা—[আমার অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ অতঃপর তোমার কর্তব্য হউক, কারণ তুমি যজ্ঞ]। [আমার দ্বারা জেতব্য] যে বৈ কে চ লোকাঃ (লোকসমূহ) [বিজিত বা অবিজিত রহিয়াছে] তেষাম্ সর্বেষাম্ লোকঃ ইতি একতা—[আমার জেতব্য লোক সকল তোমার জেতব্য

হউক, কারণ তুমি লোক]। ইদম্ সর্বম্ (গৃহীর কর্তব্য এই সমস্ত) এতাবৎ বৈ (এই পর্যন্তই)। এতৎ সর্বম্ (এই সমস্ত) সন্ (হইয়া) [আমার ভার নিজের উপর লইয়া] অয়ম্ (এই পুত্র) মা (আমাকে) ইতঃ (এই সংসারবন্ধন হইতে) অভুনজৎ (=ভোক্ষ্যতি, পালন করিবে) ইতি। [যেহেতু পিতাকে কর্তব্যবন্ধন হইতে মুক্ত করিবে] তস্মাৎ (অতএব) অনুশিষ্টম্ পুত্রম্ ([উপযুক্তরূপে] উপদিষ্ট পুত্রকে, শিক্ষিত পুত্রকে) [লোকে] লোক্যম্ (লোকলাভের উপায়) আহুঃ (বলে); তস্মাৎ এনম্ (এই পুত্রকে) [পিতা] অনুশাসতি (শিক্ষা দেন) এবং-বিৎ (উক্ত প্রকার জ্ঞানবান্, যে পিতা স্বীয় কর্তব্যবিষয়ক সকল পুত্রে ন্যস্ত করিয়াছেন, তিনি) যদা অস্মাৎ লোকাৎ (এই লোক হইতে) প্রৈতি (গমন করেন, মরেন) অথ (তখন) সঃ (তিনি) এভিঃ এব প্রাণৈঃ সহ (এই সকল বাক্, মন, ও প্রাণেরই সহিত) পুত্রম্ আবিশতি (পুত্রে অনুপ্রবিষ্ট হন, পুত্রকে ব্যাপ্ত করেন)। [পুত্র শব্দের নির্বচন এই]—যদি [কখনও] অনেন (এই পিতার দ্বারা) অক্ষ্ণয়া (কোনও ছিদ্র, ত্রুটি, বশতঃ) কিম্ চিৎ (কোনও কিছু) অকৃতম্ ভবতি (অননুষ্ঠিত থাকে) [তবে] সঃ পুত্রঃ [ঐ পুত্র) [লোকপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক] তস্মাৎ সর্বস্মাৎ (সেই সমস্ত [অকৃত কর্তব্য] হইতে) এনম্ (এই পিতাকে) মুঞ্চতি (মুক্ত করে [অর্থাৎ উহা অনুষ্ঠান করিয়া পূর্ণ করে]); [যেহেতু পিতৃছিদ্র "পূর্ণ" করিয়া "ত্রাণ" করে] তস্মাৎ পুত্রঃ নাম (পুত্র নাম হইয়াছে)। সঃ (সেই পিতা) পুত্রেণ এব (পুত্রদ্বারাই) অস্মিন্ লোকে (এই লোকে) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠিত থাকেন) [মরিয়াও এই লোকে অমর হন, অর্থাৎ মনুষ্যলোক জয় করেন]। অথ (অনন্তর, সম্প্রত্তিকর্ম সম্পাদনের পর) এতে (এই সকল) অমৃতাঃ (অমর) [ও] দৈবাঃ (প্রাজাপত্য) প্রাণাঃ (বাক্, মন, ও প্রাণ) এনম্ (এই [কৃতসম্প্রত্তিক] পিতাকে) আবিশন্তি (ব্যাপ্ত করে) [তিনি প্রজাপতিত্ব লাভ করেন]। ১৭

সুতরাং অতঃপর সম্প্রত্তি (বলা হইতেছে)—পিতা যখন মনে করেন যে, তিনি মরিবেন, তখন পুত্রকে (আহ্বান করিয়া) বলেন, "তুমি ব্রহ্ম, তুমি যজ্ঞ, তুমি লোক।" সেই পুত্র প্রত্যুত্তর দেন, "আমি ব্রহ্ম, আমি যজ্ঞ, আমি লোক।" (অর্থাৎ পিতার বক্তব্য

অদ্ভ্যশ্চৈনং চন্দ্রমসশ্চ দৈবঃ প্রাণ আবিশতি স বৈ দৈবঃ প্রাণো যঃ সঞ্চরংশ্চাসঞ্চরংশ্চ ন ব্যথতেঽথো ন রিষ্যতি স এবংবিৎ সর্বেষাং ভূতানামাত্মা ভবতি যথৈষা দেবতৈবং স যথৈতাং দেবতাং সর্বাণি ভূতান্যবন্ত্যেবং হৈবংবিদং সর্বাণি ভূতান্যবন্তি। যদু কিঞ্চেমাঃ প্রজাঃ শোচন্ত্যমৈবাসাং তদ্ ভবতি পুণ্যমেবামুং গচ্ছতি ন হ বৈ দেবান্ পাপং গচ্ছতি ॥ ২০

অদ্ভ্যঃ চ (জল হইতে) চন্দ্রমসঃ চ (এবং চন্দ্রমা হইতে) দৈবঃ প্রাণঃ [১।৫।১৩] এনম্ আবিশতি। সঃ বৈ (উহাই) দৈবঃ প্রাণঃ যঃ (যাহা) সঞ্চরন্ চ অসঞ্চরন্ চ ([ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে কিংবা জঙ্গম ও স্থাবররূপে] সঞ্চারিত ও অসঞ্চারিত হইয়া) ন ব্যথতে (ব্যথিত হয় না, দুঃখের কারণভূত ভয়ে বিহ্বল হয় না), অথো (আরও) ন রিষ্যতি (বিনষ্ট হয় না)। এবং-বিৎ সঃ (যিনি অন্নত্রয়ে আত্মদর্শন লাভ করিয়াছেন তিনি) সর্বেষাম্ ভূতানাম্ (সকল প্রাণীর) আত্মা (বাক্, মন, ও প্রাণ) ভবতি (হন) [অর্থাৎ সর্বভূতের আত্মরূপে সর্বজ্ঞ ও সর্বকৃৎ হন]। এষা দেবতা যথা (এই হিরণ্যগর্ভ-দেবতা যেরূপ সর্বজ্ঞ ও সর্বকৃৎ) এবম্ সঃ (তিনিও সেইরূপ হন)। সর্বাণি ভূতানি (নিখিল প্রাণী) যথা (যেমন) এতাম্ দেবতাম্ (এই হিরণ্যগর্ভকে) [যজ্ঞাদিদ্বারা] অবন্তি (পালন করে, পূজা করে) এবম্ হ (ঠিক তেমনি) এবং-বিদম্ (এতাদৃশ জ্ঞানীকে) সর্বাণি ভূতানি অবন্তি। ইমাঃ প্রজাঃ (এই সকল প্রাণী) যৎ উ কিম্ চ (যে কোনও প্রকারেই) শোচন্তি (শোক করে), আসাম্ তৎ (ইহাদের সেই শোক) [তাভিঃ] অমা এব (তাহাদেরই সহিত) [সংযুক্ত] ভবতি (হয়)। পুণ্যম্ এব (কেবল পুণ্যই, শুভফলই) অমুম্ গচ্ছতি (ইঁহার নিকট যায়); পাপম্ (পাপ, পাপফল, দুঃখ) দেবান্ (দেবগণের নিকট) ন হ বৈ গচ্ছতি (মোটেই যায় না)। [ছাঃ ১।৩।৪, ৩।৬।১]। ২০

জল হইতে এবং চন্দ্র হইতে দৈব প্রাণ তাঁহাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। যাহা সঞ্চারিত বা অসঞ্চারিত হইয়া ব্যথিত হয় না এবং বিনষ্ট হয় না,

উক্ত দেব প্রাপ্ত। এতাদৃশ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সর্বভূতের আত্মা হন। এই হিরণ্যগর্ভদেবতা যেরূপ ইনিও সেইরূপ। নিখিল প্রাণী যেমন এই (হিরণ্যগর্ভ) দেবতাকে পূজা করে, ঠিক তেমনি সর্বভূত এতাদৃশ জ্ঞানীকে পূজা করে। এই সকল প্রাণী যে কোনও প্রকারেই শোক করুক না কেন, তাহাদের সেই শোক তাহাদেরই সহিত যুক্ত থাকে। কেবল পুণ্যই ইঁহার নিকট যায়;[১] পাপ দেবগণকে মোটেই স্পর্শ করে না। ২০

১। তিনি সকলের আত্মা হন, ইহা বলিলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, তিনি সকল প্রাণীর কার্যকরণাত্মক হইয়া সকলের দুঃখে দুঃখী হইবেন। কিন্তু তাহা হয় না। যেখানে পরিচ্ছিন্ন আত্মবোধ, অর্থাৎ "আমার তোমার" ইত্যাদি মিথ্যাজ্ঞান-সম্ভূত সম্বন্ধবোধ আছে সেখানেই দুঃখের সংযোগ সম্ভব। হিরণ্যগর্ভরূপী বিদ্বান্ পরিচ্ছিন্ন আত্মাভিমানী নহেন; সুতরাং তাঁহার দুঃখসংযোগও নাই। পরন্তু যজমানাবস্থায় তিনি যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, হিরণ্যগর্ভাবস্থায় সেই পুণ্যরাশি তাঁহাতে সমন্বিত হয়।

অথাতো ব্রতমীমাংসা প্রজাপতির্হ কর্মাণি সসৃজে তানি সৃষ্টান্যন্যোন্যেনাস্পর্ধন্ত বদিষ্যাম্যেবাহমিতি বাগ্ দধ্রে দ্রক্ষ্যাম্যহমিতি চক্ষুঃ শ্রোষ্যাম্যহমিতি শ্রোত্রমেবমন্যানি কর্মাণি যথাকর্ম তানি মৃত্যুঃ শ্রমো ভূত্বোপযেমে তান্যাপ্নোৎ তান্যাপ্ত্বা মৃত্যুরবারুন্ধ তস্মাচ্ছ্রাম্যত্যেব বাক্ শ্রাম্যতি চক্ষুঃ শ্রাম্যতি শ্রোত্রমথেমমেব নাপ্নোদ্ যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণস্তানি জ্ঞাতুং দধ্রিরে। অয়ং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠো যঃ সঞ্চরংশ্চাসঞ্চরংশ্চ ন ব্যথতেঽথো ন রিষ্যতি হন্তাস্যৈব সর্বে রূপমসামেতি ত এতস্যৈব সর্বে রূপমভবংস্তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে প্রাণা

ইতি তেন হ বাব তৎ কুলমাচক্ষতে যস্মিন্ কুলে ভবতি য এবং বেদ য উ হৈবংবিদা স্পর্ধতেঽনুশুষ্যত্যনুশুষ্য হৈবান্ততো ম্রিয়ত ইত্যধ্যাত্মম্ ॥ ২১

[১।৫।১৩ কণ্ডিকায় বলা হইয়াছে—"বাক্, মন, ও প্রাণ সকলেই সমান, সকলেই অনন্ত।" এখন প্রশ্ন এই—সকলকে কি সমান ভাবিয়াই উপাসনা করিতে হইবে, কিম্বা বিচার করিলে উক্ত উপাসনাবিষয়ে কোনও ইতরবিশেষ অবধারিত হয়]? অতঃ (সুতরাং, জিজ্ঞাসার নিবৃত্তির জন্য) অথ (অনন্তর) ব্রতমীমাংসা (অধ্যাত্মের ক্রিয়াবিষয়ে আলোচনা; অর্থাৎ বাক্, মন, ও প্রাণের উপাসনাকালে তাহাদের কর্মসম্বন্ধে যেরূপ ভাবনা অবলম্বন করিতে হইবে তাহা) [আরম্ভ হইতেছে]—প্রজাপতিঃ হ [প্রজাসৃষ্টির পরে কর্মের সাধনভূত] কর্মাণি (কর্ম-শব্দবাচ্য বাগাদি করণ সকল, ইন্দ্রিয়বর্গ) সসৃজে (সৃজন করিলেন)। তানি (সেই করণ সকল) সৃষ্টানি (সৃষ্ট হইয়া) অন্যোন্যেন (পরস্পরের সহিত) অস্পর্ধন্ত (স্পর্ধা, সংঘর্ষ, করিয়াছিলেন)। অহম্ (আমি) বদিষ্যামি এব (বলিতেই থাকিব, স্বব্যাপার হইতে বিরত হইব না) ইতি (এইরূপ ব্রত) বাক্ দধ্রে (ধারণ করিলেন) [অর্থাৎ অপর কেহ যদি অবিরাম স্বব্যাপার সাধনে সমর্থ থাকেন, তবে তিনিও স্বসামর্থ্যের পরীক্ষা প্রদান করুন—এই অভিপ্রায়ে স্বকার্যে রত হইলেন]। অহম্ দ্রক্ষ্যামি (দর্শন করিতে থাকিব) ইতি চক্ষুঃ, অহম্ শ্রোষ্যামি (শ্রবণ করিতে থাকিব) ইতি শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়), এবম্ (এইরূপে) অন্যানি কর্মাণি (অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি) যথাকর্ম (যাঁহার যেরূপ কর্ম তদনুরূপ) [ব্রত ধারণ করিলেন]। মৃত্যুঃ (মরণ) শ্রমঃ ভূত্বা (শ্রমরূপ ধারণ করিয়া) তানি (সেই ইন্দ্রিয়বর্গকে) উপযেমে (আয়ত্ত করিলেন)—[অর্থাৎ] মৃত্যুঃ তানি আপ্নোৎ (তাঁহাদিগকে পাইলেন, তাঁহাদের সন্নিহিত হইলেন), তানি আপ্ত্বা (সন্নিহিত হইয়া) অবারুন্ধ (অবরুদ্ধ করিলেন) [স্ব স্ব কর্ম হইতে বিচ্যুত করিলেন]। তস্মাৎ (সেই জন্য) বাক্ শ্রাম্যতি এব (অবশ্যই শ্রান্ত হন), চক্ষুঃ শ্রাম্যতি, শ্রোত্রম্ শ্রাম্যতি। অথ (কিন্তু) যঃ অয়ম্ (এই যিনি) মধ্যমঃ প্রাণঃ (দেহমধ্যস্থ প্রাণ) ইমম্ এব (কেবল ইঁহাকেই) [মৃত্যু] ন আপ্নোৎ (পাইলেন না)। তানি ([অপর] ইন্দ্রিয়গণ)

[সেই প্রাণকে] জজ্ঞুঃ জানিলেন ([illegible]) । [illegible]
[illegible] ন [illegible] ন রিষ্যতি [১।৫।২০], অয়ং বৈ (নিশ্চিত) নঃ
(আমাদের মধ্যে) শ্রেষ্ঠঃ । হন্ত (ভাল কথা), [আমরা] সর্বে (সকলে) অস্য
এব (ইঁহারই) রূপম্ অসাম (রূপ প্রাপ্ত হই, প্রাণকে আত্মরূপে গ্রহণ করি)
ইতি (এইরূপ) [তাঁহারা চিন্তা করিলেন] । তে (তাঁহারা) সর্বে এতস্য এব
(ইঁহারই) রূপম্ অভবন্ (রূপ ধারণ করিলেন, প্রাণকে আত্মরূপে গ্রহণ
করিলেন) । তস্মাৎ এতে (এই ইন্দ্রিয় সকল) এতেন (ইঁহার নামে) প্রাণাঃ
(প্রাণবৃন্দ) ইতি (এইরূপে) আখ্যায়ন্তে (আখ্যাত হন) । যঃ এবম্ বেদ (যিনি
এইরূপে বাগাদির প্রাণাত্মতা জানেন) [তিনি] যস্মিন্ কুলে (যে কুলে) ভবতি
(জাত হন) তৎ কুলম্ (সেই কুলকে) [লোকে] তেন হ বাব (অবশ্যই তাঁহারই
নামে) আচক্ষতে (বলে) । যঃ উ হ (যে কেহ) এবংবিদা (এইরূপ প্রাণাত্মদর্শীর
সহিত) স্পর্ধতে (স্পর্ধা করে, তাঁহার প্রতিপক্ষ হয়) [সে এই শরীরেই] অনুশুষ্যতি
(শুষ্ক হইয়া যায়), অনুশুষ্য (শুষ্ক হইয়া) অন্ততঃ (অবশেষে) ম্রিয়তে হ এব
(অবশ্যই মরে) । ইতি অধ্যাত্মম্ (এইরূপে অধ্যাত্ম প্রাণদর্শন বলা হইল) । ২১

সুতরাং অতঃপর ব্রতের (অর্থাৎ অবশ্যকর্তব্য কর্মের) মীমাংসা
(বলা হইতেছে)[১]—প্রজাপতি ইন্দ্রিয়গ্রামকে সৃজন করিলেন।
তাঁহারা সৃষ্ট হইয়া পরস্পরের সহিত স্পর্ধা করিতে লাগিলেন।
বাক্ সঙ্কল্প করিলেন, "আমি বলিতেই থাকিব।" চক্ষু সঙ্কল্প করিলেন,
"আমি দেখিতেই থাকিব।" কর্ণ সঙ্কল্প করিলেন, "আমি শুনিতেই
থাকিব।" অপর ইন্দ্রিয় সকলও স্ব স্ব কর্মানুযায়ী সঙ্কল্প করিলেন।
মৃত্যু শ্রমরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে আয়ত্ত করিলেন—মৃত্যু
তাঁহাদের সন্নিহিত হইলেন এবং তাঁহাদের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে
অবরুদ্ধ করিলেন। সেই জন্য বাক্ অবশ্যই শ্রান্ত হন, চক্ষু শ্রান্ত হন,
কর্ণ শ্রান্ত হন।[২] কিন্তু এই যিনি দেহমধ্যস্থ প্রাণ, কেবল ইঁহাকেই
মৃত্যু আয়ত্ত করিতে পারিলেন না। অপর ইন্দ্রিয়গণ সেই প্রাণকে

জানিবার জন্ত সঙ্কল্প করিলেন—"যিনি সঞ্চারিত কিংবা অসঞ্চারিত থাকিয়াও ব্যথিত হন না বা বিনষ্ট হন না, তিনিই আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। ভাল কথা, আমরা সকলে ইঁহারই রূপ ধারণ করি।" তাঁহারা সকলে ইঁহারই রূপ ধারণ করিলেন। সেই জন্ত ইঁহারা ইঁহারই নামে, অর্থাৎ "প্রাণবৃন্দ" এই নামে, আখ্যাত হন।[৩] যিনি এইরূপ জানেন, তিনি যে কুলে জাত হন, সেই কুল তাঁহারই নামে আখ্যাত হয়। যে কেহ এইরূপ জ্ঞানীর প্রতি স্পর্ধা করে, সে শীর্ণ হয় এবং বিশীর্ণ হইয়া অবশেষে অবশ্যই মরে। এইরূপে অধ্যাত্মদর্শন বলা হইল। ২১

১। ১।৫।১৩ এ উক্ত উপাসনার অঙ্গরূপে প্রাণব্রত অবশ্য ধারণীয়।

২। আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গ শ্রান্ত হয়; অতএব অনুমান করা চলে,—পূর্বে প্রজাপতির ইন্দ্রিয়গ্রামও শ্রান্ত হইয়াছিল; কেন না কারণগুণই কার্যে আসে।

৩। ইন্দ্রিয়-দেবতাগণের দ্বিবিধ রূপ—তাঁহারা প্রকাশাত্মক ও চলনাত্মক। প্রাণব্যতীত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া অসম্ভব। প্রাণব্যাপারেরই অনুগমন করিয়া তাঁহারা স্বব্যাপারে রত হন। এই জন্ত তাঁহারা প্রাণশব্দবাচ্য।

অথাধিদৈবতং জ্বলিষ্যাম্যেবাহমিত্যগ্নির্দধ্রে তপ্স্যাম্যহমিত্যাদিত্যো ভাস্যাম্যহমিতি চন্দ্রমা এবমন্যা দেবতা যথাদৈবতং স যথৈষাং প্রাণানাং মধ্যমঃ প্রাণ এবমেতাসাং দেবতানাং বায়ুর্ম্লোচন্তি হ্যন্যা দেবতা ন বায়ুঃ সৈষানস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ ॥ ২২

অথ (অতঃপর) অধিদৈবতম্ (দেবতাবিষয়ক দর্শন) [বলা হইতেছে]; অর্থাৎ কোন্ দেবতাবিশেষের ব্রত ধারণীয়, তাহা দেখান হইতেছে]—অহম্ জ্বলিষ্যামি এব (কেবল জ্বলিতেই থাকিব) ইতি অগ্নিঃ দধ্রে; অহম্ তপ্স্যামি (তাপ দিতে থাকিব)

ইতি আদিত্যঃ, অহম্ ভাস্যামি (কিরণ বিকীরণ করিতে থাকিব) ইতি চন্দ্রমাঃ, এবম্ (এই রূপে) [বিদ্যুদাদি] অন্যাঃ দেবতাঃ (অপর দেবগণ) যথা-দৈবতম্ (নিজ নিজ দৈবব্যাপার অনুযায়ী) [ব্রত ধারণ করিলেন]। এষাম্ প্রাণানাম্ (এই ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে) সঃ মধ্যমঃ প্রাণঃ (সেই দেহমধ্যস্থ প্রাণ) যথা (যেরূপ [অভগ্নব্রত—১।৫।২১]) এবম্ (এইরূপ) এতাসাম্ দেবতানাম্ (এই দেবগণের মধ্যে) বায়ুঃ (বায়ু) [স্বীয় কার্যে অভগ্নব্রত]। হি (কারণ) অন্যাঃ দেবতাঃ ম্লোচন্তি (অস্তগমন করেন, স্বকর্ম হইতে বিরত হন), [কিন্তু] বায়ুঃ ন ([বিরত] হন না)। যৎ (= যঃ, যিনি) বায়ুঃ, সা এষা দেবতা (সেই এই দেবতা) অনস্তমিতা (অস্তমিত হন না)। ২২

অতঃপর অধিদৈবত দর্শন বলা হইতেছে—অগ্নি সঙ্কল্প করিলেন, "আমি জ্বলিতেই থাকিব।" "আমি তাপ দিতে থাকিব," আদিত্য এই সঙ্কল্প, (এবং) "আমি কিরণ দিতে থাকিব," চন্দ্র এই সঙ্কল্প করিলেন। অপর দেবতারাও নিজ নিজ দৈবক্রিয়া অনুযায়ী সঙ্কল্প করিলেন। পূর্বোক্ত দেহমধ্যস্থ প্রাণ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যে প্রকার, বায়ুও দেবগণের মধ্যে সেই প্রকার।[১] কারণ অপর দেবগণ অস্তগমন করেন, বায়ু অস্তগমন করেন না। এই যে বায়ুদেবতা, ইনি অস্তবিহীন।[২] ২২

১। মৃত্যু প্রাণের ন্যায় বায়ুকেও স্বকর্মচ্যুত করিতে পারেন নাই।

২। এইরূপে অধ্যাত্ম ও অধিদৈব মীমাংসার দ্বারা স্থির হইল যে, প্রাণ ও বায়ুতে আত্মাভিমানীর ব্রত অক্ষুণ্ণ হয়।

অথৈষ শ্লোকো ভবতি যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতীতি প্রাণাদ্বা এষ উদেতি প্রাণেঽস্তমেতি তং দেবাশ্চ-ক্রিরে ধর্মং স এবাদ্য স উ শ্ব ইতি যদ্বা এতেঽমুর্হ্যধ্রিয়ন্ত তদেবাপ্যদ্য কুর্বন্তি। তস্মাদেকমেব ব্রতং চরেৎ প্রাণ্যাচ্চৈ-

বাপানশ্চ নেন্মা পাপ্মা মৃত্যুরাপ্নুবদিতি যদ্যু চরেৎ সমাপিপয়িষেৎ তেনো এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি ॥ ২৩ ॥ ইতি প্রথমাধ্যায়স্য পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥

অথ [পূর্বোক্ত বিষয়ের প্রকাশক] এষঃ শ্লোকঃ (এই মন্ত্র) ভবতি (আছে) —[শ্লোকটি এই—"যতশ্চোদেতি সূর্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি। তং দেবাশ্চক্রিরে ধর্মং স এবাদ্য স উ শ্বঃ ॥"—কঃ ২।১।৯]—যতঃ (যে বায়ু হইতে) সূর্যঃ উদেতি চ (উদিত হন) যত্র চ (এবং যাঁহাতে) অস্তম্ গচ্ছতি (অস্তমিত হন) তম্ ধর্মম্ (সেই বায়ুর ব্রত) দেবাঃ (দেবগণ) চক্রিরে ([ধারণ] করিয়াছিলেন) ; সঃ এব (সেই ধর্মই) অদ্য (আজও, বর্তমান কালেও), সঃ উ (উহাই) শ্বঃ (কালও, ভবিষ্যতেও) [দেবগণকর্তৃক অনুসৃত হইতেছে ও হইবে] ইতি। প্রাণাৎ বৈ (প্রাণ হইতেই) এষঃ (ইনি, সূর্য) উদেতি, প্রাণে অস্তম্ এতি (অস্তগমন করেন) ; এতে (এই দেবগণ) যৎ বৈ (যে ব্রতটি) অমুর্হি (সেই সময়ে) অধ্রিয়ন্ত (ধারণ করিয়াছিলেন) তৎ এব (তাহাই) অদ্য অপি (এখনও) কুর্বন্তি (করিয়া থাকেন)। [যেহেতু বায়ু ও প্রাণের এই অবিরাম পরিস্পন্দনরূপ অভগ্ন ব্রতটি অগ্ন্যাদি ও চক্ষুরাদি দেবগণকর্তৃক অনুসৃত হয়] তস্মাৎ (সুতরাং) "নেৎ (পাছে) মা (আমাকে) পাপ্মা মৃত্যুঃ (পাপরূপী, শ্রমরূপী, মৃত্যু) আপ্নুবৎ (প্রাপ্ত হয়, ধরিয়া ফেলে)" ইতি (এইরূপ [ভয়ে]) [অপর ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার ত্যাগ করিয়া] একম্ এব (একটি মাত্র) ব্রতম্ চরেৎ (ব্রত আচরণ করিবে)—[তাহা এই]—প্রাণ্যাৎ চ এব অপান্যাৎ চ (কেবল প্রাণক্রিয়া ও অপানক্রিয়া করিবে)। যদি উ (যদি বা কদাচিৎ) [কেহ প্রাণব্রত] চরেৎ (আরম্ভ করেন) [তবে তিনি উহা] সমাপিপয়িষেৎ (সমাপ্ত করিতে ইচ্ছুক, যত্নবান্, হইবেন), [কারণ তাহা না হইলে প্রাণ ও দেবগণ অপমানিত হইবেন]। তেন উ (এই ব্রতের ফলে) এতস্যৈ দেবতায়ৈ (=এতস্যাঃ দেবতায়াঃ, এই প্রাণদেবতার) সাযুজ্যম্ (একাত্মতা) [কিংবা] সলোকতাম্ (সমানলোকতা, একস্থানত্ব) জয়তি (জয় করেন, প্রাপ্ত হন)। ২৩

(এই বিষয়ে) এই শ্লোক আছে—"যাঁহা হইতে সূর্য উদিত হন এবং যাঁহাতে অস্তমিত হন, দেবগণ তাঁহারই ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন ;

সেই ব্রত আজও (অনুষ্ঠিত হইতেছে) এবং কালও (হইবে)।" প্রাণ হইতেই ইনি উদিত হন এবং প্রাণেই অস্তমিত হন। উক্ত দেবগণ তৎকালে যে ব্রতটি ধারণ করিয়াছিলেন আজও তাহাই করেন।[১] সুতরাং "পাছে আমায় পাপরূপী মৃত্যু ধরিয়া ফেলে," এই ভয়ে একটি মাত্র ব্রতই আচরণ করিবে, (অর্থাৎ) কেবল প্রাণ-ক্রিয়া ও অপানক্রিয়া করিবে। কেহ যদি কখনও (এই ব্রত) আরম্ভ করেন, তবে উহা সমাপ্ত করিতে চেষ্টা করিবেন। এই ব্রতের ফলে তিনি এই দেবতার সাযুজ্য বা সালোক্য লাভ করেন।[২] ২৩

১। পরিস্পন্দাত্মক একই বায়ু অধিদৈব বায়ু ও অধ্যাত্ম প্রাণরূপে অবস্থিত। অধিদৈব সূর্য বায়ু হইতে উদিত ও বায়ুতে অস্তমিত, এবং অধ্যাত্ম চক্ষুর্দেবতা প্রাণ হইতে উদিত ও প্রাণে অস্তমিত হন। শতপথব্রাহ্মণে আছে (১০।৩।৩।৬-৮), "মানুষ যখন ঘুমায়, তখন বাক্ প্রাণে, মন প্রাণে, চক্ষু প্রাণে, শ্রোত্র প্রাণে লীন হন; যখন সে জাগে তখন প্রাণ হইতেই ইঁহারা পুনর্বার জাত হন; ইহা অধ্যাত্ম (সিদ্ধান্ত)। অতঃপর অধিদৈবত (সিদ্ধান্ত) এই—আগুন নিভিলে বায়ুতে লীন হন, সূর্য অস্তমিত হইলে বায়ুতে প্রবেশ করেন, চন্দ্রও ঐরূপ করেন, দিক্ সকলও বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত, এবং তাঁহারা পুনর্বার বায়ু হইতে উঠেন।" বায়ু ও প্রাণের পরিস্পন্দনই অগ্ন্যাদি ও চক্ষুরাদি দেবগণের মধ্যে দেখা যায়; এই স্পন্দন ছাড়িয়া তাঁহারা থাকেন না—ইহাই তাঁহাদের ব্রত।

২। প্রাণক্রিয়া ও অপানক্রিয়া জীবিত ব্যক্তির পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ হইলেও এই বিধির তাৎপর্য এই—এবম্প্রকার ব্রতী অপর ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ত্যাগ করিয়া আমরণ সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন। মনে রাখিতে হইবে—প্রাণব্রত ও বায়ুব্রত মিলিয়া দুইটি ব্রত নহে, একটি মাত্র। ব্রতটি এইরূপ উপাসনাত্মক—"সর্বভূতে অবস্থিত বাগাদি ও অগ্ন্যাদি আমার সহিত অভিন্ন, আমি সর্বপ্রকার প্রাণক্রিয়ার কর্তা ও প্রাণরূপী আত্মা।" এই উপাসনার ফলে সাধক প্রাণদেবতার সহিত অভেদ লাভ করেন, কিংবা উপাসনার সমুচিত উৎকর্ষ না হইলে প্রাণের সালোক্য লাভ করেন।

প্রথমাধ্যায়—ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপং কর্ম তেষাং নাম্নাং বাগিত্যেতদেষামুক্থমতো হি সর্বাণি নামান্যুত্তিষ্ঠন্তি। এতদেষাং সামৈতদ্ধি সর্বৈর্নামভিঃ সমমেতদেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্বাণি নামানি বিভর্তি ॥ ১

ইদম্ বৈ (এই সমস্ত জগৎ অবশ্যই) নাম রূপম্ কর্ম ত্রয়ম্ (নাম, রূপ, ও কর্ম এই তিন পদার্থস্বরূপ)। বাক্ ইতি এতৎ (শব্দসামান্যরূপ যে বাক্ উহা) তেষাম্ এষাম্ নাম্নাম্ (উক্ত এই নাম সকলের) উক্থম্ (কারণ, উপাদান); হি (কেন না) অতঃ (এই শব্দসামান্য হইতে) সর্বাণি নামানি (যজ্ঞদত্ত, দেবদত্ত ইত্যাদি [বাক্যের বিভিন্ন বিভাগ-স্থানীয় বিশেষ] নাম সকল) উত্তিষ্ঠন্তি (উৎপন্ন হয়, [সামান্যাকার বাক্ হইতে বিশেষাকারে বিভক্ত হয়])। এতৎ (এই শব্দসামান্য) এষাম্ (এই নামবিশেষ সকলের) সাম (সামান্য); হি এতৎ সর্বৈঃ নামভিঃ সমম্ (সকল নামবিশেষের পক্ষে সমান)। এতৎ এষাম্ ব্রহ্ম (আত্মা) [শব্দসামান্য ব্যতীত নামবিশেষের অস্তিত্ব নাই]; হি এতৎ সর্বাণি নামানি বিভর্তি ([স্বরূপ-প্রদান-পূর্বক] ধারণ করে)। ১

এই সমস্ত জগৎই নাম, রূপ, ও কর্ম এই তিন পদার্থ স্বরূপ। তন্মধ্যে এই যে শব্দসামান্য, উহাই এই নামবিশেষ সমূহের উপাদান; কেন না উহা হইতে নিখিল নামবিশেষ উৎপন্ন হয়। এই শব্দসামান্য উহাদের সাম; কেন না উহা নিখিল নামের সহিত সমানরূপ। উহা উহাদের আত্মা; কেননা এই শব্দসামান্য নিখিল নামকে ধারণ করে। ১

উহা সকল রূপবিশেষের পক্ষেই সর্বসাধারণ। এই রূপসামান্য ইহাদের আত্মা ; কেন না এই রূপসামান্য (সত্তাপ্রদানপূর্বক) অখিল রূপকে ধারণ করে। ২

অথ কর্মণামাত্মেত্যেতদেষামুক্থমতো হি সর্বাণি কর্মাণ্যু-ত্তিষ্ঠন্ত্যেতদেষাং সামৈতদ্ধি সর্বৈঃ কর্মভিঃ সমমেতদেষাং ব্রহ্মৈতদ্ধি সর্বাণি কর্মাণি বিভর্তি তদেতৎ ত্রয়ং সদেকময়-মাত্মাত্মো একঃ সন্নেতৎ ত্রয়ং তদেতদমৃতং সত্যেনচ্ছন্নং প্রাণো বা অমৃতং নামরূপে সত্যং তাভ্যাময়ং প্রাণশ্ছন্নঃ ॥ ৩ ॥
ইতি প্রথমাধ্যায়স্য ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

অথ আত্মা ইতি এতৎ (শরীর, [কর্ম শরীরনিষ্পাদ্য, শরীরাবলম্বনে অভিব্যক্ত, ও শরীরে অধিষ্ঠিত থাকে বলিয়া শরীর—] কর্মসামান্য) এষাম্ কর্মণাম্ (এই সকল মননাত্মক, দর্শনাত্মক, চলনাত্মক কর্মবিশেষ সকলের) উক্থম্ ; হি অতঃ সর্বাণি কর্মাণি (কর্মবিশেষ সকল) উত্তিষ্ঠন্তি। এতৎ এষাম্ সাম ; হি এতৎ সর্বৈঃ কর্মভিঃ (সকল কর্মবিশেষের পক্ষে) সমম্। এতৎ এষাম্ ব্রহ্ম, হি এতৎ সর্বাণি কর্মাণি বিভর্তি। তৎ এতৎ (উক্ত এই নাম, রূপ, ও কর্ম) ত্রয়ম্ সৎ (তিন হইয়াও) একম্ (এক)—[উহারা] অয়ম্ , আত্মা (কার্যকরণ [দেহেন্দ্রিয়] সমষ্টিরূপ আত্মা), উ (আবার) আত্মা (দেহ) একঃ সন্ (এক হইয়াও) এতৎ ত্রয়ম্ (এই তিনটি)। তৎ এতৎ (বক্ষ্যমাণ এই) অমৃতম্ (অমৃত) সত্যেন (সত্যের, দৃশ্য ও অদৃশ্য ভূতপঞ্চকের, দ্বারা) ছন্নম্ (আবৃত)—প্রাণঃ বৈ ([আত্মার উপাধিভূত এবং করণস্থানীয় যে ক্রিয়াত্মক প্রাণ অন্তরে থাকিয়া শরীরকে ধারণ করে সেই] প্রাণই) অমৃতম্ (অবিনাশী; দেহের আত্মস্বরূপ) [প্রাণ অবিনাশী, কারণ স্থূল দেহের নাশ হইলেও মোক্ষের পূর্বে প্রাণ নষ্ট হয় না] ; [কিন্তু বিনাশী] নামরূপে

([কার্যরূপী ও শরীরাবস্থ] নাম ও রূপ) সৎ-ত্যম্ (সৎ ও ত্যৎ, অমূর্ত বায়ু ও আকাশ, এবং মূর্ত অগ্নি, জল, ও পৃথিবী ; ভূতপঞ্চক) ; তাভ্যাম্ ([শরীরাত্মক] সেই নাম ও রূপের দ্বারা) অয়ম্ প্রাণঃ (এই প্রাণ) ছন্নঃ (আবৃত)॥ ৩

অতঃপর—দেহনামক এই যে কর্মসামান্য, উহাই নিখিল কর্মবিশেষের কারণ ; কেন না উহা হইতেই সমস্ত কর্মবিশেষ উৎপন্ন হয়। এই কর্মসামান্য এই কর্মবিশেষ সকলের সাম ; কেন না উহা সকল কর্মবিশেষের পক্ষেই সমান। এই কর্মসামান্য ইহাদের আত্মা ; কেন না কর্মসামান্য সমস্ত কর্মবিশেষকে ধারণ করে। উক্ত এই নাম, রূপ, ও কর্ম তিন হইয়াও একমাত্র এই দেহস্বরূপ ; আবার দেহ এক হইয়াও এই তিন। বক্ষ্যমাণ এই অমৃতটি সত্যের দ্বারা আবৃত—প্রাণই অমৃত ; নাম ও রূপ সত্য ; তাহাদের দ্বারা এই প্রাণ আবৃত।[১] ৩

১। তিনটি লাঠি যেমন পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া খাড়া হইয়া থাকে, তেমনি নাম, রূপ, ও কর্ম পরস্পরের সাহায্যে বর্তমান আছে। উহারা সকলেই পরস্পরের আশ্রয়, পরস্পরের অভিব্যক্তির কারণ, ও পরস্পরের লয়স্থান ; এই তিনটির মধ্যে কোনও একটিকে ছাড়িয়া অপর দুইটি থাকিতে পারে না। ১।৫।৩ এ বলা হইয়াছে যে, দেহ এই তিনটির সহিত, অর্থাৎ বাক্, মন, ও প্রাণরূপী জগতের (নাম, রূপ, ও কর্মের) সহিত অভিন্ন। এই দেহ অধ্যাত্ম, অধিভূত, ও অধিদৈব ভেদে বিভিন্ন প্রকারে অবস্থিত। সত্য শব্দে বিরাট্‌দেহকে বুঝাইতেছে—উহা পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতে নির্মিত। এই দেহ সূত্রাখ্য সমষ্টিপ্রাণের আবরণ ও আবরণ। এখানে ইহাই বলা হইল যে, স্থূলদেহের দ্বারা আবৃত লিঙ্গদেহই অনাত্মা হইলেও যখন দুর্বিজ্ঞেয়, তখন লিঙ্গদেহের দ্বারা আবৃত প্রত্যগাত্মা যে আরো দুর্বিজ্ঞেয় ইহা বলাই বাহুল্য। অতএব প্রত্যগাত্মার জ্ঞানবিষয়ে অত্যন্ত অবহিত হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয়াধ্যায়—প্রথম ব্রাহ্মণ

ওঁ॥ দৃপ্তবালাকির্হানূচানো গার্গ্য আস স হোবাচাজাতশত্রুং কাশ্যং ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি স হোবাচাজাতশত্রুঃ সহস্রমেতস্যাং বাচি দদ্মো জনকো জনক ইতি বৈ জনা ধাবন্তীতি॥ ১

[পূর্বে বিদ্যা ও অবিদ্যার বিষয় বিভক্ত করা হইয়াছে। সূর্যাদি বিভিন্ন করণ সংযুক্ত (মুঃ ২।১।৪) একটি সর্বসাধারণ ও সমষ্টিরূপ শরীরে অদ্বিতীয় প্রাণদেব অবস্থিত আছেন, ঐ বাহ্য শরীরটি বিরাট্, বৈশ্বানর, আত্মা, পুরুষবিধ, প্রজাপতি ক, হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি শব্দে অভিহিত হয়। আবার এই প্রাণ ব্যষ্টিরূপে বিভি জীবদেহেও অবস্থিত আছেন। ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে অবস্থিত, চেতনাবান্ কর্তা, ভোক্তৃরূপী এই প্রাণাখ্য অপরব্রহ্ম অবিদ্যারই বিষয়। বক্তা গার্গ্য এই অমুং ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া জানিয়াছিলেন। শ্রোতা অজাতশত্রু কিন্তু মুখ্যব্রহ্মকে আত্মরূপে জানিতেন। ইঁহাদের উভয়ের কথনোপকথনচ্ছলে আত্মার পরব্রহ্মস্বরূ নির্ধারিত হইতেছে]—হ (একদা) গার্গ্যঃ (গর্গগোত্রোদ্ভূত) দৃপ্তবালাকি (বলাকার পুত্র [অসম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে] গর্বিত) অনূচানঃ (বক্তা) [এক ব্রাহ্মণ আস (ছিলেন)। সঃ (তিনি) কাশ্যম্ অজাতশত্রুম্ (কাশীরাজ অজাতশত্রুকে উবাচ হ (বলিলেন)—[আমি] তে (আপনাকে) ব্রহ্ম ব্রবাণি (ব্রহ্ম বলিব উপদেশ দিব) ইতি। সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—এতস্যাম্ বাচি (এই কথা উপরে) সহস্রম্ ([গো] সহস্র) দদ্মঃ ([আপনাকে] দান করিতেছি); জনক (জনক) [দাতা] জনকঃ [শ্রোতা] ইতি (এই বলিতে বলিতে] জনাঃ (লোকেরা ধাবন্তি বৈ (অবশ্যই [জনকের প্রতি] ধাবিত হয়) ইতি। ১

একদা গর্গগোত্রোদ্ভব দৃপ্তবালাকি-নামক এক বাগ্মী (ব্রাহ্মণ

ছিলেন। তিনি কাশীরাজ অজাতশত্রুকে বলিলেন, "আমি আপনাকে ব্রহ্মোপদেশ দিব।" অজাতশত্রু বলিলেন, "এই কথার উপরই আমি হাজার গরু দান করিতেছি। ইহা প্রসিদ্ধ যে, লোকে 'জনক জনক' বলিয়া ধাবিত হয়।[১]" ১

১। "লোকে জনকের দান ও শ্রবণেচ্ছা দেখিয়া তাঁহার যশ কীর্তন করে এবং তাঁহার নিকট যায়। আমাতেও ঐরূপ গুণ আছে, ইহা প্রদর্শনের সৌভাগ্য উপস্থিত করিলেন বলিয়া আমি ব্রহ্মবিষয়ে শুনিবার পূর্বেই আপনাকে গোসহস্র দান করিলাম,"—ইহাই রাজার অভিপ্রায়। আত্মনির্ণয় করিতে গিয়া এই গল্পের অবতারণার উদ্দেশ্য—(১) পূর্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত অবলম্বনে বিষয়টি সহজে বুদ্ধিস্থ করান; (২) শ্রদ্ধা ব্রহ্মবিজ্ঞানের পরম সাধন, ইহা দেখান; এবং (৩) কেবল তর্কবুদ্ধির নিষেধ করা।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসাবাদিত্যে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা অতিষ্ঠাঃ সর্বেষাং ভূতানাং মূর্ধা রাজেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তেঽতিষ্ঠাঃ সর্বেষাং ভূতানাং মূর্ধা রাজা ভবতি ॥ ২

সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—আদিত্যে (সূর্যমণ্ডলে) যঃ এব অসৌ পুরুষঃ (এই যে পুরুষ [অধিষ্ঠিত আছেন]) এতম্ এব (ইঁহাকেই) অহম্ (আমি) ব্রহ্ম উপাসে (ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি) ইতি। সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—এতস্মিন্ (এই ব্রহ্মবিষয়ে) মা মা সংবদিষ্ঠাঃ (মোটেই সংবাদ করিবেন না) [নিষেধের আতিশয্য বুঝাইবার জন্য দুইবার মা শব্দের প্রয়োগ]; অতিষ্ঠাঃ (অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া স্থিত, সর্বাতীত), সর্বেষাম্ ভূতানাম্ (নিখিল ভূতের) মূর্ধা (মস্তক), রাজা (জ্যোতিষ্মান্) ইতি (এই [তিন গুণ-বিশিষ্ট] রূপে) অহম্ এতম্ বৈ (ইঁহাকেই)

উপাস্তে ইতি। সঃ যঃ (যে কেহ) এতম্ (ইঁহাকে) এবম্ (এইরূপে) উপাস্তে (উপাসনা করেন) [তিনি উপাসনানুযায়ী] অতিষ্ঠাঃ, সর্বেষাম্ ভূতানাম্ মূর্ধা, রাজা ভবতি (হন)। ২

গার্গ্য বলিলেন, "আদিত্যমণ্ডলে এই যে পুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।[১]" অজাতশত্রু বলিলেন, "এই ব্রহ্মবিষয়ে মোটেই কথা উত্থাপন করিবেন না; ইঁহাকে আমি সর্বাতীত, নিখিল ভূতের মস্তক, ও জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া উপাসনা করি। যে কেহ ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন[২], তিনি সর্বাতীত, নিখিল ভূতের মস্তক, ও জ্যোতিষ্মান্ হন[৩]।" ২

১। "যিনি আদিত্যে অবস্থিত তিনিই চক্ষুর্দ্বারে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া 'আমি কর্তা, আমি ভোক্তা' ইত্যাদি প্রকারে অহংকর্তা রূপে অবস্থিত আছেন, আমি ইঁহাকেই এই কার্যকরণসঙ্ঘাতে ব্রহ্ম বলিয়া দর্শন করি ও নিজের সহিত অভিন্নভাবিয়া (অহংগ্রহ) উপাসনা করি। আপনিও তাহাই করুন।"

২। "এই ব্রহ্ম আমার অজ্ঞাত নহেন; সুতরাং ইঁহার সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করিয়া আমায় অজ্ঞ প্রতিপন্ন করিবেন না। এই ব্রহ্মের সম্বন্ধে আমার যে শুধু সাধারণ জ্ঞানই আছে, তাহা নহে, আমি ইঁহার বিশেষণত্রয় এবং উপাসনার ফল জানি।"

৩। "তাঁহাকে যেরূপ উপাসনা করে; উপাসক তাহাই হয়।" শঃ ব্রাঃ ১০।৫।২।২০

স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসৌ চন্দ্রে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা বৃহন্ পাণ্ডরবাসাঃ সোমো রাজেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তেঽহরহর্হ সুতঃ প্রসুতো ভবতি নাস্যান্নং ক্ষীয়তে ॥ ৩

সঃ গার্গ্যঃ উবাচ হ—যঃ এব অসৌ চন্দ্রে পুরুষঃ, এতম্ এব অহম্ ব্রহ্ম উপাসে ইতি। সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—এতস্মিন্ মা মা সংবদিষ্ঠাঃ ; এতম্ বৈ অহম্ বৃহন্ ([সূর্যমণ্ডল হইতে চন্দ্রমণ্ডল দ্বিগুণ—এই প্রসিদ্ধি থাকায়] মহান্) পাণ্ডরবাসাঃ (শুক্লাম্বর), রাজা, সোমঃ (ষোড়শকল চন্দ্র [এবং সোমলতা]) ইতি উপাসে ইতি। সঃ যঃ এতম্ এবম্ উপাস্তে [তাঁহার] [প্রকৃতিযজ্ঞে] অহরহঃ (প্রতিদিন) সুতঃ ([সোমরস] নিষ্কাশিত) [ও বিকৃতিযজ্ঞে] প্রসুতঃ (প্রকৃষ্টরূপে নিষ্কাশিত)—ভবতি হ (হইয়া থাকে) [অর্থাৎ যথোক্ত উপাসক প্রকৃতি ও বিকৃতি যাগ সকল অনায়াসে অনুষ্ঠান করেন] ; [এবং] অস্য (এই উপাসকের) অন্নম্ (অন্ন) ন ক্ষীয়তে (হ্রাস হয় না) [কেন না তিনি অন্নস্থানীয় সোমের উপাসনা করিয়া অন্নের সহিত অভিন্ন হন]। ৩

গার্গ্য বলিলেন, "এই যে চন্দ্রে অবস্থিত পুরুষ, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।[১]" অজাতশত্রু বলিলেন, "এই ব্রহ্ম সম্বন্ধে মোটেই প্রসঙ্গ করিবেন না। আমি ইঁহাকে মহান্, শুক্লাম্বর, ও জ্যোতিষ্মান্ সোম বলিয়া উপাসনা করি।[২] যিনি ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তাঁহার (প্রকৃতি ও বিকৃতি যাগ সকলে) সোমরস সুত ও প্রসুত হইয়া থাকে, এবং তাঁহার অন্নের হ্রাস হয় না।" ৩

১। "যে প্রাণ চন্দ্রে এবং মনে ও বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত, তাঁহাকে আমি অহংগ্রহ-উপাসনা করি। আপনিও ঐরূপ করুন।"

২। "একই প্রাণ চন্দ্রে, মনে, ও বুদ্ধিতে, এবং অন্নস্থানীয় সোমে অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রুতিতে জলকে প্রাণের বস্ত্ররূপে দর্শন করা হয়। জলের রূপ শুভ্র, অতএব প্রাণ শুক্লাম্বর। যে পুরুষ চন্দ্র, মন, বুদ্ধি, ও সোমে অভিন্নরূপে বিদ্যমান, তাঁহাকে আমি অহংগ্রহ-উপাসনা করি।"

স হোবাচ গার্গ্যো য এবাসৌ বিদ্যুতি পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা-

স্তেজস্বীতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে তেজস্বী হ ভবতি তেজস্বিনী হাস্য প্রজা ভবতি ॥ ৪

গার্গ্য বলিলেন, "এই যে পুরুষ বিদ্যুতে অধিষ্ঠিত আছেন,[১] আমি ইঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন, "ইঁহার সম্বন্ধে মোটেই প্রসঙ্গোত্থাপন করিবেন না। আমি ইঁহাকে তেজস্বী বলিয়া উপাসনা করি। যে কেহ ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি তেজস্বী হন এবং তাঁহার সন্তানও তেজস্বী হন।[২]" ৪

১। "যে একই দেবতা বিদ্যুৎ, ত্বক, ও হৃদয়ে অবস্থিত আমি তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া অহংগ্রহ-উপাসনা করি।"

২। বিদ্যুৎ বহু বলিয়া উপাসনার ফলবাহুল্য হয়, এবং ঐ ফল উপাসক ও তাঁহার সন্তানেও প্রতিফলিত হয়।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মাকাশে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ পূর্ণমপ্রবর্তীতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে পূর্যতে প্রজয়া পশুভির্নাস্যাস্মাল্লোকাৎ প্রজোদ্বর্ততে ॥ ৫

অপ্রবর্তী (অবিচল বা অবিলুপ্তস্বভাব), প্রজয়া (সন্তানসন্ততি-দ্বারা) পশুভিঃ (পশুবৃন্দের দ্বারা) পূর্যতে (পূর্ণ হন), অস্মাৎ লোকাৎ (এই লোক হইতে) প্রজা (বংশ) ন উদ্বর্ততে (বিলুপ্ত হয় না)। ৫

গার্গ্য বলিলেন, "এই যে একই পুরুষ (বাহ্য) আকাশে (এবং হৃদয়াকাশে) অবস্থিত, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন, "ইঁহার সম্বন্ধে আপনি মোটেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন না। আমি ইঁহাকে পূর্ণ ও অবিলুপ্তস্বভাব বলিয়া উপাসনা

করি। যে কেহ ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি সন্তান-সন্ততি ও পশুবৃন্দে পূর্ণ হন, এবং তাঁহার বংশ ইহলোক হইতে বিলুপ্ত হয় না।” ৫

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং বায়ৌ পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা ইন্দ্রো বৈকুণ্ঠোঽপরাজিতা সেনেতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে জিষ্ণুর্হাপরাজিষ্ণুর্ভবত্যন্যতস্ত্যজায়ী ॥ ৬

বায়ৌ (বায়ুতে) [এবং অধ্যাত্ম প্রাণে ও হৃদয়ে যিনি অধিষ্ঠিত], ইন্দ্রঃ (সর্বাধীশ), বৈকুণ্ঠঃ (অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অদম্য), অপরাজিতা সেনা (অবিজিত সৈন্য) [মরুদ্গণ বহু বলিয়া সেনা-শব্দে বিশেষিত হইলেন]। জিষ্ণুঃ (জয়শীল) অপরাজিষ্ণুঃ (অপরাজেয়), অন্যতস্ত্যজায়ী (অন্যতস্ত্যদের, শত্রুদের, জয়কারী) ভবতি হ। ৬

গার্গ্য বলিলেন, “এই যে পুরুষ বায়ুতে (প্রাণে ও হৃদয়ে) অধিষ্ঠিত, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।” অজাতশত্রু বলিলেন, “ইঁহার সম্বন্ধে আপনি মোটেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন না। আমি ইঁহাকে সর্বাধীশ, অদম্য, ও অবিজিত-সৈন্য-রূপে উপাসনা করি। যে কেহ ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি বিজয়ী, অপরাজেয়, ও শত্রুদমন হন।” ৬

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মগ্নৌ পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা বিষাসহিরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে বিষাসহির্হ ভবতি বিষাসহির্হাস্য প্রজা ভবতি ॥ ৭

অগ্নৌ (অগ্নিতে) [এবং বাগিন্দ্রিয়ে ও হৃদয়ে] ; বিষাসহিঃ (পরের তেজঃ প্রভৃতি সহিষ্ণু) । [যে হবিঃ অগ্নিতে "বিক্ষিপ্ত", ক্ষিপ্ত হয়, অগ্নি তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া "সহ্য" করেন, অতএব অগ্নির নাম বিষাসহি] । ৭

গার্গ্য বলিলেন, "এই যে পুরুষ অগ্নিতে অধিষ্ঠিত, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন, "ইঁহার সম্বন্ধে আপনি মোটেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন না। আমি ইঁহাকে 'পর-সহিষ্ণু' বলিয়া উপাসনা করি। যে কেহ ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি পরসহিষ্ণু হন, এবং তাঁহার বংশও পরসহিষ্ণু হয়।"১ ৭

১। অগ্নি বহু বলিয়া ফলও বহুবিস্তৃত হয়। (২।১।৪ টীকা দ্রঃ)। অগ্নিরূপে ব্রহ্মোপাসনার ফলে ইঁহারা দীপ্তাগ্নি (বহুভোজী)ও হন।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মপ্সু পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠাঃ প্রতিরূপ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে প্রতিরূপং হৈবৈনমুপগচ্ছতি নাপ্রতিরূপমথো প্রতিরূপোঽস্মাজ্জায়তে ॥ ৮

অপ্সু (জলে) [এবং শুক্রে ও হৃদয়ে অভিন্নরূপে]। প্রতিরূপঃ (অনুরূপ)। প্রতিরূপম্ এব ([শ্রুতি ও স্মৃতির বিধানের] অনুরূপ বস্তুবর্গ) এনম্ হ উপগচ্ছতি (ইঁহার সকাশে আগমন করে), অপ্রতিরূপম্ (প্রতিকূল কিছু) ন (আসে না) ; অথো (অধিকন্তু) অস্মাৎ (ইঁহা হইতে) প্রতিরূপঃ (অনুরূপ সন্তান) জায়তে (জাত হয়)। ৮

গার্গ্য বলিলেন, "এই যে পুরুষ জলে অধিষ্ঠিত, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন, "আপনি ইঁহার

সম্বন্ধে মোটেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন না। আমি ইঁহাকে অনুরূপ বলিয়া উপাসনা করি। যে কেহ ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তাঁহার নিকট অনুরূপ বস্তুসমূহ উপস্থিত হয়, অননুরূপ বস্তু উপস্থিত হয় না; অধিকন্তু ইঁহা হইতে অনুরূপ সন্তান জাত হয়।" ৮

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মাদর্শে পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা রোচিষ্ণুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে রোচিষ্ণুর্হ ভবতি রোচিষ্ণুর্হাস্য প্রজা ভবত্যথো যৈঃ সন্নিগচ্ছতি সর্বাংস্তানতিরোচতে ॥ ৯

আদর্শে (দর্পণে) [এবং দর্পণসদৃশ উজ্জ্বল খড়্গাদিতে ও সত্ত্বশুদ্ধিস্বভাব বুদ্ধিতে অভিন্নরূপে যিনি অবস্থিত]। রোচিষ্ণুঃ (উজ্জ্বলস্বভাব)। অথো (আরও) যৈঃ সন্নিগচ্ছতি (যাহাদের সংস্পর্শে আসেন) তান্ সর্বান্ (তাহাদের সকলকে) অতিরোচতে (অতিক্রম করিয়া সমুজ্জ্বল হন)। ৯

গার্গ্য বলিলেন, "এই যে পুরুষ দর্পণে অধিষ্ঠিত, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন, "আপনি ইঁহার সম্বন্ধে মোটেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন না। আমি ইঁহাকে দীপ্তিস্বভাব বলিয়া উপাসনা করি। যে কেহ ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি দীপ্তিস্বভাব হন, তাঁহার বংশ দীপ্তিস্বভাব হয়,[১] এবং তিনি যাহাদের সংস্পর্শে আসেন, তাহাদের সকলকে দীপ্তিতে অতিক্রম করেন।" ৯

১। দীপ্তির আধার বহু, অতএব উপাসনার ফল সন্তানমধ্যেও দৃষ্ট হয়।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং যন্তং পশ্চাচ্ছব্দোঽনূদেত্যে-তমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা অসুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেব-মুপাস্তে সর্বং হৈবাস্মিঁল্লোক আয়ুরেতি নৈনং পুরা কালাৎ প্রাণো জহাতি ॥ ১০

যন্তম্ পশ্চাৎ (গমনকারী ব্যক্তির পশ্চাতে) শব্দঃ (শব্দ) অনু-উদেতি (গমনানুযায়ী উত্থিত হয়) [এবং শরীরে জীবনের হেতুভূত প্রাণ, এই উভয়ে অভিন্নরূপে অবস্থিত]। অসুঃ ([জীবনহেতু] প্রাণ); অস্মিন্ লোকে (ইহলোকে) সর্বম্ হ এব আয়ুঃ এতি (পূর্ণায়ু, কর্মফলানুযায়ী জীবন, প্রাপ্ত হন), কালাৎ পুরা (যথাকালের পূর্বে) [রোগাদি বশতঃ] প্রাণঃ (প্রাণ) এনম্ (ইঁহাকে) ন জহাতি (ত্যাগ করে না)। ১০

গার্গ্য বলিলেন, "চলমান প্রাণীর পশ্চাতে উত্থিত শব্দমধ্যে এই যে পুরুষ অবস্থিত, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাত-শত্রু বলিলেন, "আপনি এই বিষয়ে মোটেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন না। আমি ইঁহাকে জীবনকারণ প্রাণ বলিয়া উপাসনা করি।[১] যে কেহ ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন। যথা-কালের পূর্বে ইঁহার প্রাণত্যাগ হয় না।" ১০

১। বৃত্তিবিশেষ সহায়ে প্রাণই শরীরের কতিপয় অবয়বকে সঞ্চালিত করিয়া ধাবমান ব্যক্তির পশ্চাতের শব্দের উৎপাদক হয়।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং দিক্ষু পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা দ্বিতীয়োঽনপগ ইতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেব-মুপাস্তে দ্বিতীয়বান্ হ ভবতি নাস্মাদ্ গণশ্ছিদ্যতে ॥ ১১

দিক্ষু (দিক্ সকলে) [এবং কর্ণদ্বয়ে ও হৃদয়ে অবিযুক্তস্বভাব এক দেবতা অশ্বিযুগল অবস্থিত]। দ্বিতীয়ঃ (দ্বিতীয়), অনপগঃ (অবিযুক্তস্বভাব) ইতি (এই বলিয়া) [অশ্বিনীকুমারদ্বয় পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন, দিক্‌সকলও বিচ্ছিন্ন নহে, এবং ইঁহাদের দ্বিতীয়বত্ত্বগুণও আছে]। দ্বিতীয়বান্ ([উত্তম] ভৃত্যাদির দ্বারা পরিবৃত) ভবতি ; অস্মাৎ (ইঁহা হইতে) [ইঁহার] গণঃ (পরিজনবর্গ) ন ছিদ্যতে (বিচ্ছিন্ন হয় না)। ১১

গার্গ্য বলিলেন, "এই যে পুরুষ দিক্‌সকলে অবস্থিত, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন, "আপনি এই বিষয়ে মোটেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন না। আমি ইঁহাকে দ্বিতীয় ও অবিযুক্ত বলিয়া উপাসনা করি। যে কেহ ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি দ্বিতীয়বান্ হন, এবং তাঁহার পরিজনগণ তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। ১১

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়ং ছায়াময়ঃ পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা মৃত্যুরিতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্তে সর্বং হৈবাস্মিঁল্লোক আয়ুরেতি নৈনং পুরা কালান্মৃত্যু-রাগচ্ছতি ॥ ১২

ছায়াময়ঃ ([বাহ্য অন্ধকারে এবং অধ্যাত্ম অজ্ঞানান্ধকারে ও হৃদয়ে অভিন্নরূপে অবস্থিত] ছায়াময়)। ১২

গার্গ্য বলিলেন, "ছায়াতে এই যে পুরুষ, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন, "এই বিষয়ে মোটেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন না। আমি ইঁহাকে মৃত্যু বলিয়া উপাসনা করি। যে কেহ ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে

পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হন; যথাকালের পূর্বে মৃত্যু ইঁহার নিকট আসে না।[১]" ১২

১। এই ফল ২।১।১০-এর অনুরূপ। বিশেষ এই যে, বর্তমান উপাসনার ফলে উপাসক রোগযন্ত্রণার অধীন হন না।

স হোবাচ গার্গ্যো য এবায়মাত্মনি পুরুষ এতমেবাহং ব্রহ্মোপাস ইতি স হোবাচাজাতশত্রুর্মা মৈতস্মিন্ সংবদিষ্ঠা আত্মবীতি বা অহমেতমুপাস ইতি স য এতমেবমুপাস্ত আত্মবী হ ভবত্যাত্মবিনী হাস্য প্রজা ভবতি স হ তূষ্ণীমাস গার্গ্যঃ ॥ ১৩

[এই পর্যন্ত ব্যষ্টিব্রহ্ম সকলের উপদেশ দিয়া অধুনা সমষ্টিব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া হইতেছে]—আত্মনি (আত্মাতে, প্রজাপতিতে) [এবং বুদ্ধিতে ও হৃদয়ে অভিন্নরূপে অবস্থিত]। আত্মবী (সংযতাত্মা, সংযতবুদ্ধি)। সঃ হ গার্গ্যঃ তূষ্ণীম্ আস (নীরব হইলেন)। ১৩

গার্গ্য বলিলেন, "এই যে পুরুষ প্রজাপতিতে অবস্থিত, ইঁহাকেই আমি ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।" অজাতশত্রু বলিলেন, "আপনি এই বিষয়ে মোটেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন না। আমি ইঁহাকে সংযতবুদ্ধি বলিয়া উপাসনা করি। যে কেহ ইঁহাকে এইরূপে উপাসনা করেন, তিনি সংযতাত্মা হন। ইঁহার বংশও সংযতবুদ্ধি হয়।[১]" গার্গ্য নীরব হইলেন। ১৩

১। বুদ্ধি বস্তু; সুতরাং উপাসনাফল বহুসন্তানে প্রতিফলিত।

স হোবাচাজাতশত্রুরেতাবন্নূ৩ ইত্যেতাবদ্ধীতি নৈতাবতা বিদিতং ভবতীতি স হোবাচ গার্গ্য উপ ত্বা যানীতি ॥ ১৪

সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—[আপনার ব্রহ্মজ্ঞান] এতাবৎ নু (এই পর্যন্তই কি)? [বিচারার্থে "নু" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে] ইতি। [গার্গ্য]—এতাবৎ হি (এই পর্যন্তই বটে) ইতি। [অজাতশত্রু]—এতাবতা (এইটুকু জ্ঞানের দ্বারা) [ব্রহ্ম] বিদিতম্ (জ্ঞাত) ন ভবতি (হন না)। স গার্গ্যঃ উবাচ হ—ত্বা উপযানি ([আমি শিষ্যরূপে] আপনার সান্নিধ্য যাচ্ঞা করি) ইতি। ১৪

অজাতশত্রু বলিলেন, "এই পর্যন্তই কি ?" "এই পর্যন্তই বটে।" "এইটুকু জানিলেই (ব্রহ্মকে) জানা যায় না।[১]" গার্গ্য বলিলেন, "আমি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে চাই।[২]" ১৪

১। এই বাক্যের দ্বারা পূর্বোক্ত উপাসনাগুলি নিষিদ্ধ হইতেছে না। উপযুক্ত অধিকারী নিষ্কামভাবে ঐ সকলের অনুষ্ঠান করিলে ক্রমে মুখ্যব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হন। অমুখ্যব্রহ্মবিদ্ গার্গ্য মুখ্য ব্রহ্মের উপদেশ দিতে গিয়া এই সকল অবিদ্যাবিষয়ের অন্তর্গত অমুখ্যব্রহ্মের উপদেশ দেওয়ায় মুখ্যব্রহ্মবিদ্ গার্গ্য তাঁহার ভুল দেখাইবার জন্য এইরূপ বলিলেন।

২। শিষ্যত্ব গ্রহণ না করিলে গুরু ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ দেন না, এই আচারবিধি জানিতেন বলিয়া গার্গ্য ব্রাহ্মণ হইলেও যথাবিধি ক্ষত্রিয় রাজার শিষ্যত্বগ্রহণে অগ্রসর হইলেন ; কারণ আপৎকালে ব্রাহ্মণের পক্ষে এইরূপ করা বিধিবহির্ভূত নহে—

অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে।
অনুব্রজ্যা চ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ ॥
নাব্রাহ্মণে গুরৌ শিষ্যো বাসমাত্যন্তিকং বসেৎ ॥

স হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমং চৈতদ্ যদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মুপেয়াদ্ ব্রহ্ম মে বক্ষ্যতীতি ব্যেব ত্বা জ্ঞপয়িষ্যামীতি তং পাণাবাদায়োত্তস্থৌ তৌ হ পুরুষং সুপ্তমাজগ্মতুস্তমেতৈর্নামভিরামন্ত্রয়াঞ্চক্রে বৃহন্ পাণ্ডরবাসঃ সোম রাজন্নিতি

স নোত্তস্থৌ তং পাণিনাপেষং বোধয়াঞ্চকার স হোত্তস্থৌ ॥ ১৫

স অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—এতৎ চ (ইহা) প্রতিলোমম্ (বিপরীত) যৎ (যে), যে (আমাকে) ব্রহ্ম বক্ষ্যতি (ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিবেন) ইতি (এই মনে করিয়া) [উত্তমবর্ণ] ব্রাহ্মণঃ [অধমবর্ণ] ক্ষত্রিয়ম্ উপেয়াৎ (ক্ষত্রিয়ের সন্নিধানে যাইবেন), ত্বা (আপনাকে) [শিষ্য না করিয়াই] বিজ্ঞপয়িষ্যামি এব ([মুখ্যব্রহ্ম] অবশ্যই বিজ্ঞাপিত করিব) ইতি। [ব্রাহ্মণকে সলজ্জ দেখিয়া অজাতশত্রু] তম্ (তাঁহাকে) পাণৌ আদায় (হস্তে ধারণ করিয়া) উত্তস্থৌ (উঠিলেন)। তৌ হ (তাঁহারা দুইজনে) সুপ্তম্ পুরুষম্ আজগ্মতুঃ (কোনও নিদ্রিত ব্যক্তির নিকট আসিলেন)। [অজাতশত্রু] তম্ (তাহাকে) এতৈঃ নামভিঃ (এই সকল নামে) আমন্ত্রয়াঞ্চক্রে (ডাকিলেন)—[হে] বৃহন্, পাণ্ডরবাসঃ, সোম, রাজন্ ইতি [২।১।৬ দ্রঃ]। সঃ (সেই সুপ্তব্যক্তি) ন উত্তস্থৌ (উঠিল না)। তম্ পাণিনা (হাতের দ্বারা) আপেষম্ (পেষণ করিয়া, বার বার ধাক্কা দিয়া) বোধয়াঞ্চকার (জাগাইলেন)। সঃ হ উত্তস্থৌ। ১৫

অজাতশত্রু বলিলেন, "ইহা অননুরূপ যে, 'আমায় ইনি ব্রহ্মোপদেশ দিবেন,' এই মনে করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়সমীপে উপনীত হইবেন। আমি-আপনাকে এমনি বুঝাইয়া দিব।" (রাজা) তাঁহাকে হস্তে ধরিয়া উঠিলেন। তাঁহারা উভয়ে এক নিদ্রিত ব্যক্তির নিকট আসিলেন। (রাজা) তাহাকে এই সকল নামে ডাকিলেন, "হে মহান্, হে শুক্লাম্বর, হে জ্যোতিষ্মান্, হে সোম!" সে ব্যক্তি উঠিল না।[১] তাহাকে হাত দিয়া বার বার ঠেলিয়া জাগাইলেন। তখন সে উঠিল।[২] ১৫

১। আশঙ্কা হইতে পারে—স্বমত-প্রতিপাদনের জন্য রাজা জাগ্রত পুরুষের নিকট না গিয়া নিদ্রিত ব্যক্তির নিকট গেলেন কেন? ইহার উত্তর এই—গার্গ্য ও

অজাতশত্রুর অভিপ্রেত আত্মা দুইটি—অর্থাৎ যথাক্রমে প্রাণ ও জীব—উভয়েই জাগ্রৎকালে ইন্দ্রিয়সমূহের সন্নিহিত। সুতরাং ঐ সময়ে প্রাণ শ্রবণাদি করেন, অথবা জীব করেন—ইহা নিশ্চয় করা যায় না। সুষুপ্তিকালে প্রাণ জাগরিত, কিন্তু জীব নিদ্রিত (২।১।১৯ টীকা ১)। অথচ "বৃহৎ" ইত্যাদি প্রাণের নিজের নামে ডাকিলেও যখন জাগ্রত প্রাণ সাড়া দিলেন না, তখন প্রমাণিত হইল যে, তিনি চেতন নহেন। প্রাণের অধিদৈব রূপ চন্দ্রদেবতার "বৃহৎ" ইত্যাদি নামে ডাকার উদ্দেশ্য ইহা দেখান যে, চন্দ্রদেবতাও এই শরীরে ভোক্তা নহেন। ইহা বলা চলে না যে, চন্দ্রদেবতার নামে ডাকাতেই প্রাণ সাড়া দেন নাই; কারণ অধ্যাত্ম প্রাণেও চন্দ্র-দেবতায় আত্মাভিমান আছে। এতদ্দ্বারা ইহাও বুঝিতে হইবে যে, গার্গ্যের অভিপ্রেত আদিত্যাদি দেবতারাও ভোক্তা নহেন; কেন না তাঁহারা প্রাণ হইতে অতিরিক্ত নহেন—প্রাণই একমাত্র দেবতা (১।৪।৬, ৩।৯।৯)। ইন্দ্রিয়গণও আত্মা নহে; কারণ তাহা হইলে, "যে আমি রূপ দেখিয়াছি, সেই আমিই শব্দ শুনিতেছি," এইরূপ প্রতিসন্ধান অসম্ভব হয়।

২। প্রাণ ও দেহের সমষ্টিকেও আত্মা বলা যাইতে পারে না; কারণ এই সমষ্টি জাগরণ ও সুষুপ্তিতে একই রূপে বর্তমান থাকায়, ধাক্কা দিলে জাগরণ বা অজাগরণ সম্বন্ধে কোনও ইতরবিশেষ হইতে পারে না। কিন্তু এই সমষ্টির অতিরিক্ত চেতন আত্মা আছেন স্বীকার করিলে, উক্ত সমষ্টির সহিত সেই আত্মার স্বকর্মজনিত বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধ ঘটিবে এবং ধাক্কা দেওয়া বা না দেওয়াতে ইন্দ্রিয়ের আত্মপ্রসার বা সঙ্কোচজনিত জ্ঞানের পার্থক্য হইবে; ফলতঃ জীবকে ধাক্কা দিলে তিনি জাগিতে পারেন, এবং না দিলে না জাগিতে পারেন। ইহাতে দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টির অতিরিক্ত আত্মারই চৈতন্য, ইহা প্রতিপাদিত হইল। অধিকন্তু, সংহত অচেতন গৃহাদি যন্ত্র যেরূপ তদতিরিক্ত চেতন গৃহস্বামী প্রভৃতির ভোগের জন্যই সংহত হয়, সেইরূপ সংহত অচেতন প্রাণও (১।৫।১৫, ৫।১৩।১-৪; প্রঃ ২।৬, ৬।৬) তদতিরিক্ত চেতন আত্মারই জন্য। তবে অচেতন প্রাণকে চেতন দেবতা বলার কারণ এই যে, আত্মাতে প্রাণাদিরূপ উপাধি আরোপিত হওয়ায়, প্রাণাদিকে চেতন বলিয়া মনে হয়। আত্মা পরমার্থতঃ নিরুপাধিক ও নির্বিশেষ; এবং তাঁহার এই রূপই সকল উপনিষদের প্রতিপাদ্য।

স হোবাচাজাতশত্রুর্যত্রৈষ এতৎ সুপ্তোঽভূদ্ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ কৈষ তদাঽভূৎ কুত এতদাগাদিতি তদু হ ন মেনে গার্গ্যঃ ॥ ১৬

[এইরূপে দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতের অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপাদন পূর্বক] সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—এষঃ (এই) যঃ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ (যিনি বুদ্ধিতে অনুভূত, বুদ্ধিদ্বারা উপলব্ধ, এবং বুদ্ধি অবলম্বনে উপলব্ধ হন, সেই পুরুষ), এষঃ (ইনি) যত্র (যখন, ধাক্কা দিয়া জাগাইবার পূর্বে) এতৎ (এইভাবে) সুপ্তঃ (নিদ্রিত) অভূৎ (ছিলেন), এষঃ (ইনি) ক্ব (কোথায়) তদা (তখন) অভূৎ ? কুতঃ (কোথা হইতে) এতৎ আগাৎ (আসিলেন) ? ইতি। গার্গ্যঃ তৎ উ হ (তাহাও, আত্মা যেখানে ছিলেন এবং যেখান হইতে আসিলেন এতদুভয়) [বলিবার বা জিজ্ঞাসা করিবার মত] ন মেনে (জানিতেন না)। ১৬

অজাতশত্রু বলিলেন, "এই যে বিজ্ঞানময় পুরুষ, ইনি যখন এই ভাবে ঘুমাইতেছিলেন, ইনি তখন কোথায় ছিলেন ?[1] কোথা হইতে ইনি এইরূপে আসিলেন ?[2]" গার্গ্য তাহা জানিতেন না। ১৬

১। এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য, আত্মাকে ক্রিয়া, কারক, ও ফলের বিপরীতস্বভাব বলিয়া দেখান। জাগরণের পূর্বে কর্মাদির ফলভূত সুখাদি কিছুই অনুভূত হয় না ; সুতরাং ইহার জানা যায় যে, আত্মা ক্রিয়াকারকফলের অতীত, সচ্চিদানন্দ।

২। এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য, আত্মা স্বভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বভাব-বিলক্ষণ গমনাগমন করিয়াছেন, ইহা দেখান। এই দুইটি প্রশ্ন গার্গ্যেরই করা উচিত ছিল ; কিন্তু তিনি কিছুই ধারণা করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া রাজা নিজেই তাঁহার মনে প্রশ্ন [illegible] করিয়াছিলেন ; কারণ তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "আমি আপনাকে বুঝাইয়া দিব।"

স হোবাচাজাতশত্রুর্যত্রৈষ এতৎ সুপ্তোঽভূদ্ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষস্তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়

য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে তানি যদা গৃহ্ণাত্যথ হৈতৎপুরুষঃ স্বপিতি নাম তদ্ গৃহীত এব প্রাণো ভবতি গৃহীতা বাগ্ গৃহীতং চক্ষুর্গৃহীতং শ্রোত্রং গৃহীতং মনঃ ॥ ১৭

[কূটস্থ চিদ্ঘন আত্মাতে বস্তুতঃ ক্রিয়া কারক ও ফলের ব্যবহার নাই, ইহা দেখান হইতেছে]—সঃ অজাতশত্রুঃ উবাচ হ—যঃ এষঃ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ, এষঃ যত্র এতৎ সুপ্তঃ অভূৎ, তৎ (তখন) বিজ্ঞানেন (চিদাভাসের দ্বারা) এষাম্ প্রাণানাম্ (এই [বাগাদি] ইন্দ্রিয়বৃন্দের) বিজ্ঞানম্ (স্ব স্ব বিষয় প্রকাশের সামর্থ্য) আদায় (গ্রহণ করিয়া) এষঃ যঃ (এই যে) অন্তর্হৃদয়ে (হৃদয়মধ্যে) আকাশঃ (আকাশ-শব্দবাচ্য পরমাত্মা) তস্মিন্ (তাঁহাতে, সেই স্বীয় স্বরূপে) শেতে (শয়ন করেন [স্বরূপে অবস্থিত হন—ছাঃ ৬।৮।১]) । [সুষুপ্তিতে জীব স্বরূপে অবস্থান করেন, ইহা নিদ্রিত ব্যক্তির "স্বপিতি" এই নাম হইতেও প্রমাণিত হয়]—যদা (যখন) তানি (সেই ইন্দ্রিয়বর্গকে) গৃহ্ণাতি (গ্রহণ করেন) অথ (তখন) এতৎ পুরুষঃ (—অস্য পুরুষস্য, এই পুরুষের) স্বপিতি নাম (স্বপিতি [এই গুণানুসারী গৌণ] নাম) [হয়] । [আত্মা স্বরূপতঃ সংসারধর্মবিবর্জিত, ইহা যুক্তিসিদ্ধও বটে]—তৎ (তখন, সুষুপ্তিকালে) প্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) গৃহীতঃ ভবতি (গৃহীত, স্বীয় জাগরিতস্থান সকল হইতে প্রতিনিবৃত্ত, হইয়া থাকে), বাক্ গৃহীতা [ভবতি], চক্ষুঃ গৃহীতম্ [ভবতি], শ্রোত্রম্ গৃহীতম্ [ভবতি], মনঃ গৃহীতম্ [ভবতি] এব । [সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাম গৃহীত, অর্থাৎ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত বা ক্রিয়ারহিত, হওয়ায় আত্মা স্বরূপে অবস্থিত থাকেন] । ১৭

অজাতশত্রু বলিলেন, "এই যে বিজ্ঞানময় পুরুষ, ইনি যখন এইভাবে নিদ্রিত হন, তখন তিনি বিজ্ঞানের দ্বারা[১] এই ইন্দ্রিয় সকলের বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া এই যে হৃদয়মধ্যস্থ (পরমাত্মরূপ) আকাশ, তাঁহাতে অবস্থান করেন।[২] যখন তিনি সেই ইন্দ্রিয়বৃন্দকে গ্রহণ করেন, তখন এই পুরুষের 'স্বপিতি'[৩] এই নাম হয়। তখন ঘ্রাণেন্দ্রিয়

হয়, তাহা দ্রষ্টা আত্মার ধর্ম নহে, সুতরাং উহা মিথ্যা। জাগরণের মিথ্যাত্ব [illegible] 'স্বপ্ন' শব্দে দেখান হইবে।

২। অন্যত্র যুক্তিতেও স্বপ্নের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয়। [illegible] পর্যঙ্কে শয়ন করিয়া স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, [illegible] তাহা কিরূপে সত্য হইতে পারে? আবার এত বড় রাজত্ব এবং এত লোকজনই বা কিরূপে ক্ষুদ্র দেহে স্থান পাইবে? এই সব অসামঞ্জস্যহেতু স্বপ্ন মিথ্যা। অতএব "বিজ্ঞানময়" দ্রষ্টা স্বপ্ন ও জাগরণের দৃশ্যাবলি হইতে ভিন্ন, ক্রিয়াকারকফলশূন্য, ও বিশুদ্ধ।

অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি যদা ন কস্যচন বেদ হিতা নাম নাড্যো দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততমভিপ্রতিষ্ঠন্তে তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে স যথা কুমারো বা মহারাজো বা মহাব্রাহ্মণো বাতিঘ্নীমানন্দস্য গত্বা শয়ীতৈবমেবৈষ এতচ্ছেতে ॥ ১৯

[আত্মা বিশুদ্ধ (২।১।১৮ টীকা ২) হইলেও স্বপ্নে যথাকাম ভ্রমণ করেন; অতএব দৃশ্য বস্তুর ও কামের সহিত আত্মার সম্বন্ধ স্বাভাবিক নহে কি? উত্তরে সুষুপ্ত্যবস্থায় আত্মার বিশুদ্ধি প্রমাণিত হইতেছে]—অথ (আবার) যদা (যখন) সুষুপ্তঃ ভবতি (সুষুপ্ত হন) [অর্থাৎ] যদা কস্য চন (=কিম্ চন, কিছুই) ন বেদ (জানেন না) [তখন বিশেষ বিজ্ঞানাভাবে সুষুপ্ত হন], [সুষুপ্তির ক্রম এই] —হৃদয়াৎ (হৃদয়পদ্ম হইতে) [যে] দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি (বাহাত্তর হাজার) হিতা নাম নাড্যঃ (হিতানামক শিরা সকল) পুরীততম্ অভি-প্রতিষ্ঠন্তে (হৃদয়-বেষ্টনীর দিকে, সর্বশরীরে, পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে) তাভিঃ (সেই শিরা সকল অবলম্বনে) প্রত্যবসৃপ্য (প্রত্যাবৃত্ত হইয়া) পুরীততি (শরীরে) শেতে (অবস্থান করেন)। সঃ (এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই)—যথা (যেমন) কুমারঃ বা (কোনও শিশু) মহারাজঃ বা, মহাব্রাহ্মণঃ বা আনন্দস্য (আনন্দের) অতিঘ্নীম্ (অতিশয় দুঃখনাশক অবস্থা, পরাকাষ্ঠা) গত্বা (প্রাপ্ত হইয়া) শয়ীত (অবস্থান করেন)

এবম্ এব (তেমনি) এষঃ (এই আত্মা) এতৎ শেতে (এইরূপভাবে [গভীর নিদ্রায়] নিদ্রিত হন)। ১৯

"আবার তিনি যখন সুষুপ্ত হন—যখন কিছুই জানেন না—তখন হৃদয় হইতে যে বায়াত্তর হাজার নাড়ী বাহির হইয়া সর্বশরীরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই নাড়ী সকল অবলম্বনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি শরীরে অবস্থান করেন।[১] এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন শিশু, বা মহারাজ, বা মহাব্রাহ্মণ আনন্দের চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া অবস্থান করেন,[২] তেমনি ইনিও গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হন।[৩] ১৯

১। হৃদয়পুণ্ডরীক বুদ্ধির আবাসস্থান। সেখানে থাকিয়া বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই নিয়ন্ত্রণের জন্য বুদ্ধি আবার জীবের কর্মফলের অধীন। জাগরণকালে বুদ্ধি ঐ কর্মবশে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়কে নাড়ীপথে কর্ণচ্ছিদ্রাদি পর্যন্ত বিস্তৃত করে এবং বিস্তৃত করিয়া তাহাদিগকে পরিচালিত করে। জীবাত্মা আপনাতে অভিব্যক্ত চৈতন্যের আভাসের দ্বারা ঐ বুদ্ধিকে পরিব্যাপ্ত করেন, এবং বুদ্ধি যখন সঙ্কুচিত হয় তখন জীবও সঙ্কুচিত হন। ইহাই জীবের নিদ্রা। জাগরণকালে জীব বুদ্ধির বিকাশ অনুভব করেন,—উহাই জীবের ভোগ। কারণ জলাদির অনুযায়ী যেমন চন্দ্রাদির প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে, জীবাত্মাও তেমনি সর্বদা স্বরূপে অবস্থিত থাকিলেও স্বীয় উপাধি বুদ্ধি প্রভৃতির অনুসরণ করেন। এইরূপে জীব স্বভাবতঃ আত্মায় বর্তমান থাকিলেও কর্মানুগামী বুদ্ধির অনুসরণ করেন বলিয়া "তিনি শরীরে অবস্থান করেন" এইরূপ বর্ণনা করা হইল। বস্তুতঃ সুষুপ্তিকালে শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ নাই, কারণ তিনি "তখন হৃদয়ের সমস্ত শোক অতিক্রম করেন," (৪।৩।২২)।

২। সংসারগন্ধলেশশূন্য শিশু, বলশালী রাজা, ও বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ তাঁহাদের স্বাভাবিক অবস্থায় সুখী বলিয়া খ্যাত। ইঁহাদের জাগরণাবস্থায় আনন্দকে আত্মার সুষুপ্ত্যবস্থার আনন্দের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা হইল। মূলে ইঁহাদের সম্বন্ধে "শয়ীত" (=শয়ন করেন) এই শব্দ থাকিলেও উহার আক্ষরিক অর্থ অভিপ্রেত নয়।

৮। "ইনি তখন (সুষুপ্তিকালে) কোথায় ছিলেন ?" (২।১।১৬) এই প্রশ্নের এই মীমাংসা হইল—"তিনি সংসারধর্মাতীত আত্মাতেই ছিলেন (ছাঃ ৬।৮।১, বৃঃ ৪।৩।২১); তাঁহার থাকার জন্য তাঁহা হইতে ভিন্ন অপর কোনও স্থান নাই, তাঁহাতে কোনও আধার-আধেয় বিভাগও নাই।"

স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাঽগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্ ॥ ২০ ॥ ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥

[অতঃপর "কোথা হইতে ইনি এইরূপে আসিলেন ?" এই দ্বিতীয় প্রশ্নের (২।১।১৭) মীমাংসা এই—আত্মা অন্যত্র ছিলেন না, তাঁহার আগমনও নাই ; কারণ সর্বব্যাপী আত্মার পক্ষে উহা অসম্ভব। প্রশ্ন—আত্মা ভিন্ন অপর বস্তু, যথা ইন্দ্রিয়াদি, তো আছে ? উত্তর—না ; কারণ আত্মা হইতেই উহারা নিষ্পন্ন হয়]—সঃ (দৃষ্টান্ত এই)—ঊর্ণনাভিঃ (মাকড়সা) যথা (যেমন) তন্তুনা (সুতা অবলম্বনে) উচ্চরেৎ (বিচরণ করে), অগ্নেঃ (অগ্নি হইতে) যথা ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ (ক্ষুদ্র অগ্নিকণা সকল) বি-উচ্চরন্তি (বহু সংখ্যায় বা বিবিধদিকে নির্গত হয়), এবম্ এব (ঠিক তেমনি) অস্মাৎ আত্মনঃ (এই আত্মা হইতে) সর্বে প্রাণাঃ (সকল ইন্দ্রিয়), সর্বে লোকাঃ ([কর্মফলভূত ভূরাদি] সকল লোক), সর্বে দেবাঃ ([ইন্দ্রিয় ও লোক সকলের অধিষ্ঠাতা] দেবগণ) সর্বাণি ভূতানি (আব্রহ্মস্তম্ব] প্রাণিবৃন্দ) ব্যুচ্চরন্তি ; তস্য (সেই আত্মার) উপনিষৎ ([যাহা উপ, অর্থাৎ সমীপে, লইয়া যায়, সেই রহস্য] নাম)—সত্যস্য (সত্যের) সত্যম্ (সত্য) ইতি, প্রাণাঃ বৈ সত্যম্ (ইন্দ্রিয়গণ সত্য), এষঃ (ইনি) তেষাম্ (তাহাদের) সত্যম্। ২০

"উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—মাকড়সা যেমন তন্তু অবলম্বনে বিচরণ করে, কিংবা অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ

হয়,[১] ঠিক তেমনি এই আত্মা হইতে সকল ইন্দ্রিয়, সকল লোক, সকল দেবতা, সকল প্রাণী বিবিধরূপে উৎপন্ন হয়। সেই আত্মার উপনিষৎ "সত্যের সত্য ;" ইন্দ্রিয়বৃন্দই সত্য, ইনি তাহাদের সত্য।[২] ২০

১। নিঃসহায় মাকড়সা যখন আপনা হইতে অভিন্ন জাল অবলম্বনে চলে, তখন সে কারকান্তরের অপেক্ষা করে না। একই অগ্নি হইতে যখন বিস্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, তখনও কারকান্তরের অপেক্ষা নাই। এই উভয় প্রকার প্রবৃত্তির আরম্ভের পূর্বে মাকড়সা ও অগ্নি উভয়েই অদ্বিতীয়স্বরূপে অবস্থান করে। স্বরূপাবস্থ এক আত্মা হইতেও তেমনি কারকান্তরের অপেক্ষা না করিয়াই প্রাণাদির নির্গমন হয়। নিঃসহায় মাকড়সাদির ন্যায় কূটস্থ আত্মাও বাহ্যিক সৃষ্টির কারণ হইতে পারেন (মু: ১।১।৭, ২।১।১)। এখানে দ্রষ্টব্য এই—জীব হইতে জগৎসৃষ্টি হয়, ইহা বলা হয় নাই ; পরন্তু যে ব্রহ্ম দেহে প্রবেশ করিয়া জীবরূপে প্রতিভাত হন, যাঁহাকে আকাশ বলা হইয়াছে (২।১।১৭), এবং জীব যাঁহা হইতে অভিন্ন, সেই ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টি হয়। আরও দ্রষ্টব্য এই যে, ব্রহ্ম ও জীবের একত্ব প্রতিপাদনের জন্যই সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার অবতারণা হয় ; নতুবা ঐ সকল প্রসঙ্গের স্বার্থে কোনও তাৎপর্য নাই। অজাতশত্রু ব্রহ্মোপদেশ দিবেন বলিয়াছিলেন। এই পর্যন্ত তিনি দেখাইলেন, যাঁহা হইতে জগৎ উৎপন্ন, যাঁহাতে অবস্থিত থাকে, এবং যাঁহাতে লীন হয়, তিনিই ব্রহ্ম।

২। পরবর্তী ব্রাহ্মণদ্বয়ে ইহার ব্যাখ্যা হইবে। জগৎ পঞ্চভূতাত্মক, ভূতসমূহ নামরূপাত্মক ; নামরূপ সত্য। ব্রহ্ম এই পঞ্চভূতাত্মক সত্যের সত্য। মূর্তামূর্ত ব্রাহ্মণে (২।৩) দেখান হইবে যে, পঞ্চভূত সত্য ; মূর্তামূর্ত-ভূতাত্মক বলিয়া কার্য-করণাত্মক ভূতসমূহও (প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহও) সত্য। পরবর্তী ব্রাহ্মণদ্বয়ে এই কার্যকরণাত্মক ভূতসমূহের তত্ত্ব নির্ধারিত হইবে ; কারণ ঐ তত্ত্বের অবধারণের দ্বারা সত্যের সত্য ব্রহ্ম অবধারিত হন।

দ্বিতীয়াধ্যায়—দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

যো হ বৈ শিশুং সাধানং সপ্রত্যাধানং সস্থূণং সদামং বেদ সপ্ত হ দ্বিষতো ভ্রাতৃব্যানবরুণদ্ধি। অয়ং বাব শিশুর্যোঽয়ং মধ্যমঃ প্রাণস্তস্যেদমেবাধানমিদং প্রত্যাধানং প্রাণঃ স্থূণাঽন্নং দাম ॥ ১

[অধুনা এই ব্রাহ্মণে পূর্বব্রাহ্মণোক্ত ব্রহ্মোপনিষৎ ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে প্রাণ কয়টি ও প্রাণের রহস্যনাম কি কি, ইত্যাদি বলা হইতেছে]—যঃ হ বৈ (যে কেহ) স-আধানম্ (বাসস্থানের সহিত), স-প্রত্যাধানম্ (বিশেষাধিষ্ঠানের সহিত), স-স্থূণম্ ([বাঁধিবার] খুঁটার সহিত) স-দামম্ (দড়ির সহিত) শিশুম্ ([গো] বৎসকে) বেদ (জানেন), [তিনি] সপ্ত (সাতজন) দ্বিষতঃ (দ্বেষকারী) ভ্রাতৃব্যান্ (জ্ঞাতিগণকে) অবরুণদ্ধি হ (অবরুদ্ধ করেন, বিনাশ করেন)। যঃ অয়ম্ (এই যিনি) মধ্যমঃ প্রাণঃ (দেহমধ্যস্থ প্রাণ, লিঙ্গাত্মা) অয়ম্ বাব (ইনিই) শিশুঃ (বৎস), ইদম্ এব (এই দেহই) তস্য (তাঁহার) আধানম্, ইদম্ (এই মস্তক) প্রত্যাধানম্ ; প্রাণঃ ([অন্নপানজনিত] শক্তি, বল), স্থূণা ; অন্নম্ (অন্ন) দাম। ১

যে কেহ বাসস্থান, প্রত্যাধান, গোঁজ, ও দড়ির সহিত বৎসকে জানেন, তিনি সাতজন বিদ্বেষকারী জ্ঞাতিকে[১] বিনাশ করেন। এই দেহমধ্যস্থ প্রাণই বৎস ;[২] এই দেহ তাঁহার বাসস্থান,[৩] এই মস্তক প্রত্যাধান,[৪] বল তাঁহার গোঁজ,[৫] এবং অন্ন তাঁহার বন্ধনরজ্জু।[৬] ১

১। জ্ঞাতিবর্গ বিদ্বেষী ও অবিদ্বেষী, দুইই হইতে পারে। এখানে মস্তকস্থ বিষয়োপলব্ধির সাতটি দ্বারকে (দুই চোখ, দুই কাণ, দুই নাসিকাচ্ছিদ্র, ও মুখকে), অর্থাৎ ঐ দ্বারজাত বিষয়াসক্তিকে জীবের বিদ্বেষী বলা হইয়াছে ;

কারণ উহারা জীবকে পরমাত্মার পথ হইতে ভ্রষ্ট করে (কঃ ২।১।১)। আবার উহারা জীবের ভ্রান্তি ; কারণ উহারা জীবের সঙ্গেই জাত হয়।

২। পঞ্চপ্রাণরূপে এবং "মহান্‌, শুক্লাম্বর, সোম, ও ব্রাহ্মা" এই সকল নাম ধারণ করিয়া প্রাণ (= লিঙ্গাত্মা) স্থূলদেহে বিদ্যমান আছেন। বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ ইঁহাতেই অবস্থিত। ইনি অপর ইন্দ্রিয়ের ন্যায় বিষয়গ্রহণে সক্ষম নহেন বলিয়া "শিশু"।

৩। কেবল প্রাণে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইন্দ্রিয়গণ বিষয়োপলব্ধির দ্বার হইতে পারে না ; কিন্তু স্থূলদেহাধিষ্ঠিত প্রাণে অবস্থিত থাকিয়া হইতে পারে।

৪। প্রতি = দিকে দিকে ; আধান = স্থিতি ; অর্থাৎ মাথার দিকে দিকে প্রাণের অবস্থান আছে (১ম টীকা) বলিয়া মস্তক প্রত্যাধান।

৫। বলের সাহায্যেই প্রাণ শরীরে থাকেন।

৬। ভক্ষিত অন্ন স্থূলদেহকে রক্ষা করে ও স্থূলদেহে লিঙ্গশরীরের অবস্থানের সহায়ক হয় (ছাঃ ৬।৫।১)। দড়ি যেমন খুঁটা ও বৎসকে সংযুক্ত করে অন্নও তেমনি লিঙ্গশরীর ও স্থূলশরীরের সংযোগের কারণ হয়।

তমেতাঃ সপ্তাক্ষিতয় উপতিষ্ঠন্তে তদ্‌ যা ইমা অক্ষন্‌ লোহিন্যো রাজয়স্তাভিরেনং রুদ্রোঽন্বায়ত্তোঽথ যা অক্ষন্নাপস্তাভিঃ পর্জন্যো যা কনীনকা তয়াদিত্যো যৎ কৃষ্ণং তেনাগ্নির্যচ্ছুক্লং তেনেন্দ্রোঽধরয়ৈনং বর্তন্যা পৃথিব্যন্বায়ত্তা দ্যৌরুত্তরয়া নাস্যান্নং ক্ষীয়তে য এবং বেদ ॥ ২

[এখন প্রত্যাধানের অংশ চক্ষুতে অবস্থিত প্রাণের রহস্য নাম সকল বলা হইতেছে]—এতাঃ (এই সকল) সপ্ত (সাতটি) অক্ষিতয়ঃ (অক্ষয়, অবিনাশী দেবতা) তদ্‌ (উক্ত [করণাত্মক] প্রাণকে) উপতিষ্ঠন্তে (পূজা করেন)। তৎ (উক্ত পূজাবিষয়ে) [বিস্তৃত বিবরণ এই]—অক্ষন্‌ (= অক্ষিণি, চক্ষুতে) ইমাঃ যাঃ (এই যে সকল) লোহিন্যঃ রাজয়ঃ (লোহিত রেখা) তাভিঃ

(সেইগুলি অবলম্বনে) রুদ্রঃ (রুদ্রদেবতা) এনম্ অন্বায়ত্তঃ (ইঁহাতে অনুগত আছেন, ইঁহার সেবা করেন) ; অথ (আর) অক্ষন্ যাঃ আপঃ (যে জল আছে [যাহা অশ্রুরূপে নির্গত হয়]) তাভিঃ (সেই জল অবলম্বনে) পর্জন্যঃ (মেঘদেবতা) [ইঁহাতে অনুগত আছেন] ; যা কনীনকা (চক্ষু-তারকা, দৃষ্টিশক্তি) তয়া (তদবলম্বনে) আদিত্যঃ [অনুগত আছেন] ; যৎ কৃষ্ণম্ (কাল অংশ) তেন অগ্নিঃ ; যৎ শুক্লম্ (শাদা) তেন ইন্দ্রঃ ; অধরয়া বর্ত্তন্যা (নীচের পাতা অবলম্বনে) পৃথিবী [দেবতা] এনম্ অন্বায়ত্তা ; উত্তরয়া (ঊর্ধ্ব নেত্রপল্লব অবলম্বনে) দ্যৌঃ (দ্যুলোকদেবতা) [অন্বায়ত্তা] । যঃ এবম্ বেদ (যিনি এইরূপ, অর্থাৎ এই সাত দেবতা প্রাণের অন্নরূপে সর্বদা প্রাণের সেবা করেন— ইহা, জানেন) অস্য (ইঁহার) অন্নম্ (অন্ন) ন ক্ষীয়তে (হ্রাস হয় না) । ২

এই সাতটি দেবতা উক্ত প্রাণের সেবা করেন—চক্ষুতে এই যে সকল রক্তরেখা আছে, সেইগুলি অবলম্বনে রুদ্র ইঁহাতে অনুগত আছেন ; আর চক্ষুতে যে জল আছে, তদবলম্বনে পর্জন্য,[1] চক্ষুর যেটি তারকা তদবলম্বনে আদিত্য, (চক্ষুর) যেটি কৃষ্ণাংশ তদবলম্বনে অগ্নি, (চক্ষুর) যাহা শ্বেতাংশ তদবলম্বনে ইন্দ্র, ও নিম্ন নেত্রপল্লব অবলম্বনে পৃথিবী ইঁহাতে অনুগত আছেন ; ঊর্ধ্ব নেত্রপল্লব অবলম্বনে স্বর্গদেবতা (ইঁহাতে অনুগত আছেন) । যিনি এইরূপ জানেন, তাঁহার অন্নাভাব হয় না ।

১ । পর্জন্য হইতে বৃষ্ট্যাদিক্রমে অন্ন উৎপন্ন হইলে প্রাণ রক্ষিত হন ।

তদেষ শ্লোকো ভবতি—

অর্বাগ্‌বিলশ্চমস ঊর্ধ্ববুধ্ন-
তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপম্ ।
তস্যাসত ঋষয়ঃ সপ্ত তীরে
বাগষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিদানা ॥ ইতি ।

অর্বাগ্‌বিলশ্চমস ঊর্ধ্ববুধ্ন ইতীদং তচ্ছির এষ হ্যর্বাগ্‌বিলশ্চমস ঊর্ধ্ববুধ্নস্তস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপমিতি প্রাণা বৈ যশো বিশ্বরূপং প্রাণানেতদাহ তস্যাসত ঋষয়ঃ সপ্ত তীর ইতি প্রাণা বা ঋষয়ঃ প্রাণানেতদাহ বাগষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিদানেতি বাগ্‌ঘ্যষ্টমী ব্রহ্মণা সংবিত্তে ॥ ৩

তৎ (উক্তার্থে, ইন্দ্রিয়গ্রাম সম্বন্ধে) এষঃ (এই) শ্লোকঃ (মন্ত্র) ভবতি (আছে)—অর্বাক্‌-বিলঃ (নীচে শূন্য আছে এইরূপ, নিম্নবিবর) ঊর্ধ্ব-বুধ্নঃ (উপরে বর্তুলাকার) [একটি] চমসঃ ([যজ্ঞের] হাতা) [আছে]। তস্মিন্ (তাহাতে) বিশ্বরূপম্ (বিবিধ প্রকার) যশঃ (যশ, [যশের হেতুভূত] জ্ঞান) নিহিতম্ (স্থাপিত আছে)। তস্য (তাহার, চমসের) তীরে (পারে, পার্শ্বে) সপ্ত ঋষয়ঃ (সাতজন [বিষয়োপলব্ধা] ঋষি) আসতে (আসীন আছেন), [এবং] ব্রহ্মণা (শব্দরাশির সহিত) সংবিদানা (সংসর্গান্বিতা, শব্দোচ্চারণকারিণী) বাক্ অষ্টমী (অষ্টমস্থানীয়া)। [মন্ত্রার্থ বলা হইতেছে]—অর্বাক্‌-বিলঃ ঊর্ধ্ববুধ্নঃ চমসঃ ইতি ইদম্ (এই বস্তুটি) তৎ শিরঃ (উক্ত মস্তক), হি (কারণ) এষঃ (ইহা) অর্বাগ্‌বিলঃ ঊর্ধ্ববুধ্নঃ চমসঃ। তস্মিন্ বিশ্বরূপম্ যশঃ নিহিতম্ ইতি (এই কথায়)—প্রাণান্ এতৎ আহ (ইন্দ্রিয়-বৃন্দকেই এইরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে); প্রাণাঃ বৈ (ইন্দ্রিয় সকলই, [শ্রোত্রাদি সাতটি ও তাহাতে সাত প্রকারে প্রসৃত বায়ুসমূহ]) বিশ্বরূপম্ যশঃ (বিবিধ যশ) [কারণ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যশের হেতুভূত শব্দাদিজ্ঞান হয়]। তস্য তীরে সপ্ত ঋষয়ঃ আসতে ইতি (এই বাক্যে) [মন্ত্র] প্রাণান্ (পরিস্পন্দাত্মক প্রাণসমূহকে) এতৎ আহ (এইরূপে বলিলেন); প্রাণাঃ বৈ ঋষয়ঃ (প্রাণ সকলই ঋষি)। অষ্টমী বাক্ ব্রহ্মণা সংবিদানা ইতি—হি (কারণ) অষ্টমী বাক্ ব্রহ্মণা সংবিত্তে (সংবাদ করেন, শব্দরাশি উচ্চারণ করেন)। ৩

উক্তার্থে এই শ্লোক আছে—"নিম্নবিবর ও ঊর্ধ্ববর্তুল একটি চমস আছে। তাহাতে বিবিধপ্রকার যশ নিহিত আছে। তাহার তীরে সপ্ত ঋষি আসীন রহিয়াছেন, এবং শব্দরাশি উচ্চারণকারিণী

বাক্ অষ্টমস্থানীয়া।" "নিম্নবিবর ও ঊর্ধ্ববর্তুল চমস"টি এই মস্তক; কারণ ইহাই নিম্নবিবর ও ঊর্ধ্ববর্তুল চমস। "তাহাতে বিবিধপ্রকার যশ নিহিত আছে" এই বাক্যে ইন্দ্রিয় সকলকেই এইরূপে বলা হইয়াছে; ইন্দ্রিয়সকলই বিবিধপ্রকার যশ। "তাহার তীরে সপ্ত ঋষি আসীন রহিয়াছেন" এই বাক্যে ইন্দ্রিয় সকলকেই এইরূপে বলা হইতেছে; ইন্দ্রিয় সকলই ঋষি। "শব্দরাশি উচ্চারণকারিণী বাক্ অষ্টমস্থানীয়া:" কারণ অষ্টমস্থানীয়া বাক্[১] শব্দরাশি উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ৩

১। বক্তৃত্ব ও অত্তৃত্ব ভেদে বাক্ দুই প্রকার। বক্তা হিসাবে বাক্ অষ্টমী; অত্তা (ভোক্তা) হিসাবে উহা সপ্তমী, কারণ জিহ্বাদ্বারা রসোপলব্ধি হয়। বাকের অত্তৃত্ব পরের কণ্ডিকায় বলা হইবে।

ইমাবেব গোতমভরদ্বাজাবয়মেব গোতমোঽয়ং ভরদ্বাজ ইমাবেব বিশ্বামিত্রজমদগ্নী অয়মেব বিশ্বামিত্রোঽয়ং জমদগ্নি-রিমাবেব বসিষ্ঠকশ্যপাবয়মেব বসিষ্ঠোঽয়ং কশ্যপো বাগেবাত্রির্বাচা হ্যন্নমদ্যতেঽত্তির্হ বৈ নামৈতদ্ যদত্রিরিতি সর্বস্যাত্তা ভবতি সর্বমস্যান্নং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪ ॥ ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

[চমসের তীরে আসীন ঋষিদের নাম এই]—ইমৌ এব (এই দুইটিই [কর্ণই]) গোতম-ভরদ্বাজৌ (গোতম ও ভরদ্বাজ)—অয়ম্ এব (এইটি [দক্ষিণ বা বাম কর্ণ]) গোতমঃ, অয়ম্ [বাম বা দক্ষিণ কর্ণ] ভরদ্বাজঃ। ইমৌ এব (এই চক্ষু দুইটিই) বিশ্বামিত্র-জমদগ্নী—অয়ম্ এব বিশ্বামিত্রঃ, অয়ম্ জমদগ্নিঃ। ইমৌ এব (এই নাসাপুটদ্বয়ই) বসিষ্ঠ-কশ্যপৌ—অয়ম্ এব বসিষ্ঠঃ, অয়ম্ কশ্যপঃ। বাক্ এব (বাক্‌ই) [সপ্তমস্থানীয়] অত্রিঃ। হি (যেহেতু) বাচা (জিহ্বাদ্বারা) অন্নম্ (অন্ন) অদ্যতে (ভক্ষিত হয়), [অতএব পরোক্ষভাবে] যৎ (যাহা) অত্রিঃ ইতি (অত্রি বলিয়া

উক্ত হয়) এতৎ (উহা) অত্তিঃ হ বৈ নাম (অত্তি ["আহার করেন"] এই প্রসিদ্ধ নামই বটে) [অর্থাৎ যাহা "অত্তি" নামে প্রসিদ্ধ তাহাই পরোক্ষভাবে "অত্রি" নামে কথিত হয়]। যঃ এবম্ বেদ (যিনি এইরূপ [প্রাণের যাথাত্ম্য ও "অত্রি" শব্দের নির্বচন] জানেন, তিনি) [প্রাণের সহিত একাত্মতা লাভ করিয়া প্রাণের যাহা কিছু অন্ন আছে সেই] সর্বস্য (সমস্তের) অত্তা (ভোক্তা) ভবতি (হন), সর্বম্ (সমস্ত) অস্য (ইঁহার) অন্নম্ ভবতি (অন্ন, ভোজ্য, হয়), [কিন্তু তিনি কাহারও অন্ন হন না]। ৪

এই দুই জনই গোতম ও ভরদ্বাজ—ইনিই গোতম, ইনিই ভরদ্বাজ। এই দুই জনই বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি—ইনিই বিশ্বামিত্র, ইনিই জমদগ্নি। এই দুই জনই বসিষ্ঠ ও কশ্যপ—ইনিই বসিষ্ঠ, ইনিই কশ্যপ। বাক্‌ই অত্রি—বাকেরই দ্বারা অন্ন ভক্ষিত হয়। যিনি অত্রি, তিনিই অত্তি। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি সকলের ভোক্তা হন, সমস্ত তাঁহার অন্ন হয়। ৪

দ্বিতীয়াধ্যায়—তৃতীয় ব্রাহ্মণ

দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তঞ্চৈবামূর্তঞ্চ মর্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ ॥ ১

["সত্য"শব্দ-বাচ্য ইন্দ্রিয়বর্গ (২।১।২০) "সত্য"-শব্দ-বাচ্য পঞ্চভূতের বিকার। এই পঞ্চভূত দেহেন্দ্রিয় ও বিষয়রূপে পরিণত হইয়া "সত্যের সত্য" আত্মার উপাধি হইয়া থাকে। এই উপাধিতে উপহিতরূপে ও নিরুপাধিকরূপে ব্রহ্ম দুই প্রকারে প্রতীত হন। পঞ্চভূতাত্মক উপাধির মিথ্যাত্ব নির্ধারিত হইলে "নেতি নেতি" রূপে নির্দিষ্ট ব্রহ্মের পরিচয় ঘটিতে পারে বলিয়া প্রথমে ঐ উপাধির স্বরূপ নির্ধারিত

হইতেছে]—ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের, পরমাত্মার) দ্বে বাব (দুইটি মাত্র) রূপে (রূপ) [আছে]—মূর্তম্ এব চ (মূর্ত, ঘন, সংহত, স্থূল) অমূর্তম্ চ (এবং অমূর্ত, অসংহত, সূক্ষ্ম), মর্ত্যম্ চ অমৃতম্ চ (মরণশীল এবং [আপেক্ষিকভাবে] অমরণশীল), স্থিতম্ চ যৎ চ (স্থিতিশীল, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন বা ব্যাপ্য ; এবং গতিশীল, অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন বা ব্যাপক), সৎ চ ত্যৎ চ (প্রত্যক্ষোপলব্ধ ও অপ্রত্যক্ষ)। [পাঠান্তর—ত্যম্ চ]। ১

ব্রহ্মের দুইটি মাত্র রূপ[১] আছে—মূর্ত ও অমূর্ত ; মর ও অমর ; পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন ; প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ।[১]

১। অপর বিশেষণগুলি "মূর্ত ও অমূর্তেরই" অন্তর্ভুক্ত বলিয়া "দুইটি মাত্র" বলা হইল—(১) মূর্ত, মর্ত্য, স্থিত, সৎ ; (২) অমূর্ত, অমর্ত্য, যৎ, ত্যৎ। রূপ—অজ্ঞানবশতঃ যাহা আরোপিত হইলে ব্রহ্ম সবিশেষভাবে রূপায়িত হন ; অর্থাৎ উপাধি।

তদেতন্মূর্তং যদন্যদ্ বায়োশ্চান্তরিক্ষাচ্চৈতন্মর্ত্যমেতৎ স্থিতমেতৎ সৎ তস্যৈতস্য মূর্তস্যৈতস্য মর্ত্যস্যৈতস্য স্থিতস্যৈতস্য সত এষ রসো য এষ তপতি সতো হ্যেষ রসঃ ॥ ২

যৎ (যাহা) বায়োঃ চ (বায়ু হইতে) অন্তরিক্ষাৎ চ (এবং আকাশ হইতে) অন্যৎ (ভিন্ন) [অর্থাৎ পৃথিবী, জল, ও তেজ], তৎ (উক্ত) এতৎ (ইহা) মূর্তম্, এতৎ মর্ত্যম্, এতৎ স্থিতম্, এতৎ সৎ। যঃ তপতি (যাহা তাপদানকারী সূর্যমণ্ডল), এষঃ (উহা) তস্য এতস্য মূর্তস্য (উক্ত এই মূর্তের), এতস্য মর্ত্যস্য, এতস্য স্থিতস্য, এতস্য সতঃ (সতের) রসঃ (সার) ; হি (কারণ) এষঃ (এই সূর্যমণ্ডল) সতঃ (উক্ত ভূতত্রয়ের) রসঃ। ২

যাহা বায়ু হইতে এবং অন্তরিক্ষ হইতে ভিন্ন তাহাই (অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতত্রয়ই) মূর্ত ; উহাই মর্ত্য, উহাই ব্যাপ্য, এবং উহাই

প্রত্যক্ষীভূত।[1] এই যে সূর্যমণ্ডল [illegible]
এই মূর্তের, এই মর্ত্যের, এই পরিচ্ছিন্নের, এই [illegible]; কারণ
উহা এই ভূতত্রয়ের সার। ২

১। যাহা মূর্ত বা অবয়বসংযোগ-বশতঃ স্থূল, তাহা পরিচ্ছিন্ন (স্থিত); পরিচ্ছিন্ন বস্তু অপরের দ্বারা প্রতিহত হইয়া বিনষ্ট (মর্ত্য) হয়, এবং পরিচ্ছিন্ন বস্তুই প্রত্যক্ষীভূত (সৎ) হয়। অথবা যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহাই মূর্ত, মর্ত্য, ও সৎ হয়। এইরূপে যে কোনও তিনটি শব্দ চতুর্থটির বিশেষণরূপে গৃহীত হইতে পারে। এইরূপে বিশেষণ-চতুষ্টয়-বিশিষ্ট ভূতত্রয়ই ব্রহ্মের মূর্ত রূপ।

২। ভূতত্রয়ের সার বলিয়া সূর্যমণ্ডল আধিদৈবিক স্থূলদেহের উপলক্ষক; সূর্যমণ্ডল বিরাট্‌দেহের প্রতীক। ভূতত্রয়ের কার্যের মধ্যে উহা শ্রেষ্ঠ; কারণ সূর্যমণ্ডলেরই দ্বারা পৃথিবী, জল, ও তেজের কৃষ্ণ, শুক্ল, ও লোহিত রূপ বিভজ্যমান হয়।

অথামূর্তং বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চৈতদমৃতমেতদ্ যদেতত্ত্যং তস্যৈতস্যামূর্তস্যৈতস্যামৃতস্যৈতস্য যত এতস্য ত্যস্যৈষ রসো য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষস্ত্যস্য হ্যেষ রস ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ৩

[পূর্বকণ্ডিকায় আধিদৈবিক স্থূলদেহ বলিয়া অধুনা আধিদৈবিক সূক্ষ্মদেহ বলা হইতেছে]—অথ (অতঃপর) অমূর্তম্ (অসংহত) [বলা হইতেছে], [উহা] বায়ুঃ চ অন্তরিক্ষম্ চ; এতৎ (ইহা) অমৃতম্, এতৎ যৎ (ব্যাপক), এতৎ ত্যৎ (পরোক্ষশব্দের বাচ্য)। যঃ (যিনি) এতস্মিন্ মণ্ডলে (এই সূর্যমণ্ডলে) পুরুষঃ (পুরুষ, করণাত্মক হিরণ্যগর্ভ, প্রাণ), এষঃ (ইনি) তস্য এতস্য (উক্ত এই) অমূর্তস্য (অমূর্তের), এতস্য অমৃতস্য, এতস্য যতঃ (ব্যাপকের) এতস্য ত্যস্য রসঃ; হি এষঃ (এই পুরুষ) ত্যস্য (সেই অমূর্তের; বায়ু ও অন্তরিক্ষের) রসঃ। ইতি (এই পর্যন্ত; ২য় ও ৩য় কণ্ডিকায়) অধিদৈবতম্ (দেবতাবিষয়ে) [বলা হইল]। ৩

... (এই ভূতদ্বয়) অমূর্ত; ইহা অমৃত, ইহা ব্যাপক, ... পরোক্ষ-শব্দের বাচ্য।[১] সূর্যমণ্ডলে যে পুরুষ আছেন, তিনি এই অমূর্তের, এই অমৃতের, এই অপরিচ্ছিন্নের, এই পরোক্ষ-শব্দ-বাচ্যের সার; কারণ ইনি উক্ত ভূতদ্বয়ের সার।[২] এই পর্যন্ত দেবতাবিষয়ে বলা হইল। ৩

১। যাহা অমূর্ত, অর্থাৎ অসংহত, তাহা অবিনাশী হয়। যাহা ব্যাপক, তাহা কাহারও দ্বারা প্রতিহত হয় না, এবং উহা পরিচ্ছিন্ন না হওয়ায় প্রত্যক্ষবাচক শব্দের বাচ্য হয় না। এইরূপে এই শব্দগুলি পরস্পরের বিশেষণ (পূর্বকণ্ডিকা টীকা ১)। এইরূপে বিশেষণ চতুষ্টয়-বিশিষ্ট ভূতদ্বয়ই ব্রহ্মের অমূর্ত রূপ।

২। পূর্বোক্ত বিশেষণচতুষ্টয়-যুক্ত সূক্ষ্মভূতদ্বয়ের সার। আধিদৈবিক সূক্ষ্মদেহ সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের সার হইলেও সূক্ষ্ম ভূতত্রয় অপ্রধান বলিয়া সূক্ষ্ম ভূতদ্বয়েরই উল্লেখ হইল। উক্ত সূক্ষ্মদেহ নির্মাণের জন্যই অব্যাকৃত হইতে ভূতদ্বয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং উক্ত সূক্ষ্মদেহই তাহাদের সার। অধিকন্তু মণ্ডলস্থ পুরুষের ন্যায় ভূতদ্বয়ও অমূর্ত; সুতরাং উক্ত পুরুষ ভূতদ্বয়ের সার। রসশব্দে চেতন হিরণ্যগর্ভরূপী জীবকে বুঝাইতেছে না, অচেতন হিরণ্যগর্ভলিঙ্গকেই বুঝাইতেছে। শ্রুতিস্মৃতিতে অচেতন সম্বন্ধেও পুরুষ-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় (শঃ ব্রাঃ ৬।১।১।৩; গীতা ১৫।১৬)। ২।৩।৫ কণ্ডিকাতেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

অথাধ্যাত্মমিদমেব মূর্তং যদন্যৎ প্রাণাচ্চ যশ্চায়মন্তরাত্মন্নাকাশ এতন্মর্ত্যমেতৎ স্থিতমেতৎ সৎ তস্যৈতস্য মূর্তস্যৈতস্য মর্ত্যস্যৈতস্য স্থিতস্যৈতস্য সত এষ রসো যচ্চক্ষুঃ সতো হ্যেষ রসঃ ॥ ৪

অথ (অনন্তর) অধ্যাত্মম্ (দেহবিষয়ে) [কণ্ডিকাদ্বয়ে মূর্ত ও অমূর্তের বিভাগ দেখান হইতেছে]—প্রাণাৎ চ (বায়ু হইতে) চ (এবং) আত্মন্ [—আত্মনি] অন্তঃ (শরীরাভ্যন্তরে) যঃ অয়ম্ আকাশঃ (এই যে আকাশ) [তাহা হইতে] যৎ

(যাহা) অন্যৎ (ভিন্ন) [অর্থাৎ যা[illegible] এব (ইহাই) মূর্তম্, এতৎ মর্ত্যম্, এতৎ স্থিতম্, এ[illegible] এতস্য মূর্তস্য, এতস্য মর্ত্যস্য, এতস্য স্থিতস্য, এতস্য সতঃ এষঃ রসঃ যৎ (যাহা) চক্ষুঃ। হি এষঃ (এই চক্ষু) সতঃ রসঃ। ৪

অধুনা দেহাবলম্বনে বলা হইতেছে—দেহস্থ বায়ু হইতে এবং দেহমধ্যস্থ আকাশ হইতে যাহা ভিন্ন, উহাই মূর্ত, উহা মর্ত্য, উহা ব্যাপ্য, এবং উহা প্রত্যক্ষীভূত। এই যে চক্ষু, ইহাই মূর্তের, এই মর্ত্যের, এই পরিচ্ছিন্নের, এই সত্তের সার ;[১] কারণ ইহা এই ভূতত্রয়ের সার।[২] ৪

১। সূর্যমণ্ডল যেমন আধিদৈবিক শরীরারম্ভক ভূতত্রয়ের সার, তেমনি চক্ষুও আধ্যাত্মিক শরীরারম্ভক ভূতত্রয়ের সার। অপর অবয়বের গ্রহণ না করিয়া চক্ষুর গ্রহণ করা হইয়াছে ; কারণ চক্ষুদ্বারাই সমস্ত দেহ সারবান। দেহে সর্বপ্রথমে চক্ষু অভিব্যক্ত হয় (শঃ ব্রাঃ ৬।২।১।২৮)। আবার আদিত্যই দেহে চক্ষুরূপে অবিষ্ট হইয়া আছেন (ঐঃ ১।২।৪)—এই জন্যও চক্ষু সার।

২। কারণ উক্ত ভূতত্রয় ও চক্ষু উভয়েই মূর্ত।

অথামূর্তং প্রাণশ্চ যশ্চায়মন্তরাত্মন্নাকাশ এতদমৃতমেতদ্ যদেতৎ ত্যং তস্যৈতস্যামূর্তস্যৈতস্যামৃতস্যৈতস্য যত এতস্য ত্যস্যৈষ রসো যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্ত্যস্য হ্যেষ রসঃ ॥ ৫

দক্ষিণে (ডান) অক্ষন্ (= অক্ষিণি, চক্ষে)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৫

অতঃপর—প্রাণ ও দেহমধ্যস্থ আকাশ অমূর্ত, উহা অমৃত, উহা ব্যাপক, উহা পরোক্ষাভিধায়ক শব্দের বাচ্য। দক্ষিণ চক্ষে যে পুরুষ আছেন,[১] ইনি এই অমূর্তের, এই অমৃতের, এই

ব্যা[illegible] সার ;[2] কারণ ইনি উক্ত ভূতদ্বয়ের সার।[3] ৫

১। পুরুষ—লিঙ্গশরীর। উহা দক্ষিণ চক্ষে বিশেষভাবে অবস্থিত বলিয়া সর্বশ্রুতিতে প্রসিদ্ধি আছে।

২। অমূর্তের সার অমূর্ত ; অতএব পুরুষ অপ্রত্যক্ষ।

৩। কারণ লিঙ্গশরীর ও ভূতদ্বয় উভয়েই অমূর্ত।

তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপম্। যথা মাহারজনং বাসো যথা পাণ্ড্বাবিকং যথেন্দ্রগোপো যথাঽগ্ন্যর্চির্যথা পুণ্ডরীকং যথা সকৃদ্‌বিদ্যুত্তং সকৃদ্‌বিদ্যুত্তেব হ বা অস্য শ্রীর্ভবতি য এবং বেদাথাত আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্ ॥ ৬ ॥ ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

[অতঃপর] তস্য হ এতস্য (পূর্বোক্ত এই) পুরুষস্য (পুরুষের, করণাত্মার, লিঙ্গশরীরের) রূপম্ (রূপ) [এই প্রকার]—মাহারজনম্ (মহারজন, অর্থাৎ হরিদ্রা, দ্বারা রঞ্জিত) বাসঃ (বস্ত্র) যথা (যেরূপ) [সেইরূপ], পাণ্ডু-আবিকম্ যথা (অবি, অর্থাৎ মেষ, হইতে জাত পশম যেমন পাণ্ডুবর্ণ, শুক্লপীতবর্ণ) [সেইরূপ], ইন্দ্রগোপঃ (রক্তবর্ণকীটবিশেষ, মখমলী পোকা) যথা, অগ্নি-অর্চিঃ (অগ্নি-শিখা) যথা [উজ্জ্বল] [সেইরূপ], পুণ্ডরীকম্ (শ্বেতপদ্ম) যথা, সকৃৎ-বিদ্যুত্তম্ (বিদ্যুতের ঝলক) যথা [চারিদিক উদ্ভাসিত করে] [সেইরূপ]। যঃ (যিনি) এবম্ (এইরূপ, বর্ণিত বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় বাসনার রূপটি) বেদ (জানেন) [অর্থাৎ জগতের অব্যাকৃতাবস্থা হইতে বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় আবির্ভূত হিরণ্যগর্ভের এই রূপটি জানিয়া তাঁহাকে উপাসনা করেন], অস্য (ইঁহার) সকৃদ্‌বিদ্যুত্তা ইব

(বিদ্যুৎ চমকিত হওয়ার মত, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের ব্যাপ্তির মত) শ্রীঃ (খ্যাতি) হ বৈ (অবশ্যই) ভবতি (হইয়া থাকে)। অথ ("সত্যের" স্বরূপ নির্ধারণের পরে) [যেহেতু "সত্যের সত্য" ব্রহ্ম অবশিষ্ট আছেন] অতঃ (অতএব) [তাঁহার স্বরূপ নির্ধারণের জন্য] ন-ইতি ন-ইতি (ইহা নহে, ইহা নহে) [ইহাই] আদেশঃ (নির্দেশ) ; হি (কারণ) ইতি ন (ইহা নহে) ইতি এতস্মাৎ (এই নির্দেশবাক্য হইতে) অন্যৎ (ভিন্ন) [এবং] পরম্ (শ্রেষ্ঠ) [নির্দেশ] ন অস্তি (নাই)। অথ (এবং) সত্যস্য সত্যম্ (সত্যের সত্য) ইতি [ব্রহ্মের] নামধেয়ম্ (নাম), [কারণ] প্রাণাঃ ([বিবিধাকারে স্থিত] প্রাণ) বৈ (অবশ্য) সত্যম্, এষঃ (ইনি) তেষাম্ (তাঁহাদের) সত্যম্ (সত্য)। ৬

পূর্বোক্ত লিঙ্গশরীরের রূপ[১] হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রের ন্যায়,[২] পাণ্ডুরবর্ণ মেষলোমের ন্যায়, ইন্দ্রগোপের ন্যায়, অগ্নিশিখার ন্যায়, শ্বেতপদ্মের ন্যায়, বিদ্যুৎ চমকিত হওয়ার ন্যায়[৩]। যিনি এই (শেষোক্ত) রূপটি জানেন, তাঁহার অবশ্যই বিদ্যুৎ-ঝলকের ন্যায় খ্যাতি হইয়া থাকে। ("সত্য" নির্ধারিত হইল) অতএব অতঃপর "নেতি" "নেতি" ইহাই (ব্রহ্মের) নির্দেশ ; কারণ "নেতি" এই বাক্য হইতে ভিন্ন বা শ্রেষ্ঠ অপর কোনও নির্দেশ নাই।[৪] এবং ব্রহ্মের নাম "সত্যের সত্য" ; (কারণ) প্রাণবৃন্দ সত্য, ইনি তাঁহাদের সত্য।[৫] ৬

১। বিজ্ঞানময়ের (=জীবের) সংযোগ ও মূর্তামূর্তবিষয়ক সংস্কার হইতে যে রাগাদি-বাসনাময় রূপের উদ্ভব হয়, উহা লিঙ্গশরীরেরই (=অন্তঃকরণেরই) রূপ ; উহা আত্মার রূপ নহে। অর্থাৎ, বাসনাই "সত্যের" বিশেষ রূপ। হরিদ্রা-রঞ্জিত বস্ত্র প্রভৃতির দৃষ্টান্তে এই বাসনাসমূহেরই রূপ বর্ণিত হইয়াছে। বাসনার কারণ অনন্ত বলিয়া বাসনাও অসংখ্য। উক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে বাসনার সংখ্যা নির্দিষ্ট হয় নাই, পরন্তু তাহাদের প্রকারভেদ বর্ণিত হইয়াছে।

২। বস্ত্রে অনুলিপ্ত বর্ণের ন্যায় লিঙ্গশরীরে আরোপিত এই আত্মিক বিচিত্র বর্ণও অজ্ঞ ব্যক্তিদের ভ্রান্তির কারণ হয় ; কেন না তাহারা মনে করে যে, উহা আত্মারই রূপ।

৩। বিদ্যুৎ যেমন ঝটিতি চারিদিক উদ্ভাসিত করে, হিরণ্যগর্ভও তেমনি ঝটিতি জগতের অব্যাকৃতাবস্থা হইতে আবির্ভূত হন।

৪। যাহাতে কোন বিশেষ—অর্থাৎ নাম, রূপ, কর্ম, গুণ, বা জাতি প্রভৃতি—আছে তাহাকে সেই বিশেষের দ্বারা নির্দেশ করা চলে। ব্রহ্মে এই সব বিশেষ নাই; সুতরাং তিনি বাক্যের অতীত। নিখিল নির্দেশের নিষেধের দ্বারাই তাঁহার নির্বিশেষ স্বরূপটি নির্দিষ্ট হইতে পারে। দুই বার "নেতি নেতি" বলার দ্বারা শুধু যে মূর্ত ও অমূর্ত দুইটিরই নিষেধ হইল তাহা নহে; পরন্তু "গ্রামে গ্রামে রাজার প্রভাব বিস্তৃত আছে" বলিলে যেমন বীপ্সার ফলে দুইটি মাত্র গ্রামকে না বুঝাইয়া সকল গ্রামকেই বুঝায়, তেমনি নেতি নেতিতে যে বীপ্সা আছে, তদ্দ্বারা সমস্ত উপাধিই নিষিদ্ধ হইতেছে।

দ্বিতীয়াধ্যায়—চতুর্থ ব্রাহ্মণ

মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য উদ্‌যাস্যন্ বা অরেঽ-হমস্মাৎ স্থানাদস্মি হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যাঽন্তং কর-বাণীতি ॥ ১

[পূর্বে বিদ্যার বিষয় আত্মা ও অবিদ্যার বিষয় সংসার নিণীত হইয়াছে; এবং প্রত্যগাত্মার সহিত অভিন্ন নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান ব্রাহ্মণে ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গরূপে সন্ন্যাস বিহিত হইতেছে, কারণ সাধন-নিরপেক্ষ ব্রহ্ম-বিদ্যাই মুক্তির উপায় (৪।৫।১)]—যাজ্ঞবল্ক্যঃ (যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি) উবাচ হ (বলিলেন), অরে মৈত্রেয়ি (হে [প্রিয়ে] মৈত্রেয়ি) ইতি, অহম্ (আমি) অস্মাৎ স্থানাৎ (এই স্থান হইতে, এই [গার্হস্থ্য] আশ্রম হইতে) উৎ-যাস্যন্ বৈ অস্মি (ঊর্ধ্বে, [উচ্চতর সন্ন্যাসাশ্রমে], যাইতে উদ্যত হইয়াছি)। হন্ত (সম্মতি প্রার্থনা করি)। [অধিকন্তু আমার অপর ভার্যা] অনয়া কাত্যায়ন্যা (এই

কাত্যায়নীর সহিত) তে (তোমার) অন্তম্ ([বিত্তবিভাগের দ্বারা] সম্বন্ধের অবসান) করবাণি (করিতে চাই) ইতি । ১

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "প্রিয়ে মৈত্রেয়ি, আমি এই (গার্হস্থ্য) আশ্রম হইতে উচ্চতর (সন্ন্যাস) আশ্রমে যাইতে উদ্যত হইয়াছি ; তোমার সম্মতি চাই। (অধিকন্তু) তোমার সম্মতি থাকিলে[১] এই কাত্যায়নীর সহিত তোমার সম্বন্ধের[২] অবসান করিতে চাই।" ১

১। মূলের "হন্ত তে"—"তোমার অনুমতি থাকিলে", এই অংশটি পূর্ববাক্যের সহিতও যুক্ত হইবে ; কেন না ভার্যার বর্তমানে সন্ন্যাস লইতে হইলে ভার্যার সম্মতি-গ্রহণ আবশ্যক—আনন্দগিরি।

২। আমাকে অবলম্বন করিয়া তোমাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল।

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী। যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাঽস্তি বিত্তেনেতি ॥ ২

সা মৈত্রেয়ী উবাচ হ—ভগোঃ (হে ভগবন্), যৎ নু (যদিই বা) বিত্তেন পূর্ণা (ধনপূর্ণা) ইয়ম্ (এই) সর্বা পৃথিবী (সমস্ত ধরিত্রী) মে (আমার) স্যাৎ (হয়), তেন (তদ্দ্বারা) [আমি] কথম্ অমৃতা স্যাম্ (কি প্রকারে অমর হইব ? [অর্থাৎ হইতে পারিব না] ; [অথবা]—অমর হইতে পারিব কি ?) ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—ন (না) ইতি ; উপকরণবতাম্ (বহুদ্রব্যশালী ব্যক্তিগণের) জীবিতম্ (জীবন) যথা এব (যেরূপ) [ভোগবিলাসে] তথা এব (ঠিক তেমনি) তে (তোমার) জীবিতম্ স্যাৎ (হইবে)। তু (কিন্তু) বিত্তেন (সম্পদের দ্বারা, বিত্তসাধ্য কর্মের দ্বারা) অমৃতত্বস্য (অমরত্বের) আশা (আশা) ন অস্তি (নাই) [অন্যের দ্বারাও অকল্পনীয়]। ২

মৈত্রেয়ী বলিলেন, "হে ভগবন্, যদিই বা ধনপরিপূর্ণা এই সমগ্র পৃথিবী আমার হয়, আমি কি তদ্দ্বারা অমর হইতে পারিব?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "না। সম্পৎশালী ব্যক্তিগণের জীবন যেমন (ভোগপরায়ণ), তোমার জীবনও ঠিক তেমনি হইবে। কিন্তু বিত্তের দ্বারা অমরত্বলাভের আশা নাই।" ২

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি ॥ ৩

সা মৈত্রেয়ী উবাচ হ—অহম্ যেন (যদ্দ্বারা) অমৃতা ন স্যাম্ (হইব না) তেন (তদ্দ্বারা) অহম্ কিম্ (কি) কুর্যাম্ (করিব)? ভগবান্ (আপনি) [অমরত্বের সাধন বলিয়া] যৎ এব (যাহাই) বেদ (অবগত আছেন), তৎ এব (কেবল তাহাই) মে (আমায়) ব্রূহি (বলুন) ইতি। ৩

মৈত্রেয়ী বলিলেন, "যদ্দ্বারা আমি অমর হইব না, তদ্দ্বারা আমি কি করিব? আপনি যাহা (অমরত্বের সাধন বলিয়া) জ্ঞাত আছেন, কেবল তাহাই আমায় বলুন।" ৩

স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রিয়া বতারে নঃ সতী প্রিয়ং ভাষস এহ্যাস্স্ব ব্যাখ্যাস্যামি তে ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি ॥ ৪

সঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—অরে (হে প্রিয়ে), [তুমি] নঃ (আমাদের, আমার) প্রিয়া (আদরণীয়া) বত [অনুকম্পার্থক অব্যয়] সতী (থাকিয়াই) প্রিয়ম্ (মনোভিলষিত) ভাষসে (বলিতেছ) [অর্থাৎ তুমি পূর্ব হইতেই প্রিয়; এখনও আমার চিত্তানুকূল কথাই বলিতেছ]। এহি (এস), আস্স্ব (বস), তে (তোমার নিকট) [আমি] ব্যাখ্যাস্যামি (ব্যাখ্যা করিব)। তু (কিন্তু)

ব্যাচক্ষাণস্য মে (আমি যখন ব্যাখ্যা করিতে থাকিব তখন [আমার কথার অর্থ]) নিদিধ্যাসস্ব (নিশ্চিতরূপে ধ্যান করিতে ইচ্ছা কর, যত্ন কর)। ৪

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "হে প্রিয়ে, তুমি তো আমার আদরণীয়াই ছিলে; এখনও চিত্তানুকূল কথাই বলিতেছ। এস, বস। আমি তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিব। কিন্তু আমি যখন ব্যাখ্যা করিতে থাকিব, তখন তুমি উহার অর্থ নিশ্চিতরূপে ধ্যান করিতে যত্ন কর।" ৪

স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং

প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্ ॥ ৫

[অমৃতত্বের সাধন বৈরাগ্য লাভের জন্য জায়া, পতি, পুত্র, বিত্ত [illegible] বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন করিতেছেন]—সঃ (যাজ্ঞবল্ক্য) উবাচ হ—[illegible] পত্যুঃ কামায় (স্বামীর নিজের প্রয়োজনে) পতিঃ (স্বামী) [জায়ার] প্রিয়ঃ [illegible]) ন ভবতি বৈ (হন না—ইহা প্রসিদ্ধ) ; তু (কিন্তু) আত্মনঃ কামায় ([পত্নীর] নিজেরই প্রয়োজনে) পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি। [অবশিষ্টাংশও অনুরূপ]—জায়ায়ৈ (=জায়ায়াঃ, পত্নীর), পুত্রাণাম্ (পুত্রদিগের), বিত্তস্য (সম্পত্তির), ব্রহ্মণঃ (ব্রাহ্মণের), ক্ষত্রস্য (ক্ষত্রিয়ের), লোকানাম্ (লোকসমূহের), দেবানাম্ (দেবগণের), ভূতানাম্ (ভূতবর্গের), সর্বস্য ([কথিত ও অকথিত] নিখিল বস্তুর)। অরে মৈত্রেয়ি, আত্মা বৈ (আত্মাই) দ্রষ্টব্যঃ (অনুভবনীয়), শ্রোতব্যঃ (শ্রবণীয়), মন্তব্যঃ (মননীয়, বিচার্য), নিদিধ্যাসিতব্যঃ (নিশ্চিতরূপে ধ্যেয়)। অরে, শ্রবণেন (শ্রবণের দ্বারা) মত্যা (মননের, বিচারের, দ্বারা) বিজ্ঞানেন (নিদিধ্যাসনের দ্বারা) আত্মনঃ বৈ (আত্মারই) দর্শনেন (অনুভূতি হইলে, তদ্দ্বারা) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত) বিদিতম্ (জ্ঞাত) [হয়] [১।৪।৭]। ৫

* তিনি বলিলেন, "হে প্রিয়ে, পতির জন্যই যে পতি (জায়ার) প্রিয় হন তাহা নহে ; (পত্নীর) আপনার প্রয়োজনেই পতি প্রিয় হন। হে প্রিয়ে, পত্নীর জন্যই যে পত্নী (পতির) প্রিয় হন তাহা নহে ; (পতির) আত্মপ্রয়োজনেই পত্নী প্রিয় হন। হে প্রিয়ে, পুত্রদিগের জন্যই যে পুত্রগণ (পিতামাতার) প্রিয় হয় তাহা নহে ; (পিতামাতার) আত্মপ্রয়োজনেই পুত্রগণ প্রিয় হয়। হে প্রিয়ে, সম্পদের জন্যই যে সম্পদ্ প্রিয় হয় তাহা নহে ; (মানুষের) আত্ম-

প্রয়োজনেই সম্পদ প্রিয় হয়। হে প্রিয়ে, ব্রাহ্মণের জন্যই যে ব্রাহ্মণ (অপরের) প্রিয় হন তাহা নহে; (অন্যের) আত্মপ্রয়োজনেই ব্রাহ্মণ প্রিয় হন। হে প্রিয়ে, ক্ষত্রিয়ের জন্যই যে ক্ষত্রিয় (অপরের) প্রিয় হন তাহা নহে; (অন্যের) আত্মপ্রয়োজনেই ক্ষত্রিয় প্রিয় হন। লোকসমূহের জন্যই যে লোকসমূহ (জীবগণের) প্রিয় হয় তাহা নহে; (জীবগণের) আত্মপ্রয়োজনেই লোকসমূহ প্রিয় হয়। হে প্রিয়ে, দেবগণের জন্যই যে দেবগণ (যাজ্ঞিকাদির) প্রিয় হন তাহা নহে; (যাজ্ঞিকাদির) আত্মপ্রয়োজনেই দেবগণ প্রিয় হন। হে প্রিয়ে, ভূতবর্গের জন্যই যে ভূতবর্গ প্রিয় হয় তাহা নহে; আত্মার জন্যই ভূতগণ প্রিয় হয়। হে প্রিয়ে, সর্ববস্তুর জন্যই যে সর্ববস্তু প্রিয় হয়, তাহা নহে; আত্মার জন্যই সর্ববস্তু প্রিয় হয়।[1] হে প্রিয়ে মৈত্রেয়ি, আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, ও নিশ্চিতরূপে ধ্যেয়।[2] হে প্রিয়ে, শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসনের[3] দ্বারা আত্মার দর্শন হইলে তদ্দ্বারাই এই সমস্ত বিদিত হয়। ৫

১। উল্লিখিত পতি প্রভৃতির মধ্যে একটা ক্রম আছে। যে বস্তু সাধকের দৃষ্টিতে যত প্রিয়তর তাহাকে তত যত্নের সহিত ত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ১।৪।৮-এ বলা হইয়াছে যে, আত্মা সকলের প্রিয়; বর্তমান কণ্ডিকায় উক্ত বিষয়েরই বিস্তার করা হইল, এবং দেখান হইল যে, আত্মপ্রীতিই মুখ্যবস্তু, অপরপ্রীতি গৌণ—কারণ উহা আত্মপ্রীতিরই অবান্তর প্রকাশ। সুতরাং অপর সকল বস্তুতে প্রীতি ত্যাগ করিয়া মুখ্য আত্মপ্রীতিতেই রত হওয়া আবশ্যক।

২। যে বর্ণ ও আশ্রমাদিতে অভিমানপূর্বক কর্ম করা হয়, উহারা অবিদ্যাদ্বারা আত্মাতে অধ্যস্ত। ঐ অধ্যাসের বিনাশের জন্য শ্রবণাদিতে রত হইতে বলা হইল। দর্শনই মুখ্য ফল; শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন তাহার কারণ। তন্মধ্যে আত্মার শ্রুতিবাক্য-বিচার-রূপ শ্রবণই প্রধান বা অঙ্গী, মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার

হয়। [illegible] অজ্ঞানাদি যখন অনুভূত হইল তত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধ হয়, নতুবা শুধু শ্রবণের দ্বারা সিদ্ধ হয় না।

৩। সূত্রে একই স্থলে পূর্বে নিদিধ্যাসন ও পরে বিজ্ঞান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য—নিদিধ্যাসন বলিলে হয় তো ক্রিয়াত্মক ধ্যান বুঝাইতে পারে, উহার নিবারণ করিয়া জ্ঞানাত্মক ধ্যান বুঝায়। নিদিধ্যাসন—অনুভবরহিতা, সাক্ষাৎকারবিহীনা, অবিদ্যা-নিবর্তক-বৃত্তি-সাক্ষাৎকারভিন্না যে বৃত্তি [illegible] "অহং" পদের লক্ষ্যার্থনির্ণায়িকা, এবং "আমি চিদাত্মা ব্রহ্মস্বভাবই, এক[illegible] অস্ত্যনাত্মস্বভাব" ইত্যাকারিকা।

ব্রহ্ম তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ ক্ষত্রং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ দেবাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো দেবান্ বেদ ভূতানি তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ সর্বং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্বং বেদেদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানীদং সর্বং যদয়মাত্মা ॥ ৬ ॥

[আত্মাকে জানিলেই সমস্ত জানা হইল; কারণ বস্তুতঃ আত্মা হইতে ভিন্ন আর কিছুই নাই—সমস্তই আত্মা। ইহাই দেখান হইতেছে]—যঃ (যিনি) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণজাতিকে) আত্মনঃ অন্যত্র (আত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া) বেদ (জানেন) [যিনি মনে করেন, "ইহা আত্মা নহে; পরন্তু ব্রাহ্মণজাতি"] তম্ (তাঁহাকে) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণজাতি) পরাদাৎ (নিরাকৃত, তিরস্কৃত, প্রত্যাখ্যান করেন)। [অপরাংশ অনুরূপ]। ইদম্ ব্রহ্ম, ইদম্ ক্ষত্রম্...ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্তই) [তাহা] যৎ (=যঃ, যাহা) অয়ম্ (এই, [দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ইত্যাদি স্থলে উক্ত]) আত্মা। ৬

"যিনি ব্রাহ্মণজাতিকে আত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া জানেন, ব্রাহ্মণজাতি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন।[১] যিনি ক্ষত্রিয়জাতিকে আত্মা

হইতে ভিন্ন বলিয়া জানেন, ক্ষত্রিয়জাতি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। যিনি লোকসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, লোকসমূহ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করে। যিনি দেবগণকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, দেবগণ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। যিনি ভূতবর্গকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, ভূতবর্গ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করে। যিনি নিখিল বস্তুকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন, নিখিল বস্তু তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করে। এই ব্রাহ্মণজাতি, এই ক্ষত্রিয়জাতি, এই লোকসমূহ, এই দেবগণ, এই ভূতবর্গ, এবং এই নিখিল বস্তু (তাহাই) যাহা এই আত্মা[২]। ৬

১। সর্বত্র আত্মজ্ঞান না হওয়ায় তাঁহার মুক্তিপথ অবরুদ্ধ থাকে।

২। সৃষ্টিকালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আত্মা হইতে আসে, স্থিতিকালে তাঁহাতে অবস্থিত থাকে, এবং প্রলয়ে তাঁহাতে লীন হয়। সুতরাং আত্মা হইতে ভিন্ন অপর কিছুই নাই, সমস্তই আত্মা। ইহাই ৭—১৪ কণ্ডিকাসমূহে ব্যাখ্যাত হইতেছে।

স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্ গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৭

স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্ গ্রহণায় শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৮

স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্ গ্রহণায় বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৯

[স্থিতিকালে সবকিছুই স্বরূপতঃ আত্মা ইহা জানা যায়; কারণ সবকিছুই চিদাত্মা আত্মার অনুগত থাকায় সবই চিৎস্বরূপ]—সঃ (উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই)—যথা (যেমন) দুন্দুভেঃ হন্যমানস্য (ভেরী প্রভৃতি [দামামা জাতীয়] বাদ্যযন্ত্র যখন [দণ্ডাদি দ্বারা] বাদিত হইতে থাকে, তখন তাহা হইতে) বাহ্যান্ শব্দান্ (বহির্গত বিশেষ শব্দগুলিকে, অর্থাৎ দুন্দুভির শব্দসামান্য হইতে পৃথক্‌রূপে দুন্দুভির শব্দবিশেষগুলিকে) [কেহ] গ্রহণায় (গ্রহীতুম্, গ্রহণ করিতে) ন শক্নুয়াৎ (পারে না); তু (পরন্তু) দুন্দুভেঃ (ভেরীর শব্দসামান্যের, অর্থাৎ 'ইহারা [illegible] শব্দ এইরূপ) গ্রহণেন (গ্রহণের দ্বারা) শব্দঃ গৃহীতঃ (শব্দবিশেষ গৃহী[illegible]) [কারণ শব্দসামান্য ব্যতিরেকে শব্দবিশেষের অস্তিত্ব নাই] বা (অথবা) দুন্দুভি-আঘাতস্য (দুন্দুভির বাদ্যরূপ শব্দসামান্যের [গ্রহণের দ্বারা]) [শব্দঃ গৃহীতঃ]; [কিন্তু শব্দবিশেষরূপে তাহাদের অস্তিত্ব না থাকায় তদ্রূপে তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করা যায় না]। সঃ (দৃষ্টান্তান্তর এই)—যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য (শঙ্খ যখন বায়ুপূরিত হয়, বাজান হয়, তখন তাহার) বাহ্যান্ শব্দান্ গ্রহণায় ন শক্নুয়াৎ, তু শঙ্খস্য (শঙ্খের শব্দসামান্যের) [গ্রহণের দ্বারা] বা শঙ্খধ্মস্য (বিভিন্নরূপে বাদনজনিত শব্দসামান্যের) গ্রহণেন শব্দঃ গৃহীতঃ। সঃ—যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ (=বীণায়াঃ বাদ্যমানায়াঃ, যখন বীণা বাদিত হইতে থাকে, তখন তাহার) বাহ্যান্ শব্দান্ গ্রহণায় ন শক্নুয়াৎ, তু বীণায়ৈ (=বীণায়াঃ) বা বীণাবাদস্য গ্রহণেন শব্দঃ গৃহীতঃ [এই দৃষ্টান্তগুলিতে যেমন বিশেষশব্দগুলি শব্দসামান্যে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, তেমনি স্থিতিকালে নিখিল জগৎ প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্মে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে]। ৭—৯

"উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন দুন্দুভি আহত হইতে থাকিলে তাহা হইতে নির্গত ধ্বনিবিশেষগুলিকে পৃথগ্‌ভাবে গ্রহণ করিতে পারা যায় না, কিন্তু দুন্দুভির শব্দসামান্য অথবা দুন্দুভিবাদ্য গৃহীত হইলে (তদন্তর্গত) ধ্বনিবিশেষগুলিও গৃহীত হয়; কিংবা যেমন শঙ্খ নিনাদিত হইতে থাকিলে তাহা হইতে নির্গত বিশেষ ধ্বনিগুলিকে পৃথগ্‌ভাবে গ্রহণ করিতে পারা যায় না, কিন্তু শঙ্খের শব্দসামান্য

অথবা শঙ্খবাদন গৃহীত হইলে (তদন্তর্গত) ধ্বনিবিশেষগুলিও গৃহীত হয়; এবং যেমন বীণা ঝঙ্কৃত হইলে তাহা হইতে নির্গত বিশেষ সুরগুলিকে পৃথগ্‌ভাবে গ্রহণ করিতে পারা যায় না, কিন্তু বীণার সুরসামান্য অথবা বীণাঝঙ্কার গৃহীত হইলে (তদন্তর্গত) বিশেষ সুরগুলিও গৃহীত হয় (তেমনি প্রজ্ঞান ব্যতিরেকে স্বপ্ন ও জাগরণে কোনও বস্তুবিশেষ গৃহীত হয় না)।[১] ৭—৯

১। অতএব প্রজ্ঞান ব্যতিরেকে তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। এখানে অনুমানটি এইরূপ—জগৎ আত্মাতিরিক্ত নহে; কারণ উহা আত্মা হইতে পৃথগ্‌রূপে গৃহীত হয় না। যাহা যে বস্তু হইতে অতিরিক্তরূপে গৃহীত হয় না, তাহা উক্ত বস্তু হইতে পৃথক্ নহে, যেমন দুন্দুভি প্রভৃতির শব্দবিশেষ তাহাদের শব্দসামান্য হইতে অতিরিক্তরূপে গৃহীত না হওয়ায় তাহারা শব্দসামান্য হইতে পৃথক্ নহে। আরও দ্রষ্টব্য এই—অনেকগুলি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া শ্রুতি দেখাইতেছেন, চেতন ও অচেতন অনেক সামান্য ও বিশেষ আছে। দুন্দুভির সামান্য ও বিশেষ শব্দ, শঙ্খের সামান্য ও বিশেষ শব্দ, এবং বীণার সামান্য ও বিশেষ শব্দ যেমন শব্দসামান্যরূপ এক মহাসামান্যে অন্তর্ভুক্ত হয়, তেমনি চেতন ও অচেতন সামান্য ও বিশেষগুলি প্রজ্ঞানঘনরূপ এক মহাসামান্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই যুক্তির অনুসরণে জানা যায় যে, নিখিল জগৎ স্থিতিকালে আত্মাতিরিক্ত নহে।

স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্‌ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈ-তানি নিঃশ্বসিতানি ॥ ১০

[স্থিতিকালে জগৎ যেমন আত্মাতিরিক্ত নহে, সৃষ্টির পূর্বকালেও তেমনি

অনতিরিক্ত নহে]—সঃ যথা—অভ্যাহিতাৎ আর্দ্র-এধ-অগ্নেঃ (ভিজা কাঠের দ্বারা জ্বালান আগুন হইতে) পৃথক্-ধূমাঃ (পৃথক্ পৃথক্ রূপে ধূম) [এবং স্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি] বিনিশ্চরন্তি (বিনির্গত হয়), অরে (হে প্রিয়ে), এবম্ বৈ (এই রূপই) যৎ (যাহা) ঋগ্বেদঃ, যজুর্বেদঃ, সামবেদঃ, অথর্বাঙ্গিরসঃ (অথর্ববেদ) [অর্থাৎ সংহিতাভাগের চারি প্রকার মন্ত্ররাশি], ইতিহাসঃ, পুরাণম্, বিদ্যা (গীতবাদ্যাদি-বিষয়ক বিদ্যা, কলা), উপনিষদঃ (উপাসনাদি রহস্যবিদ্যা) শ্লোকাঃ (বেদের ব্রাহ্মণাংশে স্থিত মন্ত্রসকল), সূত্রাণি (সূত্র সকল, সংক্ষিপ্তাকারে বস্তুপ্রতিপাদক বাক্য সকল), অনুব্যাখ্যানানি (মন্ত্র সকলের ব্যাখ্যা ; অথবা সূত্রার্থের বিস্তার), ব্যাখ্যানানি (অর্থবাদ সকল, অথবা মন্ত্রব্যাখ্যা) এতৎ (এই সমস্ত) অস্য মহতঃ ভূতস্য (এই অপরিচ্ছিন্ন পরমার্থ বস্তুর, পরমাত্মার) নিঃশ্বসিতম্ (নিঃশ্বাস)। এতানি (এই সকল) অস্য এব (ইঁহারই) নিঃশ্বসিতানি (নিঃশ্বাসসমূহ)। ১০

"উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন আর্দ্র কাঠের দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে নানাবিধ ধূম বিনির্গত হয়, তেমনি[1] ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, রহস্যবিদ্যা, শ্লোক সকল, সূত্রসমুদয়, অনুব্যাখ্যা সকল, ও ব্যাখ্যাসমূহ[2]—এই সমস্তই এই পরমাত্মার নিঃশ্বাস (সদৃশ)।[3] এই সকল ইঁহারই নিঃশ্বাস (সদৃশ)। ১০

১। অগ্নি হইতে পৃথক্ হইবার পূর্বে যেমন ধূম, স্ফুলিঙ্গ, শিখা প্রভৃতি অগ্নি হইতে ভিন্ন নহে, তেমনি নামরূপাকারে ব্যাকৃত হওয়ার পূর্বে জগৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে।

২। ইতিহাস হইতে ব্যাখ্যা পর্যন্ত আটটিকে বেদের ব্রাহ্মণাংশ বলিয়া বুঝিতে হইবে। উহারা সংহিতাংশ বা লৌকিক ইতিহাসাদি নহে। ইহাদের পরিচয় নিম্নোক্ত বৈদিক দৃষ্টান্তগুলিতে পাওয়া যাইবে—(১) ইতিহাস (= ইতি-হ-আস) —দৃপ্তবালাকির্হানূচানঃ (বৃঃ ২।১।১) ; (২) পুরাণ—"অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ" (তৈঃ ২।৭) ; (৩) বিদ্যা—"পিত্র্যং রাশিং দৈবম্" ইত্যাদি (ছাঃ ৭।১।২) ;

(৪) রহস্যবিদ্যা (উপনিষৎ)—"প্রিয়মিত্যেতদুপাসীত" (বৃঃ ৪।১।৩); (৫) শ্লোক—"তদেতে শ্লোকাঃ" (বৃঃ ৪।৩।১১, ৪।৪।৮); (৬) সূত্রে—"আত্মেত্যেবোপাসীত" (বৃঃ ১।৪।৭); (৭) অনুব্যাখ্যান—(সূত্রব্যাখ্যা, যথা—বৃঃ ১।৪।৭), (মন্ত্র-ব্যাখ্যা, যথা—বৃঃ ২।২।৩); (৮) ব্যাখ্যা—(অর্থবাদ, যথা—বৃঃ ১।৪।১০), (মন্ত্রব্যাখ্যা, যথা—বৃঃ ২।২।৩)।

নামের উপর নির্ভর করিয়াই রূপ ব্যাকৃত হয়। অতএব ঋগ্বেদাদি শব্দরাশির গ্রহণের দ্বারা নিখিল রূপও গৃহীত হইল। এইরূপে নাম ও রূপের সৃষ্টি উক্ত হওয়ায় জগতেরই সৃষ্টি বলা হইল।

৩। লোকের নিঃশ্বাস যেমন বিনাপ্রযত্নে হয়, ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টিও তেমনি অযত্নপ্রসূত। নিত্যবিদ্যমান বেদই প্রতিকল্পে পুরুষনিঃশ্বাসের ন্যায় পরমেশ্বর হইতে নির্গত হয়। উহা এইরূপে অযত্নোত্থিত বলিয়া অলৌকিক বিষয়ে প্রমাণ।

স যথা সর্বাসামপাং সমুদ্র একায়নমেবং সর্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়নমেবং সর্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবং সর্বেষাং রসানাং জিহ্বৈকায়নমেবং সর্বেষাং রূপাণাং চক্ষুরেকায়নমেবং সর্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্রমেকায়নমেবং সর্বেষাং সঙ্কল্পানাং মন একায়নমেবং সর্বাসাং বিদ্যানাং হৃদয়মেকায়নমেবং সর্বেষাং কর্মণাং হস্তাবেকায়নমেবং সর্বেষামানন্দানামুপস্থ একায়নমেবং সর্বেষাং বিসর্গাণাং পায়ুরেকায়নমেবং সর্বেষামধ্বনাং পাদাবেকায়নমেবং সর্বেষাং বেদানাং বাগেকায়নম্ ॥ ১১

[সৃষ্টি ও স্থিতিকালের ন্যায় প্রলয়েও আত্মব্যতিরেকে জগতের অস্তিত্ব নাই]—সঃ (এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই)—সর্বাসাম্ অপাম্ (সকল জলের; নদী, কূপ, তড়াগাদির জলবিন্দের সকলের) যথা (যেমন) সমুদ্রঃ (সাগর, অর্থাৎ জলরাশিতে)

একায়নম্ (একমাত্র গতি, অভিন্নতাপ্রাপ্তির একমাত্র আধার) এবম্ (এইরূপে) সর্বেষাম্ (সকল) স্পর্শানাম্ (মৃদু, কর্কশ, কঠিন, পিচ্ছিল প্রভৃতি [বায়ুস্বরূপ] স্পর্শের, স্পর্শবিশেষের) ত্বক্ (ত্বক্, অর্থাৎ স্পর্শসামান্য) একায়নম্ [অর্থাৎ স্পর্শ-সামান্য ব্যতিরেকে স্পর্শবিশেষের অস্তিত্ব নাই], এবম্ সর্বেষাম্ গন্ধানাম্ ([পৃথিবী-স্বরূপ] গন্ধবিশেষ সকলের) নাসিকে (নাসিকাদ্বয়, গন্ধসামান্য) একায়নম্ ; রূপাণাম্ ([তেজঃস্বরূপ], রূপবিশেষের) চক্ষুঃ (রূপসামান্য) ; শব্দানাম্ ([আকাশ-স্বরূপ] শব্দবিশেষ সকলের) শ্রোত্রম্ (শব্দসামান্য) ; সর্বেষাম্ আনন্দানাম্ উপস্থঃ (জননেন্দ্রিয়) ; বিসর্গাণাম্ (সকল মলত্যাগের), পায়ুঃ (গুহ্যেন্দ্রিয়) অধ্বনাম্ (পথসমূহের), পাদৌ [অপরাংশ অনুরূপ] । ১১

"সমুদ্র যেরূপ সমস্ত জলরাশির একমাত্র মিলনাধার, তেমনি সমস্ত স্পর্শের একমাত্র গতি, নাসিকাদ্বয় সমস্ত গন্ধের একমাত্র [গতি], জিহ্বা সমস্ত রসের একমাত্র গতি, চক্ষু সমস্ত রূপের একমাত্র [গতি], কর্ণ সমস্ত শব্দের একমাত্র গতি, মন সমস্ত সঙ্কল্পের একমাত্র গতি, হৃদয় (অর্থাৎ বুদ্ধি) সমস্ত বিদ্যার একমাত্র গতি,[1] হস্তদ্বয় সমস্ত কর্মের একমাত্র গতি, জননেন্দ্রিয় সমস্ত আনন্দের একমাত্র গতি, গুহ্যেন্দ্রিয় সমস্ত মলত্যাগের একমাত্র গতি, পাদদ্বয় সমস্ত পথের (অর্থাৎ চলনের) একমাত্র গতি, এবং বাক্ সমস্ত বেদের একমাত্র গতি।"[2] ১১

১। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ বিকাশগুলি তৎতৎ-সামান্যে লীন হয় বলিয়া তাহারা কখনও তৎতৎ-সামান্য-ব্যতিরেকে থাকে না। আবার শব্দস্পর্শাদি সামান্যগুলি মনোবিষয়-সামান্য-ব্যতিরেকে থাকে না। মনো-বিষয়-সামান্য বুদ্ধিবিষয়-সামান্যে লীন হয় ; সুতরাং তদ্ব্যতিরেকে মনোবিষয়-সামান্যের অস্তিত্ব নাই। এইরূপে ইহারা বিজ্ঞানমাত্র হইয়া প্রজ্ঞানঘন আত্মাতেই লীন হয় ; পরম্পরাক্রমে শব্দাদি ও তাহাদের গ্রাহক শ্রোত্রাদি প্রজ্ঞানঘনে বিলীন হইলে উপাধির অভাববশতঃ প্রজ্ঞানঘন একমাত্র আত্মাই অবস্থিত থাকেন (কঃ ১।৩।১৩)। অতএব আত্মা এক ও অদ্বিতীয় (ঐঃ ৩।১।৩ ; ছাঃ ৭।২৫।২)।

[illegible] জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয় সকল যেমন আত্মাতে [illegible], কর্মেন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয় সকলও তেমনি প্রাণে পর্যবসিত হইয়া অবস্থান করে, এই প্রাণ প্রজ্ঞামাত্র (কৌঃ ৩।৩—"যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যা বৈ প্রজ্ঞা স প্রাণঃ")। শ্রুতিতে যদিও মুখ্যতঃ ইন্দ্রিয়বিষয় সকলেরই লয় বলা হইয়াছে, তথাপি তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রামেরও লয় বলা হইয়াছে ; কারণ ইন্দ্রিয়গণ বিষয়েরই সজাতীয়। রূপের প্রকাশক প্রদীপ যেমন রূপেরই অবস্থাবিশেষ, তেমনি বিষয়ের প্রকাশক ইন্দ্রিয়গুলিও সেই সেই বিষয়েরই অবস্থাবিশেষ ; কেননা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ হইতে যথাক্রমে কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা, ও নাসিকা সৃষ্ট হইয়াছে।

স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমেবানুবিলীয়েত ন হাস্যোদ্‌গ্রহণায়েব স্যাৎ। যতো যতস্ত্বাদদীত লবণমেবৈবং বা অর ইদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তীত্যরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ১২

[ব্রহ্মবিদ্যার ফলে অবিদ্যার নিরোধ হইলে যে প্রলয় হয় উহা আত্যন্তিক প্রলয় ; উহা পুরাণবর্ণিত স্বাভাবিক প্রলয় নহে]। সঃ—যথা উদকে (জলে) প্রাস্তঃ (প্রক্ষিপ্ত) সৈন্ধব-খিল্যঃ (লবণখণ্ড) [স্বীয় উপাদান] উদকম্ এব অনুবিলীয়েত (জলে জলের বিলীন হওয়ার অনুযায়ীই বিলীন হয়) [এবং তখন কেহই] অস্য (ঐ খণ্ডের) উদ্‌গ্রহণায় ইব (—উদ্‌গ্রহীতুম্, তুলিয়া লইতে [সমর্থ]) ন হ স্যাৎ (অবশ্যই হয় না) ; [কারণ] যতঃ যতঃ ([জলের] যে যে স্থান হইতে) তু (কিন্তু) [জল] আদদীত ([লোকে] গ্রহণ করে, আস্বাদন করে) লবণম্ এব ([ঐ জলের] লবণাস্বাদই হয়) ; এবম্ বৈ (ঠিক তেমনি) অরে (হে প্রিয়ে), অনন্তম্ (অন্তবিহীন), অপারম্ (অসীম), ইদম্ (এই) [পরমাত্মাখ্য] মহৎ-ভূতম্ (মহৎ ও পারমার্থিক তত্ত্ব) [অথবা—মহৎ—বৃহত্তম ; ভূতম্—সর্বদা একরূপ, সত্যবস্তু] বিজ্ঞানঘনঃ এব (কেবল বিজ্ঞানস্বরূপ)। [তথাপি আত্মার "আমি সুখী, আমি দুঃখী" ইত্যাদি

বাহ্নিত হয়; তদ্রূপ এই বিজ্ঞানঘন] এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ (এই ['কার্য-কারণাত্মক] ভূতবর্গরূপ উপাধিবশতঃ [দেহবর্গ প্রাণী]) সমুত্থায় ([জলজ ফেনের ন্যায়] উদিত হইয়া) ([অর্থাৎ ভূতবর্গের পরিণামভূত দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিবশতঃ ব্যক্তিত্ব বা বিশেষজ্ঞান—অর্থাৎ "আমি দ্রষ্টা, আমি কর্তা" ইত্যাদি—লাভ করিয়া জীবরূপে প্রকাশিত হইয়া] তানি এব অনুবিনশ্যতি ([যখন ঐ ভূতবর্গ [তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ক্রমে] বিলীন হয় তখন [আত্মার ঐ ব্যক্তিত্ব বা বিশেষজ্ঞানও] বিলীন হয়) প্রেত্য (প্রয়াণ করিলে, কার্যকরণ হইতে বিমুক্ত হইলে) সংজ্ঞা (["আমি অমুক, আমার ইহা" ইত্যাদি] বিশেষজ্ঞান) ন অস্তি (থাকে না)। অরে, [আমি] ইতি (ইহাই) ব্রবীমি (বলিতেছি)—ইতি (এই কথা) যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ। ১২

"এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—লবণখণ্ড জলে প্রক্ষিপ্ত হইলে উহা যেমন (লবণের উপাদানভূত) জলেই বিলীন হয়,[১] কেহই ঐ লবণ-খণ্ডটি তুলিয়া লইতে পারে না—তখন যে যে স্থান হইতেই জল উঠান হউক নাকেন, কেবল লবণাস্বাদই পাওয়া যায়—ঠিক তেমনি, হে প্রিয়ে, অনন্ত অপার এই মহদ্ভূত কেবল বিজ্ঞানস্বরূপই বটেন। (আত্মার খণ্ডিতভাবটি) এই ভূতবর্গরূপ কারণবশতঃ প্রকাশ লাভ করিয়া ভূতবর্গের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হইয়া থাকে। দেহেন্দ্রিয় হইতে বিমুক্ত হইলে আর সংজ্ঞা (অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান) থাকে না।[২] হে প্রিয়ে, আমি ইহাই বলিতেছি।" যাজ্ঞবল্ক্য ইহাই বলিয়াছিলেন। ১২

১। তেজের সম্পর্কবশতঃ লবণের যে কাঠিন্য হইয়াছিল, নীর উপাদান জলের সম্পর্কে আসিলে সেই কাঠিন্য দূর হয়। তাহার পর সৈন্ধবখণ্ড বিলীন হয়। অর্থাৎ জলের সম্পর্কবশতঃ কাঠিন্য দূর হইলে লবণখণ্ড বিলীন হয়।

২। লবণ যেমন তেজের সম্পর্কে কঠিন হয়, তেমনি বিজ্ঞানঘন আত্মাও অবিদ্যাজনিত কার্যকারণরূপ উপাধির সম্পর্কবশতঃ খণ্ডিতভাব বা জীবভাব প্রাপ্ত হন। আবার জলসম্পর্কে লবণের খণ্ডিতভাব দূর হইলে যে যেমন নীর

[illegible] অবস্থান করে; [illegible] জ্ঞান [illegible] আত্মার [illegible] ইত্যাদি) দূর হয়, এবং তখন আত্মা স্বীয় স্বরূপ [illegible] করেন।

সা হোবাচ মৈত্রেয্যত্রৈব মা ভগবানমূমুহন্ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তীতি স হোবাচ ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীম্যলং বা অর ইদং বিজ্ঞানায় ॥ ১৩

সা মৈত্রেয়ী উবাচ হ—অত্র এব (এখানেই, একই আত্মবস্তুতে [বিরুদ্ধধর্মের সমাবেশ হয়, ইহা বলিয়া])—[আত্মাকে বিজ্ঞানঘন বলিয়া পুনর্বার] প্রেত্য সংজ্ঞা (জ্ঞান) ন অস্তি ইতি (এই বলিয়া)—ভগবান্ (আপনি) মা (আমাকে) অমূমুহৎ (মুগ্ধ, বিভ্রান্ত করিলেন)। সঃ উবাচ হ—অরে অহম্ (আমি) মোহম্ (মোহজনক বাক্য) ন বৈ ব্রবীমি (বলিতেছি না); অরে, ইদম্ (ইনি, এই মহদ্ভূত, আত্মা) বৈ (অবশ্যই) বিজ্ঞানায় [=বিজ্ঞাতুম্] অলম্ (জানিতে সমর্থ) [অর্থাৎ আত্মার স্বরূপজ্ঞান সর্বদাই আছে; পরমাত্মা সর্বদাই বিজ্ঞানস্বরূপ—তাঁহার বিজ্ঞানের লোপের প্রশ্নই উঠিতে পারে না—৪।৩।৩০, ২।৪।১৪]। ১৩

মৈত্রেয়ী বলিলেন, "এই বিষয়েই—'কার্যকরণ হইতে বিমুক্ত হইলে আর সংজ্ঞা (অর্থাৎ জ্ঞান) থাকে না', ইহা বলিয়া—আপনি আমাকে বিভ্রান্ত করিলেন।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "হে প্রিয়ে, আমি মোহজনক বাক্য বলিতেছি না; এই মহদ্ভূত অবশ্যই বিজ্ঞানসমর্থ।"[১] ১৩

১। যাজ্ঞবল্ক্যের বক্তব্য এই—"আমি একই আত্মাতে জ্ঞান ও অজ্ঞানের—অর্থাৎ 'আত্মা বিজ্ঞানঘন, আবার তিনি সংজ্ঞাশূন্য (=জ্ঞানশূন্য)' এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্মের—সমাবেশ করি নাই। আমি বলিয়াছি যে, আত্মা স্বরূপতঃ বিজ্ঞানঘন; কিন্তু

অবিদ্যাবশে তাঁহাতে ব্যষ্টিভাব আরোপিত হয়। জলের নাশে জলে প্রতিফলিত চন্দ্রাদির প্রতিবিম্বের ও তজ্জনিত প্রকাশাদির বিনাশ হইলে যেমন আলোকরূপী চন্দ্রাদির স্বরূপের নাশ হয় না, তেমনি উপাধিকৃত জীবভাব নষ্ট হইলে কেবল সেই ব্যষ্টিত্ব-জনিত বিশেষ বিজ্ঞান নষ্ট হয়, কিন্তু বিজ্ঞানঘনরূপ আত্মার স্বরূপের নাশ হয় না" (৪।৫।১৪)। অতএব স্বরূপবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আত্মাকে বিজ্ঞানঘন ও বিশেষবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সংজ্ঞাবান্ বলা হইয়াছে। দ্রষ্টব্য এই—যাজ্ঞবল্ক্য "সংজ্ঞা" শব্দটি বিশেষজ্ঞান অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু মৈত্রেয়ী উহা "জ্ঞানমাত্র" অর্থে ধরিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের ভাবগ্রহণে অসমর্থ হইয়াছেন।

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরমভিবদতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং বিজানাতি যত্র বা অস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কমভিবদেৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। যেনেদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াদ্ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি ॥ ১৪ ॥ ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥

[কার্যকরণ হইতে বিমুক্ত হইলে কিরূপে বিশেষজ্ঞান তিরোহিত হয়, যাজ্ঞবল্ক্য তাহা বলিতেছেন]—যত্র (যখন, যে অবস্থায় [অবিদ্যাকল্পিত দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টি-রূপ উপাধি হইতে সম্ভূত ব্যষ্টিভাব হয়, তখন]) হি (যেহেতু) [পরমার্থ অদ্বৈত ব্রহ্মে] দ্বৈতম্ ইব ভবতি (দ্বৈতপ্রায় হয়, আত্মাতিরিক্ত পদার্থান্তর লক্ষিত হয়) [অতএব] তৎ (সেই অবস্থায়, তখন) ইতরঃ ([পরমাত্মা হইতে অবিদ্যাবশে বিখণ্ডিত] অন্য [আত্মা জীব]) ["অন্ত" ঘ্রাণেন্দ্রিয় সহায়ে] ইতরম্ (অন্য [আত্মাতিরিক্ত বিষয়]) জিঘ্রতি (আঘ্রাণ করে), তৎ ইতরঃ ইতরম্ পশ্যতি (দর্শন করে), শৃণোতি (শ্রবণ

করে), অভিবদতি (বলে), মনুতে (চিন্তা করে), বিজানাতি (জানে)—[ইহা অবিদ্যাবস্থা]। যত্র বৈ (যে [বিদ্যা] অবস্থায়) সর্বম্ ([নামরূপাদি] সব) অস্য (ইঁহার, ব্রহ্মবিদের) আত্মা এব অভূৎ (আত্মাই হইয়া গেল) [যখন সমস্ত আত্মাতেই বিলীন হইয়া গেল] তৎ (সেই অবস্থায়, তখন) [কোন্ আঘ্রাতা] কেন (কিসের দ্বারা, কোন্ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা) কম্ (কোন্ [ঘ্রাতব্য] বস্তুকে) জিঘ্রেৎ (আঘ্রাণ করিবে), পশ্যেৎ (দর্শন করিবে), শৃণুয়াৎ (শুনিবে), অভিবদেৎ (বলিবে), মন্বীত (চিন্তা করিবে), বিজানীয়াৎ (জানিবে)? [অবিদ্যাবস্থায়ও যখন কেহ কিছু আঘ্রাণাদি করে, তখনও] যেন (যাঁহার দ্বারা, যে কূটস্থচৈতন্যের দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত [জ্ঞেয়] বিষয়কে) বিজানাতি (জানে) তম্ (তাঁহাকে, সেই, সাক্ষিস্বরূপকে) কেন (কিসের দ্বারা, কোন্ ইন্দ্রিয়বিশেষের দ্বারা) বিজানীয়াৎ (জানিবে)? অরে, বিজ্ঞাতারম্ (বিজ্ঞানস্বরূপ [আত্মা] কে) কেন (কিসের দ্বারা) বিজানীয়াৎ ইতি। ১৪

"যখন ব্যষ্টিভাবের উদয় হয় তখন যেহেতু ব্রহ্মে দ্বৈতপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, (অতএব) তখন একে অপরকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে দর্শন করে, একে অপরকে শ্রবণ করে, একে অপর বিষয় বলে, একে অপর বিষয় চিন্তা করে, একে অপর বিষয় জানে।[1] কিন্তু যখন সমস্ত ইঁহার আত্মাই হইয়া গেল তখন কিসের দ্বারা কি আঘ্রাণ করিবে, কিসের দ্বারা কি দেখিবে, কিসের দ্বারা কি শুনিবে, কিসের দ্বারা কি বলিবে, কিসের দ্বারা কি চিন্তা করিবে, কিসের দ্বারা কি জানিবে?[2] যাঁহার সহায়ে লোকে এই সমস্তকে জানে, তাঁহাকে কিসের দ্বারা জানিবে? হে প্রিয়ে, বিজ্ঞাতাকে কিসের দ্বারা জানিবে?[3]" ১৪

১। "ছেদন করে" বলিলে যেমন কুঠারের বারংবার আঘাত এবং দ্বিধাকরণ এই উভয় অর্থেরই বোধ হয়, আঘ্রাণ করে, দেখে, ইত্যাদি ক্রিয়াবাচক শব্দের তেমনি ক্রিয়া ও তাহার ফল উভয়কেই বুঝিতে হইবে। লোকে নাসিকাদির দ্বারা আঘ্রাণাদি করে ও তাহার ফল পায়। এইরূপে এখানে দেখান হইল যে,

অবিদ্যাবস্থায়ই কর্তা, করণ, ও ক্রিয়া ইত্যাদি থাকিতে পারে। বিদ্যাবস্থায় উহা অসম্ভব।

২। প্রশ্নগুলি আক্ষেপার্থক; অর্থাৎ আত্মাতে ক্রিয়া, কারক, ও ফল একেবারেই অসম্ভব।

৩। বিদ্যাবস্থায় বিশেষজ্ঞান যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ সাক্ষিচৈতন্যকে জানাও অসম্ভব। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ জ্ঞানকালে স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাপৃত থাকে বলিয়া তাহাদের দ্বারা সাক্ষীকে জানা যায় না। আবার যিনি জ্ঞাতা তিনি নিজেকে জানিতে পারেন না। বিশেষতঃ সন্দিগ্ধ বিষয়েই জ্ঞান হয়; আপনার সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ না থাকায় জ্ঞানও অসম্ভব। আত্মভিন্ন অপর জ্ঞাতাও নাই (৩।৮।১১)। সুতরাং অপরে আত্মাকে জানিবে—ইহা অসম্ভব।

দ্বিতীয়াধ্যায়—পঞ্চম (মধু) ব্রাহ্মণ

ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্॥ ১

[মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের অন্তর্গত মননের প্রকার প্রদর্শনকালে "এই সমস্ত আত্মাই" এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের হেতুরূপে বলা হইয়াছে যে, আত্মাই সকলের সামান্য, উদ্ভবস্থল, ও লয়স্থল; অতএব এই সমস্ত আত্মাই। এখন সন্দেহ এই—যুক্তিটি বিচারসহ নহে। এই সন্দেহ নিবারণের জন্য এই মধুব্রাহ্মণের আরম্ভ। অথবা যুক্তিপ্রধান মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে "এই সমস্ত আত্মাই" এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের হেতুরূপে পূর্বোক্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আগমপ্রধান মধুব্রাহ্মণে ঐ সিদ্ধান্তের নিরূপণ করা হইতেছে]—ইয়ম্ পৃথিবী (এই পৃথিবী) সর্বেষাম্

ভূতানাম্ (অখিল ভূতের) মধু (মধুসদৃশ, কার্য) [কারণ বহু মধুকরের দ্বারা যেমন মধুচক্র নির্মিত হয়, তেমনি সকল প্রাণীর কর্মফলে এই পৃথিবী নির্মিত]। সর্বাণি ভূতানি (সকল ভূত) অস্যৈ পৃথিব্যৈ (= অস্যাঃ পৃথিব্যাঃ, এই পৃথিবীর) মধু (কার্য) [সর্বভূত ধরিত্রীর ধরিত্রীত্বগুণের সম্পাদক হইয়া তাহার উপকারক হয়]। অস্যাম্ পৃথিব্যাম্ (এই পৃথিবীতে) অয়ম্ (এই) যঃ (যিনি) তেজোময়ঃ (চিন্মাত্র, প্রকাশময়) অমৃতময়ঃ (অমরণধর্মী) পুরুষঃ, চ অয়ম্ যঃ অধ্যাত্মম্ (শরীরসম্বন্ধী) শারীরঃ (শরীরে অবস্থিত) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ (লিঙ্গশরীরাভিমানী জীব), চ (তাঁহারা উভয়েও [তদ্রূপ মধু])—[অর্থাৎ তাঁহারা সর্বভূতের উপকারক বলিয়া সর্বভূতের মধু এবং সর্বভূতও তাঁহাদের মধু। এইরূপে পৃথিবী, সর্বভূত, পার্থিব পুরুষ, ও শারীরপুরুষ—এই চারিটি মধু, অর্থাৎ সর্বভূতের কার্য, এবং সর্বভূত ইঁহাদের কার্য]। অয়ম্ (এই [পৃথিব্যাদি চতুষ্টয়]) সঃ এব (তিনিই) যঃ (যিনি) অয়ম্ (এই, "এই সমস্ত আত্মাই" [২।৪।৬] এইরূপে প্রতিজ্ঞাত) আত্মা। ইদম্ (ইহা, কল্পনাচতুষ্টয়ের অধিষ্ঠানভূত আত্মবিষয়ক জ্ঞান) অমৃতম্ (অমৃতত্বের হেতু [৩।৪।১৫]); ইদম্ (ইনি) ব্রহ্ম, ইদম্ (এই ব্রহ্মজ্ঞান) সর্বম্ (সর্বাত্মত্ব প্রাপ্তির উপায় [১।৪।১০])। ১

এই পৃথিবী সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই পৃথিবীর মধু। এই পৃথিবীতে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই যিনি অধ্যাত্ম, শরীরাবস্থিত, তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইঁহারাও (মধু)। এই পৃথিব্যাদি চতুষ্টয় তিনিই, যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব।[১] ১

১। এখানে উপস্থাপিত যুক্তিটি এই—যেহেতু পৃথিব্যাদি সমস্ত জগৎ পরস্পরের উপকারী ও উপকারের পাত্র, এবং যেহেতু যাহারা পরস্পরের উপকারী, তাহারা একই কারণ হইতে উদ্ভূত হয়, একই সামান্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং একই বস্তুতে লীন হয়, সুতরাং এই পৃথিব্যাদিও ব্রহ্মরূপ একই ব্রহ্মরূপ কারণসম্ভূত, একই ব্রহ্মসামান্যের অন্তর্গত, এবং একই ব্রহ্মকারণে লীন হইবে। বর্তমান ব্রাহ্মণের কণ্ডিকাগুলিতে পৃথিব্যাদি চতুষ্টয়ের অধিষ্ঠানভূত আত্মাকে সর্বভূতের অধিষ্ঠানরূপে নির্ণয় করা হইতেছে। অতএব সর্বাধিষ্ঠান আত্মা সত্য; নামরূপাকারে বিকারী পৃথিব্যাদি

সমস্ত জগৎ মিথ্যা। এইরূপে দেখান হইল—"নিখিল বস্তু আত্মাই" (২।৪।৬), এবং "উপক্রম হিব" (২।১।১), (২।১।১৫) বলিয়া যিনি প্রতিজ্ঞাত হইয়াছিলেন সেই আত্মা ব্রহ্মই; তিনিই একমাত্র পরমার্থ সত্য, এবং তাঁহার জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র উপায়।

ইমা আপঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বাসামপাং সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মাস্বপ্সু তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং রৈতসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ২

ইমাঃ আপঃ (এই জল) সর্বেষাম্ ভূতানাম্ মধু। সর্বাণি ভূতানি আসাম্ অপাম্ (এই জলের) মধু। যঃ অয়ম্ আসু অপ্সু (এই জলে) তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ, যঃ চ অয়ম্ অধ্যাত্মম্ রৈতসম্ (শুক্রাভিমানী) পুরুষঃ চ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ২

এই জল সর্বভূতের মধু; সর্বভূত এই জলের মধু। এই জলে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই যিনি শরীরস্থ শুক্রে অভিমানী তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইঁহারাও মধু। এই জলাদি চতুষ্টয় (অর্থাৎ জল, সর্বভূত, জলের পুরুষ, ও শুক্রের পুরুষ) তিনিই, যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)[১]। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব। ২

১। শুক্রে জল বিশেষরূপে অবস্থিত বলিয়া একই সঙ্গে উল্লিখিত হইল। "জল রেতঃ হইয়া জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিলেন," ঐঃ ১।২।৪।

অয়মগ্নিঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাগ্নেঃ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নগ্নৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং

বাঙ্ময়স্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদ-মমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ৩

অস্ত অগ্নেঃ (এই অগ্নির)। অস্মিন্ অগ্নৌ (এই অগ্নিতে)। বাঙ্ময়ঃ (বাগভিমানী)। ৩

এই অগ্নি সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই অগ্নির মধু। এই অগ্নিতে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই যিনি শরীরস্থ বাক্যের অভিমানী,[১] তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইঁহারাও মধু। এই অগ্ন্যাদি চতুষ্টয় তিনিই, যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব। ৩

১। "অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন", ঐঃ ১।২।৪।

অয়ং বায়ুঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য বায়োঃ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ বায়ৌ তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং প্রাণস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽ-য়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ৪

এই বায়ু সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই বায়ুর মধু। এই বায়ুতে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই যিনি শরীরমধ্যে, তেজোময়, অমৃতময়, প্রাণাভিমানী[১] পুরুষ—তাঁহারাও মধু।[২] এই বায়ু প্রভৃতি চতুষ্টয় তিনিই, যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব। ৪

১। "বায়ু প্রাণ হইয়া নাসিকাদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন," ঐঃ ১।২।৪।

২। পৃথিব্যাদি ও অন্তর্গত পুরুষদিগকে মধু বলা হইয়াছে। ভূতসমূহ শরীরের

আবশ্যক বলিয়া উপকারী, অতএব মধু ; কিন্তু তেজোময় প্রভৃতি কারণরূপে উপকারী—ইহাই প্রভেদ। এই কার্যকরণরূপ বিভাগ ১।৫।১১এ দেখান হইয়াছে।

অয়মাদিত্যঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাদিত্যস্য সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাদিত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং চাক্ষুষস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ৫

এই আদিত্য সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই আদিত্যের মধু। এই আদিত্যে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই যিনি শরীরমধ্যে চক্ষুরভিমানী[1] তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—তাঁহারাও মধু। এই আদিত্যাদি চতুষ্টয় তিনিই, যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব। ৫

১। "আদিত্য চক্ষু হইয়া নয়নদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন," ঐঃ ১।২।৪। যদিও সূর্য অগ্নি হইতে পৃথক্ নহেন, তথাপি উভয়স্থলে দেবতাভেদ আছে বলিয়া পৃথক্ উল্লেখ দোষাবহ নহে।

ইমা দিশঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বাসাং দিশাং সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মাসু দিক্ষু তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শ্রৌত্রঃ প্রাতিশ্রুৎকস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ৬

শ্রৌত্রঃ (শ্রবণাভিমানী), প্রাতিশ্রুৎকঃ (প্রতি শ্রবণ সময়ে সন্নিহিত)। ৬

এই দিক্‌সমূহ সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই দিক্ সকলের মধু। এই দিক্‌সমূহে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই যিনি শরীরমধ্যে

শ্রবণাভিমানী, ও প্রতি শ্রবণবেলায় সন্নিহিত,[1] তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—ইঁহারাও মধু। এই দিশাদি চতুষ্টয় তিনিই যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব। ৬

১। "দিকসমূহ শ্রোত্র হইয়া কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন," ঐঃ ১।২।৪। যদিও দিগভিমানী পুরুষই শ্রোত্রাভিমানী পুরুষরূপে বিদ্যমান, তথাপি শব্দ শ্রবণকালে তিনি বিশেষরূপে সন্নিহিত থাকেন বলিয়া তিনি "প্রাতিশ্রুৎক।"

অয়ং চন্দ্রঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য চন্দ্রস্য সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিংশ্চন্দ্রে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং মানসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ৭

এই চন্দ্র সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই চন্দ্রের মধু। এই চন্দ্রে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই যিনি শরীরমধ্যে মানস (অর্থাৎ মনের অভিমানী),[1] তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইঁহারাও মধু। এই মন প্রভৃতি চতুষ্টয় তিনিই, যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই সব। ৭

১। "চন্দ্র মন হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন," ঐঃ ১।২।৪।

ইয়ং বিদ্যুৎ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যৈ বিদ্যুতঃ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্যাং বিদ্যুতি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং তৈজসস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ৮

ইদম্ (এই), অত্র—অত্র; তৈজসঃ (ত্বগিন্দ্রিয়ের তেজে অভিমানী)। [ত্বগিন্দ্রিয়ের দেবতা ও বিদ্যুতের দেবতা অভিন্ন]। ৮

এই বিদ্যুৎ সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই বিদ্যুতের মধু। এই বিদ্যুতে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই যিনি দেহস্থ ত্বগিন্দ্রিয়ের তেজে অভিমানী, তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইঁহারাও মধু। এই বিদ্যুদাদি চতুষ্টয় তিনিই, যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব। ৮

অয়ং স্তনয়িত্নুঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য স্তনয়িত্নোঃ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ স্তনয়িত্নৌ তেজোময়োঽ-মৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শাব্দঃ সৌবরস্তেজোময়োঽ-মৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ৯

স্তনয়িত্নুঃ (মেঘগর্জন)। শাব্দঃ (শব্দে অভিমানী), সৌবরঃ (স্বরে অভিমানী) [অর্থাৎ সাধারণভাবে সকল দৈহিক শব্দে এবং বিশেষভাবে কণ্ঠস্বরে অভিমানী]। ৯

এই মেঘগর্জন সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই মেঘগর্জনের মধু। এই মেঘগর্জনে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই যিনি দেহস্থ শব্দে ও স্বরে অভিমানী, তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইঁহারাও মধু। এই মেঘগর্জনাদি চতুষ্টয় তিনিই, যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব। ৯

অয়মাকাশঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাকাশস্য সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং হৃদ্যাকাশস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ১০

এই আকাশ সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই আকাশের মধু। এই আকাশে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই যিনি দেহমধ্যস্থ হৃদয়াকাশে অভিমানী, তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইঁহারাও মধু। এই আকাশাদি চতুষ্টয় তিনিই যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব।[১] ১০।

১। এই পর্যন্ত ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, পৃথিবী হইতে আকাশ পর্যন্ত কার্যকরণসঙ্ঘাতরূপ ভূতগণ এবং দেবতাগণ প্রত্যেক দেহীর উপকারক বলিয়া মধুস্থানীয়। যে ধর্মের দ্বারা প্রেরিত হইয়া ইঁহারা দেহিগণের সহিত সম্বদ্ধ ও তাহাদের উপকারক হন, তাহা পরবর্তী কণ্ডিকাত্রয়ে দেখান হইবে।

অয়ং ধর্মঃ সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য ধর্মস্য সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ ধর্মে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং ধার্মস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ১১

এই ধর্ম[১] সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই ধর্মের মধু। এই ধর্মে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই যিনি শরীরমধ্যে ধর্মাভিমানী, তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইঁহারাও মধু। এই ধর্মাদি চতুষ্টয়

তিনিই, যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব। ১১

১১ ধর্ম অপ্রত্যক্ষ হইলেও তৎপ্রযুক্ত পৃথিব্যাদি কার্য প্রত্যক্ষ বলিয়া উহা প্রত্যক্ষবাচক "এই" শব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম শ্রুতি ও স্মৃতিদ্বারা উপলব্ধ হয়; উহা ক্ষত্রিয়েরও নিয়ন্তা (১।৪।১৪); পৃথিব্যাদির পরিণামের কারণ হইয়া উহা জগতের বৈচিত্র্য সাধন করে; এবং প্রাণিগণের দ্বারা উহা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানরূপ ধর্ম প্রত্যক্ষ বলিয়াও ইহাকে "এই" বলা হইল। ১।৪।১৪ কণ্ডিকায় ধর্ম ও সত্যকে এক বলা হইয়াছে; কিন্তু বর্তমান কণ্ডিকাদ্বয়ে উহাদিগকে পৃথক্ করা হইতেছে; কারণ শাস্ত্রবিধিরূপ ধর্ম ও আচাররূপ ধর্ম অদৃষ্ট ও দৃষ্টরূপে কার্যোৎপাদন করে। অদৃষ্ট বা অপূর্ব নামক ধর্ম সামান্যাকারে বা বিশেষাকারে কার্যের আরম্ভক হয়; সামান্যাকারে উহা পৃথিব্যাদির প্রযোক্তা এবং বিশেষাকারে দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির প্রযোক্তা হয়। পরের বাক্যে এই সামান্যাকার ও বিশেষাকার ধর্মে অভিমানী পুরুষদ্বয়ের কথা বলা হইতেছে। বস্তুতঃ ইঁহারা অভিন্ন।

ইদং সত্যং সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য সত্যস্য সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ সত্যে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং সাত্যস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ১২

এই সত্য (অর্থাৎ অনুষ্ঠীয়মান, আচাররূপ ধর্ম) সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই সত্যের মধু। এই সত্যে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই যিনি দেহে সমবেত সাত্য (অর্থাৎ আচাররূপ ধর্মে অভিমানী), তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—ইঁহারাও মধু। এই সত্যাদি চতুষ্টয় তিনিই, যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব। ১২

১। ধর্মের ন্যায় সত্যও অধ্যাত্মরূপে ও অধিদৈবরূপে দ্বিবিধ। অধ্যাত্মরূপে সত্যই পৃথিব্যাদিতে সম্যক্ ক্রিয়াস্বরূপ; এবং অধিদৈবরূপে সত্যই দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতির আত্মস্বরূপ। "সত্যেন বায়ুরাবাতি", মহানারায়ণোপনিষৎ ২২।১।

ইদং মানুষং সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্য মানুষস্য সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ মানুষে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং মানুষস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ১৩

এই মনুষ্যজাতি সর্বভূতের মধু, সর্বভূত এই মনুষ্যজাতির মধু।[১] এই মনুষ্যজাতিতে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ এবং এই যিনি দেহমধ্যস্থ মনুষ্যজাতিতে অভিমানী, তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ, ইঁহারাও মধু।[২] এই মনুষ্যাদি চতুষ্টয় তিনিই, যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব। ১৩

১। মনুষ্যজাতি-শব্দে এখানে সকল জাতিকেই বুঝিতে হইবে। ধর্মের দ্বারা পরিচালিত দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি বিভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে মানুষাদি-জাতি-বিশিষ্ট হইয়াই বিভিন্ন প্রাণী পরস্পরের উপকারক হয়।

২। বক্তার দিক্ হইতে (অধ্যাত্মদৃষ্টিতে) এবং অপর সকলের দিক্ হইতে (বাহ্যদৃষ্টিতে) একই জাতি দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে।

অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানাং মধ্বস্যাত্মনঃ সর্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মাত্মা তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ১৪

এই আত্মা (অর্থাৎ বায়ব্যাদি-জাতি-বিশিষ্ট, সর্বভূত-দেবতাগণ-বিশিষ্ট এই বিরাট্ দেহ)[১] সর্বভূতের মধু, সর্বভূত ইহার মধু। উক্ত বিরাট্ দেহে যিনি তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ[২] এবং তেজোময়, অমৃতময় পুরুষরূপী এই যে (বিজ্ঞানময়) আত্মা (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ) ইঁহারাও মধু। এই বিরাট্ দেহাদি চতুষ্টয় তিনিই যিনি আত্মা (বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন)। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব। ১৪

১। ২।৫।১, কণ্ডিকার "শারীর" শব্দে ইহার উল্লেখ হয় নাই—সেখানে কেবল ইহার পার্থিবাংশের গ্রহণ হইয়াছে; কিন্তু এখানে অধ্যাত্ম, অধিভূত প্রভৃতি সমস্ত বিশেষ-বর্জিত, সর্বভূত ও দেবতাগণ-বিশিষ্ট, সর্বাত্মা (অচেতন) বিরাট্‌দেহের কথা বলা হইয়াছে।

২। পুরুষ—অমূর্তের রস সর্বাত্মা (২।৩।৩)। এখানে অধ্যাত্ম সসীমতা থাকায় উহার উল্লেখ হইল না।

স বা অয়মাত্মা সর্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্বেষাং ভূতানাং রাজা তদ্ যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্বে সমর্পিতা এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্বাণি ভূতানি সর্বে দেবাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ ॥ ১৫

সঃ বৈ অয়ম্ আত্মা (বিজ্ঞানময় আত্মা, জীব [২।৪।১২ কণ্ডিকায় বর্ণিতপ্রকারে পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত বিদ্বান্]) সর্বেষাম্ ভূতানাম্ (সর্বজীবের) অধিপতিঃ ([উপাস্ত] শাসনকর্তা), সর্বেষাম্ ভূতানাম্ রাজা। তৎ যথা (যেমন) রথনাভৌ চ রথনেমৌ চ (রথচক্রের নাভিতে [= বেলুনে] এবং নেমিতে [= চক্রবেষ্টনীতে]) সর্বে অরাঃ (চক্রশলাকা সকল) সমর্পিতাঃ (সন্নিবিষ্ট থাকে) এবম্ এব (ঠিক তেমনি) সর্বাণি ভূতানি ([ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত] সকল প্রাণী), সর্বে লোকাঃ ([ভূরাদি],

সকল দেবতা), সর্বে লোকাঃ ([ভূরাদি] সকল লোক), সর্বে প্রাণাঃ ([বাগাদি] সকল ইন্দ্রিয়), সর্বে এতে আত্মানঃ (এই সকল জীবাত্মা) তস্মিন্ আত্মনি (এই পরমাত্মাতে, অর্থাৎ পরমাত্মভূত ব্রহ্মজ্ঞে) সমর্পিতাঃ । ১৫

পূর্বোক্ত এই আত্মাই নিখিল ভূতের অধিপতি এবং নিখিল ভূতের রাজা।[১] রথচক্রের নাভিতে এবং নেমিতে যেমন সকল চক্রশলাকাই সন্নিবিষ্ট থাকে, ঠিক তেমনি সকল প্রাণী, সকল দেবতা, সকল লোক, সকল ইন্দ্রিয়, এবং এই সমস্ত জীবাত্মা এই পরমাত্মাতে সমর্পিত রহিয়াছে।[২] ১৫

১। ভূতের অধিপতি ও রাজা শব্দ পরস্পরের বিশেষ্য ও বিশেষণ। রাজকুমার ও সামন্তগণ পরাধীন শাসক বা প্রদেশবিশেষের শাসক ; এইজন্য বলা হইল তিনি রাজা। কেবল রাজোচিত বৃত্তি থাকিলেও কেহ রাজা বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন ; ইনি কিন্তু অধিপতি ও রাজা।

২। ১।৪।৯ কণ্ডিকায় প্রশ্ন ছিল—"সেই ব্রহ্ম এমন কি জানিয়াছিলেন, যাহার ফলে তিনি সর্বস্বরূপ হইয়াছিলেন ?" এখানে উত্তর দেওয়া হইল—আচার্য ও আগম হইতে আপনাকেই আত্মরূপে শ্রবণ করিয়া, তর্কসহায়ে মনন করিয়া, এবং মধুব্রাহ্মণে প্রদর্শিতপ্রকারে সাক্ষাৎভাবে জানিয়া তিনি ব্রহ্মস্বরূপ ও সর্বস্বরূপ হইলেন। অবশ্য তিনি পূর্বেও ব্রহ্মস্বরূপ ছিলেন, কিন্তু অবিদ্যাদ্বারা অসর্ব ও অব্রহ্ম বলিয়া প্রতিভাত হইতেন। ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে বিদ্বান্ কিরূপে সর্বস্বরূপ হন, তাহা দৃষ্টান্ত অবলম্বনে দর্শিত হইল। সর্বোপাধিক ও সর্বাত্মরূপে বিদ্বান্ সর্ব হন, এবং নিরুপাধিকরূপে অনন্তর, অবাহ্য, প্রজ্ঞানঘন হন। বামদেবের এইরূপ সর্বাত্মভাব হইয়াছিল (১।৪।১০)।

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ ঙাথর্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ। তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচৎ—

তদ্বাং নরা সনয়ে দংস উগ্র-
মাবিষ্কৃণোমি তন্যতুর্ন বৃষ্টিম্ ।

দধ্যঙ্ হ যন্মধ্বাথর্বণো বা-
মশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্র যদীমুবাচ ॥ ইতি ॥ ১৬

[অমৃতত্বের সাধন ব্রহ্মবিদ্যা সমাপ্ত হইয়াছে। উহার স্তুতির জন্য অধুনা মন্ত্রদ্বয়ে একটি আখ্যায়িকার তাৎপর্য সংক্ষেপে সংগৃহীত হইতেছে]—তৎ বৈ (তাহাই, যে মধুবিদ্যা শতপথব্রাহ্মণের প্রকরণান্তরে [১৪।১।১-৪] সূচিত হইয়াছিল ? উহাই) [এবং যাহা] দধ্যঙ্ আথর্বণঃ (অথর্ববেদ-পারগ দধ্যঙ্ ঋষি) অশ্বিভ্যাম্ (অশ্বিনী-কুমারদ্বয়কে) উবাচ (বলিয়াছিলেন) [তাহা] ইদম্ (এই মধুব্রাহ্মণে প্রকাশিত মধুবিদ্যা)। তৎ এতৎ (উক্ত ইহা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কৃত ক্রূর কর্ম) পশ্যন্ (দেখিয়া) ঋষিঃ (মন্ত্র বা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি) অবোচৎ (বলিলেন)—[হে] নরা (নরাকার অশ্বিনীকুমারদ্বয়), তন্যতুঃ (পর্জন্য, মেঘ) ন (যেমন [বৈদিক প্রয়োগ]) বৃষ্টিম্ (বৃষ্টিকে) [প্রকাশিত করে], বাম্ (তোমাদের উভয়ের) সনয়ে (লাভের, স্বার্থের, জন্য) [আচরিত] তৎ (সেই) দংসঃ (দংসনামক) উগ্রম্ (ক্রূর কর্ম), [এবং কিরূপে তোমরা সেই বস্তু লাভ করিয়াছিলে] যৎ (যাহা) মধু (মধুবিদ্যা) [ও] যৎ (যাহা) দধ্যঙ্ আথর্বণঃ বাম্ (তোমাদের উভয়কে) অশ্বস্য (অশ্বের) শীর্ষ্ণা (মস্তকের দ্বারা) প্র-উবাচ (বলিয়াছিলেন) [তাহাও আমি তেমনি] আবিষ্কৃণোমি (প্রকাশ করিয়া দিব)। হ ঈম্ [অনর্থক নিপাতদ্বয়]। ১৬

পূর্বোক্ত এই মধুই অথর্ববেদপারগ দধ্যঙ্ ঋষি অশ্বিদ্বয়কে বলিয়াছিলেন। উক্ত এই কর্মটি[১] দেখিয়া ঋষি (অর্থাৎ মন্ত্র) বলিলেন—"হে নরাকৃতি অশ্বিদ্বয়, লাভের জন্য আপনাদের কৃত এই দংসনামক ক্রূর কর্মটি,[২] এবং (কিরূপে আপনারা) সেই মধুবিদ্যা (লাভ করিয়াছিলেন) যাহা অথর্ববেদপারগ দধ্যঙ্ ঋষি আপনাদিগকে অশ্বের মস্তক অবলম্বনে বলিয়াছিলেন, তাহাও আমি তেমনি প্রকাশ করিয়া দিব যেমন মেঘ বৃষ্টিকে প্রকাশ করিয়া থাকে।" ১৬

১। শতপথব্রাহ্মণের আখ্যায়িকাটি এইরূপ—"অথর্ববেদপারগ দধ্যঙ্ ঋষি মধুবিদ্যানামক ব্রাহ্মণাংশ অশ্বিদ্বয়কে বলিয়াছিলেন। ইহা [illegible] ছিল

অতএব উত্তরকে এইরূপে (উহা শিক্ষা দিবার জন্য) যদি তাঁহাদের নিকট আসিলেন" (১৩।১।৩।১৩)। "তিনি বলিলেন, 'ইন্দ্র আমাকে বলিয়াছেন যে, যখনই আমি এই বিদ্যা অপরকে শিখাইব তখনই তিনি আমার মাথা কাটিয়া ফেলিবেন। সুতরাং আমি তাঁহার ভয়ে ভীত আছি। তিনি যদি আমার মাথা না কাটেন তবেই তোমাদিগকে শিষ্য করিতে পারি।' তাঁহারা বলিলেন, 'আমরা আপনাকে তাঁহার নিকট হইতে ত্রাণ করিব।' 'কিরূপে তোমরা আমায় ত্রাণ করিবে?' 'আপনি যখন আমাদিগকে উপনীত করিবেন তখন আমরা আপনার মাথা কাটিয়া ফেলিব এবং উহা অন্যত্র রাখিয়া দিব। অতঃপর এক অশ্বমুণ্ড আনিয়া আপনার স্কন্ধে স্থাপন করিব। ঐ মস্তকের দ্বারা আপনি আমাদিগকে বলিবেন। ঐরূপ করার সময়ে ইন্দ্র আপনার ঐ মস্তক কাটিয়া ফেলিবেন। তখন আপনার নিজের মস্তক আনিয়া উহা পুনর্বার আপনাতে স্থাপন করিব।' 'তথাস্তু' বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে উপনীত করিলেন। তিনি ঐরূপ করিলে অশ্বিদ্বয় তাঁহার মাথা কাটিয়া অন্যত্র রাখিলেন এবং এক অশ্বমুণ্ড আনিয়া তাঁহাতে জুড়িয়া দিলেন। তাহার দ্বারা তিনি তাঁহাদিগকে উপদেশ দিলেন। উপদেশ দেওয়ার কালে ইন্দ্র তাঁহার ঐ মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। তখন অশ্বিদ্বয় তাঁহার নিজের মাথা আনিয়া আবার তাঁহাতে জুড়িয়া দিলেন" (১৪।১।১।২২-২৪)। ঐ প্রকরণে কিন্তু যতটুকু মধুবিদ্যা প্রবর্গ্যকর্মের অঙ্গীভূত কেবল ততটুকুই বলা হইয়াছে; আত্মজ্ঞানাখ্য রহস্যবিদ্যা বলা হয় নাই। তাহা এখানে বলা হইল। সেখানে উল্লিখিত আখ্যায়িকাটি এখানে বিদ্যার প্রশংসার জন্য উল্লিখিত হইল। ইন্দ্রের দ্বারা রক্ষিত এই বিদ্যাটি অশ্বিদ্বয়ের ন্যায় দেবগণেরও দুর্লভ। এই বিদ্যালাভের জন্য অশ্বিদ্বয়কে ব্রাহ্মণের মাথা কাটিয়া আবার উহা জুড়িতে হইয়াছিল। সুতরাং এই দুষ্প্রাপ্য ব্রহ্মবিদ্যার জন্য যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ, যদিও প্রবর্গ্যকর্মের প্রকরণেই প্রাসঙ্গিকভাবে ইহার বিস্তারিত উল্লেখ করা উচিত ছিল, তথাপি আত্মবিদ্যা সর্বকর্মত্যাগের দ্বারা লভ্য বলিয়া, উহা কর্মের প্রকরণে বিবৃত হয় নাই; এইরূপেও আত্মবিদ্যার শ্রেষ্ঠতা দেখান হইল।

২। এখানে ক্রূরকর্মের উল্লেখের দ্বারা অশ্বিদ্বয়ের নিন্দা করা হয় নাই।

ইহা নিবারণের জন্তই—এইরূপ কুকর্ম করিলেও ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে অশ্বিদ্বয়ের কোনও ক্ষতি হয় নাই।

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ। তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচৎ—

আথর্বণায়াশ্বিনা দধীচেঽ-
শ্ব্যং শিরঃ প্রত্যৈরয়তম্।
স বাং মধু প্রবোচদৃতায়ন্
ত্বাষ্ট্রং যদ্ দস্রাবপি কক্ষ্যং বাম্॥ ইতি॥ ১৭

ইদম্ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]—[হে] অশ্বিনা (=অশ্বিনৌ ; অশ্বিদ্বয়) [আপনারা] আথর্বণায় দধীচে (আথর্বণ দধ্যঙ্ ঋষিকে) অশ্ব্যম্ শিরঃ (অশ্বের মস্তক) প্রত্যৈরয়তম্ (প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন)। [হে] দস্রৌ (পরবলপীড়ক, শত্রুসংহারক, অশ্বিদ্বয়), সঃ (তিনি) ঋতায়ন্ ([প্রতিজ্ঞাত] সত্যপালনে ইচ্ছুক হইয়া) বাম্ (আপনাদের দুইজনকে) ত্বাষ্ট্রম্ (কর্মসম্বন্ধী) মধু (মধুবিদ্যা) প্রবোচৎ (বলিয়াছিলেন), যৎ (যে মধুবিদ্যা) কক্ষ্যম্ (গোপনীয়) অপি ([তাহা] ও) [অর্থাৎ আত্মবিদ্যাও] বাম্ [প্রবোচৎ] ইতি। ১৭

পূর্বোক্ত এই মধুবিদ্যাই অথর্ববেদপারগ দধ্যঙ্ ঋষি অশ্বিদ্বয়কে বলিয়াছিলেন। উক্ত এই কর্মটি দেখিয়া (মন্ত্রদ্রষ্টা) ঋষি[1] বলিলেন, "হে অশ্বিদ্বয়, আপনারা অথর্ববেদপারগ দধ্যঙ্ ঋষির স্কন্ধে অশ্বমুণ্ড সংযোজিত করিয়াছিলেন। হে পরবলপীড়কদ্বয়, তিনি সত্যপালনে কৃতনিশ্চয় হইয়া আপনাদিগকে কর্মসম্বন্ধী[2] মধুবিদ্যা এবং (আত্ম-বিষয়ক) রহস্তবিদ্যাও বলিয়াছিলেন।" ১৭

১। ইনি কক্ষীবান্ ঋষি। ইনি পূর্ব মন্ত্রের ও এই মন্ত্রের দ্রষ্টা (ঋগ্বেদ ১।১১৬।১২, ১।১১৭।২২)।

২। মূলে আছে—ত্বাষ্ট্র—ত্বষ্টা বা সূর্যের সম্বন্ধী। শতপথব্রাহ্মণে আছে— "বিষ্ণু অপর দেবগণ অপেক্ষা আপনার মহত্বাধিক্য দেখিয়া সগর্বে ধনুর এক প্রান্তে আপনার চিবুক রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এমন সময়ে হিংসাপরায়ণ অপর দেবতারা উই পোকাদিগের দ্বারা ধনুর ছিলা কাটাইয়া ফেলিলেন। ছিন্নজ্যা ধনু বিষ্ণুর মাথা কাটিয়া ফেলিল। এই মস্তকই সূর্য।" মনে রাখিতে হইবে, বিষ্ণুই যজ্ঞ। "যজ্ঞের মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল। তখন দেবগণ অশ্বিদ্বয়কে বলিলেন, 'আপনারা তো বৈদ্য, এখন মস্তক পুনঃ সংযোজিত করুন'।" যজ্ঞের মস্তক সংযোজনের জন্য প্রবর্গ্যকর্ম আরম্ভ হইয়াছিল। যজ্ঞমস্তক সংযোজনের জন্য ক্রিয়মাণ প্রবর্গ্যকর্মের অঙ্গীভূত মধুবিদ্যাই ত্বাষ্ট্র মধু। (তৈঃ আঃ ৫।১।৩-৬)।

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ। তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচৎ—

পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ।

পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ ॥ ইতি।

স বা অয়ং পুরুষঃ সর্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ো নৈনেন কিঞ্চনানাবৃতং নৈনেন কিঞ্চনাসংবৃতম্ ॥ ১৮

ইদম্ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। [পূর্বের দুইটি মন্ত্রে প্রবর্গ্যকর্মের জন্য প্রকাশিত অধ্যায়দ্বয়ের অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। এখন অপর দুইটি মন্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকাশক অধ্যায়দ্বয়ের মর্ম সংগৃহীত হইতেছে। ইহাতে "কক্ষ্য" মধুবিদ্যা উদ্ঘাটিত হইবে]— সঃ (তিনি, [পরমেশ্বর]) দ্বিপদঃ পুরঃ (দুই চরণ-সমন্বিত [মানুষ ও পক্ষীদের] শরীর সকল) চক্রে (নির্মাণ করিলেন)। চতুষ্পদঃ (চারি চরণ-সমন্বিত [পশুগণের]) পুরঃ চক্রে। সঃ পুরুষঃ (সেই পুরুষ) পুরঃ (পূর্বে, শরীর সৃষ্টির পরে কিন্তু শরীরে প্রবেশের পূর্বে) পক্ষী ভূত্বা (পাখী হইয়া, লিঙ্গ-শরীররূপে) পুরঃ (শরীরসমূহে) আবিশৎ (প্রবেশ করিলেন) ইতি। সঃ বৈ অয়ম্ (উক্ত এই পুরুষই) সর্বাসু পূর্ষু (সকল দেহপুরে) পুরিশয়ঃ (পুরে শয়নকারী, অবস্থানকারী)

[হইয়া] পুরুষঃ (পুরুষ) [নামে অভিহিত হইয়াছেন]। এনেন (—অনেন, ইহার দ্বারা) কিং চন (কিছুই) অনাবৃতম্ ন (অনাচ্ছাদিত নহে), এনেন কিং চন অসংবৃতম্ ন (অননুস্যূত নহে)। ১৮

পূর্বোক্ত এই মধুবিদ্যাই আথর্বণ দধ্যঙ্ ঋষি অশ্বিদ্বয়কে বলিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া (মন্ত্রদ্রষ্টা) ঋষি বলিলেন, "তিনি দ্বিপাদ শরীর সকল নির্মাণ করিলেন, চতুষ্পাদ শরীর সকল নির্মাণ করিলেন। সেই পুরুষ পূর্বে লিঙ্গাত্মা রূপে দেহসমূহে প্রবেশ করিলেন।" উক্ত এই পুরুষই নিখিল দেহপুরে পুরিশায়ী হইয়া পুরুষ-নামধারী হইয়াছেন। এমন কিছুই নাই যাহা ইঁহার দ্বারা আবৃত নহে ; এমন কিছুই নাই যাহাতে ইনি অনুপ্রবিষ্ট নহেন।[১] ১৮

১। অর্থাৎ জগৎ ভিতরে ও বাহিরে পরমাত্মার দ্বারা ওতপ্রোত। তিনিই নামরূপাত্মক কার্যকরণরূপে ভিতরে ও বাহিরে বিদ্যমান। বস্তুতঃ আত্মা এক (মুঃ ২।১।২)। আত্মার একত্বই এই মন্ত্রের তাৎপর্য।

ইদং বৈ তন্মধু দধ্যঙ্ঙাথর্বণোঽশ্বিভ্যামুবাচ। তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচৎ—

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব
তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে
যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ ॥ ইতি।

অয়ং বৈ হরয়োঽয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহূনি চানন্তানি চ তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূ-রিত্যনুশাসনম্ ॥ ১৯ ॥ ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥

ইদম্ [ইত্যাদি পূর্ববৎ] । [তিনি নামরূপের ব্যাকৃতির পরে (১।৪।৭)] রূপম্ রূপম্ [প্রতি] (বিভিন্ন রূপের অনুযায়ী, উপাধিভেদে অনুসারে) প্রতিরূপঃ (রূপান্তরিত, প্রতিবিম্বিত) বভূব (হইলেন) [কঃ ২।২।৯-১০] । তৎ (ইঁহার, পরমেশ্বরের) তৎ রূপম্ (ঐ রূপ) প্রতিচক্ষণায় (প্রতিখ্যাপনের জন্য, [শাস্ত্র ও আচার্য-রূপে] তত্ত্ব প্রকাশের জন্য) । ইন্দ্রঃ (পরমেশ্বর) মায়াভিঃ ([মিথ্যাজ্ঞানের কারণ অনাদি] অজ্ঞানবশতঃ, নাম রূপ ও ভূতগণের দ্বারা কৃত মিথ্যা অভিমানবশতঃ) পুরুরূপঃ ঈয়তে (বহুরূপে বিভাবিত হন, অনুভূত হন), হি (কারণ) অস্য (ইঁহার, এই প্রত্যগাত্মার) [দেহে] দশ (দশটি) [এমন কি] শতাঃ (শত শত) হরয়ঃ ([প্রত্যগাত্মাকে বিষয়ের প্রতি হরণকারী] ইন্দ্রিয় সকল) [রথে অশ্বের ন্যায়] যুক্তাঃ (সংযোজিত আছে) ইতি । [কিন্তু পরমেশ্বর ও ইন্দ্রিয়বৃন্দ বস্তুতঃ ভিন্ন নহেন]—অয়ম্ বৈ (এই আত্মাই) হরয়ঃ, অয়ম্ বৈ দশ চ সহস্রাণি (এবং বহু সহস্র), বহূনি চ (বহু) অনন্তানি চ (এবং অনন্ত) । তৎ এতৎ ব্রহ্ম (উক্ত এই [আত্মরূপ] ব্রহ্ম) অপূর্বম্ (পূর্বভাবী কারণ-বিহীন) অনপরম্ (পরভাবী কার্যবিহীন), অনন্তরম্ (অন্তর, অর্থাৎ স্বগতভেদ, বিহীন), অবাহ্যম্ (বাহ্য, অর্থাৎ স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ, বিহীন) । সর্বানুভূঃ (সর্ববিষয়ের অনুভবকর্তা, [দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা, বিজ্ঞাতা]) অয়ম্ আত্মা (এই প্রত্যগাত্মা) ব্রহ্ম— ইতি অনুশাসনম্ (ইহাই [সর্ববেদান্তের] উপদেশ) । ১৯

পূর্বোক্ত এই মধুবিদ্যাই অথর্ববেদপারগ দধ্যঙ্ ঋষি অশ্বিদ্বয়কে বলিয়াছিলেন । তাহা দর্শন করিয়া (মন্ত্রদ্রষ্টা) ঋষি বলিলেন, "পরমেশ্বর বিভিন্ন রূপের অনুযায়ী রূপান্তরিত হইয়াছেন ।[১] তাঁহার এই রূপ তত্ত্বপ্রকাশের জন্য ।[২] পরমেশ্বর মায়া[৩]-বশতঃ বহুরূপে অনুভূত হন ; কারণ ইঁহার (অর্থাৎ জীবাত্মার) দেহে দশটি, এমন কি শত শত,[৪] ইন্দ্রিয় সকল সংযোজিত আছে ।"[৫] এই আত্মাই ইন্দ্রিয়বৃন্দ ; ইনিই দশ ও বহু সহস্র, বহু, ও অনন্ত । উক্ত এই ব্রহ্ম অপূর্ব, অনপর, অনন্তর, ও অবাহ্য । এই সর্বানুভবকারী আত্মা ব্রহ্মই । ইহাই সর্ব বেদান্তের উপদেশ । ১৯

১। প্রতিরূপ শব্দের অর্থ "অনুরূপ" ও হইতে পারে ; অর্থাৎ পিতামাতার রূপের অনুযায়ী সন্তান জাত হয়—মানুষ হইতে মানুষ, পশু হইতে পশু, ইত্যাদি।

২। নামরূপের অভিব্যক্তি হইলেই শাস্ত্রোপদেশ, গুরুশিষ্যব্যবহারাদি, ও ব্রহ্মকে জানা সম্ভব হয় ; অন্যথা অসম্ভব।

৩। মায়া এক হইলেও বুদ্ধিভেদবশতঃ বহু ; এইজন্য বহুবচন।

৪। জীব বহু বলিয়া "শত শত" বলা হইল।

৫। ঋগ্বেদ ৬।৪৭।১৮। মন্ত্রের তাৎপর্য এই—বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গণ অনন্ত বহির্বিষয় প্রকাশের জন্য নির্মিত হইয়াছে ; সুতরাং আত্মা এক হইলেও ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে আপনাদের অসংখ্য বিষয়রূপে উপস্থাপিত করে (কঃ ২।১।১)। কিন্তু প্রজ্ঞানঘন একরসস্বরূপে আত্মা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হন না।

দ্বিতীয়াধ্যায়—ষষ্ঠ (বংশ) ব্রাহ্মণ

অথ বংশঃ পৌতিমাষ্যো গৌপবনাদ্ গৌপবনঃ পৌতিমাষ্যাৎ পৌতিমাষ্যো গৌপবনাদ্ গৌপবনঃ কৌশিকাৎ কৌশিকঃ কৌণ্ডিন্যাৎ কৌণ্ডিন্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ কৌশিকাচ্চ গৌতমাচ্চ গৌতমঃ—॥ ১

আগ্নিবেশ্যাদাগ্নিবেশ্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্চানভিম্লাতাচ্চানভিম্লাত আনভিম্লাতাদানভিম্লাত আনভিম্লাতাদানভিম্লাতো গৌতমাদ্ গৌতমঃ সৈতবপ্রাচীনযোগ্যাভ্যাং সৈতবপ্রাচীনযোগ্যৌ পারাশর্যাৎ পারাশর্যো ভারদ্বাজাদ্ ভারদ্বাজো ভারদ্বাজাচ্চ গৌতমাচ্চ গৌতমো ভারদ্বাজাদ্ ভারদ্বাজঃ পারাশর্যাৎ

পারাশর্যো বৈজবাপায়নাদ্ বৈজবাপায়নঃ কৌশিকায়নেঃ কৌশিকায়নিঃ—॥ ২

[অধুনা মধুকাণ্ডনামক, ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক, অতীত অধ্যায়দ্বয়ের বংশাবলী কীর্তিত হইতেছে। পর্বে পর্বে বিভক্ত বংশের (=বাঁশের) সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহার নাম বংশ। স্বাধীনভাবে উচ্চারণে সক্ষম গুরু ইহা শিষ্যদিকে অধ্যাপন করান, এবং ইহা নিত্য জপ করিতে হয়। মন্ত্রোক্ত মহাজনগণের দ্বারা এই বিদ্যা গৃহীত হইয়াছিল; সুতরাং ইহা অতি আদরণীয় এইরূপে বংশ কীর্তনের দ্বারা বিদ্যার স্তুতি করা হইল। মূলের পঞ্চম্যন্ত পদগুলি গুরুকে ও প্রথমান্ত পদগুলি শিষ্যবর্গকে বুঝাইতেছে]। ১—২

অধুনা বংশ (বলা হইতেছে)—পৌতিমাষ্য গৌপবনের নিকট (এই বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন), গৌপবন (অপর এক) পৌতিমাষ্য হইতে, (এই) পৌতিমাষ্য (অপর) গৌপবন হইতে, (এই) গৌপবন কৌশিক হইতে, কৌশিক কৌণ্ডিন্য হইতে, কৌণ্ডিন্য শাণ্ডিল্য হইতে, শাণ্ডিল্য কৌশিক ও গৌতম হইতে, গৌতম আগ্নিবেশ্য হইতে, অগ্নিবেশ্য শাণ্ডিল্য ও আনভিম্লাত হইতে, আনভিম্লাত (অপর) আনভিম্লাত হইতে, (দ্বিতীয়) আনভিম্লাত (অপর এক) আনভিম্লাত হইতে, (শেষোক্ত) আনভিম্লাত গৌতম হইতে, গৌতম সৈতব ও প্রাচীনযোগ্য হইতে, সৈতব ও প্রাচীনযোগ্য পারাশর্য হইতে, পারাশর্য ভারদ্বাজ হইতে, ভারদ্বাজ (অপর) ভারদ্বাজ ও গৌতম হইতে, গৌতম (অপর এক) ভারদ্বাজ হইতে, (এই) ভারদ্বাজ পারাশর্য হইতে, পারাশর্য বৈজবাপায়ন হইতে, বৈজবাপায়ন কৌশিকায়নি হইতে, কৌশিকায়নি— । ১—২

ঘৃতকৌশিকাদ্ ঘৃতকৌশিকঃ পারাশর্যায়ণাৎ পারাশর্যায়ণঃ

পারাশর্যাৎ পারাশর্যো জাতূকর্ণ্যাজ্ জাতূকর্ণ্য আসুরায়ণাচ্চ যাস্কাচ্চাসুরায়ণস্ত্রৈবণেস্ত্রৈবণিরৌপজন্ধনেরৌপজন্ধনিরাসুরে-রাসুরির্ভারদ্বাজাদ্ ভারদ্বাজ আত্রেয়াদাত্রেয়ো মাণ্টের্মাণ্টি-র্গৌতমাদ্ গৌতমো গৌতমাদ্ গৌতমো বাৎস্যাদ্ বাৎস্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ কৈশোর্যাৎ কাপ্যাৎ কৈশোর্যঃ কাপ্যঃ কুমারহারিতাৎ কুমারহারিতো গালবাদ্ গালবো বিদর্ভী-কৌণ্ডিন্যাদ্ বিদর্ভীকৌণ্ডিন্যো বৎসনপাতো বাভ্রবাদ্ বৎসনপাদ্ বাভ্রবঃ পথঃ সৌভরাৎ পন্থাঃ সৌভরোঽয়াস্যাদাঙ্গি-রসাদয়াস্য আঙ্গিরস আভূতেস্ত্বাষ্ট্রাদাভূতিস্ত্বাষ্ট্রো বিশ্বরূপাৎ ত্বাষ্ট্রাদ্ বিশ্বরূপস্ত্বাষ্ট্রোঽশ্বিভ্যামশ্বিনৌ দধীচ আথর্বণাদ্ দধ্যঙ্ ঙাথর্বণো দৈবাদথর্বা দৈবো মৃত্যোঃ প্রাধ্বংসনান্মৃত্যুঃ প্রাধ্বংসনঃ প্রধ্বংসনাৎ প্রধ্বংসন একর্ষেরেকর্ষির্বিপ্রচিত্তে-র্বিপ্রচিত্তির্ব্যষ্টের্ব্যষ্টিঃ সনারোঃ সনারুঃ সনাতনাৎ সনাতনঃ সনগাৎ সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৩ ॥ ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়স্য ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

পরমেষ্ঠী (বিরাট্), ব্রহ্মণঃ (হিরণ্যগর্ভ হইতে) । [আচার্যপরম্পরা হিরণ্যগর্ভের পরে আর নাই ; পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বেদ তাঁহার কৃপায় হিরণ্যগর্ভের মনে স্বতঃই প্রকটিত হইয়াছিল]। ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) স্বয়ম্ভু (নিত্য) [তিনিই বেদরূপে অবস্থান করেন ; সুতরাং বেদের উৎপত্তি নাই]। ব্রহ্মণে (পরব্রহ্মকে) নমঃ । ৩

—ঘৃতকৌশিক হইতে, ঘৃতকৌশিক পারাশর্যায়ণ হইতে, পারাশর্যায়ণ পারাশর্য হইতে, পারাশর্য জাতূকর্ণ্য হইতে, জাতূকর্ণ্য

আসুরায়ণ হইতে, আসুরায়ণ ত্রৈবণি হইতে, ত্রৈবণি ঔপজন্ধনি হইতে, ঔপজন্ধনি আসুরি হইতে, আসুরি ভারদ্বাজ হইতে, ভারদ্বাজ আত্রেয় হইতে, আত্রেয় মাণ্টি হইতে, মাণ্টি গৌতম হইতে, গৌতম (অপর) গৌতম হইতে, (দ্বিতীয়) গৌতম বাৎস্য হইতে, বাৎস্য শাণ্ডিল্য হইতে, শাণ্ডিল্য কৈশোর্য হইতে, কৈশোর্য কাপ্য কুমারহারিত হইতে, কুমারহারিত গালব হইতে, গালব বিদর্ভীকৌণ্ডিন্য হইতে, বিদর্ভী-কৌণ্ডিন্য বৎসনপাৎ বাভ্রব হইতে, বৎসনপাৎ বাভ্রব পথ সৌভর হইতে, পথ সৌভর আয়াস্য আঙ্গিরস হইতে, আয়াস্য আঙ্গিরস আভূতি ত্বাষ্ট্র হইতে, আভূতি ত্বাষ্ট্র বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট্র হইতে, বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট্র অশ্বিদ্বয় হইতে, অশ্বিদ্বয় দধ্যঙ্ আথর্বণ হইতে, দধ্যঙ্ আথর্বণ আথর্বণ দৈব হইতে, অথর্বা দৈব মৃত্যু প্রাধ্বংসন হইতে, মৃত্যু প্রাধ্বংসন প্রধ্বংসন হইতে, প্রধ্বংসন একর্ষি হইতে, একর্ষি বিপ্রচিত্তি হইতে, বিপ্রচিত্তি ব্যষ্টি হইতে, ব্যষ্টি সনারু হইতে, সনারু সনাতন হইতে, সনাতন সনগ হইতে, সনগ পরমেষ্ঠী (বিরাট্) হইতে, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ) হইতে (এই বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন)। ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু। ব্রহ্মকে নমস্কার। ৩

তৃতীয়াধ্যায়—প্রথম (অশ্বল) ব্রাহ্মণ

ওঁ ॥ জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে তত্র হ কুরুপঞ্চালানাং ব্রাহ্মণা অভিসমেতা বভূবুস্তস্য হ জনকস্য বৈদেহস্য বিজিজ্ঞাসা বভূব কঃস্বিদেষাং ব্রাহ্মণানামনূচানতম ইতি স হ গবাং সহস্রমবরুরোধ দশ দশ পাদা একৈকস্যাঃ শৃঙ্গয়োরাবদ্ধা বভূবুঃ ॥ ১

[মধুকাণ্ডে যে ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এখানে যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডে তাহাই পুনর্বার আলোচিত হইতেছে ; কিন্তু ইহাতে পুনরুক্তি হইল না ; কারণ মধুকাণ্ড আগমপ্রধান, আর যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড যুক্তিপ্রধান। আগম ব্রহ্মজ্ঞানের করণ, অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ ; যুক্তি পদার্থপরিশোধন-ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের উপকরণ। এই জন্য শ্রবণস্থানীয় আগমপ্রধান মধুকাণ্ডের পর উপপত্তিপ্রধান মননস্থানীয় যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড আরব্ধ হইতেছে]—জনকঃ হ (জনক নামে প্রসিদ্ধ) বৈদেহঃ (বিদেহসম্রাট্) বহুদক্ষিণেন (বহুদক্ষিণ নামক, বা যে যজ্ঞে বহু দক্ষিণা দিতে হয় এইরূপ অশ্বমেধ) যজ্ঞেন ঈজে (যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন)। তত্র হ (সেই যজ্ঞে) কুরুপঞ্চালানাম্ (কুরু ও পঞ্চাল দেশের) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণ সকল, বেদাধ্যয়নরত ও বেদার্থনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ) অভিসমেতাঃ (সমাগত) বভূবুঃ (হইয়াছিলেন)। তস্য হ জনকস্য বৈদেহস্য (সেই বিদেহসম্রাট্ জনকের) বিজিজ্ঞাসা (বিশেষ জানিবার ইচ্ছা, অনুসন্ধিৎসা) বভূব (হইল)—এষাম্ ব্রাহ্মণানাম্ (এই [ব্যাখ্যাপারগ] ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে) কঃস্বিদ্ (কোন্ ব্যক্তি) অনূচানতমঃ (বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ) ইতি। [এইরূপ অনুসন্ধিৎসু হইয়া] সঃ হ (তিনি) গবাম্ সহস্রম্ (এক হাজার গাভী) [গোষ্ঠে] অবরুরোধ (অবরুদ্ধ করিলেন) ; [গাভীদের] এক-একস্যাঃ (প্রত্যেকটির) শৃঙ্গয়োঃ (শৃঙ্গদ্বয়ে) [প্রতি শৃঙ্গে পাঁচ পাদ করিয়া] দশ দশ পাদাঃ (দশ দশটি সুবর্ণপাদ) আবদ্ধাঃ (আবদ্ধ) বভূবুঃ (হইল)। ১

জনক নামে প্রসিদ্ধ বিদেহসম্রাট্[১] বহুদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে কুরু ও পঞ্চাল দেশ[২] হইতে বহু ব্রাহ্মণ সমাগত হইয়াছিলেন। সেই বিদেহসম্রাট্ জনকের মনে এই অনুসন্ধিৎসা হইল, "(বেদজ্ঞ) এই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কে বেদজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ?" তিনি এক সহস্র গাভী (গোষ্ঠে) অবরুদ্ধ করাইলেন; এবং প্রত্যেক গাভীর শৃঙ্গদ্বয়ে দশ দশ পাদ[৩] সুবর্ণ আবদ্ধ করা হইল।[৪] ১

১। রাজসূয়ে অভিষিক্ত সার্বভৌম রাজাকে সম্রাট্ বলে।

২। এই উভয় দেশ বিদ্যাবত্তার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

৩। এক তুলার চারিশত ভাগের এক ভাগ পাদ।

৪। আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য বিদ্যার মহিমা খ্যাপন, কিংবা বিদ্যালাভের উপায় প্রদর্শন করা। বিদ্যালাভের উপায়সমূহের মধ্যে ধনদান একটি উত্তম উপায়। অপর এক উপায়—বিজ্ঞজনের সঙ্গলাভ ও তাঁহাদের সহিত আলোচনা। দ্বিতীয় উপায় পরেই দেখান হইতেছে।

তান্ হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো যো বো ব্রহ্মিষ্ঠঃ স এতা গা উদজতামিতি। তে হ ব্রাহ্মণা ন দধৃষুরথ হ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বমেব ব্রহ্মচারিণমুবাচৈতাঃ সোম্যোদজ সামশ্রবা৩ ইতি তা হোদাচকার তে হ ব্রাহ্মণাশ্চুক্রুধুঃ কথং নো ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রুবীতেত্যথ হ জনকস্য বৈদেহস্য হোতাঽশ্বলো বভূব স হৈনং পপ্রচ্ছ ত্বং নু খলু নো যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মিষ্ঠোঽসী৩ ইতি স হোবাচ নমো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্মো গোকামা এব বয়ং স্ম ইতি তং হ তত এব প্রষ্টুং দধ্রে হোতাঽশ্বলঃ ॥ ২

[জনক] তান্ (তাঁহাদিগকে) উবাচ হ—[হে] ভগবন্তঃ (পূজ্যার্হ) ব্রাহ্মণাঃ, যঃ (যিনি) বঃ (আপনাদের মধ্যে) ব্রহ্মিষ্ঠঃ সঃ (তিনি) এতাঃ গাঃ (এই গাভী সকল) উদজতাম্ ([স্বগৃহে] তাড়াইয়া লইয়া যান) ইতি। তে হ (সেই) ব্রাহ্মণাঃ ন দধৃষুঃ (প্রগল্ভতা প্রকাশ করিলেন না)। অথ হ (অতঃপর) যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বম্ এব (নিজেরই) ব্রহ্মচারিণম্ (ব্রহ্মচারীকে, অন্তেবাসীকে) উবাচ—[হে] সোম্য (প্রিয়দর্শন) সামশ্রবঃ [আহ্বানার্থে প্লুতি], এতাঃ (এই গাভীগণকে) উদজ ([আমাদের গৃহের দিকে] চালিত কর) ইতি। তাঃ (তাহাদিগকে) [সোমশ্রবা] উদাচকার হ (চালিত করিলেন)। নঃ (আমাদের মধ্যে) [ইনি] কথম্ (কিরূপে [আপনাকে] ব্রহ্মিষ্ঠঃ ব্রুবীত (বলিতে পারেন, বলিতে সাহসী হন) ইতি (এই চিন্তা করিয়া) তে হ (সেই সকল) ব্রাহ্মণাঃ চুক্রুধুঃ (ক্রোধ করিলেন)। জনকস্য বৈদেহস্য অশ্বলঃ (অশ্বলনামক) [যিনি] হোতা (হোতৃকর্মে, অর্থাৎ ঋগ্‌মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক দেবগণকে যজ্ঞে আহ্বানে, নিযুক্ত ঋত্বিক্) বভূব (ছিলেন) অথ হ (তখন) সঃ এনম্ (ইঁহাকে, যাজ্ঞবল্ক্যকে) পপ্রচ্ছ হ (প্রশ্ন করিলেন)—যাজ্ঞবল্ক্য, নঃ ত্বম্ নু (আপনিই বুঝি) খলু (অবশ্যই, সত্যই) ব্রহ্মিষ্ঠঃ অসি (আছেন) [প্লুতি তৎসমাদসূচক] ইতি। সঃ (যাজ্ঞবল্ক্য) উবাচ হ—বয়ম্ (আমরা) ব্রহ্মিষ্ঠায় (ব্রহ্মিষ্ঠ আপনাকে) নমঃ-কুর্মঃ (নমস্কার করিতেছি); [কিন্তু ইদানীং] বয়ম্ গোকামাঃ এব স্মঃ (কেবল গোধনলাভে ইচ্ছুক আছি) ইতি। হোতা অশ্বলঃ ততঃ এব হ (তাহাতেই, ব্রহ্মিষ্ঠত্বের পণ স্বীকৃত হওয়ায়) তম্ (তাঁহাকে) প্রষ্টুম্ দধ্রে (প্রশ্ন করিতে সঙ্কল্প করিলেন)। ২

(জনক) তাঁহাদিগকে বলিলেন, "হে পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ তিনি এই গাভী সকল লইয়া যান।" উক্ত ব্রাহ্মণগণ প্রগল্ভতা প্রকাশ করিলেন না। তখন যাজ্ঞবল্ক্য আপনারই অন্তেবাসীকে বলিলেন, "হে সৌম্য সামশ্রবা, এই গাভীগণকে (আমাদের গৃহের দিকে) চালিত কর।" তিনি তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া গেলেন। "ইনি কিরূপে আপনাকে আমাদের সকলের মধ্যে

ব্রহ্মিষ্ঠ বলিতে পারেন ?"—এই মনে করিয়া ব্রাহ্মণগণ চুপ করিলেন। বিদেহসম্রাট্ জনকের অশ্বলনামক যে একজন হোতা১ ছিলেন, তিনি তখন যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, আপনিই বুঝি আমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ ?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমরা ব্রহ্মিষ্ঠকে নমস্কার করি, ইদানীং আমরা কেবল গোধনকামী।৩" তাহাতেই হোতা অশ্বল স্থির করিলেন যে, তাঁহাকে প্রশ্ন করিবেন। ২

১। সামশ্রবস্ এর যৌগিক অর্থ, যিনি সামবিধি শ্রবণ করেন। সাম আবার ঋকে প্রতিষ্ঠিত ; অর্থাৎ ঋক্ই সামরূপে গীত হয়। এদিকে যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্বেদবিদ্ ; তিনি শিষ্যকে সামবিধি শিক্ষা দেন। অথর্ববেদ আবার উক্ত তিন বেদের অন্তর্গত। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্য চতুর্বেদবিদ্।

২। রাজাশ্রয়ে থাকিয়া দাম্ভিক হওয়ায় ইনি প্রথমে অগ্রসর হইলেন।

৩। ইহাতে বুঝাইতেছে যে, যাজ্ঞবল্ক্য উদ্ধত ছিলেন না।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্বং মৃত্যুনাপ্তং সর্বং মৃত্যুনাহভিপন্নং কেন যজমানো মৃত্যোরাপ্তিমতিমুচ্যত ইতি হোত্রর্ত্বিজাহগ্নিনা বাচা বাগ্বৈ যজ্ঞস্য হোতা তদ্ যেয়ং বাক্ সোহয়মগ্নিঃ স হোতা স মুক্তিঃ সাহতিমুক্তিঃ ॥ ৩

[উদ্গীথপ্রকরণে (১।৩) সংক্ষেপে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানের সহিত সমুচ্চিত কর্মসহায়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। বর্তমান ব্রাহ্মণে উহারই আলোচনা, অর্থাৎ পরীক্ষা, প্রসঙ্গে উদ্গীথোপাসনার অঙ্গীভূত বাগাদির অগ্ন্যাদিস্বরূপত্ব প্রাপ্তি-বিষয়ক বিজ্ঞান বিবৃতরূপে বলা হইতেছে]—[অশ্বল] উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য ইতি। যৎ (যেহেতু) ইদম্ (এই) সর্বম্ ([কর্মের] সমস্ত [সাধনসামগ্রী—ঋত্বিক্, অগ্নি প্রভৃতি]) মৃত্যুনা ([স্বাভাবিক আসক্তির সহিত কৃত কর্মরূপ] মৃত্যুর দ্বারা) আপ্তম্ (ব্যাপ্ত), সর্বম্ মৃত্যুনা অভিপন্নম্ (বশীকৃত) [সুতরাং] যজমানঃ কেন

(কোন্ উপাধিযুক্ত দর্শন অবলম্বনে) মৃত্যোঃ (মৃত্যুর) আপ্তিম্ (অধীনতাকে) অতিমুচ্যতে (অতিক্রম করিয়া মুক্ত হন) [মৃত্যুর বশ হন না]? ইতি। [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন]—হোত্রা ঋত্বিজা (হোতা নামক ঋত্বিক্‌রূপী) [ও] অগ্নিনা (অগ্নিরূপী) বাচা (বাকের দ্বারা) ; বাক্ বৈ (বাগিন্দ্রিয়ই) যজ্ঞস্য (যজ্ঞের, অর্থাৎ যজমানের [যজ্ঞো বৈ যজমানঃ—শঃ ব্রাঃ ১৪।২।২।২৪]) হোতা ; [তথাপি হোতা ও বাকে অগ্নিদেবতায় দৃষ্টি বিধেয় ; কারণ] তৎ (উক্তস্থলে) ইয়ম্ যা বাক্ (এই যে [যজমানের] বাক্) সঃ অয়ম্ অগ্নিঃ (উহাই [অধিদৈবত] এই অগ্নি) ; সঃ (সেই অগ্নি) হোতা ["অগ্নির্বৈ হোতা—শঃ ব্রাঃ ৬।৪।২।৬], সঃ (সেই [হোতা ও বাক্‌রূপী—১।৩।১২] অগ্নি) মুক্তিঃ (মুক্তির উপায়) [অর্থাৎ বাক্ ও হোতাকে অগ্নিরূপে দর্শনই হোতা ও যজমানের পক্ষে মুক্তির উপায়]। সা (ঐ মুক্তিই) অতিমুক্তিঃ (অতিমুক্তির সাধন)। ৩

(অশ্বল) বলিলেন,—"হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই সমস্তই যখন মৃত্যুদ্বারা ব্যাপ্ত এবং মৃত্যুর বশীভূত, তখন যজমান কোন্ উপায়ে মৃত্যুর অধীনতা অতিক্রম করিয়া মুক্ত হন ?" (যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন), "যিনি হোতা নামক ঋত্বিক্ সেই হোতৃরূপী ও অগ্নিরূপী বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা। যজমানের বাক্‌ই হোতা, যজমানের এই যে বাক্ উহাই এই অগ্নিদেবতা, এবং অগ্নিই হোতা। এই অগ্নিই (অর্থাৎ বাক্ ও হোতাতে অগ্নিদৃষ্টিই) মুক্তি (অর্থাৎ মুক্তির উপায়)। ঐ মুক্তিই অতিমুক্তি (অর্থাৎ অতিমুক্তির উপায়)।[১]" ৩

১। ১।৩।১২ কণ্ডিকায় বলা হইয়াছে, "মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর অতীত রূপে বিদ্যমান"—ইহাই অতিমৃত্যু। বাগাদি ইন্দ্রিয় অধিদৈব অগ্নিপ্রভৃতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে যজমানও বৈরাজপদে স্থিত হইয়া মুক্ত হন—ইহা উদ্গীথপ্রকরণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (১।৩।৭ টীকা)। কিন্তু উদ্গীথপ্রকরণে মুখ্যপ্রাণে আত্মাভিমানকেই মুক্তির কারণ বলা হইয়াছে (১।৩।১১), বাগাদিতে অগ্ন্যাদি-দর্শন সেখানে বলা হয় নাই। এই স্থলে উক্ত বিশেষদর্শনগুলি বলা হইতেছে। অতিমুক্তি—অধিদৈব

অগ্নিত্বপ্রাপ্তি। হোতা ও বাক্‌কে পরিচ্ছিন্নরূপে না দেখিয়া অপরিচ্ছিন্ন অধিদৈবত অগ্নিরূপে দর্শনই মুক্তি। উক্ত দর্শনের ফলে অধ্যাত্ম ও অধিভূত বিষয়ে স্বাভাবিক আসক্তিরূপ মৃত্যু হইতে যে মুক্তি, তাহাই অতিমুক্তি। "মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর অতীতরূপে দেদীপ্যমান আছেন" (১।৩।১২) এই কথায়ও ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্বমহোরাত্রাভ্যামাপ্তং সর্বমহোরাত্রাভ্যামভিপন্নং কেন যজমানোঽহোরাত্রয়োরাপ্তিমতিমুচ্যত ইত্যধ্বর্যুণর্ত্বিজা চক্ষুষাদিত্যেন চক্ষুর্বৈ যজ্ঞস্যাধ্বর্যুস্তদ্ যদিদং চক্ষুঃ সোঽসাবাদিত্যঃ সোঽধ্বর্যুঃ স মুক্তিঃ সাঽতিমুক্তিঃ ॥ ৪

[অগ্ন্যাদি সাধনকে আশ্রয় করিয়া যে কাম্য কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই মৃত্যু। পূর্বকণ্ডিকায় উহা হইতে মুক্তির কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু ক্রিয়ানুষ্ঠান ব্যতিরেকেও সেই সকল কর্মের সাধন অগ্নি প্রভৃতি কালপ্রভাবে জাত, বর্ধিত, ও নষ্ট (বিপরিণামপ্রাপ্ত) হয়। সুতরাং কাল একটি স্বতন্ত্র মৃত্যু। ঐ কাল দুই প্রকার—সূর্যের অধীন অহোরাত্র ও চন্দ্রের অধীন তিথ্যাদি। এই কণ্ডিকায় অহোরাত্র হইতে মুক্তি বলা হইতেছে]—অহোরাত্রাভ্যাম্ (দিন ও রাত্রির দ্বারা); অহোরাত্রয়োঃ (দিন ও রাত্রি হইতে); অধ্বর্যুণা ঋত্বিজা চক্ষুষা আদিত্যেন (অধ্বর্যু নামক ঋত্বিক্‌রূপী ও চক্ষুরূপী সূর্যের [১।৩।১৪] দ্বারা) [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ]। ৪

(অশ্বল) বলিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই সমস্তই যখন অহোরাত্রের দ্বারা ব্যাপ্ত, সমস্তই যখন অহোরাত্রের অধীন, তখন যজমান কোন্ উপায়ে অহোরাত্রের কবল হইতে মুক্ত হন?" "অধ্বর্যু নামক ঋত্বিক্‌রূপী ও চক্ষুরূপী আদিত্যের দ্বারা। যজমানের চক্ষুই অধ্বর্যু। যজমানের এই যে চক্ষু উহাই ঐ আদিত্যদেবতা এবং আদিত্যই অধ্বর্যু।

এই সূর্যই (অর্থাৎ চক্ষু ও অধ্বর্যুকে আদিত্যরূপে দর্শনই) মুক্তির উপায়। এই মুক্তিই অতিমুক্তির২ (অর্থাৎ আদিত্যভাব-প্রাপ্তির) উপায়।" ৪

১। যিনি যজুর্মন্ত্র পাঠ করেন, আহুতি প্রদান করেন, ও যজ্ঞের দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত রাখেন।

২। আদিত্যে আত্মভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তির দিবারাত্র নাই (ছাঃ ৩।১১।১-৩)।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্বং পূর্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যা-মাপ্তং সর্বং পূর্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যামভিপন্নং কেন যজমানঃ পূর্বপক্ষাপরপক্ষয়োরাপ্তিমতিমুচ্যত ইত্যুদ্‌গাত্রর্ত্বিজা বায়ুনা প্রাণেন প্রাণো বৈ যজ্ঞস্যোদ্‌গাতা তদ্ যোঽয়ং প্রাণঃ বায়ুঃ স উদ্‌গাতা স মুক্তিঃ সাঽতিমুক্তিঃ ॥ ৫

পূর্বপক্ষ-অপরপক্ষাভ্যাম্ (শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের দ্বারা)। উদ্‌গাত্রা ঋত্বিজা বায়ুনা প্রাণেন ([সামগায়ী] উদ্‌গাতা নামক ঋত্বিগ্‌রূপী ও বায়ুরূপী প্রাণের, অর্থাৎ প্রাণবায়ুর, দ্বারা)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৫

(অশ্বল) বলিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই সমস্তই যখন শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের দ্বারা ব্যাপ্ত, এই সমস্তই যখন শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের অধীন, তখন যজমান কোন্ উপায় অবলম্বনে শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের কবল হইতে মুক্ত হন?" "উদ্‌গাতা নামক ঋত্বিগ্‌রূপী ও বায়ুরূপী প্রাণের দ্বারা।" যজমানের প্রাণই উদ্‌গাতা। যজমানের এই যে প্রাণ উহাই বায়ুদেবতা (অর্থাৎ সূত্রাত্মা), এবং বায়ুই উদ্‌গাতা। এই বায়ুই (অর্থাৎ প্রাণ ও উদ্‌গাতাকে বায়ুরূপে দর্শনই) মুক্তি। ঐ

মুক্তিই অতিমুক্তি (অর্থাৎ ঋত্বিকের বায়ুর সহিত আত্মতার প্রাপ্তির উপায়)।" ৫

৫। "বাক্যের দ্বারা ও প্রাণের দ্বারা তিনি উদ্গান করিয়াছিলেন" (১।৩।২৪); সুতরাং প্রাণ উপাস্য। আবার "জল এই প্রাণের শরীর, চন্দ্র তাহার জ্যোতির্ময় রূপ" (১।৫।১৩); সুতরাং প্রাণ, বায়ু, ও চন্দ্র অভিন্ন। এই জন্যই মাধ্যন্দিন শাখায় বায়ুর স্থলে চন্দ্রের উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ চন্দ্রের পরিবর্তন বায়ু বা সূত্রাত্মার অধীন। সুতরাং যিনি (মাধ্যন্দিন শাখার মতে চন্দ্রের সহিত আত্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি যেমন পাক্ষিক পরিবর্তনের অতীত হন, তেমনি যিনি (এই কাণ্বশাখার মতে) বায়ুর সহিত অভিন্ন হইয়াছেন, তিনিও পক্ষের অতীত হইবেন, ইহাতে আর কথা কি?

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদমন্তরিক্ষমনারম্বণমিব কেনাক্রমেণ যজমানঃ স্বর্গং লোকমাক্রমত ইতি ব্রহ্মণর্ত্বিজা মনসা চন্দ্রেণ মনো বৈ যজ্ঞস্য ব্রহ্মা তদ্ যদিদং মনঃ সোঽসৌ চন্দ্রঃ স ব্রহ্মা স মুক্তিঃ সাঽতিমুক্তিরিত্যতিমোক্ষা অথ সম্পদঃ ॥ ৬

[যজমান কোন্ আশ্রয় অবলম্বনে পরিচ্ছিন্নবিষয়ক মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অতিমুক্তিফল প্রাপ্ত হন তাহা বলা হইতেছে]—ইদম্ অন্তরিক্ষম্ (এই আকাশ) যৎ (যখন) অনারম্বণম্ ইব (অবলম্বনশূন্য) [বোধ হইতেছে], [তখন] যজমানঃ কেন আক্রমেণ (কোন্ আলম্বন অবলম্বনে) স্বর্গম্ লোকম্ আক্রমতে (স্বর্গলোকলাভরূপ ফল প্রাপ্ত হন) ইতি। ব্রহ্মণা ঋত্বিজা মনসা চন্দ্রেণ ([যজ্ঞপরিদর্শনকার্যে নিযুক্ত] ব্রহ্মা নামক ঋত্বিগ্‌রূপী ও মনোরূপী চন্দ্রদেবতার দ্বারা)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ইতি (এই প্রকারে) অতিমোক্ষাঃ (অতিমুক্তি সকল) [বলা হইল]। অথ (অধুনা) সম্পদঃ (সম্পদ্ সকল) [বলা হইতেছে]।৬

(অশ্বল) বলিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই অন্তরিক্ষ যখন আলম্বনশূন্য বোধ হইতেছে, তখন যজমান কি আশ্রয় করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন ?[১]" "ব্রহ্মা নামক ঋত্বিগ্‌রূপী ও মনোরূপী চন্দ্রদেবতার দ্বারা। যজমানের মনই ব্রহ্মা। যজমানের এই যে মন উহাই চন্দ্র। ঐ চন্দ্র ব্রহ্মা। ঐ চন্দ্রই (অর্থাৎ মন ও ব্রহ্মাকে চন্দ্ররূপে দর্শনই) মুক্তি। ঐ মুক্তিই অতিমুক্তি।" এই পর্যন্ত অতিমুক্তি সকল (বলা হইল)। অতঃপর সম্পদ্ সকল[৩] (বলা হইতেছে)। ৬

১। মূলের "ইব" (যেন) শব্দে সূচিত হইতেছে যে, কোনও আলম্বন আছে, যদিও উহা অজ্ঞাত। "কি সেই অজ্ঞাত আলম্বন যাহার সহায়ে যজমান অতিমুক্ত হইবেন ?" ইহাই প্রশ্ন।

২। বুঝিতে হইবে, স্বর্গাদিরও দেবত্বপ্রাপ্তি বলা হইয়া গিয়াছে।

৩। অশ্বমেধাদি মহৎ কর্মের সহিত কোনও সাদৃশ্য অবলম্বনে অগ্নিহোত্রাদি অল্পফল কর্মকে অশ্বমেধাদির ন্যায় মহৎফলবান্ মনে করাকে, অথবা দেবলোকাদির সহিত উজ্জ্বলত্বাদি সাদৃশ্য অবলম্বনে অগ্নিহোত্রাদি অল্পফল কর্মের আজ্যাদি আহুতিতে দেবলোকাদির আরোপ করাকে "সম্পদুপাসনা" বলে। এইরূপ উপাসনার ফলে সেই সেই মহৎ ফলই লাভ হয়।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কতিভিরয়মদ্যর্গ্ভির্হোতাঽস্মিন্ যজ্ঞে করিষ্যতীতি তিসৃভিরিতি কতমাস্তাস্তিস্র ইতি পুরোঽনুবাক্যা চ যাজ্যা চ শস্যৈব তৃতীয়া কিং তাভির্জয়তীতি যৎ কিঞ্চেদং প্রাণভৃদিতি ॥ ৭

যাজ্ঞবল্ক্য ইতি উবাচ হ, অয়ম্ হোতা অদ্য (আজ) অস্মিন্ যজ্ঞে (এই যজ্ঞে) কতিভিঃ (কয়টি) ঋগ্ভিঃ (ঋগ্জাতির দ্বারা, ঋক্ জাতীয় মন্ত্রের দ্বারা) করিষ্যতি (স্তুতিপাঠ করিবেন) ইতি। তিসৃভিঃ (তিনটির দ্বারা) ইতি। তাঃ তিস্রঃ (সেই

তিনটি) কতমাঃ (কি কি) ইতি। পুরোনুবাক্যা চ (উদ্দিষ্ট দেবতাকে অনুকূল করিবার জন্য আহুতি প্রদানের পূর্বে হোতা বা তাঁহার সহকারী মৈত্রাবরুণ যে জাতীয় ঋক্ সকল পাঠ করেন, সেই ঋগ্‌জাতি), যাজ্যা চ (এবং আহুতিপ্রদানকালে যে জাতীয় ঋক্ সকল পাঠ করেন, সেই ঋগ্‌জাতি), শস্যা এব (শস্ত্রই, যে ঋক্ মন্ত্র সকলে দেবতার প্রশংসা বা স্তুতি করা হয়, সেই ঋগ্‌জাতি) তৃতীয়া (তৃতীয় স্থানীয়)। তাভিঃ (সেই সকলের দ্বারা) কিম্ (কি) জয়তি (জয় করেন) ইতি। ইদম্ যৎ কিঞ্চ (এই যাহা কিছু) প্রাণভৃৎ (প্রাণিসমূহ) [তাহাদিগকে জয় করেন] ইতি। ৭

(অশ্বল) বলিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই হোতা আজ এই যজ্ঞে কয়টি ঋগ্‌জাতির দ্বারা স্তুতিপাঠ করিবেন?" "তিনটির দ্বারা।" "সেই তিনটি কি কি?" পুরোনুবাক্যা ও যাজ্যা, এবং শস্যাই[১] তৃতীয়।" "ঐ গুলির দ্বারা তিনি কি জয় করিবেন?" "এই যাহা কিছু প্রাণী।[২]" ৭

১। সোমযাগের সবনত্রয়ে হোতা ও হোত্রকত্রয় (মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, ও অচ্ছাবাক্) আপন আপন ধিষ্ণ্যে বসিয়া শস্ত্রপাঠ করেন। শস্ত্রের মধ্যে কতিপয় ঋক্‌সূক্ত থাকে; ঐ সূক্তই শস্ত্রের মুখ্য অংশ। কোন কোন সূক্তের মাঝে নিবিৎ মন্ত্র (কতিপয় সংক্ষিপ্ত পদযুক্ত মন্ত্র) পাঠ করিতে হয়। শস্ত্রান্তে শস্ত্রপাঠক উক্‌থবীর্য উচ্চারণ করিয়া যাজ্যা পাঠ করেন ও অবশেষে বষট্‌কার করেন। তখন আহবনীয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অধ্বর্যু নির্দিষ্ট পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ সোমরস আহবনীয়ে অর্পণ করেন। ইষ্টিযাগে পুরোনুবাক্যা ও যাজ্যা পঠিত হয় ও আজ্যাদি আহুত হয়। প্রগীত স্তোত্ররূপেই হউক বা অপ্রগীত শস্ত্ররূপেই হউক সমস্ত ঋগ্‌মন্ত্রই এই তিন শ্রেণীর ঋগ্‌জাতির অন্তর্ভুক্ত।

২। সম্পদুপাসনায় সাদৃশ্য অবলম্বিত হয়। এখানে ঋগ্‌জাতি তিনটি, প্রাণিগণের বাসযোগ্য লোকও তিনটি। সুতরাং এই উপাসনার ফলে প্রাণিসমূহ অর্থাৎ তদ্দ্বারা উপলক্ষিত ত্রিলোক, লাভ হয় (৩।১।১০)।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কত্যয়মদ্যাধ্বর্যুরস্মিন্ যজ্ঞ আহুতীর্হোষ্যতীতি তিস্র ইতি কতমাস্তাস্তিস্র ইতি যা হুতা উজ্জ্বলন্তি যা হুতা অতিনেদন্তে যা হুতা অধিশেরতে কিং তাভির্জয়তীতি যা হুতা উজ্জ্বলন্তি দেবলোকমেব তাভির্জয়তি দীপ্যন্ত ইব হি দেবলোকো যা হুতা অতিনেদন্তে পিতৃলোকমেব তাভির্জয়ত্যতীব হি পিতৃলোকো যা হুতা অধিশেরতে মনুষ্যলোকমেব তাভির্জয়ত্যধ ইব হি মনুষ্যলোকঃ ॥ ৮

উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য ইতি, অয়ম্ অধ্বর্যুঃ অদ্য অস্মিন্ যজ্ঞে কতি (কয় প্রকার) আহুতীঃ (আহুতি সকল) হোষ্যতি (হবন করিবেন) ইতি। তিস্রঃ ইতি। তাঃ তিস্রঃ কতমাঃ ইতি। যাঃ (যে আহুতি সকল) হুতাঃ (হুত [হইয়া]) উজ্জ্বলন্তি (উজ্জ্বল হয়) [অর্থাৎ সমিধ্ ও আজ্য প্রভৃতি], যাঃ হুতাঃ অতিনেদন্তে (অতীব শব্দায়মান হয়) [অর্থাৎ মাংসাদি], যাঃ হুতাঃ অধিশেরতে (ভূমির নীচে প্রবেশ করে) [অর্থাৎ দুগ্ধ ও সোম প্রভৃতি]। তাভিঃ (সেই সকল আহুতি দ্বারা) কিম্ (কি) জয়তি ইতি। যাঃ হুতাঃ উজ্জ্বলন্তি তাভিঃ দেবলোকম্ এব (দেবলোককেই) জয়তি; হি (কারণ) দেবলোকঃ দীপ্যন্তে ইব (যেন দেদীপ্যমান [বলিয়া বোধ হয়])। যাঃ হুতাঃ…জয়তি; হি পিতৃলোকঃ অতি [নেদতে] ইব (যেন শব্দায়মান)। যাঃ…জয়তি; হি মনুষ্যলোকঃ অধঃ ইব (নিম্নে অবস্থিত)। ৮

(অশ্বল) বলিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই অধ্বর্যু আজ এই যজ্ঞে কয় প্রকার আহুতি প্রদান করিবেন?" "তিন প্রকার।" সেই তিনটি কি কি?" "যে আহুতি সকল হুত হইয়া সমুজ্জ্বল হয়, যে গুলি হুত হইয়া শব্দায়মান হয়, এবং যে গুলি হুত হইয়া (ভূমির) নিম্নে প্রবেশ করে।" "তাহাদের দ্বারা কি জয় করিবেন?" "যে আহুতি সকল

হুত হইয়া সমুজ্জল হয়, তাহাদের দ্বারা দেবলোক জয় করেন, কারণ দেবলোক দেদীপ্যমান। যে গুলি হুত হইয়া শব্দায়মান হয়, তাহাদের দ্বারা পিতৃলোক জয় করেন; কারণ পিতৃলোক কোলাহলময়। যে গুলি হুত হইয়া নিম্নে প্রবেশ করে, তাহাদের দ্বারা মনুষ্যলোক জয় করেন; কারণ মনুষ্যলোক নিম্নে অবস্থিত।[১]" ৮

১। আহুতি প্রদানকালে অধ্বর্যু যথাবর্ণিত সাদৃশ্য অবলম্বনে বিভিন্ন আহুতিতে তদ্দ্বারা লভ্য লোকের দৃষ্টি আরোপিত করিবেন; তাহার ফলে তিনি সেই সেই লোক জয় করিবেন। এইরূপে আজ্যাদিতে দেবলোকের, মাংসাদিতে পিতৃলোকের, ও দুগ্ধাদিতে মনুষ্যলোকের চিন্তা করিবেন। যমলোকে (পিতৃলোকে) নরকযন্ত্রণার কাতর লোকগণ বহুপ্রকারে আর্তনাদ করে, অতএব উহা কোলাহলময়। মনুষ্যলোক স্বর্গাদির নিম্নে, দুগ্ধাদিও নিম্নগামী।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কতিভিরয়মদ্য ব্রহ্মা যজ্ঞং দক্ষিণতো দেবতাভির্গোপায়তীত্যেকয়েতি কতমা সৈকেতি মন এবেত্যনন্তং বৈ মনোঽনন্তা বিশ্বে দেবা অনন্তমেব স তেন লোকং জয়তি ॥ ৯

উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য ইতি; অয়ম্ ব্রহ্মা অদ্য কতিভিঃ দেবতাভিঃ (কয়টি দেবতার দ্বারা) যজ্ঞম্ (যজ্ঞকে) [আহবনীয়ের] দক্ষিণতঃ (দক্ষিণ, ডান, দিকে) গোপায়তি (রক্ষা করেন) ইতি। একয়া (একটি দেবতার দ্বারা) ইতি। সা একা (সেই এক জন) কতমা (কোন্‌টি) ইতি। মনঃ এব (মনই) ইতি; মনঃ অনন্তম্ বৈ (মন [বৃত্তিভেদে] অনন্ত বলিয়া খ্যাত), বিশ্বেদেবাঃ (বিশ্বদেবগণ) অনন্তাঃ। তেন (তদ্দ্বারা, মনে বিশ্বদেবদৃষ্টি আরোপণরূপ উপাসনার দ্বারা) সঃ (তিনি) অনন্তম্ লোকম্ এব (অনন্তলোকই) জয়তি। ৯

(অশ্বল) বলিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই ব্রহ্মা আজ কয়জন

দেবতার দ্বারা যজ্ঞকে দক্ষিণ দিকে রক্ষা করিবেন?" "একজনের দ্বারা।" "কে সেই একজন?" "মন। মন অনন্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ, বিশ্বদেবগণও অনন্ত। এই উপাসনার দ্বারা তিনি অনন্তলোক জয় করেন।[২]" ৯

১। দেবতা এক হইলেও পূর্বে অনুরূপ স্থলে বহুবচন ব্যবহৃত হওয়ায় এখানেও বহুবচন। অথবা যাজ্ঞবল্ক্যকে বিভ্রান্ত করাই অশ্বলের উদ্দেশ্য।

২। ছান্দোগ্যে আছে (৪।১৬।২), মন ও বাক্—এই দুইটি যজ্ঞের দুইটি মার্গ; তন্মধ্যে প্রথমটিকে ব্রহ্মা মনের দ্বারা সংস্কৃত করেন। সুতরাং মনই দেবতা। অপর শ্রুতিতে আছে, "যে মনে বিশ্বদেবগণ একীভূত হন।"

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কত্যয়মদ্যোদ্গাতাঽস্মিন্ যজ্ঞে স্তোত্রিয়াঃ স্তোষ্যতীতি তিস্র ইতি কতমাস্তাস্তিস্র ইতি পুরোনুবাক্যা চ যাজ্যা চ শস্যৈব তৃতীয়া কতমাস্তা যা অধ্যাত্মমিতি প্রাণ এব পুরোনুবাক্যাঽপানো যাজ্যা ব্যানঃ শস্যা কিং তাভির্জয়তীতি পৃথিবীলোকমেব পুরোনুবাক্যয়া জয়ত্যন্তরিক্ষলোকং যাজ্যয়া দ্যুলোকং শস্যয়া ততো হ হোতাঽশ্বল উপররাম ॥ ১০ ॥ ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য [ইত্যাদি ৭ম কণ্ডিকা দ্রঃ]। স্তোত্রিয়াঃ (সামরূপে গেয় ঋক্সমূহ, স্তোত্র বা স্তোম সকল) স্তোষ্যতি (স্তব করিবেন, গান করিবেন)। যাঃ (যে স্তোত্রগুলি) অধ্যাত্মম্ (শরীর সম্বন্ধী) তাঃ (সেই তিনটি) কতমাঃ (কোন্ কোন্টি) ইতি। প্রাণঃ এব (প্রাণই) পুরোনুবাক্যা, অপানঃ যাজ্যা, ব্যানঃ শস্যা। তাভিঃ (তাহাদের দ্বারা) কিম্ জয়তি ইতি। পুরোনুবাক্যয়া (পুরোনুবাক্যার দ্বারা) পৃথিবীলোকম্ এব, যাজ্যয়া (যাজ্যার দ্বারা) অন্তরিক্ষলোকম্, শস্যয়া (শস্যার দ্বারা)

দ্যুলোকম্। ততঃ হ (তাহাতে, এক নিরূপিত হওয়ায়) হোতা অশ্বল উপররাম (বিরত হইলেন)। ১০

(অশ্বল) বলিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, আজ এই যজ্ঞে এই উদ্গাতা কয় প্রকার স্তোত্র গান করিবেন?" "তিন প্রকার।" "সেই তিনটি কি কি?" "পুরোনুবাক্যা ও যাজ্যা, এবং শস্যা তৃতীয়া।" "যে স্তোত্রগুলি শরীরসম্বন্ধী,[১] সেইগুলি কি কি?" "প্রাণই পুরোনুবাক্যা, অপান যাজ্যা, এবং ব্যান শস্যা।" "তাহাদের দ্বারা কি জয় করেন?" "পুরোনুবাক্যার দ্বারা পৃথিবীলোক, যাজ্যার দ্বারা অন্তরিক্ষলোক, এবং শস্যার দ্বারা দ্যুলোক জয় করেন।" ইহাতেই হোতা অশ্বল ক্ষান্ত হইলেন। ১০

১। অধিযজ্ঞে ত্রিত্ব দেখান হইয়াছে (৩।১।৭); অধুনা অধ্যাত্ম ত্রিত্ব ও উভয়স্থলের সাদৃশ্য দেখান হইতেছে। পুরোনুবাক্যা ও প্রাণে পৃথিবীদৃষ্টি বিধেয়; কারণ উভয়ত্রই "প" অক্ষর আছে, এবং পুরোনুবাক্যা ও পৃথিবী প্রথম। যাজ্যা ও অপানে অন্তরিক্ষদৃষ্টি বিধেয়; কারণ পুরোনুবাক্যার পর যাজ্যা এবং পৃথিবীর পর অন্তরিক্ষ। অধিকন্তু অপানবায়ু অবলম্বনে প্রদত্ত হবিঃ দেবগণ-কর্তৃক গৃহীত হয় এবং যজ্ঞের অর্থ (দেবোদ্দেশে) প্রদান। ব্যানে ও শস্যাতে দ্যুলোকদৃষ্টি বিধেয়; কারণ ব্যানের সাহায্যে শস্ত্রপাঠ করা হয় (ছাঃ ১।৩।৪), আবার ব্যান ও দ্যুলোক উভয়েই শ্রেষ্ঠ।

তৃতীয়াধ্যায়—দ্বিতীয় (আর্তভাগ) ব্রাহ্মণ

অথ হৈনং জারৎকারব আর্তভাগঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ কতি গ্রহাঃ কত্যতিগ্রহা ইতি। অষ্টৌ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রহা ইতি যে তেঽষ্টৌ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রহাঃ কতমে ত ইতি॥ ১

[অশনায়া ও কালরূপ মৃত্যু হইতে অতিমুক্তি বলা হইয়াছে। অধুনা মৃত্যুর স্বরূপ বলা হইতেছে। গ্রহ (=ইন্দ্রিয়) ও অতিগ্রহ (=ইন্দ্রিয়বিষয়)—এই দুইটির দ্বারাই মৃত্যু লক্ষিত হয়। স্বাভাবিক অজ্ঞানসম্ভূত আসক্তিতে উহারা বেষ্টনীভূত এবং অধ্যাত্ম ও অধিভূত বিষয়সমূহের দ্বারা উহারা পরিচ্ছিন্ন। উপাসনা-মিশ্রিত কর্মের ফলে যে অগ্ন্যাদিপদ বা সর্বোত্তম হিরণ্যগর্ভপদ লাভ হয়, তাহাও গ্রহাতিগ্রহরূপ মৃত্যুর অতীত নহে (১।২।১—"অশনায়াই মৃত্যু" ; শঃ ব্রাঃ ১০।৫।২।২—"ইনিই মৃত্যু" ; শঃ ব্রাঃ ১০।৫।২।১৬—"এক মৃত্যু বহুরূপে স্থিত" ; বৃঃ ১।৫।১২এ আদিত্য-পুরুষের করণাদি দ্রঃ)। অগ্ন্যাদিও তদ্রূপ মৃত্যুর অধীন (৩।২।২ ইত্যাদি)। বিশেষতঃ সাধ্য-সাধন-লক্ষণ কর্মের ফল মরণাতীত বা অবিনাশী হইতে পারে না। যে আসক্তি সাধ্যসাধনাত্মক কর্মের সহিত জড়িত ও প্রবৃত্তির প্রয়োজক হয়, তাহা কখনও নিবৃত্তির প্রয়োজক হইতে পারে না। অতএব গ্রহাতিগ্রহরূপ মৃত্যুর বর্ণনা করিলে তাহা বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া প্রকৃত মুক্তির সহায়ক হইবে। এইজন্য বর্তমান ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে]—অথ হ (অতঃপর) জারৎকারবঃ (জরৎকারুগোত্রীয়) আর্তভাগঃ (ঋতভাগের পুত্র) এনম্ (ইঁহাকে, যাজ্ঞবল্ক্যকে) পপ্রচ্ছ (প্রশ্ন করিলেন)। [তিনি] উবাচ হ—[হে] যাজ্ঞবল্ক্য ইতি, কতি গ্রহাঃ (গ্রহ কয়টি), কতি অতিগ্রহাঃ (অতিগ্রহ কয়টি) ইতি। অষ্টৌ (আটটি) গ্রহাঃ, অষ্টৌ অতিগ্রহাঃ ইতি। তে যে (সেই যে) অষ্টৌ গ্রহাঃ অষ্টৌ অতিগ্রহাঃ তে কতমে ? (তাহারা কে কে) ইতি। ১

অতঃপর জারৎকারব আর্তভাগ ইঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, গ্রহ কয়টি এবং অতিগ্রহ কয়টি ?" "গ্রহ আটটি এবং অতিগ্রহ আটটি।" "সেই যে আটটি গ্রহ এবং আটটি অতিগ্রহ, তাহারা কে কে ?"১

প্রাণো বৈ গ্রহঃ সোঽপানেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতোঽপানেন হি গন্ধাঞ্জিঘ্রতি ॥ ২

প্রাণঃ বৈ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই) গ্রহঃ ; [বায়ুর সহিত সম্বন্ধ] সঃ (সেই গ্রহ) অপানেন অতিগ্রাহেণ (=অতিগ্রহেণ, অপান অর্থাৎ গন্ধরূপ অতিগ্রহের দ্বারা) গৃহীতঃ (বশীকৃত) ; হি (কারণ) [লোকে] অপানেন (অপানের দ্বারা) গন্ধান্ (গন্ধসমূহ) জিঘ্রতি (আঘ্রাণ করে)। ২

"প্রাণই গ্রহ। সে অপান (অর্থাৎ গন্ধ) রূপ অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত ; কারণ অপানের দ্বারা (লোকে) গন্ধ আঘ্রাণ করে।[১] ২

১। নাসিকাপথে অপানবায়ুদ্বারা আহৃত গন্ধই আঘ্রাত হয় ; সুতরাং গন্ধের সহচারী বলিয়া অপানই গন্ধ। শ্বাসপ্রশ্বাসকালে যে বায়ু নাসিকাপথে বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করে তাহা অপান।

বাগ্বৈ গ্রহঃ স নাম্নাঽতিগ্রাহেণ গৃহীতো বাচা হি নামান্যভিবদতি ॥ ৩

"বাক্ই গ্রহ। সে নামরূপ (অর্থাৎ বক্তব্যবিষয়রূপ) অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত ; কারণ বাকের দ্বারা লোকে নাম সকল উচ্চারণ করে।[১] ৩

১। শব্দাদিই বাকের আসক্তির বিষয়। এই শব্দে আসক্তিবশতঃ বাক্ অসত্য ও অনিষ্ট শব্দাদি প্রয়োগ করিতে বাধ্য হয় ; কারণ বক্তব্য বিষয় প্রকাশের জন্যই বাকের সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপে বক্তব্যবিষয় বাক্‌কে বশীকৃত করে। অন্যান্য গ্রহ ও অতিগ্রহ সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

জিহ্বা বৈ গ্রহঃ স রসেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতো জিহ্বয়া হি রসান্ বিজানাতি ॥ ৪

"জিহ্বাই গ্রহ। সে রসরূপ অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত ; কারণ জিহ্বাদ্বারাই লোকে রস সকল আস্বাদন করে। ৪

চক্ষুর্বৈ গ্রহঃ স রূপেণাতিগ্রাহেণ গৃহীতশ্চক্ষুষা হি রূপাণি পশ্যতি ॥ ৫

"চক্ষুই গ্রহ। সে রূপনামক অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ চক্ষুদ্বারা লোকে রূপ সকল দর্শন করে। ৫

শ্রোত্রং বৈ গ্রহঃ স শব্দেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতঃ শ্রোত্রেণ হি শব্দাঞ্ শৃণোতি ॥ ৬

"শ্রবণই গ্রহ। সে শব্দনামক অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ শ্রবণের দ্বারা লোকে শব্দ সকল শ্রবণ করে। ৬

মনো বৈ গ্রহঃ স কামেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতো মনসা হি কামান্ কাময়তে ॥ ৭

"মনই গ্রহ। সে কামরূপ অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ মনের দ্বারা লোকে কাম্যবিষয় সকল কামনা করে। ৭

হস্তৌ বৈ গ্রহঃ স কর্মণাঽতিগ্রাহেণ গৃহীতো হস্তাভ্যাং হি কর্ম করোতি ॥ ৮

"হস্তদ্বয়ই গ্রহ। সে কর্মরূপ অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ হস্তদ্বয়ের দ্বারা লোকে কর্ম করে। ৮

ত্বগ্বৈ গ্রহঃ স স্পর্শেনাতিগ্রাহেণ গৃহীতস্ত্বচা হি স্পর্শান্ বেদয়ত ইত্যেতেঽষ্টৌ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রহাঃ ॥ ৯

"ত্বক্ই গ্রহ। সে স্পর্শরূপ অতিগ্রহের দ্বারা বশীকৃত; কারণ ত্বকেরই দ্বারা লোকে স্পর্শ অনুভব করে। ইহারাই আটটি গ্রহ এবং আটটি অতিগ্রহ।" ৯

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্বং মৃত্যোরন্নং কা স্বিৎ সা দেবতা যস্যা মৃত্যুরন্নমিত্যগ্নির্বৈ মৃত্যুঃ সোঽপামন্নমপ পুনর্মৃত্যুং জয়তি ॥ ১০

উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য ইতি, ইদম্ সর্বম্ (এই অখিল ব্যাকৃত জগৎ) যৎ (যখন) মৃত্যোঃ (মৃত্যুর) অন্নম্ (অন্ন) [গ্রহাতিগ্রহরূপ মৃত্যুদ্বারা গ্রস্ত], [তখন] কা স্বিৎ সা দেবতা (এমন কোন্ দেবতা আছেন) মৃত্যুঃ যস্যাঃ (যাঁহার) অন্নম্ ইতি; [যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "মৃত্যুরও মৃত্যু আছে; কারণ ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, যথা—] অগ্নিঃ বৈ (অগ্নিই) [সর্বসংহারক] মৃত্যুঃ, [তথাপি] সঃ (সেই অগ্নি) [আবার] অপাম্ (জলের) অন্নম্। [যিনি এইরূপে মৃত্যুর মৃত্যুকে জানেন তিনি] পুনর্মৃত্যুম্ অপজয়তি (পুনর্মৃত্যুকে জয় করেন, একবার মরিয়া আর মরেন না, সংসারবন্ধ প্রাপ্ত হন না)। ১০

(আর্তভাগ) বলিলেন, "হে যাজ্ঞবল্ক্য, এই সমস্তই যখন মৃত্যুর অন্ন তখন এমন কোন্ দেবতা আছেন, মৃত্যু যাঁহার অন্ন হইতে পারে?" "অগ্নিই মৃত্যু, উহা আবার জলের অন্ন।" (যিনি এইরূপ জানেন, তিনি) পুনর্মৃত্যু জয় করেন।" ১০

১। আর্তভাগের প্রশ্নের মর্ম এই—"ইনি বলিবেন, 'মৃত্যুর মৃত্যু আছে,' অথবা 'মৃত্যুর মৃত্যু নাই।' প্রথমপক্ষে অনবস্থাদোষ ঘটিবে; কারণ মৃত্যুর যিনি মৃত্যু, তাঁহারও মৃত্যু থাকা সম্ভব। দ্বিতীয় পক্ষে মুক্তি অসম্ভব হইয়া পড়িবে। অতএব যাজ্ঞবল্ক্যকে উভয়সঙ্কটে ফেলিব।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "মৃত্যুরও মৃত্যু আছে (কঃ ১।২।২৫)। এই চরম-মৃত্যু-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারের

ফলে সমস্ত অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। সর্বমৃত্যুরূপী ব্রহ্মের আর মৃত্যু নাই; সুতরাং অনবস্থা দোষ হইল না। বন্ধনরূপ মৃত্যুরও মৃত্যু আছে—ইহা দৃষ্টান্তসহকারে দেখান যাইতে পারে। যথা—অগ্নি সকলের মৃত্যু হইলেও জল আবার তাহারও মৃত্যু। এইরূপে যিনি চরম মৃত্যু তিনিই মুক্তির কারণ; অতএব মুক্তি অসিদ্ধ হইল না।"

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়ত উদস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহোও নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোঽত্রৈব সমবনীয়ন্তে স উচ্ছ্বয়ত্যাধ্মায়ত্যাধ্মাতো মৃতঃ শেতে ॥ ১১

উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য ইতি, অয়ম্ পুরুষঃ ([পরমাত্মদর্শনের ফলে মুক্ত] এই ব্যক্তি) যত্র (যখন) ম্রিয়তে (দেহত্যাগ করেন) [তখন] অস্মাৎ ([এই ম্রিয়মাণ] ব্রহ্মজ্ঞ হইতে) প্রাণাঃ (বাগাদি ইন্দ্রিয় [= গ্রহ] সকল) [এবং অন্তস্থ বাসনারূপ ইন্দ্রিয়প্রয়োজক নামাদি অতিগ্রহ সকল] উৎক্রামন্তি (উৎক্রমণ করে) আহো ন (অথবা করে না) ইতি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—ন (না) ইতি। অত্র এব (এখানেই, [আপনাদের কারণ ব্রহ্মজ্ঞেই]) সমবনীয়ন্তে (বিলীন হয়) [প্রঃ ৬।৫]। সঃ (সেই দেহ) [তখন] উচ্ছ্বয়তি (স্ফীত হয়), আধ্মায়তি (বায়ুপূর্ণ হয়), আধ্মাতঃ (বায়ুপূর্ণ হইয়া) মৃতঃ শেতে (নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকে)। ১১

(আর্তভাগ) বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, এই ব্রহ্মজ্ঞানী যখন মরেন, তখন ইঁহার ইন্দ্রিয়াদি ইঁহা হইতে উৎক্রান্ত হয় কিংবা হয় না"? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "হয় না। তাহারা তাঁহাতেই বিলীন হয়। তখন দেহটি স্ফীত হয়, বায়ুপূর্ণ হয়, এবং বায়ুপূর্ণ হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকে।"[১] ১১

১। কার্যকরণসমূহ পরমাত্মার সহিত অভেদ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানীতে বিলীন হয়; কারণ বিদ্যাবস্থায় তিনিই তাহাদের উপাদান। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞের দেহত্যাগ, অর্থাৎ অজ্ঞাননাশের পর মুক্তব্যক্তির আর সংসারগতি হয় না।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়তে কিমেনং ন জহাতীতি নামেত্যনন্তং বৈ নামানন্তা বিশ্বে দেবা অনন্তমেব স তেন লোকং জয়তি ॥ ১২

[পূর্বে বলা হইয়াছে—ইন্দ্রিয়গণ বিলীন হয়। তাহাদের প্রয়োজক কামকর্মাদিও বিলীন না হইলে তো পুনর্জন্ম হইতে পারে ? এই আশঙ্কায়] উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য ইতি, অয়ম্ পুরুষঃ যত্র ম্রিয়তে, এনম্ (ইঁহাকে) কিম্ (কোন্ বস্তু) ন জহাতি (ত্যাগ করে না) ইতি। নাম ইতি (নামমাত্র অবশিষ্ট থাকে ; অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও কামকর্ম সমস্তই বিলীন হয়)। নাম বৈ অনন্তম্ (নাম অবশ্যই অনন্ত, অর্থাৎ নিত্য), বিশ্বে দেবাঃ (অখিল দেবতা) অনন্তাঃ (অনন্ত)। [যিনি এইরূপ জানেন] সঃ (তিনি) তেন (সেই আনন্ত্যদর্শনের ফলে, ["আমি ব্রহ্ম" এইরূপ জানিয়া নিখিল দেবতার সহিত এক হইয়া]) অনন্তম্ লোকম্ এব (অনন্ত লোকই) জয়তি (লাভ করেন)। ১২

(আর্তভাগ) বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, এই পুরুষ যখন মরেন, তখন কোন্ বস্তু ইঁহাকে ত্যাগ করে না ?" "নাম ; (কারণ) নাম অনন্ত[১], বিশ্বদেবগণও অনন্ত। (যিনি এইরূপ জানেন), তিনি সেই জ্ঞানের ফলে অনন্ত লোক জয় করেন।" ১২

১। ব্রহ্মজ্ঞের দেহত্যাগের পরও অনন্তকাল তাঁহার নাম জগতে কীর্তিত হয়। এই লোকব্যবহার অবলম্বনে নামকে নিত্য বলা হইল। পরব্রহ্মে বিলীন ব্রহ্মজ্ঞের নিজের দৃষ্টিতে নামও অবশিষ্ট থাকে না। এই পর্যন্ত ইহাই স্থির হইল—প্রদীপ-নির্বাণবৎ গ্রহাতিগ্রহের এখানেই বিলয়ের নাম মুক্তি।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রং দিশঃ শ্রোত্রং পৃথিবীং শরীরমাকাশমাত্মৌষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশা

অপ্সু লোহিতং চ রেতশ্চ নিধীয়তে ক্বায়ং তদা পুরুষো ভবতীত্যাহর সোম্য হস্তমার্তভাগাবামেবৈতস্য বেদিষ্যাবো ন নাবেতৎ সজন ইতি। তৌ হোৎক্রম্য মন্ত্রয়াঞ্চক্রাতে তৌ হ যদূচতুঃ কর্ম হৈব তদূচতুরথ যৎ প্রশশংসতুঃ কর্ম হৈব তৎ প্রশশংসতুঃ পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেনেতি ততো হ জারৎকারব আর্তভাগ উপররাম॥ ১৩॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্॥

[অধুনা গ্রহাতিগ্রহরূপ বন্ধনের প্রয়োজক নির্ণীত হইতেছে]—উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য ইতি, যত্র (যখন) অস্য মৃতস্য পুরুষস্য (এই [অবিদ্বান্] মৃতব্যক্তির) বাক্ অগ্নিম্ অপ্যেতি (অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়, অগ্নিতে লীন হয়) প্রাণঃ বাতম্ (বায়ুকে), চক্ষুঃ আদিত্যম্ (সূর্যকে), মনঃ চন্দ্রম্, শ্রোত্রম্ (শ্রবণ) দিশঃ (দিক্ সকলকে), শরীরম্ পৃথিবীম্, আত্মা ([আত্মার অধিষ্ঠান] হৃদয়াকাশ) আকাশম্, লোমানি (লোম সকল) ওষধীঃ (ওষধি সকলকে), কেশাঃ (কেশ সকল) বনস্পতীন্ (বনস্পতি সকলকে) [প্রাপ্ত হয়, ঐ সকলে লীন হয়], লোহিতম্ চ রেতঃ চ (শোণিত ও শুক্র) অপ্সু (জলে) নিধীয়তে (নিহিত হয়) তদা (তখন) [বিদেহ] অয়ম্ পুরুষঃ (এই ব্যক্তি) ক্ব ভবতি (কোথায় থাকে, কি আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে) ইতি। [হে] সোম্য আর্তভাগ, [আমার তোমার] হস্তম্ আহর (হস্ত দাও); আবাম্ এব (আমরা দুই জনেই মাত্র) এতস্য (এই বিষয়ের [জ্ঞাতব্য সমস্ত]) বেদিষ্যাবঃ (নিরূপণ করিব); নৌ (আমাদের) এতৎ (এই নির্ণেয় বিষয়টি) সজনে (জনবহুল স্থানে) [নির্ণেয়] ন (নহে) ইতি। তৌ হ (তাঁহারা উভয়ে) উৎক্রম্য (গমন করিয়া) মন্ত্রয়াঞ্চক্রাতে (বিচার করিয়াছিলেন)। [নির্জনে সমস্ত অপসিদ্ধান্ত নিরাকরণ করিয়া] তৌ হ যৎ (যাহা) উচতুঃ (বলিয়াছিলেন) তৎ (তাহা) কর্ম হ এব (কেবল কর্মই) উচতুঃ; অথ (এবং) যৎ প্রশশংসতুঃ (প্রশংসা করিয়াছিলেন) তৎ কর্ম হ এব প্রশশংসতুঃ। [এই জন্যই, গ্রহাতিগ্রহ-রূপ দেহেন্দ্রিয়সংঘাত পুনঃ পুনঃ গৃহীত হয় বলিয়াই], পুণ্যেন কর্মণা ([শাস্ত্র-

বিহিত] পুণ্যকর্মের দ্বারা) [মানুষ] পুণ্যঃ (পবিত্র, উত্তম), পাপেন (পাপকর্মের দ্বারা) পাপঃ (অধম) ভবতি (হয়) ইতি। ততঃ হ (এইরূপে পর্যাপ্ত হইয়া) জারৎকারবঃ আর্তভাগঃ উপররাম (বিরত হইলেন)। ১৩

আর্তভাগ বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, যখন এই মৃতব্যক্তির বাক্ অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষু আদিত্যে, মন চন্দ্রে, শ্রোত্র দিক্সমূহে, শরীর পৃথিবীতে, হৃদয়কাশ মহাকাশে, লোম সকল ওষধী সকলে, কেশসমুদয় বনস্পতিসকলে লীন হয়, এবং শুক্র ও শোণিত জলে নিহিত হয়,[১] তখন ঐ ব্যক্তি কি আশ্রয় করিয়া থাকে?[২]" "হে সোম্য আর্তভাগ, (আমার হস্তে) হস্ত প্রদান কর; ইহার তত্ত্ব আমরা দুইজনেই মাত্র নিরূপণ করিব। আমাদের এই বিষয়টি জনবহুল স্থানে নির্ণীত হইবে না।[৩]" তাঁহারা নির্গত হইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা যাহা (কিছু) বলিয়াছিলেন, তাহা কর্মসম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন; এবং যাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা কর্মেরই প্রশংসা করিয়াছিলেন।[৪] (এই জন্যই লোকে) পুণ্যের ফলে পুণ্যবান্ এবং পাপের ফলে পাপী হয়। অতঃপর জারৎকারব আর্তভাগ নিবৃত্ত হইলেন। ১৩

১। নিহিত বস্তু পুনর্বার গৃহীত হয়। সুতরাং এই শব্দের ইঙ্গিত এই যে, এইগুলি পুনর্বার শরীরান্তরে গৃহীত হইবে। বর্তমান স্থলে বাক্ প্রাণ ইত্যাদি শব্দে ইন্দ্রিয়গণকে না বুঝাইয়া তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি, বায়ু প্রভৃতিকে বুঝাইতেছে। অর্থাৎ ঐ দেবগণের যে যে অংশ ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত আছে তাহা স্থূল দেবতাতে একীভূত হয়। মোক্ষের পূর্বে ইন্দ্রিয়গণ কিন্তু লীন হয় না। কাঠুরিয়ার হাতের কুঠার মাটিতে পড়িয়া যেমন নিশ্চেষ্ট হয়, দেবগণকর্তৃক অনধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়গণও তেমনি নিশ্চেষ্ট হয়।

২। গ্রহাতিগ্রহের প্রয়োজক কে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া জীব পুনর্বার কার্যকরণ সংঘাতকে গ্রহণ করে?—ইহাই প্রশ্নার্থ।

৩। উক্ত "প্রয়োজক" সম্বন্ধে বহু মতভেদ থাকায় এখানে অযথা বিতণ্ডা হইবে; সুতরাং বাহিরে চলা।

৪। কর্মফলেই গ্রহাতিগ্রহরূপ দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতের প্রাপ্তি ঘটে। "প্রশংসা" শব্দে কর্মের প্রাধান্য বুঝিতে হইবে; কেননা যদিও কাল, দৈব, এবং ঈশ্বরও গৌণভাবে কারণ, তথাপি কারকস্থানীয় ইহারা কর্মের স্বরূপনিষ্পত্তি-বিষয়ে অপ্রধান। ফলকালেও কর্মই প্রধান, ইহারা অপ্রধান। "যদিও ঈশ্বরকর্তৃক ব্রীহি প্রভৃতি স্বরূপতঃ নির্মিত হইয়াছে, তথাপি উপাসনা ও কর্মের দ্বারা জীব তাহাদিগকে আপনার ভোগ্য করিয়াছে। সপ্তান্নরূপ জগৎ (বৃঃ ১।৫।১) ঈশ্বরের কার্য ও জীবের ভোগ্য…। মায়াবৃত্ত্যাত্মক ঈশ্বরের সঙ্কল্পই জগৎসৃষ্টির কারণ এবং মনোবৃত্ত্যাত্মক জীবের সঙ্কল্প ভোগসৃষ্টির প্রতি কারণ।" পঞ্চদশী ৪।১৭-১৯

তৃতীয়াধ্যায়—তৃতীয় (ভুজ্যু) ব্রাহ্মণ

অথ হৈনং ভুজ্যুর্লাহ্যায়নিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ। মদ্রেষু চরকাঃ পর্যব্রজাম তে পতঞ্চলস্য কাপ্যস্য গৃহানৈম তস্যাসীদ্ দুহিতা গন্ধর্বগৃহীতা তমপৃচ্ছাম কোঽসীতি সোঽব্রবীৎ সুধন্বাঙ্গিরস ইতি তং যদা লোকানামন্তান-পৃচ্ছামাথৈনমব্রূম ক্ব পারিক্ষিতা অভবন্নিতি ক্ব পারিক্ষিতা অভবন্ স ত্বা পৃচ্ছামি যাজ্ঞবল্ক্য ক্ব পারিক্ষিতা অভবন্নিতি ॥ ১

[পুণ্যাত্মা পুরুষার্থ লাভ হয়; অতএব উৎকৃষ্ট উপাসনা ও কর্মের দ্বারা মোক্ষ লাভ হইতে পারে—এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য এই ব্রাহ্মণে দেখান হইবে যে, কর্মফল সংসারকে অতিক্রম করিতে পারে না]—অথ হ লাহ্যায়নিঃ (লহ্যের পুত্র) ভুজ্যুঃ (ভুজ্যু) এনম্ পপ্রচ্ছ। উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য ইতি, [আমরা] চরকাঃ

([অধ্যয়নার্থ] ব্রতচারী হইয়া) মদ্রেষু (মদ্রদেশে) পর্যব্রজাম (পর্যটন করিয়াছিলাম)। তে (তদবধি আমরা) কাপ্যস্য পতঞ্চলস্য (কপিগোত্রীয় পতঞ্চলের) গৃহান্ ঐম (গৃহে গিয়াছিলাম)। তস্য (তাঁহার) দুহিতা (কন্যা) গন্ধর্বগৃহীতা (গন্ধর্বের দ্বারা আবিষ্টা) আসীৎ (ছিলেন)। তম্ (সেই গন্ধর্বকে) অপৃচ্ছাম (আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম) কঃ অসি (আপনি কে) ইতি। সঃ (তিনি) অব্রবীৎ (বলিলেন)—আঙ্গিরসঃ সুধন্বা ([আমি] আঙ্গিরস-গোত্রজ সুধন্বা) ইতি। তম্ যদা (যখন) লোকানাম্ (লোক সকলের) অন্তান্ (সীমা) [অর্থাৎ ভুবনকোশের পরিমাণ] অপৃচ্ছাম, অথ (তখন) এনম্ অব্রূম (বলিলাম)—পারিক্ষিতাঃ (অশ্বমেধযাজীরা) ক অভবন্ (কোথায় আছেন, গিয়াছেন) ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য, সঃ ([গন্ধর্ব হইতে লব্ধবিদ্য] তাদৃশ আমি) ত্বা (আপনাকে) পৃচ্ছামি (জিজ্ঞাসা করি)—ক পারিক্ষিতাঃ অভবন্; [যদি জানেন তো বলুন] ক পারিক্ষিতাঃ অভবন্ ইতি। ১

অনন্তর লাহ্যায়নি ভুজ্যু ইঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, আমরা ব্রতচারী হইয়া মদ্রদেশে পর্যটন করিয়াছিলাম। ঐরূপে আমরা কাপ্য পতঞ্চলের গৃহে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার কন্যা গন্ধর্বাবিষ্টা ছিলেন। সেই গন্ধর্বকে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কে?' তিনি বলিলেন, 'আমি আঙ্গিরস সুধন্বা।' তাঁহাকে যখন লোকসমূহের সীমা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, 'পারিক্ষিতেরা' কোথায় গিয়াছেন?' তাদৃশ আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, 'পারিক্ষিতেরা কোথায় গিয়াছেন?' (যদি জানেন তো বলুন) পারিক্ষিতেরা কোথায় গিয়াছেন?[২]" ১

১। পরিক্ষিৎ (= সর্বতোভাবে) (পাপ) ক্ষীয়তে (= ক্ষীণ হয়) যাহার দ্বারা তাহা পরিক্ষিৎ—অশ্বমেধ। পারিক্ষিতঃ = অশ্বমেধযাজী। অথবা—পারিক্ষিতাঃ—পরিক্ষিতের বংশধরগণ; ইঁহারা সকলেই চক্রবর্তী ও অশ্বমেধযাজী ছিলেন।

২। [illegible]

পৃথিবীং সমুদ্রঃ (সেই পৃথিবীকে ঘিরিয়া) দ্বিগুণং পর্যেতি। তৎ (লোকদ্বয়ের পরিমাণ এইরূপ নির্দিষ্ট হইল, এখন) ক্ষুরস্য ধারা (ক্ষুরের ধারা) যাবতী ([যেরূপ সূক্ষ্ম]) বা (অথবা) মক্ষিকায়াঃ (মক্ষিকার) পত্রম্ (পাখা) যাবৎ (যে পরিমাণ) তাবান্ (সেই পরিমাণ) আকাশঃ (ফাঁক, অবকাশ) অন্তরেণ ([ব্রহ্মাণ্ড কপাল-দ্বয়ের] মধ্যে [আছে])। ইন্দ্রঃ ([অশ্বমেধে প্রজ্বলিত] অগ্নি) সুপর্ণঃ ভূত্বা (শ্যেনপক্ষী হইয়া [১।২।৩]) তান্ ([অশ্বমেধযাজী] তাঁহাদিগকে, পারিক্ষিত-দিগকে) বায়বে (বায়ুকে) প্রাযচ্ছৎ (অর্পণ করিলেন)। বায়ুঃ তান্ আত্মনি (আপনাতে) ধিত্বা (স্থাপন করিয়া) [আপনার সহিত একীভূত করিয়া] তত্র (সেখানে) অগময়ৎ (লইয়া গেলেন) যত্র (যেখানে) অশ্বমেধযাজিনঃ অভবন্ (থাকেন) ইতি [আখ্যায়িকার সমাপ্তিসূচক]। এবম্ ইব [=এব] বৈ (এই-রূপেই) সঃ (গন্ধর্ব) বায়ুম্ এব (বায়ুকেই) [অশ্বমেধযাজিগণের গতি বলিয়া] প্রশশংস (প্রশংসা করিয়াছিলেন)। তস্মাৎ (সুতরাং) বায়ুঃ এব (বায়ুই) ব্যষ্টিঃ ([অধ্যাত্ম, অধিভূত, ও অধিদৈব ভাবে] বিবিধরূপে ব্যাপ্ত আছেন), বায়ুঃ [কেবল সূত্রাত্মরূপে] সমষ্টিঃ। যঃ এবম্ (ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে অবস্থিত বলিয়া বায়ুকে) বেদ (জানেন) [তিনি] পুনঃ-মৃত্যুম্ অপজয়তি [৩।২।১০ দ্রঃ]। ততঃ হ ভুজ্যুঃ লাহ্যায়নিঃ উপররাম। ২

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "সেই গন্ধর্ব বলিয়াছিলেন, 'তাঁহারা সেখানে গিয়াছেন, যেখানে অশ্বমেধযাজীরা যান'।" "অশ্বমেধযাজীরা কোথায় যান?" "সূর্যের রথ একদিনে যে পথ অতিক্রম করে, তাহাকে বত্রিশগুণ করিলে উহাই এই লোকের পরিমাণ। উহার দ্বিগুণ স্থান আবৃত করিয়া পৃথিবী এই লোকের চারিদিকে অবস্থিত। উহার দ্বিগুণ স্থান আবৃত করিয়া সমুদ্র ঐ পৃথিবীর চারিদিকে অবস্থিত।[১] এখন ক্ষুরের ধারা বা মক্ষিকার পাখ যেরূপ (সূক্ষ্ম), (ব্রহ্মাণ্ডের কপালদ্বয়ের) মধ্যবর্তী অবকাশও সেইরূপ। অগ্নি শ্যেনরূপে তাঁহাদিগকে বহন করিয়া বায়ুকে অর্পণ করিলেন।[২] বায়ু তাঁহাদিগকে

ধারণ করিয়া সেখানে লইয়া গেলেন যেখানে অশ্বমেধযাজীরা থাকেন।" এইরূপে সেই গন্ধর্ব বায়ুরই প্রশংসা করিয়াছিলেন। সুতরাং বায়ুই ব্যষ্টি, এবং বায়ুই সমষ্টি। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন। ইহাতেই ভুজ্যু লাহ্যায়নি বিরত হইলেন। ২

১। দিবারাত্রে সূর্য যে পথ অতিক্রম করেন, সূর্যকিরণ তাহার বত্রিশ গুণ স্থানে ব্যাপ্ত—উহাই "এই লোক"। উহার সহিত চন্দ্ররশ্মিদ্বারা ব্যাপ্ত স্থান সকলকে যোগ করিলে যে দেশ হয়, উহাই "পৃথিবী"—"রবিচন্দ্রমসোর্যাবন্ময়ূখৈরবভাস্যতে। সসমুদ্রসরিচ্ছৈলা তাবতী পৃথিবী স্মৃতা॥" "এই লোকই" বিরাটের শরীর। প্রাণীরা "এই লোকে" কর্মফল ভোগ করে। "এই লোকের" চারিদিকে লোকালোক গিরি বর্তমান। তাহার পরে অলোকের আরম্ভ। "এই লোকের" চারিদিকে "পৃথিবী"। "পৃথিবীর" চারিদিকে যে "সমুদ্র", পুরাণে তাহাকে "ঘনোদ" বলে—"অণ্ডস্যান্তঃ সমন্তাৎ তু সন্নিবিষ্টোঽম্বুভোদধিঃ। সমন্তাদ্ ঘনতোয়েন ধার্য্যমাণঃ স তিষ্ঠতি॥"

২। ইন্দ্র-শব্দের অর্থ পরমেশ্বর; কিন্তু এখানে প্রকরণের অনুরোধে যজ্ঞাগ্নি ধরা হইল। যজ্ঞাগ্নি স্থূল ও সসীম বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যাইতে পারেন না। বর্তমান স্থলে বায়ু-শব্দের অর্থ হিরণ্যগর্ভ। সমষ্টি লিঙ্গশরীর ইঁহার দেহ, এবং সমষ্টি বুদ্ধি ইঁহার উপাধি। ইঁহার অপর নাম প্রথমজ, সূত্র, মৃত্যু, সত্য। ইনি সমষ্টিরূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত এবং ব্যষ্টিরূপে প্রতিজীবে অন্তর্নিহিত আছেন। ইনি নিখিল বিশ্বের সারস্বরূপ, নিখিল কর্মফল ইঁহাতেই যুত, এবং ইনি সমস্ত কর্ম ও জ্ঞানমিশ্রিত কর্মের সর্বোত্তম ফল। সুতরাং বায়ুর নির্দেশের দ্বারা কর্মফলের চরম সীমাই নির্দিষ্ট হইয়া গেল। উহা অবশ্যই মোক্ষ নহে। সুতরাং প্রকারান্তরে দেখান হইল যে, মোক্ষ কর্মের দ্বারা অলভ্য।

তৃতীয়াধ্যায়—চতুর্থ (উষস্ত) ব্রাহ্মণ

অথ হৈনমুষস্তশ্চাক্রায়ণঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম য আত্মা সর্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্বেত্যেষ ত আত্মা সর্বান্তরঃ কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্বান্তরো যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স ত আত্মা সর্বান্তরো যোঽপানেনাপানিতি স ত আত্মা সর্বান্তরো যো ব্যানেন ব্যানিতি স ত আত্মা সর্বান্তরো য উদানেনোদানিতি স ত আত্মা সর্বান্তর এষ ত আত্মা সর্বান্তরঃ ॥ ১

[এইরূপ কোনও আত্মা আছেন কি না, যিনি পুণ্য ও পাপের ফলে গ্রহাতিগ্রহের অধীন হইয়া এবং তাহাদিগকে কখনও গ্রহণ কখনও ত্যাগ করিয়া জন্মমরণাধীন হন? সেই আত্মার স্বরূপ কি?—ইহা নির্ণীত হইতেছে]—অথ হ চাক্রায়ণঃ (চক্রপুত্র) উষস্তঃ এনম্ পপ্রচ্ছ। উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য ইতি, যৎ (যিনি) সাক্ষাৎ ([দ্রষ্টা হইতে] অব্যবহিত, দ্রষ্টার স্বরূপভূত) অপরোক্ষাৎ (অগৌণ) ব্রহ্ম (বৃহত্তম), যঃ (যিনি) সর্বান্তরঃ আত্মা (সকলের অন্তর্নিহিত প্রত্যগাত্মা) তম্ (সেই ব্রহ্মাত্মাকে) মে (আমার নিকট) ব্যাচক্ষ্ব (বিশেষরূপে, সাক্ষাৎভাবে, বলুন) ইতি। [যিনি] সর্বান্তরঃ (সর্বান্তর বলিয়া উক্ত) এষঃ (ইনিই) তে (আপনার, অর্থাৎ আপনার কার্যকরণসংঘাতের) আত্মা [এই দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি তাঁহারই দ্বারা আত্মবান্]। যাজ্ঞবল্ক্য, কতমঃ (কোন্টি) সর্বান্তরঃ? যঃ প্রাণেন (প্রাণবায়ুদ্বারা) প্রাণিতি (প্রাণক্রিয়া করেন, যদ্দ্বারা অবভাসিত হইয়া প্রাণ স্বব্যাপারে বর্তমান থাকে) সর্বান্তরঃ সঃ (তিনি) তে আত্মা; যঃ [ইত্যাদি অনুরূপ]। সর্বান্তরঃ এষঃ (সর্বান্তর ইনিই) তে আত্মা। ১

"যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্বান্তর আত্মা,[১] তাঁহার বিষয় আমার নিকট বিশেষরূপে বলুন।" "সর্বান্তর ইনিই আপনার আত্মা।" "যাজ্ঞবল্ক্য, কোন্ আত্মাটি সর্বান্তর?[২]" "যিনি প্রাণের দ্বারা প্রাণক্রিয়া করেন, সর্বান্তর তিনিই আপনার আত্মা; যিনি অপানের দ্বারা অপানক্রিয়া করেন, সর্বান্তর তিনিই আপনার আত্মা; যিনি ব্যানের দ্বারা ব্যানক্রিয়া করেন, সর্বান্তর তিনিই আপনার আত্মা; যিনি উদানের দ্বারা উদানক্রিয়া করেন, সর্বান্তর তিনিই আপনার আত্মা; সর্বান্তর ইনিই আপনার আত্মা।[৩]"১

১। প্রত্যগাত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন—ইহাই বলা হইল।

২। "দেহ, দেহমধ্যস্থ লিঙ্গশরীর, এবং যিনি সন্দিহ্যমান তৃতীয়, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি সর্বান্তর আত্মা?"

৩। চৈতন্যের দ্বারা অধিষ্ঠিত না হইলে কার্যকরণসঙ্ঘাতের প্রাণক্রিয়াদি হয় না; অতএব সঙ্ঘাত-বিলক্ষণ, চেতন, বিজ্ঞানময় আত্মা আছেন।

স হোবাচোষস্তশ্চাক্রায়ণো যথা বিব্রূয়াদসৌ গৌরসাবশ্ব ইত্যেবমেবৈতদ্ ব্যপদিষ্টং ভবতি যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম য আত্মা সর্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্বেত্যেষ ত আত্মা সর্বান্তরঃ কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্বান্তরঃ। ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যের্ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়া ন মতের্মন্তারং মন্বীথা ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ। এষ ত আত্মা সর্বান্তরোঽতোঽন্যদার্তং ততো হোষস্তশ্চাক্রায়ণ উপররাম ॥ ২ ॥ ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥

সঃ উষস্তঃ চাক্রায়ণঃ উবাচ হ—[কোন ব্যক্তি] যথা (যেমন) বিব্রূয়াৎ ([নিজ প্রতিজ্ঞার] বিপরীতভাবে বলে), "গৌঃ অসৌ (গরু এইরূপ), অশ্বঃ অসৌ (ঘোড়া

এইরূপ)" ইতি, এতৎ ব্যপদিষ্টম্ ([আপনার] এই বিপরীত নির্দেশটি) এবম্ এব (এইরূপই) ভবতি (হইল)। যৎ এব [পূর্ববৎ]। দৃষ্টেঃ ([লৌকিক] দৃষ্টির) দ্রষ্টারম্ (দ্রষ্টাকে, [সাক্ষী আত্মাকে]) ন পশ্যেঃ (দেখিতে চাহিবেন না, কেহ দেখিতে পারেন না); শ্রুতেঃ শ্রোতারম্ (শ্রবণের শ্রোতাকে) ন শৃণুয়াঃ (শুনিতে চাহিবেন না); মতেঃ (মননের, মনোবৃত্তির) মন্তারম্ (মননকারীকে) ন মন্বীথাঃ (মনন করিতে চাহিবেন না); বিজ্ঞাতেঃ (বিজ্ঞানক্রিয়ার, বুদ্ধিবৃত্তির) বিজ্ঞাতারম্ ন বিজানীয়াঃ (জানিতে চাহিবেন না)। এষঃ [পূর্ববৎ]। অতঃ অন্যৎ (এই আত্মা হইতে ভিন্ন [কার্য বা করণ] সমস্ত) আর্তম্ (বিনাশী, মিথ্যা)। ২

উক্ত উষস্ত চাক্রায়ণ বলিলেন, "কেহ যেমন (প্রতিজ্ঞার) অননুরূপ ভাবে বলে, 'গরু এইরূপ, ঘোড়া এইরূপ,' আপনার এই বিপরীত নির্দেশটিও সেইরূপই হইল।[১] যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্বান্তর আত্মা, তাঁহারই কথা আমায় বিশেষরূপে বলুন।" "সর্বান্তরবর্তী ইনিই আপনার আত্মা।[২]" "যাজ্ঞবল্ক্য, কোন্‌টি সর্বান্তর ?" "দৃষ্টির দ্রষ্টাকে কেহ দেখিতে পারেন না ;[৩] শ্রবণের শ্রোতাকে কেহ শুনিতে পারেন না ; মনোবৃত্তির মননকারীকে কেহ ভাবিতে পারেন না ; বুদ্ধিবৃত্তির বিজ্ঞাতাকে কেহ জানিতে পারেন না। সর্বান্তর ইনিই আপনার আত্মা ; তদ্ভিন্ন সমস্ত বিনাশী।[৪]" উষস্ত চাক্রায়ণ তাহাতেই নিরস্ত হইলেন। ২

১। কেহ সাক্ষাৎভাবে গরু বা ঘোড়ার পরিচয় দিবে বলিয়া যদি পরে বলে, "যে চলে, সে গরু," বা "যে দৌড়ায়, সে ঘোড়া," তবে চলনাদিক্রিয়া অবলম্বনে পরোক্ষ পরিচয় প্রদান যেমন প্রতিজ্ঞার অননুরূপ হয়, তেমনি আপনি সাক্ষাৎভাবে আত্মার পরিচয় না দিয়া প্রাণক্রিয়াদি অবলম্বনে যে পরিচয় দিলেন, তাহা ঠিক হইল না।

২। আমি যে উত্তর দিয়াছি উহাই ঠিক। ঘোড়া প্রভৃতিকে যেমন সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় করান চলে, আত্মাকে সেইরূপ করান উচিত নয় ; কারণ যে দর্শন-

শব্দাদির দ্বারা বিষয়জ্ঞান হইবে, আত্মা সেই দর্শনাদিরই স্বরূপ। সুতরাং তাঁহাকে আপনি কিসের দ্বারা দেখিবেন বা শুনিবেন?

৩। দৃষ্টি দুই প্রকার—লৌকিক ও পারমার্থিক। চক্ষুর সহিত সংযুক্ত অন্তঃকরণবৃত্তি-বিশেষকে লৌকিকদৃষ্টি বলে। লৌকিকদৃষ্টি বিষয়াকারে রঞ্জিত হয়, এবং উহার উৎপত্তি ও বিনাশও আছে। উহা পারমার্থিক দৃষ্টির সহিত সংসৃষ্ট আছে বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ উহা আত্মদৃষ্টিরই প্রতিচ্ছায়ামাত্র, এবং আত্মদৃষ্টির দ্বারাই উহা ব্যাপ্ত। আত্মদৃষ্টি কিন্তু আত্মারই স্বরূপ; উহার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই (৪।৩।২৩)। প্রদীপ যেমন লৌকিক জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ্য, অথচ নিজে ঐ জ্ঞানকে প্রকাশ করিতে পারে না, তেমনি লৌকিকদৃষ্টি আত্মদৃষ্টির দ্বারা উদ্ভাসিত হইলেও সে সাক্ষিস্বরূপ ঐ দৃষ্টিকে প্রকাশ করিতে পারে না। লৌকিক দৃষ্টির সহিত সম্পর্ক ঘটে বলিয়া, অর্থাৎ লৌকিক দৃষ্টি আত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত হয় বলিয়া, সাক্ষী আত্মাকে দ্রষ্টা অদ্রষ্টা ইত্যাদি বলিয়া বোধ হয়; বস্তুতঃ তিনি ক্রিয়াহীন (৪।৩।৭)। শ্রবণ প্রভৃতি সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। লৌকিকদৃষ্টি প্রভৃতি হইতে পৃথক্ করিয়া নিত্যদৃষ্টিস্বরূপ আত্মাকে বুঝিতে হইবে।

৪। এইরূপে স্থির হইল, আত্মা আছেন এবং তিনি সর্বান্তর, কূটস্থ, ও নিত্যজ্ঞানস্বরূপ।

তৃতীয়াধ্যায়—পঞ্চম (কহোল) ব্রাহ্মণ

অথ হৈনং কহোলঃ কৌষীতকেয়ঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম য আত্মা সর্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্বেত্যেষ ত আত্মা সর্বান্তরঃ। কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্বান্তরো যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি। এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ

পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণোভে হ্যেতে এষণে এব ভবতঃ। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্যাথ মুনিরমৌনং চ মৌনং চ নির্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাদ্ যেন স্যাৎ তেনেদৃশ এবাতোঽন্যদার্তং ততো হ কহোলঃ কৌষীতকেয় উপররাম ॥ ১ ॥ ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্।

[বন্ধনের, অর্থাৎ সপ্রয়োজন গ্রহাতিগ্রহরূপ মৃত্যুর, স্বরূপ বলা হইয়াছে। যিনি বদ্ধ তাঁহার অস্তিত্ব ও শরীরাদি-বিলক্ষণত্বও বলা হইয়াছে। অধুনা মোক্ষের ও বন্ধননাশের সাধন—সসন্ন্যাস আত্মজ্ঞান—উপদিষ্ট হইতেছে]। অথ [৩।৫।১]; কৌষীতকেয়ঃ (কুষীতকের পুত্র)। যঃ (যিনি) অশনায়া-পিপাসে (আহারেচ্ছা ও পানেচ্ছাকে) শোকম্ মোহম্ (শোকমোহকে), জরাম্ মৃত্যুম্ (জরামৃত্যুকে) অত্যেতি (অতিক্রম করেন, ইহাদের অতীতরূপে বর্তমান); হি (যেহেতু) যা এব পুত্রৈষণা (যাহা পুত্রকামনা) সা বিত্তৈষণা (তাহাই বিত্তকামনা) [কারণ উভয়েই দৃষ্টফলের উৎপাদক—পুত্রের দ্বারা ইহলোকজয় ও বিত্তের দ্বারা যজ্ঞাদি কর্ম]; যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণা [কারণ বিত্ত লোকলাভের উপায় এবং লোক সকল বিত্তসাধ্য যজ্ঞাদির ফল—সাধনেচ্ছা ও ফলেচ্ছা অভিন্ন; অতএব উভয়ে অভিন্ন]—হি (কারণ) উভে এতে (ইহারা উভয়েই; পুত্রকামনা ও বিত্তকামনা-রূপ সাধনেচ্ছা এবং লোককামনারূপ ফলেচ্ছা—এই উভয় ইচ্ছাই) এষণে এব ভবতঃ (কামনাই বটে)—[অতএব ব্রহ্মবিদের পক্ষে এষণাসম্ভূত কর্ম নিষ্প্রয়োজন হওয়ায়] তম্ এতম্ (সেই এই [সাক্ষাৎ, অপরোক্ষ, সর্বান্তর]) আত্মানম্ বৈ (আত্মাকেই) বিদিত্বা (জানিয়া) [অর্থাৎ "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ জানিয়া] ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণেরা) পুত্রৈষণায়াঃ চ (পুত্র কামনা হইতে) বিত্তৈষণায়াঃ চ (বিত্তকামনা হইতে) লোকৈষণায়াঃ চ (এবং লোককামনা হইতে) ব্যুত্থায় (ব্যুত্থান করিয়া)

অথ (অতঃপর) ভিক্ষাচর্যম্ চরন্তি (ভিক্ষাবৃত্তি, সন্ন্যাস, অবলম্বন করিয়া থাকেন ; [অর্থাৎ করিবেন—ইহাই বিধি])। [যেহেতু প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা সাধনৈষণা ও ফলৈষণা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতেন] তস্মাৎ (অতএব) [এখনও] ব্রাহ্মণঃ [শাস্ত্র ও আচার্য হইতে] পাণ্ডিত্যম্ নির্বিদ্য (আত্মজ্ঞান নিরবশেষরূপে লাভ করিয়া), [অর্থাৎ এষণাত্যাগের পর নিঃশেষে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া] বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ (আত্মবিজ্ঞানরূপ বলমাত্র অবলম্বনে, অনাত্মদৃষ্টি দূরীকরণপূর্বক, অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিবেন)। বাল্যম্ চ পাণ্ডিত্যম্ চ নির্বিদ্য (জ্ঞানবল ও আত্মজ্ঞান নিঃশেষে লাভ করিয়া) অথ (অতঃপর) মুনী (মননশীল, যোগী) [হন] মৌনম্ চ (মনন, "আমি আত্মা পরব্রহ্ম, আত্মা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই," এইরূপ মানসিক বিচার), অমৌনম্ চ (আত্মজ্ঞানের ও অনাত্মপ্রত্যয়-দূরীকরণের ফলকে) নির্বিদ্য অথ ব্রাহ্মণঃ ([মুখ্য] ব্রাহ্মণ, কৃতকৃত্য, মহাবাক্যের অর্থে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ) [হন] সঃ ব্রাহ্মণঃ কেন [আচারেণ সহ] স্যাৎ (কিরূপ আচারবান্ হন) ? যেন স্যাৎ (যেরূপ আচারবান্ই হউন না কেন) তেন ঈদৃশঃ এব (তদ্দ্বারা উক্তলক্ষণ ব্রাহ্মণই হন)। অতঃ (এই ব্রাহ্মণ্য হইতে, আত্মস্বরূপ হইতে) অন্যৎ ([অবিদ্যার বিষয় এষণারূপ] বস্তুর) আর্তম্ (বিনাশী, মিথ্যা)। ততঃ [পূর্ববৎ]। ১

অতঃপর কহোল কৌষীতকেয় ইঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। (তিনি) বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্বান্তর আত্মা তাঁহারই কথা আমায় বিশেষরূপে বলুন।[১]" "সর্বান্তর ইনিই আপনার আত্মা।" "যাজ্ঞবল্ক্য, কোন্‌টি সর্বান্তর ?[২]" "যিনি ক্ষুৎপিপাসা শোকমোহ, এবং জরামৃত্যুর অতীত,[৩] সর্বান্তর তিনিই আপনার আত্মা। যাহা পুত্রকামনা তাহাই যখন বিত্তকামনা, এবং যাহা বিত্তকামনা তাহাই যখন লোককামনা—কারণ উভয়েই কামনা—অতএব উক্ত এই আত্মাকে জানিয়া ব্রাহ্মণগণ পুত্রকামনা, বিত্তকামনা, ও লোককামনা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া ভিক্ষাচর্য অবলম্বন করিবেন। এইজন্যই ব্রাহ্মণ নিঃশেষে আত্মবিদ্যা লাভ করিয়া আত্মবিজ্ঞানরূপ বল অবলম্বনে অবস্থান

করিতে ইচ্ছা করিবেন। নিঃশেষে আত্মবিদ্যা ও জ্ঞানবল লাভ করিয়া অতঃপর মননশীল হইবেন। মনন ও অমনন নিঃশেষে জানিয়া অতঃপর ব্রাহ্মণ হইবেন।[৪] সেই ব্রাহ্মণ কীদৃশ আচারশীল হন? তিনি যেরূপ আচারীই হউন না কেন, তিনি ব্রাহ্মণই বটেন।[৫] এই ব্রাহ্মণ্যভিন্ন আর সমস্তই বিনাশী।" ইহাতেই কহোল কৌষীতকেয় বিরত হইলেন। ১

১। উষস্ত ও কহোলের প্রশ্ন একই রূপ হইলেও উত্তরের পার্থক্য আছে। উষস্তের জ্ঞাতব্য—এমন কোন আত্মা আছেন কি না, যিনি বদ্ধ হন না? কহোলের জ্ঞাতব্য—আত্মার পরমার্থ স্বরূপ কি?

২। অর্থাৎ আত্মার পরমার্থ স্বরূপ কি?

৩। ভোজনেচ্ছা ও পানেচ্ছা প্রাণের ধর্ম। শোক—ইষ্টবস্তুর জন্য চিন্তাকারীর মনের নিরানন্দ—ইহা কামনার বীজ, কেন না কামনা ইহার দ্বারা উদ্দীপিত হয়; সুতরাং (এখানে) শোক—কামনা। মোহ—বিপরীত প্রত্যয় হইতে উদ্ভূত অবিবেক বা ভ্রম; সুতরাং মোহ—সকল অনর্থের বীজ অবিদ্যা। ইহারা মনের ধর্ম। জরা—দেহের বলী-পলিতাদি রূপ বিপরিণাম; মৃত্যু—দেহের বিচ্ছেদ। ইহারা শরীরের ধর্ম। এই বাক্যের মর্ম এই—শরীর, প্রাণ, ও মনের ধর্মের দ্বারা আত্মা অস্পৃষ্ট।

৪। নিরাশিষমনারম্ভং নির্নমস্কারমস্তুতিম্।

অক্ষীণং ক্ষীণকর্মাণং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ মঃ ১২।২৬৯।৩৪

—যিনি বাসনাশূন্য, ক্রিয়াহীন, স্তুতিনমস্কাররহিত, যাঁহার কর্মক্ষয় হইয়াছে, কিন্তু যিনি নিজে অক্ষীণ, তিনি ব্রাহ্মণ।

৫। ব্রহ্মজ্ঞানী যথেচ্ছাচারী হন, ইহা অর্থ নহে; পরন্তু ইহা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশংসা মাত্র। অর্থাৎ সর্বাবস্থায়ই ব্রহ্মজ্ঞান অব্যাহত থাকে। বস্তুতঃ সাধকাবস্থায় যিনি নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল একাগ্রমনে শুভকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহার মনে শুভসংস্কার প্রবল হওয়ায় জ্ঞানাবস্থায়ও তাঁহার শরীরমন শুভকর্মেই নিযুক্ত হয়—অশুভকর্মে নিযুক্ত হইতে পারে না।

তৃতীয়াধ্যায়—ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

অথ হৈনং গার্গী বাচক্নবী পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্বমপ্স্বোতং চ প্রোতং চ কস্মিন্নু খল্বাপ ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি বায়ৌ গার্গীতি কস্মিন্নু খলু বায়ুরোতশ্চ প্রোতশ্চেত্যন্তরিক্ষলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খল্বন্তরিক্ষলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি গন্ধর্বলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু গন্ধর্বলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেত্যাদিত্যলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খল্বাদিত্যলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি চন্দ্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু চন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি নক্ষত্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু নক্ষত্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি দেবলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু দেবলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতীন্দ্রলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খল্বিন্দ্রলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি প্রজাপতিলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু প্রজাপতিলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি ব্রহ্মলোকেষু গার্গীতি কস্মিন্নু খলু ব্রহ্মলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি স হোবাচ গার্গি মাঽতিপ্রাক্ষীর্মা তে মূর্ধা ব্যপপ্তদনতিপ্রশ্ন্যাং বৈ দেবতামতিপৃচ্ছসি গার্গি মাঽতিপ্রাক্ষীরিতি ততো হ গার্গী বাচক্নব্যুপররাম ॥ ১ ॥ ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ॥

[যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম ও সর্বান্তর আত্মা, তাঁহার স্বরূপ প্রদর্শনের জন্য

[illegible] পৃথিবী হইতে [illegible] ([illegible]) সকল লোক পরস্পরের অন্তরে ও বাহিরে [illegible] আছে। [illegible] বাহিরের ভূতগুলিকে ত্যাগ করিয়া [illegible] [illegible] দেখাইবার জন্য বর্তমান ও অষ্টম ব্রাহ্মণ]—অথ [পূর্ববৎ]। বাচক্নবী (বচক্নুর কন্যা)। ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত পার্থিব বস্তু) যৎ (যখন) অপ্সু (জলে) ওতম্ চ প্রোতম্ চ (ওতপ্রোত) [অন্তরে ও বাহিরে জলের দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে], [তখন] কস্মিন্ নু খলু (কোন্ বস্তুবিশেষে) আপঃ (জল) ওতাঃ চ প্রোতাঃ চ (ওতপ্রোত আছে) ইতি। [অপর স্থলগুলির অনুরূপ]। সঃ (যাজ্ঞবল্ক্য) উবাচ হ—[হে] গার্গি, মা অতিপ্রাক্ষীঃ (অতিপ্রশ্ন করিবেন না), [অতিপ্রশ্নের ফলে] তে (আপনার) মূর্ধা (মস্তক) মা ব্যপপ্তৎ (যেন বিপতিত না হয়); অনতিপ্রশ্ন্যাম্ বৈ দেবতাম্ (যে দেবতা অতিপ্রশ্নের বিষয় হইতে পারেন না, তাহারই সম্বন্ধে) [আপনি] অতিপৃচ্ছসি (অতিপ্রশ্ন করিতেছেন)। [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ]। ১

অতঃপর গার্গী বাচক্নবী ইঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। (তিনি) বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, এই সমস্তই যখন জলে ওতপ্রোত, তখন জল কাহাতে ওতপ্রোত?[১]" "হে গার্গি, বায়ুতে।[২]" "বায়ু কাহাতে ওতপ্রোত?" "হে গার্গি, অন্তরিক্ষলোক সকলে।" "অন্তরিক্ষলোক সকল কাহাতে ওতপ্রোত?" "হে গার্গি, গন্ধর্বলোক সকলে।" "গন্ধর্বলোক সকল কাহাতে ওতপ্রোত?" "হে গার্গি, আদিত্যলোক সকলে।" "আদিত্যলোক সকল কাহাতে ওতপ্রোত?" "হে গার্গি, চন্দ্রলোক সকলে।" "চন্দ্রলোক সকল কাহাতে ওতপ্রোত?" "হে গার্গি, নক্ষত্রলোক সকলে।" "নক্ষত্রলোক সকল কাহাতে ওতপ্রোত?" "হে গার্গি, দেবলোক সকলে।" "দেবলোক সকল কাহাতে ওতপ্রোত?" "হে গার্গি, ইন্দ্রলোক সকলে।" "ইন্দ্রলোক সকল কাহাতে ওতপ্রোত?" "হে গার্গি, প্রজাপতিলোক সকলে (অর্থাৎ বিরাট্‌শরীরের আরম্ভক ভূতসকলে)।" "প্রজাপতিলোক সকল

তাহা জিজ্ঞাসা করা অকর্তব্য। অতিপ্রশ্ন—প্রশ্নের বিষয় আগমকে অতিক্রম করিয়া প্রশ্ন। সেই অতিপ্রশ্ন যে দেবতার সম্বন্ধে, তিনি অতিপ্রশ্ন্যা। ন অতিপ্রশ্ন্যা—অনতিপ্রশ্ন্যা—কেবল আগমগম্যা।

তৃতীয়াধ্যায়—সপ্তম (অন্তর্যামী) ব্রাহ্মণ

অথ হৈনমুদ্দালক আরুণিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ মদ্রেষ্ববসাম পতঞ্চলস্য কাপ্যস্য গৃহেষু যজ্ঞমধীয়ানাস্তস্যাসীদ্ ভার্যা গন্ধর্বগৃহীতা তমপৃচ্ছাম কোঽসীতি সোঽব্রবীৎ কবন্ধ আথর্বণ ইতি সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ বেত্থ নু ত্বং কাপ্য তৎ সূত্রং যেনায়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতানি সংদৃব্ধানি ভবন্তীতি সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলঃ কাপ্যো নাহং তদ্ ভগবন্ বেদেতি সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ বেত্থ নু ত্বং কাপ্য তমন্তর্যামিণং য ইমং চ লোকং পরং চ লোকং সর্বাণি চ ভূতানি যোঽন্তরো যময়তীতি সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলঃ কাপ্যো নাহং তং ভগবন্ বেদেতি সোঽব্রবীৎ পতঞ্চলং কাপ্যং যাজ্ঞিকাংশ্চ যো বৈ তৎ কাপ্য সূত্রং বিদ্যাৎ তং চান্তর্যামিণমিতি স ব্রহ্মবিৎ স লোকবিৎ স দেববিৎ স বেদবিৎ স ভূতবিৎ স আত্মবিৎ স সর্ববিদিতি তেভ্যোঽব্রবীৎ তদহং বেদ তচ্চেৎ ত্বং যাজ্ঞবল্ক্য সূত্রমবিদ্বাংস্তং চান্তর্যামিণং ব্রহ্মগবীরুদজসে মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি বেদ বা অহং গৌতম তৎ সূত্রং তং

চান্তর্যামিণমিতি যো বা কশ্চিদ্ ব্রুয়াদ্ বেদ বেদেতি যথা বেথ তথা ব্রূহীতি ॥ ১

[অপ্রারম্ভক ভূত সকলের অন্তরতম সূত্র সম্বন্ধে আগমমাত্র অবলম্বনে প্রশ্ন করিতে হয় বলিয়া অতঃপর আখ্যায়িকাচ্ছলে আগম (—আচার্যোপদেশ) উপস্থাপিত হইতেছে]—অথ [পূর্ববৎ]। আরুণিঃ (অরুণের পুত্র)। মদ্রেষু পতঞ্চলস্য কাপ্যস্য [৩।৩।১] গৃহেষু (গৃহে) যজ্ঞম্ অধীয়ানাঃ (যজ্ঞশাস্ত্র অধ্যয়নে তৎপর হইয়া) অবসাম (বাস করিয়াছিলাম)। তস্য (তাঁহার) ভার্যা (পত্নী) গন্ধর্ব-গৃহীতা...অব্রবীৎ [৩।৩।১]—[আমি] কবন্ধঃ আথর্বণঃ (অথর্বণ-এর পুত্র কবন্ধ) ইতি। সঃ পতঞ্চলম্ কাপ্যম্ (কপিগোত্রীয় পতঞ্চলকে) চ যাজ্ঞিকান্ (এবং যজ্ঞাধ্যয়ননিরত শিষ্যদিগকে) অব্রবীৎ (বলিলেন)—[হে] কাপ্য, ত্বম্ (তুমি) তৎ সূত্রম্ (সেই সূত্রকে, প্রাণকে, হিরণ্যগর্ভকে) বেত্থ নু (জান কি), যেন (যাঁহার দ্বারা) অয়ম্ চ লোকঃ (এই জন্ম) পরঃ চ লোকঃ (পরজন্ম), সর্বাণি চ ভূতানি ([ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যন্ত] নিখিল প্রাণী) সংদৃব্ধানি ভবন্তি (সংগ্রথিত [হইয়া বিধৃত] রহিয়াছে)? ইতি। সঃ পতঞ্চলঃ কাপ্য অব্রবীৎ—ভগবন্, অহম্ তৎ (তাহা) ন বেদ (জানি না) ইতি। সঃ [ইত্যাদি পূর্ববৎ]—তম্ অন্তর্যামিণম্ (সেই অন্তর্যামীকে) যঃ অন্তরঃ (অভ্যন্তরে), যঃ ইমম্ চ লোকম্ (এই জন্ম)... যময়তি (নিয়ন্ত্রিত করেন) ইতি। সঃ [পূর্ববৎ]। [হে] কাপ্য, যঃ বৈ (যে কেহ) তৎ সূত্রম্ (সেই সূত্রকে) তম্ অন্তর্যামিণম্ চ (এবং [সূত্রের অন্তর্গত ও তাহার নিয়ন্তা] সেই অন্তর্যামীকে) ইতি (এইরূপে) বিদ্যাৎ (জানিবে), সঃ (তিনি) ব্রহ্মবিৎ (পরমাত্মবিৎ), সঃ লোকবিৎ ([অন্তর্যামীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত] ভূরাদি লোককে জানেন), সঃ দেববিৎ ([লোকবাসী] দেবগণকে জানেন), সঃ বেদবিৎ ([সকলের প্রমাণস্থল] বেদকে জানেন), সঃ ভূতবিৎ ([সূত্রের দ্বারা ধৃত বা অন্তর্যামীর দ্বারা পরিচালিত] নিখিল প্রাণীকে জানেন), সঃ আত্মবিৎ ([কর্তা, ভোক্তা প্রভৃতিরূপে পরিচিত] আত্মাকে [অন্তর্যামীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া] জানেন), সঃ সর্ববিৎ (সমস্ত [illegible] [অন্তর্যামীর অধীন বলিয়া] জানেন) [illegible] তেভ্যঃ ([illegible]) অব্রবীৎ ([illegible] (সেই [illegible] (এই কথা) [[illegible]]

সূত্র ও অন্তর্যামীর বিজ্ঞান) বেদ। যাজ্ঞবল্ক্য, ত্বম্ চেৎ (যদি) তৎ সূত্রম্ চ অন্তর্যামিণম্ অবিদ্বান্ (না জানিয়া) ব্রহ্মগবীঃ (ব্রহ্মজ্ঞের জন্য উদ্দিষ্ট গাভী সকল) উদজসে (লইয়া যান) [তবে] তে মূর্ধা বিপতিষ্যতি (আপনার মুণ্ডপাত হইবে) ইতি। [হে] গৌতম (গৌতমগোত্রীয় উদ্দালক), অহম্ তৎ সূত্রম্ তম্ চ অন্তর্যামিণম্ বেদ বৈ ইতি। যঃ কঃ চিৎ বা (যে কোনও ব্যক্তিই) "বেদ বেদ" ইতি (আপনার এতাদৃশ কথা) ব্রূয়াৎ (বলিতে পারে)। যথা বেথ (যেরূপ জানেন) তথা ব্রূহি (সেইরূপ বলুন) [অর্থাৎ যাহা জানেন তাহা কার্যতঃ প্রকাশ করিয়া বলুন] ইতি। ১

অনন্তর উদ্দালক আরুণি ইঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, আমরা যজ্ঞশাস্ত্রাধ্যয়নে নিরত থাকিয়া মদ্রদেশে পতঞ্চল কাপ্যের গৃহে বাস করিয়াছিলাম। তাঁহার ভার্যা গন্ধর্ববিশিষ্টা হইয়াছিলেন। আমরা সেই গন্ধর্বকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'আপনি কে?' তিনি বলিলেন, আমি কবন্ধ আথর্বণ।" তিনি পতঞ্চল কাপ্য ও শিষ্যগণকে বলিলেন, 'কাপ্য, তুমি সেই সূত্রকে জান কি, যাঁহার দ্বারা এই জীবন, পরজীবন, এবং সর্বভূত সংগ্রথিত রহিয়াছে?' পতঞ্চল কাপ্য বলিলেন, 'ভগবন্, আমি তাহা জানি না।' তিনি পতঞ্চল কাপ্য ও শিষ্যগণকে বলিলেন, 'কাপ্য, তুমি কি সেই অন্তর্যামীকে জান, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া এই জীবন, পরজীবন, এবং সর্বভূতকে নিয়মিত করেন?' পতঞ্চল কাপ্য বলিলেন, 'ভগবন্, আমি তাঁহাকে জানি না।' তিনি পতঞ্চল কাপ্য ও শিষ্যগণকে বলিলেন, 'কাপ্য, যে কেহ সেই সূত্রকে এবং সেই অন্তর্যামীকে এইরূপে জানেন, তিনি ব্রহ্মবিদ্, তিনি লোকবিদ্, তিনি দেববিদ্, তিনি বেদবিদ্, তিনি ভূতবিদ্, তিনি আত্মবিদ্, তিনি সর্ববিদ্।' এই কথা তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন (অর্থাৎ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন)। আমি উহা জানি। যাজ্ঞবল্ক্য, সেই সূত্রকে এবং

সেই অন্তর্যামীকে না জানিয়াও যদি আপনি এই সকল ব্রহ্মগবী লইয়া যান, তবে আপনার মস্তক নিপতিত হইবে।" (যাজ্ঞবল্ক্য)—"গৌতম, আমি সেই সূত্র ও সেই অন্তর্যামীকে অবশ্যই জানি।" "(আপনার মত) 'জানি, জানি' এই কথা যে কেহই বলিতে পারে। যেরূপ জানেন তাহা (প্রকাশ করিয়া) বলুন।" ১

স হোবাচ বায়ুর্বৈ গৌতম তৎ সূত্রং বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণায়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতানি সংদৃব্ধানি ভবন্তি তস্মাদ্বৈ গৌতম পুরুষং প্রেতমাহুর্ব্যস্রংসিষতাস্যাঙ্গানীতি বায়ুনা হি গৌতম সূত্রেণ সংদৃব্ধানি ভবন্তীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্যান্তর্যামিণং ব্রূহীতি ॥ ২

সঃ (যাজ্ঞবল্ক্য) উবাচ হ—গৌতম, বায়ুঃ বৈ (বায়ুই) তৎ সূত্রম্। গৌতম, বায়ুনা বৈ সূত্রেণ (বায়ুস্বরূপ সূত্রেরই দ্বারা) অয়ম্ চ [পূর্ববৎ]। গৌতম, তস্মাৎ বৈ (এই জন্যই, [সূত্রে গ্রথিত মণির ন্যায়] বায়ুর দ্বারা সমস্ত গ্রথিত বলিয়াই) প্রেতম্ পুরুষম্ আহুঃ (মৃতব্যক্তি সম্বন্ধে লোকে বলে) অস্য (এই ব্যক্তির) অঙ্গানি (অবয়ব সকল) ব্যস্রংসিষত (বিস্রস্ত হইয়াছে) ইতি; হি (কারণ) গৌতম, বায়ুনা সূত্রেণ সংদৃব্ধানি ভবন্তি ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ (ইহা) এবম্ এব (এইরূপই বটে)। অন্তর্যামিণম্ ([সূত্রের অন্তর্গত, সূত্রের নিয়ন্তা] অন্তর্যামীর কথা) ব্রূহি (বলুন) ইতি। ২

তিনি বলিলেন, "গৌতম, বায়ুই সেই সূত্র। গৌতম, বায়ুরূপ সূত্রেরই দ্বারা এই জীবন, পরজীবন, ও নিখিল প্রাণী সংগ্রথিত রহিয়াছে। গৌতম, এইজন্যই মৃতব্যক্তিসম্বন্ধে লোকে বলে, 'ইহার অবয়ব সকল বিস্রস্ত হইয়াছে।' কারণ, হে গৌতম, বায়ুরূপ সূত্রেই

তাহারা সংগ্রথিত।" "যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে। (এখন) অন্তর্যামীর কথা বলুন।" ২

১। বায়ু—হিরণ্যগর্ভ (৩।৩।২, টীকা ২)। এই বায়ুই কর্মফল ও সংস্কারের আশ্রয়, ও সপ্তদশাবয়ব (পঞ্চভূত, দশেন্দ্রিয়, প্রাণ, ও অন্তঃকরণ), বিশিষ্ট লিঙ্গশরীরের উপাদান। উনপঞ্চাশ বায়ু ইঁহারই বাহ্য প্রকাশ।

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৩

যঃ (যিনি) পৃথিব্যাম্ (পৃথিবীতে), [অর্থাৎ] পৃথিব্যাঃ (পৃথিবীদেবতার), অন্তরঃ (অভ্যন্তরবর্তী রূপে) তিষ্ঠন্ [ভবতি] (অবস্থিত আছেন), পৃথিবী (পৃথিবীদেবতা) যম্ (যাঁহাকে) ন বেদ (জানেন না), পৃথিবী যস্য (যাঁহার) শরীরম্ (দেহ) [এবং ইন্দ্রিয়], যঃ অন্তরঃ পৃথিবীম্ (পৃথিবীদেবতাকে) যময়তি ([স্বব্যাপারে] নিয়মিত করেন), এষঃ (ইনি) অন্তর্যামী, অমৃতঃ (অমর, সংসারধর্মবর্জিত), [ও] তে (আপনার) [এবং সকলের] আত্মা। ৩

"যিনি পৃথিবীতে, অর্থাৎ পৃথিবীদেবতার অন্তরবর্তী রূপে, বিদ্যমান থাকেন, পৃথিবীদেবতা[১] যাঁহাকে জানেন না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরবর্তী রূপে থাকিয়া পৃথিবীদেবতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই অন্তর্যামী ও অমর এবং আপনার আত্মা। ৩

১। অন্তর্যামীর নিজের শরীর বা ইন্দ্রিয় নাই। পৃথিবীদেবতার স্বকর্মানুযায়ী যে দেহেন্দ্রিয় হয়, উহাই অন্তর্যামীরও দেহেন্দ্রিয়। অর্থাৎ অন্তর্যামী, ঈশ্বর, বা নারায়ণের সাক্ষিস্বরূপ সন্নিধিবশতঃই পৃথিবীদেবতার কার্যকরণের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি হয়। পরবর্তী কণ্ডিকাগুলিতেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

যোহপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যমাপো ন বিদুর্যস্যাপঃ শরীরং যোঽপোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৪

অপ্সু (জলে), অদ্ভ্যঃ অন্তরঃ (জলের অন্তরে), অপঃ (জলকে, জলদেবতাকে)। [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ]। ৪

"যিনি জলে, অর্থাৎ জলদেবতার অন্তরবর্তী রূপে, বিদ্যমান আছেন, জলদেবতা যাঁহাকে জানেন না, জল যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরবর্তী রূপে থাকিয়া জলদেবতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই অন্তর্যামী ও অমৃত এবং আপনার আত্মা। ৪

যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নেরন্তরো যমগ্নির্ন বেদ যস্যাগ্নিঃ শরীরং যোঽগ্নিমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৫

"যিনি অগ্নিতে, অর্থাৎ অগ্নিদেবতার অভ্যন্তরবর্তী রূপে, বিদ্যমান আছেন, অগ্নিদেবতা যাঁহাকে জানেন না (ইত্যাদি)। ৫

যোঽন্তরিক্ষে তিষ্ঠন্নন্তরিক্ষাদন্তরো যমন্তরিক্ষং ন বেদ যস্যান্তরিক্ষং শরীরং যোঽন্তরিক্ষমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৬

"যিনি অন্তরিক্ষে, অর্থাৎ অন্তরিক্ষদেবতার অন্তরবর্তী (ইত্যাদি)। ৬

যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরো যং বায়ুর্ন বেদ যস্য বায়ুঃ শরীরং যো বায়ুমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৭

"যিনি বায়ুতে, অর্থাৎ বায়ুদেবতার অন্তরবর্তী (ইত্যাদি)। ৭

যো দিবি তিষ্ঠন্ দিবোহন্তরো যং দ্যৌর্ন বেদ যস্য দ্যৌঃ শরীরং যো দিবমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৮

"যিনি দ্যুলোকে, অর্থাৎ দ্যুলোকদেবতার অন্তরবর্তী (ইত্যাদি)। ৮

য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ৯

"যিনি সূর্যে অর্থাৎ সূর্যদেবতার অন্তরবর্তী (ইত্যাদি)। ৯

যো দিক্ষু তিষ্ঠন্ দিগ্‌ভ্যোহন্তরো যং দিশো ন বিদুর্যস্য দিশঃ শরীরং যো দিশোহন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১০

"যিনি দিক্‌সমূহে, অর্থাৎ দিগ্‌দেবতার অন্তরবর্তী (ইত্যাদি)। ১০

যশ্চন্দ্রতারকে তিষ্ঠংশ্চন্দ্রতারকাদন্তরো যং চন্দ্রতারকং ন বেদ যস্য চন্দ্রতারকং শরীরং যশ্চন্দ্রতারকমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১১

"যিনি চন্দ্রতারকায়, অর্থাৎ চন্দ্রতারকাদেবতার (ইত্যাদি)। ১১

য আকাশে তিষ্ঠন্নাকাশাদন্তরো যমাকাশো ন বেদ যস্যাকাশঃ শরীরং য আকাশমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১২

"যিনি আকাশে, অর্থাৎ আকাশদেবতার (ইত্যাদি)। ১২

যস্তমসি তিষ্ঠংস্তমসোঽন্তরো যং তমো ন বেদ যস্য তমঃ শরীরং যস্তমোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৩

"যিনি তমতে (অর্থাৎ অন্ধকারে), অর্থাৎ তমোদেবতায় (ইত্যাদি) । ১৩

যস্তেজসি তিষ্ঠংস্তেজসোঽন্তরো যং তেজো ন বেদ যস্য তেজঃ শরীরং যস্তেজোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃত ইত্যধিদৈবতমথাধিভূতম্ ॥ ১৪

ইতি অধিদৈবতম্ (অধিদৈবত অর্থাৎ দেবতার মধ্যে [অন্তর্যামি-বিষয়ক] দর্শন [বলা হইল]) । অথ (অনন্তর) অধিভূতম্ ([ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্ত] ভূতগণমধ্যে) [ঐ দর্শন বলা হইতেছে] । ১৪

"যিনি তেজে, অর্থাৎ তেজোদেবতার অন্তরবর্তী রূপে থাকেন, তেজোদেবতা যাঁহাকে জানেন না, তেজ যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরবর্তী রূপে থাকিয়া তেজোদেবতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই অন্তর্যামী ও অমর এবং আপনার আত্মা । এই পর্যন্ত অধিদৈবত দর্শন ; অতঃপর অধিভূত দর্শন । ১৪

যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃত ইত্যধিভূতমথাধ্যাত্মম্ ॥ ১৫

"যিনি সর্বভূতে, অর্থাৎ সর্বভূতদেবতার অন্তরবর্তী রূপে থাকেন, সর্বভূতদেবতা যাঁহাকে জানেন না, সর্বভূত যাঁহার শরীর, যিনি

অন্তরবর্তী রূপে থাকিয়া সর্বভূতের দেবতাকে নিয়মিত করেন, তিনিই অন্তর্যামী ও অমৃত এবং আপনার আত্মা। এই পর্যন্ত অধিভূত দর্শন ; অতঃপর অধ্যাত্ম (শরীরবিষয়ে) দর্শন। ১৫

যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যামা-মৃতঃ ॥ ১৬

"যিনি প্রাণে (অর্থাৎ প্রাণবায়ুসহ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে), অর্থাৎ প্রাণদেবতার অন্তরবর্তী রূপে থাকেন, প্রাণদেবতা যাঁহাকে (ইত্যাদি)। ১৬

যো বাচি তিষ্ঠন্ বাচোহন্তরো যং বাঙ্ ন বেদ যস্য বাক্ শরীরং যো বাচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যামা-মৃতঃ ॥ ১৭

"যিনি বাগিন্দ্রিয়ে, অর্থাৎ বাগ্দেবতার অন্তরবর্তী (ইত্যাদি)। ১৭

যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠংশ্চক্ষুষোহন্তরো যং চক্ষুর্ন বেদ যস্য চক্ষুঃ শরীরং যশ্চক্ষুরন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৮

"যিনি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের, অর্থাৎ চক্ষুর্দেবতার অন্তরবর্তী (ইত্যাদি)। ১৮

যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠঞ্ছ্রোত্রাদন্তরো যং শ্রোত্রং ন বেদ যস্য শ্রোত্রং শরীরং যঃ শ্রোত্রমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ১৯

"যিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ে, অর্থাৎ শ্রবণদেবতার অন্তরবর্তী (ইত্যাদি)। ১৯

যো মনসি তিষ্ঠন্ মনসোঽন্তরো যং মনো ন বেদ যস্য মনঃ শরীরং যো মনোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ২০

"যিনি মনে, অর্থাৎ মনোদেবতার অন্তরবর্তী (ইত্যাদি)। ২০

যস্ত্বচি তিষ্ঠংস্ত্বচোঽন্তরো যং ত্বঙ্ ন বেদ যস্য ত্বক্ শরীরং যস্ত্বচমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ২১

"যিনি ত্বগিন্দ্রিয়ে, অর্থাৎ ত্বগ্‌দেবতার অন্তরবর্তী (ইত্যাদি)। ২১

যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ ॥ ২২

"যিনি বিজ্ঞানে (বুদ্ধিতে), অর্থাৎ বুদ্ধিদেবতার অন্তরবর্তী (ইত্যাদি)। ২২

যো রেতসি তিষ্ঠন্ রেতসোঽন্তরো যং রেতো ন বেদ যস্য রেতঃ শরীরং যো রেতোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতোঽদৃষ্টো দ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতো মন্তাঽবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতৈষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতোঽতোঽন্যদার্তং ততো হোদ্দালক আরুণিরুপররাম ॥ ২৩ ॥ ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য সপ্তমং ব্রাহ্মণম্ ॥

রেতসি (রেতে, অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়ে) ; [মহাশক্তিশালী পৃথিব্যাদিদেবতাও কেন আপনাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত ও আপনাদের নিয়ন্তা অন্তর্যামীকে জানেন না, তাহা বলা হইতেছে]—অদৃষ্টঃ ([স্বয়ং অপর কাহারও] দৃষ্টির বিষয়ীভূত নহেন) [অথচ] দ্রষ্টা ([চক্ষুতে সন্নিহিত চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া] সাক্ষী) ; [এইরূপ] অশ্রুতঃ শ্রোতা ([সর্বকর্ণে সন্নিহিত] অলুপ্ত শ্রবণ-শক্তি) ; অমতঃ (মনঃসঙ্কল্পের অবিষয়) মন্তা (মননকারী) ; অবিজ্ঞাতঃ (নিশ্চয়ের অবিষয়ীভূত) বিজ্ঞাতা। [কিন্তু তাই বলিয়া পৃথিব্যাদিদেবতা পৃথক্ ও তাঁহাদের নিয়ন্তা অন্তর্যামী পৃথক্ নহেন ; কারণ] অতঃ (এই অন্তর্যামী হইতে) অন্যঃ (ভিন্ন) দ্রষ্টা ন অস্তি, (নাই) ; অতঃ অন্যঃ শ্রোতা ন অস্তি ; অতঃ অন্যঃ মন্তা ন অস্তি ; অতঃ অন্যঃ বিজ্ঞাতা ন অস্তি। অন্তর্যামী অমৃতঃ এষঃ (অন্তর্যামী ও অমৃত ইনিই) তে আত্মা [ইত্যাদি—৩।৭।৩ দ্রঃ]। ২৩

"যিনি জননেন্দ্রিয়ে, অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়দেবতার অন্তরবর্তী রূপে, থাকেন, জননেন্দ্রিয়দেবতা যাঁহাকে জানেন না, জননেন্দ্রিয় যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরবর্তী রূপে থাকিয়া জননেন্দ্রিয়দেবতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিই অন্তর্যামী ও অমৃত এবং আপনার আত্মা। তিনি অদৃষ্ট হইলেও দ্রষ্টা, অশ্রুত হইলেও শ্রোতা, মননের অবিষয় হইলেও মন্তা, অবিজ্ঞাত হইলেও বিজ্ঞাতা। তাঁহা হইতে ভিন্ন কোনও দ্রষ্টা নাই, তাঁহা হইতে ভিন্ন শ্রোতা নাই, তাঁহা হইতে ভিন্ন মন্তা নাই, তাঁহা হইতে ভিন্ন বিজ্ঞাতা নাই। অন্তর্যামী ও অমৃত ইনিই আপনার আত্মা। ইঁহা[১] হইতে যাহা কিছু ভিন্ন, তাহা বিনাশী।" ইহাতে উদ্দালক আরুণি নিরস্ত হইলেন। ২৩

১। যিনি সাক্ষী, সর্ব-সংসারধর্ম-বর্জিত, ও সর্বপ্রাণীর কর্মফলবিভাগের কর্তা।

তৃতীয়াধ্যায়—অষ্টম (অক্ষর) ব্রাহ্মণ

অথ হ বাচক্নব্যুবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো হন্তাহমিমং দ্বৌ প্রশ্নৌ প্রক্ষ্যামি তৌ চেন্মে বক্ষ্যতি ন জাতু যুষ্মাকমিমং কশ্চিদ্ ব্রহ্মোদ্যং জেতেতি পৃচ্ছ গার্গীতি ॥ ১

[সোপাধিক বস্তু নিরূপিত হইয়াছে ; অতঃপর ক্ষুৎপিপাসাহীন, নিরুপাধিক, সাক্ষাৎ অপরোক্ষ, ও সর্বান্তর ব্রহ্ম বলা হইতেছে]—অথ বাচক্নবী (বচক্নু কন্যা গার্গী) উবাচ হ—ভগবন্তঃ ব্রাহ্মণাঃ (শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণগণ), হন্ত (আপনাদের অনুমতি হইলে) অহম্ (আমি) ইমম্ (ইঁহাকে) দ্বৌ প্রশ্নৌ (দুইটি প্রশ্ন) প্রক্ষ্যামি (জিজ্ঞাসা করিব)। মে (আমার) তৌ (উক্ত দুইটি) চেৎ (যদি) বক্ষ্যতি (বলেন, উত্তর দেন) যুষ্মাকম্ কঃ চিৎ (আপনাদের কেহই) জাতু (কখনও) ইমম্ ব্রহ্মোদ্যম্ (ব্রহ্মবাদ-বিষয়ে) জেতা ন (জয় করিবেন না) ইতি। [ব্রাহ্মণেরা বলিলেন]—গার্গি, পৃচ্ছ (জিজ্ঞাসা করুন) ইতি। ১

অতঃপর বাচক্নবী বলিলেন, "শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণগণ, অনুমতি হইলে[১] আমি ইঁহাকে দুইটি প্রশ্ন করিব। ইনি যদি আমার ঐ প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দেন, তবে আপনাদের কেহ কখনও ইঁহাকে ব্রহ্মবিচারে জয় করিতে পারিবেন না।" (ব্রাহ্মণেরা)—"গার্গি, প্রশ্ন করুন।" ১

১। মস্তকপতনের ভয়ে গার্গী পূর্বে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন (ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ)। সুতরাং ঐ ভয় নিবারণের জন্য প্রশ্নোত্থাপনের পূর্বে ব্রাহ্মণদের অনুমতি চাহিতেছেন।

সা হোবাচাহং বৈ ত্বা যাজ্ঞবল্ক্য যথা কাশ্যো বা বৈদেহো বোগ্রপুত্র উজ্জ্যং ধনুরধিজ্যং কৃত্বা দ্বৌ বাণবন্তৌ সপত্নাতিব্যাধিনৌ হস্তে কৃত্বোপোত্তিষ্ঠেদেবমেবাহং ত্বা দ্বাভ্যাং প্রশ্নাভ্যামুপোদস্থাং তৌ মে ব্রূহীতি পৃচ্ছ গার্গীতি ॥ ২

সা উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য, অহম্ বৈ ত্বা (আমি আপনাকে) [প্রশ্ন করিতেছি]। যথা (যেমন) বা (হয়) উগ্রপুত্রঃ (বীরবংশসম্ভূত) কাশ্যঃ (কাশীরাজ) বা (অথবা) বৈদেহঃ (বিদেহরাজ) উজ্জ্যম্ (জ্যাবিযুক্ত) ধনুঃ (ধনুকে) অধিজ্যম্ কৃত্বা (জ্যাসংযুক্ত করিয়া) সপত্ন-অতিব্যাধিনৌ (শত্রুগণের অতিশয় পীড়াদায়ক) দ্বৌ (দুইটি) বাণবন্তৌ (বাণ, অর্থাৎ অগ্রে বংশখণ্ড, যুক্ত শরদ্বয়) হস্তে কৃত্বা (হস্তে লইয়া) উপোত্তিষ্ঠেৎ (সন্নিকটে উপস্থিত হন), এবম্ এব (ঠিক তেমনি) অহম্ দ্বাভ্যাম্ প্রশ্নাভ্যাম্ (দুইটি প্রশ্ন লইয়া) ত্বা উপদস্থাম্ (আপনার সমীপে উপস্থিত হইলাম)। তৌ (ঐ দুইটি) [প্রশ্নের উত্তর] মে ব্রূহি (আমায় বলুন) ইতি। গার্গি, পৃচ্ছ ইতি। ২

গার্গী বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, আমি আপনাকে প্রশ্ন করিতেছি। বীরবংশসম্ভূত কাশীরাজ বা বিদেহরাজ যেমন জ্যাবিযুক্ত ধনুতে জ্যা আরোপণ করিয়া শত্রুগণের পীড়াদায়ক ও বংশখণ্ডযুক্ত শরদ্বয় হস্তে লইয়া সন্নিকটে উপস্থিত হন, ঠিক তেমনি আমি দুইটি প্রশ্ন লইয়া আপনার (প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে) সমীপে উত্থিত হইলাম। ঐ দুইটির উত্তর আমায় বলুন।" "গার্গি, জিজ্ঞাসা করুন।" ২

সা হোবাচ যদূর্ধ্বং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যা-চক্ষতে কস্মিংস্তদোতং চ প্রোতং চেতি ॥ ৩

সা উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য, যৎ (যাহা) দিবঃ ঊর্ধ্বম্ ([ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বকপাল] দ্যুলোকের উপরে), যৎ পৃথিব্যাঃ অবাক্ ([ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নকপাল] পৃথিবীর নীচে), যৎ দ্যাবাপৃথিবী (—দ্যাবাপৃথিব্যোঃ, দ্যুলোক ও পৃথিবীর, ব্রহ্মাণ্ড-কপালদ্বয়ের) অন্তরা (মধ্যে) [এবং] ইমে (এই দ্যুলোক ও পৃথিবীরূপে বিদ্যমান), যৎ ভূতম্ চ (অতীত [হইয়াছে]), ভবৎ চ (বর্তমান [আছে]), ভবিষ্যৎ চ (এবং হইবে) —ইতি (এই যাহা কিছু) [পণ্ডিতেরা আগমসহায়ে] আচক্ষতে (বলেন) তৎ (সেই

সমস্ত দ্বৈত [অর্থাৎ সেই দ্বৈতজাত যাহাতে একীভূত হয়, সেই পূর্বোক্ত জগদাত্মক সূত্র]) কস্মিন্ (কাহাতে) ওতম্ চ প্রোতম্ চ ইতি। ৩

গার্গী বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, যাহা দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে, যাহা পৃথিবীর নিম্নে, যাহা ব্রহ্মাণ্ডকপালদ্বয়ের মধ্যে এই উভয়লোকরূপে বিদ্যমান, যাহা হইয়াছে, যাহা বর্তমান, ও যাহা হইবে—এই সব যাহা কিছু পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন—উহা কাহাতে ওতপ্রোত ?" ৩

স হোবাচ যদূর্ধ্বং গার্গি দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশে তদোতং চ প্রোতং চেতি ॥ ৪

[পূর্ব কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য]। ৪

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "গার্গি, যাহা দ্যুলোকের ঊর্ধ্বে, যাহা পৃথিবীর নিম্নে, যাহা ব্রহ্মাণ্ডকপালদ্বয়ের মধ্যে এই উভয়লোকরূপে বিদ্যমান, যাহা হইয়াছে, যাহা বর্তমান, ও যাহা হইবে—এই সব যাহা কিছু পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন—উহা আকাশে ওতপ্রোত রহিয়াছে।[১]" ৪

১। ব্যাকৃত-জগদাত্মক (৩।৭।২) সূত্র—উৎপত্তি, স্থিতি, ও প্রলয় এই তিন কালেই—অব্যাকৃত আকাশে ওতপ্রোত রহিয়াছেন।

সা হোবাচ নমস্তেঽস্তু যাজ্ঞবল্ক্য যো ম এতং ব্যবোচোঽপরস্মৈ ধারয়স্বেতি পৃচ্ছ গার্গীতি ॥ ৫

সা উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য, যঃ (যে আপনি) মে (আমার) এতম্ (এই একটি প্রশ্ন) ব্যবোচঃ (বিশেষরূপে বলিয়াছেন) তে নমঃ অস্তু (সেই আপনাকে নমস্কার)। অপরস্মৈ (অপর প্রশ্নের জন্য) [আপনাকে] ধারয়স্ব (দৃঢ় করুন) ইতি। গার্গি, পৃচ্ছ ইতি। ৫

গার্গী বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি আমার এই একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন বলিয়া আপনাকে নমস্কার। অপর প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হউন।" "গার্গি, প্রশ্ন করুন।" ৫

সা হোবাচ যদূর্ধ্বং যাজ্ঞবল্ক্য দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে কস্মিংস্তদোতং চ প্রোতং চেতি ॥ ৬

[৩।৮।৩ দ্রঃ। পূর্বের প্রশ্নোত্তরের দৃঢ়তার জন্য এই পুনরুক্তি]। ৬

স হোবাচ যদূর্ধ্বং গার্গি দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশ এব তদোতং চ প্রোতং চেতি কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি ॥ ৭

সঃ উবাচ [ইত্যাদি ৩।৮।৪ দ্রঃ]। [গার্গী]—কস্মিন্ নু খলু (কাহাতে) আকাশঃ ওতঃ চ প্রোতঃ চ ইতি। ৭

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "গার্গি, যাহা দ্যুলোকের উর্ধ্বে এবং যাহা পৃথিবীর নিম্নে, যাহা ব্রহ্মাণ্ডকপালদ্বয়ের মধ্যে এই উভয়লোকরূপে বিদ্যমান, যাহা হইয়াছে, যাহা হইতেছে, ও যাহা হইবে—এই সব যাহা কিছু পণ্ডিতেরা বলেন—(তদাত্মক) তিনি (অর্থাৎ সূত্র) আকাশেই ওতপ্রোত আছেন।" "আকাশ আবার কাহাতে ওতপ্রোত ?[1]" ৭

১। আকাশের পর এব (—ই) শব্দ দিয়া যাজ্ঞবল্ক্য পূর্বের উত্তরকেই দৃঢ় করিলে গার্গী দ্বিতীয় প্রশ্নের অবতারণা করিলেন। তাঁহার মনোভাব এই—

"ত্রিকালাতীত বলিয়া অব্যাকৃত 'আকাশই' দুর্বাচ্য ; সুতরাং আকাশ যাঁহাতে ওতপ্রোত সেই অক্ষর আরও দুর্বাচ্য। সুতরাং হয় ইনি ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া অপ্রতিপত্তি (না জানা) দোষে দুষ্ট, অথবা অবাচ্য বিষয় বলিতে গিয়া বিপ্রতিপত্তি (বিপরীত জানা) দোষে দুষ্ট হইবেন।"

স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্য-
স্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায্বনাকাশম-
সঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমা-
ত্রমনন্তরমবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন ॥ ৮

সঃ উবাচ হ—গার্গি, [যাঁহাতে আকাশ ওতপ্রোত] ব্রাহ্মণাঃ (ব্রহ্মবিদেরা) এতৎ বৈ (ইঁহাকেই) তৎ (সেই) অক্ষরম্ (অক্ষর, ক্ষয়হীন, নাশহীন) অভিবদন্তি (বলিয়া থাকেন)। [তিনি] অস্থূলম্, অনণু, অহ্রস্বম্, অদীর্ঘম্ [স্থূলত্ব, অণুত্ব, হ্রস্বত্ব, ও দীর্ঘত্ব এই চারিটি দ্রব্যগুণ তাঁহাতে নাই ; অর্থাৎ অক্ষর দ্রব্য নহেন] ; অলোহিতম্ ([অগ্নিগুণ] লৌহিত্যরহিত), অস্নেহম্ ([জলগুণ] স্নেহত্বরহিত), অচ্ছায়ম্ (ছায়া নহেন) অতমঃ (অন্ধকার নহেন) অবায়ু (বায়ু নহেন), অনাকাশম্ (আকাশ নহেন) অসঙ্গম্ (আসক্তিশূন্য), অরসম্ (রস নহেন), অগন্ধম্ (গন্ধ নহেন) অচক্ষুষ্কম্ (চক্ষুহীন), অশ্রোত্রম্ (শ্রোত্রহীন) অবাক্ (বাগ্‌হীন) অমনঃ (মনোহীন) অতেজস্কম্ (তেজোবিহীন) অপ্রাণম্ (প্রাণরহিত), অমুখম্ (মুখহীন), অমাত্রম্ (পরিমাণ নহেন ; তদ্দ্বারা কিছু পরিমিত হয় না, তিনিও পরিমিত হন না), অনন্তরম্ (অন্তরহীন, অবকাশরহিত), অবাহ্যম্ (বাহ্যশূন্য), তৎ (তিনি) কিঞ্চন (কিছুই) ন অশ্নাতি (আহার করেন না), তৎ (তাঁহাকে) কঃ-চন (কেহই) ন অশ্নাতি। ৮

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "গার্গি, ব্রহ্মজ্ঞেরা ইঁহাকেই সেই অক্ষর বলিয়া থাকেন।' ইনি অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষুষ্ক, অশ্রোত্র, অবাক্, অমনঃ, অতেজস্ক, অপ্রাণ, অমুখ, অমাত্র,

অনন্তর, ও অবাহ্য। তিনি কাহাকেও ভক্ষণ করেন না, এবং অপর কেহ তাঁহাকে ভক্ষণ করে না। ৮

১। ব্রহ্মজ্ঞদের কথা উদ্ধৃত হওয়ায় গার্গীর অভিপ্রেত দোষদ্বয় যাজ্ঞবল্ক্যকে স্পর্শ করিল না।

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবা-পৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্তা অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাং দিশমন্বেতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ ॥ ৯

[যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন]—গার্গি, এতস্য বৈ অক্ষরস্য (এই অক্ষরেরই) প্রশাসনে (অকুণ্ঠ শাসনের অধীনে) সূর্যাচন্দ্রমসৌ (সূর্য ও চন্দ্র) বিধৃতৌ (বিশেষরূপে ধৃত হইয়া) [স্ব স্ব স্থানে ও কর্মে] তিষ্ঠতঃ (বর্তমান আছেন)। এতস্য…গার্গি, দ্যাবাপৃথিব্যৌ (দ্যুলোক ও পৃথিবী) বিধৃতে (বিধৃত) [হইয়া] তিষ্ঠতঃ। এতস্য…গার্গি, নিমেষাঃ, মুহূর্তাঃ, অহোরাত্রাণি (দিন ও রাত্রি সকল), অর্ধমাসাঃ (পক্ষ সকল), মাসাঃ, ঋতবঃ (ঋতু সকল), সংবৎসরাঃ—ইতি (এই কালাবয়ব সকল) বিধৃতাঃ তিষ্ঠন্তি। এতস্য…গার্গি, শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ (শুভ্র [হিমালয়াদি] পর্বত হইতে) প্রাচ্যঃ নদ্যঃ (পূর্ববাহিনী নদীসকল), অন্যাঃ (অপর) প্রতীচ্যঃ (পশ্চিমবাহিনী নদীসকল), অন্যাঃ ([এবং] অন্যদিগ্‌বাহিনী নদীসকল) যাম্‌ যাম্‌ দিশম্‌ অনু (আপন আপন নির্দিষ্ট দিকে) স্যন্দন্তে (প্রবাহিত হইতেছে)। এতস্য…গার্গি, [জানীয়] দদতঃ মনুষ্যাঃ (দানকারী

মানবর্দিগকে) প্রশংসন্তি (প্রশংসা করেন), দেবাঃ (দেবগণ) যজমানম্ [অন্বায়ত্তাঃ] (যজমানের উপর [নির্ভর করেন]) [এবং] পিতরঃ (পিতৃগণ) দর্বীম্ অন্বায়ত্তাঃ (দর্বীহোমের) উপর নির্ভর করেন) । ৯

"গার্গি, এই অক্ষরেরই প্রশাসনে সূর্য ও চন্দ্র বিধৃত হইয়া অবস্থিত আছেন। গার্গি, এই অক্ষরেরই প্রশাসনে দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া অবস্থিত আছে। গার্গি, এই অক্ষরেরই প্রশাসনে নিমেষ, মুহূর্ত, দিবারাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, ও সম্বৎসর—এই (কালাবয়ব) সকল বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। গার্গি, এই অক্ষরেরই প্রশাসনে শ্বেত পর্বতরাজি হইতে নির্গত হইয়া পূর্ববাহিনী, পশ্চিমবাহিনী, ও অপরাপর নদীসমূহ নিজ নিজ (নির্দিষ্ট) দিকে প্রবাহিত হইতেছে। গার্গি, এই অক্ষরেরই প্রশাসনে (জ্ঞানীরা) দানকারী মানবদিগকে প্রশংসা করেন, দেবগণ যজমানের অনুগত হন, এবং পিতৃগণ দর্বীহোমের উপর নির্ভর করেন।[1] ৯

১। ভাববস্তু-মাত্রই সবিশেষ হয়, নির্বিশেষ হয় না; অথচ পূর্বকণ্ডিকায় অক্ষরকে এক, অদ্বিতীয়, ও নির্বিশেষ বলা হইয়াছে। অতএব সাধারণ লোকের মনে হইতে পারে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম অভাববস্তু। সুতরাং অক্ষরের অস্তিত্ব দেখাইবার জন্ম লোকবুদ্ধি অনুসারে অনুমানপ্রমাণ দেখান হইল। যথা—(১) লোকপ্রকাশক প্রদীপ যেমন ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা বিধৃত ও নির্মিত হয়, তেমনি লোকপ্রকাশক চন্দ্রসূর্যেরও বিশেষ বিধাতা ও নির্মাতা আছেন। ভৃত্যাদি প্রভুর অধীন হয়; তেমনি চন্দ্রসূর্যের নিয়মিত উদয়াস্তময়, ক্ষয়বৃদ্ধি, ও আবর্তনাদি হইতে প্রমাণিত হয়, তাহাদেরও চেতন প্রভু আছেন। (২) দ্যুলোক ও ভূলোক সাবয়ব, অতএব টুকরা টুকরা হইয়া যাওয়া উচিত; উহারা ভারী, সুতরাং পড়িয়া যাওয়া উচিত; উহাদের স্ব স্ব দেবতা আছেন, সুতরাং উহারা স্বাধীন হওয়া উচিত। কিন্তু অক্ষরের শাসনে থাকায় তাহা হয় না (ঋগ্বেদ ১০।১২১।৫—"যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া")। (৩) অপরের দ্বারা নিযুক্ত গণকেরা আয় ব্যয়াদির হিসাব রাখে; তেমনি নিমেষাদি যাঁহার অধীনে

থাকিয়া কালগণনা করে, সেই অক্ষর আছেন। (৪) দেবতার দ্বারা অধিষ্ঠিত গঙ্গাদি নদী স্বেচ্ছাচারী না হইয়া যাঁহার শাসনে স্ব স্ব মার্গে নিয়মিত থাকে, সেই অক্ষর আছেন। (৫) স্থায়ী কর্মফলদাতা কেহ না থাকিলে দান মহৎকার্য বলিয়া গণ্য হইত না; কারণ দাতা, গ্রহীতা, ও দত্ত বস্তু কালে নষ্ট হইয়া যায়; অথচ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত এই যে, দাতার সহিত দানফলের সংযোগ হয়। কর্মফলের দাতা, সংযোগকর্তা, বিভাগকর্তা ঈশ্বর আছেন বলিয়াই দানের প্রশংসা যুক্তিযুক্ত হয়। (৬) দেবগণ ঐশ্বর্যশালী ও স্বাধীন হইলেও চরুপুরোডাশাদি রূপ হীনজীবিকা অবলম্বনে জীবনধারণ করেন এবং ঐ জন্য যজমানের মুখাপেক্ষী হন। পিতৃগণও ঈশ্বরাজ্ঞায় দর্বীহোমের মুখাপেক্ষী। অতএব ঈশ্বর আছেন। যে হোম অপর কোনও হোমের প্রকৃতি বা বিকৃতি নহে তাহাকে দর্বীহোম বলে।

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিঁল্লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ ॥ ১০

গার্গি, যঃ বৈ (যে কেহ) এতৎ অক্ষরম্ (এই অক্ষরকে) অবিদিত্বা (না জানিয়া) অস্মিন্ লোকে (ইহলোকে) বহূনি বর্ষসহস্রাণি (বহু হাজার বৎসর) জুহোতি (হোম করে), যজতে (যজ্ঞ করে), তপঃ তপ্যতে (তপস্যানুষ্ঠান করে), অস্য (ইহার) তৎ (তাহা, সেই কর্মফল) অন্তবৎ এব (সসীমই, ফলভোগান্তে বিনাশীই) ভবতি (হয়)। গার্গি, যঃ বৈ এতৎ অক্ষরম্ অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ (ইহলোক হইতে) প্রৈতি (গমন করে) সঃ কৃপণঃ ([পণের দ্বারা ক্রীত দাসের ন্যায়] দুঃখী); অথ (পক্ষান্তরে), গার্গি, যঃ এতৎ অক্ষরম্ বিদিত্বা (জানিয়া) অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি সঃ ব্রাহ্মণঃ। ১০

"গার্গি, কেহ যদি এই অক্ষরকে না জানিয়া বহু সহস্র বৎসরও

(তাহাই) বহু মন্যেধ্বম্ (যথেষ্ট মনে করিবেন)। ন বৈ জাতু [৩।৮।১ দ্রঃ]। ততঃ হ বাচক্নবী উপররাম। ১২

গার্গী বলিলেন, "শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণগণ, ইঁহাকে নমস্কার করিয়াই যদি আপনারা ইঁহার নিকট অব্যাহতি পান, তবে তাহাই যথেষ্ট মনে করিবেন। আপনাদের মধ্যে কেহই ইঁহাকে ব্রহ্মবাদে পরাস্ত করিতে পারিবেন না।" অতঃপর বাচক্নবী বিরত হইলেন। ১২

তৃতীয়াধ্যায়—নবম (শাকল্য) ব্রাহ্মণ

অথ হৈনং বিদগ্ধঃ শাকল্যঃ পপ্রচ্ছ কতি দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি স হৈতয়ৈব নিবিদা প্রতিপেদে যাবন্তো বৈশ্বদেবস্য নিবিদ্যুচ্যন্তে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি ষড়িত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি ত্রয় ইত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি দ্বাবিত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেত্যধ্যর্ধ ইত্যোমিতি হোবাচ কত্যেব দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেত্যেক ইত্যোমিতি হোবাচ কতমে তে ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি ॥ ১

[অন্তর্যামিব্রাহ্মণে ব্রহ্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দেবগণের অনন্তরূপে বিকাস ও একমাত্র প্রাণরূপে সঙ্কোচ দেখাইয়া এখন ব্রহ্মের সাক্ষাত্ত্ব ও অপরোক্ষত্ব (৩।৫।১) প্রতিপাদনের জন্য এই ব্রাহ্মণ আরব্ধ হইতেছে]—অথ হ শাকল্যঃ (শকলপুত্র) বিদগ্ধঃ এনম্

পপ্রচ্ছ—যাজ্ঞবল্ক্য, কতি দেবাঃ (দেবগণ কয়জন) ইতি। সঃ হ এতয়া নিবিদা এব (এই [বক্ষ্যমাণ] নিবিদের দ্বারাই) প্রতিপেদে ([সংখ্যা] নির্ণয় করিলেন) [এবং বলিলেন]—বৈশ্বদেবস্য নিবিদি (বিশ্বদেবগণের নিবিদে) যাবন্তঃ (যতজন দেবতা) উচ্যন্তে (উক্ত হন) ; [নিবিৎটি এই] ত্রী শতা চ (তিন শত) চ (ও) ত্রয়ঃ (তিন), ত্রী চ সহস্রা (এবং তিন হাজার) চ (ও) ত্রয়ঃ (তিন) [অর্থাৎ ৩,৩০৬] ইতি। [শাকল্য] ওম্ ইতি (ওম্ এই অনুমোদনার্থক শব্দ) উবাচ হ [এবং জিজ্ঞাসা করিলেন]—যাজ্ঞবল্ক্য, কতি এব দেবাঃ ইতি। ত্রয়ঃ-ত্রিংশৎ (তেত্রিশ জন) ইতি। ওম্ ইতি উবাচ হ ; যাজ্ঞবল্ক্য, কতি এব দেবাঃ ইতি। ষট্ (ছয়) ইতি। ওম্ ইতি উবাচ হ ; যাজ্ঞবল্ক্য, কতি এব দেবাঃ ইতি। ত্রয়ঃ ইতি। ওম্ ইতি উবাচ হ ; যাজ্ঞবল্ক্য, কতি এব দেবাঃ ইতি। দ্বৌ (দুই) ইতি। ওম্ ইতি উবাচ হ ; যাজ্ঞবল্ক্য, কতি এব দেবাঃ ইতি। অধ্যর্ধঃ (অর্ধাধিক এক, দেড়) ইতি। ওম্ ইতি উবাচ হ ; যাজ্ঞবল্ক্য, কতি এব দেবাঃ ইতি। একঃ ইতি। ওম্ ইতি উবাচ হ ; তে (সেই) ত্রী চ শতা ত্রয়ঃ চ, ত্রী চ সহস্রা ত্রয়ঃ চ কতমে (কাঁহারা) ইতি। ১

অতঃপর বিদগ্ধ শাকল্য ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, দেবগণের সংখ্যা কত?" যাজ্ঞবল্ক্য (বিশ্বদেবগণের) এই নিবিদের দ্বারাই নির্ণয় করিয়া বলিলেন, "বিশ্বদেবগণের নিবিদে[১] যত জন তত, (অর্থাৎ) 'তিন শত তিন ও তিন হাজার তিন।'" শাকল্য বলিলেন, "উত্তম। যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতারা ঠিক কয় জন?" তিনি বলিলেন, "তেত্রিশ।" শাকল্য বলিলেন, "উত্তম। যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতারা ঠিক কয় জন?" তিনি বলিলেন, "ছয়।" শাকল্য বলিলেন, "উত্তম। যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতারা ঠিক কয় জন।" তিনি বলিলেন, "তিন।" শাকল্য বলিলেন, "উত্তম। যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতারা ঠিক কয় জন?" তিনি বলিলেন, "দুই।" শাকল্য বলিলেন, "উত্তম। যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতারা ঠিক কয় জন?"

তিনি বলিলেন, "দেড়।" শাকল্য বলিলেন, "উত্তম। যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতারা ঠিক কয় জন?" তিনি বলিলেন, "এক।" শাকল্য বলিলেন, "উত্তম। সেই 'তিন শত তিন ও তিন হাজার তিন' কাঁহারা?" ১

১। দেবগণের স্তুতির জন্য পঠিত কোনও কোনও শস্ত্রের, অর্থাৎ ঋক্‌সূক্তের মধ্যে কতিপয় সংক্ষিপ্ত পদযুক্ত মন্ত্র প্রক্ষেপ করিতে হয়। ঐ সকল মন্ত্রের নাম নিবিৎ মন্ত্র; এবং যে সূক্তে নিবিৎ প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহার নাম নিবিদ্ধানীয় সূক্ত। "এই যে নিবিৎসমূহ, ইহারা সূর্যসম্বন্ধী দেবতাস্বরূপ। প্রাতঃসবনে শস্ত্রসকলের প্রথমে, মাধ্যন্দিনসবনে মধ্যে, ও তৃতীয়সবনে অন্তে নিবিদের স্থাপনা হয়। এতদ্দ্বারা নিবিৎসমূহ আদিত্যেরই আচরণ অনুসরণ করে। নিবিৎসমূহ পাদশঃ পঠিত হয়" (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১১।১১)। বর্তমান স্থলের "তিন শত" ইত্যাদি নিবিৎটি বৈশ্বদেব শস্ত্রে পঠিত হয়।

স হোবাচ মহিমান এবৈষামেতে ত্রয়স্ত্রিংশত্ত্বেব দেবা ইতি কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশদিত্যষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাস্ত একত্রিংশদিন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশা-বিতি ॥ ২

সঃ উবাচ হ—ত্রয়স্ত্রিংশৎ তু এব দেবাঃ (দেবগণ মাত্র তেত্রিশ জনই); এতে (ইঁহারা) [অপরেরা] এষাম্ এব (ইঁহাদেরই) মহিমানঃ (বিভূতি)। তে (সেই) ত্রয়স্ত্রিংশৎ কতমে (কাঁহারা) ইতি। অষ্টৌ বসবঃ (অষ্টবসু), একাদশ রুদ্রাঃ, দ্বাদশ আদিত্যাঃ—তে (এই সকল [মিলিয়া]) একত্রিংশৎ (একত্রিশ) [এবং] ইন্দ্রঃ চ প্রজাপতিঃ চ ত্রয়স্ত্রিংশৌ (উভয়ে তেত্রিশের পূরক) ইতি। ২

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "দেবগণ মাত্র তেত্রিশ জন; অপরেরা ইঁহাদেরই বিভূতি।" "সেই তেত্রিশ জন কাঁহারা?" "অষ্টবসু,

একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য—এই কয় জনে মিলিয়া একত্রিশ, আর ইন্দ্র ও প্রজাপতি তেত্রিশ সংখ্যা পূর্ণ করেন।" ২

কতমে বসব ইত্যগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চাদিত্যশ্চ দ্যৌশ্চ চন্দ্রমাশ্চ নক্ষত্রাণি চৈতে বসব এতেষু হীদং সর্বং হিতমিতি তস্মাদ্ বসব ইতি ॥ ৩

কতমে বসবঃ (বসুগণ কাঁহারা) ইতি। অগ্নিঃ চ, পৃথিবী চ, বায়ুঃ চ, অন্তরিক্ষম্ চ, আদিত্যঃ চ, দ্যৌঃ চ, চন্দ্রমাঃ চ, নক্ষত্রাণি চ—এতে (ইঁহারা) বসবঃ ; হি (কারণ) এতেষু (এই সকলে) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত) হিতম্ (নিহিত আছে) ইতি। তস্মাৎ (সুতরাং) [ইঁহারা] বসবঃ ইতি। ৩

"বসুগণ কাঁহারা ?" "অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, দ্যুলোক, চন্দ্র, ও নক্ষত্রপুঞ্জ—ইঁহারাই বসুগণ ; কারণ নিখিল পদার্থ ইঁহাদের মধ্যে নিহিত আছে।[১] সেই জন্যই ইঁহাদের নাম বসুগণ।"

১। প্রাণিগণের কর্ম ও কর্মফল ইঁহাদিগের আশ্রিত ; ইঁহারা দেহেন্দ্রিয়াদিরূপে পরিণত হইয়া জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন, এবং নিজেরাও জগতে বাস করিতেছেন—অতএব ইঁহারা বসু (বাসয়ন্তি ইতি বসবঃ)।

কতমে রুদ্রা ইতি দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশস্তে যদাঽস্মাচ্ছরীরাম্মর্ত্যাদুৎক্রামন্ত্যথ রোদয়ন্তি তদ্ যদ্ রোদয়ন্তি তস্মাদ্ রুদ্রা ইতি ॥ ৪

কতমে রুদ্রাঃ ইতি। পুরুষে (মানবদেহে) ইমে (এই যে) দশ প্রাণাঃ (পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, দশটি ইন্দ্রিয়), আত্মা (মন) একাদশঃ। যদা (যখন) তে (তাহারা) অস্মাৎ মর্ত্যাৎ শরীরাৎ (এই মর্ত্যদেহ হইতে) উৎক্রামন্তি

(উৎক্রান্ত হন) অথ (তখন) [আত্মীয়গণকে] রোদয়ন্তি (রোদন করান)। যৎ (যেহেতু) তৎ (উক্ত সময়ে) রোদয়ন্তি, তস্মাৎ রুদ্রাঃ ইতি। ৪

"কাঁহারা রুদ্রগণ ?" "মানবদেহে এই যে দশটি ইন্দ্রিয়, এবং মন তাঁহাদের একাদশ। তাঁহারা যখন এই মর্ত্যদেহ হইতে উৎক্রান্ত হন, তখন (আত্মীয়গণকে) রোদন করাইয়া থাকেন। যেহেতু তাঁহারা উক্ত সময়ে রোদন করান, অতএব তাঁহাবা রুদ্র।" ৪

কতম আদিত্যা ইতি দ্বাদশ বৈ মাসাঃ সংবৎসরস্যৈত আদিত্যা এতে হীদং সর্বমাদদানা যন্তি তে যদিদং সর্বমাদদানা যন্তি তস্মাদাদিত্যা ইতি ॥ ৫

কতমে আদিত্যাঃ ইতি। সংবৎসরস্য (বৎসরের) [অবয়ব স্বরূপ] দ্বাদশ বৈ মাসাঃ (বারটি মাস) [আছে]। এতে (ইঁহারা) আদিত্যাঃ, হি এতে ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত) [প্রাণিবর্গের আয়ু ও কর্মফল] আদদানাঃ (আদান করিয়া, গ্রহণ করিয়া) যন্তি (যান) [অর্থাৎ কালে সমস্তেরই ক্ষয় হয়]। যৎ (যেহেতু) তে (তাঁহারা) ইদম্ সর্বম্ আদদানাঃ যন্তি, তস্মাৎ আদিত্যাঃ ইতি। ৫

"কাঁহারা আদিত্যগণ ?" "সম্বৎসবে বার মাস আছে। ইঁহারাই আদিত্য; কারণ ইঁহারা এই সমস্তকে আদান করিয়া যান। যেহেতু এই সমস্তকে আদান করিয়া যান, অতএব তাঁহারা আদিত্য।" ৫

কতম ইন্দ্রঃ কতমঃ প্রজাপতিরিতি স্তনয়িত্নুরেবেন্দ্রো যজ্ঞঃ প্রজাপতিরিতি কতমঃ স্তনয়িত্নুরিত্যশনিরিতি কতমো যজ্ঞ ইতি পশব ইতি ॥ ৬

স্তনয়িত্নুঃ এব ইন্দ্রঃ (মেঘগর্জনই ইন্দ্র)। অশনিঃ (বজ্র)। [অপরাংশ পূর্ববৎ] ৬

"ইন্দ্র কে এবং প্রজাপতি কে ?" "মেঘগর্জনই ইন্দ্র এবং যজ্ঞই প্রজাপতি।" "মেঘগর্জন কোন্‌টি ?" "বজ্র।" "যজ্ঞ কোন্‌টি ?" "পশুবৃন্দ।"[১] ৬

১। বজ্র—যে বীর্য প্রাণিগণকে নিধন করে, ইহা ইন্দ্রেরই কর্ম ; সুতরাং ইন্দ্র—বজ্র। পশুগণের দ্বারা যজ্ঞ সাধিত হয়। সাধন ব্যতীত যজ্ঞের স্বরূপলাভ হয় না ; অতএব যজ্ঞ—পশুগণ।

কতমে ষড়িত্যগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চাদিত্যশ্চ দ্যৌশ্চৈতে ষড়েতে হীদং সর্বং ষড়িতি ॥ ৭

"ছয় জন (দেবতা) কাঁহারা ?" "অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, আদিত্য, ও দ্যুলোক—ইঁহারাই ছয় ; কারণ এই ছয় জনই এই সমস্ত (হইয়া থাকেন)।[১]" ৭

১। অপর দেবতারা এই ছয় জনেরই অন্তর্ভুক্ত হন।

কতমে তে ত্রয়ো দেবা ইতীম এব ত্রয়ো লোকা এষু হীমে সর্বে দেবা ইতি কতমৌ তৌ দ্বৌ দেবাবিত্যন্নং চৈব প্রাণশ্চেতি কতমোঽধ্যর্ধ ইতি যোঽয়ং পবত ইতি ॥ ৮

কতমে তে ত্রয়ঃ দেবাঃ ইতি ইমে এব ত্রয়ঃ লোকাঃ (তিন লোক)। হি ইমে সর্বে দেবাঃ এষু (ইঁহাদের অন্তর্ভুক্ত) ইতি। কতমৌ তৌ দ্বৌ দেবৌ ইতি। অন্নম্ চ প্রাণঃ চ এব ইতি। কতমঃ অধ্যর্ধঃ ইতি। অয়ম্ যঃ (এই যিনি) (বায়ুরূপে] পবতে (প্রবাহিত হন) ইতি। ৮

"সেই তিন জন দেবতা কাঁহারা ?" "এই তিন লোক ; কারণ এই সকল দেবতা ইঁহাদের অন্তর্ভুক্ত।" "সেই দুই জন দেবতা

কাঁহারা ?" "অন্ন ও প্রাণ।[২]" "দেড়জন দেবতা কে ?" "এই যিনি বায়ুরূপে প্রবাহিত হন। ৮

১। প্রথম ভূলোক—পূর্বকণ্ডিকার অগ্নি ও পৃথিবী ; দ্বিতীয় ভুবর্লোক—বায়ু ও আকাশ ; তৃতীয় স্বর্লোক—সূর্য ও দ্যুলোক।

২। অন্য দেবতারা ইঁহাদের অন্তর্ভুক্ত। প্রাণ—হিরণ্যগর্ভ।

তদাহুর্যদয়মেক ইবৈব পবতেঽথ কথমধ্যর্ধ ইতি যদস্মিন্নিদং সর্বমধ্যার্ধ্নোত্তেনাধ্যর্ধ ইতি কতম একো দেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে ॥ ৯

তৎ (উক্ত বিষয়ে) [কেহ কেহ] আহুঃ (বলেন)—অয়ম্ (এই বায়ু) যৎ (যখন) একঃ এব (মাত্র একজনরূপেই) পবতে, অথ (তখন) কথম্ ইব (কিরূপেই বা) অধ্যর্ধঃ ইতি। যৎ (যেহেতু) অস্মিন্ [সতি] (ইনি আছেন বলিয়াই) ইদম্ সর্বম্ (এই সর্বজীব) অধ্যার্ধ্নোৎ (অধিক ঋদ্ধিমান্ হয়) তেন (অতএব) অধ্যর্ধঃ ইতি। কতমঃ একঃ দেবঃ ইতি। প্রাণঃ ইতি। সঃ ব্রহ্ম (সেই [প্রাণরূপ] ব্রহ্মকে) ত্যৎ ইতি আচক্ষতে (ত্যৎ বলিয়া থাকেন)। ৯

"উক্ত বিষয়ে (কেহ কেহ) বলেন, 'এই বায়ু যখন এককরূপেই প্রবাহিত হন, তখন তিনি দেড় (অর্ধাধিক এক) হইলেন কিরূপে ?' যেহেতু ইনি আছেন বলিয়াই এই সর্বপ্রাণী অধিক ঋদ্ধিশালী হয়, অতএব ইনি দেড় (অধি-অর্ধ)।" "একজন দেবতা কে ?" "প্রাণ। ইনিই ব্রহ্ম এবং ইঁহাকেই (পণ্ডিতেরা) ত্যৎ বলেন।[১]" ৯

১। সকল দেবতা প্রাণেরই অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভেরই অন্তর্ভুক্ত। ত্যৎ—উহা—ইহা পরোক্ষবাচক শব্দ ; অর্থাৎ ব্রহ্মকে পরোক্ষভাবে ত্যৎ বলা হয়। এইরূপে দেখান হইল যে, দেবগণ এক ও বহু হইয়া থাকেন ; অর্থাৎ এক হিরণ্যগর্ভই এক অনন্তরূপে প্রকাশিত হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেবতা এক হইলেও, জ্ঞান ও

কর্মে জীবের অধিকার অনুযায়ী তিনি বিবিধ নাম, রূপ, কর্ম, গুণ, ও শক্তিসমন্বিত বলিয়া প্রতিভাত হন ; কারণ জ্ঞান ও কর্মে অধিকারী প্রাণিগণ জ্ঞান ও কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া হিরণ্যগর্ভের অংশ অগ্ন্যাদির রূপ প্রাপ্ত হন।

পৃথিব্যেব যস্যায়তনমগ্নির্লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং শারীরঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেত্যমৃতমিতি হোবাচ॥ ১০

[অতঃপর উপাসনার জন্য উক্ত প্রাণব্রহ্মের আট প্রকার ভেদ দেখান হইতেছে]— পৃথিবী এব (পৃথিবীই) যস্য (যাঁহার) আয়তনম্ (আশ্রয়, শরীর), অগ্নিঃ লোকঃ (দর্শনেন্দ্রিয় [যদ্দ্বারা অবলোকন করা হয় তাহাই লোক]), মনঃ-জ্যোতিঃ (যিনি মনোরূপ জ্যোতি দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্প করেন), সর্বস্য আত্মনঃ ([আধ্যাত্মিক] সমস্ত দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির) পরায়ণম্ (একমাত্র আশ্রয়) তম্ পুরুষম্ (সেই পুরুষকে) যঃ বৈ বিদ্যাৎ (যিনিই জানিবেন) যাজ্ঞবল্ক্য, সঃ বৈ (তিনিই) বেদিতা (জ্ঞানী, পণ্ডিত) স্যাৎ (হইবেন) [অর্থাৎ আপনি তাঁহাকে না জানিয়াও বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমান করিতেছেন]। সর্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্ যম্ পুরুষম্ আত্থ (যে পুরুষের কথা বলিলেন) তম্ (তাঁহাকে) অহম্ বেদ বৈ (অবশ্যই জানি)। যঃ এব (যিনিই) অয়ম্ (এই) শারীরঃ পুরুষঃ (দেহে অবস্থিত পুরুষ) সঃ এষঃ (তিনিই ইনি)। [কিন্তু এই বিষয়ে আরও বক্তব্য আছে]—শাকল্য, [ঐ বিষয়] বদ এব (জিজ্ঞাসা করুন)। তস্য (তাঁহার) কা দেবতা ইতি। উবাচ হ—অমৃতম্ (ভুক্ত অন্নের সার) ইতি। ১০

"পৃথিবীই যাঁহার আশ্রয়, অগ্নি যাঁহার দর্শনেন্দ্রিয়, যিনি মনের দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্প করেন, সমস্ত দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, কেবল তিনিই পণ্ডিত।"

"সকল দেহেন্দ্রিয়ের একমাত্র গতি যে পুরুষের কথা আপনি বলিলেন, তাঁহাকে আমি অবশ্যই জানি। যিনি এই দেহে অবস্থিত,[২] তিনিই এই পুরুষ। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন করিতে থাকুন।" "তাঁহার দেবতা কে?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "অমৃত।[৩]" ১০

১। সূত্র অধিদৈবতরূপে পৃথিবীকে "আমি" বলিয়া মনে করেন। সেই পৃথিব্যভিমানী সমষ্টি-কার্যকরণসংঘাত-বিশিষ্ট দেবতাই আধ্যাত্মিক ব্যষ্টি-কার্যকরণ-সঙ্ঘাতের আশ্রয়। পৃথিবীকে মাতৃশব্দে উল্লেখ করা হয়; সুতরাং যে দেবতা মনে করেন, "আমি পৃথিবী", তিনিই মাতৃজ কোশত্রয়ে (ত্বক্, মাংস ও রুধিরে) আত্মাভিমান করিয়া বর্তমান থাকিয়া পিতৃবীজস্থানীয় পিতৃজ কোশত্রয়ের (অস্থি, মজ্জা, ও শুক্রের) আশ্রয় হন। এইরূপে তিনি আধ্যাত্মিক দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির আশ্রয় হন।

২। সন্তানদেহের জনকরূপে মাতৃজ কোশত্রয়ে অবস্থিত।

৩। যাহা হইতে কোন বস্তু নিষ্পাদিত হয় তাহা তাহার দেবতা—এই প্রকরণে দেবতা শব্দের ইহাই অর্থ। ভুক্ত অন্নের রস মাতৃশোণিতে পরিণত হয় বলিয়া অন্নরস মাতৃশোণিতের দেবতা। এই শোণিত আবার পিতৃবীজের আশ্রয় হয়।

কাম এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং কামময়ঃ পুরুষঃ স এষঃ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি স্ত্রিয় ইতি হোবাচ ॥ ১১

কামঃ এব যস্য আয়তনম্ (যিনি কামশরীর)। হৃদয়ম্ (বুদ্ধি)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ১১

"কামই যাঁহার আশ্রয়, বুদ্ধি যাঁহার দর্শনেন্দ্রিয়, যিনি মনের দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্প করেন, সমস্ত দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির একমাত্র আশ্রয় সেই

পুরুষকে যে কেহ জানেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, কেবল তিনিই পণ্ডিত।" "সকল দেহেন্দ্রিয়ের একমাত্র গতি যে পুরুষের কথা আপনি বলিলেন, আমি তাঁহাকে অবশ্যই জানি। যিনি কামময়, তিনিই এই পুরুষ। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন করিতে থাকুন।" "তাঁহার দেবতা কে?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "স্ত্রীগণ।[১]" ১১

১। স্ত্রীগণ কামের উদ্দীপক বলিয়া কামের "দেবতা"। "কামময়" পুরুষ আধিদৈবিকরূপে সমষ্টি কামে ও আধ্যাত্মিকরূপে ব্যষ্টিদেহস্থ কামে "আমি" অভিমান করেন।

রূপাণ্যেব যস্যায়তনং চক্ষুর্লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবাসাবাদিত্যে পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি সত্যমিতি হোবাচ॥ ১২

"(সামান্যাকার শুক্লাদি) রূপ যাঁহার আশ্রয়, চক্ষু যাঁহার দর্শনেন্দ্রিয়, যিনি মনের দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্প করেন, সমস্ত দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, কেবল তিনিই পণ্ডিত।" "সকল দেহেন্দ্রিয়ের একমাত্র গতি যে পুরুষের কথা আপনি বলিলেন, আমি তাঁহাকে অবশ্যই জানি। যিনি আদিত্যে অবস্থিত, তিনিই এই পুরুষ। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন করিতে থাকুন।" "তাঁহার দেবতা কে?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "সত্য।[১]" ১২

১। সত্য = চক্ষু। বিরাটের "চক্ষু হইতে সূর্য হইয়াছিলেন (পুরুষসূক্ত)। অধিদৈবরূপে যিনি সূর্য, অধ্যাত্মরূপে তিনি বর্ণাভিমানী। সূর্য সকল বর্ণের প্রকাশক, সুতরাং তিনি সকল বর্ণের পুঞ্জীভূত রূপ।

আকাশ এব যস্যায়তনং শ্রোত্রং লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং শ্রৌত্রঃ প্রাতিশ্রুৎকঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি দিশ ইতি হোবাচ ॥ ১৩

শ্রৌত্রঃ (শ্রোত্রে অভিমানী), প্রাতিশ্রুৎকঃ (প্রতিবিষয় শ্রবণবেলায় অভিমানী)। ১৩

"আকাশই যাঁহার আশ্রয়, শ্রোত্র যাঁহার দর্শনেন্দ্রিয়, যিনি মনের দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্প করেন, সমস্ত দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, কেবল তিনিই পণ্ডিত।" "সকল দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির একমাত্র গতি যে পুরুষের কথা আপনি বলিলেন, আমি তাঁহাকে অবশ্যই জানি। যিনি শ্রবণে অভিমানী এবং প্রতিশ্রবণবেলায় অভিমানী, তিনিই এই পুরুষ। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন করিতে থাকুন।" "তাঁহার দেবতা কে?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "দিক্ সকল।[১]" ১৩

১। "দিক্ সকল হইতে শ্রোত্র জাত হইল" (পুরুষসূক্ত)। অধিদৈবরূপে যিনি দিক্ সকলে অভিমানী, অধ্যাত্মরূপে তিনিই কর্ণে অভিমানী।

তম এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং ছায়াময়ঃ পুরুষঃ স এষ বদ এব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি মৃত্যুরিতি হোবাচ ॥ ১৪

"তম (অর্থাৎ অন্ধকারই) যাঁহার আশ্রয়, বুদ্ধি যাঁহার দর্শনেন্দ্রিয়, যিনি মনের দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্প করেন, সকল দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, কেবল তিনিই পণ্ডিত।" "সকল দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির একমাত্র গতি যে পুরুষের কথা আপনি বলিলেন, আমি তাঁহাকে অবশ্যই জানি। যিনি ছায়াময় (অর্থাৎ অজ্ঞানময়), তিনিই এই পুরুষ। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন করিতে থাকুন।" "তাঁহার দেবতা কে?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "মৃত্যু।[১]" ১৪

১। আধ্যাত্মিক অজ্ঞানময় পুরুষের "দেবতা", অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ, অধিদৈব মৃত্যু বা হিরণ্যগর্ভ। কারণ প্রবৃত্তি (বা অবিবেক) বশতঃ এই অজ্ঞানময় পুরুষ ঈশ্বরাধীন হয় এবং ঈশ্বরপ্রেরণায় স্বর্গ ও নরকে গমন করে। "সৃষ্টির পূর্বে সমস্তই মৃত্যুর দ্বারা আবৃত ছিল" (১।২।১)। যিনি অধিদৈবরূপে অন্ধকারাভিমানী, অধ্যাত্মরূপে তিনিই "আমি অজ্ঞ" এইরূপ অজ্ঞানাভিমানী।

রূপাণ্যেব যস্যায়তনং চক্ষুর্লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়মাদর্শে পুরুষ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেত্যসুরিতি হোবাচ ॥ ১৫

"(জ্যোতির্ময় বিশেষ) রূপ সকল যাঁহার আশ্রয়, চক্ষু যাঁহার দর্শনেন্দ্রিয়, যিনি মনের দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্প করেন, সমস্ত দেহেন্দ্রিয়-সমষ্টির একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য, কেবল তিনিই পণ্ডিত।" "সকল দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির একমাত্র গতি যে পুরুষের কথা আপনি বলিলেন, আমি তাঁহাকে অবশ্যই জানি।

যিনি আদর্শে (অর্থাৎ দর্পণাদিতে) অভিমানী, তিনিই এই পুরুষ। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন করিতে থাকুন।" "তাঁহার দেবতা কে?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "অসু[১] (অর্থাৎ প্রাণ)।" ১৫

১। গড়ন প্রভৃতিকে ঘসিলে উহারা উজ্জ্বল হয় এবং প্রতিবিম্ব গ্রহণে সক্ষম হয়। ঐ ঘর্ষণক্রিয়া প্রাণদ্বারা সম্পাদিত হয়। অতএব প্রাণ প্রতিবিম্বের কারণ। সুতরাং ঐ সকলের ভাস্বরতায় যে পুরুষ আশ্রিত আছেন, তিনি প্রাণ হইতে উৎপন্ন।

আপ এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়মপ্সু পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি বরুণ ইতি হোবাচ॥ ১৬

"(সাধারণ সকল) জলই যাঁহার আশ্রয়, বুদ্ধি যাঁহার দর্শনেন্দ্রিয়, যিনি মনের দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্প করেন, সমস্ত দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, যাজ্ঞবল্ক্য, কেবল তিনিই পণ্ডিত।" "সকল দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির একমাত্র গতি যে পুরুষের কথা আপনি বলিলেন, আমি তাঁহাকে অবশ্যই জানি। যিনি (কূপতড়াগাদির বিশেষ) জলে অভিমানী, তিনিই এই পুরুষ। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন করিতে থাকুন।" "তাঁহার দেবতা কে?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "বরুণ।[১]" ১৬

১। বরুণ—বৃষ্টি। বৃষ্টির জলে কূপতড়াগাদি পূর্ণ হয়। এইরূপে বরুণই কূপতড়াগাদির জলে অভিমানী পুরুষের উৎপত্তির কারণ।

রেত এব যস্যায়তনং হৃদয়ং লোকো মনোজ্যোতির্যো বৈ তং পুরুষং বিদ্যাৎ সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং স বৈ বেদিতা স্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ বা অহং তং পুরুষং সর্বস্যাত্মনঃ পরায়ণং যমাত্থ য এবায়ং পুত্রময়ঃ পুরুষঃ স এষ বদৈব শাকল্য তস্য কা দেবতেতি প্রজাপতিরিতি হোবাচ ॥ ১৭

"শুক্রই যাঁহার আশ্রয়, বুদ্ধি যাঁহার দর্শনেন্দ্রিয়, যিনি মনের দ্বারা সঙ্কল্প-বিকল্প করেন, সকল দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির একমাত্র আশ্রয় সেই পুরুষকে যিনি জানেন, যাজ্ঞবল্ক্য, কেবল তিনিই পণ্ডিত।" "সকল দেহেন্দ্রিয়সমষ্টির একমাত্র গতি যে পুরুষের কথা আপনি বলিলেন, আমি তাঁহাকে অবশ্যই জানি। যিনি পুত্রময় (অর্থাৎ পুত্রকে আমি বলিয়া মনে করেন)[১] তিনিই এই পুরুষ। শাকল্য, আপনি প্রশ্ন করিতে থাকুন।" "তাঁহার দেবতা কে?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "প্রজাপতি (অর্থাৎ পিতা)।[২]" ১৭

১। পুত্রময়—পিতা হইতে জাত অস্থি, মজ্জা, ও শুক্র।

২। উপাসনার জন্য একই প্রাণদেবতাকে আটটি বিভিন্নরূপে বর্ণনা করা হইল। ঐ প্রত্যেক রূপের আবার চারি চারিটি ভেদ আছে। যথা—আয়তন (=সাধারণ রূপ), পুরুষ (=বিশেষ রূপ), লোক (=ইন্দ্রিয়), ও দেবতা (=কারণ)।

শাকল্যেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্ত্বাং স্বিদিমে ব্রাহ্মণা অঙ্গারাবক্ষয়ণমক্রতাও ইতি ॥ ১৮

[শাকল্যকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া] যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—শাকল্য ইতি, ত্বাম্ স্বিদ্ (আপনাকে কি) ইমে ব্রাহ্মণাঃ (এই ব্রাহ্মণেরা) অঙ্গার-অবক্ষয়ণম্ (অঙ্গারদহনের যন্ত্রবিশেষ, চিম্‌টা প্রভৃতি) অক্রত (=অকৃত, করিয়াছেন ; [দীর্ঘস্বর ও ৩ প্লুতির সূচক])। ১৮

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "শাকল্য, আপনাকে কি ব্রাহ্মণেরা অঙ্গার-বহন-যন্ত্র করিয়াছেন ?"[১] ১৮

১। "আপনি অপরের পক্ষ লইয়া যাড়াইয়া নিজে আমার তেজে পুড়িতেছেন।" ব্রহ্মজ্ঞের সহিত বিরোধ হানিকর, ইহাই মর্মার্থ।

যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ শাকল্যো যদিদং কুরুপঞ্চালানাং ব্রাহ্মণানত্যবাদীঃ কিং ব্রহ্ম বিদ্বানিতি দিশো বেদ সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠা ইতি যদ্দিশো বেত্থ সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠাঃ ॥ ১৯

কিংদেবতোঽস্যাং প্রাচ্যাং দিশ্যসীত্যাদিত্যদেবত ইতি স আদিত্যঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি চক্ষুষীতি কস্মিন্নু চক্ষুঃ প্রতিষ্ঠিতমিতি রূপেষ্বিতি চক্ষুষা হি রূপাণি পশ্যতি কস্মিন্নু রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানীতি হৃদয় ইতি হোবাচ হৃদয়েন হি রূপাণি জানাতি হৃদয়ে হ্যেব রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২০

[সপ্তদশ কণ্ডিকা পর্যন্ত প্রাণদেবতার কথা বলিয়া অধুনা দিগ্‌বিভাগ অবলম্বনে পঞ্চধা বিভক্ত সমস্ত জগৎকে হৃদয়ে উপসংহারের জন্য বলা হইতেছে]—শাকল্যঃ উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য ইতি, [আপনি] কিম্ ব্রহ্ম বিদ্বান্ (কিরূপ ব্রহ্মকে জানিয়াছেন) যৎ (যে), কুরুপঞ্চালানাম্ ব্রাহ্মণান্ (কুরু ও পঞ্চাল দেশের ব্রাহ্মণদিগকে) ইদম্ অত্যবাদীঃ (এই অবহেলাবাক্য বলিলেন) ইতি। সদেবাঃ ([অধিষ্ঠাতা] দেবগণের সহিত) সপ্রতিষ্ঠাঃ (আশ্রয় সকলের সহিত) দিশঃ (দিক্ সকলকে, অর্থাৎ দিকের বিজ্ঞান) বেদ (জানি) ইতি। যৎ (যদি) সদেবাঃ সপ্রতিষ্ঠাঃ দিশঃ বেত্থ (জানেন), [তবে বলুন] অস্যাম্ প্রাচ্যাম্ দিশি (এই পূর্বদিকে) [আপনি] কিং-দেবতঃ অসি (কোন্ দেবতার সহিত একীভূত হইয়াছেন ; [পূর্বদিকে কোন্ দেবতা (দিকের সহিত একীভূত) আপনার অধিষ্ঠাতা ; কোন্ দেবতার সহিত একীভূত

হইয়া আপনি পূর্বদিকের সহিত অভিন্ন হইয়াছেন] ইতি। [আমি] আদিত্য-দেবতঃ (আদিত্যদেবতার সহিত এক হইয়াছি) ইতি। সঃ আদিত্যঃ (সেই আদিত্য) কস্মিন্ (কাহাতে) প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি। চক্ষুষি (চক্ষুতে) ইতি। কস্মিন্ নু চক্ষুঃ প্রতিষ্ঠিতম্ ইতি। রূপেষু (রূপ সকলে) ইতি; হি (কারণ) চক্ষুষা (চক্ষুর দ্বারা) রূপাণি (রূপ সকল) [লোকে] পশ্যতি (দেখে)। কস্মিন্ নু রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি ইতি। উবাচ হ—হৃদয়ে (বুদ্ধি ও মনে) ইতি; হি (যেহেতু) হৃদয়েন (হৃদয়ের দ্বারা) রূপাণি জানাতি (জানে), হি (অতএব) হৃদয়ে এব রূপাণি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তি ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ (ইহা) এবম্ এব (এইরূপই বটে)। ১৯—২০

শাকল্য বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি কিরূপ ব্রহ্মকে জানিয়াছেন যে, কুরু ও পঞ্চাল দেশের ব্রাহ্মণগণের প্রতি এই অবজ্ঞাসূচক বাক্য বলিলেন?[১] "আমি দেবতা ও প্রতিষ্ঠার সহিত দিক্ সকলকে জানি।[২]" "যদি দেবতা ও প্রতিষ্ঠার সহিত দিক্ সকলকে জানেন, (তবে বলুন) আপনি এই পূর্বদিকে কোন্ দেবতার সহিত একীভূত।" "আদিত্যের সহিত একীভূত।" "সেই আদিত্য কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?" "চক্ষুতে।[৩]" "চক্ষু আবার কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?" "রূপ সকলে; কারণ (লোকে) চক্ষুর দ্বারা রূপ সকল দেখে।[৪]" "রূপ সকল কিসে প্রতিষ্ঠিত?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "হৃদয়ে। হৃদয়েরই দ্বারা লোকে রূপ সকল জানে; অতএব হৃদয়েই রূপ সকল প্রতিষ্ঠিত।[৫]" "যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে।" ১৯—২০

১। যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞা করেন নাই—শাকল্যকে সাবধান করিয়াছেন মাত্র।

২। বৃঃ ৩।৩।২ অনুসারে জানা যায় যে, উপাসক উপাস্যদেবতার সহিত অভিন্ন হন। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যের মনোভাব এই—"আমার পক্ষে দিকের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন

বিভক্ত দিকের সহিত অভিন্ন ; সুতরাং আমি এইরূপে সমস্ত জগৎকে আত্মরূপে জানিয়া দিগাত্মা হইয়াছি।"

৩। ঐঃ ১।১।৪, বৃঃ ৩।৯।১২ টীকা। কার্যভূত সূর্য কারণ চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত।

৪। রূপ প্রকাশের জন্য রূপেরই দ্বারা চক্ষু নির্মিত, এবং রূপ গ্রহণের জন্য রূপের দ্বারা প্রয়োজিত হয়। আদিত্য, চক্ষু, পূর্বদিক্, ও পূর্বদিকে যত রূপ আছে, তৎসমস্তই রূপে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ উহারা রূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

৫। হৃদয়ই রূপাকারে পরিণত হয়, কারণ লোকে হৃদয়েরই দ্বারা রূপ সকলকে জানে এবং সংস্কারাত্মক রূপ সকলকে হৃদয়ের দ্বারা স্মরণ করে।

কিংদেবতোঽস্যাং দক্ষিণায়াং দিশ্যসীতি যমদেবত ইতি স যমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি যজ্ঞ ইতি কস্মিন্নু যজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি দক্ষিণায়ামিতি কস্মিন্নু দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি শ্রদ্ধায়ামিতি যদা হ্যেব শ্রদ্ধত্তেঽথ দক্ষিণাং দদাতি শ্রদ্ধায়াং হ্যেব দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিতেতি কস্মিন্নু শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতেতি হৃদয় ইতি হোবাচ হৃদয়েন হি শ্রদ্ধাং জানাতি হৃদয়ে হ্যেব শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২১

শ্রদ্ধত্তে (শ্রদ্ধাবান্ হয়) অথ (তখন) দদাতি (দেয়)। ২১

"এই দক্ষিণ দিকে আপনি কোন্ দেবতার সহিত একীভূত?" "যমদেবতার সহিত একীভূত।" "সেই যম কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?" "যজ্ঞে।[১]" "যজ্ঞ আবার কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?" "শ্রদ্ধাতে। কেহ যখন শ্রদ্ধাবান্ হয় তখন দক্ষিণা দেয়; অতএব শ্রদ্ধাতেই দক্ষিণা প্রতিষ্ঠিত।" "শ্রদ্ধা আবার কিসে প্রতিষ্ঠিত?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,

"হৃদয়ে। হৃদয়েরই দ্বারা লোকে শ্রদ্ধাকে জানে; অতএব হৃদয়েই শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত।[১]" "যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে।" ২১

১। ঋত্বিক্‌গণকর্তৃক নিষ্পাদিত যজ্ঞকে যজমান দক্ষিণাদ্বারা ক্রয় করেন, এবং উহার ফলে যমের সহিত অভিন্ন হইয়া তদধিষ্ঠিত দক্ষিণ দিক্ জয় করেন। এইরূপে যম যজ্ঞের কার্য বলিয়া যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণাদ্বারা ক্রীত হয় বলিয়া যজ্ঞ কার্য; উহা তাহার কারণ দক্ষিণায় প্রতিষ্ঠিত। শ্রদ্ধা—দানেচ্ছা, ভক্তিসহ আস্তিক্যবুদ্ধি। শ্রদ্ধা হৃদয়েরই বৃত্তিবিশেষ, অতএব উহা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।

কিংদেবতোঽস্যাং প্রতীচ্যাং দিশ্যসীতি বরুণদেবত ইতি স বরুণঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইত্যপ্‌স্বিতি কস্মিন্নাপঃ প্রতিষ্ঠিতা ইতি রেতসীতি কস্মিন্নু রেতঃ প্রতিষ্ঠিতমিতি হৃদয় ইতি তস্মাদপি প্রতিরূপং জাতমাহুর্হৃদয়াদিব সৃপ্তো হৃদয়াদিব নির্মিত ইতি হৃদয়ে হ্যেব রেতঃ প্রতিষ্ঠিতং ভবতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২২

প্রতীচ্যাম্ দিশি (পশ্চিম দিকে)। রেতসি (শুক্রে)। প্রতিরূপম্ জাতম্ আহুঃ (অনুরূপ পুত্র জাত হইলে তাহার সম্বন্ধে লোকে বলে) [এই পুত্র পিতার] হৃদয়াৎ ইব (যেন হৃদয় হইতে) সৃপ্তঃ (বিনিঃসৃত) [হইয়াছে]। ২২

"আপনি এই পশ্চিম দিকে কোন্ দেবতার সহিত একীভূত?" "বরুণদেবতার সহিত।" "সেই বরুণ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?" "জলে।" "জল কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?" "শুক্রে।" "শুক্র আবার কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?" "হৃদয়ে। এই জন্যই অনুরূপ পুত্র জাত হইলে লোকে বলে, 'এটি যেন হৃদয় হইতে নিঃসৃত, হৃদয় হইতে নির্মিত হইয়াছে।' কারণ হৃদয়েই শুক্র প্রতিষ্ঠিত।[১]" যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে।" ২২

১। "শ্রদ্ধাই জল" (তৈঃ সঃ ১।৬।৮।১), "শ্রদ্ধা হইতে বরুণকে সৃষ্টি করিলেন।" সুতরাং বরুণ জলে প্রতিষ্ঠিত। "শুক্র হইতে জল সৃষ্ট হইল" (ঐঃ ১।১।৪); অতএব জল শুক্রে প্রতিষ্ঠিত। হৃদয়ের একটি বৃত্তিকে কাম বলে। কামাতুর ব্যক্তির হৃদয় হইতে কাম নিঃসৃত হয়; অতএব শুক্র হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।

কিংদেবতোঽস্যামুদীচ্যাং দিশ্যসীতি সোমদেবত ইতি স সোমঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি দীক্ষায়ামিতি কস্মিন্নু দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি সত্য ইতি তস্মাদপি দীক্ষিতমাহুঃ সত্যং বদেতি সত্যে হ্যেব দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি কস্মিন্নু সত্যং প্রতিষ্ঠিতমিতি হৃদয় ইতি হোবাচ হৃদয়েন হি সত্যং জানাতি হৃদয়ে হ্যেব সত্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২৩

উদীচ্যাম্ দিশি (উত্তর দিকে)। সোমঃ (চন্দ্রদেবতা ও তাঁহার দ্বারা অধিষ্ঠিত সোমলতা)। দীক্ষিতম্ আহুঃ (দীক্ষিত ব্যক্তিকে বলেন)—সত্যম্ বদ (সত্য বল)। ২৩

"এই উত্তর দিকে আপনি কোন্ দেবতার সহিত একীভূত?" "সোমদেবতার সহিত।" "সেই সোম কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?" "দীক্ষাতে।[১]" "দীক্ষা আবার কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?" "সত্যে। এই জন্যই দীক্ষিত ব্যক্তিকে (আচার্য) বলেন, 'সত্য বলিও।' সত্যেই দীক্ষা প্রতিষ্ঠিত।" "সত্য আবার কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?" "হৃদয়ে। হৃদয়ের দ্বারাই লোকে সত্যকে জানে; অতএব হৃদয়েই সত্য প্রতিষ্ঠিত।[২]" "যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে।" ২৩

১। যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া যজমান সোম ক্রয় করেন। ঐ সোমের দ্বারা যজ্ঞ করিয়া এবং উপাসনা অবলম্বন করিয়া তিনি সোমদেবতার দ্বারা অধিষ্ঠিত উত্তর দিক্

লয় করেন; অর্থাৎ সোমদেবতার সহিত অভিন্ন হন। সত্যাঙ্গে দীক্ষা অঙ্গ হয়, অতএব দীক্ষা সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

২। পূর্বে (৩।৯।১৯-২০, টীকা) বলা হইয়াছে যে, পূর্বদিক্‌সহ রূপ সকল যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয়ের সহিত অভিন্ন হইয়াছে। ২১-২৩ কণ্ডিকায় বলা হইল যে, কর্মকলাত্মক দক্ষিণ, পশ্চিম, ও উত্তর দিক্ সকল, তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এবং কেবল কর্ম, জ্ঞানসমুচ্চিত কর্ম, ও তাহাদের ফল—এই সমস্তই যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয়ে উপসংহৃত হইয়াছে।

কিংদেবতোঽস্যাং ধ্রুবায়াং দিশ্যসীত্যগ্নিদেবত ইতি সোঽগ্নিঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি বাচীতি কস্মিন্নু বাক্ প্রতিষ্ঠিতেতি হৃদয় ইতি কস্মিন্নু হৃদয়ং প্রতিষ্ঠিতমিতি ॥ ২৪

"এই ধ্রুব অর্থাৎ ঊর্ধ্ব দিকে আপনি কোন্ দেবতার সহিত একীভূত?" "অগ্নিদেবতার সহিত।" "সেই অগ্নি কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?" "বাগেন্দ্রিয়ে।" "বাক্ আবার কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?" "হৃদয়ে।[১]" "হৃদয় আবার কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?" ২৪

১। রূপ ও কর্ম যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয়ে উপসংহৃত হইয়াছে (পূর্বটীকা)। এখন দেখান হইল যে, বাক্‌কে আশ্রয় করিয়া সমস্ত নামও হৃদয়ে একীভূত হইয়াছে। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয় এখন নাম, রূপ, ও কর্মের সহিত এক হইয়া সর্বাত্মক হইল; কারণ জগৎ এই নাম, রূপ, ও কর্মের অতিরিক্ত নহে।

অহল্লিকেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যত্রৈতদন্যত্রাস্মন্মন্যাসৈ যদ্ধ্যেতদন্যত্রাস্মৎ স্যাচ্ছ্বানো বৈনদদ্যুর্বয়াংসি বৈনদ্ বিমথ্নীরন্নিতি ॥ ২৫

যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—[হে] অহল্লিক (নিশাচর, ভূত [অহনি লীয়তে—যে দিবে বিলীন হয়]) ইতি। যত্র (যখন) [তুমি] মন্যাসৈ (=মন্যসে, মনে কর)—এতৎ (এই হৃদয়) অস্মৎ (=অস্মত্তঃ, আমাদিগ হইতে) অন্যত্র (অন্য কোথাও), [তখন] যৎ হি (যদি বা) এতৎ অস্মৎ অন্যত্র স্যাৎ (বর্তমান থাকে) [তাহা হইলে] শ্বানঃ বা (হয় কুকুরগণ) এনৎ (এই শরীরকে) অদ্যুঃ (খাইবে) বয়াংসি বা (কিংবা পক্ষিগণ) এনৎ বিমথ্নীরন্ (বিমথিত, বিখণ্ডিত করিবে) ইতি। ২৫

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "হে ভূত, তুমি যখন মনে কর যে, এই হৃদয় আমাদিগ (অর্থাৎ আমাদের শরীর) হইতে অন্যত্র থাকে, (তখন) উহা যদি (বাস্তবিকই) আমাদিগ হইতে অন্যত্র থাকে, তাহা হইলে হয় কুকুরে এই শরীরকে খাইবে কিংবা পাখীতে ইহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিবে।[1]" ২৫

১। হৃদয় দেহে না থাকিলে দেহ তো মরিয়া যাইবে। সুতরাং বলিতে হইবে যে, হৃদয় দেহে প্রতিষ্ঠিত। দেহও আবার নাম, রূপ, ও কর্মের অতিরিক্ত নহে বলিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।

কস্মিন্নু ত্বং চ আত্মা চ প্রতিষ্ঠিতৌ স্থ ইতি প্রাণ ইতি কস্মিন্নু প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যপান ইতি কস্মিন্নপান প্রতিষ্ঠিত ইতি ব্যান ইতি কস্মিন্নু ব্যানঃ প্রতিষ্ঠিত ইত্যুদান ইতি কস্মিন্নুদানঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি সমান ইতি স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্যো ন হি শীর্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি। এতান্যষ্টাবায়তনান্যষ্টৌ লোকা অষ্টৌ দেবা অষ্টৌ পুরুষাঃ স যস্তান্ পুরুষান্নিরুহ্য প্রত্যুহ্যাত্যক্রামত্তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি

তং চেন্মে ন বিবক্ষ্যসি মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি। তং হ ন মেনে শাকল্যস্তস্য হ মূর্ধা বিপপাতাপি হাস্য পরিমোষিণোঽস্থীন্যপজহ্রুরন্যন্মন্যমানাঃ ॥ ২৬

[শরীর ও হৃদয় পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত। এখন শাকল্যের প্রশ্ন এই]—কস্মিন্ নু ত্বম্ চ (শরীররূপী তুমি) আত্মা চ (এবং [শরীরের আত্মা] হৃদয়) প্রতিষ্ঠিতৌ স্থঃ (প্রতিষ্ঠিত আছ) ইতি। প্রাণে ইতি [ইত্যাদি সহজবোধ্য। প্রাণ ইত্যাদি ১৫।১৩ দ্রঃ]। [অতঃপর পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত শরীর, হৃদয়, ও পঞ্চপ্রাণের সমষ্টি যাঁহার দ্বারা নিয়মিত এবং যাঁহাতে ওতপ্রোত, শ্রুতি এবং সেই নিরুপাধিক ব্রহ্মের নির্দেশ করিতেছেন]—[যিনি] নেতি নেতি ইতি ("ইহা নহে, ইহা নহে," এইরূপে নিষেধমুখে বর্ণিত হইয়াছেন [২।৩।৬]) এষঃ আত্মা (এই [প্রত্যক্] আত্মাই) সঃ (তিনি, সেই পরমাত্মা)। [ইনি] অগৃহ্যঃ (অননুভবনীয়), হি (কারণ) ন গৃহ্যতে ([ইন্দ্রিয়ের দ্বারা] গৃহীত, অনুভূত, হন না) ; অশীর্যঃ (অক্ষয়), হি ন শীর্যতে (শীর্ণ হন না) ; অসঙ্গঃ (সঙ্গহীন), হি (এই কারণে) ন সজ্যতে (আসক্ত হন না) ; অসিতঃ (বদ্ধ নহেন), ন ব্যথতে (ব্যথিত হন না), ন রিষ্যতি (হিংসাধীন হন না, বিনষ্ট হন না)। [শ্রুতির বাক্য শেষ হইল, আবার যাজ্ঞবল্ক্যের কথা চলিতেছে]—এতানি (এই সকলই) [পৃথিবী প্রভৃতি] অষ্টৌ (আট) আয়তনানি (আশ্রয়), [অগ্নি প্রভৃতি] অষ্টৌ লোকাঃ, [অমৃত প্রভৃতি] অষ্টৌ দেবাঃ, [শারীর পুরুষ প্রভৃতি] অষ্টৌ পুরুষাঃ [১০ম হইতে ১৭শ কণ্ডিকা দ্রষ্টব্য]। সঃ যঃ (সেই যিনি) তান্ পুরুষান্ ([শারীর পুরুষ প্রভৃতি] পূর্বোক্ত পুরুষদিগকে) নিরুহ্য (নিশ্চিতরূপে [আপনা হইতে] বহির্গত করিয়া) [অর্থাৎ আয়তন, লোক, দেবতা, ও পুরুষ—এই চতুর্ধা বিভক্ত আটটি রূপের দ্বারা লোকস্থিতি সম্পাদন করিয়া], [এবং পুনর্বার পূর্বদিক্ প্রভৃতিকে অবলম্বনপূর্বক] প্রত্যুহ্য ([তাহাদিগকে] আপনাতে [হৃদয়ে] উপসংহৃত করিয়া) অত্যক্রামৎ ([হৃদয়াভিমানিত্ব প্রভৃতি উপাধিধর্ম] অতিক্রম করিয়া [অর্থাৎ তাহাদের অতীত, জগদতীত, স্বস্বরূপে সর্বদা] বিদ্যমান আছেন), ঔপনিষদম্ তু (কেবল উপনিষৎ হইতে জ্ঞাতব্য [অন্য কোথাও হইতে নহে]) তম্ পুরুষম্ (সেই পুরুষের কথা) ত্বা

(তোমাকে) পৃচ্ছামি (জিজ্ঞাসা করিতেছি)। চেৎ (যদি) মে (আমায়) তম্ ন বিবক্ষ্যসি (তাঁহার কথা না বলিতে পার) [তবে] তে (তোমার) মূর্ধা বিপতিষ্যতি (মস্তক নিপতিত হইবে) ইতি। শাকল্যঃ তম্ হ ন মেনে (জানিতেন না)। তস্য (তাঁহার) মূর্ধা (মস্তক) বিপপাত হ (পড়িয়া গেল)। অপি হ (অধিকন্তু) অন্যৎ মন্যমানাঃ ([ধনাদি] অপর কিছু মনে করিয়া) পরিমোষিণঃ (তস্করগণ) [শাকল্যের শিষ্যগণের দ্বারা নীয়মান] অস্য (শাকল্যের) অস্থীনি (অস্থি সকল) অপজহ্রুঃ (অপহরণ করিল)। ২৬

"শরীর এবং হৃদয় আবার কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?" "প্রাণে।" "প্রাণ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?" "অপানে।" "অপান কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?" "ব্যানে।" "ব্যান কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?" "উদানে।" "উদান কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?" "সমানে।[১]" যাঁহাকে "নেতি নেতি" বলা হইয়াছে, তিনিই এই আত্মা।[২] ইনি অগ্রহণীয়, কারণ ইনি গৃহীত হন না; অক্ষয়, কারণ ক্ষীণ হন না; অসঙ্গ, কারণ আসক্ত হন না; অবদ্ধ, অতএব ব্যথিত হন না এবং বিনষ্ট হন না।[৩] (যাজ্ঞবল্ক্য)—"এই সকল আটটি আশ্রয়, আটটি দর্শনেন্দ্রিয়, আটটি দেবতা, এবং আটটি পুরুষ (এর কথা বলা হইল)। যিনি এই পুরুষদিগকে বহির্গত করেন এবং উপসংহৃত করেন, অথচ (উপাধিধর্মকে) অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান আছেন, কেবল উপনিষৎ হইতে জ্ঞেয় সেই পুরুষের কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি যদি আমায় তাঁহার কথা না বলিতে পার, তবে তোমার মস্তক নিপতিত হইবে।" শাকল্য সেই পুরুষকে জানিতেন না। তাঁহার মস্তক নিপতিত হইল। অধিকন্তু অপর কিছু মনে করিয়া তস্করেরা তাঁহার অস্থি সকল অপহরণ করিল। ২৬

১। অপানবৃত্তি প্রাণবৃত্তিকে টানিয়া না রাখিলে উহা নাসিকাদ্বারা নির্গমনে বাহির হইয়া যাইবে। আবার ব্যান মধ্যে থাকিয়া উভয়কে ধরিয়া না রাখিলে অপান

নীচের দিকে ও প্রাণ সম্মুখের দিকে বাহির হইয়া যাইবে। এই তিন বায়ু উদানে নিবদ্ধ না থাকিলে নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। এই চারি বায়ু আবার সমানে নিবদ্ধ। সমান—(এখানে) অব্যাকৃত।

২। যে পুরুষ পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত শরীর ও হৃদয়কে অব্যাকৃতে উপসংহৃত করিয়া শরীর, হৃদয়, ও সূত্রাবস্থ জগদাত্মাকে অতিক্রম করিয়া আছেন, তাঁহার স্বরূপকেই শ্রুতিতে "নেতি নেতি" দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে; যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহারই স্বরূপকে "ঔপনিষদ পুরুষ" বলিয়াছেন, এবং পরে (৩।৯।২৮।৭) তাঁহাকেই বিজ্ঞানানন্দরূপ জগৎকারণ বলিবেন। শরীর, মন, ও প্রাণবায়ু সকল পরস্পরসাপেক্ষ হইয়া সংহতভাবে কার্য করে। চেতন অধিষ্ঠাতারই ভোগের জন্য জাগতিক বস্তু সংহত হয়; অতএব শরীরাদির অধিষ্ঠাতা একজন চেতন জীব আছেন। ইনিই স্বরূপতঃ "নেতি নেতি আত্মা," ও নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন।

৩। যাহা ব্যাকৃত ও ইন্দ্রিয়গোচর, তাহা গৃহীত হয়, যাহা স্থূল ও সংহত, তাহার ক্ষয় হয়; মূর্ত বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধ সম্ভব হয়; মূর্ত বস্তু বদ্ধ হইতে পারে; বদ্ধ বস্তু ব্যথিত হইতে পারে। যাহা গৃহীত, বিশীর্ণ, সম্বদ্ধ, বা বদ্ধ হয়, তাহা বিনাশী। এই সমস্তই কার্যবস্তুর ধর্ম। ব্রহ্ম কাহারও কার্য নহেন; সুতরাং তিনি এই সমস্তের অতীত।

অথ হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তো যো বঃ কাময়তে স মা পৃচ্ছতু সর্বে বা মা পৃচ্ছত যো বঃ কাময়তে তং বঃ পৃচ্ছামি সর্বান্ বা বঃ পৃচ্ছামীতি তে হ ব্রাহ্মণা ন দধৃষুঃ ॥ ২৭

[পূর্বে নিষেধমুখে যে ব্রহ্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, বিধিমুখে তাঁহারই উপদেশের জন্য এবং জগতের মূল দেখাইবার জন্য পুনর্বার পূর্ব আখ্যায়িকার আশ্রয় লওয়া হইতেছে]—অথ [যাজ্ঞবল্ক্যঃ] উবাচ হ—ভগবন্তঃ ব্রাহ্মণাঃ, বঃ (আপনাদের মধ্যে) যঃ (যে কেহ) কাময়তে (ইচ্ছা করেন) সঃ (তিনি) মা (আমাকে) পৃচ্ছতু (প্রশ্ন করুন), বা সর্বে (সকলে) মা পৃচ্ছত। বঃ যঃ কাময়তে, বঃ তং

(তাঁহাকে) পৃচ্ছামি ([আমি] প্রশ্ন করি) বা বঃ সর্বান্ (সকলকে) পৃচ্ছামি ইতি। তে হ ব্রাহ্মণাঃ (সেই ব্রাহ্মণেরা) ন দধৃষুঃ (সাহস করিলেন না, প্রবৃত্ত হইলেন না)। ২৭

অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণবৃন্দ, আপনাদের যে কেহ ইচ্ছা করেন, আমায় প্রশ্ন করুন, অথবা আপনাদের সকলেই আমায় প্রশ্ন করুন। (অন্যথা) আপনাদের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছা করেন, আপনাদের মধ্যে তাঁহাকে আমি প্রশ্ন করি; কিংবা আপনাদের সকলকেই আমি প্রশ্ন করি।" সেই ব্রাহ্মণগণ সাহস করিলেন না। ২৭

তান্ হৈতৈঃ শ্লোকৈঃ পপ্রচ্ছ—

যথা বৃক্ষো বনস্পতিস্তথৈব পুরুষোঽমৃষা।
তস্য লোমানি পর্ণানি ত্বগস্যোৎপাটিকা বহিঃ ॥ ২৮।১

[ব্রাহ্মণদিগকে নীরব দেখিয়া] তান্ হ (তাঁহাদিগকে) এতৈঃ শ্লোকৈঃ (এই শ্লোক সকলের দ্বারা) পপ্রচ্ছ—[ইহা] অমৃষা (সত্য) [যে], বনস্পতিঃ (মহীরুহ, অশ্বত্থাদি যে সকল বৃক্ষের পুষ্পব্যতিরেকে ফল হয়) বৃক্ষঃ যথা (যেমন), পুরুষঃ (মানুষ) তথা এব (ঠিক তেমনি)। তস্য (পুরুষের) লোমানি (লোম সকল) [বৃক্ষের] পর্ণানি (পত্র সকল), অস্য (পুরুষের) ত্বক্ (চামড়া) [বৃক্ষের] বহিঃ উৎপাটিকা (বাহিরের ছাল)। ২৮।১

তাঁহাদিগকে তিনি এই সকল শ্লোকের দ্বারা প্রশ্ন করিলেন—"ইহা সত্য যে, বনস্পতি বৃক্ষ যেরূপ, মানুষও ঠিক সেইরূপ। পুরুষের লোম সকল পত্র এবং ইহার ত্বক্ (বৃক্ষের) বহির্বল্কল। ২৮।১

ত্বচ এবাস্য রুধিরং প্রস্যন্দি ত্বচ উৎপটঃ।
তস্মাত্তদাতৃণ্ণাৎ প্রৈতি রসো বৃক্ষাদিবাহতাৎ ॥ ২৮।২

অস্য (ইহার, মানুষের) ত্বচঃ এব (ত্বক্ হইতেই) রুধিরম্ (রক্ত) প্রস্যন্দি (ক্ষরিত হয়), ত্বচঃ (বল্কল হইতে) উৎপটঃ (বৃক্ষনির্যাস)। তস্মাৎ আতৃণ্ণাৎ বৃক্ষাৎ ইব (আহত বৃক্ষ হইতে যেরূপ) রসঃ [নির্গত হয়, সেইরূপ] আতৃণ্ণাৎ (আহত ব্যক্তি হইতে) [রুধির] প্রৈতি (নির্গত হয়)। ২৮।২

"মানুষের ত্বক্ হইতেই রুধির এবং বল্কল হইতে বৃক্ষরস নির্গত হয়। সেই জন্য আহত বৃক্ষ হইতে রস নির্গমনের ন্যায় আহত ব্যক্তি হইতে রুধির ক্ষরিত হয়। ২৮।২

মাংসান্যস্য শকরাণি কিনাটং স্নাব তৎ স্থিরম্।
অস্থীন্যন্তরতো দারূণি মজ্জা মজ্জোপমা কৃতা ॥ ২৮।৩

অস্য মাংসানি (মাংস সকল) [বনস্পতির] শকরাণি (=শকলানি, অন্তর্বল্কল); স্নাব (স্নায়ু) কিনাটম্ (অন্তরতম বল্কল)—তৎ (ঐ কিনাট) [স্নায়ুর ন্যায়] স্থিরম্ (দৃঢ়); অন্তরতঃ ([মানুষ] অভ্যন্তরের) অস্থীনি (হাড় সকল) দারূণি (কাঠ সকল); মজ্জা মজ্জোপমা কৃতা ([বৃক্ষ ও পুরুষের] মজ্জা মজ্জার সহিত উপমিত হয়)। ২৮।৩

"মানুষের মাংস বনস্পতির অন্তর্বল্কল; স্নায়ু অন্তরতম বল্কল (এবং) উহা সুদৃঢ়; অন্তরস্থ অস্থি সকল কাষ্ঠ; একের মজ্জা অপরের মজ্জার সহিত উপমিত হয়। ২৮।৩

যদ্ বৃক্ষো বৃক্ণো রোহতি মূলান্নবতরঃ পুনঃ।
মর্ত্যঃ স্বিন্মৃত্যুনা বৃক্ণঃ কস্মান্মূলাৎ প্ররোহতি ॥ ২৮।৪

* [গাছ ও মানুষের সাদৃশ্য দেখাইয়া এখন অসাদৃশ্য দেখান হইতেছে]—বৃক্ষঃ যৎ (যদি) বৃক্ণঃ (কর্তিত হয়) [তথাপি] পুনঃ (আবার) নবতরঃ (অভিনবতর হইয়া) মূলাৎ (মূল হইতে) রোহতি (প্রাদুর্ভূত হয়)। মর্ত্যঃ স্বিৎ (মানুষ

যদি) মৃত্যুনা বৃক্ণঃ (মৃত্যুগ্রস্ত হয়) কস্মাৎ মূলাৎ (কোন্ মূল হইতে) প্ররোহতি (উদ্গত হয়) ? ২৮।৪

"বৃক্ষ কর্তিত হইলেও পুনর্বার অভিনবরূপে মূল হইতে উদ্গত হয়। মানুষ মৃত্যুকবলিত হইলে কোন্ মূল হইতে পুনর্বার আবির্ভূত হয় ? ২৮।৪

রেতস ইতি মা বোচত জীবতস্তৎ প্রজায়তে।
ধানারুহ ইব বৈ বৃক্ষোঽঞ্জসা প্রেত্য সম্ভবঃ॥ ২৮।৫

রেতসঃ (শুক্র হইতে) ইতি (এই কথা) মা বোচত (বলিবেন না) ; [কারণ] তৎ (ঐ শুক্র) জীবতঃ (জীবিত ব্যক্তি হইতে) প্রজায়তে (জাত হয়)। বৃক্ষঃ [যেমন কাণ্ড হইতে উদ্গত হয়, তেমনি] প্রেত্য (মরিয়া) অঞ্জসা (সাক্ষাৎ) ধানারুহঃ (বীজ হইতে উদ্গত হইয়া) সম্ভবঃ বৈ (অবশ্যই জাত হয়)। ইব [অনর্থক নিপাত]। ২৮।৫

" 'শুক্র হইতে (জাত হয়)'[১]—এইরূপ বলিতে পারেন না, কারণ ঐ শুক্র জীবিত ব্যক্তি হইতেই জাত হয়। বৃক্ষ মরিলেও সে বীজ হইতে অবশ্যই জাত হয়।' ২৮।৫

১। শুক্র কোথা হইতে আসে—ইহাই যখন বিচার্য তখন শুক্রকে কারণ বলা বৃথা। বৃক্ষবীজের সহিত শুক্রের তুলনা হয় না, কারণ উভয়ের ক্রিয়া বিভিন্ন।

যৎ সমূলমাবৃহেয়ুর্বৃক্ষং ন পুনরাভবেৎ।
মর্ত্যঃ স্বিন্মৃত্যুনা বৃক্ণঃ কস্মান্মূলাৎ প্ররোহতি॥ ২৮।৬

বৃক্ষম্ (বৃক্ষকে) যৎ (যদি) সমূলম্ (মূলের সহিত) [বা বীজের সহিত] আবৃহেয়ুঃ (উৎপাটিত করে), [উহা] ন পুনঃ আভবেৎ (আর জন্মিবে না)। মর্ত্যঃ [ইত্যাদি—৪র্থ শ্লোক]। ২৮৬

"বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করিলে উহা আর জন্মায় না। মানুষ যদি মৃত্যুকবলিত হয়, তবে সে কোন্ মূল হইতে পুনর্বার আবির্ভূত হয়? ২৮৬

জাত এব ন জায়তে কো ন্বেনং জনয়েৎ পুনঃ।
বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণং
তিষ্ঠমানস্য তদ্বিদ ইতি ॥ ২৮৭

ইতি তৃতীয়াধ্যায়স্য নবমং ব্রাহ্মণম্ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়ঃ ॥

[আপনারা যদি মনে করেন যে, মানুষ] জাতঃ এব (সর্বদা জাতরূপেই বিদ্যমান আছে), [সুতরাং জন্মবিষয়ে প্রশ্ন বৃথা, তবে আমি বলি] ন (তাহা নহে); [কারণ মানুষ মৃত্যুর পর] জায়তে ([পুনর্বার] জাত হয়)। [অতএব জিজ্ঞাসা করি]—কঃ নু এনম্ পুনঃ জনয়েৎ (কে ইহাকে পুনর্বার জন্ম দিতে পারেন)—[অর্থাৎ জগতের মূল কে]? [ব্রাহ্মণগণ তাহা জানিতেন না; সুতরাং বিজয়ী যাজ্ঞবল্ক্য গোধন লইয়া গেলেন। অতঃপর শ্রুতি স্বয়ং সেই "মূল" দেখাইতেছেন]—[জগতের মূল] বিজ্ঞানম্ (বিজ্ঞানস্বরূপ) আনন্দম্ (আনন্দস্বরূপ) ব্রহ্ম রাতিঃ (=রাতেঃ, ধনের) দাতুঃ (দাতার) [অর্থাৎ কর্মকারী যজমানের] পরায়ণম্ (পরম গতি, কর্মফলপ্রদাতা), [এবং তিনিই নিরুপাধিকস্বরূপে] তৎ-বিদঃ (তাঁহাকে, ব্রহ্মকে, যিনি জানিয়াছেন সেই ব্রহ্মবিদের) তিষ্ঠমানস্য ([ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে] যিনি ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করিয়াছেন তাঁহারও) [পরায়ণম্] ইতি। ২৮৭

"(যদি মনে করেন যে, মানুষ) জাত হইয়াও তো রহিয়াছে, (তবে বলি) না ; (কারণ সে মরিয়া) পুনর্বার জন্মে।[1] কে ইহাকে পুনর্বার জন্ম দিতে পারেন?" বিজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ[2] ব্রহ্মই ধনদাতার ও ব্রহ্মসংস্থ ব্রহ্মবিদের পরম গতি। ২৮।৭

১। কর্মফলানুযায়ী পুনর্জন্ম স্বীকার না করিলে কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগমরূপ দোষদ্বয় আসিয়া পড়ে ; অর্থাৎ প্রথমতঃ স্বীকার করিতে হয় যে, মানুষ কৃতকর্মের ফল পায় না, দ্বিতীয়তঃ সে যাহা করে নাই তেমন ফলও পায়। উভয় প্রকারেই জগতের কার্যকারণবিধি বিনষ্ট হয়।

২। তৈঃ ৩।৬, ২।৯ ; ছাঃ ৭।২৩।১ ; বৃঃ ৪।৩।৩২।

চতুর্থাধ্যায়—প্রথম (ষড়াচার্য) ব্রাহ্মণ

ওঁ॥ জনকো হ বৈদেহ আসাংচক্রেঽথ হ যাজ্ঞবল্ক্য আবব্রাজ। তং হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য কিমর্থমচারীঃ পশূনিচ্ছন্নণ্বন্তানিতি। উভয়মেব সম্রাড়িতি হোবাচ॥ ১

[যিনি নেতি নেতি আত্মা (৩।৯।২৬) ও যিনি বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ জগৎকারণ (৩।৯।২৮।৭), প্রকারান্তরে তাঁহারই সম্বন্ধে বাগাদি-দেবতা অবলম্বনে উপদেশ দিতে হইবে—এই জন্য ব্রাহ্মণদ্বয় আরম্ভ হইতেছে]—বৈদেহঃ জনকঃ হ আসাংচক্রে ([দর্শনার্থীদিগকে দর্শন দিবার জন্য সভায়] একদা সমাসীন হইলেন)। অথ হ (সেই সময়ে) যাজ্ঞবল্ক্যঃ আবব্রাজ (আসিলেন)। তম্ উবাচ হ—যাজ্ঞবল্ক্য, কিমর্থম্ (কি প্রয়োজনে) অচারীঃ (আসিয়াছেন)—পশূন্ ইচ্ছন্ (পশুলাভের ইচ্ছায়) [অথবা] অণু-অন্তান্ ([আমার দ্বারা জিজ্ঞাসিত] সূক্ষ্ম [আত্মার] বিষয়ে [প্রশ্ন সকল]) [ইচ্ছন্—শুনিবার ইচ্ছায়] ? ইতি। উবাচ হ—সম্রাট্, উভয়ম্ এব (উভয় বস্তুই) [ইচ্ছা করিয়া] ইতি। ১

বৈদেহ জনক একদা (রাজসভায়) সমাসীন ছিলেন। এমন সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য আগমন করিলেন। জনক তাঁহাকে বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, কি প্রয়োজনে আসিয়াছেন—পশুকামনায় কিংবা আত্মবিষয়ক প্রশ্নকামনায়" ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "সম্রাট্, উভয়েরই জন্য। ১

যত্তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে জিত্বা শৈলিনির্বাগ্বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্যবান্ ব্রূয়াত্তথা তচ্ছৈলিনিরব্রবীদ্ বাগ্বৈ ব্রহ্মেত্যবদতো হি কিং স্যাদিত্যব্রবীত্তু তে

তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ সম্রাড়িতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য। বাগেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞেত্যেনদুপাসীত। কা প্রজ্ঞতা যাজ্ঞবল্ক্য। বাগেব সম্রাড়িতি হোবাচ। বাচা বৈ সম্রাড় বন্ধুঃ প্রজ্ঞায়ত ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানীষ্টং হুতমাশিতং পায়িতময়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতানি বাচৈব সম্রাট্ প্রজ্ঞায়ন্তে বাগ্বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং বাগ্ জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে। হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ২

[যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন]—তে (আপনাকে) কঃ চিৎ (যে কোনও আচার্য) যৎ (যাহা) অব্রবীৎ (বলিয়াছেন) তৎ (তাহা) শৃণবাম (শুনিতে চাই) ইতি। শৈলিনিঃ (শিলিনপুত্র) জিত্বা মে (আমার) অব্রবীৎ—বাক্ বৈ (বাক্ই, বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা অগ্নিই) ব্রহ্ম ইতি। মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্যবান্ যথা (যেরূপ) ব্রূয়াৎ (বলিয়া থাকেন) তথা (সেইরূপ) শৈলিনিঃ "বাক্ বৈ ব্রহ্ম" ইতি তৎ (উক্ত এই কথাটি) অব্রবীৎ ; হি অবদতঃ (যিনি কিছু বলেন না, যিনি মূক, তাঁহার) কিম্ স্যাৎ (কি লাভ হইবে) ইতি। তু (কিন্তু) তে তস্য (সেই ব্রহ্মের) আয়তনম্ (বাসস্থান, শরীর) প্রতিষ্ঠাম্ ([উৎপত্তি, স্থিতি, ও লয় কালে] আশ্রয়) অব্রবীৎ (বলিয়াছেন কি)? মে ন অব্রবীৎ ইতি। সম্রাট্, এতৎ (এই ব্রহ্ম) একপাৎ বৈ (মাত্র একপাদ, ত্রিপাদবিহীন) ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য, সঃ বৈ (তাদৃশ [জ্ঞানী] আপনিই) নঃ (আমাদিগকে) ব্রূহি (বলুন)। বাক্ এব (বাগিন্দ্রিয়ই) [বাগ্-ব্রহ্মের] আয়তনম্, আকাশঃ (অব্যাকৃত) প্রতিষ্ঠা ; প্রজ্ঞা

ইতি (প্রজ্ঞা বলিয়া) এনং (ইঁহাকে) উপাসীত (উপাসনা করা উচিত)। যাজ্ঞবল্ক্য, কা প্রজ্ঞতা (প্রজ্ঞা কাহাকে বলে) ? উবাচ হ—সম্রাট্, বাক্ এব [প্রজ্ঞা] ইতি। সম্রাট্, বাচা বৈ (বাকেরই দ্বারা) বন্ধুঃ প্রজ্ঞায়তে (প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হন) [অর্থাৎ কেহ যখন বলে, "ইনি বন্ধু," তখন তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া জানা যায়]; সম্রাট্, বাচা এব ঋগ্বেদঃ [ইত্যাদি ২।৪।১০ দ্রঃ], ইষ্টম্ (যাগফল), হুতম্ (হোমফল), আশিতম্ (অন্নদানের ফল), পায়িতম্ (জলদানের ফল), অয়ম্ চ লোকঃ (ইহজন্ম) পরঃ চ লোকঃ (পরজন্ম), সর্বাণি চ ভূতানি (নিখিল প্রাণী) প্রজ্ঞায়ন্তে। সম্রাট্, বাক্ বৈ পরমং ব্রহ্ম। যঃ (যিনি) এবম্ (বাগ্-দেবতারূপ ব্রহ্মের আয়তন বাক্, প্রতিষ্ঠা আকাশ, উপনিষৎ প্রজ্ঞা—এইরূপ) বিদ্বান্ (জানিয়া) এতৎ (এই ব্রহ্মকে) উপাস্তে (উপাসনা করেন) এনম্ (এইরূপ ব্রহ্মবিদ্‌কে) বাক ন জহাতি (ত্যাগ করে না), সর্বাণি ভূতানি (সকল প্রাণী) এনম্ অভিক্ষরন্তি (ইঁহার দিকে [উপঢৌকনাদি লইয়া] সমাগত হয়); দেবঃ ভূত্বা (দেবতা হইয়া) [তিনি দেহত্যাগের পরে] দেবান্ (দেবগণকে) অপ্যেতি (প্রাপ্ত হন)। জনকঃ বৈদেহঃ উবাচ হ—হস্তি-ঋষভম্ সহস্রম্ (হস্তিসদৃশ বৃষ যে পালে আছে, এমন এক হাজার গরু) দদামি (দিতেছি) ইতি। সঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—অননুশিষ্য (শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া) [ধন] ন হরেত (প্রতিগ্রহ করিবে না) ইতি মে পিতা অমন্যত (মনে করিতেন)। ২

"আপনাকে কোনও আচার্য যাহা বলিয়াছেন, তাহাই শুনিতে চাই।" "জিত্বা শৈলিনি আমায় বলিয়াছেন, 'বাগ্‌দেবতাই ব্রহ্ম।' " "মাতৃমান্, পিতৃমান্, আচার্যবান্ ব্যক্তির যেরূপ বলা উচিত,[১] শৈলিনি ঠিক সেই রূপই 'বাক্ ব্রহ্ম' এই কথাটি বলিয়াছেন, কারণ যিনি কিছু বলেন না, তাঁহার কোন্ বস্তু লাভ হইবে ? পরন্তু সেই ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় আপনাকে বলিয়াছেন কি ?" "আমায় বলেন নাই।" "সম্রাট্, এই ব্রহ্ম একপাদ মাত্র।" "যাজ্ঞবল্ক্য, আপনিই আমায় বলুন।" "বাগিন্দ্রিয়েই শরীর, অব্যাকৃতই আশ্রয়। ইঁহাকে প্রজ্ঞা বলিয়া উপাসনা করা উচিত।" "যাজ্ঞবল্ক্য, প্রজ্ঞা কাহাকে বলে ?"

"সম্রাট্, বাগিন্দ্রিয়ই প্রজ্ঞা। সম্রাট্, বাক্যেরই দ্বারা বন্ধুকে জানা যায়। সম্রাট্, বাক্যেরই দ্বারা ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, রহস্যবিদ্যা, শ্লোকসকল, সূত্রসমুদয়, অনুব্যাখ্যা সকল, ও ব্যাখ্যাসমূহ; যাগ, হোম, অন্নদান ও জলদানের ফল; ইহজন্ম ও পরজন্ম; এবং নিখিল প্রাণিবৃন্দকে জানা যায়। সম্রাট্ বাগিন্দ্রিয়ই পরম ব্রহ্ম। যিনি এইরূপ জানিয়া এই ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, বাগিন্দ্রিয় তাঁহাকে ত্যাগ করে না; নিখিল প্রাণী তাঁহার দিকে সমাগত হয়; তিনি দেবতা হইয়া দেবগণকে প্রাপ্ত হন।" বৈদেহ জনক বলিলেন, "হস্তিসদৃশ-বৃষভ-সমন্বিত এক সহস্র গাভী আপনাকে দান করিতেছি।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "আমার পিতা মনে করিতেন, 'শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া প্রতিগ্রহ করা অনুচিত'। ২

১। যিনি শৈশবে মাতার দ্বারা, কৈশোরে পিতার দ্বারা, এবং পরে আচার্যের দ্বারা যথাবিধি উপদিষ্ট হইয়াছেন, তিনি যেমন প্রমাণবিরুদ্ধ কথা বলেন না, সেইরূপ।

যদেব তে কশ্চিদব্রবীত্তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্ম উদঙ্কঃ শৌল্বায়নঃ প্রাণো বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্যবান্ ব্রূয়াত্তথা তচ্ছৌল্বায়নোঽব্রবীৎ প্রাণো বৈ ব্রহ্মেত্যপ্রাণতো হি কিং স্যাদিত্যব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ সম্রাড়িতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য প্রাণ এবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা প্রিয়মিত্যেনদুপাসীত কা প্রিয়তা যাজ্ঞবল্ক্য প্রাণ এব সম্রাড়িতি হোবাচ প্রাণস্য বৈ

সম্রাট্ কামায়াযাজ্যং যাজয়ত্যপ্রতিগৃহ্যস্য প্রতিগৃহ্ণাত্যপি তত্র বধাশঙ্কং ভবতি যাং দিশমেতি।প্রাণস্যৈব সম্রাট্ কামায় প্রাণো বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং প্রাণো জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নানমুশিষ্য হরেতেতি ॥ ৩

শৌল্বায়নঃ (শুল্বপুত্র)। অপ্রাণতঃ (যিনি প্রাণধারণ করেন না)। প্রাণঃ (বায়ুদেবতা)। প্রাণস্য বৈ (প্রাণবায়ুরই) কামায় ([রক্ষার] জন্য) অযাজ্যম্ যাজয়তি (অনধিকারীকেও যাগ করায়), অপ্রতিগৃহ্যস্য অপি প্রতিগৃহ্ণাতি (যাহার দান অগ্রহণীয় তাহারও দান গ্রহণ করে); সম্রাট্, [তস্করাদিসমাকুল] যাম্ দিশম্ এতি (যে দিকে যায়) তত্র (সেখানে) প্রাণস্য এব কামায় বধাশঙ্কম্ (বধের আশঙ্কা) ভবতি। এবম্ (বায়ুদেবতারূপ ব্রহ্মের আয়তন প্রাণ, প্রতিষ্ঠা আকাশ, উপনিষৎ প্রিয়তা—এইরূপ)। [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ]। ৩

"আপনাকে কোনও আচার্য যাহা বলিয়াছেন, তাহাই শুনিতে চাই।" "উদঙ্ক শৌল্বায়ন আমায় বলিয়াছেন, 'প্রাণই ব্রহ্ম'।" "মাতৃমান্, পিতৃমান্ আচার্যবান্ ব্যক্তির যেরূপ বলা উচিত, শৌল্বায়ন ঠিক সেইরূপই বলিয়াছেন, 'প্রাণ ব্রহ্ম' কারণ যিনি জীবিত নহেন, তাঁহার কোন্ বস্তু লাভ হইবে? পরন্তু সেই ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় আপনাকে বলিয়াছেন কি?" "আমায় বলেন নাই।" "সম্রাট্, এই ব্রহ্ম একপাদ মাত্র।" "যাজ্ঞবল্ক্য, আপনিই আমায় বলুন।" "প্রাণই শরীর, অব্যাকৃতই আশ্রয়। ইঁহাকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা করা উচিত।" "যাজ্ঞবল্ক্য, প্রিয়তা কাহাকে বলে?" "সম্রাট্, প্রাণই প্রিয়। সম্রাট্, প্রাণেরই রক্ষার জন্য লোকে এইরূপ ব্যক্তিকেও যাগ করায় যাহার যাগে অধিকার নাই, এবং এইরূপ ব্যক্তিরও দান

গ্রহণ করে যাহার দান অগ্রহণীয়। সম্রাট্‌, প্রাণের জন্যই লোকে এইরূপ দিকেও যায় যেখানে বধাশঙ্কা আছে। সম্রাট্‌, প্রাণই পরম ব্রহ্ম। যিনি এইরূপ জানিয়া এই ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, প্রাণ তাঁহাকে ত্যাগ করে না, নিখিল প্রাণী তাঁহার অভিমুখে সমাগত হয়, তিনি দেবতা হইয়া দেবগণকে প্রাপ্ত হন।" বৈদেহ জনক বলিলেন, "হস্তিসদৃশ-বৃষভ-সমন্বিত এক সহস্র গাভী আপনাকে দান করিতেছি।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "আমার পিতা মনে করিতেন, 'শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া প্রতিগ্রহ করা অনুচিত'। ৩

যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে বর্কুর্বার্ষ্ণ-শ্চক্ষুর্বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্যবান্ ব্রূয়াৎ তথা তদ্ বার্ষ্ণোঽব্রবীচ্চক্ষুর্বৈ ব্রহ্মেত্যপশ্যতো হি কিং স্যাদিত্য-ব্রবীৎ তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবীদিত্যেকপাদ্ বা এতৎ সম্রাড়িতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য চক্ষুরেবায়তন-মাকাশঃ প্রতিষ্ঠা সত্যমিত্যেনদুপাসীত কা সত্যতা যাজ্ঞবল্ক্য চক্ষুরেব সম্রাড়িতি হোবাচ চক্ষুষা বৈ সম্রাট্ পশ্যন্তমাহু-রদ্রাক্ষীরিতি স আহাদ্রাক্ষমিতি তৎ সত্যং ভবতি চক্ষুর্বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং চক্ষুর্জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতান্য-ভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ৪

বার্ষ্ণঃ (বৃষ্ণপুত্র)। চক্ষুঃ (দর্শনেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী আদিত্য)। অপশ্যতঃ [যে দেখে না তাহার)। চক্ষুষা বৈ পশ্যন্তম্ (যে ব্যক্তি চক্ষে দেখিয়াছে তাহাকে).

[লোকে যখন] আহুঃ (বলে)—অদ্রাক্ষীঃ (তুমি দেখিয়াছ কি) ইতি, [তখন যদি] সঃ আহ (সে বলে)—অদ্রাক্ষম্ (দেখিয়াছি) ইতি, [তবে] তৎ (তাহা) সত্যম্ ভবতি। এবম্ (আদিত্যদেবতারূপ ব্রহ্মের আয়তন চক্ষু, প্রতিষ্ঠা আকাশ, ও উপনিষৎ সত্য—এইরূপ) [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ]। ৪

"আপনাকে কোনও আচার্য যাহা বলিয়াছেন, তাহাই শুনিতে চাই।" "বর্কু বার্ষ্ণ আমায় বলিয়াছেন, 'চক্ষুই ব্রহ্ম'।" "মাতৃমান্, পিতৃমান্, আচার্যবান্ ব্যক্তির যেরূপ বলা উচিত, ঠিক সেইরূপই বার্ষ্ণ আপনাকে বলিয়াছেন, 'চক্ষুই ব্রহ্ম'; কারণ যে দেখে না, তাহার কোন্ বস্তু লাভ হইবে? পরন্তু সেই ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় আপনাকে বলিয়াছেন কি?" "আমায় বলেন নাই।" "হে সম্রাট্, এই ব্রহ্ম একপাদ মাত্র।" "যাজ্ঞবল্ক্য, আপনিই আমায় বলুন।" "চক্ষুরিন্দ্রিয়ই শরীর, আকাশ প্রতিষ্ঠা। ইঁহাকে সত্য বলিয়া উপাসনা করা উচিত।" "যাজ্ঞবল্ক্য, সত্যতা কাহাকে বলে?" "হে সম্রাট্, চক্ষুরিন্দ্রিয়ই সত্য; কারণ যে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, তাহাকে লোকে যখন জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি দেখিয়াছ কি?' তখন সে যদি বলে, 'আমি দেখিয়াছি,' তবে তাহা সত্য হইয়া থাকে।[1] হে সম্রাট্, চক্ষুই পরম ব্রহ্ম। যিনি এইরূপ জানিয়া এই ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, চক্ষু তাঁহাকে ত্যাগ করে না; নিখিল প্রাণী তাঁহার অভিমুখে সমাগত হয়, তিনি দেবতা হইয়া দেবতাদিগকে প্রাপ্ত হন।" বৈদেহ জনক বলিলেন, "আমি আপনাকে হস্তি-সদৃশ-বৃষভ-সমন্বিত এক সহস্র গাভী দান করিতেছি।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "আমার পিতা মনে করিতেন, 'শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া প্রতিগ্রহ করিবে না'।" ৪

১। কাণে শোনা জিনিস মিথ্যাও হইতে পারে; কিন্তু চোখে দেখা জিনিস সত্যই হয়।

যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে গর্দভী-বিপীতো ভারদ্বাজঃ শ্রোত্রং বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্যবান্ ব্রূয়াৎ তথা তদ্ভারদ্বাজোঽব্রবীচ্ছ্রোত্রং বৈ ব্রহ্মেত্যশৃণ্বতো হি কিং স্যাদিত্যব্রবীৎ তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ সম্রাড়িতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য শ্রোত্রমেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠাঽনন্ত ইত্যেনদুপাসীত কাঽনন্ততা যাজ্ঞবল্ক্য দিশ এব সম্রাড়িতি হোবাচ তস্মাদ্ বৈ সম্রাড়পি যাং কাং চ দিশং গচ্ছতি নৈবাস্যা অন্তং গচ্ছত্যনন্তা হি দিশো দিশো বৈ সম্রাট্ শ্রোত্রং শ্রোত্রং বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং শ্রোত্রং জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ৫

ভারদ্বাজঃ (ভরদ্বাজ গোত্রীয়)। শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দিগ্‌দেবতা)। অশৃণ্বতঃ (যে শোনে না)। তস্মাৎ (সেই জন্য) যাম্ কাম্ অপি চ দিশম্ গচ্ছতি (যে কোনও দিকেই [কেহ] যাউক না কেন) অস্যাঃ (ঐ দিকের) অন্তম্ ন গচ্ছতি (সীমা পায় না), [অতএব] দিশঃ (দিক্ সকল) হি (অবশ্যই) অনন্তাঃ, [এইরূপে দিকের আনন্ত্যের দ্বারা শ্রোত্রের আনন্ত্যও সাধিত হয়]। এবম্ (দিগ্‌দেবতারূপ ব্রহ্মের আয়তন শ্রোত্র, প্রতিষ্ঠা আকাশ, ও উপনিষৎ অনন্ত—এইরূপ)। [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ]। ৫

"আপনাকে কোনও আচার্য যাহা বলিয়াছেন, তাহাই শুনিতে চাই।" "গর্দভীবিপীত ভারদ্বাজ আমায় বলিয়াছেন, 'শ্রোত্রই ব্রহ্ম।'"

"মাতৃমান্, পিতৃমান্, আচার্যবান্ ব্যক্তির যেরূপ বলা উচিত, ঠিক সেইরূপই তাঁহারা আপনাকে বলিয়াছেন, 'শ্রোত্রই ব্রহ্ম'; কারণ যে শোনে না, তাহার কোন্ বস্তু লাভ হইবে? পরন্তু সেই ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় আপনাকে বলিয়াছেন কি?" "আমায় বলেন নাই।" "সম্রাট্, এই ব্রহ্ম একপাদ মাত্র।" "যাজ্ঞবল্ক্য, আপনিই আমায় বলুন।" "শ্রবণেন্দ্রিয়ই শরীর, আকাশ প্রতিষ্ঠা। ইঁহাকে অনন্ত বলিয়া উপাসনা করা উচিত।" "যাজ্ঞবল্ক্য, অনন্ততা কাহাকে বলে?" "সম্রাট্, দিক্ সকলই অনন্ত; এই জন্যই যে কোনও দিকেই কেহ যাউক না কেন, সে উহার সীমা পায় না। সুতরাং দিক্ সকল অনন্ত। সম্রাট্, দিক্ সকলই শ্রোত্র। সম্রাট্, শ্রোত্রই পরম ব্রহ্ম। যিনি এইরূপ জানিয়া এই ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, শ্রবণেন্দ্রিয় তাঁহাকে ত্যাগ করে না, নিখিল প্রাণী তাঁহার অভিমুখে সমাগত হয়; তিনি দেবতা হইয়া দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন।" বৈদেহ জনক বলিলেন, "আমি আপনাকে হস্তিসদৃশ-বৃষভ-সমন্বিত এক সহস্র গাভী দান করিতেছি।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "আমার পিতা মনে করিতেন, 'শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া প্রতিগ্রহ করিবে না'। ৫

যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে সত্যকামো জাবালো মনো বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্যবান্ ব্রূয়াৎ তথা তজ্জাবালোঽব্রবীন্মনো বৈ ব্রহ্মেত্যমনসো হি কিং স্যাদিত্যব্রবীত্তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবী-দিত্যেকপাদ্বা এতৎ সম্রাড়িতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য মন এবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠানন্দ ইত্যেনদুপাসীত কানন্দতা যাজ্ঞবল্ক্য মন এব সম্রাড়িতি হোবাচ মনসা বৈ সম্রাট্

স্ত্রিয়মভিহার্যতে তস্যাং প্রতিরূপঃ পুত্রো জায়তে স আনন্দো মনো বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং মনো জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ৬

জাবালঃ (জবালার পুত্র)। মনঃ (মনের অধিষ্ঠাতা দেবতা চন্দ্র)। মনসা (মনের দ্বারা) [কামনা করিয়া] স্ত্রিয়ম্ অভিহার্যতে (নারীকে প্রার্থনা করে)। তস্যাম্ (উক্ত নারীতে) প্রতিরূপঃ ([পিতার] অনুরূপ) পুত্রঃ জায়তে (পুত্র জাত হয়), সঃ (সেই পুত্র) আনন্দঃ (আনন্দের কারণ), [অতএব যে মন এই আনন্দবর্ধন পুত্রের জন্মের কারণ, সেই মনই আনন্দ]। এবম্ (চন্দ্রদেবতারূপ ব্রহ্মের আয়তনু মন, প্রতিষ্ঠা আকাশ, ও উপনিষৎ আনন্দ—এইরূপ)। [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ]। ৬

"আপনাকে কোন আচার্য যাহা বলিয়াছেন, তাহাই শুনিতে চাই।" "সত্যকাম জাবাল আমায় বলিয়াছেন, 'মনই ব্রহ্ম'।" "মাতৃমান্, পিতৃমান্, আচার্যবান্ ব্যক্তির যেরূপ বলা উচিত, ঠিক সেই রূপই জাবাল আপনাকে বলিয়াছেন, 'মনই ব্রহ্ম'; কারণ যাহার মন নাই, সে কোন্ বস্তু লাভ করিবে? পরন্তু তিনি আপনাকে সেই ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় বলিয়াছেন কি?" "আমায় বলেন নাই।" "সম্রাট্, এই ব্রহ্ম একপাদ মাত্র।" "যাজ্ঞবল্ক্য, আপনিই আমায় বলুন।" "মনই শরীর, আকাশ প্রতিষ্ঠা। ইঁহাকে আনন্দ বলিয়া উপাসনা করা উচিত।" "যাজ্ঞবল্ক্য, আনন্দতা কাহাকে বলে?" "সম্রাট্, মনই আনন্দ। মনেরই দ্বারা লোকে স্ত্রীকে প্রার্থনা করে। সেই স্ত্রীতে অনুরূপ পুত্র জাত হয়। সেই পুত্রই আনন্দবর্ধন।

সম্রাট্, মনই পরম ব্রহ্ম। যিনি এইরূপ জানিয়া এই ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, মন তাঁহাকে ত্যাগ করে না, নিখিল প্রাণী তাঁহার অভিমুখে সমাগত হয়; তিনি দেবতা হইয়া দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন।" বৈদেহ জনক বলিলেন, "আমি আপনাকে হস্তিসদৃশ-বৃষভ-সমন্বিত এক সহস্র গাভী দান করিতেছি।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "আমার পিতা মনে করিতেন, 'শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া প্রতিগ্রহ করিবে না'। ৬

যদেব তে কশ্চিদব্রবীৎ তচ্ছৃণবামেত্যব্রবীন্মে বিদগ্ধঃ শাকল্যো হৃদয়ং বৈ ব্রহ্মেতি যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্যবান্ ব্রূয়াৎ তথা তচ্ছাকল্যোঽব্রবীদ্ধৃদয়ং বৈ ব্রহ্মেত্যহৃদয়স্য হি কিং স্যাদিত্যব্রবীৎ তু তে তস্যায়তনং প্রতিষ্ঠাং ন মেঽব্রবীদিত্যেকপাদ্বা এতৎ সম্রাড়িতি স বৈ নো ব্রূহি যাজ্ঞবল্ক্য হৃদয়মেবায়তনমাকাশঃ প্রতিষ্ঠা স্থিতিরিত্যেন-দুপাসীত কা স্থিততা যাজ্ঞবল্ক্য হৃদয়মেব সম্রাড়িতি হোবাচ হৃদয়ং বৈ সম্রাট্ সর্বেষাং ভূতানামায়তনং হৃদয়ং বৈ সম্রাট্ সর্বেষাং ভূতানাং প্রতিষ্ঠা হৃদয়ে হ্যেব সম্রাট্ সর্বাণি ভূতানি প্রতিষ্ঠিতানি ভবন্তি হৃদয়ং বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম নৈনং হৃদয়ং জহাতি সর্বাণ্যেনং ভূতান্যভিক্ষরন্তি দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি য এবং বিদ্বানেতদুপাস্তে হস্ত্যৃষভং সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ পিতা মেঽমন্যত নাননুশিষ্য হরেতেতি ॥ ৭ ॥ ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥

"আপনাকে কোনও আচার্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিতে

চাই।" "বিদগ্ধ শাকল্য আমায় বলিয়াছেন, 'হৃদয়ই (অর্থাৎ হৃদয়দেবতা প্রজাপতিই) ব্রহ্ম'।" "মাতৃমান্, পিতৃমান্, আচার্যবান্ ব্যক্তির যেরূপ বলা উচিত, ঠিক সেই রূপই শাকল্য আপনাকে বলিয়াছেন, 'হৃদয়ই ব্রহ্ম'; কারণ যাহার হৃদয় নাই, সে কোন্ বস্তু লাভ করিবে? পরন্তু তিনি আপনাকে সেই ব্রহ্মের শরীর ও আশ্রয় বলিয়াছেন কি?" "আমায় বলেন নাই।" "সম্রাট্, এই ব্রহ্ম একপাদ মাত্র।" "যাজ্ঞবল্ক্য, আপনিই আমায় বলুন।" "হৃদয়ই বাসস্থান, আকাশ আশ্রয়। ইঁহাকে স্থিতি বলিয়া উপাসনা করা উচিত।" "যাজ্ঞবল্ক্য, স্থিতিত্ব কাহাকে বলে?" "সম্রাট্, হৃদয়ই স্থিতি। সম্রাট্, হৃদয়ই সর্বভূতের বাসস্থান; সম্রাট্, হৃদয়ই সর্বভূতের আশ্রয়; কারণ, হে সম্রাট্, হৃদয়েই নিখিল ভূত আশ্রিত থাকে।[১] সম্রাট্, হৃদয়ই পরম ব্রহ্ম। যিনি এইরূপ[২] জানিয়া এই ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, হৃদয় তাঁহাকে ত্যাগ করে না; নিখিল প্রাণী তাঁহার অভিমুখে সমাগত হয়; তিনি দেবতা হইয়া দেবগণকে প্রাপ্ত হন।" বৈদেহ জনক বলিলেন, "আমি আপনাকে হস্তিসদৃশ-বৃষভ-সমন্বিত এক সহস্র গাভী দান করিতেছি।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "আমার পিতা মনে করিতেন, 'শিষ্যকে কৃতার্থ না করিয়া প্রতিগ্রহ করিবে না'।" ৭

১। সমস্ত জগৎই নাম, রূপ, ও কর্মের অতিরিক্ত নহে। এই নাম, রূপ, ও কর্ম হৃদয়ে আশ্রিত (৩।৯।২৪)।

২। প্রজাপতির আয়তন হৃদয়, প্রতিষ্ঠা আকাশ, উপনিষৎ স্থিতি—এইরূপে।

চতুর্থাধ্যায়—দ্বিতীয় (কূর্চ) ব্রাহ্মণ

জনকো হ বৈদেহঃ কূর্চাদুপাবসর্পন্নুবাচ নমস্তেঽস্তু যাজ্ঞবল্ক্যানু মা শাধীতি স হোবাচ যথা বৈ সম্রাণ্মহান্ত-মধ্বানমেষ্যন্ রথং বা নাবং বা সমাদদীতৈবমেবৈতাভিরুপ-নিষদ্ভিঃ সমাহিতাত্মাঽস্যেবং বৃন্দারক আঢ্যঃ সন্নধীতবেদ উক্তোপনিষৎক ইতো বিমুচ্যমানঃ ক্ব গমিষ্যসীতি নাহং তদ্ভগবন্ বেদ যত্র গমিষ্যামীত্যথ বৈ তেঽহং তদ্ বক্ষ্যামি যত্র গমিষ্যসীতি ব্রবীতু ভগবানিতি ॥ ১

[পূর্বব্রাহ্মণে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনস্বরূপ কয়েকটি উপাসনা বলিয়া এই ব্রাহ্মণে জাগরণাদি অবস্থাত্রয় অবলম্বনে জ্ঞেয়ব্রহ্মের কথা বলা হইতেছে]—বৈদেহঃ জনকঃ হ [স্বীয় আচার্যত্বের অভিমান ত্যাগ করিয়া] কূর্চাৎ (আসনবিশেষ হইতে) [উঠিয়া এবং যাজ্ঞবল্ক্যের] উপ-অবসর্পন্ (সমীপে গমন করিয়া) [অর্থাৎ তাঁহার পদতলে পড়িয়া] উবাচ—যাজ্ঞবল্ক্য, তে নমঃ অস্তু (আপনাকে নমস্কার); মা অনুশাধি (আমায় উপদেশ দিন) ইতি। সঃ উবাচ হ—সম্রাট্, মহান্তম্ অধ্বানম্ এষ্যন্ (সুদীর্ঘ পথ গমনেচ্ছু) [ব্যক্তির পক্ষে] যথা বৈ (যেমন) রথম্ বা নাবম্ বা (রথ অথবা নৌকা) সমাদদীত (গ্রহণ করা উচিত) এবম্ এব (ঠিক তেমনি) এতাভিঃ উপনিষদ্ভিঃ ([ব্রহ্মের] এই সকল রহস্য নাম অবলম্বনে, এই সকল উপাসনাসহায়ে) [আপনি] সমাহিতাত্মা (একাগ্রচিত্ত) অসি (হইয়াছেন)। এবম্ (এইরূপে) বৃন্দারকঃ (পূজ্য), আঢ্যঃ (ধনী) সন্ (হইয়া) [এবং] অধীত-বেদঃ (বেদপারগ) উক্ত-উপনিষৎকঃ ([আচার্যগণকর্তৃক] উপনিষৎসমূহ উপদিষ্ট হইয়া) ইতঃ বিমুচ্যমানঃ (এই দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া) ক্ব (কোথায়) গমিষ্যসি (যাইবেন) [কোন্ বস্তু প্রাপ্ত হইবেন] ইতি। ভগবন্, যত্র (যেখানে) গমিষ্যামি (যাইব)

তৎ (তাহা) অহম্ ন বেদ (জানি না) ইতি। অথ বৈ (তাহা হইলে) যত্র গমিষ্যসি, তৎ অহম্ তে (আপনাকে) বক্ষ্যামি (বলিব) ইতি। ভগবান্ ব্রবীতু (বলুন) ইতি। ১

বৈদেহ জনক কূর্চ হইতে যাজ্ঞবল্ক্যসমীপে গমন করিয়া বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, আপনাকে নমস্কার। আমায় উপদেশ দিন।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "সম্রাট্, সুদীর্ঘ পথ গমন করিতে হইলে যেমন রথ বা নৌকা গ্রহণ করা উচিত, আপনিও ঠিক তেমনি এই সকল রহস্য-নাম অবলম্বনে একাগ্রচিত্ত হইয়াছেন; তেমনি আবার পূজ্য ও ধনী হইয়াছেন এবং বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন ও উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছেন। পরন্তু এই দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া কোথায় যাইবেন (তাহা জানেন কি)?[১]" "হে ভগবন্, আমি তাহা জানি না।" "তাহা হইলে যেখানে যাইবেন, আমি তাহা আপনাকে বলিব।" "মহাশয় বলুন।" ১

১। আপনি উপাসনা ও বিভূতি-সম্পন্ন হইলেও অকৃতার্থ; কারণ জ্ঞেয় ব্রহ্মাত্মাকে জানেন না।

ইন্ধো হ বৈ নামৈষ যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তং বা এতমিন্ধং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণৈব পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ ॥ ২

[প্রথমে বিশ্বের কথা বলা হইতেছে]—অয়ম্ (এই) যঃ (যিনি) দক্ষিণে (ডান) অক্ষন্ (= অক্ষণি, চক্ষে) [বিশেষ ভাবে অধিষ্ঠিত] পুরুষঃ [এবং যাঁহার কথা পূর্বে ৪।১।৪ কণ্ডিকায় বলা হইয়াছে], এষঃ হ বৈ ইন্ধঃ নামা (ইঁহার নাম ইন্ধ, দীপ্তিময়)। ইন্ধম্ সন্তম্ তম্ এতম্ বৈ (ইন্ধ-নামধারী সেই এই পুরুষকেই) পরোক্ষেণ এব (পরোক্ষভাবে) [জ্ঞানীরা] ইন্দ্রঃ ইতি আচক্ষতে (ইন্দ্র বলেন), হি দেবাঃ (দেবগণ) পরোক্ষপ্রিয়াঃ ইব (পরোক্ষ নাম ভালবাসেন) [ও] প্রত্যক্ষদ্বিষঃ (প্রত্যক্ষ নাম ভালবাসেন না)। ২

"এই যিনি দক্ষিণ চক্ষে অবস্থিত পুরুষ, ইঁহার নাম ইন্ধ।[১] যদিও ইনি ইন্ধ তথাপি পরোক্ষভাবে ইঁহাকে ইন্দ্র বলা হয়, কারণ দেবগণ পরোক্ষপ্রিয় ও প্রত্যক্ষদ্বেষী। ২

১। "অধিদৈবত আদিত্যপুরুষ ও অধ্যাত্ম অক্ষিপুরুষ অভিন্ন। ইনিই বৈশ্বানর আত্মা (মাঃ ৯)। সম্রাট্, আপনি উপাসনার দ্বারা ইঁহারই সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়াছেন।"

অথৈতদ্ বামেঽক্ষণি পুরুষরূপমেষাঽস্য পত্নী বিরাট্ তয়োরেষ সংস্তাবো য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশোঽথৈনয়োরেতদন্নং য এষোঽন্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডোঽথৈনয়োরেতৎ প্রাবরণং যদেতদন্তর্হৃদয়ে জালকমিবাথৈনয়োরেষা সৃতিঃ সঞ্চরণী যৈষা হৃদয়াদূর্ধ্বা নাড্যুচ্চরতি যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্ন এবমস্যৈতা হিতা নাম নাড্যোঽন্তর্হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতা ভবন্ত্যেতাভির্বা এতদাস্রবদাস্রবতি তস্মাদেষ প্রবিবিক্তাহারতর ইবৈব ভবত্যস্মাচ্ছরীরাদাত্মনঃ ॥ ৩

অথ (আর) বামে অক্ষণি এতৎ (এই যে) পুরুষরূপম্ (পুরুষাকার), এষা (ইনি) অস্য (ইন্দ্রের) পত্নী বিরাট্। অন্তর্হৃদয়ে (হৃদয়পদ্মের মধ্যে) এষঃ যঃ আকাশঃ (এই যে অবকাশ), এষঃ (ইহা) তয়োঃ (ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর) [স্বপ্নকালে] সংস্তাবঃ (মিলনস্থল)। অথ যঃ এষঃ অন্তর্হৃদয়ে লোহিতপিণ্ডঃ (রক্তপিণ্ডাকারে পরিণত সূক্ষ্ম অন্নরস), এতৎ এনয়োঃ (ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর) অন্নম্ (দেহে অবস্থিতির কারণ)। অথ যৎ এতৎ অন্তর্হৃদয়ে জালকম্ ইব (জালসদৃশ বস্তু) এতৎ এনয়োঃ প্রাবরণম্ (আচ্ছাদন)। অথ যথা (যেমন) সহস্রধা ভিন্নঃ (বিভক্ত) কেশঃ [অতি সূক্ষ্ম] এবম্ (এইরূপ) [সূক্ষ্ম] যা এষা নাড়ী হৃদয়াৎ ঊর্ধ্বা (হৃদয় হইতে ঊর্ধ্ব দিকে) উচ্চরতি (উত্থিত হয়), এষা এনয়োঃ সঞ্চরণী সৃতিঃ ([স্বপ্ন হইতে জাগরণে আগমনের] পথস্বরূপ)। অস্য (এই [illegible]) এতাঃ

হিতাঃ নাম নাড্যঃ (হিতানামক এই নাড়ী সকল) অন্তর্হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতাঃ ভবন্তি (হৃদয়পিণ্ডে অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকে) [অর্থাৎ হৃদয় হইতে এই নাড়ী সকল দেহের সর্বত্র প্রসারিত আছে]। এতাভিঃ বৈ (এই সকল নাড়ী অবলম্বনেই) এতৎ (এই সূক্ষ্ম অন্নরস) আস্রবৎ আস্রবতি (সঞ্চারিত হইয়া গমন করে [ও লিঙ্গদেহের স্থিতির কারণ হয়]। [স্থূলদেহ মধ্যম অন্নরসে পালিত হয় (ছাঃ ৬।৫।১); কিন্তু লিঙ্গদেহ তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর অন্নরসে পালিত হয়], তস্মাৎ (এই জন্য) এষঃ (এই লিঙ্গাত্মা বা তৈজস ইন্দ্র) অস্মাৎ (এই) শারীরাৎ [= শরীরাৎ] আত্মনঃ (স্থূল শরীর হইতে) ইব (যেন) প্রবিবিক্ত-আহার-তরঃ এব (সূক্ষ্মতর অন্নভোজী) ভবতি। ৩

"আর বামচক্ষে এই যে পুরুষাকার (দৃষ্ট হন), ইনি ইঁহার পত্নী বিরাট্। হৃদয়পিণ্ডের মধ্যে এই যে আকাশ, ইহা তাঁহাদের মিলন-ভূমি।[১] হৃদয়ের মধ্যে এই যে রক্তপিণ্ড, ইহা তাঁহাদের অন্ন। হৃৎপিণ্ডের এই যে জালাকার অংশ, ইহা তাঁহাদের আবরণ। সহস্রধা বিভক্ত কেশের ন্যায় (অতি সূক্ষ্ম) এই যে নাড়ী হৃদয় হইতে ঊর্ধ্বদিকে উত্থিত হইয়াছে, উহা ইঁহাদের সঞ্চরণমার্গ। এই দেহস্থ হিতানামক নাড়ী সকল হৃৎপিণ্ডে আরোপিত রহিয়াছে। অন্নরস যখন সঞ্চারিত হয়, তখন এই সকল অবলম্বনেই গমন করে। এই জন্যই ইনি যেন এই স্থূলদেহের (স্থূল অন্ন) অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর অন্নভোজী হন। ৩

১। উপাসনার জন্য প্রসঙ্গক্রমে একই বৈশ্বানরকে ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। একই বৈশ্বানর ভোক্তা ও ভোগ্য অন্নরূপে জগৎ ব্যাপিয়া বিদ্যমান। তাঁহার এই উভয় আকার প্রদর্শনের জন্য ভোক্তা ইন্দ্র ও অন্নভূতা বা ভোগ্যা ইন্দ্রাণী —এই বিভাগ দেখান হইল। জাগরণকালে জীবদেহে এই বৈশ্বানরই "বিশ্ব" নামধেয়; স্বপ্নকালে তিনিই আবার "তৈজস" নামধেয়। স্বপ্নকালেও ভোক্তা ও ভোগ্য আছে; কিন্তু সেখানে জাগ্রদবস্থার ন্যায় বিভেদ নাই—ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী সেখানে যেন যুগলরূপে অবস্থিত।

তস্য প্রাচী দিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাণা দক্ষিণা দিগ্ দক্ষিণে প্রাণাঃ প্রতীচী দিক্ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণা উদীচী দিগুদঞ্চঃ প্রাণা ঊর্ধ্বা দিগূর্ধ্বাঃ প্রাণা অবাচী দিগবাঞ্চঃ প্রাণাঃ সর্বা দিশঃ সর্বে প্রাণাঃ স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্যো ন হি শীর্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যত্যভয়ং বৈ জনকো প্রাপ্তোঽসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। স হোবাচ জনকো বৈদেহোঽভয়ং ত্বা গচ্ছতাদ্ যাজ্ঞবল্ক্য যো নো ভগবন্নভয়ং বেদয়সে নমস্তেঽস্ত্বিমে বিদেহা অয়মহমস্মি ॥ ৪ ॥ ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

[হৃদয়াত্মা তৈজস সূক্ষ্ম প্রাণের দ্বারা বিধৃত হইয়া সুষুপ্তিকালে প্রাণরূপে অর্থাৎ প্রাজ্ঞরূপে বা অজ্ঞাত প্রত্যগাত্মা স্বরূপে অবস্থিত হন। এইরূপে যে বিদ্বান্ ক্রমে বৈশ্বানর হইতে তৈজস, ও তৈজস হইতে প্রাজ্ঞের সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়াছেন] তস্য (সেই বিদ্বানের) প্রাচী দিক্ (পূর্ব দিক্) প্রাঞ্চঃ প্রাণাঃ (পূর্বদিকে ব্যাপ্ত প্রাণ) [ইত্যাদি একরূপ]। [উক্ত বিদ্বান্ এইরূপে ক্রমে সর্বাত্মক প্রাণের সহিত একীভূত হন ; অতঃপর এই সর্বাত্মাকে বিদ্যাদ্বারা প্রত্যগাত্মাতে উপসংহৃত করিয়া তিনি দ্রষ্টৃস্বরূপ তুরীয়রূপে অবস্থান করেন। বিদ্বান্ এই যাঁহাকে প্রাপ্ত হন] সঃ এষঃ আত্মা (উক্ত এই আত্মা) নেতি নেতি [ইত্যাদি ৩।৯।২৬ দ্রঃ]। জনক, অভয়ম্ বৈ ([জন্মমরণাদি ভয়] ভয়শূন্যকে, ব্রহ্মাত্মাকে) প্রাপ্তঃ অসি (পাইয়াছেন)— ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ। সঃ জনকঃ বৈদেহঃ উবাচ হ—ভগবন্ যাজ্ঞবল্ক্য, যঃ (যে আপনি) নঃ (আমাদিগকে) অভয়ম্ বেদয়সে (অভয় ব্রহ্ম জ্ঞাপন করিলেন) [অজ্ঞান দূর করিয়া নিরুপাধিক-ব্রহ্ম-জ্ঞান দান করিলেন], [তাদৃশ] ত্বা অভয়ম্ গচ্ছতাৎ (আপনার নিকটও অভয় উপস্থিত হউক, আপনিও অভয়যুক্ত হউন)। তে নমঃ অস্তু (আপনাকে নমস্কার) ; ইমে বিদেহাঃ [এই বিদেহসাম্রাজ্য) [আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত রহিল], অয়ম্ অহম্ অস্মি (এই আমিও [সেবক] হইলাম)। ৪

২০

"পূর্ব দিক্ উক্ত বিদ্বানের পূর্ববর্তী প্রাণ, দক্ষিণ দিক্ দক্ষিণ প্রাণ, পশ্চিম দিক্ পশ্চিম প্রাণ, উত্তর দিক্ উত্তর প্রাণ, ঊর্ধ্ব দিক্ ঊর্ধ্ব প্রাণ, নিম্ন দিক্ নিম্ন প্রাণ, সকল দিক্ সকল প্রাণ। যাঁহাকে 'নেতি নেতি' বলা হইয়াছে, তিনিই এই আত্মা।[১] ইনি অগ্রহণীয়, কারণ ইনি গৃহীত হন না; ইনি অক্ষয়, কারণ ইঁহার ক্ষয় হয় না; ইনি অসঙ্গ, কারণ ইনি আসক্ত হন না; ইনি অবদ্ধ, অতএব ব্যথিত ও বিনষ্ট হন না। "হে জনক, আপনি অভয়প্রাপ্ত হইলেন"—যাজ্ঞবল্ক্য ইহা বলিলেন। বৈদেহ জনক বলিলেন, "ভগবন্ যাজ্ঞবল্ক্য, আপনারও অভয়লাভ হউক, কারণ আপনি আমার অভয় জ্ঞাপন করিলেন। এই বিদেহসাম্রাজ্য আপনারই হইল এবং আমিও আপনারই হইলাম।" ৪

১। তুরীয়ের অতীত আর কিছু নাই। মাঃ ৯-১২

চতুর্থাধ্যায়—তৃতীয় (জ্যোতি) ব্রাহ্মণ

জনকং হ বৈদেহং যাজ্ঞবল্ক্যো জগাম স মেনে ন বদিষ্য ইত্যথ হ যজ্জনকশ্চ বৈদেহো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চাগ্নিহোত্রে সমূদাতে তস্মৈ হ যাজ্ঞবল্ক্যো বরং দদৌ স হ কামপ্রশ্নমেব বব্রে তং হাস্মৈ দদৌ তং হ সম্রাড়েব পূর্বং পপ্রচ্ছ ॥ ১

[পূর্ব ব্রাহ্মণে অবস্থাত্রয় অবলম্বনে সংক্ষেপে আগমমুখে অদ্বৈত তুরীয় আত্মা প্রদর্শিত হইয়াছেন এবং জনক অভয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। আবার ঐ অবস্থাত্রয় অবলম্বনে যুক্তিপূর্ণ বিচারের দ্বারা বংশাবলি বিন্যাসপূর্বক ঐ বিষয় সমর্থিত হইতেছে]—যাজ্ঞবল্ক্যঃ হ (একদা) জনকম্ বৈদেহম্ জগাম (বৈদেহ জনকের নিকট গেলেন)। [মনে-

জগাম] সঃ মেনে (চিন্তা করিলেন)—ন বদিষ্যে (কিছুই বলিব না) ইতি। অথ হ (পূর্বে এক সময়ে) যৎ (যখন) জনকঃ বৈদেহঃ চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ চ অগ্নিহোত্রে (অগ্নিহোত্র বিষয়ে) সমূদাতে (আলোচনা করিয়াছিলেন) [তখন জনকের বুদ্ধিমত্তায় তুষ্ট হইয়া] যাজ্ঞবল্ক্যঃ তস্মৈ হ (তাঁহাকে) বরম্ দদৌ (বর দিয়াছিলেন)। সঃ হ (জনক) কামপ্রশ্নম্ এব (যথেচ্ছ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার বরই) বব্রে (প্রার্থনা করিয়াছিলেন)। তম্ (সেই বর) অস্মৈ হ (ইঁহাকে) দদৌ। [সুতরাং] সম্রাট্ এব তম্ হ (যাজ্ঞবল্ক্যকে) পূর্বম্ (অগ্রে) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন)। ১

একদা যাজ্ঞবল্ক্য জনকসমীপে গমন করিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন, "আমি কিছুই বলিব না।" এখন পূর্বে এক সময়ে যখন বৈদেহ জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য অগ্নিহোত্রবিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন, তখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে বর দিতে চাহিয়াছিলেন। জনক যাচ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ইচ্ছানুরূপ প্রশ্ন করিবেন এবং যাজ্ঞবল্ক্য সেই বর দিয়াছিলেন। সুতরাং রাজাই প্রথমে প্রশ্ন করিলেন।[১] ১

১। আখ্যায়িকাচ্ছলে ব্রহ্মবিদ্যার মহিমা কীর্তিত হইতেছে। উহা এতই শ্রেষ্ঠ যে, জনক ইচ্ছাবর পাইয়াও অপর কিছু না চাহিয়া ইহাই চাহিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য কিংজ্যোতিরয়ং পুরুষ ইতি। আদিত্যজ্যোতিঃ সম্রাড়িতি হোবাচাদিত্যেনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২

যাজ্ঞবল্ক্য, অয়ম্ পুরুষঃ কিং-জ্যোতিঃ (এই হস্তপদাদিবিশিষ্ট পুরুষের জ্যোতি কি, অর্থাৎ কোন্ জ্যোতির সহায়ে সে ক্রিয়াদি সম্পাদন করে) ইতি। উবাচ হ— সম্রাট্, আদিত্যজ্যোতিঃ (সূর্যপ্রভাই তাহার জ্যোতি) ইতি। অয়ম্ (এই পুরুষ) আদিত্যেন জ্যোতিষা এব (সূর্যপ্রভার সহায়েই) আস্তে (বসে) পল্যয়তে (বাহিরে যায়), কর্ম কুরুতে (কর্ম করে), বিপল্যেতি (ফিরিয়া আসে) ইতি। [জনক বলিলেন] যাজ্ঞবল্ক্য, এতৎ এবম্ এব (ইহা এইরূপই বটে)। ২

"যাজ্ঞবল্ক্য, কোন্ জ্যোতি পুরুষের (ক্রিয়াদির) সহায়ক হয় ?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "হে সম্রাট্, আদিত্যজ্যোতি। মানুষ সূর্যালোকের সাহায্যেই বসে, বাহিরে যায়, কর্ম করে, এবং ফিরিয়া আসে।" "যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে। ২

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি চন্দ্রমা এবাস্য জ্যোতির্ভবতীতি চন্দ্রমসৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ৩

[জনক বলিতে লাগিলেন]—আদিত্যে অস্তমিতে (সূর্য অস্তগমন করিলে)। চন্দ্রমাঃ এব অস্য (ইহার) জ্যোতিঃ ভবতি। চন্দ্রমসা জ্যোতিষা এব (চন্দ্রজ্যোতির দ্বারাই)। [অপরাংশ পূর্ববৎ] ৩।

"যাজ্ঞবল্ক্য, সূর্য অস্তমিত হইলে কোন্ জ্যোতি এই পুরুষের সহায়ক হয় ?" "চন্দ্রই উহার জ্যোতি হয়। চন্দ্রালোকের সাহায্যেই সে বসে, বাহিরে যায়, কর্ম করে, ফিরিয়া আসে।" "যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে। ৩

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যগ্নিরেবাস্য জ্যোতির্ভবতীত্যগ্নিনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম কুরুতে বিপল্যেতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ৪

"যাজ্ঞবল্ক্য, সূর্য অস্তমিত হইলে, চন্দ্রমা অস্তমিত হইলে কোন্ জ্যোতি এই পুরুষের সহায়ক হয় ?" "অগ্নিই উহার জ্যোতি হয়।

অগ্নিজ্যোতির সাহায্যেই সে বসে, বাহিরে যায়, কর্ম করে, ফিরিয়া আসে।" "যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে। ৪

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইতি বাগেবাস্য জ্যোতির্ভবতি বাচৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি তস্মাদ্বৈ সম্রাড়পি যত্র স্বঃ পাণির্ন বিনির্জ্ঞায়তেঽথ যত্র বাগুচ্চরত্যুপৈব তত্র ন্যেতীত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ৫

শান্তে অগ্নৌ (অগ্নি নির্বাপিত হইলে)। বাক্ (শব্দ)। সম্রাট্, তস্মাৎ বৈ (এই জন্যই) যত্র (যখন) স্বঃ পাণিঃ অপি (নিজের হাত পর্যন্ত) ন বিনির্জ্ঞায়তে (স্পষ্ট দেখা যায় না), অথ যত্র (এমন সময়ে যেখানে) [কেহ] বাক্ উচ্চরতি (ধ্বনি উৎপন্ন হয়) [পুরুষ] তত্র (সেখানে) উপ-ন্যেতি এব (উপনীত হয়)। ৫

"যাজ্ঞবল্ক্য, সূর্য অস্তমিত হইলে, চন্দ্রমা অস্তমিত হইলে, অগ্নি নির্বাপিত হইলে কোন্ জ্যোতি এই পুরুষের সহায়ক হয়?" "শব্দই উহার জ্যোতি হয়।[১] শব্দজ্যোতির সাহায্যেই সে বসে, চলে, কর্ম করে, ফিরিয়া আসে। এই জন্যই যখন নিজের হাত পর্যন্ত ভাল করিয়া দেখা যায় না, তখন যেখানে কোন শব্দ হয়, লোক সেখানেই উপস্থিত হইতে পারে।" "যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে। ৫

১। শব্দ একটি জ্যোতি ; কারণ শব্দের দ্বারা কর্ণ উদ্দীপিত হয় ও কর্ণ উদ্দীপিত হইলে মন শব্দরূপ বিষয়াকার ধারণ করে। তখন পুরুষ সেই মনের দ্বারা বাহিরের চেষ্টা করে (১।৫।৩)। ঘ্রাণের গন্ধ প্রভৃতির উল্লেখ না থাকিলেও তাহারাও ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদির উদ্দীপক জ্যোতি—ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে।

অস্তমিত আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষ ইত্যাত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতীত্যাত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি ॥ ৬

"যাজ্ঞবল্ক্য, সূর্য অস্তমিত হইলে, চন্দ্রমা অস্তমিত হইলে, অগ্নি নির্বাপিত হইলে, শব্দ নিরুদ্ধ হইলে কোন্ জ্যোতি মানুষের সহায়ক হয়?" "আত্মাই উহার জ্যোতি হইয়া থাকে। আত্মজ্যোতি-সহায়েই সে বসে, চলে, কর্ম করে, ফিরিয়া আসে।"[১] ৬

১। এই পর্যন্ত যে বিচার হইল, তাহার তাৎপর্য এই—জনক বলিলেন, "বসা, চলা প্রভৃতি সমস্ত লোকব্যবহারই আলোকসাপেক্ষ; সুতরাং অনুমান করা চলে—যেখানেই দেহেন্দ্রিয় ও মনের ব্যাপার আছে, সেখানেই আলোক আছে। কিন্তু এমন ব্যবহারস্থল আছে—যথা স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—যেখানে আপাততঃ কোনও আলোক দেখা যায় না। যদি পূর্বোক্ত সাধারণ অনুমান অনুসারে স্বীকার করেন, সেখানেও আলোক আছে, তবে প্রশ্ন এই—উক্ত আলোক দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতের অতিরিক্ত অথবা অনতিরিক্ত?" যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমে জাগরণকালীন ক্রিয়াসম্পাদনের জন্য দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত সূর্য, চন্দ্র, ও অগ্নির কথা বলিলেন। পরে অন্ধকারাদিতেও কার্যসম্পাদনের জন্য শব্দাদি আলোকের উল্লেখ করিলেন। অনুমান করা চলে যে, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতেও দেহেন্দ্রিয়াদিভিন্ন জ্যোতি আছে। কিন্তু জাগরণের লোকব্যবহার বাহ্যজ্যোতিসাপেক্ষ; স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে ঐরূপ বাহ্যজ্যোতি কার্যকরী হইতে পারে না—অথচ ঐ দুই অবস্থাতেও আলোকসম্পাদ্য বসা, চলা প্রভৃতি ক্রিয়া দৃষ্ট হয়; আবার সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি নিজের অনুভব স্মরণ করিয়া বলে "আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম।" সুতরাং এই অনুভূতির সাক্ষীভূত আলোকের প্রয়োজন। ধ্যানাদিতে ইষ্টদর্শনের জন্যও অনুরূপ জ্যোতির আবশ্যক। সুতরাং জনকের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই—"এই অন্তর্জ্যোতি কে?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "আত্মাই এই অন্তর্জ্যোতি।" যে জ্যোতি দেহ, ইন্দ্রিয়, ও অন্তঃকরণ হইতে ভিন্ন, অথচ তাহাদের অবভাসক, কিন্তু স্বয়ং

কাহারও দ্বারা অবভাসিত হন না, সেই অন্তর্জ্যোতিই আত্মা। বাহ্য কার্য সকলও বস্তুতঃ এই অন্তর্জ্যোতির দ্বারাই সম্পাদিত হয়। জনক খুব অনুমানকুশল; কিন্তু সজ্জনাচরিত রীতি এই যে, গূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে সুদৃঢ় ধারণা করিবার জন্য তত্ত্বজ্ঞের সহিত অবহিত ও সশ্রদ্ধভাবে আলোচনা করিতে হয়। ইহা বৃথা তর্ক নহে; পরন্তু তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা। এই জ্ঞানোপায় প্রদর্শনও বর্তমান আখ্যায়িকার অন্যতম উদ্দেশ্য।

কতম আত্মেতি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্ত-র্জ্যোতিঃ পুরুষঃ স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব স হি স্বপ্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি মৃত্যো রূপাণি ॥ ৭

[দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, ও মনের মধ্যে] কতমঃ (কোনটি) আত্মা ইতি। অয়ম্ যঃ (এই যিনি) বিজ্ঞানময়ঃ (বুদ্ধিতে উপহিত), প্রাণেষু (ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে [অবস্থিত], অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃন্দ হইতে পৃথক্), হৃদি-অন্তঃ-জ্যোতিঃ (বুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রতিভাত, বুদ্ধি হইতে অতিরিক্ত, [স্বয়ং] জ্যোতি) পুরুষঃ (পূর্ণস্বরূপ [সর্বব্যাপী] সত্তা)। সঃ সমানঃ সন্ ([বুদ্ধির] সদৃশ হইয়া) উভৌ লোকৌ অনুসঞ্চরতি (ক্রমে এই লোক ও পরলোকে ভ্রমণ করিয়া থাকেন), ধ্যায়তি ইব (যেন চিন্তা করেন), লেলায়তি ইব (যেন চলেন, সক্রিয় হন)। [বুদ্ধির ধর্ম তাঁহাতে আরোপিত হয় বলিয়াই তাঁহাকে সক্রিয় মনে হয়; কিন্তু তিনি স্বতঃ সক্রিয় নহেন], হি (কারণ) সঃ স্বপ্নঃ ভূত্বা (স্বপ্নে উপহিত হইয়া [বুদ্ধি স্বপ্নাকারে পরিণত হইলে আত্মাও তদ্রূপে প্রতিভাত হইয়া]) মৃত্যোঃ রূপাণি (মৃত্যুর—অর্থাৎ অবিদ্যা, কাম, কর্ম প্রভৃতির—রূপভূত) ইমম্ লোকম্ (এই জাগ্রৎকালীন জগৎকে) অতিক্রামতি (অতিক্রম করেন)। [মাধ্যন্দিন শাখায় পাঠান্তর—"স হি" স্থলে "সধীঃ"]। ৭

"আত্মা কোন্‌টি?[১]" "এই যিনি বুদ্ধিতে উপহিত,[২] ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে অবস্থিত, এবং বুদ্ধির অভ্যন্তরস্থ (স্বয়ং) জ্যোতি[৩] পুরুষ। তিনি

(বুদ্ধির) সমানাকার হইয়া[১] ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে যথাক্রমে বিচরণ করেন, এবং যেন ধ্যান করেন, ও যেন চঞ্চল হন, কারণ তিনি স্বপ্নে উপস্থিত হইয়া অবিদ্যার বিবিধ পরিণামস্বরূপ এই (জাগ্রৎ-কালীন) জগৎকে অতিক্রম করেন।[৫] ৭

১। "সূর্য যেমন আপনার সমজাতীয় বস্তুকেই প্রকাশ করেন, তেমনি হয় তো কোনও একটি ইন্দ্রিয় তাহার সমজাতীয় অপর ইন্দ্রিয়গুলিকে উদ্ভাসিত করে"—জনক এই ভ্রমে পড়িয়া বলিলেন, "ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে কোন্‌টি আত্মা?" অথবা—সকল ইন্দ্রিয়ই যখন বিজ্ঞানময় বলিয়া বোধ হইতেছে, তখন জনকের প্রশ্ন এই, "এই বিজ্ঞানময়দের মধ্যে কোনটি বিজ্ঞানময় আত্মা?"

২। মূলের বিজ্ঞানময়-শব্দে বিকারার্থে ময়ট্ নহে, কারণ আত্মা বুদ্ধির বিকার নহেন। দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত আলোক যেমন দর্পণের আকার ও বর্ণাদি প্রাপ্ত হয়, বুদ্ধিতে উপস্থিত আত্মাও তেমনি বুদ্ধিসদৃশ হন।

৩। কাঁচের ভিতরের আলো যেমন কাঁচ ও তাহার চারি পার্শ্বের বস্তুকে জ্যোতির্ময় করে, আত্মজ্যোতিও তেমনি বুদ্ধি, মন, প্রাণ, ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে সচেতনপ্রায় করে।

৪। অবভাস্য ও অবভাসক অনেক স্থলে পৃথগ্‌রূপে প্রতিভাত হয় না, যেমন লাল কাঁচে প্রতিফলিত আলোককে কাঁচের রক্তিমা হইতে পৃথক্ করা যায় না। বুদ্ধির সহিত আত্মা এইরূপ অভিন্ন হন। বুদ্ধিকে অবভাসিত করিয়া আত্মা বুদ্ধি অবলম্বনে দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতকেও অবভাসিত করেন, অর্থাৎ তাহাদের সমানাকার বলিয়া প্রতিভাত হন।

৫। আত্মাতে ক্রিয়া না থাকিলেও বুদ্ধিসাদৃশ্যবশতঃ তাঁহাতে ক্রিয়া আরোপিত হয়। এইরূপে বুদ্ধির সহিত তাদাত্ম্যবশতঃ আত্মার স্বপ্ন এবং জাগরণ হয়। জাগরণে যিনি বুদ্ধিকে উদ্ভাসিত করেন এবং স্বপ্নেও যিনি জাগ্রদবস্থার অতীত হইয়া বুদ্ধিকে উদ্ভাসিত করেন, তিনি নিশ্চয়ই বুদ্ধি হইতে ভিন্ন এবং কর্তৃত্বাদিশূন্য ও শুদ্ধ (৪।৩।১৯, টীকা ১)।

স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণঃ পাপ্মনো বিজহাতি ॥ ৮

সঃ বৈ অয়ম্ পুরুষঃ (প্রত্যগাত্মা) জায়মানঃ (জন্মগ্রহণকালে)—[অর্থাৎ] শরীরম্ অভিসম্পদ্যমানঃ (শরীরধারণকালে)—পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে (পাপরাশির, অনিষ্টরাশির [অর্থাৎ পাপসমবায়ী ও ধর্মাধর্মের আশ্রয়ীভূত দেহেন্দ্রিয়ের] সহিত সংসৃষ্ট হন)। সঃ ম্রিয়মাণঃ (মরণকালে)—[অর্থাৎ] উৎক্রামন্ (শরীরত্যাগকালে) —পাপ্মনঃ (পাপরূপ দেহেন্দ্রিয়কে) বিজহাতি (ত্যাগ করেন)। ৮

"উক্ত এই প্রত্যগাত্মা জন্মগ্রহণকালে, অর্থাৎ শরীরধারণ সময়ে, অনিষ্টরাশির (অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়ের) সহিত সংযুক্ত হন ; এবং মরণ-কালে, অর্থাৎ দেহত্যাগ সময়ে, ঐ অনিষ্টরাশি ত্যাগ করেন।'[১] ৮

১। স্বপ্ন ও জাগরণে বুদ্ধিসাদৃশ্যবশতঃ প্রত্যগাত্মা যেমন যথাক্রমে স্থূলদেহকে ত্যাগ ও গ্রহণ করেন, পরলোকে গমন এবং ইহলোকে আগমন কালেও ঠিক ঐরূপ হয়। সুতরাং আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন।

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদং চ পরলোকস্থানং চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদং চ পরলোকস্থানং চ। অথ যথাক্রমোঽয়ং পরলোকস্থানে ভবতি তমাক্রমমাক্রম্যো-ভয়ান্ পাপ্মন আনন্দাংশ্চ পশ্যতি স যত্র প্রস্বপিত্যস্য লোকস্য সর্বাবতো মাত্রামাদায় স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিত্যত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং-জ্যোতির্ভবতি। ৯

তস্য বৈ এতস্য পুরুষস্য (উক্ত এই প্রত্যগাত্মার) দ্বে এব স্থানে [illegible] মাত্র স্থান) ভবতঃ (আছে)—ইদম্ চ পরলোকস্থানম্ চ (ইহলোক [illegible] লোক) ; তৃতীয়ম্ স্বপ্নস্থানম্ সন্ধ্যম্ ([পূর্বোক্ত দুই লোকের] সংযোগস্থানে অবস্থিত) [অতএব উহা অতিরিক্ত স্থল নহে] । তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্ (সেই সংযোগস্থলে অবস্থান করিয়া) এতে উভে স্থানে (এই উভয় স্থান)—ইদম্ চ পরলোকস্থানম্ চ— পশ্যতি (দেখেন) । [উভয় লোকের বর্ণন বিবৃত হইতেছে]—অথ (এখন) অয়ম্ (ইনি) পরলোকস্থানে (পরলোকের জন্য) যথাক্রমঃ (যেরূপ অবলম্বনযুক্ত ; বাদৃশ কর্ম, উপাসনা ও পূর্বসংস্কারসমন্বিত [৪।৪।২]) ভবতি, তম্ আক্রমম্ ([পরলোকের প্রতি উন্মুখীভূত] সেই অবলম্বন) আক্রম্য (আশ্রয় করিয়া) [তিনি] পাপ্মনঃ (পাপরাশি, পাপফল দুঃখরাশি) আনন্দান্ চ (ধর্মফল সুখরাশি) উভয়ান্ (উভয়-প্রকার কর্মফলকে) পশ্যতি । সঃ (উক্ত আত্মা) যত্র (যখন) প্রস্বপিতি (প্রকৃষ্টরূপে স্বপ্ন দর্শন করেন) [তখন সন্ধ্যস্থানে গমনপূর্বক] অস্য সর্ব-অবতঃ লোকস্য (সকলের পালক এই [বিষয়ানুভব-সংযুক্ত] দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতের) মাত্রাম্ অপাদায় (একাংশ গ্রহণ করিয়া, ইহজন্মের সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া), স্বয়ম্ (নিজেই) বিহত্য (দেহকে নিশ্চেষ্ট, অচেতন, করিয়া) [এবং] স্বয়ম্ [মায়াময়, বাসনাময় স্বপ্নদেহ] নির্মায় (নির্মাণ করিয়া) স্বেন জ্যোতিষা (স্বকীয় [অলুপ্ত-দৃক্-স্বভাব] জ্যোতিদ্বারা) [প্রকাশিত] স্বেন ভাসা (স্বকীয় প্রকাশস্বরূপে [ইত্থম্ভূতে তৃতীয়া]) [থাকেন এবং] প্রস্বপিতি (স্বপ্ন দর্শন করেন) । অত্র (এই অবস্থায়) অয়ম্ পুরুষঃ স্বয়ম্-জ্যোতিঃ (অধ্যাত্ম ও অধিভূত ভূতবর্গ ও ভৌতিকবর্গের সম্পর্কশূন্য) ভবতি । ৯

"উক্ত এই প্রত্যগাত্মার দুইটি মাত্র স্থান আছে—ইহলোক ও পরলোক । স্বপ্ননামক যে তৃতীয় স্থান, উহা (মাত্র) সংযোগক্ষেত্র, (উহা অতিরিক্ত স্থান নহে) । তিনি সেই সংযোগস্থলে অবস্থিত থাকিয়া ইহলোক ও পরলোক, এই উভয় স্থানই দেখেন ।[১] তিনি পরলোকের জন্য যাদৃশ আলম্বনবান্ হইয়াছেন, সেই আলম্বনকেই আশ্রয় করিয়া পাপফল ও পুণ্যফল, এই উভয়প্রকার ফল সকলই দর্শন করেন ।[২] উক্ত আত্মা যখন স্বপ্নদর্শন করেন, তখন তিনি সর্বপালক

এই দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতের[৩] একাংশ গ্রহণ করিয়া নিজেই (এই) দেহকে বিনাশ করিয়া ও (স্বপ্নদেহ) নির্মাণ করিয়া[৪] স্বীয় জ্যোতির দ্বারা প্রকাশিত স্বীয় প্রকাশস্বরূপে[৫] (অবস্থান করেন এবং) স্বপ্ন দর্শন করেন। এই অবস্থায় এই প্রত্যগাত্মা স্বয়ংজ্যোতি হন। ৯

১। সাধারণতঃ জাগ্রদবস্থায় সংস্কারানুযায়ী স্বপ্নদর্শন হয়। কিন্তু স্বপ্নে এরূপ অনেক দর্শন ও সুখদুঃখানুভব হয়, যাহাকে ইহজন্মের সংস্কারমাত্র বলা যাইতে পারে না, কিংবা উহাকে একান্ত অভিনবও বলা চলে না। সুতরাং মানিতে হইবে যে, ঐ সকল স্থলে পূর্বজন্মসমূহের সংস্কার সকলই ঐরূপ অনুভবাদির কারণ হয়। সুতরাং ইহা পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে একটি প্রমাণ।

২। তিনি পূর্বজন্মের ধর্মাধর্মের ফলে স্বপ্নে সুখদুঃখ অনুভব করেন, এবং ঐরূপ অদৃষ্টবশে কিংবা দেবানুগ্রহে ভাবী জন্মের সুখদুঃখের আভাস পান।

৩। দেহেন্দ্রিয়াদির সর্বপালকত্ব ১।৩।১৩তে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "সর্বাবৎ" এর অপর অর্থ—সর্ববান্—(সংসর্গকারণীভূত) সমস্ত ভূত-ভৌতিক-মাত্রা যাহার আছে, সেই কার্যকরণসঙ্ঘাত।

৪। অদৃষ্টবশে জাগরিতাবস্থায় ভোগক্ষয় হইলে দেহেন্দ্রিয়াদির যে সাময়িক বিরাম, উহাই "বিনাশ"। অদৃষ্টবশেই আবার স্বপ্নদেহের নির্মাণ হয় ও স্বপ্নদর্শন হয়। আত্মার কর্মফলভূত বলিয়া ঐ বিনাশ ও নির্মাণকে আত্মকৃত বলা হয়।

৫। স্বপ্নে মন বাহ্যবিষয়-বিরহিত ও বাহ্যবিষয়ের বাসনাকারে পরিণত হইলে আত্মা এই বাসনাময় অন্তঃকরণবৃত্তিরূপে প্রকাশিত থাকেন; এইরূপ থাকাকেই মূলে "স্বেন ভাসা" বলা হইয়াছে। ঐ স্বপ্নাবস্থায় আবার সাক্ষীভূত আত্মজ্যোতিই ঐ বৃত্তিসমূহকে প্রকাশ করেন—ইহাই "স্বেন জ্যোতিষা" দ্বারা বলা হইয়াছে।

ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্ত্যথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্ত্যথা-

নন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্ত্যথ বেশান্তান্ পুষ্করিণীঃ স্রবন্তীঃ সৃজতে স হি কর্তা ॥ ১০

তত্র (স্বপ্নে) ন রথাঃ (না রথসমূহ), ন রথযোগাঃ (না অশ্ব সকল), ন পন্থানঃ (না পথ সকল) ভবন্তি (থাকে); অথ (তবুও) রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে (সৃজন করেন)। তত্র আনন্দাঃ (সাধারণাকার সুখ সকল) মুদঃ (পুত্রাদি-লাভজনিত হর্ষসকল), প্রমুদঃ (প্রকৃষ্ট হর্ষ সকল) ন ভবন্তি; অথ আনন্দান্, মুদঃ, প্রমুদঃ সৃজতে। তত্র বেশান্তাঃ (ক্ষুদ্র জলাশয়, পল্বল সকল), পুষ্করিণ্যঃ (তড়াগ সকল), স্রবন্ত্যঃ (নদী সকল) ন ভবন্তি; অথ বেশান্তান্, পুষ্করিণীঃ স্রবন্তীঃ (নদী সকলকে) সৃজতে—হি (কেন না) সঃ কর্তা। ১০

"সেখানে রথ থাকে না, অশ্ব থাকে না; অথচ তিনি রথ, অশ্ব, ও পথ সকল সৃজন করেন। সেখানে আনন্দ, মুদ, বা প্রমুদ থাকে না; অথচ তিনি আনন্দ, মুদ, ও প্রমুদ সৃজন করেন। সেখানে পল্বল, তড়াগ, বা নদী থাকে না; অথচ তিনি পল্বল, তড়াগ, ও নদী সকল সৃজন করেন;—কারণ তিনি কর্তা।[১] ১০

১। স্বপ্নের অনুভূতির জন্য যে আলোকের প্রয়োজন হয় তাহা আত্মার আলোক; কারণ সেখানে ইন্দ্রিয় বা সূর্যাদি নাই। সুতরাং আত্মা স্বয়ংজ্যোতি। আত্মা বস্তুতঃ রথাদির স্রষ্টা নহেন, কর্মফলই উহাদের কারণ; তথাপি তিনি কর্মফলের হেতু বলিয়া কর্তৃরূপে কথিত হন। জাগরণেও তিনি কর্তা নহেন। তাঁহার জ্যোতির দ্বারা অবভাসিত হইয়া দেহেন্দ্রিয় কার্যে ব্যাপৃত হয় বলিয়া তাঁহাতে কর্তৃত্ব আরোপিত হয়।

তদেতে শ্লোকা ভবন্তি—

স্বপ্নেন শারীরমভিপ্রহত্যাসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি।
শুক্রমাদায় পুনরৈতি স্থানং হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ ॥ ১১

তৎ (উক্ত অর্থে, আত্মার স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্ব প্রভৃতি বিষয়ে) এতে (এই সকল) শ্লোকাঃ ভবন্তি (শ্লোক আছে)—হিরণ্ময়ঃ (জ্যোতির্ময়), [ইহলোক, পরলোক, ও স্বপ্নজাগরণাদিতে] একঃ-হংসঃ (একাকী সঞ্চারী) পুরুষঃ (পূর্ণাত্মা) স্বপ্নেন (স্বপ্নাবেশের দ্বারা) শারীরম্ (=শরীরম্, দেহকে) অভিপ্রহত্য (নিশ্চেষ্ট করিয়া), [কিন্তু স্বয়ং] অসুপ্তঃ (অলুপ্তদৃক্‌শক্তি থাকিয়া) [এবং] শুক্রম্ ([জ্যোতির্ময় ইন্দ্রিয়দিগের] শুদ্ধ মাত্রাকে) আদায় (গ্রহণ করিয়া) সুপ্তান্ (স্বপ্নাধীন অন্তঃকরণ-বৃত্তি সকলকে) অভিচাকশীতি (দেখেন, প্রকাশ করেন)। পুনঃ (পুনর্বার) [কর্ম করিবার জন্য] স্থানম্ (জাগরিতাবস্থায়) ঐতি (আসেন)। ১১

“ঐ বিষয়ে এই সকল শ্লোক আছে—‘জ্যোতির্ময় ও একাকী সঞ্চারী পূর্ণাত্মা স্বপ্নাবেশে শরীরকে নিশ্চেষ্ট করিয়া অথচ স্বয়ং অসুপ্ত থাকিয়া ও (ইন্দ্রিয়বৃন্দের) জ্যোতিষ্মান্ মাত্রা সকলকে গ্রহণপূর্বক স্বপ্নাবস্থায় (বাসনাময়) বিষয় সকলকে প্রকাশ করেন। (অতঃপর) তিনি আবার জাগ্রদবস্থায় ফিরিয়া আসেন।’ ১১

প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়ং বহিষ্কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা।
স ঈয়তেঽমৃতো যত্র কামং হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ ॥ ১২

হিরণ্ময়ঃ একহংসঃ অমৃতঃ (অমর) পুরুষঃ অবরম্ কুলায়ম্ ([শরীররূপ] নিকৃষ্ট, অতিবীভৎস, নীড়কে) প্রাণেন (প্রাণবায়ুদ্বারা) রক্ষন্ (রক্ষা করিয়া) [স্বয়ং] কুলায়াৎ (দেহনীড় হইতে) বহিঃ (বাহিরে) চরিত্বা (বিচরণ করিয়া) সঃ অমৃতঃ (সেই অমর আত্মা) যত্র কামম্ (যেখানে ইচ্ছা সেখানে) ঈয়তে (যান)। ১২

“‘জ্যোতির্ময়, একাকী সঞ্চারী, ও অমর পূর্ণাত্মা নিকৃষ্ট নীড়টিকে প্রাণের দ্বারা রক্ষা করিয়া স্বয়ং ঐ নীড়ের বাহিরে বিচরণ করেন; সেই অমর পুরুষ যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমন করেন।’ ১২

১। স্বপ্নকালে আত্মা দেহেই থাকেন ; তথাপি দেহমধ্যস্থ [illegible] যেমন দেহের সহিত সম্বন্ধ নহে, তেমনি দেহমধ্যস্থ আত্মাকে "বাহিরে" বলা [illegible]

২। কর্মবশতঃ যে যে বাসনা উদ্ভূত হয়, বাসনাকারে [illegible] হইয়া তিনি সেই সেই বিষয়ই অনুভব করেন।

স্বপ্নান্ত উচ্চাবচমীয়মানো রূপাণি দেবঃ কুরুতে বহূনি।
উতেব স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানো জক্ষদুতেবাপি
ভয়ানি পশ্যন্ ॥ ১৩

দেবঃ (জ্যোতির্ময় [পুরুষ]) স্বপ্নান্তে (স্বপ্নাবস্থায়) উচ্চ-অবচম্ ([উচ্চ] দেবাদিভাব ও নীচ তির্যগাদিভাব) ঈয়মানঃ (প্রাপ্ত হইয়া), উত (এবং) (যেন) স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানঃ (নারীবৃন্দের সহিত আনন্দভোগ করিয়া), [বন্ধুর সহিত] জক্ষৎ (হাস্য করিয়া), উত অপি (আবার) ভয়ানি (ভয়জনক ব্যাঘ্রা[দি]) পশ্যন্ ইব (যেন দর্শন করিয়া) বহূনি (অনেক) রূপাণি ([বাসনাকার] সকল) কুরুতে (নির্মাণ করেন) [৪।৩।১০, টীকা]। ১৩

" 'ঐ দেব স্বপ্নে অনেক বাসনাকার বস্তু নির্মাণ করেন—তিনি যেন উচ্চ-নীচ যোনি প্রাপ্ত হন, যেন স্ত্রীগণের সহিত আনন্দ করেন, অথবা হাস্য করেন, এবং তিনি যেন ভয়ানক বস্তু সকল দর্শন করেন।' ১৩

আরামমস্য পশ্যন্তি ন তং পশ্যতি কশ্চনেতি।
তং নায়তং বোধয়েদিত্যাহুঃ। দুর্ভিষজ্যং হাস্মৈ ভবতি যমেষ ন প্রতিপদ্যতে। অথো খল্বাহুর্জাগরিতদেশ এবাস্যৈষ ইতি যানি হ্যেব জাগ্রৎ পশ্যতি তানি সুপ্ত ইত্যত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্ধ্বং বিমোক্ষায় ব্রূহীতি ॥ ১৪

[লোকে] অস্য (ইঁহার) আরামম্ ([গ্রাম, স্ত্রী প্রভৃতি আনন্দময়] ক্রীড়া) পশ্যন্তি (দেখে); কঃ চন (কেহই) তম্ (তাঁহাকে) ন পশ্যতি ইতি। [এই সকল শ্লোকে প্রমাণিত হইল, আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন। লৌকিক ব্যবহারও এই সিদ্ধান্তের সমর্থক]—আয়তম্ তম্ (বহির্গত, সুপ্ত, তাঁহাকে) ন বোধয়েৎ (জাগাইবে না) ইতি আহুঃ ([চিকিৎসক প্রভৃতি] এইরূপ বলেন); [কারণ আত্মা ইন্দ্রিয়মাত্রাকে লইয়া গিয়াছেন; এখন হঠাৎ জাগাইলে] যম্ (যে ইন্দ্রিয়কে) এষঃ (এই আত্মা) ন প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্ত হন না) [সেই ইন্দ্রিয়াবলম্বনে] অস্মৈ (এই দেহে) দুর্ভিষজ্যম্ (দুরারোগ্য ব্যাধি) ভবতি হ (হয়)। অথো খলু আহুঃ (পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলেন)—জাগরিতদেশঃ এব অস্য (আত্মার) এষঃ (এই স্বপ্ন) [ইহলোকব্যতীত সন্ধ্যানামক তৃতীয় স্থান নাই] ইতি—হি যানি এব (যে বিষয়গুলিই) জাগ্রৎ (জাগরণাবস্থায়) পশ্যতি, সুপ্তঃ (স্বপ্নাধীন হইয়া) তানি এব (সেই সকলই) [পশ্যতি] ইতি। [ইহা কিন্তু ভুল; কারণ] অত্র (এই স্বপ্নাবস্থায়) [ইন্দ্রিয়গ্রাম বিরত হওয়ায় এবং বহির্জ্যোতি না থাকায়] অয়ম্ পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ভবতি" [৪।৩।১০, টীকা]। সঃ অহম্ ভগবতে সহস্রম্ [গাভী] দদামি; বিমোক্ষায় (বিমুক্তিবিষয়ে) অতঃ ঊর্ধ্বম্ (ইহারও অধিক) ব্রূহি (বলুন) ইতি। ১৪

"'লোকে ইঁহার ক্রীড়াই দেখিয়া থাকে, কেহ ইঁহাকে দেখিতে পায় না।'

"লোকে বলে, সুপ্ত ইঁহাকে জাগাইও না। ইনি যদি কোনও ইন্দ্রিয়কে (যথাযথরূপে) প্রাপ্ত না হন, তবে দেহে দুরারোগ্য ব্যাধি হয়। কেহ কেহ আবার বলেন, 'জাগ্রদবস্থাই আত্মার স্বপ্ন; কেন না জাগ্রদবস্থায় তিনি যাহা দেখেন, স্বপ্নেও তাহাই দেখেন।' (ইহা ভুল; কারণ) স্বপ্নে এই পুরুষ স্বয়ংজ্যোতি হন।" (জনক) —"আমি আপনাকে এক সহস্র গো দান করিতেছি। আপনি বিমুক্তিবিষয়েই আরও বলুন।'" ১৪

১। আমি মুক্তিবিষয়েই প্রশ্ন করিয়াছি। কিন্তু আপনি প্রশ্নের একাংশের— অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোক এবং স্বপ্ন ও জাগরণে ক্রমসঞ্চারী বলিয়া আত্মা ঐ অবস্থা সকল হইতে ভিন্ন এবং নিত্য, এই তত্ত্বের—উপদেশ দিয়াছেন। অবশিষ্টাংশও বলুন।

স বা এষ এতস্মিন্ সম্প্রসাদে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং চ পাপং চ। পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি স্বপ্নায়ৈব স যত্তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্ধ্বং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীতি ॥ ১৫

সঃ বৈ এষঃ (সেই স্বয়ংজ্যোতি পুরুষই) [স্বপ্নে] রত্বা ([বন্ধুলাভাদিজন্য] সুখোপভোগ করিয়া) চরিত্বা (বিচরণ করিয়া [অর্থাৎ বিচরণজনিত শ্রম উপলব্ধি করিয়া]) পুণ্যম্ চ পাপম্ চ (পুণ্য ও পাপের ফল) দৃষ্ট্বা এব (কেবল দেখিয়া [কিন্তু উপভোগ করিয়া নহে]) এতস্মিন্ সম্প্রসাদে (এই সুষুপ্ত-অবস্থায় [অবস্থানপূর্বক] পুনঃ প্রতিন্যায়ম্ (বিপরীতক্রমে) প্রতিযোনি (পূর্বাবস্থায়)— স্বপ্নায় এব (স্বপ্নদশারই) আদ্রবতি (পুনরাগমন করেন)। সঃ তত্র (স্বপ্নে) যৎ কিঞ্চিৎ (যাহা কিছু) পশ্যতি, তেন (তাহার দ্বারা) অনন্বাগতঃ (অননুবিদ্ধ) ভবতি; হি অয়ম্ পুরুষঃ অসঙ্গঃ ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য...এব [৪।৩।২ দ্রঃ]। সঃ অহম্ [৪।৩।১৪ দ্রঃ]। ১৫

"তিনিই (স্বপ্নে) সুখ ও বিচরণফল উপভোগ করিয়া এবং পুণ্য ও পাপের ফল কেবল দর্শন করিয়া (অতঃপর) সুষুপ্তাবস্থায় অবস্থানপূর্বক পুনর্বার বিপরীতক্রমে পূর্বাবস্থা স্বপ্নেই ফিরিয়া আসেন। স্বপ্নে যাহা কিছু দর্শন করেন, তিনি তদ্দ্বারা অনুবিদ্ধ হন না; কারণ এই পুরুষ অসঙ্গ।" "যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে। আমি

আপনাকে এক সহস্র (গরু) দিতেছি। অতঃপর বিমুক্তিবিষয়েই আরও বলুন।" ১৫

১। স্বপ্নে দেহেন্দ্রিয়াদি না থাকায় আত্মার ক্রিয়া নাই; সুতরাং পাপপুণ্যও অর্জিত হয় না।

স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং চ পাপং চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈব স যৎ তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইত্যেবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্ধ্বং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীতি ॥ ১৬

বুদ্ধান্তায় এব (প্রতিবোধে, অর্থাৎ জাগরিতাবস্থায়ই)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ১৬

"সেই এই পুরুষ (সুষুপ্তি হইতে প্রত্যাবর্তন কালে) স্বপ্নে সুখ ও বিচরণফল উপভোগ করিয়া এবং পুণ্য ও পাপের ফল দর্শনমাত্র করিয়া পুনর্বার বিপরীতক্রমে জাগরিতাবস্থায়ই ফিরিয়া আসেন। স্বপ্নে যাহা কিছু দর্শন করেন, তিনি তদ্দ্বারা অনুবিদ্ধ হন না; কারণ এই পুরুষ অসঙ্গ[১]।" "যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে। অতঃপর বিমুক্তিবিষয়েই বলিতে থাকুন।" ১৬

১। স্বপ্নাবস্থায় তিনি পাপপুণ্যের দ্বারা অনুবিদ্ধ হইলে জাগ্রদবস্থায় তাহার ফল অবশ্যই ভোগ করিতেন; কিন্তু তাহা হয় না। অতএব স্বপ্নে তিনি অননুবিদ্ধ।

স বা এষ এতস্মিন্ বুদ্ধান্তে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং চ পাপং চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি স্বপ্নান্তায়ৈব ॥ ১৭

স্বপ্ন-অন্তায় (স্বপ্নের অবসানাবস্থায়, সুষুপ্তিতে; অথবা—স্বপ্নস্থানে)। ১৭

"উক্ত পুরুষ এই জাগ্রদবস্থায় সুখোপভোগ এবং বিচরণ করিয়া পুণ্য ও পাপের ফল দর্শনমাত্র করিয়া[১] পুনর্বার বিপরীতক্রমে পূর্বাবস্থা সুষুপ্তিতেই ফিরিয়া যান। ১৭

১। জাগ্রদবস্থায়ও আত্মা কর্তৃত্বহীন (৪।৩।১০, টীকা, গীতা ১৩।৩১)।

তদ্ যথা মহামৎস্য উভে কূলে অনুসঞ্চরতি পূর্বং চাপরং চৈবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তং চ বুদ্ধান্তং চ ॥ ১৮

[অতীত কণ্ডিকাত্রয়ে দেখান হইয়াছে যে, আত্মা অবস্থাত্রয়-বিলক্ষণ ও অসম্পৃক্ত]; তৎ (ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই)—মহামৎস্যঃ যথা (যেমন) পূর্বম্ চ অপরম্ চ (পূর্ব ও পশ্চিম) উভে কূলে (উভয় তীরে) অনুসঞ্চরতি (যথাক্রমে সঞ্চরণ করে) [কিন্তু কখনও মধ্যবর্তী নদীস্রোতের দ্বারা বশীকৃত হয় না] এবম্ এব অয়ম্ পুরুষঃ স্বপ্নান্তম্ চ বুদ্ধান্তম্ চ এতৌ উভৌ অন্তৌ (এই উভয় অবস্থায়) অনুসঞ্চরতি। [অর্থাৎ তিনি দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাত ও তৎপ্রয়োজক কাম ও কর্ম হইতে বিলক্ষণ]। ১৮

"মহামৎস্য যেমন পূর্ব ও পশ্চিম উভয়কূলে যথাক্রমে সঞ্চরণ করে, তেমনি এই পূর্ণাত্মা স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থা এই উভয় অবস্থায় বিচরণ করেন। ১৮

তদ্ যথাঽস্মিন্নাকাশে শ্যেনো বা সুপর্ণো বা বিপরিপত্য শ্রান্তঃ সংহৃত্য পক্ষৌ সংলয়ায়ৈব ধ্রিয়ত এবমেবায়ং পুরুষ এতস্মা অন্তায় ধাবতি যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি ॥ ১৯

[১৫-১৭ কণ্ডিকায় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখান হইয়াছে যে, আত্মা অসঙ্গ, স্বয়ংজ্যোতি, ও অভয়। দৃষ্টান্ত অবলম্বনে উক্ত অর্থই এখানে একত্র সংগ্রথিত হইতেছে]—তৎ যথা অস্মিন্ (এই) আকাশে শ্যেনঃ বা সুপর্ণঃ বা (বড় জাতীয় বাজ অথবা ছোট জাতীয় বাজ পাখী) বিপরিপত্য (বিবিধরূপে উড়িয়া) শ্রান্তঃ (ক্লান্ত হয়) [এবং] পক্ষৌ (ডানা দুইটি) সংহৃত্য (সম্প্রসারিত করিয়া) সংলয়ায় এব (কুলায়ের দিকেই) ধ্রিয়তে (আপনাকে চালিত করে), এবম্ এব অয়ম্ পুরুষঃ এতস্মৈ অন্তায় (এই অবস্থার, অর্থাৎ ব্রহ্মের, দিকে) ধাবতি (ধাবমান হয়)—যত্র (যেখানে) সুপ্তঃ (নিদ্রিত) [হইয়া] কম্ চন (কোনও) কামম্ (কাম) ন কাময়তে (কামনা করে না), কম্ চন স্বপ্নম্ ([স্বপ্নরূপ বা জাগ্রদ্রূপ] কোন স্বপ্নই) ন পশ্যতি। [৪।৩।২১ দ্রঃ]। ১৯

"কোনও শ্যেন বা সুপর্ণ যেমন এই আকাশে উড়িয়া উড়িয়া ক্লান্ত হইয়া পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্বক নীড়েরই দিকে চলে, ঠিক তেমনি এই পুরুষ এমন অবস্থার দিকে ধাবিত হন যেখানে সুপ্ত হইয়া তিনি কোনও কাম অভিলাষ করেন না এবং কোনও স্বপ্ন দর্শন করেন না।[১] ১৯

* ১। তখন জীবাত্মা সংসারধর্মবিলক্ষণ ও ক্রিয়া-কারক-ফলরূপ আয়াসশূন্য পরমাত্মরূপে অবস্থান করেন। জাগরণ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থাকেই স্বপ্ন বলা চলে; কারণ উভয় অবস্থারই তত্ত্বের অগ্রহণ ও অন্যথাগ্রহণ হইয়া থাকে।

তা বা অস্যৈতা হিতা নাম নাড্যো যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্নস্তাবতাঽণিম্না তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য নীলস্য পিঙ্গলস্য হরিতস্য লোহিতস্য পূর্ণা অথ যত্রৈনং ঘ্নন্তীব জিনন্তীব হস্তীব বিচ্ছায়য়তি গর্তমিব পততি যদেব জাগ্রদ্ভয়ং পশ্যতি তদত্রাবিদ্যয়া মন্যতেঽথ যত্র দেব ইব রাজেবাহমেবেদং সর্বোঽস্মীতি মন্যতে সোঽস্য পরমো লোকঃ ॥ ২০

সহস্রধা ভিন্নঃ কেশঃ [৪।৪।৩ দ্রঃ] যথা (যেরূপ) [সূক্ষ্ম], অস্য (মানুষের) তাঃ বৈ এতাঃ (উক্ত এই সকল) হিতাঃ নাম নাড্যঃ [২।১।১৯, ৪।২।৩] তাবতা অণিম্না (তাবৎপরিমাণ সূক্ষ্মরূপে) [এবং] শুক্লস্য, নীলস্য, পিঙ্গলস্য, হরিতস্য, লোহিতস্য পূর্ণাঃ (শুক্ল, নীল, পিঙ্গল, ও হরিত রসে পূর্ণ হইয়া) তিষ্ঠন্তি (অবস্থিত আছে)। [এই নাড়ী সকলে—পঞ্চভূত, দশেন্দ্রিয়, প্রাণ, ও অন্তঃকরণ এই সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট—লিঙ্গদেহ বর্তমান আছে। ইহা স্ফটিককল্প স্বচ্ছ, অখিল বাসনার আশ্রয় এবং শুক্লাদি রসের সহিত সংসৃষ্ট বলিয়া কর্মফলানুযায়ী হস্তী, রথ প্রভৃতি মিথ্যা বাসনার আকারে প্রতিভাত হয়]। অথ (এইরূপ হওয়ায়) যত্র (যে সময়) এনম্ (এই স্বপ্নদ্রষ্টাকে) [অপরেরা] ঘ্নন্তি ইব (যেন বধ করিতেছে), জিনন্তি (বশীকৃত করিতেছে) ইব, হস্তী বিচ্ছায়য়তি (—বিচ্ছাদয়তি, তাড়া করিতেছে) ইব, গর্তম্ পতিত (গর্তে পড়িতেছে) ইব—যৎ এব জাগ্রৎ-ভয়ম্ (জাগরণকালে যে কোনও ভয়) পশ্যতি (দেখে), তৎ (তাহাই) অবিদ্যয়া (অবিদ্যাবশে) অত্র (এই সময়ে, স্বপ্নে) মন্যতে (মনে করে, কল্পনা করে)। অথ (আবার) যত্র (যখন) দেবঃ ইব, রাজা ইব [হয়], অহম্ এব (আমিই) ইদম্ সর্বম্ অস্মি (এই সমস্ত) ইতি মন্যতে (মনে করে)—সঃ (সেই সর্বাত্মভাব) অস্য পরমঃ লোকঃ (শ্রেষ্ঠতম অবস্থা, স্বাভাবিক আত্মভাব)। ২০

"সহস্রধা বিভক্ত কেশ যেমন (সূক্ষ্ম), মানুষের এই হিতানামক নাড়ী সকলও তেমনি সূক্ষ্মরূপে এবং শুক্ল, নীল, পিঙ্গল, হরিত, ও লোহিত রসে পূর্ণ হইয়া বিদ্যমান আছে।[১] এই জন্যই স্বপ্নদ্রষ্টা যখন মনে করে যে, অপরেরা তাহাকে যেন বধ করিতেছে বা যেন বশীভূত করিতেছে, হস্তী যেন তাহাকে তাড়না করিতেছে বা সে যেন গর্তে পড়িতেছে, তখন সে জাগরণকালে যে সকল ভয় দেখিয়াছে, অবিদ্যাবশে (স্বপ্নেও) তাহাই কল্পনা করিয়া থাকে। আবার যখন সে দেবসদৃশ বা রাজসদৃশ হয়, অথবা মনে করে, 'আমিই এই অখিল বিশ্ব,'—(তখন) সেই (সর্বাত্ম) ভাবই তাহার সর্বোত্তম অবস্থা।[২] ২০

১। ভুক্ত অন্নরস দেহের বাত, পিত্ত, ও কফের সংস্পর্শে আসিয়া বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত হয় এবং তদনুযায়ী নাড়ীগুলিও বিবিধ বর্ণ প্রাপ্ত হয়। বাতপ্রাধান্যে অন্নরস নীল, পিত্তাধিক্যে পিঙ্গল, শ্লেষ্মাতিশয্যে শুক্ল, পিত্তাল্পত্বে হরিত, এবং ধাতুসাম্যে লোহিত হয়।

২। দুরদৃষ্টের ফলে মানুষ জাগ্রদবস্থায় ভয়াদির অধীন হয়, এবং স্বপ্নেও উক্ত বাসনাকারে ঐ সকলের অনুবৃত্তি হয়। কিন্তু উপাসনার ফলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া জাগ্রদবস্থায় যাঁহার হৃদয়ে দেবতাবাদির উদয় হয়, তিনি স্বপ্নেও তদনুরূপ দর্শনই লাভ করেন। যখন আবার অবিদ্যার ক্ষয় হয় এবং সর্বাত্মবিষয়ক বিদ্যার উদয় হয়, তখন স্বপ্নেও সর্বাত্মকতা বা পূর্ণতার উপলব্ধি হয়। এইরূপে এই কণ্ডিকায় স্বপ্ন-প্রত্যক্ষের সাহায্যে প্রমাণিত হইল যে, আত্মার পরিচ্ছিন্নতা বা বিবিধ আকারপ্রাপ্তি অবিদ্যার কার্য; এবং স্বয়ংজ্যোতি, পরিপূর্ণ স্বভাব, বা সর্বাত্মভাবে অবস্থিতি বিদ্যার কার্য। দ্বৈতজগতেই ভয়াদির অবকাশ আছে, অদ্বৈতে উহা নাই (২।৪।১৪, ৪।৫।১৫)। অবিদ্যা (এবং তাহার ফল কাম ও কর্ম প্রভৃতি) আগন্তুক মাত্র, উহা আত্মার ধর্ম নহে।

তদ্বা অস্যৈতদতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মাভয়ং রূপম্‌। তদ্‌ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরং তদ্বা অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকাম-মকামং রূপং শোকান্তরম্‌॥ ২১

[অধুনা সুষুপ্তির দৃষ্টান্তদ্বারা সর্বাত্মভাব-রূপ মোক্ষকে প্রত্যক্ষতঃ নির্দেশ করা হইতেছে]—তৎ বৈ এতৎ (ঐ যে সর্বাত্মভাব [৪।৩।১৯], ইহাই) অস্য (আত্মার) অতিচ্ছন্দা (=অতিচ্ছন্দম্‌, কামাতীত) অপহতপাপ্ম (ধর্মাধর্মবর্জিত [৪।৩।২২]) অভয়ম্‌ (ভয়ের কারণ অবিদ্যার অতীত) রূপম্‌। [সুষুপ্তিতে আত্মার নানাত্বজনিত বিশেষ থাকে না] তৎ (ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই)—যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তঃ (প্রিয়া পত্নীর দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গিত হইয়া), বাহ্যম্‌ কিঞ্চন (বাহিরের কিছু)

[অথবা] আন্তরম্ (ভিতরের ["আমি সুখী বা দুঃখী" ইত্যাদি] কিছু) ন বেদ (জানে না) এবম্ এব অয়ম্ পুরুষঃ (প্রত্যগাত্মা) প্রাজ্ঞেন আত্মনা (পরমাত্মার দ্বারা) সম্পরিষক্তঃ (একীভূত হইয়া) বাহ্যম্ কিঞ্চন আন্তরম্ ন বেদ। তৎ বৈ অস্য এতৎ (আত্মার) আপ্তকামম্ (পূর্ণকাম), আত্মকামম্ (আত্মার সেই স্বরূপ যাহা হইতে সমস্ত কাম্যবস্তু অভিন্ন), [অতএব] অকামম্ (কামনাশূন্য), শোক-অন্তরম্ (শোকশূন্য, অথবা শোকের অন্তভূত [সুতরাং শোকবর্জিত]) রূপম্। ২১

"ঐ যে অবস্থা, উহাই ইঁহার কামাতীত, ধর্মাধর্মবর্জিত, ও অভয়[১] রূপ। ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—প্রিয়া পত্নীর দ্বারা আলিঙ্গিত ব্যক্তি যেমন বাহিরের বা ভিতরের কিছুই জানে না, ঠিক তেমনি এই প্রত্যগাত্মা পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া বাহিরের বা ভিতরের কিছুই জানেন না। এই যে রূপটি, ইহাই ইঁহার আপ্তকাম, আত্মকাম, ও শোকহীন রূপ। ২১

১। পূর্বে আগম-মুখে প্রদর্শিত (৪।২।৪) ব্রহ্মেরই কথা এখন তর্কসহায়ে সমর্থিত হইল। এখানে দেখান হইল যে, আত্মার অবিদ্যা-কাম-কর্ম-বর্জিত রূপটি সুষুপ্তিতে সাক্ষাৎ গৃহীত হয়। অবশ্য সুষুপ্তিতে অবিদ্যা থাকে; কিন্তু উহা অভিব্যক্তরূপে প্রতিভাত হয় না।

২। একত্ববশতঃই তখন বিশেষজ্ঞানের অভাব হয় : স্বরূপজ্ঞানের অভাববশতঃ যে ঐরূপ হয়, তাহা নহে (২।৪।১২-১৪, ৪।৩।২৩)।

অত্র পিতাঽপিতা ভবতি মাতাঽমাতা লোকা অলোকা দেবা অদেবা বেদা অবেদাঃ। অত্র স্তেনোঽস্তেনো ভবতি ভ্রূণহাঽভ্রূণহা চাণ্ডালোঽচাণ্ডালঃ পৌল্কসোঽপৌল্কসঃ শ্রমণোঽশ্রমণস্তাপসোঽতাপসোঽনন্বাগতং পুণ্যেনানন্বাগতং পাপেন তীর্ণো হি তদা সর্বাঞ্ছোকান্ হৃদয়স্য ভবতি॥ ২২

অত্র (এই সুষুপ্তিস্থানে) [আত্মা অবিদ্যা-কাম-কর্ম-সমূহ সম্বন্ধবিহীন হওয়ায়] পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা, [কর্মের দ্বারা বিজিত বা জেয়] লোকাঃ অলোকাঃ, [কর্মাঙ্গভূত] দেবাঃ অদেবাঃ, [সাধ্যসাধনের সম্বন্ধ প্রভৃতির বিধায়ক] বেদাঃ অবেদাঃ [ভবন্তি]। [আত্মা শুধু শুভকর্মেরই অতীত হন না, তিনি পাপকর্মেরও অতীত হন]—অত্র স্তেনঃ (চোর) অস্তেনঃ ভবতি, ভ্রূণহা (ভ্রূণহত্যাকারী) অভ্রূণহা [ভবতি]। [আত্মা জাতিগত পাপকর্ম হইতেও মুক্ত হন] —চাণ্ডালঃ (=চণ্ডালঃ, শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীগর্ভে জাত সন্তান) অচাণ্ডালঃ, পৌল্কসঃ (শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়াণীগর্ভে জাত সন্তান) অপৌল্কসঃ। [আশ্রমবিহিত কর্ম হইতে বিযুক্ত হন]—শ্রমণঃ (পরিব্রাজক) অশ্রমণঃ, তাপসঃ অতাপসঃ [ভবতি]। [সংক্ষেপে বলিতে গেলে আত্মার সুষুপ্তাবস্থার রূপটি] পুণ্যেন অনন্বাগতম্ (শাস্ত্রবিহিত কর্মের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট), পাপেন অনন্বাগতম্ (বিহিতের অকরণ ও প্রতিষিদ্ধের করণ রূপ পাপের দ্বারা অসম্বদ্ধ); হি তদা [আত্মা] হৃদয়স্য ([হৃৎপিণ্ডসম্বন্ধী] বুদ্ধিতে আশ্রিত) সর্বান্ শোকান্ (সকল শোক অর্থাৎ কামকে [১।৪।৩, ৪।৪।৭]) তীর্ণঃ ভবতি (অতিক্রম করেন)। ২২

"এই (সুষুপ্ত) অবস্থায় পিতা অপিতা, মাতা অমাতা, লোকসমূহ অলোক, দেবগণ অদেব, এবং বেদ অবেদ হন ; এখানে তস্কর অতস্কর, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্কস অপৌল্কস, শ্রমণ অশ্রমণ, তাপস অতাপস হন। (এই রূপটি) পুণ্যের সহিত অসম্বদ্ধ এবং পাপের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট ; কারণ আত্মা তখন হৃদয়াশ্রিত সমস্ত কামের[১] অতীত হন। ২২

১। মূলের 'শোক' = কাম ; কারণ ইষ্টবিষয়ক কামনাই ইষ্টবিয়োগে বা ইষ্টের অপ্রাপ্তিতে শোকে পরিণত হয়। প্রকরণবলেও এই অর্থ প্রতীত হয় ; কারণ ৪।৩।২১ ও ৪।৪।৫ এ কামেরই কথা বলা হইয়াছে।

যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টে-বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ। ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ ॥ ২৩

[আত্মা] তৎ (— তত্র, সুষুপ্তিতে) যৎ বৈ ন পশ্যতি (যে দেখেন না [৪।৩।২১]) [বলিয়া মনে হয়, তাহা ঠিক নহে ; কারণ তিনি] তৎ পশ্যন্ বৈ ন পশ্যতি (দর্শক হইয়াও, দেখিয়াও, দেখেন না) ; হি (কেন না) [সাক্ষী আত্মার] অবিনাশিত্বাৎ (অবিনাশিত্ব থাকায়) দ্রষ্টুঃ (দ্রষ্টার, সাক্ষীর) দৃষ্টেঃ (দৃষ্টির) বিপরিলোপঃ (বিনাশ) ন বিদ্যতে (নাই) ; তু (পরন্তু) ততঃ (দ্রষ্টা হইতে) অন্যৎ বিভক্তম্ (পৃথগ্রূপে বিভক্ত) [জাগ্রৎস্বপ্নে অবিদ্যা দ্বারা উপস্থাপিত] তৎ (সেই) দ্বিতীয়ম্ ([বিষয়রূপ] দ্বিতীয় বস্তু) ন অস্তি (নাই) যৎ (যাহা) পশ্যেৎ (দেখিবেন) । ২৩

'সুষুপ্তিতে তিনি যে দেখেন না (বলিয়া মনে হয়), তখন তিনি (বস্তুতঃ) দেখিয়াও দেখেন না ; কারণ (দ্রষ্টা) অবিনাশী বলিয়া দ্রষ্টার দৃষ্টির বিনাশ নাই ; পরন্তু তাঁহা হইতে পৃথগাকারে বিভক্ত সেই দ্বিতীয় বস্তু থাকে না যাহা তিনি দেখিবেন।'[১] ২৩

১। অগ্নি ও অগ্নির প্রকাশ যেমন অভিন্ন, তেমনি আত্মা ও আত্মার জ্যোতি অভিন্ন। বস্তুতঃ দ্রষ্টা — কূটস্থ দৃষ্টি। সূর্যও তাঁহার প্রকাশ অভিন্ন হইলেও লোকে যেমন বলে সূর্য প্রকাশ করেন, তেমনি জ্ঞানরূপী দ্রষ্টা আত্মা এবং তাঁহার দৃষ্টি বা চৈতন্য অভিন্ন হওয়ায় তিনি দর্শনক্রিয়ার কর্তা না হইলেও বলা হয়, আত্মা দর্শন করেন। অবিদ্যাবস্থায় জাগরণ ও স্বপ্নে যখন দ্বৈতবস্তুর বোধ হয় তখন আত্মার বিশেষজ্ঞান হয় বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু সুষুপ্তিতে তিনি পরমাত্মার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইলে দ্বৈতভাব প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় তিনি স্বয়ংজ্যোতি হইয়াও বিশেষজ্ঞানশূন্য হন।

যদ্বৈ তন্ন জিঘ্রতি জিঘ্রন্ বৈ তন্ন জিঘ্রতি ন হি ঘ্রাতুর্ঘ্রাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যজ্জিঘ্রেৎ ॥ ২৪

"তখন যে তিনি আঘ্রাণ করেন না (বলিয়া মনে হয়), তখন তিনি (বস্তুতঃ) আঘ্রাণ করিয়াও আঘ্রাণ করেন না ; কারণ (আঘ্রাতা) অবিনাশী বলিয়া আঘ্রাতার আঘ্রাণের বিনাশ নাই ; পরন্তু তাঁহা হইতে পৃথগাকারে বিভক্ত সেই দ্বিতীয় বস্তু থাকে না যাহা তিনি আঘ্রাণ করিবেন। ২৪

যদ্বৈ তন্ন রসয়তে রসয়ন্ বৈ তন্ন রসয়তে ন হি রসয়িতু রসয়তের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্রসয়েৎ ॥ ২৫

"তখন যে তিনি রসাস্বাদ করেন না (বলিয়া মনে হয়), তখন তিনি (বস্তুতঃ) রসাস্বাদ করিয়াও রসাস্বাদ করেন না ; কারণ (রসাস্বাদক) অবিনাশী বলিয়া রসাস্বাদকের রসাস্বাদনের বিনাশ নাই ; পরন্তু তাঁহা হইতে পৃথগাকারে বিভক্ত সেই দ্বিতীয় বস্তু থাকে না যাহাকে তিনি আস্বাদ করিবেন। ২৫

যদ্বৈ তন্ন বদতি বদন্ বৈ তন্ন বদতি ন হি বক্তুর্বক্তে-র্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্ বদেৎ ॥ ২৬

"তখন যে তিনি বলেন না (বলিয়া বোধ হয়), তখন তিনি (বস্তুতঃ) বলিয়াও বলেন না, কারণ (বক্তা) অবিনাশী বলিয়া বক্তার উক্তির বিনাশ নাই, পরন্তু তাঁহা হইতে পৃথগাকারে বিভক্ত সেই দ্বিতীয় বস্তু থাকে না যাহা তিনি বলিবেন। ২৬

যদ্বৈ তন্ন শৃণোতি শৃণ্বন্ বৈ তন্ন শৃণোতি ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যচ্ছৃণুয়াৎ ॥ ২৭

“তিনি যে তখন শোনেন না (বলিয়া মনে হয়), তখন তিনি (বস্তুতঃ) শুনিয়াও শোনেন না ; কারণ (শ্রোতা) অবিনাশী বলিয়া শ্রোতার শ্রুতির বিনাশ নাই ; পরন্তু তাঁহা হইতে পৃথগাকারে বিভক্ত সেই দ্বিতীয় বস্তু থাকে না যাহা তিনি শুনিবেন। ২৭

যদ্বৈ তন্ন মনুতে মন্বানো বৈ তন্ন মনুতে ন হি মন্তুর্মতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যন্মন্বীত ॥ ২৮

“তিনি যে তখন চিন্তা করেন না (বলিয়া মনে হয়), তখন তিনি (বস্তুতঃ) চিন্তা করিয়াও চিন্তা করেন না ; কারণ (চিন্তাকারী) অবিনাশী বলিয়া চিন্তকের চিন্তার বিনাশ নাই ; পরন্তু তাঁহা হইতে পৃথগাকারে বিভক্ত সেই দ্বিতীয় বস্তু থাকে না যাহা তিনি চিন্তা করিবেন। ২৮

যদ্বৈ তন্ন স্পৃশতি স্পৃশন্ বৈ তন্ন স্পৃশতি ন হি স্প্রষ্টুঃ স্পৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ স্পৃশেৎ ॥ ২৯

“তিনি যে তখন স্পর্শ করেন না (বলিয়া মনে হয়), তখন তিনি (বস্তুতঃ) স্পর্শ করিয়াও স্পর্শ করেন না ; কারণ (স্পর্শকর্তা)

অবিনাশী বলিয়া স্পর্শকর্তার স্পর্শের বিনাশ নাই। পরন্তু তাঁহা হইতে পৃথগাকারে বিভক্ত সেই দ্বিতীয় বস্তু থাকে না যাহা তিনি স্পর্শ করিবেন। ২৯

যদ্বৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্ বৈ তন্ন বিজানাতি ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্ বিজানীয়াৎ ॥ ৩০

"তিনি যে তখন জানেন না (বলিয়া মনে হয়), তখন তিনি (বস্তুতঃ) জানিয়াও জানেন না; কারণ (বিজ্ঞাতা) অবিনাশী বলিয়া বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের বিনাশ নাই; পরন্তু তাঁহা হইতে পৃথগাকারে বিভক্ত সেই দ্বিতীয় বস্তু থাকে না যাহা তিনি জানিবেন।" ৩০

১। আশঙ্কা হইতে পারে যে, এই প্রকরণে দেখা, শোনা প্রভৃতি বহু ধর্মের উল্লেখ থাকায়, অগ্নি যেমন এক হইলেও প্রকাশ, তাপ, দাহ প্রভৃতি বহু ধর্মের ধর্মী, তেমনি আত্মাও এক হইয়াও বহু ধর্মের আশ্রয়। কিন্তু ইহা অমূলক। কারণ প্রথমতঃ, সুষুপ্তিতেও আত্মা স্বয়ংজ্যোতি—ইহা দেখাইবার জন্যই প্রকরণটি আরব্ধ হইয়াছে, তাঁহার বহু ধর্ম দেখান প্রকরণের উদ্দেশ্য নহে। আত্মজ্যোতি এক হইলেও জাগরণকালে চক্ষু, কর্ণ, মন প্রভৃতি উপাধিবশতঃ উহা বহু প্রকারে প্রতীত হয়। এই লোকপ্রতীতির অনুসরণে সুষুপ্তিতেও উপাধিমূলক বহুধর্ম আপাততঃ স্বীকার করিয়া আত্মজ্যোতির বিদ্যমানতা প্রদর্শনই প্রকরণের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ, শ্রুতিতে আত্মাকে "একরস," "প্রজ্ঞানঘন," "বিজ্ঞান আনন্দ" (বৃঃ ৩।৯।২৮।৭), "সত্য জ্ঞান" (তৈঃ ২।১।৩), "প্রজ্ঞান ব্রহ্ম" (ঐঃ ৩।১।৩) বলা হয়; ঐ সকল শ্রুতির সহিত এই মতের বিরোধ হয়। তৃতীয়তঃ, একই জ্ঞান উপাধিবশে বহুধা প্রতীত হয়, এই বিষয়ে লৌকিক শব্দপ্রযুক্তিও প্রমাণ। লোকে বলে, "চোখের দ্বারা জানে, কানের দ্বারা জানে, মনের দ্বারা জানে" ইত্যাদি। চতুর্থতঃ, এই বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্তও বিরল নহে। বিভিন্ন বর্ণের সন্নিধানে স্ফটিক যেমন বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত

বলিয়া মনে হয়, তেমনি ইন্দ্রিয়রূপ উপাধি-সংযোগে বিশুদ্ধ আত্মাতেও ইন্দ্রিয়ধর্ম আরোপিত হয়। নানাধর্মাতীত বস্তু নাই ; ইহাও বলা চলে না, কারণ যাঁহারা প্রতিবস্তুকে নানারূপ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারাও অগত্যা প্রতিধর্মকে অ-নানারূপ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। পঞ্চমতঃ, নিরবয়ব আত্মাতে অবয়ব কল্পনা অযৌক্তিক। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই—উপাধিবশে জ্ঞানস্বরূপ আত্মা বিশেষ-জ্ঞানবান্ হইলেও, বিশেষজ্ঞান তাঁহার স্বভাব নহে।

যত্র বা অন্যদিব স্যাৎ তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেদন্যোঽন্য-জ্জিঘ্রেদন্যোঽন্যদ্ রসয়েদন্যোঽন্যদ্ বদেদন্যোঽন্যচ্ছৃণুয়া-দন্যোঽন্যন্মন্বীতান্যোঽন্যৎ স্পৃশেদন্যোঽন্যদ্ বিজানীয়াৎ ॥ ৩১

[আত্মা বিশেষবিজ্ঞানশূন্য হইলেও অবিদ্যাকৃত উপাধিবশে জাগরণ ও স্বপ্নে বিশেষবিজ্ঞানবান্ হন]—যত্র বৈ (যে স্বপ্নে বা জাগরণে) অন্যৎ ইব স্যাৎ (যেন অপর বস্তু থাকে) [বলিয়া মনে হয়], তত্র (সেই অবস্থায়) অন্যঃ অন্যৎ পশ্যেৎ (একে অপরকে দেখে) [২।৪।১৪, ৪।৫।১৫ দ্রঃ]। ৩১

"যেখানে অন্য (মিথ্যা) বস্তু বিদ্যমানপ্রায় হয়, সেখানেই একে অপরকে দেখে, একে অপরকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে আস্বাদ করে, একে অপরকে শ্রবণ করে, একে অপরকে চিন্তা করে, একে অপরকে স্পর্শ করে, একে অপরকে জানে। ৩১

সলিল একো দ্রষ্টাঽদ্বৈতো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি হৈনমনুশশাস যাজ্ঞবল্ক্য এষাঽস্য পরমা গতিরেষাঽস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ॥ ৩২

[সুষুপ্তিতে অবিদ্যা শান্ত হইলে বিশেষবিজ্ঞানের অভাব হয়। তখন আত্মা স্বীয় স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপে শান্তোর্মি ও স্বচ্ছ] সলিলঃ (জলতুল্য) একঃ, দ্রষ্টা (সাক্ষী),

অদ্বৈতঃ (দ্বিতীয়হীন) ভবতি। হে সম্রাট্, এষঃ ব্রহ্মলোকঃ ([ব্রহ্মই লোক—ব্রহ্মলোক] ইহাই ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি), অস্য (ইঁহার, জীবের) এষা পরমা গতিঃ, অস্য এষা পরমা সম্পৎ (বিভূতি), অস্য এষঃ পরমঃ লোকঃ, অস্য এষঃ পরমঃ আনন্দঃ [ছাঃ ৭।২৩।১]; অন্যানি ভূতানি ([ব্রহ্ম হইতে যাহারা আপনাদিগকে ভিন্ন মনে করে, সেই] অপর প্রাণিগণ) এতস্য এব আনন্দস্য (এই আনন্দেরই) মাত্রাম্ উপজীবন্তি ([অবিদ্যাদ্বারা ভোগ্যরূপে উপস্থাপিত] কলামাত্র অবলম্বনে জীবনধারণ করে)—ইতি (ইহা) যাজ্ঞবল্ক্যঃ এনম্ (ইঁহাকে) অনুশশাস হ (উপদেশ দিয়াছিলেন)। ৩২

"তিনি সলিলসদৃশ (স্বচ্ছ), এক, দ্রষ্টা, ও অদ্বৈত হন। হে সম্রাট্, ইহাই ব্রহ্মরূপ লোক, ইহা জীবের পরম গতি, ইহা ইঁহার পরম বিভূতি, ইহা ইঁহার পরম লোক, ইহা ইঁহার পরম আনন্দ। এই আনন্দেরই অংশমাত্র অবলম্বনে অপর জীবগণ জীবনধারণ করে।" যাজ্ঞবল্ক্য সম্রাট্কে এইরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন। ৩২

স যো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবত্যন্যেষামধিপতিঃ সর্বৈর্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দোঽথ যে শতং মনুষ্যাণামানন্দাঃ স একঃ পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দোঽথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দাঃ স একো গন্ধর্বলোক আনন্দোঽথ যে শতং গন্ধর্বলোক আনন্দাঃ স একঃ কর্মদেবানামানন্দো যে কর্মণা দেবত্বমভিসম্পদ্যন্তেঽথ যে শতং কর্মদেবানামানন্দাঃ স এক আজানদেবানামানন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথ যে শতমাজানদেবানামানন্দাঃ স একঃ প্রজাপতিলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথ যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দাঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দো যশ্চ

শ্রোত্রিয়োহবৃজিনোহকামহতোঽথৈষ এব পরম আনন্দ এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত ঊর্ধ্বং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহীত্যত্র হ যাজ্ঞবল্ক্যো বিভয়াঞ্চকার মেধাবী রাজা সর্বেভ্যো মাঽন্তেভ্য উদরৌৎসীদিতি ॥ ৩৩

[যে আনন্দমাত্রা অবলম্বনে ব্রহ্মাদি জীবগণ জীবনধারণ করেন, তদবলম্বনে পরমাত্মার উপদেশ দেওয়া হইতেছে]—মনুষ্যাণাম্ (মানুষদের মধ্যে) যঃ কঃ (যে কেহ) রাদ্ধঃ (অবিকলাঙ্গ), সমৃদ্ধঃ (ভোগোপকরণ-সম্পন্ন), অন্যেষাম্ (অপর [মানুষদের]) অধিপতিঃ, সর্বৈঃ মানুষ্যকৈঃ ভোগৈঃ (মানুষলভ্য সর্বপ্রকার ভোগে) সম্পন্নতমঃ (সর্বাধিক সম্পন্ন) ভবতি, সঃ (তিনি) মনুষ্যাণাম্ পরমঃ আনন্দঃ (মানবীয় আনন্দের চরম নিদর্শন)। অথ যে শতম্ মনুষ্যাণাম্ আনন্দাঃ (মানুষদিগের যে একশত আনন্দ, মানুষের চরম আনন্দটি শতগুণিত হইলে) সঃ জিতলোকানাম্ (যাঁহারা [শ্রাদ্ধাদি কর্মের দ্বারা] পিতৃলোক জয় করিয়াছেন সেই) পিতৄণাম্ (পিতৃগণের) একঃ (একটি) আনন্দঃ [ইত্যাদি একরূপ]। গন্ধর্বলোকে আনন্দাঃ। যে কর্মণা (যাঁহারা অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত কর্মের দ্বারা) দেবত্বম্ অভিসম্পদ্যন্তে (দেবত্ব প্রাপ্ত হন) [সেই] কর্মদেবানাম্। আজানদেবানাম্ (আজানতঃ, অর্থাৎ জন্ম হইতেই, যাঁহারা দেবতা তাঁহাদের)। যঃ (যিনি) শ্রোত্রিয়ঃ (অধীতবেদ), অবৃজিনঃ (পাপশূন্য, যথাবিহিত কর্মকারী), [আজানদেবগণের, নীচের সকল আনন্দে] অকামহতঃ (বীতস্পৃহ) চ (তাঁহার আনন্দও আজানদেবগণের তুল্য)। প্রজাপতিলোকে (বিরাট্শরীরে)। ব্রহ্মলোকে (হিরণ্যগর্ভশরীরে)। অথ (অতঃপর, হিরণ্যগর্ভানন্দের পরে) এষঃ এব (যে আনন্দের কণামাত্রের দ্বারা অপরেরা জীবনধারণ করেন, সেই আনন্দই) পরমঃ আনন্দঃ, এষঃ ব্রহ্মলোকঃ [পূর্ববৎ ব্যাখ্যা দ্রঃ]। মেধাবী রাজা মা (আমাকে) সর্বেভ্যঃ অন্তেভ্যঃ (সমস্ত প্রশ্ননির্ণয়-বিষয়ে) উদরৌৎসীৎ (উপরুদ্ধ, বাধ্য, করিয়াছেন) ইতি (এই মনে করিয়া) অত্র হ (এই বাক্যে) যাজ্ঞবল্ক্যঃ বিভয়াঞ্চকার (ভীত হইলেন)। ৩৩

"মানুষদিগের মধ্যে যিনি অবিকলাঙ্গ, সমৃদ্ধ, অপরদের অধিপতি, মানুষলভ্য সমস্ত ভোগে সর্বাধিক অধিকারী হন, তিনি মানবীয় আনন্দের সর্বোত্তম নিদর্শন।[১] আবার মানুষদিগের যাহা এক শত আনন্দ, উহা লব্ধলোক পিতৃগণের একটি আনন্দ। লব্ধলোক পিতৃগণের যাহা এক শত আনন্দ, উহা গন্ধর্বলোকের একটি আনন্দ। গন্ধর্বলোকের যাহা এক শত আনন্দ, উহা—যাঁহারা কর্মের দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই—কর্মদেবগণের একটি আনন্দ। কর্মদেবগণের যাহা এক শত আনন্দ, উহা আজানদেবগণের একটি আনন্দ; যিনি শ্রোত্রিয়, নিষ্পাপ, ও অকামহত, তাঁহার আনন্দও অনুরূপ। আজান-দেবগণের যাহা এক শত আনন্দ, উহা প্রজাপতিলোকের একটি আনন্দ; যিনি শ্রোত্রিয়, নিষ্পাপ, ও অকামহত, তাঁহার আনন্দও অনুরূপ।[২] প্রজাপতিলোকের যাহা এক শত আনন্দ, উহা হিরণ্যগর্ভের একটি আনন্দ; যিনি শ্রোত্রিয়, নিষ্পাপ, ও অকামহত, তাঁহার আনন্দও অনুরূপ। হে সম্রাট্, অতঃপর ইনিই পরম আনন্দ, ইনিই ব্রহ্মরূপ লোক।[৩]"—যাজ্ঞবল্ক্য ইহা বলিলেন। (রাজা বলিলেন)—"আমি আপনাকে এক সহস্র (গাভী) দিতেছি। অতঃপর মুক্তি-বিষয়েই বলিতে থাকুন।" "মেধাবী রাজা আমায় সমস্ত প্রশ্নমীমাংসার জন্য উপরুদ্ধ করিতেছেন," এই মনে করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য এই বাক্যে ভীত হইলেন।[৪] ৩৩

১। মানুষকেই "আনন্দ" বলা হইল; কারণ বস্তুতঃ সমস্ত জগৎ এক আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরই বিবর্ত—ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু নাই (৪।৩।৩১)।

২। শ্রোত্রিয়ত্ব, নিষ্পাপত্ব, ও অকামহতত্বের বারংবার উল্লেখ থাকিলেও বুঝিতে হইবে যে, শ্রোত্রিয়ত্ব ও নিষ্পাপত্ব সকল ভূমিতেই সমান হইলেও কামানুসারে উৎকর্ষবশতঃ শ্রেষ্ঠতর লোক প্রাপ্ত হয় (তৈঃ ২।৮)।

৩। এখানে [illegible] নিবৃত্তি ও সমস্ত আনন্দের একীভাব ঘটে। ইনিই ভূমা (ছাঃ ৭।২৩।১) ও সম্প্রসাদ শব্দবাচ্য (ছাঃ ৮।১২।৩)।

৪। যাজ্ঞবল্ক্য ভাবিলেন, "আমি একটি মাত্র ইচ্ছাবর দিয়াছি; কিন্তু এখন আমি যাহাই বলিতেছি তাহাকেই ইনি ইঁহার মুক্তিবিষয়ক প্রশ্নেরই কেবল আংশিক মীমাংসারূপে ধরিয়া লইতেছেন; এবং এইরূপে একটি মাত্র বর যাচ্ঞাচ্ছলে আমার সমস্ত প্রশ্নেরই মীমাংসা করিতে বাধ্য করিতেছেন।" যাজ্ঞবল্ক্য যদিও পূর্বেই দৃষ্টান্তসহকারে বিদ্যা ও অবিদ্যা এবং তাহাদের ফল মুক্তি ও বন্ধন বর্ণনা করিয়াছেন (পরের অংশটি দ্রঃ), তথাপি পূর্বকথিত স্থলগুলি দৃষ্টান্তরূপে উত্থিত হওয়াতে মুখ্যতঃ মুক্তি বলা হয় নাই। এইজন্যই রাজা পুনর্বার প্রশ্ন করিতেছেন।

স বা এষ এতস্মিন্ স্বপ্নান্তে রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং চ পাপং চ পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি বুদ্ধান্তায়ৈব ॥ ৩৪

[আত্মা যথাক্রমে স্বপ্ন ও জাগরণের দার্ষ্টান্তিক-স্থানীয় পরলোক ও ইহলোকে সঞ্চরণ করেন—ইহা ৪।৩।৭এ সূচিত হইয়াছে। উহারই বিস্তারের জন্য এবং জন্ম ও মৃত্যুকালে কিরূপে ও কি জন্য দেহেন্দ্রিয়ের গ্রহণ ও পরিত্যাগ হয় তাহা দেখাইবার জন্য আরম্ভ হইতেছে। ৪।৩।১৭তে আত্মাকে মোক্ষের দৃষ্টান্তস্বরূপ সুষুপ্তিতে ছাড়িয়া আসা হইয়াছে। কিন্তু তদবস্থ আত্মার সংসারগতি বর্ণনা করা চলে না বলিয়া বর্তমান কণ্ডিকায় তাঁহাকে সুষুপ্তি হইতে জাগরণে আনা হইতেছে। অবতারণাদি ১৬ কণ্ডিকায় দ্রঃ]। ৩৪

"উক্ত এই প্রত্যগাত্মা (সুষুপ্তির পরে) এই স্বপ্নাবস্থায় সুখ ও বিচরণফল উপভোগ করিয়া পুনর্বার বিপরীতক্রমে পূর্বাবস্থা জাগ্রদ্দশায় ফিরিয়া আসেন। ৩৪

তদ্ যথাঽনঃ সুসমাহিতমুৎসর্জদ্ যায়াদেবমেবায়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনাঽন্বারূঢ় উৎসর্জন্ যাতি যত্রৈতদূর্ধ্বোচ্ছ্বাসী ভবতি ॥ ৩৫

[এই দেহ হইতে দেহান্তরে গমন, দেহ হইতে আপনাদের আগমনেরই ন্যায়]। তৎ (দৃষ্টান্ত এই)—সুসমাহিতম্ (সম্ভারে পূর্ণ, ভারভারাক্রান্ত) অনঃ (শকট) যথা উৎসর্জৎ (উচ্চরব করিতে করিতে) [শকটচালকের দ্বারা অধিরূঢ় হইয়া] যায়াৎ (গমন করে), এবম্ এব অয়ম্ শারীরঃ (শরীরাবস্থিত) আত্মা (লিঙ্গোপাধি জীবাত্মা) প্রাজ্ঞেন আত্মনা (পরমাত্মার দ্বারা) অন্বারূঢ়ঃ (অধিষ্ঠিত, অবভাস্যমান, হইয়া) যত্র এতৎ ঊর্ধ্বোচ্ছ্বাসী ভবতি (যখন তিনি এইরূপ [মুমূর্ষুকালে] ঊর্ধ্বশ্বাসী হন, তখন) উৎসর্জন্ ([মরণযন্ত্রণায়] আর্তনাদ করিতে করিতে) যাতি (যান)। ৩৫

"অতিভারাক্রান্ত শকট যেমন উচ্চ শব্দ করিতে করিতে যায়, ঠিক তেমনি এই শরীরাধিষ্ঠিত জীবাত্মা যখন ঊর্ধ্বশ্বাসী হন, তখন পরমাত্মার দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া শব্দ করিতে করিতে যান।[১] ৩৫

১। আত্মার গতি নাই; তথাপি আত্মজ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত প্রাণপ্রধান লিঙ্গশরীরের উৎক্রমণকেই আত্মার উৎক্রমণ বলা হয় (প্রঃ ৬।৩); কারণ তিনি বুদ্ধিসাদৃশ্যবশতঃ ক্রিয়াবান্ বলিয়া প্রতীত হন (বৃঃ ৪।৩।৭)। এই বর্ণনার উদ্দেশ্য, মরণকালীন স্মৃতিলোপ, পরবশ্যতা, পুরুষার্থসাধনে অসামর্থ্য, ও যন্ত্রণা প্রদর্শন করিয়া সংসারে বৈরাগ্য উৎপাদন করা।

স যত্রায়মণিমানং ন্যেতি জরয়া বোপতপতা বাঽণিমানং নিগচ্ছতি তদ্ যথাম্রং বোদুম্বরং বা পিপ্পলং বা বন্ধনাৎ প্রমুচ্যত এবমেবায়ং পুরুষ এভ্যোঽঙ্গেভ্যঃ সংপ্রমুচ্য পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রবতি প্রাণায়ৈব ॥ ৩৬

[ঊর্ধ্বশ্বাসের কাল, কারণ, প্রকার, ও উদ্দেশ্য এই]—সঃ অয়ম্ (এই দেহপিণ্ড) যত্র (যখন) অণিমানম্ ন্যেতি (কৃশ হয়)—জরয়া (জরাদ্বারা) বা উপতপতা বা (অথবা রোগাদিদ্বারা) অণিমানম্ নিগচ্ছতি (শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়) [তখন লিঙ্গোপাধি আত্মা উচ্চরব করিতে করিতে যান, এবং] তৎ (তখন) আম্রম্ বা উদুম্বরম্ বা (আম বা ডুমুর), পিপ্পলম্ বা যথা (যেমন) [বায়ু প্রভৃতি

বহু কারণে] বন্ধনাৎ (বৃন্ত হইতে) প্রমুচ্যতে (পড়িয়া যায়) এবম্ এব অয়ম্ পুরুষঃ (লিঙ্গোপাধি আত্মা) এভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ (এই সকল [চক্ষুরাদি] অঙ্গ হইতে) [বহু কারণে] সংপ্রমুচ্য ([আপনাকে] সম্যক্ বিচ্যুত করিয়া) পুনঃ ([পূর্ব পূর্ব জন্মের ন্যায়] পুনর্বার) প্রাণায় এব (প্রাণের [বিশেষাভিব্যক্তিলাভের] জন্য, দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাত লাভের জন্য [২।২।১, টীকা ৩]) প্রতিন্যায়ম্ (পূর্ব পূর্ব জন্মে যে প্রকারে [দেহ হইতে দেহান্তরে গমন] করিয়াছিলেন, সেই প্রকারে) [কর্ম ও উপাসনার ফলানুসারে] প্রতিযোনি (বিবিধ দেহে) আদ্রবতি (গমন করেন) । ৩৬

"এই দেহ যখন কৃশ হয়, অর্থাৎ জরা অথবা রোগের দ্বারা শীর্ণ হয়, তখন আম্র, উড়ুম্বর, বা পিপ্পল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়, ঠিক তেমনি এই লিঙ্গাত্মা এই সকল দেহাবয়ব হইতে সম্যক্ উৎক্রমণ করিয়া প্রাণের বিশেষাভিব্যক্তির জন্য[১] বিপরীতক্রমে (যথোচিত) দেহে ফিরিয়া যান । ৩৬

১। সুষুপ্তিতে প্রাণের দ্বারা দেহ রক্ষিত হয় (৪।৩।১২) ; কিন্তু মরণে প্রাণ লিঙ্গাত্মার সহিত গমন করে। প্রাণ সহগামী হয় বলিয়া মূলের "প্রাণায়" এর অর্থ "প্রাণের জন্য" না করিয়া "প্রাণের বিশেষাভিব্যক্তির জন্য" করিতে হইল। এই কণ্ডিকারও উদ্দেশ্য বৈরাগ্য উৎপাদন করা—কারণ মানবদেহ জরাদির অধীন ও তাহার মৃত্যু অনিয়মিত।

তদ্ যথা রাজানমায়ান্তমুগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূতগ্রামণ্যোঽন্নৈঃ পানৈরাবসথৈঃ প্রতিকল্পন্তেঽয়মায়াত্যয়মাগচ্ছতীত্যেবং হৈবংবিদং সর্বাণি ভূতানি প্রতিকল্পন্ত ইদং ব্রহ্মায়াতীদ-মাগচ্ছতীতি ॥ ৩৭

[কর্মফল ভোগের জন্যই জীব সমস্ত জগৎকে আত্মীয়রূপে স্বীকার করিয়া দেহ হইতে দেহান্তরে যান। অতএব জীবের কর্মবশাধীন জগৎ জীবের দেহধারণের ও উপভোগের উপযুক্ত সামগ্রী লইয়া প্রস্তুত থাকে]—তৎ (দৃষ্টান্ত)—প্রত্যেনসঃ

(প্রতিপাপের [—তস্করাদির] প্রতিবিধানে নিযুক্ত) উগ্রাঃ ([ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জাত, অথবা ক্রুর কর্মকারী] উগ্রগণ), সূত-গ্রামণ্যঃ ([ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত] সূতগণ, ও গ্রামনেতৃগণ) যথা (যেমন)—অয়ম্ আয়াতি (এই ইনি আসিতেছেন), অয়ম্ আগচ্ছতি (.আসিতেছেন)—ইতি (এইরূপ বলিতে বলিতে) অন্নৈঃ, পানৈঃ, আবসথৈঃ (ভক্ষ্য, পানীয়, ও প্রাসাদ সকল প্রস্তুত রাখিয়া) আয়ান্তম্ রাজানম্ প্রতিকল্পন্তে (আগমনকারী রাজার প্রতীক্ষা করে) এবম্ হ সর্বাণি ভূতানি ([শরীরারম্ভক] ভূতবর্গ) [এবং করণসমূহের অনুগ্রাহক আদিত্যাদি)—ইদম্ ব্রহ্ম (এই [আমাদের] ব্রহ্ম বা ভোক্তা) আয়াতি, ইদম্ আগচ্ছতি—ইতি [জীবের কর্মফল উপভোগের সামগ্রী সহ] এবংবিদম্ প্রতিকল্পন্তে (এইরূপ কর্মফলাভিজ্ঞ সংসারীর জন্য প্রতীক্ষা করে)। ৩৭

"এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—পাপদমনে নিযুক্ত উগ্রগণ, সূতগণ, ও গ্রামনেতৃগণ যেমন 'এই তিনি আসিতেছেন, এই তিনি আসিতেছেন,' এইরূপ বলিতে বলিতে ভোজ্য, পানীয়, ও প্রাসাদাদি প্রস্তুত করিয়া আগমনকারী রাজার প্রতীক্ষা করিতে থাকে, তেমনি ভূতবর্গও 'এই (আমাদের) ভোক্তা আসিতেছেন', 'ইনি আসিতেছেন'—এইরূপ বলিতে বলিতে উক্ত সংসারী জীবের জন্য অপেক্ষা করে। ৩৭

তদ্ যথা রাজানং প্রয়িয়াসন্তমুগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ সূতগ্রামণ্যোঽভিসমায়ন্ত্যেবমেবেমমাত্মানমন্তকালে সর্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি যত্রৈতদূর্ধ্বোচ্ছ্বাসী ভবতি ॥ ৩৮ ॥ ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

তৎ—উগ্রাঃ প্রত্যেনসঃ, সূতগ্রামণ্যঃ যথা [আহূত না হইয়াও] রাজানম্ প্রয়িয়াসন্তম্ অভিসমায়ন্তি (ফিরিয়া যাইতে উদ্যত রাজার অভিমুখে সমবেত হয়) এবম্ এব অন্তকালে (মরণকালে) যত্র এতৎ ঊর্ধ্বোচ্ছ্বাসী ভবতি [৪।৩।৩৫] [তখন]

সর্বে প্রাণাঃ (সকল ইন্দ্রিয়) [ভোক্তার কর্মকালাধীন হই[illegible] আত্মানম্ অভিসমায়ন্তি (এই ভোক্তার অভিমুখে সমবেত হয়)। ৩৮

"এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—পাপদমনে নিযুক্ত উগ্রগণ, সূতগণ, ও গ্রামনেতৃগণ যেমন প্রতিগমনোদ্যত রাজার চারিদিকে সমবেত হয়, ঠিক তেমনি মরণকালে, অর্থাৎ যখন ঊর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয় তখন, ইন্দ্রিয়বর্গ এই ভোক্তার চারিদিকে সমবেত হয়।" ৩৮

চতুর্থাধ্যায়—চতুর্থ (শারীরক) ব্রাহ্মণ

স যত্রায়মাত্মাঽবল্যং ন্যেত্য সংমোহমিব ন্যেত্যথৈনমেতে প্রাণা অভিসমায়ন্তি স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেবান্ববক্রামতি স যত্রৈষ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ পর্যাবর্ততেঽথারূপজ্ঞো ভবতি ॥ ১

[৪।৩।৩৫এ যে দেহান্তরপ্রাপ্তির বর্ণনা সূচিত হইয়াছিল, যাজ্ঞবল্ক্য বর্তমান ব্রাহ্মণে তাহার বিস্তার করিতেছেন]—সঃ অয়ম্ আত্মা ([বিবেচনাধীন] সেই জীবাত্মা) যত্র (যখন) অবল্যম্ [ইব] ([যেন] দুর্বলতা) ন্যেত্য (প্রাপ্ত হইয়া) সংমোহম্ ইব (যেন সংজ্ঞাহীনতা) ন্যেতি (প্রাপ্ত হন), অথ (তখন) এতে প্রাণাঃ (এই ইন্দ্রিয়গণ) এনম্ অভিসমায়ন্তি (ইঁহার নিকটে আসে)। সঃ (সেই আত্মা) এতাঃ (এই সকল) তেজঃ-মাত্রাঃ ([রূপাদির প্রকাশক জ্যোতির অংশস্বরূপ] চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে) সমভ্যাদদানঃ (সম্যক্ গৃহীত বা সংহৃত করিয়া) [স্বপ্নের ন্যায় অসম্যক্ ভাবে নহে—৪।১।১৭, ৪।৩।৯-১১ দ্রঃ] হৃদয়ম্ এব অনু-অবক্রামতি (হৃদয়াকাশে আসেন)। [ইহা তখনই ঘটে], যত্র (যখন) সঃ এষঃ চাক্ষুষঃ পুরুষঃ (চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) পরাঙ্ (বিপরীতভাবে) পরি-আবর্ততে (সকল

দিক্ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন), অথ (তখন) [মুমূর্ষু] অরূপজ্ঞঃ ভবতি (রূপ জানিতে পারেন না) । ১

(যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন)—"সেই আত্মা যখন দুর্বল হন এবং যেন সংজ্ঞাহীন হন, তখন এই ইন্দ্রিয়বর্গ ইঁহার নিকটে আসে। তিনি এই ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্যক্ গ্রহণ করিয়া হৃদয়াকাশেই আসেন।[1] যখন চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী এই দেবতা সকল দিক্ হইতে পরাঙ্মুখ হন,[2] তখন মুমূর্ষু ব্যক্তির আর রূপজ্ঞান হয় না। ১

১। আত্মাতে স্বতঃই কোনও ক্রিয়া না থাকিলেও (৪।৩।৭) বুদ্ধি প্রভৃতির বিক্ষেপবশতঃ বিবিধ ক্রিয়া তাঁহাতে আরোপিত হয়। এইরূপে দেহের দুর্বলতা ও সংজ্ঞাহীনতাকেই আত্মার দুর্বলতা ও সংজ্ঞাহীনতা বলা হইয়াছে। তিনি হৃদয়-পুণ্ডরীকাকাশে আসিলে বুদ্ধি প্রভৃতির বিক্ষেপ প্রশান্ত হয়।

২। আদিত্যেরই অংশবিশেষ চক্ষুর দেবতা। কর্মফলে যতদিন জীবের দেহ থাকে, এই দেবতা ততদিন চক্ষুতে অনুগ্রাহকরূপে থাকেন। কর্মক্ষয় শেষ হইলে তিনি অনুগ্রাহকত্ব ত্যাগ করিয়া আদিত্যপুরুষের সহিত মিলিত হন। অপর ইন্দ্রিয়দেবতার সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে। দেহান্তর-গ্রহণ-কালে ইঁহারা পুনর্বার আসেন। জাগরণাদিতেও এইরূপে কর্মফলবশেই ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব দেবতার অনুগ্রহ লাভ করে কিংবা সাময়িকভাবে তাহাতে বঞ্চিত হয়; কিন্তু মরণকালে ঐ অনুগ্রহের অবসান হয় (৩।২।১৩)। ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃ অনন্ত (১।৫।১৩) হইলেও জীবনকালে ঘটাকাশাদির ন্যায় সঙ্কুচিত থাকে (১।৩।২২)। উঁহারা মরণকালে ভগ্নঘটের আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী হয় এবং দেহগ্রহণকালে সঙ্কুচিত হয় (১।৫।১৩ ; শং ব্রাঃ ১০।৩।৩।৮)।

একী ভবতি ন পশ্যতীত্যাহুরেকীভবতি ন জিঘ্রতীত্যাহু-
রেকীভবতি ন রসয়ত ইত্যাহুরেকীভবতি ন বদতীত্যাহুরেকী-

ভবতি ন শৃণোতীত্যাহুরেকীভবতি ন মনুত ইত্যাহুরেকীভবতি ন স্পৃশতীত্যাহুরেকীভবতি ন বিজানাতীত্যাহুস্তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষ্টো বা মূর্ধ্নো বাঽন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যস্তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি। তং বিদ্যাকর্মণী সমন্বারভেতে পূর্বপ্রজ্ঞা চ ॥ ২

[চক্ষুর্দেবতা নিবৃত্ত হইলে চক্ষুরিন্দ্রিয় হৃদয়াকাশে, অর্থাৎ সেখানে অধিষ্ঠিত লিঙ্গশরীরে] একীভবতি (একীভূত হয়), [এবং লোকে] আহুঃ (বলে)—ন পশ্যতি ([সে] দেখিতেছে না) ইতি, [এইরূপে ঘ্রাণদেবতার নিবৃত্তিতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়] একীভবতি; আহুঃ—ন জিঘ্রতি (আঘ্রাণ করিতেছে না) ইতি; রসয়তে (আস্বাদন করে); বদতি (বলে); শৃণোতি (শ্রবণ করে); মনুতে (চিন্তা করে); স্পৃশতি (স্পর্শ করে); বিজানাতি (জানে)। তস্য হ এতস্য হৃদয়স্য (সেই হৃদয়চ্ছিদ্রের) অগ্রম্ (নাড়ীমুখ, নির্গমনদ্বার) প্রদ্যোততে (উজ্জ্বল হয়)। এষঃ আত্মা ([লিঙ্গশরীরোপাধি] এই জীব) [স্বীয় কর্মফলানুযায়ী] চক্ষুষ্টঃ বা (হয় চক্ষুর ভিতর দিয়া), মূর্ধ্নঃ বা (না হয় ব্রহ্মরন্ধ্রের ভিতর দিয়া), অন্যেভ্যঃ বা শরীরদেশেভ্যঃ (কিংবা অপর অবয়বের ভিতর দিয়া) তেন প্রদ্যোতেন [সেই উজ্জ্বল জ্যোতি অবলম্বনে] নিষ্ক্রামতি (নিষ্ক্রান্ত হন)। তম্ উৎক্রামন্তম্ অনু (উৎক্রমণকারী, অর্থাৎ উৎক্রমণোদ্যত, তাঁহার অনুগমনপূর্বক) প্রাণঃ উৎক্রামতি (উৎক্রমণ করে); সর্বে প্রাণাঃ (সকল ইন্দ্রিয়) উৎক্রামন্তম্ প্রাণম্ অনু উৎক্রামন্তি। [তখন জীবাত্মা] সবিজ্ঞানঃ ভবতি ([পরজন্মপ্রদ উদ্ভূত সংস্কাররূপ] বিশেষজ্ঞানবান্ হন), সবিজ্ঞানম্ এব [গন্তব্যম্] (উক্ত বিশেষজ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত [গন্তব্য দেহকেই]) অনু-অবক্রামতি (পরে পরলোকে, প্রাপ্ত হন)। বিদ্যাকর্মণী (উপাসনা ও কর্মের ফল) তম্ (ঐ জীবকে) সমন্বারভেতে (সম্যক্-অনুসরণ,

আশ্রয়, করে), • পূর্বপ্রজ্ঞা চ (এবং অতীত [কর্ম ও অনুভবজনিত] সংস্কার) [তাঁহার অনুসরণ করে]। ২

"(চক্ষু) একীভূত হয় ; (তখন) লোকে বলে, 'ইনি দেখিতেছেন না।' (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) একীভূত হয় ; লোকে বলে, 'ইনি আঘ্রাণ করিতেছেন না।' (রসনা) একীভূত হয় ; লোকে বলে, 'ইনি আস্বাদন করিতেছেন না।' (বাক্) একীভূত হয় ; লোকে বলে, 'ইনি বলিতেছেন না।' (শ্রবণ) একীভূত হয় ; লোকে বলে, 'ইনি শুনিতেছেন না।' (মন) একীভূত হয় ; লোকে বলে, 'ইনি চিন্তা করিতেছেন না।' (ত্বক্) একীভূত হয় ; লোকে বলে, 'ইনি স্পর্শ করিতেছেন না।' (বুদ্ধি) একীভূত হয় ; লোকে বলে, 'ইনি জানিতেছেন না।' উক্ত হৃদয়ের নিষ্ক্রমণদ্বার তখন সমুজ্জ্বল হয়।[১] চক্ষু, ব্রহ্মরন্ধ্র, বা অপর দেহাবয়বের ভিতর দিয়া এই জীবাত্মা ঐ জ্যোতি অবলম্বনে নিষ্ক্রান্ত হন। তিনি উৎক্রান্ত হইলে প্রাণ উৎক্রমণ করে ; প্রাণ উৎক্রমণ করিলে সকল ইন্দ্রিয় উৎক্রান্ত হয়।[২] তখন জীব বিশেষবিজ্ঞানবান্ হন, এবং পরে উক্ত বিশেষ-বিজ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত দেহান্তরকে প্রাপ্ত হন।[৩] বিদ্যা ও কর্মের ফল ও অতীত সংস্কার তাঁহার সহিত গমন করে।[৪] ২

১। আত্মা স্বপ্নকালে যেমন বাসনাময় অন্তঃকরণবৃত্তিরূপে প্রকাশিত সংস্কার-সমূহকে প্রকাশ করেন (৪।৩।৯, টীকা ৫), তেমনি মৃত্যুকালেও ইন্দ্রিয়গ্রামের উপসংহার হইলে পরজন্মে প্রাপ্য ফলবিষয়ক বুদ্ধিবৃত্তি সকলকে ও গৃহীত তেজোমাত্রার দ্বারা পুষ্ট (৪।৪।১) বাসনাময় বুদ্ধিবৃত্তি সকলকে প্রকাশিত করেন—ইহাই "হৃদয়াগ্রের প্রদ্যোতন"। ইহা অবলম্বনেই লিঙ্গোপাধি জীব নির্গত হন (৪।৪।৩, টীকা দ্রঃ)।

২। প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ পর পর উৎক্রান্ত হয়—এইরূপ অর্থ নহে। জীবাদির

প্রাধান্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বর্ণনামধ্যে পারম্পর্য উদ্ভূত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট লিঙ্গদেহের উৎক্রমণই জীবের উৎক্রমণ (-প্রঃ ৬।৩)।

৩। অতীত কর্মের ফলে মরণকালে ভাবী জন্মবিষয়ক বাসনাই [illegible] প্রবৃত্তি প্রবলাকার ধারণ করে; ঐ বিষয়ে জীবের স্বতন্ত্রতা নাই; অর্থাৎ [illegible] জনিত (৩।২।১৩) ঐ উদ্ভূত সংস্কার অনুযায়ীই ভাবী দেহলাভ হয় (গীতা ৮।[illegible]) সুতরাং সদ্‌গতি লাভের জন্য নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন পুণ্যানুষ্ঠান [illegible]নাদিতে তৎপর হওয়া উচিত, যাহাতে অন্তিমকালে মনে শুভবাসনা উদিত হই[illegible]।

৪। এইগুলিই মুমূর্ষুর পথের সম্বল (=ব্রহ্মানন্দতার, ৪।৩।৩৫)।

তদ্ যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বা[illegible]ক্রম-মাক্রম্যাত্মানমুপসংহরত্যেবমেবায়মাত্মেদং শরীরং [illegible]হত্যা-বিদ্যাং গময়িত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি ॥ ৩

তৎ (দেহান্তরগমন-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই)—তৃণজলায়ুকা (তৃণাশ্রিত জোঁক) যথা (যেরূপ ভাবে) তৃণস্য (ঘাসের) অন্তম্ গত্বা (ডগায় গিয়া) অন্যম্ আক্রমম্ (অপর আশ্রয়কে, ঘাসকে) আক্রম্য (আশ্রয় করিয়া) আত্মানম্ (আপনাকে, শরীরের অবশিষ্টাংশকে) উপসংহরতি ([নূতন আশ্রয়ে] গুটাইয়া লয়) এবম্ এব অয়ম্ আত্মা ইদম্ শরীরম্ (এই শরীরকে) নিহত্য (ফেলিয়া দিয়া)—অবিদ্যাম্ গময়িত্বা ([উহাকে] অচেতন করিয়া) [পূর্বদেহে আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া]—অন্যম্ আক্রমম্ আক্রম্য [প্রসারিত বাসনাদ্বারা শরীরান্তর গ্রহণ করিয়া] আত্মানম্ উপসংহরতি (অপর দেহে আপনাকে গুটাইয়া লন, আত্মাভিমান করেন)। ৩

"দৃষ্টান্ত এই—তৃণাশ্রিত জলৌকা যেমন তৃণের প্রান্তভাগে গমন করিয়া অপর আশ্রয় অবলম্বনপূর্বক (সেখানে) আপনাকে উঠাইয়া লয়, ঠিক তেমনি এই জীব এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া—উহাকে অচেতন করিয়া—অপর আশ্রয় অবলম্বনপূর্বক আপনাকে (তথায়) উঠাইয়া লয়।" ৩

১। বিদ্যা ও কর্মযুক্ত সংস্কারের বলে জীব স্বপ্নাবস্থায় বাসনামাত্র-নির্মিত নূতন দেহে যেমন আত্মাভিমান করেন, মরণকালেও তেমনি পূর্বজন্ম, কর্ম ও উপাসনার সংস্কারবশতঃ বাসনানির্মিত ভাবী ভোগায়তন দেহে আত্মাভিমান করেন এবং পরলোকস্থ সেই দেহকেই প্রাপ্ত হন (৪।৪।২)।

তদ্ যথা পেশস্কারী পেশসো মাত্রামপাদায়ান্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুত এবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বাঽন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বাঽন্যেষাং বা ভূতানাম্ ॥ ৪

তৎ (দেহান্তর-গঠন-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই)—পেশস্কারী (স্বর্ণকার) যথা পেশসঃ মাত্রাম্ অপাদায় (স্বর্ণের অংশবিশেষ পৃথক্ করিয়া, গ্রহণ করিয়া), নবতরম্ (অভিনব) কল্যাণতরম্ (আরও উত্তম) অন্যৎ রূপম্ (অপর আকার) তনুতে (গঠন করে), এবম্ এব অয়ম্ আত্মা ইদম্-শরীরম্ নিহত্য—অবিদ্যাম্ গময়িত্বা—পিত্র্যম্ (পিতৃলোকে উপভোগযোগ্য) বা, গান্ধর্বম্ বা (গন্ধর্বলোকে উপভোগযোগ্য), দৈবম্ বা, প্রাজাপত্যম্ বা, ব্রাহ্মম্ বা, অন্যেষাম্ ভূতানাম্ বা (কিংবা অপর জীবগণের সম্বন্ধী) নবতরম্, কল্যাণতরম্ অন্যৎ রূপম্ (দেহান্তর) কুরুতে (নির্মাণ করেন)। ৪

"দৃষ্টান্ত এই—স্বর্ণকার যেমন কিয়ৎপরিমাণ স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া উহাকে অপর অভিনব ও অধিকতর উত্তম আকার দেয়, ঠিক তেমনি এই জীব এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া—ইহাকে বিচেতন করিয়া—পিতৃলোক, গন্ধর্বলোক, দেবলোক, প্রজাপতিলোক, ব্রহ্মলোক, অথবা অপরাপর জীবের উপযোগী অভিনব ও অধিকতর উত্তম দেহান্তর নির্মাণ করেন।[১] ৪

১। নূতন দেহের উপাদানস্বরূপ স্থূল পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া জীব পরলোকে গমন করেন (দ্রঃ ৩।১।১-৭)।

স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণ-ময়শ্চক্ষুর্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়োঽতেজোময়ঃ কামময়োঽকামময়ঃ ক্রোধময়োঽক্রোধময়ো ধর্মময়োঽধর্মময়ঃ সর্বময়স্তদ্ যদেতদিদংময়োঽদোময় ইতি যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন। অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম কুরুতে যৎ কর্ম কুরুতে তদভি-সম্পদ্যতে ॥ ৫

[আত্মার বন্ধন-নামধেয় উপাধিসকল একত্র দর্শিত হইতেছে]—সঃ (যিনি জন্মমরণাধীন) আত্মা (জীব) অয়ম্ বৈ ব্রহ্ম (ইনি অবশ্যই পরব্রহ্ম)—[ইনিই আবার] বিজ্ঞানময়ঃ (বুদ্ধিতে উপহিত) [৪।৩।৭], [এইরূপে] মনোময়ঃ, প্রাণময়ঃ, চক্ষুর্ময়ঃ, শ্রোত্রময়ঃ—[অর্থাৎ যখন যে ইন্দ্রিয় বৃত্তিমান্ হয়, আত্মাও তত্তদ্রূপে প্রতিভাত হন ; এবং পৃথিবীপ্রধান পার্থিবশরীর ধারণের উপযুক্ত কর্মফল প্রধান হইলে] পৃথিবীময়ঃ [হন], [অথবা অন্যরূপ কর্মফল প্রধান হইলে] আপোময়ঃ ([বরুণাদিলোক-সুলভ] জলময় দেহে উপহিত), বায়ুময়ঃ, আকাশময়ঃ, তেজোময়ঃ (তেজোময় দেবশরীরে উপহিত), অতেজোময়ঃ ([পশ্বাদির ও প্রেতাদির] তেজোহীন শরীরে উপহিত), [এইরূপে দেহেন্দ্রিয়বান্ হইয়া] কামময়ঃ (["ইহা পাইয়াছি, উহা পাইতে হইবে", ইত্যাকার] বাসনাতে উপহিত), অকামময়ঃ ([বাসনা ক্ষুণ্ণ হইলে] শান্তিতে উপহিত), ক্রোধময়ঃ ([কাম বাধা প্রাপ্ত হইলে] ক্রোধে উপহিত), [ক্রোধ শান্ত হইলে] অক্রোধময়ঃ, [কামক্রোধে ও অকামাক্রোধে উপহিত হইয়া] ধর্মময়ঃ অধর্মময়ঃ, [ধর্ম ও অধর্মে উপহিত হইয়া] সর্বময়ঃ [হন ; কারণ ব্যাকৃত জগৎ ধর্মাধর্মেরই ফল]। যৎ (লোকে যে রূপে) [জীব] ইদম্ময়ঃ

(প্রত্যক্ষবিষয়ে উপহিত) অদঃ-ময়ঃ (অপ্রত্যক্ষ বা অনুমিত বিষয়ে উপহিত) ইতি—তৎ (তাহা) এতৎ (এইরূপে [সিদ্ধ হইল])। [সংক্ষেপে বলিতে গেলে, জীব] যথাকারী ([বিধিপ্রতিষেধগম্য কর্ম সকল] যেরূপ সম্পাদন করেন) যথাচারী ([বিধিদ্বারা অনিয়মিত বিষয়] যেরূপ আচরণ করেন) তথা ভবতি (সেইরূপ হন)—সাধুকারী সাধুঃ ভবতি, পাপকারী পাপঃ (পাপী) ভবতি; পুণ্যেন কর্মণা (পুণ্যকর্মের ফলে) পুণ্যঃ (পুণ্যবান্), পাপেন (পাপকর্মের ফলে) পাপঃ ভবতি। অথো খলু আহুঃ ([বন্ধমোক্ষ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ] বলেন)—অয়ম্ পুরুষঃ (জীব) কামময়ঃ এব (কামেরই সহিত একীভূত)। সঃ যথাকামঃ ভবতি (যেরূপ কামনাবান্ হন), তৎক্রতুঃ (সেইরূপ অধ্যবসায়বান্, কৃতনিশ্চয়) ভবতি; যৎক্রতুঃ (যেরূপ কৃতসঙ্কল্প) ভবতি, তৎ কর্ম (সেইরূপ কর্ম) কুরুতে (করেন); যৎ কর্ম (যাদৃশ কর্ম) কুরুতে, তৎ অভিসম্পদ্যতে (তাহার ফল সম্পাদন করেন)। ৫

"যিনি আত্মা তিনি অবশ্যই ব্রহ্ম—ইনিই বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ময়, শ্রোত্রময়, পৃথিবীময়, আপোময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, অতেজোময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়, ধর্মময়, অধর্মময়, সর্বময়। লোকে যে বলে, 'ইনি ইদংময়, ইনি অদোময়'—উহা এইরূপেই সিদ্ধ হইল।[১] ইনি যেরূপ কার্যকারী ও যেরূপ আচারী হন, সেইরূপই হইয়া থাকেন—শুভকারী হইলে সাধু হন এবং পাপাচারী হইলে পাপী হন; পুণ্যকর্মের ফলে পুণ্যবান্ এবং পাপকর্মের ফলে পাপবান্ হন।[২] বিশেষজ্ঞেরা বলেন, 'জীব অবশ্যই কামময়। তিনি যেরূপ কামনাবান্ হন, সেইরূপ কৃতসঙ্কল্প হন; যেরূপ কৃতসঙ্কল্প হন, সেইরূপ কর্ম করেন; যেরূপ কর্ম করেন, সেইরূপ ফল সম্পাদন করেন।'" ৫

১। জীবের অন্তঃকরণ অনেকভাবে বৃত্তিমান্ হয় এবং তাহাকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়া তত্তদাকারে প্রতিভাত হইয়া "সর্বময়" হন। লোকেরা প্রত্যক্ষে কার্য দেখিয়া সিদ্ধান্ত করে যে, এই জীব এক্ষণে ইদংময় বা অদোময়।

২। "শুভকারী…পাপী হন" এই অংশে ইহা বুঝাইতে পারে যে, শুভ ও অশুভকর্মে আত্যন্তিক লিপ্ত হইলেই মাত্র সাধু বা অসাধু হওয়া যায় ; এই ধারণা দূর করার জন্য বলা হইল, "পুণ্যকর্মের…হন।"—অর্থাৎ অতি সামান্য পুণ্য বা পাপের অনুষ্ঠানেও পুণ্য বা পাপের স্পর্শ ঘটে ; অধিক অনুষ্ঠানে ফলাধিক্য হয়।

৩। কেহ কেহ বলেন, পাপ ও পুণ্যই সর্বময়স্বরূপ সংসারের কারণ , কিন্তু তাহা নহে। কামই সংসারের মূল (মুঃ ৩।২।২)। কারণ নিষ্কাম কর্ম ফলারম্ভক হয় না। অর্থাৎ কাম বিনাশের পর জ্ঞানীর দ্বারা কোনও কর্ম আচরিত হইলেও তাহা পাপপুণ্যের জনক হয় না এবং ফল প্রদান করে না।

তদেষ শ্লোকো ভবতি—

তদেব সক্তঃ সহ কর্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য।

প্রাপ্যান্তং কর্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।

তস্মাল্লোকাৎ পুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কর্মণে ॥

ইতি নু কাময়মানোঽথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি ॥ ৬

তৎ ([সংসারের মূল কাম] ঐ বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ ভবতি—সক্তঃ [সন্] (আসক্ত, উদ্ভূতাভিলাষ, হইয়া) কর্মণা সহ ([ফলাসক্ত হইয়া যে কর্ম করিয়াছিলেন] সেই কর্মের সহিত) [তিনি] তৎ এব এতি (সেই ফলই পান) যত্র (যেখানে) অস্য (এই [পরলোকগামী] জীবের) লিঙ্গম্ (পরিচায়ক) মনঃ (মন) নিষক্তম্ (উদ্ভূতাভিলাষ হইয়াছে)। অয়ম্ (জীব) যৎ কিম্ চ, (যাহা কিছু কর্ম) ইহ (ইহলোকে) করোতি (করেন) তস্য কর্মণঃ (সেই কর্মের) অন্তম্ প্রাপ্য (সীমা প্রাপ্ত হইয়া, ভোগ শেষ করিয়া) পুনঃ কর্মণে (কর্ম করিবার জন্য) তস্মাৎ লোকাৎ (ঐ লোক হইতে) অস্মৈ লোকায় (ইহলোকে) ঐতি (আসেন)। কাময়মানঃ (যে ফলাভিলাষী, সে) ইতি নু (এইরূপেই [যাতায়াত করে])।

অথ (পরন্তু) যঃ (যিনি) আত্মকামঃ (আত্মাই যাঁহার নিকট কাম্য, অপর কিছু নহে), [যিনি তাদৃশ হওয়ায়] আপ্তকামঃ (পূর্ণকাম) [হইয়াছেন, এবং পূর্ণকাম হওয়ায়] নিষ্কামঃ [হইয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহা হইতে কাম সম্পূর্ণ নির্মূল হইয়াছে], [যিনি ঐ নিষ্কামতার ফলে] অকামঃ (বাহ্য বিষয়ে আসক্তিহীন) [ও তাহার ফলে] অকাময়মানঃ (কামনাপরতন্ত্র নহেন, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় হইয়াছেন), তস্য (তাঁহার) প্রাণাঃ (ইন্দ্রিয়গণ) [সাধারণ ব্যক্তির ন্যায়] ন উৎক্রামন্তি ([দেহ হইতে] উৎক্রমণ করে না)। [তিনি] ব্রহ্ম এব সন্ (পূর্বেও [স্বরূপতঃ] ব্রহ্ম থাকিয়াই) [বর্তমান দেহেই] ব্রহ্ম অপ্যেতি (ব্রহ্মে লীন হন), [জীবন্মুক্ত হন]। ৬

"ঐ বিষয়ে এই মন্ত্র আছে—'আসক্ত হইয়া জীব সেই ফলই পান যাহাতে ঐ জীবের পরিচায়ক মনটি[১] উদ্ভূতাভিলাষ হইয়াছে। জীব ইহলোকে যাহা কিছু কর্ম করেন, (পরলোকে) সেই কর্মের ভোগ শেষ করিয়া পুনর্বার কর্ম করিবার জন্য পরলোক হইতে ইহলোকে আসেন।' যে ফলাকাঙ্ক্ষী তাহার এইরূপ হয়। পরন্তু যিনি কামনা-পরতন্ত্র নহেন—যিনি অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম, ও আত্মকাম—তাঁহার ইন্দ্রিয়বৃন্দ উৎক্রমণ করে না। ব্রহ্মস্বরূপ তিনি ব্রহ্মেই লীন হন।[২] ৬

১। মূলের "লিঙ্গম্ মনঃ" এর দুই অর্থ হইতে পারে—(১) "মন আত্মার পরিচায়ক"; কারণ মন অবলম্বনে আত্মার পরিচয় পাওয়া যায়, এবং শুদ্ধ মনে তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। (২) মন লিঙ্গদেহের প্রধান অবয়ব; অতএব "মনই লিঙ্গদেহ"।

২। মুক্তি ক্রিয়াদির দ্বারা লভ্য নহে; উহা নিত্য বস্তু এবং আত্মারই স্বরূপ (৪।৩।২৩)। ব্রহ্মভূত ব্রহ্মজ্ঞের গমনাগমন নাই, দেহান্তরপ্রাপ্তিও নাই—ইহাই বুঝাইবার জন্য "ব্রহ্মে লীন হন" বলা হইয়াছে। নতুবা যিনি স্বয়ং ব্রহ্ম, তিনি আবার কোথায় লীন হইবেন?

তদেষ শ্লোকো ভবতি—

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।

অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ ইতি।

তদ্ যথাঽহিনির্ল্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীতৈবমে-বেদং শরীরং শেতেঽথায়মশরীরোঽমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদামীতি হোবাচ জনকো বৈদেহঃ ॥ ৭

তৎ এষঃ শ্লোকঃ ভবতি—অস্য (মানুষের) হৃদি (বুদ্ধিতে) যে কামাঃ (যে সকল তৃষ্ণা) শ্রিতাঃ (আশ্রিত) [আছে], [তে] সর্বে [তাহারা সকলে] যদা (যখন) প্রমুচ্যন্তে (সমূলে বিশীর্ণ হয়), অথ (তখন) মর্ত্যঃ (মরমানুষ) অমৃতঃ (অমর) ভবতি, অত্র (এই শরীরে বর্তমান থাকিয়াই) ব্রহ্ম (ব্রহ্মভাব, মোক্ষ) সমশ্নুতে (প্রাপ্ত হয়) [কঃ ২।৩।১৪]। ইতি। তৎ (ব্রহ্মজ্ঞের দেহান্তরের অপ্রাপ্তি-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই)—মৃতা (প্রাণহীন) অহিঃ-নির্ল্বয়নী (সাপের খোলস) যথা বল্মীকে (উইঢিবি [প্রভৃতিতে]) প্রত্যস্তা (প্রক্ষিপ্ত) [হইয়া] শয়ীত (পড়িয়া থাকে), এবম্ এব ইদম্ শরীরম্ ([ব্রহ্মজ্ঞের] এই দেহ) [অনাত্মভাবে পরিত্যক্ত হইয়া] শেতে (পড়িয়া থাকে)। অথ (অতঃপর) অয়ম্ (জীব) অশরীরঃ ([শরীরে বর্তমান থাকিলেও শরীরাভিমান না থাকায়] বিদেহ), [অতএব] অমৃতঃ, প্রাণঃ ([প্রাণের] প্রাণ, পরমাত্মা) [বৃঃ ৪।৪।১৮; ছাঃ ৬।৮।২], ব্রহ্ম এব, তেজঃ এব (বিজ্ঞানস্বরূপই) [হন]। [জনকের মোক্ষবিষয়ক প্রশ্ন নির্ণীত হইল। অতঃপর] জনকঃ বৈদেহঃ উবাচ হ—সঃ অহম্ [৪।১।২ দ্রঃ]। ৭

উক্ত বিষয়ে এই মন্ত্র আছে—'মানুষের বুদ্ধিতে যত তৃষ্ণা আশ্রিত রহিয়াছে, তাহারা যখন সমূলে বিনষ্ট হয়, তখন মরমানুষ অমর হয়, এই দেহেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়।' এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—প্রাণহীন

সর্পনির্মোক যেমন বল্মীকে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া থাকে, (ব্রহ্মজ্ঞের) এই শরীর ঠিক তেমনি পড়িয়া থাকে। অতঃপর তিনি অশরীর, অমৃত, প্রাণ, ব্রহ্ম, ও তেজই হইয়া থাকেন।" বৈদেহ জনক বলিলেন, "এইরূপে উপদিষ্ট আমি আপনাকে সহস্র (গাভী) দান করিতেছি।১" ৭

১। সর্বস্ব দান না করিয়া গোসহস্রদানের কারণ এই—মোক্ষপদার্থ ও তাহার কারণ আত্মজ্ঞান বিবৃত হইয়াছে বটে; কিন্তু আত্মজ্ঞানের সাধন ও আত্মজ্ঞানের অঙ্গভূত সর্ববাসনাত্যাগরূপ সন্ন্যাসের উপদেশ (৪।৪।২২-২৩) দেওয়া হয় নাই। জনকের উহা শুনিবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু এবারে তিনি "অতঃপর মুক্তিবিষয়েই বলুন"—এইরূপ বলিলেন না; কারণ আত্মজ্ঞানের ন্যায় সন্ন্যাস মুক্তির সাক্ষাৎ সাধন নহে, উহা আত্মজ্ঞানের পরিপাকের সাধন। যজ্ঞের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠেয় কতকগুলি কর্মের ন্যায় উহা আত্মজ্ঞানের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠেয়।

তদেতে শ্লোকা ভবন্তি—

অণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণো
মাং স্পৃষ্টোঽনুবিত্তো ময়ৈব।
তেন ধীরা অপিযন্তি ব্রহ্মবিদঃ
স্বর্গং লোকমিত ঊর্ধ্বং বিমুক্তাঃ ॥ ৮

তৎ (আত্মকাম ব্রহ্মজ্ঞের মুক্তি হয়, এই বিষয়ে) এতে (এই সকল) শ্লোকাঃ ভবন্তি (এই সকল মন্ত্র আছে)—অণুঃ (সূক্ষ্ম, দুর্বিজ্ঞেয়), বিততঃ (বিস্তীর্ণ, পূর্ণব্রহ্মবিষয়ক [মাধ্যন্দিন পাঠান্তর—বিতরঃ=বিস্পষ্ট উত্তরণের হেতুভূত]) পুরাণঃ (চিরন্তন) পন্থাঃ ([মোক্ষসাধন] জ্ঞানমার্গ) মাম্ স্পৃষ্টঃ (আমাকে স্পর্শ করিয়াছে, আমার দ্বারা লব্ধ হইয়াছে), ময়া এব অনুবিত্তঃ (আমারই দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়াছে, জ্ঞানের পরিপক্বতানিবন্ধন ফলপ্রাপ্তিতে পর্যবসিত হইয়াছে)। [মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির

জায় অপরে [illegible] ঐ ফল পাইতে পারেন—১।৪।১০ দ্রঃ]—[অপর] ধীরাঃ (প্রজ্ঞাবান্) [illegible]বিদঃ (ব্রহ্মজ্ঞেরা) তেন (সেই ব্রহ্মবিদ্যামার্গে) বিমুক্তাঃ [সন্তঃ] ([জীবদ্দশায়ই] মুক্ত হইয়া) ইতঃ ঊর্ধ্বম্ (শরীরত্যাগের পর) স্বর্গম্ লোকম্ (মোক্ষধামে) অপিযন্তি (গমন করেন)। ৮

"এই বিষয়ে এই মন্ত্র সকল আছে—'সূক্ষ্ম, বিস্তীর্ণ, পুরাতন মার্গটি আমায় স্পর্শ করিয়াছে, উহা আমার দ্বারা অবশ্যই[১] অনুভূত হইয়াছে। ধীর ব্রহ্মজ্ঞেরা সেই মার্গে মুক্ত হইয়া দেহত্যাগান্তে মোক্ষধামে গমন করেন।' ৮

১। মূলের "এব" (= অবশ্য) শব্দে জ্ঞানীর গর্ব না বুঝাইয়া দেখাইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা এইরূপ অটুট কৃতার্থতা-বুদ্ধি উৎপাদন করে।

তস্মিঞ্ছুক্লমুত নীলমাহুঃ
পিঙ্গলং হরিতং লোহিতং চ।
এষ পন্থা ব্রহ্মণা হানুবিত্ত-
স্তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ ॥ ৯

তস্মিন্ (ঐ মোক্ষমার্গ বিষয়ে, ঐ মোক্ষমার্গকে) [কেহ কেহ] আহুঃ (বলেন)—[উহা] শুক্লম্, উত (অপিচ) নীলম্, পিঙ্গলম্ (বহ্নিশিখাসদৃশ), হরিতম্, লোহিতম্ (জপাকুসুমসদৃশ) চ। [কিন্তু ঐ সকল মত ভ্রান্ত]—এষঃ হ পন্থাঃ [বিচার্য] এই মোক্ষমার্গটি) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মভূত ব্রহ্মজ্ঞের দ্বারা) অনুবিত্তঃ (লব্ধ); [অপর যিনি] পুণ্যকৃৎ (পুণ্যানুষ্ঠাতা হইয়া [পরে সর্বৈষণা ত্যাগ করিয়া]) ব্রহ্মবিৎ [হইয়াছেন এবং] চ তৈজসঃ (জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে একীভূত হইয়াছেন), [তিনিও] তেন (সেই মার্গে) এতি (গমন করেন)। ৯

"'ঐ মার্গবিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে, উহা শুক্ল, নীল, পিঙ্গল, হরিৎ, বা লোহিত।'[১] এই মোক্ষমার্গ ব্রহ্মজ্ঞের দ্বারা লব্ধ হয়;

অন্য যিনি পুণ্যকৃৎ, ব্রহ্মবিদ্, এবং ব্রহ্মভূত, তিনিও ঐ পথে গমন করেন।' ৯

১। নিজ নিজ দৃষ্টির ফলে ইঁহারা ভ্রান্ত হন। ইঁহারা শ্লেষ্মাদির বর্ণে রঞ্জিত সুষুম্নাদি নাড়ীকে (৪।৩।২০) অথবা নানাবর্ণের আধার সূর্যকেই (ছাঃ ৮।৬।১) মোক্ষমার্গ মনে করেন।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ ১০

যে (যাহারা) অবিদ্যাম্ উপাসতে (অবিদ্যার সেবা করে, সাধ্য ও সাধনে তৎপর হয়) [তাহারা] অন্ধম্ তমঃ (দর্শনপ্রতিরোধক বা জ্ঞানপ্রতিবন্ধক অন্ধকারে বা সংসারমার্গে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে)। যে উ (যাহারা আবার) বিদ্যায়াম্ রতাঃ ([কর্মপ্রতিপাদক] ত্রয়ীবিদ্যায় অভিরত) তে (তাহারা) ততঃ ভূয়ঃ ইব (তাহা হইতেও অধিকতর) তমঃ [প্রবিশন্তি]। ১০

"'যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা দর্শনবিঘাতক অন্ধকারে প্রবেশ করে; যাহারা আবার বেদবিদ্যায় রত, তাহারা উহা হইতেও অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে।'' ১০

১। কর্মকাণ্ডের আলোচনায় এইরূপ বুদ্ধি জাত হয়—"বিধিনিষেধই বেদের একমাত্র মর্মার্থ; ব্রহ্মবিদ্যা উহার অভিপ্রেত নহে।(ঈঃ ৯—১১)।

অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্ত্যবিদ্বাংসোঽবুধো জনাঃ ॥ ১১

অনন্দাঃ (নিরানন্দ) নাম তে লোকাঃ (সেই লোক সকল) অন্ধেন তমসা (অজ্ঞানান্ধকারে) আবৃতাঃ। [যাহারা] অবিদ্বাংসঃ (বিদ্যাহীন) অবুধঃ জনাঃ

(অবোধ, আত্মজ্ঞানহীন, ব্যক্তিরা), তে (তাহারা) প্রেত্য (মরণের পর) তান্ অভিগচ্ছন্তি (এই সকল লোকে যায়)। [ঈঃ ৩]। ১১

" 'নিরানন্দ বলিয়া পরিচিত সেই সকল লোক অজ্ঞানতিমিরে আবৃত। যাহারা বিদ্যাহীন ও অবোধ, তাহারা মরণের পর সেখানে যায়।' ১১

আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ ॥ ১২

পূরুষঃ (কোন ব্যক্তি) চেৎ (যদি) অয়ম্ অস্মি (আমি ইনি) ইতি (এইরূপে) আত্মানম্ (পরমাত্মাকে) বিজানীয়াৎ (জানেন), [তবে তিনি] কিম্ ইচ্ছন্ (কোন্ বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিয়া) কস্য কামায় (কাহার প্রয়োজনে) শরীরম্ অনুসঞ্জ্বরেৎ (শরীরের দুঃখের অনুযায়ী দুঃখী হইবেন) ? ১২

" 'কেহ যদি পরমাত্মাকে 'আমি ইনি' এইরূপে জানেন, তবে তিনি কোন্ বস্তুর কামনায় (এবং) কাহার প্রয়োজনে[১] শরীরের দুঃখে দুঃখী হইবেন ?' ১২

১। তিনি সর্বাত্মক হওয়ায় তাঁহার দৃষ্টিতে ভোগ্য বস্তু নাই, ভোক্তাও নাই। সুতরাং দেহোপাধিজনিত দুঃখভোগও নাই।

যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মাস্-
স্মিন্ সংদেহ্যে গহনে প্রবিষ্টঃ।
স বিশ্বকৃৎ স হি সর্বস্য কর্তা
তস্য লোকঃ স উ লোক এব ॥ ১৩

[ব্রহ্মবিদ্ কৃতকৃত্য হন]—অস্মিন্ (এই) সংদেহ্যে (অনেক অনর্থসঙ্কুল)

গহনে (বিষম, বিবেকপ্রতিকূল) [দেহে] প্রবিষ্টঃ আত্মা যস্ত (যাঁহার; যে ব্রহ্মজ্ঞের, নিকট)) অনুবিত্তঃ (অনুলব্ধ [৪।৪।৮]) [ও] প্রতিবুদ্ধঃ ("আমি পরব্রহ্ম" এইরূপে সাক্ষাৎকৃত হইয়াছেন) [অর্থাৎ যিনি সাক্ষাৎকারের দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছেন] সঃ বিশ্বকৃৎ (বিশ্বের কর্তা) [অর্থাৎ কৃতকৃত্য] ; হি (কারণ) সঃ সর্বস্য (সকলের) কর্তা, [সমস্তই] তস্য লোকঃ (আত্মা), সঃ উ [সকলের] লোকঃ এব । ১৩

" 'এই অনর্থবহুল ও বিষম দেহে প্রবিষ্ট আত্মাকে যিনি লাভ ও সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তিনি বিশ্বের কর্তা ; কারণ তিনি সকলের কর্তা, সকলেই তাঁহার আত্মা এবং তিনিই সকলের আত্মা।' ১৩

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং
ন চেদবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ।
যে তদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভব-
ন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি ॥ ১৪

[ব্রহ্মবিদের কৃতকৃত্যতা স্বানুভবসিদ্ধ]—ইহ এব সন্তঃ (এই দেহে থাকিয়াই)—অথ (কোনও প্রকারে) বয়ম্ (আমরা) তৎ (ব্রহ্মকে) বিদ্মঃ (জানিয়াছি) । ন চেৎ (যদি না) [জানিতাম], অবেদিঃ ([আমি] জ্ঞানহীন) [হইতাম], [এবং] মহতী বিনষ্টিঃ (অনন্ত অনর্থপরম্পরা) [হইত], [কেঃ ২।৫] । যে তৎ বিদুঃ (জানেন) তে অমৃতাঃ ভবন্তি ; অথ (পরন্তু) ইতরে (অপরেরা) দুঃখম্ এব অপিযন্তি (দুঃখই প্রাপ্ত হন) । ১৪

" 'এই দেহে থাকিয়াই আমরা কোনও প্রকারে ব্রহ্মকে জানিয়াছি। যদি না জানিতাম, তবে আমি জ্ঞানহীন[১] হইতাম এবং মহা বিনাশ ঘটিত। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হন ; কিন্তু অপরেরা দুঃখই প্রাপ্ত হন।' ১৪

১। অবেদিঃ—বেদঃ—বেদন, জ্ঞান ; বেদঃ যাঁহার আছে তিনি বেদী—বেদিঃ ; ন বেদিঃ—অবেদিঃ।

যদৈতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥ ১৫

যদা (যখন) এতম্ (এই) দেবম্ (দ্যুতিমান্ বা [কর্মফল] দাতা), ভূতভব্যস্য (অতীত ও ভবিষ্যতের, অর্থাৎ কালত্রয়ের) ঈশানম্ (স্বামী) আত্মানম্ (আত্মাকে) অঞ্জসা (সাক্ষাৎ ভাবে) অনুপশ্যতি (গুরুর উপদেশ অনুযায়ী দর্শন করেন), ততঃ (তখন, সেই দর্শনের ফলে) [কাহাকেও] ন বিজুগুপ্সতে (নিন্দা করেন না)। ১৫

"'কেহ যখন এই জ্যোতির্ময় ও ত্রিকালের ঈশ্বর আত্মাকে (গুরুর উপদেশ অনুসারে) সাক্ষাৎভাবে দর্শন করেন, তখন তিনি কাহারও নিন্দা করেন না।[১]' ১৫

১। দ্বৈতদর্শনেই নিন্দা সম্ভব। সর্বাত্মদর্শী কাহার নিন্দা করিবেন?

যস্মাদর্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ততে।
তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্॥ ১৬

[ঈশ্বর কালাবচ্ছিন্ন নহেন]—যস্মাৎ অর্বাক্ (যে ঈশ্বর হইতে অধোবর্তী, যে ঈশ্বরকে পরিচ্ছিন্ন করিতে না পারিয়া তদতিরিক্ত বিষয়ে ব্যাপৃত, থাকিয়া) সংবৎসরঃ অহোভিঃ ([স্বাবয়ব] দিবস সকলের সহিত) পরিবর্ততে (আবর্তিত হয়), তৎ অমৃতম্ জ্যোতিষাম্ জ্যোতিঃ (সেই [সূর্যাদি] জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অমর জ্যোতিকে [মুণ্ড ২।২।৯]) দেবাঃ (দেবগণ) আয়ুঃ হ উপাসতে (আয়ুরূপে উপাসনা করেন)। ১৬

"'যাঁহার নিম্নে সম্বৎসর দিবসসমূহের সহিত আবর্তিত হইতেছে,

সেই জ্যোতির্ময়দিগের অমর জ্যোতিকে দেবগণ আয়ু বলিয়া উপাসনা করেন।¹’’ ১৬

১। এই উপাসনার ফলে দেবগণ আয়ুষ্মান্ হইয়াছেন। অপর আয়ুষ্কামীও তাঁহাকে ঐরূপে উপাসনা করিবেন।

যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ।
তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্ ॥ ১৭

[সর্বাধিষ্ঠান বলিয়া ব্রহ্ম অমৃত]—যস্মিন্ (যাঁহাতে) পঞ্চ (পাঁচটি) পঞ্চজনাঃ ([গন্ধর্বগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, অসুরগণ, ও রাক্ষসগণ ; অথবা ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ ও নিষাদগণ—এই পাঁচ জাতির জীবরূপ] পঞ্চজন), আকাশঃ চ ([সূত্র যাহাতে ওতপ্রোত—৩।৮।১১, সেই] অব্যাকৃতও) প্রতিষ্ঠিতঃ, [আমি] তম্ আত্মানম্ এব (সেই আত্মাকেই) অমৃতম্ ব্রহ্ম মন্যে (অমর ব্রহ্ম বলিয়া মনে করি)। [তাঁহাকে] বিদ্বান্ (জানিয়া) [আমি] অমৃতঃ [হইয়াছি]। ১৭

“ ‘পাঁচটি পঞ্চজন এবং অব্যাকৃত যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত, সেই আত্মাকেই আমি অমর ব্রহ্ম বলিয়া মনে করি। আমি তাঁহাকে জানিয়া অমর হইয়াছি।’ ১৭

প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুঃ।
তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যম্ ॥ ১৮

যে (যাঁহারা) প্রাণস্য প্রাণম্ (প্রাণের প্রাণ), উত (ও) চক্ষুষঃ চক্ষুঃ (নয়নের নয়ন), উত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ (কর্ণের কর্ণ) মনসঃ মনঃ (মনের মনকে) [কেঃ ১।২] বিদুঃ (জানিয়াছেন), তে (তাঁহারা) পুরাণম্ (শাশ্বত) অগ্র্যম্ (সর্বাগ্রণী, অনাদি), ব্রহ্ম নিচিক্যুঃ (নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন)। ১৮

* 'যাঁহারা প্রাণের প্রাণ, নয়নের নয়ন, শ্রবণের শ্রবণ, ও মনের মনকে জানিয়াছেন,[১] তাঁহারা শাশ্বত ও অনাদি ব্রহ্মকে নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন।' ১৮

১। প্রাণ প্রভৃতি জড় ও করণ; সুতরাং কুঠারাদি করণ যেমন আপনাদিগ হইতে ভিন্ন চেতন পুরুষের অধীন, তেমনি প্রাণাদিও চেতনের অধীন—ইঁহারা এতাদৃক অনুমানের সাহায্যে ব্রহ্মকে জানিয়াছেন।

মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ ১৯

[ব্রহ্মদর্শনের সাধন বলা হইতেছে]—মনসা এব (মনেরই দ্বারা) অনুদ্রষ্টব্যম্ (আচার্যোপদেশের অনুযায়ী দ্রষ্টব্য)। ইহ (এই ব্রহ্মে) নানা কিঞ্চন ([স্বগত, স্বজাতীয়, বা বিজাতীয়] কোনও প্রকার ভেদই) ন অস্তি (নাই)। যঃ (যিনি) ইহ নানা ইব (ভিন্নপ্রায় বস্তু) পশ্যতি (দেখেন) সঃ মৃত্যোঃ মৃত্যুম্ আপ্নোতি (মৃত্যুর পর মৃত্যুকে পান, পুনর্বার জন্মমৃত্যুর অধীন হন)। ১৯

* 'মনেরই দ্বারা ব্রহ্ম অনুদ্রষ্টব্য।[১] ইঁহাতে কোনও ভেদ নাই। যিনি ইঁহাতে ভেদপ্রায় কিছু দেখেন,[২] তিনি পুনঃপুনঃ মৃত্যুর অধীন হন।' ১৯

১। শ্রুতিতে ব্রহ্মকে বাক্যমনের অতীত বলা হইয়াছে সত্য; কিন্তু মন যখন শ্রবণাদির দ্বারা সংস্কৃত হইয়া তদাকারাকারিত হয়, অর্থাৎ শুদ্ধ মনে যখন অখণ্ড-ব্রহ্মাকারা বৃত্তির উদয় হয়, তখন ব্রহ্মকে বৃত্তিব্যাপ্য বলা হয়। কিন্তু তিনি ফলব্যাপ্য নহেন, অর্থাৎ চিদাভাসের প্রকাশ্য নহেন—জ্ঞানের বিষয়রূপে অবগম্য নহেন; কেন না তিনি জ্ঞাতার স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহেন।

২। অবিদ্যা থাকিলে ভেদজ্ঞান দূর হয় না; কারণ উহা অবিদ্যাদ্বারা আরোপিত। জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় প্রভৃতি বিভাগও অবিদ্যাসম্ভূত।

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রময়ং ধ্রুবম্।
বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ ॥ ২০

অপ্রময়ম্ (—অপ্রমেয়ম্, অজ্ঞেয়) ধ্রুবম্ (কূটস্থ, অবিচল) এতৎ (এই) [ব্রহ্ম] একধা এব (কেবল এক [বিজ্ঞানঘন, একরস, ও আকাশের ন্যায় নিরন্তর] রূপে) অনুদ্রষ্টব্যম্। আত্মা বিরজঃ ([ধর্মাধর্মাদি] মলশূন্য), আকাশাৎ পরঃ (অব্যাকৃত হইতে ভিন্ন, সূক্ষ্ম, বা ব্যাপী), অজঃ (জন্মাদি [ছয় বিকার—জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, মরণ] শূন্য), মহান্ (অনন্ত), ধ্রুবঃ (অবিনাশী)। ২০

" 'অপ্রমেয় ও ধ্রুব ইনি একই রূপে অনুদ্রষ্টব্য।' এই আত্মা বিরজ, অব্যাকৃতেরও অতীত, অজ, মহান্, ও অবিনাশী।' ২০

১। অপ্রমেয়—প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা অজ্ঞেয়; কিন্তু শ্রুতি হইতে জ্ঞেয়। শ্রুতিও কিন্তু সাক্ষাৎভাবে স্বর্গাদি-বিষয়ের ন্যায় ব্রহ্মোপদেশ দেন না, পরন্তু জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান প্রভৃতি নিষেধের দ্বারাই (২।৪।১৪, ৪।৫।১৫) পরব্রহ্মের নির্দেশ করেন। সুতরাং "অপ্রমেয়" অথচ "অনুদ্রষ্টব্য" এইরূপ বলা অযৌক্তিক নহে। ব্রহ্মে আত্মভাব করা, অর্থাৎ অনাত্মবিষয়ে আত্মভাব ত্যাগ করাই, ব্রহ্মজ্ঞান।

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ। ইতি ॥ ২১

ধীরঃ ব্রাহ্মণঃ (ধীমান্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু) তম্ এব (সেই আত্মাকেই) [শাস্ত্র ও আচার্যের নিকট] বিজ্ঞায় (জানিয়া) প্রজ্ঞাম্ কুর্বীত (তত্ত্বপরায়ণ বুদ্ধি অবলম্বন করিবেন)। [তিনি] বহূন্ শব্দান্ (বহু শব্দ) ন অনুধ্যায়াৎ (চিন্তা করিবেন না,) হি তৎ (উহা) বাচঃ বিগ্লাপনম্ (বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানিকর) [মুঃ ২।২।৫]। ইতি। ২১

" 'ধীমান্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু সেই আত্মার বিষয় জানিয়া প্রজ্ঞা

অবলম্বন করিবেন। তিনি বহু শব্দের চিন্তা করিবেন না,[১] কারণ উহা বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানিকর।' ২১

১। আত্মার সহায়ক ও আত্মৈকত্বপ্রতিপাদক অন্য শব্দের চিন্তাভিন্ন অন্য চিন্তা করিবেন না—"ওমিত্যেবং ধ্যায়থ" (মু: ২।২।৬)।

স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ স ন সাধুনা কর্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ানেষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসংভেদায় তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেনৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি। এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি। এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণোভে হ্যেতে এষণে এব ভবতঃ। স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্যো ন হি শীর্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যত্যেতমু হৈবৈতে ন তরত ইত্যতঃ পাপমকরবমিত্যতঃ কল্যাণমকরবমিত্যুভে উ হৈবৈষ এতে তরতি নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ ॥ ২২

[ব্রহ্মোপদেশেই সমস্ত বেদের সার্থকতা—ইহা দেখান হইতেছে]—যঃ অয়ম্ বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু (যিনি বুদ্ধিতে উপহিত ও ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে অবস্থিত) [বলিয়া পূর্বে উপদিষ্ট হইয়াছেন—৪।৩।৭] সঃ বৈ (পূর্বোক্ত তিনি) এষঃ (এই) মহান্ অজঃ আত্মা (পরমাত্মাই [অন্য কেহ নহেন]) ; [সুষুপ্তিকালে এই জীব] অন্তর্হৃদয়ে এষঃ যঃ আকাশঃ (হৃদয়মধ্যে আকাশশব্দবাচ্য যে পরমাত্মা আছেন) তস্মিন্ শেতে (তাঁহাতে শয়ন করেন [২।১।১৭]) । [ব্রহ্মবিদ্যার ফলে ব্রহ্মভূত সেই জীব] সর্বস্য (সকলের) বশী (নিয়ামক) [৩।৮।৯], সর্বস্য ঈশানঃ (প্রভু), সর্বস্য অধিপতিঃ (শাসক ও পালক) । সঃ সাধুনা কর্মণা (শাস্ত্রবিহিত কর্মের দ্বারা) ন ভূয়ান্ (মহীয়ান্ হন না), অসাধুনা (প্রতিষিদ্ধ কর্মের দ্বারা) কনীয়ান্ (হীনতর) ন এব । [ইনি শাসনাদি করিয়াও পাপপুণ্যে লিপ্ত হন না ; কারণ] এষঃ সর্বেশ্বরঃ (সকলের, অর্থাৎ কর্মেরও, ঈশ্বর), এষঃ ভূতাধিপতিঃ (সকল জীবের অধিপতি), এষঃ ভূতপালঃ (সর্বভূতের পালক) । এষাম্ লোকানাম্ (এই লোকসকলের) অসংভেদায় (অমিশ্রণের জন্য, পরস্পরকে পৃথক্ রাখিবার জন্য) এষঃ সেতুঃ বিধরণঃ ([বর্ণাশ্রমাদির] বিধারক বাঁধ বা প্রাচীর) । তম্ এতম্ (উক্ত ইঁহাকে, ব্রহ্মকে) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণাদি ব্রহ্মজিজ্ঞাসুরা) বেদানুবচনেন (মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিয়া, নিত্যস্বাধ্যায়ের দ্বারা), যজ্ঞেন (যজ্ঞের দ্বারা), দানেন (দানের দ্বারা), অনাশকেন (শরীররক্ষার্থ রাগদ্বেষরহিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়সেবন, অর্থাৎ যদৃচ্ছালাভসন্তোষরূপ) তপসা (তপস্যাদ্বারা) [কিন্তু কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদির দ্বারা নহে] বিবিদিষন্তি (জানিতে ইচ্ছা করেন) [গীতা ১৮।৫, ৪।৩০] । এতম্ এব (ইঁহাকেই) বিদিত্বা (জানিলে) মুনিঃ ভবতি (যোগী, জীবন্মুক্ত, হন) [অন্যকে জানিলে নহে] । প্রব্রাজিনঃ (সন্ন্যাসীরা) এতম্ এব লোকম্ (এই আত্মরূপ লোককেই [অন্য লোকত্রয়কে নহে]) ইচ্ছন্তঃ (ইচ্ছা করিয়া) প্রব্রজন্তি (পরিব্রজ্যা অবলম্বন করেন, অর্থাৎ সন্ন্যাসী হন) । তৎ এতৎ (পরিব্রজ্যাবিষয়ে [অর্থবাদবাক্যাত্মক] কারণ এই)—যেষাম্ নঃ (যে আমাদের পক্ষে) অয়ম্ আত্মা অয়ম্ লোকঃ (এই আত্মাই অভিপ্রেত ফল [লোকত্রয় অভিপ্রেত নহে]) [সেই আমরা] প্রজয়া ([বাহ্যলোকের সাধন] সন্তানের দ্বারা) [এবং কর্ম ও উপাসনার দ্বারা] কিম্ করিষ্যামঃ (কি করিব)

ইতি (এই বলে করিয়া) পূর্বে বিদ্বাংসঃ (প্রাচীন আত্মজ্ঞেরা) প্রজাম্ (সন্তান [অর্থাৎ সন্তানাদি বাহ্য সাধন]) হ বৈ (অবশ্যই) ন কাময়ন্তে স্ম (কামনা করেন নাই) [বাহ্য কর্মাদিতে লিপ্ত হন নাই]। তে (তাঁহারা) পুত্রৈষণায়াঃ··· চরন্তি স্ম ; বা···ভবতঃ [৩।৫।১ দ্রঃ]। সঃ এষঃ ..রিষ্যতি [৪।২।৪ দ্রঃ]। অতঃ (এই শরীরাদি ধারণের জন্য) পাপম্ অকরবম্ (আমি পাপ করিয়াছি), [অতএব আমার অনিষ্ট হইবে] ইতি ; অতঃ কল্যাণম্ ([ফলার্থী হইয়া যজ্ঞদানাদি] শুভকর্ম) অকরবম্ [অতএব সুখভোগ করিব] ইতি—এতে (এই উভয় [দুঃখ ও হর্ষের] চিন্তা) এতম্ উ (এই বিদ্বান্‌কে) ন এব হ তরতঃ (অবশ্যই আকুলিত করে না)। এষঃ এতে উভে উ হ (এই [পাপপুণ্যাত্মক] উভয় কর্ম) তরতি এব (অতিক্রম করেন) [তাঁহার পক্ষে উভয় কর্মের ত্যাগ হয়]। কৃত-অকৃতে (সম্পাদিত বা অসম্পাদিত [নিত্য] কর্ম) [ফলোৎপাদন বা প্রত্যবায়োৎপাদন করিয়া] এনম্ (ইঁহাকে) ন তপতঃ (সন্তাপিত করে না) [তাঁহার সমস্ত কর্ম ভস্মসাৎ হয়—গীতা ৪।৩৭]। ২২

"এই যে আত্মা বুদ্ধিতে উপহিত ও ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে অবস্থিত আছেন, তিনি এই মহান্ ও জন্মরহিত পরমাত্মাই বটেন। হৃদয়ের মধ্যে আকাশশব্দবাচ্য যে পরমাত্মা আছেন, তাঁহাতে ইনি (সুষুপ্তিকালে) শয়ন করেন। ইনি সকলের নিয়ামক, সকলের ঈশ্বর, ও সকলের অধিপতি। ইনি শুভকর্মের দ্বারা মহীয়ান্ বা অশুভকর্মের দ্বারা হীনতর হন না ; (কারণ) ইনি সর্বেশ্বর, ইনি ভূতাধিপতি, ও ইনি ভূতপাল। এই লোকসকলকে পরস্পর হইতে পৃথক্ রাখিবার জন্য ইনি তাহাদের বিধারক সেতু। ব্রাহ্মণগণ নিত্যস্বাধ্যায়, যজ্ঞ, দান, ও যদৃচ্ছালাভে সন্তোষরূপ তপস্যার দ্বারা ইঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন।[১] তাঁহারা ইঁহাকে জানিয়াই মুনি হন। পরিব্রাজকগণ এই আত্মাকে পাইবার ইচ্ছায় পরিব্রজ্যা অবলম্বন করেন। এই পরিব্রজ্যার কারণ এই—'আমাদের যাহাদের নিকট

এই আত্মাই একমাত্র অভিপ্রেত ফল, সেই আমরা সন্তান (প্রভৃতির) দ্বারা কি করিব?'—এই মনে করিয়া প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞেরা মোটেই সন্তানকামনা করেন নাই।[২] তাঁহারা পুত্রকামনা, বিত্তকামনা, ও লোককামনা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া ভিক্ষাটন অবলম্বন করিয়াছিলেন; কারণ যাহা পুত্রকামনা তাহাই বিত্তকামনা, এবং যাহা বিত্তকামনা তাহাই পুত্রকামনা—কেন না এই উভয়েই কামনা। এই আত্মা তিনিই যাঁহাকে 'নেতি নেতি' বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি অগ্রহণীয়, কারণ তিনি গৃহীত হন না; তিনি অক্ষয়, কারণ তাঁহার ক্ষয় হয় না; তিনি অসঙ্গ, কারণ তিনি আসক্ত হন না; তিনি অবদ্ধ, অতএব ব্যথিত ও বিনষ্ট হন না। 'এই জন্য পাপ করিয়াছি, এই জন্য পুণ্য করিয়াছি'—এই উভয় চিন্তা ইঁহাকে আকুল করে না, ইনি এই উভয়কে অতিক্রম করেন। কৃত বা অকৃত কর্ম ইঁহাকে সন্তাপিত করে না। ২২

১। কাম্য কর্ম ভিন্ন অপর বৈদিক (যজ্ঞাদি) কর্ম, নিত্যস্বাধ্যায়, ও দান চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়। চিত্তশুদ্ধির পরে সন্ন্যাস ও আত্মজ্ঞান লাভ হয়। সুতরাং কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডরূপ সমস্ত বেদই আত্মজ্ঞানে পর্যবসিত হয়।

২। অতএব ইদানীন্তন মুমুক্ষুরাও এইরূপ করিবেন—ইহাই বিধি।

তদেতদৃচাভ্যুক্তম্—

এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য
ন বর্ধতে কর্মণা নো কনীয়ান্।
তস্যৈব স্যাৎ পদবিৎ তং বিদিত্বা
ন লিপ্যতে কর্মণা পাপকেন। ইতি।

তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি সর্বমাত্মানং পশ্যতি নৈনং পাপ্মা তরতি সর্বং পাপ্মানং তরতি নৈনং পাপ্মা তপতি সর্বং পাপ্মানং তপতি বিপাপো বিরজোঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাডেনং প্রাপিতোঽসীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽহং ভগবতে বিদেহান্ দদামি মাং চাপি সহ দাস্যায়েতি ॥ ২৩ ॥

তৎ এতৎ (এই বস্তুই) ঋচা (মন্ত্রে) অভ্যুক্তম্ (প্রকাশিত হইয়াছে)— ব্রাহ্মণস্য (ব্রহ্মজ্ঞের) এষঃ (ইহা ['নেতি নেতি' ইত্যাদিতে প্রকাশিত]) নিত্যঃ (শাশ্বত) মহিমা ; [কারণ উহা] কর্মণা ন বর্ধতে (কর্মের দ্বারা বর্ধিত হয় না), ন কনীয়ান্ (হ্রাসপ্রাপ্তও হয় না)। তস্য এব (ঐ মহিমারই) পদবিৎ (স্বরূপের জ্ঞাতা) স্যাৎ (হইবে), তম্ (ঐ মহিমাকে) বিদিত্বা (জানিয়া) পাপকেন কর্মণা (পাপকর্মের দ্বারা) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) ইতি। তস্মাৎ (সুতরাং) এবংবিৎ ("কর্ম ও কর্মফলের সহিত আত্মা অসম্বদ্ধ"— ইহা যিনি আপাততঃ জানিয়াছেন তিনি) শান্তঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়ের ব্যাপারে বিরত), দান্তঃ (অন্তঃকরণের তৃষ্ণা হইতে নিবৃত্ত), উপরতঃ (সমস্ত কামশূন্য, সন্ন্যাসী), তিতিক্ষুঃ (সুখদুঃখাদি-দ্বন্দ্বসহিষ্ণু), সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্ত) ভূত্বা (হইয়া) [৩।৫।১] আত্মনি এব (দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতে) আত্মানম্ (প্রত্যক্চৈতন্যকে) পশ্যতি (দেখেন), সর্বম্ (সমস্তকে) আত্মানম্ (আত্মস্বরূপে) পশ্যতি ; পাপ্মা (পাপ) এনম্ (ইঁহাকে) ন তরতি (ধরিতে পারে না), [ইনি] সর্বম্ পাপ্মানম্ (সমস্ত পাপকে) তরতি (অতিক্রম করেন) ; পাপ্মা এনম্ ন তপতি (সন্তপ্ত করে না), সর্বম্ পাপ্মানম্ (পাপকে) তপতি (দগ্ধ করেন)। [তিনি] বিপাপঃ (বিগতপাপ), বিরজঃ (বিগতকাম), অবিচিকিৎসঃ (বিগতসংশয়) ব্রাহ্মণঃ (ব্রহ্মবিদ্, মুখ্যব্রাহ্মণ) ভবতি। [হে] সম্রাট্, এষঃ ব্রহ্মলোকঃ (ব্রহ্মরূপ লোক) ; এনম্ প্রাপিতঃ অসি ([আমার উপদেশে] আপনি ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন)—ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ

উবাচ হ। [জনক]—সঃ অহম্ ভগবতে (আপনাকে) বিদেহান্ (বিদেহভূমি), [এবং উহার] সহ (সহিত) মাম্ চ অপি (আমাকেও) দাস্যায় (দাসকর্মের জন্য) দদামি (দিতেছি) ইতি। ২৩

"এই বস্তুই ঋক্‌মন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে—'ইহা ব্রহ্মজ্ঞের নিত্য মহিমা; (কারণ) ইহা কর্মের দ্বারা বর্ধিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। ঐ মহিমারই স্বরূপ অবগত হইবে। ঐ মহিমাকে জানিলে পাপে লিপ্ত হন না।' এই জন্যই এইরূপ জ্ঞানী শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া দেহেন্দ্রিয়ের মধ্যে আত্মাকে সন্দর্শন করেন—নিখিল বস্তুকে আত্মা বলিয়া সন্দর্শন করেন; পাপ ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইনি সমস্ত পাপকে অতিক্রম করেন; পাপ ইঁহাকে সন্তপ্ত করে না, ইনি সমস্ত পাপকে ভস্মীভূত করেন। ইনি বিপাপ, বিরজ, ও বিগতসন্দেহ ব্রহ্মজ্ঞ হন। হে সম্রাট্, ইহাই ব্রহ্মরূপ লোক; আপনি ইঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন।"—যাজ্ঞবল্ক্য ইহা বলিয়াছিলেন। (জনক বলিলেন)—"এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া আমি আপনাকে বিদেহরাজ্য এবং তাহার সহিত আমাকেও দাসকর্মের জন্য দান করিতেছি।" ২৩

১। এই কণ্ডিকায় পাপ—পাপ ও পুণ্য। বিপাপ্ উভয়াতীত।

স বা এষ মহানজ আত্মাঽন্নাদো বসুদানো বিন্দতে বসু য এবং বেদ ॥ ২৪ ॥

সঃ বৈ ([জনক যাজ্ঞবল্ক্যের আখ্যায়িকায় বর্ণিত] উক্ত) এষঃ আত্মা মহান্, অজঃ, অন্ন-অদঃ ([সর্বভূতে অবস্থানপূর্বক সমস্ত] অন্নের ভক্ষক), বসুদানঃ (ধনের, সর্বপ্রাণীর কর্মফলের, দাতা)। যঃ এবম্ বেদ (আত্মাকে এইরূপ

অন্নাদ ও বসুদান বলিয়া জানেন) [তিনি সর্বভূতের আত্মা হইয়া অন্নভক্ষক হন, এবং] বসু ([সকলের] কর্মফল) বিন্দতে (প্রাপ্ত হন)। [অথবা—যিনি এইরূপ গুণসম্পন্ন বলিয়া আত্মাকে (বেদ) উপাসনা করেন, তিনি অন্নভোক্তা হন ও (বসু) পশুসম্পদাদি প্রাপ্ত হন]। ২৪

উক্ত এই আত্মাই মহান্, অজ, অন্নাদ, ও কর্মফলদাতা। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি (ঐ সকল) ফল লাভ করেন। ২৪

স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ ॥ ২৫॥
ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥

[অধুনা সমগ্র গ্রন্থের অর্থ এখানে সংক্ষেপে বলা হইতেছে]—সঃ বৈ এষঃ মহান্ অজঃ আত্মা অজরঃ (জরাহীন, বিপরিণামশূন্য), [অজ ও অজর বলিয়া] অমরঃ (অবিনাশী), [অতএব] অমৃতঃ (মরণহীন), [জন্মমরণাদিহীন হওয়ায়] অভয়ঃ (ভয়শূন্য, অবিদ্যাশূন্য), ব্রহ্ম (নিরতিশয় মহৎ, অনন্ত)। অভয়ম্ বৈ ব্রহ্ম (অভয়ই ব্রহ্ম)। যঃ এবম্ বেদ, [তিনি] অভয়ম্ হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি। ২৫

উক্ত এই আত্মাই অজ, অজর, অমর, অমৃত, অভয়, ও ব্রহ্ম। অভয়ই ব্রহ্ম।[১] যিনি এইরূপ জানেন, তিনি অভয় ব্রহ্ম হন। ২৫

১। আত্মা জন্মমরণাদি সমস্ত বিকারের অতীত; সুতরাং তিনি তাহাদের কল্পনা-মূলক কাম-কর্ম-মোহাদিরও অতীত। এই সকল না থাকায় তিনি অভয়। অবিদ্যার কার্য ভয় ও বিকার আত্মাতে নিষিদ্ধ হওয়ায় অবিদ্যাও নিষিদ্ধ হইল বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম অভয় বলিয়া প্রসিদ্ধ; অতএব আত্মা ব্রহ্ম।

চতুর্থাধ্যায়—পঞ্চম (মৈত্রেয়ী) ব্রাহ্মণ

অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্যে বভূবতুর্মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব স্ত্রীপ্রজ্ঞৈব তর্হি কাত্যায়ন্যথ হ যাজ্ঞবল্ক্যোঽন্যদ্ বৃত্তমুপাকরিষ্যন্ ॥ ১

মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রব্রজিষ্যন্ বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যাঽন্তং করবাণীতি ॥ ২

[নিগমন স্থানীয় মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ আরম্ভ হইতেছে (ভূমিকা দ্রঃ)। এই ব্রাহ্মণের প্রায় সমস্তই ২।৪ ব্রাহ্মণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে]। অথ (অনন্তর [হেতু অবলম্বনে উপদেশের পর আগম অবলম্বনে নিগমন করা হইতেছে])—হ (একদা) যাজ্ঞবল্ক্যস্য (যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির) দ্বে ভার্যে (দুই পত্নী)—মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ বভূবতুঃ (ছিলেন)। তয়োঃ (তাঁহাদের মধ্যে) মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী (ব্রহ্মবাদ-শীলা) বভূব হ, তর্হি (তখন) কাত্যায়নী স্ত্রীপ্রজ্ঞা এব (নারীজনোচিত [সাংসারিক] বুদ্ধিসম্পন্না) [বভূব]। অথ হ (এতদবস্থায়) যাজ্ঞবল্ক্যঃ অন্যৎ বৃত্তম্ ([গার্হস্থ্যভিন্ন] অন্যবিধ জীবন, সন্ন্যাস) উপাকরিষ্যন্ (স্বীকারে উৎসুক হইয়া) [ছিলেন, এবং] যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—অরে মৈত্রেয়ি ইতি, অহম্ অস্মাৎ স্থানাৎ (এই গার্হস্থ্যাবস্থা হইতে) প্রব্রজিষ্যন্ বৈ অস্মি (পরিব্রজ্যা গ্রহণে উদ্যত হইয়াছি)। হন্ত...ইতি [২।৪।১ দ্রঃ]। ১—২

এখন, যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী ছিলেন—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। তাঁহাদের মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী এবং কাত্যায়নী নারীবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন। এমন সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য অন্যবিধ জীবন অবলম্বনে উৎসুক হইয়া বলিলেন, "প্রিয়ে মৈত্রেয়ি, আমি এই আশ্রম হইতে পরিব্রজ্যা করিতে

উত্তত হইয়াছি। তোমার সম্মতি থাকিলে এই কাত্যায়নীর সহিত তোমার সম্বন্ধের অবসান করিতে চাই।" ১—২

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ স্যাং ন্বহং তেনামৃতাহোত নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাঽস্তি বিত্তেনেতি ॥ ৩ ॥

সা…স্যাৎ, তেন নু অহম্ (তাহার দ্বারা কি আমি) অমৃতা স্যাম্ (অমর হইব), আহো ন [স্যাম্] (অথবা হইব না) ইতি। [২।৪।২ দ্রঃ]। ৩

মৈত্রেয়ী বলিলেন, "হে ভগবন্, যদিই বা ধনপরিপূর্ণা এই সমগ্রা পৃথিবী আমার হয়, আমি কি তদ্দ্বারা অমর হইব কিংবা হইব না?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "না। সম্পৎশালী ব্যক্তিগণের জীবন যেমন (ভোগলিপ্ত) তোমার জীবনও ঠিক তেমনি হইবে, পরন্তু বিত্তের দ্বারা অমরত্বের আশা নাই।" ৩

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি ॥ ৪ ॥

মৈত্রেয়ী বলিলেন, "যদ্দ্বারা আমি অমর হইতে পারিব না, তদ্দ্বারা আমি কি করিব? আপনি যাহা অমরত্বের সাধন বলিয়া অবগত আছেন, কেবল তাহাই আমায় বলুন।" ৪

স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রিয়া বৈ খলু নো ভবতী সতী প্রিয়মবৃধদ্ধন্ত তর্হি ভবত্যেতদ্ব্যাখ্যাস্যামি তে ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি ॥ ৫ ॥

সঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ উবাচ হ—ভবতী (—ভবতী, তুমি) নঃ (আমার নিকট) প্রিয়া বৈ খলু সতী (প্রিয়া থাকিয়াই ; পূর্বেও প্রিয়া ছিলে, এখনও) প্রিয়ম্ অবৃধৎ ([আমার] প্রিয় বিষয়ই বাড়াইলে, বাছিয়া লইলে) । হন্ত, তর্হি (তাহা হইলে) [হে] ভবতি (মহাশয়া), এতৎ (ইহা) ব্যাখ্যাস্যামি···ইতি [২।৪।৪ দ্রঃ] । ৫

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "তুমি পূর্বেও আমার আদরণীয়া ছিলে, এখনও আমার চিত্তানুকূল বিষয়ই নির্ধারণ করিলে। হে প্রিয়ে, তোমার অভিরুচি হইলে তোমার নিকট ইহা ব্যাখ্যা করিব ; কিন্তু আমি যখন ব্যাখ্যা করিতে থাকিব, তখন তুমি উহার অর্থ নিশ্চিতরূপে ধ্যান করিতে যত্ন করিও।" ৫

স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে পশূনাং কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায়

দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বেদানাং কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্বং বিদিতম্ ॥ ৬

সঃ উবাচ হ…নিদিধ্যাসিতব্যঃ [২।৪।৫ দ্রঃ]। অরে মৈত্রেয়ি, আত্মনি খলু দৃষ্টে (আত্মা দৃষ্ট হইলেই), শ্রুতে ([আচার্য ও আগম হইতে] শ্রুত হইলে), মতে ([যুক্তিদ্বারা] বিচারিত হইলে), বিজ্ঞাতে (নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হইলে), ইদম্ সর্বম্ বিদিতম্ (এই সমস্তই জ্ঞাত হয়)। ৬

"…প্রিয়ে মৈত্রেয়ি, আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, বিচারিত, ও বিজ্ঞাত হইলেই এই সমস্ত জ্ঞাত হয়। ৬

ব্রহ্ম তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ ক্ষত্রং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ লোকাস্তং পরাদুর্যো-ঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ দেবাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো দেবান্ বেদ বেদাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো বেদান্ বেদ ভূতানি তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ সর্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনো সর্বং বেদেদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে লোকা ইমে দেবা ইমে বেদা ইমানি ভূতানীদং সর্বং যদয়মাত্মা ॥

স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্ গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৮

স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্ গ্রহণায় শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ৯

স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্ গ্রহণায় বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ ॥ ১০

[৭—১০-এর অন্বয়ার্থাদি—২।৪।৬-৯এ দ্রঃ] । ৭—১০

স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতস্য পৃথগ্ ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানীষ্টং হুতমাশিতং পায়িতময়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতান্যস্যৈবৈতানি সর্বাণি নিঃশ্বসিতানি ॥ ১১

সঃ…ব্যাখ্যানানি [২।৪।১০ দ্রঃ] । ইষ্টম্ (যজ্ঞ), হুতম্ (আহুতি), আশিতম্ (অন্ন), পায়িতম্ (পান), অয়ম্ চ লোকঃ (ইহলোক), পরঃ চ লোকঃ (পরলোক), সর্বাণি চ ভূতানি (সকল প্রাণী) অস্য মহতঃ ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্ । এতানি অস্য এব নিঃশ্বসিতানি । ১১

"…যজ্ঞ, আহুতি, অন্ন, পান, ইহলোক, পরলোক, সকল প্রাণী এই পরমাত্মারই নিঃশ্বাসসদৃশ। এই সকল ইঁহারই নিঃশ্বাসসদৃশ। ১১

স যথা সর্বাসামপাং সমুদ্র একায়নমেবং সর্বেষাং

স্পর্শানাং ত্বগেকায়নমেবং সর্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবং সর্বেষাং রসানাং জিহ্বৈকায়নমেবং সর্বেষাং রূপাণাং চক্ষুরেকায়নমেবং সর্বেষাং শব্দানাং শ্রোত্রমেকায়নমেবং সর্বেষাং সঙ্কল্পানাং মন একায়নমেবং সর্বাসাং বিদ্যানাং হৃদয়মেকায়নমেবং সর্বেষাং কর্মণাং হস্তাবেকায়নমেবং সর্বেষামানন্দানামুপস্থ একায়নমেবং সর্বেষাং বিসর্গাণাং পায়ুরেকায়নমেবং সর্বেষামধ্বনাং পাদাবেকায়নমেবং সর্বেষাং বেদানাং বাগেকায়নম্ ॥ ১২

[অন্বয়ার্থাদি—২।৪।১১ দ্রঃ]। ১২

স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা *অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাঽস্তীত্যরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ১৩

[বিজ্ঞোদয়ে সমস্ত কার্য লয় হইলে আত্মা যেরূপ অবস্থান করেন] সঃ (সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই)—সৈন্ধবঘনঃ (লবণখণ্ড) যথা (যেমন) অনন্তরঃ অবাহ্যঃ (অন্তর ও বাহির—ইত্যাকার ভেদশূন্য [অর্থাৎ তাহার সর্বত্রই লবণ]) কৃৎস্নঃ রসঘনঃ এব (সর্বাংশেই সমরস), অরে, এবম্ বৈ (এইরূপই) অয়ম্ আত্মা (এই আত্মা) অনন্তরঃ, অবাহ্যঃ, কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ এব (সর্বাংশেই কেবল বিজ্ঞানস্বরূপ)। [অপরাংশ— ২।৪।১২ দ্রঃ]। ১৩

"দৃষ্টান্ত এই—লবণখণ্ড যেমন অন্তর্বহিঃশূন্য, সর্বাংশেই সমরস, হে প্রিয়ে, তেমনি এই আত্মা অন্তর্বহিঃশূন্য ও সর্বাংশেই প্রজ্ঞানঘন। (আত্মার পরিচ্ছিন্নতাটি) এই ভূতবর্গ অবলম্বনে প্রকাশ লাভ করিয়া

ভূতবর্গের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হয়। কার্যকরণবিমুক্ত হইলে আর বিশেষ (ব্যক্তিত্ব) বোধ থাকে না। হে প্রিয়ে, আমি ইহাই বলিতেছি।" যাজ্ঞবল্ক্য ইহাই বলিয়াছিলেন। ১৩

সা হোবাচ মৈত্রেয্যত্রৈব মা ভগবান্ মোহান্তমাপীপিপন্ন বা অহমিমং বিজানামীতি স হোবাচ ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীম্যবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মাঽনুচ্ছিত্তিধর্মা ॥ ১৪

সা মৈত্রেয়ী উবাচ হ—অত্র এব (এই প্রজ্ঞানঘনবিষয়েই) ["বোধ থাকে না" ইহা বলিয়া] ভগবান্ (আপনি) মা (আমাকে) মোহান্তম্ (মোহমধ্যে) আপীপিপৎ (—আপীপদৎ, ফেলিলেন); [কারণ—ব্রহ্মে জ্ঞাননাশ হয়, ইহা বোধগম্য নহে]; অহম্ ইমম্ ([কার্যকরণবিমুক্ত হইলে জ্ঞাননাশ হয়] এই কথা) ন বৈ বিজানামি (মোটেই বুঝিতেছি না) ইতি। সঃ উবাচ হ—অরে, অহম্ ন বৈ মোহম্ ব্রবীমি (হেঁয়ালি বলিতেছি না); অরে, অয়ম্ [বিজ্ঞানঘন] আত্মা বৈ অবিনাশী (বিক্রিয়াশূন্য), অনুচ্ছিত্তিধর্মা (উচ্ছেদবিহীন)। ১৪

মৈত্রেয়ী বলিলেন, "এখানেই আপনি আমাকে মোহমুগ্ধ করিলেন; আমি ইহা মোটেই ধারণা করিতে পারিতেছি না।" তিনি উত্তর দিলেন, "প্রিয়ে, আমি মোহজনক কিছুই বলিতেছি না। প্রিয়ে, এই আত্মা অবশ্যই বিকারবিহীন ও উচ্ছেদবিহীন।[১]" ১৪

১। জীবাত্মা কার্যকরণবিমুক্ত হইয়া নিজ পূর্ণ, বিজ্ঞানঘন স্বরূপে অবস্থিত হন—উহা তাঁহার বিনাশ নহে। বিদ্যাবস্থার মিথ্যা, দ্বৈত উপাধিরই—বিশেষজ্ঞানেরই—মাত্র বিনাশ হয়।

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং রসয়তে তদিতর ইতরমভি-

বদতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং স্পৃশতি তদিতর ইতরং বিজানাতি যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং রসয়েৎ তৎ কেন কমভিবদেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং স্পৃশেৎ তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্ যেনেদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্যো ন হি শীর্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিত্যুক্তানুশাসনাঽসি মৈত্রেয্যেতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার ॥ ১৫ ॥ ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥

পশ্যতি (দেখে,) রসয়তে (আস্বাদন করে) [২।৪।১৪]। সঃ এষঃ…রিষ্যতি [৪।২।৪]। বিজ্ঞাতারম্…বিজানীয়াৎ [২।৪।১৪]। মৈত্রেয়ি, ইতি (এইরূপে) উক্ত-অনুশাসনা অসি (তুমি লব্ধোপদেশ হইলে)। অরে, এতাবৎ খলু (এইটুকু মাত্রই, এই আত্মদর্শন মাত্রই) অমৃতত্বম্ (অমরত্বের সাধন)—ইতি উক্ত্বা (বলিয়া) যাজ্ঞবল্ক্যঃ বিজহার হ (চলিয়া গেলেন, সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন)। ১৫

"কারণ যখন (ব্রহ্মে) দ্বৈতপ্রায় হইয়া থাকে, তখন একে অপরকে দেখে, একে অপরকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে আস্বাদন করে, একে অপরকে বলে, একে অপরকে শোনে, একে অপরকে চিন্তা করে, একে অপরকে স্পর্শ করে, একে অপরকে জানে। কিন্তু যখন সমস্ত ইঁহার আত্মাই হইয়া গেল, তখন কি দিয়া কাহাকে দেখিবে, কি দিয়া কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কি দিয়া কাহাকে আস্বাদন করিবে, কি দিয়া কাহাকে বলিবে, কি দিয়া কাহাকে শুনিবে, কি দিয়া

কাহাকে ভাবিবে, কি দিয়া কাহাকে ছুঁইবে, কি দিয়া কাহাকে জানিবে? যাঁহার দ্বারা লোকে এই সমস্তকে জানে, তাঁহাকে কি দিয়া জানিবে? যাঁহাকে 'নেতি নেতি' বলা হয়, ইনিই সেই আত্মা। ইনি অগ্রহণীয়, কারণ ইনি গৃহীত হন না; ইনি অক্ষয়, কারণ ইঁহার ক্ষয় নাই; ইনি অসঙ্গ, কারণ ইঁহার আসক্তি নাই; ইনি বদ্ধ নহেন, অতএব ইঁহার ব্যথা নাই ও বিনাশ নাই। প্রিয়ে, (যিনি সকলের জ্ঞাতা) সেই বিজ্ঞাতাকে কি দিয়া জানিবে? হে মৈত্রেয়ি, এইরূপে তুমি উপদিষ্টা হইলে। প্রিয়ে, অমৃতত্বের সাধন এতদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে।" ইহা বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। ১৫

চতুর্থাধ্যায়—ষষ্ঠ (বংশ) ব্রাহ্মণ

অথ বংশঃ পৌতিমাষ্যো গৌপবনাদ্ গৌপবনঃ পৌতিমাষ্যাৎ পৌতিমাষ্যো গৌপবনাদ্ গৌপবনঃ কৌশিকাৎ কৌশিকঃ কৌণ্ডিন্যাৎ কৌণ্ডিন্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ কৌশিকাচ্চ গৌতমাচ্চ গৌতমঃ ॥ ১

আগ্নিবেশ্যাদাগ্নিবেশ্যো গার্গ্যাদ্ গার্গ্যো গার্গ্যাদ্ গার্গ্যো গৌতমাদ্ গৌতমঃ সৈতবাৎ সৈতবঃ পারাশর্যায়ণাৎ পারাশর্যায়ণো গার্গ্যায়ণাদ্ গার্গ্যায়ণ উদ্দালকায়নাদুদ্দালকায়নো জাবালায়নাজ্জাবালায়নো মাধ্যন্দিনায়নান্মাধ্যন্দিনায়নঃ সৌকরায়ণাৎ সৌকরায়ণঃ কাষায়ণাৎ কাষায়ণঃ সায়কায়নাৎ সায়কায়নঃ কৌশিকায়নেঃ কৌশিকায়নিঃ ॥ ২

ঘৃতকৌশিকাদ্ ঘৃতকৌশিকঃ পারাশর্য্যায়ণাৎ পারাশর্য্যায়ণঃ পারাশর্য্যাৎ পারাশর্য্যো জাতূকর্ণ্যাজ্জাতূকর্ণ্য আসুরায়ণাচ্চ যাস্কাচ্চাসুরায়ণস্ত্রৈবণেস্ত্রৈবণিরৌপজন্ধনেরৌপজন্ধনিরাসুরে-রাসুরির্ভারদ্বাজাদ্ ভারদ্বাজ আত্রেয়াদাত্রেয়ো মাণ্টের্মাণ্টি-র্গৌতমাদ্ গৌতমো গৌতমাদ্ গৌতমো বাৎস্যাদ্ বাৎস্যঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যঃ কৈশোর্য্যাৎ কাপ্যাৎ কৈশোর্য্যঃ কাপ্যঃ কুমারহারিতাৎ কুমারহারিতো গালবাদ্ গালবো বিদর্ভী-কৌণ্ডিন্যাদ্ বিদর্ভীকৌণ্ডিন্যো বৎসনপাতো বাভ্রবাদ্ বৎসন-পাদ্ বাভ্রবঃ পথঃ সৌভরাৎ পন্থাঃ সৌভরোঽয়াস্যাদাঙ্গিরসা-দয়াস্য আঙ্গিরস আভূতেস্ত্বাষ্ট্রাদাভূতিস্ত্বাষ্ট্রো বিশ্বরূপাৎ ত্বাষ্ট্রাদ্ বিশ্বরূপস্ত্বাষ্ট্রোঽশ্বিভ্যামশ্বিনৌ দধীচ আথর্বণাদ্ দধ্যঙ্ঙাথর্বণো-ঽথর্বণো দৈবাদথর্বা দৈবো মৃত্যোঃ প্রাধ্বংসনান্মৃত্যুঃ প্রাধ্বংসনঃ প্রধ্বংসনাৎ প্রধ্বংসন একর্ষেরেকর্ষির্বিপ্রচিত্তে-র্ব্যষ্টের্ব্যষ্টিঃ সনারোঃ সনারুঃ সনাতনাৎ সনাতনঃ সনগাৎ সনগঃ পরমেষ্ঠিনঃ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৩ ॥ ইতি চতুর্থাধ্যায়স্য ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি চতুর্থাধ্যায়ঃ ॥

[ইহা যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ডের বংশ। অবশিষ্টাদি—২।৬ দ্রঃ]।

পঞ্চমাধ্যায়—প্রথম ব্রাহ্মণ

ওঁ ॥ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

ওঁ খং ব্রহ্ম। খং পুরাণং বায়ুরং খমিতি হ স্মাহ কৌরব্যায়ণীপুত্রো বেদোঽয়ং ব্রাহ্মণা বিদুর্বেদৈনেন যদ্বেদিতব্যম্ ॥ ১ ॥ ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥

অদঃ (উহা, ব্রহ্ম) পূর্ণম্ (সর্বব্যাপী, অনন্ত); ইদম্ (এই সোপাধিক কার্যব্রহ্ম) পূর্ণম্ ([স্বস্বরূপে] অনন্ত)। পূর্ণাৎ (কারণব্রহ্ম হইতে) পূর্ণম্ (কার্যব্রহ্ম) উদচ্যতে (উদ্‌গত হন)। পূর্ণস্য (কার্যব্রহ্মের) পূর্ণম্ [= পূর্ণত্বম্] আদায় (পূর্ণত্ব গ্রহণ করিলে, বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যাকৃত ভেদ দূর করিয়া প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্মের সহিত আপনার একত্ব সম্পাদন করিলে) পূর্ণম্ এব (কেবল পূর্ণব্রহ্মই) অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকেন, স্বরূপে অবস্থান করেন)। [যিনি] খম্ ব্রহ্ম (আকাশ-ব্রহ্ম) [তিনি] ওম্ (ওম্-শব্দ-বাচ্য বা ওম্-শব্দ-স্বরূপ)। খম্ পুরাণম্ ([পরমাত্মস্বরূপ] আকাশ চিরন্তন)। কৌরব্যায়ণীপুত্রঃ আহ স্ম হ (বলিয়াছিলেন)—বায়ুরম্ (বায়ুর, অর্থাৎ সূত্রের, আধারই; অব্যাকৃতই) খম্ ইতি। [যেহেতু] যৎ বেদিতব্যম্ (যিনি বিজ্ঞেয়, যে ব্রহ্ম ওঙ্কারের প্রকাশ্য বা বাচ্য) [তাঁহাকে] এনেন (এই প্রণবের দ্বারা) [লোকে] বেদ (জানে); [অতএব] ব্রাহ্মণাঃ বিদুঃ (ব্রাহ্মণেরা জানিয়াছিলেন) [যে], অয়ম্ (এই প্রণব) বেদঃ ([ব্রহ্মের বাচক [বেত্তি অনেন ইতি বেদঃ]])। [অথবা—এই বাক্যে ব্রহ্মের প্রতীকরূপে বিহিত ওঙ্কারের প্রশংসা হইতেছে। যথা—অয়ম্ বেদঃ (উহা সর্ববেদস্বরূপ (ছাঃ ২।২৩।৩), (এবং) যৎ বেদিতব্যম্ (যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে, সমস্তই) এনেন বেদ,—(ইহা) ব্রাহ্মণাঃ বিদুঃ]। ১

তিনি পূর্ণ, ইনিও পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ উদগত হন। পূর্ণের পূর্ণত্ব গ্রহণ (অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞানগোচর) করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন।[১] ওঁ আকাশব্রহ্ম—আকাশ চিরন্তন।[২] কৌরব্যায়ণীপুত্র বলিয়াছিলেন, "বায়ুর আধারই আকাশ।[৩]" যিনি বিজ্ঞেয় (ব্রহ্ম), (লোকে) তাঁহাকে প্রণবেরই দ্বারা জানে বলিয়া ব্রাহ্মণেরা বুঝিয়াছিলেন (যে), উহা (ব্রহ্মের) বাচক। ১

১। যিনি নিরুপাধিক পূর্ণব্রহ্ম তিনিই সোপাধিক পূর্ণব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হন (কঃ ২।১।১০); কিন্তু উপাধিনিবন্ধন তাঁহার স্বরূপের বিচ্যুতি ঘটে না। তাঁহার স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই পূর্ণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—উপাধির প্রতি দৃষ্টি দিলে উহা বলা চলে না। ব্রহ্মের স্বরূপের বিচ্যুতি হয় না বলিয়াই অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে পূর্ণস্বরূপে অবস্থান সম্ভব হয় (১।৪।১০)।

২। "ওম্ খম্ ব্রহ্ম"—এই মন্ত্রটি ধ্যানের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। "খম্" শব্দে পাছে ভূতাকাশ বুঝায়, এই জন্য বলা হইল, "খম্ পুরাণম্"—উহা শাশ্বত। ব্রহ্ম বলিতে যে কোনও বৃহৎ বস্তুকে বুঝাইতে পারে; এই জন্য বলা হইল "খম্ ব্রহ্ম"—খম্ এর দ্বারা বিশেষিত ব্রহ্ম, অর্থাৎ পরমাত্মাই, এখানে গ্রাহ্য। প্রণব ব্রহ্মের বাচক (প্রঃ ৫।৬) বা প্রতীক (মুঃ ২।২।৩)—দুইই হইতে পারে। উহা আবার পরব্রহ্ম বা অপরব্রহ্ম উভয়কেই বুঝাইতে পারে (কঃ ১।২।১৭)।

৩। পূর্বে আকাশশব্দে নির্গুণ ব্রহ্মকে ধরা হইয়াছে; কিন্তু কৌরব্যায়ণীপুত্র ঐ শব্দে অব্যাকৃতকে গ্রহণ করেন। যে মতই লওয়া হউক, তাহাতে প্রণবের বাচকত্ব বা প্রতীকত্ব ব্যাহত হয় না।

পঞ্চমাধ্যায়—দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

ত্রয়াঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমূষুর্দেবা মনুষ্যা অসুরা উষিত্বা ব্রহ্মচর্য্যং দেবা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টা৩ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দাম্যতেতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি ॥ ১

[অধুনা দমাদি সাধনত্রয় বিহিত হইতেছে]—ত্রয়াঃ প্রাজাপত্যাঃ (প্রজাপতির তিন প্রকার সন্তানগণ)—দেবাঃ, মনুষ্যাঃ, অসুরাঃ—পিতরি প্রজাপতৌ (পিতা প্রজাপতির নিকট) ব্রহ্মচর্য্যম্ ঊষুঃ ([শিষ্য হইয়া ব্রহ্মচর্য্যবাস করিয়াছিলেন)। ব্রহ্মচর্য্যম্ উষিত্বা (বাস করিয়া) দেবাঃ ঊচুঃ (বলিলেন)—ভবান্ (আপনি) নঃ (আমাদিগকে) ব্রবীতু (উপদেশ দিন) ইতি। তেভ্যঃ (তাঁহাদিগকে) দ ইতি এতৎ অক্ষরম্ ("দ" এই অক্ষরটি) উবাচ হ, [এবং] জিজ্ঞাসা করিলেন] ব্যজ্ঞাসিষ্টা৩ (=ব্যজ্ঞাসিষ্ট, তোমরা বুঝিলে তো ?) ইতি। ঊচুঃ হ—ব্যজ্ঞাসিষ্ম (আমরা বুঝিয়াছি) ইতি, দাম্যত (তোমরা দান্ত, দমযুক্ত, হও) ইতি নঃ আত্থ (আপনি আমাদিগকে বলিলেন) ইতি। উবাচ হ—ওম্ (হাঁ) ইতি, ব্যজ্ঞাসিষ্ট ইতি। ১

প্রজাপতির তিন (প্রকার) সন্তান—দেবতা, মানুষ, ও অসুর—পিতা প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচর্য্যবাস করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্যবাস করিয়া দেবগণ বলিলেন, "আপনি আমাদিগকে উপদেশ দিন।" (প্রজাপতি) তাঁহাদিগকে "দ" এই অক্ষরটি বলিলেন, (এবং জিজ্ঞাসা করিলেন) "বুঝিলে তো ?" (তাঁহারা) বলিলেন, "বুঝিয়াছি; আপনি আমাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা দান্ত হও।' " (প্রজাপতি) বলিলেন, "হাঁ, বুঝিয়াছ।" ১

অথ হৈনং মনুষ্যা ঊচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদেবাক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টা৩ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দত্তেতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি ॥ ২

অথ (অতঃপর) এনম্ (ইঁহাকে)। দত্ত (তোমরা দান কর)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ২

অতঃপর মানুষেরা ইঁহাকে বলিলেন, "আপনি আমাদিগকে উপদেশ দিন।" তাঁহাদিগকে "দ" এই অক্ষরটি বলিলেন, (এবং জিজ্ঞাসা করিলেন)—"বুঝিলে তো?" (তাঁহারা) বলিলেন, "বুঝিয়াছি, আপনি আমাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা দান কর।'" (প্রজাপতি) বলিলেন, "হাঁ, বুঝিয়াছ।" ২

অথ হৈনমসুরা ঊচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদেবাক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টা৩ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দয়ধ্বমিতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি তদেতদেবৈষা দৈবী বাগনুবদতি স্তনয়িত্নুর্দ দ দ ইতি দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি তদেতৎ ত্রয়ং শিক্ষেদ্ দমং দানং দয়ামিতি ॥ ৩ ॥ ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

দয়ধ্বম্ (তোমরা দয়া কর)।। স্তনয়িত্নুঃ (মেঘরূপী) এষা দৈবী বাক্ (এই দৈববাণী) তৎ এতৎ এব (প্রজাপতির সেই বাণীই) দ দ দ ইতি (এই বলিয়া) [অর্থাৎ] দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বম্ ইতি—অনুবদতি (অনুসরণ, পুনরাবৃত্তি, করে)।। তৎ (সুতরাং) দমম্, দানম্, দয়াম্ ইতি এতৎ ত্রয়ম্ (এই তিনটি) [সকলেই] শিক্ষেৎ (শিক্ষা করিবে)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৩

অতঃপর অসুরেরা ইঁহাকে বলিলেন, "আপনি আমাদিগকে শিক্ষা

দিন।" তাঁহাদিগকে "দ" এই অক্ষরটি বলিলেন, (এবং জিজ্ঞাসা করিলেন)—"বুঝিলে তো ?" (তাঁহারা) বলিলেন, "বুঝিয়াছি ; আপনি আমাদিগকে বলিলেন, 'দয়া কর।' (প্রজাপতি) বলিলেন, "হাঁ, বুঝিয়াছ।"[১] মেঘরূপী দৈববাণী (আজও) ঐ কথারই আবৃত্তি করিয়া বলে, "দ দ দ—দান্ত হও, দান কর, দয়া কর।" সুতরাং দম, দান, ও দয়া এই তিনটি শিক্ষা করা উচিত। ৩

১। দেবতা, মানুষ, ও অসুর এই তিন শব্দকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ না করিয়া বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষেরই পরিচায়ক বলিয়া ধরিতে পারা যায়। যে সকল মানুষ দেবগণের ন্যায় স্বভাবতঃই অদান্ত, তাঁহারাই এখানে দেবতা ; যাঁহারা মানুষের ন্যায় লোভী, তাঁহারা মানুষ ; আর যাঁহারা অসুরের ন্যায় ক্রূর, তাঁহারা অসুর। তিন শ্রেণীর লোকই ব্রহ্মচর্যকালে নিজ নিজ দোষ সম্বন্ধে অবহিত থাকায়, একই 'দ' অক্ষর উচ্চারিত হইলেও, নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী তিন রূপ অর্থ করিলেন। প্রজাপতির সন্তানেরা এই তিনটি উত্তম সাধন অবলম্বন করিয়াছিলেন, অতএব সকল সাধকেরই পক্ষে ঐ তিনটি একত্র গ্রহণ করা উচিত—ইহাই আখ্যায়িকার মর্ম (গীতা ১৬।২১)।

পঞ্চমাধ্যায়—তৃতীয় ব্রাহ্মণ

এষ প্রজাপতির্যদ্ধৃদয়মেতদ্ ব্রহ্মৈতৎ সর্বং তদেতৎ ত্র্যক্ষরং হৃদয়মিতি হৃ ইত্যেকমক্ষরমভিহরন্ত্যস্মৈ স্বাশ্চান্যে চ য এবং বেদ দ ইত্যেকমক্ষরং দদত্যস্মৈ স্বাশ্চান্যে চ য এবং বেদ যমিত্যেকমক্ষরমেতি স্বর্গং লোকং য এবং বেদ ॥ ১ ॥ ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥

[অতঃপর সোপাধিক ব্রহ্মের অনুধ্যানরূপ উপাসনা আরম্ভ হইতেছে]— যৎ হৃদয়ম্ (যাহা হৃদয়, হৃদয়ে অধিষ্ঠিত বুদ্ধি) [বলিয়া খ্যাত, তাহা] এষঃ প্রজাপতিঃ ([পূর্বব্রাহ্মণের উপদিষ্ট] এই প্রজাপতি), এতৎ (এই হৃদয়) ব্রহ্ম, এতৎ সর্বম্ (ইহা সমস্ত)। তৎ এতৎ হৃদয়ম্ ইতি (উক্ত হৃদয় এই নামটি) ত্র্যক্ষরম্ (তিন অক্ষরযুক্ত) ইতি। হৃ ইতি একম্ অক্ষরম্ ("হৃ" ইহা একটি অক্ষর)। যঃ এবম্ বেদ, অস্মৈ (তাঁহার জন্য) স্বাঃ চ অন্যে চ (জ্ঞাতিগণ এবং অপরেরা) অভিহরন্তি (উপহারাদি আনয়ন করে)। দ ইতি একম্ অক্ষরম্। যঃ এবম্ বেদ, অস্মৈ স্বাঃ চ অন্যে চ দদতি ([স্বীয় বীর্য] দান করে)। যম্ ইতি একম্ অক্ষরম্। যঃ এবম্ বেদ, [তিনি] স্বর্গম্ লোকম্ (স্বর্গলোকে) এতি (যান)। ১

হৃদয়ই এই প্রজাপতি; উহা ব্রহ্ম, উহা সমস্ত। উক্ত হৃদয় এই নামটি ত্র্যক্ষর। "হৃ" একটি অক্ষর; যিনি এইরূপ জানেন, তাঁহার জন্য আত্মীয়গণ ও অপরেরা (উপহার) আহরণ করে। "দ" একটি অক্ষর; যিনি এইরূপ জানেন, তাঁহাকে জ্ঞাতিরা ও অপরেরা (স্ববীর্য) দান করে। "য" একটি অক্ষর; যিনি এইরূপ জানেন, তিনি স্বর্গে যান।[১] ১

১। শাকল্যব্রাহ্মণে (৩।৯।২০-২৪) দেখান হইয়াছে, হৃদয়ে নাম রূপ ও কর্মের উপসংহার হয়। সুতরাং উহাই সর্বভূতের অধিষ্ঠান ও সর্বভূতাত্মক প্রজাপতি। অতএব হৃদয়ব্রহ্ম উপাস্য। ইহা স্থির করিয়া প্রথমে হৃদয়ব্রহ্মের নামাক্ষরের উপাসনা বলা হইল। অক্ষরের উপাসনায় তদনুরূপ ফল পাওয়া যায়। যথা— হৃ ধাতুর অর্থ আহরণ করা। বুদ্ধির সহিত সম্বদ্ধ (=আত্মীয়) ইন্দ্রিয়গণ ও অসম্বদ্ধ (=অপর) শব্দাদি বিষয় সকল বুদ্ধির নিকট ভোগ আহরণ করে এবং বুদ্ধি উহা ভোক্তার নিকট লইয়া যায়; তেমনি এই উপাসনার ফলে উপাসক ভোগসমূহ পান। দানার্থক "দা" ধাতুরই একটি রূপ "দ"। ইন্দ্রিয় ও বিষয় হইতে যেমন হৃদয়ব্রহ্ম দান পান, তেমনি উপাসকও জ্ঞাতি প্রভৃতির দান পান। গত্যর্থক "ই" ধাতুর একটি রূপ "য"। ইহার উপাসনায় ফলে উপাসক স্বর্গে যান। যাঁহার নামাক্ষরের উপাসনায় এতাদৃশ ফল হয়, সেই হৃদয়ব্রহ্ম অবশ্য উপাস্য—ইহাই ভাবার্থ।

পঞ্চমাধ্যায়—চতুর্থ ব্রাহ্মণ

তদ্বৈ তদেতদেব তদাস সত্যমেব স যো হৈতং মহদ্ যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি জয়তীমাঁল্লোকাঞ্জিত ইন্নু সাবসদ্ য এবমেতন্মহদ্ যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি সত্যং হ্যেব ব্রহ্ম ॥ ১ ॥ ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥

[হৃদয়ব্রহ্মের সত্যরূপে উপাসনা বিহিত হইতেছে]—তৎ বৈ (সেই যে হৃদয়ব্রহ্ম) তৎ (তিনিই) [প্রকারান্তরে কথিত হইতেছেন]—তৎ এতৎ এব (তিনি এইরূপই) [অর্থাৎ] সত্যম্ এব (সৎ ও ত্যৎ, মূর্ত ও অমূর্ত, বা পঞ্চভূতাত্মক ব্রহ্ম) আস (ছিলেন)। যঃ (যে কেহ) এতন্ হ (এই) মহৎ (শ্রেষ্ঠ), যক্ষম্ (পূজ্য) প্রথমজম্ (সকলের অগ্রজকে) সত্যম্ ব্রহ্ম ইতি বেদ, সঃ [সত্যব্রহ্ম যেমন সমস্ত লোককে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তেমনি] ইমান্ লোকান্ (এই সকল লোক) জয়তি (জয় করেন), [এবং ব্রহ্মের দ্বারা যেমন জগৎ বশীকৃত] ইন্নু (এই প্রকারে) [তাঁহার দ্বারা শত্রু] জিতঃ (পরাজিত হয়) [ও] অসৌ (ঐ শত্রু) অসৎ (অস্তিত্বহীন) [হয়]। যঃ এবম্ এতৎ মহৎ যক্ষম্ প্রথমজম্ সত্যম্ ব্রহ্ম ইতি বেদ, [তাঁহার বিজ্ঞানুরূপ এই ফললাভ হয়]; হি (কারণ) সত্যম্ এব ব্রহ্ম। ১

সেই (যে হৃদয়ব্রহ্ম) তিনিই (কথিত হইতেছেন)—তিনি এতাদৃশ সৎ ও ত্যৎ-স্বরূপই ছিলেন। যে কেহ এই মহান্, পূজ্য, প্রথমজকে সত্যব্রহ্ম বলিয়া জানেন, তিনি এই সকল লোক জয় করেন, এবং এই প্রকারেই তাঁহার শত্রু জিত হয় ও নির্মূল হয়। যিনি এইরূপে এই মহান্, পূজ্য, প্রথমজকে সত্যব্রহ্ম বলিয়া জানেন, (তাঁহার এইরূপ ফললাভ হয়); কারণ সত্যই ব্রহ্ম। ১

পঞ্চমাধ্যায়—পঞ্চম ব্রাহ্মণ

আপ এব ইদমগ্র আসুস্তা আপঃ সত্যমসৃজন্ত সত্যং ব্রহ্ম ব্রহ্ম প্রজাপতিং প্রজাপতির্দেবাংস্তে দেবাঃ সত্যমেবোপাসতে তদেতৎ ত্র্যক্ষরং সত্যমিতি স ইত্যেকমক্ষরং তীত্যেকমক্ষরং যমিত্যেকমক্ষরং প্রথমোত্তমে অক্ষরে সত্যং মধ্যতোঽনৃতং তদেতদনৃতমুভয়তঃ সত্যেন পরিগৃহীতং সত্যভূয়মেব ভবতি নৈবংবিদ্বাংসমনৃতং হিনস্তি ॥ ১

[সত্যব্রহ্মের স্তুতির জন্য বলা হইতেছে]—ইদম্ ([নামরূপাকারে ব্যক্ত] এই জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টির আদিতে) আপঃ এব (জলরূপে, অগ্নিহোত্রাদিতে প্রক্ষিপ্ত দধিপয়আদি তরল আহুতিরূপেই) আসুঃ (ছিল)। তাঃ আপঃ (ঐ জল) সত্যম্ (সত্যকে) অসৃজন্ত (সৃজন করিল)। সত্যম্ ব্রহ্ম ([বৃহৎ, সর্বব্যাপী, মহান্] হিরণ্যগর্ভ)। ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ) প্রজাপতিম্ (বিরাট্কে) [অসৃজত]। প্রজাপতিঃ দেবান্ (দেবগণকে) [অসৃজত]। তে দেবাঃ (উক্ত দেবগণ) সত্যম্ এব উপাসতে (উপাসনা করেন)। তৎ এতৎ সত্যম্ ইতি (সেই এই সত্য নামটি) ত্র্যক্ষরম্। স ইতি একম্ অক্ষরম্, তি (=ৎ) ইতি একম্ অক্ষরম্, যম্ ইতি একম্ অক্ষরম্। প্রথমোত্তমে অক্ষরে (আদি ও অন্ত্য অক্ষরদ্বয়, স ও য) সত্যম্ (সত্যভূত) [কারণ উহারা মৃত্যুর অতীত], মধ্যতঃ (মধ্যবর্তী ৎ) অনৃতম্ (মিথ্যা, মৃত্যুস্বরূপ)। তৎ এতৎ অনৃতম্ উভয়তঃ (উভয় দিকে) সত্যেন (সত্যের দ্বারা) পরিগৃহীতম্ (ব্যাপ্ত, অন্তর্ভুক্ত) [হইয়া] সত্যভূয়ম্ এব (সত্যবহুলই) ভবতি। এবম্-বিদ্বাংসম্ (সত্যবাহুল্য ও মিথ্যার অকিঞ্চিৎকরত্ব যিনি জানেন, তাঁহাকে) অনৃতম্ ([অসকৃৎ] মিথ্যা [উক্তি]) ন হিনস্তি (অভিভূত করে না)। ১

এই জগৎ পূর্বে জলরূপে [1] ছিল। ঐ জল সত্যকে সৃজন করিল। এই সত্য হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভ বিরাট্‌কে, এবং বিরাট্ দেবগণকে সৃজন করিলেন। উক্ত দেবগণ সত্যেরই উপাসনা করেন।[2] সত্য এই নামটিতে তিনটি অক্ষর আছে। "স" একটি অক্ষর, "ত" একটি অক্ষর, এবং "য" একটি অক্ষর। প্রথম ও শেষ অক্ষর দুইটি সত্য, মধ্যবর্তীটি মিথ্যা। এই মিথ্যাটি উভয় দিকে সত্যের দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া সত্যবহুল হয়। যিনি এইরূপ জানেন, মিথ্যা তাঁহার ক্ষতি করে না। ১

১। অগ্নিহোত্রাদির আহুতি জলপ্রধান বলিয়া উহা জলশব্দে উক্ত হইতে পারে। অগ্নিহোত্র-সমাধানের পরেও ঐ জল, অর্থাৎ জলপ্রধান হুতসকল, সূক্ষ্মাকারে থাকিয়া কর্মকর্তার সহিত আপনাদের সম্বন্ধ বজায় রাখে এবং পরে জগদাকারে পরিণত হয়। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে কর্তার সহিত বর্তমান ও জগতের বীজভূত অব্যাকৃত ভূত সকলই জল শব্দের বাচ্য।

২। সৃষ্টির ক্রম দেখাইয়া পূর্বব্রাহ্মণোক্ত বিশেষণগুলির সার্থকতা দেখান হইল। সত্য প্রথম সৃষ্ট ; অতএব প্রথমজ। সেই সত্য ব্রহ্ম, কারণ তিনি মহৎ। তিনি মহৎ, কারণ তিনি সকলের স্রষ্টা। দেবগণ অপরকে ছাড়িয়া সত্যের উপাসনা করেন ; অতএব সত্য পূজনীয়।

তদ্ যৎ তৎ সত্যমসৌ আদিত্যো য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তাবেতাবন্যোন্যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতৌ রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ প্রাণৈরয়মমুষ্মিন্ স যদোৎক্রমিষ্যন্ ভবতি শুদ্ধমেবৈতন্মণ্ডলং পশ্যতি নৈনমেতে রশ্ময়ঃ প্রত্যায়ন্তি ॥ ২

[অধুনা অধিষ্ঠানবিশেষ অবলম্বনে সত্যব্রহ্মের উপাসনা বিহিত হইতেছে]— তৎ যৎ (সেই যে) তৎ সত্যম্ (সেই প্রথমজ ব্রহ্ম), অসৌ (ইনি) আদিত্যঃ

(সূর্য)‍ও [অর্থাৎ] যঃ এষঃ (এই যিনি) এতস্মিন্ মণ্ডলে (এই সূর্যমণ্ডলে) [অভিমানী] পুরুষঃ, চ দক্ষিণে অক্ষন্ (ডান চোখে) [অভিমানী] যঃ অয়ম্ পুরুষঃ [তিনিও সত্য ব্রহ্ম]। তৌ এতৌ (এই উভয় পুরুষ) অন্যোন্যস্মিন্ (একে অপরে) প্রতিষ্ঠিতৌ (প্রতিষ্ঠিত)। রশ্মিভিঃ (কিরণ অবলম্বনে) [দৃষ্টির সহায়ক হইয়া] এষঃ (আদিত্যপুরুষ) অস্মিন্ (অক্ষিপুরুষে) প্রতিষ্ঠিতঃ ; অয়ম্ (অক্ষিপুরুষ) প্রাণৈঃ (ইন্দ্রিয়বৃন্দ-সহায়ে) [আদিত্যপুরুষকে প্রকাশ করিয়া] অমুষ্মিন্ (আদিত্যপুরুষে) [প্রতিষ্ঠিত]। সঃ ([বিজ্ঞানময়] জীবাত্মা) যদা উৎক্রমিষ্যন্ ভবতি (দেহত্যাগে উদ্যত হন), [তখন অক্ষিস্থ আদিত্যপুরুষ রশ্মি সংহৃত করিয়া উদাসীন হন বলিয়া জীব] এতৎ মণ্ডলম্ (এই সূর্যমণ্ডলকে) শুদ্ধম্ এব (রশ্মিহীন [চন্দ্রমণ্ডলতুল্য]) পশ্যতি (দেখেন) ; এতে রশ্ময়ঃ (এই কিরণ সকল) এনম্ ন প্রত্যায়ন্তি (ইঁহার নিকট [আর] আসে না)। ২

যিনি সত্যব্রহ্ম তিনিই আদিত্য—তিনিই আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত পুরুষ এবং দক্ষিণ অক্ষিতে অবস্থিত পুরুষ। এই উভয় পুরুষ পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত—আদিত্যপুরুষ রশ্মি অবলম্বনে অক্ষিপুরুষে প্রতিষ্ঠিত এবং অক্ষিপুরুষ ইন্দ্রিয়বৃন্দের সহায়ে আদিত্যপুরুষে প্রতিষ্ঠিত। জীবাত্মা যখন দেহত্যাগে উদ্যত হন, তখন এই আদিত্যমণ্ডলকে রশ্মিহীন দেখেন, (তখন) এই রশ্মি সকল ইঁহার নিকট আসে না।[১] ২

১। পরস্পরের উপকার হইতে প্রমাণ হয়—ইঁহারা অভিন্ন।

য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষস্তস্য ভূরিতি শির একং শির একমেতদক্ষরং ভুব ইতি বাহূ দ্বৌ বাহূ দ্বে এতে অক্ষরে স্বরিতি প্রতিষ্ঠা দ্বে প্রতিষ্ঠে দ্বে এতে অক্ষরে তস্যোপনিষদহরিতি হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ য এবং বেদ ॥ ৩

এতস্মিন্ মণ্ডলে যঃ এষঃ পুরুষঃ তস্য (তাঁহার) শিরঃ (মস্তক) ভূঃ ইতি (ভূঃ এই ব্যাহৃতি) ; [কারণ উভয়ের সাদৃশ্য আছে]—শিরঃ একম্, একং (ভূঃ এই) অক্ষরম্

একম্। ভুবঃ ইতি (ভুবঃ এই ব্যাহৃতি) বাহূ (দুই হস্ত); [কারণ] বাহূ দ্বৌ (দুইটি), এতে অক্ষরে দ্বে। স্বঃ ইতি (স্বর্ এই ব্যাহৃতি) প্রতিষ্ঠা (চরণ); [কারণ] প্রতিষ্ঠে দ্বে (চরণ দুইটি), এতে অক্ষরে দ্বে। তস্য উপনিষৎ (রহস্য-নাম) অহঃ ইতি। যঃ এবম্ বেদ, পাপ্মানম্ (পাপকে) হন্তি (বিনাশ করেন), জহাতি চ (এবং ত্যাগ করেন)। ৩

এই সূর্যমণ্ডলে এই যে পুরুষ, তাঁহার মস্তক ভূঃ; মস্তক একটি, এই অক্ষরও একটি। বাহুদ্বয় ভুবঃ; বাহু দুইটি, ইহাতেও দুই অক্ষর। চরণদ্বয় স্বর্; চরণ দুইটি, ইহাতেও দুই অক্ষর। তাঁহার রহস্য-নাম অহর্। যিনি (ব্যাহৃতিশরীর সত্যব্রহ্মকে) এইরূপে জানেন, তিনি পাপকে বিনাশ করেন ও পরিহার করেন।[১] ৩

১। অহর্ শব্দটি নাশার্থক হন্ ধাতু বা ত্যাগার্থক হা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। সুতরাং উপাসনার ফলও অনুরূপ হয়।

যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তস্য ভূরিতি শির একং শির একমেতদক্ষরং ভুব ইতি বাহূ দ্বৌ বাহূ দ্বে এতে অক্ষরে স্বরিতি প্রতিষ্ঠা দ্বে প্রতিষ্ঠে দ্বে এতে অক্ষরে তস্যোপনিষদহমিতি হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ য এবং বেদ ॥ ৪ ॥ ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥ ৪

দক্ষিণ অক্ষিতে এই যে পুরুষ তাঁহার মস্তক ভূঃ; মস্তক একটি ইহাতেও একটি অক্ষর। বাহুদ্বয় ভুবঃ; বাহু দুইটি, ইহাতেও দুইটি অক্ষর। চরণদ্বয় স্বর্; চরণ দুইটি, ইহাতেও দুইটি অক্ষর। তাঁহার রহস্য-নাম অহম্। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি পাপকে বিনাশ করেন ও পরিহার করেন।[১] ৪

১। অহম্—আমি, অর্থাৎ (এখানে) প্রত্যগাত্মা। সাদৃশ্যবশতঃ অহম্ শব্দকে হন্ বা হা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া জানিলে উপাসনার ফল পূর্বানুরূপ হয়।

পঞ্চমাধ্যায়—ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

মনোময়োঽয়ং পুরুষো ভাঃসত্যস্তস্মিন্নন্তর্হৃদয়ে যথা ব্রীহির্বা যবো বা স এষ সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ সর্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ ॥ ১ ॥ ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ষষ্ঠং ব্রাহ্মণম্ ॥

[মন-উপাধি বিশিষ্ট পূর্বোক্ত ব্রহ্মেরই উপাসনা বলা হইতেছে]—অয়ম্ পুরুষঃ মনোময়ঃ (মনে উপস্থিত [তিনি মনে উপলব্ধ হন এবং মনের দ্বারা জানেন]), ভাঃ-সত্যঃ (ভাঃই সত্য বা স্বরূপ যাঁহার, ভাস্বর)। [তাঁহার ধ্যানের স্থান বলা হইতেছে]—[তিনি] যথা ব্রীহিঃ বা যবঃ বা (ব্রীহি বা যবের ন্যায় [পরিমাণবিশিষ্ট রূপে]) তস্মিন্ অন্তর্হৃদয়ে (হৃদয়ের যাহা মধ্যভাগ সেখানে) [যোগীদের দ্বারা দৃষ্ট হন]। [ইহা তাঁহার উপাধিজনিত পরিমাণ হইলেও স্বরূপতঃ] সঃ এষঃ (উক্ত ইনি) সর্বস্য (সকলের) ঈশানঃ (স্বামী), সর্বস্য অধিপতিঃ (প্রভু ও পালক)—যৎ ইদম্ কিঞ্চ (এই যাহা কিছু জগৎ) সর্বম্ ইদম্ (এই সমস্ত) প্রশাস্তি (শাসন করেন)। ১

মনোময় ও ভাস্বর এই পুরুষ ব্রীহি অথবা যবের সদৃশ পরিমাণ-বিশিষ্ট রূপে (যোগীদের দ্বারা) হৃদয়ের মধ্যে (অনুভূত হন)। তিনি সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি ; এই জগতে যাহা কিছু আছে, তিনি সেই সমস্তকেই শাসন করেন।[১] ১

১। এইরূপ উপাসনা করিলে এতাদৃশ অধিপতি হওয়া যায়।

পঞ্চমাধ্যায়—সপ্তম ব্রাহ্মণ

বিদ্যুদ্ ব্রহ্মেত্যাহুর্বিদানাদ্ বিদ্যুদ্ বিদ্যত্যেনং পাপ্মনো য এবং বেদ বিদ্যুদ্ ব্রহ্মেতি বিদ্যুদ্ধ্যেব ব্রহ্ম ॥ ১ ॥ ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য সপ্তমং ব্রাহ্মণম্ ॥

[সত্যব্রহ্মের অপর উপাসনা এই]—বিদ্যুৎ ব্রহ্ম ইতি [জ্ঞানীরা] আহুঃ। বিদানাৎ ([মেঘান্ধকার] বিদীর্ণ করে বলিয়া) বিদ্যুৎ (বিদ্যুৎকে বিদ্যুৎ বলা হয়)। যঃ (এবম্ (এইরূপ গুণবিশিষ্টরূপে)—বিদ্যুৎ ব্রহ্ম ইতি (বিদ্যুৎ ব্রহ্ম ইহা) বেদ, [তিনি] এনম্ পাপ্মনঃ (ইঁহার প্রতিকূল পাপসকলকে) বিদ্যতি (বিদারিত করেন) ; হি (কারণ) বিদ্যুৎ ব্রহ্ম এব। ১

(জ্ঞানীরা) বলেন, “বিদ্যুৎ ব্রহ্ম।” বিদীর্ণ করে বলিয়া উহার নাম বিদ্যুৎ। যিনি এইরূপ (অর্থাৎ বিদ্যুৎ ব্রহ্ম ইহা) জানেন, তিনি তাঁহার প্রতিকূল পাপরাশিকে বিনাশ করেন ; কারণ বিদ্যুৎ ব্রহ্মই। ১

পঞ্চমাধ্যায়—অষ্টম ব্রাহ্মণ

বাচং ধেনুমুপাসীত তস্যাশ্চত্বারঃ স্তনাঃ স্বাহাকারো বষট্কারো হন্তকারঃ স্বধাকারস্তস্যৈ দ্বৌ স্তনৌ দেবা উপজীবন্তি স্বাহাকারং চ বষট্কারং চ হন্তকারং মনুষ্যাঃ স্বধাকারং পিতরস্তস্যাঃ প্রাণ ঋষভো মনো বৎসঃ ॥ ১ ॥ ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্যাষ্টমং ব্রাহ্মণম্ ॥

[সত্যব্রহ্মের অপর উপাসনা এই]—বাচম্ (বেদসমূহ) [রূপিণী] ধেনুম্ (গাভীকে) উপাসীত (উপাসনা করিবে)। তস্যাঃ (তাঁহার) চত্বারঃ স্তনাঃ (চারিটি স্তন)—স্বাহাকারঃ, বষট্‌কারঃ, হন্তকারঃ, স্বধাকারঃ। তস্যৈ (=তস্যাঃ), —স্বাহাকারম্ চ বষট্‌কারম্ চ—দ্বৌ স্তনৌ (দুইটি স্তন) [অবলম্বনে] দেবাঃ উপজীবন্তি (জীবনধারণ করেন)। মনুষ্যাঃ হন্তকারম্ [উপজীবন্তি]। পিতরঃ (পিতৃগণ) স্বধাকারম্ [উপজীবন্তি]। প্রাণঃ তস্যাঃ ঋষভঃ (বৃষ, জনক), মনঃ বৎসঃ। ১

বাগ্‌রূপিণী ধেনুকে উপাসনা করিবে। স্বাহাকার, বষট্‌কার, হন্তকার, ও স্বধাকার—এই চারিটি তাঁহার স্তন। তাঁহার স্বাহাকার ও বষট্‌কার—এই স্তনদ্বয় অবলম্বনে দেবগণ, হন্তকার অবলম্বনে মানুষগণ; এবং স্বধাকার অবলম্বনে পিতৃগণ জীবনধারণ করেন।[১] প্রাণ ঐ বাকের বৃষস্থানীয় এবং মন তাঁহার বৎস।[২] ১

১। ধেনুর চারিটি স্তনে দুধ বাহির হইয়া বৎসগণকে বাঁচায়; তেমনি বাগ্‌ধেনুর চারিটি স্তনে অন্ন ক্ষরিত হয়। "স্বাহা" ও "বষট্" উচ্চারণ করিয়া দেবগণের উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হয়, এবং "স্বধা" উচ্চারণ করিয়া পিতৃগণকে পিণ্ডাদি দেওয়া হয়। মানুষকে "হন্ত" (=যদি চাও) বলিয়া অন্ন দেওয়া হয়। সুতরাং ইহারা অন্ন।

২। বৃষদ্বারা গাভী প্রসূত হয়; তেমনি বাক্ বা বেদ সকল প্রাণের সাহায্যে উচ্চারিত হয়, প্রাণের অভাবে হয় না। বৎস যেমন গাভীর দুগ্ধ ক্ষরণের হেতু, তেমনি মনের দ্বারা আলোচিত বিষয়ে বাক্ প্রবৃত্ত হয় বা বেদমন্ত্র প্রযুক্ত হয়। এই উপাসনার ফল—বাগ্‌ব্রহ্মত্ব লাভ।

পঞ্চমাধ্যায়—নবম ব্রাহ্মণ

অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃপুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে যদিদমদ্যতে তস্যৈষ ঘোষো ভবতি যমেতৎ কর্ণাবপিধায় শৃণোতি স যদোৎক্রমিষ্যন্ ভবতি নৈনং ঘোষং শৃণোতি ॥ ১ ॥ ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য নবমং ব্রাহ্মণম্ ॥

[সত্যব্রহ্মের উপাসনান্তর এই]—অন্তঃপুরুষে (মানুষের মধ্যে) অয়ম্ যঃ অগ্নিঃ (এই যে অগ্নি), যেন (যাহার দ্বারা) ইদম্ অন্নম্ (এই অন্ন)—[অর্থাৎ] যৎ ইদম্ অদ্যতে (এই যাহা ভক্ষিত হয়) [তাহা]—পচ্যতে (পরিপক্ব হয়), অয়ম্ (উহা) বৈশ্বানরঃ। তস্য (সেই জাঠরাগ্নির) এষঃ (এই) ঘোষঃ (শব্দ) ভবতি, যম্ (যে শব্দকে) কর্ণৌ অপিধায় (কর্ণদ্বয় রুদ্ধ করিয়া) [লোকে] এতৎ (এইরূপে, প্রত্যক্ষতঃ) শৃণোতি (শোনে)। সঃ যদা উৎক্রমিষ্যন্ ভবতি [৫৮৩।২], এনম্ ঘোষম্ (এই শব্দ) ন শৃণোতি। ১

যে অগ্নিদ্বারা ভুক্ত অন্নের পরিপাক হয়, মানুষের দেহমধ্যস্থ সেই অগ্নিই বৈশ্বানর। কর্ণদ্বয় অবরুদ্ধ করিলে এই যে শব্দ শ্রুত হয়, উহাই সেই অগ্নির শব্দ।[১] মানুষ যখন দেহত্যাগে উদ্যত হয়, তখন এই শব্দ শ্রবণ করে না। ১

১। এই জাঠরাগ্নিকে বিরাট্ বলিয়া উপাসনা করিবে, তাহার ফলে বৈরাজত্ব লাভ হয়।

পঞ্চমাধ্যায়—দশম ব্রাহ্মণ

যদা বৈ পুরুষোঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স বায়ুমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা রথচক্রস্য খং তেন স ঊর্ধ্ব আক্রমতে স আদিত্যমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা লম্বরস্য খং তেন স ঊর্ধ্ব আক্রমতে স চন্দ্রমসমাগচ্ছতি তস্মৈ স তত্র বিজিহীতে যথা দুন্দুভেঃ খং তেন স ঊর্ধ্ব আক্রমতে স লোকমাগচ্ছত্যশোকমহিমং তস্মিন্ বসতি শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ ১ ॥ ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দশমং ব্রাহ্মণম্ ॥

[এখন এই প্রকরণের উপাসনাসমূহের গতি ও ফল বলা হইতেছে]— যদা বৈ পুরুষঃ (উপাসনাভিজ্ঞ ব্যক্তি) অস্মাৎ লোকাৎ (ইহলোক হইতে) প্রৈতি (যান, দেহত্যাগ করেন), সঃ বায়ুম্ আগচ্ছতি (বায়ুর নিকট আসেন, বায়ুকে প্রাপ্ত হন)। সঃ (বায়ু) তস্মৈ (ঐ ব্যক্তির জন্য) তত্র (সেখানে, আপনাতে) যথা রথচক্রস্য খম্ (রথচক্রের ছিদ্রের সমান) বিজিহীতে (ছিদ্র প্রস্তুত করেন)। তেন (সেই ছিদ্রপথে) সঃ (ঐ ব্যক্তি) ঊর্ধ্বঃ [সন্] আক্রমতে (ঊর্ধ্বগামী হইয়া যান)। সঃ আদিত্যম্ (সূর্যকে) আগচ্ছতি। তস্মৈ সঃ তত্র যথা লম্বরস্য (ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্রের) খম্ বিজিহীতে। তেন সঃ ঊর্ধ্বঃ আক্রমতে। সঃ চন্দ্রমসম্ (চন্দ্রকে) আগচ্ছতি। তস্মৈ সঃ তত্র যথা দুন্দুভেঃ (দামামার) খম্ বিজিহীতে। তেন সঃ ঊর্ধ্বঃ আক্রমতে। সঃ অশোকম্ (মানস-দুঃখ-বর্জিত) অহিমম্ (শীতরহিত, দৈহিক-দুঃখ-বর্জিত) লোকম্ (হিরণ্যগর্ভলোক) আগচ্ছতি। তস্মিন্ শাশ্বতীঃ সমাঃ (অনন্ত বৎসর, হিরণ্যগর্ভের বহু অবান্তর কল্প) বসতি (বাস করেন)। ১

উক্ত (বিদ্বান্) পুরুষ যখন দেহত্যাগ করেন, তখন তিনি বায়ুকে প্রাপ্ত হন। বায়ু তাঁহার জন্য আপনাতে রথচক্রের ছিদ্রসদৃশ ছিদ্র নির্মাণ করেন। সেই ছিদ্রপথে ঊর্ধ্বে উঠিয়া তিনি আদিত্যকে প্রাপ্ত হন। আদিত্য তাঁহার জন্য আপনাতে লম্বরের ছিদ্রসদৃশ ছিদ্র নির্মাণ করেন। সেই ছিদ্রপথে ঊর্ধ্বে উঠিয়া তিনি চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হন। চন্দ্রমা তাঁহার জন্য আপনাতে দুন্দুভির ছিদ্রসদৃশ ছিদ্র নির্মাণ করেন। সেই ছিদ্রপথে ঊর্ধ্বে উঠিয়া তিনি অশোক ও অহিম লোক প্রাপ্ত হন এবং সেখানে অনন্ত বৎসর বাস করেন। ১

পঞ্চমাধ্যায়—একাদশ ব্রাহ্মণ

এতদ্বৈ পরমং তপো যদ্ব্যাহিতস্তপ্যতে পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদৈতদ্বৈ পরমং তপো যং প্রেতমরণ্যং হরন্তি পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদৈতদ্বৈ পরমং তপো যং প্রেতমগ্নাবভ্যাদধতি পরমং হৈব লোকং জয়তি য এবং বেদ ॥ ১ ॥ ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্যৈকাদশং ব্রাহ্মণম্ ॥

[ব্রহ্মোপাসনার প্রসঙ্গে অব্রহ্মোপাসনাও বলা হইতেছে]—ব্যাহিতঃ (=ব্যাধিতঃ, ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া) যৎ (যে) [কেহ] তপ্যতে (সন্তাপিত হয়), এতৎ বৈ (ইহাই) পরমম্ তপঃ (পরম তপস্যা)—[এইরূপ চিন্তা করিবে]। যঃ এবম্ বেদ, পরমম্ লোকম্ হ এব জয়তি (জয় করেন)। এতৎ বৈ পরমং তপঃ প্রেতম্

(মৃত) যম্ (যে ব্যক্তিকে) অরণ্যম্ হরন্তি (অরণ্যে লইয়া যায়) পরমম্...বেদ। এবং যৈ পরমং তপঃ যম্ প্রেতম্ অগ্নৌ (চিতাগ্নিতে) অভ্যাদধতি (স্থাপন করে)। পরমম্...বেদ। ১

ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া যে কেহ সন্তাপিত হয়, ইহাই (তাহার) পরম তপস্যা। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি পরম লোক লাভ করেন। মৃত ব্যক্তিকে যে অরণ্যে লইয়া যাওয়া হয়, ইহাই (তাহার) পরম তপস্যা। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি পরম লোক লাভ করেন। মৃত ব্যক্তিকে যে অগ্নিতে স্থাপন করা হয়, ইহাই (তাহার) পরম তপস্যা।[১] যিনি এইরূপ জানেন, তিনি পরম লোক লাভ করেন। ১

১। এখানে বলা হইল যে, রুগ্নব্যক্তির পক্ষে রোগে, মুমূর্ষুর পক্ষে শবযাত্রাতে ও শবদাহে তপস্যাদৃষ্টি আরোপ করিয়া চিন্তা করা উচিত। তপস্যার ক্লেশের সহিত রোগযন্ত্রণার, তপস্বীর বনগমনের সহিত শবকে অরণ্যে লইয়া যাওয়ার, এবং তপস্বীর অগ্নিপ্রবেশের সহিত শবদাহের সাদৃশ্য আছে। রোগাদিতে বিষণ্ণ না হইয়া এইরূপ উপাসনা করিলে পাপক্ষয় হয় এবং তপস্যার অনুরূপ ফললাভ হয়।

পঞ্চমাধ্যায়—দ্বাদশ ব্রাহ্মণ

অন্নং ব্রহ্মেত্যেক আহুস্তন্ন তথা পূয়তি বা অন্নমৃতে প্রাণাৎ প্রাণো ব্রহ্মেত্যেক আহুস্তন্ন তথা শুষ্যতি বৈ প্রাণ ঋতেঽন্নাদেতে হ ত্বেব দেবতে একধাভূয়ং ভূত্বা পরমতাং গচ্ছতস্তদ্ধ স্মাহ প্রাতৃদঃ পিতরং কিংস্বিদেবৈবং বিদুষে সাধু কুর্যাং কিমেবাস্মা অসাধু কুর্যামিতি স হ স্মাহ পাণিনা

মা প্রাতৃদ কস্ত্বেনয়োরেকধাভূয়ং ভূত্বা পরমতাং গচ্ছতীতি তস্মা উ হৈতদুবাচ বীত্যন্নং বৈ ব্যন্নে হীমানি সর্বাণি ভূতানি বিষ্টানি রমিতি প্রাণো বৈ রং প্রাণে হীমানি সর্বাণি ভূতানি রমন্তে সর্বাণি হ বা অস্মিন্ ভূতানি বিশন্তি সর্বাণি ভূতানি রমন্তে য এবং বেদ ॥ ১ ॥ ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য দ্বাদশং ব্রাহ্মণম্ ॥

[অতঃপর ব্রহ্মোপাসনা বলা হইতেছে]—একে (কোন কোনও আচার্য) আহুঃ (বলেন)—অন্নম্ ব্রহ্ম ইতি। তৎ (উহা) তথা ন (ঐরূপ নহে); [কারণ] প্রাণাৎ ঋতে (প্রাণ না থাকিলে) অন্নম্ পূয়তি বৈ (অবশ্যই পচিয়া যায়)। একে আহুঃ—প্রাণঃ ব্রহ্ম ইতি। তৎ তথা ন, অন্নাৎ ঋতে (অন্নের অভাবে) প্রাণম্ শুষ্যতি (শুকাইয়া যায়) বৈ। তু (কিন্তু) এতে হ দেবতে (এই দুই দেবতাই) একধাভূয়ম্ (একীভূত) ভূত্বা (হইয়া) পরমতাম্ (পরমাবস্থা, ব্রহ্মত্ব) গচ্ছতঃ (প্রাপ্ত হন)। তৎ হ (এই জন্যই, এইরূপ চিন্তা করিয়াই) প্রাতৃদঃ পিতরম্ (পিতাকে) আহ স্ম (বলিয়াছিলেন)—এবম্ বিদুষে ([একীভূত অন্ন ও প্রাণরূপ] ব্রহ্মকে যিনি জানেন তাঁহার প্রতি) কিংস্বিদ্ এব সাধু (কোন্ শুভ কাজ, কিরূপ পূজা) কুর্যাম্ (করিব), অস্মৈ (ইঁহার প্রতি) কিম্ এব অসাধু (অশুভ কর্ম) কুর্যাম্? [কারণ ইনি কৃতকৃত্য হইয়াছেন, কর্মের দ্বারা ইঁহার ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না] ইতি। সঃ হ (পিতা) পাণিনা (হস্তদ্বারা নিবারণ করিয়া) আহ স্ম—প্রাতৃদ, মা ([এইরূপ বলিও] না); [তুমি অন্ন বা প্রাণ কাহারও পক্ষে গুণের নির্দেশ কর নাই; যাহারা স্বতঃই শক্তিহীন, তাহারা মিলিত হইয়াও শক্তিমান্ হয় না। অতএব] এনয়োঃ (ইহাদের উভয়ের মধ্যে) কঃ তু (কে আবার) একধাভূয়ম্ ভূত্বা পরমতাম্ গচ্ছতি? [সুতরাং গুণহীন অন্নপ্রাণোপাধিক ব্রহ্মের উপাসনার কেহই পরমতা পায় না] ইতি। তস্মৈ (প্রাতৃদকে) এতৎ উ হ (ইহাও) উবাচ—[ইনি] বি ইতি। অন্নম্ (অন্ন, অন্নের পরিণাম দেহ) বৈ বি; হি ইমানি সর্বাণি ভূতানি (এই নিখিল প্রাণী) অন্নে (দেহে) বিষ্টানি

(আশ্রিত)। [ইতি] রম্ ইতি। প্রাণঃ বৈ রম্; হি (যেহেতু) সর্বাণি ভূতানি প্রাণে [রতি] রমন্তে (প্রাণ থাকিলে আনন্দিত হয়)। যঃ এবম্ (অন্ন সর্বভূতের আশ্রয় ও প্রাণ সর্বভূতের আনন্দহেতু—এইরূপ) বেদ (জানেন), অস্মিন্ (তাঁহাতে) [অন্নগুণ জানার ফলে] সর্বাণি ভূতানি বিশন্তি (প্রবেশ করে, আশ্রয় গ্রহণ করে) [এবং প্রাণগুণ জানার ফলে] সর্বাণি ভূতানি রমন্তে (আনন্দ করে)। ১

"কেহ কেহ বলেন, 'অন্ন ব্রহ্ম।' কিন্তু ইহা ঠিক নহে; কারণ প্রাণের অভাবে অন্ন পচিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, 'প্রাণ ব্রহ্ম।' কিন্তু ইহাও ঠিক নহে; কারণ অন্নের অভাবে প্রাণ শুকাইয়া যায়। পরন্তু এই দুইজন একীভূত হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন"—এইরূপ স্থির করিয়া প্রাতৃদ পিতাকে বলিয়াছিলেন, "যিনি এইরূপ জানেন, আমি তাঁহার প্রতি কোন্ শুভকার্য করিতে পারি, আর কোন্ অশুভকার্যই বা করিতে পারি?" পিতা তাঁহাকে হস্তদ্বারা বারণ করিয়া বলিলেন, "না প্রাতৃদ! একীভূত হইয়া ইহাদের মধ্যে কে আবার ব্রহ্মত্ব লাভ করে?" তাঁহাকে ইহাও বলিলেন, "ইনি বি, অর্থাৎ অন্নই বি; কারণ সকল প্রাণী অন্নেই প্রবিষ্ট (অর্থাৎ আশ্রিত)। ইনিই রম্, অর্থাৎ প্রাণই রম্; কারণ প্রাণ থাকিলেই সকল প্রাণী রতি (অর্থাৎ আনন্দ) লাভ করে।[১] যিনি এইরূপ জানেন, নিখিল প্রাণী তাঁহাকে আশ্রয় করে এবং নিখিল প্রাণী তাঁহাতে আনন্দ লাভ করে।" ১

১। আনন্দ দেহ ও প্রাণসাপেক্ষ—তৈঃ ২।৮।১; দেহবান্ ও প্রাণবান্ ব্যক্তি আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। এখানে "বি" ও "রম্" এই গুণদ্বয়বিশিষ্ট অন্নপ্রাণোপাধিক ব্রহ্মের উপাসনা বিহিত হইল—কারণ উহা বিশিষ্টফলপ্রদ।

পঞ্চমাধ্যায়—ত্রয়োদশ ব্রাহ্মণ

উক্থং প্রাণো বা উক্থং প্রাণো হীদং সর্বমুত্থাপয়ত্যুদ্ধাস্মাদুক্থবিদ্বীরস্তিষ্ঠত্যুক্থস্য সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ ॥ ১

উক্থম্ (উক্থরূপে প্রাণের উপাসনা করিবে)। প্রাণঃ বৈ উক্থম্; হি প্রাণঃ ইদম্ সর্বম্ (সমস্ত জগৎকে) উত্থাপয়তি (উত্থাপিত করে)। যঃ এবম্ বেদ, অস্মাৎ (তাঁহা হইতে) উক্থবিদ্ বীরঃ (প্রাণবিদ্ বীরপুত্র) উৎ-তিষ্ঠতি হ (উত্থিত হয়, জন্মায়), [তিনি উপাসনার তারতম্যানুসারে] উক্থস্য (উক্থরূপী প্রাণের) সাযুজ্যম্ (একত্ব) [বা] সলোকতাম্ (একই লোকে অবস্থিতি) জয়তি (লাভ করেন)। ১

প্রাণকে উক্থদৃষ্টিতে উপাসনা করিবে। প্রাণই উক্থ; কারণ প্রাণ এই সমস্তকে উত্থাপিত করে।[১] যিনি এইরূপ জানেন, তাঁহার প্রাণবিদ্ পুত্র জন্মে এবং তিনি উক্থরূপী প্রাণের সাযুজ্য বা সালোক্য লাভ করেন। ১

১। উক্থ একটি শস্ত্র বা দেবতার স্তুতিবাচক মন্ত্র। ইহা প্রধানতঃ মহাব্রত ক্রতুতে (=সম্বৎসর সত্রের অন্তর্গত যাগবিশেষে) প্রযুক্ত হয়। শস্ত্রসমূহের মধ্যে উক্থের এবং ইন্দ্রিয়বৃন্দের মধ্যে প্রাণের প্রাধান্য আছে; অতএব প্রাণ উক্থ। উত্থাপন কার্য হইতেও প্রাণের উক্থত্ব সিদ্ধ হয়; প্রাণ না থাকিলে দেহ উঠিতে পারে না।

যজুঃ প্রাণো বৈ যজুঃ প্রাণে হীমানি সর্বাণি ভূতানি যুজ্যন্তে যুজ্যন্তে হাস্মৈ সর্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় যজুষঃ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ ॥ ২

[প্রাণকে] যজুঃ [বলিয়া উপাসনা করিবে]। প্রাণো হি যজুঃ; হি ইমানি সর্বাণি ভূতানি প্রাণে [সতি] (প্রাণ থাকিলেই) [পরস্পরের সহিত] যুজ্যন্তে (মিলিত হয়); [অতএব যোগ করে বলিয়া প্রাণ যজুঃ]। যঃ এবম্ বেদ, সর্বাণি ভূতানি অস্মৈ (তাহাতে) [তাহার] শ্রৈষ্ঠ্যায় (শ্রেষ্ঠতার সম্পাদনের জন্য) যুজ্যন্তে হ, যজুষঃ (যজুর) সাযুজ্যম্ সলোকতাম্ জয়তি। ২

প্রাণকে যজুঃ বলিয়া উপাসনা করিবে। প্রাণই যজুঃ; কারণ প্রাণ থাকিলেই এই সমস্ত প্রাণী (পরস্পর) সংযুক্ত হইতে পারে। যিনি এইরূপ জানেন, তাঁহার শ্রেষ্ঠতা সম্পাদনের জন্য সকল প্রাণী তাঁহাতে সংযুক্ত হয়, এবং তিনি যজুরূপী প্রাণের সাযুজ্য বা সালোক্য লাভ করেন। ২

সাম প্রাণো বৈ সাম প্রাণে হীমানি সর্বাণি ভূতানি সম্যঞ্চি সম্যঞ্চি হাস্মৈ সর্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় কল্পন্তে সাম্নঃ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য এবং বেদ ॥ ৩

সাম।…ভূতানি [পূর্ববৎ] সম্যঞ্চি (সঙ্গত হয়, সাম্যপ্রাপ্ত হয়)। যঃ এবম্ বেদ, সর্বাণি ভূতানি অস্মৈ শ্রৈষ্ঠ্যায় কল্পন্তে (শ্রেষ্ঠতা সম্পাদনে সমর্থ হয়), সাম্নঃ (সামের) [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ৩

প্রাণকে সাম বলিয়া উপাসনা করিবে। প্রাণই সাম, কারণ প্রাণ থাকিলেই সমস্ত প্রাণী তাঁহাতে সঙ্গত হয় ও তাঁহার শ্রেষ্ঠতা সম্পাদনে সমর্থ হয়; এবং তিনি সামরূপী প্রাণের সাযুজ্য বা সালোক্য প্রাপ্ত হন। ৩

ক্ষত্রং প্রাণো বৈ ক্ষত্রং প্রাণো হি বৈ ক্ষত্রং ত্রায়তে হৈনং প্রাণঃ ক্ষণিতোঃ প্র ক্ষত্রমত্রমাপ্নোতি ক্ষত্রস্য সাযুজ্যং

সালোক্যং জয়তি য এবং বেদ ॥ ৪ ॥ ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য ত্রয়োদশং ব্রাহ্মণম্‌।

প্রাণঃ এনম্ হ (এই দেহপিণ্ডকে) ক্ষণিতোঃ (ক্ষত হইতে) ত্রায়তে (ত্রাণ করে, পালন করে)। যঃ এবম্ বেদ, অত্রম্ (যাঁহার অপর ত্রাণকারী নাই এইরূপ) ক্ষত্রম্ (প্রাণকে) প্র-আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৪

প্রাণকে ক্ষত্র বলিয়া উপাসনা করিবে। প্রাণই ক্ষত্র; কারণ প্রাণ এই দেহকে ক্ষত হইতে ত্রাণ করে। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি (নিজের) পরিত্রাতাহীন ক্ষত্রকে (অর্থাৎ প্রাণকে) প্রাপ্ত হন, এবং তিনি ক্ষত্ররূপী প্রাণের সাযুজ্য বা সালোক্য লাভ করেন। ৪

পঞ্চমাধ্যায়—চতুর্দশ (গায়ত্রী) ব্রাহ্মণ

ভূমিরন্তরিক্ষং দ্যৌরিত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ স যাবদেষু ত্রিষু লোকেষু তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ ॥ ১

[গায়ত্র্যুপাধিক ব্রহ্মের উপাসনা বলা হইতেছে] ভূমিঃ (পৃথিবী), অন্তরিক্ষম্ (আকাশ), দ্যৌঃ (দ্যুলোক) ইতি অষ্টৌ অক্ষরাণি (আটটি অক্ষর)। গায়ত্র্যৈ (=গায়ত্র্যাঃ, গায়ত্রীর) একম্ পদম্ (প্রথম পাদ) অষ্টাক্ষরম্ (আটটি অক্ষরযুক্ত) হ বৈ (প্রসিদ্ধিজ্ঞাপক অব্যয়)। অস্যাঃ (গায়ত্রীর) এতৎ পদম্ (এই প্রথম পাদ) এতৎ উ হ এব (এইরূপই বটে, ত্রিলোকাত্মক)। যঃ অস্যাঃ এতৎ পদম্ (এই পাদটিকে) এবম্ বেদ, সঃ এষু ত্রিষু লোকেষু (এই তিন লোকে) যাবৎ (যত কিছু আছে) তাবৎ হ (সেই সমস্তই) জয়তি। ১

ভূমি, অন্তরিক্ষ, ও দ্যৌঃ—এই আটটি অক্ষর। গায়ত্রীর প্রথম পাদেও আটটি অক্ষর আছে।[১] গায়ত্রীর এই প্রথম পাদ এই ত্রিলোকাত্মকই বটে। যিনি এই গায়ত্রীর এই পাদটিকে এইরূপে জানেন, তিনি এই তিন লোকে যাহা কিছু আছে সমস্তই জয় করেন। ১

১। গায়ত্রীর প্রথম পাদ—"তৎ সবিতুর্বরেণ্যং"। ইহাতে (ণ্যং—নি+অ ধরিয়া) আটটি অক্ষর আছে, ত্রিলোকের নামেও আটটি অক্ষর। এই সাদৃশ্যবশতঃ প্রথম পাদে ত্রিলোকাত্মা বিরাটের দৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনা করা উচিত। এই উপাসনার ফলে বিরাট্‌স্বরূপতা লাভ হয়।

ঋচো যজূংষি সামানীত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ স যাবতীয়ং ত্রয়ী বিদ্যা তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ ॥ ২

[দ্বিতীয়পাদে বেদত্রয়ের দৃষ্টি আরোপণীয়]—ঋচঃ যজূংষি সামানি ইতি (বেদত্রয়ের এই নামসকলে) অষ্টৌ অক্ষরাণি। গায়ত্র্যৈ একম্ পদম্ (দ্বিতীয় পাদ—"ভর্গো দেবস্য ধীমহি") অষ্টাক্ষরম্...বেদ [পূর্ববৎ], ইয়ম্ ত্রয়ীবিদ্যা যাবতী (এই বেদবিদ্যা যতদূর বিস্তৃত, ত্রয়ীবিদ্যার দ্বারা যত ফল পাওয়া যায়) সঃ তাবৎ হ জয়তি। ২

"ঋচঃ, যজূংষি, সামানি"—এই আটটি অক্ষর। গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদেও আট অক্ষর। সুতরাং গায়ত্রীর এই দ্বিতীয় পাদটি ত্রিবেদাত্মক। যিনি গায়ত্রীর এই পাদটিকে এইরূপ জানেন, তিনি বেদত্রয়ের দ্বারা লভ্য সমস্ত ফলই লাভ করেন। ২

প্রাণোঽপানো ব্যান ইত্যষ্টাবক্ষরাণ্যষ্টাক্ষরং হ বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদু হৈবাস্যা এতৎ স যাবদিদং প্রাণি তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদাথাস্যা এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরোরজা য এষ তপতি যদ্বৈ চতুর্থং তৎ তুরীয়ং দর্শতঃ পদমিতি দদৃশ ইব হ্যেষ পরোরজা ইতি সর্বমু হ্যেবৈষ রজ উপর্যুপরি তপত্যেবং হৈব শ্রিয়া যশসা তপতি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ ॥ ৩

[তৃতীয় পাদে প্রাণ, অপান, ও ব্যানের দৃষ্টি আরোপণীয়]—প্রাণঃ অপানঃ ব্যানঃ—ইতি অষ্টৌ অক্ষরাণি। গায়ত্র্যৈ একম্ পদম্ ("ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"—এই তৃতীয় পাদ) অষ্টাক্ষরম্ . এতৎ। যঃ অস্যাঃ এতৎ পদম্ এবম্ বেদ, সঃ ইদম্ প্রাণি যাবৎ (জগতের প্রাণিবর্গ যত আছে) তাবৎ হ জয়তি। অথ যঃ এষঃ তপতি (এই যিনি তাপ বিকীরণ করেন, সূর্য) [তিনিই] অস্যাঃ (ত্রিপদা গায়ত্রীর) তুরীয়ম্, দর্শতম্, পরোরজাঃ এতৎ এব পদম্ (এই চতুর্থ পাদ)। যৎ বৈ চতুর্থম্ (যাহাকে চতুর্থ বলা হয়) তৎ (তাহাই) তুরীয়ম্। হি (যেহেতু) এষঃ (ইনি, মণ্ডলান্তর্গত পুরুষ) দদৃশে ইব (—দৃশ্যতে ইব, যেন দৃষ্ট হন), [অতএব তিনি] দর্শতঃ পদম্ ইতি। হি এষঃ এব সর্বম্ উ রজঃ (রজঃ, অর্থাৎ ক্রিয়া, হইতে জাত সমস্ত জগৎকেই) উপর্যুপরি (উপরে উপরে থাকিয়া, আধিপত্য অবলম্বনে) তপতি (তাপ দেন), [অতএব] এষঃ পরোরজাঃ ইতি। যঃ অস্যাঃ এতৎ (তুরীয়) পদম্ এবম্ বেদ, [তিনি] শ্রিয়া (সর্বাধিপত্য-রূপ ঐশ্বর্যের সহিত) যশসা (খ্যাতির সহিত) এবম্ হ এব (ঠিক সূর্যেরই মত) তপতি (জ্যোতির্ময় হন)। ৩

প্রাণ, অপান, ও ব্যান[১]—এই আটটি অক্ষর। গায়ত্রীর তৃতীয় পাদেও আট অক্ষর। সুতরাং গায়ত্রীর এই তৃতীয় পাদটি প্রাণাপান-ব্যানাত্মক। যিনি গায়ত্রীর এই পাদটিকে এইরূপে জানেন, তিনি

জগতে যত প্রাণী আছে, সমস্তকেই জয় করেন। অনন্তর এই যে তাপদাতা সূর্য, ইনিই (ত্রিপদা) গায়ত্রীর তুরীয়, দর্শত, ও পরোরজা রূপ এই চতুর্থ পাদ। যাহা চতুর্থ তাহাই তুরীয়। যেহেতু এই আদিত্যপুরুষ (যোগিগণকর্তৃক) দৃষ্টপ্রায় হন, অতএব ইনিই দর্শত পাদ। যেহেতু ইনিই সমস্ত জগতের অধিপতি হইয়া তাপ দান করেন, অতএব ইনিই পরোরজা[২]। যিনি গায়ত্রীর এই চতুর্থ পাদটিকে এইরূপে জানেন, তিনি ঠিক এইরূপেই ঐশ্বর্য ও যশে জ্যোতির্ময় হন। ৩

১। "ব্যান"—"বি-আ-ন" এই উচ্চারণ করিলে মোট আট অক্ষর হয়।

২। রজসের উপরে—পরোরজাঃ। মূলে "সর্বম্ রজঃ" বলাতে বুঝাইতে পারে যে, সূর্য কেবল তাঁহার নিম্নবর্তী লোক সকলেরই অধিপতি। তিনি উর্ধ্বতন লোক সকলেরও অধিপতি (ছাঃ ১।৬।৮) ইহা বুঝাইবার জন্য উপর্যুপরি শব্দে যোজনা হইয়াছে।

সৈষা গায়ত্র্যেতস্মিংস্তুরীয়ে দর্শতে পদে পরোরজসি প্রতিষ্ঠিতা তদ্বৈ তৎ সত্যে প্রতিষ্ঠিতং চক্ষুর্বৈ সত্যং চক্ষুর্হি বৈ সত্যং তস্মাদ্ যদিদানীং দ্বৌ বিবদমানাবেয়াতামহম-দর্শমহমশ্রৌষমিতি য এবং ব্রূয়াদহমদর্শমিতি তস্মা এব শ্রদ্দধ্যাম তদ্বৈ তৎ সত্যং বলে প্রতিষ্ঠিতং প্রাণো বৈ বলং তৎ প্রাণে প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদাহুর্বলং সত্যাদোগীয় ইত্যেবম্বেষা গায়ত্র্যধ্যাত্মং প্রতিষ্ঠিতা সা হৈষা গয়াংস্তত্রে প্রাণা বৈ গয়াস্তৎ প্রাণাংস্তত্রে তদ্ যদ্ গয়াংস্তত্রে তস্মাদ্ গায়ত্রী নাম স যামেবামূং সাবিত্রীমন্বাহৈষৈব সা স যস্মা অন্বাহ তস্য প্রাণাংস্ত্রায়তে ॥ ৪

সা এষা গায়ত্রী (ত্রিলোক, ত্রিবেদ, ও প্রাণরূপিণী সেই ত্রিপাদ গায়ত্রী) এতস্মিন্ (এই) তুরীয়ে দর্শতে পরোরজসি পদে (তুরীয়, দর্শত, ও পরোরজা পদে] প্রতিষ্ঠিতা। তৎ বৈ (সেই তুরীয় পাদ সূর্য) সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্ [৩।৯।২০]। চক্ষুঃ বৈ তৎ সত্যম্, হি চক্ষুঃ বৈ সত্যম্ (চক্ষু যে সত্য, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ)। তস্মাৎ (এই জন্য) যৎ (যদি) ইদানীম্ (এখন) বিবদমানৌ এয়ৌ (বিবাদপরায়ণ দুই ব্যক্তি)—অহম্ অদর্শম্ (আমি দেখিয়াছি), অহম্ অশ্রৌষম্ (আমি শুনিয়াছি) ইতি (এই বলিতে বলিতে)—এয়াতাম্ (আসে), [তবে] যঃ এবম্ ব্রূয়াৎ (যে এইরূপ বলিবে)—অহম্ অদর্শম্ ইতি, তস্মৈ এব (তাহারই কথা) শ্রদ্দধ্যাম (বিশ্বাস করিব)। তৎ সত্যম্ বৈ বলে প্রতিষ্ঠিতম্। প্রাণঃ বৈ তৎ বলম্; [সুতরাং] তৎ (সত্য) প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্ [৩।৭।২]। তস্মাৎ আহুঃ—বলম্ সত্যাৎ (সত্য হইতে) ওগীয়ঃ (=ওজীয়ঃ, অধিকতর ওজস্বী) ইতি। এবম্ উ (এইরূপে) এষা গায়ত্রী অধ্যাত্মম্ (দেহাশ্রিত প্রাণে) প্রতিষ্ঠিতা। সা হ এষা গয়ান্ (গয়দিগকে, শব্দকারী বাগিন্দ্রিয়কে, অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়কে) তত্রে (ত্রাণ করিয়াছিলেন)। প্রাণাঃ বৈ গয়াঃ (ইন্দ্রিয়গণই গয়), তৎ (সুতরাং) প্রাণান্ (ইন্দ্রিয়গণকে) তত্রে। তৎ (উক্তরূপে) যৎ (যেহেতু) গয়ান্ তত্রে, তস্মাৎ গায়ত্রী নাম। সঃ (আচার্য) [শিষ্যকে উপনীত করিয়া] যাম্ এব অমূম্ সাবিত্রীম্ (এই যে সাবিত্রী [সবিতৃদেবতাধিষ্ঠিত গায়ত্রী মন্ত্র]) অন্বাহ (উপদেশ দেন) সা এষা এব (উহা ইহাই বটে)। সঃ (আচার্য) যস্মৈ (যাঁহাকে) অন্বাহ, [গায়ত্রী] তস্য (তাহার) প্রাণান্ ত্রায়তে (ত্রাণ করেন)। ৪

উক্ত এই গায়ত্রী এই তুরীয়, দর্শত, ও পরোরজা পাদে প্রতিষ্ঠিত। সেই তুরীয় পাদ সত্যে প্রতিষ্ঠিত। চক্ষুই সেই সত্য; কারণ চক্ষু সত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই জন্যই এখনও যদি বিবদমান ব্যক্তিদ্বয় "আমি দেখিয়াছি," "আমি শুনিয়াছি," এই বলিতে বলিতে আসে, তবে যে বলিবে, "আমি দেখিয়াছি," তাহাকেই আমরা বিশ্বাস করিব। সেই সত্য শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। প্রাণই সেই শক্তি;

(সুতরাং) সত্য প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। এই জন্যই লোকে বলে, "সত্য হইতে বল ওজস্বী।" এইরূপেই এই গায়ত্রী অধ্যাত্মরূপে প্রাণে আশ্রিত।[1] এই গায়ত্রী গয়দিগকে ত্রাণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয়বৃন্দই গয়; সুতরাং (তিনি) ইন্দ্রিয়গণকেই ত্রাণ করিয়াছিলেন। যেহেতু উক্তরূপে (তিনি) গয়দিগকে ত্রাণ করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার নাম গায়ত্রী। (উপনয়নের পরে) আচার্য (শিষ্যকে) এই যে সাবিত্রী উপদেশ দেন, উহা ইহাই বটে। আচার্য যাহাকে উপদেশ দেন, গায়ত্রী তাহার ইন্দ্রিয়বৃন্দকে ত্রাণ করেন। ৪

১। একই শক্তি বাহিরে সূত্ররূপে এবং শরীরে প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত। এইরূপে সিদ্ধ হইল যে, গায়ত্রী সূত্রাত্মিকা; সমস্ত জগৎ তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত।

তাং হৈতামেকে সাবিত্রীমনুষ্টুভমন্বাহুর্বাগনুষ্টুবেতদ্বাচমনুব্রূম ইতি ন তথা কুর্যাদ্ গায়ত্রীমেব সাবিত্রীমনুব্রূয়াদ্ যদি হ বা অপ্যেবংবিদ্ বহ্বিব প্রতিগৃহ্ণাতি ন হৈব তদ্ গায়ত্র্যা একংচন পদং প্রতি ॥ ৫

বাক্ অনুষ্টুপ্; বাচম্ অনুব্রূমঃ ([শিষ্যকে] বাক্যেরই উপদেশ দিব)—ইতি এতৎ (এইরূপ কথা বলিয়া) একে (কেহ কেহ) তাম্ এতাম্ (শাখান্তরে প্রসিদ্ধ এই) অনুষ্টুভম্ সাবিত্রীম্ হ (অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত ও সবিতৃদেবতার দ্বারা অধিষ্ঠিত মন্ত্রই ["তৎসবিতুর্বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনম্। শ্রেষ্ঠং সর্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি।"—ছাঃ ৫।২।৭, ঋগ্বেদ ৫।৮২।১]) অন্বাহুঃ (উপদেশ দেন)। তথা ন কুর্যাৎ (ঐরূপ করিবে না), গায়ত্রীম্ এব সাবিত্রীম্ (গায়ত্রীরূপিণী সাবিত্রীই) অনুব্রূয়াৎ (শিষ্যকে উপদেশ দিবে)। এবংবিদ্ যদি হ বৈ অপি (যদিই বা) বহু ইব প্রতিগৃহ্ণাতি (অত্যধিক প্রতিগ্রহ করিলেন বলিয়া মনে হয়), তৎ (ঐ প্রতিগ্রহ) গায়ত্র্যাঃ (গায়ত্রীর) একম্ চন পদম্ প্রতি ন হ এব (একটি পাদেরও তুল্য নহে)। ৫

"বাক্ অনুষ্টুপ্ ; আমরা (উপনয়নান্তে) বাকেরই উপদেশ দিব,"—কেহ কেহ এইরূপ কথা বলিয়া অন্যত্র প্রসিদ্ধ ও অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত সাবিত্রীমন্ত্রেরই উপদেশ দেন। ঐরূপ করিবে না ; গায়ত্রীরূপিণী সাবিত্রীরই উপদেশ দিবে।[১] ঐরূপ জ্ঞানী যদিই বা (কখনও) অত্যধিক প্রতিগ্রহ করিলেন বলিয়া মনে হয়, তথাপি উহা গায়ত্রীর একটি পাদেরও সমকক্ষ নহে।[২] ৫

১। পূর্বপক্ষের মতে বাক্ সরস্বতী ; উপনীত ব্যক্তির পক্ষে প্রথমে সরস্বতীরই আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত ; অতএব অনুষ্টুপ্ ছন্দের বাগ্রূপী মন্ত্রই ব্যবহার্য। উত্তরে বলা হইল—গায়ত্রী প্রাণ। প্রাণের মধ্যে বাক্ও অন্তর্ভুক্ত ; সুতরাং গায়ত্রীর উপদেশেই সরস্বতীর আশ্রয় সিদ্ধ হইল।

২। শাস্ত্রে প্রতিগ্রহের নিন্দা থাকিলেও বিদ্বান্ সর্বাত্মক হওয়ায় তাঁহার পক্ষে "প্রতিগ্রহ" বা "বহু" বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না ; অর্থাৎ প্রতিগ্রহই অসম্ভব। এই জন্য মূলে "ইব" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। তথাপি যদি ধরিয়া লই যে, বিদ্বানেরও প্রতিগ্রহজনিত পাপ হয়, তবুও ঐ পাপ গায়ত্রীর পাদমাত্রজ্ঞানের কাছে অকিঞ্চিৎকর—জ্ঞানাগ্নি উহাকে ভস্মীভূত করে। সুতরাং যদিই বা ধরি যে, সমস্ত প্রতিগ্রহজনিত দোষকে নিবৃত্ত করিতে গিয়া জ্ঞানীর সমস্ত জ্ঞানই নিঃশেষিত হইয়া যায়, তথাপি দোষ সঞ্চিত হইবার অবকাশ কোথায়? এই কথাই পরের কণ্ডিকায় আরও পরিষ্কার হইয়াছে।

স য ইমাংস্ত্রীঁল্লোকান্ পূর্ণান্ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ সোঽস্যা এতৎ প্রথমং পদমাপ্নুয়াদথ যাবতীয়ং ত্রয়ী বিদ্যা যস্তাবৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ সোঽস্যা এতদ্ দ্বিতীয়ং পদমাপ্নুয়াদথ যাবদিদং প্রাণি যস্তাবৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ সোঽস্যা এতৎ তৃতীয়ং পদমাপ্নুয়াদথাস্যা এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরোরজা

য এব তপতি নৈব কেনচনাপ্যং কুত উ এতাবৎ প্রতিগৃহ্নীয়াৎ ॥ ৬

[গায়ত্রীবিদের পক্ষে প্রতিগ্রহ দোষাবহ নহে—ইহা দেখান হইতেছে]—সঃ যঃ (গায়ত্রীবিদ্ যে কেহ) পূর্ণান্ (ধনপূর্ণ) ইমান্ ত্রীন্ লোকান্ (এই তিন লোককে) প্রতিগৃহ্নীয়াৎ (প্রতিগ্রহ করেন), সঃ (সেই প্রতিগ্রহ) অস্যাঃ (গায়ত্রীর) এতৎ প্রথমং পদম্ (এই প্রথম পাদ, প্রথমপাদের বিজ্ঞানফল) আপ্নুয়াৎ (লাভ করিবে) [সেই প্রতিগ্রহদ্বারা প্রথমপাদবিজ্ঞানের ফলমাত্র ভুক্ত হইবে]। অথ যাবতী ইয়ম্ ত্রয়ী বিদ্যা যঃ তাবৎ [২য় কণ্ডিকা দ্রঃ] প্রতিগৃহ্নীয়াৎ, সঃ…আপ্নুয়াৎ। অথ যাবৎ ইদম্ প্রাণি যঃ তাবৎ [৩য় কণ্ডিকা], সঃ…আপ্নুয়াৎ। অথ [যদিও পূর্বোক্ত পাদত্রয়ের বিজ্ঞানফল নিঃশেষিত হয়, তথাপি] অস্যাঃ এতৎ এব তুরীয়ম্ …তপতি [৩য় কণ্ডিকা]—[এতাবৎ—ইঁহার এই বিজ্ঞানফল] কেন চন (কোনও প্রতিগ্রহের দ্বারা) ন এব আপ্যম্ (প্রাপ্য নহে, ভুক্ত হইবার যোগ্য নহে, তুলনীয় নহে)। [বস্তুতঃ পূর্বোক্ত ত্রিপাদবিজ্ঞানের ফলও ভুক্ত হইবার যোগ্য নহে; কারণ] এতাবৎ (এই সমস্ত [ত্রিলোকাদি]) কুতঃ উ (কোন্ উপায়ে) প্রতিগৃহ্নীয়াৎ ? ৬

(গায়ত্রীবিদ্) কেহ যদি ধনপূর্ণ এই ত্রিলোককে প্রতিগ্রহ করেন, তবে তদ্দ্বারা ঐ গায়ত্রীর এই প্রথম পাদের বিজ্ঞানের ফল (মাত্র) ভুক্ত হইবে। আর এই ত্রয়ীবিদ্যার দ্বারা লভ্য যত ফল আছে, যিনি সেই সকল প্রতিগ্রহ করিবেন, তদ্দ্বারা এই গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদের বিজ্ঞানের ফল ভুক্ত হইবে। আর জগতে যত প্রাণী আছে, যিনি তৎসমস্ত প্রতিগ্রহ করিবেন, তদ্দ্বারা এই গায়ত্রীর তৃতীয় পাদের বিজ্ঞানের ফল ভুক্ত হইবে। অনন্তর এই যে তাপদাতা সূর্য, ইনিই গায়ত্রীর তুরীয়, দর্শত, ও পরোরজা পাদ— ইঁহার বিজ্ঞানফল কোনও প্রতিগ্রহের দ্বারা ভুক্ত হয় না। [বস্তুতঃ

ত্রিপাদবিজ্ঞানের ফলও ভুক্ত হইতে পারে না ; কারণ) এতাবৎ বস্তু কোন্ উপায়ে গৃহীত হইবে ?[১] ৬

১। বিদ্বানের পক্ষে প্রতিগ্রহই বা কি, আর এইরূপ ত্রিলোকাদির দাতাই বা কোথায় ? (পূর্বকণ্ডিকা, টীকা ২ দ্রঃ)। যদিও বা এইরূপ দান ও প্রতিগ্রহ সম্ভব হয় ও তজ্জনিত দোষস্পর্শ ঘটে, তথাপি ত্রিপাদের জ্ঞানেই সমস্ত দোষ ভস্মীভূত হইবে এবং পুরুষার্থভূত চতুর্থপাদের জ্ঞান অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে।

তস্যা উপস্থানং গায়ত্র্যস্যেকপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদ্যপদসি ন হি পদ্যসে। নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজসেঽসাবদো মা প্রাপদিতি যং দ্বিষ্যাদসাবস্মৈ কামো মা সমৃদ্ধীতি বা ন হৈবাস্মৈ স কামঃ সমৃধ্যতে যস্মা এবমুপতিষ্ঠতেঽহমদঃ প্রাপমিতি বা ॥ ৭

তস্যাঃ (ঐ গায়ত্রীর) উপস্থানম্ (নমস্কার) [মন্ত্র এই]—[হে] গায়ত্রি, [আপনি] একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদী অসি (হন)। [এই চারি পাদের দ্বারা আপনি উপাসকগণ কর্তৃক পদ্যমানা বা ধ্যায়মানা হন ; কিন্তু আপনার নিরুপাধিক স্বরূপে আপনি] অপৎ (পদশূন্যা, ধ্যেয়রূপাতীতা) অসি , হি (কারণ) ন পদ্যসে (পদনীয়া, প্রাপ্যা, হন না)। [তখন আপনি শুধু জ্ঞেয় ; সুতরাং ব্যাবহারিক] তুরীয়ায় দর্শতায় পরোরজসে পদায় তে (তুরীয়, দর্শত, ও পরোরজ পাদরূপিণী আপনাকে) নমঃ। অসৌ (উহা, [আপনার প্রাপ্তিবিষয়ে বিঘ্নকারী] পাপরূপ শত্রু) অদঃ (উহাকে, বিঘ্নকর্তৃত্বকে) মা প্রাপৎ (যেন না পায়) [কোন শত্রু যেন আপনার প্রাপ্তিবিষয়ে বিঘ্ন উৎপাদনে সমর্থ না হয়] ইতি। [গায়ত্রীবিদ্] যম্ দ্বিষ্যাৎ (যাহাকে দ্বেষ করেন) [তাহার বিরুদ্ধে অভিচারার্থে তিনি] বা (হয়) [এই মন্ত্র ব্যবহার করিবেন]—অসৌ ([শত্রুর নাম গ্রহণপূর্বক] অমুক শত্রু), অস্মৈ (উহার পক্ষে) [উহার] কামঃ (অভিপ্রেত বস্তু) মা সমৃদ্ধি (সমৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হউক) ইতি ; [ইহার ফলে] যস্মৈ (যাহার বিরুদ্ধে)

এবম্ (এইরূপে) [গায়ত্রীকে] উপতিষ্ঠতে (নমস্কার করেন), অস্মৈ (উহার জন্ত) সঃ (সেই) কামঃ ন এব সমৃধ্যতে (অবশ্যই সমৃদ্ধ হয় না), —বা (অথবা) [তিনি বলিবেন]—অহম্ (আমি) [অমুকের অভিলষিত] অদঃ (ঐ বস্তু) প্রাপম্ (যেন প্রাপ্ত হই) ইতি । ৭

গায়ত্রীর নমস্কার (এই)—"গায়ত্রি, আপনি একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, ও চতুষ্পদী ।[১] (আবার) আপনি পদশূন্যা ; কারণ আপনি ধ্যেয়রূপাতীতা ।° (সুতরাং) তুরীয়, দর্শত, ও পরোরজা রূপিণী আপনাকে নমস্কার । সে (অর্থাৎ পাপরূপ শত্রু) যেন উহা (অর্থাৎ বিঘ্ন) না করিতে পারে ।" তিনি যাহাকে দ্বেষ করেন, (তাহার বিরুদ্ধে) হয় (বলিবেন)—"অমুক শত্রু উহার অভিপ্রেত বিষয়ে যেন সমৃদ্ধিলাভ না করে ।" যাহার বিরুদ্ধে তিনি এইরূপ নমস্কার করেন, উহার অভিলষিত বিষয় অবশ্যই সমৃদ্ধ হয় না । অথবা (তিনি বলিবেন)—"আমি যেন (শত্রুর অভিলষিত) ঐ বিষয় প্রাপ্ত হই ।[২]" ৭

১ । ত্রিলোকাত্মিকা, ত্রয়ীবিদ্যারূপিণী, প্রাণাদিস্বরূপা, ও তুরীয়া ।

২ । "অসৌ অদঃ" হইতে আরম্ভ করিয়া যে তিনটি মন্ত্র বলা হইয়াছে, উহাদের যে কোনওটি গৃহীত হইতে পারে ।

এতদ্ধ স্ম বৈ তজ্জনকো বৈদেহো বুড়িলমাশ্বতরাশ্বিমুবাচ যন্নু হো তদ্ গায়ত্রীবিদব্রূথা অথ কথং হস্তীভূতো বহসীতি মুখং হ্যস্যাঃ সম্রাণ্ন বিদাঞ্চকারেতি হোবাচ তস্যা অগ্নিরেব মুখং যদি হ বা অপি বহ্বিবাগ্নাবভ্যাদধতি সর্বমেব তৎ সংদহত্যেবং হৈবৈবংবিদ্ যদ্যপি বহ্বিব পাপং কুরুতে

সর্বমেব তৎ সম্প্সায় শুদ্ধঃ পূতোঽজরোঽমৃতঃ সম্ভবতি ॥ ৮ ॥ ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য চতুর্দশং ব্রাহ্মণম্ ॥

এতৎ হ বৈ (এই আখ্যায়িকা আছে যে), তৎ (ঐ গায়ত্রীবিজ্ঞান-বিষয়ে) জনকঃ বৈদেহঃ বুড়িলম্ আশ্বতরাশ্বিম্ (অশ্বতরাশ্বের পুত্র বুড়িলকে) উবাচ স্ম—তৎ যৎ নু অব্রূথাঃ (সেই যে তুমি বলিলে)—"[আমি] গায়ত্রীবিদ্," অথ (তাহা হইলে), হো (অহো, হায়), কথম্ (কিরূপে) হস্তীভূতঃ (গজরূপ প্রাপ্ত হইয়া) [আমাকে] বহসি (বহন করিতেছ) ইতি। উবাচ হ—সম্রাট্, হি (যেহেতু) অস্যাঃ (এই গায়ত্রীর) মুখম্ (মুখ) ন বিদাঞ্চকার (জানি নাই) ইতি। [জনক বলিলেন]—তস্যাঃ অগ্নিঃ এব মুখম্। যদি অপি হ বৈ (যদিই বা) [লোকে] বহু (প্রচুর কাষ্ঠ) ইব অগ্নৌ (অগ্নিতে) অভ্যাদধতি (স্থাপন করে), তৎ সর্বম্ এব (সেই সমস্তকেই) [অগ্নি] সংদহতি (ভস্মীভূত করে); এবম্ এব হ এবংবিদ্ যদ্যপি বহু পাপম্ কুরুতে (করেন) ইব, তৎ সর্বম্ এব (সেই সমস্ত পাপই) সম্প্সায় (ভক্ষণ করিয়া) শুদ্ধঃ (পাপসংস্পর্শ রহিত), পূতঃ (পাপফলের দ্বারা অস্পৃষ্ট), অজরঃ, অমৃতঃ সম্ভবতি (হন)। ৮

এইরূপ বিশ্রুতি আছে যে, ঐ গায়ত্রীবিদ্যা-বিষয়ে বৈদেহ জনক অশ্বতরাশ্বের পুত্র বুড়িলকে বলিয়াছিলেন, "তুমি তো বলিলে, 'আমি গায়ত্রীবিদ্'। তবে, হায়, তুমি কিরূপে গজত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমায় বহিতেছ?" (বুড়িল) বলিলেন, "যেহেতু, হে সম্রাট্, আমি গায়ত্রীর মুখ বিদিত হই নাই।" (জনক বলিলেন)—"অগ্নিই তাঁহার মুখ। (লোকে) যদিই বা অগ্নিতে প্রচুর কাষ্ঠ দেয়, (অগ্নি) সেই সমস্তকেই দগ্ধ করে। ঠিক তেমনি এতাদৃশ জ্ঞানবান্ যদিই বা বহু পাপ করেন, (তথাপি তিনি) সেই সমস্ত ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ, পূত, অজর, ও অমৃত হন।" ৮

পঞ্চমাধ্যায়—পঞ্চদশ ব্রাহ্মণ

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্।
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।
বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।
অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম ॥ ১

ইতি পঞ্চমাধ্যায়স্য পঞ্চদশং ব্রাহ্মণম্ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি পঞ্চমাধ্যায়ঃ ॥

[যিনি সমুচ্চিতরূপে কর্ম ও উপাসনা করিয়াছেন, তিনি মৃত্যুকালে সূর্যের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। সূর্যই গায়ত্রীর তুরীয় পাদ, এবং পূর্ব ব্রাহ্মণে তাঁহাকেই নমস্কার করা হইয়াছে]—হিরণ্ময়েন পাত্রেণ (সুবর্ণপাত্রের দ্বারা, জ্যোতির্ময় সূর্যমণ্ডলের দ্বারা) সত্যস্য (সত্যব্রহ্মের) মুখম্ (মুখ্য স্বরূপটি) অপিহিতম্ (তিরোহিত, আবৃত, রহিয়াছে)। [হে] পূষন্ ([জগৎ] পরিপোষক [সূর্য]), সত্যধর্মায় (সত্য ধর্ম যাঁহার, সত্যাত্মভূত আমার জন্য) দৃষ্টয়ে (দর্শনের জন্য) ত্বম্ (আপনি) তৎ (ঐ আবরণ) অপাবৃণু (অপাবৃত করুন)। [হে] পূষন্, এক-ঋষে (একাকী বিচরণকারী, বা [জগতের]

একমাত্র দ্রষ্টা), যম ([জগতের] নিয়ামক), সূর্য (সুষ্ঠুরূপে রস, রশ্মি, ইন্দ্রিয়সমূহ, বা বুদ্ধিবৃত্তিসমূহের পরিচালক), প্রাজাপত্য (ঈশ্বরের বা হিরণ্যগর্ভের পুত্র), রশ্মীন্ (কিরণরাজি) ব্যূহ (অপসৃত করুন); তেজঃ সমূহ (তেজ সংযত করুন); তে (আপনার) যৎ (যাহা) কল্যাণ-তমম্ (সর্বাধিক শুভকর) রূপম্, তে তৎ (তাহা) [অহম্] পশ্যামি ([—বয়ম্] পশ্যামঃ, আমরা দেখিব)। যঃ অসৌ পুরুষঃ (ঐ যে ব্যাহৃতি-অবয়ব পুরুষ [৫।৫।৩-৪]) অহম্ সঃ অসৌ অমৃতম্ অস্মি (আমি সেই অমৃত)। [সত্যধর্মা আমার দেহত্যাগ হইলে] বায়ুঃ ([আমার] প্রাণবায়ু) অনিলম্ ([বাহ্য] বায়ুতে) [গমন করুক, এবং অপর অধ্যাত্ম দেবতারাও স্ব স্ব প্রকৃতিতে গমন করুন]। অথ (অতঃপর) ইদম্ শরীরম্ (এই দেহ) ভস্মান্তম্ (ভস্মাবশেষ) [হইয়া পৃথিবীতে গমন করুক]। [অতঃপর সঙ্কল্পে উপহিত ও মনের অধিষ্ঠাতা অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন]— ওঁ ক্রতো (হে ওঙ্কারপ্রতীক সঙ্কল্পাত্মা অগ্নি), স্মর (স্মরণ করুন)—কৃতম্ (আমার কৃত সমস্ত) স্মর; ক্রতো স্মর, কৃতম্ স্মর [আদরার্থে দ্বিরুক্তি]। [হে] অগ্নে, অস্মান্ (আমাদিগকে) রায়ে (ধনলাভের জন্য, কর্মফলপ্রাপ্তির জন্য) সুপথা (উত্তম মার্গে, উত্তরায়ণ মার্গে) নয় (লইয়া যান)। [হে] দেব, [আপনি] বিশ্বানি বয়ুনানি (নিখিল মানসপ্রজ্ঞা, সংস্কার) বিদ্বান্ (অবগত আছেন)। অস্মৎ (আমাদিগ হইতে) জুহুরাণম্ এনঃ (কুটিল পাপ) যুযোধি (বিদূরিত করুন)। [কিন্তু এখন আপনার অন্যবিধ সেবা অসম্ভব ; সুতরাং] তে (আপনার প্রতি) ভূয়িষ্ঠাম্ (অনেকানেক) নম-উক্তিম্ বিধেম (নমস্কার-বচন প্রয়োগ করিতেছি) [বাচনিক নমস্কারের দ্বারা সেবা করিতেছি]। [ঈঃ ১৫-১৮]। ১

জ্যোতির্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যব্রহ্মের স্বরূপটি আবৃত রহিয়াছে। হে পূষন্, সত্যধর্মা আমার দর্শনের জন্য আপনি উহা উন্মোচিত করুন। হে পূষন্, হে একর্ষি, হে যম, হে সূর্য, হে প্রজাপতিপুত্র, আপনি কিরণরাজি অপসৃত করুন, তেজ সংযত করুন; আপনার যেটি কল্যাণতম রূপ,- আমরা যেন তাহাই দেখিতে পাই। সেই

যে (ব্যাহৃতি) পুরুষ, আমি সেই, এবং আমি অমৃত। (আমার) প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে লীন হউক। অনন্তর এই শরীর ভস্মাবশেষ হউক। হে ওঙ্কারপ্রতীক ও সঙ্কল্পাত্মা অগ্নি, আপনি স্মরণ করুন, আমার কৃত কর্ম স্মরণ করুন; হে সঙ্কল্পাত্মা, আপনি স্মরণ করুন, আমার কৃত কর্ম স্মরণ করুন।[১] হে অগ্নি, ফললাভের জন্য আমাদিগকে সুপথে লইয়া যান; আপনি নিখিল মানসপ্রজ্ঞা অবগত আছেন। আমাদিগ হইতে কুটিল পাপ বিদূরিত করুন। আমরা আপনার প্রতি বহুতর নমস্কার বচন প্রয়োগ করিতেছি। ১

১। দেবগণ মুমূর্ষুর কর্ম স্মরণ করিলে ফলসিদ্ধি হয়। অগ্নিই মানসিক সঙ্কল্পরূপে বিরাজিত থাকেন।

ষষ্ঠাধ্যায়—প্রথম ব্রাহ্মণ

ওঁ॥ যো হ বৈ জ্যেষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং চ বেদ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভবতি প্রাণো বৈ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভবত্যপি চ যেষাং বুভূষতি য এবং বেদ ॥ ১

[পূর্বাধ্যায়ে ১৩শ ব্রাহ্মণে প্রাণকে উক্থাদিরূপে ও ১৪শ ব্রাহ্মণে গায়ত্রীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অপর কোনও ইন্দ্রিয় ঐ শ্রেষ্ঠত্ব পায় নাই। ইহার কারণ]—যঃ (যে কেহ) জ্যেষ্ঠম্ চ শ্রেষ্ঠম্ চ (জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে) বেদ (জানেন) [তিনি] হ বৈ (অবশ্যই) স্বানাম্ (জ্ঞাতিগণের মধ্যে) জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ ভবতি। প্রাণঃ বৈ জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ। যঃ এবম্ বেদ, স্বানাম্ চ (ও) অপি যেষাম্ বুভূষতি (যাহাদের মধ্যে হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের মধ্যেও) জ্যেষ্ঠঃ চ শ্রেষ্ঠঃ চ ভবতি। [ছাঃ ৫।১]। ১

যিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে জানেন, তিনি অবশ্যই জ্ঞাতিগণমধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন। প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ।[১] যিনি এইরূপ জানেন, তিনি আত্মীয়গণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হন, এবং অপর যাহাদের মধ্যে হইতে ইচ্ছা করেন তাহাদের মধ্যেও হন। ১

১। প্রাণ জ্যেষ্ঠ; কারণ অপর ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিলাভের পূর্বেও প্রাণ ভ্রূণকে পালন করে, এবং প্রাণ সক্রিয় হইলেই অপর ইন্দ্রিয় স্বকার্যে নিযুক্ত হইতে পারে। এতাদৃশ জ্ঞানী যে অপরের অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ হন, তাহা নহে; পরন্তু এই জ্ঞানের ফলে তিনি প্রাণের ন্যায় অপরের বৃত্তিলাভের কারণ হন। প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব পরে দেখান হইতেছে (৭-১৪ কণ্ডিকা)।

যো হ বৈ বসিষ্ঠাং বেদ বসিষ্ঠঃ স্বানাং ভবতি বাগ্বৈ বসিষ্ঠা বসিষ্ঠঃ স্বানাং ভবত্যপি চ যেষাং বুভূষতি য এবং বেদ ॥ ২

যিনি বসিষ্ঠাকে জানেন, তিনি অবশ্যই আত্মীয়গণের মধ্যে বসিষ্ঠ হন। বাক্‌ই বসিষ্ঠা।[১] যিনি এইরূপ জানেন, তিনি স্বজনের মধ্যে বসিষ্ঠ হন, এবং অপর যাহাদের মধ্যে হইতে ইচ্ছা করেন তাহাদের মধ্যেও হন। ২

১। বসিষ্ঠঃ—অতিশয়েন বাসয়তি বস্তে বা ; যিনি উত্তমরূপে বাস করান বা আচ্ছাদন করেন। যাঁহারা বাগ্মী, তাঁহারা ধনোপার্জন করিয়া উত্তমরূপে বাস করেন, অথবা বাগ্মিতাদ্বারা অপরকে আচ্ছাদিত বা পরাজিত করেন।

যো হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি সমে প্রতিতিষ্ঠতি দুর্গে চক্ষুর্বৈ প্রতিষ্ঠা চক্ষুষা হি সমে চ দুর্গে চ প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি সমে প্রতিতিষ্ঠতি দুর্গে য এবং বেদ ॥ ৩

যঃ...প্রতিষ্ঠাম্, (যৎসহায়ে প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি হয়, অধ্যবসায়কে) বেদ, [তিনি] দুর্গে (দুর্গম স্থানে বা দুর্ভিক্ষাদিকালে) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠিত থাকেন); সমে (সমতল স্থানে, বা সুভিক্ষাদিকালে) প্রতিতিষ্ঠতি। [অপরাংশও অনুরূপ]। ৩

যিনি প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি অবশ্যই সুগম দেশে বা সুকালে এবং দুর্গম দেশে বা অকালে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। চক্ষুই প্রতিষ্ঠা; কারণ চক্ষুরই দ্বারা লোকে সম ও বিষম দেশে বা কালে প্রতিষ্ঠিত থাকে। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি সমদেশে বা সুকালে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, এবং বিষম দেশে বা অকালেও প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ৩

যো হ বৈ সম্পদং বেদ সং হাস্মৈ পদ্যতে যং কামং কাময়তে শ্রোত্রং বৈ সম্পচ্ছ্রোত্রে হীমে সর্বে বেদা অভিসম্পন্নাঃ সং হাস্মৈ পদ্যতে যং কামং কাময়তে য এবং বেদ ॥ ৪

যঃ...বেদ, [তিনি] যম্ কামম্ (যে কাম্য বস্তু) কাময়তে (অভিলাষ করেন), [তাহা] অস্মৈ (উঁহার জন্য) সম্পদ্যতে হ (সম্পাদিত হয়)। শ্রোত্রম্ (শ্রবণেন্দ্রিয়) বৈ সম্পৎ ; হি শ্রোত্রে [সতি] (শ্রোত্র থাকিলেই) ইমে সর্বে বেদাঃ (এই সমস্ত বেদ) অভিসম্পন্নাঃ (অধিগত হয়)। [অপরাংশ অনুরূপ]। ৪

যিনি সম্পদ্‌কে জানেন, তিনি যাহা কিছু কামনা করেন তাহাই তাঁহার জন্য সম্পাদিত হয়। শ্রোত্রই সম্পদ্ ; কারণ শ্রোত্র থাকিলেই সমস্ত বেদ অভিসম্পাদিত হয়। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি যাহা কিছু কামনা করেন তাহাই তাঁহার জন্য সম্পাদিত হয়। ৪

যো হ বা আয়তনং বেদায়তনং স্বানাং ভবত্যায়তনং জনানাং মনো বা আয়তনমায়তনং স্বানাং ভবত্যায়তনং জনানাং য এবং বেদ ॥ ৫

আয়তনম্ (আশ্রয়)। স্বানাম্ জনানাম্ (স্বজনের ও পরজনের) ভবতি। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৫

যিনি আয়তনকে জানেন, তিনি অবশ্যই স্বজনের ও পরজনের আশ্রয় হন। মনই আয়তন।[১] যিনি এইরূপ জানেন, তিনি স্বজনের ও পরজনের আশ্রয় হন। ৫

১। বিষয়সমূহ মনে আশ্রিত হইয়া আত্মার ভোগ্য হয়। মনের সঙ্কল্পানুসারে ইন্দ্রিয়বৃন্দ প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হয়। সুতরাং মন আয়তন।

যো হ বৈ প্রজাতিং বেদ প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভী রেতো বৈ প্রজাতিঃ প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভির্য এবং বেদ ॥ ৬

প্রজাতিম্ (জন্মপ্রদানরূপ বৃত্তি যাহার, তাহাকে)। প্রজয়া পশুভিঃ প্রজায়তে (সন্তানসন্ততি ও পশুবৃন্দে সুসম্পন্ন হন)। রেতঃ (শুক্র, জননেন্দ্রিয়)। [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ]। ৬

যিনি প্রজাতিকে জানেন, তিনি অবশ্যই সন্তান ও পশুসম্পদে সমৃদ্ধ হন। জননেন্দ্রিয়ই প্রজাতি। যিনি এইরূপ জানেন, তিনি সন্তান ও পশুসম্পদে সমৃদ্ধ হন। ৬

তে হেমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুস্তদ্ধোচুঃ কো নো বসিষ্ঠ ইতি তদ্ধোবাচ যস্মিন্ ব উৎক্রান্ত ইদং শরীরং পাপীয়ো মন্যতে স বো বসিষ্ঠ ইতি ॥ ৭

তে হ ইমে প্রাণাঃ (উক্ত এই ইন্দ্রিয়গণ একদা) অহং-শ্রেয়সে (আত্মপ্রাধান্য স্থাপনের জন্য) বিবদমানাঃ (বিবাদপরায়ণ হইয়া) ব্রহ্ম জগ্মুঃ (ব্রহ্মার নিকট গেলেন)। তৎ (ব্রহ্মাকে) উচুঃ হ (বলিলেন)—নঃ (আমাদের মধ্যে) কঃ (কে) বসিষ্ঠঃ ইতি। তৎ (ব্রহ্মা) উবাচ হ—বঃ (তোমাদের মধ্যে) যস্মিন্ উৎক্রান্তে (যে দেহ হইতে উৎক্রমণ করিলে) ইদম্ শরীরম্ (এই দেহ) পাপীয়ঃ (অধিকতর হীন) মন্যতে (মনে হয়), সঃ (সে) বঃ বসিষ্ঠঃ ইতি। ৭

উক্ত এই ইন্দ্রিয় সকল একদা আত্মপ্রাধান্য স্থাপনের জন্য কলহপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মার নিকট গেলেন ও ব্রহ্মাকে বলিলেন, "আমাদের মধ্যে কে বসিষ্ঠ?" তিনি বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে যে উৎক্রান্ত হইলে শরীরটি আরও জঘন্য হইবে, সেই তোমাদের মধ্যে বসিষ্ঠ।" ৭

বাগ্‌ঘোচ্চক্রাম সা সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথম-শকত মদৃতে জীবিতুমিতি তে হোচুর্যথাঽকলা অবদন্তো বাচা প্রাণন্তঃ প্রাণেন পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ বিদ্বাংসো মনসা প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ বাক্‌ ॥ ৮

বাক্‌ হ উচ্চক্রাম (উৎক্রমণ করিলেন)। সা (তিনি) সংবৎসরম্‌ প্রোষ্য (এক বৎসর প্রবাস করিয়া) আগত্য (আসিয়া) উবাচ—মদৃতে (আমাকে ছাড়িয়া) [তোমরা] কথম্‌ (কিরূপে) জীবিতুম্‌ অশকত (বাঁচিতে পারিলে) ইতি। তে (তাঁহারা) ঊচুঃ হ—অকলাঃ (মূকগণ) যথা বাচা (বাকের দ্বারা) অবদন্তঃ (কথা না বলিয়া) প্রাণেন প্রাণন্তঃ (প্রাণের দ্বারা জীবিত থাকিয়া), চক্ষুষা পশ্যন্তঃ (চক্ষুদ্বারা দেখিয়া), শ্রোত্রেণ শৃণ্বন্তঃ (কাণের দ্বারা শুনিয়া), মনসা বিদ্বাংসঃ (মনের দ্বারা জানিয়া), রেতসা প্রজায়মানাঃ (জননেন্দ্রিয়দ্বারা পুত্রোৎপাদন করিয়া) [বাঁচিয়া থাকে], এবম্‌ (এইরূপে) অজীবিষ্ম (বাঁচিয়া ছিলাম) ইতি। [তখন] বাক্‌ [দেহে] প্রবিবেশ হ (প্রবেশ করিলেন)। ৮

বাক্‌ উৎক্রমণ করিলেন। তিনি এক বৎসর প্রবাস করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমা ব্যতিরেকে তোমরা কিরূপে বাঁচিলে?" তাঁহারা বলিলেন, "মূকগণ যেমন বাকের দ্বারা কথা না বলিয়াও প্রাণের দ্বারা জীবনধারণ করিয়া, চক্ষের দ্বারা দেখিয়া, কাণের দ্বারা শুনিয়া, মনের দ্বারা জানিয়া, জননেন্দ্রিয়ের দ্বারা সন্তানোৎপাদন করিয়া (বাঁচিয়া থাকে) তেমনি আমরা বাঁচিয়াছিলাম।" বাক্‌ (দেহে) প্রবেশ করিলেন। ৮

চক্ষুর্হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথম-শকত মদৃতে জীবিতুমিতি তে হোচুর্যথান্ধা অপশ্যন্তশ্চক্ষুষা

প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ বিদ্বাংসো মনসা প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ ॥ ৯

চক্ষু উৎক্রমণ করিলেন। তিনি বৎসরকাল প্রবাসান্তে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তোমরা আমা ব্যতিরেকে কিরূপে বাঁচিলে?" তাঁহারা বলিলেন, "অন্ধগণ যেমন চক্ষুদ্বারা না দেখিয়াও প্রাণের দ্বারা জীবনধারণ করিয়া, বাকের দ্বারা কথা বলিয়া, কাণের দ্বারা শুনিয়া (ইত্যাদি)।" চক্ষু প্রবেশ করিলেন। ৯

শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি তে হোচুর্যথা বধিরা অশৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা বিদ্বাংসো মনসা প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্ ॥ ১০

শ্রোত্র উৎক্রমণ করিলেন। তিনি (ইত্যাদি)। তাঁহারা বলিলেন, "বধিরেরা যেমন কাণে না শুনিয়াও (ইত্যাদি)।" শ্রোত্র প্রবেশ করিলেন। ১০

মনো হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি তে হোচুর্যথা মুগ্ধা অবিদ্বাংসো মনসা প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ প্রজায়মানা রেতসৈবমজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ মনঃ ॥ ১১

মন উৎক্রমণ করিলেন। তিনি (ইত্যাদি)। তাঁহারা বলিলেন, "মূঢ় অর্থাৎ মূঢ়েরা যেমন মনের দ্বারা না বুঝিয়াও (ইত্যাদি)।" মন প্রবেশ করিলেন। ১১

রেতো হোচ্চক্রাম তৎ সংবৎসরং প্রোষ্যাগত্যোবাচ কথমশকত মদৃতে জীবিতুমিতি তে হোচুর্যথা ক্লীবা অপ্রজায়মানা রেতসা প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ বিদ্বাংসো মনসৈবমজীবিষ্মেতি প্রবিবেশ হ রেতঃ ॥ ১২

জননেন্দ্রিয় উৎক্রমণ করিলেন। তিনি (ইত্যাদি)। তাঁহারা বলিলেন, "ক্লীবেরা যেমন জননেন্দ্রিয়ের দ্বারা পুত্রোৎপাদন না করিয়াও (ইত্যাদি)।" জননেন্দ্রিয় প্রবেশ করিলেন। ১২

অথ হ প্রাণ উৎক্রমিষ্যন্ যথা মহাসুহয়ঃ সৈন্ধবঃ পড়্বীশ-শঙ্কূন্ সংবৃহেদেবং হৈবেমান্ প্রাণান্ সংববর্হ তে হোচুর্মা ভগব উৎক্রমীর্ন বৈ শক্ষ্যামস্ত্বদৃতে জীবিতুমিতি তস্যো মে বলিং কুরুতেতি তথেতি ॥ ১৩

অথ হ প্রাণঃ উৎক্রমিষ্যন্ (উৎক্রমণ করিবেন, এমন সময়ে) সৈন্ধবঃ মহাসুহয়ঃ (সিন্ধুদেশজাত বৃহৎ ও সুলক্ষণ অশ্ব) যথা পড়্বীশ-শঙ্কূন্ (পাদবন্ধনের খোঁটা সকল) সংবৃহেৎ (উৎপাটিত করে) এবম্ এব হ ইমান্ (এই) প্রাণান্ (ইন্দ্রিয়গণকে) সংববর্হ (স্বস্থানভ্রষ্ট করিলেন)। তে উচুঃ হ—ভগবঃ, মা উৎক্রমীঃ (উৎক্রমণ করিবেন না); ত্বৎ-ঋতে (আপনাকে ছাড়িয়া) জীবিতুম্ (বাঁচিতে) ন বৈ শক্ষ্যামঃ (মোটেই পারিব না) ইতি। [প্রাণ বলিলেন—যদি

আমার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার কর, তবে] তস্য উ মে (আমার জন্য) বলিং কুরুত (করবিধান কর) ইতি । [ইন্দ্রিয়গণ বলিলেন]—তথা ইতি (তথাস্তু) । ১৩

তারপর প্রাণ যখন উৎক্রমণে উদ্যত হইলেন, তখন তিনি সিন্ধুদেশীয়, বৃহৎ, সুলক্ষণ অশ্ব যেমন পাদবন্ধনের শঙ্কু সকল উৎপাটিত করে, তেমনি ইন্দ্রিয়গণকে স্থানভ্রষ্ট করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "ভগবন্, আপনি উৎক্রমণ করিবেন না। আপনাকে ছাড়িয়া আমরা মোটেই বাঁচিতে পারিব না।" (প্রাণ বলিলেন)—"আমার জন্য বলিবিধান কর।" (ইন্দ্রিয়গণ)—"তাহাই হইবে।"[১] ১৩

১। ইন্দ্রিয়গণ সত্যই উৎক্রমণ করিয়াছিলেন—ইহা হইতে পারে না। এই আখ্যায়িকাতে শুধু দেখান হইতেছে যে, প্রাণোপাসক এইরূপ বিচার অবলম্বনে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা অবগত হইবেন।

সা হ বাগুবাচ যদ্বা অহং বসিষ্ঠাঽস্মি ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসীতি যদ্বা অহং প্রতিষ্ঠাঽস্মি ত্বং তৎপ্রতিষ্ঠোঽসীতি চক্ষুর্যদ্বা অহং সম্পদস্মি ত্বং তৎসম্পদসীতি শ্রোত্রং যদ্বা অহমায়তনমস্মি ত্বং তদায়তনমসীতি মনো যদ্বা অহং প্রজাতিরস্মি ত্বং তৎপ্রজাতিরসীতি রেতস্তস্যো মে কিং অন্নং কিং বাস ইতি যদিদং কিঞ্চা শ্বভ্য আ কৃমিভ্য আ কীটপতঙ্গেভ্যস্তত্তেঽন্নমাপো বাস ইতি ন হ বা অস্যানন্নং জগ্ধং ভবতি নানন্নং প্রতিগৃহীতং য এবমেতদনস্যান্নং বেদ তদ্বিদ্বাংসঃ শ্রোত্রিয়া অশিষ্যন্ত আচামন্ত্যশিত্বাচামন্ত্যেতমেব তদনমনগ্নং কুর্বন্তো মন্যন্তে ॥ ১৪ ॥ ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য প্রথমং ব্রাহ্মণম্ ॥

[করপ্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া] সা বাক্ উবাচ হ—যদ্ অহম্ বসিষ্ঠা অস্মি (আমি যে বসিষ্ঠা হইয়াছি, যে বসিষ্ঠত্বগুণে আমি বসিষ্ঠা হইয়াছি) ত্বম্ তদ্-বসিষ্ঠঃ অসি (সেই বসিষ্ঠত্বগুণে আপনি বসিষ্ঠ, সেই বসিষ্ঠত্বগুণ আপনারই) ইতি। [অপরাপর অনুরূপ]। [এই সকল কর স্বীকার করিয়া প্রাণ বলিলেন]—তস্য উ মে (এবংগুণবিশিষ্ট আমার) কিম্ অন্নম্ কিম্ বাসঃ (অন্ন ও পরিধান কি [হইবে]) ইতি। আ শ্বভ্যঃ (কুকুরগণ পর্যন্ত) আ কৃমিভ্যঃ (কৃমিগণ পর্যন্ত), আ কীট-পতঙ্গেভ্যঃ (কীট ও পতঙ্গ সকল পর্যন্ত) যৎ ইদম্ কিঞ্চ (এই যাহা কিছু) [অন্ন আছে ; অর্থাৎ কুকুর, কৃমি, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত সকল প্রাণীর যাহা কিছু ভক্ষ্য আছে] তৎ (তাহা) তে (আপনার) অন্নম্ (ভক্ষ্য) ; আপঃ (পীত জল) [আপনার] বাসঃ ইতি। যঃ এবম্ (সমস্তই প্রাণের অন্ন—এইরূপে) অনস্য (প্রাণের) অন্নম্ বেদ, অস্য (ইঁহার) অনন্নম্ (যাহা অন্ন নহে এইরূপ কিছু) জগ্ধম্ (ভক্ষিত) ন হ বৈ ভবতি (মোটেই হয় না), অনন্নম্ প্রতিগৃহীতম্ (প্রতিগৃহীত) ন ভবতি। [যেহেতু জল প্রাণের পরিধান] তৎ (সেই হেতু) শ্রোত্রিয়াঃ বিদ্বাংসঃ (অধীতবেদ জ্ঞানীরা) অশিষ্যন্তঃ (ভোজনকালে) আচামন্তি (আচমন করেন), অশিত্বা (ভোজন করিয়া) আচামন্তি। [তাঁহারা] তৎ (উক্ত স্থলে) মন্যন্তে (মনে করেন) [যে], এতম্ এব অনম্ (এই প্রাণকেই) অনগ্নম্ কুর্বন্তঃ (নগ্নতাহীন করিতেছেন)। [ছাঃ ৫।২।১-২]। ১৪

বাক্ বলিলেন, “আমি যে গুণে বসিষ্ঠা হইয়াছি, আপনারই সেই বসিষ্ঠত্বগুণ।” চক্ষু বলিলেন, “আমি যে গুণে প্রতিষ্ঠা হইয়াছি, আপনারই সেই প্রতিষ্ঠাত্বগুণ।” শ্রোত্র বলিলেন, “আমি যে গুণে সম্পদ্ হইয়াছি, আপনারই সেই সম্পত্তিগুণ।” মন বলিলেন, “আমি যে গুণে আয়তন হইয়াছি, আপনারই সেই আয়তনত্বগুণ।” জননেন্দ্রিয় বলিলেন, “আমি যে গুণে প্রজাতি হইয়াছি, আপনারই সেই প্রজাতিত্বগুণ।” (প্রাণ বলিলেন)—“তাদৃশ আমার অন্ন ও পরিধান কি হইবে?” (তাঁহারা বলিলেন)—“কুকুরগণ, কৃমিগণ,

কীট ও পতঙ্গগণ পর্যন্ত (সকল) প্রাণীর যাহা কিছু অন্ন আছে, সমস্তই (আপনার) অন্ন হইবে এবং জল পরিধেয় হইবে।"[1] যিনি এইরূপে প্রাণের অন্ন বিদিত আছেন, তিনি এমন কিছু ভক্ষণ করেন না যাহা অন্ন নহে, এবং এমন কোনও দান গ্রহণ করেন না যাহা অন্ন নহে।[2] (জল প্রাণের পরিধেয়), এই জন্যই বেদপারগ জ্ঞানিগণ ভোজনারম্ভে ও ভোজনান্তে আচমন করেন। তাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহারা এই প্রাণেরই নগ্নতা দূর করিতেছেন।[3] ১৪

১। অর্থাৎ প্রাণোপাসক সর্বান্নে প্রাণান্নদৃষ্টি ও জলপানে পরিধেয়দৃষ্টি আরোপ করিবেন।

২। সর্বাত্মক প্রাণের সহিত এক হওয়ায় তাঁহার নিকট কিছুই অভক্ষ্য বা অপ্রতিগ্রহণীয় নহে। যদি কখনও তিনি অভক্ষ্য খাইয়া ফেলেন বা অপ্রতিগ্রহণীয় কিছু গ্রহণ করিয়া ফেলেন, তথাপি এই জ্ঞানের ফলে তাঁহার পাপ হয় না। মনে রাখিতে হইবে, ইহা অভক্ষ্য ভক্ষণের বা অপ্রতিগ্রাহ্য গ্রহণের বিধি নহে। পরন্তু এখানে দেখান হইতেছে যে, সমস্তই প্রাণের অন্ন। এখানে ফলকীর্তন হইয়াছে—আপাততঃ এইরূপ মনে হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। এখানে শুধু সর্বান্নত্বেরই স্তুতি করা হইল। উপাসনার প্রকৃত ফল ইহা নহে—পরন্তু প্রাণাত্মভাব লাভ।

৩। শুদ্ধির জন্য বিহিত আচমনে ঐরূপ দৃষ্টি আরোপ করিবে।

ষষ্ঠাধ্যায়—দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

শ্বেতকেতুর্হ বা আরুণেয়ঃ পঞ্চালানাং পরিষদমাজগাম স আজগাম জৈবলিং প্রবাহণং পরিচারয়মাণং তমুদীক্ষ্যাভ্যুবাদ কুমারা৩ ইতি স ভো৩ ইতি প্রতিশুশ্রাবানুশিষ্টো ন্বসি পিত্রেত্যোমিতি হোবাচ ॥ ১

আরুণেয়ঃ ([অরুণের পুত্র আরুণি], আরুণির পুত্র আরুণেয়) শ্বেতকেতুঃ হ (একদা) বৈ পঞ্চালানাম্ (পঞ্চালদিগের) পরিষদম্ আজগাম (পরিষদে উপস্থিত হইলেন)। সঃ পরিচারয়মাণম্ (ভৃত্যদের সেবাগ্রহণে রত) জৈবলিম্ (জীবলপুত্র) [রাজা] প্রবাহণম্ আজগাম। তম্ (শ্বেতকেতুকে) উদীক্ষ্য (দেখিয়া) [রাজা] অভ্যুবাদ (সম্বোধন করিলেন)—[হে] কুমার (বৎস) ৩ (ভৎ'সনাসূচক প্লুতি) ইতি। সঃ (শ্বেতকেতু) ভো৩ ইতি (এই বলিয়া) প্রতিশুশ্রাব (প্রত্যুত্তর দিলেন)। [রাজা]—পিত্রা (পিতার দ্বারা) নু অনুশিষ্টঃ অসি (উপদিষ্ট হইয়াছ তো) ইতি। উবাচ হ—ওম্ (হাঁ) ইতি। [ছাঃ ৫।৩—১০]। ১

অরুণপৌত্র শ্বেতকেতু একদা পঞ্চালদিগের সভায় উপস্থিত হইলেন। পরিচারকগণ জীবলপুত্র (রাজা) প্রবাহণকে পরিচর্যা করিতেছে, এমন সময়ে তিনি তাঁহার নিকট আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র (রাজা) তাঁহাকে এই বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, "বৎস!" "ভো!" এই বলিয়া শ্বেতকেতু প্রত্যুত্তর দিলেন। (রাজা)—"পিতার নিকট তুমি উপদিষ্ট হইয়াছ তো?" (শ্বেতকেতু)—"হাঁ।" ১

১। রাজা জানিতেন শ্বেতকেতু অবিনীত। এই জন্য তাঁহাকে সংযত করিবার অভিপ্রায়ে "কুমার" বলিয়া ডাকিলেন। শ্বেতকেতু ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বাক্‌চ্ছলে বলিলেন, "ভো !" বস্তুতঃ আচার্যকেই এইরূপ সম্বোধন করা চলে, ক্ষত্রিয়কে নহে।

বেত্থ যথেমাঃ প্রজাঃ প্রয়ত্যো বিপ্রতিপদ্যন্তা৩ ইতি নেতি হোবাচ বেত্থো যথেমং লোকং পুনরাপদ্যন্তা৩ ইতি নেতি হৈবোবাচ বেত্থো যথাঽসৌ লোক এবং বহুভিঃ পুনঃ পুনঃ প্রয়দ্ভির্ন সম্পূর্যতা৩ ইতি নেতি হৈবোবাচ বেত্থো যতিথ্যামাহুত্যাং হুতায়ামাপঃ পুরুষবাচো ভূত্বা সমুত্থায় বদন্তী৩ ইতি নেতি হৈবোবাচ বেত্থো দেবযানস্য বা পথঃ প্রতিপদং পিতৃযাণস্য বা যৎ কৃত্বা দেবযানং বা পন্থানং প্রতিপদ্যন্তে পিতৃযাণং বাঽপি হি ন ঋষের্বচঃ শ্রুতং—

দ্বে সৃতী অশৃণবং পিতৃণা-
মহং দেবানামুত মর্ত্যানাম্।
তাভ্যামিদং বিশ্বমেজৎ সমেতি
যদন্তরা পিতরং মাতরং চ। ইতি

নাহমত একঞ্চন বেদেতি হোবাচ ॥ ২

[রাজা]—বেত্থ (জান কি) যথা (যে রূপে) ইমাঃ প্রজাঃ (এই মানুষেরা) প্রয়ত্যঃ (দেহত্যাগ করিয়া) বিপ্রতিপদ্যন্তা ৩ (—বিপ্রতিপদ্যন্তে [বিচারার্থক প্লুতি], বিভিন্নপথগামী হয়) ইতি। [শ্বেতকেতু] উবাচ হ—ন ইতি। বেত্থ উ যথা [তাহারা] পুনঃ (পুনর্বার) ইমম্ লোকম্ (ইহলোক) আপদ্যন্তা ৩ (—আপদ্যন্তে, প্রাপ্ত হয়) ইতি। উবাচ হ এব—ন ইতি। বেত্থ উ যথা অসৌ লোকঃ (পরলোক) এবম্ (এইরূপে) পুনঃ পুনঃ প্রয়দ্ভিঃ বহুভিঃ (গমনকারী বহু জীবের দ্বারা) ন সম্পূর্যতা৩ (—ন সম্পূর্যতে, সম্পূর্ণ হয় না) ইতি। উবাচ হ এব—ন ইতি। বেত্থ উ যতিথ্যাম্

আহুত্যাম্ হুতায়াম্ (যতসংখ্যক আহুতি হুত হইলে) আপঃ (জল, তরল আহুতি) পুরুষবাচঃ ভূত্বা (পুরুষশব্দবাচ্য) হইয়া, অথবা পুরুষের ন্যায় বাক্শক্তিযুক্ত হইয়া) সমুত্থায় (সম্যক্ উদ্ভূত হইয়া) বদন্তী৩ (বদন্তি, কথা বলে) ইতি। উবাচ হ এব—ন ইতি। দেবযানস্য পথঃ বা (দেবযানমার্গের) বা পিতৃযাণস্য (কিংবা পিতৃযান-মার্গের) [সেই] প্রতিপদম্ (প্রতিপৎকে, প্রতিপত্তির উপায়কে)—যৎ কৃত্বা (যে কর্ম করিয়া) দেবযানম্ পন্থানম্ (পথকে) বা, পিতৃযাণম্ বা প্রতিপদ্যন্তে (প্রাপ্ত হন) [সেই উপায়]—বেত্থ উ? অপি হি (অধিকন্তু) [এই বিষয়ে] ঋষেঃ বচঃ (ঋষির বাক্য) নঃ শ্রুতম্ (আমাদের দ্বারা শ্রুত হইয়াছে)—অহম্ মর্ত্যানাম্ (মানুষদের পক্ষে) পিতৃণাম্ উত দেবানাম্ (পিতৃগণের ও দেবগণের [লোকদ্বয়ের প্রাপক]) দ্বে সৃতী (দুইটি পথ) অশৃণবম্ (শুনিয়াছি); তাভ্যাম্ এজৎ (এই দুই পথে যাইয়া) ইদম্ বিশ্বম্ (এই সমস্ত) [গন্তা ও গন্তব্য স্থান, সাধ্য ও সাধন] সমেতি (একীভূত হয়)। [ঐ মার্গদ্বয়] যদন্তরা মাতরম্ পিতরম্ চ (যাঁহাদের মধ্যবর্তী তাঁহারা মাতা ও পিতা, অর্থাৎ পৃথিবী ও দ্যুলোক [শঃ ১৩।২।৯।৭; তৈঃ ব্রাঃ ৩।৮।৯।১]) ইতি [ঋগ্বেদ ১০।৮৮।১৫]। উবাচ হ—অহম্ অতঃ (এই প্রশ্নগুলির মধ্যে) একম্ চন (একটিও) ন বেদ (জানি না) ইতি। ২

(রাজা)—"এই মানুষেরা মরণের পরে যেরূপে বিভিন্নপথগামী হয়, তাহা জান কি?" (শ্বেতকেতু) বলিলেন, "না।" "তাহারা পুনর্বার কিরূপে ইহলোকে ফিরিয়া আসে, তাহা জান কি?" "না।" "বারংবার এইরূপে গমনকারী বহু জীবের দ্বারা পরলোক কেন পূর্ণ হয় না, তাহা জান কি?" "না।" "যতসংখ্যক আহুতি প্রদত্ত হইলে জল (অর্থাৎ তরল আহুতি) মানুষসুলভ বাক্শক্তিযুক্ত হইয়া কথা বলে, তাহা জান কি?" "না।" "দেবযানমার্গের ও পিতৃযানমার্গের সেই প্রতিপ্রাপ্তির উপায়টি—অর্থাৎ যে কর্ম করিলে দেবযানমার্গ ও পিতৃযানমার্গ পাওয়া যায় তাহা—জান কি? অপিচ এই বিষয়ে আমরা এই ঋষিবাক্য শুনিয়াছি—'দেবলোক ও

পিতৃলোকের প্রাপক মনুষ্যসম্বন্ধীয় দুইটি পথের কথা আমি শুনিয়াছি। ঐ দুই পথে যাইয়া এই সমস্ত একীভূত হয়।[1] ঐ মার্গদ্বয় যাহাদের মধ্যবর্তী, তাহারা দ্যুলোক ও ভূলোক।[2]" শ্বেতকেতু বলিলেন, "আমি প্রশ্নগুলির মধ্যে একটিও জানি না।" ২

১। মার্গদ্বয় মানুষদিগকে স্ব স্ব কর্মফলের সহিত যুক্ত করে।

২। এই মার্গদ্বয় ব্রহ্মাণ্ডকপালদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত অর্থাৎ সংসারের অন্তর্ভুক্ত ; উহারা অমৃতত্বে লইয়া যায় না।

অথৈনং বসত্যোপমন্ত্রয়াঞ্চক্রেঽনাদৃত্য বসতিং কুমারঃ প্রদুদ্রাব স আজগাম পিতরং তং হোবাচেতি বাব কিল নো ভবান্ পুরাঽনুশিষ্টানবোচ ইতি কথং সুমেধ ইতি পঞ্চ মা প্রশ্নান্ রাজন্যবন্ধুরপ্রাক্ষীৎ ততো নৈকঞ্চন বেদেতি কতমে ত ইতীম ইতি হ প্রতীকান্যুদাজহার ॥ ৩

অথ [রাজা] এনম্ (ইঁহাকে, শ্বেতকেতুকে) বসত্যা উপমন্ত্রয়াঞ্চক্রে (বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন)। কুমারঃ বসতিম্ অনাদৃত্য (বাসের আমন্ত্রণে অনাদর প্রদর্শন করিয়া) প্রদুদ্রাব (শীঘ্র চলিয়া গেলেন)। সঃ পিতরম্ আজগাম (পিতার নিকট আসিলেন)। তম্ (তাঁহাকে) উবাচ হ—পুরা (পূর্বে) ভবান্ (আপনি) নঃ (আমাদিগকে, আমাকে) ইতি বাব কিল (এইরূপেই বুঝি) অনুশিষ্টান্ ([সর্ববিজ্ঞ হইতে] জ্ঞাতব্য বিষয় সকল) অবোচঃ (—অবোচৎ, বলিয়াছিলেন) ইতি। [হে] সুমেধ (উত্তম মেধাবান্), কথম্ (কিরূপে) [তুমি বাধিত হইলে] ইতি। রাজন্যবন্ধুঃ (ক্ষত্রিয় না হইয়াও যিনি আপনাকে ক্ষত্রিয়গণের আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দেন) মা (আমাকে) পঞ্চ প্রশ্নান্ (পাঁচটি প্রশ্ন) অপ্রাক্ষীৎ (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন)। ততঃ (তাহাদের মধ্যে) একম্ চন ন বেদ ইতি। তে (ঐ প্রশ্নগুলি) কতমে (কোন্ কোন্টি) ইতি। ইমে (এইগুলি)—ইতি

(এই বলিয়া) প্রতীকানি ([প্রশ্ন সকলের] আরম্ভগুলি) উদাজহার হ (উদ্ধৃত করিলেন) [আভাসে বলিলেন]। ৩

অনন্তর (রাজা) ইঁহাকে বাসের জন্য অনুরোধ করিলেন। বাসের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া কুমার দ্রুত চলিয়া গেলেন। তিনি পিতার নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "এইরূপেই বুঝি আপনি আমাকে পূর্বে উপদেষ্টব্য অখিল বিষয় বলিয়াছিলেন?" "হে সুমেধ, কিরূপে (তুমি ক্ষুণ্ণ হইলে)?" "রাজন্যবন্ধু আমায় পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আমি তাহাদের একটিও জানি না।" "ঐ প্রশ্নগুলি কি কি?" "এইগুলি"—এই বলিয়া শ্বেতকেতু তাহাদের উপক্রমগুলি উদ্ধৃত করিলেন। ৩

স হোবাচ তথা নস্ত্বং তাত জানীথা যথা যদহং কিঞ্চ বেদ সর্বমহং তৎ তুভ্যমবোচং প্রেহি তু তত্র প্রতীত্য ব্রহ্মচর্যং বৎস্যাব ইতি ভবানেব গচ্ছত্বিতি স আজগাম গৌতমো যত্র প্রবাহণস্য জৈবলেরাস তস্মা আসনমাহৃত্যো-দকমাহারয়াঞ্চকারাথ হাস্মা অর্ঘ্যং চকার তং হোবাচ বরং ভগবতে গৌতমায় দদ্ম ইতি ॥ ৪

সঃ (পিতা) উবাচ হ—তাত (বৎস), নঃ (আমাদিগকে) ত্বম্ (তুমি) তথা (সেইরূপ) জানীথাঃ (জানিবে); [অর্থাৎ তুমি আমায় বিশ্বাস কর] যথা (যে), অহম্ যৎ কিঞ্চ (যাহা কিছু) বেদ (জানি) তৎ সর্বম্ (সেই সমস্ত) অহম্ তুভ্যম্ (তোমায়) অবোচম্ (বলিয়াছি)। তু (কিন্তু) প্রেহি (চল), তত্র (সেখানে) প্রতীত্য (যাইয়া) [রাজার নিকট] ব্রহ্মচর্যম্ বৎস্যাবঃ ([উভয়ে] ব্রহ্মচর্যবাস করিব) ইতি। ভবান্ এব (আপনিই) গচ্ছতু (যান) ইতি। সঃ গৌতমঃ (গৌতম-গোত্রীয় আরুণি) যত্র (যেখানে) প্রবাহণস্য জৈবলেঃ

(—প্রবাহণঃ জৈবলিঃ) আস (ছিলেন) [অথবা—প্রবাহণস্য জৈবলেঃ আস (প্রবাহণ জৈবলির আসর বা দরবার হইতেছিল)] [সেখানে] আজগাম (উপস্থিত হইলেন)। তস্মৈ (তাঁহার জন্য) আসনম্ আহৃত্য (আসন আনিয়া) উদকম্ (জল, পাদ্য) আহারয়াঞ্চকার (আনয়ন করাইলেন)। অথ হ অস্মৈ অর্ঘ্যম্ চকার (অর্ঘ্য [ও মধুপর্ক] প্রদান করাইলেন)। তম্ উবাচ হ—ভগবতে গৌতমায় (ভগবান্ গৌতমকে, আপনাকে) বরম্ ([গোপ্রভৃতি] প্রার্থিত বস্তু) দদ্মঃ (আমরা দিব) ইতি। ৪

পিতা বলিলেন, "তুমি আমায় বিশ্বাস কর যে, আমি যাহা কিছু জানি সেই সমস্তই তোমায় বলিয়াছি। পরন্তু চল, সেখানে যাইয়া আমরা ব্রহ্মচর্যবাস করি।" (শ্বেতকেতু)—"আপনিই যান।" যেখানে প্রবাহণ জৈবলির দরবার হইতেছিল, গৌতম সেখানে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার জন্য আসন প্রদান করিয়া জল আনয়ন করাইলেন। অতঃপর তাঁহার জন্য অর্ঘ্যবিধান করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমি ভগবান্ গৌতমকে বর প্রদান করিতে চাই।" ৪

স হোবাচ প্রতিজ্ঞাতো ম এষ বরো যাং তু কুমারস্যান্তে বাচমভাষথাস্তাং মে ব্রূহীতি ॥ ৫

সঃ (গৌতম) উবাচ হ—মে (আমার প্রতি) [আপনার দ্বারা] এষঃ বরঃ (এই বর) প্রতিজ্ঞাতঃ। তু কুমারস্য অন্তে (কুমারের নিকট) যাম্ বাচম্ (যে বাক্য) অভাষথাঃ (বলিয়াছিলেন) মে তাম্ (উহা) ব্রূহি (বলুন) ইতি। ৫

গৌতম বলিলেন, "আপনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমায় বর দিবেন। কুমারের নিকট আপনি যাহা বলিয়াছিলেন, আমায় তাহাই বলুন।" ৫

স হোবাচ দৈবেষু বৈ গৌতম তদ্বরেষু মানুষাণাং ব্রূহীতি ॥ ৬

সঃ (রাজা) উবাচ হ—গৌতম, [আপনি যে বর চাহিতেছেন], তৎ (উহা) দৈবেষু বৈ বরেষু (দৈববরেরই অন্তর্ভুক্ত) ; মানুষাণাম্ (মানবীয় বর সকলের মধ্যে) ব্রূহি (বলুন, প্রার্থনা করুন) ইতি। ৬

রাজা বলিলেন, "উহা দৈববর সকলের অন্তর্ভুক্ত। মানবীয় বর প্রার্থনা করুন।" ৬

স হোবাচ বিজ্ঞায়তে হাস্তি হিরণ্যস্যাপাত্তং গো-অশ্বানাং দাসীনাং প্রবারাণাং পরিধানস্য মা নো ভবান্ বহোরনন্তস্যা-পর্যন্তস্যাভ্যবদান্যো ভূদিতি বৈ স গৌতম তীর্থেনেচ্ছাসা ইত্যুপৈম্যহং ভবন্তমিতি বাচা হ স্মৈব পূর্ব উপযন্তি স হোপায়নকীর্ত্যোবাস ॥ ৭

সঃ উবাচ হ—[আমার] হিরণ্যস্য আপাত্তম্ অস্তি (সুবর্ণের প্রাপ্তি আছে) [আমার সুবর্ণ আছে], গো-অশ্বানাম্ (গরু ও ঘোড়ার), দাসীনাম্ (দাসীদিগের) প্রবারাণাম্ (পরিবারবর্গের), পরিধানস্য (পরিধেয় বস্ত্রাদির) [আপাত্তম্ অস্তি]—[ইহা] [ভবতা] বিজ্ঞায়তে হ ([আপনার] জানাই আছে)। ভবান্ (আপনি) [সকলের প্রতি বদান্য হইয়া] বহোঃ (প্রভূত) অনন্তস্য (অনন্তফলপ্রদ) অপর্যন্তস্য (অসীম ; পুত্রপৌত্রাদিতে সঞ্চারী) [বিত্ত বিষয়ে] নঃ অভি ([কেবল] আমার প্রতি) অবদান্যঃ মা অভূৎ (হইবেন না) ইতি। গৌতম, সঃ বৈ (এতাদৃশ অভিপ্রায়বান্ আপনি) তীর্থেন (যথাশাস্ত্রে) ইচ্ছাসা (পাইতে ইচ্ছা করুন) ইতি। অহম্ ভবন্তম্ উপৈমি (আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছি) ইতি। পূর্বে (প্রাচীনেরা) [আপৎকালে হীনবর্ণ গুরুর নিকট] বাচা হ এব (কেবল বাক্যের দ্বারা [সেবাদিদ্বারা নহে] উপযন্তি স্ম (শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন)। সঃ হ উপায়নকীর্ত্যা ("শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলাম"—ইহা মুখে বলিয়াই) উবাস (বাস করিলেন) ॥ ৭

গৌতম বলিলেন, "আপনি জানেন যে, আমা[illegible] স্বর্ণ, গরু, অশ্ব, দাসী, পরিবার, ও বস্ত্রাদি আছে। যাহা [illegible], অনন্তফলপ্রদ, ও পর্যাপ্তিবিহীন সেই বস্তুটির প্রদানবিষয়ে আপনি (কেবল) আমারই প্রতি অবদান্ত হইবেন না।" "হে গৌতম, তাহা হইলে যথাচারে উহা পাইতে যত্ন করুন।" "আমি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলাম।" প্রাচীনেরা কেবল বাচনিক শিষ্যত্বই গ্রহণ করিতেন। গৌতম বাচনিক শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৭

স হোবাচ তথা নস্ত্বং গৌতম মাহপরাধাস্তব চ পিতামহা যথেয়ং বিদ্যেতঃ পূর্বং ন কস্মিংশ্চন ব্রাহ্মণ উবাস তাং ত্বহং তুভ্যং বক্ষ্যামি কো হি ত্বৈবং ব্রুবন্তমর্হতি প্রত্যাখ্যাতুমিতি ॥ ৮

সঃ উবাচ হ—গৌতম, যথা তব (আপনার) পিতামহাঃ (পিতামহগণ) [আমাদের পিতামহগণের অপরাধ গ্রহণ করেন নাই] তথা চ (তেমনি) নঃ (আমাদের) মা অপরাধাঃ (অপরাধ গ্রহণ করিবেন না)। ইয়ম্ বিদ্যা (এই বিদ্যা) ইতঃ পূর্বম্ (ইহার পূর্বে) কস্মিন্ চন ব্রাহ্মণে (কোনও ব্রাহ্মণে) ন উবাস (অবস্থান করে নাই)। তু তাম্ (সেই বিদ্যা) অহম্ তুভ্যম্ (আপনাকে) বক্ষ্যামি (বলিব); হি এবম্ ব্রুবন্তম্ ত্বা (এইরূপ উক্তিকারী আপনাকে) কঃ (কে) প্রত্যাখ্যাতুম্ অর্হতি (প্রত্যাখ্যান করিতে পারে) ইতি। ৮

রাজা বলিলেন, "হে গৌতম, আপনার পিতামহেরা (আমাদের পিতামহদের অপরাধ) যেমন (গ্রহণ করিতেন না), তেমনি আপনি আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। এই বিদ্যা ইহার পূর্বে কোনও

ব্রাহ্মণের আয়ত্ত হয় নাই। তথাপি আমি উহা আপনাকে বলিব ; কারণ এইরূপ বলিলে আপনাকে কে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে ?" ৮

অসৌ বৈ লোকোঽগ্নির্গৌতম তস্যাদিত্য এব সমিদ্রশ্ময়ো ধূমোঽহরর্চির্দিশোঽঙ্গারা অবান্তরদিশো বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ সোমো রাজা সম্ভবতি ॥ ৯

[প্রথমে চতুর্থ প্রশ্নের সমাধান হইতেছে, কারণ ইহার উপর অপর উত্তরগুলি নির্ভর করে]—গৌতম, অসৌ লোকঃ বৈ (ঐ দ্যুলোকই) অগ্নিঃ। আদিত্যঃ এব (সূর্যই) তস্য (তাহার) সমিৎ (কাষ্ঠ); রশ্ময়ঃ (কিরণসমূহ) ধূম ; (অহঃ দিন) অর্চিঃ (অগ্নিশিখা) ; দিশঃ (দিক্ সকল) অঙ্গারাঃ ; অবান্তরদিশঃ (দিক্কোণ সকল) বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ (উক্ত এই অগ্নিতে) দেবাঃ (দেবগণ) শ্রদ্ধাম্ জুহ্বতি (শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন)। তস্যাঃ আহুত্যৈ [= আহুতেঃ] (সেই আহুতি হইতে) রাজা ([পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণের] রাজা) সোমঃ (চন্দ্র) সম্ভবতি (সম্ভূত হন)। ৯

"হে গৌতম, দ্যুলোকই অগ্নি। সূর্যই সেই অগ্নির ইন্ধন ; রশ্মি সকল তাহার ধূম, দিন তাহার শিখা ; দিক্ সকল অঙ্গার ; ও দিক্কোণ সকল বিস্ফুলিঙ্গ।[১] সেই অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে রাজা সোম সমুদ্ভূত হন।[২] ৯

১। দ্যুলোকাদিতে ঐরূপ অগ্নি প্রভৃতির দৃষ্টি আরোপ করিয়া উপাসনা করিতে হইবে। উপাসনার অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যাদি এই—সূর্য ইন্ধন, সূর্যের দ্বারা দ্যুলোকাগ্নি সমুজ্জ্বল হয় ; সমিৎ হইতে ধূম নির্গমনের ন্যায় সূর্য হইতে রশ্মি নির্গত হয় ; অগ্নিশিখা উজ্জ্বল, দিনও উজ্জ্বল ; দিক্ ও অঙ্গার উভয়েই শান্ত—উভয়েই তেজ ও উত্তাপহীন ; দিক্কোণ সকল বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

২। লৌকিক অগ্নিহোত্রে আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়বর্গই [illegible]। কারণ আত্মা স্বতঃই কর্তা বা ভোক্তা নহেন, পরন্তু ইন্দ্রিয়াদি উপাধির [illegible] জীবাত্মাতে ঐ কর্তৃত্বাদি আরোপিত হয়। ইন্দ্রিয়গণই অগ্নিহোত্রের [illegible] করেন এবং তাঁহারাই পরলোকের বিভিন্ন স্তরে ইন্দ্রাদি বিভিন্ন দেবতা [illegible] শ্রদ্ধাখ্যা আহুতি প্রদান করেন। অগ্নিহোত্রাদিতে যে তরল দুগ্ধাদি আহুতি [illegible] হয়, তাহাই অতি সূক্ষ্মাকার হইয়া যজমানের সহিত ধূমাদিক্রমে অন্তরিক্ষে ও অন্তরিক্ষ হইতে দ্যুলোকে যায়। এই সূক্ষ্ম তরল পদার্থই "শ্রদ্ধা" (তৈঃ সং ১।৬।৮।১)। অপর কঠিন পদার্থও আহুত হয় বটে; তথাপি জলীয় পদার্থের প্রাধান্য থাকায় আহুতি সকল জল-পদের বাচ্য। "শ্রদ্ধা" দ্যুলোকে হুত হইয়া যজমানের জন্য চন্দ্রলোকোচিত জলীয় শরীর উৎপন্ন করে—ইহাই সোমের জন্ম। ঐ শরীরে অন্য ভূত থাকিলেও জলের প্রাধান্যবশতঃ উহাকে জলীয় বলা হয়। আরও দ্রষ্টব্য এই—কর্মের ফলে পরলোকে শরীরলাভ হয়; ঐ কর্মে জলের প্রাধান্য আছে; সুতরাং ঐ শরীরকে জলময় বলা চলে।

পর্জন্যো বা অগ্নির্গৌতম তস্য সংবৎসর এব সমিদভ্রাণি ধূমো বিদ্যুদর্চিরশনিরঙ্গারা হ্রাদনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ বৃষ্টিঃ সম্ভবতি ॥ ১০

পর্জন্যঃ (বৃষ্টিদেবতা); অভ্রাণি (মেঘ সকল); অশনিঃ (বজ্র); হ্রাদনয়ঃ (মেঘগর্জন সকল); সোমম্ রাজানম্ (রাজা সোমকে)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ১০

"হে গৌতম, পর্জন্যই অগ্নি। সম্বৎসর তাহার সমিধ্; মেঘ সকল ধূম; বিদ্যুৎ শিখা; বজ্র অঙ্গার; ও মেঘগর্জন বিস্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবগণ রাজা সোমকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে বৃষ্টি সম্ভূত হয়।" ১০

১। সাদৃশ্য—শরৎ হইতে গ্রীষ্ম পর্যন্ত ঋতু সকলের সহিত সম্বৎসর আবর্তিত হইলে পর্জন্যাগ্নি প্রদীপ্ত হয় (বৃষ্টির সূচনা হয়); অভ্র দেখিতে ধূমের ন্যায়, এবং উহা ধূম হইতে জাত হয়; বিদ্যুৎ অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল; বজ্র অঙ্গারের ন্যায় কঠিন ও শান্ত; মেঘগর্জন স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বহু ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

অয়ং বৈ লোকোঽগ্নির্গৌতম তস্য পৃথিব্যেব সমিদগ্নি-ধূর্মো রাত্রিরর্চিশ্চন্দ্রমা অঙ্গারা নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেত-স্মিন্নগ্নৌ দেবা বৃষ্টিং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যা অন্নং সম্ভবতি ॥ ১১

"হে গৌতম, ইহলোকই অগ্নি। পৃথিবী তাহার ইন্ধন; অগ্নি ধূম; রাত্রি শিখা; চন্দ্রমা অঙ্গার; নক্ষত্ররাজি বিস্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবগণ বৃষ্টিকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়।[১] ১১

১। সাদৃশ্য—বহু ভোগসম্পন্না পৃথিবী প্রাণীদিগের উৎসাহ বর্ধন করে; অগ্নি হইতে ধূমের উত্থানের ন্যায় পার্থিব দ্রব্য হইতে অগ্নি উত্থিত হয়; কাষ্ঠের সহিত সম্বদ্ধ অগ্নি হইতে শিখা উঠে, ইহলোকাগ্নির সমিধ্ পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া রাত্রি আসে—পৃথিবীর ছায়াই রাত্রির অন্ধকার; চন্দ্র রাত্রিসম্ভূত ও শান্ত, অঙ্গারও শিখাসম্ভূত ও শান্ত; নক্ষত্রগণ স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ।

পুরুষো বা অগ্নির্গৌতম তস্য ব্যাত্তমেব সমিৎ প্রাণো ধূমো বাগর্চিশ্চক্ষুরঙ্গারাঃ শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ রেতঃ সম্ভবতি ॥ ১২

"হে গৌতম, পুরুষই অগ্নি, ব্যাত্ত, অর্থাৎ বিবৃত আনন, তাহার ইন্ধন; প্রাণ ধূম; বাক্ শিখা; চক্ষু অঙ্গার; শ্রোত্র বিস্ফুলিঙ্গ।

এই অগ্নিতে দেবগণ অন্নকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে রেতঃ উৎপন্ন হয়।[১] ১২

১। ব্যাদৃত্ত—বিবৃত মুখের, অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়ের, দ্বারা মানুষ সত্যাদিতে দেদীপ্যমান হয়; মুখরূপ সমিধ্ হইতে প্রাণরূপ ধূম নির্গত হয়; বাক্ অজ্ঞদের বিষয়কে প্রকাশ করে, শিখাও বস্তু প্রকাশ করে; চক্ষু ও অঙ্গার উভয়েই শান্ত ও আলোকের আধার; শ্রোত্র শব্দশ্রবণের জন্য স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ইতস্ততঃ প্রসারিত হয়।

যোষা বা অগ্নির্গৌতম তস্যা উপস্থ এব সমিল্লোমানি ধূমো যোনিরর্চির্যদন্তঃ করোতি তেঽঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ পুরুষঃ সম্ভবতি স জীবতি যাবজ্জীবত্যথ যদা ম্রিয়তে ॥ ১৩

গৌতম, যোষা (স্ত্রী) বৈ অগ্নিঃ, তস্যাঃ উপস্থঃ এব সমিৎ, লোমানি ধূমঃ, যোনিঃ অর্চিঃ, যৎ অন্তঃ করোতি (মৈথুনব্যাপারম্ আচরতি) তে অঙ্গারাঃ, অভিনন্দাঃ (সুখলেশাঃ) বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তস্মিন্ এতস্মিন্ (ইত্যাদি)। সঃ (সেই পুরুষ) [এইরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া] জীবতি (বাঁচিয়া থাকে)—[কর্মলক্ষিত পরমায়ু] যাবৎ (যতদিন) [ততদিন] জীবতি। অথ যদা ম্রিয়তে (মরে)—। ১৩

"হে গৌতম, যোষিৎই অগ্নি;…এই অগ্নিতে দেবগণ শুক্রকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে পুরুষ জাত হয়।[১] সে বাঁচিয়া থাকে—যতদিন পরমায়ু আছে ততদিন বাঁচিয়া থাকে। অতঃপর সে যখন মরে—। ১৩

১। এইখানে দ্বিতীয় কণ্ডিকার ৪র্থ প্রশ্নের (জল কিরূপে পুরুষশব্দবাচ্য হইয়া কথা বলে?) উত্তর দেওয়া হইল।

অথৈনমগ্নয়ে হরন্তি তস্যাগ্নিরেবাগ্নির্ভবতি সমিৎ সমিদ্ধূমো ধূমোঽর্চিরঙ্গারা বিস্ফুলিঙ্গা বিস্ফুলিঙ্গাস্তস্মিন্নেতস্মি- ন্নগ্নৌ দেবাঃ পুরুষং জুহ্বতি তস্যা আহুত্যৈ পুরুষো ভাস্বরবর্ণঃ সম্ভবতি ॥ ১৪

অথ (তখন) এনম্ (এই মৃত যজমানকে) [ঋত্বিক্‌গণ] অগ্নয়ে হরন্তি (অগ্নিতে আহুতি দিবার জন্ম লইয়া যান)। তস্য (সেই আহুতিস্থানীয় মৃতের) [পক্ষে] অগ্নিঃ (চিতাগ্নি) এব অগ্নিঃ ভবতি (হোমাগ্নি হয়) [ইত্যাদি]। পুরুষঃ ভাস্বরবর্ণঃ (অতিশয় দীপ্তিমান্, [জন্ম হইতে শ্মশান পর্যন্ত বিহিত কর্ম আচরণের ফলে] বিশুদ্ধ) [হইয়া] সম্ভবতি (নির্গত হন)। ১৪

"তখন তাঁহাকে অগ্নিসাৎ করিবার জন্ম লইয়া যান। তাঁহার পক্ষে ঐ (শ্মশান) অগ্নিই (হোম) অগ্নি ; ঐ (চিতা) কাষ্ঠই (হোমের) সমিধ্ ; ঐ (শ্মশান) শিখাই (যজ্ঞ) শিখা ; ঐ (চিতার) অঙ্গার সকলই (হোমাগ্নির) অঙ্গার ; ঐ বিস্ফুলিঙ্গ সকলই বিস্ফুলিঙ্গ হইয়া থাকে। ঐ অগ্নিতে দেবগণ পুরুষকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে পুরুষ ভাস্বরবর্ণ হইয়া নির্গত হন। ১৪

তে য এবমেতদ্ বিদুর্যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে তে অর্চিরভিসম্ভবন্ত্যর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্যমাণ- পক্ষমাপূর্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাদাদিত্যমাদিত্যাদ্বৈদ্যুতং বৈদ্যুতান্ পুরুষো মানস এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ ॥ ১৫

[এখন প্রথম প্রশ্নের সমাধান]—যে (যাঁহারা, যে গৃহস্থেরা) এতৎ (এই [পঞ্চাগ্নিদর্শন]) এবম্ (যথোক্ত প্রকারে) বিদুঃ (জানেন) [আমি অগ্নি হইতে এইরূপ ক্রমে জাত, আমি অগ্নিপুত্র, ও আমি অগ্নি—ইহা জানেন], তে (তাঁহারা) চ (এবং) যে অমী (এই যাঁহারা [যে বানপ্রস্থগণ ও অমুখ্য সন্ন্যাসীরা]) অরণ্যে (অরণ্যবাসী হইয়া) শ্রদ্ধাম্ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) সত্যম্ (সত্যব্রহ্মকে [৫।৪।১, ৫।৫।১-২], হিরণ্যগর্ভকে) উপাসতে (উপাসনা করেন) তে অর্চিঃ অভিসম্ভবন্তি (অর্চিরভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন) ; [অর্চিঃ, অহঃ, পক্ষ—ইত্যাদি শব্দে সর্বত্র এইরূপ তত্তদভিমানী দেবতাকেই বুঝিতে হইবে]। অর্চিষঃ (অর্চিদেবতা হইতে) অহঃ (দিবসাভিমানী দেবতাকে), অহ্নঃ (দিবস হইতে) আপূর্যমাণপক্ষম্ (যে পক্ষে চন্দ্র বর্ধিত হন, শুক্লপক্ষকে), আপূর্যমাণপক্ষাৎ আদিত্যঃ যান্ ষণ্মাসান্ উদঙ্ এতি (সূর্য যে ছয় মাস কাল উত্তরে যান, তাহাকে অর্থাৎ উত্তরায়ণকে), মাসেভ্যঃ (উত্তরায়ণ ষণ্মাস হইতে) দেবলোকম্, দেবলোকাৎ আদিত্যম্, আদিত্যাৎ বৈদ্যুতম্ (বিদ্যুদভিমানী দেবতাকে) [প্রাপ্ত হন]। মানসঃ পুরুষঃ (ব্রহ্মার মনের দ্বারা সৃষ্ট পুরুষ) [ব্রহ্মলোক হইতে] এত্য (আসিয়া) বৈদ্যুতান্ (বিদ্যুদ্দেবতার নিকট আগত তাঁহাদিগকে) ব্রহ্মলোকান্ গময়তি (ব্রহ্মলোক সকলে লইয়া যান)। তে পরাঃ (প্রকৃষ্টাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া) তেষু ব্রহ্মলোকেষু (ঐ ব্রহ্মলোক সকলে) পরাবতঃ (প্রকৃষ্ট বৎসর সকল [ব্রহ্মার বহু অবান্তর কল্প] ব্যাপিয়া) বসন্তি (বাস করেন)। তেষাম্ (তাঁহাদের) পুনরাবৃত্তিঃ ন ([এই সংসারে] পুনরাগমন হয় না)। ১৫

"যাঁহারা এইরূপে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন, তাঁহারা এবং যাঁহারা বনে বাস করিয়া সশ্রদ্ধভাবে সত্যব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা[১] অর্চির্দেবতাকে প্রাপ্ত হন ; অর্চিঃ হইতে অহর্দেবতাকে, অহঃ হইতে শুক্লপক্ষদেবতাকে, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণদেবতাকে, উত্তরায়ণ হইতে দেবলোকদেবতাকে, দেবলোক হইতে আদিত্যদেবতাকে, আদিত্য হইতে বিদ্যুদ্দেবতাকে প্রাপ্ত হন।[২] বিদ্যুতে সমাগত তাঁহাদের নিকট এক মানস পুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোক সকলে[৩]

াইয়া যান। তাঁহারা উত্তমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সেই সকল ব্রহ্মলোকে াহু কল্প বাস করেন। তাঁহাদের (এই সংসারে)[৪] পুনরাবৃত্তি হয় না। ১৫

১। পঞ্চাগ্নিবিদ্ গৃহস্থ ও হিরণ্যগর্ভোপাসকগণ। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরও এই াতি (বিষ্ণুপুরাণ ২।৮।৯২-৯৪)।

২। নিম্নবর্তী দেবগণ ক্রমে ঊর্ধ্বতন দেবগণের হস্তে উপাসককে অর্পণ করেন। ইঁহারা আতিবাহিক দেবতা। পরের কণ্ডিকাও এইরূপ।

৩। ব্রহ্মলোক এক হইলেও উহাতে উচ্চাবচ বিভাগ আছে। উপাসনার তারতম্যানুসারে ঐ সকল বিভিন্ন অংশে গমন হয়।

৪। মাধ্যন্দিন শাখায় "ইহ" (=এখানে) শব্দ আছে। অর্থাৎ তাঁহারা বর্তমান সৃষ্টিতে ফিরেন না, অপর সৃষ্টিতে ফিরেন।

অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকাঞ্জয়ন্তি তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণ-পক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণাদিত্য এতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাচ্চন্দ্রং তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি তাংস্তত্র দেবা যথা সোমং রাজানমাপ্যায়স্বাপক্ষীয়স্বেত্যেবমেনাংস্তত্র ভক্ষয়ন্তি তেষাং যদা তৎ পর্যবৈত্যথেমমেবাকাশমভিনিষ্পদ্যন্ত আকাশাদ্বায়ুং বায়োর্বৃষ্টিং বৃষ্টেঃ পৃথিবীং তে পৃথিবীং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি তে পুনঃ পুরুষাগ্নৌ হূয়ন্তে ততো যোষাগ্নৌ জায়ন্তে লোকান্ প্রত্যুত্থায়িনস্ত এবমেবানুপরিবর্তন্তেঽথ য এতৌ পন্থানৌ ন বিদুস্তে কীটাঃ পতঙ্গা যদিদং দন্দশূকম্॥১৬॥

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ং ব্রাহ্মণম্॥

অথ (পক্ষান্তরে) যে (যাঁহারা) যজ্ঞেন (যজ্ঞের দ্বারা), দানেন (দানের দ্বারা), তপসা (কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপস্যার দ্বারা) [আপনার কর্মফলানুসারে] লোকান্ জয়ন্তি (লোক সকল জয় করেন)। তে (তাঁহারা) ধূমম্ (ধূমদেবতাকে) অভিসম্ভবন্তি। ধূমাৎ রাত্রিম্, রাত্রেঃ (রাত্রি হইতে) অপক্ষীয়মাণপক্ষম্ (যে পক্ষে চন্দ্র ক্ষীণ হন, কৃষ্ণপক্ষকে), অপক্ষীয়মাণপক্ষাৎ যান্ ষণ্মাসান্ আদিত্যঃ দক্ষিণা এতি (যে ছয় মাস সূর্য দক্ষিণে যান তাহাকে, দক্ষিণায়নকে), মাসেভ্যঃ (দক্ষিণায়ন ষণ্মাস হইতে) পিতৃলোকম্, পিতৃলোকাৎ চন্দ্রম্ [প্রাপ্ত হন]। তে চন্দ্রম্ প্রাপ্য (চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া) অন্নম্ ভবন্তি (অন্ন হন)। [ঋত্বিকেরা যজ্ঞে] আপ্যায়স্ব (বর্ধিত হও) অপক্ষীয়স্ব (হ্রাসপ্রাপ্ত হও) ইতি (এই বলিয়া) রাজানম্ সোমম্ (উজ্জ্বল সোমকে) যথা [ভক্ষয়ন্তি—ভক্ষণ করেন], এবম্ (এইরূপে) তত্র (চন্দ্রলোকে) এনান্ তান্ (এই [আগত] তাঁহাদিগকে) দেবাঃ (দেবগণ) ভক্ষয়ন্তি। তেষাম্ (ঐ কর্মীদের) তৎ ([চন্দ্রলোকপ্রাপক] সেই কর্ম) যদা পর্যবৈতি (ক্ষয়প্রাপ্ত হয়) অথ ইমম্ এব আকাশম্ (এই আকাশকেই) অভিনিষ্পদ্যন্তে (প্রাপ্ত হন), আকাশাৎ বায়ুম্, বায়োঃ (বায়ু হইতে) বৃষ্টিম্, বৃষ্টেঃ (বৃষ্টি হইতে) পৃথিবীম্। তে পৃথিবীম্ প্রাপ্য (পৃথিবীকে প্রাপ্ত হইয়া) অন্নম্ ভবন্তি। তে পুনঃ পুরুষাগ্নৌ (পুরুষরূপ অগ্নিতে) হূয়ন্তে (আহুত হন), ততঃ (তাহার পর) যোষাগ্নৌ (যোষিদগ্নিতে) [গর্ভরূপে] জায়ন্তে [জাত] হন)। লোকান্ প্রতি উত্থায়িনঃ তে (লোকসমূহ লাভের জন্য [অগ্নিহোত্রাদি] অনুষ্ঠানকারী তাঁহারা) এবম্ এব (এইরূপেই) অনুপরিবর্তন্তে (চক্রাকারে পরিভ্রমণ করেন)। অথ (পক্ষান্তরে) যে এতৌ পন্থানৌ (এই দুই মার্গ, দেবযান ও পিতৃযান) ন বিদুঃ (জানেন না) [কর্ম বা উপাসনার অনুষ্ঠান করেন না] তে কীটাঃ, পতঙ্গাঃ, যৎ ইদম্ দন্দশূকম্ (যাহা কিছু পুনঃ পুনঃ দংশনকারী [ডাঁশ, মশা প্রভৃতি ক্ষুদ্রপ্রাণী], তাহা) [হয়]। ১৬

"প্রত্যুত যাঁহারা যজ্ঞ, দান, ও তপস্যার দ্বারা লোকসমূহ জয় করেন, তাঁহারা ধূমদেবতাকে প্রাপ্ত হন। ধূম হইতে রাত্রিদেবতাকে রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষদেবতাকে, কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়নদেবতাকে,

দক্ষিণায়ন হইতে পিতৃলোকদেবতাকে, পিতৃলোক হইতে চন্দ্রকে প্রাপ্ত হন। তাঁহারা চন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া অন্ন হন। (ঋত্বিগ্‌গণ) যেমন 'বর্ধিত হও, হ্রাসপ্রাপ্ত হও' এই বলিয়া[১] উজ্জ্বল সোমকে পান করেন, এইরূপে তত্রস্থ তাঁহাদিগকে দেবগণ ভক্ষণ করেন।[২] তাঁহাদের ঐ কর্ম যখন ক্ষীণ হয়, তখন তাঁহারা এই আকাশকেই প্রাপ্ত হন। আকাশ হইতে বায়ুকে, বায়ু হইতে বৃষ্টিকে, বৃষ্টি হইতে পৃথিবীকে প্রাপ্ত হন। পৃথিবীতে আসিয়া তাঁহারা অন্ন হন। তাঁহারা পুনর্বার পুরুষাগ্নিতে হুত হন, তাহার পর যোষাগ্নিতে জাত হন। লোকসমূহ লাভের জন্য কর্মানুষ্ঠাতা ইঁহারা এইরূপেই চক্রাকারে পরিভ্রমণ করেন। প্রত্যুত যাহারা এই উভয়পথ জানে না, তাহারা কীট, পতঙ্গ, বা দংশমশকাদি যত কিছু আছে, তাহা হইয়া থাকে।[৪]" ১৬

১। অর্থাৎ চমসপাত্রকে বার বার পূর্ণ করিয়া পান করেন—তাঁহারা সত্য সত্যই ঐরূপ কথা উচ্চারণ করেন না।

২। দেবগণ মুখে আহার করেন না; দর্শনে তৃপ্তিই তাঁহাদের আহার (ছাঃ ৩।৬।১)। কর্মিদিগকে দেখিয়া তাঁহারা তৃপ্ত হন, এবং তাঁহাদিগকে কর্মফলানুযায়ী বিভিন্ন লোকে বিশ্রাম দান করেন—ইহাই দেবগণের ভোগ।

৩। কর্ম ক্ষয় হইলে চন্দ্রলোকস্থ জলময় শরীর সূক্ষ্ম আকাশে পরিণত হয়। ঐরূপ সূক্ষ্মাকার দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট জীব বায়ুর দ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হন—ইহাই বায়ুপ্রাপ্তি। বায়ু হইতে পর্জন্যাগ্নিতে হুত হন। এইরূপে পুরুষাগ্নি ও যোষাগ্নিতে হুত হইয়া পুরুষরূপে জাত হন। উপাসনার দ্বারা উত্তরমার্গে গতি বা জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কর্মীরা এইরূপেই সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করেন। মনে রাখিতে হইবে, এই বিভিন্নাবস্থায় জীবের কোনও বাস্তবিক বিকার হয় না; কর্মফলানুযায়ী উপাধিভূত দেহেরই মাত্র পরিবর্তন হয়—উপহিত জীব তাহাতে সংশ্লিষ্ট থাকায় ইতস্ততঃ নীত হন বলিয়া মনে হয়।

৪। এইরূপ অবস্থা হইতে নির্গমন কঠিন (ছাঃ ৫।১০।৬); সুতরাং এই

হীনাবস্থা যাহাতে না হয়, তজ্জন্য উপাসনা বা কর্মের অনুষ্ঠান কর্তব্য। উত্তর ও দক্ষিণমার্গের মধ্যে আবার উত্তরমার্গই শ্রেষ্ঠ। এখানে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর শেষ হইল। প্রথমে (১) বিভিন্ন পথ, (২) ইহলোকে পুনরাগমন, (৪) দেবযান ও পিতৃযানের প্রতিপত্তির উপায়—বলা হইল। অতঃপর (৩) জীবগণ ইহলোকে ফিরে এবং কেহ কেহ পরলোকে না যাইয়া কীটপতঙ্গাদি হয়; অতএব পরলোক পূর্ণ হয় না—ইহাও দর্শিত হইল।

ষষ্ঠাধ্যায়—তৃতীয় ব্রাহ্মণ

স যঃ কাময়েত মহৎ প্রাপ্নুয়ামিত্যুদগয়ন আপূর্যমাণপক্ষস্য পুণ্যাহে দ্বাদশাহমুপসদ্‌ব্রতী ভূত্বৌদুম্বরে কংসে চমসে বা সর্বৌষধং ফলানীতি সংভৃত্য পরিসমুহ্য পরিলিপ্যাগ্নিমুপসমাধায় পরিস্তীর্যাবৃতাজ্যং সংস্কৃত্য পুংসা নক্ষত্রেণ মন্থং সংনীয় জুহোতি।

যাবন্তো দেবাস্ত্বয়ি জাতবেদ-
স্তির্যঞ্চো ঘ্নন্তি পুরুষস্য কামান্‌।
তেভ্যোঽহং ভাগধেয়ং জুহোমি তে
মা তৃপ্তাঃ সর্বৈঃ কামৈস্তর্পয়ন্তু—স্বাহা।
যা তিরশ্চী নিপদ্যতেঽহং বিধরণী ইতি।
তাং ত্বা ঘৃতস্য ধারয়া যজে সংরাধনীমহং—স্বাহা ॥ ১

[উপাসনা ও কর্মের দ্বারা লভ্য গতি বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে উপাসনা অস্বতন্ত্র; কিন্তু কর্ম দৈববিত্ত ও মানুষবিত্তসাপেক্ষ। অতএব কর্মের জন্য যথাশাস্ত্র বিত্তোপার্জন

আবশ্যক। কন্যাবাণ মহৎকর্মের দ্বারা মহত্ত্বলাভ ও মহত্ত্বের দ্বারা অর্থ সিদ্ধ হয়]—যঃ কাময়েত (যিনি [যে কর্মাধিকারী] কামনা করেন) মহৎ প্রাপ্নুয়াম্ ([আমি] মহত্ত্ব পাইব, মহান্ হইব) ইতি, সঃ উদক্-অয়নে (উত্তরায়ণকালে) আপূর্যমাণপক্ষস্য (শুক্লপক্ষের) পুংসা নক্ষত্রেণ (পুংনামধারী নক্ষত্র সংযুক্ত) পুণ্যাহে (শুভতিথিতে, কর্মসিদ্ধিকর দিনে) দ্বাদশাহম্ (বার দিনের জন্য) উপসদ্‌ব্রতী ভূত্বা (হইয়া) কংসে চমসে বা (কংসাকার বা চমসাকার) ঔদুম্বরে (উদুম্বর, যজ্ঞডুমুর, কাষ্ঠের পাত্রে) সর্বৌষধম্ (কৃষিলব্ধ ব্রীহিযবাদি দশ প্রকার ও অন্যান্য] ওষধি সকল), ফলানি ([ও তাহাদের] বীজ সকল), ইতি (ইত্যাদি সম্ভার [যথাশক্তি ও যথাসম্ভব] সংভৃত্য (সংগ্রহ করিয়া) [ভূমিকে] পরিসমুহ্য (ঝাঁট দিয়া) পরিলিপ্য (লেপিয়া) [আবসথ্যে] অগ্নিম্ উপসমাধায় (অগ্নি স্থাপন করিয়া), পরীস্তীর্য (কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া), আজ্যম্ (হবনীয় দ্রব্যকে) [স্থালীপাকের] আবৃতা (নিয়মানুসারে) সংস্কৃত্য (সংস্কার করিয়া) মন্থম্ (মন্থকে, [সমস্ত ওষধি ও বীজকে এক সঙ্গে পিষিয়া তাহাকে ঔদুম্বর পাত্রে দধি মধু ও ঘৃতের দ্বারা সিক্ত করিয়া একটি দণ্ডের দ্বারা মথিত করিলে যে মণ্ড হয়, সেই] মণ্ডকে) সংনীয় (আপনার ও অগ্নির মধ্যে স্থাপন করিয়া) [ঔদুম্বর স্রুবের দ্বারা অগ্নির আবাপস্থানে এই সকল মন্ত্র সহায়ে] জুহোতি (হোম করেন)—[হে] জাতবেদঃ (অগ্নি), ত্বয়ি (আপনাতে, আপনার অধীনস্থ) যাবন্তঃ দেবাঃ (যত দেবতা) তির্যঞ্চঃ (বক্রমতি, কুটিলমতি) [হইয়া] পুরুষস্য (পুরুষের, আমার) কামান্ ঘ্নন্তি (অভিলাষ সকলে বিঘ্নোৎপাদন করেন) অহম্ তেভ্যঃ (তাঁহাদের উদ্দেশে) ভাগধেয়ম্ (আজ্যভাগ) [আপনাতে] জুহোমি (হোম করিতেছি)—তে (তাঁহারা) তৃপ্তাঃ (তৃপ্ত হইয়া) মা (আমাকে) সর্বৈঃ কামৈঃ তর্পয়ন্তু (সমস্ত পুরুষার্থের দ্বারা তৃপ্ত করুন)—স্বাহা। যা (যে দেবতা) তিরশ্চী (কুটিলমতি) [হইয়া] অহম্ বিধরণী (আমি [সকলের] ধারণকারিণী) ইতি (এই মনে করিয়া) ত্বা (আপনাকে) [আশ্রয়পূর্বক] নিপদ্যতে (বর্তমান থাকেন), অহম্ সংরাধনীম্ তাম্ (সর্বসাধক সেই দেবতাকে), ঘৃতস্য ধারয়া (ঘৃতধারার দ্বারা) যজে (হোম করি)—স্বাহা। [ছাঃ ৫।২।৪—৮]। ১

যিনি কামনা করেন, "আমি মহান্ হইব," তিনি উত্তরায়ণকালে

শুক্লপক্ষের পুংনামধারী নক্ষত্রসংযুক্ত শুভতিথিতে দ্বাদশ দিনের জন্য উপসদ্‌ব্রতী হইয়া[১], কংসাকার বা চমসাকার ঔডুম্বর পাত্রে সর্বৌষধি ও ফল সকল সংগ্রহ করিয়া, ভূমিকে পরিমার্জিত ও পরিলিপ্ত করিয়া, অগ্নিস্থাপন করিয়া, কুশ আস্তীর্ণ করিয়া, আজ্যকে যথাবিধি সংস্কৃত করিয়া, মন্থকে অগ্নি ও আপনার মধ্যে স্থাপনপূর্বক (এই সকল মন্ত্রে) হোম করিবেন—"হে অগ্নি, আপনার অধীনস্থ যে সকল দেবতা বক্রমতি হইয়া পুরুষের কামনা সকলকে প্রতিহত করেন, আমি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আজ্যভাগ হোম করিতেছি। তাঁহারা সকলে তৃপ্ত হইয়া আমায় সকল প্রকার পুরুষার্থের দ্বারা তৃপ্ত করুন—স্বাহা।" "যে দেবতা কুটিলমতি হইয়া 'আমিই সকলের ধারণকারী' এই মনে করিয়া আপনাকে আশ্রয়পূর্বক বিদ্যমান থাকেন, আমি সেই সর্বসাধক দেবতার উদ্দেশে ঘৃতধারার দ্বারা হোম করিতেছি—স্বাহা।" ১

১। উপসদ্‌ব্রত—জ্যোতিষ্টোম যাগে ইহার প্রসিদ্ধি আছে। উহাতে যজমান ক্রমে গাভীর স্তনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া তাহা হইতে লব্ধ দুগ্ধমাত্র পান করেন। এখানে আনুষঙ্গিক অপর কর্ম ত্যাগ করিয়া শুধু এই পয়োব্রতই (দুগ্ধপানই) গ্রাহ্য।

জ্যেষ্ঠায় স্বাহা শ্রেষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি প্রাণায় স্বাহা বসিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি বাচে স্বাহা প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি চক্ষুষে স্বাহা সম্পদে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি শ্রোত্রায় স্বাহায়তনায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি মনসে স্বাহা প্রজাত্যৈ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি রেতসে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ॥ ২

জ্যেষ্ঠায় (জ্যেষ্ঠকে) স্বাহা, শ্রেষ্ঠায় (শ্রেষ্ঠকে) স্বাহা ইতি [এই দুই মন্ত্রে দুইটি আহুতি] অগ্নৌ (অগ্নিতে) হুত্বা (হবন করিয়া) সংস্রবম্ (স্রুবসংলগ্ন অবশিষ্ট অংশ) মন্থে অবনয়তি (মন্থপাত্রে নিক্ষেপ করেন, নিক্ষেপ করিবেন) [ইত্যাদি অনুরূপ]। [জ্যেষ্ঠাদি শব্দের অর্থ—৬।১ দ্রঃ]। ২

"জ্যেষ্ঠকে স্বাহা, শ্রেষ্ঠকে স্বাহা," এই (দুই) মন্ত্রে অগ্নিতে (দুইটি) আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "প্রাণকে স্বাহা, বসিষ্ঠাকে স্বাহা" এই (দুই) মন্ত্রে আহুতি (দ্বয়) দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "বাক্‌কে স্বাহা, প্রতিষ্ঠাকে স্বাহা" এই (দুই) মন্ত্রে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "চক্ষুকে স্বাহা, সম্পদ্‌কে স্বাহা" এই (দুই) মন্ত্রে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "শ্রোত্রকে স্বাহা, আয়তনকে স্বাহা" এই (দুই) মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "মনকে স্বাহা, প্রজাতিকে স্বাহা" এই (দুই) মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "রেতস্‌কে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া[১] স্রুবসংলগ্নাংশ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। ২

১। এখান হইতে আরম্ভ করিয়া ৩য় কণ্ডিকার শেষ পর্যন্ত প্রতি মন্ত্রে একটি করিয়া আহুতি প্রদেয়। "জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদি প্রাণের পরিচায়ক শব্দ হইতে ইহাই বুঝাইতেছে যে, যিনি এই অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণোক্ত প্রকারে প্রাণের উপাসনা করেন, কেবল তিনিই এই কার্যের অধিকারী।

অগ্নয়ে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি সোমায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ভূঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ভুবঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রব-

মবনয়তি স্বঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ভূর্ভুবস্বঃ স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ব্রহ্মণে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ক্ষত্রায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ভূতায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ভবিষ্যতে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি বিশ্বায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি সর্বায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি প্রজাপতয়ে স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি ॥ ৩

"অগ্নিকে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "সোমকে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "ভূঃকে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "ভুবঃকে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "স্বঃকে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "ভূঃ ভুবঃ স্বঃ কে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "ব্রাহ্মণকে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "ক্ষত্রিয়কে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "ভূতকে, অর্থাৎ অতীতকে, স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "ভবিষ্যৎকে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। "সকলকে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্নাংশ মন্থে নিক্ষেপ করিবেন।

"প্রজাপতয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া স্রুবসংলগ্ন ঘৃত মন্থে নিক্ষেপ করিবেন। ৩

অথৈনমভিমৃশতি ভ্রমদসি জ্বলদসি পূর্ণমসি প্রস্তব্ধমস্যেকসভমসি হিংকৃতমসি হিংক্রিয়মাণমস্যুদ্গীথমস্যুদ্গীয়মানমসি শ্রাবিতমসি প্রত্যাশ্রাবিতমস্যার্দ্রে সংদীপ্তমসি বিভূরসি প্রভূরস্যন্নমসি জ্যোতিরসি নিধনমসি সংবর্গোঽসীতি ॥ ৪

অথ এনম্ (মন্থকে) [এই মন্ত্রে] অভিমৃশতি (স্পর্শ করেন)—[তুমি] ভ্রমৎ ([তীব্র দেবতা প্রাণের ন্যায় সর্বাত্মক হইয়া সর্বদেহে] ভ্রমণকারী) অসি (হও), জ্বলৎ ([অগ্নির সহিত এক হইয়া] সমুজ্জ্বল) অসি, পূর্ণম্ (ব্রহ্মরূপে পূর্ণ) অসি, প্রস্তব্ধম্ ([নভোরূপে] নিষ্কম্প) অসি ; একসভম্ ([সমস্ত জগৎকে আত্মসাৎ করিয়া] সকলের অদ্বিতীয় অপরিচ্ছিন্ন মিলনভূমি) অসি, হিংকৃতম্ ([যজ্ঞারম্ভে প্রস্তোতার দ্বারা উচ্চার্য] হিংকার) অসি, হিংক্রিয়মাণম্ ([যজ্ঞমধ্যে] হিংকাররূপে উচ্চার্যমাণ) অসি, উদ্গীথম্ ([যজ্ঞারম্ভে উদ্গাতার দ্বারা উচ্চারিত] উদ্গীথ) অসি, উদ্গীয়মানম্ ([যজ্ঞমধ্যে উচ্চার্যমাণ উদ্গীথ) অসি, শ্রাবিতম্ (অধ্বর্যু হোতার প্রতি "ও শ্রাবয়" বলিয়া যে "আশ্রাবণ" করেন, তাহা তুমি) অসি, প্রত্যাশ্রাবিতম্ (তদুত্তরে আগ্নীধ্র "অস্তু শ্রৌষট্" বলিয়া যে "প্রত্যাশ্রাবণ" করেন, তাহা তুমি) অসি, আর্দ্রে (মেঘ মধ্যে) সন্দীপ্তম্ (সম্যক্ প্রজ্বলিত) অসি, বিভূঃ (বিবিধরূপে বর্তমান, সর্বব্যাপী), অসি, প্রভূঃ (স্বামী) অসি, অন্নম্ ([সোমরূপে ভোগ্য] অন্ন) অসি, জ্যোতিঃ (অগ্নি [রূপে ভোক্তা]) অসি, নিধনম্ ([সকল জ্যোতির কারণরূপে] মৃত্যু) অসি, সম্বর্গঃ ([সকলের সংহর্তা রূপে] সম্বর্গ [ছাঃ ৪।৩।১]) অসি ইতি। ৪

* অনন্তর এই মন্ত্রে এই মন্থকে স্পর্শ করিবেন, "তুমি (সর্বদেহে) ভ্রমণকারী, তুমি সমুজ্জ্বল, তুমি পূর্ণ, তুমি অবিচল,, তুমি সকলের

মিলনক্ষেত্র, তুমি (যজ্ঞারম্ভে) হিংকার এবং (যজ্ঞমধ্যে) হিংকৃত হও, তুমি (যজ্ঞারম্ভে) উদ্গীথ ও (যজ্ঞমধ্যে) উদ্গীয়মান হও, তুমি আশ্রাবণ ও প্রত্যাশ্রাবণ, তুমি মেঘমধ্যে সম্যক্ প্রজ্বলিত, তুমি বিভু, তুমি প্রভু, তুমি অন্ন, তুমি জ্যোতি, তুমি মৃত্যু, তুমি সম্বর্গ।" ৪

অথৈনমুদ্যচ্ছত্যামংস্যামংহি তে মহি স হি রাজেশানোঽধিপতিঃ স মাং রাজেশানোঽধিপতিং করোত্বিতি ॥ ৫

অথ [পাত্রের সহিত) এনম্ (এই মন্থকে) [এই মন্ত্রে] উদ্যচ্ছতি (উঠান)—আমংসি ([সমস্তকে প্রাণাত্মক বলিয়া] জান), [আমরাও] তে (তোমার) মহি (মহত্তর রূপটি, [প্রাণস্বরূপতা]) আমংহি (জানি)। সঃ (সেই প্রাণ) হি (অবশ্যই) রাজা, ঈশানঃ (বিধাতা), অধিপতিঃ (শাসক)। সঃ মাম্ (আমাকে) রাজা, ঈশানঃ, অধিপতিম্ করোতু (করুন) ইতি। ৫

অতঃপর এই মন্ত্রে মন্থকে উত্তোলন করেন, "তুমি সমস্ত অবগত আছ, আমরাও তোমার মহত্তর রূপটি জানি। সেই প্রাণ অবশ্যই রাজা, ঈশান, ও অধিপতি। তিনি আমাকে রাজা, ঈশান, ও অধিপতি করুন।" ৫

অথৈনমাচামতি—তৎসবিতুর্বরেণ্যম্।

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।

ভূঃ স্বাহা। ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।

মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।

ভুবঃ স্বাহা। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

স্বঃ স্বাহেতি। সর্বাং চ সাবিত্রীমন্বাহ সর্বাশ্চ মধুমতীরহমেবেদং সর্বং ভূয়াসং ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহেত্যন্তত আচম্য পাণী প্রক্ষাল্য জঘনেনাগ্নিং প্রাক্শিরাঃ সংবিশতি প্রাতরাদিত্যমুপতিষ্ঠতে দিশামেকপুণ্ডরীকমস্যহং মনুষ্যাণামেকপুণ্ডরীকং ভূয়াসমিতি যথেতমেত্য জঘনেনাগ্নিমাসীনো বংশং জপতি॥ ৬

অথ [গায়ত্রীর "তৎ সবিতুঃ" ইত্যাদি প্রথম পাদ, মধুমতীর "মধু বাতা" ইত্যাদি প্রথমাংশ ও প্রথম ব্যাহৃতি "ভূঃ" উচ্চারণ করিয়া] এনম্ আচামতি (মন্থকে, মন্থের এক গ্রাস, ভক্ষণ করেন)। [এইরূপে গায়ত্রীর "ভর্গো দেবস্য" ইত্যাদি দ্বিতীয় পাদ, মধুমতীর "মধু নক্তম্" ইত্যাদি মধ্যমাংশ, ও দ্বিতীয় ব্যাহৃতি "ভুবঃ" উচ্চারণপূর্বক দ্বিতীয় গ্রাস; এবং "ধিয়ো" ইত্যাদি গায়ত্রীর তৃতীয় পাদ, মধুমতীর "মধুমান্নো" ইত্যাদি শেষাংশ, ও তৃতীয় ব্যাহৃতি "স্বঃ" উচ্চারণপূর্বক তৃতীয় গ্রাস আহার করেন]। [সম্পূর্ণ গায়ত্রীর অর্থ এই]—যঃ (যে সূর্য) নঃ (আমাদের) ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ (বুদ্ধি পরিচালিত করেন, বুদ্ধির প্রেরণা দেন) [সেই] দেবস্য সবিতুঃ (জাজ্বল্যমান সূর্যের) তৎ (সেই) বরেণ্যম্ ভর্গঃ (বরণীয় বা শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য, জ্যোতি, অন্ন, বা পদকে) ধীমহি (ধ্যান করি)। [সম্পূর্ণ মধুমতীর অর্থ এই]—বাতাঃ (বিভিন্ন বায়ু) মধু (সুখকর রূপে) ঋতায়তে (প্রবাহিত হয়, হউক); সিন্ধবঃ (নদী সকল) মধু ক্ষরন্তি (মধুর রস ক্ষরণ করে, করুক); নঃ (আমাদের জন্য) ওষধীঃ (ওষধি সকল) মাধ্বীঃ সন্তু (রসাল হউক); নক্তম্ (রাত্রি) উত (ও) উষসঃ (দিন সকল) মধু (প্রীতিকর) [হউক]; পার্থিবং রজঃ (পৃথিবীর ধূলি) মধুমৎ (মধুময়, অনুদ্বেগকর) [হউক]; নঃ পিতা (আমাদের পিতা) দ্যৌঃ (দ্যুলোক) মধু (সুখপ্রদ) অস্তু (হউন); বনস্পতিঃ (সোম) নঃ (আমাদের জন্য) মধুমান্ (সুস্বাদ) [হউক]; সূর্যঃ মধুমান্

(সুখপ্রদ) অস্তু ; গাবঃ (কিরণপুঞ্জ বা দিক্‌সমূহ) নঃ মাধ্বীঃ (সুখকর) ভবন্তু (হউক)। [ব্যাহৃতিত্রয় এই]—ভূঃ (পৃথিবী), ভুবঃ (অন্তরিক্ষ), স্বঃ (স্বর্গ)। সর্বাম্ সাবিত্রীম্ চ (সম্পূর্ণ গায়ত্রীমন্ত্র), সর্বাঃ চ মধুমতীঃ (সকল মধুমতী) অন্বাহ (পুনরুচ্চারণ করেন) [এবং] অন্ততঃ (সর্বশেষে) অহম্ এব (আমিই) ইদম্ সর্বম্ (এই সমস্ত) ভূয়াসম্ (যেন হই), ভূঃ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা—ইতি (এই বলিয়া) আচম্য ([নিঃশেষে] ভক্ষণ করিয়া) পাণী (হস্তদ্বয়) প্রক্ষাল্য (প্রক্ষালন করিয়া) অগ্নিম্ জঘনেন (অগ্নির পশ্চাতে) প্রাক্‌শিরাঃ (পূর্বদিকে মস্তক রাখিয়া) সংবিশতি (শয়ন করেন)। প্রাতঃ (প্রত্যূষে) [সন্ধ্যাবন্দনাপূর্বক] আদিত্যম্ (সূর্যকে) [এই মন্ত্রে] উপতিষ্ঠতে (প্রণাম করেন)—[আপনি] দিশাম্ (দিক্ সকলের) একপুণ্ডরীকম্ (অদ্বিতীয় পদ্ম, অখণ্ড ও শ্রেষ্ঠ) অসি ; অহম্ মনুষ্যাণাম্ (মানুষদিগের মধ্যে) একপুণ্ডরীকম্ ভূয়াসম্ ইতি। [অতঃপর] যথা ইতম্ (যে পথে গমন হইয়াছিল) [সেই পথে] এত্য (আসিয়া) অগ্নিম্ জঘনেন আসীনঃ (উপবিষ্ট হইয়া) বংশম্ (আচার্যপরম্পরা) জপতি (জপ করেন)—। ৬

• অতঃপর এই মন্ত্রে মন্থকে ভক্ষণ করেন, "সবিতার সেই বরণীয়—; বায়ুসমূহ মধুররূপে প্রবাহিত হউক, নদী সকল মধুর রস ক্ষরণ করুক, ওষধি সকল আমাদের নিকট মধুর হউক ; ভূঃ ; স্বাহা। আমরা দেবের ঐশ্বর্যকে ধ্যান করি ; রাত্রি ও দিন সকল মধুময় হউক, পৃথিবীর ধূলা মধুময় হউক, আমাদের পিতা দ্যৌ সুখপ্রদ হউন ; ভুবঃ ; স্বাহা। যিনি আমাদের বুদ্ধিকে প্রেরণা দান করেন—; সোম আমাদের নিকট সুস্বাদ হউক, সূর্য সুখপ্রদ হউন, কিরণপুঞ্জ (বা দিক্‌সমূহ) আমাদের নিকট সুখকর হউক ; স্বঃ ; স্বাহা।" অতঃপর তিনি সমস্ত গায়ত্রী ও সমস্ত মধুমতীর পুনরাবৃত্তি করেন, এবং সর্বশেষে এই বলিয়া (অবশিষ্ট) মন্থ ভক্ষণ করেন—"আমিই যেন এই সমস্ত হই ; ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ ; স্বাহা।" হস্তদ্বয় পরে ধৌত করিয়া অগ্নির পশ্চাতে পূর্বশিরা হইয়া

ধারণ করেন। প্রভাতে এই মন্ত্রে সূর্যকে প্রণাম করেন—"আপনি দিক্‌সকলের অদ্বিতীয় পদ্ম; আমি যেন মানুষের মধ্যে অদ্বিতীয় পদ্ম হই।" অতঃপর যে পথে গিয়াছিলেন সেই পথে ফিরিয়া অগ্নির পশ্চাতে উপবেশনপূর্বক বংশাবলী জপ করেন—। ৬

তং হৈতমুদ্দালক আরুণির্বাজসনেয়ায় যাজ্ঞবল্ক্যায়ান্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৭

উদ্দালকঃ আরুণিঃ তম্ এতম্ হ (এই মন্থকর্মটি) অন্তেবাসিনে (শিষ্য) বাজসনেয়ায় যাজ্ঞবল্ক্যায় (বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্যকে) উক্ত্বা (বলিয়া, উপদেশ দিয়া) উবাচ—যঃ (কেহ) [যদি] এনম্ (এই মন্থকে) শুষ্কে স্থাণৌ অপি (মরা গাছের গুঁড়িতেও) নিষিঞ্চেৎ (সিঞ্চন করেন), [তবে] শাখাঃ (ডাল সকল) জায়েরন্ (গজাইবে), পলাশানি (পাতা সকল) প্ররোহেয়ুঃ (বাহির হইবে) ইতি। ৭

উদ্দালক আরুণি স্বশিষ্য বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্যকে ইহা উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, "কেহ যদি মৃত বৃক্ষকাণ্ডেও ইহা নিষিঞ্চন করে, তবে শাখাসমূহ উদ্গত হইবে এবং পত্রসমূহ নির্গত হইবে।" ৭

এতমু হৈব বাজসনেয়ো যাজ্ঞবল্ক্যো মধুকায় পৈঙ্গ্যায়ান্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৮

পৈঙ্গ্যায় মধুকায় (পৈঙ্গীপুত্র মধুককে)। [অপরাংশ পূর্ববৎ]। ৮

বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য স্বশিষ্য পৈঙ্গীপুত্র মধুককে ইহাই উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, "কেহ যদি (ইত্যাদি)।" ৮

এতমু হৈব মধুকঃ পৈঙ্গ্যশ্চূলায় ভাগবিত্তয়েঽন্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৯

পৈঙ্গীপুত্র মধুক ঋষিও ভগবিত্তপুত্র চুলককে ইহাই উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, "কেহ যদি (ইত্যাদি)।" ৯

এতমু হৈব চূলো ভাগবিত্তির্জানকয় আয়স্থূণায়ান্তেবাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ১০

ভগবিত্তপুত্র চূল ঋষিও অয়স্থূণপুত্র জানকিকে ইহাই উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, "কেহ (ইত্যাদি)।" ১০

এতমু হৈব জানকিরায়স্থূণঃ সত্যকামায় জাবালায়ান্তে-বাসিন উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ১১

অয়স্থূণপুত্র জানকি ঋষিও জবালাপুত্র সত্যকামকে ইহাই উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, "কেহ (ইত্যাদি)।" ১১

এতমু হৈব সত্যকামো জাবালোঽন্তেবাসিভ্য উক্ত্বোবাচাপি য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি তমেতং নাপুত্রায় বাঽনন্তেবাসিনে বা ব্রুয়াৎ ॥ ১২

এতম্—ইতি [পূর্ববৎ]। তম্ এতম্ (উক্ত এই মন্থকর্ম) অপুত্রায় বা (যে পুত্র নহে তাহাকে) অনন্তেবাসিনে বা (যে শিষ্য নহে তাহাকে) ন ব্রূয়াৎ (বলিবেন না)। ১২

জবালাপুত্র সত্যকাম শিষ্যগণকে ইহাই উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, "কেহ যদি শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডেও ইহা নিক্ষেপ করে, তবে শাখাসমূহ উদ্গত হইবে এবং পত্রসমূহ নির্গত হইবে।" পুত্র বা শিষ্য ভিন্ন[১] অপর কাহাকেও কেহ ইহা বলিবেন না। ১২

১। বিদ্যালাভে এই ছয় জনের অধিকার আছে—

ব্রহ্মচারী, ধনদায়ী, মেধাবী, শ্রোত্রিয়ঃ, প্রিয়ঃ।

বিদ্যয়া বা বিদ্যাং প্রাহ—তানি তীর্থানি ষণ্মম॥

তন্মধ্যে এই বিদ্যায় শুধু পুত্র ও শিষ্যের অধিকার।

চতুরৌদুম্বরো ভবত্যৌদুম্বরঃ স্রুব ঔদুম্বরশ্চমস ঔদুম্বর ইধ্ম ঔদুম্বর্যা উপমন্থন্যৌ দশ গ্রাম্যাণি ধান্যানি ভবন্তি ব্রীহিযবাস্তিলমাষা অণুপ্রিয়ঙ্গবো গোধূমাশ্চ মসূরাশ্চ খল্বাশ্চ খলকুলাশ্চ তান্ পিষ্টান্ দধনি মধুনি ঘৃত উপসিঞ্চত্যাজ্যস্য জুহোতি॥ ১৩॥ ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্॥

চতুঃ (চারিটি বস্তু) ঔদুম্বরঃ ভবতি (ডুমুর কাঠের হয়)—ঔদুম্বরঃ স্রুবঃ (আজ্যগ্রহণের ও আহুতিদানের জন্য ব্যবহৃত হাতা), ঔদুম্বরঃ চমসঃ (হাতল যুক্ত পুরু চ্যাপ্টা ও চতুষ্কোণ পাত্রবিশেষ, যাহাতে আজ্যাদি রাখা হয়), ঔদুম্বরঃ ইধ্মঃ (যজ্ঞকাষ্ঠ), ঔদুম্বর্যৌ উপমন্থন্যৌ (ঘুঁটিবার জন্য ব্যবহৃত উপমন্থনীদ্বয় বা কাষ্ঠখণ্ডদ্বয় ডুমুরের)। গ্রাম্যাণি ধান্যানি (কৃষিজাত শস্য) দশ ভবন্তি (দশটি [সংগ্রহণীয়] হয়) [৬।৩।১]—ব্রীহিযবাঃ (ধান ও যব), তিলমাষাঃ (তিল ও মাষকলাই), অণুপ্রিয়ঙ্গবঃ (অণু ও কঙ্গু), গোধূমাঃ চ (গম), মসূরাঃ চ

(মসুর), খল্বাঃ চ (নিষ্পাব বা বর), খলকুলাঃ চ (কুলথ) [এবং অন্যান্য অব্যবহার্য গুলি ত্যাগ করিয়া যথাসাধ্য অন্যান্য ওষধি ও বীজ সকল গ্রহণীয়]। পিষ্ট্বা তান্ (তাহাদিগকে পিষিয়া) দধনি (দধিতে), মধুনি (মধুতে), ঘৃতে উপসিঞ্চতি (সিক্ত করেন) [এবং] আজ্যস্য জুহোতি (আজ্যরূপে আহুতি দেন)। ১৩

চারিটি বস্তু উদুম্বর কাষ্ঠের হইবে—উদুম্বরের স্রুব, উদুম্বরের চমস, উদুম্বরের কাষ্ঠ, উদুম্বরের উপমন্থনীদ্বয়। গ্রাম্য শস্য দশ প্রকার—ধান্য, যব, তিল, মাষ, অণু, প্রিয়ঙ্গু, গোধূম, মসুর, খল্ব, ও খলকুল। এইগুলিকে পিষিয়া দধি, মধু, ও ঘৃতে সিক্ত করিতে হয় এবং আজ্যরূপে হবন করিতে হয়। ১৩

ষষ্ঠাধ্যায়—চতুর্থ ব্রাহ্মণ

এষাং বৈ ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা অপোঽপামোষধয় ওষধীনাং পুষ্পাণি পুষ্পাণাং ফলানি ফলানাং পুরুষঃ পুরুষস্য রেতঃ ॥ ১

[উত্তম পুত্র পিতের ও পিতার সদ্গতির কারণ হয়; সুতরাং বর্তমানে সুপুত্রের জন্য উপায়াদি বলা হইতেছে। যিনি প্রাণবিদ্ ও শ্রীমন্থকর্ম করিয়াছেন, কেবল তাঁহারই ব্যবহার্য পুত্রমন্থকর্মে অধিকার আছে]—এষাম্ ভূতানাম্ বৈ (এই সকল প্রাণিবর্গের) রসঃ (সার) পৃথিবী [২।৫।১]। আপঃ (জল) পৃথিব্যাঃ (পৃথিবীর) [রস], [পৃথিবী জলে ওতপ্রোত]; ওষধয়ঃ (ওষধি সকল) অপাম্ (জলের) [রস], [জল হইতেই ওষধির উৎপত্তি হয়]। পুষ্পাণি (পুষ্প সকল) ওষধীনাম্ [রস]। ফলানি (ফল

সকল) পুষ্পাণাম্ [রস]। পুরুষঃ ফলানাম্ [রস]। রেতঃ (শুক্র) পুরুষস্য [রস]। [পুরুষের রেতঃই সর্বভূতের সার]। ১

এই ভূতবর্গের সার পৃথিবী; পৃথিবীর সার জল; জলের সার ওষধি; ওষধির সার ফুল; ফুলের সার ফল; ফলের সার পুরুষ; পুরুষের সার শুক্র। ১

স হ প্রজাপতিরীক্ষাং চক্রে হন্তাস্মৈ প্রতিষ্ঠাং কল্পয়ানীতি স স্ত্রিয়ং সসৃজে তাং সৃষ্ট্বাহধ উপাস্ত তস্মাৎ স্ত্রিয়মধ উপাসীত স এতং প্রাঞ্চং গ্রাবাণমাত্মন এব সমুদপারয়ত্তেনৈনামভ্যসৃজত ॥ ২

সঃ হ (স্রষ্টা) প্রজাপতিঃ ঈক্ষাংচক্রে (চিন্তা করিলেন)—হন্ত (ভাল কথা), অস্মৈ (ঐ রেতসের জন্য) প্রতিষ্ঠাম্ (আধার) কল্পয়ানি (কল্পনা করি, সৃজন করি) ইতি। সঃ স্ত্রিয়ম্ (স্ত্রীকে) সসৃজে (সৃজন করিলেন)। তাম্ সৃষ্ট্বা (তাহাকে সৃজন করিয়া) অধঃ উপাস্ত (অবাচ্য কর্ম করিলেন)। তস্মাৎ (সুতরাং) স্ত্রিয়ম্ অধঃ উপাসীত। [উক্ত কর্মে বাজপেয়ের দৃষ্টি আরোপণীয়; যথা]—সঃ (প্রজাপতিঃ) [কাঠিন্যসামান্যাৎ সোমাভিষব-উপলস্থানীয়ং] আত্মনঃ এতম্ প্রাঞ্চম্ (প্রকৃষ্টগতিযুক্তং) গ্রাবাণম্ (প্রজননেন্দ্রিয়ং) সমুদপারয়ৎ ([স্ত্রীব্যঞ্জনং প্রতি] উৎপূরিতবান্)। তেন এনাম্ অভ্যসৃজত (অভিসংসর্গং কৃতবান্)। ২

প্রজাপতি আলোচনা করিলেন, "ইহার (অর্থাৎ এই মানব-বীজের*) জন্য আধার সৃজন করি।" (এই মনে করিয়া) তিনি স্ত্রীকে সৃজন করিলেন। ২

তস্যা বেদিরুপস্থো লোমানি বর্হিশ্চর্মাধিষবণে সমিদ্ধো মধ্যতস্তৌ মুষ্কৌ স যাবান্ হ বৈ বাজপেয়েন যজমানস্য

লোকো ভবতি তাবানস্য লোকো ভবতি য এবং বিদ্বানধোপ-
হাসং চরত্যাসাং স্ত্রীণাং সুকৃতং বৃঙ্‌ক্তেঽথ য ইদমবিদ্বান-
ধোপহাসং চরত্যাস্য স্ত্রিয়ঃ সুকৃতং বৃঞ্জতে ॥ ৩

তস্যাঃ উপস্থঃ বেদিঃ, লোমানি বর্হিঃ, চর্ম অধিষবণে [যথাক্রমং চর্ম সোমকণ্ডনার্থ অধস্তাৎ সংস্তরণস্ত চর্মণি কর্তব্যা], [স্ত্রীঅঙ্গস্য] মধ্যতঃ সমিদ্ধঃ (অগ্নিঃ), মুষ্কৌ (মুষ্কৌ, যোনিপার্শ্বয়োঃ কঠিনৌ মাংসখণ্ডৌ) তৌ (সোমফলকৌ)। বাজপেয়েন যজমানস্য যাবান্ হ বৈ সঃ লোকঃ ভবতি, অস্য (বিদুষঃ) তাবান্ লোকঃ ভবতি; যঃ এবম্ বিদ্বান্ অধোপহাসম্ (মৈথুনম্) চরতি, সঃ আসাম্ স্ত্রীণাম্ সুকৃতম্ বৃঙ্‌ক্তে (আবর্জয়তি); অথ যঃ ইদম্ অবিদ্বান্ অধোপহাসম্ চরতি, স্ত্রিয়ঃ অস্য সুকৃতম্ আ-বৃঞ্জতে। ৩

এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বানুদ্দালক আরুণিরাহৈতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বান্নাকো মৌদ্‌গল্য আহৈতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বান্ কুমার-হারিত আহ বহবো মর্যা ব্রাহ্মণায়না নিরিন্দ্রিয়া বিসুকৃতোঽস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি য ইদমবিদ্বাংসোঽধোপহাসং চরন্তীতি। বহু বা ইদং সুপ্তস্য বা জাগ্রতো বা রেতঃ স্কন্দতি ॥ ৪

এতৎ হ স্ম বৈ তৎ (বাজপেয়সম্পন্ন অধাচারকর্ম) বিদ্বান্ (জানিয়া) উদ্দালকঃ আরুণিঃ আহ, এতৎ হ স্ম বৈ তৎ বিদ্বান্ নাকঃ মৌদ্গল্যঃ আহ, এতৎ হ স্ম বৈ তৎ বিদ্বান্ কুমারহারিতঃ আহ (বলিয়াছিলেন)—[এমন] বহবঃ (বহু) ব্রাহ্মণায়নাঃ (ব্রাহ্মণ নামধারী হইয়াও সমুচিত আচারহীন ব্রহ্মবন্ধু) মর্যাঃ (মরণধর্মী মানুষ) [আছে], যে (যাহারা) ইদম্ (এই তত্ত্ব) অবিদ্বাংসঃ (না জানিয়া) অধোপহাসম্ চরন্তি (আচরণ করে) [এবং] নিরিন্দ্রিয়াঃ (বিনিষ্টেন্দ্রিয়) বিসুকৃতঃ (সুকর্মহীন) [হইয়া] অস্মাৎ লোকাৎ (ইহলোক হইতে) প্রযন্তি (যায়) [অর্থাৎ পরলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়] ইতি। [যিনি স্ত্রীসহবাস করিয়া পত্নীর ঋতুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা

[illegible] [illegible] করেন, [illegible] যদি] [illegible] (নিদ্রিত) বা জাগ্রতঃ [তাহার] [illegible] (এই শুক্র) [illegible] বা (প্রচুর বা অল্প) স্খলতি (স্খলিত হয়) [তবে উহার [illegible] এই]—। ৪

এই বিষয়টি জানিয়াই উদ্দালক আরুণি বলিয়াছিলেন, এই বিষয়টি জানিয়াই নাক মৌদ্‌গল্য বলিয়াছিলেন, এই বিষয়টি জানিয়াই কুমার-হারিত বলিয়াছিলেন, "এইরূপ অনেক ব্রহ্মবন্ধু মানুষ আছে, যাহারা এই তথ্য না জানিয়া গ্রাম্যধর্ম আচরণ করে এবং নিরিন্দ্রিয় ও সুকর্মহীন হইয়া ইহলোক হইতে গমন করে।" যদি নিদ্রিত বা জাগরিত (ঐরূপ বিদ্বানের) প্রচুর বা অল্প রেতঃস্খলন হয়—। ৪

তদভিমৃশেদনু বা মন্ত্রয়েত—

যন্মেঽদ্য রেতঃ পৃথিবীমস্কান্‌ৎসীদ্

যদোষধীরপ্যসরদ্ যদপঃ।

ইদমহং তদ্রেত আদদে পুন-

র্মামৈত্বিন্দ্রিয়ং পুনস্তেজঃ পুনর্ভগঃ।

পুনরগ্নির্ধিষ্ণ্যা যথাস্থানং কল্পন্তাম্

ইত্যনামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যামাদায়ান্তরেণ স্তনৌ বা ভ্রুবৌ বা নিমৃজ্যাৎ॥ ৫

তৎ (উহাকে, ঐ নৃবীজকে) অভিমৃশেৎ (স্পর্শ, গ্রহণ, করিবেন) বা অনুমন্ত্রয়েত (জপ করিবেন)। [গ্রহণমন্ত্র এই]—মে যৎ রেতঃ অদ্য পৃথিবীম্ অস্কান্‌ৎসীৎ (পৃথিবীর দিকে স্খলিত হইল), যৎ ওষধীঃ অপি অসরৎ (ওষধীসমূহের প্রতি গমন করিল), যৎ অপঃ (জলের দিকে) [অসরৎ] ইদম্ রেতঃ অহম্ পুনঃ আদদে (গ্রহণ করিতেছি)। [অতঃপর মার্জন মন্ত্র]—তৎ পুনঃ মাম্ [প্রতি] ইন্দ্রিয়ম্ [প্রতি] এতু (ফিরিয়া আসুক), তেজঃ (ত্বকের যে লাবণ্য গিয়াছে তাহা) পুনঃ

[প্রতি ঔষু], ভগঃ (সৌভাগ্য বা জ্ঞান) পুমঃ [প্রতি ঔষু], অগ্নিন্ধিকাঃ (অগ্নিতে অগ্ন্যাধানকারী দেবগণ) [উক্ত রেতঃ] পুনঃ যথাস্থানম্ কল্পতাম্ (যথাস্থানে স্থাপন করুন) ইতি (এই বলিয়া) অনামিকা-অঙ্গুষ্ঠাভ্যাম্ (অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা আদায় (গ্রহণ করিয়া) স্তনৌ ভ্রুবৌ বা অন্তরেণ (স্তনদ্বয় বা, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে) নিমৃজ্যাৎ (মার্জন করিবেন) ৷ ৫

অথ যদ্যুদক আত্মানং পশ্যেৎ তদভিমন্ত্রয়েত—ময়ি তেজ ইন্দ্রিয়ং যশো দ্রবিণং সুকৃতমিতি শ্রীর্হ বা এষা স্ত্রীণাং যন্মলোদ্বাসাস্তস্মান্মলোদ্বাসসং যশস্বিনীমভিক্রম্যোপমন্ত্রয়েত ॥ ৬

অথ [যোনৌ রেতঃসেককালে] যদি উদকে (জলে) আত্মানম্ (নিজের ছায়া) পশ্যেৎ (দেখেন) [তবে] তৎ (উক্তস্থলে) [এই মন্ত্র] অভিমন্ত্রয়েত (জপ করিবেন) [এই মন্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত করিবেন)—[দেবগণ] ময়ি (আমাতে) তেজঃ, ইন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়শক্তি), যশঃ, দ্রবিণম্ (ধন), সুকৃতম্ (সুকর্ম) [বিধান করুন] ইতি । [উক্ত ব্যক্তি যে স্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন করিবেন, সেই স্ত্রীর প্রশংসা এই]—যৎ (যেহেতু) মলোদ্বাসাঃ এষা (ঋতুর পরে মলিন বস্ত্রপরিত্যক্তা হনি) স্ত্রীণাং হ বৈ (স্ত্রীবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠা), তস্মাৎ (সুতরাং) [ত্রিরাত্রান্তে কৃতস্নানা] মলোদ্বাসসম্ যশস্বিনীম্ [স্ত্রীকে] অভিক্রম্য উপমন্ত্রয়েত (নিকটে গিয়া আহ্বান করিবেন) । ৬

সা চেদস্মৈ ন দদ্যাৎ কামমেনামবক্রীণীয়াৎ সা চেদস্মৈ নৈব দদ্যাৎ কামমেনাং যষ্ট্যা বা পাণিনা বোপহত্যাতিক্রামেদিন্দ্রিয়েণ তে যশসা যশ আদদ ইত্যযশা এব ভবতি ॥ ৭

সা চেৎ অস্মৈ কামম্ (স্বেচ্ছাক্রমে) ন দদ্যাৎ (না দেন) [স্বামীর অভিপ্রায় পূরণে অস্বীকৃতা হন], এনাম্ (এই স্ত্রীকে) অবক্রীণীয়াৎ (আভরণাদি দিয়া বশ

জানাইবেন ও যথেষ্ট আনিবেন)। [ইহাতেও] সা চেৎ অস্মৈ কামম্ ন এব দদ্যাৎ, যষ্ট্যা বা পাণিনা বা (যষ্টিদ্বারা বা হস্তদ্বারা) উপহত্য (প্রহারপূর্বক)—[আমার] ইন্দ্রিয়েণ যশসা (ইন্দ্রিয়রূপ যশের দ্বারা) তে (তোমার) যশঃ আদদে (হরণ করিতেছি) ইতি (এইরূপ অভিশাপ দিয়া)—এনাম্ (ইঁহাকে) অতিক্রামেৎ (বশীকৃত করিবেন)। [ইহার ফলে স্ত্রী] অযশাঃ এব (যশোহীনাই) ভবতি [বন্ধ্যা বলিয়া খ্যাতা হন]। ৭

সা চেদস্মৈ দদ্যাদিন্দ্রিয়েণ তে যশসা যশ আদধামীতি যশস্বিনাবেব ভবতঃ ॥ ৮

সা চেৎ অস্মৈ দদ্যাৎ, [তবে এই মন্ত্র বলিবেন] ইন্দ্রিয়েণ যশসা তে যশঃ আদধামি (আধান করিতেছি) ইতি। [ইহার ফলে উভয়ে] যশস্বিনৌ (যশস্বী, সপুত্র) এব ভবতঃ। ৮

স যামিচ্ছেৎ কাময়েত মেতি তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সন্ধায়োপস্থমস্যা অভিমৃশ্য জপেদঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে। স ত্বমঙ্গকষায়োঽসি দিগ্ধবিদ্ধামিব মাদয়েমামমূং ময়ীতি ॥ ৯

সঃ যাম্ (যজ্জায়াং) ইচ্ছেৎ [ইয়ং] মা (মাম্) কাময়েত ইতি—তস্যাম্ অর্থম্ (প্রজননেন্দ্রিয়ং) নিষ্ঠায় (নিক্ষিপ্য) মুখেন মুখম্ সন্ধায়, অস্যাঃ উপস্থম্ অভিমৃশ্য [ইমং মন্ত্রং] জপেৎ—[হে রেতঃ, ত্বং মদীয়াৎ] অঙ্গাৎ অঙ্গাৎ (সর্বস্মাৎ অঙ্গাৎ) সম্ভবসি (সমুৎপদ্যসে), [বিশেষতঃ অন্নরসভাবেন] হৃদয়াৎ অধিজায়সে ; সঃ ত্বম্ অঙ্গকষায়ঃ (অঙ্গানাম্ রসঃ) অসি ; [সঃ ত্বম্] দিগ্ধবিদ্ধাম্ (বিষলিপ্তশরবিদ্ধাং মৃগীং) ইব ইমাম্ অমূম্ (মদীয়াং স্ত্রিয়ং) ময়ি মাদয় (মদ্বশাং কুরু) ইতি। ৯

অথ যামিচ্ছেন্ন গর্ভং দধীতেতি তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন

মুখং সন্ধায়াভিপ্রাণ্যাপান্যাদিন্দ্রিয়েণ তে রেতসা রেত আদদ ইত্যরেতা এব ভবতি ॥ ১০

অথ যাম্ ইচ্ছেৎ, "ন গর্ভম্ দধীত (গর্ভং ন ধারয়েৎ, গর্ভিণী মা ভূৎ)" ইতি, তস্যাম্ অর্থম্ নিষ্ঠায় মুখেন মুখম্ সন্ধায়, "ইন্দ্রিয়েণ রেতসা তে রেতঃ আদদে" ইতি [মন্ত্রেণ] অভিপ্রাণ্য অপান্যাৎ (স্বকীয়পুংস্ত্বদ্বারা তদীয়স্ত্রীত্বে বায়ুং বিসৃজ্য তেনৈব দ্বারেণ তত্তত্তদাদানাভিধ্যানং কুর্যাৎ)। অরেতাঃ এব ভবতি (ন গর্ভিণী ভবতি)। ১০

অথ যামিচ্ছেদ্দধীতেতি তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সন্ধায়াপান্যাভিপ্রাণ্যাদিন্দ্রিয়েণ তে রেতসা রেত আদধামীতি গর্ভিণ্যেব ভবতি ॥ ১১

অথ যাম্ ইচ্ছেৎ, "[গর্ভম্] দধীত" ইতি, তস্যাম্ ইত্যাদি পূর্ববৎ। "ইন্দ্রিয়েণ রেতসা তে রেতঃ আদধামি" ইতি অপান্য অভিপ্রাণ্যাৎ (স্বকীয়পকমেন্দ্রিয়েণ তদীয়পকমেন্দ্রিয়াৎ রেতঃ স্বীকৃত্য তৎপুত্রোৎপত্তিসমর্থং কৃতমিতি মত্বা স্বকীয়রেতসা সহ তস্মিন্নিক্ষিপেৎ)। গর্ভিণী এব ভবতি। ১১

অথ যস্য জায়ায়ৈ জারঃ স্যাত্তং চেদ্ দ্বিষ্যাদামপাত্রেঽগ্নিমুপসমাধায় প্রতিলোমং শরবর্হিস্তীর্ত্বা তস্মিন্নেতাঃ শরভৃষ্টীঃ প্রতিলোমাঃ সর্পিষাক্তা জুহুয়াম্মম সমিদ্ধেঽহৌষীঃ প্রাণাপানৌ ত আদদেঽসাবিতি মম সমিদ্ধেঽহৌষীঃ পুত্রপশূংস্ত আদদেঽসাবিতি মম সমিদ্ধেঽহৌষীরিষ্টাসুকৃতে ত আদদেঽসাবিতি মম সমিদ্ধেঽহৌষীরাশাপরাকাশৌ ত আদদেঽসাবিতি স বা এষ নিরিন্দ্রিয়ো বিসুকৃতোঽস্মাল্লোকাৎ

ৎপ্রৈতি যমেবংবিদ্ ব্রাহ্মণঃ শপতি তস্মাদেবংবিচ্ছ্রোত্রিয়স্য দারেণ নোপহাসমিচ্ছেদুত হ্যেবংবিৎ পরো ভবতি ॥ ১২

অথ (আবার) যস্য (যাঁহার) জায়ায়ৈ (স্ত্রীর প্রতি) জারঃ (উপপতি) স্যাৎ (থাকে), তম্ (সেই উপপতিকে) চেৎ দ্বিষ্যাৎ (দ্বেষ করেন, অভিচার করিতে চান) [তবে] আমপাত্রে (অপক্ব মৃত্তিকাপাত্রে) [আবসথ্য] অগ্নিম্ (অগ্নিকে) উপসমাধায় (স্থাপন করিয়া) প্রতিলোমম্ ([প্রচলিত রীতির] বিপরীতক্রমে) শরবর্হিঃ (শর ও কুশ) তীর্ত্বা (আস্তীর্ণ করিয়া) তস্মিন্ (ঐ অগ্নিতে) এতাঃ (এই সকল) প্রতিলোমাঃ (বিপরীতভাবে স্থাপিত) শরভৃষ্টীঃ (কুশাগ্রভাগ সকলকে) সর্পিষা (ঘৃতদ্বারা) অক্তাঃ (মাখাইয়া) [এই মন্ত্রে] জুহুয়াৎ (আহুতি দিবেন)— "মম (আমার) [যৌবনাদিদ্বারা] সমিদ্ধে (প্রজ্বলিত [স্ত্রীরূপ অগ্নিতে]) অহৌষীঃ (আহুতি দিয়াছ) ; তে (তোমার) প্রাণাপানৌ (প্রাণ ও অপানকে) আদদে (গ্রহণ করিতেছি) [কট্]"—[এই বলিয়া হোম শেষ করিয়া] "অসৌ (অমুক)" ইতি (এই বলিয়া) [নিজের বা শত্রুর নাম উল্লেখ করিবেন]। "মম সমিদ্ধে অহৌষীঃ ; তে পুত্রপশূন্ (সন্তান ও পশুবর্গ) আদদে [কট্]", "অসৌ" ইতি। "মম সমিদ্ধে অহৌষীঃ ; তে ইষ্টাসুকৃতে (শ্রৌত ও স্মার্ত কর্ম) আদদে [কট্]", "অসৌ" ইতি। "মম সমিদ্ধে অহৌষীঃ ; তে আশাপরাকাশৌ (আকাঙ্ক্ষা ও প্রতীক্ষা) আদদে [কট্]", "অসৌ" ইতি। হি (যেহেতু) এবংবিৎ (এতাদৃশ [মন্ত্রকর্মকারী ও প্রাণবিদ্] ব্রাহ্মণঃ যম্ (যাহাকে) শপতি (শাপ দেন) সঃ বৈ এষঃ (উক্ত সেই ব্যক্তি) নিরিন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়হীন), বিসুকৃতঃ (সুকৃতহীন) [হইয়া] অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি (ইহলোক ত্যাগ করে) উত (অধিকন্তু) এবংবিৎ পরঃ (শত্রু) ভবতি (হন) তস্মাৎ (অতএব) এবংবিৎ-শ্রোত্রিয়স্য (এতাদৃশ জ্ঞানী শ্রোত্রিয়ের) দারেণ (স্ত্রীর সহিত) উপহাসম্ (রহস্য, কৌতুক) ন ইচ্ছেৎ (ইচ্ছা করিবে না)। ১২

অথ যস্য জায়ামার্তবং বিন্দেৎ ত্র্যহং কংসেন পিবেদহতবাসা নৈনাং বৃষলো ন বৃষল্যুপহন্যাৎ ত্রিরাত্রান্ত আপ্লুত্য ব্রীহীনবঘাতয়েৎ ॥ ১৩

[অতঃপর যে আচরণগুলি বলা হইতেছে, উহারা [illegible] পূর্বে অনুষ্ঠেয়]—অথ যস্য (যাঁহার) জায়াম্ আর্তবম্ বিন্দেৎ (পত্নীর ঋতুকাল উপস্থিত হইবে), [সেই পত্নী] ত্র্যহম্ (তিন দিন) কংসেন পিবেৎ (কাংসপাত্রে পান করিবেন); এনাম্ (ইঁহাকে) বৃষলঃ (শূদ্র) বৃষলী (শূদ্রা) ন উপহন্যাৎ (স্পর্শ করিবে না)। ত্রিরাত্রান্তে (তিন রাত্রির পরে) আপ্লুত্য (স্নান করিয়া) [তিনি] অহতবাসাঃ (নববস্ত্র, পরিষ্কার বস্ত্র, পরিহিতা) [হইবেন], [এবং স্বামী তাঁহার দ্বারা] ব্রীহীন্ (ধান্য) অবঘাতয়েৎ (ভানাইবেন)। ১৩

অতঃপর কাহারও স্ত্রীর ঋতুকাল উপস্থিত হইলে, (সেই পত্নী) তিন দিন কাংসপাত্রে পান করিবেন; বৃষল বা বৃষলী তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না। তিন রাত্রির পরে ইনি স্নান করিয়া ধৌত বস্ত্র পরিধান করিবেন এবং ইঁহার দ্বারা (স্বামী) ধান্য ভানাইবেন। ১৩

স য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শুক্লো জায়েত বেদমনুব্রুবীত সর্বমায়ুরিয়াদিতি ক্ষীরৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতা-মীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥ ১৪

সঃ যঃ (যে কেহ) ইচ্ছেৎ (ইচ্ছা করেন)—মে (আমার) শুক্লঃ (গৌরবর্ণ) পুত্রঃ জায়েত (জাত হউক), বেদম্ অনুব্রুবীত (গুরুমুখে একটি বেদ শুনিয়া অভ্যাস ও উচ্চারণ করুক), সর্বম্ আয়ুঃ (পূর্ণায়ু, শতবৎসর আয়ু) ইয়াৎ (প্রাপ্ত হউক) ইতি, [তিনি উক্ত চাউলের দ্বারা] ক্ষীর-ওদনম্ (পায়সান্ন) পাচয়িত্বা (রন্ধন করাইয়া) [স্বামী ও স্ত্রী] সর্পিষ্মন্তম্ (ঘৃতাক্ত ঐ অন্ন) অশ্নীয়াতাম্ (আহার করিবেন)। [তাঁহারা দুই জন] জনয়িতবৈ (=জনয়িতুম্, পুত্রোৎপাদনে) ঈশ্বরৌ (সমর্থ হন)। ১৪

যে কেহ ইচ্ছা করেন, "আমার গৌরবর্ণ পুত্র জাত হউক, সে একটি বেদ অধ্যয়ন করুক, এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হউক," (তিনি উক্ত

তাঁহার স্ত্রী) দুগ্ধে (ঐ) অন্ন রন্ধনপূর্বক ঘৃতসংযোগে (উহা) আহার করিবেন। (তাঁহারা) দুইজন (ঐরূপ) পুত্রোৎপাদনে সমর্থ হন। ১৪

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে কপিলঃ পিঙ্গলো জায়েত দ্বৌ বেদাবনুব্রুবীত সর্বমায়ুরিয়াদিতি দধ্যোদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥ ১৫

অথ যঃ ইচ্ছেৎ—মে পুত্রঃ কপিলঃ [বা] পিঙ্গলঃ জায়েত, দ্বৌ বেদৌ দুইটি বেদ) অনুব্রুবীত, সর্বম্ আয়ুঃ ইয়াৎ ইতি, দধ্যোদনম্ (দধিমিশ্রিত অন্ন) পাচয়িত্বা [ইত্যাদি পূর্ববৎ]। ১৫

আর যিনি ইচ্ছা করেন, "আমার কপিলবর্ণ বা পিঙ্গলবর্ণ পুত্র জাত হউক, সে দুইটি বেদ অধ্যয়ন করুক এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হউক," তিনি দধ্যোদন (অর্থাৎ দধিমিশ্রিত অন্ন) রন্ধন করাইবেন এবং (তিনি ও তাঁহার স্ত্রী উহা) ঘৃতসংযোগে ভোজন করিবেন। (তাঁহারা ঐরূপ) পুত্রোৎপাদনে সমর্থ হন। ১৫

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শ্যামো লোহিতাক্ষো জায়েত ত্রীন্ বেদাননুব্রুবীত সর্বমায়ুরিয়াদিত্যুদোদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥ ১৬

আর যিনি ইচ্ছা করেন, "আমার শ্যামবর্ণ লোহিতচক্ষু পুত্র জাত হউক, সে তিনটি বেদ অধ্যয়ন করুক এবং পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হউক," তিনি উদৌদন (অর্থাৎ জলে অন্ন) পাক করাইবেন এবং (তিনি ও তাঁহার স্ত্রী উহা) ঘৃতসংযোগে ভোজন করিবেন। (তাঁহারা ঐরূপ সন্তানোৎপাদনে সমর্থ হন। ১৬

অথাভিপ্রাতরেব স্থালীপাকাবৃতাজ্যং চেষ্টিত্বা স্থালীপাকস্যোপঘাতং জুহোত্যগ্নয়ে স্বাহাঽনুমতয়ে স্বাহা দেবায় সবিত্রে সত্যপ্রসবায় স্বাহেতি হুত্বোদ্ধৃত্য প্রাশ্নাতি প্রাশ্যেতরস্যাঃ প্রযচ্ছতি প্রক্ষাল্য পাণী উদপাত্রং পূরয়িত্বা তেনৈনাং ত্রিরভ্যুক্ষ্যোত্তিষ্ঠাতো বিশ্বাবসোঽন্যামিচ্ছ প্রপূর্ব্যাং সং জায়াং পত্যা সহেতি ॥ ১৯

[ঐ অন্নপাক ও চরুভক্ষণাদির সময় নির্দিষ্ট হইতেছে]—অথ অভিপ্রাতঃ এব (প্রাতঃকালের অভিমুখেই) স্থালীপাক-আবৃতা (স্থালীপাকের বিধি অনুসারে) আজ্যম্ চেষ্টিত্বা (আজ্যসংস্কার করিয়া), [পূর্বোক্ত চরুতে উহা মিশ্র করিয়া] উপঘাতম্ (বারংবার অল্প অল্প গ্রহণ করিয়া) [এই মন্ত্রে] স্থালীপাকস্য জুহোতি (স্থালীপাক হইতে হব্য গ্রহণ করিয়া আহুতি দেন)—অগ্নয়ে (অগ্নির উদ্দেশে) স্বাহা, অনুমতয়ে (অনুমতির উদ্দেশে) স্বাহা, সত্যপ্রসবায় (সত্যপ্রসবিতা) সবিত্রে দেবায় (সবিতৃদেবের উদ্দেশে) স্বাহা ; ইতি। হুত্বা (আহুতি দিয়া) উদ্ধৃত্য (উঠাইয়া) [চরুশেষ] প্রাশ্নাতি (আহার করেন)। প্রাশ্য (আহার করিয়া) ইতরস্যাঃ (অপরকে, স্ত্রীকে) প্রযচ্ছতি (দেন)। পাণী (হস্তদ্বয়) প্রক্ষাল্য (ধৌত করিয়া) উদপাত্রম্ (জলপাত্র) পূরয়িত্বা (পূর্ণ করিয়া) তেন (সেই জলের দ্বারা) এনাম্ (স্ত্রীকে) [এই মন্ত্রে] ত্রিঃ (তিন বার) অভ্যুক্ষতি (সিক্ত করেন) —বিশ্বাবসো (হে বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব), অতঃ (এই স্ত্রী হইতে) উত্তিষ্ঠ (উঠ) ; পত্যা সহ (পতিসহ) [ক্রীড়মানা] অন্যাম্ (অপর) প্রপূর্ব্যাম্ (তরুণীকে) ইচ্ছ (কামনা কর)। [আমি এই] জায়াম্ সম্ [উপৈমি] (পত্নীর সহিত মিলিত হইব) ইতি। ১৯

প্রত্যুষের দিকে স্থালীপাকের বিধি অনুসারে আজ্যসংস্কার করিয়া স্থালীপাকের অল্প অল্প অংশ গ্রহণপূর্বক (এই মন্ত্রে) আহুতি দিবেন, "অগ্নিকে স্বাহা," "অনুমতিকে স্বাহা," "সত্যপ্রসবিতা সবিতৃদেবকে

স্বাহা।" আহুতি দিয়া (চরুদ্বারা) অবশিষ্ট আহার করিবেন; আহারান্তে স্ত্রীকে (অবশিষ্টাংশ) দিবেন। হস্তদ্বয় ধৌত করিয়া এবং জলপাত্র পূর্ণ করিয়া সেই জলে স্ত্রীকে এই মন্ত্রে তিন বার সিক্ত করিবেন,[১] "হে বিশ্বাবসু, তুমি এখান হইতে উঠ। পতির সহিত বিদ্যমানা অপর তরুণীকে কামনা কর। আমি এই পত্নীর সহিত যুক্ত হই।" ১৯

১। মন্ত্রটি কিন্তু একবার মাত্র উচ্চার্য।

অথৈনামভিপদ্যতেঽমোঽহমস্মি সা ত্বং সা ত্বমস্যমোঽহং সামাহমস্মি ঋক্ ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং তাবেহি সংরভাবহৈ সহ রেতো দধাবহৈ পুংসে পুত্রায় বিত্তয় ইতি ॥ ২০

অথ (অতঃপর) [এই মন্ত্রে] এনাম্ অভিপদ্যতে (আলিঙ্গন করেন)— অহম্ অমঃ (প্রাণ) অস্মি, ত্বম্ (তুমি) সা (বাক্) [অসি]; ত্বম্ সা অসি, অহম্ অমঃ; অহম্ সাম অস্মি, ত্বম্ ঋক্; অহম্ দ্যৌঃ, ত্বম্ পৃথিবী। এহি (এস) তৌ (এতাদৃশ উভয়ে) সংরভাবহৈ (উদ্যম করি), পুংসে পুত্রায় বিত্তয়ে (পুত্রসন্তান লাভের জন্য) সহ (একত্র) রেতঃ দধাবহৈ (আধান করি)। ২০

অথাস্যা ঊরূ বিহাপয়তি বিজিহীথাং দ্যাবাপৃথিবী ইতি তস্যামর্থং নিষ্ঠায় মুখেন মুখং সন্ধায় ত্রিরেনামনুলোমামনুমার্ষ্টি—

বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু।
আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে।
গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি পৃথুষ্টুকে।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ ॥ ২১

অথ [অনেন মন্ত্রেণ] অস্যাঃ (স্ত্রিয়াঃ) ঊরূ বিহাপয়তি—"[হে] দ্যাবাপৃথিবী, [যুবাং] বিজিহীথাম্ (বিজিতে ভবেতাঃ)" ইতি। তস্যাম্ অর্থম্ প্রতিষ্ঠাপ্য মুখেন মুখং সন্ধায় [অনেন মন্ত্রেণ] ত্রিঃ এনাম্ অনুলোমাম্ অনুমার্ষ্টি—"বিষ্ণুঃ [তে] যোনিম্ কল্পয়তু (পুত্রোৎপত্তিসমর্থাং করোতু); ত্বষ্টা (সবিতা) [তব] রূপাণি পিংশতু (বিভাগেন দর্শনযোগ্যাদি করোতু); প্রজাপতিঃ (বিরাড়াত্মা) [ময়াত্মনা স্থিত্বা রেতঃ] আসিঞ্চতু (প্রক্ষিপতু); ধাতা (সূত্রাত্মা) [মদাত্মনা স্থিত্বা] তে গর্ভম্ (ক্লীবং গর্ভং) দধাতু (ধারয়তু, পুষ্ণাতু)। [ভোঃ] সিনীবালি গর্ভম্ ধেহি, [ভোঃ] পৃথুষ্টুকে (বিস্তীর্ণস্তুতি) গর্ভম্ ধেহি। পুষ্করস্রজৌ (পদ্মমালিনৌ) অশ্বিনৌ দেবৌ (সূর্যাচন্দ্রমসৌ) তে গর্ভম্ আধত্তাম্। ২১

হিরণ্ময়ী অরণী যাভ্যাং নির্মন্থতামশ্বিনৌ।
তং তে গর্ভং হবামহে দশমে মাসি সূতয়ে।
যথাঽগ্নিগর্ভা পৃথিবী যথা দ্যৌরিন্দ্রেণ গর্ভিণী।
বায়ুর্দিশাং যথা গর্ভ এবং গর্ভং দধামি তেঽসাবিতি ॥ ২২

হিরণ্ময়ী (জ্যোতির্ময়ী) অরণী (প্রাক্ আসতুঃ], যাভ্যাম্ অশ্বিনৌ [গর্ভম্] নির্মন্থতাম্ (নির্মথিতবন্তৌ)। দশমে মাসি সূতয়ে (প্রসবার্থম্) তম্ (তথাভূতম্) গর্ভম্ তে [জঠরে] হবামহে। [আধীয়মানং গর্ভং দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি]—পৃথিবী যথা অগ্নিগর্ভা, দ্যৌঃ যথা ইন্দ্রেণ (সূর্যেণ) গর্ভিণী, বায়ুঃ যথা দিশাম্ গর্ভঃ, এবম্ অসৌ (অহম্) তে গর্ভম্ দধামি ইতি। ২২

সোষ্যন্তীমদ্ভিরভ্যুক্ষতি—
যথা বায়ুঃ পুষ্করিণীং সমিঙ্গয়তি সর্বতঃ।
এবা তে গর্ভ এজতু সহাবৈতু জরায়ুণা।
ইন্দ্রস্যায়ং ব্রজঃ কৃতঃ সার্গলঃ সপরিশ্রয়ঃ।
তমিন্দ্র নির্জহি গর্ভেণ সাবরাং সহেতি ॥ ২৩

যে প্রাণ আছে, উহাকে) মনসা (মনের দ্বারা) ত্বয়ি (তোমাতে, পুত্রে) জুহোমি (আহুতি দিতেছি, অর্পণ করিতেছি); স্বাহা। ইহ (এই জন্মে) কর্মণা (কর্মদ্বারা) যৎ (যাহা) অত্যরীরিচম্ (অতিরিক্তরূপে করিয়াছি) [অর্থাৎ যে যে কর্ম অধিক করিয়া ফেলিয়াছি] যদ্বা ন্যূনম্ (অল্প) অকরম্ (অকরবম্, করিয়াছি), বিদ্বান্ (সর্বজ্ঞ) [ও] স্বিষ্টকৃৎ (উত্তম ইষ্টসম্পাদক), অগ্নিঃ নঃ (আমাদের) তৎ (ঐ কর্ম) স্বিষ্টম্ (অনধিক) সুহুতম্ (অনল্প) করোতু (করুন); স্বাহা ইতি। ২৪

পুত্র জাত হইলে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ও পুত্রকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া কাংস্যপাত্রে দধিমিশ্রিত ঘৃত স্থাপনপূর্বক উহা (এই সকল মন্ত্রে) অল্প অল্প করিয়া আহুতি দিবেন, "এই আমার স্বগৃহে (আমি পুত্ররূপে) বর্ধমান হইয়া যেন সহস্র মানবের পরিপোষক হইতে পারি। ইহার বংশে সন্তান ও পশুসহ (শ্রী) যেন বিচ্ছিন্ন না হন; স্বাহা।" "আমাতে যে প্রাণ আছে, উহা আমি (পুত্র) তোমাতে আহুতি দিতেছি; স্বাহা।" "এই জন্মে কর্মসাধন কালে আমি যাহা কিছু অত্যধিক বা অত্যল্প করিয়া ফেলিয়াছি, সর্বজ্ঞ ও ইষ্টসম্পাদক অগ্নি আমার সেই কর্ম অনধিক ও অনল্প করুন; স্বাহা।" ২৪

অথাস্য দক্ষিণং কর্ণমভিনিধায় বাগ্ বাগিতি ত্রিরথ দধি মধু ঘৃতং সংনীয়ানন্তর্হিতেন জাতরূপেণ প্রাশয়তি। ভূস্তে দধামি ভুবস্তে দধামি স্বস্তে দধামি ভূর্ভুবঃ স্বঃ সর্বং ত্বয়ি দধামীতি॥ ২৫

অথ অস্য (ঐ শিশুর) দক্ষিণম্ কর্ণম্ (ডান কাণ) অভিনিধায় ([নিজের] মুখসংলগ্ন করিয়া) ত্রিঃ (তিন বার) "বাক্ বাক্" ইতি (এই মন্ত্র) জপেৎ (জপ করিবেন)। অথ দধি, মধু, ঘৃতম্ সংনীয় (মিশ্রিত করিয়া) অনন্তর্হিতেন (অব্যবহিত, বা মুখে অপ্রবিষ্ট) জাতরূপেণ (সুবর্ণের [কাঠির] দ্বারা) [এই

[মন্ত্র সকলের দ্বারা] প্রাশয়তি (খাওয়ান)—ত্বয়ি (তোমাতে) ভূঃ (ভূর্লোক) দধামি (স্থাপন করিতেছি), ত্বয়ি ভুবঃ দধামি, ত্বয়ি স্বঃ দধামি, ত্বয়ি (তোমাতে) ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ সর্বম্ দধামি ইতি। ২৫

অতঃপর ঐ শিশুর দক্ষিণ কর্ণে আপনার মুখ সংলগ্ন করিয়া তিন বার জপ করিবেন, "বাক্, বাক্।[১]" অতঃপর দধি, মধু, ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া (মুখে) অপ্রবিষ্ট সুবর্ণের দ্বারা (এই সকল মন্ত্রে) তাহাকে আহার করাইবেন, "তোমাতে ভূর্লোক স্থাপন করিতেছি;" "তোমাতে ভুবর্লোক স্থাপন করিতেছি;" "তোমাতে স্বর্লোক স্থাপন করিতেছি;" "তোমাতে ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক—সমস্ত স্থাপন করিতেছি।" ২৫

১। তিন বার জপের উদ্দেশ্য এই, "পুত্রে বাগ্দেবতা প্রবেশ করুন।"

অথাস্য নাম করোতি বেদোঽসীতি তদস্য তদ্ গুহ্যমেব নাম ভবতি॥ ২৬

অথ "বেদঃ অসি (তুমি বেদ)" ইতি (এই বলিয়া) অস্য নাম করোতি (নামকরণ করেন)। তৎ (উহা) এব অস্য তৎ (সেই) গুহ্যম্ নাম ভবতি। ২৬

অতঃপর "তুমি বেদ" এই বলিয়া তাহার নামকরণ করেন। উহাই তাহার সেই গুহ্য নাম হয়।[১] ২৬

১। এই নাম প্রসিদ্ধ নহে। তথাপি বেদ—বেদন—অনুভব, অর্থাৎ প্রত্যেকের নিজের স্বরূপ—এই হিসাবে ইহা সকলেরই গুহ্য নাম।

অথৈনং মাত্রে প্রদায় স্তনং প্রযচ্ছতি—

যস্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূ-

র্যো রত্নধা বসুবিদ্ যঃ সুদত্রঃ।

যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্যাণি
সরস্বতি তমিহ ধাতবে করিতি ॥ ২৭

অথ অস্মৈ (ইহাকে) মাত্রে (মাতার নিকট) প্রদায় (দিয়া) [এই মন্ত্রে] স্তনং প্রযচ্ছতি (স্তন্যপান করান)—[হে] সরস্বতি, তে (তোমার) যঃ স্তনঃ শশয়ঃ (কলাধারস্বরূপ), যঃ ময়োভূঃ (সর্বস্থিতির কারণ), যঃ রত্নধা (রত্ন বা দুগ্ধে পরিপূর্ণ), [যঃ] বসুবিৎ (কর্মফলবিধাতা), যঃ সুদত্রঃ (অতি দানশীল, ভূরিদ), যেন (যদ্দ্বারা) বার্যাণি (বরণীয়, উপযুক্ত) বিশ্বা ([দেবাদি] সকলকে) পুষ্যসি (পোষণ কর), তম্ (সেই স্তনটি) ইহ (এই ভার্যাস্তনে) ধাতবে ([পুত্রের] পানের জন্য) কঃ (=কুরু, [প্রবিষ্ট] কর) ইতি। ২৭

অনন্তর ইহাকে মাতার নিকট দিয়া (এই মন্ত্রে) স্তন্যপান করান, "হে সরস্বতি, তোমার যে স্তনটি সর্বকলাধার, যাহা সর্বপরিপোষক, যাহা দুগ্ধপরিপূর্ণ, যাহা কর্মফলবিধাতা, যাহা ভূরিদ, এবং যদ্দ্বারা তুমি যোগ্যব্যক্তি সকলকে পোষণ কর, সেই স্তনটি (আমার পুত্রের) পানের জন্য এই (ভার্যার) স্তনে প্রবেশ করাও।" ২৭

অথাস্য মাতরমভিমন্ত্রয়তে—
ইলাহসি মৈত্রাবরুণী বীরে বীরমজীজনৎ।
সা ত্বং বীরবতী ভব যাহস্মান্ বীরবতোহকরদিতি।
তং বা এতমাহুরতিপিতা বতাভূরতিপিতামহো বতাভূঃ পরমাং বত কাষ্ঠাং প্রাপচ্ছ্রিয়া যশসা ব্রহ্মবর্চসেন য এবংবিদো ব্রাহ্মণস্য পুত্রো জায়ত ইতি ॥ ২৮ ॥ ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য চতুর্থং ব্রাহ্মণম্ ॥

অথ অস্য (ইহার) মাতরম্ (মাতাকে) অভিমন্ত্রয়তে (সম্বোধন করিয়া বলেন)—[তুমি] ইলা (প্রশংসার্হা) মৈত্রাবরুণী অসি (মিত্রাবরুণ বা বশিষ্ঠের পত্নী

অরুন্ধতীস্বরূপিণী)। বীরে [পতি] (নিমিত্তভূত আমি থাকিয়া) [তুমি] বীরম্ (বীর, পুত্র) অজীজনৎ (প্রসব করিয়াছ)। যা (যে তুমি) অস্মান্ বীরবতঃ (আমাদিগকে পুত্রবান্) অকরৎ (=অকরোৎ, করিলে), সা ত্বম্ (তাদৃশ তুমি বীরবতী (বহুপুত্রবতী) ভব (হও) ইতি। যঃ (যে) এবংবিদঃ ব্রাহ্মণস্য (এই প্রকার জ্ঞানী ব্রাহ্মণের) পুত্রঃ জায়তে (পুত্ররূপে জাত হয়) তম্ বৈ এতম্ (তাদৃশ এই পুত্রকে) [লোকে] আহুঃ (বলে)—অতিপিতা বত অভূঃ (অহো, তুমি পিতাকে অতিক্রম করিয়াছ, পিতা হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছ), অতিপিতামহঃ বত অভূঃ ; শ্রিয়া (সৌভাগ্যে), যশসা (খ্যাতিতে) ব্রহ্মবর্চসেন (ব্রহ্মতেজে) পরমাম্ বত কাষ্ঠাম্ (অহো, সাফল্যের চরমোৎকর্ষ) প্রাপৎ (পাইয়াছ) ইতি। ২৮

অনন্তর (পিতা) শিশুর মাতাকে (এইরূপ) সম্বোধন করেন, "তুমি সৌভাগ্যবতী অরুন্ধতী। আমার সাহায্যে তুমি পুত্রপ্রসব করিয়াছ। তুমি আমাকে পুত্রবান্ করিলে, অতএব তুমি বহুপুত্রবতী হও।" যে এবংবিদ্ ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জাত হয়, লোকে তাদৃশ পুত্রকে বলে, "অহো, তুমি পিতাকে অতিক্রম করিয়াছ ; অহো, পিতামহকে অতিক্রম করিয়াছ ; অহো, তুমি সৌভাগ্য, যশ, ও ব্রহ্মতেজে সাফল্যের চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছ !" ২৮

ষষ্ঠাধ্যায়—পঞ্চম (বংশ) ব্রাহ্মণ

অথ বংশঃ। পৌতিমাষীপুত্রঃ কাত্যায়নীপুত্রাৎ কাত্যায়নীপুত্রো গৌতমীপুত্রাদ্ গৌতমীপুত্রো ভারদ্বাজীপুত্রাদ্ ভারদ্বাজীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্র ঔপস্বস্তীপুত্রা-দৌপস্বস্তীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্রঃ কাত্যায়নী-

পুত্রাৎ কাত্যায়নীপুত্রঃ কৌশিকীপুত্রাৎ কৌশিকীপুত্র আলম্বীপুত্রাচ্চ বৈয়াঘ্রপদীপুত্রাচ্চ বৈয়াঘ্রপদীপুত্রঃ কাণ্বীপুত্রাচ্চ কাপীপুত্রাচ্চ কাপীপুত্রঃ ॥ ১

আত্রেয়ীপুত্রাদাত্রেয়ীপুত্রো গৌতমীপুত্রাদ্ গৌতমীপুত্রো ভারদ্বাজীপুত্রাদ্ ভারদ্বাজীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্রো বাৎসীপুত্রাদ্ বাৎসীপুত্রঃ পারাশরীপুত্রাৎ পারাশরীপুত্রো বার্কারুণীপুত্রাদ্ বার্কারুণীপুত্রো বার্কারুণীপুত্রাদ্ বার্কারুণীপুত্র আর্তভাগীপুত্রাদার্তভাগীপুত্রঃ শৌঙ্গীপুত্রাচ্ছৌঙ্গীপুত্রঃ সাঙ্কৃতী-পুত্রাৎ সাঙ্কৃতীপুত্রঃ আলম্বায়নীপুত্রাদালম্বায়নীপুত্র আলম্বী-পুত্রাদলম্বীপুত্রো জায়ন্তীপুত্রাজ্জায়ন্তীপুত্রো মাণ্ডূকায়নী-পুত্রান্মাণ্ডূকায়নীপুত্রো মাণ্ডূকীপুত্রান্মাণ্ডূকীপুত্রঃ শাণ্ডিলী-পুত্রাচ্ছাণ্ডিলীপুত্রো রাথীতরীপুত্রাদ্রাথীতরীপুত্রো ভালুকী-পুত্রাদ্ভালুকীপুত্রঃ ক্রৌঞ্চিকীপুত্রাভ্যাং ক্রৌঞ্চিকীপুত্রো বৈদভৃতীপুত্রাদ্ বৈদভৃতীপুত্রঃ কার্শকেয়ীপুত্রাৎ কার্শকেয়ী-পুত্রঃ প্রাচীনযোগীপুত্রাৎ প্রাচীনযোগীপুত্রঃ সাঞ্জীবীপুত্রাৎ সাঞ্জীবীপুত্রঃ প্রাশ্নীপুত্রাদাসুরিবাসিনঃ প্রাশ্নীপুত্র আসুরায়ণা-দাসুরায়ণ আসুরেরাসুরিঃ ॥ ২

যাজ্ঞবল্ক্যাদ্ যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালকাদুদ্দালকোঽরুণাদরুণ উপবেশেরুপবেশিঃ কুশ্রেঃ কুশ্রির্বাজশ্রবসো বাজশ্রবা জিহ্বাবতো বাধ্যোগাজ্জিহ্বাবান্ বাধ্যোগোঽসিতাদ্ বার্ষগণা-দসিতো বার্ষগণো হরিতাৎ কশ্যপাদ্ধরিতঃ কশ্যপঃ শিল্পাৎ কশ্যপাচ্ছিল্পঃ কশ্যপঃ কশ্যপান্নৈধ্রুবেঃ কশ্যপো নৈধ্রুবির্বাচো

বাগম্ভিণ্যা অম্ভিণ্যাদিত্যাদাদিত্যানীমানি শুক্লানি যজূংষি বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেনাখ্যায়ন্তে ॥ ৩

[সম্প্রতি সমস্ত উপনিষদের বংশ, অর্থাৎ বিদ্যাসম্প্রদায় বা গুরুশিষ্যপরম্পরা বলা হইতেছে। পূর্বে বলা হইয়াছে, "গুণবান্ পুত্র জাত হয়," সুতরাং পৌতিমাষী, কাত্যায়নী প্রভৃতি মাতৃনামের সহিত পুত্র শব্দ যোগ করিয়া আচার্যদের পরিচয় দেওয়া হইতেছে। কারণ শেষোক্ত পুত্রসম্বন্ধে মাতার প্রাধান্য আছে। এখানে প্রথমান্ত নাম গুলি শিষ্যের ও পঞ্চম্যন্ত নাম গুলি গুরুর]—ইমানি আদিত্যানি শুক্লানি যজূংষি (আদিত্য হইতে প্রাপ্ত এই সকল শুক্লযজুর্মন্ত্র) বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেন (বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বারা) আখ্যায়ন্তে (ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। ১—৩

অতঃপর বংশ। পৌতিমাষীপুত্র কত্যায়নীপুত্র হইতে (এই বিদ্যা লাভ করিয়াছেন); কাত্যায়নীপুত্র গৌতমীপুত্র হইতে; গৌতমীপুত্র ভারদ্বাজীপুত্র হইতে, ভারদ্বাজীপুত্র পারাশরীপুত্র হইতে, পারাশরীপুত্র ঔপস্বস্তীপুত্র হইতে, ঔপস্বস্তীপুত্র পারাশরীপুত্র হইতে, পারাশরীপুত্র কাত্যায়নীপুত্র হইতে, কাত্যায়নীপুত্র কৌশিকীপুত্র হইতে, কৌশিকীপুত্র আলম্বীপুত্র ও বৈয়াঘ্রপদীপুত্র হইতে, বৈয়াঘ্রপদীপুত্র কাণ্বীপুত্র ও কাপীপুত্র হইতে, কাপীপুত্র আত্রেয়ীপুত্র হইতে, আত্রেয়ীপুত্র গৌতমীপুত্র হইতে, গৌতমীপুত্র ভারদ্বাজীপুত্র হইতে, ভারদ্বাজীপুত্র পারাশরীপুত্র হইতে, পারাশরীপুত্র বাৎসীপুত্র হইতে, বাৎসীপুত্র (অপর) পারাশরীপুত্র হইতে, (ঐ) পারাশরীপুত্র বার্কারুণীপুত্র হইতে, বার্কারুণীপুত্র (অপর) বার্কারুণীপুত্র হইতে, (ঐ) বার্কারুণীপুত্র আর্তভাগীপুত্র হইতে, আর্তভাগীপুত্র শৌঙ্গীপুত্র হইতে, শৌঙ্গীপুত্র সাংকৃতীপুত্র হইতে, সাংকৃতীপুত্র আলম্বায়নীপুত্র হইতে, আলম্বায়নীপুত্র আলম্বীপুত্র হইতে, আলম্বীপুত্র জায়ন্তীপুত্র হইতে, জায়ন্তীপুত্র মাণ্ডূকায়নীপুত্র হইতে, মাণ্ডূকায়নীপুত্র মাণ্ডূকীপুত্র

হইতে, মাণ্ডূকীপুত্র শাণ্ডিলীপুত্র হইতে, শাণ্ডিলীপুত্র রাথীতরীপুত্র হইতে, রাথীতরীপুত্র ভালুকীপুত্র হইতে, ভালুকীপুত্র ক্রৌঞ্চিকীর পুত্রদ্বয় হইতে, ক্রৌঞ্চিকীপুত্র বৈদভৃতীপুত্র হইতে, বৈদভৃতীপুত্র কার্শকেয়ীপুত্র হইতে, কার্শকেয়ীপুত্র প্রাচীনযোগীপুত্র হইতে, প্রাচীন-যোগীপুত্র সাঞ্জীবীপুত্র হইতে, সাঞ্জীবীপুত্র আসুরিবাসী প্রাশ্নীপুত্র হইতে, প্রাশ্নীপুত্র আসুরায়ণ হইতে, আসুরায়ণ আসুরি হইতে, আসুরি যাজ্ঞবল্ক্য হইতে, যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালক হইতে, উদ্দালক অরুণ হইতে, অরুণ উপবেশি হইতে, উপবেশি কুশ্রি হইতে, কুশ্রি বাজশ্রবা হইতে, বাজশ্রবা জিহ্বাবান্ বাধ্যোগ হইতে, জিহ্বাবান্ বাধ্যোগ অসিত বার্ষগণ হইতে, অসিত বার্ষগণ হরিত কশ্যপ হইতে, হরিত কশ্যপ শিল্প কশ্যপ হইতে, শিল্প কশ্যপ নিধ্রুবপুত্র কশ্যপ হইতে, নিধ্রুবপুত্র কশ্যপ বাক্ হইতে, বাক্ অম্ভিনী হইতে, অম্ভিনী আদিত্য হইতে, (এই বিদ্যা লাভ করিয়াছেন)। বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য আদিত্য হইতে প্রাপ্ত এই শুক্লযজুঃ[1] সকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ১—৩

১। শুক্ল—পৌরুষেয়ত্ব দোষে দুষ্ট নহে ; অথবা শুদ্ধ, অর্থাৎ চিরনূতন ও প্রমাণভূত।

সমানমা সাঞ্জীবীপুত্রাৎ সাঞ্জীবীপুত্রো মাণ্ডূকায়নে-র্মাণ্ডূকায়নির্মাণ্ডব্যান্মাণ্ডব্যঃ কৌৎসাৎ কৌৎসো মাহিত্থে-র্মাহিত্থির্বামকক্ষায়ণাদ্ বামকক্ষায়ণঃ শাণ্ডিল্যাচ্ছাণ্ডিল্যো বাৎস্যাদ্ বাৎস্যঃ কুশ্রেঃ কুশ্রির্যজ্ঞবচসো রাজস্তম্বায়নাদ্ যজ্ঞবচা রাজস্তম্বায়নস্তুরাৎ কাবষেয়াৎ তুরঃ কাবষেয়ঃ

প্রজাপতেঃ প্রজাপতির্ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ৪ ॥
ইতি ষষ্ঠাধ্যায়স্য পঞ্চমং ব্রাহ্মণম্ ॥

ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি ষষ্ঠাধ্যায়ঃ ॥

[প্রজাপতি হইতে সকল বিদ্যাসম্প্রদায় আসিয়াছে। তন্মধ্যে [illegible] বাজসনেয়ি শাখাতেই প্রজাপতি হইতে সাঞ্জীবীপুত্র পর্যন্ত একই গুরুপরম্পরা। সাঞ্জীবীর পরে শাখাভেদ হইয়াছে]—সমানম্ আ সাঞ্জীবীপুত্রাৎ (সাঞ্জীবীপুত্র পর্যন্ত একই প্রকার গুরুপরম্পরা)। প্রজাপতিঃ (হিরণ্যগর্ভ) ব্রহ্মণঃ (বেদাখ্য ব্রহ্ম হইতে)। ৪

সাঞ্জীবীপুত্র পর্যন্ত (বংশপরম্পরা সকল) সমান। সাঞ্জীবীপুত্র মাণ্ডুকায়নি হইতে মাণ্ডুকায়নি মাণ্ডব্য হইতে, মাণ্ডব্য কৌৎস হইতে, কৌৎস মাহিত্থি হইতে, মাহিত্থি বামকক্ষায়ণ হইতে, বামকক্ষায়ণ শাণ্ডিল্য হইতে, শাণ্ডিল্য বাৎস্য হইতে, বাৎস্য কুশ্রি হইতে, কুশ্রি যজ্ঞবচা রাজস্তম্বায়ন হইতে, যজ্ঞবচা রাজস্তম্বায়ন তুর কাবষেয় হইতে, তুর কাবষেয় প্রজাপতি হইতে, প্রজাপতি ব্রহ্মের, অর্থাৎ বেদের, সহিত সম্বন্ধ বশতঃ (এই বিদ্যা লাভ করিয়াছেন)। ব্রহ্ম (অর্থাৎ বেদ) স্বয়ম্ভু। ব্রহ্মকে নমস্কার। ৪

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

নির্ঘণ্ট

অনুক্রমণিকা

(বিশেষ বাক্য ও শ্লোক সকল)